Rs. 16.00

Gift.

UNIVERSITY OF MELBOURNE

INDIAN STUDIES

ATINDRA MAJUMDER COLLECTION

ASIATIC SOCIETY
Kolkata
Computerised

No Lending

UNIVERSITY OF MELBOURNE Gift.

INDIAN STUDIES

ATINDRA MAJUMDER COLLECTION

সচিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ

UNIVERSITY OF MELBOURNE Gift.
INDIAN STUDIES

No Lending

সচিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ন

ATINDRA MAJUMDER COLLECTION

[সটীক]

(ভূমিকা ও বিস্তৃত পরিশিষ্ট সহ)

অরুন্ধতী, আদর্শমহিলা, ভক্তশিশু প্রভৃতি
গ্রন্থ প্রণেতা
শ্রীনয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সম্পাদিত

সর্ব্ব-স্বত্ব-রক্ষিত

প্রকাশক
ইণ্ডিয়ান প্রেস পাব্লিকেশন্স (প্রাঃ) লিমিটেড—এলাহাবাদ
ও
ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস—২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৩৩৯

2k(w

প্রকাশক
বি. এন. মাথুর,
ইণ্ডিয়ান প্রেস পাব্লিকেশন্স্ (প্রাঃ) লিমিটেড্—এলাহাবাদ।

BAN
891·2103
R 165 K. n

প্রাপ্তিস্থান :—
১। ইণ্ডিয়ান প্রেস পাব্লিকেশন্স্ (প্রাঃ) লিমিটেড্—এলাহাবাদ
২। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস,
২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট—কলিকাতা

HE ASIATIC SOCIETY
CALCUTTA-700016
Acc. No. B 7391
Date 30.3.95

COMPUTERISED
C 247

SL 066255

মুদ্রক—
শ্রীঅমলকুমার বসু,
ইণ্ডিয়ান প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড,
বারাণসী।

সম্পাদকের নিবেদন

কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণ প্রকাশে আমি প্রধানতঃ বটতলা সংস্করণকে আশ্রয় করিয়াছি। তবে প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ সকলের মধ্যে বটতলা সংস্করণ হইতে যেখানে যে পার্থক্য দেখা গিয়াছে তাহা এই সংস্করণে সংযোজিত হইয়াছে।

আমাদের এই সংস্করণ সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য কথা আছে।

১। কোনো অংশ বাদ দেওয়া হয় নাই। ইহা কাটা ছাঁটা সংস্করণ নহে।

২। কোন কোন স্থলে পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়া মূল বাল্মীকি রামায়ণ অনুযায়ী পরিবর্ত্তন করিয়াছি। মান্ধাতার উপাখ্যান দ্রষ্টব্য ৯ পৃষ্ঠা।

৩। অশ্লীল অংশগুলির সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন ভিন্ন ভাষা ভাব ও ছন্দঃ রক্ষার জন্য শব্দগত পরিবর্ত্তন কোথাও কোথাও করিতে হইয়াছে। এইরূপ পরিবর্ত্তন অনেক স্থানেই সেই কবিতার শব্দগুলির স্থান-পরিবর্ত্তনেই সাধিত হইয়াছে; কিন্তু কোথাও কোথাও এই নিয়ম অনুসৃত হয় নাই। দণ্ডরাজের উপাখ্যান ১০ পৃঃ, হেমাকন্যার উপাখ্যান ২৪০ পৃঃ, হনুমানের জন্মবৃত্তান্ত ৬৪০ পৃঃ, রম্ভাবতী উপাখ্যান ৬৩৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৪। রামায়ণের ভাষা সর্ব্বত্রই প্রাঞ্জল ও আধুনিক ছন্দঃনীতিসঙ্গত। কিন্তু প্রচলিত রামায়ণে শিব-বিবাহ প্রভৃতি অংশে প্রাচীন পাঠই রহিয়া গিয়াছিল। সুতরাং সরল ছন্দঃ-সঙ্গত পাঠ পড়িতে অভ্যস্ত রামায়ণ-পাঠকের পক্ষে উহা বড়ই বিসদৃশ লাগিত। এই হেতু জয়গোপালাদি-প্রদর্শিত পন্থানুসারে তাহা যথাসম্ভব মার্জ্জিত ও ছন্দঃ-সঙ্গত রূপে গ্রথিত হইয়াছে। ৫৭৬ পৃষ্ঠা হইতে ৫৮৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

৫। বটতলার কৃত্তিবাসী রামায়ণে হেডিং যাহা ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহাতে অনেক স্থলে দুই তিন বিষয়ের বর্ণনা একত্র লিপিবদ্ধ দৃষ্ট হয়। আমাদের এই সংস্করণে ঐরূপ হেডিং অনেক স্থলে বর্ণনানুযায়ী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

৫। গ্রন্থ সম্পাদন সময়ে কেবল মাত্র পাদটীকায় কয়েকটা শব্দের অর্থ মাত্র দিয়াই সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য শেষ হয় নাই। রামায়ণ সম্পাদন করিতে গিয়া আমার যেখানে যে সন্দেহ জাগিয়াছে তাহা নিরসনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। কৃত্তিবাসী রামায়ণ বর্ণিত Reference সংগ্রহ করিতে আমাকে যে কত বই পড়িতে হইয়াছে এবং কত অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে তাহা অবর্ণনীয়। এইরূপ সংগ্রহ কার্য্যে গ্রন্থকলেবর অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

৭। রামায়ণোল্লিখিত ব্যক্তিগণের পরিচয় রামায়ণে বিশদভাবে লিখিত নাই। তাহাদের সম্বন্ধে সবিশেষ জানিবার জন্য পাঠকের কৌতূহল স্বাভাবিক। এই হেতু সে-সকলের বিস্তারিত বিবরণ নানা পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া পরিশিষ্ট ভাগে সংযোজিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন রামায়ণ পাঠ কালে রামায়ণ-সম্বন্ধী কয়েকটি সমস্যা বা তথ্য পাঠকের কৌতূহল উদ্রিক্ত করে। তাহাদেরও সমাধান পরিশিষ্ট ভাগে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সংগ্রহ কার্য্যে ‘ত্রেতাবতার রামচন্দ্র’ পুস্তকের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী।

৮। রামায়ণ সম্পাদন করিতে গিয়া আমাকে হিন্দী ভাষায় ‘তুলসীদাস রামায়ণ’ পড়িতে হইয়াছিল। ইণ্ডিয়ান প্রেস সম্পাদিত ‘তুলসীদাস রামায়ণ’ পাঠ কালে যে যে পৌরাণিক ঘটনার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি

তাহা যথাস্থানে পাদটীকায় উল্লিখিত হইয়াছে। বম্বের শ্রীবেঙ্কটেশ্বর মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত তুলসীদাস রামায়ণে অগ্নিবেশমুনি-সম্মত শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম-সময় হইতে স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত সময়ের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর তিথি-মাস-বর্ষ-গত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা হইতে সার সঙ্কলন করিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণের মুখ্য ছন্দে (পয়ার ছন্দে) তাহার মর্ম্মানুবাদ করিয়া দিয়াছি। এই অংশ পাঠে কৃত্তিবাসী রামায়ণ-পাঠকের কৌতূহলের আর এক দিক উদ্‌ঘাটিত হইবে বলিয়া মনে করি।

৯। রামায়ণোল্লিখিত স্থানসমূহের ভৌগোলিক সংস্থান জানিবার জন্য পাঠকের কৌতূহল অনিবার্য্য। এজন্য তাহা পরিশিষ্ট ভাগে লিখিত হইয়াছে। এই সংগ্রহ কার্য্যে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস লিখিত বাংলা ভাষার অভিধান ও শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর-সম্পাদিত কৃত্তিবাস-রামায়ণ হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। এই অবসরে তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

১০। ভূমিকাভাগে কৃত্তিবাস-কথা সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। তৎসহ বাল্মীকির সীতা-রাম চরিত্রের সহিত কৃত্তিবাসের সীতা-রাম চরিত্রের তুলনামূলক সমালোচনা, বাল্মীকির রামায়ণ ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের বিষয়-গত পার্থক্য, ফুলিয়া গ্রামের যাত্রা-পথ ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে।

১৩৩১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা ভারতবর্ষ পত্রে প্রকাশিত বাবু সুজননাথ মুস্তৌফী মহাশয়ের লিখিত 'গ্রামরত্ন ফুলিয়া' প্রবন্ধ হইতে কৃত্তিবাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এবং ফুলিয়া গ্রামের যাত্রাপথ সঙ্কলন করিয়াছি। এই অবসরে ভারতবর্ষ পত্রিকা ও সুজননাথ মুস্তৌফী মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

১১। ভূমিকাভাগ লিখিবার সময় আমি ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" হইতে অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি। এজন্য তাঁহার নিকট আমি চির-ঋণী রহিলাম।

বাল্যকালে যখন রামায়ণ পড়িতাম, তখন রামায়ণোল্লিখিত ব্যক্তিগণের পরিচয়, ঘটনাবলীর কারণ ও পৌরাণিক বিষয়গুলি জানিবার জন্য অতিশয় কৌতূহল জাগিত। রামায়ণ সম্পাদন করিতে গিয়া ঐ সকল বিষয়ের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছি। যদি অনবধানতা বশতঃ কোনো বিষয় বাদ পড়িয়া থাকে বা সংগ্রহ কার্য্যে ভুল হইয়া থাকে তবে পাঠকগণের নিকট প্রার্থনা, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা জানাইলে ভবিষ্যৎ সংস্করণে তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত সংযোজন বা সংশোধন করিয়া দিব।

রামায়ণ সম্পাদন করিতে গিয়া আমাকে অনেক প্রাচীন পুস্তক পড়িতে হইয়াছে। পাদটীকায় ও পরিশিষ্ট ভাগে তাহা লক্ষিত হইবে। এখন কৃত্তিবাসী রামায়ণের এই নবীন সংস্করণ পাঠে যদি একজন পাঠকের চিত্তেও প্রাচীন পুস্তক পাঠের আগ্রহ জন্মে তবে আমি আমার এই পরিশ্রম সফল মনে করিব।

পরিশেষে গভীর পরিতাপের সহিত লিখিতেছি যে, যিনি আমাকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ সম্পাদনের ভার দিয়াছিলেন, আমার সেই পিতৃকল্প শ্রদ্ধাভাজন বাবু চিন্তামণি ঘোষ মহাশয় পুস্তক প্রকাশের অব্যবহিত পূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। বড়ই দুঃখ রহিয়া গেল যে, কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রকাশিত হইয়াছে ইহা তিনি জানিতে পারিলেন না। এই হেতু সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষের পবিত্র-স্মৃতির উদ্দেশে এই কৃত্তিবাসী রামায়ণ উৎসর্গীকৃত করিয়া শ্রদ্ধা-নিবেদন করিলাম। ইতি—

শ্রীনয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আমার পিতৃ-কল্প পরম শ্রদ্ধাস্পদ জ্ঞান-গুরু
স্বর্গীয় চিন্তামণি ঘোষ মহাশয়ের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে ।

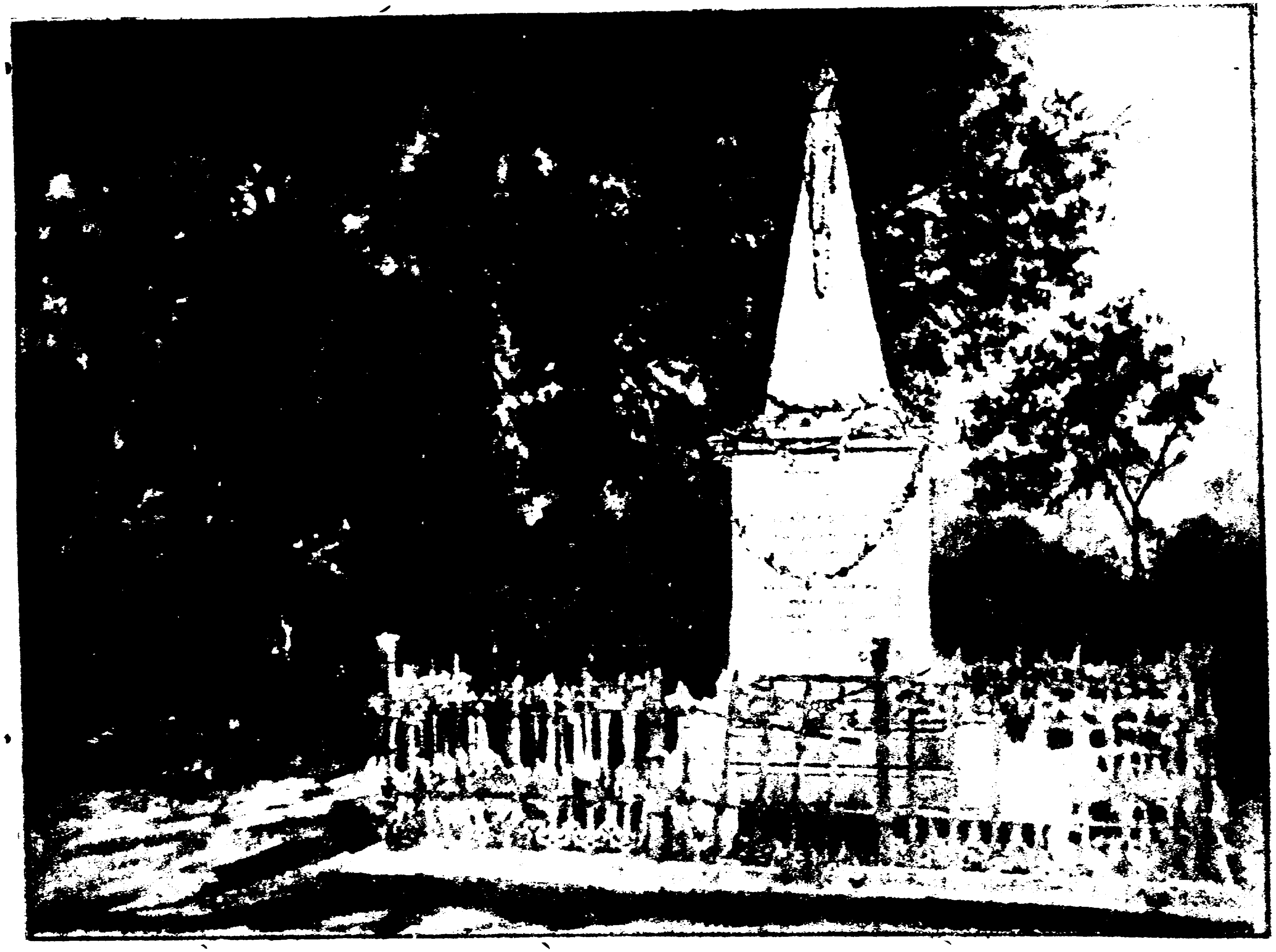

ফুলিয়ার পুণ্যতীর্থ—কৃত্তিবাসের ভিটা—মুখ পত্র

ভূমিকা

বাংলার কাব্য কাননে যে-দিন প্রথম পিক-ঝঙ্কার শোনা গিয়াছিল, সেইদিন বাংলাভাষার এক অতি-শুভ দিন। সেই দিন বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে এক মহান্ গৌরবের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কিন্তু সে যে কত দিন পূর্ব্বে তাহা কে জানে! অনাদি অনন্ত কালগর্ভে সে-দিনের ইতিহাস নিহিত থাকিলেও তাহার সাল-তারিখ নির্ণয় করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু তাহা হইলেও সেই শুভ সূচনার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত বাংলার কাব্য-কাননে নানা পুষ্পলতার অভ্যুদয়ে ও নানা বিচিত্রবর্ণের কুসুম সম্ভারে ইহা পৃথিবীর ক্ষেত্রে আপন আসন বিছাইয়া লইয়াছে। এ ভাষা পরাধীনের ভাষা— এ ভাষা মৃতপ্রায় পঙ্গুর ভাষা হইলেও নানা ওজস্বিনী ভাবধারার ও মনীষার রস-সম্পদে ইহা প্রতি-দিনই বৈচিত্র্যলাভ করিতেছে। কিন্তু ইহার এই ভাব-সম্পদের মূল রসধারার সন্ধান করিলে জানা যায় যে, বাংলার বহু মনীষী ও প্রেমের উপাসক তাঁহাদের অনন্যসাধারণ মনীষা ও স্ব-ভাষা-প্রেমের প্রভাবে কালের বিশাল প্রান্তরে তাঁহাদের কীর্ত্তি-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। নানা অবস্থা-বিপর্য্যয়েও তাহার বিনাশ হয় নাই। অনুকূল-প্রতিকূল কত ভাবস্রোতনার মধ্য দিয়া সেই রসধারা ফল্গু-স্রোতের মত প্রবহমাণা। কিন্তু তাহার মূল উৎসের সন্ধান করিলে যাঁহাদের চরণোপান্তে উপস্থিত হইতে হয়, ফুলিয়ার পণ্ডিত **কৃত্তিবাস** তাঁহাদের অন্যতম।

কৃত্তিবাস কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বা তিনি কোন্ সময়ে রামায়ণ রচনা করিয়া-ছিলেন, তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে সম্প্রতি তাঁহার একটি আত্ম-বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণের জন্য তাহা এস্থলে মুদ্রিত করিলাম। তাহা অবলম্বন করিয়াই আমরা কৃত্তিবাসের জীবন-কথা আলোচনা করিব।

কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণ

পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তাহার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর॥
সুখভোগ ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাকূলে।
বসতি করিতে স্থান খুঁজে খুজে বুলে॥
গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চায়।
রাত্রিকাল হইল ওঝা শুতিল তথায়॥
পুহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী।
আচম্বিতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি॥
কুকুরের ধ্বনি শুনি চারিদিকে চায়।
হেনকালে আকাশ-বাণী শুনিবারে পায়॥
মালীজাতি ছিল পূর্ব্বে মালঞ্চ এথায়।
ফুলিয়া বলিয়া কৈল্য তাহার ঘোষণা॥
গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী॥

ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাঁহার বসতি।
ধন-ধান্যে পুত্র পৌত্রে বাড়য় সন্ততি ॥
গর্ভেশ্বর নামে পুত্র হৈল মহাশয়।
মুরারি, সূর্য্য, গোবিন্দ, তাহার তনয় ॥
জ্ঞানেতে কুলেতে ছিল মুরারি ভূষিত।
সাত পুত্র হৈল তার সংসারে বিদিত ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈল তার নাম যে ভৈরব।
রাজার সভায় তার অধিক গৌরব ॥
মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি।
ধর্ম্মচর্চ্চায় রত মহান্ত যে মানী ॥
মদ-রহিত ওঝা সুন্দর মুরতি ॥
মার্কণ্ড ব্যাস সম শাস্ত্রে অবগতি ॥
সুশীল ভগবান তথি বনমালী।
প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলী ॥
দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গভাগে ভুঞ্জে তিঁহ সুখের সংসার ॥
কুলে শীলে ঠাকুরালে গোসাঞি প্রসাদে।
মুরারি ওঝার পুত্র সব বাড়য়ে সম্পদে ॥
মাতার পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি।
ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী।
সংসারে সানন্দ সতত কৃত্তিবাস।
ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে বড় উপবাস ॥
সহোদর শান্তি মাধব সর্ব্বলোকে ঘুষি।
শ্রীধর ভাই তার নিত্য উপবাসী ॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর।
আর এক বহিন হৈল সতাই উদর ॥
মালিনী নামেতে মাতা, বাপ বনমালী।
ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী ॥
আপনার জন্মকথা কহিব যে পাছে।
মুখুটি বংশের কথা আরো কৈতে আছে ॥
সূর্য্য পণ্ডিতের পুত্র হৈলা নাম বিভাকর।
সর্ব্বত্র জিনিয়া পণ্ডিত বাপের সোসর ॥
সূর্য্যপুত্র নিশাপতি বড় ঠাকুরাল।
সহস্র সংখ্যক লোক দ্বারেতে যাহার ॥
রাজা গৌড়েশ্বর দিল প্রসাদী এক ঘোড়া।
পাত্র মিত্র সকলে দিলেন খাসা জোড়া ॥
গোবিন্দ, জয়, আদিত্য ঠাকুর বসুন্ধর।
বিভাপতি রুদ্র ওঝা তাঁহার কোঙর ॥
ভৈরব সুত গজপতি বড় ঠাকুরাল।
বারাণসী পর্য্যন্ত কীর্ত্তি ঘোষয়ে যাহার ॥
মুখুটী বংশের পদ্ম, শাস্ত্র অবতার।
ব্রাহ্মণ সজ্জন শিখে যাহার আচার ॥
কুলে, শীলে, ঠাকুরালে ব্রহ্মচর্য্য গুণে।
মুখটি বংশের যশ জগতে বাখানে ॥
আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস।
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥
শুভক্ষণে গর্ভ হৈতে পড়িনু ভূতলে।
উত্তম বস্ত্র দিয়া পিতা আমা নৈল কোলে ॥
দক্ষিণ যাইতে পিতামহের উল্লাস।
কৃত্তিবাস বলি নাম করিলা প্রকাশ ॥
এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ ॥
বৃহস্পতিবারের ঊষা পোহালে শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়গঙ্গাপার ॥ †
তথায় করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার।
যথা যথা যাই তথা বিদ্যার বিচার ॥
সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
নানা ছন্দে নানা ভাষা আপনা হৈতে স্ফুরে ॥
বিদ্যা সাঙ্গ করিতে প্রথমে হৈল মন।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া ঘরকে গমন ॥
ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন।
হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিদ্যা সমাপন ॥
ব্রহ্মার সদৃশ গুরু বড় উন্মাকার।
হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিদ্যার উদ্ধার ॥
গুরু স্থানে মেলানি লইলাম মঙ্গলবার দিবসে।
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে ॥
রাজ পণ্ডিত হব মনে আশা করে।
পঞ্চ শ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে ॥
দ্বারী হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম।
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম ॥
সপ্তঘটি বেলা যখন দেয়ালে পড়ে কাটি।
শীঘ্র ধাই আইল দ্বারী হাতে সুবর্ণ লাঠি ॥
কার নাম ফুলিয়ার মুখুটি কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশ হৈল করহ সম্ভাষ।
নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে।
সিংহ সম দেখি রাজা সিংহাসনপরে ॥
রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তাহার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্র মিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন ॥
গন্ধর্ব্ব রায় বসে আছে গন্ধর্ব্ব অবতার,
রাজসভা পূজিত তিঁহ গৌরব অপার ॥
তিন পাত্র দাঁড়াইয়া আছে রাজার পাশে।
পাত্র মিত্র লয়ে রাজা করে পরিহাসে ॥

ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরণী।
সুন্দর শ্রীবৎস আদি ধর্ম্মাধিকারিণী॥
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর॥
রাজার সভা খান যেন দেব অবতার।
দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার॥
পাত্রেতে বেষ্টিত রাজা আছে বড় সুখে।
অনেক লোক দাণ্ডাইয়া রাজার সম্মুখে॥
চারিদিকে নাট্যগীত সর্ব্বলোক হাসে!
চারিদিকে ধাওয়াধাই রাজার আওয়াসে॥
আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা মাজুরি।
তার উপর পড়িয়াছে নেতের পাছুড়ি॥
পাটের চাঁদোয়া শোভে মাথার উপর।
মাঘ মাসে খরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর॥
দাণ্ডাইনু গিয়া আমি রাজ বিদ্যমানে।
নিকটে যাইতে রাজা দিল হাত সানে॥
রাজ আদেশ কৈল পাত্র ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
রাজার সম্মুখে আমি গেলাম সত্বরে॥
রাজার ঠাঁই দাঁড়াইলাম হাত চারি অন্তরে।
সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বরে॥
পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
সরস্বতী-প্রসাদে শ্লোক মুখ হৈতে স্ফুরে॥
নানা ছন্দে শ্লোক আমি পড়িনু সভায়।
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায়॥
নানা মতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল।
খুসি হৈয়া মহারাজ দিলা পুষ্পমাল॥
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া॥
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।
পাত্র মিত্র বলে রাজা যা হয় বিধান॥
পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা॥
পাত্র মিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে।
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে॥
কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার॥
যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে॥
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোষ।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ॥
প্রসাদ পাইয়া বারি হইলাম সত্বরে।
অপূর্ব্ব জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে॥
চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত।
সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত॥
মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী॥
বাপ মায়ের আশীর্ব্বাদে, গুরু আজ্ঞা দান।
রাজ আজ্ঞায় রচে গীত সপ্তকাণ্ড গান॥
সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥
রঘুবংশের কীর্ত্তি কেবা বর্ণিবারে পারে।
কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতীর বরে॥

(শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত।)

কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণ

এই আত্ম-বিবরণ হইতে ও অন্যান্য কুলপঞ্জিকা দৃষ্টে কৃত্তিবাসের এইরূপ বংশতালিকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

শ্রীহর্ষ
⋮
- মাধবাচার্য্য (১৩শ পুরুষ)
  - উৎসাহ (বল্লাল সেন ইঁহাকে কৌলীন্য দান করেন)
    - আয়িত
      - উদ্ধব
        - শিব
          - নৃসিংহ (১৮শ পুরুষ)
            - গর্ভেশ্বর
              - মুরারি ওঝা
                - ভৈরব
                  - গজপতি
                - মদন
                  - রাঘব
                    - দেবানন্দ
                      - প্রয়োগ
                        - জগদীশ
                          - গোপাল
                            - রামনারায়ণ
                              - রমাকান্ত
                                - নরেন্দ্রনারায়ণ
                                  - ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকর
                - ভগবান
                  - অনিরুদ্ধ
                    - লক্ষীবর
                      - মনোহর
                        - সুষেণ পণ্ডিত
                        - গঙ্গানন্দ (ফুলিয়া মেলের আদিপুরুষ)
                          - বাসুদেব সার্ব্বভৌম (শ্রীচৈতন্যদেবের সম-সাময়িক)
                - বনমালী
                  - মৃত্যুঞ্জয়
                    - মালাধর খান্ (মালাধরী মেলের আদিপুরুষ)
                  - **কৃত্তিবাস** (২২শ)
                  - শান্তিমাধব
                  - শ্রীকণ্ঠ
                  - বলভদ্র
                  - চতুর্ভুজ
              - সূর্য্য
                - বিভাকর
                - নিশাপতি (নিশাকর)
                  - গোবিন্দ
                  - জয়
                  - আদিত্য
                  - বসুন্ধর
                  - বিদ্যাপতি
                  - রুদ্রদেব
              - গোবিন্দ
    - মহাদেব—(লক্ষ্মণ সেনের সম-সাময়িক ইঁহার অধস্তন অষ্টম পুরুষ যোগেশ্বর ও কামদেব খড়দহ মেলের প্রথম। এই বংশেই কুলীন বিষ্ণু-ঠাকুরের জন্ম হয়।

কৃত্তিবাস আত্ম-বিবরণে লিখিয়াছেন :—

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥

মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিন রবিবার শ্রীপঞ্চমী অর্থাৎ সরস্বতী পূজার দিন কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে নানা জ্যোতিষিক আলোচনায় পরিশেষে স্থির হইয়াছে যে, কৃত্তিবাস ১৪৩২ খৃষ্টীয় শকের ২৯ মাঘ রবিবার তারিখে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। *

কৃত্তিবাসের পিতার নাম বনমালী ওঝা ও মাতার নাম মালিনী দেবী। কৃত্তিবাসের ছয় সহোদর ও এক ভগিনী ছিলেন। সহোদরগণের নাম—মৃত্যুঞ্জয়, শান্তিমাধব, শ্রীধর, বলভদ্র, চতুর্ভুজ। ভগিনীর নাম জানা যায় না।

কৃত্তিবাসের বাল্যজীবন কি ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল তাহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু তিনি যে পরিণত বয়সে এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হইয়াছিলেন নানা লেখকের লিখিত বিবরণীতে তাহা জানা যায়।

মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে শ্রীহর্ষ ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড় নামে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়া বঙ্গদেশে বাস করাইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই মধ্যে শ্রীহর্ষের বংশে অধস্তন ২২শ পুরুষ কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। কৃত্তিবাস যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন সেই বংশে প্রসিদ্ধ কবি ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা ইতঃপূর্ব্বে যে বংশ-তালিকা মুদ্রিত করিয়াছি তদ্দৃষ্টে ইহা অবগত হওয়া যাইবে।

কৃত্তিবাস আত্ম-বিবরণে লিখিয়াছেন—একাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া তিনি যখন দ্বাদশ বর্ষে প্রবেশ করিলেন, সেই সময়ে পড়িবার জন্য বৃহস্পতিবারের উষা-অন্তে শুক্রবারের প্রভাতে বড় গঙ্গা † পার হইয়া উত্তর দেশে গমন করিয়াছিলেন। ‡ এই বড়গঙ্গা ও উত্তর দেশ সম্বন্ধে নানা পণ্ডিতের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, বড় গঙ্গা যশোহর জিলায় বর্ত্তমান। এজন্য অনুমান হয়, তিনি বড় গঙ্গা পার হইয়া যশোহরে পাঠের জন্য গিয়াছিলেন। কিন্তু ফুলিয়া ও নবদ্বীপের ভৌগোলিক সংস্থান দেখিয়া এইরূপ অনুমিত হয় যে, দ্বাদশ বর্ষ বয়সে কৃত্তিবাস বিদ্যা-শিক্ষার জন্য ভাগীরথী পার হইয়া নবদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। যে-সময়ের কথা হইতেছে, সেই সময়ে ফুলিয়া গ্রামের সন্নিকটে অথবা চতুর্দ্দিকে গঙ্গার নানা শাখা-প্রশাখা ছিল। সুতরাং সেই সকল ছোট ছোট শাখা-প্রশাখা পার হইয়া ভাগীরথী অতিক্রম করতঃ বিদ্যা-শিক্ষার জন্য নবদ্বীপে যাওয়াই অধিকতর সঙ্গত ও সম্ভব বলিয়া মনে হয়। কালের বিশাল কুক্ষিতে জানি না কোন্ ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে—কিন্তু পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন ও সম্ভাব্যতার ঐতিহ্যে আমাদের এই অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত

---

* শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের গণনা-অনুযায়ী লিখিত।

† শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় গণনা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, কীর্ত্তিবাস ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার উষাকালে বিদ্যাশিক্ষার্থ বড় গঙ্গা পার হইয়া গিয়াছিলেন।

‡ গঙ্গার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখা অতিক্রম করিয়া মূল গঙ্গা পার হওয়াই বুঝাইতেছে। এখনো পশ্চিম বঙ্গের সুবিখ্যাত দামোদর নদকে অনেকস্থানে বড় নদী বলিতে শোনা যায়।

বলিয়া অনুমিত না-ও হইতে পারে। স্মরণাতীত কাল হইতে নবদ্বীপ সংস্কৃত আলোচনার জন্য প্রসিদ্ধ। সুতরাং কৃত্তিবাস যে ফুলিয়া হইতে নবদ্বীপে গিয়া বিদ্যা-শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমিত হইতেছে।

কৃত্তিবাসের যে বংশ-তালিকা পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছে তাহা দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, কৃত্তিবাসের পিতৃব্য-পৌত্র লক্ষীধরের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ বাসুদেব সার্ব্বভৌম, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক। সুতরাং যদি অন্ততঃ ২৫ বৎসর বয়সে এক এক পুরুষ ধরা যায়, তাহা হইলেও বুঝিতে পারা যায় যে, কৃত্তিবাসের প্রায় শতাধিক বর্ষ পরে শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং কৃত্তিবাসের বিদ্যমানতা ১৩০৭ শকের কাছাকাছি হয়। অতএব কৃত্তিবাসের আবির্ভাব কাল এখন হইতে পাঁচশত বৎসরেরও পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নিঃসংশয়ে ধরা যাইতে পারে। আমাদের এই উক্তির সমর্থন আমরা অন্য প্রকারেও করিতে পারি।

বল্লাল সেন বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের মধ্যে মেল-বন্ধন করিয়া দেন। ঐতিহাসিক সত্য সাক্ষ্য দিতেছে যে, ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে ফুলিয়া মেল প্রবর্ত্তিত হয় এবং এই ফুলিয়া মেলের আদি-পুরুষ মালাধর খাঁ। এই মালাধর খাঁ কৃত্তিবাসের জ্যেষ্ঠাগ্রজ মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র। (বংশ-তালিকা দ্রষ্টব্য)। বংশের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ হইবেন, সম্মানের যশোমাল্য তাঁহারই প্রাপ্তব্য। সুতরাং কৃত্তিবাস-বংশোদ্ভব মালাধর খাঁ যে-সময়ে বঙ্গাধিপের যশোমাল্য পাইলেন, তখন নিশ্চয়ই কৃত্তিবাস স্বর্গবাসী হইয়াছেন। সুতরাং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের গণনানুযায়ী কৃত্তিবাসের জন্ম যদি ১৪৩২ খৃষ্টাব্দেই হইয়া থাকে তবে আমাদের মনে হয়, তিনি এবং তাঁহার অপর সহোদরগণ ১৪৮০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং কৃত্তিবাস ৪৮ বৎসরের অধিককাল জীবিত ছিলেন না।

এইবার আমরা কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণ হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন:—পূর্ব্বে বেদানুজ * নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার পাত্রের (মন্ত্রীর) নাম ছিল নারসিংহ ওঝা। বঙ্গদেশে একটা প্রমাদ (বিপ্লব) পতিত হইলে † নারসিংহ ওঝা বঙ্গদেশ

---

* বাবু সুজননাথ মুস্তৌফি মহাশয় লিখিয়াছেন:—"কায়স্থকুল-তিলক দনুজমর্দ্দন দেব রাজা গণেশের পুত্র হিন্দু-কুলাঙ্গার স্বধর্মত্যাগী ও অত্যাচারী যদু বা জালালুদ্দীন মহম্মদের রাজত্বকালে বঙ্গের তদানীন্তন রাজধানী গৌড়ের নিকটবর্ত্তী পাণ্ডুয়া নগরী জয় করিয়া লইয়া স্বীয় নামে মুদ্রাঙ্কন করেন। উহা ১৩৩৯ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে বা ৮১৯-২০ হিজিরার কথা। দনুজমর্দ্দন দেবের পরে তৎপুত্র বীরবর মহেন্দ্রদেব পাণ্ডুয়া বা ফিরোজাবাদের অধিপতি হন। মহেন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের দুই এক বৎসর পরে পাণ্ডুয়া তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। মহেন্দ্রের মৃত্যুর পরে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমাবল্লভ সিংহাসনারোহণ করেন। সে সময় চন্দ্রদ্বীপ-রাজবংশের অধিকার চন্দ্রদ্বীপে সীমাবদ্ধ ছিল। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাণ্ডে মহাশক্ত মহাবীর দনুজমর্দ্দনকে মহেন্দ্রের পুত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ধ্রুবভট্টের 'দেববংশ' হইতে গৃহীত উক্ত বর্ণনা কেহ কেহ ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। উক্ত 'দেববংশে' লিখিত আছে যে, দনুজমর্দ্দন গৌড় রাজ্য ত্যাগ করিয়া গুরুর আদেশে চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করেন। ইদিলপুরের কারিকায় প্রকাশ আছে যে, দনুজমর্দ্দন দেব চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ঐতিহাসিকগণের মতে দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রের রাজত্বকালে গৌড়রাজ্যের রাজধানী পাণ্ডুয়া ও উত্তর বঙ্গ তাঁহাদের করতলগত ছিল। হয় ত সেজন্য তাঁহারা গৌড়েশ্বর বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ কৃত্তিবাস দনুজমর্দ্দন হইতে রমাবল্লভের রাজত্বকালে কোন সময়ে চন্দ্রদ্বীপ-রাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

† শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অনুমান করেন, ফকরুদ্দীন কর্ত্তৃক স্বর্ণগ্রাম অধিকার কালের (১৩৩৮ খৃষ্টাব্দের) অত্যাচার।

ছাড়িয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিপ্লব-তাড়িত ওঝা সুখভোগ (শান্তিলাভ) কামনায় গঙ্গাকূলে বেড়াইতে বেড়াইতে বাসের উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে রাত্রি উপস্থিত হইল। ওঝা একস্থানে শয়ন করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইতে মাত্র এক দণ্ড সময় আছে এমন সময়ে ওঝা সহসা কুকুরের শব্দ শুনিতে পাইলেন। ওঝা বিস্মিত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন, এমন সময়ে সহসা আকাশ-বাণী শুনিলেন,—"এইখানে মালী জাতির বাস ছিল ও মালঞ্চ (বাগান) ছিল; এই জন্ত এই স্থানের নাম হইয়াছে ফুলিয়া। এই ফুলিয়া অতি-প্রসিদ্ধ স্থান, এজন্ত ইহা গ্রামরত্ন বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। ইহার দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রান্ত দিয়া গঙ্গা প্রবাহিতা হইতেছে।"

এ-হেন ফুলিয়ায় বাস করিয়া নারসিংহ ওঝা অতিশয় ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়া পড়িলেন। ধন-ধান্যে পুত্র-পৌত্রে তাঁহার সংসার অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। নারসিংহ ওঝার পুত্রের নাম গর্ভেশ্বর। গর্ভেশ্বরের মুরারি, সূর্য্য ও গোবিন্দ নামক তিন পুত্র হয়। তন্মধ্যে মুরারি জ্ঞানে-শীলে ভূষিত ছিলেন। মুরারির সাত পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ভৈরব, রাজসভায় তাঁহার বিশেষ গৌরব ছিল। মহাপুরুষ মুরারির যশ জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মুরারি মহাপুরুষ ধর্মচর্য্যারত মহিমাশালী ও সম্মানাস্পদ (মানী) অপ্রমত্ত (মদ-রহিত) ও সুদর্শন (সুন্দর মূর্ত্তি) ব্যাস ও মার্কণ্ড (মার্কণ্ডেয়) মুনির মত শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার অপর পুত্রের নাম বনমালী। তিনি অত্যন্ত সুশীল ও ভগবান (মহাপুরুষ বা ঐশ্বর্য্যশালী) ছিলেন। ওঝা প্রথমে (বোধ হয় বনমালী) গাঙ্গুলী কুলে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে অনুমান হয়, বনমালীর আরো বিবাহ ছিল। "আর এক বহিন হৈল সতাই-(বিমাতা) উদরে" হইতেও এই কথার সমর্থন হয়। এই সময়ে বঙ্গদেশ ব্রাহ্মণ রাজার অধীন ছিল; এই জন্ত বঙ্গভাগে (বঙ্গদেশে) বনমালীর সুখের সংসার ছিল। গোঁসাইপ্রসাদে (ভগবানের অনুগ্রহে) কুলে-শীলে ঠাকুরালে (প্রভুত্বে) মুরারি ওঝার পুত্রগণ অতিশয় বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। পতিব্রতা মাতার যশে জগৎ ভরিয়া গেল। এই পতিব্রতা মাতার গর্ভে কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। কৃত্তিবাসের ছয় সহোদর ও বিমাতার গর্ভে এক ভগিনী জন্মগ্রহণ করেন। ভ্রাতৃগণের নাম—মৃত্যুঞ্জয়, শান্তিমাধব, শ্রীধর, বলভদ্র, চতুর্ভুজ। (বিমাতার গর্ভজাতা ভগিনীর নামোল্লেখ নাই।) মাতার নাম মালিনী, পিতার নাম বনমালী। কৃত্তিবাস ও কৃত্তিবাসের অপর পাঁচ ভাই সকলে গুণশালী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন,—"আপনার জন্মকথা পরে কহিব। মুখুটি বংশের অন্য কথা বলিতে বাকি আছে, সেই কথাই এখন বলিতেছি। পূর্ব্বোল্লিখিত গর্ভেশ্বরের তিন পুত্রের মধ্যে 'মুরারি'র কথা কিছু বলিয়াছি, এখন "সূর্য্য পণ্ডিতের" কথা কিছু বলিতেছি। এই সূর্য্য পণ্ডিতের দুই পুত্র প্রথম পুত্রের নাম বিভাকর; তিনি সর্ব্বাংশে বাপের সোসর ছিলেন। অপর পুত্রের নাম নিশাপতি; (কেহ কেহ বলেন নিশাকর) ইঁহার অত্যন্ত ঠাকুরাল (প্রভুত্ব) ছিল। ইঁহার দ্বারে সর্ব্বদা সহস্র লোক থাকিত। গৌড়েশ্বর ইঁহাকে একটি ঘোড়া দিয়াছিলেন এবং ইঁহার পাত্র-মিত্রগণ সকলে এক এক থাসা জোড়া (শাল) পাইয়াছিলেন। এই নিশাপতির—গোবিন্দ, জয়, আদিত্য, বসুন্ধর, বিদ্যাপতি, রুদ্র নামক ছয় পুত্র ছিল। এইখানে একটা সন্দেহ দেখা দিতেছে। গর্ভেশ্বরের

পুত্র মুরারি, সূর্য্য, গোবিন্দ। আবার সূর্য্যের পুত্র বিভাকর ও নিশাপতি। নিশাপতির এক পু নাম গোবিন্দ। সুতরাং নিশাপতি পুত্র 'গোবিন্দ'-এর খুল্লপিতামহও 'গোবিন্দ' নামধেয় হইতেছে বঙ্গ-সংসারে এ-রকম নাম রাখিবার প্রথা নাই। সুতরাং কেন এরূপ হইল, বুঝিতে পারা যায় না।

'ভৈরব'-এর পুত্রের নাম গজপতি। ইনি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। বারাণসী পর্য ইঁহার কীর্ত্তি বিঘোষিত ছিল। এই মুখুটি-বংশোদ্ভব সকলেই অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। তাঁহা আচার-ব্যবহার ব্রাহ্মণ-সজ্জনের অনুকরণীয় ছিল। কুলেশীলে-ব্রহ্মচর্য্যে মুখুটি-বংশ জগতে বিখ্য হইয়াছিল। 'আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস' অর্থাৎ মাঘ মাসের সংক্রান্তি শ্রীপঞ্চমী (সরস্ব পূজার দিন) "রবিবার আমি কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করিলাম।"

কৃত্তিবাস ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাঁহার পিতা 'উত্তম বস্ত্র দিয়া' তাঁহাকে কোলে লইয়াছিলে এই সময়ে কৃত্তিবাসের পিতামহ মুরারি ওঝা দক্ষিণে অর্থাৎ দক্ষিণ দেশে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলে মুরারি ওঝা পৌত্রের নাম কৃত্তিবাস রাখিলেন। কৃত্তিবাস এগার বর্ষ পার হইয়া যখন দ্বাদশ ব উপনীত হইলেন, সেই সময়ে (জ্যোতিষিক গণনায় স্থির হইয়াছে যে, ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফাল্গু বৃহস্পতি রজনী-যোগে) কৃত্তিবাস বড় গঙ্গা পার হইয়া (অর্থাৎ ভাগীরথী পার হইয়া) উত্তর দে (নবদ্বীপে) বিদ্যা-শিক্ষার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাসের বুদ্ধি অতিশয় তেজস্বিনী ছিল এজন্য তিনি অল্পদিনের মধ্যেই নানাশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠেন। তাঁহার শরীরে সরস্বত অধিষ্ঠান ছিল। নানাচ্ছন্দে নানা ভাষা আপনা হইতেই স্ফূর্ত্তিমতী হইতে লাগিল। কৃত্তিব বিদ্যা সমাপন করিবার ইচ্ছায় গুরুকে দক্ষিণা দিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। কৃত্তিবাসের গুরু ব্যা বশিষ্ঠ, বাল্মীকি ও চ্যবনের ন্যায় পণ্ডিত ছিলেন। কৃত্তিবাসের গুরু ব্রহ্মার ন্যায় 'উগ্রাকার' (তেজস্বী ছিলেন। মঙ্গলবার দিবসে কৃত্তিবাস গুরুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ বিদায়কালে গুরু নানা শুভকামনা করিয়া ও নানাপ্রকার আশীর্ব্বাদ দিয়া কৃত্তিবাসকে বিদায় দা করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাস রাজপণ্ডিত হইবার আশায় গৌড়েশ্বরের * নিকটে গমন করিয়া পাঁচ শ্লোক পাঠাইয়া দেন। কৃত্তিবাস দ্বারীর হস্তে ঐ শ্লোক পাঁচটি পাঠাইয়া রাজাজ্ঞা প্রাপ্তির আশা দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতে থাকেন। যখন ৭ ঘড়ি (১৪ দণ্ড) বেলা হইল, তখন সুবর্ণবেত্র-ধার দ্বারী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ফুলিয়ার পণ্ডিত 'মুখুটি কৃত্তিবাস' কে? রাজার আদেশ হইয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করুন।" নয় দেউড়ি পার হইয়া কৃত্তিবাস দরবারে উপস্থিত হইলেন গিয়া দেখিলেন, রাজা সিংহাসনের উপর সিংহের ন্যায় বসিয়া আছেন। রাজার দক্ষি জগদানন্দ নামধারী মন্ত্রী এবং তাঁহার কাছে সুনন্দ নামক ব্রাহ্মণ বসিয়া আছেন। বা কেদার খাঁ ও দক্ষিণে নারায়ণ নামক পাত্র-মিত্রসহ রাজা হাস্য-পরিহাসে নিমগ্ন আছেন

---

* কোন কোন মতে রাজা গণেশ। কোন কোন মতে চন্দ্রদ্বীপের রাজা। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অনুমা করেন, ইনি তাহিরপুরের প্রসিদ্ধ রাজা কংসনারায়ণ। ইঁহার ভাগিনেয়ের নাম 'আত্ম-বিবরণ'-লিখিত জগদানন্দ জগদানন্দের পিতা শ্রীকৃষ্ণ (মহাপাত্র) এবং শ্রীকৃষ্ণের পিতা মুকুন্দ (মুকুন্দ ভাদুড়ী) প্রধান পণ্ডিত। এতগুলি মিল দেখিয় তিনি এইরূপ অনুমান করিতেছেন।

নিকটে নৃত্যগীত-বিশারদ গন্ধর্ব রায় উপবিষ্ট। নৃত্যগীতে দক্ষতার জন্য এই গন্ধর্ব রায় রাজা ও রাজ-সভাসদ্‌গণ কর্ত্তৃক পূজিত হইতেন। তিনটি মন্ত্রী রাজার পাশে দাঁড়াইয়া আছে। দক্ষিণে কেদার রায়, বামে তরণী এবং ধর্ম্মাধিকারী (প্রধান বিচারপতি) শ্রীবৎস, সভাপণ্ডিত মুকুন্দ এবং প্রধান মন্ত্রীর পুত্র জগদানন্দ রাজসভার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিতেছেন। বিদ্বজ্জন-পূর্ণ সেই রাজসভা দর্শনে কৃত্তিবাস চমৎকৃত হইয়াছিলেন। কৃত্তিবাস আরো দেখিয়াছিলেন, রাজার সম্মুখে অনেক লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রাজসভায় নৃত্যগীত হইতেছে, সর্ব্বলোক হাসিতেছে। (বোধ হয় বিদূষকের রহস্যোক্তি শ্রবণ করিয়া) রাজসভার চতুর্দ্দিকে সমস্ত লোকজন মহাব্যস্ত, আঙ্গিনায় রাঙা মাজুরি পাতা। তার উপর নেতের পাছুড়ি (রেশমী চাদর) বিছানো। উপরে পাটের চাঁদোয়া (রেশমী কাপড়ের চন্দ্রাতপ) শোভা পাইতেছে। কৃত্তিবাস যে সময় রাজসভায় গমন করেন তখন মাঘ মাস। গৌড়েশ্বর মাঘ মাসের রৌদ্র পোহাইতেছেন। এমন সময়ে কৃত্তিবাস রাজসভায় গিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা তাঁহাকে নিকটে আসিবার জন্য হাতের ইসারায় ডাকিলেন। রাজার আদেশে পাত্র উচ্চৈঃস্বরে কৃত্তিবাসকে আহ্বান করিলেন। কৃত্তিবাস রাজার চারি হাত অন্তরে দাঁড়াইয়া সাতটি শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। পঞ্চদেব কৃত্তিবাসের শরীরে অধিষ্ঠিত। সরস্বতীর প্রসাদে কৃত্তিবাসের মুখ হইতে ছন্দোবদ্ধ শ্লোক বাহির হইতে লাগিল। শ্লোক শুনিয়া গৌড়েশ্বর কৃত্তিবাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং সন্তুষ্ট হইয়া পুষ্পমাল্য দিয়া কৃত্তিবাসের অভ্যর্থনা করিলেন। কেদার খাঁ কৃত্তিবাসের মাথায় চন্দনের ছড়া (চন্দনমিশ্রিত সুগন্ধি জল) ঢালিলেন। রাজা গৌড়েশ্বর 'পাটের পাছড়া' (পট্টবস্ত্র) দান করিলেন। গৌড়েশ্বর আরো কিছু দিতে চাহিলেন। পাত্র-মিত্র রাজাজ্ঞা শুনিয়া কৃত্তিবাসকে বলিলেন, মহারাজের কাছে যদি কিছু চাহিবার থাকে, জানাইতে পারেন। কিন্তু কৃত্তিবাস অন্য-কিছুর প্রার্থী ছিলেন না। উন্নত-শির কৃত্তিবাস ত অর্থের প্রয়াসী নয়। সভাসদ্‌গণ কৃত্তিবাসকে চন্দন-চর্চ্চিত করিলেন। সকলে 'ফুলিয়ার পণ্ডিত'কে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। গৌড়েশ্বর কৃত্তিবাসকে রামায়ণ রচনা করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। এই আদেশ হইতেই বাংলা কাব্য-কাননে রামায়ণ-বনস্পতির উদ্ভব।

যে বনস্পতির স্নিগ্ধচ্ছায়ায় বঙ্গবাসী পরিতৃপ্ত হইয়াছে—যাহার স্বর্গীয় কুসুমের সৌরভ-সম্ভারে বাঙ্গালীর অন্তরাত্মা পরিপূর্ণ হইয়া আছে—যাহার চিরসেবিত মলয় পবনের স্নিগ্ধ-হিল্লোলে বাঙ্গালী প্রাণের বেদনা ভুলিয়াছে, সেই রামায়ণ-বনস্পতি বাংলার কাব্য-কাননে যে নবীন স্নিগ্ধতার সঞ্চার করিয়াছে, তাহা প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পাই না। এই রামায়ণ বাঙ্গালীর মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া বাঙ্গালীকে কোন্ সুখ নন্দনের শ্যামল সৌন্দর্য্যে আত্মহারা করিয়াছে। কবি তাহার এই অপূর্ব্ব রসধারা দরিদ্রের কুটীর-প্রান্ত হইতে রাজ-প্রাসাদের তোরণদ্বারে পৌছাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই সার্ব্বলৌকিক প্রীতি-আকর্ষণের শক্তি কোথা হইতে পাইলেন? ইতিহাস তাহার উত্তর দিতে অসমর্থ; মনোবিজ্ঞান তাহার উত্তর দিবে—কবির সার্ব্বজনিক প্রীতি ও বাঙ্গালীর সহিত তাঁহার প্রাণের দরদ। বাঙ্গালী যাহা চায়, বাঙ্গালীর প্রাণের পিপাসা যে অপূর্ব্ব রসধারায় শান্ত হয়, কবির ভাণ্ডারে তাহা প্রচুর পরিমাণে ছিল বলিয়া কবি তাহা নিঃশেষে বাঙ্গালীকে দান করিয়াছিলেন। এই দান-শৌণ্ডতায় বাঙ্গালীর হৃদয়-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইয়াছে। তাই আমরা কবির এই মহামহিমতায় পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

বাঙ্গালী চায় সহানুভূতির ভোগবতী-ধারা—তাহার স্নিগ্ধ-শান্ত প্রবাহে আত্মহারা হইতে।

ভাগীরথী-জল চুম্বিত ফুলিয়ার পুণ্যপীঠে বসিয়া বাঙ্গালী কবি বাঙ্গালীর কাঙ্ক্ষিত নিধি দিয়া তাঁহার এই স্বর্গীয় রস সম্পুট প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। তাই এখনো বাঙ্গালী তাঁহাকে 'কলিজার ধন' ভাবিয়া ধরিয়া আছে। রামায়ণের প্রতি বাঙ্গালীর এ অনুরাগ কেন? ইহার মূল উৎসের অনুসন্ধান করিতে হইলে বাঙ্গালীর মনোবৃত্তি আলোচনা করিতে হইবে। বাঙ্গালীর প্রকৃতি বড় কোমল; সে চায়—বৈষ্ণবী কোমলতা ও করুণা। রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্র বাঙ্গালীর তুলিকায় কোমলতা ও কারুণ্যের অবতার রূপে চিত্রিত হওয়াতেই রামায়ণ বাঙ্গালীর হৃদয়ের নিধি-স্বরূপে এত সুদীর্ঘকাল বিরাজিত রহিয়াছে। বাঙ্গালীর প্রাণে যতদিন এই কোমলতা ও কারুণ্যের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, ততদিন এই রামায়ণ বঙ্গীয় পাঠকের অরুচিকর হইবে না।

রামায়ণের এইরূপ সর্ব্বজনপ্রিয়তার আর একটি কারণ আছে, তাহা এই।—রামায়ণের ভাষা অতি-সরল; ইহাতে নানা ছন্দের লীলাচঞ্চল তরঙ্গ নাই—অলঙ্কারের চোখ-ঝলসানো দ্যুতি নাই, ভাবের আবর্ত্ত নাই—বর্ণনার ঘূর্ণি নাই। আছে—বিশেষ্যার প্রীতির প্রসাদ গুণ। অলঙ্কার শাস্ত্রে এই প্রসাদ গুণই কাব্যের সার্ব্বজনিকত্বের প্রধান কারণ বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন।

শুভক্ষণে গৌড়েশ্বর কৃত্তিবাসকে রামায়ণ-রচনার আদেশ প্রদান করেন। কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের আদেশে মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বন করিয়া বাংলা কবিতায় রামায়ণ মহাকাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহাকে ঠিক অনুবাদ বলা সঙ্গত হইবে না। অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্য অনেকাংশে নষ্ট হয়। কিন্তু কৃত্তিবাস তদীয় রামায়ণে যে সৌন্দর্য্য ফুটাইয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া তাহাকে নিতান্ত নিজের ঘরের কথা করিয়া লইয়াছে। এজন্য মহাকবিকে বাঙ্গালীর চরিত্র অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল। বাঙ্গালী কি চায়—কোন্ ভাবের বিকাশে রামায়ণ তাহার প্রাণের পিপাসা মিটাইতে পারিবে, ইহা বুঝিয়াই তিনি নানা পুরাণ হইতে নানা বিষয়ের সমাবেশ করিয়া তাঁহার এই 'মধুচক্র' রচনা করিয়াছেন। বাঙ্গালীর ধাতে কোন্ রসটি সহিবে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য মহাকবি কৃত্তিবাস কল্পনার পুষ্পক রথে চড়িয়া লোক হইতে লোকান্তরে ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে অনেক স্থলেই বাল্মীকির রামায়ণ অনুসৃত হয় নাই দেখিয়া অনেকে মনে করেন, কৃত্তিবাস সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন না—কথক ও রামায়ণ-গায়কদের মুখে রামায়ণ-কথা শুনিয়া তিনি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। নানা আলোচনায় এই মিথ্যা সংস্কার এখন অপগত হইয়াছে।

আজ-কাল বাজারে যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাওয়া যায় তাহা আসল কৃত্তিবাসী রামায়ণ কিনা তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। পাঁচশত বৎসরেরও পূর্ব্বে বাংলা কবিতায় যে মহাকাব্য রচিত হইয়াছিল তাহা এরূপ ছন্দোবদ্ধ, ভাব-বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ছিল এরূপ কল্পনা করা অসম্ভব। চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি পুস্তক কৃত্তিবাসের অনেক পরে রচিত হইয়াছে—ইহা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু চৈতন্য-চরিতামৃতে—

কাম প্রেম দোঁহার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥

... ...

চৈতন্য-চরিতামৃত যেইজন পড়ে।
তাঁহার চরণ ধুঁঞা করোঁ মুক্তি পানে॥

ইত্যাদি রচনা পাঠ করিলে আধুনিক রামায়ণের ন্যায় মার্জ্জিত ও ভাববিশুদ্ধ এবং ছন্দোবদ্ধ রচনা কৃত্তিবাসের লেখনী-প্রসূত বলিয়া মনে হয় না। ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ পাদরী কেরী-সাহেবের অধীনে কার্য্য করিয়াছিলেন। কেরী সাহেব শ্রীরামপুরে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত সুখপাঠ্য ও তৎকালীন বঙ্গভাষার অনুযায়িনী করিয়া সম্পাদন করিবার ভার প্রদান করেন। বলা বাহুল্য, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কেরী সাহেবের আদেশে কোথাও কৃত্তিবাসের মূল রচনার ভাব বজায় রাখিয়া, কোথাও বা স্বাধীন কল্পনার প্রভাবে কৃত্তিবাসী রামায়ণ সম্পাদন করিয়া মুদ্রিত করেন। জয়গোপালের সম্পাদনে কৃত্তিবাসের লিখিত রামায়ণের অনেক অংশ পরিত্যক্ত ও অনেকাংশ পুনর্লিখিত হইয়াছিল।

অনেকদিন হইতে এই রামায়ণই প্রচলিত ছিল। তার পরে বটতলায় এই রামায়ণ মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। বটতলার সুপ্রসিদ্ধ মোহনচাঁদ শীল প্রথমে এই রামায়ণ প্রকাশ করেন। তিনিও অনেক পণ্ডিত রাখিয়া রামায়ণের সংস্কার করেন। বলা বাহুল্য, এইরূপে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ও মোহনচাঁদ শীল মহাশয়ের নিযুক্ত পণ্ডিত-মণ্ডলীর চেষ্টায় কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুঁথির পাঠ পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইয়া বর্ত্তমান রূপ গ্রহণ করিয়াছে এবং বর্ত্তমান সময়ে তাহা বঙ্গীয় নরনারীর নিকটে সমাদৃত হইয়া রহিয়াছে। আমাদের মনে হয়, কৃত্তিবাস যে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন বর্ত্তমান সময়ে সেই রামায়ণ প্রচলিত থাকিলে তাহা বঙ্গভাষা-ভাষী সাধারণের এত আদরণীয় হইত না। পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ও মোহনচাঁদ শীল মহাশয়ই কৃত্তিবাস কবিকে বঙ্গ সংসারে অমর করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা বলিতে আমাদের কিছুমাত্র দ্বিধা হয় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কবি তাঁহার এই অপূর্ব্ব রসধারা দরিদ্রের কুটীর-প্রান্ত হইতে রাজপ্রাসাদের তোরণদ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। এই প্রবাহকে ধনী দরিদ্র কেমন করিয়া সমভাবে গ্রহণ করিল, ইহা বাস্তবিক বিস্ময়ের কথা। কিন্তু বাঙ্গালীর চিত্তবৃত্তির অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, প্রেমের রসে ইহা চির সরস। কৃত্তিবাসের রচনা এই প্রেমাশ্রুপূত বলিয়াই সমভাবে তাহা ধনী ও দরিদ্রের চিত্তকে সরস করিয়াছে। এই কারণেই কৃত্তিবাসের কোমল-কান্ত রচনা গীতি-কবিতারূপে গায়ক ও পাঠকের কণ্ঠে ভোগবতীর সুরঝঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছে। শৈশবে মাতুল-গৃহে অবস্থান কালে জনৈক রামায়ণ-গায়কের মুখে রামায়ণ গান শুনিতাম। চরণ সংলগ্ন নূপুরের তালসঙ্গত শিঞ্জন ও ভাবাবেশ-বিভোর গায়কের নৃত্য-ভঙ্গীর সহিত "রাম, যা কর নিজ গুণে, আমি ভজন সাধন জানিনে"—এই পদাংশ যে সুর-লহরীর উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়া সেই সঙ্গীত-ভূমি মুখরিত করিত, তাহা আজও মনে আছে। মনে পড়ে, সেই পল্লী-বাসীর রাম-চরিত্রের উপর অপরূপ শ্রদ্ধা, আর ভাবচঞ্চল হৃদয়াবেগ। জীবনের মধ্যাহ্ন-পারে আধুনিক যাত্রায় থিয়েটারে কত রাম-কথা শুনি, রামের ভূমিকায় কত দক্ষ অভিনেতার অভিনয় দেখি,—কত কোমল কণ্ঠোত্থিত "কোথায় সীতা কোথায় সীতা জলছে বুকে প্রেমের চিতা গো—ইত্যাকার কত কাতর আবেদন শুনি, কিন্তু শৈশবের স্মৃতি-মন্দিরে রাম-কথা যে ভাবে জাগিতেছে তাহার বুঝি তুলনা নাই—বর্ণনার ভাষা নাই। ইষ্ট পূজার গোপন মন্ত্রের মত সেই সঙ্গীত-সুধা মনোমন্দিরকে সুরগুঞ্জিত রাখিয়াছে।

শুভক্ষণে কৃত্তিবাস-হৃদয়-সরে রামায়ণ-শতদলের উদ্ভব হইয়াছিল। কৃত্তিবাস এই শতদলের শোভা ও সৌরভ মহাকবি বাল্মীকি হইতে গ্রহণ করেন নাই। বাল্মীকি হইতে গ্রহণ করিতে গেলেই তাহা অনুবাদের বদ্ধ স্রোতে দুর্গন্ধময় ও পঙ্কিল হইয়া পড়িত। কেননা অনুবাদে পূর্ব্ব কবির ভাবের অঙ্কুর দেখা দেয় মাত্র কিন্তু তাহা পরিপুষ্টি হয় না। সুতরাং সেই অনুবাদ আড়ষ্ট প্রাণহীন রূপে সাহিত্য-সংসারে একটা নূতন আবর্জ্জনার সৃষ্টি করে। বিষয় (subject) অপরের কাব্য হইতে গ্রহণ দোষের নহে। নিপুণ শিল্পী তাহা অন্যত্র হইতে গ্রহণ করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠান-ভূমিতে নবীন পট-ভূমিকার সৃষ্টি করিবেন। স্বাধীনতার বায়ু প্রবাহিত করিয়া এবং কল্পনার ভাবপূর্ণ গুঞ্জনে তাহাতে স্বাস্থ্য ও সুরের সমন্বয় সাধন করিবেন। যে কবি এইরূপে এক রসসম্পুট প্রস্তুত করিতে পারেন সেই কবির কাব্যই সাহিত্য-সংসারে স্থায়ী আসন অধিকার করিতে পারে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ এইরূপে মনোহারিণী কল্পনা, মধুর ভাব ও অপূর্ব্ব সহানুভূতিতে পবিত্র হইয়া বঙ্গবাণীর অপূর্ব্ব কণ্ঠহার হইয়া রহিয়াছে।

যে কাব্যে সমগ্রদেশের এক অখণ্ড যুগের অভিব্যক্তি ও বিশেষত্বের কথা লিখিত থাকে তাহাকেই মহাকাব্য বলে। এই হিসাবে কৃত্তিবাসের রামায়ণ এক অপূর্ব্ব মহাকাব্য। এই মহাকাব্য রচনায় কবির বিশিষ্ট সত্তা থাকে না। সমগ্র দেশ ও কাল কবির হৃদয় ও প্রতিভার ভিতর দিয়া তাহাদের বিশেষত্ব ও বৈচিত্র প্রকাশ করে। মহাকাব্যের প্রেরণা ও প্রভাব দেশের মধ্যে কল্যাণ ও শক্তিদান করে। এইরূপে সেই মহাকাব্য তখনই সার্থক হইয়া উঠে যখন দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাস সেই মহাকাব্যকে আশ্রয় করিয়া সংগঠিত হয়। এই কারণে কৃত্তিবাসের রামায়ণ সার্থক হইয়াছে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাম-লক্ষণের সৌভ্রাত্র্য, কৌশল্যার, বাৎসল্য বঙ্গের পল্লীবাসিনীর রমণীর ন্যায় সীতাদেবীর ব্রীড়াবনত মাধুরী বঙ্গ-সংসারের নিজস্ব হইয়া রহিয়াছে। ইহার উপর বাঙ্গালীর কোমল প্রাণে শ্রীরামচন্দ্রের প্রেমপূর্ণ প্রাণ ও করুণার ভোগবতী ধারা অল্প কাজ করে নাই। এই ভোগবতী ধারার সংস্পর্শে বাঙ্গালী তাহার সন্তপ্ত প্রাণ শীতল করিয়াছে—বদ্ধ প্রাণের নীরব তন্ত্রী অপূর্ব্ব রসগুঞ্জনে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙ্গালীর জাতীয় শক্তির উপরে সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। রামায়ণ-মহাকাব্যের যে পৃষ্ঠাই উদ্ঘাটিত হউক, সীতাদেবীর নয়নাশ্রু তাহাকে পবিত্রতর করিয়া রাখিয়াছে—যেন রামায়ণখানি সীতাদেবীর দুঃখের অশ্রুজল দিয়া লেখা। অমর কবি বাল্মীকি অনাগত ভবিষ্যতে সীতাদেবীর যে উজ্জ্বল-মধুর চিত্র সমবেদনার অশ্রুজল দিয়া লিখিয়াছিলেন, কতকাল অতীত হইয়া গিয়াছে তথাপি সেই অশ্রুজলরেখা এখনও তেমনি নবীভূত হইয়া রহিয়াছে।

কিন্তু রামায়ণের এই শ্রেষ্ঠত্ব কোন্ গুণে? কোনো কাব্যের চিরজীবিত্বের কারণ কি? কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে কাব্য-বর্ণিত চরিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। এইরূপে দেখা যায় যে, কাব্য-বর্ণিত নায়ক নায়িকার চরিত্র-গৌরবের উপর কাব্যের স্থান নির্ভর করে। প্রেম ও সৌন্দর্য্য নায়ক-নায়িকার চরিত্রকে অলঙ্কৃত করিলে সেই কাব্যও লোকের হৃদয় স্পর্শ করিয়া থাকে। প্রেমের পরিণতি আত্ম-সমর্পণ ও আত্ম-বিলোপে—আর সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণ অবসান চারিত্রিক মাহাত্মে। রামায়ণের নায়ক-নায়িকা রাম-সীতার মধুর গুণগাথা এইরূপ আত্ম-সমর্পণে ও

চরিত্র-মাহাত্ম্যে মহনীয় হইয়া রহিয়াছে। তাই রামায়ণের যুগব্যাপী প্রতিষ্ঠা। অনাদি অনন্তকাল ইহার উপর সামান্য প্রভাবও বিস্তার করিতে পারে নাই।

শুধু রাম-সীতা কেন। হনুমানের আনুগত্য, লক্ষ্মণের সৌভ্রাত্র্য, ভরতের ত্যাগ-স্বীকার ও বিভীষণের পরার্থপরতা এই কাব্যকে কম গৌরবান্বিত করে নাই। এই সকল মধুর অবদান জগতে অতি-বিরল। ইহাদের প্রেরণা সারা জগতে ফল্গুস্রোতের ন্যায় বিদ্যমান ছিল এবং তাহা মহাকবির অপূর্ব্ব রসধারায় পরিপুষ্ট হইয়া সমস্ত জগৎকে প্লাবিত ক'রয়াছে। এইরূপে রামায়ণোক্ত নায়ক-নায়িকার চরিত্রাদর্শ প্রচ্ছন্ন-ভাবে কত ব্যক্তিকে পিতৃভক্তি, কর্ম্মপ্রীতি, ধর্ম্মানুরাগ ও বিশ্বহিত প্রদান করিয়াছে, তাহার সংখ্যা কে জানে!

কৃত্তিবাসের হৃদয় অতি-বিশাল ছিল। লোক-হিত-সাধনের জন্য তিনি যে আলোকস্তম্ভের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন তাহার অনির্ব্বাণ আলোক, কর্ম্ম-সাগরে পথভ্রান্ত জনগণকে চিরদিন পথ প্রদর্শন করিবে। পূর্ব্বকালে লোকের বিশ্বাস ছিল :—

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥

শাস্ত্রের এই ভ্রূকুটি সঞ্চালনেও কৃত্তিবাসের বীর হৃদয় কম্পিত হয় নাই। সঙ্কীর্ণতার নাগপাশে যখন বঙ্গ-সংসার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত ছিল তখন যে-হৃদয় পরের জন্য কাঁদিয়া সামাজিক অন্যায় বিধি নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া এত বড় কীর্ত্তি শৈলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল সে হৃদয় কি কম বিশাল! গৌড়েশ্বরের আদেশে কৃত্তিবাস যে-দিন রামায়ণ রচনা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে সে-দিনের কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

পরিবর্ত্তন কালের অমোঘ বিধান। কৃত্তিবাসী রামায়ণের উপরও এই নিয়মের অন্যথা হয় নাই। নানা কারণে বর্ত্তমান সময়ে কৃত্তিবাসের খাঁটী রামায়ণ দুষ্প্রাপ্য। তিনি তাঁহার রামায়ণ যে-ভাবে গড়িয়াছিলেন, তাহার স্বরূপ মূর্ত্তি কালের বিশাল কুক্ষিতে কোথায় লুকাইয়াছে। কত মহাপুরুষ ভক্তি ও প্রেমের অর্ঘ্য দিয়া রামায়ণের রত্নখনি সমৃদ্ধ করিয়াছে—কত ভাস্কর ভাব সম্পদে সেই অমূল্য রত্ন মাজিয়া ঘসিয়া উজ্জ্বল করিয়াছে—ক'ত প্রেমিক তাহাতে অশ্রুজল বর্ষণ করিয়া স্বগায় আলোকপাত করিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এইরূপে বর্ত্তমানকালে 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' বলিয়া পরিচিত রামায়ণখানি ভাব-সম্পদে, বিষয়-বৈচিত্র্যে ও রসধারায় উৎকর্ষ লাভ করিয়া বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণ স্থানান্তরে উদ্ধৃত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, তাহা অনেকটা অবিকৃত। সুতরাং ঐ রচনার সহিত বর্ত্তমান কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভাষা-ভাবের আলোচনা করিলে আমরা সহজেই আমাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। যাহাই হউক এখন সর্ব্ববাদিসম্মত যে, কৃত্তিবাসী রামায়ণে এখন অনেক প্রক্ষিপ্ত অংশ প্রবেশলাভ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাহার ভাব ও ভাষা অনেকাংশে আধুনিক রুচির অনুমোদিত হইয়া মাজ্জিত, পরিবর্ত্তিত ও সংযোজিত হইয়াছে। সুতরাং কৃত্তিবাসের লেখা নহে বলিয়া এখন আর কোন বিষয়কে বর্জ্জন করিবার উপায় নাই। বর্ত্তমান সময়ে

কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ যে সকল রামায়ণ বাংলার স্থানে স্থানে পাওয়া যায়, প্রদেশ-ভেদে তাহাও বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হয়। এক সময়ে পশ্চিম বঙ্গে রামায়ণ-গানের বিশেষ প্রচলন ছিল। এখনও তাহার সম্পূর্ণ অবসান হয় নাই। মৃদঙ্গের তালে তালে নূপুর-পরা গায়কের তাল-সঙ্গত পদক্ষেপের সহিত চামর-সঞ্চালন—তৎসহ রামনামে একান্ত নির্ভরশীল গায়কের ভাবভঙ্গী পশ্চিম বঙ্গে এখনও প্রচলিত আছে। ধর্ম্মরাজের গাজনে, বারোয়ারি পূজায় এখনো সেই গান শোনা যায়। এই সকল গায়ক শ্রোতৃগণের প্রীতি সম্পাদনের মানসে বাল্মীকিকে অতিক্রম করতঃ নানা পুরাণ হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়া, অথবা স্বীয় প্রতিভায় যে নূতন বিষয় সংযোজন করিয়াছেন ইহা বিচিত্র নহে। এই কারণেই পশ্চিম বঙ্গে প্রাপ্ত কৃত্তিবাসী রামায়ণে এমন অনেক নূতন বিষয় আছে, যাহা বঙ্গের অন্য অংশের প্রচলিত রামায়ণে পাওয়া যায় না। প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর বাংলাদেশ প্রেমের তরঙ্গে ভাসিয়াছিল। সেই প্লাবনে দেশ যে কত মণিমুক্তা লাভ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই কারণে তৎকাল প্রচলিত রামায়ণখানিও সেই রত্নলাভে বঞ্চিত হয় নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের পবিত্র নয়ন হইতে যে প্রেমাশ্রুর বন্যা প্রবাহিত হয়, তাহা দেশবাসীর জীবনে যে কার্য্য করিয়াছিল, দেশীয় সাহিত্যেও তাহা কম কাজ করে নাই। এইজন্য পশ্চিম বঙ্গীয় কৃত্তিবাসের রামায়ণ পুঁথি যুগধর্ম্মে প্রেম সঞ্চিত হইয়াছে। তরণীসেন, বীরবাহু, কমল-আঁখির চণ্ডীপূজা ইহারই অভিব্যক্তি। সম্প্রদায়-বিশেষের মত-বিবাদ জাতীয়-জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করে, জাতীয় সাহিত্যেও তাহার চিহ্ন দেখা যায়। এই কারণে শাক্ত-বৈষ্ণবের মত-বিরোধও কৃত্তিবাসী রামায়ণের উপর কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। বাহুল্য ভয়ে রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া আমাদের মন্তব্যের সমর্থন করিব না।

অতি-প্রাচীনকাল হইতে বাঙ্গালী শান্তিপ্রিয় জাতি। সুতরাং বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যে শান্তির ও ভক্তির কথাই যে বেশী ফুটিয়া উঠিবে, ইহাই স্বাভাবিক। এই কারণে বাঙ্গালীর জাতীয় প্রকৃতির ছাপ তৎকাল-প্রচলিত রামায়ণে ক্রমে ক্রমে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এ স্রোত ফিরাইবার শক্তি কাহারও নাই। এই সকল কারণেই বাল্মীকি রামায়ণে ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ বলিয়া প্রচলিত রামায়ণে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। আমরা পরে "বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের রামায়ণের পার্থক্য" সংক্ষেপে দেখাইবার চেষ্টা করিব। এজন্য পূর্ব্বেই বলিয়া রাখি—বাল্মীকি নামধেয় কবি একজন ছিলেন একথা যেমন সত্য, কৃত্তিবাস-নামক কবি একজন ছিলেন না, ইহাও তেমনি সত্য। বাংলা-সাহিত্যে কত কবি যে কৃত্তিবাসের ছায়াতলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া কৃত্তিবাসের অঙ্গে বিলীন হইয়া গিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা কে জানে। এইজন্যই বঙ্গদেশে প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ এত বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে। এইরূপ বৈচিত্র্য লাভ করিয়া নানা কবি কর্ত্তৃক নানা ভাব-সম্পদ লাভ করিয়া বাঙ্গালী যাহা চায়, যাহাতে তাহার প্রাণের পিপাসা মেটে, সেইরূপ রসধারা প্রাপ্ত হইয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণ এক অপরূপ বস্তু হইয়াছে। এই জন্যই কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যরূপে পরিগণিত হইয়া বাঙ্গালীর প্রাণের জিনিষ হইয়া রহিয়াছে।

রামায়ণ ভিন্ন কৃত্তিবাস আরও কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন :—যথা, রুক্মাঙ্গদের একাদশী শিবরামের যুদ্ধ যোগাদ্যার বন্দনা।

বাল্মীকির ও কৃত্তিবাসের রাম-সীতার তুলনা-মূলক চরিত্র-সমালোচনা

বাল্মীকির রাম-সীতা, ভারতের রাম-সীতা—জগতের রাম-সীতা, কিন্তু কৃত্তিবাসের রাম-সীতা কেবলমাত্র বাঙ্গালীর। এইজন্য বাল্মীকির রাম-সীতার গণ্ডী হইতে কৃত্তিবাসের রাম-সীতার গণ্ডীরেখা সঙ্কীর্ণ অনুদার। এই কারণেই উভয় কবির হাতে রাম-সীতার চিত্র বিভিন্নরূপে ফুটিয়াছে।

বাল্মীকির রামায়ণ পড়িয়া রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্রকে দেবতা বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। তিনি আদর্শ মানুষ, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ স্বামী, আদর্শ প্রভু, সর্ব্বোপরি অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন মহাবীর কর্ত্তব্য-কঠোর মহাপুরুষ। কিন্তু কৃত্তিবাসের রাম ভক্তপ্রিয় মাধবের অংশস্বরূপ; তিনি ইচ্ছা করিলে বিপুল-বিশাল জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন—সৃষ্টি করিয়া তাহা রক্ষা করিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলে তাহার বিনাশেও সমর্থ; সুতরাং কৃত্তিবাসের রাম সম্পূর্ণরূপে দেবতা পর্য্যায়ে উন্নীত। বাল্মীকির রাম মহাবীর, কৃত্তিবাসের রাম বাঙ্গালীর কমলআঁখি। বাল্মীকির রামের সৌন্দর্য্য অপূর্ব্ব বীরত্বে, কৃত্তিবাসের রামের সৌন্দর্য্য ভক্তের জন্য প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে; বাল্মীকির রাম দেবোপম—কৃত্তিবাসের রাম দেবতা।

সীতা-চরিত্রও উভয় কবির তুলিকায় বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। বাল্মীকির সীতা দৃপ্তা সিংহিনী; কৃত্তিবাসের সীতা ভাববিগলিতা স্বর্ণহরিণী; বাল্মীকির সীতা ক্ষত্রিয়াণী; কৃত্তিবাসের সীতা লজ্জাবনতা বঙ্গ-বধূ; বাল্মীকির সীতা বীরাঙ্গনা; কৃত্তিবাসের সীতা ব্রহ্মচারিণী যোগিনী।

কিন্তু ইহা অপেক্ষা কৃত্তিবাসে আর একটি চিত্র বেশী ফুটিয়াছে—তাহা ভক্তির সুধাস্রাবী রসধারা। কৃত্তিবাসী রামায়ণের সর্ব্বত্র করুণার শান্ত-শীতল সলিল-সেকে স্নিগ্ধ-শ্যাম। এই কারণেই কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙ্গালীর মনের উপর—প্রাণের উপর—জাতির উপর—সমাজের উপর সর্ব্বোপরি বাঙ্গালীত্বের উপর এতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; এই কারণেই দরিদ্রের পর্ণকুটীর হইতে ধনীর প্রাসাদ-তোরণ পর্য্যন্ত ইহা অবাধগতি।

নদী-স্রোতের পরিণতি যেমন সাগর-সঙ্গমে, তদ্রূপ ভক্তির পরিণতি ভগবানে আত্মসমর্পণে। কৃত্তিবাসের রামায়ণে এই ভক্তির উচ্ছ্বাস সর্ব্বস্থানে দেখা যায়। বৈষ্ণবী কোমলতা ও করুণার মহাপ্লাবনে এই রামায়ণ-খনি প্লাবিত হইয়াছে। সর্ব্বোপরি হনুমানের বক্ষ বিদারণ করিয়া অস্থিমধ্যে রামনাম প্রদর্শন ভক্তির পরাকাষ্ঠা বলিয়া মনে হয়। যে জাতীয় সাহিত্যে এইরূপ কল্পনা আছে—যে জাতির কবি এইরূপ কল্পনা করিতে পারেন, সেই সাহিত্য—সেই জাতি কম ভাগ্যবান্ নহে। এই হিসাবে বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্য রামায়ণ ও বঙ্গ-কবি কৃত্তিবাস জগৎ-সংসারে অমরত্বের অধিকারী। এই জন্যই বাল্মীকির সুরে সুর মিলাইয়া আমরাও বলি :

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥

এই উক্তি বড় অসাধারণ। ইহা বলিতে সাহস চাই—শক্তি চাই—অধিকার চাই। এই সাহস, এই শক্তি, এই অধিকার কবির ছিল এবং চিরদিন থাকিবে।

মহর্ষি বাল্মীকি রচিত রামায়ণ ও কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণের মধ্যে পার্থক্য

বাল্মীকি-লিখিত রামায়ণের গ্রন্থ-প্রারম্ভ এইরূপ :—

একদা মহর্ষি নারদ তমসাতীরস্থ বাল্মীকি আশ্রমে উপনীত হইলেন। বাল্মীকি মহর্ষির যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া কৌতুহলক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই পৃথিবীতে সর্ব্বগুণবান্ মহাপুরুষ কে? মহর্ষি শ্রীরামের অপূর্ব্ব জীবনকথা বাল্মীকির নিকট প্রকাশিত করিয়া প্রস্থান করিলেন।

বাল্মীকির প্রাণে রামচরিতের মনোহর স্বরগুঞ্জন জাগিতে লাগিল। তমসার জলে স্নান করিয়া তিনি শিষ্যগণসহ বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে ব্যাধশরাহত এক ক্রৌঞ্চ তাঁহাদের সম্মুখে পতিত হইল। ক্রৌঞ্চীর সকরুণ ক্রন্দনে মুনিবরের হৃদয়ে বিষাদের সঞ্চার হইল—সম্মুখে ভূপতিত ক্রৌঞ্চকে দেখিয়া পুরোবর্ত্তী ব্যাধকে তিনি অভিসম্পাত প্রদান করিলেন :—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥

অভিশাপ দিয়াই অনুতাপে বাল্মীকির হৃদয় পুড়িতে লাগিল। তিনি অচিরে শিষ্যগণসহ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অনতিবিলম্বে ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেন, আমারি ইচ্ছায় তোমার মুখ হইতে ঐ অপূর্ব্ব শ্লোক নির্গত হইয়াছে। এখন তুমি আমারি ইচ্ছায় নারদের মুখ হইতে জগদ্বন্দ্যনীয় শ্রীরামচন্দ্রের বিষয় যাহা শুনিয়াছ, তাহা অবলম্বন করিয়া রামায়ণ রচনা কর। আমি তোমায় বরদান করিতেছি—রাম-চরিতের গুপ্তকথা সমস্তই তুমি জানিতে পারিবে এবং তুমি যাহা লিখিবে শ্রীরাম-চরিত্রে তাহাই সফল হইবে।

ব্রহ্মা অন্তর্দ্ধান করিলে মহর্ষি বাল্মীকি যোগবলে শ্রীরাম-সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন। তাঁহার কল্পনানেত্রের পুরোভাগে অযোধ্যার পুণ্যচ্ছবি ও শ্রীরামচন্দ্রের পবিত্র জীবনালেখ্য জাগিয়া উঠিল। বাল্মীকি চব্বিশ হাজার শ্লোকে পাঁচ শত সর্গে ছয় কাণ্ডে রামায়ণ রচনা করিলেন। ভবিষ্য উত্তর কাণ্ড পরে রচনা করিয়াছিলেন। রামায়ণ রচনা করিয়া তাহার প্রচার জন্য মুনি চিন্তিত হইলেন, এমন সময়ে মুনিবেশী লব-কুশ আসিয়া বাল্মীকির চরণ বন্দনা করিলেন। সুদর্শন ও সুকণ্ঠ লব-কুশকে দেখিয়া মুনি অতিশয় সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাদিগকে রামায়ণ গান শিখাইলেন। লব-কুশ আনন্দচিত্তে যথা-তথা রামগুণ গাহিতে লাগিল।

একদা রামচন্দ্র সুবেশ-সুন্দর দুইটি মুনি-বালকের কণ্ঠে নিজের চরিত্র-কীর্ত্তন শুনিয়া তাহাদিগকে রাজবাটীতে আহ্বান করিলেন ও রামায়ণ গান করিতে আদেশ দিলেন। রাজাজ্ঞায় লব-কুশ রামায়ণ গান করিল। লব-কুশ অযোধ্যার কথা বলিয়া রাজা দশরথের রাজসভার ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করিল। দশরথ তাঁহার শান্তা নাম্নী কন্যা অঙ্গদেশরাজ বন্ধু রোমপাদকে অপত্য-কৃতিকারূপে দান করিলেন। কোন কারণে রোমপাদের রাজ্যে অনাবৃষ্টি হয়। রোমপাদ অনাবৃষ্টি দূর করিবার জন্য দ্বিজগণের পরামর্শে বিভাণ্ডক-সুত ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গদেশে লইয়া আসিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গের আগমনে অঙ্গরাজ্যে বৃষ্টি হইল। রোমপাদ কন্যা শান্তার সহিত ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ দিলেন। ইতিপূর্ব্বে দশরথ মৃগভ্রমে

অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুকে বধ করিয়া "পুত্রশোকে মৃত্যু হইবে" এইরূপ অভিশপ্ত হন। সেই সময়ে দশরথ অপুত্রক ছিলেন। পুত্র লাভের জন্য ঋষ্যশৃঙ্গ দ্বারা তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এক বৎসরের পর যজ্ঞের ঘোড়া ফিরিয়া আসিল। সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট হইল। রাণী কৌশল্যা তিনবার খড়্গাঘাত করিয়া সেই যজ্ঞীয় অশ্ব বলি দিয়া একরাত্রি ঐ ঘোড়ার পার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিলেন। পুরোহিতগণ ঐ অশ্বের চর্ব্বি যজ্ঞীয় অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। দশরথ ঐ চর্ব্বিধূম গ্রহণ করিলেন। অতঃপর ঋষ্যশৃঙ্গ যজ্ঞের আহুতি দিয়া যজ্ঞ সমাপন করেন এই সময়ে দেবগণ ঋষিগণ যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে আসিলেন। দেবগণ ব্রহ্মাকে রাবণকৃত অত্যাচারের কথা বিবৃত করিলে ব্রহ্মা বলিলেন, মানুষের হাতে রাবণের মৃত্যু হইবে। দেবগণ ভগবান্ বিষ্ণুকে দশরথের গৃহে চারি মূর্ত্তিতে জন্মগ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। বিষ্ণুও মনুষ্যরূপে জন্মিয়া এগার হাজার বর্ষ পৃথিবীতে থাকিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন। এই সময়ে যজ্ঞকুণ্ড হইতে এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ পায়স-পূর্ণ স্বর্ণপাত্র লইয়া উত্থিত হইলেন এবং মহিষীগণকে এই পায়স খাওয়াইতে বলিলেন। মহারাজ দশরথ সেই পায়স লইয়া অন্তঃপুরে আসিয়া প্রথমে সেই পায়সের অর্দ্ধেক কৌশল্যাকে দিলেন। কৌশল্যাকে যে অর্দ্ধেক পায়স দিয়াছিলেন, তাহার অর্দ্ধেক সুমিত্রাকে দিলেন। পাত্রে যে অর্দ্ধেক পায়স ছিল তাহা কৈকেয়ীকে দেওয়া হইল। পরে কি ভাবিয়া কৈকেয়ীকে প্রদত্ত অর্দ্ধেক পায়সের অর্দ্ধেক লইয়া সুমিত্রাকে দান করিলেন। তৎপরে ব্রহ্মার আদেশে দেবতাগণ বানররূপী পুত্র সৃষ্টি করিলেন।

মহারাজ দশরথের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া দেবতাগণ অন্তর্ধান হইলেন। রামচন্দ্র চৈত্র মাসের নবমী তিথিতে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে কর্কট লগ্নে, পুষ্যা নক্ষত্রে মীনলগ্নে ভরত, অশ্লেষা নক্ষত্রে কর্কট লগ্নে লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করিলেন। একাদশ দিবস গত হইলে রাজকুমারগণের নামকরণ হইল।

কৃত্তিবাস বাল্মীকির পন্থানুসারে রামায়ণ আরম্ভ করেন নাই। কৃত্তিবাসের গ্রন্থ-প্রারম্ভ এইরূপ:—একদিন গোলোকে কল্পতরুতলে নারায়ণ লক্ষ্মীর সহিত বসিয়া আছেন। এমন সময়ে সহসা নারায়ণ চারি অংশ-সম্ভূত হইতে ইচ্ছা করিলেন এবং রামচন্দ্র, ভরত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন ভ্রাতৃগণ-পরিবৃত হইয়া লক্ষ্মীরূপিণী সীতাদেবীকে বামে লইয়া বসিয়া রহিলেন। হনুমান করজোড়ে স্তব করিতে লাগিল। সহসা তথায় নারদ উপস্থিত হইলেন। নারায়ণের এইরূপ রূপ দেখিয়া নারদ সবিস্ময়ে ত্রিকালদর্শী দেবদেব মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া নারায়ণের এইরূপ রূপ-ধারণের কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন মনে করিলেন। নারদ প্রথমে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ব্রহ্মাকে সঙ্গে লইয়া মহাদেবের নিকট পৌঁছিলেন। মহাদেব, ব্রহ্মা ও নারদকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাদের আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রহ্মা নারায়ণের চারি অংশ ধারণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহাদেব বলিলেন—ইহা নারায়ণের ভবিষ্যরূপ। এই রূপ ধারণ করিতে এখনো ষাট হাজার বর্ষ আছে। নারায়ণ এই রামরূপ ধারণ করিয়া দেবদ্বেষী রাবণকে বধ করিবেন। তৎপরে রাম-নামের মহিমা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আপনাদের যাত্রা-পথের মধ্যে (কেহ কেহ বলেন মধ্যপথ নামক স্থানে) এক দস্যু রহিয়াছে, তাহাকে আপনারা মধুর রাম-নাম মহামন্ত্র দান করিবেন। তাহাতেই তাহার মুক্তি হইবে।

ব্রহ্মা ও নারদ রত্নাকরকে দেখিয়া চিনিলেন। দস্যু রত্নাকর তাঁহাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইলে ব্রহ্মা ও নারদ উভয়ে নানা কথার পর বলিলেন, তুমি যে এইরূপ পাপ কর এই পাপের ভাগ তোমার পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ লইবেন কিনা জানিয়া আইস। রত্নাকর গৃহে গিয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কেহই তাহার পাপ-ভাগ লইতে স্বীকৃত হইল না। তখন রত্নাকর নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল ও কিসে তাহার উদ্ধার হইবে এজন্য ধরিয়া বসিল। ব্রহ্মা তাহাকে রাম নাম জপ করিতে বলিলেন। কিন্তু তাহার মুখ দিয়া রাম নাম বাহির হইল না। এজন্য তাঁহারা রাম শব্দ উল্টাইয়া "মরা" "মরা" জপ করিতে বলিলেন। এই রূপে জপে নিবিষ্ট হইলে ব্রহ্মা ও নারদ প্রস্থান করিলেন। ষাট হাজার বর্ষ পরে প্রত্যাগমন করিয়া ব্রহ্মা ও নারদ দেখিলেন নিকটে কেহ নাই— এক বল্মীক-মধ্য হইতে 'রাম রাম' শব্দ উঠিতেছে। ব্রহ্মা ও নারদ সমস্ত জানিতে পারিয়া ইন্দ্রদেবকে ডাকিয়া বৃষ্টি করিতে বলিলেন। ইন্দ্র সাতদিন বারি বর্ষণ করিলে মাটী গলিয়া গেল। ব্রহ্মা ও নারদ দেখিলেন, রত্নাকরের গাত্র-মাংস গলিয়া গিয়াছে। কেবল অস্থি মাত্র আছে। ব্রহ্মা বাল্মীকি বলিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন ও তাঁহাকে রামচরিত অবলম্বন করিয়া রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ দান করিলেন।

একদিন বাল্মীকি এক সরোবর-তীরে বৃক্ষমূলে বসিয়া রাম নাম জপ করিতেছেন, এমন সময়ে এক ব্যাধ আসিয়া ঐ বৃক্ষশাখাস্থ ক্রৌঞ্চ পক্ষীকে নল-বিদ্ধ করিল। নল-বিদ্ধ ক্রৌঞ্চ হতচেতন হইয়া বাল্মীকির ক্রোড়ে পতিত হইল! ইহা দর্শনে বাল্মীকি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমা।
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

বলিয়া অভিশাপ দান করিলেন।

এই অপূর্ব্ব কবিতা বলিয়া ফেলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা লিখিয়া লইলেন। কিন্তু তাহার অর্থবোধ করিতে না পারিয়া ভরদ্বাজ মুনির নিকট উপস্থিত হইলেন। এমন সময়ে ব্রহ্মা-প্রেরিত নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ শ্লোকের অর্থ বুঝাইয়া দিয়া ঐ রূপ শ্লোকেই রামায়ণ রচনা করিবার আদেশ দান করিলেন।

ইহার পর কৃত্তিবাস চন্দ্রবংশের বিবরণ, মান্ধাতা ও হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া সগর-বংশের বর্ণনা করিয়াছেন। সগর-সন্তানগণের মুক্তিকামনায় ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গা আনয়ন, কাণ্ডার মুনির বৈকুণ্ঠ গমন, সগরবংশের উপাখ্যান, গঙ্গা মাহাত্ম্য, সৌদাস রাজার উপাখ্যান, দিলীপের অশ্বমেধ যজ্ঞ, রঘু রাজার কীর্ত্তিকথা, অজ রাজার বিবাহ ও দশরথের জন্মকথা, দশরথের বিবাহ, সুমিত্রার দুর্ভাগ্য, দশরথের রাজ্যে শনির দৃষ্টি, জটায়ুর সহিত দশরথের মিত্রতা, গণেশের মুণ্ড পরিবর্ত্তন শনি কর্ত্তৃক দশরথকে বরদান, দশরথের মৃগয়া, দশরথ কর্ত্তৃক অন্ধমুনি-পুত্র সিন্ধু বধ দশরথের প্রতি অন্ধক মুনির অভিশাপ, সম্বর অসুর বধ, দশরথের নিকট হইতে কৈকেয়ীর বরলাভ, লোমপাদের রাজ্যে অনাবৃষ্টি দূর করিবার জন্য লোমপাদ কর্ত্তৃক ছলে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন, লোমপাদ কর্ত্তৃক ঋষ্যশৃঙ্গকে শান্তানাম্নী কন্যাদান—ইত্যাদি বর্ণনা করিয়া পরিশেষে রাজা দশরথের যজ্ঞ কথা বর্ণনা করিয়াছেন। দশরথের এই যজ্ঞ দর্শনে অনেক মুনি ও রাজা আসিলেন। সমবেত

মুনিগণ এক সঙ্গে বেদধ্বনি করিতেই অগ্নি নিঃসৃত হইল। মুনিগণ-মুখ-নিসৃত সেই অগ্নিকে পবিত্র করিয়া যজ্ঞকুণ্ডে অগ্নি প্রজ্বালিত হইল।

দেবতাগণ ক্ষীরোদ-সাগর-কূলে গিয়া ভগবান্‌কে দেবদ্বেষী রাবণের কথা জানাইলেন। দেবতাগণের প্রার্থনায় ভগবান্ দশরথ-গৃহে জন্ম লইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। শ্রীভগবানের এই অঙ্গীকার-বাণী ঋষ্যশৃঙ্গ শুনিতে পাইয়া যজ্ঞে আহুতি দিবামাত্র যজ্ঞকুণ্ড হইতে চরুর উৎপত্তি হইল, ঋষ্যশৃঙ্গ ঐ চরু কৌশল্যাকে খাওয়াইবার জন্য দশরথকে আদেশ করিলেন। দশরথ চরু লইয়া অন্তঃপুরে গমন করিয়া অর্দ্ধেক কৌশল্যাকে ও অর্দ্ধেক কৈকেয়ীকে দিলেন। পরে আপন আপন পুত্রের সহচর হইবে এই প্রতিশ্রুতি লইয়া কৌশল্যা ও কৈকেয়ী আপন আপন চরুর অর্দ্ধেক সুমিত্রাকে দান করেন। যথাকালে কৌশল্যার গর্ভে রাম, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত ও সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করেন।

সুতরাং মূল বাল্মীকি রামায়ণে ও কৃত্তিবাসী রামায়ণে গ্রন্থ-প্রারম্ভের কত পার্থক্য পাঠক অনুধাবন করুন। বর্ণনার পার্থক্য কৃত্তিবাসে নানা স্থানেই লক্ষিত হয়। ইহা ছাড়া কৃত্তিবাস, বাল্মীকির অনেক বিষয় বর্জ্জন করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখ-যোগ্য।

১। বলি-বামনোপাখ্যান।
২। রাজা কুশনাভ ও তাঁহার শত কন্যার বিবরণ।
৩। গঙ্গা ও উমার উৎপত্তি-বিবরণ।
৪। কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি-বিবরণ।
৫। সমুদ্র-মন্থন।
৬। মরুৎগণের জন্ম।
৭। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-বিরোধ।
৮। বিশ্বামিত্র-বিবরণ।
৯। অম্বরীষ উপাখ্যান।
১০। শ্রীরামচন্দ্রের আদিত্যহৃদয় স্তব পাঠ ইত্যাদি—

আবার বাল্মীকি রামায়ণে নাই। অথচ কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে এমন বিষয়ও অল্প নহে।

১। হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান।
২। জয়ন্তকাকের নেত্র-বেধ-করণ।
৩। চামুণ্ডার লঙ্কাত্যাগ।
৪। শিব-দুর্গার কোন্দল।
৫। অঙ্গদ-রায়বার।
৬। হনূমানের গন্ধমাদন আনয়নে কালনেমির বাধা প্রদান।
৭। দেবীর অকাল-বোধন।
৮। কুম্ভকর্ণ বধে যোগিনীগণের আবির্ভাব।
৯। লবকুশের যুদ্ধে শ্রীরামচন্দ্রাদি চারি ভ্রাতার পতন।

১০। তরণীসেন বধ।

১১। বীরবাহু বধ।

১২। হনূমানের সূর্য্যকে কক্ষতলে বন্দীকরণ।

১৩। অহীরাবণ বধ।

১৪। মহীরাবণ বধ।

১৫। দেবী-কর্ত্তৃক পুষ্প হরণ।

১৬। শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক দেবীকে চক্ষু উৎপাটন করিয়া প্রদান, ইত্যাদি।

এতদ্‌ভিন্ন কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের যে পার্থক্য আছে সে-সকলের বিস্তারিত আলোচনা এস্থলে সম্পূর্ণ অসম্ভব, এজন্য সংক্ষেপে আরও দুই চারি কথা লিখিয়া এই অংশের উপসংহার করিব।

আদিকাণ্ড—

১। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—অঙ্গরাজের কর্ত্তব্য-ত্রুটির জন্য তাঁহার রাজ্যে অনাবৃষ্টি হয়।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—এক কুমারী কন্যা ঋতুমতী হওয়ায় রাজার পাপ হয়। সেই পাপে অঙ্গ রাজ্যের মধ্যে অনাবৃষ্টি হইয়াছিল।

২। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—অসমঞ্জ প্রজাদের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করায় সগর রাজা তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—সংসার ত্যাগের ছলনায় অসমঞ্জ ঐ রূপ উপদ্রব করিয়াছিলেন।

৩। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—সগর রাজা অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান্‌কে তাঁহার যজ্ঞীয় অশ্বের রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—সগর রাজা তাঁর ষাট্ হাজার পুত্রকে অশ্বের রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

৪। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—অংশুমান্ ঘোড়া লইয়া ফিরিলে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় নাই। সগর গঙ্গা আনিতে গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৫। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—দিলীপ গঙ্গা আনিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি গঙ্গা আনিতে পারেন নাই। এই সময়ে তাঁহার ভগীরথ নামে এক পুত্র হয়।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—দিলীপের কোন সন্তানাদি ছিল না। দিলীপের মৃত্যুর পর মহাদেবের আদেশে তাঁহার দুই রাণীর মিলনে একের গর্ভ হইতে এক মাংসপিণ্ড মাত্র প্রসূত হয়। ঐ মাংসপিণ্ড এক রাস্তায় ফেলিয়া রাখা হয়। দৈবযোগে অষ্টাবক্র সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন, একটা মাংসপিণ্ড নানারূপ অঙ্গভঙ্গী করিতেছে। এজন্য অষ্টাবক্র বলেন, যদি তুমি বাস্তবিক বিকৃতাঙ্গ হও তবে আমার বরে তোমার দেহ সুদর্শন হইবে; আর যদি তুমি আমাকে দেখিয়া উপহাস করিবার ছলে এরূপ করিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি ঐরূপই থাকিবে।

৬। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—ভগীরথ রথে চড়িয়া গঙ্গার অগ্রে অগ্রে গিয়াছিলেন।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—ভগীরথ বিষ্ণুর প্রদত্ত শঙ্খ বাজাইয়া ব্রহ্মলোক হইতে গঙ্গাকে আনিলেন। গঙ্গা প্রথমে সুমেরুতে পড়িলেন। তৎপরে তাহা শৈলমধ্যে আট্‌কাইয়া পড়িলে

ঐরাবত দাঁত দিয়া পাহাড় ভেদ করিতে গিয়া গঙ্গার স্রোতে সে বিলক্ষণ অপ্রস্তুত হইয়া পড়ে। গঙ্গা শেষে সুমেরু হইতে চারিধারায় মহাদেবের জটায় পড়েন। ভগীরথের প্রার্থনায় মহাদেব গঙ্গাকে জটার মধ্য হইতে বাহির করিয়া দেন।

৭। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—জহ্নুমুনি কাণ দিয়া গঙ্গা বাহির করিয়াছিলেন।
কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—জানু দিয়া।

৮। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—রামচন্দ্রাদি সকলে নৌকাযোগে গঙ্গাপার হইয়াছিলেন।
কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—রামচন্দ্রের দৃষ্টিতে সেই নৌকা সোনা হইয়া গিয়াছিল।

৯। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—গৌতম মুনির অভিশাপে ইন্দ্রের কোষ স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং অহল্যা অন্যের অদৃশ্যা হইয়া ভস্মের উপর বায়ু মাত্র গ্রহণ করিয়া পড়িয়া থাকে।
কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—গৌতমের অভিশাপে ইন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গে কুৎসিত চিহ্ন হয়। পরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া তাহা চক্ষুরূপে পরিণত হইয়াছিল এবং অহল্যা প্রস্তরময়ী হইয়া সেইখানে ছিল।

১০। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—অহল্যা ছদ্মবেশী ইন্দ্রকে চিনিতে পারিয়া সহর্ষে রতিদান করিয়াছিলেন।
কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—অহল্যা ইন্দ্রকে চিনিতে পারেন নাই।

১১। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—পরশুরাম রামের বল পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। এজন্য তিনি তাঁহার হাতে বিষ্ণু-ধনু দিয়া বলিয়াছিলেন তুমি এই ধনুর আকর্ষণ কর। রাম বিষ্ণু-ধনুকে শর যোজনা করিয়া পরশুরামের স্বর্গপথ রোধ করেন।
কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করায় গুরুর অপমান হইয়াছে ভাবিয়া পরশুরাম রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধপ্রার্থী হন। রাম কৌশলে ধনুকে শর যোজনা করিয়া পরশুরামের জন্য পাতালের পথ খোলা রাখেন।

অযোধ্যাকাণ্ড—

১। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—রাজা দশরথ সম্বর অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলে কৈকেয়ী রাজার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। রাজা মূর্চ্ছিত হইলে কৈকেয়ী রাজা দশরথকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অন্য স্থানে লইয়া গিয়া তাঁহাকে পরিত্রাণ করেন। এজন্য দশরথ কৈকেয়ীকে দুইটি বর দিতে চাহিয়াছিলেন।
কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—সম্বর যুদ্ধে এক বর ও স্বামীর নখ-ব্রণে মুখের তাপ দিয়া আর এক বর, কৈকেয়ী এইরূপে দুই বর পাইয়াছিলেন।

২। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—দশরথ কৈকেয়ীকে কিছুতেই রামের বনবাস ও ভরতকে রাজ্যদান এই দুই বর দিতে চান নাই। কিন্তু কৈকেয়ী ঐ দুইটি বর প্রাপ্তির জন্যই জেদ করে।
কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—কৈকেয়ী দশরথকে স্বীয় বাক্যে কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজ্য-দাতা রাজা যযাতি, স্বচক্ষু-দাতা শিবি, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজ্য-দাতা ইক্ষাকুর কথা বলিয়াছিলেন।

৩। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—রামচন্দ্রাদি ভেলা বাঁধিয়া যমুনা পার হন।
কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন - রামচন্দ্রাদি যমুনা-তীরে উপস্থিত হইলে যমুনার জল হাঁটু প্রমাণ হয় ও রামচন্দ্রাদি হাঁটিয়া যমুনা পার হন।

৪। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—ভরত মাতুলালয় হইতে অযোধ্যায় ফিরিয়া রামচন্দ্রাদির বন-গমন শুনিলেন ও অতিশয় দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য চলিলেন। ভরত গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলে গুহক জ্ঞাতিসহ বিনীত ভাবে আসিয়া রামের সংবাদ ভরতকে জানাইয়াছিল।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—রামের সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া গুহক আপনাকে সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করিত। তাই ভরত গুহককে নমস্কার করিলে গুহক ভরতকে শ্রীরামচন্দ্রের সংবাদ জানাইয়াছিল ও সকলকে গঙ্গাপার করিয়া দিয়াই চলিয়া গিয়াছিল।

৫। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—ভরত শ্রীরামচন্দ্রকে পিতৃবিয়োগ-বার্ত্তা জানাইয়াছিলেন।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—বশিষ্ঠ রামকে পিতৃবিয়োগ বার্ত্তা জানাইয়াছিলেন।

৬। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—ভরত স্বর্ণ পাদুকা লইয়া রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,—আপনি এই পাদুকায় একবার শ্রীচরণ অর্পণ করুন।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—রাম স্বেচ্ছায় ভরতকে নিজের পাদুকা দান করিয়াছিলেন।

অরণ্যকাণ্ড -

১। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—বিরাধ দৈত্য কুবেরের শাপে রাক্ষস হইয়াছিল।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—প্রভুর বিহার-স্থানে গমন করায় প্রভু বিরক্ত হইয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন, তাহাতেই সে রাক্ষস হইয়াছিল।

২। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—রাম লক্ষ্মণাদির সঙ্গে জটায়ু পঞ্চবটী বনে গিয়াছিল।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—জটায়ু তাঁহাদের সঙ্গে যায় নাই। তবে স্মরণ করিবা মাত্র জটায়ু তাঁহাদের কাছে আসিত।

৩। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—মারীচের বিপরীত চীৎকারে সীতাদেবী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া অভিমানভরে লক্ষ্মণ কুটীর পরিত্যাগ করিলেন।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—লক্ষ্মণ এক গণ্ডী দিয়া গিয়াছিলেন। সীতাদেবী ঐ গণ্ডীর বাহিরে পদার্পণ করিলেই রাবণ সীতাদেবীকে অপহরণ করিয়াছিল।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—

১। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—রাম এক বাণে সপ্ততাল ভেদ করেন এবং দুন্দুভি-অস্থি দশ যোজন দূরে নিক্ষেপ করেন।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—রাম ঐ দুন্দুভির অস্থি শত যোজন দূরে ফেলিয়াছিলেন।

২। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—বালি ও সুগ্রীবের যুদ্ধ একবার হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে রাম বালিকে বাণ-বিদ্ধ করেন এবং রাম ও লক্ষ্মণ বাণ-বিদ্ধ বালির নিকট গমন করিয়াছিলেন।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—বালি ও সুগ্রীবের যুদ্ধ দুইবার হইয়াছিল। রামচন্দ্র অন্তরাল হইতে বালির উপর শরক্ষেপ করিয়াছিলেন।

৩। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—বালি নিহত হইলে তারা রামচন্দ্রকে কোনো অভিশাপ দেয় নাই—অনুযোগ করিয়াছিলেন মাত্র।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—তারা রামচন্দ্রকে দুইটি শাপ দিয়াছিলেন। (১) সীতার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে, (২) জন্মান্তরে অঙ্গদের হাতে তোমার মৃত্যু হইবে।

৪। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—সীতা উদ্ধারের জন্য রামচন্দ্রের সহায় হইব বলিয়া সুগ্রীব প্রতিশ্রুত হয়। কিন্তু সুগ্রীব কিছুই করিতেছে না দেখিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সুগ্রীবের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু সুগ্রীব নিজে লক্ষ্মণের সহিত দেখা না করিয়া তারাকে পাঠাইয়া দেয়। তারা বিশেষ সমাদর করিয়া লক্ষ্মণকে ভিতরে লইয়া যায়।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—লক্ষ্মণ রামাজ্ঞা লইয়া সোজাসুজী সুগ্রীবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন সেই সময়ে তারা আসিয়া লক্ষ্মণের পা জড়াইয়া ধরে।

৫। বাল্মীকি হনুমানের জন্ম-কথা কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে লিখিয়াছেন।

কৃত্তিবাস তাহা সুন্দরকাণ্ডে লিখিয়াছেন।

৬। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—পাতালবাসিনী স্বয়ংপ্রভা বৃদ্ধা তাপসী। হনুমান্ তাহার কাছে সীতার খবর জানিতে চায়। কিন্তু কোনো খবর সে পায় নাই।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—ঐ তাপসী তরুণী ছিল। সে বানরগণকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পলাইতে বলে।

সুন্দরকাণ্ড—

১। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—হনুমান্ লঙ্কায় উপস্থিত হইলে লঙ্কা ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া হনুমানের পথ অবরোধ করিয়াছিল।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—চামুণ্ডা হনুমানকে বাধা দিয়াছিলেন। হনুমানের প্রার্থনায় চামুণ্ডা লঙ্কা ত্যাগ করিয়া কৈলাসে গমন করেন।

২। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—হনুমান্ সুরসার মুখবিবরে প্রবেশ করিয়া মুখ দিয়াই বাহির হইয়াছিল।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—কাণ দিয়া।

৩। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—জয়ন্ত-কাক সীতার স্তনে ক্ষত করিলে রাম একখানি কুশ মন্ত্রপূত করিয়া নিক্ষেপ করেন। কাক কোথাও স্থান না পাইয়া পুনরায় রামের শরণ লয় ও ঐ কুশাস্ত্রের নিকটে এক চক্ষু দান করে।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—বাণ বিপ্ররূপ ধারণ করিয়া ইন্দ্রের নিকট হইতে জয়ন্ত-কাকের একচক্ষু লইয়া আসে।

৪। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—হনুমান্ কেবলমাত্র বিভীষণের ঘর পোড়ায় নাই।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—হনুমান্ বিভীষণ ও কুম্ভকর্ণের ঘরে অগ্নি দান করে নাই।

লঙ্কাকাণ্ড—

১। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—সীতা প্রত্যর্পণ করিবার জন্য বিভীষণ রাবণকে বলিলে রাবণ বিভীষণকে ধিক্কার মাত্র দিয়াছিলেন।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—রাবণ বিভীষণকে পদাঘাত করিয়াছিলেন।

২। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—আশ্রয়-প্রার্থী বিভীষণকে রামচন্দ্র কণ্ব মুনির পুত্র কণ্ডুর উপদেশ দিয়াছিলেন।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—রামচন্দ্র বিভীষণকে শিবি রাজার দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন। বিভীষণ রামের নিকট তিনটি শপথ করিয়াছিল।

৩। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—পাঁচ দিনে সেতু বন্ধন হইয়াছিল।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—একমাসে সেতু বন্ধন হয় ও কাঠ্‌বিড়ালেরাও এই সেতু বন্ধনে নল ও হনুমানের সাহায্য করিয়াছিল।

৪। বাল্মীকি লিখিয়াছেন হস্তীর পায়ের চাপে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হয়।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—মদিরা ও মাংসের গন্ধ পাইয়া কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গে।

উত্তরাকাণ্ড—

১। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—প্রাণিগণের মধ্যে যাহারা জল রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, তাহারা রাক্ষস হয়।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—প্রাণীরা অপর প্রাণীদের ভার গ্রহণ না করায় রাক্ষস হইয়াছিল।

২। বাল্মীকি রামায়ণে—গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ ও গরুড়-পবনের যুদ্ধ বর্ণিত নাই। ইহা কৃত্তিবাসের নূতন সৃষ্টি।

৩। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—হনুমান্ বড় উৎপীড়ক ছিল। এজন্য মুনিগণ অভিশাপ দেন যে, হনুমান্ আত্মশক্তি বুঝিতে পারিবে না।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—গুরুর পড়ায় দোষ ধরায় গুরু এইরূপ অভিশাপ দেন।

৪। কল্মাষপাদ রাজার উপাখ্যান কৃত্তিবাসী রামায়ণে নাই।

বাহুল্য ভয়ে আর অধিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল না।

ফুলিয়া গ্রামের যাত্রাপথ

কৃত্তিবাসের জন্মপরিগ্রহে যে ফুলিয়া স্বনামধন্য হইয়া রহিয়াছে—যাহার প্রতি রেণুকণা কৃত্তিবাস কণ্ঠোত্থিত মধুর রাম কথায় পবিত্র হইয়া রহিয়াছে—যে ফুলিয়া সারস্বত যজ্ঞের পুণ্যপীঠরূপে পরিগণিত, সেই ফুলিয়া গ্রাম কোথায় অবস্থিত ও তাহার যাত্রা-পথ কিরূপ ইহা জানিবার জন্য অনেক পাঠকের কৌতূহল হইতে পারে। ইহা বিবেচনা করিয়া আমরা ১৩৩৩ সালের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুজননাথ মুস্তৌফী মহাশয়ের 'গ্রামরত্ন ফুলিয়া' হইতে সার সঙ্কলন করিয়া নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম।

ফুলিয়া, নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমার মধ্যে অবস্থিত। রাণাঘাট হইতে ইহার দূরত্ব ৭।৮ মাইলের বেশী হইবে না। এই ফুলিয়ায় যাইবার কয়েকটি রাস্তা আছে। (১) রাণাঘাট রেলস্টেশনে নামিয়া চূর্ণিনদীর অপর পার হইতে ঘোড়ার গাড়ী করিয়া যাত্রা করিলে শান্তিপুর যাইবার পাকা রাস্তার ধারে ফুলিয়া গ্রাম পাওয়া যায়। (২) রাণাঘাটে নৌকা ভাড়া করিয়া চূর্ণি দিয়া গঙ্গায় পড়িতে হয়, তৎপরে শান্তিপুরের দিকে যাইতে বয়ড়া গ্রাম পাওয়া যায়। এই বয়ড়ার ঘাট হইতে এক মাইল দূরে ফুলিয়া গ্রাম অবস্থিত। (৩) কলিকাতা ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানীর ষ্টীমার প্রাতঃকালে কলিকাতার হাটখোলা-ঘাট হইতে ছাড়ে এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে উক্ত বয়ড়ার ঘাটে পৌঁছে। (৪) রাণাঘাট-শান্তিপুর রেল-লাইনের বইচা ষ্টেশন হইতে ফুলিয়া প্রায় ১।০ মাইল দূরে অবস্থিত। শেষোক্ত পথটিই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। এই বইচা হইতে ফুলিয়া যাইতে হইলে বইচার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ হইতে যে সরকারী কাঁচা রাস্তা বাহির হইয়াছে, তাহা অতিক্রম করিয়া এক বিস্তীর্ণ মাঠের অপরাংশে রাণাঘাট-শান্তিপুর রেল-লাইন পার হইতে হয়। তৎপরে রাণাঘাট হইতে শান্তিপুর পর্য্যন্ত যাইবার পাকা রাস্তা পার হইয়া অন্যূন অর্দ্ধমাইল পথ অতিক্রম করিলেই কৃত্তিবাসের ভিটায় উপস্থিত হওয়া যায়।

যে ভূমিখণ্ডকে কৃত্তিবাসের বাস্তভিটা বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন, তাহার মাপ উত্তর-দক্ষিণে ৪১০ ফিট, পূর্ব্ব-পশ্চিমে ১৯০ ফিট অর্থাৎ প্রায় ৫ বিঘা ৮ কাঠা। এই ভূমিখণ্ডের নিকটে ইষ্টকনির্ম্মিত স্কুল-গৃহে অধুনা এক নিম্ন প্রাথমিক স্কুল আছে। স্কুল-গৃহের দক্ষিণ-দিকে ১৪০ ফিট দূরে ১৩' × ১১½' একটি স্থান ১ ফিট উচ্চ সুন্দর শোভন রেলিং দিয়া ঘেরা। ইহার উত্তর দিকে একটি দ্বার দেখা যায়। রেলিং দিয়া ঘেরা এই স্থানটির মধ্যে মাটির উপরে কটা রংএর বেলে পাথরের একটি ৮ ফিট লম্বা-চওড়া চতুষ্কোণ বেদী আছে। এই বেদীটি ১ ফুট উচ্চ। এই বেদীর উপরে একটি শ্বেত পাথরের বেদী আছে—উহার প্রত্যেক দিকের মাপ ৬ ফিট্। এই বেদী সাত ইঞ্চি মাত্র উচ্চ। ইহার উপরে অপেক্ষাকৃত ছোট আরও দুইটি বেদী আছে। তাহার উপরে একটি চতুষ্কোণ শ্বেত

প্রস্তর রহিয়াছে। ইহার প্রত্যেক দিকের মাপ ৩ ফিট—উচ্চতা ৪ ফিট। ইহার উত্তরদিকের গাত্রে লেখা আছে :—

"মহাকবি কৃত্তিবাসের
আবির্ভাব, ১৪৪০ খৃঃ অব্দ, মাঘ মাস
শ্রীপঞ্চমী, রবিবার।
হেথা দ্বিজোত্তম—
আদিকবি বাঙ্গলার ভাষা-রামায়ণকার
কৃত্তিবাস লভিলা জনম,
সুরভিত সুকবিত্বে ফুলিয়ার পুণ্যতীর্থে
হে পথিক, সম্ভ্রমে প্রণম।"

যে প্রস্তরখণ্ডের উপর এই কবিতা খোদিত আছে, তাহার উপর আরও তিনস্তর শ্বেত-প্রস্তর আছে ও তাহার উপরে একটি চতুষ্কোণ স্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভের উর্দ্ধদেশে একটি শ্বেত প্রস্তর-নির্ম্মিত "ওঁ" অক্ষর আছে। এই স্তম্ভের পাদদেশ প্রত্যেক দিকে ২ ফিট ও উহা ৫½ ফিট উচ্চ। ভূপৃষ্ঠ হইতে স্মৃতিস্তম্ভের সর্ব্বোচ্চস্থান প্রায় ১৪½ ফিট উচ্চ হইবে। স্মৃতিস্তম্ভটি দেখিতে কতকটা কলিকাতার অন্ধকূপ-হত্যার স্মৃতিস্তম্ভের ন্যায়।

স্মৃতিস্তম্ভের প্রায় ১৬ ফিট দূরে অগ্নিকোণে এক ক্ষুদ্র জঙ্গলাকীর্ণ স্থান একটিমাত্র তারের বেষ্টনী দ্বারা সীমাবদ্ধ করা আছে। ঐ স্থানটির মাপ ১১'×১০'। এই স্থানে কৃত্তিবাসের দোলমঞ্চের শেষ চিহ্ন একটি ক্ষুদ্র মৃৎস্তূপ সমতল ভূমি হইতে মাত্র ২ ফিট উচ্চ হইয়া আছে। স্তূপের উপরিভাগে একটি ক্ষুদ্র মৃৎস্তূপ সমতল ভূমি হইতে মাত্র ২ ফুট উচ্চ হইয়া আছে। স্তূপের উপরিভাগে দুই চারিটি পুরাতন ইট পড়িয়া রহিয়াছে। সাধারণ অশিক্ষিত লোকে বলিয়া থাকে যে, কৃত্তিবাসের দোলমঞ্চের ঢিপির উপর উঠিলে অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে।

উক্ত ভিটার ২৬ ফিট দূরে পশ্চিমদিকে একটি পাকা ইন্দারা বা কূপ আছে। ইহার ব্যাস সাড়ে সাত কি আট ফিট হইবে। কূপের ভিতর দিকে প্রাচীর-গাত্রে শ্বেত প্রস্তর-ফলকে খোদিত আছে :—

কৃত্তিবাস-কূপ
১৩২০

কৃত্তিবাসের ভিটার সন্নিকটে একটি কাঁচা রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহা 'কৃত্তিবাস রোড' নামে পরিচিত।

যে ভূমিখণ্ডের উপর কৃত্তিবাসের স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তথায় পূর্ব্বে বাঁশবাগান ছিল।

———

সূচিপত্র

আদিকাণ্ড

বিষয়	পত্রাঙ্ক
ভূমিকা :—	
কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ	(ক)
কৃত্তিবাসের বংশ তালিকা ও কৃত্তিবাস-কথা	(খ)
বাল্মীকির ও কৃত্তিবাসের রাম-সীতার তুলনামূলক চরিত্র-সমালোচনা ...	(গ)
মহর্ষি বাল্মীকি-রচিত রামায়ণ ও কৃত্তিবাস-রচিত রামায়ণের মধ্যে পার্থক্য	(ত)
ফুলিয়া গ্রামের যাত্রাপথ	(ম)
নারায়ণের চারি অংশে প্রকাশ-বৃত্তান্ত	১
রাম-নামে রত্নাকরের পাপ-নাশ ...	৪
ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক রত্নাকরের বাল্মীকি নাম করণ	৬
নারদ-কর্ত্তৃক বাল্মীকিকে রামায়ণের আভাস প্রদান	৭
চন্দ্রবংশ-উপাখ্যান	৮
মান্ধাতার উপাখ্যান	৮
সূর্য্যবংশ নির্ব্বংশ এবং হারীতের রাজ্যাভিষেক	১০
হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান	১১
সগর-বংশ উপাখ্যান	১৮
সগর রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ ও বংশ নাশ	২০
কপিল কর্ত্তৃক সগর বংশ উদ্ধারের উপায় বর্ণন	২১
গঙ্গার উৎপত্তি ও ভগীরথের জন্ম ...	২১
ভগীরথ কর্ত্তৃক মর্ত্ত্যে গঙ্গা আনয়ন ...	২৩
সুমেরু শৃঙ্গ হইতে গঙ্গার মর্ত্ত্যে আগমন	২৬
মহাদেব কর্ত্তৃক গঙ্গার বেগ ধারণ ...	২৭
বারাণসী-মাহাত্ম্য	২৮
জহ্নু ভগীরথ সংবাদ	২৯
কাণ্ডার মুনির মুক্তিলাভ	২৯
সগর-বংশ উদ্ধার	৩০
গঙ্গার মাহাত্ম্য-বর্ণনা	৩১
সৌদাস রাজার উপাখ্যান	৩২
দিলীপ রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ ...	৩৪
রঘুরাজার দানকীর্ত্তি	৩৫
অজ-ইন্দুমতী-উপাখ্যান	৩৮
দশরথের রাজ্যাভিষেক	৩৯
দশরথের সহিত কৌশল্যার পরিণয় ...	৪০
দশরথের সহিত কৈকেয়ীর বিবাহ ...	৪১
দশরথের সহিত সুমিত্রার বিবাহ ..	৪২
দশরথের রাজ্যে শনির দৃষ্টি	৪৩
জটায়ু-সম্মিলন	৪৬
শনি দশরথ-সংবাদ	৪৬
রাজা দশরথের কন্যালাভ	৪৮
দশরথ কর্ত্তৃক সিন্ধুবধ	৪৯
দশরথ রাজার প্রতি অন্ধক মুনির অভিশাপ	৫০
সম্বরাসুর বধ	৫৩
কৈকেয়ীর প্রথম বরলাভ	৫৪
কৈকেয়ীর দ্বিতীয় বরলাভ	৫৫
পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার জন্য দশরথের চিন্তা	৫৬
ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম-বিবরণ	৫৬
ঋষ্যশৃঙ্গকে লোমপাদ রাজ্যে আনয়ন ...	৫৭
ঋষ্যশৃঙ্গের লোমপাদ-রাজ্যে গমন ...	৬১
ঋষ্যশৃঙ্গের অদর্শনে বিভাণ্ডক মুনির খেদ	৬১
দশরথ রাজার পুত্রেষ্টি যজ্ঞ ও ভগবানের চারি অংশে জন্মগ্রহণ	৬২
সীতাদেবীর জন্ম-বিবরণ	৬৬
দশরথের যজ্ঞ সমাপ্তি এবং নারায়ণের চারি অংশে জন্ম-বিবরণ	৬৭
শ্রীরামের জন্ম-বিবরণ	৬৮
ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জন্ম-বিবরণ ...	৭০
শ্রীরামের জন্মে চরাচরের আনন্দ ...	৭১
শ্রীরামের জন্মে রাবণের ভয় ও তন্নিবারণের উপায়চিন্তা	৭১
বানরগণের জন্ম-বিবরণ	৭৩
দশরথের চারিপুত্রের অন্নপ্রাশন ও নামকরণ	৭৩
শ্রীরাম-লক্ষ্মণাদির বাল্যক্রীড়া ...	৭৪

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
শ্রীরামের শাস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা এবং অরণ্য-বিহার	৭৫	দশরথের ছলনা ও বিশ্বামিত্রের কোপ	৮৫
সীতাদেবীর বিবাহপণজন্য হরের ধনু প্রদান	৭৭	যজ্ঞ রক্ষার্থ বিশ্বামিত্র সহ শ্রীরাম-লক্ষ্মণের মিথিলায় গমন ও মন্ত্রদীক্ষা ...	৮৬
জনক রাজার ধনুর্ভঙ্গ পণ	৭৮	তাড়কা রাক্ষসী-বধ	৮৮
ধনুক তুলিতে অসমর্থ হইয়া রাবণাদি রাজগণের পলায়ন	৭৯	অহল্যা-উদ্ধার	৯০
শ্রীরামের গঙ্গাস্নান ও গুহক-সম্মিলন ...	৮১	শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক তিন কোটি রাক্ষস বধ ও হরধনু ভঙ্গ করিতে শ্রীরামচন্দ্রের মিথিলায় গমন	৯১
রাক্ষসের দৌরাত্ম্যে যজ্ঞ বিঘ্ন নিবারণের উপায়	৮৪	সীতার দেবগণের নিকট বর প্রার্থনা	৯৫
রাক্ষসের যুদ্ধে শ্রীরামকে প্রেরণ করিতে দশরথের অনিচ্ছা	৮৪	হরধনুর্ভঙ্গ, শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্নের বিবাহ	৯৬
		পরশুরামের দর্পচূর্ণ	১০৬

অযোধ্যাকাণ্ড

শ্রীরামচন্দ্রের রাজা হইবার প্রস্তাব ...	১১০	ভরতের অযোধ্যায় আগমন এবং পিতার মৃত্যু ও রামচন্দ্রাদির বন-গমন-সংবাদে শোক ও দশরথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন ...	১৪১
শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকোদ্যোগ ও অধিবাস	১১২	ভরতের পাত্র-মিত্রসহ রাজ্যশাসন মন্ত্রণা	১৪৮
শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্য-প্রাপ্তিতে সকলের আনন্দ	১১৪	রাম-আনয়নার্থ ভরতের বনযাত্রা ...	১৪৯
ভরতকে রাজা করিয়া রামকে বনে পাঠাইতে কৈকেয়ীর প্রতি কুব্জার মন্ত্রণা দান	১১৫	শ্রীরামচন্দ্রের সহিত ভরত প্রভৃতির সম্মিলন	১৫৪
রাজা দশরথের নিকট কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা	১১৮	সিংহাসনে শ্রীরামের পাদুকা রাখিয়া ভরতের রাজ্যশাসন	১৫৬
পিতৃসত্য-পালনার্থ শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনোদ্যোগ	১২১	দশরথের উদ্দেশে সীতাদেবীর পিণ্ডদান	১৫৬
শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষ্মণের বনবাস যাত্রা ও শৃঙ্গবের পুর গমন	১৩০	ব্রাহ্মণ, তুলসী ও ফল্গুনদীর প্রতি সীতাদেবীর অভিশাপ এবং বটবৃক্ষের প্রতি তাঁহার আশীর্ব্বাদ	১৫৭
শ্রীরামের নিকট হইতে সুমন্ত্রের বিদায়	১৩৫	গয়া-মাহাত্ম্য	১৫৯
রাম লক্ষ্মণাদির পর্য্যটন ও জয়ন্ত কাকের চক্ষু বিদ্ধ করণ	১৩৬		
দশরথ রাজার মৃত্যু	১৩৮		

অরণ্যকাণ্ড

চিত্রকূটে শ্রীরামচন্দ্রাদির অবস্থান ও রাক্ষস-ভয়ে মুনিগণের অন্যত্র গমন	১৬১	শ্রীরামের শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে গমন	১৬৫
শ্রীরামের অত্রিমুনির আশ্রমে গমন ও মুনিপত্নীর নিকট সীতার আত্মকাহিনী কথন	১৬২	শ্রীরামচন্দ্রের অন্য বনে গমন ...	১৬৬
শ্রীরামচন্দ্রাদির দণ্ডকারণ্য-দর্শন ...	১৬৪	শ্রীরাম প্রভৃতির অগস্ত্যাশ্রমে গমন এবং অগস্ত্য-মুনি কর্তৃক বাতাপি ও ইল্বলের প্রাণনাশ	১৬৮
বিরাধ রাক্ষস বধ	১৬৪	শ্রীরামচন্দ্রের পঞ্চবটীতে অবস্থান ও তাঁহার নিকট জটায়ুর আত্মপরিচয় প্রদান	১৬৯

বিষয়	পত্রাঙ্ক
সূর্পণখার শ্রীরামকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা ও লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক তাহার নাসাকর্ণ ছেদন	১৭১
শ্রীরাম কর্ত্তৃক সূর্পণখার রক্ষক চতুর্দ্দশ রাক্ষস সেনাপতি বধ	১৭২
শ্রীরামের সহিত যুদ্ধার্থ খর দূষণের আগমন	১৭৩
শ্রীরামসহ যুদ্ধে দূষণের মৃত্যু ...	১৭৪
শ্রীরামসহ যুদ্ধে খরের মৃত্যু ...	১৭৫
রাবণের নিকট সূর্পণখার সংবাদ দান ...	১৭৬
সীতা হরণার্থ রাবণের মারীচের নিকট গমন	১৭৭
সীতা হরণে মারীচ সহ রাবণের পরামর্শ	১৭৯
মারীচের মায়ামৃগরূপ-ধারণ ...	১৮০
মায়ামৃগরূপী মারীচ বধ	১৮১
রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণ ...	১৮২

বিষয়	পত্রাঙ্ক
জটায়ুর সহিত রাবণের যুদ্ধ ...	১৮৫
সুপার্শ্ব পক্ষী কর্ত্তৃক রাবণের লঙ্কা গমনে বাধা প্রদান	১৮৭
সীতাকে লইয়া রাবণের লঙ্কায় গমন ...	১৮৮
দেবগণ কর্ত্তৃক সীতার আহারের ব্যবস্থা	১৮৯
শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ ও সীতার অন্বেষণ	১৯০
চক্রবাক চক্রবাকীর প্রতি শ্রীরামের অভিশাপ	১৯৩
জটায়ুর মুখে শ্রীরামের সীতাবার্ত্তা শ্রবণ ও জটায়ুর স্বর্গলাভ	১৯৪
শ্রীরাম কর্ত্তৃক জটায়ুর সৎকার ...	১৯৫
শ্রীরাম কর্ত্তৃক কবন্ধের মুক্তি-বিধান ...	১৯৫
শ্রীরাম দর্শনে শবরীর স্বর্গলাভ ...	১৯৭

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

বিষয়	পত্রাঙ্ক
শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে দেখিয়া সুগ্রীবাদি বানরগণের বিতর্ক	১৯৮
সুগ্রীবের সহিত শ্রীরামের মিত্রতা-বন্ধন	১৯৯
সুগ্রীব কর্ত্তৃক প্রাপ্ত সীতার আভরণ শ্রীরামকে প্রদর্শন	২০০
রাম নাম-মাহাত্ম্য	২০১
সীতা উদ্ধারে সুগ্রীবের অঙ্গীকার ...	২ ২
শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে সুগ্রীবের আত্মকাহিনী বর্ণন	২০২
বালির বিক্রম ও দুন্দুভি দানব বধ ...	২০৪
বালি বধ করিয়া সুগ্রীবকে রাজ্যদানে শ্রীরামের প্রতিজ্ঞা	২০৬
বালির সহিত যুদ্ধে সুগ্রীবের পরাজয়	২০৮
শ্রীরাম-কর্ত্তৃক বালিবধ	২০৯
শ্রীরামকে বালির ভর্ৎসনা	২১২
শ্রীরামের প্রতি বালির বিনয় ...	২১৩
বালির মৃত্যুতে তারার বিলাপ ও শ্রীরামের প্রতি অভিশাপ	২১৪

বিষয়	পত্রাঙ্ক
বালির সৎকার	২১৭
সুগ্রীবের রাজ্যপ্রাপ্তি	২১৭
সীতার শোকে শ্রীরামের পরিতাপ ...	২১৯
সীতার উদ্ধারার্থ লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সুগ্রীবের শাসন	২১৯
সুগ্রীবের সহিত লক্ষ্মণের কথোপকথন ...	২২৩
সুগ্রীবের কটক সঞ্চয়	২২৪
সীতান্বেষণে সুগ্রীব কর্ত্তৃক পূর্ব্বদিকে বানর-সৈন্য প্রেরণ	২২৭
সীতান্বেষণে সুগ্রীব কর্ত্তৃক দক্ষিণদিকে বানর-সৈন্য প্রেরণ	২২৯
সীতান্বেষণে সুগ্রীব কর্ত্তৃক পশ্চিমদিকে বান-সৈন্য প্রেরণ	২৩০
সীতান্বেষণে সুগ্রীব কর্ত্তৃক উত্তরদিকে বানর-সৈন্য প্রেরণ ও গঙ্গামাহাত্ম্য বর্ণন	২৩২
বানর-সৈন্যগণের প্রতি সুগ্রীবের আদেশ	২৩৩
গ্রীব-শ্রীরাম-সংবাদ ও উত্তর-পূর্ব্ব-পশ্চিমে সীতার উদ্দেশ না পাইয়া বানরগণের প্রত্যাবর্ত্তন	২৩৬

বিষয়	পত্রাঙ্ক
রাম-নাম-মাহাত্ম্য	২৩৭
সীতার অন্বেষণার্থ বানরগণের দক্ষিণ পাতালে প্রবেশ	২৩৮
সীতান্বেষণে অঙ্গদাদির মন্ত্রণা ...	২৪২
বানরগণের মৃত্যু-কামনা	২৪৪
সম্পাতির সহিত হনুমানাদির পরিচয় ...	২৪৫
রামায়ণ শ্রবণে সম্পাতির পক্ষোদ্গম ...	২৪৭
সাতকাণ্ড রামায়ণের মর্ম্ম	২৫০
সম্পাতির নিকটে বানরগণের সীতার সন্ধান লাভ ও সাগর-পার-গমনে মন্ত্রণা ...	২৫১

সুন্দরাকাণ্ড

বিষয়	পত্রাঙ্ক
বানরগণের সাগরপার-গমনার্থ মন্ত্রণা ...	২৫৩
জাম্ববান্ কর্ত্তৃক হনুমানের জন্মবৃত্তান্ত কথন	২৫৬
হনুমানের সাগর-লঙ্ঘনে উৎসাহ ...	২৫৭
হনুমানের সাগর লঙ্ঘনোদ্যোগ ...	২৫৮
হনুমানের লঙ্কাযাত্রা	২৫৯
সুরসা সাপিনী কর্ত্তৃক হনুমানের পথরোধ	২৬১
হনুমানের মৈনাক পর্ব্বত সহ সম্ভাষণ ...	২৬২
হনুমান কর্ত্তৃক সিংহিকা রাক্ষসী বধ ও সাগর লঙ্ঘন	২৬৪
হনুমানের লঙ্কা-প্রবেশ ও চামুণ্ডার লঙ্কা ত্যাগ	২৬৬
হনুমানের সীতা অন্বেষণ	২৬৬
হনুমান কর্ত্তৃক অশোকবনে সীতা-সন্দর্শন	২৭১
অশোক-বনে সীতাদেবীর নিকটে রাবণের গমন	২৭৩
সীতার প্রতি চেড়ীগণের পীড়ন ...	২৭৮
সীতা ও ত্রিজটা সংবাদ	২৭৮
চেড়ীগণ সমীপে ত্রিজটা রাক্ষসীর দুঃস্বপ্ন কথন	২৭৯
সীতা-সরমা-সংবাদ	২৭৯
সীতার নিকটে হনুমানের আত্মপরিচয় সহ শ্রীরামের অঙ্গুরীয় প্রদান ...	২৮১
অঙ্গুরীয়-সংবাদ	২৮৩
সীতার আত্মপরিচয় দান	২৮৪
সীতা হনুমান-সংবাদ ...	২৮৫
আম্র-বন ভঞ্জন ও বনরক্ষী রাক্ষসগণের সংহার	২৮৮
জাম্বুমালী প্রভৃতি অষ্টরাক্ষস সংহার ...	২৮৯
অক্ষকুমার বধ	২৯০
ইন্দ্রজিৎ-কর্ত্তৃক হনুমানকে বন্দী-করণ ...	২৯১
রাবণ কর্ত্তৃক হনুমানের বিচার ও দণ্ড বিধান	২৯৪
হনুমান কর্ত্তৃক লঙ্কা দাহন	২৯৬
সীতার নিকটে হনুমানের পুনরাগমন ...	২৯৮
হনুমানের লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন ও বানর-সৈন্য সহ স্বদেশযাত্রা ...	২৯৯
বানরগণের মধুবন-ভঞ্জন	৩০০
বানর সৈন্যসহ হনুমানের আগমন ও শ্রীরাম সমীপে নিদর্শন-মণি-প্রদানপূর্ব্বক সীতা-বার্ত্তা জ্ঞাপন	৩০২
শ্রীরামের প্রতি হনুমানের ভক্তি-প্রকাশ	৩০৪
বানরসৈন্যসহ শ্রীরামের সীতা উদ্ধারার্থে যাত্রা ও সমুদ্র-তীরে বাস ...	৩০৫
রাবণের প্রতি বিভীষণের উপদেশ ...	৩০৫
বিভীষণকে রাবণের পদাঘাত ...	৩০৬
বিভীষণের লঙ্কাত্যাগ	৩০৮
বিভীষণের কৈলাসে গমন	৩১০
কুবের কর্ত্তৃক বিভীষণকে রামের স্মরণ লইতে উপদেশ	৩১০
শিব কর্ত্তৃক বিভীষণের প্রতি শ্রীরামের আশ্রয় লইতে উপদেশ ...	৩১৩
শ্রীরাম-বিভীষণ-মিলন ও শ্রীরাম কর্ত্তৃক বিভীষণের লঙ্কা-রাজ্যে অভিষেক ...	৩১৫
শ্রীরাম-কর্ত্তৃক সাগরের উপাসনা ও নিগ্রহ, সাগর-কর্ত্তৃক শ্রীরামের প্রতি সেতু-বন্ধনের উপদেশ	৩১৭
নল কর্ত্তৃক সাগরে সেতু-বন্ধন ...	৩১৮
নলের প্রতি হনুমানের ক্রোধ ও শ্রীরাম-কর্ত্তৃক সান্ত্বনা	৩১৯
বানরসৈন্য সহ শ্রীরামের লঙ্কা যাত্রা ও সেতুতে শিব-প্রতিষ্ঠা	৩২০
শ্রীরামের সসৈন্য লঙ্কায় প্রবেশ ...	৩২২
গ্রন্থাকারের প্রার্থনা	৩২২

লঙ্কাকাণ্ড

বিষয়	পত্রাঙ্ক
শুকসারণ কর্ত্তৃক রাম সৈন্য পরিদর্শন ও রামচন্দ্রের ক্ষমা প্রদর্শন ...	৩২৪
শ্রীরাম কর্ত্তৃক রাবণের নিন্দাবাদ ...	৩২৬
শুক-সারন কর্ত্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের প্রশংসা ও রাবণকে শ্রীরামের কটক-বার্ত্তা কথন	৩২৬
শুক-সারণ কর্ত্তৃক রাবণকে পরিচয় সহ রাম-সৈন্য প্রদর্শন	৩২৭
শুক-সারণের প্রতি রাবণের কোপ ...	৩২৮
রাবণের তিরস্কারে শুক সারণের পলায়ন	৩২৯
শ্রীরামচন্দ্রের সৈন্যবল-নির্ণয়ে শার্দ্দুলের গমন	৩২৯
শার্দ্দুলের প্রত্যাগমন ও রাবণ সমীপে শ্রীরামের গুণ কীর্ত্তন	৩২৯
শ্রীরামের মাহাত্ম্য বর্ণন	৩৩০
সীতাদেবীকে শ্রীরামের মায়ামুণ্ড প্রদর্শন	৩৩১
সীতাদেবীর হৃদয় বেদনা	৩৩৩
সীতাদেবীর আক্ষেপ	৩৩৪
সীতাদেবীকে সরমার সান্ত্বনা দান ...	৩৩৪
সুগ্রীব কর্ত্তৃক লঙ্কায় চারি দ্বারে বানর-সৈন্য-সংস্থাপন	৩৩৬
হর-পার্ব্বতীর কোন্দল	৩৩৮
অঙ্গদ-রায়বার	৩৩৮
রাবণের প্রতি অঙ্গদের ভর্ৎসনা ...	৩৫০
অঙ্গদ কর্ত্তৃক চারি রাক্ষস বধ ...	৩৫০
রাবণের রত্ন মুকুট লইয়া অঙ্গদের শ্রীরামচন্দ্রের নিকট গমন	৩৫১
অঙ্গদ কর্ত্তৃক লঙ্কার ঐশ্বর্য্য বর্ণন ও রাবণের অপমান বৃত্তান্ত কথন	৩৫২
অঙ্গদের প্রতি শ্রীরামের আদেশ ...	৩৫৩
ইন্দ্রজিৎ নিক্ষিপ্ত নাগপাশ অস্ত্রে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের বন্ধন	৩৫৩
শ্রীরাম লক্ষ্মণকে নাগপাশে বদ্ধ দর্শনে সীতাদেবীর বিলাপ	৩৫৯
সীতাকে ত্রিজটার প্রবোধ দান শ্রীরাম-লক্ষ্মণের নাগপাশ মোচন ...	৩৬০

বিষয়	পত্রাঙ্ক
ধূম্রাক্ষ বধ	৩৬৪
অকম্পন বধ	৩৬৬
বজ্রদংষ্ট্রের যুদ্ধে গমন	৩৬৭
বজ্রদংষ্ট্র বধ	৩৬৮
প্রহস্ত বধ	৩৭০
রাবণের প্রথম দিবস যুদ্ধে গমন ...	৩৭২
বিভীষণ দ্বারা রাবণ ও তদীয় সেনানীর নির্দ্দেশ	৩৭৩
শ্রীরামচন্দ্রের সহিত রাবণের প্রথম যুদ্ধ-যাত্রা	৩৭৪
শ্রীরামের সহিত প্রথম যুদ্ধে রাবণের রণ-ভঙ্গ	৩ ৮
কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ	৩৭৯
রাবণের সহিত কুম্ভকর্ণের কথোপকথন	৩৮৩
কুম্ভকর্ণের যুদ্ধযাত্রা	৩৮৫
কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ	৩৮৬
সুগ্রীব কর্ত্তৃক কুম্ভকর্ণের নাসাকর্ণ ছেদন	৩৮৮
কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ ও মৃত্যু	৩৮৯
কুম্ভকর্ণের মৃত্যু শ্রবণে রাবণের বিলাপ...	৩৯২
ত্রিশিরা, দেবান্তক, নরান্তক, অতিকায়, মহাপার্শ্ব ও মহোদরের যুদ্ধযাত্রা ...	৩৯৪
নরান্তক, দেবান্তক, মহোদর, ত্রিশিরা ও মহাপাশ বধ	৩৯৬
অতিকায়ের রণাঙ্গনে প্রবেশ ...	৩৯৭
শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক বিভীষণকে অতিকায়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা	৩৯৮
অতিকায় বধ	৩৯৯
অতিকায়াদি চারি পুত্রের মৃত্যু সংবাদে রাবণের রোদন	৪০২
ইন্দ্রজিত-কর্ত্তৃক রাবণের সান্ত্বনা ...	৪০৩
ইন্দ্রজিতের দ্বিতীয়বার যুদ্ধ-যাত্রা ...	৪০৩
ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলা যজ্ঞানুষ্ঠান ...	৪০৬
ইন্দ্রজিতের দ্বিতীয়বার যুদ্ধ-যাত্রা ...	৪০৭
ইন্দ্রজিতের যুদ্ধে বিভীষণ ও হনুমান ব্যতীত সৈন্যসহ শ্রীরাম-লক্ষ্মণের পতন ...	৪০৮
বানর-সৈন্যদল সহ শ্রীরাম-লক্ষ্মণের প্রাণরক্ষার্থ বিভীষণ, হনুমান্ ও জাম্ববানের মন্ত্রণা	৪১০

বিষয়	পত্রাঙ্ক
ঔষধ আনিবার জন্য হনুমানের ঋষ্যমুক পর্ব্বতে যাত্রা	৪১২
হনুমান কর্ত্তৃক পর্ব্বতের স্তব ...	৪১৩
হনুমান কর্ত্তৃক ঔষধ আনয়ন ও সসৈন্যে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের প্রাণদান	৪১৩
লঙ্কার চারি দ্বার অবরোধ	৪১৪
দ্বিতীয়-বার লঙ্কা দাহ	৪১৫
কুম্ভ-নিকুম্ভের যুদ্ধে গমন	৪১৬
রাক্ষসগণের সহিত রাম-সৈন্যের যুদ্ধ ..	৪১৮
কুম্ভ নিকুম্ভ বধ	৪২১
মকরাক্ষ বধ	৪২৪
তরণীসেন-বধ	৪২৭
বীরবাহু এবং ভস্মলোচন বধ ...	৪৩৭
ইন্দ্রজিতের তৃতীয়বার যুদ্ধ-যাত্রা ...	৪৪০
মায়া-সীতা বধ	৪৪২
ইন্দ্রজিতের মরণোপায় বর্ণন ...	৪৪৬
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ-ভঙ্গ	৪৪৭
ইন্দ্রজিৎ বধ	৪৪৮
ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে দেবগণের হর্ষ ...	৪৬১
ইন্দ্রজিৎ-বধান্তে লক্ষ্মণের প্রত্যাগমন ...	৪৬২
ইন্দ্রজিতের মৃত্যু-সংবাদে শ্রীরামচন্দ্রের আনন্দ	৪৬২
ক্ষতদেহ লক্ষ্মণের আরোগ্য লাভ ...	৪৬৩
ইন্দ্রজিতের মৃত্যু শ্রবণে রাবণের বিলাপ	৪৬৩
ইন্দ্রজিৎ-বধ-সংবাদে মন্দোদরীর বিলাপ	৪৬৪
রাবণের সীতাবধের সঙ্কল্প ও মন্দোদরী কর্ত্তৃক সান্ত্বনা	৪৬৫
রাবণের দ্বিতীয়বার যুদ্ধ-যাত্রা ...	৪৬৬
রাবণের পুনর্যুদ্ধ	৪৬৭
লক্ষ্মণের প্রতি রাবণের শক্তি-শেলাঘাত	৪৬৮
লক্ষ্মণের শক্তিশেলে শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ	৪৭০
লক্ষ্মণের জীবনরক্ষার্থে হনুমানের গন্ধমাদন পর্ব্বতে ঔষধ আনতে গমন ...	৪৭১
গন্ধকালী অপ্সরোদ্ধার ও কালনেমি বধ	৪৭২
হনুমান কর্ত্তৃক সূর্য্যকে কক্ষতলে বন্দীকরণ	৪৭৬
হনুমান কর্ত্তৃক গন্ধর্ব্ব-বিজয় ও গন্ধমাদন পর্ব্বত লইয়া লঙ্কা-যাত্রা	৪৭৮
হনুমান কর্ত্তৃক ভরতের বলপরীক্ষা ও গন্ধমাদন পর্ব্বত লইয়া লঙ্কায় প্রবেশ ...	৪৭৯
লক্ষ্মণের আরোগ্যলাভ ...	৪৮২
গন্ধমাদন পর্ব্বত যথাস্থানে স্থাপন জন্য হনুমানের যাত্রা, সপ্ত রাক্ষস বধ ও মৃত গন্ধর্ব্বগণের পুনর্জ্জীবন দান	৪৮৩
সূর্য্যদেবের মুক্তি	৪৮৫
নিকষা রাবণ সংবাদ ও মহীরাবণের সহিত রাবণের পরামর্শ	৪৮৬
বিভীষণ-কর্ত্তৃক রাবণ-মহীরাবণের মন্ত্রভেদ ও রাম-লক্ষ্মণের রক্ষা বিধান ...	৪৮৯
মহীরাবণ-কর্ত্তৃক মায়াবলে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-হরণ	৪৯১
শ্রীরাম লক্ষ্মণের অন্বেষণার্থ হনুমানের পাতাল-পুরীতে গমন	৪৯৪
শ্রীরাম লক্ষ্মণের সহিত হনুমানের কথোপকথন	৪৯৬
হনুমানের প্রতি দেবীর উপদেশ ...	৪৯৭
মহীরাবণের জন্মকথা	৪৯৮
মহীরাবণ বধ	৪৯৯
অহিরাবণ বধ	৪৯৯
রাবণের তৃতীয় যুদ্ধ-যাত্রা	৫০১
ইন্দ্র কর্ত্তৃক রথ প্রেরণ	৫০৩
শ্রীরামের সহিত রাবণের যুদ্ধ ...	৫০৪
রাবণের অম্বিকা স্তব	৫১০
রাবণকে অম্বিকার অভয় দান ...	৫১০
দেবীর অকাল-বোধন	৫১২
শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব	৫১৩
নবমী পূজা	৫১৩
নীলপদ্ম আনায়নের পরামর্শ ...	৫১৪
শ্রীরামের দেবীস্তব, হনুমানের নীলপদ্ম আনয়ন	৫১৫
দেবী কর্ত্তৃক এক পদ্ম হরণ ...	৫১৬
শ্রীরামের পুনরায় দেবীস্তুতি ...	৫১৬
দেবীর প্রতি রামের স্তব	৫১৭
দেবীর প্রতি শ্রীরামের নিবেদন ...	৫১৮
দেবীর নিকটে শ্রীরামের বর প্রার্থনা ...	৫১৯
দেবীর নিকটে শ্রীরামের বরলাভ ও দশমী পূজান্তে দেবী বিসর্জ্জন	৫২০

বিষয়	পত্রাঙ্ক
বৃহস্পতির চণ্ডীপাঠ ও হনুমান কর্ত্তৃক চণ্ডীর শ্লোক লোপকরণ	৫২০
হনুমান কর্ত্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ	৫২১
রাবণ-বধ	৫২৩
রাবণের নিকট শ্রীরামের রাজনীতি-শিক্ষা	৫২৫
বিভীষণের বিলাপ	৫২৮
মন্দোদরীর বিলাপ	৫২৯
শ্রীরামের নিকটে মন্দোদরীর অবৈধব্য বরলাভ	৫৩০
মন্দোদরীর আত্মপরিচয় দান ও অবৈধব্য বিষয়ক ব্যবস্থা	৫৩০
রাবণের মুক্তি	৫৩১
বিভীষণের রাজ্যাভিষেক	৫৩২
হনুমান কর্ত্তৃক সীতা সমীপে রাবণ-বধ-বার্ত্তা জ্ঞাপন	৫৩৩
সীতার রাম-সম্ভাষণে যাত্রা ও সীতাকে মন্দোদরীর অভিশাপ দান ...	৫৩৪
সীতাদেবীর অগ্নি-পরীক্ষা	৫৩৭
শ্রীরামের সীতা গ্রহণ	৫৩৯
দশরথের শ্রীরাম-সম্ভাষণ ও ভরতকে বরদান	৫৪০
ইন্দ্র-কর্ত্তৃক বানরগণের জীবন-দান ...	৫৪১
বানরগণের সন্তোষ বিধান	৫৪৩
শ্রীরামের স্বদেশে গমন	৫৪৫
লক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক সেতু-ভঙ্গ	৫৪৬
শ্রীরামের শিবপূজা ও ভরদ্বাজাশ্রমে গমন	৫৪৭
শ্রীরামের স্বদেশ-গমন ও স্বজন-সম্ভাষণ ...	৫৫১
শ্রীরামের কৈকেয়ী সম্ভাষণ	৫৫৬
শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক	৫৫৮
দেবকন্যাগণের আশীর্ব্বচন	৫৬২
বানরগণকে পুরস্কার প্রদান	৫৬২
হনুমান কর্ত্তৃক বক্ষঃ বিদীর্ণ করণ ও তন্মধ্যে রাম নাম প্রদর্শন	৫৬৩
বানর-ভোজন ও বিভীষণাদির স্বদেশ যাত্রা	৫৬৪

উত্তরাকাণ্ড

বিষয়	পত্রাঙ্ক
রাজ-সভায় মুনিগণের আগমন ও শ্রীরাম-সম্ভাষণ	৫৬৬
লক্ষ্মণের চতুর্দ্দশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য, নিদ্রাজয় ও উপবাস-বিবরণ	৫৬৮
লক্ষ্মণ-ভোজন	৫৭১
শঙ্করের বিবাহ-সম্বন্ধ	৫৭৬
পার্ব্বতীর অধিবাস	৫৭৭
শঙ্করের বিবাহার্থ যাত্রা	৫৭৯
শিব-বিবাহ	৫৮১
হর-গৌরীর ভোজন ও ফুলশয্যা ...	৫৮২
হর-গৌরীর বিদায়	৫৮৩
লঙ্কার উৎপত্তি	৫৮৩
রাক্ষসগণের জন্ম-বৃত্তান্ত-কথন ...	৫৮৫
গজ-কচ্ছপের বিবরণ ও গরুড়-পবনের যুদ্ধ	৫৮৭
মালীর মৃত্যু এবং সুমালী ও মাল্যবানের পাতালে প্রবেশ ...	৫৮৯
কুবেরের জন্ম, তপস্যা, বরলাভ ও লঙ্কায় রাজত্ব	৫৯২
রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের জন্ম, তপস্যা ও বরলাভ	৫৯৪
রাবণ কর্ত্তৃক লঙ্কারাজ্য গ্রহণ ...	৫৯৯
রাবণাদির বিবাহ	৬০১
রাবণের দিগ্বিজয়ার্থ যাত্রা	৬০২
রাবণ ও কুবেরের মহাসমর	৬০৩
রাবণের প্রতি নন্দীর অভিশাপ ও রাবণের কৈলাস পর্ব্বত উত্তোলনের প্রয়াস	৬০৬
বেদবতীর উপাখ্যান	৬০৬
মরুত্ত-পরাভব	৬০৮
অনরণ্য-বধ	৬০৯
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের জল বিহার ও রাবণের সহিত যুদ্ধ	৬১০
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহিত রাবণের সখ্য-স্থাপন	৬১৪
বালির সহিত রাবণের যুদ্ধ	৬১৬
যমের সহিত রাবণের যুদ্ধ	৬১৮

E

বিষয়	পত্রাঙ্ক
রাবণের যমলোক পরিদর্শন	৬১৯
রাবণের নিকট যমের পরাজয় ...	৬২৩
রাবণের পাতাল-পুরী গমন ও বাসুকি প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ	৬২৬
বলি কর্তৃক রাবণের লাঞ্ছনা ...	৬২৮
মান্ধাতার সহিত রাবণের যুদ্ধ —	৬৩০
রাবণের চন্দ্রলোকে যাত্রা	৬৩২
রাবণের কুশদ্বীপে গমন, মহাপুরুষের সহিত যুদ্ধ	৬৩৩
রাবণ-কর্তৃক রম্ভাবতীর অপমান ও রাবণের প্রতি নল-কুবরের অভিশাপ ...	৬৩৫
শূর্পণখার বৈধব্য-বিবরণ	৬৩৮
রাবণের স্বর্গ-বিজয়ার্থ যাত্রা	৬৪০
মধুদৈত্যের সহিত রাবণের মিত্রতা ...	৬৪২
রাবণ কর্তৃক অমরাবতী আক্রমণ ...	৬৪৪
হনুমানের জন্ম-বিবরণ	৬৫৩
বিশ্বকর্ম্মার প্রমোদ-বন নির্ম্মাণ ও তন্মধ্যে রাম-সীতার অবস্থান	৬৫৫
শ্রীরামের ভদ্র-মন্ত্রীর নিকট সীতা-বিষয়ক জনাপবাদ শ্রবণ	৬৫৮
সীতার বনবাস	৬৫৯
সোণার সীতা নির্ম্মাণ	৬৬৩
কুক্কুর-সন্ন্যাসি সংবাদ	৬৬৫
লবণাসুর বধ	৬৬৯
বিপ্র-পুত্রের অকাল-মৃত্যু ও শূদ্র-তপস্বী-বধ	৬৭৫
গৃধিনী ও পেচকের দ্বন্দ্ব-বৃত্তান্ত ...	৬৭৭
শ্রীরামের অগস্ত্যাশ্রমে গমন ও দৈত্য-রাজের উপাখ্যান	৬৭৯
দণ্ডারণ্যের বৃত্তান্ত	৬৮১
বৃত্রাসুর বধ-বিবরণ	৬৮৩
ইলা-রাজার উপাখ্যান	৬৮৬
শ্রীরামের অশ্বমেধ-যজ্ঞারম্ভ	৬৮৮
যজ্ঞাশ্ব রক্ষণে শত্রুঘ্নের যাত্রা ও শত্রুঘ্নের দিগ্বিজয়	৬৯০
লব-কুশ কর্তৃক যজ্ঞাশ্ব বন্ধন	৬৯২

বিষয়	পত্রাঙ্ক
লব-কুশের সহিত যুদ্ধে শত্রুঘ্ন, ভরত ও লক্ষ্মণের পতন	৬৯২
লব-কুশের সহিত শ্রীরামের যুদ্ধের আয়োজন	৭০১
লব-কুশের সহিত শ্রীরামের যুদ্ধ ..	৭০৩
শ্রীরামের বিলাপ	৭০৮
লব-কুশের সহিত যুদ্ধে শ্রীরামের পরাজয়	৭০৯
সীতা-বিলাপ	৭১১
বাল্মীকি সমাগম ও সসৈন্য রাম-লক্ষ্মণাদির প্রাণলাভ	৭১২
লব-কুশ কর্তৃক রামায়ণ-গান ...	৭১৪
সীতাদেবীর পাতাল-প্রবেশ ...	৭১৭
লব-কুশের বিলাপ	৭২০
শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন ও লব-কুশ কর্তৃক রামায়ণ গান	৭২২
শ্রীরামের খেদ	৭২৩
ভরত-কর্তৃক তিনকোটী গন্ধর্ব্ব বধ ও শ্রীরামাদির অষ্ট পুত্রের রাজ্যাভিষেক ...	৭২৩
কাল-পুরুষ-সমাগম ও লক্ষ্মণ-বর্জ্জন ...	৭২৫
শ্রীরাম, ভরত ও শত্রুঘ্নের স্বর্গারোহণ ...	৭২৯
ব্রহ্মা কর্তৃক রামায়ণের ফলশ্রুতি কীর্ত্তন	৭৩০
উপসংহার	৭৩১

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট (ক)—রামায়ণোল্লিখিত স্থানাদির ভৌগোলিক সংস্থান	[১]
পরিশিষ্ট (খ)—পাদটীকায় অনুল্লিখিত বিষয়ের পরিচয়	[৭]
পরিশিষ্ট (গ)—পৌরাণিক প্রসঙ্গ ...	[১১]
পরিশিষ্ট (ঘ)—পৌরাণিক তথ্য ...	[৪১]
পরিশিষ্ট (ঙ)—কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাঙ্গালীর সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিচয়	[৪৮]
পরিশিষ্ট (চ)—অগ্নিবেশ-মুনি-সম্মত শ্রীরামচন্দ্রের তিথি-মাস-বর্ষগত জীবনী	[৫৫]

চিত্র সূচী

	বিষয়	চিত্রশিল্পী	পৃষ্ঠা
১।	ফুলিয়ার পুণ্যতীর্থ —কৃত্তিবাসের ভিটা	ফোটোগ্রাফ —	মুখপত্র
২।	তপোবনে বাল্মীকি (রঙিন) ...	শ্রীউপেন্দ্রনাথ দস্তিদার ...	৭
৩।	গঙ্গাবতরণ (রঙিন) ...	শ্রীউপেন্দ্রকুমার মিত্র	২৮
৪।	ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন (রঙিন) ...	শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় ...	২৮
৫।	প্রাণঘাতিনী মালা (রঙিন) ...	শ্রীউপেন্দ্রনাথ দস্তিদার ...	৩৯
৬।	নারায়ণের অনন্ত-শয্যা (রঙিন) ...	শ্রীতেজেন্দ্রকুমার মিত্র ...	৬৪
৭।	সীতা-জন্ম (রঙিন) ...	শ্রীউপেন্দ্রনাথ দস্তিদার ...	৬৭
৮।	কৌশল্যা-স্বপ্ন (রঙিন) ...	ঐ	৬৯
৯।	অহল্যা-উদ্ধার ...	শ্রীউপেন্দ্রকুমার মিত্র ...	৯১
১০।	হর-ধনুর্ভঙ্গ (রঙিন) ...	শ্রীউপেন্দ্রনাথ দস্তিদার ...	৯৬
১১।	পরশুরামের দর্প-চূর্ণ (রঙিন) ...	শ্রীউপেন্দ্রনাথ দস্তিদার ...	১০৮
১২।	শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহে অযোধ্যার শোভা (রঙিন)	শ্রীতেজেন্দ্রকুমার মিত্র ...	১০৯
১৩।	কৈকেয়ী-মন্থরা-সংবাদ (রঙিন) ...	শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ ...	১১৬
১৪।	কৌশল্যা ও রামচন্দ্র ...	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দে ...	১২৬
১৫।	নৌকা-তরণ ...	শ্রীমহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর ...	১৩৬
১৬।	ভরত-মিলন (রঙিন) ...	...	১৫৫
১৭।	পাদুকা-পূজা ...	শ্রীউপেন্দ্রনাথ দস্তিদার ...	১৫৬
১৮।	শূর্পনখা-সমাগম (রঙিন) ...	ঐ ...	১৭২
১৯।	হিরণ্য-মৃগ-দর্শন (রঙিন) ...	...	১৮১
২০।	সীতাদেবীর ভিক্ষাদান (রঙিন) ...	শ্রীউপেন্দ্রনাথ দস্তিদার ...	১৮৪
২১।	রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণ (রঙিন) ...	শ্রীতেজেন্দ্রকুমার মিত্র ...	১৮৬
২২।	বালি ও সুগ্রীবের যুদ্ধ ...	শ্রীউপেন্দ্রকুমার মিত্র ...	২১২
২৩।	সম্বরা-হনুমৎ-সংবাদ (রঙিন) ...	শ্রীউপেন্দ্রনাথ দস্তিদার ...	২৫০
২৪।	বানরগণের সহিত সম্পাতির সন্দর্শন ...	ঐ ...	২৫১
২৫।	চামুণ্ডার লঙ্কাত্যাগ (রঙিন) ...	শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় ...	২৬৬
২৬।	অশোক-তরুতলে সীতাদেবী (রঙিন) ...	শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ ...	২৭২
২৭।	বন্দিনী সীতা (রঙিন) ...	শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় ...	২৭৮

	বিষয়		চিত্রশিল্পী		পৃষ্ঠা
২৮।	অঙ্গুরীয় সংবাদ (রঙিন)		শ্রীউপেন্দ্রনাথ দস্তিদার	..	২৮৩
২৯।	লঙ্কা-দহন	...	ঐ	...	২৯৬
৩০।	সমুদ্র-শাসন (রঙিন)	...	ঐ	...	৩১৭
৩১।	সীতা—সরমা সংবাদ (রঙিন)	...	শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ	...	৩৩৬
৩২।	নাগপাশে রাম-লক্ষ্মণ (রঙিন)	...	শ্রীউপেন্দ্রনাথ দস্তিদার	...	৩৬২
৩৩।	গরুড়ের প্রার্থনা-পূরণ (রঙিন)	...	ঐ	...	৩৬৩
৩৪।	মন্দির-পথে মহারাণী মন্দোদরী (রঙিন)	...	শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ	...	৪০৪
৩৫।	মেঘনাদ-বধ (রঙিন)	...	ঐ	...	৪৫৯
৩৬।	রাবণ কর্তৃক সীতা বধোদ্যোগ (রঙিন)	...	ঐ	...	৪৬৫
৩৭।	লক্ষ্মণের শক্তিশেলে পতন	...	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	...	৪৭১
৩৮।	কুম্ভীবিণী-উদ্ধার (রঙিন)	...	শ্রীউপেন্দ্রনাথ দস্তিদার	...	৪৭৫
৩৯।	মহীরাবণ বধ (রঙিন)	...	ঐ	...	৪৯৯
৪০।	নীলপদ্মহরণ (রঙিন)	...	শ্রীউপেন্দ্রনাথ দস্তিদার	...	৫১৯
৪১।	শূন্যপথে পবন ও ইন্দ্র ঐ	...	শ্রীবাণীকান্ত দাস	...	৫২৪
৪২।	মন্দোদরী-অভিশাপ (রঙিন)	...	শ্রীউপেন্দ্রনাথ দস্তিদার	...	৫৩৫
৪৩।	নৃসিংহ-অবতার (রঙিন)	...	শ্রীতেজেন্দ্রকুমার মিত্র	...	৫৩৯
৪৪।	সীতাদেবীর অগ্নি-পরীক্ষা (রঙিন)	...	শ্রীউপেন্দ্রনাথ দস্তিদার	...	৫৪০
৪৫।	শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক (রঙিন)	...	শ্রীউপেন্দ্রকুমার মিত্র	...	৫৫৮
৪৬।	কৈলাসে হর পার্ব্বতী (রঙিন)	...	শ্রীউপেন্দ্রকুমার মিত্র	...	৬০৬
৪৭।	দৈব-দুর্বিপাক (রঙিন)	...	ঐ	...	৬৬০
৪৮।	সীতা-বনবাস	...	ঐ	...	৬৬৩
৪৯।	লবকুশের সহিত শত্রুঘ্নের সাক্ষাৎ (রঙিন)		শ্রীউপেন্দ্রনাথ দস্তিদার	...	৬৯৩
৫০।	বাল্মীকি কর্তৃক সীতাদেবীকে উপদেশ দান		ঐ	...	৭১৩
৫১।	সীতাদেবীর পাতাল প্রবেশ	...	ঐ	...	৭২০
৫২।	প্রতীক্ষা (রঙিন)	...	শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত		প্রচ্ছদ পট

নান্দী

কূজন্তং রামরামেতি মধুরং মধুরাক্ষরম্।
আরুহ্য কবিতাশাখাং বন্দে বাল্মীকিকোকিলম্॥

বাল্মীকিগিরিসম্ভূতা রামাম্ভোনিধিসঙ্গতা।
শ্রীমদ্রামায়ণী গঙ্গা পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥

রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়েঃ নমঃ॥

রামং রামানুজং সীতাং ভরতং ভরতানুজম্।
সুগ্রীবং বায়ুসূনুং চ প্রণমামি পুনঃপুনঃ॥

অঞ্জনানন্দনং বীরং জানকীশোকনাশনং।
কপীশমক্ষহন্তারং বন্দে লঙ্কাভয়ঙ্করং॥
মনোজবং মারুততুল্যবেগং জিতেন্দ্রিয়ং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্।
বাতাত্মজং বানরযূথমুখ্যং শ্রীরামদূতং শিরসা নমামি॥

রামায়ণের সার-কথা

আদিকাণ্ডে রাম-জন্ম, বিবাহ সীতার।
অযোধ্যাকাণ্ডেতে রাম চলিলা কান্তার ॥
অরণ্যকাণ্ডেতে সীতা হরিল রাবণ।
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডেতে বালি হইলা নিধন ॥
সুন্দরাকাণ্ডেতে সেতু-বন্ধ চমৎকার।
লঙ্কাকাণ্ডে রাবণের সবংশে সংহার ॥
উত্তরাকাণ্ডেতে ছয় কাণ্ডের প্রকাশ।
লোক-নিন্দা হেতু ঘটে সীতা-বনবাস ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ।
সংক্ষেপে কহিলা সাত-কাণ্ড রামায়ণ ॥

সচিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ

আদিকাণ্ড

—— :o: ——

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং,
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকম্।
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং,
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিম্ ॥

নারায়ণের চারি অংশে প্রকাশ-বৃত্তান্ত।

গোলোক (১) বৈকুণ্ঠ-পুরী (২) সবার উপর।
লক্ষ্মী সহ তথায় আছেন গদাধর ॥
তথায় অদ্ভুত বৃক্ষ দেখিতে সুচারু।
যাহা চাই তাহা পাই নাম কল্পতরু (৩) ॥
দিবা নিশি সেথা চন্দ্র-সূর্য্যের প্রকাশ।
তার তলে আছে দিব্য বিচিত্র আবাস ॥
নেতপাট (৪) সিংহাসন উপরেতে তূলী (৫)।
বীরাসনে (৬) বসিয়া আছেন বনমালী ॥
মনে মনে প্রভুর হইল অভিলাষ।
এক অংশ চারি অংশে হইতে প্রকাশ ॥
শ্রীরাম ভরত আর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ।
এক অংশে চারি অংশ হৈলা নারায়ণ (৭) ॥
লক্ষ্মীমূর্ত্তি সীতাদেবী বসেছেন বামে।
স্বর্ণচ্ছত্র ধরেছেন লক্ষ্মণ শ্রীরামে ॥
চামর ঢুলায় তাঁরে ভরত শত্রুঘন।
জোড়হাতে স্তব করে পবন নন্দন (৮) ॥

---

(১) গোলোক—জ্যোতির্ম্ময় ভুবন (২) বৈকুণ্ঠ—লক্ষ্মী-নারায়ণের অধিষ্ঠান-ভূমি। (৩) কল্পতরু—সমুদ্র মন্থনে উৎপন্ন তরু-(গাছ) বিশেষ; লোক-প্রসিদ্ধি এই যে, এই গাছের নিকট যাহা প্রার্থনা করা যায় তাহাই পাওয়া যায়। (৪) নেতপাট—সূক্ষ্ম রেশম নির্ম্মিত বস্ত্র। (৫) তূলী—তূলা নির্ম্মিত আস্তরণ, লেপ ইত্যাদি। (৬) বীরাসন—হাঁটুদ্বয় ও পদাঙ্গুলি সকল আসন-সংলগ্ন করিয়া উপবেশনের নাম। মতান্তরে বাম পদতল আসন-সংলগ্ন ও হাঁটু উচ্চ করিয়া এবং দক্ষিণ হাঁটু ও পদাঙ্গুলি আসন-সংলগ্ন করিয়া ও দক্ষিণ গুল্ফ গুহ্যদেশ সংলগ্ন করিয়া উপবেশনের নাম। (৭) নারায়ণ—নার (জল) অয়ন (আশ্রয়) যাঁর; যিনি কারণ-বারিতে শয়ন করিয়া আছেন। (৮) পবন-নন্দন—হনুমান।

এইরূপে বৈকুণ্ঠে আছেন গদাধর।
হেন কালে চলিলা নারদ মুনিবর ॥
হাতে বীণাযন্ত্র, মুখে হরিগুণ-গান।
উত্তরিলা গিয়া মুনি প্রভু-বিদ্যমান (১) ॥
রূপ দেখি বিহ্বল নারদ চান ধীরে।
বসন তিতিল (২) তাঁর নয়নের নীরে ॥
হেন রূপ কেন ধরিলেন নারায়ণ।
ইহা জিজ্ঞাসিব গিয়া যথা পঞ্চানন (৩) ॥
ভাবী ভূত বর্ত্তমান শিব ভাল জানে।
এ কথা কহিব গিয়া মহেশের স্থানে ॥
এতেক ভাবিয়া যাত্রা করে মুনিবর।
উত্তরিলা প্রথমেতে ব্রহ্মার গোচর (৪) ॥
বিধাতারে লয়ে যান কৈলাস শিখরে (৫)।
শিবকে বন্দিয়া পরে বন্দিলা দুর্গারে ॥
নিরখিয়া দুই জনে তুষ্ট মহেশ্বর।
জিজ্ঞাসা করেন তবে তাঁদের গোচর ॥
কহ ব্রহ্মা, কহ হে নারদ তপোধন।
দোঁহে আনন্দিত আজি দেখি কি কারণ ॥
বিরিঞ্চি (৬) বলেন, শুন দেব ভোলানাথ।
দেখিলাম গোলোকে অপূর্ব্ব জগন্নাথ ॥
দেখিতাম পূর্ব্বেতে কেবল নারায়ণ।
চারিঅংশ দেখিলাম কিসের কারণ ॥
ব্রহ্ম-বাক্য শুনিয়া কহেন কৃত্তিবাস (৭)।
সেইরূপ ইহকালে হইবে প্রকাশ ॥

যে রূপে আছেন হরি গোলোক-ভিতর।
জন্ম নিতে আছে ষাটি সহস্র বৎসর ॥
রাবণ রাক্ষস হবে পৃথিবীমণ্ডলে।
তাহারে বধিতে জন্ম লবেন ভূতলে ॥
দশরথ-ঘরে জন্মিবেন চারি জন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘন ॥
এক অংশ নারায়ণ চারি অংশ হইয়া।
তিন গর্ভে জন্মিবেন শুভক্ষণ পাইয়া ॥
জানকী সহিত রাম লইয়া লক্ষ্মণ।
পিতৃ-সত্য পালনার্থ যাইবেন বন ॥
সীতা উদ্ধারিবে রাম মারিয়া রাবণ।
লব কুশ নামে হবে সীতার নন্দন ॥
মনুষ্য গো-হত্যা আদি যত পাপ করে।
একবার রাম-নামে সর্ব্বপাপে তরে ॥
মহাপাপী হয়ে যদি রাম-নাম লয়।
সংসার-সমুদ্র তার বৎস-পদ (৮) হয় ॥
হাসিয়া বলেন ব্রহ্মা, শুন ত্রিলোচন।
পৃথিবীতে হেন পাপী আছে কোন্ জন ॥
ধূর্জ্জটি (৯) বলেন, মম বাক্যে দেহ মন।
মধ্যপথে (১০) মহাপাপী আছে একজন ॥
তারে গিয়া রাম-নাম দেহ একবার।
তবে সে নিতান্ত মুক্ত হইবে সংসার ॥
বিধাতা নারদ তাঁরা ভাবেন দু-জন।
পৃথিবীতে মহাপাপী আছে সে কেমন ॥

(১) প্রভু-বিদ্যমান—প্রভুর নিকটে (২) তিতিল—ভিজিল। (৩) পঞ্চানন—মহাদেব, ত্রিলোচন, শিব। (৪) গোচর—প্রত্যক্ষ; (এখানে) নিকট; (৫) কৈলাস—স্ফটিক বর্ণ বিশিষ্ট পর্ব্বত; মহাদেবের বাসস্থান (৬) বিরিঞ্চি—বিধাতা; ব্রহ্মা। (৭) কৃত্তিবাস—কৃত্তি (ব্যাঘ্র চর্ম্ম) বাস (বস্ত্র) যাঁর, ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধায়ী মহাদেব অন্য নাম ভোলানাথ, মহেশ। (৮) বৎস-পদ—বাছুরের পায়ের দ্বারা যতটুকু স্থান পরিমিত হয়, ততটুকু স্থান। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র জলাধার বুঝাইতে 'গোষ্পদ' ব্যবহৃত হয়। কবি কৃত্তিবাস গোষ্পদ হইতেও ক্ষুদ্রতর বুঝাইবার জন্য 'বৎস-পদ' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। (৯) ধূর্জ্জটি—ধূর্ (বিশ্বভার) যাঁর জটায়; অথবা ধূম্রবর্ণ জটাধারী মহাদেব। (১০) মধ্যপথে—মাঝ-রাস্তায়। কেহ কেহ বলেন, 'মধ্যপথ' একটি স্থানের নাম ছিল।

চ্যবন (১) মুনির (২) পুত্র নাম রত্নাকর (৩)।
দস্যুবৃত্তি করে সেই বনের ভিতর ॥
বিরিঞ্চি নারদ দোঁহে সন্ন্যাসী (৪) হইয়া।
রত্নাকর কাছে দোঁহে মিলিল আসিয়া ॥
বিধাতার মায়া হৈল রত্নাকর প্রতি।
সেই দিনে সেই পথে কারো নাহি গতি ॥
উচ্চবৃক্ষে চড়িয়া সে চতুর্দ্দিকে চায়।
ব্রহ্মা-নারদেরে পথে দেখিবারে পায় ॥
ভাবে দস্যু রত্নাকর লুকাইয়া বনে।
সন্ন্যাসী মারিয়া বস্ত্র লইব এক্ষণে ॥
বিধাতা নারদ সেই পথেতে যাইতে।
লোহার মুদ্গর তোলে ব্রহ্মারে বধিতে ॥
ব্রহ্মার মায়াতে (৫) তার মুদ্গর না চলে।
মায়ায় মুদ্গর বন্ধ তার করতলে ॥
না পারে মারিতে দস্যু ভাবে মনে-মন।
ব্রহ্মা জিজ্ঞাসেন, বাপু তুমি কোন জন ॥
রত্নাকর বলে, তুমি না চিন আমারে।
লইব তোমার বস্ত্র মারিয়া তোমারে ॥
ব্রহ্মা বলে, মোরে মারি কত পাবে ধন।
করিয়াছ যত পাপ কহিব এখন ॥
শত শত্রু মারিলে যতেক পাপ হয়।
এক গো বধিলে তত পাপের উদয় ॥
এক শত ধেনু-বধ যেই জন করে।
তত পাপ হয় যদি এক নারী মারে ॥
এক শত নারী-হত্যা করে যেই জন।
তত পাপ হয় এক মারিলে ব্রাহ্মণ (৬) ॥
এক শত ব্রহ্ম-বধে যত পাপোদয়।
এক ব্রহ্মচারি-বধে (৭) তত পাপ হয় ॥
ব্রহ্মচারী মারিলে পাতক হয় রাশি।
সংখ্যা নাই যত পাপ মারিলে সন্ন্যাসী ॥
যেই পথ দিয়া গতি করেন সন্ন্যাসী।
আড়ে দীর্ঘে চারি ক্রোশ সম পুরী কাশী ॥
সে পাপ করিতে যদি তব থাকে মন।
করহ এতেক পাপ কহিনু এখন ॥
শুনিয়া কহিল দস্যু রত্নাকর হাসি।
মারিয়াছি তোমা হেন কতেক সন্ন্যাসী ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, যদি না ছাড়িবে মোরে।
ভাল স্থল দেখিয়া হে বধহ আমারে ॥
যথা কীট-পতঙ্গাদি পিপীলিকা গন্ধে।
মৃত দেহ খেতে লোভে না আসে আনন্দে ॥
মারিয়া দণ্ডের বাড়ি পাড়িবা ভূমিতে।
পিপীলিকা মরিবেক আমার চাপেতে ॥
পুনঃ বলিলেন, পাপ কর কার লাগি।
তোমার এ পাতকের (৮) কেহ আছে ভাগী ॥

---

(১) চ্যবন - ভৃগুমুনির ঔরসে পুলোমার গর্ভজাত। ইনি যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন তখন এক রাক্ষস পুলোমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে জানিয়া ইনি তৎক্ষণাৎ মাতৃগর্ভ হইতে চ্যুত হইয়া রাক্ষসের দণ্ডবিধান করেন; এই জন্য ইঁহার নাম হয় চ্যবন। (২) মুনি – দুঃখে যাঁর মন চঞ্চল হয় না, সুখেও যাঁর ইচ্ছা নাই,—যাঁর আসক্তি ভয় ক্রোধ নাই—যাঁর চিত্ত স্থির তাঁহাকে মুনি বলে। দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ (৩) রত্নাকর বাল্মীকির পূর্ব্ব-নাম। (৪) সন্ন্যাসী—যিনি সম্পূর্ণরূপে চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। (৫) মায়াতে—কুহকে। (৬) ব্রাহ্মণ—যিনি ব্রহ্মকে জানেন "ব্রহ্ম জানাতি যঃ সঃ ব্রাহ্মণঃ।" (৭) ব্রহ্মচারী -যিনি সংযম ব্রত গ্রহণ করিয়া গুরুগৃহে বেদাধ্যয়নে রত হইয়াছেন। (৮) পাতক -পাপ।

রত্নাকর বলে, যত লয়ে যাই ধন।
মাতা পিতা পত্নী আমি খাই চারি জন ॥
যাহা কিছু বেচি কিনি খাই চারি জনে।
আমার পাপের ভাগী সকলে এক্ষণে ॥
শুনিয়া হাসিয়া ব্রহ্মা কহিলেন তবে।
তোমার পাপের ভাগী কেন তারা হবে ॥
করিয়াছ যত পাপ আপনার কায় (১)।
আপনি করিলে পাপ আপনার দায় (২) ॥
জিজ্ঞাসা করিয়া তুমি আইস নিশ্চয়।
তোমার পাপের ভাগী তারা যদি হয় ॥
একান্ত আমারে বধ কর তবে তুমি।
এই বৃক্ষতলেতে বসিয়া থাকি আমি ॥
হরিষ-বিষাদে (৩) দস্যু লাগিল ভাবিতে।
বলে, বুঝি এই যুক্তি কর পলাইতে ॥
ব্রহ্মা বলে, সত্য করি না পলাব আমি।
মাতা পিতা পত্নীরে শুধায়ে এস তুমি ॥
অতঃপর যায় দস্যু ফিরি ফিরি চায়।
ভাবে, বুঝি ভাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী পলায় ॥
প্রথমে পিতার কাছে করে নিবেদন।
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ ॥

রাম-নামে রত্নাকরের পাপনাশ।

মানুষ মারিয়া আমি আনি যত ধন।
মম পাপভাগী তুমি হও এক জন ॥
পুত্রের বচন শুনি কুপিল চ্যবন।
হেন কথা তোমায় বলিল কোন্ জন ॥
কোন্ শাস্ত্রে (৪) শুনিয়াছ কে কহে তোমারে।
পুত্রকৃত পাপ কেন লাগিবে পিতারে ॥
অজ্ঞান বালক তোরে কি কহিব কথা।
কভু পিতা পুত্র হয়, পুত্র হয় পিতা ॥
যখন বালক ছিলে, পিতা ছিনু আমি।
এখন বালক আমি, পিতা হৈলে তুমি ॥
যখন বালক ছিলে, না ছিল যৌবন।
বহু দুঃখ করি তব করেছি পালন ॥
যত করিয়াছি পাপ আপনি সংসারে।
সে সব পাপের ভাগ না লাগে তোমারে ॥
এবে পিতা হইয়াছ, পুত্র-তুল্য আমি।
কোনরূপে আমারে পুষিবে নিত্য তুমি ॥
মনুষ্য মারিতে তোমা বলে কোন্ জন।
তোমার পাপের ভাগী হব কি কারণ ॥
শুনিয়া বাপের বাক্য হেঁট মাথা করে।
কান্দিতে কান্দিতে কহে মায়ের গোচরে ॥
সত্য করি আমারে গো কহিবা জননী।
আমার পাপের ভাগী হইবা আপনি ॥
জননী কহিছে ক্রুদ্ধা হইয়া অপার।
এক দিবসের ধার কে শোধে মাতার ॥
দশ মাস গর্ভে ধরি পুষেছি তোমায়।
তব কৃত পাপ পুত্র না লাগে আমায় ॥
শুনিয়া মায়ের বাক্য মাথা হেঁট কৈল।
পত্নীর নিকটে গিয়া সকল কহিল ॥
জিজ্ঞাসি তোমারে প্রিয়ে সত্য করি কও।
আমার পাপের ভাগী হও কি না হও ॥
শুনিয়া স্বামীর বাক্য কহিছে রমণী।
নিবেদন করি প্রভু শুন গুণমণি ॥

---

(১) কায়—(এখানে) শরীরে। (২) দায়—(এখানে) প্রয়োজনে; গরজে। (৩) হরিষ-বিষাদে—আনন্দে ও দুঃখে। (৪) শাস্ত্র—বেদ, তন্ত্র, দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি।

বিধাতা করেছে মোরে অর্দ্ধাঙ্গের ভাগী।
অন্য পাপ নিতে পারি—এ পাপ তেয়াগি ॥
যখন করিলা তুমি আমারে গ্রহণ।
সর্ব্বদা করিবা মম ভরণ-পোষণ ॥
আর যত পাপ-পুণ্য-ভাগ লাগে মোরে।
পোষণার্থ পাপ-ভাগ না লাগে আমারে ॥
মনুষ্য মারিতে কেবা বলিল তোমায়।
এই মাত্র জানি তুমি পালিবা আমায় ॥
শুনিয়া ভার্য্যার কথা রত্নাকর ডরে।
কেমনে তরিব আমি এ পাপ-সাগরে ॥
ডুবিনু পাপেতে, মম কি হইবে গতি।
কান্দিতে লাগিল মুনি স্মরিয়া দুষ্কৃতি ॥
লোহার মুদ্গর মুনি মাথায় মারিয়া।
পড়িল ভূমির 'পরে অচেতন হৈয়া ॥
উঠি তবে রত্নাকর ভাবিল অন্তরে।
সেই মহাজন (১) যদি মোরে কৃপা করে ॥
ইহা ভাবি উভয়ের সন্নিধানে গিয়া।
কহিল ব্রহ্মার পায় দণ্ডবৎ (২) হৈয়া ॥
একে একে জিজ্ঞাসিনু আমি সবাকারে।
মম পাপভাগী কেহ নাহিক সংসারে ॥
আপনি করিয়া কৃপা দিলা দিব্যজ্ঞান।
এ সকল পাপে কিসে পাব পরিত্রাণ ॥
কহিলেন পিতামহ (৩) মুনির কুমারে।
তুমি স্নান করিয়া আইস সরোবরে ॥
শুনিয়া চলিল মুনি সরোবর-পাড়ে।
তার দৃষ্টিমাত্র জল ভস্ম হৈয়া উড়ে ॥
শুষ্ক স্থলে মরে মীন মকর (৪) কুম্ভীর।
কহিল ব্রহ্মার কাছে না পাইয়া নীর ॥
ছিল যে অগাধ জল এই সরোবরে।
মম দৃষ্টিমাত্রে জল রহিল অন্তরে (৫) ॥
শুনিয়া কহেন ব্রহ্মা, সঙ্গী তপোধনে।
হইয়াছে পূর্ণ পাপ তরিবে কেমনে ॥
কমণ্ডলু-জল ছিল দিলেন মাথায়।
মহামন্ত্র মুনি তারে কহিবারে যায় ॥
নিকটে আসিয়া ব্রহ্মা কহে কর্ণে তার।
রাম-নাম বদনেতে বল একবার ॥
পাপে জড় জিহ্বা, রাম বলিতে না পারে।
কহিল, ওকথা মোর মুখে না নিঃসরে ॥
শুনিয়া ব্রহ্মার বড় চিন্তা হৈল মনে।
উচ্চারিবে রাম-নাম এ মুখে কেমনে ॥
ম-কার করিলে অগ্রে রা করিলে শেষে।
তবে-বা পাপীর মুখে রাম-নাম আসে ॥
ব্রহ্মা বলিলেন তারে উপায় চিন্তিয়া।
মনুষ্য মরিলে বাপু ডাক কি বলিয়া ॥
শুনিয়া ব্রহ্মার কথা বলে রত্নাকর।
মৃত মনুষ্যেরে মড়া বলে সব নর ॥
'মড়া' নয়, 'মরা' বলি জপ অবিরাম।
তবে মুখে তোমার সরিবে রাম-নাম ॥
শুষ্ক কাষ্ঠ দেখিলেন বৃক্ষের উপরে।
অঙ্গুলি ঠারিয়া ব্রহ্মা দেখান তাহারে ॥
বহুক্ষণে রত্নাকর করি অনুমান।
বলিল অনেক কষ্টে মরা কাষ্ঠখান ॥

---

(১) মহাজন—মহাপুরুষ ; এখানে মহৎ শব্দের যোগে পর পদের শ্রেষ্ঠার্থ হইয়াছে। (২) দণ্ডবৎ—দণ্ড অর্থাৎ লাঠির মত সরলভাবে ভূপতিত হইয়া প্রণামের নাম দণ্ডবৎ প্রণাম। (৩) পিতামহ—ব্রহ্মা ; সমস্ত পিতৃ-পুরুষের আদি বলিয়া তাঁহার নাম পিতামহ। (৪) মকর—মস্তক ও সম্মুখের পদদ্বয় কৃষ্ণসার মৃগের ন্যায় এবং দেহ ও পুচ্ছ মৎস্যাকৃতি ; গঙ্গার বাহন। (৫) রহিল অন্তরে—শুষ্ক হইয়া গেল।

'মরা' 'মরা' বলিতে আইল রাম-নাম।
পাইল সকল পাপে মুনি পরিত্রাণ॥
তুলারাশি যেমন অগ্নিতে ভস্ম হয়।
একবার রাম-নামে সর্ব্ব-পাপ ক্ষয়॥
নামের মহিমা দেখি ব্রহ্মার তরাস।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক রত্নাকরের বাল্মীকি নাম-করণ ও রামায়ণ রচনা করণের আদেশ।

বিশ্বস্রষ্টা (১) নারদেরে কহেন তখন।
যে কহিল মিথ্যা নহে শিবের বচন॥
রাম-নাম ব্রহ্মা-স্থানে পেয়ে রত্নাকর।
সেই নাম জপে ষাটি হাজার বৎসর॥
এক নাম জপে এক-স্থানে একাসনে।
সর্ব্বাঙ্গ খাইল বল্মীকের (২) কীটগণে॥
মাংস খেয়ে পিণ্ড (৩) তার করিল সোসর (৪)।
হইল কণ্টক-কুশ তাহার উপর॥
খাইল সকল মাংস অস্থিমাত্র থাকে।
বল্মীকের মধ্যে মুনি রাম-নাম ডাকে॥
ব্রহ্মার মুহূর্ত্ত ষাটি হাজার বৎসর।
পুনঃ আইলেন ব্রহ্মা যথা মুনিবর॥
সেখানে আসিয়া ব্রহ্মা চতুর্দ্দিকে চায়।
মনুষ্য নাহিক, কিন্তু রাম-নাম হয়॥
রাম-নাম শুনে মাত্র পিণ্ডের ভিতর।
জানিল ইহার মধ্যে আছে মুনিবর॥
আজ্ঞা করিলেন ব্রহ্মা ডাকি পুরন্দরে (৫)।
সাত দিন বৃষ্টি কর পিণ্ডের উপরে॥
বৃষ্টিতে মৃত্তিকা গেল গলিয়া সকল।
কেবল দেখিল অস্থি আছে অবিকল॥
সৃষ্টিকর্ত্তা (৬) করিলেন তাহারে আহ্বান।
পাইয়া চৈতন্য মুনি উঠিয়া দাঁড়ান॥
ব্রহ্মারে কহিল মুনি করিয়া প্রণাম।
মোরে মুক্ত কৈলে তুমি দিয়া রাম-নাম॥
ব্রহ্মা বলে, তব নাম রত্নাকর ছিল।
আজি হৈতে তব নাম বাল্মীকি হইল॥
বল্মীকেতে ছিলা যেই, তেঁই এ বিধান।
সাতকাণ্ড কর গিয়া রামের পুরাণ॥
যেই রাম-নাম হৈতে হইলা পবিত্র।
সেই গ্রন্থ রচ গিয়া রামের চরিত্র॥
জোড়হাতে বলে মুনি ব্রহ্মা-বিদ্যমান।
কেমন হইবে গ্রন্থ, কেমন পুরাণ॥
কেমন কবিতা ছন্দঃ, আমি নাহি জানি।
শুনিয়া বিধাতা তাঁরে কহিলেন বাণী (৭)॥
সরস্বতী রহিবেন তোমার জিহ্বাতে।
হইবে কবিতারাশি তোমার মুখেতে॥
শ্লোকচ্ছন্দে (৮) পুরাণ করিবে তুমি যাহা।
জন্মিয়া শ্রীরামচন্দ্র করিবেন তাহা॥
এত বলি ব্রহ্মা গেলা আপন ভবন।
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ॥

---

(১) বিশ্বস্রষ্টা—ব্রহ্মা। (২) বল্মীক—উই ঢিপি। (৩) পিণ্ড—ঢিপি। (৪) সোসর—সমান। (৫) পুরন্দরে—ইন্দ্রকে; পুর নামক অসুর বধ করায় ইন্দ্রের নাম পুরন্দর হয়। (৬) সৃষ্টিকর্ত্তা—ব্রহ্মা; অস্থিরাশি হইতে জীবসৃষ্টি করিতে হইয়াছে; এই জন্যই এখানে ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্ত্তা নামের সার্থকতা। (৭) বাণী—মহত্ত্ব প্রকাশিকা কথা। (৮) শ্লোকচ্ছন্দে—কাব্যাকারে।

তপোবনে বাল্মীকি — ৭ পৃঃ

THE ASIATIC SOCIETY
Calcutta-700 016

পড়িলেন পতিতপাবনী শম্ভুশিরে—২৮ পৃঃ

নারদ কর্ত্তৃক বাল্মীকিকে রামায়ণের
আভাষ প্রদান।

এক দিন সে বাল্মীকি সরোবর-কূলে।
রামনাম জপেন বসিয়া বৃক্ষ-মূলে ॥
ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চী (১) বসিয়া আছিল বৃক্ষডালে।
এক ব্যাধ ঐ পক্ষী বিন্ধিলেক নলে (২) ॥
প্রেমালাপে মত্ত পক্ষী, বিন্ধে হেন কালে।
ব্যাকুল হইয়া পড়ে বাল্মীকির কোলে ॥
রামে স্মরি বলে মুনি কানে দিয়া হাত।
জীব-হত্যা কৈলি পাপী আমার সাক্ষাৎ ॥
মারিলি নিরীহ পক্ষী বড়ই কুকর্ম্ম।
পাপিষ্ঠ নারকী (৩) তুই নাহি কোন ধর্ম্ম ॥
বিনা অপরাধে হিংসা কর পক্ষি-জাতি।
বুঝিলাম তোমার নরকে হবে স্থিতি ॥
এতেক বলিয়া মুনি শাপ দিল তাকে।
এই শোকে এক শ্লোক (৪) নিঃসরিল মুখে ॥
শোক হইতে শ্লোকের হৈল উপাদান (৫)।
'মা নিষাদ' (৬) বলিয়া তাহার উপাখ্যান(৭) ॥
চারি পদ ছন্দঃ মুনি লিখিলেন পাতে।
আপনি লিখিয়া মূল (৮) না পারে বুঝিতে ॥
ভরদ্বাজ-সন্নিধানে করিলা গমন।
গুরু-শিষ্য বসিয়া আছেন দুই জন ॥
ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিল তথা নারদেরে।
বাল্মীকিরে উপদেশ করিবার তরে ॥
যেখানে বাল্মীকি মুনি ভাবেন বসিয়া।
সেখানে নারদ মুনি উত্তরিল গিয়া ॥
নারদে দেখিয়া মুনি সম্ভ্রমে উঠিল।
দণ্ডবৎ করিয়া আসন তাঁরে দিল ॥
সেই শ্লোক শুনাইল মুনি নারদেরে।
নারদ করিয়া অর্থ বুঝাইল তাঁরে ॥
এই শ্লোকচ্ছন্দে তুমি রচ রামায়ণ।
উপদেশ কহি, জানি তুমি সে ভাজন (১০) ॥
সূর্য্যবংশে দশরথ হবে নরপতি।
রাবণ বধিতে জন্মিবেন লক্ষ্মীপতি ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন।
তিন গর্ভে জন্মিবেন এই চারি জন ॥
সীতাদেবী জন্মিবেন জনকের ঘরে।
ধনুর্ভঙ্গ-পণে তাঁর বিবাহ তৎপরে ॥
পিতার আজ্ঞায় রাম যাইবেন বন।
সঙ্গেতে যাবেন তাঁর জানকী লক্ষ্মণ ॥
সীতারে হরিয়া লবে লঙ্কার রাবণ।
সুগ্রীব সহিত রাম করিবে মিলন ॥
বালিকে মারিয়া তারে দিবে রাজ্যভার।
সুগ্রীব করিয়া দিবে সীতার উদ্ধার ॥
দশ-মুণ্ড বিশ-হাত মারিয়া রাবণ।
অযোধ্যায় রাজা হইবেন নারায়ণ ॥

---

(১) ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চী—কেঁ'চবক ও বকী (২) নল—পাখী ধরিবার জন্য বাঁশের ক্রমসূক্ষ্ম দণ্ড। (৩) নারকী—মৃত্যুর পরে যাহাকে নরক ভোগ করিতে হইবে (৪) শ্লোক—কবিতা। (৫) উপাদান—যাহা রূপান্তরিত হইয়া অন্য বস্তুতে পরিবর্ত্তিত হয়; এখানে—উৎপত্তি। (৬) মা নিষাদ—মা (না) নিষাদ (হে ব্যাধ)—সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই—"মা নিষাদ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥" (৭) উপাখ্যান—গল্প; এখানে নাম। (৮) মূল—সংস্কৃত শ্লোক। (৯) রামায়ণ—রাম+অয়ন (আশ্রয়)—রামকে আশ্রয় করিয়া যে কাব্য রচিত হইয়াছে। (১০) ভাজন—পাত্র।

কহিবেন অগস্ত্য (১) রাবণ-দিগ্বিজয় (২)।
পুনরায় সীতাকে বর্জ্জিবে মহাশয় ॥
পঞ্চমাস গর্ভবতী সীতারে গোপনে।
লক্ষ্মণ রাখিবে তাঁরে তব তপোবনে (৩) ॥
কুশ-লব নামে হবে সীতার নন্দন।
উভয়ে শিখাবে তুমি বেদ (৪) রামায়ণ ॥
এগার সহস্র বর্ষ পালিবেন ক্ষিতি।
পুত্রে রাজ্য দিয়া স্বর্গে করিবেন গতি ॥
জন্ম হইতে কহিলাম স্বর্গ-আরোহণ।
জন্মিয়া করিবে ইহা প্রভু নারায়ণ ॥
এত বলি নারদ গেলেন স্বর্গবাস।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

চন্দ্রবংশ-উপাখ্যান।

সাগর-মন্থনে চন্দ্র হইল উৎপন্ন।
হইল চন্দ্রের পুত্র বুধ অতি ধন্য ॥
পুরূরবা নামে হৈল তাঁহার নন্দন।
তাঁর পুত্র শতাবর্ত্ত জানে সর্ব্বজন ॥
স্বর্গ নামে তাঁহার হইল এক সুত।
হইল তাঁহার পুত্র শ্বেতনাম-যুত ॥
নামেতে হইল নিমি তাঁহার নন্দন।
নিমিকে প্রশংসা করে যত দেবগণ ॥
সকলে মিলিয়া তাঁর মথিল শরীর।
তাহাতে জন্মিল পুত্র মিথি (৫) নামে বীর ॥
সেই বসাইল এই মিথিলা নগর।
সীরধ্বজ কুশধ্বজ তাঁহার কোঙর ॥
এ সৃষ্টি সৃজন করিয়াছে মুনিবরে।
কহিল লক্ষ্মীর জন্ম জনকের ঘরে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুন্দর।
চন্দ্রবংশ (৬) রচনা করিলা কবিবর ॥

মান্ধাতার উপাখ্যান।

আদি পুরুষের নাম হৈল নিরঞ্জন (৭)।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পুত্র তিন জন ॥
তিন পুত্র হইল তনয়া এক জানি।
সকলে তাঁহার নাম রাখিল কন্দিনী ॥
জরৎকারু মুনিপুত্রে সে নারদ আনি।
তাঁহারে বিবাহ দিল কন্দিনী ভগিনী ॥
সবে গায়, বাজায় নারদ মুনি বেণু।
তাহাতে জন্মিল কন্যা নাম হৈল ভানু ॥
তাঁহারে বিবাহ দিল জামদগ্নি (৮) বরে।
এক অংশে বিষ্ণু জন্মিলেন তাঁর ঘরে ॥

---

(১) অগস্ত্য—উর্ব্বশী দর্শনে মিত্রাবরুণের তেজঃ স্খলিত হইয়া কুম্ভমধ্যে নিপতিত হয়। তাহা হইতে ইঁহার জন্ম হয়, এজন্য ইঁহার আর এক নাম কুম্ভযোনি। (২) দিগ্বিজয়—দশ দিকের স্থান জয় করিবার জন্য যুদ্ধ যাত্রা। তপোবন—তপস্যার উপযুক্ত বন; যেখানে জল, পুষ্প, বনফল সহজ-প্রাপ্য, হিংস্র জন্তুর উৎপাত কম এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ যে বনভূমি তাহাই তপোবন নামে প্রসিদ্ধ। (৪) বেদ—জ্ঞাতব্য বিষয় পূর্ণ শাস্ত্র। (৫)—অপুত্র নিমির মৃতদেহ অরণীতে অর্থাৎ অগ্নি উৎপাদন জন্য কাষ্ঠে মথিত করিয়া মুনিগণ ইঁহাকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম মিথি হয়। (৬) মূল সংস্কৃত রামায়ণে চন্দ্রবংশীয় রাজগণের পুত্রানুক্রমিক নাম—নিমি, মিথি, জনক, উদাবসু নন্দিবর্দ্ধন, সুকেতু দেবরাজ বৃহদ্রথ, মহাবীর, সুধৃতি, ধৃষ্টকেতু হর্য্যশ্ব, মরু, প্রতান্ধক, কীর্ত্তিরথ, দেবমীঢ়, বিবুধ, মহীধ্রক, কীর্ত্তিরাত, মহারোমণ, স্বর্ণরোমণ, হ্রস্বরোমণ, সীরধ্বজ। ইনি রাজর্ষি জনক নামে অভিহিত হন। (৭) নিরঞ্জন—পরব্রহ্ম। (৮) ঋচীকের বরে গাধিরাজ-কন্যা সত্যবতীর গর্ভজাত।

অতঃপর কহি সূর্য্যবংশ-বিবরণ।
ব্রহ্মার হইল তবে মরীচ নন্দন ॥
মরীচের নন্দন কশ্যপ (১) নাম ধরে।
তাঁর পুত্র সূর্য্য, ইহা বিদিত সংসারে ॥
সূর্য্যের হইল পুত্র, মনু (২) নাম তাঁর।
সুষেণ তাঁহার পুত্র রূপে চমৎকার ॥
প্রসন্ন তাঁহার পুত্র অতি সে সুঠাম।
হইল তাঁহার পুত্র যুবনাশ্ব নাম ॥
যুবনাশ্ব হৈল রাজা অযোধ্যানগরে।
বিবাহ করিতে গেল কন্দকের ঘরে ॥
কালনেমি-নামে কন্যা কন্দক-রাজার।
বিবাহ করিল যুবনাশ্ব গুণাধার ॥
বিবাহ করিল মাত্র সম্ভাষ না করে।
লজ্জা ঘুচাইয়া কন্যা বলিল বাপেরে ॥
বিশেষ জানিয়া সে কন্দক মহীপতি।
অভিশাপ করিলেক জামাতার প্রতি ॥
তপস্যা করিয়া যবে আইল ভূপতি।
প্রণতি করিয়া দ্বিজে মাগিল সন্ততি ॥
আশীর্ব্বাদ কর, মম হউক নন্দন।
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কহে দ্বিজগণ ॥
পত্নী সহ তোমার নাহিক দরশন।
কেমনে বলিব তব হইবে নন্দন ॥
এই যুক্তি কর রাজা, যদি লয় মন।
যজ্ঞ কর, তবে তব হইবে নন্দন ॥
যজ্ঞ-জল করাইবা রাণীকে ভক্ষণ।
হইবে তোমার পুত্র অতি বিচক্ষণ ॥
যজ্ঞ করি জল রাজা রাখে নিজ ঘরে।
শয়ন করিল রাজা খাটের উপরে ॥
যখন হইল রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।
জল আন বলি রাজা হইল কাতর ॥
তৃষ্ণায় পীড়িত রাজা আকুল হইল।
পুংসবন-জল (৩) ছিল মুখেতে ঢালিল ॥
প্রভাতে প্রকাশ হৈল সূর্য্যের কিরণ।
জল আন বলি ডাকে যতেক ব্রাহ্মণ ॥
রাজা বলে, দ্বিজগণ কর অবধান।
রাত্রিকালে জল আমি করিয়াছি পান ॥
একথা শুনিয়া বলে যত মহামতি।
তোমার উদরে পুত্র জন্মিবে ভূপতি ॥
শ্বশুরের অভিশাপ তাহারে লাগিল।
যুবনাশ্ব-উদরেতে পুত্র যে জন্মিল ॥
দশমাসে করি তার কুক্ষি (৪) বিদারণ।
বাহির হইল এক সুন্দর নন্দন ॥
নৃপতি ত্যজিল প্রাণ পেয়ে নানা ব্যথা।
ব্রহ্মা আসি পুত্র-নাম রাখিল মান্ধাতা (৫) ॥
অযোধ্যা-নগরে রাজা হইল মান্ধাতা।
সপ্তদ্বীপ-অধিপতি (৬) পুণ্যশীল দাতা ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুগান।
মান্ধাতার উপাখ্যান আদিকাণ্ডে গান ॥

(১) কশ্য মদ্য, পা = কশ্যপ, অর্থাৎ যিনি মদ্য মধু জল প্রভৃতি তরল পদার্থ পান করেন (২) মনু—সর্ব্বশুদ্ধ চতুর্দ্দশ মনু, যথা স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি ভৌত, রৌচ্য, ব্রহ্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি মেরুসাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি (৩) পুংসবন—গর্ভসঞ্চারের তৃতীয় মাসে গর্ভস্থ সন্তানের মঙ্গলোদ্দেশ্যে সংস্কার বিশেষ; (এখানে) যে সংস্কার দ্বারা পুরুষ সন্তান প্রসূত হয়। (৪) কুক্ষি—পার্শ্বদেশ। (৫) মান্ধাতা—ইনি যখন পিতার কুক্ষিদেশ ভেদ করিয়া বহির্গত হইলেন তখন ঋষিগণ বলিলেন, এই পুত্র কাহার স্তন্যপান করিবে? ইন্দ্র বলিলেন, "অয়ং মাং ধাতা" আমি ইহাকে পান করাইব। এই জন্যই ইঁহার নাম মান্ধাতা হয়। ইন্দ্র স্বীয় অমৃতস্রাবিণী তর্জ্জনী ইঁহার মুখে অর্পণ করিয়াছিলেন। (৬) সপ্তদ্বীপ—জম্বু, কুশ, প্লক্ষ, শাল্মলী, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর।

সূর্য্যবংশ নির্ব্বংশ এবং অযোধ্যায় হারীতের রাজ্যাভিষেক

মান্ধাতার তনয় হইল মুচুকুন্দ।
সমর পাইলে তাঁর হৃদয়ে আনন্দ॥
তাঁহার তনয় নামে পৃথু নৃপবর।
যাঁর রথচক্রে ছয় হইল সাগর॥
তাঁর পুত্র হইল ইক্ষ্বাকু (১) নরপতি।
বশিষ্ঠ-নারদে কৈল রথের সারথি॥
শত্যাবর্ত্ত-নামে তাঁর হইল কুমার।
আর্য্যাবর্ত্ত-নামে পুত্র হইল তাঁহার॥
ভরত তাঁহার পুত্র অতি বলবান।
যাহা হৈতে উপজিল ভারত পুরাণ॥
জন্মিল তাঁহার পুত্র নামেতে ভূধর।
খাণ্ড-নামে তাঁর পুত্র অতি ধনুর্দ্ধর॥
খাণ্ডের হইল পুত্র, দণ্ড নাম ধরে।
প্রজার কামিনী কন্যা সদা চুরি করে॥
সব প্রজা করিলেক রাজার গোচর।
তব পুত্র হেতু ছাড়ি অযোধ্যানগর॥
এ কথা শুনিয়া খাণ্ড বিষাদিত-মন।
পুত্রের বিবাহ রাজা দিল তৎক্ষণ॥
পরে পাঠাইল রাজা দণ্ডেরে কাননে।
প্রবেশ করিল দণ্ড সেই মহাবনে॥
কানন-মধ্যেতে গিয়া দণ্ড নৃপবর।
বসাইল দণ্ডারণ্য বলিয়া নগর॥
তাহাতে বসতি করে শুক্র মুনিবর।
পড়িবারে দণ্ড নিত্য যায় তাঁর ঘর॥
একদিন শুক্র গেল তপস্যা করিতে।
হেনকালে দণ্ড রাজা গেলেন পড়িতে॥
শুক্রকন্যা অজা (২) করে পুষ্প আহরণ।
দণ্ডরাজা বলে তারে বিবাহ কারণ॥
অজা বলে, শুন রাজা কহি তব ঠাঁই।
পিতৃশিষ্য তুমি ত সম্বন্ধে হও ভাই॥
বিবাহ করিতে যদি লয় তব মন।
পিতৃ-বিদ্যমানে (৩) তবে কর নিবেদন॥
রাজা বলে, এ কথায় স্থির নহে মন।
ব্যাকুল আমার প্রাণ তোমার কারণ॥
গুরুকন্যা বলি রাজা না করিল আন।
পুষ্পবাটিকাতে তা'রে করে অপমান॥
নৃপতি চপল-মতি (৩) অস্থির মানস।
এ হেতু অনর্থ এত করিতে সাহস॥
তপস্যা করিয়া শুক্র মুনি আইল ঘরে।
আসন সলিল অজা দিল মুনিবরে॥
দিনান্তে অভুক্ত মুনি পোড়ে কলেবর।
কন্যারে দেখিয়া মুনি কুপিত অন্তর॥
মুনি বলে, অজা কন্যা দেখি এ কেমন।
কি কারণে বল হেন বিষাদিত মন॥
লজ্জা ঘুচাইয়া কন্যা কহিল পিতায়।
দণ্ডরাজ অপমান করিল আমায়॥
এই কথা শুনিয়া কুপিল মুনিবর।
দণ্ড দণ্ড বলি মুনি ডাকিল সত্বর॥
পুঁথি কাঁথে করি দণ্ড আইল পড়িবারে।
দেখিয়া কুপিয়া মুনি কহিল তাহারে॥
পড়াইয়া তোমারে যে দিয়াছি চেতন (৪)।
তাহার দক্ষিণা ভাল দিলে হে এখন॥
এমন কুপুত্র যার জনমে বংশেতে।
নির্ব্বংশ হউক খাণ্ডরাজা এ দোষেতে॥

---

(১) ইক্ষ্বাকু—"ক্ষুবতশ্চ মনোরিক্ষ্বাকুর্ঘ্রাণতঃ পুত্রো জজ্ঞে।"—মনু একদিন হাঁচিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নাসিকা হইতে একটি পুত্র উৎপন্ন হয়; তিনি ইক্ষ্বাকু নামে প্রসিদ্ধ হন। (২) অজা—শুক্রমুনির কন্যা; বাল্মীকি রামায়ণে অরজা। (৩) চপল-মতি—চঞ্চলমনা। (৪) চেতন—জ্ঞান।

কোপদৃষ্টে চাহিল তখন মহাঋষি।
রাজ্যশুদ্ধ হইল সে খাণ্ড ভস্মরাশি ॥
অযোধ্যাতে খাণ্ডরাজা জীবন ত্যজিল।
সূর্য্যবংশ একেবারে নির্ব্বংশ হইল ॥
অযোধ্যাতে হৈল রাজা বশিষ্ঠ (১) ব্রাহ্মণ।
পুত্রের সমান করি পালে প্রজাগণ ॥
মুনি বলে, জপ তপ সব নষ্ট হৈল।
মিছা রাজ্য করি মম জন্ম গোঙাইল (২) ॥
ধ্যান করি জানিলেন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।
হইবে অজ্জার এক উত্তম নন্দন ॥
ধ্যানে জানি বশিষ্ঠ কহেন শুক্র প্রতি।
শীঘ্র পাঠাইয়া দেহ রাজা হবে নাতি ॥
তথ্য জানি শুক্র মুনি হৈল হৃষ্টমন।
কন্যা পাঠাবার সজ্জা করিল তখন ॥
অজ্জাকে পাঠান শুক্র অযোধ্যানগর।
অজ্জার হইল এক অপূর্ব্ব কোঙর ॥
এই কুমারের নাম হইল হারীত।
মুনি তারে আশিষ্ করিল যথোচিত ॥
দিনে দিনে বাড়ে শিশু যেন শশধর (৩)।
ছয় মাস মধ্যে অন্ন দিল মুনিবর ॥
এক বৎসরের হৈল রাজার কোঙর।
বসাইল লয়ে সিংহাসনের উপর ॥
হারীত বলেন, মাতা করি নিবেদন।
তোমার এমন দশা হইল কি কারণ ॥
এই কথা শুনি রাণী বলিছে তখন।
মম পিতৃশাপে তব পিতার নিধন ॥
তব পিতা মোর করে ঘোর অপমান।
এই হেতু পিতা করে অভিশাপদান ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুগান।
আদিকাণ্ডে গাইল দণ্ডক-উপাখ্যান ॥

হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান।

হারীতের পুত্র হরিবীজ নাম ধরে।
বসতি করিল সেই অযোধ্যানগরে ॥
পরবধূ হরি, হরিবীজ রাজ্য করে।
তাঁর পুত্র হরিশ্চন্দ্র খ্যাত চরাচরে ॥
হরিশ্চন্দ্রে সমর্পণ করি সর্ব্বদেশ।
স্ব-রূপে (৪) গঙ্গাতে গিয়া করিল প্রবেশ ॥
পিতৃ-মৃত্যু-পরে হরিশ্চন্দ্র হৈল রাজা।
পুত্রের সমান পালে পৃথিবীর প্রজা ॥
সোমদত্ত-রাজকন্যা তাঁর নাম শৈব্যা।
বিবাহ করিল হরিশ্চন্দ্র অতি ভব্যা (৫) ॥
পাইয়া সুন্দরী জায়া (৬) অন্তরে উল্লাস।
তাঁহার হইল পুত্র নামে রুহিদাস ॥
সুখে রাজ্য করে হরিশ্চন্দ্র মহীপতি।
ইন্দ্রেরে লইয়া কিছু শুনহ সম্প্রতি ॥
একদিন সভাতে বসিল সুরপতি।
পঞ্চ কন্যা নৃত্য করে প্রথম যুবতী (৭) ॥

---

(১) বশিষ্ঠ—ব্রহ্মার মানস-পুত্রগণের অন্যতম। সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় বশ করায় ইঁহার নাম বশিষ্ঠ হয়। (২) গোঙাইল—কাটাইল। (৩) শশধর—চন্দ্র; দক্ষ প্রজাপতির ২৭টি কন্যার মধ্যে চন্দ্র রোহিণীকে অধিক ভালবাসিতেন, এজন্য দক্ষের অভিশাপে চন্দ্রের যক্ষ্মারোগ হয়। দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পরামর্শে চন্দ্র যক্ষ্মারোগ শান্তির জন্য শশ অর্থাৎ খরগোস ধারণ করিয়া আছেন, এই জন্য চন্দ্রের নাম শশধর। (৪) স্ব-রূপে—স্বশরীরে; নিজের রূপ লইয়া। (৫) ভব্যা—সচ্চরিত্রা। (৬) জায়া—স্ত্রী; যাহাতে স্বয়ংআত্মা পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। (৭) প্রথম যুবতী—নবযৌবনা; যে স্ত্রীর নূতন যৌবনের বিকাশ হইয়াছে।

নাচিতে নাচিতে অতি বাড়িল তরঙ্গ।
একবার করিলেক তারা তাল ভঙ্গ॥
দেখিয়া করিল কোপ দেব পুরন্দর।
অভিশাপ দিল পঞ্চ কন্যার উপর॥
যৌবনগর্ব্বিতা তোরা হ'য়েছিস্ মনে।
বদ্ধ হয়ে থাক্ বিশ্বামিত্র-তপোবনে॥
পায়ে ধরি পঞ্চ কন্যা করেন ক্রন্দন।
কতকালে হবে বল শাপ-বিমোচন॥
ইন্দ্র বলে, বন্দিরূপে থাক্ তপোবনে।
মুক্ত হবে রাজা হরিশ্চন্দ্র-দরশনে॥
নিত্য তারা নানা পুষ্প করে আহরণ।
ডাল ভাঙ্গে, ফুল তোলে, কে করে বারণ॥
শিষ্য সহ বিশ্বামিত্র গেল তপোবনে।
ডাল-ভাঙ্গা গাছ সব দেখিল নয়নে॥
এমন করিয়া ডাল ভাঙ্গে যেই জন।
আইলে লাগিবে কালি লতার বন্ধন॥
এত বলি শাপ তারে দিল মুনিবরে।
প্রভাতে আইল তারা পুষ্প তুলিবারে॥
যেইকালে পঞ্চকন্যা ডালে ভর দিল।
লতার বন্ধন হাতে অমনি লাগিল॥
প্রভাতে আসিয়া বিশ্বামিত্র তপোবনে।
লতাবদ্ধ কন্যাগণে দেখি হৃষ্টমনে॥
নানারূপে তাহাদেরে করিয়া ভর্ৎসন।
যথাস্থানে মুনিবর করিল গমন॥
হেনকালে তথা হরিশ্চন্দ্র যশোধন।
মৃগয়া করিতে করিলেন আগমন॥
মৃগ না পাইয়া অতি ব্যাকুলিত মন।
ক্লান্ত হন নানা স্থান করিয়া ভ্রমণ॥
মনস্তাপ পাইয়া বসিল তরুতলে।
পঞ্চ কন্যা ডাকে উচ্চে হরিশ্চন্দ্র ব'লে॥
ক্রন্দন শুনিয়া রাজা গেল তপোবনে।
স্পর্শ মাত্র মুক্ত হৈয়ে গেল পঞ্চজনে॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া হরিশ্চন্দ্র যশোধন।
সৈন্য সহ নিজরাজ্যে করিল গমন।
প্রাতঃকালে আইলেন গাধির নন্দন।
পঞ্চকন্যা নাহি দেখি দুঃখিত হৈল মন॥
আমি যে বান্ধিনু ছাড়াইল কোন্ জন।
সর্ব্বনাশ হৈল তার সংশয় জীবন॥
ধ্যান করি জানিলেন গাধির নন্দন।
হরিশ্চন্দ্র ছাড়াইয়া দিল কন্যাগণ॥
মুনি ক্রোধ করিয়া যে চলিল সত্বর।
উত্তরিল গিয়া মুনি রাজার গোচর॥
মুনিরে দেখিয়া রাজা কৈল অভ্যর্থন।
এস এস বলি দিল বসিতে আসন॥
সফল ভবন মোর সফল জীবন।
মোর গৃহে আইলা যে গাধির নন্দন॥
জ্বলন্ত অনল যেন বলে তপোধন।
যে কন্যা বান্ধিনু তারে ছাড় কি কারণ॥
রাজা বলে, তারা মোরে কৈল আমন্ত্রণ।
মিথ্যা না বলিব প্রভু করেছি মোচন॥
দান পুণ্য করি প্রভু তুষিয়ে ব্রাহ্মণ।
আমা প্রতি ক্রোধ কেন কর অকারণ॥
এ কথা শুনিয়া কহে গাধির কুমার।
দান পুণ্য কর ব'লে কর অহঙ্কার॥
কি দান করিবা তুমি দেখি তব মন।
আমারে কিঞ্চিৎ দান দেহ ত রাজন॥

রাজা বলে, গৃহধর্ম্ম সফল জীবন।
মোর দান লবে প্রভু গাধির নন্দন॥
যাহা চাহ তাহা দিব না করিব আন (১)।
নানা দানে গোঁসাই রাখিব তব মান॥
মুনি বলে, দান দেহ যদ্যপি রাজন।
আগেতে করহ তুমি সত্য-নিবন্ধন॥
রাজা বলে, সত্য সত্য না করিব আন।
এ সত্য লঙ্ঘিলে নাহি পাব পরিত্রাণ॥
ভূপতি করিল সত্য না বুঝিল ছাঁদ।
মৃগ বন্দী হৈল যেন না বুঝিয়া ফাঁদ॥
মুনি বলে, দেখহ সকল দেবগণ।
রাজা করিবেন মম সত্যের পালন॥
মুনি বলে, দিবা যদি করেছ অন্তরে।
রাজন্, পৃথিবী দান করহ আমারে॥
দানের করিল রাজা অতি পরিপাটী।
হাতে করি আনিলেন তিন গোলা মাটী॥
ভূদান করিল হরিশ্চন্দ্র শ্রদ্ধাযুত।
স্বস্তি স্বস্তি বলিয়া লইল গাধি-সুত॥
মুনি বলে, দিলা দান পাইনু এখন।
দানের দক্ষিণা রাজা আনহ কাঞ্চন॥
রাজা বলে, দক্ষিণাতে না করিহ ঘৃণা।
দানের দক্ষিণা দিব সাত কোটী সোনা॥
মুনি বলে, বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।
সাত কোটী কাঞ্চন করহ সমর্পণ॥
ভূপতি করেন আজ্ঞা ভাণ্ডারীর প্রতি।
আমারে আনিয়া দেহ স্বর্ণ শীঘ্রগতি॥
দঢ় (৩) করি বলে মুনি গাধির কুমার।
ভাণ্ডারী উপর তব কিবা অধিকার॥
সকল পৃথিবী দান করিলা আমারে।
ভাণ্ডারী কাহার ধন দিবেক তোমারে॥
শুনিয়া ভাবিত রাজা ছাড়িল নিশ্বাস।
আপনা আপনি করিলাম সর্ব্বনাশ॥
মুনি বলে, ভূপতি মজিলে অহঙ্কারে।
পৃথিবী ছাড়িয়া এবে যাহ স্থানান্তরে॥
পাত্র মিত্র সবে বলে করি জোড়পাণি।
হরিশ্চন্দ্র ভূপে দিতে পটী (৪) একখানি॥
সূচ্যগ্র (৫) খননে যত উঠে বসুমতী।
উহাকে না দেয় বিশ্বামিত্র মহামতি॥
পাত্র মিত্র বলে, শুন গাধির তনয়।
কোথায় বসিবে হরিশ্চন্দ্র নিরাশ্রয়॥
এত শুনি ক্রোধ করি বলে মহাঋষি।
পৃথিবীর বহির্ভাগে আছে বারাণসী (৬)॥
শৈব্যা নারী আর নিজ পুত্র রুহিদাস।
তিন জন যাউক করিতে কাশীবাস॥
বিশ্বামিত্র-বাক্য শুনি সূর্য্যবংশধন।
দারা (৭)-পুত্রসহ কাশী করিল গমন॥
মুনি বলে, শুন রাজা আমার বচন।
দিয়া যাহ সাত কোটী আমারে কাঞ্চন॥
রাজা বলে, গোঁসাই না করিবেন ঘৃণা।
সাত দিন পরে দিব সাত কোটী সোনা॥
সাত দিন পথ রাজা বহিয়া চলিল।
পথ আগুলিয়া মুনি কহিতে লাগিল॥
মম কথা শুন হরিশ্চন্দ্র যশোধন (৮)।
আগে দেহ সাত কোটী আমারে কাঞ্চন॥
শৈব্যার সহিত রাজা করিল মন্ত্রণা।
কি দিয়া শোধিব আমি ব্রাহ্মণের সোনা॥

(১) আন—অন্যথা। (২) ছাঁদ—ইচ্ছা। (৩) দৃঢ়—শক্ত করিয়া; কর্কশ কণ্ঠে। (৪) পটী—পাড়া। (৫) সূচাগ্র—সূচের আগা। (৬) বারাণসী—বরুণা ও অসি নাম্নী নদীবেষ্টিত স্থান। (৭) দারা—স্ত্রী, আমাদের পাত্রী অথবা ভ্রাতৃস্নেহ বিদীর্ণ করে বলিয়া স্ত্রীর নাম দারা। (৮) যশোধন—পুণ্যবান।

শৈব্যা বলে, শুন প্রভু নিবেদি তোমারে।
বিক্রয় করহ হাট-মধ্যেতে আমারে॥
স্ত্রী লইয়া চলে রাজা হাটের ভিতরে।
দাসী কিন বলিয়া ডাকিল উচ্চৈঃস্বরে॥
এক বিপ্র ছিল সে পণ্ডিত সাধু জন।
ছিল তার একটি দাসীর প্রয়োজন॥
ব্রাহ্মণ বলেন, ওহে পুরুষ-রতন।
লইবা দাসীর মূল্য কতেক কাঞ্চন॥
রাজা বলে, নাহি জানি মিথ্যা প্রবঞ্চনা।
এ দাসীর মূল্য চাহি চারি কোটী সোনা॥
এ কথা শুনিয়া বিপ্র স্বীকার করিল।
চারি কোটী সোনা দিয়া শৈব্যারে কিনিল॥
দাসী নিয়া দ্বিজ যায় আপনার বাস।
মায়ের কাপড় ধরি কান্দে রুহিদাস॥
অঞ্চলে ধরিয়া পুত্র যায় গড়াগড়ি।
ছাড় ছাড় বলি বিপ্র দেখাইল বাড়ি (১)॥
শৈব্যা বলে, গোঁসাই করিগো নিবেদন।
বিনা পণে (২) ক্রয় কর আমার নন্দন॥
শুনিয়া কহিল বিপ্র হইয়া বাতুল (৩)।
দু'জনের তরে কোথা পাইব তণ্ডুল॥
শৈব্যা বলে, মুনি অন্ন দিবা যে আমাকে।
তাহাই ভক্ষণ করাইব এ বালকে॥
ব্রাহ্মণ বলেন, ক্রোধে হইয়া আকুল।
দিন প্রতি এক সের পাইবা তণ্ডুল॥
দাসী কিনি বিপ্র যায় আপনার স্থানে।
স্বর্ণ লয়ে গেল রাজা মুনি-বিদ্যমানে॥
অত্যল্প দেখিয়া স্বর্ণ কহে তপোধন।
অল্প জ্ঞান কর হরিশ্চন্দ্র হে রাজন্॥
সাত কোটী লব, ঘাটি (৪) নহে সাত রতি।
বিশ্বামিত্রে অবজ্ঞা না কর মহামতি॥
এ কথা শুনিয়া মহা প্রমাদ (৫) ভাবিল।
শিরে হাত দিয়া রাজা হাটে চলি গেল॥
হাটখানি বৈসে বারাণসীর গোচরে।
তৃণ বান্ধি সান্ধাইল হাটের ভিতরে॥
নফর কিনিবা বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
কালু নামে হাড়ি এক ছিল সে নগরে॥
সে বলে, আমার কর্ম্ম আছে ত নফরে।
চাহি এক নফর, সে রাখিবে শূকরে॥
এ কথা শুনিয়া রাজা বলিছে বচন।
আমি যাহা কহি তাহা করিবে পালন॥
কালু বলে, শুন ওহে পুরুষ-রতন।
আপনার মূল্য লবে কতেক কাঞ্চন॥
রাজা বলে, নাহি জানি মিথ্যা ব্যবহার।
স্বর্ণ লব তিন কোটী মূল্য আপনার॥
এ কথা শুনিয়া কালু বিলম্ব না কৈল।
তিন কোটী স্বর্ণ দিয়া নফর কিনিল॥
সাত কোটী সোনা নিয়া দিল মুনিবরে।
সোনা পেয়ে গেল মুনি অযোধ্যানগরে॥
কালু বলে, শুন ওহে পুরুষ রতন।
কি নাম তোমার কহ কাহার নন্দন॥
প্রবন্ধ (৬) করিয়া রাজা কহিতে লাগিল।
হরিশ্চন্দ্র নাম বাপ-মায়েতে রাখিল॥
কত বা বেড়াবে হরিশ্চন্দ্র নাম ধ'রে।
কখন বলিও হরি, কখন বা হ'রে॥
নফর লইয়া কালু যায় নিজ বাস।
হরিশ্চন্দ্র ঘুচাইয়া হৈল হরিদাস॥

---

(১) বাড়ি—লাঠি। (২) পণ—মূল্য। (৩) বাতুল—(এখানে) ক্রুদ্ধ। (৪) ঘাটি—কম; অল্প। (৫) প্রমাদ—অসাবধানতা; চিত্তের অস্থিরতার জন্য যে ভুল; এখানে বিপদ। (৬) প্রবন্ধ—বিস্তারিত বর্ণনা।

হরিদাস বলে, প্রভু করি নিবেদন।
খাইতে উচ্ছিষ্ট মোরে না দিবে কখন ॥
কালু বলে, হরিদাস শুনহ বচন।
বারাণসীপুরে রাখ শূকরেরগণ ॥
বারাণসীতীরে যত মরা দাহ হয়।
পঞ্চাশ কাহন লহ প্রত্যেক মরায় ॥
সঁপিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম হাড়ি গেল ঘরে।
ডাকিয়া আনিল রাজা সকল শূকরে ॥
বলিতে লাগিল হরিশ্চন্দ্র মহীপাল।
মম এক কথা শুন শূকরের পাল ॥
দান পুণ্য করিলাম এ দক্ষিণ করে।
তোমাদের মল-মূত্র পুছিব কি ক'রে ॥
এক সত্য পালিবা হে সকল শূকরে।
মল-মূত্র পরিত্যাগ করিহ অন্তরে ॥
পালিল রাজার বাক্য সকল শূকরে।
মল-মূত্র পরিত্যাগ করিল অন্তরে ॥
উভ-ঝুঁটি (১) চুল বান্ধে রাজা উচ্চ ক'রে।
বারাণসীতীরে নিত্য দৌড়াদৌড়ি করে ॥
রাজচিহ্ন রাজার অন্তরে পলাইল।
পাটনার (২) বেশ রাজা তখন ধরিল ॥
শৈব্যা রহিলেন হেথা ব্রাহ্মণ-আগারে।
এক সের তণ্ডুল ব্রাহ্মণ দেয় তারে ॥
তিন পোয়া রুহিদাস খান তিন বারে।
এক পোয়া খান শৈব্যা দ্বিজের (৩) আগারে ॥
বিপ্র বলে, শুন শৈব্যে আমার বচন।
খাইল তোমার ভাগ তোমার নন্দন ॥
কালি হৈতে আমি যে করিব দেবার্চ্চন।
তব পুত্রে পুষ্প হেতু পাঠাইব বন ॥
পুষ্প আহরণে যাক্ বালক তোমার।
বাড়াইয়া দিব ত তণ্ডুল কিছু আর ॥
শৈব্যা বলে, যেই আজ্ঞা করিবা যখন।
সেই আজ্ঞা পালিবেক আমার নন্দন ॥
স্বর্ণসাজি লইল সে স্বর্ণের আঁকড়ি (৪)।
বিশ্বামিত্র-তপোবনে যায় রড়ারড়ি (৫) ॥
ডাল ভাঙ্গে, ফুল তোলে, আপনার মনে।
এক দিন এল মুনি সে বন ভ্রমণে ॥
ডাল ভাঙ্গা দেখিয়া কুপিল মুনি মনে।
এমন কুকর্ম্ম আসি করে কোন্ জনে ॥
ধ্যান করি বিশ্বামিত্র জানিল কারণ।
পুষ্পার্থে আইসে হরিশ্চন্দ্রের নন্দন ॥
বিপ্র ঘরে জননী হাড়ির ঘরে বাপ।
কল্য যদি আসে তার বুকে খাবে সাপ ॥
এত বলি শাপ দিল ক্রোধে তপোধন।
রাত্রিকালে হেথা শৈব্যা দেখিল স্বপন ॥
প্রাতঃকালে প্রকাশিত সূর্য্যের কিরণ।
তুলিতে কুসুম যায় রাজার নন্দন ॥
তপোবনে রাজার কুমার যাবে চলে।
হেন-কালে শৈব্যা তারে স্নেহ করি বলে ॥
না যাইও তুলিতে কুসুম তপোবন।
নিতান্ত করিবে তোরে ভুজঙ্গে দংশন ॥
রুহিদাস বলে, নাহি যাইলে তথায়।
দুর্ম্মুখ ব্রাহ্মণ অন্ন না দিবে তোমায় ॥
কুতিপুত্র করে পিতা-মাতার পালন।
খাইয়া তোমার অন্ন থাকি সর্ব্বক্ষণ ॥
না রাখিল শিশুপুত্র মায়ের বচন।
কুসুম তুলিতে যায় রাজার নন্দন ॥

(১) উভ ঝুঁটি—উঁচুদিকে তুলিয়া ঝুঁটি বাঁধা। (২) পাটনী—মাল্লা; এখানে মুদ্দফরাস। (৩) দ্বিজ—ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ সন্তানের সংস্কার অর্থাৎ উপনয়ন হইলে দ্বিজ নাম হয়—"সংস্কারাৎ দ্বিজমুচ্যতে"। (৪) আঁকড়ি—আঁকুশি। (৫) রড়ারড়ি—খুব জোরে; তাড়াতাড়ি।

রুহিদাস প্রবেশিল সেই তপোবনে।
নানা জাতি পুষ্প তুলে যাহা লয় মনে॥
জাতী যূথী মল্লিকা যে তুলিল রঙ্গণ।
পারিজাত শেফালিকা সিউলি কাঞ্চন॥
অশোক কিংশুক জবা অতসী কেশর।
গোলাপ আকন্দ তোলে বকুল টগর (১)॥
অবশেষে শ্রীফলে আকড়ি ভেজাইল (২)।
ডালেতে আছিল সাপ বুকেতে দংশিল॥
সর্ব্বাঙ্গেতে শিশুর বেড়িল বিষজাল।
ভূমিতে পড়িল শিশু মুখে ভাঙ্গে লাল॥
আকাশে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর।
তবু সে রাজার পুত্র না আইল ঘর॥
উঠ বৈস করি তবে কহিছে ব্রাহ্মণ।
এখন না এল কবে হবে দেবার্চ্চন॥
শৈব্যা বলে, প্রভু এই করি নিবেদন।
আপনি দেখিয়া আসি কোথা সে নন্দন॥
তনয়ে দেখিতে শৈব্যা করিল গমন।
তপোবন মুনির করিল দরশন॥
বালকেরে চাহিয়া বেড়ায় তপোবনে।
দেখে বৃক্ষ-আড়ে পড়ে আপন নন্দনে॥
পুত্রকে দেখিয়া শৈব্যা পড়িল ভূতলে।
যেমন কলার পাত ভাঙ্গে ডালে মূলে॥
পুত্র কোলে করি শৈব্যা করিছে ক্রন্দন।
কোথা গেল মম পুত্র রুহিত নন্দন॥
ধর্ম্ম করিবার দুঃখ দিল নারায়ণ।
অগ্নিতে পুড়িয়া আমি ত্যজিব জীবন॥
পুত্র কোলে করি শৈব্যা করিছে গমন।
পলাইয়া গেল বলি ভাবিছে ব্রাহ্মণ॥
পুত্র কোলে করি শৈব্যা ছাড়িল নিশ্বাস।
কান্দিতে কান্দিতে কহে ব্রাহ্মণের পাশ॥
নিবেদন করি শুন সকল ব্রাহ্মণে।
কেমনে বাঁচিবে পুত্র, বাঁচিব কেমনে॥
শুনিয়া প্রবোধ বাক্য কহে দ্বিজগণ।
সর্পের দংশনে প্রাণ ছাড়িল নন্দন॥
মড়া কোলে করি কেন করিছ ক্রন্দন।
মরিলে অবশ্য জন্ম, জন্মিলে মরণ॥
বারাণসীপুরে তুমি মড়া লয়ে যাহ।
কাষ্ঠচিতা করি এই মৃত দেহ দাহ॥
মড়া লইয়া গেল শৈব্যা কাতর অন্তরে।
শৈব্যা লৈয়া গেল সে ব্রাহ্মণ থাকে ঘরে॥
মড়া লইয়া গেল শৈব্যা বারাণসী বাস।
হাতেতে মুদ্গর করি আসে হরিদাস॥
হরিদাস বলে, মড়া করিব দাহন।
মড়া প্রতি লই পঞ্চাশৎ কাহাপণ (৩)॥
হরিদাস বলে, তোমা কহিনু নিশ্চয়।
তোমারে বলিয়ে সত্য আন নাহি হয়॥
অন্যের ঘাটেতে লৈয়া পোড়াহ কুমার।
বিধাতা করিল মোরে হাড়ির আচার॥
শৈব্যা বলে, গোঁসাই বলিতে ভয় বাসি।
বিধাতা করিল মোরে ব্রাহ্মণের দাসী॥
শৈব্যা বলে, আজ্ঞা কর ঘাটের পাটনী।
দিব আমি চিরিয়া এ বস্ত্র অর্দ্ধখানি॥
এতেক শুনিয়া তবে শৈব্যার বচন।
হাতেতে মুদ্গর লৈয়া আইসে রাজন॥
পড়িলেন পুত্র লৈয়া শৈব্যা আথান্তরে (৪)।
হরিশ্চন্দ্র বলিয়া সে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥

---

১ ৩য় পংক্তি হইতে ৬ষ্ঠ পংক্তি পর্য্যন্ত বর্ণিত ফুলগুলি এক ঋতুতে ফোটে না। বর্ণনা প্রবাহে কবি ইহার বিচার করেন নাই। (২) ভেজাইল—লাগাইল। (৩) কাহাপন—কাহন; ১২৮০টা। (৪ আথান্তরে বিপদে।

প্রভু হরিশ্চন্দ্র রাজা গেলে কোথাকারে।
আসিয়া দেখহ মৃত আপন কুমারে ॥
হরিশ্চন্দ্র বলি শৈব্যা কান্দে বিদ্যমান (১)।
তখন হইল সে রাজার পূর্ব্ব জ্ঞান ॥
হরিশ্চন্দ্র বলে, রাণি, না কর ক্রন্দন।
আমি সেই হরিশ্চন্দ্র দেখহ লক্ষণ ॥
শৈব্যা বলে, হরি হরি কপালে এ ছিল।
মম রূপে ধরাতলে পাটনী পড়িল ॥
অযোধ্যায় ছিলাম যে রাজার রমণী।
এবে পরিহাস করে ঘাটের পাটনী ॥
হরিদাস বলে, প্রিয়ে বলি তব ঠাঁই।
পাসরিলে সকলি কিছুই মনে নাই ॥
সোমদত্ত-রাজকন্যা শৈব্যা তব নাম।
তোমাকে বিবাহ প্রিয়ে আমি করিলাম ॥
রুহিদাস নামে তব হইল নন্দন।
মম রাজ্য নিল বিশ্বামিত্র তপোধন ॥
এ কথা শুনিয়া রাণী চাহিতে লাগিল।
কপালে নিশানা ছিল তখনি চিনিল ॥
পুত্র কোলে করি রাজা করিছে ক্রন্দন।
কোথা এড়ি (২) গেলে বাপু রুহিত নন্দন ॥
এ ধর্ম্ম করিতে দুঃখ দিল নারায়ণ।
অগ্নিতে পুড়িয়া আজি ছাড়িব জীবন ॥
তখন চন্দনকাষ্ঠে জ্বালাইয়া চিতা।
মধ্যেতে রাখিল পুত্র, পাশে পিতা-মাতা ॥
যে কালে জ্বলন্ত অগ্নি দিবেন চিতাতে।
হেনকালে ধর্ম্মরাজ কহেন সাক্ষাতে ॥
অগ্নিতে পুড়িয়া কেন ত্যজিবা জীবন।
আমি জীয়াইয়া দিব তোমার নন্দন ॥
পদ্মহস্ত (৩) বুলাইল বালকের গায়।
বিষজ্বালা দূরে গেল, চক্ষু মেলি চায় ॥
হেনকালে কালু আসি রাজারে সম্ভাষে।
তোমায় আমায় স্বর্ণ-দায় (৪) না আইসে ॥
ব্রাহ্মণ আসিয়া বলে রাজার সদনে।
তোমাতে আমাতে দায় ঘুচিল কাঞ্চনে ॥
রাজা বলে, গোঁসাই করি গো নিবেদন।
ব্রহ্মস্ব (৫) লইব বল কিসের কারণ ॥
রাণীর হাতেতে স্বর্ণ-কঙ্কণ যে ছিল।
তাহা দিয়া রাজা তার দায় ঘুচাইল ॥
মুনি বলে, জপ তপ সব নষ্ট হৈল।
মিথ্যা রাজ্য করিয়া যে জন্ম গোঙাইল ॥
যেখানে আছেন হরিশ্চন্দ্র যশোধন।
সেইখানে আসি মুনি দিল দরশন ॥
মুনি বলে, শুন হরিশ্চন্দ্র মহীপতি।
আপনার রাজ্যে তুমি যাহ শীঘ্রগতি ॥
রাজা বলে, গোঁসাই শুনহ নিবেদন।
কেমন করিলা রাজ্য কহ তপোধন ॥
মুনি বলে, সে কথায় নাহি প্রয়োজন।
এক্ষণে গমন রাজ্যে করহ রাজন ॥
স্ত্রী-পুত্র লইয়া রাজা করিল গমন।
প্রসন্নমানস মুনি প্রফুল্লবদন ॥
অযোধ্যায় রাজা আসি দিল দরশন।
রাজসূয় (৬) যজ্ঞ রাজা করিল তখন ॥
রাজ্যভার পুত্রেরে করিয়া সমর্পণ।
হরিশ্চন্দ্র পরলোকে করিলা গমন ॥
কুক্কুর বিড়াল আদি যত পশুগণ।
সশরীরে সবে চলে বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥

(১) বিদ্যমান নিকটে। (২) এড়ি—ছাড়িয়া। (৩) পদ্মহস্ত—পদ্মের মত কোমল হাত। (৪) স্বর্ণ-দায়—সোনার জন্য দায়িত্ব। (৫) ব্রহ্মস্ব—ব্রাহ্মণের সম্পত্তি। (৬) রাজসূয়—অধীন ও করদরাজগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া সম্রাট কর্তৃক সম্পাদিত সামবেদোক্ত যজ্ঞবিশেষ।

THE ASIATIC SOCIETY CALCUTTA
Acc. No. B7391 Date 30-3-95.

দেব গদাধর তাহে কুপিত অন্তরে।
কহিলেন ডাকিয়া নারদ মুনিবরে॥
স্বর্গ নষ্ট করে হরিশ্চন্দ্র নৃপবর।
এ কথা শুনিয়া মুনি চলিল সত্বর॥
বীণা বাজাইয়া যায় মহাতপোধন।
দেখে রথে স্বর্গে রাজা করিছে গমন॥
প্রণমিয়া রাজা তবে স্বর্গে যাই বলে।
মুনি বলে, যাহ রাজা কোন্ পুণ্যফলে॥
সুবুদ্ধি রাজাকে তবে কুবুদ্ধি ঘটিল।
আপনার পুণ্য সব কহিতে লাগিল॥
বাপী(১) কূপ তড়াগাদি(২) নানা স্থানে করি।
দিয়াছি জাঙ্গাল (৩) আর বৃক্ষ সারি সারি॥
মম রাজ্য নিল বিশ্বামিত্র তপোধন।
আপনারে বেচি শুধিলাম সে কাঞ্চন॥
পুণ্যকথা যেই রাজা কহিতে লাগিল।
কহিতে কহিতে রথ নামিয়া পড়িল॥
নামিল রাজার রথ দুঃখিত অন্তর।
ভাল মন্দ নাহি বলে, হইল কাতর॥
স্বর্গে থাকি যুক্তি করে যত দেবগণ।
রাজার কটক (৪) কিবা করিবে ভক্ষণ॥
যে শস্য সঞ্চয় করে না করিয়া ব্যয়।
হরিশ্চন্দ্র রাজার কটকে তাহা লয়॥
ক্ষেত্র হইতে যেই শস্য আনিয়া ফেলায়।
হরিশ্চন্দ্র রাজার কটকে তাহা খায়॥
নূতন বসন রাখে করিয়া যতন।
তাহার কটক পরে সেই সে বসন॥
এ নিয়ম করিল সকল দেবগণ।
অর্দ্ধপথে হরিশ্চন্দ্র রহিল তখন॥
স্বর্গে নাহি গেল রাজা মর্ত্ত্য না পাইল।
হরিশ্চন্দ্র রাজা মধ্য পথেতে রহিল (৫)॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
আদিকাণ্ডে গান হরিশ্চন্দ্র-বিবরণ॥

সগরবংশ উপাখ্যান।

রুহিদাস রাজা হইলেন অতঃপর।
পুত্র তুল্য প্রজাগণে পালে নরবর॥
তাঁহার নন্দন সে সগর নাম ধরে।
সগর হইল রাজা অযোধ্যানগরে॥
মন দিয়া শুন সগরের বিবরণ।
যে কথা শুনিলে হয় পাপ বিমোচন॥
অপুত্রক (৬) রাজা রাজ্য করে মনে দুঃখ।
প্রাতে নাহি দেখে লোক অপুত্রের মুখ॥
দুঃখেতে সগর বনে করিল গমন।
বহুকাল করিল শিবের আরাধন॥
সন্তুষ্ট হইয়া শিব বলেন সগরে।
বর মাগি লহ রাজা যা চাহ অন্তরে॥
সগর বলেন, পুত্র বিনা বড় দুঃখ।
বর দেহ দেখি আমি বহুপুত্র-মুখ॥

---

(১) বাপী—পদ্মপূর্ণ দীঘী। (২) তড়াগ—৩০০ ফুট গভীর দীর্ঘ পুষ্করিণী। (৩) জাঙ্গাল—বাঁধ। (৪) কটক—সৈন্য। (৫) মূল বাল্মীকি রামায়ণে উক্ত আছে যে, পৃথুরাজার পুত্র ত্রিশঙ্কু স্বর্গ গমন করিবার সময়ে নিজের কীর্ত্তি কাহিনী প্রকাশ করার জন্য মধ্যপথে রহিয়া যান। বাল্মীকি রামায়ণ—বালকাণ্ড ৫৮।৫৯।৬০ সর্গ দ্রষ্টব্য। (৬) অপুত্রক—নিঃসন্তান।

হাসিয়া দিলেন বর ভোলা মহেশ্বর।
পুত্র ষাটি হাজার হইবে তব ঘরে ॥
বর পেয়ে আইলেন সগর নৃপতি।
শিব-বরে দুই নারী হৈলা গর্ভবতী ॥
কেশিনী সুমতি (১) নামে রাজার মহিলা।
দিনে দিনে গর্ভমাস বাড়িতে লাগিলা ॥
দশমাস গর্ভ হৈল প্রসব-সময়।
কেশিনী প্রসব কৈল সুন্দর তনয় ॥
তনয় দেখিল যেন অভিনব কাম (২)।
অসমঞ্জ বলিয়া থুইল তার নাম ॥
সুমতির গর্ভ-ব্যাথা হইল যখন।
চর্ম্মের অলাবু (৩) এক প্রসবে তখন ॥
দেখিয়া অলাবু রাজা কুপিল অন্তরে।
ভাঙ্গড় (৪) বলিয়া গালি দিল মহেশ্বরে ॥
কোপে লাউ ভাঙ্গিয়া করিল খান খান।
ষাটি হাজার পুত্র হৈল তিলের প্রমাণ
উষিমিষি (৫) করে সব দেখিতে রূপস।
ষাটি হাজার আনে রাজা দুধের কলস ॥
দুগ্ধ পিয়ে নররূপ ধরে পুত্রগণ।
দিনে দিনে বাড়ে সেই সগর-নন্দন ॥
যখন সগর রাজা হাতে মারে তুড়ি (৬)।
সকলে আইসে কোলে দিয়া হামাগুড়ি ॥
খেলা ছলে অপমান বিশাইয়ের করে।
বিশ্বকর্ম্মা অভিশাপ দিলেন তাদেরে ॥
অচিরে মরিবি তোরা না হবি চিরাই।
এত বলি সেথা হ'তে গেলেন বিশাই ॥

যখন হইল তারা দ্বাদশ বৎসর।
সকলের পরিণয় দিলেন সগর ॥
জ্যেষ্ঠপুত্র অসমঞ্জ ছিল মতিমান্।
কত দিনে হৈল পুত্র নাম আংশুমান্ ॥
ষাটি সহস্র পুত্র একমাত্র নাতি।
দেখিয়া সগর রাজা আনন্দিত অতি ॥
অসমঞ্জ সদাই ভাবেন মনে-মন।
অসার সংসারে সত্য সত্য-নারায়ণ ॥
সংসার অসারে কেন বদ্ধ হয়ে মরি।
নিভৃতে বসিয়া আমি ভজিব শ্রীহরি ॥
ভাবিল সংসারে আমি না থাকিব আর।
পিতার নিকটে ইচ্ছা জানাল তাহার ॥
কিন্তু পিতা তাহে নাহি দিল অনুমতি।
তাই করে অত্যাচার প্রজাদের প্রতি ॥
যতেক বালক সেই নগরে খেলায়।
হাতে গলে বান্ধি সবে জলেতে ফেলায় ॥
যত নারীগণ লইবারে আসে জল।
আছাড়িয়া ভাঙ্গি ফেলে কলসী সকল ॥
অগ্নি দিয়া পোড়ায় সকল প্রজা ঘর।
কহিল সকল প্রজা রাজার গোচর ॥
পুত্রের চরিত্র শুনি লাগিল তরাস।
অসমঞ্জ পুত্রে রাজা দিল বনবাস ॥
বনে গিয়া অসমঞ্জ হরষিত-মন।
সংসারের বন্ধন কাটিল নারায়ণ ॥
অসমঞ্জে পাঠাইয়া বনের ভিতরে।
অপর সন্তান লৈয়া সুখে রাজ্য করে ॥

---

(১) কেশিনী সুমতী—সগরের পত্নীদ্বয়ের নাম। পদ্মপুরাণের মতে বৈদর্ভী ও শৈব্যা। বিদর্ভরাজের কন্যা কেশিনী, অরিষ্টনেমির কন্যা সুমতী। (২) কাম—সৃষ্টি-প্রারম্ভে ব্রহ্মার কামনা হইতে ইহার জন্ম, এই জন্য ইহার নাম কাম। (৩) অলাবু—লাউ। (৪) ভাঙ্গড়—সিদ্ধিখোর, নেশাখোর। (৫) উষিমিষি উস্‌খুস করা; চঞ্চল হওয়া। (৬) তুড়ি—মধ্যমা ও জ্যেষ্ঠা অঙ্গুলির সাহায্যে শব্দ করা; ছটিকা।

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সুললিত গান।
সগরের উপাখ্যান অমৃত সমান ॥

সগর রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ ও বংশনাশ।

এক দিন সগর ভাবিয়া মনে-মন।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে অযোধ্যা-ভুবন ॥
কত পুত্র রাখে রাজা স্বর্গের উপর।
কতেক রাখিল গিয়া পাতাল ভিতর ॥
পৃথিবীর রাজা যত মম নামে কাঁপে।
মম বংশজাত যেন তিন লোকে ব্যাপে
এতেক ভাবিয়া যজ্ঞ কৈল আরম্ভণ।
তুরঙ্গ রাখিতে দিল যতেক নন্দন ॥
বাপের আগেতে তারা করিল উত্তর।
ঘোড়া সহ যাব ষাটি হাজার সোদর ॥
পুত্রবাক্য শুনিয়া সগর বলে তায়।
আনিতে পারিলে ঘোড়া যজ্ঞ হবে সায় ॥
ইন্দ্রের সহিত মম হইল বিবাদ।
এই যজ্ঞে কত শত পড়িবে প্রমাদ ॥
যজ্ঞাশ্ব রাখিতে যায় সগর-নন্দন।
শুনিয়া হইল ইন্দ্র বড় ভীতমন ॥
বলেন বাসব, ব্রহ্মা, কোন্ বুদ্ধি করি।
বিরিঞ্চি বলেন, এবে চুরি কর হরি (১) ॥
দিনে দুই প্রহরে হইল নিশা প্রায় (২)।
ঘোড়া চুরি করি ইন্দ্র পাতালে পলায় (৩) ॥
তপস্যা করেন মুনি কপিল (৪) যেখানে।
ঘোড়া লয়ে রাখিল তাহার বিদ্যমানে ॥
যোগেতে(৫) আছেন মুনি কেহ নাহি কাছে।
ইন্দ্র ঘোড়া বান্ধিয়া গেলেন তার পাছে ॥
অন্ধকার বৃষ্টি সব ঘুচিল যখন।
ঘোড়া হারাইল বলে সগর-নন্দন ॥
চাহিয়া না পাইলেন পৃথিবীমণ্ডলে।
পৃথিবী খুঁজিয়া তারা চলে রসাতলে ॥
ভাই ষাটি হাজার কোদালী হাতে ধরে।
চারি ক্রোশ একেক কোদালী পরিসরে ॥
ক্রোধ করি যেই ধরে কোদালীর মুষ্টে।
এক চোটে ভেজায় পাতালে কুর্ম্মপৃষ্ঠে ॥
চারিদণ্ডে খুঁড়িলেক সে চারি সাগর।
সাগর খুঁড়িয়া গেল পাতাল ভিতর ॥
পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক্ তার মধ্যখানে।
ঘোড়া বান্ধা দেখিল তাহার বিদ্যমানে ॥
ডাকাডাকি করিয়া কহিল সব ভাই।
ঘোড়াচোরে দেখিতে পাইনু এই ঠাঁই ॥
মুনির গায়েতে মারে কোদালীর পাশি (৬)।
ধ্যান ভঙ্গ হইয়া চাহেন মহাঋষি ॥
ক্রোধেতে নয়ন-অগ্নি সরে রাশি রাশি।
পুড়ে ষাটি হাজার হইল ভস্মরাশি ॥
এককালে ক্ষয় হৈল সগর-নন্দন।
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ ॥

---

(১) হরি—ঘোড়া। (২) দিনে দুই প্রহরে হইল নিশাপ্রায়—চুরি করিবার সুবিধার জন্য দ্বিপ্রহর বেলা রাত্রির মত হইল। (৩) ঘোড়া চুরি করি ইন্দ্র পাতালে পলায়—মূলে লিখিত আছে :—যজ্ঞতস্তুস্ত তং যজ্ঞমুখ্যায় ধরণীতলাৎ। তমশ্বং যজ্ঞীয়ং নাগো জহারানন্তরূপবান্॥ আদিকাণ্ড, ৪১শ সর্গ। (৪) কপিল—মহর্ষি কর্দ্দমের ঔরসে দেবহুতির গর্ভজাত মুনি ; ইনি সাংখ্যদর্শন প্রণয়ন করেন ; (৫) যোগ—চিত্তকে ভগবানের চরণে সংযুক্ত করা। (৬) পাশি—কোদালীর যে অংশে বাঁট লাগানো হয়।

কপিল ঋষি কর্ত্তৃক সগরবংশ উদ্ধারের উপায় বর্ণনা।

এক বর্ষ না হইল যজ্ঞ অবশেষ।
তুরঙ্গ লইয়া পুত্র না আইল দেশ॥
অসমঞ্জ-পুত্র, নাম ধরে অংশুমান।
পুত্রের করিতে তত্ত্ব তাহারে পাঠান॥
রাজ-আজ্ঞা পাইয়া চড়িয়া নিজ রথে।
একে একে খুঁজে পৃথিবীতে নানা পথে॥
যে পথে প্রবেশ করে দেখে খান খান।
সেই পথ দিয়া তবে পাতালে সন্ধান॥
আগেতে দেখিল পূর্ব্বদিকের সাগর।
দেখে নীলবর্ণ হস্তী পরম সুন্দর॥
ধরিয়াছে পৃথিবী যে দশন-উপরে।
প্রণাম করিয়া তারে বলিল সত্বরে॥
হস্তী বলে, এই পথে যাহ অংশুমান।
ঘোড়াচোর নিকটেতে হৈও সাবধান॥
পূর্ব্ব হইতে চলিলেন উত্তর সাগর।
শ্বেতবর্ণ এক হস্তী দেখিল সুন্দর॥
অংশুমান্ তাহারে লাগিল সুধাইতে।
এ পথে সগর-পুত্রে দেখেছ যাইতে॥
শুনিয়া তাহার কথা লাগিল কহিতে।
পাইবেক ঘোড়া যাহ এই পদবীতে (১)॥
তথা যদি ঘোটক না মিলিল তখন।
পশ্চিম সাগরে গিয়া দিল দরশন॥
রক্তবর্ণ এক হস্তী দেখিল সুন্দর।
ধরিয়াছে মেদিনী (২) সে দশন উপর॥
সে সব হস্তীর শুন অপূর্ব্ব কথন।
মস্তক নাড়িলে হয় মেদিনী কম্পন॥
পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক তার মধ্যখানে।
ঘোড়া বান্ধা দেখিল কপিল বিদ্যমানে॥
দণ্ডবৎ হৈয়া তাঁরে লাগিল কহিতে।
এ পথে সগর-পুত্রে দেখেছ যাইতে॥
মহাঋষি কপিল যে বলিল তখন।
মম কোপানলে ভস্ম হৈল সর্ব্বজন॥
শুনিয়া ত অংশুমান জুড়িল স্তবন।
আমার জনম সেই বংশে তপোধন॥
অসমঞ্জ-পুত্র আমি সগরের নাতি।
তোমার মহিমা বলে কাহার শকতি॥
অংশুমান কহিলেন, শুন মহামতি।
কেমনে হইবে মোর বংশের সদগতি॥
ব্রাহ্মণের কোপ নাহি থাকে এক তিল।
প্রসন্ন হইয়া তারে কহেন কপিল॥
মর্ত্ত্যলোকে যদি বহে প্রবাহ গঙ্গার।
তবে যে তোমার বংশ হইবে উদ্ধার॥
বিনয়েতে অংশুমান কহে তাঁর প্রতি।
কোথায় জন্মিল গঙ্গা কোথায় বসতি॥
কোথা গেলে পাইব সে গঙ্গা-দরশন।
কহ মুনি শুনি সেই গঙ্গার জনম॥
গঙ্গার জন্মের কথা করেন প্রকাশ।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

গঙ্গার উৎপত্তি ও ভগীরথের জন্ম।

একদিন গোলোকে বসিয়া নারায়ণ।
পঞ্চ মুখে গান করে দেব ত্রিলোচন॥
শিঙ্গা বলে শ্রীরাম, ডম্বুরে বলে হরি।
পঞ্চমুখে স্তুতি গান ত্রিপুরের (৩) অরি॥

---

(১) পদবীতে—রাস্তায়। (২) মেদিনী—পৃথিবী ; ভগবান মধু ও কৈটভ নামক অসুরদ্বয়কে বধ করেন, তাহাদের মেদ হইতে জন্ম বলিয়া পৃথিবীর নাম মেদিনী। (৩) ত্রিপুর—অসুরবিশেষ।

লক্ষ্মীসহ বসিয়া আছেন মহাশয়।
শুনিয়া সে গান হইলেন দ্রবময় (১)॥
দ্রবরূপ হইলেন নিজে নারায়ণ।
পতিতপাবনী(২)-গঙ্গা তাহাতে জনম॥
সেই জল কমণ্ডলু পূরিয়া আদরে।
রাখিলেন তুলিয়া বিধাতা নিজ ঘরে॥
সেই গঙ্গা যদি পার আনিতে নৃপতি।
তবে সে সগর-বংশ পাইবে সদ্গতি॥
অংশুমান্ তোমারে দিলাম এই বর।
তব বংশ হেতু গঙ্গা হইবে গোচর॥
ঘোড়া লৈয়া অংশুমান্ অযোধ্যাতে যায়।
বিবরণ কহে আসি সগরের পায়॥
কপিলের স্থানে পাইলাম অশ্বধনে।
তাঁর কোপানলে পুড়িয়াছে সর্ব্বজনে॥
শুনিয়া সগর রাজা শোকাকুল মন।
পুত্রশোকে নিরবধি করেন ক্রন্দন॥
রাহুর দশায় জন্ম হইল যখন।
সে সবার আশা আমি ছেড়েছি তখন॥
অশুচি হইল, যজ্ঞ না হইল সায় (৩)।
কি মতে পাবেন মুক্তি ভাবেন উপায়॥
স্বর্গেতে আছেন গঙ্গা করি কি প্রকার।
তাহা বিনা কিসে হবে বংশের উদ্ধার॥
অংশুমানে রাজ্য রাজা করি সমর্পণ।
গঙ্গারে আনিতে রাজা করিল গমন॥
গঙ্গা না পাইয়া তার নিত্য বাড়ে শোক।
মরিয়া সগর রাজা গেল ব্রহ্মলোক (৪)॥
অংশুমান্ রাজ্য করে অযোধ্যানগরে।
তার পুত্র হইল দিলীপ নাম ধরে॥
পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল গঙ্গা আনিবারে।
তপ দশ হাজার বৎসর অনাহারে॥
গঙ্গা না পাইয়া গেল স্বর্গের উপর।
তাহারে দেখিয়া তুষ্ট দেব পুরন্দর॥
অপুত্রক রাজা দুঃখ ভাবেন অন্তরে।
দুই নারী থুয়ে গেল অযোধ্যানগরে॥
চলিল দিলীপ রাজা গঙ্গা-অনুসারে (৫)।
কঠোর তপস্যা করে থাকি অনাহারে॥
কভু জলাহার করে কভু অনাহার।
অযুত বৎসর সেবা করিল ব্রহ্মার॥
তথাপি না পায় গঙ্গা না হয় অশোক (৬)।
মরিয়া দিলীপ রাজা গেল ব্রহ্মলোক॥
অরাজক হৈল রাজ্য অযোধ্যানগর।
স্বর্গেতে চিন্তিত ব্রহ্মা আর পুরন্দর॥
শুনিয়াছি জন্মিবেন বিষ্ণু সূর্য্যকুলে।
কেমনে বাড়িবে বংশ নির্ম্মূল হইলে॥
ভাবিয়া সকল দেব যুক্তি করি মনে।
অযোধ্যাতে পাঠাইল প্রভু ত্রিলোচনে॥
দিলীপ-কামিনী দুই আছিলেন বাসে।
বৃষ আরোহণে শিব গেলেন সকাশে (৭)॥
দোঁহাকার প্রতি কহিলেন ত্রিপুরারি।
মম বরে পুত্রবতী হবে এক নারী॥
দুই নারী কহে শুনি শিবের বচন।
বিধবা আমরা, কিসে হইবে নন্দন॥
শঙ্কর বলেন, দুয়ে স্থির কর মতি।
মম বরে একের হইবে সুসন্ততি॥
এই বর দিয়া গেলা দেব ত্রিপুরারি।
স্নান করি গেল দুই দিলীপের নারী॥

(১) দ্রবময়—গলিত। (২) পতিতপাবনী পতিতের উদ্ধারকারিণী। (৩) সায়—সম্পূর্ণ, শেষ। (৪) ব্রহ্মলোক—ব্রহ্মার আবাসভূমি। (৫) গঙ্গা-অনুসারে—গঙ্গার উদ্দেশ্যে; গঙ্গা আনিবার জন্য। (৬) অশোক—সুস্থচিত্ত; শোকহীন। (৭) সকাশে নিকটে।

সম্প্রীতিতে আছিলেন সে দুই যুবতী।
কত দিনে এক জন হৈল গর্ভবতী ॥
দোঁহেতে জানিল যদি দোঁহার সন্দর্ভ (১)।
দোঁহার মিলন হেতু একের হৈল গর্ভ ॥
দশ মাস হৈল গর্ভ প্রসব সময়।
মাংসপিণ্ড মাত্র পুত্র হইল উদয় ॥
পুত্র কোলে করিয়া কান্দেন দুই জন।
হেন পুত্র বর কেন দিল ত্রিলোচন ॥
অস্থি নাহি মাংসপিণ্ড চলিতে না পারে।
দেখিয়া হাসিবে লোক সকল সংসারে ॥
কোলে করি নিল তাহা চুপড়ি ভিতরে।
ফেলিবারে নিয়া গেল সরযূর তীরে ॥
হেনকালে দেখিল বশিষ্ঠ তপোধন।
ধ্যানেতে জানিল তার সকল লক্ষণ ॥
মুনি বলে, থুয়ে যাও পথে শোয়াইয়া।
করুণা করিবে কেহ আতুর (২) দেখিয়া ॥
পুত্রে পথে শোয়াইয়া দোঁহে গেল ঘরে।
স্নান করিবারে অষ্টাবক্র (৩) মুনি সরে ॥
আট ঠাঁই বাঁকা মুনি গমনে কাতর।
বালক তেমনি করে পথের উপর ॥
একদৃষ্টে অষ্টাবক্র তার পানে চায়।
মনে ভাবে আমারে এ দেখিয়া ভ্যাঙচায় ॥
আমারে দেখিয়া যদি কর উপহাস।
মম অভিশাপে হবে শরীর-বিনাশ ॥
যদি তব দেহ হয় স্বভাবে (৪) এমন।
মম বরে হও তুমি মদনমোহন (৫) ॥
অষ্টাবক্র মুনি সেই বিষ্ণুর সমান।
যারে বর শাপ দেন কভু নহে আন ॥
অষ্টাবক্র মুনির মহিমা চমৎকার।
দাণ্ডাইল উঠিয়া সে রাজার কুমার ॥
ধ্যানে জানিলেন অষ্টাবক্র তপোধন।
বটে মহাপুরুষ এ দিলীপ-নন্দন ॥
উভয় রাণীকে ডাকি আনে মুনিবরে।
পুত্র দিল, হরষিত দোঁহে গেল ঘরে ॥
আসিয়া সকল মুনি করিল কল্যাণ।
আশীর্ব্বাদ করি দিল ভগীরথ নাম ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব মনোরম।
আদিকাণ্ডে গান ভগীরথের জনম ॥

ভগীরথ কর্ত্তৃক মর্ত্ত্যে গঙ্গা আনয়ন।

পাঁচ বৎসরের হৈল হাতে খড়ি দিল।
বশিষ্ঠের বাড়ী পড়িবারে পাঠাইল ॥
বালকে বালকে দ্বন্দ্ব (৬) যখন বাড়িল।
কু-কথা বলিয়া গালি এক শিশু দিল ॥
মনে ভগীরথ দুঃখী না দিল উত্তর।
বিষাদে আইল শিশু আপনার ঘর ॥
সর্ব্বদা অস্থির হয় সজল নয়ন।
শয়ন-মন্দিরে শিশু করিল শয়ন ॥
আকাশে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর ॥
মাতা বলে, পুত্র কেন না আইল ঘর ॥
ডম্বুর (৭) হারায়ে যেন ফুকারে (৮) বাঘিনী।
মুনি কাছে কান্দি যায় দিলীপ-কামিনী ॥

---

(১) সন্দর্ভ—রহস্য। (২) আতুর—কাতর। (৩) অষ্টাবক্র—কাহোড় মুনির ঔরসে উদ্দালকমুনির কন্যা সুজাতার গর্ভে ইঁহার জন্ম। মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে পিতার শাস্ত্রজ্ঞানের ভুল ধরেন। ইহাতে পিতার অভিশাপে তাঁহার দেহের অষ্টস্থান বক্র হয়। (৪) স্বভাব—প্রকৃতি। (৫) মদনমোহন—মদনকে মুগ্ধকারী; অতিরূপবান। (৬) দ্বন্দ্ব—ঝগড়া। (৭) ডম্বুর—বাঘের বাচ্চা। (৮) ফুকারে—চীৎকার করে।

বশিষ্ঠ বলেন, মাতা না কর ক্রন্দন।
রোষের মন্দিরে (১) পুত্রে পাবে দরশন॥
আসি রাণী ভগীরথে কোলে করি নিল।
নেতের আঁচলে তার মুখ মুছাইল॥
বলিতে লাগিল ভগীরথের জননী।
কোন্ দুঃখে দুঃখী তুমি কহ যাদুমণি॥
কারে বাড়াইব কারে করিব কাঙ্গাল।
বন্দী মুক্ত করি যদি থাকে বন্দীশাল (২)।
কোন্ রোগে রোগী তুমি আমি ত না জানি।
এইক্ষণে করি সুস্থ শত বৈদ্য আনি॥
ভগীরথ বলে, মাতা করি নিবেদন।
রোগ দুঃখ নহে, আজি পাই অপমান॥
বিবাদ বাধিল এক বালকের সনে।
কু-কথা বলিয়া গালি দিল সে ব্রাহ্মণে॥
কোন্ বংশজাত আমি কাহার নন্দন।
ইহার বৃত্তান্ত মাতা কহ বিবরণ॥
পুত্রের হইলে দুঃখ মায়ে লাগে ব্যথা।
পুত্রে সম্বোধিয়া মাতা কহে সত্য কথা॥
সগরের ছিল ষাটি হাজার তনয়।
কপিল মুনির শাপে হৈল ভস্মময়॥
স্বর্গ হৈতে গঙ্গা যদি আইসেন ক্ষিতি।
তবে সে সগর-বংশ পাইবে নিষ্কৃতি॥
ক্রমে তিন পুরুষ করিল আরাধন।
তবু গঙ্গা আনিতে নারিল কোন জন॥
দিলীপ তোমার পিতা গেল স্বর্গপুরে।
পাইলাম তোমা পুত্র মহেশের বরে॥
মুনিগণ দিল তোর ভগীরথ নাম।
সূর্য্য-বংশে জন্ম তব অযোধ্যা-বিশ্রাম (৩)॥

শুনিয়া মায়ের কথা ভগীরথ হাসে।
হাসিয়া কহিল কথা জননীর পাশে॥
সূর্য্যবংশে ভূপতিরা নির্ব্বোধের প্রায়।
অল্পশ্রমে গঙ্গাদেবী কে কোথায় পায়॥
যদি আমি ধরি ভগীরথ-অভিধান (৪)।
গঙ্গা আনি করিব সগরবংশ-ত্রাণ॥
কান্দিয়া কহিছে ভগীরথের জননী।
তপস্যায় এক্ষণে না যাহ বংশমণি (৫)॥
মায়ের বচনে ভগীরথ না রহিল।
বশিষ্ঠের স্থানে মন্ত্রদীক্ষা (৬) সে লইল॥
যাত্রাকালে করে রাজা মায়েরে স্মরণ।
দক্ষিণ নয়ন তার করিছে স্পন্দন॥
মায়ের চরণে আসি করিয়া প্রণতি।
প্রথমে সেবিতে গেল দেব সুরপতি॥
অনাহারে ইন্দ্রমন্ত্র জপে নিরন্তর।
ইন্দ্রসেবা করে সাত হাজার বৎসর॥
মন্ত্রবশ দেবতা রহিতে নারে ঘর।
আইলেন বাসব তাহারে দিতে বর॥
কোন্ বংশে জন্ম তব কাহার তনয়।
বর মাগি লহ যে অভীষ্ট তব হয়॥
প্রণাম করিয়া ইন্দ্রে বলিল বচন।
সূর্য্যবংশ-জাত আমি দিলীপ-নন্দন॥
সগরের ছিল ষাটি সহস্র তনয়।
কপিল মুনির শাপে হৈল ভস্মময়॥
স্বর্গেতে আছেন গঙ্গা, দেহ সুরপতি।
তাহাতে বংশের মম হইবে সদ্গতি॥
ইন্দ্র বলে, শুন বলি দিলীপকুমার।
আমা হৈতে দরশন না পাবে গঙ্গার॥

(১) রোষের মন্দির—গোঁসা-ঘর; রাগ করিয়া থাকার ঘর। (২) বন্দিশাল—কয়েদী থাকিবার ঘর। (৩) অযোধ্যা-বিশ্রাম—অযোধ্যায় বাসস্থান। (৪) অভিধান—নাম। (৫) বংশমণি—বংশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। (৬) মন্ত্রদীক্ষা—মন্ত্রের উপদেশ।

গঙ্গাকে আনিবা যদি আমি দেই বর।
একভাবে ভজ গিয়া দেব মহেশ্বর॥
গঙ্গারে আনিলে মুক্ত হইবে পাষণ্ডে।
গুহা মুক্ত করি আমি দিব সেই দণ্ডে॥
ইন্দ্রের চরণে রাজা করিয়া প্রণতি।
কৈলাসে সেবিতে গেল দেব পশুপতি॥
ওকড়া (১) ধুতুরা যে আকন্দ বিল্বপাত।
ইহাতেই তুষ্ট হন ত্রিদশের (২) নাথ॥
কভু অনাহার করে কভু নীরাহার।
দৃঢ় তপ করে দশ হাজার বৎসর॥
মহেশ বলেন, শুন রাজার নন্দন।
অনাহারে এ তপস্যা কর কি কারণ॥
গঙ্গারে আনিবা তুমি আমি দিব বর।
একভাবে সেব গিয়া দেব গদাধর॥
শিবের চরণে পুনঃ করিয়া প্রণতি।
গোলোকে চলিয়া গেল যথা লক্ষ্মীপতি॥
একদিন ভগীরথ কোটী মন্ত্র জপে।
গ্রীষ্মকালে তপ করে রৌদ্রের আতপে॥
শীত চারি মাস থাকে জলের ভিতর।
করিল এমত তপ চল্লিশ বৎসর॥
মন্ত্রবশ দেবতা রহিতে ঘরে নারে।
বর দিতে আসিয়া কহেন হরি তারে॥
তপস্যাতে তোমার, আমার চমৎকার।
মাগ ইষ্ট বর দিব রাজার কুমার॥
ভগীরথ বলে, প্রভু করি নিবেদন।
সগরের ছিল ষাটি হাজার নন্দন॥
কপিলের শাপেতে হইল ভস্মময়।
গঙ্গারে পাইলে তারা মুক্তিপদ পায়॥
কহিলেন সহাস্য বদনে চক্রপাণি (৩)।
গঙ্গার মহিমা বাপু আমি কিবা জানি॥
ভগীরথ বলে, গঙ্গা নাহি দিবা দান।
তব পাদপদ্মেতে ত্যজিব আমি প্রাণ॥
শুনিয়া, তাহারে হরি করেন আশ্বাস।
ব্রহ্মলোকে আছে গঙ্গা চল তাঁর পাশ॥
ছিল ব্রহ্মলোকেতে সামান্য যত জল।
মায়া করি হরিলেন হরি সে সকল॥
ব্রহ্মার সদনে প্রভু দিলেন দর্শন।
সম্ভ্রমে উঠিয়া ব্রহ্মা দিলেন আসন॥
পাদ্য দিতে যান ব্রহ্মা ঘরে নাহি জল।
জলহীন পাত্র মাত্র আছে অবিকল॥
কমণ্ডলু মধ্যে গঙ্গা পড়ে তাঁর মনে।
আস্তে ব্যস্তে গিয়া ব্রহ্মা আনেন যতনে॥
গঙ্গাজলে বিষ্ণুপদ করেন ক্ষালন।
অঙ্ঘ্রিজা (৪) বলিয়া নাম এই সে কারণ॥
ভগীরথ রাজারে বলেন চিন্তামণি (৫)।
এই গঙ্গা লয়ে যাও পতিতপাবনী॥
ব্রহ্মহত্যা গোহত্যা প্রভৃতি পাপ করে।
কুশাগ্রে পরশে যদি সব পাপে তরে॥
স্নানেতে কতেক পুণ্য বলিতে না পারি।
বংশের উদ্ধার কর লৈয়া গঙ্গাবারি॥
শ্রীহরি বলেন, গঙ্গা, করহ প্রস্থান।
অবিলম্বে মুক্ত কর সগর-সন্তান॥

---

(১) ওকড়া—সূক্ষ্ম কণ্টকময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একরকম ফল। (২) ত্রিদশ—দেবতা, যাঁহারা জীবের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিন প্রকার দুঃখ বা বিপদ নাশ করেন; অথবা, যাঁহাদের যৌবন অবস্থা পর্য্যন্ত আছে—বার্দ্ধক্য অবস্থা নাই। (৩) চক্রপাণি—চক্র (সুদর্শন চক্র) পাণিতে (হাতে) আছে বলিয়া ভগবানের নাম চক্রপাণি। (৪) অঙ্ঘ্রিজা—ভগবানের অঙ্ঘ্রি (চরণ) হইতে উৎপন্ন বলিয়া গঙ্গার নাম অঙ্ঘ্রিজা। (৫) চিন্তামণি—বিষ্ণু।

এত যদি কহিলেন প্রভু জগন্নাথ।
কান্দিয়া কহেন গঙ্গা প্রভুর সাক্ষাৎ ॥
পৃথিবীতে কত শত আছে পাপিগণ।
আমাতে আসিয়া পাপ করিবে অর্পণ ॥
হইয়া তাহারা মুক্ত যাবে স্বর্গবাসে।
আমি মুক্ত হব প্রভু কাহার পরশে ॥
শ্রীহরি বলেন, যত বৈষ্ণব (১) জগতে।
তাহারা আসিয়া স্নান করিবে তোমাতে ॥
বৈষ্ণবের সঙ্গতি (২) বাসনা করি আমি।
বৈষ্ণবের সঙ্গতি পবিত্র হবে তুমি ॥
গঙ্গাকে কহিয়া এই বাক্য জগৎপতি।
শঙ্খ দিয়া বলিলেন ভগীরথ প্রতি ॥
আগে আগে যাহ তুমি শঙ্খ বাজাইয়া।
পশ্চাতে যাবেন গঙ্গা তোমাকে দেখিয়া ॥
বিরিঞ্চি বলেন, রাজা, তুমি পুণ্যবান।
তোমা হৈতে তিন লোক পাবে পরিত্রাণ ॥
ভগীরথ আমার এ রথ তুমি লহ।
এই রথে চড়িয়া আগেতে তুমি যাহ ॥
রথে চড়ি যায় আগে শঙ্খ বাজাইয়া।
চলিলেন গঙ্গা তার পাছু গোড়াইয়া (৩) ॥
স্বর্গবাসী আসি করে গঙ্গাজলে স্নান।
দেয় ভগীরথের মাথায় দূর্ব্বাধান ॥
আদিকাণ্ড কৃত্তিবাস করিল বাখান (৪)।
স্বর্গে গঙ্গা মন্দাকিনী (৫) হইল আখ্যান (৬) ॥

———

সুমেরু শৃঙ্গ হইতে গঙ্গার মর্ত্ত্যে আগমন।

ব্রহ্মলোক হৈতে গঙ্গা আনে ভগীরথ।
আসিয়া মিলেন গঙ্গা সুমেরু (৭) পর্ব্বত ॥
সুমেরুর চূড়া ষাটি সহস্র যোজন।
বত্রিশ সহস্র তার গোড়ার পত্তন ॥
এই আদি কহিলাম এই তার মূল।
সুমেরু পর্ব্বত যেন ধুতুরার ফুল ॥
তাঁর মধ্যে আছে এক দারুণ গহ্বর।
তাহাতে ভ্রমেণ গঙ্গা দ্বাদশ বৎসর ॥
না পায় গঙ্গার দেখা নাহি কোন পথ।
জোড়হাতে স্তুতি করে রাজা ভগীরথ ॥
সুমেরুতে হইল তোমার অবতার।
না করিলে গঙ্গা মম বংশের উদ্ধার ॥
বলিলেন গঙ্গা, শুন বাছা ভগীরথ।
কোন দিকে যাব আমি নাহি পাই পথ ॥
ঐরাবত হস্তী যদি আনিবারে পার।
তবে ত পর্ব্বত হতে পাইব নিস্তার ॥
ঐরাবত পর্ব্বত চিরিয়া দেয় দাঁতে।
তবে ত বাহির হই আমি সেই পথে ॥
গঙ্গার চরণে রাজা করিয়া প্রণতি।
আরবার গেল যথা দেব সুরপতি ॥
প্রণাম করিয়া বন্দে জোড় করি হাত।
কহিতে লাগিল কথা ইন্দ্রের সাক্ষাৎ ॥
ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়া কোনমতে।
পড়িয়া আছেন গঙ্গা সুমেরু পর্ব্বতে ॥
ঐরাবত পর্ব্বত চিরিয়া দেয় দাঁতে।
তবে যে বাহির হন গঙ্গা সেই পথে ॥

(১) বৈষ্ণব—বিষ্ণুভক্ত। (২) সঙ্গতি মিলন ; সংস্পর্শ। (৩) গোড়াইয়া—অনুগমন করিয়া ; পিছনে পিছনে গিয়া। (৪) বাখান বর্ণনা। (৫) মন্দাকিনী—স্বর্গ-গঙ্গা। (৬) আখ্যান—নাম। (৭) সুমেরু—স্বর্ণগিরি ; পুরাণমতে এই পর্ব্বতে বিশ্বদেব বসু ও মরুদ্‌গণ সন্ধ্যাকালে সূর্য্যের উপাসনা করেন। তৎপরে সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করেন। ইহার শিখরদেশে জ্যোতির্ম্ময় বরুণালয় অবস্থিত।

শুনিয়া চলিল ইন্দ্র চাপি ঐরাবতে।
আসিয়া মিলিল সেই সুমেরু পর্ব্বতে ॥
হইল যে গর্ব্ব ঐরাবতের অন্তরে।
আমার সংবাদ নিয়া কহ ত গঙ্গারে ॥
মম ঘরে গঙ্গা যদি করয়ে বসতি।
তবে ত পর্ব্বত হৈতে করি অব্যাহতি ॥
যখন কহিল ঐরাবত এই কথা।
মলিন করিল মুণ্ড হেট করি মাথা ॥
মুখে নাহি বাক্য সরে চক্ষে বহে জল।
হিয়া দুরদুরু করে অত্যন্ত বিকল ॥
দশা দেখি দয়াময়ী জিজ্ঞাসেন তায়।
কি হেতু এমন দশা ঘটিল তোমায় ॥
আনিতে নারিলে বাছা হস্তী ঐরাবত।
কোন্ দুঃখে কান্দ বাপু আমাকে কহত ॥
ভগীরথ বলে, মাতা করি নিবেদন।
সুরমণি মনোবাঞ্ছা করিল পূরণ ॥
ঐরাবত যে কহিল আমার গোচরে।
পুত্র হয়ে জননীকে বলিব কি করে ॥
জাহ্নবী বলেন, তার বুঝিলাম তত্ত্ব (১)।
রাজভোগে ঐরাবত হইয়াছে মত্ত ॥
যদ্যপি আড়াই ঢেউ সহিতে সে পারে।
তার ঘরে চিরদিন রব বল তারে ॥
এই কথা ভগীরথ কহে হস্তিবরে।
শুনিয়া গঙ্গার কথা আপনা পাসরে ॥
চারিখান করিয়া পর্ব্বত চিরে দাঁতে।
চারি ধারা হৈল গঙ্গা সুমেরু পর্ব্বতে ॥
বসু, ভদ্রা, শ্বেতা ও অলকানন্দা আর।
পড়িলেন পর্ব্বত হইতে চারিধার ॥
বসু নামে গঙ্গা হন পূর্ব্বের সাগরে।
ভদ্রা নামে সুরধুনী (২) চলিল উত্তরে ॥
শ্বেতা নামে চলিলেন পশ্চিম সাগরে।
গেলেন অলকানন্দা পৃথিবী উপরে ॥
এক ঢেউ মারিলেন ঐরাবত'পরে।
নাকে মুখে জল গেল হাসফাস করে ॥
আর ঢেউ মারিলেন প্রায় গতপ্রাণ।
হস্তী বলে, গঙ্গামাতা কর পরিত্রাণ ॥
মা বলিয়া হস্তী যদি দাঁতে খড় করে (৩)।
আর ঢেউ রাখিলেন পর্ব্বত উপরে ॥
পলাইল ঐরাবত পাইয়া তরাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

মহাদেব কর্ত্তৃক গঙ্গার বেগ ধারণ।

ভগীরথ তথা হ'তে আসে গঙ্গা নিয়া।
কৈলাস পর্ব্বতে গঙ্গা মিলিলা আসিয়া ॥
কৈলাস হইতে পড়ে পৃথিবী উপরে।
তার ভরে বসুমতী টলমল করে ॥
বেগবতী হয়ে গঙ্গা চলে রসাতলে (৪)।
জোড়হাতে দাঁড়াইয়া ভগীরথ বলে ॥
পাতালেতে হইল তোমার আগুসার (৫)।
হইবে কেমনে মম বংশের উদ্ধার ॥
গঙ্গা বলিলেন, বাপু শুনহ বচন।
ধরিত্রী (৬) সহিতে বেগ নারিবে কখন ॥
শিব যদি আসিয়া ধরেন জলধার।
তবে পারি ক্ষিতিতে করিতে অবতার।

---

(১) তত্ত্ব—সংবাদ। (২) সুরধুনী—সুর (দেবতার) ধুনী (নদী) গঙ্গা। (৩) দাঁতে খড় করে—হার মানার চিহ্ন। (৪) রসাতলে—পাতালে। (৫) আগুসার—অগ্রগামী (৬) ধরিত্রী—পৃথিবী।

গঙ্গার চরণে পুনঃ করিয়া প্রণতি।
আর বার গেল যথা দেব পশুপতি ॥
এক বর্ষ করিল শিবের আরাধন।
মহেশ বলেন, পুনঃ এলে কি কারণ ॥
ভগীরথ বলে, গঙ্গা দিলা নারায়ণ।
পৃথিবী ধরিতে বেগ না পারে কখন ॥
তুমি যদি আসি শিরে ধর জলাধার।
পৃথিবীতে হয় তবে গঙ্গা-অবতার (১) ॥
গৌরীর সহিত তবে নাচে ত্রিলোচন।
তোমা হৈতে পাব আজি গঙ্গা দরশন ॥
পাতিলেন সগৌরবে শিব পঞ্চশিরে।
পড়িলেন পতিতপাবনী শম্ভু-শিরে ॥
শিবের মাথায় জটা বড় ভয়ঙ্কর।
বেড়ান জটার মধ্যে দ্বাদশ বৎসর ॥
ভগীরথ বলেন, মা, এ কি ব্যবহার।
কেমনে হইবে মম বংশের উদ্ধার ॥
গঙ্গা বলিলেন, বাপু, শুন ভগীরথ।
জটা হৈতে বাহিরিতে নাহি পাই পথ ॥
ভোলানাথ বলিয়া ডাকেন জোড়হাত।
ধ্যান ভঙ্গ হইল চাহেন বিশ্বনাথ ॥
মহেশ চিরিয়া জটা দিলেন গঙ্গারে।
সেইখানে তীর্থ যে হইল হরিদ্বারে ॥
যেবা নর স্নান-দান করে হরিদ্বারে।
তার পুণ্য-সীমা ব্রহ্মা বলিতে না পারে ॥
এক ধারা গেল গঙ্গা পাতালমণ্ডলে।
ভোগবতী বলে নাম হৈল রসাতলে ॥
পশ্চাতে চলেন গঙ্গা ভগীরথ আগে।
মিলিলেন আসি গঙ্গা ত্রিবেণীর (২) ভাগে ॥
সরস্বতী গঙ্গা আর যমুনার পানী।
এই তিন ধারা বহে নামেতে ত্রিবেণী ॥
মকরে (৩) প্রয়াগে যেবা নর স্নান করে।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয়, যায় স্বর্গপুরে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
আদিকাণ্ডে গাহিলেন গঙ্গাবতরণ ॥

বারাণসী মাহাত্ম্য।

আগে যায় ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া।
বারাণসীপুরে গঙ্গা উত্তরিল গিয়া ॥
মন দিয়া শুন বারাণসীর আখ্যান।
বারাণসী তীর্থ যাহে হইল নির্ম্মাণ ॥
এক কালে কাটিলেন হর দ্বিজ-মাথা।
ব্রহ্মহত্যা পাপ তাঁর না হয় অন্যথা ॥
ব্রহ্মহত্যা চাপিলেক গিরিশের কান্ধে।
কার্ত্তিক গণেশ আর কাত্যায়নী (৪) কান্দে ॥
গৌরী কন, কেন বা কাটিলা বিপ্র-মাথা।
ব্রহ্মবধ হইল কে করিবে অন্যথা ॥
শুনিয়া গৌরীর কথা শিব হাসি ভাষে।
পৃথিবীতে গেল গঙ্গা কত পাপ নাশে ॥
বৃষভে চাপিলা তবে শঙ্করী শঙ্কর।
দাণ্ডাইল সুরধুনী-তীরেতে সত্বর ॥
কুশাগ্রে করিয়া হর কৈল পরশন।
ব্রহ্মহত্যা পাপ তাঁর হইল মোচন ॥
ধূর্জ্জটি বলেন, দেখ গঙ্গার পরীক্ষা।
পঞ্চক্রোশ যুড়ি হর দেন গণ্ডী-রেখা ॥
সেই পঞ্চক্রোশ তীর্থ নাম বারাণসী।
তাহাতে ছাড়িলে তনু শিবলোকে বসি ॥
এক রাত্রি গঙ্গা তথা করি অবস্থান।
করিলেন ভগীরথ সহিতে প্রস্থান ॥

---

(১) গঙ্গা-অবতার—গঙ্গার আবির্ভাব। (২) ত্রিবেণী—প্রয়াগ। গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর মিলন-স্থান। (৩) মকর—মাঘ মাস। (৪) কাত্যায়নী—সর্ব্বাগ্রে কাত্যায়ন মুনি কর্ত্তৃক পূজিত বলিয়া এই নাম।

আগে যায় ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া—২৮ পৃঃ

পারিজাত হইল যখন পরশন।
ইন্দুমতী ছাড়িলেন তখনি জীবন ॥—৩৯ পৃঃ

বারাণসী-মাহাত্ম্য যে হইল প্রকাশ।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

জহ্নু-ভগীরথ সংবাদ।

আগে যায় ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া।
জহ্নুর নিকটে গঙ্গা মিলিল আসিয়া ॥
পাতায় লতায় কত জহ্নু মুনির ঘর।
গঙ্গাস্রোতে ভেসে যায় দেখিতে দুষ্কর ॥
চক্ষু মেলিলেন মুনি, ভাঙ্গিলেক ধ্যান।
গণ্ডূষ করিয়া সব জল করে পান ॥
কত দূরে গিয়া ভগীরথ ফিরে চায়।
কোথা গেল গঙ্গাদেবী দেখিতে না পায় ॥
অকস্মাৎ গঙ্গাদেবী নিল কোন্ জনে।
দেখে মুনি বটতলে বসিয়াছে ধ্যানে ॥
জহ্নুরে জিজ্ঞাসে ভগীরথ বিনয়েতে।
অকস্মাৎ গঙ্গা মোর কেবা নিল পথে ॥
মুনি বলিলেন, শুন রাজা ভগীরথ।
গঙ্গারে আনিতে তব নাহি ছিল পথ ॥
মম ঘর ভাঙ্গে গঙ্গা কেমন মহৎ (১)।
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া কহ ভগীরথ ॥
আন গিয়া ব্রহ্মা মম করিতে কি পারে।
গণ্ডূষ করিয়া গঙ্গা রেখেছি উদরে ॥
মুনির বচন শুনি লাগিল তরাস।
মনোদুঃখে ভগীরথ হইল হতাশ ॥
জোড়হাতে ভগীরথ করেন স্তবন।
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি ত্রিলোচন ॥
তোমার মহিমা গুণ জানে কোন্ জন।
মনুষ্য শরীরে তব কি জানি স্তবন ॥
সগর রাজার ষাটি হাজার তনয়।
কপিলের শাপেতে হইল ভস্মময় ॥
তোমার উদরেতে গঙ্গার অবতার।
আমার বংশের কিসে হইবে উদ্ধার ॥
ব্রাহ্মণের কোপ নাহি থাকয়ে কখন।
কৃপাতে বলেন তারে জহ্নু তপোধন ॥
মুখ হৈতে বাহির করিলে গঙ্গাজল।
উচ্ছিষ্ট বলিয়া তারে ঘুষিবে সকল ॥
চিরিল দক্ষিণ জানু সেইক্ষণে মুনি।
জানু দিয়া বাহির হইল সুরধুনী ॥
ছিলেন কিঞ্চিৎকাল জহ্নুর উদরে।
জাহ্নবী বলিয়া নাম হইল সংসারে ॥
শাপভ্রষ্ট যেইখানে গঙ্গামাতা শুনি।
সেইখানে হৈয়া যান উত্তরবাহিনী ॥
শুনি কথা ভগীরথ-হৃদয়ে উল্লাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

কাণ্ডার মুনির মুক্তিলাভ।

কাণ্ডার নামেতে মুনি ছিল এক জন।
তার তুল্য পাপী নহে এ তিন ভুবন ॥
জন্মাবধি সেই মুনি অসৎ সঙ্গ করে।
অসতের বশ, রহে অসতের ঘরে ॥
কাষ্ঠ কাটিবারে গিয়াছিল সে কানন।
ব্যাঘ্রেতে ধরিয়া তার বধিল জীবন ॥
যমদূত আসি তবে করিয়া বন্ধন।
লইয়া চলিল তারে যমের ভবন ॥
ব্যাঘ্রেতে সকল মাংস গেল ত খাইয়া।
বনের মধ্যেতে অস্থি রহিল পড়িয়া ॥
কাকেতে লইয়া যায় গঙ্গা মধ্য দিয়া।
হেনকালে সঞ্চান (২) সে কাকেরে দেখিয়া ॥
মহাবেগে যায় পক্ষী কাকে খেদাড়িয়া (৩)।
গঙ্গা দিয়া যায় কাক ভয়ে পলাইয়া ॥

---

(১) মহৎ—এখানে দয়াময়। (২) সঞ্চান—শ্যেন পাখী; বাজ পাখী। (৩) খেদাড়িয়া তাড়াইয়া।

দুই জনে তারা তথা জড়াজড়ি করে।
দৈবযোগে সেই অস্থি পড়ে গঙ্গানীরে ॥
যখন করিল অস্থি গঙ্গা-পরশন।
চতুর্ভুজ হইয়া সে চলিল ব্রাহ্মণ ॥
হেনকালে নারায়ণ বৈকুণ্ঠে থাকিয়া।
কাড়িয়া নিলেন যমদূতেরে মারিয়া ॥
কান্দিতে কান্দিতে সব যমের কিঙ্কর (১)।
জিজ্ঞাসা করিতে গেল যমের গোচর ॥
বিষয় ছাড়িনু প্রভু আর নাহি কাজ।
যমরাজ, আজি বড় পাইলাম লাজ ॥
কাণ্ডার নামেতে পাপী ত্রিভুবনে জানে।
তাহারে বৈকুণ্ঠে হরি নিলেন কি গুণে ॥
শুনিয়া দূতের কথা যমরাজ রোষে।
জিজ্ঞাসা করিতে গেল শ্রীহরির পাশে ॥
পাপীর উপরে হয় মোর অধিকার।
আজি কেন হৈল তবে ঘোর অবিচার ॥
কাণ্ডার ব্রাহ্মণ পাপী ত্রিভুবনে জানে।
তাহারে বৈকুণ্ঠে আনিলেন কোন্ গুণে ॥
শুনিয়া যমের কথা হরি হাসি কয়।
গঙ্গা যথা, তথা কভু পাপ নাহি রয় ॥
গঙ্গার মহিমা কত কি বলিতে জানি।
মন দিয়া শুন তবে কহি দণ্ডপাণি (২) ॥
যত দূরে যাইবেক গঙ্গার বাতাস।
আমার দোহাই, যদি যাও তার পাশ ॥
পুড়ে মরে, অস্থি লৈয়া ফেলে গঙ্গানীরে।
চতুর্ভুজ হইয়া আসিবে স্বর্গপুরে ॥
গঙ্গাতীরে থাকি গঙ্গাজল করে পান।
সে শরীর জান তুমি আমার সমান ॥
নিষেধ করহ গিয়া যত দূতগণে।
আমার দোহাই, যদি যাও সেই স্থানে ॥
শুনিয়া প্রভুর কথা শমনের ত্রাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

সগর-বংশ উদ্ধার।

কাণ্ডারের প্রতি গঙ্গা মুক্তিপদ (৩) দিয়া।
গৌড়ের নিকটে গঙ্গা মিলিলা আসিয়া ॥
পদ্ম নামে এক মুনি পূর্ব্বমুখে যায়।
গঙ্গার একটি ধারা তার পিছে ধায় ॥
জোড়হাত করিয়া বলেন ভগীরথ।
পূর্ব্বদিক্ যাইতে আমার নাহি পথ ॥
পদ্ম মুনি লয়ে গেল নাম পদ্মাবতী।
ভগীরথ সঙ্গেতে চলিল ভাগীরথী ॥
শাপবাণী সুরধুনী দিলেন পদ্মারে।
মুক্তিপদ যেন নাহি হয় তব নীরে ॥
একবার গেল গঙ্গা ভৈরববাহিনী (৪)।
আরবার ফিরিলেন সাগরগামিনী ॥
অজয় গঙ্গার জল হইল দর্শন।
শঙ্খধ্বনি করেন যতেক দেবগণ ॥
শঙ্খধ্বনি ঘাটে যেবা নর স্নান করে।
অযুত বৎসর সেই থাকে স্বর্গপুরে ॥
নিমেষেতে (৫) আইলেন নাম ইন্দ্রেশ্বর।
গঙ্গা লয়ে ভগীরথ চলিল সত্বর ॥
গঙ্গাজলে যথা ইন্দ্র করিলেন স্নান।
ইন্দ্রেশ্বর বলি নাম হইল সে স্থান ॥
ইন্দ্রেশ্বর ঘাটে যেবা নর স্নান করে।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয়ে যায় স্বর্গপুরে ॥

---

(১) কিঙ্কর—ভৃত্য। (২) দণ্ডপাণি—যম। (৩) মুক্তিপদ—মোক্ষ। (৪) ভৈরববাহিনী—ভৈরব (ঈশান) কোণগামিনী। (৫) নিমেষ—চক্ষুর পলকপাতে যে সময় লাগে।

চলিলেন গঙ্গা মাতা করি বড় ত্বরা।
মেড়াতলা নাম স্থানে যায় সরিদ্বরা (১) ॥
মেড়ায় চড়িয়া বৃদ্ধ আইল ব্রাহ্মণ।
মেড়াতলা বলি নাম এই সে কারণ ॥
গঙ্গারে লইয়া যান আনন্দিত হৈয়া।
আসিয়া মিলিল গঙ্গা তীর্থ যে নদীয়া ॥
সপ্তদ্বীপ মধ্যে সার নবদ্বীপ গ্রাম।
এক রাত্রি গঙ্গা তথা করিলা বিশ্রাম ॥
রথে চড়ি ভগীরথ হন আগুয়ান (২)।
আসিয়া মিলিলা গঙ্গা সপ্তগ্রাম স্থান ॥
সপ্তগ্রাম তীর্থ জান প্রয়াগ সমান।
সেখান হইতে গঙ্গা করেন প্রয়াণ ॥
আকনা মাহেশ গঙ্গা দক্ষিণ করিয়া।
বিহরোদের (৩) ঘাটে গঙ্গা উত্তরিল গিয়া ॥
গঙ্গা বলিলেন, বাপ্ শুন ভগীরথ।
কতদূরে তোমার দেশের আছে পথ ॥
ভ্রমিতেছি এত বন তোমার সংহতি।
কোথা আছে ভস্মময় সগর-সন্ততি ॥
ভগীরথ বলেন, মা, এই পড়ে মনে।
পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিক্ তার মধ্যস্থানে ॥
যেইখানে আছিল কপিল মহামুনি।
সেইখানে মম বংশ মাতৃমুখে শুনি ॥
এই কথা যেখানে গঙ্গারে রাজা বলে।
হইলেন শতমুখী (৪) গঙ্গা সেই স্থলে ॥
আছিল সগর-বংশ ভস্মরাশি হৈয়া।
বৈকুণ্ঠে চলিল সবে গঙ্গাজল পাইয়া ॥
হস্ত তুলি গঙ্গা ভগীরথেরে দেখান।
ওই তব বংশ দেখ স্বর্গবাসে যান ॥
একজন রহিল জলের অধিকারী।
আর সব চতুর্ভুজে গেল স্বর্গপুরী ॥
বংশ-মুক্তি হইল দেখিয়া ভগীরথে।
গঙ্গারে প্রণাম করি লাগিল নাচিতে ॥
গঙ্গা বলে, দেশে যাও রাজার নন্দন।
সাগরের সঙ্গে আমি করিগে মিলন ॥
মহাতীর্থ হইল সে সাগর-সঙ্গম (৫)।
তাহাতে যতেক পুণ্য কে করে সে ক্রম (৬) ॥
গঙ্গাসাগরে যে নর স্নান-দান করে।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয়ে যায় স্বর্গপুরে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব মহৎ।
গঙ্গা আনি লোক মুক্ত কৈল ভগীরথ ॥

গঙ্গার মাহাত্ম্য-বর্ণনা।

জননী জাহ্নবী দেবী, আইলেন এই ভুবি(৭),
হরিতে ধরার পাপভার।
সুর-নর-নিস্তারিণী, পাপ-তাপ-নিবারিণী,
কলিযুগে হন অবতার ॥
ধন্য ধন্য বসুমতী, যাহাতে গঙ্গার স্থিতি,
ধন্য ধন্য ধন্য কলিযুগে।
শতেক যোজনে থাকে, গঙ্গা গঙ্গা বলি ডাকে,
শুনে যমে চমৎকার লাগে ॥
পক্ষিগণ থাকে যত, তাহা বা কহিব কত,
করে সদা গঙ্গাজল পান।
দূরে রাজচক্রবর্ত্তী, যার আছে কোটী হস্তী,
সেহ নহে পক্ষীর সমান ॥

---

(১) সরিদ্বরা—খুব বড় নদী; গঙ্গা। (২) আগুয়ান—অগ্রসর। (৩) বিহরোদের—বোধ হয় গঙ্গা-তীরস্থ ব্যাতোড় নামক স্থান। (৪) শতমুখী শতধারায় প্রবাহিনী। (৫) সাগর-সঙ্গম—গঙ্গা যেখানে সাগরের সহিত মিলিয়াছে; অত্যন্ত পুণ্যজনক স্থান। শাস্ত্র-বাক্য এই যে, গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে স্নান করিলে অক্ষয় মোক্ষ লাভ হয়। (৬) ক্রম - হিসাব। (৭) ভুবি - পৃথিবীতে।

গয়াক্ষেত্র বারাণসী, দ্বারকা মথুরা কাশী,
গিরিরাজ-গুহা যে মন্দর।
এ সব যতেক তীর্থ, বিষ্ণুর সম মহত্ত্ব,
সর্ব্বতীর্থ গঙ্গাদেবী সার ॥

সৌদাস রাজার উপাখ্যান।

গঙ্গা হেতু গেল ষাটি হাজার বৎসর।
পুনর্ব্বার গেল রাজা অযোধ্যানগর ॥
রাজা হৈয়া করিলেন প্রজার পালন।
হইল সৌদাস নামে তাঁহার নন্দন ॥
অযোধ্যাতে করিলেন রাজত্ব সৌদাস।
ভগীরথ করিলেন গঙ্গাতীরে বাস ॥
কিছুকাল ভগীরথ ভাগীরথী তটে।
থাকি হইলেন মুক্ত সংসার-সঙ্কটে ॥
করিল রাজার শ্রাদ্ধ তর্পণ সৌদাস।
ব্রাহ্মনেরে দিল ধন যার যত আশ ॥
মন দিয়া শুন রাজা সৌদাস চরিত্র।
শুনিলে যে পাপক্ষয় শরীর পবিত্র ॥
একদিন গেল রাজা মৃগয়া করিতে।
মৃগ চাহি ফিরে রাজা বনেতে বনেতে ॥
আইল রাক্ষস এক সঙ্গে লৈয়ে জায়া।
সৌদাসের কাছে উত্তরিল সে আসিয়া ॥
ছাড়িয়া রাক্ষসরূপ ব্যাঘ্ররূপ ধরে।
দুইজনে ক্রীড়া করে প্রভাসের (১) তীরে ॥
হেনকালে সৌদাস সে ব্যাঘ্রকে দেখিয়া।
ক্রীড়ার সময়ে তারে মারিল বিন্ধিয়া ॥
এইকালে রাক্ষসী রাজার প্রতি বলে।
বিনা দোষে স্বামী মার প্রেমালাপ-কালে ॥
পরিণামে জানিবা হইবে যত পাপ।
মহাপাপ ভুঞ্জিবে হইবে ব্রহ্মশাপ ॥
এতেক বলিয়া সে রাক্ষসী গেল বন।
মনোদুঃখে গৃহে রাজা করিল গমন ॥
পাত্র-মিত্রগণে রাজা করিল আহ্বান।
বশিষ্ঠ মুনিরে আগে করিল সম্মান ॥
মুনিরে কহিল রাজা সব বিবরণ।
এই পাপ কেমনে হইবে বিমোচন ॥
পুরোহিত বশিষ্ঠের অনুজ্ঞা (২) প্রদানে।
অশ্বমেধ (৩) করিলেন শাস্ত্রের বিধানে ॥
যজ্ঞ পূর্ণে দিল রাজা যজ্ঞের দক্ষিণা।
বিদায় হইয়া যবে গেল সর্ব্বজনা ॥
হেনকালে সে রাক্ষসী ভাবে মনে-মন।
মম বাক্য ব্যর্থ হবে জানিল কারণ ॥
আপন রাক্ষস-রূপ দূরে তেয়াগিয়া।
বশিষ্ঠ মুনির রূপ ধরিয়া আসিয়া ॥
সৌদাস রাজার কাছে কহিল বচন।
মোরে মাংস ভোজন করাহ যশোধন ॥
রাজা বলে, অশ্বমাংস করি আহরণ।
সেই মাংস খাইবারে গেল তব মন ॥
স্নান সন্ধ্যা করিয়া আইস মহামুনি।
করাইব তবে মাংস রন্ধন এখনি ॥
বশিষ্ঠের রূপ সে দূরেতে তেয়াগিয়া।
পাচক বিপ্রের বেশ ধরিয়া আসিয়া ॥

(১) প্রভাস—যক্ষ্মারোগগ্রস্ত চন্দ্র এই তীর্থে স্নান করিয়া পূর্ব্বের মত প্রভাশালী হন, এই জন্য এই তীর্থের নাম প্রভাস; অন্য নাম সোমতীর্থ। অনুজ্ঞা—আদেশ। (৩) অশ্বমেধ—যজ্ঞবিশেষ; এই যজ্ঞে মনোহর স্বর্ণবর্ণ মুখ ও শ্বেতবর্ণ কর্ণ, সর্ব্বশরীর শ্যামবর্ণ ও চিক্কণ কিম্বা সর্ব্বাঙ্গ দুগ্ধফেননিভ শুক্ল, কর্ণ শ্যামল বর্ণ—এইরূপ অশ্বকে বিধিপূর্ব্বক স্নান করাইয়া কপালে জয়পত্র বাঁধিয়া একবৎসর যদৃচ্ছা বিচরণ করিতে দেওয়া হয়। সেই সময়ে তাহাকে রক্ষা করিয়া বৎসরান্তে তাহাকে বধ করিয়া তাহার মাংস দ্বারা হোম করিতে হয়।

মনুষ্যের মাংস লৈয়া করিল রন্ধন।
বশিষ্ঠকে ডাকে রাজা করিতে ভোজন॥
যজমান-বাক্য (১) মুনি লঙ্ঘিতে না পারে।
উপস্থিত হইলেন রন্ধন-আগারে॥
বসিলেন মুনি তবে করিতে ভোজন।
রাক্ষসী মনুষ্য-মাংস দিল ততক্ষণ॥
থাল কোলে থুইয়া রাক্ষসী গেল ঘরে।
দেখিয়া মুনির ক্রোধ বাড়িল অন্তরে॥
মনুষ্যের মাংস দিয়া কর উপহাস।
তুমি ব্রহ্মরাক্ষস (২) যে হও হে সৌদাস॥
এত যদি শ্রীবশিষ্ঠ মুনি শাপ দিল।
মুনিকে শাপিতে রাজা হাতে জল নিল॥
অকারণে শাপ দিলা আমি নহি দোষী।
এই জলে পোড়াইয়া করি ভস্মরাশি॥
হেনকালে রাক্ষসী রাজার শাপ শুনি।
ঘর হৈতে পলাইয়া চলিল আপনি॥
ধ্যান করি জানিল বশিষ্ঠ তপোধন।
রাক্ষসী আসিয়া মাংস মাগিল ভোজন॥
মুনিকে দিবারে শাপ রাজা নিল পানী।
নিষেধ করেন তাঁরে মদয়ন্তী রাণী॥
ক্রোধ সম্বরিয়া রাজা ভাবে মনে মনে।
এই জল এখন থুইব কোন্ স্থানে॥
স্বর্গে থুই যদি, তবে দেবগণ মরে।
নাগগণ মরে, যদি ফেলি নাগপুরে॥
পৃথিবীতে ফেলিলে সকল শস্য যায়।
সেই জল ফেলে রাজা আপনার পায়॥
রাজার পুড়িয়া গেল দুখানি চরণ।
হইল কল্মাষপাদ নাম সে কারণ॥

বশিষ্ঠ বলেন, শাপ দিনু নৃপবর।
রাক্ষস হইয়া থাক এগার বৎসর॥
লোটায় ধরিয়া রাজা বশিষ্ঠ-চরণ।
কতদিনে হবে মম শাপ-বিমোচন॥
মুনি বলে, পাবে যবে গঙ্গা-পরশন।
তবে ত তোমার শাপ হইবে মোচন॥
সৌদাস ভূপতি ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া।
দেশে দেশে নিত্য ফিরে ব্রাহ্মণ খাইয়া॥
এগার বৎসর পূর্ণ হইল যখন।
তিন দিন আহার না মিলিল তখন॥
উত্তরিল গিয়া রাজা প্রভাসের কূলে।
শ্রমযুক্ত হইয়া বসিল বৃক্ষমূলে॥
ক্ষুধায় আকুল রাজা যে বৃক্ষ নেহালে (৩)।
এক ব্রহ্মদৈত্য (৪) আছে সেই বৃক্ষ-ডালে॥
ব্রহ্মদৈত্য বলে, ওহে তুমি কেন হেথা।
মম স্থান নিলা তুমি আমি যাব কোথা॥
শুনিয়া তাহার কথা সৌদাস হাসিল।
ব্রহ্মদৈত্য দেখি তারে খাইতে যাইল॥
ব্রহ্মদৈত্য রাক্ষস বিবাদ দুই জনে।
ছয় মাস মল্লযুদ্ধ করিছে এমনে॥
দুই জন যুদ্ধে সম, ন্যূন নহে কেহ।
মিত্রতা করিয়া পরস্পর করে স্নেহ॥
সর্ব্ব দুঃখ দুই জন করেন প্রকাশ।
বশিষ্ঠ শাপিল মোরে বলেন সৌদাস॥
ব্রহ্মদৈত্য বলে, মিত্র, শুন বিবরণ।
বরমত্ত নামে আমি ছিলাম ব্রাহ্মণ॥
বহুকাল বেদ পড়িলাম গুরু-ঘরে।
চাহিলেন গুরু কিছু দক্ষিণা আমারে॥

---

(১) যজমান-বাক্য—যে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করায়, তাহার কথা। (২) ব্রহ্মরাক্ষস—প্রেতযোনিপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ। (৩) নেহালে—দেখে। (৪) ব্রহ্মদৈত্য প্রেতযোনি বিশেষ।

করিলাম উপহাস আমি যে গুরুরে।
গুরু বলে, ব্রহ্মদৈত্য হও অতঃপরে॥
যখন গঙ্গার জল পাবে পরশন।
তখন পাইবা মুক্তি ব্রাহ্মণ-নন্দন॥
সৌদাস বলেন, মিত্র, চেতাইলা(১) মোরে।
তবে ত গঙ্গার তত্ত্ব দুই জনে করে॥
গঙ্গাস্নান করি যান সে ভার্গব ঋষি।
মাথায় করিয়া গঙ্গাজলের কলসী॥
হেনকালে দোঁহে বলে আগুলিয়া তাঁরে।
এক বিন্দু গঙ্গাজল দিয়া যাও মোরে।
লাগিলেন বলিতে ভার্গব তপোধন।
অগ্রভাগ (২) শিবের তা দিব হে কেমন॥
দোঁহে কহে, মুনি, তব নাহি বিদ্যালেশ।
গঙ্গাজলে নাহি হয় শেষ-অবশেষ (৩)॥
জানিলেন তখন ভার্গব তপোধন।
মহাজন (৪) বটে ভগীরথের নন্দন॥
কুশাগ্রে করিয়া গঙ্গা দিল তার গায়।
ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ এড়িয়া পলায়॥
ছিলেন সৌদাস ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া।
বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল গঙ্গাজল পাইয়া॥
ব্রহ্মদৈত্য আর ব্রহ্মরাক্ষস সংহরে।
দুই জন মুক্ত হৈয়া গেল নিজ ঘরে॥
গঙ্গার মহিমা এই কি বলিতে জানি।
আদিকাণ্ড রচে কৃত্তিবাস মহাজ্ঞানী॥

—

দিলীপ রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ।

সৌদাস গেলেন আয়ুশেষে স্বর্গস্থলে।
হইলেন সুদাস ভূপতি ভূমণ্ডলে॥
সুদাস করেন রাজ্য অনেক বৎসর।
দিলীপ হইল রাজা রাজ্যের উপর॥
দিলীপের নন্দন হইল রঘুরাজা।
পুত্রের সমান পালে পৃথিবীর প্রজা॥
একে ত দিলীপ রাজা মহাবলবান।
তদ্রূপ হইল পুত্র পিতার সমান॥
পুত্রের বিক্রম (৫) দেখি ভাবে মনে-মন।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন আরম্ভণ॥
ঘোড়া রাখিবারে নিয়োজিলেন রঘুরে।
যেখানে সেখানে যাবে নিকটে কি দূরে॥
ঘোড়া দিয়া দিলীপ কহিল তার ঠাঁই।
যজ্ঞপূর্ণ কালে যেন এই ঘোড়া পাই॥
ঘোড়া রাখিবারে রঘু করিল পয়াণ।
সঙ্গেতে চলিল তুল্য যোদ্ধা বলবান্॥
মহেন্দ্র বলেন, ব্রহ্মা, কোন্ বুদ্ধি করি।
অশ্বমেধ করি রাজা লবে স্বর্গপুরী॥
কিসে নিবারণ হয় বল কৃপা করি।
বিরিঞ্চি বলেন, তার ঘোড়া কর চুরি॥
অশ্ব বিনা রাজা যজ্ঞ করিতে না পারে।
চলিলেন ইন্দ্র ঘোড়া চুরি করিবারে॥
দ্বিতীয় প্রহর দিবা অন্ধকার করি।
লইলেন দেবরাজ যজ্ঞ-অশ্ব হরি॥
ঘোড়া হারাইয়া ভাবে দিলীপ-নন্দন।
ইন্দ্র বিনা ঘোড়া মোর লবে কোন্ জন॥
নয় বৎসরের শিশু দশ নাহি পুরে।
রথ চালাইয়া দিল ইন্দ্রের উপরে॥
সহস্র ঘোড়ায় বহে স্বর্গে রথখান।
পলকে প্রবেশে গিয়া ইন্দ্র-বিদ্যমান॥

---

(১) চেতাইলা—সচেতন করিয়া দিলে। (২) অগ্রভাগ ইষ্টপূজার দ্রব্যাদির প্রথম অংশ। (৩) শেষ অবশেষ—এখানে আদি-অন্ত। (৪) মহাজন—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। (৫) বিক্রম—সাহস।

ইন্দ্র কোথা, বলি, রঘু ঘন ছাড়ে ডাক।
আজি ইন্দ্র, তোমা প্রতি ঘটিল বিপাক ॥
মার মার বলি রঘু লাগিল ডাকিতে।
বাহির হইল ইন্দ্র চড়ি ঐরাবতে ॥
রঘুরে দেখিয়া ইন্দ্র সহে কটুভাষে।
মরিবার নিমিত্তে আইলি স্বর্গবাসে ॥
মাছি হৈয়া সইবা কি পর্ব্বতের ভার।
গলায় কলসী বান্ধি নদীতে সাঁতার ॥
সহিতে ক্ষুরের ধার বল কেবা পারে।
বালক হইয়া আইস আমার উপরে ॥
রঘু বলে, গর্ব্ব কর রণ নাহি জিনি।
কার কত বল বুদ্ধি জানিবে এখনি ॥
আমাকে বালক দেখ, আপনি কি বীর।
বালকের রণে আজি হও দেখি স্থির ॥
তিন বাণ মারে রঘু বাসবের বুকে।
ঐরাবত সহ ইন্দ্র ফিরে ঘোর পাকে ॥
ইন্দ্র বলে, ভাল বলি বয়সে ছাওয়াল (১)।
এড়িলেক বাণ যেন অগ্নির উথাল (২) ॥
দশ বাণ ইন্দ্র তবে পূরিল সন্ধান।
দশ বাণে কাটিল ইন্দ্রের দশ বাণ ॥
দুই জনে বাণবৃষ্টি যেন জল ঘনে (৩)।
দুই জনে যুদ্ধ করে কেহ নাহি জিনে ॥
রঘুরাজ জানে বাণ পাশুপত সন্ধি (৪)।
তাতে গলে দেবরাজে করিলেক বন্দী ॥
ঐরাবত হইতে পড়িল ভূমিতলে।
লোহার শিকলে বান্ধি রথে নিয়া তোলে ॥
ঘোড়া নিয়া আইল বাপের বিদ্যমানে।
সাত দিন ইন্দ্র বান্ধা অযোধ্যাভুবনে ॥

সঙ্গেতে করিয়া ব্রহ্মা যত দেবগণ।
আপনি চলিয়া গেল অযোধ্যাভুবন ॥
বিধাতা বলেন, রাজা, তুমি পুণ্যবান।
তোমার তনয় রঘু তোমারি সমান ॥
আর কিবা বর দিব তোমার রঘুরে।
রঘুবংশ বলি যশ ঘুষিবে সংসারে ॥
এত যদি বলিলেন ব্রহ্মা মুনিবর।
তবে মুক্ত হইলেন দেব পুরন্দর ॥
রঘু বলিলেন, সত্য কর পুরন্দর।
অনাবৃষ্টি নহে যেন অযোধ্যা-উপর ॥
ইন্দ্র বলিলেন, চিন্তা না করিহ তুমি।
যে কিছু ক্ষেতের কর্ম্ম সে করিব আমি ॥
করিলেন এই সত্য দেব পুরন্দর।
ইন্দ্রসহ স্বর্গে গেল সকল অমর ॥
রঘুর বিক্রম শুনি শত্রুপক্ষে ত্রাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

রঘুরাজার দানকার্য্য।

দিলীপ রাজত্ব করে অযুত বৎসর।
পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল অমর-নগর ॥
পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন রঘু যশোধন।
ব্রাহ্মণেরে দিলেন যে ছিল যত ধন ॥
অন্যভক্ষ্য (৫) রঘুরাজা নাহি রাখে ঘরে।
মৃত্তিকার পাত্রে রাজা জলপান করে ॥
বরদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ নন্দন।
কশ্যপ মুনির ঠাঁই করে অধ্যয়ন ॥

---

(১) ছাওয়াল—বালক; (২) উথাল—শিখা। (৩) ঘনে—মেঘে। (৪) সন্ধি প্রয়োগ।
(৫) অন্যভক্ষ্য—আহ্নিকার খাবার মত দ্রব্য।

গুরু-গৃহে বসতি করিয়া বহু দিন।
চতুঃষষ্টি বিদ্যাতে সে হইল প্রবীণ ॥
গুরু যে দক্ষিণা দিতে কহিল তাহারে।
কি দক্ষিণা দিব গুরু আজ্ঞা কর মোরে ॥
গুরু বলে, অল্প মাগি কর বিবেচনা।
চৌষট্টি বিদ্যার দেহ চৌদ্দ কোটি সোনা ॥
গুরু কহিলেন এই অসম্ভব কথা।
দ্বিজ ভাবে, এতেক স্বর্ণ পাব কোথা ॥
সবে বলে রঘুরাজ বড় পুণ্যবান।
তাঁর ঠাঁই আমি গিয়া মাগি স্বর্ণদান ॥
সাত দিবসের তরে নিয়ম করিল।
গুরুকে কহিয়া শিষ্য বিদায় হইল ॥
সাত-পাঁচ (১) ভাবিয়া সে দ্বিজ আকিঞ্চন।
অযোধ্যানগরে আসি দিল দরশন ॥
ব্রাহ্মণে নিষেধ নাহি রঘুর দুয়ারে।
উত্তরিল গিয়া সে রঘুর অন্তঃপুরে ॥
মৃত্তিকার পাত্রেতে করিছে জলপান।
দেখিয়া ব্রাহ্মণ-পুত্র করে অনুমান ॥
মৃত্তিকার পাত্রেতে করিছে জলপান।
কিরূপে করিবে চৌদ্দ কোটি স্বর্ণ দান ॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণপুত্র যায় পাছু হৈয়া।
উঠিল ব্রাহ্মণে রঘু দ্বারেতে দেখিয়া ॥
আপনি পাখালে (২) রাজা তাহার চরণ।
বিবিধ মিষ্টান্ন দিয়া করায় ভোজন ॥
কর্পূর তাম্বুল মাল্য দিলেন চন্দন।
জিজ্ঞাসা করেন করি পাদ-সংবাহন (৩) ॥
ব্রাহ্মণ বলেন, রাজা, তুমি পুণ্যবান্।
আসিয়াছি তব স্থানে লইবারে দান ॥

দেখিলাম ঘটিয়াছে যে দশা তোমারে।
আপনার নাহি কিছু কি দিবা আমারে ॥
তোমার অধীন রাজা ধরণী অশেষ।
ঐশ্বর্য্য তোমার দেখি মৃৎপাত্র শেষ ॥
দেখি তব দশা ডর লাগিল আমারে।
এসেছি তোমার ঠাঁই ধন মাগিবারে ॥
ভূপতি বলেন তুমি কত চাহ ধন।
যাহা মাগ তাহা দিব ঠাকুর ব্রাহ্মণ ॥
শুনিয়া রাজার কথা দ্বিজবর বলে।
লাড়ু দিয়া যেমন ভাণ্ডাও (৪) ছাওয়ালে ॥
রাজা বলে, যেবা মাগ না করিব আন।
বলিয়া না দিলে নাহি পাব পরিত্রাণ ॥
শ্রীবিষ্ণু বলিয়া বিপ্র কানে দিল হাত।
চৌদ্দ কোটি সোনা মাগি তোমার সাক্ষাৎ ॥
রাজা বলে, এক রাত্রি থাক মহামুনি।
প্রাতঃকালে ধন দিব লৈয়া যাইও তুমি ॥
এত বলি ব্রাহ্মণে রাখিল নিজ ঘরে।
আপনি জিজ্ঞাসা করে সাধু সদাগরে ॥
চৌদ্দ কোটি সোনা ধার যেবা দিতে পারে।
চৌদ্দ-দশ-কোটি কালি শুধিব তাহারে ॥
জোড় হাত করিয়া কহিছে প্রজাগণ।
তোমার নগরে নাই এক কোটি ধন ॥
হেঁট মাথা করি রাজা ভাবিল আপদ।
হেন কালে তথা মুনি আইল নারদ ॥
পাদ্য অর্ঘ দিল রাজা বসিতে আসন।
মুনি বলে, কেন রাজা বিরসবদন।
রাজা বলে, মহাশয় শুন কহি কথা।
ব্রাহ্মণ চাহিল ধন আজি পাব কোথা ॥

(১) সাত-পাঁচ— বহুবিধ ; নানাপ্রকার ; অগ্রপশ্চাৎ। (২) পাখালে — ধৌত করে। (৩) পাদ-সংবাহন — পদ-সেবা। (৪) ভাণ্ডাও — প্রতারণা কর। (৫) সম্ভাষণ (এখানে) আহ্বান।

লাগিলেন হাসিতে নারদ মহামুনি।
ইহার উপায় কহি শুনহ আপনি॥
বল কালি কুবেরে করিব সম্ভাষণ (৫)।
ঘরেতে বসিয়া পাবে যত চাহ ধন॥
তার পরে গেলেন নারদ তপোধন।
অযোধ্যানগরে রাজা রাজায় বাজন॥
আজ্ঞা করিলেন রাজা পাত্র পরিবারে।
সবে সাজ যাইব কুবের দেখিবারে॥
কটক সাজিল, বাজে দুন্দুভি বাজন।
কৈলাসে কুবের তাহা করেন শ্রবণ॥
কুবেরের দূত ছিল অযোধ্যাভুবনে।
জিজ্ঞাসা করিল সব পাত্রমিত্রগণে॥
পাত্র-মিত্র বলে, কি বেড়াও শুধাইয়া।
প্রমাদ পড়িবে কালি কুবেরে লইয়া॥
শুনিয়া ধাইয়া দূত চলিল অমনি।
কৈলাসে নারদ গিয়া কহেন তখনি॥
কি কর কুবের তুমি নিশ্চিন্ত বসিয়া।
তোমার উপরে রঘু আসিছে সাজিয়া॥
স্বর্ণ নাহিক রঘুরাজার ভাণ্ডারে।
চৌদ্দ কোটি স্বর্ণ বিপ্র চেয়েছে তাহারে॥
এত যদি বলিল নারদ মহামুনি।
কুবের বলেন, আমি পাঠাই এখনি॥
আপনি কুবের ধন দিলেন গণিয়া।
দূত গিয়া ভাণ্ডারেতে দিল ফেলাইয়া॥
প্রভাতে কহেন রঘু ব্রাহ্মণ-কুমারে।
ভাণ্ডার সহিত স্বর্ণ দিলাম তোমারে॥
শ্রীবিষ্ণু বলিয়া মুনি ছুঁইল দুই কান।
চৌদ্দ কোটি মাত্র লব, না লইব আন॥
চৌদ্দ কোটি স্বর্ণ তাঁরে দিলেন গণিয়া।
শত শত জনে বোঝা দিলেন বাঁধিয়া॥
ধন লৈয়া গুরুকে করিল সমর্পণ।
গুরু বলে, এত ধন দিল কোন্ জন॥
শিষ্য বলে, রঘুরাজ বড় পুণ্যবান।
করিলেন তিনি চৌদ্দ কোটি স্বর্ণদান॥
মুনি বলে, বসি আমি গহন কাননে।
ধনবাদে (১) দস্যুগণ বধিবে জীবনে॥
এই ধন রাখ লৈয়ে ইন্দ্রের ভাণ্ডারে।
যজ্ঞকালে যেন ধন আনি দেন মোরে॥
কাঞ্চন লইয়া গেল ইন্দ্রের সদনে।
সম্ভ্রমে উঠিল ইন্দ্র দেখিয়া ব্রাহ্মণে॥
দ্বিজ বলে, গুরু পাঠাইলেন আমারে।
রঘুরাজা স্বর্ণ দান দিল ভারে ভারে॥
সে মহামুনির ধন রাখহ ভাণ্ডারে।
এত বলি ধন তথা রাখে মুনিবরে॥
বাসব বলেন, বাপু, সত্য কহ কথা।
উঞ্ছবৃত্তি (২) তিনি সোনা পাইলেন কোথা॥
দ্বিজ বলে, দক্ষিণা চাহিল স্বর্ণ গুরু।
আমারে দিলেন রঘুরাজ কল্পতরু॥
রাম রাম বলি ইন্দ্র কানে দিল হাত।
রঘু নাম না করিহ আমার সাক্ষাৎ॥
নিশাতে না যাই নিদ্রা রঘুর ভয়েতে।
অযোধ্যানগরে সদা ভ্রমি ক্ষেতে ক্ষেতে॥
স্থানান্তরে নিয়া প্রভু রাখ এই ধন।
ধনের কারণে রঘু বধিবে জীবন॥
ধন লৈয়া বরদত্ত গেল গুরু-পাশে (৩)।
গুরু বলে, রাখ নিয়া পর্ব্বত কৈলাসে॥

---

(১) ধনবাদ— প্রকৃতপক্ষে ধনশালী না হইলেও ধনশালী বলিয়া প্রসিদ্ধির নাম ধনবাদ। (২) উঞ্ছবৃত্তি—শস্য কাটিয়া তুলিয়া লইয়া যাইবার পর ক্ষেত্রে যে শস্য পড়িয়া থাকে সেই শস্য সংগ্রহ করিয়া জীবিকা নির্বাহের নাম। (৩) গুরু-পাশে —গুরুর নিকটে।

নিজ ধন দেখিয়া কুবের মনে হাসে।
গিয়াছে যাহার ধন আইল তার পাশে॥
রঘু ভূপতির যশ ত্রিভুবনে ঘোষে।
আদিকাণ্ড রচিলা পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

অজ-ইন্দুমতী উপাখ্যান

রঘু রাজ্য করে দশ হাজার বৎসর।
অজ নামে তনয় তাঁহার মনোহর॥
পুত্রের দেখিয়া রাজা প্রথম-যৌবন।
পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল বৈকুণ্ঠভুবন॥
অজের সমান রাজা নাহিক সংসারে।
পুত্রের সমান পালে সমস্ত প্রজারে॥
মাথর (১) রাজার কন্যা ইন্দুমতী নাম।
পরমা সুন্দরী সেই লাবণ্যের ধাম॥
ইচ্ছাবরী (২) হইতে কন্যার গেছে মন।
কহিল পিতার অগ্রে করিয়া গমন॥
স্বয়ম্বরা হইতে আমার আছে মন।
সকল রাজারে আন করি নিমন্ত্রণ॥
যত যত মহারাজ পৃথিবীতে বৈসে।
মাথরের নিমন্ত্রণে সকলেতে আইসে॥
প্রথম-যৌবন কিবা দেখিতে সুন্দর।
সকলে আইসে, কেহ না রহিল ঘর॥
অযোধ্যা হইতে হৈল অজের গমন।
সভামধ্যে অজ গিয়া বসিল তখন॥
পশুর মধ্যেতে যেন বসিল কেশরী (৩)।
বসিল সকল রাজা অজে মধ্যে করি॥
রঘুর তনয় অজ দিলীপের নাতি।
পৃথিবীমণ্ডলে যার এক দণ্ড-ছাতি (৪)॥
বসিল করিয়া সভা যত নৃপগণ।
তখন মাথর রাজা করে নিবেদন॥
এক কন্যা দানযোগ্যা আছে মম ঘরে।
আজ্ঞা কর সেই কন্যা আনি স্বয়ম্বরে॥
পরিণামে দ্বন্দ্ব যেন না হয় ঘটন।
তবে শীঘ্র আনি কন্যা এই নিবেদন॥
মম কন্যা বর-মাল্য দিবেক যাহারে।
সবারে বিদায় দিয়া রাখিব তাহারে॥
ভাল ভাল কহিল সকল নৃপগণ।
শীঘ্র ইন্দুমতী আন করিয়া সাজন॥
কেশ আঁচড়িয়া তার বান্ধিল কুন্তল।
বিবিধ পুষ্পের মালা করে ঝলমল॥
কপালে সিন্দুর দিল নয়নে কজ্জল।
চন্দ্রের সমান রূপ অতীব বিমল॥
সুচিত্র বিচিত্র পরে পায়েতে পাশুলি (৫)।
বিধাতা গড়েছে যেন কনকপুত্তলি॥
সহচরীগণ সঙ্গে চলিল ঘেরিয়া।
মত্ত গজপতি রামা (৬) চলিল সাজিয়া॥
যেই জন করে ইন্দুমতী নিরীক্ষণ।
অপরূপ রূপ হরে তাহার চেতন॥
চেতন পাইয়া উঠে বসে নৃপগণ।
এ কন্যা যে পাবে তার সার্থক জীবন॥
কেহ বলে, কন্যা মোরে করে নিরীক্ষণ।
কেহ বলে, কন্যার আমাতে আছে মন॥
যারে পাছু করি কন্যা করয়ে গমন।
ভূমিতে পড়িয়া তেঁহ জুড়িল রোদন॥
কন্যা কি কুৎসিতরূপ দেখিল আমারে।
আমারে ছাড়িয়া সে ভজিবে কোন্ বরে॥
একে একে দেখিয়া যতেক রাজগণ।
অজের নিকটে আসি দিল দরশন॥
ধন পেলে তুষ্ট যেন দরিদ্রের মতি।
গলে মালা দিয়া বলে, তুমি মম পতি॥

---

(১) ইচ্ছাবরী—স্বয়ম্বরা। (২) মাথর—বিদর্ভ (?)। (৩) দণ্ডছাতি—রাজ-চিহ্ন। (৪) কেশরী—সিংহ। (৫) পাশুলি—পদাভরণ; পায়ের গহনা; আংটা। (৬) রামা—রূপযৌবন-সম্পন্না স্ত্রী।

বরমাল্য দিয়া যদি কন্যা ঘরে গেল।
লজ্জিত হইয়া যত রাজা পলাইল ॥
বনেতে আসিয়া সবে হয়ে একমন।
অজকে মারিতে যুক্তি করিল তখন ॥
এক্ষণে সবাই থাকি বনে লুকাইয়া।
অজে মারি ইন্দুমতি লইব কাড়িয়া ॥
লুকাইয়া বনে তারা রহে স্থানে-স্থান।
হেথায় মাথর রাজা করে কন্যাদান ॥
কন্যাদান করে রাজা মনের কৌতুকে।
নানা রত্ন অশ্ব হস্তী দিলেন যৌতুকে (১) ॥
তিন দিন ছিল রাজা মাথরের ঘরে।
আর দিন যান রাজা অযোধ্যানগরে ॥
ইন্দুমতী সহ রথে করে আরোহণ।
কত সেনা সঙ্গে রঙ্গে চলে অগণন ॥
নিদ্রায় কাতর রাজা চলিতেছে রথ।
এই কালে রাজগণ আগুলিল পথ ॥
মার মার বলি সবে আগুলিল তথা।
ইন্দুমতী দেখিয়া করিল হেঁট মাথা ॥
নিদ্রাতে বিহ্বল (২) পতি জাগান কেমনে।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল ইন্দুমতীর রোদনে ॥
রাজগণ ডাকে তাতে ভীত নহে মন।
মলিন দেখিল ইন্দুমতীর বদন ॥
ইন্দুমতী বলে, নাথ, কি ভাব এখন।
দেখ না তোমাকে ঘেরিলেক নৃপগণ ॥
তিনকোটি রাজা আছে পথ আগুলিয়া।
আমায় কাড়িয়া লবে তোমায় মারিয়া ॥
অজ বলে, প্রসন্ন করহ প্রিয়ে মুখ।
এক বাণে সবে মারি দেখহ কৌতুক ॥
একবাণ বিনা যদি দুই বাণ মারি।
রঘুর দোহাই তবে বৃথা অস্ত্র ধরি ॥
তিন কোটি ভূপতিরে করি তৃণ জ্ঞান।
এড়িলেন অজ সে গন্ধর্ব্ব নামে বাণ ॥
এত বলি ধনু লৈয়া দাণ্ডাইল রথে।
অজে দেখি রাজগণ লাগিল ডাকিতে ॥
এক বাণে গন্ধর্ব্ব হইল তিন কোটি।
আপনা-আপনি মরে ক'রে কাটাকাটি ॥
গান্ধর্ব্ব বাণেতে রণে নাহি যায় আঁটা।
এক বাণে তিন কোটি রাজা গেল কাটা ॥
তিন কোটি রাজা সেই যুদ্ধেতে মারিয়া।
অযোধ্যাতে গেল রাজা ইন্দুমতী লৈয়া ॥
অজরাজা তনু তার প্রাণ ইন্দুমতী।
হইলেন কিছুকাল পরে গর্ভবতী ॥
দশমাস গর্ভ হৈল প্রসব-সময়।
হইল তনয় যেন চন্দ্রের উদয় ॥
রূপে গুণে দেখি যেন অভিনব কাম।
দশরথ বলিয়া রাখিল তার নাম ॥
আমি দশরথের কি কব গুণগ্রাম (৩)।
যাঁর পুত্র হইলেন আপনি শ্রীরাম ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
গান দশরথের উৎপত্তি-বিবরণ।

দশরথের রাজ্যাভিষেক।

এক বর্ষ বয়স্ক যখন দশরথ।
পুত্রে শোয়াইয়া দোঁহে সাধে মনোরথ ॥
পুষ্পবনে ক্রীড়া করে হাস্য-পরিহাসে।
নারদ চলিয়া যান উপর আকাশে ॥
পারিজাত মালা ছিল তাঁহার বীণায়।
বাতাসে উড়িয়া পড়ে ইন্দুমতীর গায় ॥
পারিজাত হইল যখন পরশন।
ইন্দুমতী ছাড়িলেন তখনি জীবন ॥

১. যৌতুক—অন্নপ্রাশন, জন্মদিন বা বিবাহে প্রদত্ত ধন। (২) বিহ্বল—কাতর। (৩) গুণগ্রাম—গুণসকল।

তাহার রূপের কথা গেল দেশে দেশে।
বিবাহার্থে রাজগণ এলেন হরিষে ॥
ইন্দুমতী বরিলেক অজ মহারাজে।
সব রাজা গেল দেশে পড়িয়া সে লাজে ॥
পরমসুন্দর রাজা রাজচক্রবর্ত্তী।
দশরথ তুল্য নাহি ভূমেতে ভূপতি ॥
দশরথ থাকিতে বরিবে কোন্ জনে।
এই যুক্তি অধোমুখে করে রাজগণে ॥
প্রত্যক্ষ দেখিল কন্যা সব রাজগণে।
সবারে ভুলিল দশরথ-দরশনে ॥
ধন পাইলে তুষ্ট যেন দরিদ্রের মতি।
গলে মাল্য দিয়া বলে, তুমি মম পতি ॥
দশরথ ভূপতির গলে মাল্য দোলে।
লজ্জায় ভূপতিগণ মাথা নাহি তোলে ॥
রাজগণ বলে, কন্যা বড় বিচক্ষণা।
দশরথ থাকিতে বরিবে কোন্ জনা ॥
রাজগণ পরস্পর করিয়া সম্মান।
বিদায় হইয়া গেল নিজ নিজ স্থান ॥
কন্যাদান করে রাজা পরম কৌতুকে।
মন্থরা নামেতে চেড়ী (১) দিলেন যৌতুকে ॥
পৃষ্ঠে ভার কুঁজের নড়িতে নারে বুড়ি।
ক্ষতি করে তার, যার কাছে থাকে চেড়ী ॥
মাণিক মুকুতা রাজা পাইল বিস্তর।
অশ্ববেগে নিজদেশে চলিল সত্বর ॥
কৈকেয়ী লইয়া রাজা আসে নিজদেশে।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥

———

দশরথের সহিত সুমিত্রার বিবাহ।

কৌশল্যা কৈকেয়ী এই সপত্নী উভয়।
উভয়ে লইয়া ক্রীড়া করে মহাশয় ॥
সিংহল রাজ্যের যে সুমিত্র মহীপতি।
সুমিত্রা তনয়া তাঁর অতি রূপবতী ॥
কন্যারে দেখিয়া রাজা ভাবে মনে-মন।
কন্যাযোগ্য বর কোথা পাইব এখন ॥
রাজচক্রবর্ত্তী দশরথ লোকে জানে।
রাক্ষস গন্ধর্ব্ব কাঁপে যার নাম শুনে ॥
ব্রাহ্মণ ডাকিয়া রাজা কহিল সত্বর।
দশরথে আন গিয়া অযোধ্যানগর ॥
রাজার আজ্ঞায় দ্বিজ চলিল হরিষে।
শীঘ্রগতি গেল দ্বিজ অযোধ্যার দেশে ॥
ব্রাহ্মণে দেখিয়া রাজা করেন প্রণাম।
আশীষ্ করিয়া দ্বিজ কহে নিজ নাম ॥
সিংহল দেশের আমি রাজপুরোহিত।
তোমারে লইতে রাজা আমি উপস্থিত ॥
রাজকন্যা সুমিত্রা সে পরমা সুন্দরী।
তার রূপে আলো করে সিংহলনগরী ॥
তত রূপ রাজকন্যা নাহি কোন দেশে।
তোমারে দিবেন রাজা পরম হরিষে ॥
শুনিয়া কন্যার কথা হৃষ্ট দশরথ।
হইতে সুমিত্রাপতি ছিল মনোরথ ॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী তারা জানে দুই জন।
মৃগয়ার ছলে রাজা করিল গমন ॥
নানা বাদ্যে দশরথ চলে কুতূহলে।
উত্তরিল গিয়া রাজা নগর সিংহলে ॥
বার্ত্তা শুনি হরষিত সিংহলের রাজা।
পাদ্য অর্ঘ দিয়া তাঁরে করিলেন পূজা ॥
দেখি দশরথের লাবণ্য মনোহর।
লোকে বলে বিধি দিল কন্যাযোগ্য বর ॥
নান্দীমুখ (২) করি দোঁহে বিশেষ হরিষে।
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ (৩) দুই জনে করে অবশেষে ॥

(১) চেড়ী—দাসী। (২) নান্দীমুখ—শুভকর্ম্মাদির প্রথমে যে অনুষ্ঠান করিতে হয়। (৩) বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ—আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ।

গোধূলিতে (১) দুই জনে শুভদৃষ্টি করে।
দোঁহাকার রূপে আলো বসুমতী করে ॥
কুসুমশয্যায় রাজা শয়ন করিল।
নিদ্রার আলসে প্রায় অচেতন হৈল ॥
শয্যা ছাড়ি উঠে দশরথ নৃপবর।
শয্যার উত্থান-কৌড়ি (২) দিলেন বিস্তর ॥
বাসি বিয়া সেই স্থানে কৈল দশরথ।
যৌতুক পাইল বহু ধন মনোমত ॥
বিদায় হইল রাজা রাজার সাক্ষাতে।
সুমিত্রা সহিতে রাজা চড়ে নিজ রথে ॥
সুমিত্রার রূপে রাজা হলেন মোহিত।
আপনা ভুলিয়া তিনি অতি হরষিত ॥
বিলম্ব না সহে তাঁর দেশে আসিবারে।
আদেশেন সারথিরে রথ সাজাবারে ॥
বাসি বিয়ার পর দিন হয় কাল-রাতি।
স্ত্রী-পুরুষ এক ঠাঁই না থাকে সংহতি ॥
কাল-রাত্রে যে নারীকে করে পরশন।
সেই স্ত্রী দুর্ভগা হয়, না হয় খণ্ডন ॥
সুমিত্রা লইয়া রাজা আসি নিজ দেশে।
অন্তঃপুরে প্রবেশিল মনের হরিষে ॥
দশরথ নৃপতির রমণী-বিলাস।
আদিকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

দশরথের রাজ্যে শনির দৃষ্টি।

কৌশল্যা কৈকেয়ী তারা রাণী দুই জন।
সুমিত্রার রূপ দেখি ভাবে মনে-মন ॥
নৃপতি সুমিত্রা-প্রেমে রবে নিমগন।
আর না চাহিবে রাজা মোদের বদন ॥
নিরবধি সেবে তারা পার্ব্বতী-শঙ্কর।
সুমিত্রা দুর্ভগা হোক এই মাগে বর ॥
তিন রাণী লৈয়া রাজা আছে কুতূহলে।
সুখে রাজ্য পালে বহুকালে ভূমণ্ডলে ॥
পুত্রহীন মহারাজ মনে দুঃখদাহ (৩)।
করিলেন সাত শত পঞ্চাশ বিবাহ ॥
সাত শত পঞ্চাশের মুখ্যা (৪) তিন গণি।
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা ভামিনী (৫) ॥
তার মধ্যে সুমিত্রা যে পরমা সুন্দরী।
তাঁর রূপে আলো করে অযোধ্যানগরী ॥
হেন স্ত্রী দুর্ভগা হৈল রাজার বিষাদ।
কালরাত্রি দোষে হৈল এতেক প্রমাদ ॥
প্রাণের অধিক রাজা কৈকেয়ীকে দেখে।
রাত্রি দিবা দশরথ তারে লৈয়া থাকে ॥
এ তিনের ভাগ্য কত বর্ণিব সম্প্রতি।
ইহাদের গর্ভে জন্ম লবেন শ্রীপতি ॥
সতত ভাসেন রাজা সুখের সাগরে।
দৈবে অনাবৃষ্টি হৈল অযোধ্যানগরে ॥
রোহিণীতে বৃষে হৈল শনির গমন (৬)।
তেকারণে বৃষ্টি নাহি হয় বরিষণ ॥
কৌতুকে থাকেন রাজা ভার্য্যা-সম্ভাষণে।
রাজ্যেতে প্রমাদ হৈল ইহা নাহি জানে ॥
সকল অযোধ্যারাজ্যে হইল আপদ্।
হেনকালে আইলেন তথায় নারদ ॥

(১) গোধূলি—সূর্য্যাস্তগমন কাল; বিবাহাদি শুভকর্ম্মে শাস্ত্রে গোধূলির তিন প্রকার লক্ষণ। হেমন্ত ও শীতকালে—যখন সূর্য্যের কিরণ মৃদু হইয়া পীতবর্ণ ধারণ করে। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে—যখন সূর্য্য অস্তগমনকালে অর্দ্ধেক মাত্র দৃষ্ট হয়; বর্ষা ও শরৎ কালে—যখন সূর্য্য অস্তগমন করায় অদৃশ্য হইয়া যায়। (২) উত্থান-কৌড়ি—শয্যা তোলানি টাকা। (৩) দুঃখদাহ—দুঃখের যন্ত্রণা। (৪) মুখ্যা - প্রধান। (৫) ভামিনী - রূপযৌবনশালিনী স্ত্রী। (৬) রোহিণীতে বৃষে হৈল শনির গমন—শনিগ্রহ রোহিণী নক্ষত্রে প্রবেশ করিল।

পাদ্য অর্ঘ্য দেন রাজা বসিতে আসন।
মুনিরে করিয়া পূজা বসিল রাজন॥
নারদ বলেন, নৃপ, করি নিবেদন।
আইলাম তোমারে করিতে বিজ্ঞাপন॥
ইন্দ্রের বৃষ্টিতে বাঁচে সকল সংসার।
তব রাজ্যে অনাবৃষ্টি দুঃখ সবাকার॥
রাজকার্য্য ভুলি রাজা করিতেছ সুখ।
নরকে ডুবিয়া প্রজাগণ পায় দুখ॥
রাজা বলে, কারো আমি নাহি করি দণ্ড।
কি কারণে মন্দ মোরে বলে রাজ্যখণ্ড (১)॥
দুঃখ পায় প্রজাগণ নিজ কর্ম্মফলে।
কোন্ দোষে প্রজাগণ মোরে মন্দ বলে॥
নারদ বলেন, শুন নৃপচূড়ামণি।
রোহিণী নক্ষত্রে দৃষ্টি দিয়া গেল শনি॥
এই হেতু অনাবৃষ্টি হইল রাজ্যেতে।
প্রজাগণ দুঃখ পায় সেই কারণেতে॥
এত বলি করিলেন নারদ গমন।
রথে চড়ি রাজ্য দেখি বেড়ায় রাজন॥
গেলেন উত্তরদিকে গহন কানন।
জলজন্তু দেখে রাজা পশু-পক্ষিগণ॥
নদ নদী দেখে রাজা নাহি তাহে জল।
দীঘী সরোবর দেখে শুষ্ক সে সকল॥
বেলা অবসানে রাজা বসে বৃক্ষতলে।
সারী শুক পক্ষী আছে সেই বৃক্ষডালে॥
শেষ রাত্রি হইল পক্ষীর নিদ্রা ভাঙ্গে।
পক্ষিণী কহিল কথা পক্ষিরাজ সঙ্গে॥
বহুকাল হৈল মোরা এই বনবাসী।
কত আর পাব কষ্ট নিত্য উপবাসী॥
সূর্য্যবংশ রাজ্যে কভু দুঃখ নাহি জানি।
চৌদ্দবর্ষ অনাহার নাহি পাই পানী॥
অনাবৃষ্টি হেতু বৃক্ষে নাহি ফলে ফল।
নদ নদী সরোবর তাহে নাহি জল॥
ভূপতি হইয়া রাজ্যে চেষ্টা নাহি করে।
রাত্রি-দিন স্ত্রী লইয়া থাকে অন্তঃপুরে॥
কষ্ট পাই আর কত থাকি অনাহারে।
অতএব চল প্রভু যাই স্থানান্তরে॥
পক্ষিরাজ বলে, প্রিয়ে, শুন মোর বাণী।
তোমার বচনে কি ছাড়িব অরণ্যানী (২)॥
সত্যযুগ হৈতে মোর এই বনে বাস।
গোঁয়াইনু এই বনে পুরুষ পঞ্চাশ॥
মোর দুঃখ নহে, দুঃখ হয়েছে সংসারে।
এই দুঃখে আছে রাজা দুঃখিত অন্তরে॥
এইখানে জন্ম মোর এখানে মরণ।
তোর বোলে ছাড়িতে নারিব এই বন॥
পক্ষিণী বলয়ে, পক্ষি, শুন বিবরণ।
পাতকীর রাজ্যে থাকি হারাবে জীবন॥
জল বিনা শ্বাসগত (৩) ব্যাকুলিত প্রাণ।
সমুদ্রের তীরে গিয়া করি জলপান॥
এই কথাবার্ত্তা তারা করে দুইজনে।
বৃক্ষতলে থাকি তাহা দশরথ শুনে॥
রাজা বলে, নারদের বচন প্রত্যক্ষ।
পক্ষী মোরে নিন্দা করে পেয়ে উপলক্ষ্য (৪)॥
বুঝিলাম ইন্দ্র রাজা বড়ই চতুর।
মুখে এক কহে, সে অন্তরে করে দূর॥
মম পিতামহ যেই রঘু নাম ধরে।
ইন্দ্রে আনি খাটাইল অযোধ্যানগরে (৫)॥

(১) রাজ্যখণ্ড—রাজ্যের সমস্ত লোক। (২) অরণ্যানী—ঘন নিবিড় বন। (৩) শ্বাসগত—শ্বাসপ্রাপ্ত। (৪) উপলক্ষ্য—হেতু; কারণ। (৫) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

তবে আজি হয় মম দশরথ নাম।
ইন্দ্রেরে বান্ধিয়া আনি যদি নিজ ধাম ॥
রজনী প্রভাত করে রাজা মনোদুঃখে।
প্রভাত হইলে রাজা দুই পক্ষী দেখে ॥
পক্ষী বলে, পাপিনী পক্ষিণি, শুন বাণী।
রাজারে নিন্দিলা কেন হইয়া পক্ষিণী ॥
সকল যে দশরথ শুনিয়াছে কাণে।
শব্দভেদী বাণে রাজা মারিবে পরাণে ॥
পক্ষীর পরাণ ফাটে এতেক বলিয়া।
ডিম্ব লৈয়া ঠোঁটেতে আকাশে উঠে গিয়া ॥
পক্ষী পলাইয়া যায় পাইয়া তরাস।
উর্দ্ধবাহু করি রাজা করেন আশ্বাস ॥
দশরথ বলে, পক্ষি না পালাও ডরে।
ফিরিয়া আসিয়া বৈস বাসার উপরে ॥
স্ত্রীর বাক্যে অপরাধ নাহিক তোমার।
তোমার বচনে জ্ঞান হইল আমার ॥
এই বনে যত আম্র-কাঁঠালের ভার।
আজি হৈতে তোমায় দিলাম অধিকার ॥
পক্ষী সম্বোধিয়া রাজা রাখি বাসা ঘরে।
আপনি গেলেন পরে ইন্দ্রের নগরে ॥
স্বর্গেতে যাইয়া রাজা দেবের সমাজে।
'কোথা ইন্দ্র' বলিয়া ডাকেন দেবরাজে ॥
তর্জ্জন করেন দশরথ মহারাজ।
'রণং দেহি রণং দেহি' কোথা সুররাজ ॥
দেবগণ বলে, রাজা ক্রোধ কি কারণ।
তব সঙ্গে বাসব না করিবেন রণ ॥
ভূপতি বলেন, মম রাজ্যে নাই বৃষ্টি।
অনাবৃষ্টি হেতু মোর নষ্ট হৈল সৃষ্টি ॥
মম রাজ্যে বৃষ্টি নাহি হয় কোন কাজে।
অনাবৃষ্টি হেতু যত প্রজাগণ মজে ॥
চৌদ্দবর্ষ অনাবৃষ্টি নাহি হয় ধান (১)।
প্রজাগণ দুঃখে মরে, করে অপমান ॥
সুবৃষ্টি করিয়া সৃষ্টি রাখুন সম্প্রতি।
নতুবা জিনিয়া লব এ অমরাবতী ॥
এতেক শুনিয়া যান যত দেবগণ।
ইন্দ্রকে কহেন তাঁরা সব বিবরণ ॥
বাসব বলেন, রাজা এলো কি কারণে।
মনুষ্য হইয়া নিন্দে শঙ্কা নাহি মনে ॥
দেবগণ বলে, ইন্দ্র, ত্যজ অহঙ্কার।
রাজার যুদ্ধেতে কারো নাহিক নিস্তার ॥
শব্দভেদী বাণ রাজা শব্দমাত্রে হানে।
তার সনে যুদ্ধ ক'রে মরিবে আপনে ॥
যাবৎ মনেতে রাজা নাহি পায় তাপ।
রাজার সহিত কর মধুর আলাপ ॥
দেবতার বাক্য ইন্দ্র নাহি করে আন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁর করেন সম্মান ॥
কহিলেন দশরথ করি সম্বোধন।
মম রাজ্যে অনাবৃষ্টি হয় কি কারণ ॥
বাসব বলেন, রাজা শুন একচিতে।
পড়িল শনির দৃষ্টি রোহিণী নক্ষত্রে ॥
ছাড়াইতে পার যদি রোহিণীতে দৃষ্টি।
হইবে তোমার দেশে তবে মহাবৃষ্টি ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব অপার।
আদিকাণ্ডে গাহিলেন শনির সঞ্চার ॥

---

(১) চৌদ্দবর্ষ অনাবৃষ্টি নাহি হয় ধান—ধান (শস্য); বঙ্গীয় কবির রচনায় এখানে বঙ্গদেশের প্রভাব পড়িয়াছে। যে দেশে অনাবৃষ্টির কথা হইতেছে, সেখানে ধানের চাষ খুব কম হয়; তথাপি বর্ণনা-প্রবাহে কবি বিভিন্ন প্রদেশের কথা ভুলিয়া স্বদেশের কথাই লিখিয়াছেন।

জটায়ু-সম্মিলন।

চলিলেন দশরথ ইন্দ্রের বচনে।
রথ চালাইয়া যায় শনির সদনে॥
'শনি ঘরে' বলি রাজা ডাকিলেন তায়।
বাহির হইয়া শনি সম্মুখে দাঁড়ায়॥
শনির দৃষ্টিতে রাজার ছিঁড়ে রথ-দড়া (১)।
আকাশ হইতে পড়ে তাঁর অষ্ট ঘোড়া॥
ছিঁড়িল রথের দড়া নাহি পায় স্থল।
পাকে পাকে পড়ে রথ করে টলমল॥
চক্রবৎ ফিরে রথ গগন উপরে।
হেন জন নাহি যে রাজায় রক্ষা করে॥
জটায়ু নামেতে পক্ষী উড়ে অন্তরীক্ষে।
আকাশে থাকিয়া পক্ষী রথ যে নিরীখে॥
ভূমিতে পড়িবে রাজা না পাইয়া স্থল।
রাজার হইবে চূর্ণ শরীর সকল॥
হেনকালে করি যদি রাজার উদ্ধার।
ঘুষিতে থাকিবে যশ নিয়ত আমার॥
দশরথ মহারাজ ধর্ম্ম-অধিষ্ঠান।
হেন রাজা ত্যজে প্রাণ মম বিদ্যমান॥
কাতর হইবে রাজা পড়িলে ভূমিতে।
ইহা ভাবি পক্ষিরাজ দুই পাখা পাতে॥
পাখা পাতি রহিল জটায়ু মহাবীর।
হইলেন তাহার উপর রাজা স্থির॥
স্থির হৈয়া দশরথ রথে জোড়ে ঘোড়া।
ধ্বজা আর পতাকা বান্ধেন জোড়া জোড়া॥
সারথি ঘোড়ার গায়ে মারিলেক ছাট (২)।
আরবার চলে ঘোড়া আকাশের বাট (৩)॥
রাজা বলিলেন, রথ রাখ এই খানে।
রাখিল আমার প্রাণ এই কোন্‌জনে॥
রঘু পিতামহ কিবা সেই অজ পিতা।
এমন বিপদে কেবা আমার রক্ষিতা (৪)॥
তুলিলেন পক্ষিরাজে রথের উপরে।
মধুর সম্ভাষে রাজা জিজ্ঞাসেন তারে॥
আছাড় খাইয়া পড়িতাম ভূমিতলে।
করিলে আমারে রক্ষা তুমি হেনকালে॥
কোন্ দেশে থাক তুমি কাহার নন্দন।
পরিচয় দেহ মোরে তুমি কোন্ জন॥
পক্ষিরাজ কহিলেন, আমি পক্ষিজাতি।
মম জ্যেষ্ঠ ভাই পক্ষি-ভূপতি সম্পাতি॥
জটায়ু আমার নাম গরুড়-নন্দন।
অন্তরীক্ষে ভ্রমি আমি উপর গগন॥
আছাড় খাইয়া পড় দেখিয়া রাজন্।
পাখা পাতি রাখিলাম তোমার জীবন॥
দশরথ বলিলেন, তুমি মোর মিত্র।
প্রাণ দান দিলা মম, কি কব চরিত্র॥
তার পর রথকাষ্ঠ খসাইয়া আনি।
জ্বালিলেন হুতভুক্ (৫) নৃপতি আপনি॥
উভয়ে মিত্রতা করে অগ্নি করি সাক্ষী।
হইল রাজার মিত্র সে জটায়ু পক্ষী॥
জটায়ু পক্ষীর কথা শুনে যেই জন।
সর্ব্বত্র তাহারে রাখে দেব নারায়ণ॥
বিদায় করিয়া পক্ষী গেল সেই দেশে।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

শনি-দশরথ-সংবাদ।

পুনশ্চ গেলেন রাজা শনির ভবনে।
রাজারে দেখিয়া শনি অতি ভীত মনে॥

---

(১) রথ-দড়া—রথ টানিবার জন্য ঘোড়ার সাজের সঙ্গে যে দড়া দিয়া বাঁধা থাকে। (২) ছাট—ছড়ি; চাবুক। (৩) বাট পথ। (৪) রক্ষিতা—রক্ষক; রক্ষাকর্ত্তা। (৫) হুতভুক্ আগুন; হোমের দ্রব্য ভোজন করেন বলিয়া এই নাম।

শনি বলে, দশরথ আইলে আবার।
মোর দৃষ্টে কেমনেতে পাইলে নিস্তার॥
দশরথ তুমি সূর্য্যবংশের ভূষণ।
নিবেন তোমার ঘরে জন্ম নারায়ণ॥
রাজচক্রবর্ত্তী তুমি ধর্ম্ম-অবতার।
তেকারণে মোর দৃষ্টে পাইলে নিস্তার॥
মুদিয়া নয়ন শনি দশরথে বলে।
সম্মুখ ছাড়িয়া আইস তুমি পৃষ্ঠমূলে (১)॥
কোপদৃষ্টে সুদৃষ্টে যাহার পানে চাই।
সুরাসুর-নাগ-নর হয়ে যায় ছাই॥
পূর্ব্বকথা কহি রাজা তাহে দেহ মন।
যেমতে শিবের পুত্র হৈল গজানন॥
জন্মিলেন গণপতি (২) গৌরীর নন্দন।
দেখিতে গেলেন তথা যত দেবগণ॥
দেবগণ বলে, মাতা, তোমার আদেশে।
আইল সকল দেব শনি না আইসে॥
দূত পাঠাইয়া দিল আমার গোচর।
দেখিতে গেলাম পুত্র কৈলাস শিখর॥
শুভদৃষ্টে গিয়া যেই মুণ্ড পানে চাই।
আমার দৃষ্টির দোষে হৈয়া গেল ছাই॥
তা দেখিয়া দেবগণ হইল বিস্মিত।
পার্ব্বতীর মনোদুঃখে মহেশ চিন্তিত॥
পার্ব্বতী বলেন, হেথা আছে দেবগণ।
আমার পুত্রের মুণ্ড নিল কোন্ জন॥
দেবগণ বলেন, শুনহ বিশ্বমাতা।
শনির দৃষ্টিতে ভস্ম গণেশের মাথা॥
দেবতার বাক্য শুনি রুষিল ভবানী।
আমারে বধিতে যান হয়ে শূলপাণি॥
পলাইয়া যাই আমি, স্থান নাহি পাই।
দেবতার আড়ালেতে তখনি লুকাই॥
আজ্ঞা করিলেন চতুর্ম্মুখ পবনেরে।
মুণ্ড কাটি আন যেবা পশ্চিমশিয়রে॥
পশ্চিমশিয়রে শুয়ে শ্বেতহস্তী যথা।
পবন কাটিয়া আনি দিল তার মাথা॥
শূল হস্তে আইলেন দেবী মহাকোপে।
পার্ব্বতীর কোপ দেখি দেবগণ কাঁপে॥
যতেক দেবতাগণ করিছে স্তবন।
আপনি সৃজিয়া শনি মার কি কারন॥
তুমি আদ্যাশক্তি মাতা জগতের গতি।
তোমার মহিমা বলে কাহার শকতি॥
আপনি দিয়াছ বর পরম কৌতুকে।
শনি যারে দেখে তার মাথা নাহি থাকে॥
পাইয়া তোমার বর তোমাতে পরীক্ষা।
তুমি যদি মার তারে কে করিবে রক্ষা॥
শনিরে না মার, বলে বিধাতা তখন।
স্থির হও, জিয়াইব তোমার নন্দন॥
আজ্ঞা করিলেন ব্রহ্মা তবে পবনেরে।
মুণ্ড কাটি আন যেবা উত্তরশিয়রে॥
গঙ্গা-নীর খাইয়া ইন্দ্রের ঐরাবত।
উত্তরশিয়রে শুয়ে ছিল নিদ্রাগত॥
কাটিয়া তাহার মুণ্ড আনিল পবন।
রক্তমাংসে জিয়াইল, হৈল গজানন॥
শরীর নরের মত, বদন করীর।
দেখিয়া হইল বড় দুঃখ পার্ব্বতীর॥
সকল দেবের পুত্র দেখিতে সুন্দর।
গজমুখ বসিবেক তাহার ভিতর॥
বিরিঞ্চি বলেন, করি গণেশেরে রাজা।
আগে গণেশের পূজা, পিছে অন্য পূজা॥
গণেশ থাকিতে যেবা অন্য দেব পূজে।
পূর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট তার, সিদ্ধি নয় কাজে॥

(১) পৃষ্ঠমূলে—পশ্চাৎ দিকে। (২) গণপতি—গণেশ; গণ—প্রমথ (শিবানুচর) গণের পতি।

ঐরাবত-মুখে জীয়াইল লম্বোদর।
হস্তীর শোকেতে কান্দি কহে পুরন্দর॥
উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া আর ঐরাবত হাতী।
এ সব সম্পদে মম নাম সুরপতি॥
প্রাণ পাইয়া ঐরাবত গেল নিজ ঘরে।
হেলায় আলস্যে নাই পশ্চিমশিয়রে (১)॥
দেবীরে বিদায় করি গেল দেবগণে।
গণেশের জন্ম শনি কহিল রাজনে॥
শুভদৃষ্টে কোপদৃষ্টে যার পানে চাই।
আমার দৃষ্টিতে কেহ রক্ষা পাবে নাই॥
মনুষ্য হইয়া তুমি আইস বারেবার।
সূর্য্যবংশে জন্ম হেতু পাইলা নিস্তার॥
সূর্য্যবংশজাত আমি সূর্য্যের কুমার।
এক বংশে জন্ম তেঞি পাইলা নিস্তার॥
কি কারণে আসিয়াছ তুমি মম পাশ।
বর চাহ, তোমার পূরাব অভিলাষ॥
তখন বলেন দশরথ যশোধন।
রোহিণীতে তব দৃষ্টে নহে বরিষণ॥
শনি বলে, আজ হৈতে ছাড়িব রোহিণী।
অবিলম্বে দেশে চলি যাও নৃপমণি॥
আজি হৈতে তব রাজ্যে হবে বরিষণ।
ঘুষিবে তোমার যশ এ তিন ভুবন॥
রোহিণী-বৃষভরাশি হবে যেই জন।
তার রাজ্যে হবে না আমার আগমন॥
হইয়া রাজারে তুষ্ট শনি দিল বর।
চলিলেন রাজা ইন্দ্র-নিকটে সত্বর॥
সভাতে বসিয়া ইন্দ্র লয়ে দেবগণে।
দশরথ বসিলেন তাঁর একাসনে॥
কহিলেন সে সব বৃত্তান্ত পুরন্দরে।
শনিকে প্রসন্ন করিলেন যে প্রকারে॥
শুনিয়া রাজার কথা দেবরাজ ভাষে।
এক্ষণে হইবে বৃষ্টি তুমি যাও দেশে॥
সাত দিন বৃষ্টি মাত্র ঝড় না করিব।
তোমার রাজ্যেতে জল যথাকালে দিব॥
বিদায় হইয়া রাজা গেলেন স্বদেশে।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

রাজা দশরথের কন্যা লাভ।

আজ্ঞা করিলেন ইন্দ্র চারি জলধরে।
সাত দিন বৃষ্টি কর অযোধ্যা নগরে॥
আবর্ত্ত সম্বর্ত্ত দ্রোণ আর যে পুষ্কর।
চারি মেঘে বৃষ্টি করে পৃথিবী-উপর॥
নদ নদী সরোবর পূর্ণ হৈল জলে।
অনাবৃষ্টি ঘুচে, বৃক্ষ শোভে ফুল-ফলে॥
জীবন (২) পাইয়া সব জীবের সমৃদ্ধি (৩)।
তপস্যার অন্তে যেন মনোরথ-সিদ্ধি॥
দান ধ্যান সদা করে রাজ্যে প্রজাগণ।
সুখে রাজা রাজ্য করে সম্পদ্‌ভাজন॥
রাজ্য করে দশরথ যেন পুরন্দর।
রাজার বয়স নয় হাজার বৎসর॥
সাত শত পঞ্চাশ যে নৃপতিরমণী।
কারু পুত্র নাহি, রাজা বড় অভিমানী॥
ভার্গব রাজার কন্যা ছিল একজন।
তার গর্ভে এক কন্যা জন্মিল তখন॥
পরমা সুন্দরী কন্যা অতি সুচরিতা।
স্বর্ণমূর্ত্তি দেখে তার নাম হেমলতা॥

(১) হেলায় আলস্যে নাই পশ্চিম শিয়রে—আলস্য ত্যাগ করিবার জন্য অবহেলা করিয়াও পশ্চিম দিকে মাথা করিয়া শুইবে না, এই অর্থ মনে হয়। প্রবাদ বাক্য—"পশ্চিমে ন চ হেলয়েৎ।" (২) জীবন—জল। (৩) সমৃদ্ধি—ঐশ্বর্য্য। (৪) অঙ্গদেশ—বর্ত্তমান ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলা। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

লোমপাদ নামে রাজা দশরথ-সখা।
অঙ্গদেশে ঘর তার ধনের নাহি লেখা॥
জন্মিয়াছে সুতা দশরথের শুনিয়া।
লোমপাদ আনে তারে লোক পাঠাইয়া॥
সত্য ছিল পূর্ব্বেতে করিতে নারে আন।
মহা পুণ্যবান্ রাজা ধর্ম্ম-অধিষ্ঠান॥
কন্যা রহে লোমপাদ ভূপতির ঘরে।
দশরথ রাজত্ব করেন নিজপুরে॥
লোমপাদ শান্তা নাম রাখে তনয়ার।
সন্তানবিহীন রাজার আনন্দ অপার॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব মনোরম।
আদিকাণ্ডে গাইলেন শান্তার জনম॥

দশরথ কর্ত্তৃক সিন্ধু বধ।

দৈবের নির্ব্বন্ধ আছে না হয় খণ্ডন।
মৃগয়া করিতে রাজা করেন গমন॥
হস্তী ঘোড়া রাজার চলিল শতে শতে।
মৃগ (১) অন্বেষিয়া রাজা বেড়ান বনেতে॥
ভ্রমিয়া বেড়ান রাজা নিবিড় কানন।
অন্ধকের তপোবনে গেলেন তখন॥
শ্রমযুক্ত হইয়া বসেন বৃক্ষতলে।
দিব্য সরোবর দেখিলেন সেই স্থলে॥
অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধু নাম ধরে।
কলসীতে ভরে জল সেই সরোবরে॥
কলসীর মুখ করে বুক্ বুক্ ধ্বনি।
রাজা ভাবে জলপান করিছে হরিণী॥
পাতা লতা খাইয়া পশেছে সরোবর।
ইহা ভাবি বধিতে জুড়েন ধনুঃশর॥
শব্দভেদী বাণ রাজা শব্দমাত্রে হানে।
মুনি-পুত্রোপরে বাণ এড়ে সেইক্ষণে॥
মৃগজ্ঞানে বাণ হানে রাজা দশরথ।
বাণাঘাতে মুনি পড়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত॥
মৃগের উদ্দেশে রাজা যান দৌড়াদৌড়ি।
মৃগ নহে মুনিপুত্র যায় গড়াগড়ি॥
দেখেন সিন্ধুর বুকে বিদ্ধ হয়ে বাণ।
অতি ভীত দশরথ উড়িল পরাণ॥
বুকে বাণ বাজিয়াছে কথা নাহি সরে।
'জল দেহ' বলে মুনি হস্ত-অনুসারে (২)॥
অঞ্জলি পুরিয়া রাজা আনিয়া জীবন (৩)।
মুখে দিবামাত্র মুনি পাইল চেতন॥
শিরে হাত দিয়া রাজা করে অনুতাপ।
ব্যাকুল দেখিয়া মুনি নাহি দিল শাপ॥
মুনি বলে, দশরথ, ভয় কি কারণ।
তোমারে শাপিয়া আমি পাব কত ধন॥
কপালে যা থাকে তাহা না হয় খণ্ডন।
পূর্ব্ব-জনমের কথা হইল স্মরণ॥
পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি রাজার কুমার।
মারিতাম বাঁটুলেতে পক্ষী অনিবার॥
কপোতী-কপোত পক্ষী ছিল এক ডালে।
কপোতেরে মারিলাম একই বাঁটুলে॥
মৃত্যুকালে কপোত আমারে দিল শাপ।
পরজন্মে পাবে এইরূপ মনস্তাপ॥
ব্যর্থ না হইল সেই পক্ষীর বচন।
হইল তোমার বাণে আমার মরণ॥
লইলা আমার প্রাণ কোন্ অপরাধে।
আমারে মারিয়া বড় পড়িলে প্রমাদে॥

---

(১) মৃগ—হরিণ। ছোট হাতীকেও মৃগ বলে। ছোট হাতী অর্থ করিলে মূলের সহিত সাদৃশ্য থাকে। (২) হস্ত-অনুসারে—আঙ্গুলের ইসারায়। (৩) জীবন—জল।

অন্ধ পিতা-মাতা মম শ্রীফলের (১) বনে।
আজি তাঁরা মরিবেন আমার বিহনে ॥
এ বড়ই দুঃখ মম রহিল যে মনে।
মৃত্যুকালে দেখা না হইল দোঁহা সনে ॥
আমি অন্ধকের প্রাণ হইয়া ছিলাম।
তৃষ্ণায় সলিল, ফল ক্ষুধায় দিতাম ॥
আর কেবা ফল-জল দিবেক দোঁহাকে।
অনাহারে মরিবেন আমা পুত্রশোকে ॥
এই সত্য দশরথ করহ আপনে।
আমা লৈয়া যাও পিতা-মাতার সদনে (২) ॥
ইহা বিনা তোমার নাহিক প্রতিকার (৩)।
নহে সৃষ্টি নাশ হবে, মজিবে সংসার ॥
মৃত্যুকালে সিন্ধুমুনি নারায়ণে ডাকে।
নারায়ণ বলিতে উঠিল রক্ত মুখে ॥
দেখি দশরথ হইলেন কম্পমান।
খসালেন তাঁর সেই বুক হতে বাণ ॥
ভূপতি ভাবেন, আসি মৃগ মারিবারে।
ঘটিল তপস্বি-হত্যা আমার উপরে ॥
মৃত মুনি তুলি রাজা লইল কাঁধেতে।
অন্ধকের বনে গেল কাঁদিতে কাঁদিতে ॥
হেথা তপোবনে বসি অন্ধক-অন্ধকী।
বামনেত্র ভুজ-স্পন্দে (৪) অমঙ্গল দেখি ॥
অন্ধকী বলেন, নাথ, এ কি কুলক্ষণ।
আজি কেন পুত্রের বিলম্ব এতক্ষণ ॥
অন্ধক বলেন, শুন পাগল গৃহিণী।
আর দিন নিকটে পাইত ফল-পানী ॥
আজি বুঝি গিয়াছে সে দূরস্থ কানন।
সেই হেতু বিলম্ব হইল এতক্ষণ ॥

এই কথাবার্ত্তা তাঁরা কহেন দু'জন।
মরা কাঁধে করি রাজা গেলেন তখন ॥
শুষ্ক শ্রীফলের পাতা মচমচ করে।
অন্ধক বলেন, এই পুত্র আইল ঘরে ॥
চক্ষু নাই দু'জনের, দেখিতে না পায়।
আইস পুত্র বলিয়া ডাকিছে উভরায় (৫) ॥
কালিকার উপবাসী করিব পারণ।
ফল-জল দেহ বাপু, রাখহ জীবন ॥
দুই জন ডাক ছাড়ে, রাজার তরাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

দশরথ রাজার প্রতি অন্ধক মুনির অভিশাপ।

দেখি দুই অন্ধে রাজা সন্দেহ অন্তরে।
যাইতে নারেন অগ্রে পাছু যান ধীরে ॥
কহিল অন্ধক মুনি করিয়া বিশ্বাস।
কিবা মাতা-পিতা সঙ্গে কর উপহাস ॥
দেখিতে না পায় মুনি বসিলেন ধ্যানে।
সকল বৃত্তান্ত মুনি ক্ষণেকেতে জানে ॥
চক্ষু ভাসে নীরে, করে করাঘাত শিরে।
বলে, রাজা মারিয়াছ পুত্রে এক তীরে ॥
মুনি বলে, আইস দশরথ নরপতে (৬)।
মৃত পুত্র আনিলে আমাকে দেখাইতে ॥
আর কিবা দশরথ শাপিব তোমাকে।
এইমত তব প্রাণ যাবে পুত্রশোকে ॥
পুত্রশোকে মরিব আমরা দুই প্রাণী।
পুত্রশোকে যে যন্ত্রণা জানিবা আপনি ॥
মুনি শাপ দিল যদি রাজার উপর।
দশরথ কহিছেন প্রফুল্ল-অন্তর ॥

---

(১) শ্রীফলের বন—বেলের বন। কেহ কেহ বলেন, অন্ধক মুনি যেখানে তপস্যা করিতেন তাহাকে শ্রীফল বন বলিত। (২) সদন—গৃহ। (৩) প্রতিকার—এখানে উপায়। (৪) ভুজ-স্পন্দে—হাতের কাঁপুনিতে। (৫) উভরায়—উচ্চৈঃস্বরে। (৬) নরপতে—রাজন্ (সম্বোধন পদ)।

'শুভমস্তু' (১) মুনিবাক্য না হইবে আন।
দেখিয়া পুত্রের মুখ যায় যা'ক প্রাণ ॥
তোমা দেখি যেন মুনি বিষ্ণুর সমান।
তোমার বচন সত্য হোক, নহে আন ॥
তব শাপে মুনি, মম হরিষ অন্তর।
শাপ নহে, হইল আমার পুত্রবর ॥
অন্ধ বলে, দশরথ বঞ্চিত সন্তানে।
পুত্রশোক শাপ দিনু বর করি মানে ॥
ধ্যান করি জানিল অন্ধক তপোধন।
ইহার ঘরেতে জন্মিবেন নারায়ণ ॥
যাহ রাজা, তোমারে দিলাম আমি বর।
চারি পুত্র হবেন তোমার গদাধর ॥
মম শাপে পুত্রশোকে তোমার মরণ।
পুত্র হৈলে একাদশ বৎসর জীবন ॥
ব্যর্থ নাহি হয় কভু মুনির বচন।
মুনির শাপেতে অন্ধ আমার লোচন ॥
পূর্ব্বকথা কহি রাজা, তাহে দেহ মন।
যে শাপে হইল মম অন্ধ এ লোচন ॥
ত্রিজটা (২) মুনির দুই চরণ ডাগর (৩)।
মাগিতে আইল ভিক্ষা মম পিতৃঘর ॥
মুনিরে দেখিয়া পিতা উঠিল তখন।
পাদ্য অর্ঘ্য দেন তাঁরে বসিতে আসন ॥
জিজ্ঞাসা করেন তাঁরে, কেন আগমন।
মুনি কহে, আইলাম ভিক্ষার কারণ ॥
গতকল্য হ'তে আমি আছি উপবাসী।
ভোজন করাহ মোরে তুমি মহাঋষি ॥
অতিথি (৪) বলিয়া পিতা করান ভোজন।
বিদায় হইয়া মুনি যান তপোবন ॥
পিতা আসি কহেন আমারে এই কালে।
দণ্ডবৎ করহ মুনির পদতলে ॥
গোদা পা দেখিয়া তাঁর, ঘৃণা হৈল মনে।
এমন পায়ের ধূলা লইব কেমনে ॥
লইলাম নয়ন মুদিয়া পদধূলি।
আশীর্ব্বাদ দিল মুনি 'এবমস্তু' (৫) বলি ॥
ব্যর্থ না হইল সেই মুনির বচন।
ইহাতে হইল অন্ধ আমার লোচন ॥
সেই মত করিলেন আমার গৃহিণী।
দোঁহারে করিয়া অন্ধ ঘরে গেল মুনি ॥
আমার পাপের রাজা পাইলে প্রমাণ।
শাপে বর হইল, হইবে পুত্রবান্ ॥
এই সত্য দশরথ করিবে পালন।
ঋষ্যশৃঙ্গে (৬) আনি কর যজ্ঞ আরম্ভণ ॥
শ্রীফল পাইয়াছিলাম ভ্রমিতে কানন।
এই ফল করিলাম তোমাকে অর্পণ ॥
এই ফলে জন্মিবেন দেব চক্রপাণি।
চরুর ভিতরে এই ফল দিও তুমি ॥
পুনশ্চ কহেন মুনি তাঁরে মৃদুস্বরে।
কোথা আছে সিন্ধুপুত্র আনি দেহ মোরে ॥
মৃতপুত্র দশরথ দিলেন আনিয়া।
পুত্র কোলে করি মুনি কান্দে লোটাইয়া ॥
নয়নবিহীন মুনি দেখিতে না পায়।
কোলেতে করিয়া হস্ত শরীরে বুলায় ॥
জন্মিলা যে পুত্র তুমি তপের কারণে।
ঘটিল আমার মৃত্যু তোমার মরণে ॥
অন্ধের নয়ন তুমি হয়েছিলে জানি।
ফল দিতে ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় দিতে পানী ॥

(১) শুভমস্তু—শুভ হউক। (২) ত্রিজট—তিন জটাধারী মুনি বিশেষ। (৩) ডাগর—বড়; এখানে গোদা। (৪) অতিথি—ভিক্ষা গ্রহণার্থ যাহাদের আসিবার তিথি নির্দ্দিষ্ট নাই। (৫) এবমস্তু এইরূপই হউক। (৬) ঋষ্যশৃঙ্গ—স্বর্ণমুখী নাম্নী হরিণীর গর্ভে জাত মহর্ষি বিভাণ্ডকের পুত্র।

গুরুনিন্দা নাহি করি নহে সন্ধ্যা বাদ (১)।
দধির সংযোগে রাত্রে নাহি খাই ভাত ॥
জন্মাবধি আমি পাপকর্ম্ম নাহি জানি।
তবে কেন সিন্ধুপুত্র ত্যজিলা আপনি ॥
পূর্ব্ব জন্মে কার কি করেছি বিঘটন (২)।
গুরুনিন্দা করেছি, হরেছি স্থাপ্যধন (৩) ॥
এতেক বলিয়া মুনি নারায়ণে ডাকে।
নারায়ণ-মন্ত্র জপি মরে পুত্রশোকে ॥
পতিব্রতা নাহি জীয়ে পতির মরণে।
অন্ধকী ছাড়িল প্রাণ অন্ধকের সনে ॥
তিন মৃত লয়ে রাজা গেল সরোবরে।
অগুরু-চন্দনকাষ্ঠ আনিল বিস্তরে ॥
করিলেন চিতা রাজা উত্তরশিয়রে।
তিন জনে শোয়াইল চিতার উপরে ॥
দুই জন দুই দিকে পুত্র মধ্যখানে।
পোড়াইল তিন জনে বেষ্টিত আগুনে (৪) ॥
চিতা প্রক্ষালিয়া সেই সরোবর-তীরে।
কান্দিয়া আইল রাজা অযোধ্যানগরে ॥
মুনি হত্যা করি রাজা অজের নন্দন।
অমনি কান্দিয়া গেল বশিষ্ঠ-ভবন ॥
গিয়াছেন বশিষ্ঠ তপস্যা করিবারে।
বামদেব পুত্র তাঁর আছেন আগারে ॥
সকল বৃত্তান্ত রাজা কহিলেন তাঁরে।
মুনি হত্যা করিয়াছি বনের ভিতরে ॥
প্রায়শ্চিত্ত ইহার করাও মহাশয়।
কিরূপে হইব মুক্ত, কিসে পাপক্ষয় ॥
মুনি বলে, অকালেতে নাহি যজ্ঞ-দান।
এই পাপে কেমনে পাইবে পরিত্রাণ ॥
বিচার করয়ে মুনি আগম (৫) পুরাণ।
বাল্মীকি যে মন্ত্র জপি পাইলেন ত্রাণ ॥
তিনবার বলাইল সেই রাম-নাম।
পাইলেন ভূপতি সে পাপেতে বিরাম ॥
ব্রহ্মহত্যা পাপে রাজা পাইল পরিত্রাণ।
তাহা দেখি বামদেব হৈল তৃপ্তপ্রাণ ॥
রাজা মুক্ত হইয়া গেলেন নিজ ঘর।
আইলেন সন্ধ্যায় বশিষ্ঠ মুনিবর ॥
ফল মূল ভক্ষণে মুনির সুস্থ মন।
পিতা-পুত্রে কথাবার্ত্তা কন দুই জন ॥
পিতারে কহেন বামদেব নীতিক্রমে।
দশরথ আসিয়াছিলেন এ আশ্রমে ॥
অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধু বলে যারে।
মারিলেন রাজা শব্দভেদী শরে তাঁরে ॥
দীনভাবে কহিলেন রাজা এ বচন।
মুনি-হত্যাপাপ মোর কর বিমোচন ॥
অকালে কিছুই নাহি হয় যজ্ঞ দান।
এই হেতু রাম-নাম করিনু বিধান ॥
যোগ যাগ স্নান দান নাহি করিলাম।
তিনবার রাজারে বলানু রাম-নাম ॥
জল ফেলাইয়া যেন দিল তপ্ত তৈলে।
কুপিয়া বশিষ্ঠ মুনি পুত্র প্রতি বলে ॥
এক রাম-নামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে।
তিন বার রাম-নাম বলালি রাজারে ॥
মোর পুত্র হৈয়া তোর অজ্ঞান বিশাল।
দূর হ রে বামদেব, হও রে চণ্ডাল ॥
লোটাইয়া ধরিল সে পিতার চরণ।
কেমনে হইব মুক্ত কহ বিবরণ ॥

(১) সন্ধ্যা বাদ—সন্ধ্যা হীন ; সন্ধ্যা না করা। (২) বিঘটন—অন্যায়। (৩) স্থাপ্যধন—গচ্ছিত ধন ; ন্যাস। (৪) বেষ্টিত আগুনে—বেড়া আগুনে। মৃত ব্যক্তির মুখাগ্নি করিবার কেহ না থাকিলে দাহকারিগণ সকলে মিলিয়া শবের চারিদিকে আগুন ধরাইয়া দেয়; তাহাকে বেড়া আগুন বলে। (৫) আগম—শিবকথিত শাস্ত্রবিশেষ :—"আগতং শিববক্ত্রেভ্যো গতঞ্চ গিরিজা-শ্রুতৌ। মতঞ্চ বাসুদেবস্য তস্মাদাগম মুচ্যতে ॥"

না থাকে মুনির মনে কোপ বহুক্ষণ।
বলিলেন তাহারে বশিষ্ঠ তপোধন ॥
যেই রাম-নাম তুমি বলালে রাজারে।
তিনি জন্মিবেন দশরথের আগারে ॥
গঙ্গাস্নানে রঘুনাথ যাবেন যখন।
আগুলিও তুমি পথ রামের তখন ॥
তাঁহার চরণপদ্ম করিহ স্পর্শন।
তখনি হইবে মুক্ত চণ্ডাল জনম ॥
বলিলেন এরূপ বশিষ্ঠ মহামুনি।
গুহক চণ্ডাল হৈয়া রহিলেন তিনি ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুগান।
আদিকাণ্ডে গাহিলেন অন্ধকোপাখ্যান ॥

সম্বরাসুর বধ।

রাজ্য করে দশরথ যেন পুরন্দর।
হইল অসুর স্বর্গে নামেতে সম্বর ॥
হইল সম্বর সর্ব্ব দেবতার অরি।
জিনিল অমরাবতী (১) বৈজয়ন্তীপুরী (২) ॥
তার ভয়ে স্বর্গে দেব রহিতে না পারে।
মহেন্দ্র বলেন, ব্রহ্মা, বাঁচি কি প্রকারে ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, আন রাজা দশরথে।
অসুর সম্বর মরিবেক তার হাতে ॥
আপনি আইল ইন্দ্র অযোধ্যানগর।
পাদ্য-অর্ঘে দশরথ পূজে পুরন্দর ॥
ইন্দ্র বলে, দশরথ, তুমি মোর মিত (৩)।
ঠেকেছি সঙ্কটে, রক্ষা কর এই হিত ॥
অসুর সম্বর নামে তারে আমি হারি (৪)।
খেদাড়িয়া দেবগণে নিল স্বর্গপুরী ॥
আমার সহায় হৈয়া যদি কর রণ।
তোমার প্রসাদে তবে বাঁচে দেবগণ ॥
শুনিয়া ইন্দ্রের কথা দশরথ হাসে।
সম্বরে মারিব আমি, তুমি যাহ বাসে ॥
এতেক শুনিয়া ইন্দ্র গেলেন স্বর্গেতে।
সম্বরে মারিতে সাজে রাজা দশরথে ॥
সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
রাহুত (৫) মাহুত সাজাইল হাতী ঘোড়া ॥
মুদগর মুষল কেহ বান্ধিল কামান।
ধানুকী (৬) সাজিছে রথে লয়ে ধনুর্ব্বান।
সাজিছে কটক সব নাহি দিশপাশ (৭) ॥
কটকের পদধূলি লাগিল আকাশ।
গায়েতে পরিল সানা (৮) মাথায় টোপর।
ধনুর্ব্বাণ হাতে রাজা চলিল সম্বর ॥
দিব্য রথ জোগাইল রথের সারথি (৯)।
রথে চড়ি দশরথ চলে শীঘ্রগতি ॥
সম্বরে জিনিতে রাজা করিল গমন।
দশরথে দেখিয়া কাঁপিল ত্রিভুবন ॥
চতুর্দ্দোলে চড়ি রাজা চলে কুতুহলে।
রথ রথী পদাতি তুরঙ্গ হাতী চলে ॥
উত্তরিল গিয়া রাজা ইন্দ্রের নগরী।
দেখিয়া রাজার সাজ ক্রোধে দেব-অরি (১০) ॥
রাজার উপরে মারে সে জাঠি ঝকড়া।
স্বর্গপুরী ছাইল, রথের ভাঙ্গে চূড়া ॥
দশরথে বাণে বিন্ধি করিল জর্জ্জর।
ভঙ্গ দিল সেনা, রাজা রহে একেশ্বর (১১) ॥
কোপে কাঁপে দশরথ, পূরিল সন্ধান।
অস্ত্রাঘাতে দৈত্যসেনা ত্যজিল পরাণ ॥

---

(১) অমরাবতী—স্বর্গ। বৈজয়ন্তী—ইন্দ্রের প্রাসাদ। (৩) মিত—মিত্র, বন্ধু। (৪) তারে আমি হারি—তাহার নিকট আমি পরাজিত হইয়াছি। (৫) রাহুত—অশ্বারোহী সৈন্য। (৬) ধানুকী—ধনুর্দ্ধারী। (৭) নাহি দিশপাশ—অসংখ্য। (৮) সানা—বর্ম্ম। (৯) সারথি—রথ-চালক; যাহারা রথে ঘোড়া জুতিয়া থাকে। (১০) দেব-অরি—দেবতাদের শত্রু; সম্বরাসুর। (১১) একেশ্বর—একাকী।

নানা অস্ত্র বর্ষণ করেন দশরথ।
ছাইল অমরাবতী পবনের পথ ॥
সম্বরের সেনাগণ সমরে প্রখর।
ভূপতির সেনা বিন্ধি করিল জর্জ্জর ॥
লক্ষ লক্ষ বাণ পূরে সম্বরের সেনা।
পড়িলেক স্বর্গপুরী ছাইয়া ঝঞ্ঝনা ॥
পড়িল গন্ধর্ব্ব অস্ত্র ভূপতির মনে।
এমন অস্ত্রের শিক্ষা নাহি ত্রিভুবনে ॥
এক বাণে প্রসবে গন্ধর্ব্ব তিনকোটি।
আপনাআপনা রিপু করে কাটাকাটি ॥
আপনাআপনি করে বাণ বরিষণ।
এক বাণে পড়িল যতেক সেনাগণ ॥
সম্বরের সেনা দেয় রক্তেতে সাঁতার।
ত্রাহি ত্রাহি করি সবে করে হাহাকার ॥
পড়িল সকল সেনা দৈত্য একেশ্বর।
দশরথ-বাণে সেনা পড়িল বিস্তর ॥
দুই জন বাণবৃষ্টি করে ঝাঁকে ঝাঁকে।
উভয়ের বাণেতে অমরাবতী ঢাকে ॥
হইল অমরাবতী বাণে অন্ধকার।
দৈত্যের বাণেতে রাজা না দেখে নিস্তার ॥
দেখিতে না পায় দৈত্য থাকে কোন্‌খানে।
শব্দভেদী দশরথ শব্দ শুনি হানে ॥
কালপ্রাপ্ত দানবের নিকট মরণ।
দূরে থাকি দশরথে করিছে তর্জ্জন ॥
সম্বরের শব্দ রাজা পেয়ে পূরে বাণ।
ছুটিল রাজার বাণ অগ্নির সমান ॥
এড়িলেক বাণ রাজা শুনে তার কথা ॥
কাটে রাজা দশরথ সম্বরের মাথা ॥
নর হৈয়া মারিলেন অসুর সম্বর।
দেব সহ সুখে রাজ্য পালে পুরন্দর ॥
ইন্দ্র বলে, দশরথ রক্ষা কৈলে মোরে।
বর মাগ দিব, যাহা প্রার্থনা অন্তরে ॥
দশরথ বলে, ইন্দ্র, দেহ এই বর।
যেন মুনি-হত্যা নাহি থাকে মমোপর ॥
শুনিয়া রাজার কথা ইন্দ্রদেব হাসে।
সে পাপ তোমাতে নাই, যাও তুমি দেশে ॥
অন্ধক মুনির কথা অপূর্ব্ব কাহিনী।
ব্রাহ্মণ তাঁহার পিতা শূদ্রাণী জননী ॥
এতেক শুনিয়া দশরথ আইল দেশে।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥

দশরথের অঙ্গ-ক্ষত আরোগ্য করায় কৈকেয়ীর প্রথম বর লাভ।

পাত্র-মিত্রগণে রাজা দিলেন মেলানি (২)।
অন্তঃপুরে দশরথ চলিল অমনি ॥
সবার অধিক ভালবাসে কৈকেয়ীরে।
সেই হেতু আগে গেল কৈকেয়ীর ঘরে ॥
অস্ত্রসঞ্জীবনী (৩) বিদ্যা জানেন কৈকেয়ী।
দেখিল রাজার অঙ্গ অস্ত্রক্ষতময়ী ॥
মন্ত্র পড়ি জল দিল ভূপতির গায়।
জ্বালা ব্যথা গেল দূরে, শরীর জুড়ায় ॥
মৃতদেহে যেন পুনঃ পাইল জীবন।
সুস্থ হৈয়া দশরথ বলেন তখন ॥
হে কৈকেয়ি, প্রাণরক্ষা করিলা আমার।
তোমার সমান প্রিয়ে কেহ নাহি আর ॥
বর মাগি লহ যেবা অভীষ্ট তোমার।
কোন্ ধন ভাণ্ডারেতে নাহিক আমার ॥
এত যদি বলিলেন রাজা দশরথ।
কৈকেয়ী কুঁজীকে কহে বাক্য অভিমত ॥

---

(১) প্রখর—প্রচণ্ড। (২) মেলানি—বিদায়। (৩) অস্ত্র-সঞ্জীবনী—যে বিদ্যায় অস্ত্রের ক্রিয়া প্রখর হয়

মহারাজ, আমারে চাহেন দিতে বর।
কি বর মাগিয়া লব তাঁহার গোচর॥
পৃষ্ঠে ভার কুঁজের নড়িতে নারে চেড়ী।
কুঁজ নহে তার সে বুদ্ধির চুবড়ি॥
কুঁজী বলে, এক্ষণে নাহিক প্রয়োজন।
বর ইচ্ছা হবে যবে বলিব তখন॥
কৈকেয়ী কুঁজীর বাক্য না করিল আন।
হাসিয়া কহিল রাণী রাজা বিদ্যমান॥
মহারাজ, আজি বরে নাহি প্রয়োজন।
যখন ঘটিবে কার্য্য মাগিব তখন॥
আমার সত্যেতে বন্দী রহিলা গোসাঞি।
প্রয়োজন অনুসারে বর যেন পাই॥
নৃপতি বলেন, দিব যাহা চাবে দান।
আছুক অন্যের কাজ দিব নিজ প্রাণ॥
কৈকেয়ীর কপটে (১) অমরগণ হাসে।
না জানিয়া মৃগ যেন বন্দী হৈল ফাঁসে॥
এ সত্য পালিতে রাম যাইবেন বন।
বিরিঞ্চি বলেন, তবে মরিল রাবণ॥
রাজ্য করে দশরথ হরষিত মন।
করেন পুত্রের তুল্য প্রজার পালন॥
যখন যা হবে তাহা দৈবে সব করে।
হইল রাজার ব্রণ নখের ভিতরে॥
কৃত্তিবাস কহে কথা অমৃতসমান।
রাম-নাম বিনা তাঁর মুখে নাহি আন॥

দশরথের ব্রণ আরোগ্য করায় কৈকেয়ীর দ্বিতীয় বর লাভ।

ব্রণের ব্যথায় রাজা হইল কাতর।
পাত্রমিত্র আনি রাজা বলিল সত্বর॥
এ ব্যথায় বুঝি মম নিকট মরণ।
সূর্য্যবংশে রাজা হয়, নাহি কোন জন॥
ধন্বন্তরি (২)-পুত্র এক পদ্মাকর নাম।
আসিয়া রাজার কাছে করিল প্রণাম॥
কহিলেন, শুন রাজা পাইবা নিস্তার।
দুই মতে আছয়ে ইহার প্রতিকার॥
শামুকের ঝোল খাও না করিও ঘৃণা।
নহে নখদ্বারে চুম্ব (৩) দেউক একজনা॥
রক্ত পূঁয স্রবিতেছে নখের দুয়ারে।
তাহাতে চুম্বন দিতে কোন্ জন পারে॥
কৈকেয়ী রাজার কাছে দিবানিশি থাকে।
রাজা যত দুঃখ পান কৈকেয়ী তা দেখে॥
রাজার শুশ্রূষা রাণী করে রাত্রি-দিনে।
কহিল কৈকেয়ী রাণী রাজা বিদ্যমানে॥
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের অন্য নাহি গতি।
ব্রণে মুখ দিব, যদি পাও অব্যাহতি॥
যার ঘরে থাকে রাজা তারে দায় লাগে।
কৈকেয়ী চুম্বিল গিয়া দশরথ আগে॥
পাকিয়া আছিল সেই নখের বরণ (৪)।
মুখের অমৃত (৫) পেয়ে গলিল তখন॥
সুস্থ হইলেন রাজা, ব্যথা গেল দূরে।
রক্ত পূঁজ ফেলি দেহ, বলে কৈকেয়ীরে॥
কর্পূর তাম্বুল প্রিয়ে করহ ভক্ষণ।
বর লহ যাহা চাহ দিব এইক্ষণ॥

---

(১) কপট—ছলনা। (২) ধন্বন্তরি—দেব-চিকিৎসক; সমুদ্র-মন্থনের সময় সমুদ্র হইতে ইনি উঠিয়াছিলেন। (৩) চুম্ব—চোষা। (৪) বরণ—ব্রণ। (৫) মুখের অমৃত—মুখামৃত; থুতু।

কৈকেয়া বলেন, শুনি রাজার বচন।
যখন মাগিব বর দিওহে তখন॥
দুই বারে দুই বর থাকুক তব ঠাঁই।
পশ্চাতে মাগিব বর এখন না চাই॥
শুনিয়া রাণীর কথা দশরথ হাসে।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার জন্য দশরথের চিন্তা।

রাজ্য করে দশরথ অনেক বৎসর।
একচ্ছত্র (১) মহারাজ যেন পুরন্দর॥
পাত্র মিত্র ভাই বন্ধু সবাকারে আনি।
বশিষ্ঠাদি আইলেন যত মুনি জ্ঞানি॥
সভা করি বসে রাজা অমাত্য (২) সহিতে।
অতি খেদ করি রাজা লাগিল কহিতে॥
ইহকালে না হইল আমার সন্ততি।
পরকালে কিরূপে পাইব অব্যাহতি॥
সন্ততি থাকিলে করে শ্রাদ্ধাদি তর্পণ।
আমার মরণে বংশে নাহি একজন॥
নবম হাজার বর্ষ বয়স হইল।
এতকালে আমার সন্তান না জন্মিল॥
অপুত্রক আমি পাই মনে বড় দুঃখ।
প্রভাতে না দেখে লোকে অপুত্রের মুখ॥
তর্পণের কালে আমি পিতৃলোকে আনি।
অঞ্জলি করিয়া দিই তর্পণের পানি॥
শীত জল উষ্ণ হয় নাকের নিশ্বাসে।
আমা হৈতে গেল বংশ জল দিবে কে সে॥
বর দিয়াছেন শ্রীঅন্ধক মহামুনি।
যজ্ঞ কর তুমি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি আনি॥
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিবর কোন্ দেশে বৈসে।
কার্য্যসিদ্ধি হয় যদি সেই মুনি আসে॥
কৃত্তিবাস কহে কথা অমৃত-সমান।
রাম-নাম বিনা তাঁর মুখে নাহি আন॥

ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম-বিবরণ।

কহিতে লাগিল যে বশিষ্ঠ মহামুনি।
শুন ঋষ্যশৃঙ্গের যে উৎপত্তি-কাহিনী॥
বিভাণ্ডক-মুনি-ভয়ে সর্ব্বলোক কাঁপে।
ত্রিভুবন ভস্ম হয় যদি মুনি শাপে (৩)॥
তাঁহার তপস্যা দেখি ইন্দ্র ভাবে মনে।
পাঠাইয়া দিল ইন্দ্র দেবতা পবনে॥
মুনির নিকটে বায়ু লুকাইয়া থাকে।
বৃক্ষফল খায় মুনি পবন তা দেখে॥
ফলেতে অমৃত মাখি রাখিল পবন।
ফলযোগে সুধা মুনি করিল ভক্ষণ॥
ফলের সহিত সুধা খেয়ে মহামুনি।
বলবান্ অতিশয় হইলা তখনি॥
শুদ্ধ দেহ পেয়ে সুধা মহা বলবান।
তপস্যা করেন বনে, চারিপানে চান॥
তপস্যা করেন মুনি নর্ম্মদার কূলে।
উর্ব্বশী চলিয়া যায় গগনমণ্ডলে॥
অপরূপ রূপ তার হেরিয়া নয়নে।
বিভোর হইয়া মুনি হারাইল জ্ঞানে॥
তাহাকে দেখিয়া মুনি হল অচেতন।
মুনির হইল তবে শক্তির ক্ষরণ॥
তেজোহীন (৪) মহামুনি করি আচমন।
তপস্যানিরত পুনঃ হৈলা তৎক্ষণ॥

(১) একচ্ছত্র—সম্রাট্। (২) অমাত্য—মন্ত্রী; যাঁহারা রাজার সঙ্গে সঙ্গে যান। (৩) শাপে—অভিশাপ প্রদান করে। (৪) তেজোহীন; দুর্ব্বল।

বিধির বিধান কভু খণ্ডন না যায়।
তৃষ্ণায় হরিণী জল সেইক্ষণে খায়॥
জল খেয়ে হরিণী কূলেতে ঘাস চাটে।
ঘাস সহ মুনি-শক্তি সান্ধাইল পেটে॥
কহিতে বিধির লীলা নাহিক শকতি।
মুনির তেজেতে মৃগী হৈল গর্ভবতী॥
দিনে দিনে গর্ভ তার উদরে বাড়িল।
ছয়মাসে পশুবৎ প্রসব হইল॥
মনুষ্য আকার হৈল হরিণী-বদন।
দেখিয়া হরিণী পুত্র ভাবিল তখন॥
মনুষ্যের ডরে আমি ভ্রমি বনে-বন।
আমার গর্ভেতে হৈল শত্রুর জনম॥
পুত্র ফেলাইয়া সে হরিণী গেল বন।
আঙ্গুলি চুষিয়া শিশু জুড়িল ক্রন্দন॥
তপস্যা করিয়া বিভাণ্ডকের গমন।
কাননে পড়িয়া শিশু করিছে রোদন॥
বালক দেখিয়া মুনি ভাবে মনে-মনে।
মনুষ্য-আকার দেখি হরিণী-বদন॥
ধ্যানে জানিলেন বিভাণ্ডক তপোধন।
হরিণীর গর্ভে হৈল আমার নন্দন॥
পুত্র কোলে করিয়া গেলেন নিজ ঘরে।
পুষ্প-মধু দিয়া মুনি পোষেন তাহারে॥
নবীন কুশের মূলে করায় শয়ন।
দিনে দিনে বাড়ে বিভাণ্ডকের নন্দন॥
পরম সুন্দর সে বিভাণ্ডকের বেটা।
শাস্ত্রবেত্তা হয় সে কপালে শৃঙ্গ-ফোঁটা (১)॥
কিছুদিন পরে শৃঙ্গ উঠিল কপালে।
ঋষ্যশৃঙ্গ নাম তার থুইল সকলে॥
ঋষ্যশৃঙ্গ জন্মিলেন হরিণী-উদরে।
ব্রহ্মার সমান যবে বেদ পাঠ করে॥
যারে বর শাপ দেন কভু নহে আন।
তাঁর আশীর্ব্বাদে রাজা হবে পুত্রবান॥
কৃত্তিবাস-কৃত কাব্য অমৃত সমান।
রামকথা বিনা যার মুখে নাহি আন॥

অনাবৃষ্টি নিবারণার্থ ঋষ্যশৃঙ্গকে লোমপাদ-রাজ্যে আনয়ন।

বশিষ্ঠের বচন হইলে অবসান।
সুমন্ত্র বলেন, রাজা, কর অবধান॥
লোমপাদ রাজা অঙ্গদেশের ঈশ্বর।
ঋষ্যশৃঙ্গে আনিয়াছিলেন নিজ ঘর॥
দশরথ বলে, পাত্র, কহ বিবরণ।
লোমপাদ আনাইল কিসের কারণ॥
সুমন্ত্র বলেন, দশরথ নৃপবর।
সেই দেশে অনাবৃষ্টি দ্বাদশ বৎসর॥
লোমপাদ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতে জিজ্ঞাসিল।
মম রাজ্যে অনাবৃষ্টি কি হেতু হইল॥
কহিল পণ্ডিতগণ করিয়া বিচার।
না দেখি তোমার রাজা আর দুরাচার॥
তব রাজ্যে আছে বহু বয়স্কা কুমারী (২)।
এই পাপে তব রাজ্যে নাহি বর্ষে বারি॥
বিভাণ্ডক-পুত্র যদি ঋষ্যশৃঙ্গ আসে।
পাপ দূর হয়, আর দেবতা (৩) বরষে॥
নগরেতে লোমপাদ দিলেন ঘোষণা।
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি আনি দিবে কোন জনা॥
সেই মুনি আনি মোরে যেবা দিতে পারে।
অর্দ্ধরাজ্য আমি দিব অবশ্য তাহারে॥
তথায় বসিয়া ছিল বুড়ি একজন।
আমি আনি দিব সেই মুনির নন্দন॥

(১) শৃঙ্গ ফোঁটা—শিং-এর চিহ্ন। (২) কুমারী—অবিবাহিতা কন্যা (৩) দেবতা—মেঘ।

স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ সেই মুনি নাহি জানে।
ভুলাইয়া আনিব সে মুনির নন্দনে ॥
নৌকা এক সাজাইয়া দেহ ত আমারে।
ফলবান্ বৃক্ষ রোপ (১) তাহার উপরে ॥
চৌদ্দ বৎসরের সেই মুনির সন্ততি।
কৌতুকেতে ভুলাইবে যতেক যুবতী ॥
বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা লোমপাদ হাসে।
ভাল যুক্তি বলিয়া সে বুড়িরে সম্ভাষে ॥
সুবর্ণের নৌকা রাজা করিয়া গঠন।
বিচিত্র পতাকা তাহে করিল সাজন ॥
নৌকার উপরে করে স্বর্ণ ছই ঘর।
পরম সুন্দর নৌকা অতি মনোহর ॥
উপরেতে শোভা করে সুবর্ণের বারা (২)।
চারিভিতে শোভে গজমুকুতার ঝারা (৩) ॥
সন্দেশ দিলেন নানা খাইতে রসাল।
নারিকেল গুবাক (৪) কাঁটাল রসাল ॥
গঙ্গাজলে শীতল শর্করা মিশ্র করি।
কর্পূরবাসিত দিল পাত্র পূরি পূরি ॥
বাছিয়া বাছিয়া দিল পরম সুন্দরী।
চিনা অতি ভার সে অমরা কি কিন্নরী ॥
কান্দিতে লাগিল সবে মুখে নাহি হাসি।
মুনি-কোপানলে আজি হব ভস্মরাশি ॥
বুড়ী বলে, কেন ভয় করিছ যুবতী।
তোমরা সকলে চল আমার সংহতি ॥
যখন আমার ছিল নবীন বয়স।
কত মুনিগণে আমি করিয়াছি বশ ॥
নর্ম্মদা বাহিয়া যায় পরম হরিষে।
উপস্থিত হয় ঋষ্যশৃঙ্গ যেই দেশে ॥

যেখানে তপস্যা করে বিভাণ্ডক মুনি।
সেই বনে তরুণীরা রাখিল তরণী ॥
বিভাণ্ডকে দেখিয়া সকলে ভয়ে কাঁপে।
ভস্মরাশি করে পাছে শাপ দিয়া কোপে ॥
তপোবনে আছে যথা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি।
আসিয়া মিলিল তথা সকল রমণী ॥
তরী হৈতে উত্তরিল সকল নবীনা।
কেহ বংশী পূরয়ে, বাজায় কেহ বীণা ॥
বুড়ীকে বেড়িয়া গান করে নারীগণ।
মুনির নিকটে গিয়া দিল দরশন ॥
কামিনীর মুখে গীত কোকিলের ধ্বনি।
শুনি মুনি বেদধ্বনি ছাড়িল অমনি ॥
স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ সেই মুনি নাহি জানে।
মুনি ভাবে, স্বর্গ হইতে আইল দেবগণে ॥
ব্যাকুল হইয়া মুনি দ্বার হৈতে উলে (৫)।
প্রণিপাত করিল বুড়ির পদতলে ॥
মুনি-পুত্র পায়ে পড়ে, ধরি করে কোলে।
বার বার চুম্ব দিল বদনকমলে ॥
এস এস, বলি মুনি তাসবাকে বলে।
আনন্দে গদ্‌গদ সে আসন দিতে চলে ॥
একখানি কুশাসন ছিল মাত্র ঘরে।
বৈস বলি আনিয়া দিলেন সে বুড়ীরে ॥
ফল মূল জল ঘরে ছিল যে সম্বল।
বুড়ীর ভক্ষণ হেতু দিলেন সকল ॥
শ্রীবিষ্ণু বলিয়া বুড়ী ছুঁইল দুই কাণ।
বিষ্ণুপূজা বিনা নাহি করি জলপান ॥
ইতর (৬) যেমন করে আমি কি তেমন।
বিষ্ণুর প্রসাদ বিনা না করি ভক্ষণ ॥

(১) রোপ—রোপণ কর। (২) বারা—চাঁদোয়া (?) (৩) ঝারা—ঝালর। (৪) গুবাক—সুপারি। (৫) উলে—নামে। (৬) ইতর—নীচ।

মুনি বলে, হোক মোর সফল জীবন।
এইখানে কর আজি বিষ্ণু-আরাধন ॥
দিব্য কুশাসন পাতি দিলেন বুড়ীরে।
পূজা করিবারে বৈসে তাহার উপরে ॥
চক্ষু উলটিয়া বুড়ি নাকে দিল হাত।
মুনি বলে, বিষ্ণু আজি করিল সাক্ষাৎ ॥
কতক্ষণে নাসিকার হাত ঘুচাইল।
এ প্রসাদ লহ বলি মুনিরে ডাকিল ॥
মুনি বলে, আজি মোর সফল জীবন।
বিষ্ণুর প্রসাদ দেহ, করিব ভক্ষণ ॥
ফল ব'লে হাতে দিল গঙ্গাজল নাড়ু।
জল বলি খাওয়াইল মধু গাড়ু গাড়ু ॥
মুনি বলে, এই ফল কোথা গেলে পাই।
সঙ্গে ক'রে লয়ে গেলে তব সঙ্গে যাই ॥
খাওয়াইল মিষ্ট দ্রব্য খাইতে সুস্বাদ।
সে-সব খাইয়া মুনি হইল উন্মাদ (১) ॥
কন্যাগণ বলয়ে, খাইলে যে সন্দেশ।
ইহার অধিক আছে, চল সেই দেশ ॥
মুনি বলে, ইহার অধিক যদি পাই।
তোমরা চলহ দেশে আমি সঙ্গে যাই ॥
কুহকে ভুলিল যদি মুনির নন্দন।
দেখিয়া প্রফুল্লচিত্ত যত নারীগণ ॥
আসিয়া মুনির পুত্রে কেহ করে কোলে।
কেহবা সন্দেশ দেয় বদন-কমলে ॥
মুনিকে লইয়া তারা আনন্দে মাতিল।
দেখিয়া মুনির পুত্র উল্লাস (২) হইল ॥
কোন নারী ভুলাইল মিষ্ট সম্ভাষণে।
কেহ বা ভুলায় তাঁরে ভক্ষ্যদ্রব্য দানে ॥
কেহ বা হরিল মন মধুর বচনে।
কেহ বা করিল মত্ত প্রিয় আলাপনে ॥

বুড়ী ভাবে, আজি যদি লয়ে যাই হ'রে।
পাছে বিভাণ্ডক মুনি কোপে ভস্ম করে ॥
আজি পিতা-পুত্রেতে থাকুক একস্থানে।
কহিবে একথা মুনি পিতা-বিদ্যমানে ॥
পুত্র প্রতি যদি স্নেহ করে তপোধন।
তবে কালি তপস্যায় না যাবে কখন ॥
পুত্রে এড়ি যায় যদি তপস্যার তরে।
তবে কালি লৈয়া যাব মুনির কুমারে ॥
এত যুক্তি সেই বুড়ী ভাবি মনে মনে।
কহিতে লাগিল সেই মুনির নন্দনে ॥
তপোবনে বৈস হে তোমারে ভালবাসি।
অন্য এক শিষ্যের আশ্রম দেখে আসি ॥
বলিতে লাগিল তবে ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি।
তোমার সেবক হ'য়ে তব সঙ্গে আসি ॥
আমারে এড়িয়া যদি যাবে কোন দেশে।
ব্রহ্মহত্যা হবে, তবে মরিব হুতাশে (৩) ॥
বুড়ী বলে, এইক্ষণে ঘরে থাক তুমি।
সন্ধ্যাকালে তোমারে লইয়া যাব আমি ॥
এতেক বলিয়া তাঁরে থুয়ে নিজ ঘরে।
সকল কামিনী চড়ে নৌকার উপরে ॥
দিবাকর অস্তগত হইল যখন।
মুনি বলে, না আইল কেন ঋষিগণ ॥
শিরোমণি হারাইল অঞ্চলের নিধি।
বুঝিলাম আমারে বঞ্চিত কৈল বিধি ॥
কান্দিতে কান্দিতে মুনি বৈসে বৃক্ষতলে।
বিভাণ্ডক তপ করি আইল হেনকালে ॥
পুত্রেরে দেখিয়া মুনি বিচলিত মন।
জিজ্ঞাসিল, কেন বাপু, করিছ ক্রন্দন ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে, আগে খাও ফল-জল।
আজিকার বিবরণ কহিব সকল ॥

(১) উন্মাদ—পাগল। উল্লাস—এখানে আনন্দিত। (৩) হুতাশে—অগ্নিতে।

ফল-জল খাইয়া হইল সুস্থমন।
পিতা-পুত্রে কথাবার্ত্তা কন দুই জন ॥
তুমি যেই গেলে পিতা তপস্যার তরে।
স্বর্গ হৈতে ঋষিগণ আইল মম ঘরে ॥
সেই মত ফল নাহি খাই এ জীবনে।
এত রূপ দেখি নাই এ তিন ভুবনে ॥
কত বা ছন্দেতে (১) জটা ধরেছে মাথায়।
কত কুসুমের মালা দিয়াছে তাহায় ॥
কিজাতি মৃত্তিকা-ফোঁটা কপালে শোভিত।
গগনমণ্ডলে যেন ভাস্কর (২) উদিত ॥
কিজাতি বৃক্ষের ফল সবার গলায়।
শ্বেত পীত নীল কত শোভিছে তাহায় ॥
তেমন না দেখি পিতা গাছের বাকল।
শ্বেত রক্ত পীত নীল বরণ উজ্জ্বল ॥
কিজাতি বৃক্ষের লতা সবাকার হাতে।
কতেক মাণিক গাঁথা আছে ত তাহাতে ॥
পরম ব্রাহ্মণ, কারো লোম নাহি মুখে।
বিভোর সতত তাঁরা আমোদে কৌতুকে ॥
তাঁদের মধুর সঙ্গে মধুর বচনে।
স্বর্গবাস হাতে পাই হেন লয় মনে ॥
মনে ভাবে মহামুনি পুত্রের বচনে।
স্ত্রী-পুরুষ ঋষ্যশৃঙ্গ কভু নাহি জানে ॥
বিভাণ্ডক বলে, বাপু, তারা নারীগণ।
কামচারী (৩) রাক্ষসী বেড়ায় বনে-বন ॥
মম পুণ্যে প্রাণ আজি রেখেছে তোমার।
পুনঃ পেলে ধরে খাবে, না পাবে নিস্তার ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে, পিতা, না বল এমন।
এমন দয়ালু নাই তাহারা যেমন ॥
কালি যদি বিধাতা মিলায় তাসবারে।
তখনি বিদায় আমি, কহিনু তোমারে ॥
সারা রাত্রি ছিল মুনি পুত্র লয়ে ঘরে।
বুঝাইতে তথাপি না পারিল পুত্রেরে ॥
প্রভাত হইল রাত্রি, উদিত তপন।
পুত্রের বিষয় মুনি ভাবে মনে-মন ॥
যদি আমি ঘরে থাকি পুত্রে করি সাধ।
ধর্ম্ম নষ্ট হবে মম, হবে অপরাধ ॥
কার পুত্র, কার পত্নী, সব অকারণ।
সংসার অসার সব, সত্য নারায়ণ ॥
পুত্রেরে প্রবোধ করিলেন মহামুনি।
কারো সঙ্গে কথা নাহি কহিও আপনি ॥
তাম্রঘটী হাতে নিল, তুলিল তুলসী।
তপস্যা করিতে গেল বিভাণ্ডক ঋষি ॥
অদূরে নৌকার' পরে ছিল নারীগণ।
বিভাণ্ডক গেলে বুড়ী কহিল তখন ॥
চল চল বুড়া মুনি ছাড়ি গেল ঘর।
সবে চল আনি গিয়া মুনির কোঙর ॥
তাল করতাল বীণা কেহ পূরে বাঁশী।
আইল মুনির কাছে সকল রূপসী (৪) ॥
দরিদ্র পাইল যেন হারান যে ধন।
ব্যস্ত মুনি কহে, ধরি বুড়ীর চরণ ॥
আমারে এড়িয়া কালি গেলা পলাইয়া।
সারা রাত্রি কান্দিয়াছি তোমার লাগিয়া ॥
সেই জল দেহ মোরে করিতে ভক্ষণ।
সঙ্গে করি লৈয়া যাহ, করিব গমন ॥
কর্ম্ম বুঝ সবে কৃত্তিবাসের সুবাণী।
নারীর ছলনে ভুলে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি ॥

---

(১) ছন্দেতে—ভঙ্গীতে; রচনা-কৌশলে। (২) ভাস্কর—সূর্য্য। (৩) কামচারী—স্বেচ্ছাচারিণী। (৪) রূপসী—সুন্দরী।

ঋষ্যশৃঙ্গের লোমপাদ-রাজ্যে গমন ও অনাবৃষ্টি নিবারণ।

কোলে করি বসাইল নৌকার উপর।
বাহ বাহ বলি বুড়ী ডাকিছে সত্বর॥
তরণী বাহিয়া যায়, মুনি নাহি জানে।
ঋষ্যশৃঙ্গে বলে, বৈস, ব্যাঘ্র আছে বনে॥
লোমপাদ-রাজ্যে মুনি দিল দরশন।
অনাবৃষ্টি ছিল, বৃষ্টি হইল তখন॥
লোমপাদ জানিল মুনির আগমন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজে মুনির নন্দন॥
মহারাজ লোমপাদ, শান্তা-অভিধান (১)।
দশরথ-কন্যারে মুনিরে দিল দান॥
যেই দেশে হয় ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যান।
অনাবৃষ্টি ঘুচে, হয় সে দেশে কল্যাণ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কাব্য অনুপাম (২)।
সানন্দে বসিয়া সবে শুন রাম-নাম॥

ঋষ্যশৃঙ্গের অদর্শনে বিভাণ্ডক মুনির খেদ।

সুমন্ত্র বলেন, শুন রাজা দশরথ।
লোমপাদ নিকটে বুড়ীর বাক্য যত॥
বুড়ী বলে, লোমপাদ, শুনহ বচন।
ভুলাইয়া আনিয়াছি মুনির নন্দন॥
যদি শাপ দেন কোপে বিভাণ্ডক ঋষি।
রাজ্য সহ আপনি হইবা ভস্মরাশি॥
তাঁর ঠাঁই যদি তুমি পাবে পরিত্রাণ।
পথেতে করিয়া রাখ বিহিত বিধান॥
স্থানে স্থানে মহিষ গো রাখহ সত্বর।
গীত বাদ্য নৃত্যোৎসব হউক বিস্তর॥
গীত বাদ্য শুনিয়া তখনি তপোধন।
যত ক্রোধ জন্মে থাকে হবে পাসরণ (৩)॥
বুড়ীর বচন রাজা না করিল আন।
পথে পথে করে গ্রাম বড় বড় স্থান॥
শ্রীঋষ্যশৃঙ্গের গ্রাম বলি তার নাম।
সর্ব্বশস্যযুতা পুরী দিব্য দিব্য গ্রাম॥
ঋষ্যশৃঙ্গ রহিলেন লোমপাদ-ঘরে।
বিভাণ্ডক তপ করি গেলেন কুটীরে॥
আর দিন দূর হৈতে শুনে বেদধ্বনি।
সেদিন না শুনে শব্দ ব্যস্ত হৈল মুনি॥
আকুল হইয়া মুনি দাণ্ডাইল তথা।
কান্দিয়া বলেন, বাছা ঋষ্যশৃঙ্গ, কোথা॥
তপস্যাতে শ্রান্ত হ'য়ে আইলাম ঘরে।
হেথা আসি কহ কথা, দুঃখ যাক্ দূরে॥
বলিতে বলিতে গেল কুটীরের দ্বারে।
পুত্র পুত্র বলি ডাকে পুত্র নাই ঘরে॥
কমণ্ডলু আছাড়িয়া ফেলে ভূমিতলে।
অজ্ঞান হইয়া মুনি পড়ে বৃক্ষমূলে॥
ক্ষণেক রহিয়া জ্ঞান পাইলেক মুনি।
কোথা ঋষ্যশৃঙ্গ বলি ডাকয়ে অমনি॥
অপত্যের (৪) স্নেহ সম নাহিক সংসারে।
যাহারে দেখেন মুনি জিজ্ঞাসেন তারে॥
মুনি বলে, আছ বনে যত তরুলতা।
দেখেছ তোমরা মম পুত্র গেল কোথা॥
মৃগ-পশু-পক্ষীরে লাগিল শুধাইতে।
তোমরা দেখেছ ঋষ্যশৃঙ্গেরে যাইতে॥
কান্দিয়া কান্দিয়া যান বিভাণ্ডক মুনি।
কত দূর গিয়া পান গ্রাম একখানি॥

(১) শান্তা-অভিধান—শান্তা নাম যার। (২) অনুপাম—সুন্দর। (৩) পাসরণ—বিস্মৃত; ভুলিয়া যাওয়া। (৪) অপত্য—যাহা হইতে বংশ পতিত হয় না।

সকল লোকেরে মুনি শোকেতে শুধান।
কাহার এ গ্রামখানি কহ বিদ্যমান ॥
জোড়হাত ক'রে প্রজাগণ কহে বাণী।
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিবর ইথে রাজা তিনি ॥
লোমপাদ তাঁরে কন্যা দিয়াছে কৌতুকে।
গ্রাম পশু অশ্ব গজ দিয়াছে যৌতুকে ॥
এই কথা কহিলেক যত প্রজাগণ।
ক্রোধ দূরে গেল, মুনি অতি হৃষ্টমন ॥
সংসার করিতে পুত্র করিয়াছে সাধ।
পুত্রের কুশল শুনি খণ্ডিল বিষাদ ॥
ভাবে, অপুত্রক রাজা অজের নন্দন।
ঋষ্যশৃঙ্গ করিবেন যজ্ঞ আরম্ভণ ॥
নিমন্ত্রণ হইবেক মম সে যজ্ঞেতে।
সেইকালে দেখা হবে পুত্রের সহিতে ॥
এতেক ভাবিয়া মুনি গেল নিজ বাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

দশরথ রাজার পুত্রেষ্টি যজ্ঞ ও ভগবানের চারি অংশে জন্মগ্রহণ।

দশরথ রাজারে সুমন্ত্র ইহা বলে।
মুনিকে আনিতে রাজা দশরথ চলে ॥
সুমন্ত্র বলেন, মুনি তোমার জামাই।
তাঁহাকে চাহিয়া আন লোমপাদ ঠাঁই ॥
দশরথ লোমপাদ নৃপতির ঘরে।
চতুরঙ্গ (১) সঙ্গে যান হরিষ অন্তরে ॥
রাজার পাইয়া বার্ত্তা লোমপাদ রাজা।
রাজ-উপচারে (২) যত্নে করে তাঁর পূজা ॥
মিষ্টান্ন প্রভৃতি দিয়া করায় ভোজন।
জিজ্ঞাসেন কোন্ কার্য্যে তব আগমন ॥

দশরথ বলিলেন, শুন মোর বাণী।
অযোধ্যায় লয়ে চল ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি ॥
অন্ধক মুনির উক্তি আছে, যথাকালে।
পুত্রবান্ হব আমি ঋষ্যশৃঙ্গ গেলে ॥
এমত কহিলে দশরথ নৃপবর।
লোমপাদ লয়ে গেল মুনির গোচর ॥
প্রণাম করেন দশরথ জোড়হাতে।
লোমপাদ পরিচয় লাগিল কহিতে ॥
দশরথ এই রাজা শুনেছ আখ্যান।
তুমি কৃপা কর যদি হন পুত্রবান্ ॥
শান্তা কন্যা বিবাহ যে দিয়াছি তোমারে।
সেই কন্যা জন্মেছিল ইঁহার আগারে ॥
ইঁহার জামাতা তুমি তোমার শ্বশুর।
অপুত্রক তাপিত এ তাপ কর দূর ॥
ধ্যানেতে জানিয়া মুনি মনেতে প্রশংসে।
এই ঘরে বিষ্ণু জন্মিবেন চারি অংশে।
অন্ধক মুনির কথা কভু নহে আন।
এতেক ভাবিয়া মুনি করিল পয়াণ ॥
তনয়া-জামাতা সঙ্গে চাপি নিজ রথে।
অযোধ্যা আইল রাজা লোমপাদ সাথে ॥
দেখে' মুনি ঋষ্যশৃঙ্গে হৃষ্ট যত প্রজা।
নির্ম্মঞ্ছন (৪) করে তাঁর সবে করে পূজা ॥
বশিষ্ঠাদি আইল সকল মুনিগণ।
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে, কর যজ্ঞ আরম্ভণ ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞে কর বিষ্ণু-আরাধন।
যত মুনিগণে তুমি কর নিমন্ত্রণ ॥
দশরথ নিমন্ত্রণ করে দেশে দেশে।
নিমন্ত্রণ পাইয়া যতেক মুনি আইসে ॥

(১) চতুরঙ্গ—হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি। (৩) পয়াণ—গমন; (৪) নির্ম্মঞ্ছন—আরতি।

(২) রাজ-উপচারে রাজ-যোগ্য বস্তুর দ্বারা।

অগস্ত্য আগস্ত্য আর পুলস্ত্য পুলোম।
আইলেন বৈশম্পায়ন দুর্ব্বাসা গৌতম ॥
জৈমিনি গৌতম পিপ্পলাদ পরাশর।
পুলহ কৌণ্ডিন্য মুনি আইল নিশাকর ॥
মার্কণ্ডেয় মরীচি ভরত ভরদ্বাজ।
অষ্টাবক্র মুনি ভৃগু কূর্ম্ম দক্ষরাজ ॥
গর্গমুনি দধীচি আইল শরভঙ্গ।
পূজে রাজা মুনিগণে, বাড়ে মনে রঙ্গ ॥
পাতালেতে আইল কপিল মহাঋষি।
সগরসন্তানে যে করিল ভস্মরাশি ॥
বেদবান্ চক্রবান্ আইল সাবর্ণি।
জল-ভিতরের আর মুনি মৎস্যকর্ণী ॥
সনাতন সনক যে সনন্দকুমার।
সৌভরি আইল মুনি বিষ্ণু-অবতার (১) ॥
আইল বাল্মীকি যমুনার কূলে ধাম।
কশ্যপের পুত্র আইল বিভাণ্ডক নাম ॥
কতেক আইল মুনি নাম নাহি জানি।
রাজার যজ্ঞেতে আইল তিন কোটি মুনি ॥
তিন কোটি মুনি করে বেদ উচ্চারণ।
সবাকার বদনে নিঃসরে হুতাশন (২) ॥
পৃথিবীতে কেহ আছে এক পদে ভর।
কেহ অনাহারে আছে সহস্র বৎসর ॥
মাথায় কপিল (৩) জটা বাকল বসন।
অন্য কথা নাহি মুখে বিনা নারায়ণ ॥
এমন আইল তথা তিন কোটি মুনি।
সঙ্গে কত শিষ্য তার সংখ্যা নাহি জানি ॥
মুনিগণে থাকিতে দিলেন বাসাঘর।
পৃথিবীর রাজা আইল অযোধ্যানগর ॥
মিথিলার আইল জনক রাজঋষি।
মল্ল মহারাজ আইল রাজ্য যার কাশী।
অঙ্গদেশ-অধিপতি লোমপাদ নাম।
রাজা বঙ্গদেশের আইল ঘনশ্যাম ॥
মরীচিপুরের রাজা ভোগ পুরন্দর।
চম্পাপুর হইতে আইল চম্পেশ্বর ॥
আইল তৈলঙ্গ রাজা তেজেতে অসীমে।
আইল আটাশী কোটি যে ছিল পশ্চিমে ॥
মগধ মাগধ আইল গান্ধার কর্ণাট।
লক্ষকোটি রাজা আইল ছাড়ি রাজপাট (৪) ॥
উদয়াস্ত-গিরিতে যতেক রাজা বৈসে।
দশরথ-নিমন্ত্রণে সব রাজা আইসে ॥
মেদিনী ভুবনে বৈসে যত রাজাগণ।
নানা রঙ্গে আইলেন সঙ্গী অগণন ॥
কহিতে প্রত্যেক নাম নিতান্ত অশক্য (৫)।
রাজা যত আইল আটাশী কোটী লক্ষ ॥
যত রাজা গেল দশরথের গোচরে।
রাজচক্রবর্ত্তী দশরথ সর্ব্বোপরে ॥
আসিয়া করিল দশরথ সহ দেখা।
দিলেন বার্ষিক কর সমুচিত লেখা ॥
যত ধন এনেছিল রাখিল ভাণ্ডারে।
পৃথক্ পৃথক্ বাসা দিল সবাকারে ॥
যজ্ঞ করিছেন রাজা সরযূর তীরে।
মুনিগণ গেলেন রাজার যজ্ঞ-ঘরে ॥
একাশী যোজন ঘর অতি দীর্ঘতর।
দ্বাদশ যোজন তার আড়ে পরিসর ॥
চারিক্রোশ বান্ধিয়াছে যজ্ঞের মেখলা (৬)।
শতেক যোজন উভে (৭) সেই যজ্ঞশালা ॥

(১) বিষ্ণু-অবতার—বিষ্ণুর স্বরূপ। (২) হুতাশন—অগ্নি; হুত (যজ্ঞীয় হবিঃ) অশন (খাদ্য) বলিয়া অগ্নির নাম হুতাশন। (৩) কপিল—একটু হলুদে আভা বিশিষ্ট কৃষ্ণ বর্ণ; (৪) রাজপাট—সিংহাসন। (৫) অশক্য—অসমর্থ। (৬) মেখলা—হোমকুণ্ডের উপরিস্থিত মৃন্ময় বেষ্টনী। (৭) উভে—উচ্চতায়।

মুনিগণ বৈসে গিয়া ঘরের ভিতরে।
শুভক্ষণে শুভলগ্নে যজ্ঞারম্ভ করে॥
স্বস্তিকাদি (১) অগ্রেতে করয়ে মুনিগণ।
সঙ্কল্প করিল তবে অজের নন্দন॥
দাণ্ডাইল দশরথ জোড় করি হাত।
কহিতে লাগিল সব মুনি সাক্ষাৎ॥
ছোট বড় নাহি জানি তুল্য সর্ব্বজন।
আজ্ঞা কর কারে আগে করিব বরণ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ বলিলেন, শুনহ রাজন।
আগেতে করহ গুরু বশিষ্ঠে বরণ॥
ব্রহ্মার তনয় আর কুল পুরোহিত।
উঁহার বরণ আগে শাস্ত্রের বিহিত॥
বশিষ্ঠেরে বরিয়া ঘুচাও অভিমান।
বড় ছোট কেহ নহে, সকলি সমান॥
ভাল ভাল বলিয়া সকল মুনি বলে।
বস্ত্র অলঙ্কার রাজা দিলেন সকলে॥
সকলে করিল এককালে বেদধ্বনি।
মুনি-মুখে নিঃসরিল পাবক (২) তখনি॥
সেই অগ্নি পবিত্র করিয়া মুনিগণ।
অগ্নির কুণ্ডেতে লয়ে করিল স্থাপন॥
আতপ তণ্ডুল তিল যব রাশি রাশি।
একে একে দিল ঘৃত সহস্র কলসী॥
একবর্ষ যজ্ঞ করে রাজা দশরথে।
দেবতার ভয় হেথা হইল স্বর্গেতে॥
বিশ্রবার পুত্র হয় রাজা দশানন।
হীন জ্ঞানে লঙ্কাতে খাটায় দেবগণ॥
মহেন্দ্র বলেন, ব্রহ্মা, কোন্ বুদ্ধি করি।
এই কালে জন্ম কি হে লবেন শ্রীহরি॥
পুত্রের লাগিয়া দশরথ যজ্ঞ করে।
তাঁর পুত্র হৈলে তবে দশানন মরে॥
এই যুক্তি করিয়া যতেক দেবগণ।
ক্ষীরোদ সমুদ্রে গেলা যথা নারায়ণ॥
চারি মুখে ব্রহ্মা গিয়া করেন স্তবন।
কত নিদ্রা যান প্রভু দেব নারায়ণ॥
পদতলে লক্ষ্মীদেবী করিছেন স্তুতি।
অনন্ত-শয্যায়(৩) শুয়ে আছেন শ্রীপতি (৪)॥
সকল দেবতা গিয়া দাণ্ডাইল কূলে।
দেখিল যেমন মেঘ ভাসিছে সলিলে॥
শুইয়া আছেন হরি অনন্ত-উপরে।
বাসুকি সহস্র ফণা তদুপরে ধরে॥
সেবকগণের প্রতি প্রভু দেহ মন।
তোমার নিদ্রায় নিদ্রা, চেতনে চেতন॥
বিপত্তি করহ দূর শ্রীমধুসূদন।
চারিমুখে ব্রহ্মা যদি করিল স্তবন॥
ক্ষীরোদে উঠিয়া বসিলেন নারায়ণ।
চারিদিকে দেখিলেন যত দেবগণ॥
বসিয়া শ্রীহরি করিলেন এক শব্দ।
সে শব্দে হইল শ্লোক চারিপদ বদ্ধ (৫)॥
হরি করিলেন চারিদিকে নিরীক্ষণ।
ম্লান দেখিলেন সব দেবের বদন॥
মলিন দেখিয়া জিজ্ঞাসেন নারায়ণ।
তোমা সবাকার শত্রু হৈল কোন্ জন॥
বিধাতা বলেন, শুন দেব পুরন্দর।
তুমি গিয়া কহ কথা প্রভুর গোচর॥
আমি বর দিয়াছি দুর্দ্দান্ত রাবণেরে।
তুমি গিয়া কহ দুঃখ প্রভুর গোচরে॥

(১) স্বস্তিকাদি -মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি; সঙ্কল্পিত কার্য্যের সুসমাপ্তি জন্য যে মন্ত্র-পাঠ করা হয়। (২) পাবক—অগ্নি; সমস্ত পবিত্র করে বলিয়া অগ্নির নাম পাবক। (৩) অনন্ত-শয্যা—অনন্তনাগের উপরি রচিত শয্যা। (৪) শ্রীপতি—শ্রী (লক্ষ্মী) পতি (স্বামী)—নারায়ণ। (৫) চারিপদ বদ্ধ—চারিপদ যুক্ত। পাঠান্তরে 'চারিপদমুগ্ধ'; কিন্তু ইহার অর্থগ্রহণ করা কঠিন।

দেবগুরু বৃহস্পতি জোড় করি হাত।
প্রভুর আগেতে করিলেন প্রণিপাত ॥
অবধান করহ ঠাকুর ভগবান্।
আপনি জানহ যত দেবতার মান ॥
আগম নিগম তুমি ভারত পুরাণ।
অনাথের নাথ তুমি কর পরিত্রাণ ॥
বিশ্রবা মুনির পুত্র রাজা দশানন।
পাইল ব্রহ্মার বর করি আরাধন ॥
তার তেজে স্বর্গে দেব রহিতে না পারে।
দেবের দেবত্ব হরে দুষ্ট দুরাচারে ॥
ঘুচাইল যমের যতেক অধিকার।
সূর্য্যের উদয় নাই, সব অন্ধকার ॥
চন্দ্রের কতেক কব, নাহি তার জ্যোতি।
বহুকাল প্রভু স্বর্গে অন্ধকার রাতি ॥
বরুণের ঘুচিল অগাধ যত জল।
নির্ব্বাণ হইল অগ্নি, এবে হীনবল ॥
কুবেরের হরে ধন, পাইল তরাস।
গ্রহগণ-অধিকার হইল বিনাশ ॥
সম্বরিল পবন পাইয়া মহাভয়।
সমুদ্রের বেগ অতি মন্দ মন্দ বয় ॥
ছাড়ে বীণা নারদ, বীণায় ছাড়ে গীত।
স্বর্গে যত অমঙ্গল হৈল বিপরীত ॥
বসন্তাদি অধিকার ছাড়ে ছয় ঋতু।
নিত্য ভয় পাই সবে রাবণের হেতু ॥
ব্রহ্মার বরেতে সেই হইল দুর্জ্জয়।
তারে বর দিয়া ব্রহ্মা নিজে পান ভয় ॥
তাঁর বর পেয়ে লঙ্ঘে তাঁহারি বচন।
স্বর্গ হৈতে খেদাড়িয়া দিল দেবগণ ॥
কাড়িয়া লইল সে দেবের কন্যা যত।
দেবের শরীরে অপমান সহে কত ॥
ত্রিভুবনে রহিতে কোথাও নাহি স্থান।
যথা যাই, তথা সেই করে অপমান ॥
নিবেদন মহাশয় তোমার চরণে।
রাবণে বধিয়া, রাখ দেব-দেবীগণে ॥
শুনিয়া প্রভুর ক্রোধ অন্তরে বাড়িল।
ঘৃত পেয়ে অগ্নি যেন প্রজ্বলিত হৈল।
বিনতানন্দনে (১) হরি করেন স্মরণ ॥
চক্র হাতে করি পক্ষে (২) করি আরোহণ ॥
কহিলেন দেবগণে ভয় নাহি আর।
রাবণে সত্বরে আমি করিব সংহার ॥
গরুড়ে চড়িয়া চলিলেন জগন্নাথ।
তখন কহেন ব্রহ্মা প্রভুর সাক্ষাৎ ॥
আমি বর দিয়াছি যে পূর্ব্বে রাবণেরে।
এখন করিলে রণ রাবণ না মরে ॥
নারীর উদরে যদি লও হে জনম।
নর-বানরের হাতে তাহার মরণ ॥
প্রভুর সাক্ষাতে ব্রহ্মা কহেন এ কথা।
জন্মের নামেতে প্রভু হেঁট করে মাথা ॥
বরের সময় ব্রহ্মা হন আগুয়ান।
বিপদে পড়িলে বলে রক্ষ ভগবান ॥
কতবার দুঃখ পাব ললাটে লিখন।
পৃথিবীতে যাব স্বর্গ করিয়া ত্যজন (৩) ॥
পুনশ্চ হরিরে ব্রহ্মা কহেন বচন।
দুষ্ট রাবণের ক্রিয়া (৪) করহ শ্রবণ ॥
হাতে অস্ত্র সূর্য্যদেব লঙ্কার দুয়ারী (৫)।
ইন্দ্র মালা গাঁথি দেন, চন্দ্র ছত্রধারী ॥

---

(১) বিনতানন্দন—গরুড়। (২) পক্ষে—পাখায়; অথবা পাখার উপরে। (৩) ত্যজন—ত্যাগ।
(৪) ক্রিয়া—কার্য্য। (৫) দুয়ারী—দ্বারী; দ্বাররক্ষক।

আপনি ত ইন্দ্রদেব করেন রন্ধন।
মন্দ মন্দ বাতাস করেন সমীরণ॥
বরুণ বহিয়া জল দেন নিতি নিতি (১)।
করেন মার্জ্জনা গৃহ নিজে বসুমতী॥
শুনিলে যমের কথা হইবেক হাস।
কাটিয়া আনেন তার ঘোটকের ঘাস॥
শনিদৃষ্টে ত্রিভুবন ভস্ম হৈয়া উড়ে।
কাপড় ধুইয়ে দেন শনি লঙ্কাপুরে॥
জগতের কর্ত্তা আমি ব্রহ্মা মহামুনি।
পড়াই বালকগণে লঙ্কাতে আপনি॥
রাবণের আগে দেব গায়ক নারদ।
রাবণ ভুবন জিনি করেছে সম্পদ্॥
জন্ম নিতে হরি যদি হইলা কাতর।
আপনার সৃষ্টি সব লহ নারায়ণ॥
আর ব্রহ্মা আর ইন্দ্র করহ সৃজন।
আপনার সৃষ্টি সব লহ চক্রধর॥
এতেক বলিল ব্রহ্মা করুণ বচন।
প্রভু ভক্তবৎসল দিলেন তাহে মন॥
হে ব্রহ্মন্, ইহার উপায় বল মোরে।
কোন্ বংশে জন্ম লব, বল কার ঘরে॥
কাহার উদরে আমি লইব জনম।
আমারে বা অপত্য বলিবে কোন্ জন॥
ব্রহ্মা বলে, জন্ম লবে দশরথ-ঘরে।
সূর্য্যবংশ-পুণ্য-বলে কৌশল্যা-উদরে॥
বিধাতার বচনে বলেন চক্রপাণি।
দশরথ-কৌশল্যা উভয়ে আমি জানি॥
পূর্ব্বেতে আমার সেবা করেছে বিস্তর।
জন্মিব তোমার ঘরে দিয়াছি এ বর॥
নারীর গর্ভেতে আমি লইব জনম।
বানরীর গর্ভে জন্ম লহ দেবগণ॥
আমি নর হই, হও তোমরা বানর।
রাবণে মারিতে যেন হইও দোসর (২)॥
হেন কথা কহিলেন যবে নারায়ণ।
পদতলে পড়ি লক্ষ্মী জুড়িল ক্রন্দন॥
তব অবতার হবে পৃথিবী-মণ্ডলে।
তোমা দরশন আমি পাব কতকালে॥
আমারে ছাড়িয়া কোথা যাইবে শ্রীহরি।
বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা আমি সহিতে না পারি॥
লক্ষ্মীর রোদনেতে কান্দেন কম্বুগ্রীব (৩)।
ব্রহ্মারে জিজ্ঞাসে, কোথা লক্ষ্মীরে রাখিব॥
শুনিয়া সে বাক্য ব্রহ্মা নিবেদন করে।
উনি নাহি গেলে কি রাবণ রাজা মরে॥
অনারীসম্ভবা (৪) উনি জন্মিবেন চাষে।
জনকের ঘরে জন্ম মিথিলার দেশে॥
এতেক বলিল যদি ব্রহ্মা তপোধন।
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ॥

সীতাদেবীর জন্ম-বিবরণ।

শ্রীহরির জন্মকথা থাকুক এখন।
আগেতে কহিব মাতা লক্ষ্মীর জনম॥
যেখানেতে বেদবতী (৫) ছাড়িল জীবন।
সেখানে হইল দিব্য মিথিলা ভুবন॥
তার রাজা হইল জনক রাজ-ঋষি।
পুত্রের কারণে রাজা যজ্ঞভূমি চষি॥
স্বহস্তে লাঙ্গলে রাজা যজ্ঞভূমি চষে।
উর্ব্বশী চলিয়া যায় উপর আকাশে॥

---

(১) নিতি নিতি—প্রতিদিন। (২) দোসর—সঙ্গী। (৩) কম্বুগ্রীব—কম্বু (শাঁখ)-এর মত ত্রিবলিবিশিষ্ট গ্রীবা; সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক। (৪) অনারীসম্ভবা—যাঁর নারীগর্ভে জন্ম হয় নাই। (৫) বেদবতী—কুশধ্বজ-রাজকন্যা।

পদতলে লক্ষ্মীদেবী করিছেন স্তুতি

THE ASIATIC SOCIETY

শুনিয়া জনক বড় হরিষ অন্তরে।
কন্যা কোলে করিয়া তখন আইল ঘরে।—৬৭ পৃ

তাহাকে দেখিয়া রাজা জনক মোহিত।
সহসা রাজার তেজ ধরায় পতিত ॥
দৈবযোগে পৃথিবীতে জন্মে ডিম্ব এক।
যাহাতে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী হৈল পরতেক (১) ॥
ডিম্বরূপে ভূমিমধ্যে বহুকাল ছিল।
লাঙ্গল-সীরালে (২) ডিম্ব আজি যে উঠিল ॥
ডিম্ব ভাঙ্গি জনক করিল খান খান।
কন্যারত্ন দেখি তাহে লক্ষ্মীর সমান ॥
উঁঙা উঁঙা করি কান্দে যেন সৌদামিনী (৩)।
আচম্বিতে (৪) আকাশে হইল দৈববাণী ॥
যজ্ঞভূমি হৈতে এই কন্যার জনম।
রাজা এরে কন্যারূপে, করহ পালন ॥
শুনিয়া জনক বড় হরিষ অন্তরে।
কন্যা কোলে করিয়া তখন আইল ঘরে ॥
দেখি কন্যা রাজরাণী জিজ্ঞাসে তখন।
দুঃখ দিয়া কাহারে আনিলা কন্যা-ধন ॥
জনক বলেন, ক্ষেত্রে কন্যার জনম।
কন্যারূপে একে, তুমি করহ পালন ॥
অপত্য নাহিক, স্নেহ বাড়িল অন্তরে।
দিনে দিনে বাড়ে লক্ষ্মী জনকের ঘরে ॥
ঘন কেশপাশ (৫) তাঁর যেমন চামর।
পাকা বিম্বফল তুল্য তাঁর ওষ্ঠাধর ॥
মুষ্টিতে ধরিতে পারি তাঁহার কাঁকালি।
হিঙ্গুলে মণ্ডিত পাদপদ্মের অঙ্গুলি ॥
পরমা সুন্দরী কন্যা যেন হেমলতা।
সীরালে হইল জন্ম নাম থুইল সীতা ॥
লক্ষ্মীর রূপের কিবা কহিব তুলন।
যাঁর রূপে ভুলিলেন নিজে নারায়ণ ॥
যেই জন শুনে এই লক্ষ্মীর জনম।
ধনে পুত্রে লক্ষ্মী তারে দেন নারায়ণ ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্ব বিচক্ষণ।
গাইল এ আদিকাণ্ডে লক্ষ্মীর জনম ॥

দশরথের যজ্ঞ-সমাপ্তি এবং নারায়ণের চারি অংশে জন্ম-বিবরণ।

মিথিলায় হৈল যদি লক্ষ্মীর উৎপত্তি।
অযোধ্যায় জন্ম নিতে যান লক্ষ্মীপতি ॥
দশরথ যজ্ঞ করে একই বৎসর।
যজ্ঞস্থলে আসি দেখা দিলেন শ্রীধর ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ কলা (৬)।
কিরীট কুণ্ডল কর্ণে হৃদে বনমালা ॥
এইরূপে আসি দেখা দিলা নারায়ণ।
কেবল দেখিল ঋষ্যশৃঙ্গ তপোধন ॥
মুনি বলে, দশরথ, তুমি পুণ্যবান্।
তব ঘরে জন্মিতে আইল ভগবান্ ॥
হেনকালে দৈববাণী হৈল চমৎকার।
বিষ্ণু-জন্ম রাবণেরে করিতে সংহার ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি দিল যজ্ঞেতে আহুতি।
যজ্ঞ হৈতে উঠে চরু (৭) বিষ্ণুর আকৃতি ॥
বিষ্ণুমন্ত্রে ঋষ্যশৃঙ্গ তাতে দিল কাটি।
তাতে ফেলে দিল অন্ধকের ফল-গুটি (৮) ॥
সেই ফলে নারায়ণ করেন প্রবেশ।
চরুতে মিশ্রিত হন প্রভু কমলেশ (৯) ॥

---

(১) পরতেক—প্রত্যক্ষ। (২) লাঙ্গল-সীরালে—লাঙ্গলের ঘায়ে; লাঙ্গল-পদ্ধতিতে। (৩) সৌদামিনী—বিদ্যুৎ। (৪) আচম্বিতে—সহসা। (৫) কেশপাশ—কেশগুচ্ছ। (৬) কলা—অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িত্ব—এই অষ্ট বিভূতির নাম। (৭) চরু—যজ্ঞীয় পায়স। (৮) ফল-গুটি—ফলটি; প্রাচীন বাঙ্গলায় এইরূপ পদের ব্যবহার। (৯) কমলেশ—কমলা (লক্ষ্মী) ঈশ (প্রভু) নারায়ণ।

তুলিলেক চরু মুনি সুবর্ণের থালে।
দশরথ-হাতে দিয়া কহে শুভকালে ॥
মুখ্যারাণী দ্বয়ে লয়ে করাহ ভক্ষণ।
এই চরু হৈতে হবে তোমার নন্দন ॥
মুনি চরু হাতে দিল, রাজা বন্দে মাথে।
অন্তঃপুরে গেল রাজা সুপবিত্র পথে (১) ॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী তাঁরা মুখ্যা দুই রাণী।
এক ভাগ ছিল চরু কৈল দুইখানি ॥
অগ্রভাগ দিল রাজা কৌশল্যা রাণীরে।
শেষ ভাগখানি দিল কৈকেয়ী দেবীরে ॥
চরু দিয়া দশরথ গেল যজ্ঞশালে।
কান্দিয়া সুমিত্রারাণী কহে হেন কালে ॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে আসি কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস।
চরু দিয়া রাজা মোরে না কৈল আশ্বাস ॥
আমি ত দুর্ভগা নারী বিফল জীবন।
রমণী বঞ্চিত হয় বিনা পুত্র ধন ॥
শুনিয়া কৌশল্যা রাণী হ'য়ে দয়াবতী।
বলিতে লাগিল রাণী সুমিত্রার প্রতি ॥
মনে মানিয়াছি যেন তিনটি ভগিনী।
আপন ভাগের তোমা দিব অর্দ্ধখানি ॥
ইহাতে তোমার যদি জন্ময়ে নন্দন।
আমার পুত্রের সঙ্গে রহিবে সে জন ॥
সুমিত্রা বলেন, দিদি, এই দেহ বর।
মম পুত্র হয় তব পুত্রের নফর (২) ॥
অগ্রভাগ কৌশল্যা রাখিয়া নিজ ঘরে।
শেষে শেষ ভাগ দিল সুমিত্রা দেবীরে ॥
তাহা দেখে বসিয়া কৈকেয়ী ফুল্লমতি।
আদরে ডাকিয়া কহে সুমিত্রার প্রতি ॥
তোমারে চরুর অর্দ্ধ অংশ দিব আমি।
সুমিত্রা ভগিনী এই সত্য কর তুমি ॥
আমার চরুর অংশে হবে যে নন্দন।
আমার পুত্রের সঙ্গী ক'রো সেই জন ॥
সুমিত্রা বলেন, দিদি, করিলাম পণ।
তোমার পুত্রের দাস আমার নন্দন ॥
এত বলি শেষ ভাগ দিলেন তাহারে।
তিন জন খাইলেন চরু একেবারে ॥
এক অংশে নারায়ণ চারি অংশ হৈয়া।
তিন গর্ভে জন্মিলেন শুভক্ষণ পাইয়া ॥
হেথা যজ্ঞ সাঙ্গ করি রাজা দশরথ।
ব্রাহ্মণেরে ধন দান করে বিধিমত ॥
ব্রাহ্মণে তুষিল করি নানা ধন দান।
সবে আশীর্ব্বাদ করে হও পুত্রবান্ ॥
বিদায় হইয়া মুনি নিজ দেশে যায়।
আদিকাণ্ডে গাইল পুত্রেষ্টিযজ্ঞ সায় ॥

শ্রীরামের জন্ম-বিবরণ।

হেথা তিন রাণী চরু করিল ভক্ষণ।
কোটি সূর্য্য জিনি সেই তিনের বরণ ॥
হইয়াছিলেন বৃদ্ধা শিরে পাকা কেশ।
চরুর ভক্ষণে যেন প্রথম বয়েস ॥
বিধাতা সকল মায়া করেন ঘটন।
এককালে গর্ভবতী হৈল তিন জন ॥
দশরথ জানিলেন এ সব সন্দর্ভ (৩)।
লক্ষণে বিদিত হল সকলের গর্ভ ॥
এই মত তিন গর্ভ বাড়ে দিনে দিনে।
দুই মাস গর্ভ জানা গেল সুলক্ষণে ॥
চারি মাস গর্ভেতে প্রতীত (৪) হৈল মন।
পঞ্চমাস গর্ভেতে শুনিল ত্রিভুবন ॥
প্রথম গর্ভেতে লজ্জাযুক্ত অহর্নিশি।
বদন হইল যেন প্রভাতের শশী ॥

---

(১) সুপবিত্র পথে—ভাল রাস্তায়। (২) নফর—চাকর। (৩) সন্দর্ভ—গূঢ় সংবাদ। (৪) প্রতীত—কৃতবিশ্বাস।

অবসাদ (১) সর্ব্বদেহে উদর ডাগর।
মৃত্তিকার ভক্ষণেতে সদা সমাদর ॥
ঘন ঘন হাই উঠে অলস নয়ন।
পাণ্ডুবর্ণ (২) হৈল অঙ্গ খসে আভরণ ॥
অলস শিথিলগতি, (৩) সতত বিকল (৪)।
শরীরে না রহে বস্ত্র নিত্য টুটে বল ॥
এই মত হইল সে গর্ভের বর্দ্ধন।
নয়মাস গর্ভবতী হৈল তিন জন ॥
দেখি দশরথ রাজা আনন্দিত মন।
পঞ্চামৃত (৫) দিয়া কৈল গর্ভের শোধন ॥
যে ছিল প্রাক্তন পুণ্য (৬) তাহারি কারণ।
কৌশল্যারে দেখা দেন প্রভু নারায়ণ ॥
স্বপ্নে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শার্ঙ্গধারী (৭)।
চতুর্ভুজ রূপে দেখা দিলেন শ্রীহরি ॥
পুত্রভাবে হরিকে করিল রাণী কোলে।
কহিলেন কৌশল্যারে ডাকিয়া মা ব'লে ॥
পূর্ব্বেতে আমার সেবা করেছ আদরে।
সেই পুণ্যে জন্মিলাম তোমার উদরে ॥
আপনি তোমার গর্ভে লয়েছি জনম।
পুত্র বলি স্তন্য দিয়া করহ পালন ॥
এত বলি অদর্শন হৈল নারায়ণ।
কৌশল্যা বলেন, কিবা দেখিনু স্বপন
কহিল সকল কথা দশরথ-প্রতি।
মা বলিয়া আমাকে যে ডাকেন শ্রীপতি ॥
শুনি দশরথ রাজা হরষিত মন।
ভাবে, বুঝি সত্য হবে অন্ধক-বচন।
দীন-দ্বিজগণেরে দিলেন কত স্বর্ণ।
এইরূপে দশ মাস হইল সম্পূর্ণ ॥

প্রসব সময় যত নিকট হইল।
দশরথ ভূপতির আনন্দ বাড়িল ॥
এখন-তখন রাণী হইবে প্রসব।
হৃষ্ট মনে গান করে, নরনারী সব ॥
যেই দিন ভূমিষ্ঠ হবেন নারায়ণ।
আকাশ জুড়িয়া বসিলেন দেবগণ ॥
শুভগ্রহ সকল উদিত স্থানে স্থানে।
দশদিক মঙ্গল করিল তারাগণে ॥
প্রথমে প্রথমা স্ত্রীর গর্ভের বেদন।
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল নারীগণ ॥
মধুচৈত্র মাস শুক্লা শ্রীরামনবমী।
শুভক্ষণে ভূমিষ্ঠ হ'লেন জগৎস্বামী ॥
গর্ভব্যথা নাহি তায়, নাহিক শোণিত (৮)।
শুভক্ষণে শ্রীহরি হইল উপনীত ॥
অন্ধকারে ঘুচে যেন জ্বালিলেক বাতি।
কোটি সূর্য্য জিনিয়া তাঁহার দেহ-ভাতি ॥
শ্যামল শরীর প্রভু চাঁচর কুন্তল।
সুধাংশু (৯) জিনিয়া মুখ করে ঝলমল ॥
আজানুলম্বিত দীর্ঘ ভুজ সুললিত।
নীলোৎপল যিনি চক্ষু আকর্ণপূর্ণিত ॥
কে বর্ণিতে হয় শক্ত রক্ত ওষ্ঠাধর।
নবনীত জিনিয়া কোমল কলেবর ॥
সিন্দুরে মণ্ডিত রাঙা কুণ্ডল সুন্দর।
কমল জিনিয়া প্রভুর নাভি মনোহর ॥
সংসারের রূপ যত একত্র মিলন।
কিসে বা তুলনা দিব নাহিক তেমন ॥
জয়জয় হুলাহুলি দিল নারীগণ।
সাবধানে করিলেক নাড়িকা ছেদন ॥

---

(১) অবসাদ—আলস্য। (২) পাণ্ডুবর্ণ—ফ্যাকাশে। (৩) শিথিলগতি—ক্লান্তভাবে চলন। (৪) বিকল—অবসন্ন। (৫) পঞ্চামৃত দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, চিনি। (৬) প্রাক্তন পুণ্য—পূর্ব্বজন্মের পুণ্য। (৭) শার্ঙ্গ—শ্রীকৃষ্ণের ধনুকের নাম। (৮) শোণিত—রক্ত। (৯) সুধাংশু—চন্দ্র।

কৌশল্যার দাসী সেই শুভবার্ত্তা নামে।
শুভ সমাচার দিল গিয়া রাজধামে ॥
শুনি দশরথ পূর্ণ-পুলক-শরীরে।
অষ্ট আভরণ (১) আরো দিলেন দাসীরে ॥
পরম আনন্দে রাজা পাসরে আপনা।
কত ধন দিল দ্বিজে কে করে গণনা ॥
আনন্দ-সাগরে রাজা ভাসে সেই ঠাঁই।
পুনরপি দিল দান কত শত গাই ॥
গণক আনিয়া স্থির করি শুভকাল।
পুত্রমুখ দেখিবারে যান মহীপাল ॥
ইন্দ্র যেন চলিলেন শচীর মন্দিরে।
চন্দ্র যেন আসিয়াছে রোহিণীর ঘরে ॥
কৌশল্যা বসিয়া আছে নারায়ণ-কোলে।
পুত্র দেখিবারে রাজা গেল হেন কালে ॥
ধীরে ধীরে দশরথ পুত্র নিল বুকে।
এক লক্ষ চুম্ব তাঁর দিল চাঁদমুখে ॥
দরিদ্র পাইল যেন নিধির (২) কলস।
ততোধিক আনন্দিত রাজার মানস ॥
অন্ধ জন যেমন নয়ন লাভে হয়।
ততোধিক দশরথ পাইয়া তনয় ॥
ভাবিতে লাগিল রাজা পুত্রে কোলে করি।
আজি সে সার্থক আমি চাঁদ-মুখ হেরি ॥
শুভদিন হৈল আজি, পোহাল রজনী।
পুত্র-মুখ দেখি আমি আজি ধন্য মানি ॥
এতদিনে দশরথ-মনেতে উল্লাস।
রাম-জন্ম রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

ভরত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জন্ম-বিবরণ

এক অংশে জন্ম লইলেন নারায়ণ।
শুনিয়া দুঃখিত বড় কৈকেয়ীর মন ॥
আজি হৈতে কৌশল্যার বাড়িল সোহাগে।
মোরে পুত্র কেন বিধি নাহি দিল আগে ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হয় সর্ব্বশাস্ত্রে বলে।
মম পুত্র বিধি, আগে কেন নাহি দিলে ॥
বলিতে বলিতে হৈল গর্ভের বেদন।
কৈকয়ী বলেন, কুঁজি, গা করে কেমন ॥
ছিলেন মায়ের গর্ভে করি পদ্মাসন (৩)।
শুভক্ষণে জন্মিলেন প্রভু নারায়ণ ॥
কৌশল্যা রাণীর পুত্র যে রূপ-লাবণ্য।
সেই নাক সেই মুখ কিছু নহে ভিন্ন ॥
কুঁজী গিয়া জানাইল ভূপতির ঘরে।
হইল তোমার পুত্র কৈকয়ী উদরে ॥
শুনি দশরথ রাজা আপনা পাসরে।
পুত্রমুখ দেখে গিয়া কৈকয়ীর ঘরে ॥
পুত্রমুখ দেখি রাজা অতি হৃষ্টমতি।
ধন বিতরণে তবে দিল অনুমতি ॥
সুমিত্রার হইলেক গর্ভের বেদন।
যমজ উভয় পুত্র প্রসবে তখন ॥
গৌরবর্ণ হৈল দোঁহে বিষ্ণু-অবতার।
সুমিত্রা প্রসব করে যমজ কুমার ॥
যখন যমজ পুত্র প্রসবে সুন্দরী।
জয়-জয় হুলাহুলি দিল সব নারী ॥
দাসী গিয়া দশরথে কহিল গৌরবে।
আর দুই পুত্র রাজা সুমিত্রা প্রসবে ॥

---

(১) অষ্ট আভরণ — ২ পদাঙ্গুলি ২ বাহু ২ মনিবন্ধ ১ গ্রীবা ও ১ কটি এই অষ্টাঙ্গের অষ্ট অলঙ্কার, যথা ২ পাশুলি ২ কেয়ূর ২ কঙ্কণ, ১ হার ও ১ সারসন (গোট বা চন্দ্রহার)। (২) নিধি—পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, মকর কচ্ছপ মুকুন্দ, সুনীল ও খর্ব্ব; এখানে ধন। (৩) পদ্মাসন—বাম উরুমূলে দক্ষিণপদ এবং দক্ষিণ উরুমূলে বামপদ রাখিয়া উপবেশনের নাম।

শুনিয়া আনন্দ তাঁর হইল অপার।
ব্রাহ্মণেরে লুটাইল সকল ভাণ্ডার ॥
চলিলেন দশরথ পরম কৌতুক।
তিন ঘরে দেখিলেন চারি পুত্র-মুখ ॥
তিন দণ্ড বেলা হৈল গণকের মেলা (১)।
খড়িতে গণিয়া চাহে শুভক্ষণ বেলা ॥
সূর্য্যবংশে আছে বহু রাজার সুকীর্ত্তি।
সবা হৈতে এই পুত্র রাজচক্রবর্ত্তী ॥
ইহার কোষ্ঠির কিবা করিব গণন।
এমন লক্ষণে বুঝি প্রভু নারায়ণ ॥
যেই জন শুনে প্রভু রামের জনম।
ধন পুত্র লক্ষ্মী লাভ, ভয় পায় যম ॥
অযোধ্যায় হইল আনন্দ-কোলাহল।
ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র সবে করিল মঙ্গল ॥
গণকে তুষিল রাজা দিয়া নানা ধন।
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ ॥

শ্রীরামের জন্মে চরাচরের আনন্দ।

রামের জনম শুনি, নাচেন সকল মুনি,
দণ্ড-কমণ্ডলু করি হাতে।
স্বর্গে নাচে দেবগণ, মর্ত্ত্যে নাচে মর্ত্ত্যজন (২)
হরিষে নাচিছে দশরথে ॥
শ্রীদেবযানীর সঙ্গে, নাচিছেন ব্রহ্মা রঙ্গে,
শচি সঙ্গে নাচে শচীপতি।
স্থাবর (৩) জঙ্গম (৪) আর, সবে নাচে চমৎকার,
উল্লাসেতে নাচে বসুমতী ॥
দিব্য বস্ত্র আভরণ, পরি যত নারীগণ,
চলি যায় অনেক সুন্দরী।
চলি যায় রাজপথে, শ্রীরামেরে নিরখিতে,
সম্মুখেতে নাচে বিদ্যাধরী ॥
রত্নের প্রদীপ জ্বলে, পুরী পূর্ণ কোলাহলে,
কৌশল্যা হইল পুত্রবতী।
গগনমণ্ডলে থাকি, দেবগণ বলে ডাকি,
জয় জয় জয় রঘুপতি ॥
জন্মিলেন নারায়ণ, বধিবারে দশানন,
দেবেরে করিতে অব্যাহতি।
ইহা শুনে যেই জন, কিম্বা করে পারায়ণ, (৫)
ভবমুক্ত হয় সেই কৃতী (৬) ॥
বৈকুণ্ঠ করিয়া শূন্য, প্রকাশিত নর-পুণ্য,
অবতীর্ণ পূর্ণ ভগবান।
রচিল যে কৃত্তিবাস, পূর্ণ করি অভিলাষ,
বন্দিয়া সে বাল্মীকি পুরাণ ॥

শ্রীরামের জন্মে রাবণের ভয় ও তন্নিবারণের উপায় চিন্তা।

অযোধ্যাতে জন্ম যদি নিলেন শ্রীপতি।
লঙ্কায় আতঙ্ক দেখে সদা লঙ্কাপতি ॥
আচম্বিতে রাবণের সিংহাসন দোলে।
মাথার মুকুট খসি পড়ে ভূমিতলে ॥
দশমুখে হায় হায় করে দশানন।
আচম্বিতে মুকুট খসিল কি কারণ ॥
কোথা গেল ইন্দ্রজিৎ আন ধনুর্ব্বাণ।
পৃথিবী বাসুকি (৭) কাটি করি খান খান ॥
হেন কালে কহেন ধার্ম্মিক বিভীষণ।
জন্মিয়াছে যে তোমার বধিবে জীবন ॥
পৃথিবীর প্রতি ক্রোধ কর কি কারণ।
তোমারে বধিতে জন্ম নিল নারায়ণ ॥

---

(১) মেলা—জনতা। (২) মর্ত্ত্যজন—পৃথিবীবাসী; (৩) স্থাবর—স্থিতিশীল; যাহা নড়ে না। (৪) জঙ্গম—গতিশীল; যাহা নড়িয়া বেড়ায়। (৫) পরায়ণ—ইষ্টকামনায় সংকল্প পূর্ব্বক গ্রন্থপাঠ সমাপ্তি। (৬) কৃতী—উপযুক্ত। (৭) বাসুকি—সর্পরাজ; যিনি ফণা বিস্তার করিয়া পৃথিবীকে ধরিয়া আছেন।

আর কারো অপরাধ নাহি দশানন।
বাসুকি কাটিতে এবে কহ কি কারণ ॥
এইকালে আকাশে হইল দৈববাণী।
দশরথ-ঘরেতে জন্মিল চক্রপাণি ॥
শুনিয়া চিন্তিত বড় রাজা দশানন।
ডাক দিয়া বলে, শুন শুক ও সারণ (১) ॥
একে একে দেখে এস পৃথিবী-ভুবনে।
আমার শত্রুর জন্ম হইল কোন্ খানে ॥
এখনি মারিব তারে অতি শিশু-কালে।
প্রবল হইলে সেই বাড়িবে জঞ্জালে ॥
রাবণের আজ্ঞা চর (২) বন্দিলেক মাথে।
সমুদ্রের পার হ'য়ে লাগিল ভাবিতে।
পরম বৈষ্ণব দূত শুক ও সারণ।
বাসবের দ্বারী তারা জানে ত্রিভুবন ॥
শুক বলে, শুন মোর ভাই রে সারণ।
অযোধ্যায় বুঝি জন্মিলেন নারায়ণ ॥
আজি শুভ দিন হৈল আমা দোঁহাকার।
ভাগ্যফল দেখি গিয়া চরণ তাঁহার ॥
এত বলি অযোধ্যায় দিল দরশন।
দেখিল অযোধ্যা যেন বৈকুণ্ঠ-ভুবন ॥
রত্নের প্রদীপ জ্বলে প্রতি ঘরে ঘরে।
তৈল-হরিদ্রায় পথে চলিতে না পারে ॥
অলক্ষিতে প্রবেশিল কৌশল্যার ঘরে।
বসেছেন কৌশল্যা শ্রীরামে কোলে ক'রে ॥
যাহার মানসে থাকে যেরূপ বাসনা।
সেইরূপে প্রভুরে দেখয়ে সেই জনা ॥
পরম বৈষ্ণব তারা ভাই দুইজন।
চতুর্ভুজ-রূপে দেখিলেন নারায়ণ ॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-চর্তুভুজ কলা।
কিরীট কুণ্ডল কানে, হৃদি (৩) বনমালা ॥
কত কোটি ব্রহ্মা তাঁরে করিছে স্তবন।
প্রভুর শরীরে দেখে এ তিন ভুবন ॥
প্রসঙ্গেতে (৪) দেখিল যে সর্ব্ব পারিষদ (৫)।
সনক-শৌনক-আদি প্রহ্লাদ নারদ ॥
এইরূপে দুই ভাই প্রভুরে দেখিয়া।
সহস্র প্রণাম করে ধূলি লোটাইয়া ॥
ভক্তিভাবে করয়ে অনেক প্রণিপাত।
স্তবন করিছে তারা করি জোড় হাত ॥
রাক্ষসের জাতি মোরা বড়ই অধম।
বুঝিতে মহিমা তব আমরা অক্ষম ॥
যে পদ ব্রহ্মাদি দেব নাহি পায় ধ্যানে।
হেন পাদপদ্ম দেখি প্রত্যক্ষ প্রমাণে ॥
এই নিবেদন করি শুন মহাশয়।
তব পাদপদ্মে যেন সদা মন রয় ॥
কৃপার সাগর প্রভু তুমি গুণধাম।
এত বলি গেল তারা করিয়া প্রণাম ॥
পথে যেতে দুই ভাই ভাবিলেক মনে।
এই কথা না কহিব পাপী দশাননে ॥
চক্ষুর নিমেষে তারা লঙ্কাপুরে গিয়া।
রাবণেরে কহে কথা আগে দাঁড়াইয়া ॥
একে একে দেখিলাম এ তিন ভুবনে।
তোমার যে শত্রু আছে, নাহি লয় মনে ॥
মুকুট খসিল রাজা, হবে অপমান।
সকল তীর্থের জলে কর তুমি স্নান ॥
সুবর্ণ করহ দান দীন-দ্বিজ-নরে।
অমঙ্গল ঘুচিবে, আপদ্ যাবে দূরে ॥

---

(১) শুক ও সারণ—রাবণের মন্ত্রিদ্বয়ের নাম। (২) চর—গুপ্তভাবে লোকমত জানিয়া যে রাজাকে জানায়। (৩) হৃদি—হৃদয়ে। (৪) প্রসঙ্গেতে—সম্পর্কে। (৫) পারিষদ—সভাসদ।

দশ মুখ মেলিয়া রাবণ রাজা হাসে।
কেতকী-কুসুম (১) যেন ফুটে ভাদ্র মাসে ॥
না বুঝিয়া কথা কহ ভাই বিভীষণ।
আমার নাহিক শত্রু, হেন লয় মন ॥
রাবণের কথা শুনি বলে বিভীষণ।
পরিণামে এই কথা করিবে স্মরণ ॥
রাবণ সমুদ্র বলি লাগিল ডাকিতে।
আসিয়া সমুদ্র দাঁড়াইল জোড়-হাতে ॥
রাজা বলে, পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে।
সকল তীর্থের জল আন মোর কাছে ॥
বাক্য-মাত্র বলিতে বিলম্ব না হইল।
সকল তীর্থের জল সম্মুখে আইল ॥
তীর্থ-জলে দশানন করিলেক স্নান।
দরিদ্রে দুঃখীরে রাজা করে স্বর্ণদান ॥
যতেক কাঞ্চন দিল নাম লব কত।
ধেনু-দান, শিলা-দান (২) করে শত শত ॥
দান পুণ্য করিয়া বসিল দশানন।
ভাবিল অমর আমি, নাহিক মরণ ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের শ্লোক বিচক্ষণ।
রামের প্রীতিতে হরি বল সর্ব্ব জন ॥

বানরগণের জন্ম বিবরণ।

নররূপে জন্মিলেন প্রভু নারায়ণ।
বানররূপেতে জন্ম নিল দেবগণ ॥
বিধাতা বলেন, শুন যত দেবগণ।
বানরীর গর্ভে কর জনম গ্রহণ ॥
এক বানরীর গর্ভে ইন্দ্র-সূর্য্য-বরে।
প্রচণ্ড বানর দুই জন্ম লাভ করে ॥
হইল ইন্দ্রের তেজে বালী কপিবর।
সুগ্রীব বীরের জন্ম হইতে ভাস্কর ॥
কিষ্কিন্ধ্যার ফল-মূল খাইতে রসাল (৩)
ফল-মূল খায় দোঁহে বিক্রমে বিশাল ॥
তেজ হৈতে তেজ বাড়ে সম্পদে সম্পদ।
হইল বালীর পুত্র কুমার অঙ্গদ ॥
হইল ব্রহ্মার তেজে মন্ত্রী জাম্বুবান।
হইলেন পবনের তেজে হনুমান ॥
হেমকূট নামে কপি বরুণনন্দন।
পঞ্চপুত্র যমের যে যম দরশন ॥
জন্মিল শিবের তেজে কেশরী বানর।
দিনে দিনে বাড়ে যেন শাল তরুবর ॥
অগ্নি-তেজে জন্মিলেন নীল সেনাপতি।
কুবেরের তেজে জন্মে বানর প্রমাথী ॥
সুষেণের জন্ম হয় ধন্বন্তরি-তেজে।
অহিবিদ্যা (৪) বিশ্বশাস্ত্র(৫) দিল তার মাঝে ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র হৈল সুষেণ-নন্দন।
চন্দ্র-তেজে দধিমুখ হইল তখন ॥
প্রত্যেক কহিলে হয় পুস্তক বিস্তর।
একৈক দেবের তেজে একৈক বানর ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত যে সুখী সর্ব্বদণ্ডে।
বানরের জন্ম এবে গায় আদ্যকাণ্ডে ॥

দশরথের চারিপুত্রের অন্নপ্রাশন
ও নামকরণ।

একৈক গণনে যে হইল চারিদিন।
পাঁচ দিনে পাঁচুটি (৬) করিল সুপ্রবীণ (৭) ॥
ছয় দিনে ষষ্ঠীপূজা নিশি জাগরণে।
দিল অষ্টকলাই অষ্টাহে শিশুগণে ॥

---

১) কেতকী-কুসুম—কেয়াফুল। (২) শিলা-দান—প্রস্তর দান ; এখানে রত্নদান। (৩) রসাল—সুমিষ্ট। (৪) অহিবিদ্যা—সর্প-বিষ-চিকিৎসা। (৫) বিশ্বশাস্ত্র—জগতের সকল প্রকার শাস্ত্র। (৬) পাঁচুটি—শিশুর জন্মের পঞ্চমদিনে কৃত জাতকর্ম্মবিশেষ। (৭) সুপ্রবীণ—সুদক্ষ।

ডাক দিয়া আনে রাজা বালকগণেরে।
কাপড় পুরিয়া সোনা দিল সবাকারে॥
ত্রয়োদশে রাজার হইল অশৌচান্ত।
কতেক করিল দান তার নাহি অন্ত॥
ছয় মাস বয়স্ক হইলে চারিজন।
করাইল সবাকার ওদনপ্রাশন (১)॥
আমন্ত্রণ (২) করিয়া যতেক ক্ষত্রগণে।
আনাইল দশরথ আপন ভবনে॥
আসিয়া বশিষ্ঠ মুনি মহানন্দ-মনে।
চারিপুত্র-মুখে অন্ন দিল শুভক্ষণে॥
দশরথ চারিপুত্র লয়ে নিজ কোলে।
মিষ্ট অন্ন জল দিল বদন-কমলে॥
বসিলেন চারি ভাই সুচারুবদন।
কর্পূর তাম্বুলে কৈল মুখের শোধন॥
মন-সুখে আসি যত নর-নারীগণ।
কৌতুকে যৌতুক দিল সবে রত্ন-ধন॥
সকলে যৌতুক দিল আসি রাজধাম (৩)।
বিচার করেন সবে রাখেন কি নাম॥
বিচারিল চারি বেদ আগম পুরাণ।
যে মন্ত্র হইতে লোকে পাবে পরিত্রাণ॥
যেই মন্ত্র বাল্মিকী জপেন অবিশ্রাম।
কৌশল্যা-পুত্রের নাম রাখিল শ্রীরাম॥
পৃথিবীর ভার সহিবেন অবিরত।
সেই হেতু তাঁর নাম হইল ভরত॥
সুমিত্রার হইয়াছে যমজ নন্দন।
শত্রুঘ্ন কনিষ্ঠ তার জ্যেষ্ঠ শ্রীলক্ষ্মণ॥
রাজা চারি নন্দনের শুনিলেন নাম।
ব্রাহ্মণেরে দিল দান কত শত গ্রাম॥
রজত কাঞ্চন দিল নাম লব কত।
ধেনু-দান শিলা-দান করে শত শত॥
নানা দান দিয়া করে বশিষ্ঠের মান।
দুগ্ধবতী গাভী দিল সহস্রপ্রমাণ॥
আশীর্ব্বাদ করি ঘরে গেল মুনিগণ।
আদিকাণ্ডে শ্রীরামের নাম সঙ্কলন (৪)॥

শ্রীরাম-লক্ষ্মণাদির বাল্যক্রীড়া।

ছয় মাসের হৈল রাম দেন হামাগুড়ি।
হাসিয়া মায়ের কোলে যান গড়াগড়ি॥
ক্ষণেক মায়ের কোলে, ক্ষণে পিতৃকোলে।
বদনে না আসে কথা আধ আধ বোলে॥
শ্রীরামের চন্দ্রাননে অমৃত বচন।
প্রকাশিছে মন্দ মন্দ হাসিতে দশন॥
একবর্ষ বয়স্ক হইলে ভাইক'টি।
পীতধড়া (৫) পরিধান গলে স্বর্ণকাঁঠি॥
কাঁঠির মধ্যেতে দিল সোনার কিঙ্কিণী।
রত্নের নূপুর পায় রুনু রুনু ধ্বনি॥
করেন শ্রীরাম খেলা বালকের সনে।
পরস্পর সম্প্রীতি (৬) হইল চারিজনে॥
শ্রীরাম চলিতে পথে চলেন লক্ষ্মণ।
ভরতের চলনে চলেন শত্রুঘন॥
যার যে চরুর অংশ জানিল তাহাতে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে মিলে শত্রুঘ্ন ভরতে॥
যথা তথা যান রাজা রাম যান সাথে।
এক তিল অদর্শনে প্রমাদ (৭) তাহাতে॥
ব্রহ্মা আদি যাঁর পদ না পায় মননে।
পুনঃপুনঃ চুম্ব দেন তাঁহার বদনে॥

---

(১) ওদনপ্রাশন—অন্নপ্রাশন। (২) আমন্ত্রণ—সমাদর করিয়া আহ্বান। (৩) রাজধাম—রাজার বাড়ী। (৪) সঙ্কলন—সংগ্রহ। (৫) পীতধড়া—পীতবর্ণ বস্ত্র। (৬) সম্প্রীতি—প্রণয়। (৭) প্রমাদ—চিত্তের অস্থিরতার জন্য যে ভুল; মহা বিপদ।

চন্দ্রকলা যেমন বর্দ্ধিত দিনে দিনে।
সেইরূপ লাবণ্য বাড়িল চারি জনে ॥
এক বিষ্ণু চারি ভাই মায়ার কারণ।
রামে দেখি দশরথ ভাবে মনে-মন ॥
সর্ব্বক্ষণ দশরথ রামেরে নেহালে।
অন্ধক মুনির শাপ মনে মনে বলে ॥
শাপ দিলা মুনি মোরে গৌরব কারণ।
এই পুত্র না দেখিলে আমার মরণ ॥
নয় হাজার বর্ষ রাজ্য করি কুতুহলে।
রাম হেন পুত্র পাইলাম পুণ্যফলে ॥
পুত্রমুখ দেখি সদা জীবন সফল।
দশরথ-গৃহে রাম প্রথম প্রবল (১) ॥
এই সব দশরথ করে অভিলাষ।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

শ্রীরামের শাস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা এবং অরণ্য-বিহার।

পঞ্চবর্ষ গত হয় হাতে দিল খড়ী।
পড়িতে পাঠান রাজা বশিষ্ঠের বাড়ী ॥
ক-খ আঠার ফলা বানান প্রভৃতি।
অষ্ট শব্দ পাঠ করিলেন রঘুপতি ॥
ব্যাকরণ কাব্যশাস্ত্র পড়িলেন স্মৃতি।
অবশেষে পড়িলেন রাম চতুঃশ্রুতি (২) ॥
কোন শাস্ত্র নাহি হয় তাঁর অগোচর।
চৌদ্দ দিনে চতুঃষষ্টী বিদ্যাতে তৎপর ॥
বিদ্যা পড়ি করিলেন গুরুকে প্রণাম।
অস্ত্রবিদ্যা সেইক্ষণে শিখিলেন রাম ॥
প্রাতঃকালে চারি ভাই যান মালঘরে (৩)।
মল্লবিদ্যা শিখিল সকলে সমাদরে ॥
গুলি-দাঁড়া নিয়া রাম লাঠরি (৪) খেলান।
রামের বিক্রমে সব মালের পয়াণ ॥
রাম সঙ্গে কোন মাল নাহি ধরে তাল।
সুমেরু পর্ব্বতে যান করিতে সাতাল (৫) ॥
সূর্য্যবংশী বালক ধনুক ভাল জানে।
ফুলধনু হাতে রাম বেড়ান কাননে ॥
ধনু হাতে করি রাম যারে এড়ে বাণ।
ত্রিভুবনে তাহার নাহিক পরিত্রাণ ॥
দশরথ রাজার বিপক্ষ যত ছিল।
রামের বিক্রম দেখি সবে পলাইল ॥
যতনে খেলেন রাম ফুলধনু হাতে।
এক দিন বনে গেল লক্ষ্মণ সহিতে ॥
মৃগ চাহি দুই জন বেড়ান কানন।
তখন মারীচ সঙ্গে হইল মিলন ॥
কোন্‌খানে ছিল সে মারীচ নিশাচর।
মৃগরূপ হৈয়া গেল রামের গোচর ॥
মৃগ দেখি রামের কৌতুক হৈল মনে।
ধনুকে অব্যর্থ বাণ জুড়িলা তখনে ॥
ছুটিল রামের বাণ তারা যেন খসে।
মহাভীত মারীচ পলায় মহাত্রাসে ॥
শ্রীরামের বাণশব্দে ছাড়িল সে বন।
জনকের দেশে গেল মিথিলা ভুবন ॥
রামের বিক্রম দেখি দেবগণ ভাষে (৬)।
এত দিনে রাবণ মরিবে অনায়াসে ॥
সূর্য্য অস্ত গেল, তথা বেলার বিরাম।
রণশ্রান্ত লক্ষ্মণেরে দেখিলেন রাম ॥

---

(১) প্রথম প্রবল—প্রথমে বলবান। (২) চতুঃশ্রুতি—চতুঃ (চারি) শ্রুতি (বেদ) চারি বেদ; ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব বেদ। (৩) মালঘর—ব্যায়াম-শালা; কুস্তি করিবার ঘর। (৪) লাঠরি—গুলি ডাণ্ডা খেলা। (৫) সাতাল—বাহু ঠুকিয়া আঘাত; এক প্রকার ব্যায়াম। (৬) ভাষে - বলেন।

মলিন হইয়া গেল লক্ষ্মণের মুখ।
দেখিয়া শ্রীরাম পান অন্তরেতে দুখ॥
একদিন দুঃখে ভাই হইলা এমন।
কেমনে মারিয়া বৈরী (১) রাখিবে ব্রাহ্মণ॥
আমলকী ফল পাড়ি দেন তাঁর মুখে।
ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূরে গেল খান মন-সুখে॥
হেনকালে দেখেন নিকটে সরোবর।
নানা পক্ষী জলে আছে, করে কলস্বর (২)॥
এমন সময়ে ব্রহ্মা কন পুরন্দরে।
জন্মেন আপনি হরি দশরথ-ঘরে॥
নররূপী আপনাকে বিস্মৃত আপনি।
রাবণে মারিতে মাত্র অবতীর্ণ তিনি॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ তিনি থাকিবেন বনে।
ফল-মূলাহারে যুদ্ধ করিবে কেমনে॥
মৃণাল-ভিতরে তুমি রাখ গিয়া সুধা।
খাইয়া অমৃত রাম পাসরয়ে ক্ষুধা॥
এই আজ্ঞা পাইলেন দেব পুরন্দরে।
রাখিয়া গেলেন সুধা মৃণাল-ভিতরে॥
হেনকালে লক্ষ্মণেরে বলেন শ্রীরাম।
মৃণাল (৩) তুলিয়া আন করি জলপান॥
লক্ষ্মণ আনিয়া দিল শ্রীরামের হাতে।
দুই ভাই সুধা খান মৃণাল সহিতে॥
ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূরে গেল সুস্থ হইল মন।
বৃক্ষপত্র পাতিয়া যে করিলা শয়ন॥
পরিশ্রমে সুনিদ্রা হইল বৃক্ষতলে।
আছেন শ্রীরাম যেন শুয়ে পিতৃকোলে॥
না দেখিয়া শ্রীরামেরে হইয়া কাতর।
আস্তে আস্তে গেল রাণী রাজার গোচর॥

হেথা রাজা বহুক্ষণ রামে না দেখিয়া।
মনে সুখ নাহি যেন অজ্ঞান হইয়া॥
সবারে বিদায় দিয়া গেলেন আবাসে।
রামেরে দেখিব বলি কৌশল্যার পাশে॥
দুইজনে পথেতে হইল দরশন।
চিন্তিতা হইয়া রাণী জিজ্ঞাসে তখন॥
প্রস্তুত আছয়ে ঘরে খাদ্য নানাবিধি (৪)।
বহুক্ষণ রামে কেন না দেখি সন্নিধি (৫)॥
দশরথ কহে, রাণী, কি কহিলা কথা।
দেখিতে না পাই রাম তারা গেল কোথা॥
বুঝি রাম আছেন কৈকেয়ীর আবাসে।
ধেয়ে গিয়ে উভয়ে কৈকেয়ীরে জিজ্ঞাসে॥
আজি আমি দেখি নাই শ্রীরামের মুখ।
প্রাণ নাহি রহে মোর বিদরয়ে বুক॥
কৈকেয়ী বলিল, আমি কিছু নাহি জানি।
আজ হেথা নাহি দেখি রাম গুণমণি॥
আজি বুঝি ভুলিয়া রহিল কোনখানে॥
লক্ষ্মণ যে স্থানে আছে রাম সেই স্থানে॥
ভরত সহিত হেথা মিলি শত্রুঘন।
অযোধ্যানগরে ভ্রমে ভাই দুইজন॥
যেই যেই বালক খেলায় তাঁর সনে।
তাহারে জিজ্ঞাসে রাম আছে কোন্‌খানে॥
শুনিয়া সকলে কহে, শুন রাজা রাণী।
কোথা রাম কোথায় লক্ষ্মণ নাহি জানি॥
কৌশল্যা সুমিত্রা আর কৈকেয়ী কামিনী।
ডম্বুর হারায়ে যেন ফুকারে বাঘিনী॥
হৃদে হানে দশরথ ভালে মারে ঘাত।
কোথা গেলে পাব আমি রাম রঘুনাথ॥

---

(১) বৈরী—শত্রু। (২) কলস্বর—অস্ফুট মধুর ধ্বনি। (৩) মৃণাল—পদ্মের কন্দ (মূল) হইতে সূক্ষ্ম শিকড় বাহির হইয়া যাহা পঙ্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সাধারণতঃ পদ্মের ডাঁটা অর্থে ইহার ব্যবহার হয়। (৪) নানাবিধি—নানা রকম। (৫) সন্নিধি—নিকটে।

অন্ধক মুনির শাপ ঘটিল এখন।
রামে না দেখিয়া মম না রহে জীবন ॥
পুত্রশোকে মৃত্যু আজি সৃজিল বিধাতা।
রামে নাহি দেখি যদি মরন সর্ব্বথা ॥
দিবসে সকল দেখি ঘোর অন্ধকার।
শ্রীরাম-লক্ষণে বুঝি না দেখিব আর ॥
এইমত কান্দে রাণী বেলা অবশেষে।
হেনকালে দুই ভাই অযোধ্যা প্রবেশে ॥
বনপুষ্পে ভূষিত ধনুক বাম হাতে।
নাচিতে নাচিতে যান লক্ষ্মণের সাথে ॥
ভরত শত্রুঘ্ন গিয়া কহে কৌশল্যারে।
হের মাতা, আইলেন রাম পুরদ্বারে ॥
তার মুখে এই বাক্য শুনিতে শুনিতে।
বাহির হইলা রাণী শ্রীরামে দেখিতে ॥
ধেয়ে দশরথ রাজা রামে করি বুকে।
এক লক্ষ চুম্ব দিল তাঁর চাঁদ মুখে ॥
অন্ধকের শাপ মনে করে ধুক ধুক।
কি জানি বা হ'ন কবে বিধাতা বিমুখ ॥
কৌশল্যা ধাইয়া গিয়া রামে কৈল কোলে।
এক লক্ষ চুম্ব দিল বদন-কমলে ॥
দরিদ্রের নিধি তুমি নয়নের তারা।
পলকে প্রলয় ঘটে যদি হই হারা ॥
ভরত শত্রুঘ্ন তবে দেখেন শ্রীরাম।
দুই ভাই আসি রামে করিল প্রণাম ॥
বায়ের আলয়ে রাম করিল ভোজন।
রাজরাণী হইলেন সুস্থির তখন ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর ভণিত (১)।
শ্রীরামের অরণ্যবিহার সুললিত (২) ॥

সীতাদেবীর বিবাহপণ জন্য হরের ধনুঃ-প্রদান।

সাত বৎসরের রাম অযোধ্যানগরে।
লক্ষ্মী হেথা জন্মিলেন জনকের ঘরে ॥
চাষের ভূমিতে কন্যা পায় রাজ-ঋষি।
মিথিলা হইল আলো পরম রূপসী ॥
অদ্ভুত সীতার রূপ-গুণ মনে মানি।
এ সামান্য নহে কন্যা কমলা আপনি ॥
কন্যা-রূপ জনক দেখেন দিনে দিনে।
উমা কি কমলা বাণী (৩) ভ্রম হয় তিনে ॥
হরিণী নয়নে কিবা শোভিত কজ্জল।
তিলফুল যিনি তাঁর নাসিকা উজ্জ্বল ॥
সুললিত দুই বাহু দেখিতে সুন্দর।
সুধাংশু জিনিয়া রূপ অতি মনোহর ॥
মুষ্টিতে ধরিতে পারি সীতার কাঁকালি।
হিঙ্গুলে মণ্ডিত তাঁর পায়ের অঙ্গুলি ॥
অরুণ-বরণ (৪) তাঁর চরণ-কমল।
তাহাতে নূপুর বাজে শুনিতে কোমল ॥
রাজহংসী ভ্রম হয় দেখিলে গমন।
অমৃত জিনিয়া তাঁর মধুর বচন (৫) ॥
দশদিক্ আলো করে জানকীর রূপে।
লাবণ্য নিঃসরে কত প্রতি লোমকূপে ॥
সংসারের লোক এল সীতা দেখিবারে।
দেখিয়া সীতার রূপ আপনা পাসরে ॥
জনক ভাবেন মনে সীতা দিব কারে।
সীতাযোগ্য বর নাহি দেখি এ সংসারে ॥
পুরোহিত আনি রাজা কহেন বিশেষে।
জানকীর যোগ্য বর পাব কোন্ দেশে ॥
জানকীরে বিবাহ করিবে কোন্ জন।
স্বর্গেতে করেন চিন্তা যত দেবগণ ॥

---

(১) ভণিত—ভণিতা; কথা। (২) সুললিত—সুন্দর; মনোরম। (৩) বাণী—সরস্বতী। (৪) অরুণ-বরণ—প্রভাত সূর্য্যের মত লালবর্ণ। (৫) অমৃত—মধুর বচন—সীতার কথাগুলি অতিশয় শ্রুতিসুখকর।

বিধাতা বলেন, শুন দেব পুরন্দর।
রামের বয়স মাত্র সপ্তম বৎসর॥
দিনে দিনে জানকীর রূপ বৃদ্ধিমান্ (১)।
পাছে অন্য বরে রাজা সীতা করে দান॥
এই যুক্তি দেবগণ করিয়া মনন।
কৈলাস পর্ব্বতে গেল যথা ত্রিলোচন॥
ব্রহ্মা বলিলেন, শুন শিব অন্তর্যামী।
জনকের ঘরে সীতা রক্ষা কর তুমি॥
সে তব সেবক, আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারে।
যেন রাম বিনা অন্যে না দেয় সীতারে॥
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা করিলা গমন।
ভৃগুরামে ডাকিয়া কহেন ত্রিলোচন॥
আমার ধনুক নিয়া করহ পয়াণ।
জনকের ঘরে রাখ করি সাবধান॥
আমার এ ধনুর্ভঙ্গ করিতে যে পারে।
কহ জনকেরে যেন সীতা দেন তারে॥
এ তিন ভুবনে ইহা তোলে কোন্ জন।
সবে মাত্র তুলিবেন প্রভু নারায়ণ॥
পাইয়া শিবের আজ্ঞা বীর ভৃগুপতি।
ধনুক করিয়া হাতে করিলেন গতি॥
মাথায় জটার ভার পৃষ্ঠে দুই তূণ।
এক হাতে কুঠার অন্যেতে ধনু গুণ॥
ব্রহ্মারে যেমন দেবে করেন সম্ভ্রম।
জনক পরশুরামে করেন সে ক্রম (২)॥
প্রণাম করিয়া তাঁরে দিলেন আসন।
পাদ-অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে করেন পূজন॥
ভৃগুরামে দেখি সব মুনির তরাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

জনক রাজার ধনুর্ভঙ্গ পণ।

জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন জনক রাজন।
কোন্ কার্য্যে মহাশয় হেথা আগমন॥
বলেন পরশুরাম, তোমার দুহিতা (৩)।
সীতা দেহ যদি রাজা করি বিবাহিতা॥
জনক বলেন, একি শুনি চমৎকার।
এত কি সৌভাগ্য আছে কপালে সীতার॥
সীতার বিবাহকাল হইবে যখন।
করা যাবে যুক্তিমত কহিবা যেমন॥
ভৃগু বলে, তপস্যায় করিব গমন।
দেখো যেন অন্য মত না হয় রাজন্॥
এতেক বলিয়া যদি ভৃগুরাম যান।
ভৃগুর চরণ ধরি জনক সুধান॥
তোমার সাক্ষাৎ আর পাব কত কালে।
কারে দিব কন্যা আমি, তুমি না আইলে॥
বলেন পরশুরাম, আমার ধনুক।
রাখি যাই তব স্থানে দেখিবে কৌতুক॥
ধনুক তুলিয়া যেবা গুণ দিতে পারে।
রহিল আমার আজ্ঞা কন্যা দিও তারে॥
এত বলি ভার্গব (৪) গেলেন স্থানান্তরে।
পড়িয়া রহিল ধনু জনকের ঘরে॥
হরের ধনুক সেই অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।
সত্তর যোজন উভে ধনুক প্রমাণ॥
যোজন দশেক ধনু আড়ে পরিসর।
করিলেন প্রতিজ্ঞা জনক ঋষিবর॥
এ ধনুকে গুণ দিতে যে জন পারিবে।
সেই জন জানকীরে বিবাহ করিবে॥
যতন করিয়া কৈল ধনুকের ঘর।
একাশী যোজন সেই ঘর দীর্ঘতর॥

---

(১) বৃদ্ধিমান যাহা দিন দিন বাড়িতেছে। (২) ক্রম—অনুসার। (৩) দুহিতা—কন্যা; পিতৃগৃহে গাভী দোহন করা ইহাদের কাজ ছিল বলিয়া কন্যার নাম দুহিতা। ভার্গব—পরশুরাম।

এগার যোজন ঘার আড়ে পরিসর।
ধনুক পড়িয়া রহে তাহার ভিতর॥
সেই ধনুকের কথা গেল দেশে দেশে।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

ধনুক তুলিতে অসমর্থ হইয়া রাবণাদি
রাজগণের পলায়ন।

ধনুকের কথা যদি গেল দেশে দেশে।
জানকী-বিবাহ হেতু তাহারা আইসে॥
পৃথিবীতে আছে যত রাজা মহত্তর (১)
একে একে আসে সবে জনকের ঘর॥
আসিয়া সকল রাজা অহঙ্কার করে।
সবারে পাঠায়ে দেন ধনুকের ঘরে॥
জনক বলে, যেবা তুলিবে ধনুক।
তাঁরে সীতা কন্যা দিব পরম কৌতুক॥
ধনুক তুলিতে যত রাজপুত্র যায়।
দেখিতে সকল লোক পশ্চাৎ গোড়ায় (২)॥
ঘরের দ্বারেতে গিয়া উঁকি দিয়া চায়।
তুলিবার শক্তি কোথা, দেখিয়া পলায়॥
কত রাজা রাজপুত্র উদ্যত হইয়া।
ধনুক তুলিতে যায় বস্ত্র কাছটিয়া (৩)॥
প্রাণপণে তারা গিয়া টানাটানি করে।
তুলিবার সাধ্য কিবা, নাড়িতে না পারে॥
সুমেরু (৪) পর্ব্বত যেন ধনুখান ভারি।
দিবে কি তাহাতে গুণ, নাড়িতে না পারি॥
লজ্জা পেয়ে রাজা সব পলাইয়া যায়।
হাততালি দিয়া সব বালক গোড়ায়॥
পলাইয়া যায় সবে আপনার দেশে।
বিবাহ করিতে অন্য রাজগণ আসে॥
পথ মধ্যে দেখা হয় যে সবার সনে।
ধনুকের পরাক্রম তারা সব শুনে॥
দেখিবার কাজ নাই শুনিয়া ডরায়।
শুনিয়া শুনিয়া পথে অমনি পলায়॥
প্রত্যেক কহিলে হয় পুস্তক বিস্তর।
তিন কোটি রাজা গেল মিথিলা নগর॥
ধনুক তুলিতে না পারিল কোন জন।
লঙ্কায় থাকিয়া শুনে লঙ্কার রাবণ॥
অকম্পন প্রহস্ত মারীচ মহোদর।
চারি পাত্র ল'য়ে রথে চড়ে লঙ্কেশ্বর॥
আইল সকলে তারা মিথিলা ভুবন।
জনক শুনিল রাবণের আগমন॥
জনক বলেন, শুন পাত্র মিত্রগণ।
রাবণ আইল আজি হইবে কেমন॥
স্বেচ্ছাতে বিবাহ যদি না দিব রাবণে।
কাড়িয়া লইবে সীতা রাখে কোন জনে॥
চলিল জনক রাজা রাবণে আনিতে।
দেখিয়া রাবণ রাজা লাগিল হাসিতে॥
প্রহস্ত ডাকিয়া বলে, রাবণ রাজারে।
জনক আইল দেখ লইতে তোমারে॥
দেখিয়া রাবণ তারে ভূমিতলে উলি।
দুই বাহু পসারিয়া করে কোলাকুলি॥
বসাইল রাবণেরে দিব্য সিংহাসনে।
মিষ্টালাপ করিলেন বসিয়া দু'জনে॥
জনক বলেন, আজি সফল জীবন।
কোন্ কার্য্যে মহাশয় তব আগমন॥
দশানন বলে, রাজা, তব কন্যা সীতা।
আমারে করহ দান আমি সে গ্রহীতা (৫)॥
জনক বলেন, ইহা সৌভাগ্য-লক্ষণ।
তোমা বিনা পাত্র আর আছে কোন্ জন॥

(১) মহত্তর—শ্রেষ্ঠ। (২) গোড়ায়—পেছনে পেছনে যায়। (৩) কাছটিয়া—মালকোঁচা মারিয়া কাপড় পরা। (৪) সুমেরু—পৃথিবীর উত্তর কেন্দ্রস্থ পর্ব্বত বিশেষ। (৫) গ্রহীতা—গ্রহণকারী।

আনিলেন ভৃগুরাম ধনু একখান।
হেন বীর নাহি যে তাহাতে দেয় টান ॥
তুলিয়া ধনুকখান ভাঙ্গ গিয়া তুমি।
ধনুকের ঘরে সীতা সমর্পিব আমি ॥
শুনিয়া সে দশমুখে হাসিল রাবণ।
আমার সাক্ষাতে বল ধনুক বিক্রম ॥
কৈলাস তুলেছি আমি পর্ব্বত মন্দর।
তাহাকে জিনিয়া কি হে ধনুকেতে ডর ॥
আগে সীতা আনিয়া আমারে কর দান।
যাত্রাকালে ভাঙ্গিয়া যাইব ধনুখান ॥
জনক বলেন, কর প্রতিজ্ঞা পূরণ।
দেখুক সকল লোক ধনুক-ভঞ্জন ॥
প্রহস্ত বলেন, শুন রাজা দশানন।
যার যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করে কখন ॥
ধনুক ভাঙ্গিলে রাজা জানকীরে দিবে।
ইচ্ছাধীনে (১) নাহি দেয়, বলে কাড়ি লবে ॥
দশমুখ বলে, মামা, রাখি তব কথা।
ধনুক ভাঙ্গিলে যেন না হয় অন্যথা ॥
অহঙ্কার করিয়া চলিল লঙ্কেশ্বর।
দেখাতে জনক চলে ধনুকের ঘর ॥
শুনিয়া ধাইল সবে মিথিলানগর।
সবে বলে জানকীর আজ আইল বর ॥
যুবা বৃদ্ধ শিশু এক নাহি রহে ঘরে।
কৌতুক দেখিতে গেল রাজার মন্দিরে ॥
একাশী যোজন ঘর অতি দীর্ঘতর।
একাদশ যোজন তাহার পরিসর (২) ॥
ধনুক পড়িয়া আছে তাহার ভিতরে।
আসিয়া রাবণ রাজা দাণ্ডাইল দ্বারে ॥
দ্বারেতে দাঁড়ায়ে বীর উঁকি দিয়া চায়।
দেখিয়া দুর্জ্জয় ধনু অন্তরে ডরায় ॥
মনে ভাবে আমার ঘুচিল ভারিভুরি (৩)।
যে দেখি ধনুকখান পারি কি না পারি ॥
অন্তরে আতঙ্ক অতি, মুখে আস্ফালন।
ধনুক তুলিতে যায় বীর দশানন ॥
আঁটিয়া কাপড় বীর বান্ধিল কাঁকালে।
কুড়ি হস্তে ধরিল সে ধনু মহাবলে ॥
আঁকাড়ি করিয়া সে ধনুকখান টানে।
তুলিতে না পারে আর চায় চারিপানে ॥
নাকে হাত দিয়া বলে কি করি উপায়।
কি হইবে মামা, ধনু তুলা নাহি যায় ॥
প্রহস্ত বলিল, শুন রাজা লঙ্কেশ্বর।
লোক হাসাইলা আসি মিথিলানগর ॥
চিন্তা না করহ তুমি না করিহ ডর।
গাত্রে বল করি আর একবার ধর ॥
পুনশ্চ ধনুকখান টানাটানি করে।
তথাপি ধনুকখান নাড়িতে না পারে ॥
দশগ্রীব (৪) বলে আর নাড়িতে না পারি।
প্রাণ যায় মামা, তবু তুলিতে না পারি ॥
কৈলাস তুলিনু মামা, পর্ব্বত মন্দর।
তাহারে জিনিয়া মামা, ধনুকের ভর (৫) ॥
এই যুক্তি মামা গো তোমার ঠাঁই মাগি।
সবাই মেলিয়া তুলি ধনুখান ভাঙ্গি ॥
প্রহস্ত বলিল, শুন বীর দশানন।
তবে ত সীতার বর হবে কোন্ জন ॥
পার বা না পার আর একবার টান।
যায় প্রাণ রাখ মান এই বাক্য মান ॥

(১) ইচ্ছাধীনে—স্বেচ্ছায়; নিজের ইচ্ছায়। (২) পরিসর—বিস্তৃতি। (৩) ভারিভুরি—দর্প। (৪) দশগ্রীব—রাবণ। (৫) ভর চাপ।

রাবণ বলিল, মামা, শুন মোর বাণী।
তুলিতে না পারি, শীঘ্র আন রথখানি ॥
ঈষৎ হাসিয়া বলে, প্রহস্ত তাহারে।
রথ লয়ে এই আমি রহিলাম দ্বারে ॥
আরবার রাবণ ধনুকখান টানে।
তুলিতে না পারে, চায় প্রহস্তের পানে ॥
কাঁকালেতে হাত দিয়া আকাশ নিরখে।
মনে ভাবে, পাছে আসি ইন্দ্র বেটা দেখে ॥
বুঝিয়া প্রহস্ত রথ দিল জোগাইয়া।
লাফ দিয়া রথে উঠে ধনুক এড়িয়া (১) ॥
পলাইয়া চলিল লঙ্কার অধিকারী।
সকল বালক দেয় তারে টিটকারী ॥
লঙ্কায় শঙ্কায় গেল লঙ্কার রাবণ।
আকাশে থাকিয়া দেখে যত দেবগণ ॥
শ্রীলক্ষ্মীপতির লক্ষ্মী লবে কোন জন।
তুলিবেন ধনুক কেবল নারায়ণ ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কি কহিব শিক্ষা।
আদ্যকাণ্ড গাইল, সীতার হইল রক্ষা ॥

———

শ্রীরামের গঙ্গাস্নান ও গুহক-সম্মিলন।

এক দিন দশরথ পুণ্য তিথি পাইয়া।
গঙ্গাস্নানে যান রাজা চারি পুত্র লইয়া ॥
হইবেক অমাবস্যা তিথিতে গ্রহণ।
রামের কল্যাণে রাজা দিবেন কাঞ্চন ॥
তুরঙ্গ মাতঙ্গ চলে সঙ্গে শতে শতে।
চারি পুত্র সহ রাজা চাপিলেন রথে ॥
চলিল কটক সব নাহি দিশপাশ (২)।
কটকের শব্দে পূর্ণ হইল আকাশ ॥
চলেছেন দশরথ চড়ি দিব্য রথে।
নারদ মুনির সঙ্গে দেখা হৈল পথে ॥
মুনি বলে, কোথা রাজা, করিছ পয়াণ।
ভূপতি কহেন, গিয়া করি গঙ্গাস্নান ॥
মুনি কহে, দশরথ, তুমি ত অজ্ঞান।
রাম-মুখ দেখিলে কে করে গঙ্গাস্নান ॥
পতিতপাবনী গঙ্গা পৃথিবীমণ্ডলে।
সেই গঙ্গা জন্মিলেন যাঁর পদতলে ॥
সেই দান সেই পুণ্য সেই গঙ্গাস্নান।
পুত্রভাবে দেখ তুমি প্রভু ভগবান্ ॥
এত যদি নৃপতিরে কহিলেন মুনি।
রাজা বলে, চল ঘরে রাম রঘুমণি ॥
বাপের বচন শুনি বলেন শ্রীরাম।
অনেক পাষণ্ড (৩) আছে ধর্ম্মপথে বাম ॥
গঙ্গার মহিমা আমি কি বলিতে জানি।
না শুনিও মহারাজ, নারদের বাণী ॥
এত যদি বলিলেন কৌশল্যাকুমার।
চলিলেন রাজা দশরথ আরবার ॥
চলিল রাজার সৈন্য আনন্দিত হৈয়া।
গুহক চণ্ডাল আছে পথ আগুলিয়া ॥
তিন কোটি চণ্ডালেতে গুহক বেষ্টিত।
হুড়াহুড়ি বাধে দশরথের সহিত ॥
গুহক চণ্ডাল বলে, শুন দশরথ।
ভাঙ্গিয়া আমার দেশ করিলে কি পথ ॥
বারে বারে যাহ তুমি এই পথ দিয়া।
সৈন্যেতে আমার রাজ্য ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥
গঙ্গাস্নান করিতে তোমার থাকে মন।
আর পথ দিয়া তুমি করহ গমন ॥
যদি ইচ্ছা থাকে যাইবার এই পথে।
দেখাও তোমার আগে পুত্র রঘুনাথে ॥
রাম রাম বলিয়া যে গুহক ডাকিল।
রথমধ্যে রামেরে ভূপতি লুকাইল ॥

(১) এড়িয়া—ছাড়িয়া। (২) দিশপাশ—কূল-কিনারা ; সীমা। (৩) পাষণ্ড—পাপিষ্ঠ ; পামর।

নিল দশরথ রাজা ধনুর্ব্বাণ হাতে।
রথের দ্বারেতে রাজা লাগিল ভাবিতে॥
চণ্ডালেরে মারি কিবা হইবেক যশ।
নীচ জনে জিনিলে কি হইবে পৌরুষ॥
যদি পরাজয় হই চণ্ডালের বাণে।
অপযশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবনে॥
আমি যদি ছাড়ি, নাহি ছাড়িবে চণ্ডাল।
কি করিব পথে এক বাধিল জঞ্জাল॥
দুই জনে বাণ বৃষ্টি করে মহাকোপে।
উভয়ের বাণেতে দোঁহার প্রাণ কাঁপে॥
এই মতে বাণবৃষ্টি হইল বিস্তর।
উভয়ের সংগ্রাম হইল বহুতর॥
দশরথ রাজা এড়ে পাশুপত শর (১)।
হাতে গলে গুহকে বান্ধিল নরেশ্বর॥
গুহকে বান্ধিয়া রাজা তুলিলেন রথে।
বন্ধনে পড়িয়া গুহ লাগিল ভাবিতে॥
যাহার লাগিয়া আমি আগুলিনু পথ।
দেখিতে না পাইলাম সে রাম কি মত (২)॥
এতেক ভাবিয়া গুহ করে অনুমান।
পায়েতে ধনুক টানে, পায়ে এড়ে বাণ॥
ভরত কহিল গিয়া রামের গোচরে।
এমন অপূর্ব্বশিক্ষা নাহি চরাচরে॥
পায়েতে ধনুক টানে, পায়ে এড়ে বাণ।
দেখিতে কৌতুক, (৩) রাম গেলেন সে স্থান॥
যেইমাত্র গুহক দেখিল রঘুনাথে।
দণ্ডবৎ হইয়া রহিল জোড়হাতে॥
শ্রীরাম বলেন, ধনু টানহ কেমন।
গুহ বলে, তোমাকে কহিব সে কারণ॥

পূর্ব্বজন্মকথা মম শুন নারায়ণ।
যে পাপে হইল মোর চণ্ডাল-জনম॥
অপুত্রক ছিলেন যখন দশরথ।
অন্ধক মুনির পুত্র করিলেন হত॥
মুনিহত্যা করিয়া আসিয়া তপোবনে।
লোটাইয়া ধরিলেন আমার চরণে॥
বশিষ্ঠের পুত্র আমি বামদেব নাম।
তিনবার রাজারে বলানু রাম-নাম॥
শুনিয়া বশিষ্ঠ শাপ দিলেন বিশাল (৪)।
যাহ বামদেব পুত্র, হওগে চণ্ডাল॥
এক রামনামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে।
তিনবার রামনাম বলালি রাজারে॥
লোটায়ে ধরিনু আমি পিতার চরণে।
চণ্ডাল হইব মুক্ত কাহার দর্শনে॥
পিতা বলে, যবে পাবে শ্রীরাম দর্শন।
তবে ত হইবে মুক্ত চণ্ডাল-জনম॥
সেই রাম জন্মিয়াছে দশরথ-ঘরে।
চরণ-পরশ দিয়া মুক্ত কর মোরে॥
অনাথের নাথ তুমি ভকতবৎসল।
করুণাসাগর হরি তুমি সে কেবল॥
চণ্ডাল বলিয়া যদি ঘৃণা কর মনে।
পতিতপাবন নাম তবে কি কারণে॥
এতেক বলিয়া গুহ লাগিল কান্দিতে।
গুহের ক্রন্দনেতে কান্দেন রঘুনাথে॥
করপুটে (৫) দাণ্ডাইয়া পিতার সাক্ষাৎ।
ভিক্ষা দেহ গুহকে, বলেন রঘুনাথ॥
রাজা বলে, প্রাণ চাহ প্রাণ পারি দিতে।
গুহকে তোমাকে দিব বাধা নাহি ইথে॥

---

(১) পাশুপত শর—শিব-প্রদত্ত অমোঘাস্ত্র। (২) কি মত—কিরূপ; কি প্রকার। (৩) কৌতুক—তামাসা। (৪) বিশাল—ভয়ানক। (৫) করপুটে—হাত জোড় করিয়া।

পাইয়া রাজার আজ্ঞা কৌশল্যানন্দন।
খসালেন নিজহস্তে গুহের বন্ধন॥
শ্রীরাম বলেন, অগ্নি জ্বালহ লক্ষ্মণ।
গুহকের সহ করি মিত্রতা এখন॥
লক্ষ্মণ জ্বালেন অগ্নি রামের সাক্ষাতে।
গুহ সহ মিত্রতা করেন রঘুনাথে॥
যেই তুমি সেই আমি, বলেন শ্রীরাম।
গুহ বলে, ঘুচাইতে নারি নিজ নাম॥
শ্রীরামের জগতে হইল ঠাকুরালি (১)।
প্রথমে করেন রাম চণ্ডালে মিতালি (২)॥
বিদায় করিয়া রামে গুহ গেল ঘরে।
পুত্র লয়ে দশরথ গেল গঙ্গা তীরে॥
অপূর্ব্ব অনন্ত-ফল (৩) ভাস্কর-গ্রহণ (৪)।
স্নান করি রাজা দান করিল কাঞ্চন॥
ধেনু-দান শিলা-দান কৈল শত শত।
রজত কাঞ্চন তার নাম লব কত॥
দান ধর্ম্ম করিতে হইল বেলা ক্ষয়।
প্রদোষে (৫) গেলেন ভরদ্বাজের আলয়॥
বসিয়া আছেন মুনি আপনার ঘরে।
চারি পুত্র সহ রাজা নমস্কার করে॥
জোড়হাতে বলে রাজা, মুনির গোচর।
আনিয়াছি চারি পুত্র দেখ মুনিবর॥
আশীর্ব্বাদ কর চারিপুত্রে তপোধন।
বড় ভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণ॥
দেখিয়া রামেরে ভাবে ভরদ্বাজ মুনি।
বৈকুণ্ঠ হইতে বিষ্ণু আইল আপনি॥
মুনি বলে, রাজা, তব সকল জনম।
পুত্র ভাবে দেখ রাজা, দেব নারায়ণ॥
ভরদ্বাজ এককালে দেখে চমৎকার।
দূর্ব্বাদল-শ্যাম তনু পরম-আকার॥
ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশ-শোভিত পদাম্বুজ।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ॥
শঙ্কর বিরিঞ্চি আদি যত দেবগণ।
রামের শরীরে আরো দেখেন ভুবন॥
সমুচিত আতিথ্য (৬) করেন ভরদ্বাজ।
সুখে রহিলেন সৈন্য সহ মহারাজ॥
রামেরে লইয়া মুনি অন্তঃপুরে গিয়া।
শয়ন করেন দোঁহে একত্র হইয়া॥
যখন হইল রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।
শিয়রে রাখেন দেবরাজ ধনুঃশর॥
স্বপ্নে উপদেশ এই করেন মুনিরে।
অক্ষয় ধনুক তূণ দেহ শ্রীরামেরে॥
এত বলি করিলেন বাসব পয়াণ।
প্রাতে রাম শিয়রে দেখেন ধনুর্ব্বাণ॥
কহিলেন শ্রীরামেরে মুনি ভরদ্বাজ।
তোমারে দিলেন ধনুর্ব্বাণ দেবরাজ॥
স্বপ্নেতে ধনুক বাণ পায় যেই জন।
সেই সে জানিহ প্রভু, দেব নারায়ণ॥
মুনির বচনে রাম করি প্রণিপাত।
আনিলেন সেই ধনু পিতার সাক্ষাৎ॥
শুনি রাজা দশরথ সানন্দ হইয়া।
আইলেন দেশে চারি কুমার লইয়া॥
কৃত্তিবাস করে আশ, পাই পরিত্রাণ।
আদিকাণ্ডে গাহিল রামের গঙ্গাস্নান॥

---

(১) ঠাকুরালি—কর্তৃত্ব (২) মিতালি—বন্ধুতা। (৩) অনন্ত-ফল—অনেক পুণ্য। (৪) ভাস্কর-গ্রহণ—সূর্য্য-গ্রহণ। (৫) প্রদোষ—সন্ধ্যাকাল। (৬) আতিথ্য—অতিথি-সৎকার।

রাক্ষসের দৌরাত্ম্যে যজ্ঞ বিঘ্ন নিবারণের উপায়।

এইরূপে দশরথ চারি পুত্রে লৈয়া।
সাম্রাজ্য (১) করেন ভোগ সাবধান হৈয়া॥
হেথা মিথিলায় যজ্ঞ করে মুনিগণ।
যজ্ঞ পূর্ণ নাহি হয় রাক্ষস কারন॥
যজ্ঞ আরম্ভন যেই করে মুনিবর।
করে রক্তবর্ষণ মারীচ নিশাচর॥
যজ্ঞহীন হইলেক মিথিলা ভুবন।
করেন জনক যুক্তি লয়ে মুনিগণ॥
তার মধ্যে বলিলেন বিশ্বামিত্র মুনি।
অযোধ্যায় গিয়া রামচন্দ্রে আমি আনি॥
রাক্ষস-বধের হেতু ধরি রাম-বেশ।
দশরথ-গৃহে অবতীর্ণ হৃষিকেশ (২)॥
বলিলেন জনক, শুন হে মহাশয়।
তুমি রক্ষা করিলে এ যজ্ঞ রক্ষা হয়॥
বিশ্বামিত্র সকলেরে করিয়া আশ্বাস।
চলিলেন যথা রাম অযোধ্যানিবাস॥
উপস্থিত হইলেন অযোধ্যার দ্বারে।
দ্বারী গিয়া জানাইল তখনি রাজারে॥
ভূপতি শুনিবামাত্র বিশ্বামিত্র-নাম।
চিন্তিত কহেন, বুঝি বিধি আজি বাম॥
বিশ্বামিত্র মুনি এই বড়ই বিষম।
প্রমাদ ঘটায় কিম্বা করে কোন ক্রম (৩)॥
সূর্য্যবংশে ছিল হরিশ্চন্দ্র মহারাজ।
ভার্য্যা-পুত্র বেচাইয়া দিল তারে লাজ॥
আসি বন্দিলেন রাজা মুনির চরণ।
শিষ্টাচারপূর্ব্বক করেন নিবেদন॥
তব আগমনে মম পবিত্র আলয়।
আজ্ঞা কর কোন্ কার্য্য করি মহাশয়॥
বিশ্বামিত্র বলেন, শুন হে দশরথ।
শ্রীরামেরে দেহ যদি হয় অভিমত (৪)॥
মুনিগণ যজ্ঞ করে করিয়া প্রয়াস (৫)।
রাক্ষস আসিয়া সদা করে যজ্ঞ নাশ॥
মুনি-পরিত্রাণ হয় কহিনু তোমারে।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে দেহ যজ্ঞ রাখিবারে॥
যেই মাত্র বিশ্বামিত্র কহেন এ কথা।
ভূপতি ভাবেন মনে হেঁট করি মাথা॥
পুত্রশোকে মৃত্যু মম লিখন কপালে।
না জানি হইবে মৃত্যু মম কোন্ কালে॥
অন্ধকের শাপ মনে করে ধুক্-বুক্।
কখন মরিব আমি না দেখি চাঁদমুখ॥
প্রাণ চাহ যদি মুনি প্রাণ দিতে পারি।
একদণ্ড রামচন্দ্রে না দেখিলে মরি॥
অতএব রামচন্দ্রে না দিব তোমারে।
একদণ্ড না দেখিলে হৃদয় বিদরে॥
রাম ধ্যান রাম জ্ঞান রাম সে জীবন।
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ॥

রাক্ষসের যুদ্ধে শ্রীরামকে প্রেরণ করিতে দশরথের অনিচ্ছা।

যখন শুইয়া থাকি, রামকে হৃদয়ে রাখি,
ভূমে রাখি নাহিক প্রতীত (৬)।

---

(১) সাম্রাজ্য—সম্রাটের শাসনাধীন রাজ্য। (২) হৃষীকেশ—হৃষীক (ইন্দ্রিয় সকল) ঈশ (ঈশ্বর) নারায়ণ। (৩) ক্রম অনুসার; এখানে আক্রমণ। (৪) অভিমত—ইচ্ছা। (৫) প্রয়াস—যত্ন; চেষ্টা। (৬) প্রতীত—বিশ্বাস।

স্বপ্নে না দেখিলে তায়, প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়,
চমকিয়া চাহি চারিভিত (১) ॥
যেমতে পেয়েছি রামে, কহি সে সকল ক্রমে,
মৃগয়া করিতে গিয়া বনে।
সিন্ধু নামে মুনিবরে, সরোবরে জল ভরে,
তাঁরে মারি শব্দভেদী বাণে ॥
মৃত মুনি কোলে করি, গেলাম অন্ধকপুরী,
দেখি মুনি অগ্নির সমান।
পুত্র পুত্র বলি ডাকে, মরা পুত্র দিনু তাঁকে,
পুত্রশোকে সে ছাড়িল প্রাণ ॥
ছিলাম সন্তানহীন, মনে দুঃখী রাত্রিদিন,
বধিলাম সিন্ধুর জীবন।
কুপিয়া সিন্ধুর বাপ, দিল মোরে অভিশাপ,
তেঁই পাইলাম এই ধন ॥
অতএব তপোধন, শুন মম নিবেদন,
আমি যাব সহিত তোমার।
বিনা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ, অন্য কিছু প্রয়োজন,
যাহা চাহ দিব শতবার ॥
রাজার বচন শুনি, কুপিলেন মহামুনি,
ঝাট দেহ তোমার কুমার।
আপন মঙ্গল চাহ, শ্রীরাম-লক্ষ্মণে দেহ,
নহে বংশ নাশিব তোমার ॥
মুনির শুনিয়া বাণী দশরথ নৃপমণি,
কাঁপিতে লাগিলা তৎক্ষণ।
কৃত্তিবাস কহে, ভূপ, নরদেহে বিষ্ণুরূপ,
অজেয় (২) যে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥

দশরথের ছলনা ও বিশ্বামিত্রের কোপ।

রাজা বলিলেন, মুনি, করি নিবেদন।
ধনুর্ব্বাণ নাহি জানে কি করিবে রণ ॥
অত্যল্প বয়স মম পুত্র চারি গুটি।
শিরে চুল নাহি ঘুচে, আছে পঞ্চঝুঁটি ॥
অন্য সৈন্য যত চাহ লহ তপোধন।
তাহারা করিবে নিশাচর নিবারণ ॥
হস্তী ঘোড়া কটকাদি পূর্ণ যে সাজন।
তাহা লয়ে রাক্ষসেরে কর নিবারণ ॥
শুনিয়া কহেন বিশ্বামিত্র তপোধন।
কটকে খাইবে এত কোথা পাব ধন ॥
একা রাম গেলে হয় কার্য্যের সাধন।
সহস্র কটকে মোর নাহি প্রয়োজন ॥
তব বংশে ছিলেন যে হরিশ্চন্দ্র রাজা।
পৃথিবী আমাকে দিয়া করিলেন পূজা ॥
তথাপি না পাইলেন মনের সান্ত্বনা।
স্ত্রী-পুত্র বেচিয়া শেষে দিলেন দক্ষিণা ॥
একা রামে দিতে তুমি কর উপহাস।
সূর্য্যবংশ আজি বুঝি হইল বিনাশ ॥
চিন্তিত হইয়া রাজা ভাবে মনে মন।
ডাকিলেন ভরত-শত্রুঘ্ন দুই জনে ॥
দোঁহে দাঁড়াইলেন সে মুনির সাক্ষাতে।
রাজা বলিলেন, যাহ মুনির সঙ্গেতে ॥
ভূপতির বঞ্চনায় ভ্রান্ত তপোধন।
মনে ভাবিলেন এই শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
আগে যান মহামুনি পাছে দুই জন।
সরযূ নদীর তীরে দিল দরশন ॥
মুনি বলিলেন, শুন ভূপতি-কুমার।
হেথা গমনের পথ আছে দ্বিপ্রকার ॥
এই পথে গেলে তিন্ দিনে যাই ঘর।
এই পথে গেলে লাগে তৃতীয় প্রহর ॥
তৃতীয় প্রহর পথে কিন্তু আছে ভয়।
সেই পথে রাক্ষসী তাড়কা নামে রয় ॥

---

(১) চারিভিত—চারিদিক। (২) অজেয়—অপরাজেয় ; যাঁহাকে হারানো যায় না।

তাড়িয়া ধরিয়া খায় যত মুনিগণে।
কোন্ পথে যাইতে তোমার লাগে মনে ॥
বলিলেন ভরত, শুনহ তপোধন।
দুষ্টে ঘাঁটাইয়া (১) পথে কোন্ প্রয়োজন (২) ॥
এ কথা শুনিয়া মুনি ভাবিলেন মনে।
ইনি কি হবেন যোগ্য রাক্ষস-নিধনে ॥
এক রাক্ষসের নাম শুনি এত ডর।
মারিবেন কিসে ইনি কোটি নিশাচর ॥
রাজার শঠতা (৩) মুনি ভাবেন অন্তরে।
শ্রীরামে না দিয়া রাজা দিল ভরতেরে ॥
আমার সহিত রাজা করে উপহাস।
অযোধ্যা সহিত আজি করিব বিনাশ ॥
ক্রোধে ফিরিলেন পুনঃ বিশ্বামিত্র ঋষি।
নির্গত হইল তাঁর নেত্রে অগ্নিরাশি ॥
সেই অগ্নি লাগে গিয়া অযোধ্যানগরে।
প্রজার তাবৎ ঘর দ্বার দগ্ধ করে ॥
কান্দিয়া চলিল প্রজা রামের গোচরে।
বিশ্বামিত্র মুনি আসি সর্ব্বনাশ করে ॥
তোমারে না দিয়া রাজা দিল ভরতেরে।
তেকারণ এ আপদ অযোধ্যানগরে।
প্রজার রোদন শুনি রামের তরাস।
ধাইয়া গেলেন রাম বিশ্বামিত্র-পাশ ॥
মুনির চরণ ধরি বলে রঘুমণি।
প্রজালোকে রক্ষা প্রভু করহ আপনি ॥
অপরাধ যেই করে দণ্ড কর তার।
নিরপরাধীর দণ্ড করা অবিচার ॥
মুনি হৈয়া যেই জন রাগে দেয় মন।
পূর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট তার হয় তৎক্ষণ ॥
পুত্রে পাঠাইতে পিতা হলেন কাতর।
যজ্ঞ রক্ষা করি গিয়া মিথিলানগর ॥
হাসিলেন মুনিরাজ রামের বচনে।
অযোধ্যার পানে চান অমৃত-নয়নে ॥
সকল করিতে পারে তপের কারণ।
যেমন অযোধ্যাপুরী হইল তেমন ॥
মুনির চরিত্র দেখি রামের তরাস।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

যজ্ঞরক্ষার্থ বিশ্বামিত্র সহ শ্রীরাম-লক্ষ্মণের মিথিলায় গমন ও মন্ত্রদীক্ষা।

শিরে পঞ্চঝুঁটি রাম বিষ্ণু-অবতার।
মুগ্ধ হইলেন মুনি রূপেতে তাঁহার ॥
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় আকাশে।
মুনি বলিলেন, রাম, চল মোর দেশে ॥
জানিলেন মহারাজ রামের গমন।
লক্ষ্মণ সহিত রামে করেন অর্পণ ॥
বলিলেন বিশ্বামিত্র,রাজার গোচর।
রাম লাগি চিন্তা না করিহ নরেশ্বর ॥
তুমি নাহি জানহ রামের গুণ-লেশ (৪)।
রাক্ষস বধিতে অবতীর্ণ হৃষিকেশ ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণে ল'য়ে আমি দেশে যাই।
স্থির হও মহারাজ, কোন চিন্তা নাই ॥
রাজারে কহিয়া এই প্রবোধ-বচন।
মুনি বলিলেন চল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি যদি বল তুমি।
মাতৃস্থানে বিদায় লইয়া আসি আমি ॥

---

(১) ঘাঁটাইয়া—বিরক্ত করিয়া ; (২) মূল রামায়ণে ইহার উল্লেখ নাই। কবি এখানে রামগতপ্রাণ দশরথের রামের প্রতি বাৎসল্যের অতিমাত্রায় আধিক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। (৩) শঠতা—চালাকি। (৪) গুণ-লেশ গুণের লেশমাত্র পরিচয়।

মায়ে না কহিয়া যাব মিথিলানগরে।
কান্দিবেন অন্ন-জল ছাড়ি নিরন্তরে ॥
গেলেন শ্রীরামচন্দ্র মায়ের মন্দির।
প্রণাম করিয়া পদে বলেন মায়েরে ॥
আইলেন বিশ্বামিত্র লইতে আমারে।
মিথিলায় যাই আমি যজ্ঞ রাখিবারে ॥
শুদ্ধ মনে (১) মাতা মোরে আশীর্ব্বাদ কর।
যুদ্ধে জয়ী হই যেন প্রসাদে তোমার ॥
প্রথম যুদ্ধেতে যাত্রা করিতেছি আমি।
আমার লাগিয়া শোক না করহ তুমি ॥
কৌশল্যা শুনিয়া তাহা করেন রোদন।
ভিজিল নয়ন-নীরে নেতের বসন (২) ॥
এই কথা শুনিয়া যে কান্দে মহারাণী।
শ্রাবণের ধারা দুই চক্ষে পড়ে পানী ॥
কাতরা কৌশল্যা কোলে করিয়া রামেরে।
আশীর্ব্বাদ করিলেন কর দিয়া শিরে ॥
মায়েরে কহেন রাম প্রবোধ-বচন।
নেত্র-নীর নেত্রেতে হইল নিবারণ ॥
মাতৃ-পদ-ধূলি রাম বন্দিলেন মাথে।
শুভ-যাত্রা করিলেন ধনুর্ব্বাণ-হাতে ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে লৈয়া বিশ্বামিত্র যান।
মহারাজ নেত্র-নীরে ধরণী ভাসান ॥
কতদূরে গিয়া রাম হন অদর্শন।
ভুমিতে পড়িয়া রাজা করেন রোদন ॥
রাজাকে প্রবোধ দেয় যত পাত্রগণ।
কে করে অন্যথা, যাহা বিধির লিখন ॥
রামে দেখি মুনিবর আনন্দিত-মন।
রামের বিবাহ হবে দৈবের ঘটন ॥
আগে মুনিবর যান পাছে দুই জন।
ব্রহ্মার পশ্চাতে যেন অশ্বিনী-নন্দন (৩) ॥
কান্দিতে কান্দিতে সবে গেল নিজ বাসে।
রামে ল'য়ে বিশ্বামিত্র বনেতে প্রবেশে ॥
আগে মুনি যান, পিছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
আতপে হইল ম্লান দোঁহার আনন ॥
তাহা দেখি বিশ্বামিত্র অন্তরে চিন্তিত।
এতদিনে শ্রীরামের দুঃখ উপস্থিত ॥
রবির প্রখর তাপে হৈল মুখে ঘাম।
বহুকাল কিমতে ভ্রমিবে বনে রাম ॥
সামান্য আতপ-তাপে হইল কাতর।
কেমনে বেড়াবে বনে চৌদ্দ বৎসর ॥
বিশ্বামিত্র এই মত ভাবিয়া অন্তরে।
করাইল মন্ত্রদীক্ষা শ্রীরামচন্দ্রেরে ॥
বিশ্বামিত্র বলেন, শুনহ রঘুবীর।
স্নান কর গিয়া জলে সরযূ নদীর ॥
যত রাজা পূর্ব্বে সূর্য্যবংশে হয়েছিল।
এই স্থানে প্রাণ ছাড়ি স্বর্গধামে গেল ॥
এই পুণ্যতীর্থে রাম স্নান কর তুমি।
তোমারে সুমন্ত্র দীক্ষা (৪) করাইব আমি ॥
শোক-দুঃখ কখন না পাইবা অন্তরে।
ক্ষুধা-তৃষ্ণা না হইবে সহস্র বৎসরে ॥
করিলেন রামচন্দ্র সে মন্ত্র গ্রহণ।
রামেরে কহিতে তাহা শিখিল লক্ষ্মণ ॥
দৃঢ় করি শিখিলেন ভাই দুই জন।
আনন্দিত হইল দেখিয়া দেবগণ ॥
চৌদ্দবর্ষ অনাহারে থাকিবে লক্ষ্মণ।
এতকালে হবে ইন্দ্রজিতের মরণ ॥

(১) শুদ্ধ মনে — পবিত্র চিত্তে। (২) নেতের বসন — সূক্ষ্ম রেশমী কাপড়। (৩) অশ্বিনী-নন্দন — সূর্য্যের ঔরসে অশ্বিনীরূপিণী সংজ্ঞার গর্ভে আশ্বিন ও রেবন্ত নামক দুই যমজ পুত্র জন্মলাভ করে। ইঁহারা একাকৃতি ছিলেন এবং সর্ব্বদা একত্র থাকিতেন ইঁহারা অত্যন্ত সুদর্শন ও চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। (৪) সুমন্ত্র-দীক্ষা — যে মন্ত্র গ্রহণে ইষ্ট লাভ হয়।

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্বের শিক্ষা।
আদ্যকাণ্ডে লিখিল রামের মন্ত্র-দীক্ষা॥

———

তাড়কা-রাক্ষসী বধ।

গুরুর চরণে রাম করিলেন নতি॥
রাম লৈয়া বিশ্বামিত্র করিলেন গতি॥
তাড়কার বনে আসি দিল দরশন।
মুনি বলে সেইরূপ পথ-বিবরণ॥
এই পথে যাই ঘর তৃতীয় প্রহরে।
এই পথে তিন দিনে যাই মম ঘরে॥
তিন প্রহরের পথে কিন্তু ভয় করি।
তাড়কা রাক্ষসী আছে মহাভয়ঙ্করী॥
তাড়কা ধরিয়া খায় যত জীবগণ।
কোন্ পথে যাই বল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
করিলেন রাম গুরু-বাক্যের উত্তর।
তিন দিন ফেরে কেন যাব মুনিবর (১)॥
যদি সে রাক্ষসী পথে আইসে খাইতে।
বিচারে নাহিক দোষ তাহারে মারিতে॥
রামেরে কহেন, বিশ্বামিত্র মুনিবর।
ও পথের নামে মোর গায়ে আসে জ্বর (২)॥
তোমার বাসনা রাম না পারি বুঝিতে।
মোরে নিয়া যাহ বুঝি রাক্ষসেরে দিতে॥
যখন রাক্ষসী মোরে আসিবে তাড়িয়া।
আমারে এড়িয়া দোঁহে যাবে পলাইয়া॥
গুরুর বচনে হাসিলেন প্রভু রাম।
বিফল ধনুক ব্যর্থ ধরি রাম-নাম॥
এক বাণ বিনা যে দ্বিতীয় বাণ ধরি।
তোমার দোহাই যদি তিন বাণ মারি॥

এই মত রঘুনাথ প্রতিজ্ঞা করিতে।
চলিলেন মুনি সে তাড়কা দেখাইতে॥
উভয় ভ্রাতার মধ্যে থাকি মুনিবর।
দূর হৈতে দেখালেন তাড়কার ঘর॥
কর বাড়াইয়া তার ঘর দেখাইয়া।
অতি ত্রাসে মুনিবর যান পলাইয়া॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই, মুনির সহিত।
শীঘ্র যাহ, গুরু একা যান অনুচিত॥
লক্ষ্মণ বলেন, রামে জোড় করি হাত।
থাকুক সেবক সঙ্গে প্রভু রঘুনাথ॥
শুনিলা যে সব কথা বড়ই বিষম।
একেলা কেমনে রাম করিবা বিক্রম॥
ভয় নাহি ওরে ভাই, রামচন্দ্র বলে।
কি করিতে পারে ভাই, রাক্ষসীর দলে॥
সকল রাক্ষসী যদি হয় একমেলি (৩)।
লঙ্ঘিতে না পারে মম কনিষ্ঠ অঙ্গুলি॥
গেলেন মুনির সঙ্গে লক্ষ্মণ তখন।
তাড়কার প্রতি রাম করেন গমন॥
বাম হাঁটু দিয়া রাম ধনুমধ্যখানে।
দক্ষিণ হস্তেতে গুণ দিলেন সে স্থানে॥
আঁটিয়া সুপীত বস্ত্র বান্ধিলেন রাম।
বামহাতে ধনুর্ব্বাণ দূর্ব্বাদল-শ্যাম॥
গুণ দিয়া দিল রাম ধনুকে টঙ্কার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার॥
শুয়েছিল রাক্ষসী সে সুবর্ণের খাটে।
ধনুক-টঙ্কার শুনি চমকিয়া উঠে॥
বসিয়া রাক্ষসী সেই একদৃষ্টে চায়।
দূর্ব্বাদল-শ্যামরূপ দেখিল তথায়॥
উঠিয়া চলিল সেই রাম-বিদ্যমান।
ডাকিয়া বলিল, আজ লব তোর প্রাণ॥

(১) ফেরে—বেড়ে। (২) গায়ে আসে জ্বর—অত্যন্ত ভয়ের চিহ্ন। (৩) একমেলি—একত্র; এক সঙ্গে।

ব্রাহ্মণের চর্ম্ম তার গায়ের কাপড় ।
চলিতে তাহার বস্ত্র করে হড়মড় ॥
ব্রাহ্মণের মুণ্ড তার কর্ণের কুণ্ডল ।
মনুষ্যের মুণ্ডমালা গলার উপর (১) ॥
বসিতে আসন নাই, ভাবে মনে-মন ।
ইহার চর্ম্মেতে হবে বসিতে আসন ॥
রক্ত-মাংস মুনির শরীরে নাহি পাই ।
অস্থিচর্ম্মসার মাত্র শুধু হাড় খাই ॥
অপূর্ব্ব ইহার মাংস দিলেন বিধাতা ।
কহি এবে শুন রাম, তাড়কার কথা ॥
তাম্রবর্ণ দেখি তার গায় লোমাবলী ।
দন্তগোটা (২) দেখি যেন লোহার শিকলি ॥
বদন ব্যাদান (৩) করি আইল খাইতে ।
পাঠাইব তোরে আজি যমের ঘরেতে ॥
হাঁ মুখ করিয়া আসে খেতে নারায়ণ ।
গর্জ্জন করিয়া রাম বলিছে বচন ॥
মনুষ্য খাইয়া চেড়ী দেশ কৈল বন ।
তোর ডরে পথে নাহি চলে সাধুজন ॥
শুনিয়া রামের বাক্য কুপিত অন্তর ।
তাড়কা আকাশ-পথে আইল সত্বর ॥
রাম-শরে তাড়কা যে হইল কাতর ।
চোখ চোখ বাণ এড়ে রাম গদাধর ॥
রামকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইল অন্তরে ।
নিকটে আসিয়া সে বিকটাকার ধরে ॥
মহা আড়ম্বর করি রাম অতঃপর ।
বৈষ্ণবী বাণেতে তারে মারে গদাধর ॥
হাঁ মুখ করিয়া যায় রামে গিলিবারে ।
মুখগোটা ভরিল যে চোখ চোখ শরে ॥
রামকে খাইতে যায়, ডরে নাহি পারে ।
শালগাছ উপাড়িয়া আনিল হুঙ্কারে ॥
শালগাছ উপাড়ি ঘন দিল পাক ।
দূর দূর করিয়া তাড়কা দিল ডাক ॥
তাহা দেখি রঘুনাথ এড়িলেন বাণ ।
বাণাঘাতে করিলেন গাছ খানখান ॥
গাছ কাটা দেখিয়া কাঁপিয়া গেল মনে ।
শিংশপার (৪) গাছ ধরি ঘন ঘন টানে ॥
শিংশপার গাছ তোলে রামে মারিবারে ।
তার মুখ ভেদিলেন রাম এক শরে ॥
তথাপি তাড়িয়া যায় রামে গিলিবারে ।
মহাবীর তবু ভয় নাহি করে তারে ॥
বাণের উপরে বাণ শব্দ ঠন্ঠনি ।
বর্ষাকালে বিদ্যুতের যেন ছন্ছনি ॥
শ্রীরামেরে ডাকিয়া বলিল দেবগণ ।
বজ্রবাণে তাড়কার বধহ জীবন ॥
বজ্রবাণ এড়ে রাম বজ্রের হুড়ুকে (৫) ।
নির্ঘাত (৬) বাজিল বাণ তাড়কার বুকে ॥
বুকে বাণ বাজিতে হইল অচেতন ।
তাড়কা পড়িল গিয়া পঞ্চাশ যোজন ॥
বিপরীত ডাক ছাড়ি ছাড়িল পরাণ ।
শব্দ শুনি বিশ্বামিত্র হৈল হতজ্ঞান ॥
তাড়কা মারিয়া প্রভু রাম নারায়ণ ।
মুনির চরণ গিয়া করিলা বন্দন ॥

(১) ব্রাহ্মণের মুণ্ড তার কর্ণের কুণ্ডল, মনুষ্যের মুণ্ডমালা গলার উপর—কবি কৃত্তিবাস এখানে মনুষ্য শব্দে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির অর্থ করিয়াছেন। মনে হয়, কবি ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতরের মুণ্ডের প্রভেদ মনে করিয়া ব্রাহ্মণের মুণ্ড কর্ণের কুণ্ডল ও মনুষ্যের (ব্রাহ্মণেতরের) মুণ্ড গলার ভূষণ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। (২) দন্তগোটা—দাঁতগুলো। (৩) ব্যাদান—মুখের হাঁ। (৪) শিংশপা—শিশু গাছ (৫) হুড়ুকে—শব্দে; ঠেলায়। (৬) নির্ঘাত—প্রচণ্ড; ভয়ানক।

চেতন পাইয়া বলে গাধির নন্দন (১)।
তাড়কা মারিলা বাছা কৌশল্যা-জীবন ॥
শ্রীরাম বলেন, গুরু, কি শক্তি আমার।
তাড়কারে বধিলাম প্রসাদে তোমার ॥
মুনি বলিলেন, শুন রাম নারায়ণ।
চল চল দেখি গিয়া তাড়কা কেমন ॥
তাড়কা দেখিতে মুনি তৎক্ষণে যায়।
এক পদ যায়, আর দু-পদ পিছায় ॥
তাড়কা দেখিতে পুনঃ করেন পয়াণ।
মরেছে তাড়কা, তবু মুনি কম্পমান ॥
তাড়কারে দেখিয়া ভাবেন মুনি মনে।
এমন বিকট-মূর্ত্তি না দেখি নয়নে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব অতিশয়।
প্রথম যুদ্ধেতে হৈল শ্রীরামের জয় ॥

অহল্যা-উদ্ধার।

তাড়কা মারিয়া রাম রাজীব-লোচন (২)।
পবনের জন্মভূমি করেন গমন ॥
বিশ্বামিত্র কহে, শুন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
এইখানে হৈল ঊনপঞ্চাশ পবন ॥
পবনের জন্মভূমি পশ্চাৎ করিয়া।
অহল্যার তপোবনে গেলেন চলিয়া ॥
মুনি বলিলেন, রাম, কমল-লোচন।
পাষাণ-উপরে পদ করহ অর্পণ ॥
শুনিয়া বলেন রাম মুনির বচনে।
পাষাণেতে পদ দিব কিসের কারণে ॥
মুনি বলিলেন, শুন পুরাতন কথা।
সহস্র সুন্দরী সৃষ্টি করিলেন ধাতা ॥
সৃজিলেন তাসবার রূপেতে অহল্যা।
ত্রিভুবনে সুন্দরী না ছিল তার তুল্যা ॥
করিলেন অহল্যাকে বিবাহ গৌতম।
গৌতমের শিষ্য ইন্দ্র অতি প্রিয়তম ॥
একদিন গৌতম গেলেন তপস্যায়।
গৌতমের বেশে ইন্দ্র প্রবেশে তথায় ॥
অহল্যা গৌতম-জ্ঞানে করে সম্ভাষণ।
আজি প্রাতে কেন প্রভু, ঘরে আগমন ॥
ছদ্মবেশী (৩) ইন্দ্র তবে বলিল তখন।
কেমনে করিব বল তপস্যাচরণ ॥
বাসনা-অনলে দগ্ধ হয় মম হিয়া।
জুড়াও তাপিত প্রাণ শান্তি-বারি দিয়া ॥
পতিব্রতা নাহি লঙ্ঘে পতির বচন।
আলাপে সম্ভাষে তাঁর তুষ্ট কৈল মন ॥
মন্দমতি বাসবের অশিষ্ট আচার।
অজ্ঞাত রহিল ইহা দেবী অহল্যার ॥
তপস্যা করিয়া মুনি আইলেন ঘরে।
অহল্যা আসন দিল অতি সমাদরে ॥
গৌতম বলেন, প্রিয়ে জিজ্ঞাসি তোমায়।
অবসাদ এত কেন তোমার শরীরে ॥
অহল্যা বলেন, প্রভু নিবেদি তোমায়।
প্রভাতের যত কথা ভুলিলে কি হায় ॥
এ কথা শুনিয়া মুনি হেঁট কৈল তুণ্ডে (৪)।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে গৌতমের মুণ্ডে ॥
জানিলেন ধ্যানেতে গৌতম মুনিবর।
অনর্থ (৫) করিল এত আসি পুরন্দর ॥
'ইন্দ্র ইন্দ্র' বলিয়া ডাকেন মুনিবর।
পুঁথি কাঁখে করিয়া আইল পুরন্দর ॥

---

(১) গাধির নন্দন—বিশ্বামিত্র। (২) রাজীব-লোচন—পদ্মের মত সুন্দর চক্ষু যাহার। (৩) ছদ্মবেশী—যে ছল করিয়া অন্য রূপ পরিচ্ছদ ধারণ করে। (৪) তুণ্ডে—মুখকে। (৫) অনর্থ—অনিষ্ট।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ

করে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শার্ঙ্গ ধারী।
চতুর্ভুজরূপে দেখা দিলেন শ্রীহরি ।।—৬৪ পৃঃ

একথা শুনিয়া রাম কমল-লোচন।
প্রস্তর উপরে দিলা রাতুল চরণ॥—৯১ পৃঃ

দিনান্তে অভুক্ত মুনি কুপিত অন্তরে।
দ্বিগুণ জ্বলিয়া কহিলেন পুরন্দরে॥
তোকে পড়াইনু আমি যত শাস্ত্র নানা।
এত দিনে ভাল দিলি গুরুর দক্ষিনা॥
অনর্থ করিলি তুই ওরে পুরন্দর।
কলঙ্কিত হোক তোর সব কলেবর॥
অহল্যারে অভিশাপ দিলা মুনিবর।
হউক পাষাণ তোর সর্ব্ব কলেবর॥
অহল্যা চরণে ধরি কহিল তখন।
কতকালে শাপ মোর হবে বিমোচন॥
অহল্যারে সকাতরা দেখি তপোধন।
কহিলেন, মম শাপ না হয় খণ্ডন॥
জন্মিবেন যবে রাম দশরথ-ঘরে।
বিশ্বামিত্র ল'য়ে যাবে যজ্ঞ রাখিবারে॥
তোমার মাথায় পদ দিবে নারায়ণ।
তখনি হইবে মুক্ত, না কর ক্রন্দন॥
ইহা শুনি লক্ষ্মণ বলেন শুন মুনি।
কেমনে দিবেন পদ, উনি যে ব্রাহ্মণী॥
বিশ্বামিত্র কহিলেন শুন রঘুবর।
ব্রাহ্মণী নহেন উনি, এখন প্রস্তর॥
এ কথা শুনিয়া রাম কমল-লোচন।
প্রস্তর উপরে দিল যুগল চরণ॥
তাহাতে হইল তার শাপ বিমোচন।
আহ্লাদিত শুনিয়া গৌতম তপোধন॥
অহল্যাকে দেখিয়া সানন্দ মহামুনি।
পুনর্ব্বার করিলেন পুষ্পের ছাউনি (১)॥
শুন সবে ওরে ভাই, হৈয়া একমন।
আদ্যকাণ্ডে গাইল অহল্যা-বিবরণ॥

শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক তিনকোটি রাক্ষস বধ ও হরধনু ভঙ্গ করিতে শ্রীরামচন্দ্রের মিথিলায় গমন।

শ্রীরাম বলেন, প্রভু করি নিবেদন।
কেমনে হইল মুক্ত সহস্র-লোচন॥
মুনি বলিলেন, শুন রাম গদাধর।
কলঙ্কিত হৈল ইন্দ্র সর্ব্ব কলেবর॥
লজ্জাযুক্ত হইলেন দেব পুরন্দর।
কি হবে উপায়, সব ভাবেন অমর॥
অশ্বমেধ করিলেন তখন বাসব।
কলঙ্ক ঘুচিয়া হৈল নেত্রময় সব॥
এইরূপে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে।
তিন জনে চলিলেন গঙ্গার কূলেতে॥
পাষাণ হৈল মুক্ত কৈবর্ত্ত (২) তা শুনে।
নৌকাখানি লইয়া সে পলাইল বনে (৩)॥
কৈবর্ত্তকে ডাকিয়া কহেন তপোধন।
না আইলে ভস্ম আমি করিব এখন॥
এত শুনি কৈবর্ত্তের উড়িল জীবন।
আসিয়া মুনির কাছে দিল দরশন॥
মুনি বলিলেন, বলি কৈবর্ত্ত তোমারে।
গঙ্গায় করহ পার এ তিন জনারে॥
কাতর কৈবর্ত্ত কহে করিয়া বিনয়।
নৌকাখানি জীর্ণ মম শত ছিদ্রময়॥
তবে যদি আজ্ঞা কর মোরে তপোধন।
স্কন্ধে করি করি পার যাহ তিন জন॥
কোথা হৈতে আইল এ পুরুষ সুন্দর।
চরণ পরশে মুক্ত করিল প্রস্তর॥
এ কথা শুনিয়া আমি সভয় অন্তর।
চরণ-ধূলিতে মুক্ত হইল পাথর॥

---

(১) পুষ্পের ছাউনি—ফুলের চাঁদোয়া। (২) কৈবর্ত্ত—ধীবর; জেলে; এখানে ঘাটের মাঝি। (৩) নৌকা লইয়া বনে পলাইয়া যাওয়া অসম্ভব। তবে "বন" শব্দের অপর অর্থ "জল" ধরিলে এইরূপ অর্থ করা যাইতে পারে যে, কৈবর্ত্ত নৌকা লইয়া গঙ্গার গভীর জলে পলায়ন করিল।

নৌকা মুক্ত হয় যদি লাগে পদধূলি।
কি দিয়া পুষিব আমি মম পোষ্যগুলি ॥
করিবেক গৃহিণী আমারে গালাগালি।
বলিবে, মুনির বোলে (১) নৌকা হারাইলি ॥
যদি বল, শ্রীরামের চরণ ধোয়াই।
নতুবা লাগিলে ধূলি তরণী (২) হারাই ॥
তরণীতে ত্বরায় করিতে আরোহণ।
ধোয়াইল কৈবর্ত্ত শ্রীরামের চরণ ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্র এই তিনে।
পাটনী (৩) করিয়া পার গেল ভব জিনে(৪) ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন প্রাণের লক্ষ্মণ।
ইহার সমান নাহি দেখি অকিঞ্চন (৫) ॥
শুভ-দৃষ্টে (৬) শ্রীরাম চাহেন তার পানে।
হইল সুবর্ণময়ী তরণী তৎক্ষণে ॥
হইলেন গঙ্গা পার শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
জিজ্ঞাসেন কত দূরে মিথিলা তখন ॥
মুনি বলিলেন, রাম, চলহ সত্বর।
এখন মিথিলা আছে তিন ক্রোশান্তর ॥
পার হয়ে যান রাম সহিত লক্ষ্মণ।
কহিতে লাগিল দেখি মুনিপত্নীগণ ॥
দ্বাদশ বর্ষের রাম শিরে পঞ্চঝুঁটি।
মারিবেন রাক্ষস কেমনে তিন কোটি ॥
কোন্ ভাগবতী পুত্র ধরিয়াছে গর্ভে।
কত শত পুণ্য সে যে করিয়াছে পূর্ব্বে ॥
মুনিগণ আইলেন করিতে কল্যাণ।
আশীষ্ করেন সবে হাতে দূর্ব্বা ধান ॥
শ্রীরামেরে নিরখিয়া যত মুনিগণ।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন যত তপোধন ॥

সে দিন বঞ্চিয়া সুখে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
প্রাতঃকালে মুনিরে করেন নিবেদন ॥
যে কার্য্য করিতে আইলাম দুই ভাই।
সেই কার্য্যে অনুমতি করহ গোঁসাই ॥
মুনিরা বলেন- শুন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
এখনি করিব যজ্ঞ সকল ব্রাহ্মণ ॥
আমরা যখন করি যজ্ঞ আরম্ভণ।
রক্ত-বৃষ্টি করে দুষ্ট তাড়কা-নন্দন ॥
না পারি করিতে ক্রোধ আমরা ব্রাহ্মণ।
যদি ক্রোধ করি হয় ধর্ম্ম-উল্লঙ্ঘন (৭) ॥
শ্রীরাম বলেন, প্রভু করি নিবেদন।
অবিলম্বে কর যজ্ঞক্রিয়া আরম্ভণ ॥
শুনিয়া রামের কথা তপস্বী সকলে।
খোলা কুশ লইয়া গেলেন যজ্ঞস্থলে ॥
কেহ ব্যাঘ্র-চর্ম্মে বৈসে, কেহ কুশাসনে।
বসিলেন পূর্ব্বমুখ হইয়া আসনে ॥
বেদ পাঠ করিতে লাগিলেন সকলে।
মন্ত্রের প্রভাবেতে আপনি অগ্নি জ্বলে ॥
যজ্ঞের যতেক ধূম উড়য়ে আকাশে।
দেখিয়া রাক্ষসগণ মনে মনে হাসে ॥
আমরা জীয়ন্তে থাকি মুনি যজ্ঞ করে।
তিন কোটি নিশাচর (৮) সাজিয়া চলরে ॥
তিন কোটি লইয়া মারীচ নিশাচর।
সাজিয়া আইল তারা যজ্ঞের ভিতর ॥
সঙ্কেতে শ্রীরামেরে জানান মুনিগণ।
আসিছে রাক্ষসগণ কর নিরীক্ষণ ॥
দেখিলেন রঘুবীর নিশাচরগণ।
ব্যাপীয়াছে বসুমতী না যায় গণন ॥

---

(১) বোলে—কথায়। (২) তরণী—নৌকা। (৩) পাটনী—মাঝি। (৪) ভবজিনে—ভব (সংসার) জিনে (জয় করিয়া), অর্থাৎ পৃথিবীর বন্ধন কাটাইয়া। (৫) অকিঞ্চন—গরীব। (৬) শুভ-দৃষ্টে—প্রসন্ন দৃষ্টিতে। (৭) ধর্ম্ম-উল্লঙ্ঘন—ধর্ম্মনিন্দিত কাজ করা। (৮) নিশাচর—রাক্ষস।

কুৎসিৎ বচন বলে বৃক্ষতলে বসি।
ফল-মূল কাড়ি খায় ভাঙ্গে ত কলসী ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ করে ধরি ধনুর্ব্বাণ।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ করেন সন্ধান ॥
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি (১) তবে ধরি নারায়ণ।
মারিবারে চলিলেন নিশাচরগণ ॥
ভয়ঙ্কর-কলেবর যত নিশাচর।
পাদপ (২) পাথর লয়ে আইল বিস্তর ॥
কটাক্ষেতে নিক্ষেপ করেন রাম শর।
তাহাতে পড়িল এক কোটি নিশাচর ॥
এক কোটি পড়ে যদি রণের ভিতর।
অন্য এক কোটি আইল লৈয়া ধনুঃশর ॥
হীরা বাণ জীরা বাণ অতি খরধার।
মারেন ইন্দ্রের বাণ কৌশল্যাকুমার ॥
ক্ষুরপা সুরূপা বাণ পাশুপত আর।
রাক্ষস উপরে পড়ে বলি মার মার ॥
গলাতে নির্ম্মিত মণি-মাণিক্যের কাঁটি।
রামবাণে পড়িল রাক্ষস দুই কোটি ॥
শ্রীরামেরে আশীর্ব্বাদ করে মুনিগণ।
সবে বলে জয়ী হৌক শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
ব্রাহ্মণের আশীষে না হয় হেন নাই।
মার মার করিয়া যুঝেন দুই ভাই ॥
বরুণাস্ত্র পাপ, বায়ু-বান কালানল।
এড়িলেন বহু রাম সমরে অটল ॥
মারিলেন শ্রীরাম গন্ধর্ব্ব নামে শর।
রামময় দেখিল সকল নিশাচর ॥
আপনা-আপনি সব কাটাকাটি করে।
সকল দেবতা দেখি হাসয়ে অম্বরে (৩) ॥

শ্রীরাম করেন যুদ্ধ কাঁপাইয়া মাটি।
রাম-বাণে পড়িল রাক্ষস তিন কোটি ॥
তিন কোটি পড়ে যদি রণের ভিতর।
রামের উপরে মারে চোখ চোখ শর ॥
নিরন্তর বান মারে নিশাচরগণ।
সহিষ্ণুতা (৪) কত করিবেন দুই জন ॥
হইলেন জর্জ্জর বাণেতে রঘুবীর।
শোণিত-শোভিত অতি শ্যামল শরীর ॥
আশীর্ব্বাদ করেন অমর-দ্বিজচয়।
হউক রামের জয়, রাক্ষসের ক্ষয় ॥
ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে বাড়িল যে বল।
মার মার করিয়া গেলেন রণস্থল ॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ মারেন রাঘব।
বরিষয়ে বর্ষায় যেমন মেঘ সব ॥
অৰ্দ্ধচন্দ্র-বিশিখের (৫) কি কহিব কথা।
তাহাতে কাটেন রাম দুই পাত্র-মাথা ॥
দুই পাত্র (৬) পড়ে যদি রণের ভিতর।
মারীচ রুষিল তবে তাড়কা কোঙর ॥
কোথা গেল রাম, কোথা গেল বা লক্ষ্মণ।
তিন কোটি রাক্ষস মারিল কোন্ জন ॥
শ্রীরাম বলেন, রে তাড়কা-তনয় যেই।
তিন কোটি রাক্ষস মারিল রণে সেই ॥
শ্রীরাম বলেন, তোর মাকে প্রাণে মারি।
মারিলে পামর(৭)তোরে কান্দে তোর নারী ॥
মারীচ শুনিয়া তাহা কুপিল অন্তরে।
ঘন ঘন বাণ মারে রামের উপরে ॥
রামের উপরে বাণ পড়িতেছে নানা।
বৈশাখ মাসেতে যেন পড়য়ে ঝঞ্ঝনা ॥

---

(১) বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি—বিশ্ব-ধারণকারী মূর্ত্তি, অর্থাৎ বিরাট মূর্ত্তি। (২) পাদপ—গাছ। (৩) অম্বরে আকাশে। (৪) সহিষ্ণুতা—ধৈর্য্য; ক্লেশ সহ্য করিবার ক্ষমতা। (৫) অর্দ্ধচন্দ্র-বিশিখের—অর্দ্ধচন্দ্র বাণের। (৬) পাত্র—মন্ত্রী। (৭) পামর—পাপিষ্ঠ; নীচ। (৮) ঝঞ্ঝনা—বজ্রাঘাতের শব্দ।

মহাবীর রামচন্দ্র না হন কাতর।
শর-বৃষ্টি করেন যেমন জলধর ॥
মারীচের রক্ষা হেতু ভাবে দেবগণ।
মারীচ মরিলে নহে সীতার হরণ ॥
বজ্রবাণ বলি রাম করিল স্মরণ।
আসিয়া সে বজ্রবাণ দিল দরশণ ॥
শ্রীরামের বজ্রবাণ বজ্রের হুড়ুকে।
নির্ঘাত পড়িল দুষ্ট মারীচের বুকে ॥
বুকে বাণ বাজিয়া নাটাই (১) যেন ঘুরে।
ডানাভাঙ্গা পাখী যেন উড়ে ধীরে ধীরে ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যায় মারীচ কাতর।
সাত দিনে উত্তরিল লঙ্কার ভিতর ॥
বহু জীব খাইয়া মারীচ লঙ্কাবাসী।
বিবেকে (২) সংসার ত্যজি হইল সন্ন্যাসী ॥
কহে, যদি মরিতাম বালকের বাণে।
কে করিত দস্যুবৃত্তি, কি করিত ধনে ॥
শিরে জটা ধরিয়া বাকল পরিধান।
শয়নে স্বপনে করে রামময় ধ্যান ॥
বটবৃক্ষ-তলে তপ কৈল আরম্ভণ।
রাম বিনা মারীচের অন্যে নাহি মন ॥
হেথা যজ্ঞ মুনিরা করিল সমাধান।
আশীষ্ করেন রামে দিয়া দূর্ব্বাধান ॥
যজ্ঞ অবশেষে যেই ফল-মূল ছিল।
খাইতে সে সব ফল দুই ভাইয়ে দিল ॥
সে রাত্রি বঞ্চেন রাম মুনির আশ্রমে।
প্রভাতে একত্র হন মুনিগণ ক্রমে ॥
সভাতে বসিয়া যুক্তি করে সর্ব্বজন।
সামান্য মনুষ্য নহে রাম নারায়ণ ॥
যিনি যজ্ঞেশ্বর, যজ্ঞ রাখিলেন তিনি।
দশরথ-পুণ্যফলে অবতীর্ণ (৪) ইনি ॥
রাক্ষসের ভয় কর কি কারণ আর।
রাক্ষস-বধার্থ হরি স্বয়ং অবতার ॥
করিলেন যেই পণ জনক ভূপতি।
রাম বিনা তাহাতে না হবে অন্যে কৃতী (৫) ॥
বিশ্বামিত্র বলেন, শুনহ রঘুবর।
মিথিলাতে হইবে সীতার স্বয়ম্বর (৬) ॥
করেছে প্রতিজ্ঞা এই জানকীর পিতা।
হর-ধনু ভাঙ্গিবে যে তারে দিবে সীতা ॥
কত শত ভূপতি আইসে আর যায়।
দেখিয়া হরের ধনু সভয়ে পলায় ॥
দেখিলাম তোমারে যে বীর বলবান।
মনে বুঝি, ধনুক করিবা দুই খান ॥
শ্রীরাম বলেন, আজ্ঞা কর যে এখন।
তাহা করি, তব আজ্ঞা লঙ্ঘে কোন্ জন ॥
এ কথা কহেন যদি কৌশল্যা-নন্দন।
রামেরে লইয়া যায় সকল ব্রাহ্মণ ॥
হাতে ধনু করি যায় শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
আগে পাছে চলিলেন সকল ব্রাহ্মণ ॥
বিশ্বামিত্র বলিলেন, শুন রঘুবর।
আগেতে গমন করি জনকের ঘর ॥
এ কথা শুনিয়া রাম বলেন তাঁহারে।
আগে গিয়া বার্ত্তা (৭) দেহ জনক রাজারে ॥
বিশ্বামিত্রে দেখিয়া উঠিল সর্ব্বজন।
আইস বলিয়া দিল বসিতে আসন ॥
মুনি বলিলেন, শুন জনক রাজন।
তব ঘরে আইলেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥

(১) নাটাই—ঘুড়ীর সূতা যাহাতে গুটানো থাকে। (২) বিবেকে—হিতাহিত জ্ঞানে। (৩) সমাধান—শেষ করা। (৪) অবতীর্ণ—উপনীত। (৫) কৃতী—উপযুক্ত। (৬) স্বয়ম্বর—নিমন্ত্রিত বিবাহার্থী রাজগণের সভায় স্বয়ং কন্যা কর্ত্তৃক স্বীয় পতি-নির্ব্বাচন উৎসব। [৭] বার্ত্তা—সংবাদ; খবর।

তাড়কারে মারিলেন হেলায় যে জন।
অহল্যার করিলেন শাপ-বিমোচন ॥
কৈবর্ত্তকে তারিলেন স্বরূপা-দর্শনে।
তিন কোটি রাক্ষস মরিল যার বাণে ॥
সেই রাম দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম।
লক্ষ্মণ তাঁহার ভাই দুই অনুপম ॥
এ কথা শুনিয়া রাজা রাজ-সভাজন।
কহিল সীতার বর আইল এখন ॥
আইল সমস্ত লোক করিতে দর্শন।
বন্ধু-কর ধরিয়া ধাইল অন্ধ-জন ॥
সবে বলে, দেখিব লক্ষ্মণ আর রাম।
মিথিলার সব লোকে ছাড়ে গৃহ-কাম (১) ॥
উভ (২) করি বান্ধিয়াছে শিরে পঞ্চ ঝুঁটি।
গলাতে নির্ম্মিত মণি-মাণিক্যের কাঁঠি ॥
বিশ্বামিত্র লৈয়া যান জনকের ঘরে।
অনুব্রজি (৩) রামেরে লইল সমাদরে ॥
উল্লাসিত কহেন জনক নৃপবর।
আইল সীতার বর এতদিন পর ॥
বিশ্বামিত্র বলে, শুন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
জনকেরে প্রণাম করহ দুই জন ॥
গুরুবাক্য-অনুসারে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
করিলেন প্রণাম রাজাকে সম্ভাষণ ॥
আলিঙ্গন দিলেন জনক দোঁহাকারে (৪)।
ভাসিলেন তখন আনন্দ-পারাবারে (৫) ॥
মহাযোগী জনক জানেন অভিপ্রায়।
গোলোক ছাড়িয়া হরি দেখি মিথিলায় ॥
ধূর্জ্জটি-দুর্জ্জয় ধনু আছে যেই খানে।
সভা সহ গেল সেই স্বয়ম্বর-স্থানে ॥

হেনকালে জনক বলেন কুতূহলে।
সভায় বসিয়া কথা শুনেন সকলে ॥
যে জন শিবের ধনু ভাঙ্গিবারে পারে।
সীতা নামে কন্যা আমি সমর্পিব তাঁরে ॥
এ কথা শুনিয়া রাম কমল-লোচন।
ধনুকের সন্নিকটে করেন গমন ॥
হেন কালে সীতাদেবী সহ সখীগণ।
অট্টালিকা'পরে উঠি করে নিরীক্ষণ ॥
জানকী বলেন, সখি, করি নিবেদন।
কোন্ জন রাম বা লক্ষ্মণ কোন্ জন ॥
সীতারে দেখায় সখীগণ তুলি হাত।
দূর্ব্বাদল-শ্যাম ওই রাম রঘুনাথ ॥
রামেরে দেখিয়া সীতা ভাবিলেন মনে।
পাছে হে বিরিঞ্চি কর বঞ্চিত এ ধনে ॥
দেবগণে প্রার্থনা করেন সীতা মনে।
স্বামী করি দেহ, রাম কমল-লোচনে ॥
বাসনা পূরাও মম দেব গণপতি।
হরি-হর সূর্য্যদেব দেবী ভগবতী ॥
পিতার দারুণ পণ, রাম তনু-তনু (৬)।
কি প্রকারে ভাঙ্গিবেন তিনি হর-ধনু ॥
সীতার মানস জানি হৈল দৈব-বাণী।
পারে রামে, ভেবোনাকো জনক-নন্দিনী ॥
দেবতার বাক্য কভু খণ্ডন না হয়।
শ্রীরাম-সীতার বিভা কৃত্তিবাস কয় ॥

সীতাদেবীর দেবগণের নিকটে বর প্রার্থনা।

কৃতাঞ্জলি সুচিন্তিতা, প্রার্থনা করেন সীতা,
শুনহ সকল দেবগণ।

(১ গৃহকাম—গৃহ-কার্য্য। (২) উভ—উঁচু। (৩) অনুব্রজি—আগ্ বাড়াইয়া। (৪) দোঁহাকারে—দুই জনকে। (৫) আনন্দ-পারাবারে—সুখ-সাগরে। (৬) তনু-তনু—তনু (কৃশ) তনু (শরীর) কাহিল শরীর।

যদি রাম গুণনিধি, স্বামী করি দেহ বিধি,
তবে হয় কামনা পূরণ।
শুন দেব গজানন, আর শুন হুতাশন,
শুনহ আমার পরিহার (১)।
মহেন্দ্র বরুণ কাল, শুন সব দিক্‌পাল,
মহাদেব করহ নিস্তার ॥
কাত্যায়নি ভগবতি, করজোড়ে করি স্তুতি,
পতি দেহ রাম গুণমণি।
তুমি শিবা (২) তুমি ধাতা(৩) সকল দেবের মাতা,
বেদমাতা হরের ঘরণী (৪) ॥
চণ্ড মুণ্ড আদি যত, বধিলা যে কত শত,
দেবগণে করিলা নিস্তার।
শ্রীরামেরে পতি দেহ, ঘুচাও মনের মোহ, (৫)
রাম বিনা গতি নাহি আর ॥
কমঠ-কঠোর (৬) ধনু, শ্রীরাম কোমল-তনু,
কেমনে তুলিবে শরাসন (৭)।
কত শত বীরগণে, না পারিল উত্তোলনে,
পিতার দারুণ এই পণ ॥
সীতার এমন মন, বুঝিলেন দেবগণ,
আকাশে হইল দেববাণী।
শুন গো জনক-সুতা, না হইও দুঃখযুতা,
স্বামী তব রাম গুণমণি ॥
ফুলের ধনুক প্রায়, হেলায় তুলিয়া তায়,
ভাঙ্গিবেন কৌশল্যা-নন্দন।
দেবতাগণের কথা, কভু, না হইবে বৃথা,
এই কৃত্তিবাসের বচন ॥

হরধনুর্ভঙ্গ ও শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্নের বিবাহ।

ধনুকের ঘরে রাম গেলেন যখন।
ধনুক তোলহ রাম, বলে সর্ব্বজন ॥
যত যত রাজা আছে ভাবিল অন্তরে।
দেখিব কেমনে শিশু ধনুর্ভঙ্গ করে ॥
বিস্মিত হইয়া সবে করে নিরীক্ষণ।
মূর্ত্তিমান্ ক্ষত্র-তেজ (৮) শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
লক্ষ্মণ বলেন, শুন জ্যেষ্ঠ মহাশয়।
ঘুচাও ধনুক ধরি সবার বিস্ময় ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন গাধির নন্দন।
আজ্ঞা কর করিব কি ধনুক ধারণ ॥
আজ্ঞা দেন বিশ্বামিত্র সহাস্য বদনে।
ধনুক ধরেন রাম, দেখে সর্ব্বজনে ॥
ধনুক তুলিয়া রাম বলেন লক্ষ্মণে।
ভাঙ্গিব শিবের ধনু ভয় হয় মনে ॥
ধনুকে অর্পিয়া গুণ বলেন মুনিরে।
তাহা করি, যাহা আজ্ঞা করিবা আমারে ॥
মুনি বলিলেন, রাম, দেখাহ কৌতুক।
মনোরথ পূর্ণ কর ভাঙ্গিয়া ধনুক ॥
আজ্ঞা পেয়ে শ্রীরাম দিলেন গুণে টান।
মড় মড় শব্দে ধনুক হৈল দুই খান ॥
সভায় সকল লোক হারাইল জ্ঞান।
ত্রিভুবন সঘনে হইল কম্পমান ॥
হইলেন জনক ভূপতি হরষিত।
বাদ্য বাজে মিথিলা নগরে অগণিত ॥
গলে বস্ত্র দিয়া রাজা অতি সমাদরে।
একে একে সবাকারে নিমন্ত্রণ করে ॥

---

(১) পরিহার—নিবেদন; প্রার্থনা। (২) শিবা—মঙ্গলময়ী। (৩) ধাতা—এখানে বিধানকর্ত্রী। (৪) ঘরণী—স্ত্রী। মোহ—দুঃখ; বিষাদ। (৬) কমঠ কঠোর—কচ্ছপের পিঠের মত কঠিন। (৭) শরাসন—ধনুক। (৮) ক্ষত্র-তেজ—ক্ষত্রিয় শক্তি, বীরত্ব।

সুমন্ত্র ব্রাহ্মণ রামে ল'য়ে গেল ঘরে।
সুমন্ত্রের ব্রাহ্মণী কৌশল্যা নাম ধরে ॥
কৌশল্যার তুল্য কেহ নহে ভাগ্যবতী।
মা মা বলিয়া যারে ডাকেন শ্রীপতি ॥
সুমন্ত্র মুনির ঘরে রাখিয়া রামেরে।
বিশ্বামিত্র গেলেন যে জনকের পুরে ॥
সীতাদেবী বন্দিলেন মুনির চরণ।
আনন্দিত হইল জনক যশোধন (১) ॥
জনক বলেন, প্রভু, করি নিবেদন।
সীতার বিবাহ জন্য কর শুভক্ষণ ॥
এ কথা শুনিয়া মুনি গাধির নন্দন।
অমনি আইল যথা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
মুনি বলিলেন, রাম, এই আমি চাই।
বিবাহ করিয়া ঘরে যাহ দুই ভাই ॥
শ্রীরাম কহেন, প্রভু, নিবেদি তোমারে।
আমা দোঁহে ল'য়ে চল অযোধ্যানগরে ॥
বহুদিন আসিয়াছি তোমার সহিত।
বিলম্ব হইলে পিতা হবেন চিন্তিত ॥
চারি ভাই জন্ম লইয়াছি একদিনে।
সে সবারে ছাড়ি করি বিবাহ কেমনে ॥
এ চারি ভ্রাতাকে যেই কন্যা দিবে চারি।
চারি ভাই বিবাহ করিব ঘরে তারি ॥
এই বাক্য নিঃসরিলে (২) শ্রীরামের তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে কৌশিকের (৩) মুণ্ডে ॥
দুঃখিত হইয়া মুনি গেলেন তখন।
জনকের নিকটে দিলেন দরশন ॥
জনক বলেন, প্রভু, করি নিবেদন।
সীতার বিবাহ-দিন কর শুভক্ষণ ॥
বিশ্বামিত্র বলেন, শুনহ নরপতে।
রামের মনস্থ (৪) নহে বিবাহ করিতে ॥
কহিলেন, বহুকাল ছাড়িয়াছি ঘর।
বিলম্ব হইলে পিতা হবেন কাতর ॥
যে চারি ভাইকে চারি কন্যা সমর্পিবে।
তাঁর ঘরে রামচন্দ্র বিবাহ করিবে ॥
এতেক শুনিয়া রাজা নাহি কহে কথা।
মনে মনে ভাবে তবে চন্দ্রমুখী সীতা ॥
এ প্রতিজ্ঞা করেছেন দেব গদাধরে।
বিবাহ করিব চারি ভায়ে এক ঘরে ॥
কুশধ্বজ খুড়ার আছে দুইটী নন্দিনী।
ভরত শত্রুঘ্ন তারে করুন ছামনী (৫) ॥
উর্ম্মিলা সুন্দরী মম কনিষ্ঠা ভগিনী।
তাহারে করুন বিভা লক্ষ্মণ আপনি ॥
আর কথা কি কহিব, আপনি শ্রীরাম।
দাসীরে চরণে রাখি পূরাও মনস্কাম ॥
শতানন্দ পুরোহিত কহিছে তখন।
কেন রাজা হইয়াছ বিচলিত-মন ॥
তব ঘরে চারি কন্যা হইবে ঘটন।
জনক, আমার কথা করহ শ্রবণ ॥
তোমার কনিষ্ঠ ভাই কুশধ্বজ-নাম।
তাঁর দুই কন্যা আছে রূপ-গুণ-ধাম ॥
তোমার দুহিতা দুই পরমা সুন্দরী।
চারি ভাইয়ে সমর্পণ কর কন্যা চারি ॥
জনক শুনিয়া কথা হরষিত মন।
করজোড়ে বিশ্বামিত্রে কহিলা তখন ॥
শ্রীরামের যে বাসনা হবে সেই মত।
তাঁহারে জানাও গিয়া সমাচার যত ॥
হরষিত হৈয়া মুনি গাধির কোঙর।
বার্ত্তা গিয়া দেন তবে রামের গোচর ॥
শুন রাম, নাহি দেখি ইহাতে বাধক (৬)।
চারি ভায়ে চারি কন্যা দিবেন জনক ॥

(১) যশোধন যশস্বী; কীর্ত্তিশালী। (২) নিঃসরিলে—বাহির হইলে। (৩) কৌশিকের-বিশ্বামিত্রের। (৪) মনস্থ—অভিপ্রেত। (৫) ছামনী—শুভদৃষ্টি; এখানে বিবাহ। (৬) বাধক—বাধা।

রাম কহিলেন, প্রভু, নিবেদি চরণে।
সব ভাই হেথা নাই, করিব কেমনে ॥
ইহাতে বাধক আরো আছে মুনিবর।
বিবাহ করিতে নারি পিতৃ-অগোচর ॥
আমার বিবাহ দিতে যদি আছে মন।
অযোধ্যাতে মনুষ্য পাঠাও একজন ॥
এতেক শুনিয়া কথা গাধির নন্দন।
কহিলেন জনকেরে সর্ব্ব বিবরণ ॥
শুনিয়া ভাবেন রাজা ভাবে গদগদ।
বচন-মনের অগোচর এ সম্পদ ॥
মুনি বলিলেন, শুন জনক রাজন্।
আনিবারে রাজারে পাঠাও একজন ॥
রাজা বলিলেন, মুনি, করি নিবেদন।
তোমা ভিন্ন কে যাইবে অযোধ্যা-ভুবন ॥
এ কথা শুনিয়া মুনি ভাবিলেন মনে।
ঘটক হইয়া যাই অযোধ্যা-ভুবনে ॥
এই যশঃ আমার ঘুষিবে ত্রিভুবনে।
বিবাহ দিলাম আমি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥
এতেক ভাবিয়া মুনি করিল গমন।
সিদ্ধাশ্রমে প্রথমতঃ দিল দরশন ॥
শুধায় সকল মুনি, কি শুনি কৌতুক।
রাম নাকি ভাঙ্গিয়াছে হরের ধনুক ॥
মুনি বলে, করিবারে সীতার কল্যাণ।
শিব-ধনু আপনি হইল দুই খান ॥
বিশ্বামিত্র সিদ্ধাশ্রম পশ্চাৎ করিয়া।
গঙ্গার কূলেতে মুনি উত্তরিলা গিয়া ॥
গঙ্গা পার হইয়া চলেন মুনিবর।
অহল্যা যেখানে ছিল হইয়া পাথর ॥
অহল্যার তপোবন পশ্চাৎ করিয়া।
পবনের জন্মভূমি উত্তরেন গিয়া ॥
পবনের জন্মভূমি থুয়ে কত দূর।
তাড়কার বনে যান কাছে সরযূর ॥
করিলেন সরযূর নীর সংস্পর্শন (১)।
দূরেতে থাকিয়া দেখে অযোধ্যার জন ॥
আসিয়া যে মুনিরাজ রামে ল'য়ে গেল।
একা মুনি আসিতেছে, রাম না আইল ॥
এ কথা কহিল গিয়া দশরথ-প্রতি।
বজ্রপাত মত জ্ঞান করেন ভূপতি ॥
কান্দিয়া বাহিরে আসি অজের নন্দন।
রামে না দেখিয়া কহে কাতর বচন ॥
একা যে আইলা মুনি, রাম মোর কোথা।
হইল প্রত্যক্ষ (২) বুঝি অন্ধকের কথা ॥
কোথা রাম, কোথা বা লক্ষ্মণ গুণনিধি।
দরিদ্রেরে দিয়া নিধি হরিলেন বিধি ॥
যজ্ঞরক্ষা হেতু ল'য়ে গেলা নিজ-বাস।
ছলেতে (৩) করিলা মুনি মম সর্ব্বনাশ ॥
রাক্ষস বধের হেতু লইয়া কুমার।
কে জানে বধিবা মুনি পরাণ আমার ॥
বার্ত্তা পেয়ে আইল রাজার যত রাণী।
ডম্বুর হারায়ে যেন ফুকারে বাঘিনী ॥
কৌশল্যা সুমিত্রা রাণী হাহাকার করে।
প্রমাদ পড়িল আজি অযোধ্যানগরে ॥
বার বৎসরের রাম তের নাহি পুরে।
হেন রামে খাইল কি বনে নিশাচরে ॥
আকুল হইলা রাজা অজের কুমার।
বিশ্বামিত্র ভাবিলেন এ কি চমৎকার ॥
রাজারে বুঝায় যত পাত্রমিত্রগণ।
হেনকালে আইলেন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ॥
বশিষ্ঠ বলেন, কহ গাধির নন্দন।
রামের মঙ্গল শুনি জুড়াক জীবন ॥

(১) সংস্পর্শন—স্পর্শ। (২) প্রত্যক্ষ—সাক্ষাৎ; এখানে সার্থক। (৩) ছলেতে—চালাকি করিয়া।

এই কথা শুনিয়া কহেন তপোধন।
ভাল-মন্দ না শুনিয়া কাজ কি কারণ ॥
বশিষ্ঠ বলেন, মুনি, কহ কি আশ্চর্য্য।
রামে না দেখিয়া কারো মনে নাহি ধৈর্য্য ॥
রাম ধ্যান রাম জ্ঞান রাম সে জীবন।
রাম বিনা অন্ধকার অযোধ্যা ভুবন ॥
লোটায়ে পড়েন রাজা মুনি-পদতলে।
কোথা রাম কোথা লক্ষ্মণ এই সদা বলে ॥
বিশ্বামিত্র বলেন, শুনহ যশোধন।
পুত্রের বিক্রম-কথা করহ শ্রবণ ॥
তাড়কাকে মারিলেন কৌশল্যা-নন্দন।
অহল্যাকে করিলেন শাপে বিমোচন ॥
কৈবর্ত্তকে করিলেন কৃতার্থ শ্রীরাম।
রাক্ষস মারিয়া পূর্ণ করিলেন কাম (১) ॥
জনক করিয়াছিল ধনুর্ভঙ্গ পণ।
তাহাতে হারিয়া গেল যত রাজগণ ॥
শঙ্করের ধনুক করিয়া দুই খান।
লক্ষ্মীরূপা কন্যা রাম পাইলেন দান ॥
চারি কন্যা দিবেন জনক চারি ভায়ে।
চল মহারাজ শীঘ্র দুই পুত্র ল'য়ে ॥
এ কথা শুনিয়া রাজা আনন্দ-বিহ্বলে।
প্রণতি করেন মুনি-চরণ-কমলে ॥
অযোধ্যাতে তখন পড়িয়া গেল সাড়া।
লক্ষ লক্ষ হস্তী সাজে, লক্ষ লক্ষ ঘোড়া ॥
নানারূপে রথ সাজে অতি সুশোভন।
ডাকিয়া আনিল রাজা ভরত-শত্রুঘন ॥
ত্বরা করি সবারে করিল নিমন্ত্রণ।
অযোধ্যার লোক সব করিল সাজন ॥
অগ্রে রথে চড়িলেন যতেক ব্রাহ্মণ।
চড়িলেন রথে রাজা সহ পুত্রগণ ॥
বলেন কৌশল্যাদেবী সুমিত্রাদেবীরে।
না পাই হরিদ্রা দিতে রামের শরীরে ॥
সুমিত্রা বলেন, দিদি, কেন ভাব আর।
রামের নামেতে করি মঙ্গল-আচার ॥
লক্ষ লক্ষ পদাতিক চলিলেক সঙ্গে।
চক্রবর্ত্তী (২) চলিলেন সৈন্য চতুরঙ্গে ॥
রায়বার (৩) পড়ে ভাট, (৪) বেদ বিপ্রগণ।
মিথিলার এবে কিছু শুন বিবরণ।
সীতারূপে লক্ষ্মী স্বয়ং তথায় জন্মিল।
মিথিলানগর ধনে পূর্ণিত হইল ॥
ঘৃত-দুগ্ধে জনক করিল সরোবর।
স্থানে স্থানে ভাণ্ডার করিল মনোহর ॥
চাল রাশি রাশি সুমিষ্টান্ন কাঁড়িকাঁড়ি।
স্থানে স্থানে রাখে রাজ লক্ষ লক্ষ হাঁড়ি ॥
হেথা সৈন্যগণ ল'য়ে অজের নন্দন।
সরযূ নদীর তীরে দিলা দরশন ॥
সরযূ নদীতে রাজা করি স্নান-দান।
মিষ্টান্ন ভোজন করে, মিষ্ট জল পান ॥
ত্বরিতে সরযূ নদী উত্তীর্ণ হইয়া।
তাড়কার বনমাঝে প্রবেশিল গিয়া ॥
বিশ্বামিত্র বলে, শুন অজের নন্দন।
এই বনে তাড়কা হইল নিপাতন (৫) ॥
শুনিয়া বলেন রাজা অজের নন্দন।
তাড়কা দেখিব প্রভু, তাড়কা কেমন ॥
তাড়কার নিকটে গেলেন দশরথ।
পঞ্চাশ যোজন আছে আগুলিয়া পথ ॥

---

(১) কাম—ইচ্ছা; বাসনা; (২) চক্রবর্ত্তী—বহুবিস্তৃত রাজ্যের রাজা; সম্রাট। (৩) রায়বার—স্তুতিগান। (৪) ভাট—বংশ চরিত্র-কীর্ত্তনকারী স্তুতি পাঠক। (৫) নিপাতন—বিনাশ।

তাড়কা দেখিয়া রাজা ভাবিলেন মনে।
ইহারে বালক রাম মারিল কেমনে॥
তাড়কার বন রাজা পশ্চাৎ করিয়া।
পবনের জন্মভূমি দেখিলেন গিয়া॥
পবনের জন্মভূমি পশ্চাৎ করিয়া।
অহল্যার আশ্রমেতে উত্তরিল গিয়া॥
অহল্যার তপোবন পশ্চাৎ করিয়া।
গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন গিয়া॥
যে কৈবর্ত্ত শ্রীরামেরে পার করেছিল।
সে রাজার নাম শুনি নৌকা সাজাইল॥
নৌকাতে হইল পার যত সৈন্যগণ।
সিদ্ধাশ্রম দর্শন করেন যশোধন॥
ভূপতি বলেন, মুনি, নিবেদন করি।
কত দূর আছে আর মিথিলানগরী॥
বিশ্বামিত্র বলেন, শুনহ নৃপবর।
আছে আর তিন ক্রোশ মিথিলানগর॥
মুনিপত্নী সবে বলে, রাজা পূর্ণকাম।
যাঁহার ঔরসে জন্ম লইলেন রাম॥
সিদ্ধাশ্রম দশরথ পশ্চাৎ করিয়া।
মিথিলার সন্নিকটে দেখিলেন গিয়া॥
আহ্লাদিত প্রজা সব আর সৈন্যগণ।
নানাজাতি অস্ত্র খেলে বাজায় বাজন॥
দূত গিয়া বার্ত্তা দিল জনক রাজারে।
অনুব্রজি লও রাজা অজের কুমারে॥
রথ হৈতে নামিলেন অযোধ্যার পতি।
করিলেন জনক আদরে বহু স্তুতি॥
জনক বলেন, রাজা যদি দয়া কর।
তব চারি পুত্রে দেই চারিটি তনয়া॥
দশরথ বলিলেন, শুন হে জনক।
সম্বন্ধ হইল স্থির, তবে কি বাধক॥
উভয়ে হইল শিষ্টাচার সম্ভাষণ।
বিদায় হইয়া রাজা করেন গমন॥
যেই ঘরে বসিয়া আছেন রঘুবীর।
সেই ঘরে চলিলেন দশরথ ধীর॥
পিতার আদেশ পেয়ে হইয়া বাহির।
বন্দিলেন পিতৃ-পদদ্বয় রঘুবীর॥
লক্ষ্মণ বন্দিল গিয়া পিতার চরণ।
রামের চরণ বন্দে ভরত-শত্রুঘ্ণ॥
লক্ষ্মণ বন্দিল গিয়া ভরতে তখন।
শত্রুঘ্ন আসিয়া বন্দে সোদর লক্ষ্মণ॥
চারি ভ্রাতা পরস্পরে করে আলিঙ্গন।
সুখে পুলকিত অঙ্গ অজের নন্দন॥
ঘাটেতে উতরে কেহ, উতরে বা মাঠে।
কেহ পাক করি খায় সরোবর ঘাটে॥
খাও খাও লও লও এই শব্দ শুনি।
অন্নে পরিপূর্ণ যেন হইল ধরণী॥
গেলেন বশিষ্ঠ মুনি জনকের ঘর।
সভা করি বসেছেন জনক নৃপবর॥
বশিষ্ঠে দেখিয়া রাজা করে অভ্যর্থনা।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল আর বসিতে আসন॥
কহিতে লাগিল রাজা জনক তখন।
সীতার বিবাহ-লগ্ন কর শুভক্ষণ॥
বশিষ্ঠ সভার মধ্যে জ্যোতিষ (১) মেলিল।
পুনর্ব্বসু কর্কটেতে কন্যা লগ্ন হইল॥
তাহাতে বিবাহ-বিধি হইল ঘটন।
স্ত্রী-পুরুষে বিচ্ছেদ না হয় কদাচন॥
সে লগ্ন (২) করিল যে যত বন্ধুগণ।
স্বর্গে থাকি যুক্তি করে যত দেবগণ॥
স্ত্রী-পুরুষে বিচ্ছেদ না হয় কালান্তরে (৩)।
কেমনে মরিবে তবে লঙ্কার ঈশ্বরে॥

(১) জ্যোতিষ—গ্রহাদির গতি দ্বারা শুভাশুভ নির্ণায়ক শাস্ত্র। (২) লগ্ন—সূর্য্যের অন্য রাশিতে গমন বা সংক্রমণের সময়। (৩) কালান্তরে—কোন অতীত বা ভবিষ্যৎ কালে।

করহ মন্ত্রণা, এই বলি সারোদ্ধার।
লগ্ন ভ্রষ্ট কর গিয়া শ্রীরাম-সীতার ॥
নর্ত্তক হৈয়া তবে যাও শশধর।
নৃত্য কর গিয়া তুমি জনকের ঘর ॥
তব নৃত্য দেখিলে ভুলিবে সর্ব্ব জন।
অতীত হইবে তবে কর্কট লগন ॥
শুভলগ্ন করিয়া বশিষ্ঠ মুনিবর।
বার্ত্তা ল'য়ে দিলেন যে ভূপতি-গোচর ॥
আনন্দিত হইলেন অজের নন্দন।
আয়োজন করিলেন সর্ব্ব আভরণ ॥
ভারে ভারে দধি দুগ্ধ, ভারে ভারে কলা।
ভারে ভারে ক্ষীর ঘৃত শর্করা উজ্জ্বলা ॥
সন্দেশের ভার ল'য়ে গেল ভারিগণ (১)।
অধিবাস (২) করিবারে চলেন ব্রাহ্মণ ॥
সভা করি বসেছেন জনক ভূপতি।
সেইখানে গেলেন বশিষ্ঠ মহামতি ॥
দ্রব্যের যতেক ভার এড়িলেক গিয়া।
বসেন বশিষ্ঠ কুশ-আসন পাতিয়া ॥
ঘট সংস্থাপন করে যেমন বিধান।
উপরেতে আম্রশাখা নীচে দূর্ব্বা-ধান ॥
বেদ-ধ্বনি করিতে লাগিলা দ্বিজগণ।
সীতারে আনিল দিয়া নানা আভরণ ॥
বসিলেন সীতাদেবী সুবর্ণের পাটে।
বেদমন্ত্রে দিল গন্ধ সীতার ললাটে ॥
চারি জনের অধিবাস করিল তখন।
বস্ত্র পরাইল আর নানা আভরণ ॥
জল-ধারা দিয়া কন্যা লইলেক ঘরে।
জনক ভূপতি সর্ব্ব দ্রব্য ব্যয় করে ॥
অধিবাস দ্রব্য লৈয়া চলিল ব্রাহ্মণে।
শ্রীরামের অধিবাস করে সর্ব্বজনে ॥
বশিষ্ঠ কহেন, দশরথে সম্বোধিয়া।
চারি তনয়ের কর অধিবাস-ক্রিয়া ॥
রাজা বলে, শুনহ বশিষ্ঠ তপোধনে।
যজ্ঞোপবীত নাহি হয় চারিটি নন্দনে ॥
ক্ষৌর কর্ম্ম করিলেন চারিটি নন্দনে।
আর যজ্ঞোপবীত হইল চারি জনে ॥
রামচন্দ্র বসিলেন বাপের নিকটে।
চন্দন দিলেন চারি পুত্রের ললাটে ॥
চারিজনের অধিবাস করিল রাজন।
বসন পরায়ে দিল নানা আভরণ ॥
নান্দীমুখ করিলেন যেমন বিধান।
নান্দীমুখ উপলক্ষ্যে করিলেন দান ॥
কৌশল্যা ব্রাহ্মণী আর যত দাসী লৈয়া।
আনন্দ করেন সবে রামকে দেখিয়া ॥
হরিদ্রা মাখায় চারি বরে কুতূহলে।
অঙ্গেতে পিঠালি (৩) দিল সখীরা সকলে ॥
তোলা জলে স্নান করাইল চারি বরে।
বান্ধিল মঙ্গল-সূত্র (৪) তাঁহাদের করে ॥
মঙ্গল করিয়া বসিলেন চারি জন।
দেখিয়া সকলে ভাবে এ চারি মদন ॥
বান্ধিল অপূর্ব্ব পাগ (৫) মস্তকমণ্ডলে।
মনোহর মুক্তাহার শোভে বক্ষঃস্থলে ॥
অঙ্গুলে অঙ্গুরী দিল, বাহুতে কঙ্কণ।
কর্ণেতে কুণ্ডল দিল সূর্য্যের কিরণ ॥
দিব্য বস্ত্র পরিধান ভাই চারিজন।
অপর অঙ্গেতে দিল নানা আভরণ ॥

(১) ভারিগণ—ভারবহন-কারীরা। (২) অধিবাস—শুভকার্য্যাদির পূর্ব্বানুষ্ঠান। (৩) পিঠালি—চাল বাটা।
(৪) মঙ্গল-সূতা বিবাহের সময়ে বর-কন্যার হস্তে দূর্ব্বার সহিত বদ্ধ হরিদ্রারঞ্জিত সূত্র। (৫) পাগ—তাজ; টুপী।

ক্ষত্রিয় বিবাহ করে চতুর্দ্দোলোপরে।
সাজাইতে চতুর্দ্দোল (১) কহে নৃপবরে॥
চতুর্দ্দোল সাজাইল অতি সে রূপস (২)।
উপরে তুলিয়া দিল সুবর্ণ-কলস॥
চারি দিকে দিল নানা সুবর্ণের বারা (৩)।
ঝলমল করে গজ-মুকুতার ঝারা॥
গঙ্গাজলি (৪) চামর দিলেক ঠাঁই ঠাঁই।
চতুর্দ্দোল সাজাইল, হেন আর নাই॥
আপনার সুসাজ করেন দশরথ।
পরিধান পরিচ্ছদ যত মনোমত॥
রথোপরে চড়িলেন হাতে ধনুঃশর।
শুভযাত্রা করিলেন সানন্দ-অন্তর॥
ভাটে রায়বার পড়ে, নাচে নটগণ (৫)।
বাজনা বাজায় কত না যায় গণন॥
দামামা দগড় বাজে বেয়াল্লিশ বাজনা।
চতুর্দ্দোলে আরোহণ করে চারি জনা॥
ঢাক ঢোল বাজিতেছে ডম্ফ কোটি কোটি।
চারিদিকে উঠিল বীণার ছটছটি॥
কত ঠাঁই বাজিতেছে জোড়া জোড়া সানি।
কাঁশী বাঁশী যত বাজে নিয়ম (৬) না জানি॥
ঢালী পাইক যায় সে খাঁড়ার চিকিমিকি।
কত শত অশ্বারোহী কত বা ধানুকী॥
চন্দ্র নৃত্য করিছেন জনক-সভায়।
হেন কালে দশরথ গেলেন তথায়॥
অনুব্রজি লইলেন তাঁহারে জনক।
দ্বারে ঠেলাঠেলি করে উভয় কটক॥
প্রথমেতে উভয়ে হইল ঠেলাঠেলি।
ঠেলাঠেলি হইতে হইল গালাগালি॥
চন্দ্র-নৃত্য দেখিতে ভুলিল সর্ব্ব জন।
তাহে, মগ্ন, কোথা লগ্ন কে করে গণন॥
আগে আইলেন রাম, পশ্চাতে লক্ষ্মণ।
শতানন্দ বলে, কন্যা কর সমর্পণ॥
ভাল মন্দ কেহ কারো না শুনে বচন।
অতীত হইল লগ্ন, সবে বিস্মরণ॥
ল'য়ে গেল সকলেরে বিবাহের স্থলে।
চারি ভাই বৈসে ছায়া-মণ্ডপের (৭) তলে॥
প্রণাম করেন সবে সকল ব্রাহ্মণে।
বরণ করিল রামে বসন-চন্দনে॥
নারীগণে করিলেক বরণ বিধান।
পায়ে দধি দিলেন মাথায় দূর্ব্বা-ধান॥
বরণ করিয়া গেল যত সখীগণ।
দুই পুরোহিত করে কথোপকথন॥
শতানন্দ বলেন, বশিষ্ঠ মহাশয়।
সূর্য্য-বংশ কি প্রকার দেহ পরিচয়॥
বশিষ্ঠ বলেন, মুনি, হবে বোঝাবুঝি।
কহ দেখি তুমি চন্দ্র-বংশের কুলজী (৮)॥
শতানন্দ মুনি বলে, সভার ভিতর।
শুন চন্দ্র-বংশের বিস্তার মুনিবর (৯)॥
দেবাসুরে মন্থন করিল সিন্ধু-নীর।
তাহে লক্ষ্মী জগন্মাতা হইল বাহির॥
সাগর মথনেতে জন্মিল শশধর।
চন্দ্র নাম হইল তাঁহার মনোহর॥
হইল চন্দ্রের পুত্র বুধ মতিমান্ (১০)।
পুরূরবা নামে তাঁর হইল সন্তান॥
পুরুকুৎস নামে হৈল তাঁহার কুমার।
শতাবর্ত্ত নামে পুত্র বিদিত সংসার॥

---

(১) চতুর্দ্দোল—চারিজন বাহিত দোলা; চৌদোলা। (২) রূপস—সুন্দর। (৩) বারা—চাঁদোয়া। (৪) গঙ্গাজলি—গঙ্গাজলের বর্ণের ন্যায়। (৫) নটগণ—নর্ত্তক সকল। (৬) নিয়ম নির্দ্ধারণ। (৭) ছায়া-মণ্ডপ—ছান্‌লাতলা। (৮) কুলজী বংশাবলী; কুলের পরিচয়। (৯) চন্দ্রবংশীয় রাজগণের পুত্রানুক্রমিক নাম ৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য। (১০) মতিমান সুধী; পণ্ডিত।

আর্য্যাবর্ত্ত নামে হৈল তাঁহার তনয়।
সেপদী নামেতে তাঁর পুত্র মহাশয়॥
বাণ নামে পুত্র হৈল জানে সর্ব্বজন।
রেত নামে তাঁর পুত্র অতি বিচক্ষণ॥
ধ্রুব নামে তাঁর পুত্র বিদিত ভূতলে।
স্বর্গ নামে পুত্র তাঁর সর্ব্বলোকে বলে॥
পুত্র স্বর্গ রাজার সে সর্ব্বনামধর।
হৈহয় নামেতে তাঁর পুত্র মনোহর॥
হৈহয়ের নন্দন অর্জ্জুন নাম ধরে।
নিমি নামে তাঁর পুত্র তুলনা অমরে॥
নিমির কীর্ত্তিতে ব্যাপ্ত সকল সংসার।
মিথি নামে তাঁহার যে হইল কুমার॥
সকলে মিলিয়া তার মথিল শরীর।
তাহাতে জন্মিল পুত্র মিথি নামে বীর॥
সেই বসাইল এই মিথিলা নগর।
জনক কুশধ্বজ হৈল তাঁহার কোঙর॥
বশিষ্ঠ বলেন, শুনিলাম বিবরণ।
আমি কথা কহি তবে তাহে দেহ মন॥
আদি পুরুষের নাম হৈল নিরঞ্জন (১)।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পুত্র তিন জন॥
তিন পুত্র হৈল তনয়া এক জানি।
সকলে তাঁহার নাম রাখিল কন্দিনী॥
জরৎকার মুনিপুত্র নারদ বীণাপাণি।
তাঁহাকে বিবাহ দিল কন্দিনী ভগিনী॥
সবে গীত গায়, নারদ বাজায় বেণু (২)।
তাহাতে জন্মিল কন্যা নাম তাঁর ভানু॥
তাঁহাকে বিবাহ দিল জমদগ্নি বরে।
এক অংশে নারায়ণ জন্মে তাঁর ঘরে॥
ব্রহ্মার সমীপে তাঁর পড়িলেক বীচ।
তাহাতে জন্মিল পুত্র নামেতে মরীচ॥

মরীচের পুত্র হৈল নামেতে কশ্যপ।
তাঁহার তনয় সূর্য্য প্রচণ্ড-প্রতাপ॥
সূর্য্যের হইল পুত্র মনু নাম তাঁর।
মনুর নামেতে সর্ব্ব ব্যাপিল সংসার॥
মনুর হইল পুত্র সুষেণ নামেতে।
প্রসেন তাঁহার পুত্র বিদিত জগতে॥
প্রসেনের পুত্র যুবনাশ্ব নাম ধরে।
রাজা হয় যুবনাশ্ব অযোধ্যানগরে॥
যুবনাশ্ব রাজার কহিব কিবা কথা।
তাঁহার জন্মিল পুত্র নাম যে মান্ধাতা॥
মান্ধাতার পুত্র হৈল মুচকুন্দ নাম।
গুণধাম (৩) ধুন্ধুমার তাঁর পুত্র নাম॥
তাহার হইল পুত্র ইলা নাম ধরে।
তাঁর পুত্র শতাবর্ত্ত অযোধ্যানগরে॥
আর্য্যাবর্ত্ত নামে তাঁর হইল নন্দন।
ভরত তাঁহার পুত্র যানে সর্ব্বজন॥
ভরত রাজার আর কি কব আখ্যান।
যাঁর নামে পৃথিবীতে ভারত পুরাণ॥
তাঁর পুত্র হইল ইক্ষ্বাকু নরপতি।
বশিষ্ঠ পুরোধা (৪) যাঁর সুমন্ত্র সারথি॥
তাঁহার ভূধর নামে হইল নন্দন।
খাণ্ড নামে তাঁর পুত্র অযোধ্যাভূষণ॥
হইল খাণ্ডের বেটা দণ্ড নাম ধরে।
সে প্রজার কামিনীকে পীড়াদান করে॥
তার পুত্র হইল হারীত নাম ধরে।
হরিবীজ তাঁর পুত্র বিদিত সংসারে॥
হরিবীজ রাজা করে পরম আনন্দ।
তাঁহার হইল পুত্র নাম হরিশ্চন্দ্র॥
যাঁর দান লইলেন গাধির নন্দন।
বিকাইয়া আপনি যে শুধিল কাঞ্চন॥

(১) নিরঞ্জন—পরব্রহ্ম। (২) বেণু—বাঁশী; এখানে বীণা। (৩) গুণধাম—গুণাকর। (৪) পুরোধা—পুরোহিত।

হরিশ্চন্দ্র রাজ্য করে পূর্ণ অভিলাষ।
তাঁহার হইল পুত্র নামে রুহিদাস॥
সে রুহিদাসের পুত্র নাম মৃত্যুঞ্জয়।
ত্রিশঙ্কু তাঁহার পুত্র যিনি তপোময়॥
তাঁর পুত্র রুক্মাঙ্গদ অযোধ্যানিবাসী।
দ্বাদশ বৎসরকাল করে একাদশী॥
রুক্মাঙ্গদ জন্মাইল ধার্ম্মিক তনয়।
তাঁর পুত্র হইল মরুত্ত মহাশয়॥
অনরণ্য তাঁর বেটা জানে সর্ব্বজন।
তাঁহাকে মারিয়া গেল লঙ্কার রাবণ॥
তাঁহার হইল পুত্র বাহু নৃপবর।
শিব-ভক্ত তাঁর পুত্র হইল সগর॥
অসমঞ্জ নামে তাঁর হইল নন্দন।
তাঁর বেটা অংশুমান্ ধর্ম্ম-পরায়ণ॥
অংশুমান্ রাজা রাজ্য করিয়া কৌতুকে।
মরিলেন, তাঁর বংশ আর নাহি থাকে॥
ভগীরথ তাঁর বেটা অযোধ্যানগরে।
গঙ্গা আনি উদ্ধারিল দেব দৈত্য নরে॥
বিতপত নামে তাঁর হইল নন্দন।
বিকর্ণ তাঁহার পুত্র অযোধ্যা-ভূষণ॥
তাঁহার হইল বেটা অমর্ষি রাজন্।
দিলীপ তাঁহার বেটা জানে সর্ব্বজন॥
দিলীপের সুত রঘু বড় বলবান্।
রঘু-বংশ বলি যাঁর বংশের আখ্যান॥
রঘুর তনয় অজ পিতার সমান্।
তাঁর পুত্র দশরথ দেখ বিদ্যমান॥
দশরথ রাজা শৌর্য্য-বীর্য্য-গুণধাম।
তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র এই ধার্ম্মিক শ্রীরাম (১)॥
এতেক বশিষ্ঠ মুনি বলিল সবাকে।
শুনি শতানন্দ মুনি হাত দিল নাকে॥
গলে বস্ত্র দিয়া বলে জনক রাজন।
তব পুত্রে কন্যা দিয়া লইনু শরণ॥
দশরথ বলিলেন জনক রাজারে।
শরণ লইনু দিয়া এ চারি কুমারে॥
দুই রাজা উঠি তবে কৈল সম্ভাষণ।
কন্যা আন কন্যা আন বলে বন্ধুগণ॥
হেন বেশ-ভূষণ পরায় সখীগণ।
যাহাতে মোহিত হয় শ্রীরামের মন॥
সখী দেয় সীতার মস্তকে আমলকী।
তোলা জলে স্নান করাইল চন্দ্রমুখী॥
চিরুণীতে কেশ আঁচড়িয়া সখীগণ।
চুল বান্ধি পরাইল অঙ্গে আভরণ॥
কপালে তিলক আর নির্ম্মল সিন্দূর।
বাল সূর্য্য সম তেজ দেখিতে প্রচুর॥
নাকেতে বেসর দিল মুক্তা সহকারে।
পাটের পাছড়া (২) দিল সকল শরীরে॥
চঞ্চল নয়নে কিবা কজ্জলের রেখা।
কামের কার্ম্মুক (৩) যেন গুণ যায় দেখা॥
গলায় তাঁহার দিল হার ঝিলিমিলি।
বুকে পরাইয়া দিল সোনার কাঁচলি॥
উপর হাতেতে দিল তাড় স্বর্ণময়।
সুবর্ণের কর্ণ-ফুলে শোভে কর্ণদ্বয়॥

(১) সূর্য্যবংশীয় রাজগণের পুত্রাক্রমিক নাম মূল বাল্মীকি রামায়ণে এইরূপ লিখিত আছে—ব্রহ্মা, মরীচি; কশ্যপ, বিবস্বান. মনু, ইক্ষ্বাকু, কুক্ষি, বিকুক্ষি, বাণ; অনরণ্য, পৃথু, ত্রিশঙ্কু ধুন্ধুমার, যুবনাশ্ব, মান্ধাতা, সুসন্ধি, ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ, ধ্রুবসন্ধি-পুত্র ভরত, অসিত, সগর, অসমঞ্জ. অংশুমান্, দিলীপ. ভগীরথ, ককুৎস্থ. রঘু, প্রবৃদ্ধ শঙ্খন্, সুদর্শন, অগ্নিবর্ণ, শীঘ্রগ, মরু, প্রশুশ্রুক, অম্বরীষ, নহুষ. যযাতি নাভাগ, অজ. দশরথ, দশরথ-পুত্র শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্ন। (২) পাছড়া—চাদর। (৩) কার্ম্মুক—ধনু।

দুই বাহু শঙ্খেতে শোভিল বিলক্ষণ।
শঙ্খের উপর সাজে সোনার কঙ্কণ ॥
বসন পরায় তাঁরে সুন্দর প্রচুর।
দুই পায়ে দিল তাঁর বাজন-নূপুর ॥
সুবর্ণ আসনে বসিলেন রূপবতী।
চারিদিকে জ্বালি দিল সোহাগের বাতি ॥
চারি ভগিনীতে বেশ করি বিলক্ষণ।
তখন মণ্ডপে (১) গিয়া দিল দরশন ॥
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সীতা নমস্কার করে।
প্রদক্ষিণ সাত বার করিল রামেরে ॥
অন্তঃপট (২) ঘুচাইল যত বন্ধুগণ।
সীতা-রামে পরস্পর হৈল দরশন ॥
সীতা-রাম-সম্মিলন অপূর্ব্ব বাখানি।
লক্ষ্মী-নারায়ণ দোঁহে হয়েছে মেলানি ॥
জলধারা দিয়া সবে কন্যা নিল পরে।
শোয়াইল জানকীরে অন্ধকার ঘরে ॥
বরকে আনিতে আজ্ঞা করে সখীগণ।
আসিয়া করুন রাম ষষ্টীর পূজন ॥
হাতে ধরি আনাইল রামেরে তখন।
সীতার হাত ধরি তোল, বলে বন্ধুজন ॥
তখন ভাবেন মনে সীতা ঠাকুরাণী।
পায়ে হাত দেন পাছে রাম গুণমনি ॥
করিলেন সীতা বাম হস্তে শঙ্খধ্বনি।
হাতে ধরি সীতারে তোলেন রঘুমণি ॥
স্ত্রীলোকেরা পরিহাস করে ছল পেয়ে।
কেহ বলে হাতে ধরে, কেহ বলে পায়ে ॥

পূর্ব্বাপর (৩) বরকন্যা আইল দুই জনে।
রোহিণীর সহ চন্দ্র যেমন গগনে ॥
কন্যাদান করে রাজা বিবিধ প্রকারে।
পঞ্চহরীতকী দিয়া পরিহার (৪) করে ॥
বহু দাস দাসী রাজা দিল কন্যা-বরে।
জলধারা দিয়া কন্যা-বর লৈল ঘরে ॥
রাজরাণী গিয়া পরে করিল রন্ধন।
কন্যা-বর দুই জনে করিল ভোজন ॥
সাজায় বাসর-ঘর (৫) যত সখীগণ।
রাম-সীতা তাহাতে রহেন দুই জন ॥
উর্ম্মিলা সহিত তথা রহেন লক্ষ্মণ।
মাণ্ডবীর সহিত ভরত বিচক্ষণ ॥
শ্রুতকীর্ত্তি সহিত আছেন শত্রুঘন।
এইরূপে বাসর বঞ্চিল চারিজন ॥
সানন্দ হইল সব মিথিলা ভুবন।
রামকে দেখিতে যায় যত নারীগণ ॥
পরিহাস করে সবে রামের সহিত।
তুমি যে জানকী-পতি (৬) এ নহে উচিত ॥
এই কথা রাম হে তোমাকে কহি ভাল।
সীতা বড় সুন্দরী তুমি হে বড় কাল ॥
হাসিয়া বলেন রাম সবার গোচর।
সুন্দরীর সহবাসে (৭) হইব সুন্দর ॥
পরিহাস করিবে কি হারাইল জ্ঞান।
শ্রীরামের চরণে মজিল মনঃ-প্রাণ ॥
পুনশ্চ বলেন রাম কমল-লোচন।
আমা হতে সুশ্রী বটে অনুজ লক্ষ্মণ ॥

(১) মণ্ডপ—গৃহ। (২) অন্তঃপট—পরদা; আচ্ছাদন বস্ত্র। (৩) পূর্ব্বাপর—এখানে পেছনে পেছনে। (৪) পরিহার—সমর্পণ। (৫) বাসর-ঘর বিবাহান্তে বর-কন্যার অবস্থানের ঘর। (৬) জানকী-পতি – জানকী-পতি শব্দটি এখানে দুই প্রকার অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। জনক রাজার কন্যা বলিয়া সীতার নাম জানকী, তাহার পতি; পক্ষান্তরে জানকী শব্দের অর্থ ভগিনী। জনক (পিতা) ঞ (অপত্য অর্থে) স্ত্রীলিঙ্গে ঈ, জানকী। এখানে সখীগণ রামচন্দ্রকে জানকী শব্দের অপরার্থ 'ভগিনীর' স্বামী বলিয়া রহস্য করিল। (৭) সহবাসে—একত্র অবস্থানে।

পরিহাস বুঝিয়া বলিবামাত্র ধায়।
রামে এড়ি লক্ষ্মণের ঠাঁই তবে যায়॥
যেখানে বসিয়া আছে অনুজ লক্ষ্মণ।
সেখানে চলিয়া যায় যত সখীগণ॥
অগ্রজ যেমন তাঁর অনুজ তেমন।
ভুলিল রামেরে, তারা হেরিয়া লক্ষ্মণ॥
গলে বস্ত্র দিয়া কহে লক্ষ্মণ গুণমণি।
রামে পরিহাস করে সে মোর জননী॥
লজ্জাযুক্ত হইয়া ত যত সখীগণ।
পুনর্ব্বার গেল যথা আছেন নারায়ণ॥
এইরূপে চারি স্থানে করি দরশন।
মানিল কামিনীগণ সফল নয়ন॥
চারি ভাই তুল্য চারি লইয়া সুন্দরী।
নানা সুখে কৌতুকে বঞ্চেন বিভাবরী (১)॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুগান।
সীতা-রাম-পরিণয় আদিকাণ্ডে গান॥

———

পরশুরামের দর্প চূর্ণ।

প্রভাত হইল রাত্রি, উদিত তপন
সভা করি বসিলেন যত বন্ধুগণ॥
বাজিল আনন্দ-বাদ্য জনক-ভবনে।
বিদায় মাগেন গিয়া বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণে॥
জনক বলেন অতি হইয়া কাতর।
রাম-সীতা রাখি যাও একটি বৎসর॥
হাসিয়া বলেন তবে অজের নন্দন।
শরীর লইয়া যাব রাখিয়া জীবন॥
বলেন জনক রাজা, শুন হে রাজন।
সকলে আমার ঘরে করিবে ভোজন॥
ভাল ভাল বলিয়া দিলেন অনুমতি।
আয়োজন করিলেন জনক ভূপতি॥
রাজা রাণী ঘরে গিয়া দেখেন রন্ধন।
সূক্ষ্ম অন্ন সহ আর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন॥
স্নান করি আসিয়া সকল প্রজাগণ।
আনন্দিত হৈয়া সবে করেন ভোজন॥
ভোজন করেন রাম পরম হরিষে।
দধি দুগ্ধ দিল রাজা ভোজনাবশেষে (২)॥
সুতৃপ্ত হইল রাজা, করে আচমন।
কর্পূর-তাম্বুলে করে মুখের শোধন॥
সে রাত্রি থাকেন রাম তথা পূর্ব্ববৎ।
প্রাতঃকালে বিদায় মাগেন দশরথ॥
রাম-সীতা চতুর্দ্দোলে করি আরোহণ।
দীন-দ্বিজ-দুঃখীরে করেন বিতরণ॥
ভাটে রায়বার পড়ে, বেদ দ্বিজগণ।
মুনিগণ পাঠ করে স্বস্তিক বচন॥
দিব্যবস্ত্র পরিধান মাথায় টোপর।
দূর্ব্বাদল-শ্যাম রাম হাতে ধনুঃশর॥
তিন ভ্রাতা চাপিলেন তিন চতুর্দ্দোলে।
পরম আনন্দে রাজা অযোধ্যায় চলে॥
দেব-রথে চড়িলেন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।
কিন্তু চতুর্দ্দিকে রাজা দেখে অলক্ষণ॥
রাজা বলিলেন, শুন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।
চারিদিকে দেখি কেন এত অলক্ষণ॥
কি জানি কেমন হবে বিপদ ঘটন।
বশিষ্ঠ বলেন, শুন অজের নন্দন।
চারিদিকে চারি পুত্র দেখ বিদ্যমান।
কে করিতে পারে তব অশুভ-বিধান (৩)॥
বাজনার মহাশব্দ উঠিল আকাশ।
পরশুরামের চিত্তে লাগিল তরাস॥
মিথিলাতে শুনি কেন বাদ্যের বাজন।
সীতাকে বিবাহ করে বুঝি কোন জন॥

(১) বিভাবরী—রাত্রি। (২) ভোজনাবশেষে—খাওয়ার পর। (৩) অশুভ-বিধান—অমঙ্গল ঘটন।

মনে মনে যুক্তি করে সেথা মুনিবর।
হোথা রাজা বিদায় করেন কন্যা-বর॥
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিয়া বদন-কমলে।
জানকীরে জনক করিয়া কোলে বলে॥
করিলাম বহু দুঃখে তোমাকে পালন।
বারেক মিথিলা বলি করিহ স্মরণ॥
শ্বশুর-শাশুড়ী প্রতি রাখিও সুমতি।
রাগ দ্বেষ অসূয়া (১) না ক'রো কারো প্রতি॥
সুখ-দুঃখ না ভাবিও যে আছে কপালে।
স্বামি-সেবা সতি, না ছাড়িও কোনকালে॥
ঝিয়ারী বহুরী সব আসিয়া তখন।
গলায় ধরিয়া সব জুড়িয়া ক্রন্দন॥
আমা সবা এড়িয়া কি চলিলা জানকী।
আর কি হইবে দেখা সীতা চন্দ্রমুখি॥
করিলেন রাম-সীতা বিদায় জনক।
দ্বিজেরে দিলেন দান সহস্রসংখ্যক॥
হেনকালে জামদগ্ন্য (২) হাতেতে কুঠার।
রহ রহ বলিয়া ডাকিছে বার বার॥
খড়গ চর্ম্ম ধনুঃ-শর শরীরে গ্রথিত (৩)।
ভীমবেশে ভার্গব (৪) হইল উপস্থিত॥
মহাভয়ানক বেশ দেখিয়া মুনির।
দশরথ ভূপতির কম্পিত শরীর॥
এক হাতে ধরি রামে, অপরে লক্ষ্মণে।
মুনির চরণে রাজা দিল সেইক্ষণে॥
মুনি বলে, দশরথ, বলি হে তোমারে।
ধনুক ভাঙ্গিল কেবা জনকের ঘরে॥
দশরথ বলেন, আমার পুত্র রাম।
গুণ দিতে ধনুকে ভাঙ্গিল ধনুখান॥

মহাকোপে জ্বলিয়া বলেন ভৃগুরাম।
মম সম করি রাখিয়াছ পুত্র-নাম॥
আমি ত পরশুরাম বিদিত ভূতলে।
হেন জন আছে কে যে রাম নাম বলে॥
একথা শুনিয়া রাম বলেন বচন।
দোষ ক্ষমা কর প্রভু, তপস্বী ব্রাহ্মণ॥
বলেন পরশুরাম, আরক্ত নয়ন।
তুচ্ছ জ্ঞান কর দেখি তপস্বী ব্রাহ্মণ॥
নিঃক্ষত্রিয় ভূমি করি তিন-সাতবার।
রক্ত-নদী বহাইল আমার কুঠার॥
সমস্ত পৃথিবী করি কশ্যপেরে দান।
তপস্বী ব্রাহ্মণ বলি কর অপমান॥
আমার গুরুর ধনু ভাঙ্গিলেক যেই।
তাহাকে বধিয়া তার প্রতিফল দেই॥
ভূপতি বলেন, ভয়ে কম্পিত শরীর।
বালকের অপরাধ ক্ষম মহাবীর॥
রুষিয়া কহেন বীর সুমিত্রা-কুমার।
কথায় কি ফল, কর বীরের আচার॥
ক্ষত্রিয়-বিনাশ তুমি করেছ যখন।
তখন না জন্মেছিল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
এতেক বলিল যদি সুমিত্রা-নন্দন।
কুপিত পরশুরাম কহেন বচন॥
জীর্ণ ধনু ভাঙ্গিয়া যে দেখাইলে গুণ (৫)।
আমার ধনুকে রাম দেহ দেখি গুণ (৬)॥
এতেক কহিয়া ধনু দিলেন তখন।
জানকী ভাবেন নম্র করিয়া বদন॥
একবার ধনুক ভাঙ্গিয়া অকস্মাৎ।
করিলেন আমারে বিবাহ রঘুনাথ॥

---

(১) অসূয়া—ঈর্ষা; দ্বেষ। (২) জামদগ্ন্য—জমদগ্নির পুত্র। (৩) গ্রথিত—গাঁথা; বদ্ধ। (৪) ভার্গব—পরশুরাম, ভৃগুমুনির পুত্র। (৫) গুণ—শক্তি; শৌর্য্য। (৬) গুণ—ধনুকের ছিলা; জ্যা।

আরবার ধনুক আনিল ভৃগুমুনি।
না জানি হইবে মোর কতেক সতিনী (১) ॥
ধনুখান ভৃগুরাম দিল বড় দাপে (২)।
মরে ত মরুক রাম ধনুকের চাপে (৩) ॥
ধনুক দেখিয়া অতি প্রসন্ন অন্তরে।
হাসিয়া ধরেন রাম ধনু বাম করে ॥
শ্রীরাম বলেন, হে লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধর
এ ধনুকের গরিমা (৪) করেন মুনিবর ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন ওহে বীরবর।
ধনু যদি দিলে তবে দেহ এক শর ॥
সুবুদ্ধি পরশুরামে কুবুদ্ধি লাগিল।
তখন রামের হাতে শর জোগাইল ॥
যেই শ্রীরামের হাতে মুনি শর দিল।
আপনার তেজ রাম সকল হরিল ॥
আপনার তেজ রাম হরিল যখন।
হইল মুনির পুত্র সামান্য ব্রাহ্মণ ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন মুনির নন্দন।
ধনুকেতে গুণ দিব কিসের কারণ ॥
তোমার ধনুকে যদি গুণ দিতে পারি।
তোমার ধনুক-বাণে তোমারে সংহারি ॥
লক্ষ্মণেরে জিজ্ঞাসা করেন রাম শেষে।
ধনুকেতে গুণ দিই মুনির আদেশে ॥
লক্ষ্মণ বলেন, শুন জ্যেষ্ঠ মহাশয়।
ধনুকেতে গুণ দিয়া দূর কর ভয় ॥
এ কথা শুনিয়া রাম হাসিয়া কৌতুকে।
ধনু নোঙাইয়া গুণ দিলেন ধনুকে ॥
ধনুক-টঙ্কার গিয়া লাগিল গগন।
পাতালে বাসুকি কাঁপে স্বর্গে দেবগণ ॥
পাতালে বাসুকি বলে, দেব রঘুবীর।
ধনুখান তোল, মোর বুক হোক স্থির ॥
লক্ষ্মণ বলেন, শুন অগ্রজ শ্রীরাম।
ধনুখান তোল যে বাসুকি পায় ত্রাণ ॥
এই কথা শুনিয়া হাসিয়া রঘুনাথ।
তুলিলেন সেই ধনু সবার সাক্ষাৎ ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন মুনির নন্দন।
তোমারে না মারি ব্রহ্ম-বধের কারণ ॥
অব্যর্থ আমার বাণ হইবে কেমন।
স্বর্গ রোধ করি, কিম্বা পাতাল ভুবন ॥
'যে আজ্ঞা' বলিয়া বলে, মুনির নন্দন।
চিনিলাম তোমারে যে তুমি নারায়ণ ॥
ধর্ম্মদ্বারা স্বর্গ পায় নাহি হয় আন।
স্বর্গ-পথ রুদ্ধ কর দেব ভগবান্ ॥
এক শর মারিলেন না করিয়া ক্রোধ।
পরশুরামের করে স্বর্গ-পথ রোধ ॥
শ্রীরামের স্তুতি করি শ্রীপরশুরাম।
তপস্যা করিতে মুনি যান নিত্য-ধাম (৫) ॥
দশরথ পাইলেন যেন হারাধন।
আনন্দিত তেমতি হইল তাঁর মন ॥
'পুত্র পুত্র' বলিয়া করেন রামে কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেন বদন-কমলে ॥
ভূপতি বলেন, শুন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।
বাজনায় আর কিছু নাহি প্রয়োজন ॥
চতুর্দ্দোলে শ্রীরাম করেন আরোহণ।
অযোধ্যায় দ্রুততর করেন গমন ॥
সিদ্ধাশ্রমে শ্রীরাম দিলেন দরশন।
প্রণাম করেন সবে মুনির চরণ ॥

---

(১) নারীজনসুলভ দুর্ব্বলতার জন্য সীতার এইরূপ আশঙ্কা বড় স্বাভাবিক। (২) দাপে—দর্পে (৩) চাপে—পেষণে। (৪) গরিমা—গৌরব। (৫) নিত্য-ধাম—এখানে মহেন্দ্র পর্ব্বত।

আজ্ঞা [illegible] দিলেন [illegible]
[illegible] দুই খান —[illegible]

THE A[illegible] SOCIETY
[illegible] 700 01[illegible]

এক শর মারিলেন না করিয়া ক্রোধ
পরশুরামের স্বর্গের [illegible] পথ রোধ [illegible]

মুনিপত্নী আইল শ্রীরামে দেখিবারে।
রাম-সীতা দেখে তাঁরা হরিষ অন্তরে ॥
ইঁহার জননী ধন্যা, ধন্য এঁর পিতা।
যেমন গুণের রাম তেমনি এ সীতা ॥
তথা হৈতে চলিলেন পরম হরিষে।
উত্তরিল গিয়া সবে আপনার দেশে ॥
অযোধ্যার যে শোভা তা বর্ণিতে না পারি।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন বাল-বৃদ্ধ- নারী ॥
নানাবর্ণ পতাকা উড়িছে নানা স্থলে।
উপরে চাঁদোয়া শোভে গগন-মণ্ডলে ॥
কুলবধূ আর যত প্রজার কুমারী।
ঘৃতের প্রদীপ জ্বালে দ্বারে সারি সারি ॥
সুবর্ণের পূর্ণকুম্ভে দিল আম্রসার (১)।
গুবাক কদলী নারিকেল রাখে আর ॥
গ্রাম প্রদক্ষিণ করে অজের নন্দন।
গ্রামের নিকটে গিয়া বাজায় বাজন ॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা রমণী।
চারি বধূ আনিতে চলিল তিন রাণী ॥
সঙ্গেতে চলিল রঙ্গে যত পুরনারী।
সানন্দ সকল পুরী, বাজে তূরী ভেরী ॥
ডাক দিয়া আনিল কৌশল্যা ঠাকুরাণী।
কুলাঙ্গনাগণ আসি করিল নিছনি ॥
দেবগণ বরিষণ করে পুষ্পরাশি।
জয় দিয়া নাচে সবে আনন্দে উল্লাসি ॥
চারি বধূ কক্ষে দিল সুবর্ণ কলসী।
ব্যবহার মত কর্ম্ম করে পুরবাসী ॥
কক্ষে দিল কলসী, মস্তকে দিল ডালা।
ছড়াইয়া ফেলে সেই খানে খই-কলা ॥
সোনার কঙ্কণ দিয়া বধূগণ-হাতে।
বধূ-মুখ তিন রাণী লাগিল দেখিতে ॥
পুত্র-বধূ ঘরে নিল জলধারা দিয়া।
বসাইল বর-কন্যা পিঁড়িকা (২) পাতিয়া ॥
শুভক্ষণে রাণীরা দেখিল বধূ-মুখ।
নিরখিয়া চন্দ্র-মুখ জুড়াইল বুক ॥
নানাবিধ যৌতুক দিলেন সর্ব্বজন।
মণিময় আভরণ বসন-ভূষণ ॥
যৌতুকেতে রাম পান যত অলঙ্কার।
তাহাতে হইল পূর্ণ তাঁহার ভাণ্ডার ॥
পাইলেন সীতাদেবী যতেক যৌতুক।
নিজে লক্ষ্মী তিনি, তাঁর এ নহে কৌতুক (৩) ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘন।
বন্দিলেন গিয়া সবে মায়ের চরণ ॥
চারি পুত্রে আশীর্ব্বাদ করে রাণীগণ।
চিরজীবী হও, পাও বহু পুত্র ধন ॥
হরষিত হৈল রাজা অজের নন্দন।
রাজরাণী ঘরে নিয়া করিল রন্ধন ॥
এক অন্ন করিল আর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
ভোজন করিতে বৈসে যত রাজগণ ॥
ভোজন করিল সবে পরম হরিষে।
দধি দুগ্ধ দিল তবে ভোজনের শেষে ॥
আচমন করিল যতেক রাজগণ।
কর্পূর তাম্বুল দিল করিতে ভোজন ॥
বিদায় হইয়া গেল যত রাজগণ।
অযোধ্যাতে রহিলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ ॥
চারি পুত্র লৈয়া রাজা সুখী বহুতর।
সুখে রাজ্য করে যেন স্বর্গে পুরন্দর ॥
কৃত্তিবাস রচে গীত অমৃত সমান।
এত দূরে আদিকাণ্ড হৈল সমাধান ॥

---

(১) আম্রসার আমের ডাল। (২) পিঁড়িকা—পিঁড়ি। (৩) বঙ্গ-কবির রচনায় রাম সীতার বিবাহে বঙ্গদেশীয় পদ্ধতি প্রকাশ পাইয়াছে। (৪) সমাধান—শেষ।

রাজনীতি ধর্ম্ম রাজা শিখান রামেরে।
শুনিয়া কৌশল্যা রাণী হরিষ অন্তরে ॥
রামের কল্যাণে রাণী করে নানা দান।
স্বর্ণ রৌপ্য অন্ন বস্ত্র শাস্ত্রের বিধান ॥
মুনি ব্রহ্মচারী যত ভট্ট বিপ্রগণ।
সবাকারে দেন রাণী নানাবিধ ধন ॥
যত যত লোক আছে যত যত স্থানে।
সবারে আনিয়া রাণী তোষে নানা ধনে ॥
আইল যতেক লোক রাজ-বিগ্যমানে।
রামচন্দ্র রাজা হবে শুনি ভাগ্য মানে ॥
কেহ নাচে, কেহ গায়, আনন্দ বিশেষ।
রাম রাজা হইলে না হবে কারো ক্লেশ ॥
যত যত লোক আছে অযোধ্যানগরে।
রামের নিকটে যায় হরিষ অন্তরে ॥
সকলে যথোচিত করিয়া সম্মান।
জননী দর্শনে রাম করেন প্রয়াণ ॥
মাতৃ-গৃহে উপস্থিত মনে কুতুহলী।
অযোধ্যাকাণ্ডেতে গান প্রথম শিকলি (১) ॥

শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকোদ্‌যোগ ও অধিবাস।

সুখেতে বঞ্চিয়া রাত্রি উদিত অরুণে।
আনন্দে গেলে রাম পিতৃ-সম্ভাষণে ॥
ভক্তিভাবে পিতার বন্দনে শ্রীচরণ।
রামেরে কহিল রাজা শুভাশীর্ব্বচন ॥
সিংহাসনে বসাইল রাজা শ্রীরামেরে।
পিতা-পুত্র উভয়ের আনন্দ অন্তরে ॥
রাজা বলিলেন, রাম, কর অবধান।
যত কর্ম্ম করিয়াছি কহি তব স্থান ॥
যজ্ঞ করি তুষিলাম যত দেবগণে।
তুষিলাম পিতৃলোক শ্রাদ্ধ ও তর্পণে ॥
রাজা হ'য়ে করিলাম লোকের পালন।
তোমা হেন পুত্র পাই যজ্ঞের কারণ ॥
পালিলাম রাজনীতি ধর্ম্ম অনিবার।
তোমারে করিব রাজা ভাবিয়াছি সার ॥
বৃদ্ধ হইলাম আমি মরিব কখন।
তোমারে করিব রাজা, পাল সর্ব্বজন ॥
আজি হ'তে তোমারে দিলাম রাজ্যভার।
স্বপক্ষ পালন কর, বিপক্ষ সংহার ॥
কিন্তু আজি কুস্বপন দেখেছি উৎপাত।
আকাশ হইতে ভূমে হয় উল্কাপাত ॥
আচম্বিতে পুরীমধ্যে পড়ে বজ্রাঘাত।
দেউল প্রাসাদ যত হয় ভূমিসাৎ ॥
পূর্ণিমার চন্দ্র-গ্রাস শাস্ত্রের বিহিত।
দেখি অমাবস্যায় এ অতি বিপরীত ॥
ইত্যাদি জঞ্জাল (২) আমি দেখিনু স্বপনে।
গন্ধর্ব্বের পৃষ্ঠে চড়ি গেলাম দক্ষিণে ॥
কুস্বপ্ন দেখিনু আজি নিকট মরণ।
তুমি রাজা হও তবে সফল জীবন ॥
কনিষ্ঠ ভরত তার না জানি আশয় (৩)।
তারে রাজ্য দিতে কভু উপযুক্ত নয় ॥
জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের নাহি অধিকার।
তুমি রাজা হও রাম, কর অঙ্গীকার ॥
কত শত শত্রু তব আছে কত স্থানে।
কেবা শত্রু কেবা মিত্র কেবা তাহা জানে ॥
আমি বিদ্যমানে ধর ছত্র নব দণ্ড।
কি জানি আসিয়া কেহ হয় পাষণ্ড (৪) ॥
আজি অধিবাস পুনর্ব্বসু সুনক্ষত্র (৫)।
পুষ্যা কল্য হইবে ধরিবে দণ্ড-ছত্র ॥

(১) শিকলি—অধ্যায়। (২) জঞ্জাল—উৎপাত; আপদ। (৩) আশয়—মতলব; অভিপ্রায়।
(৪) পাষণ্ড—কার্য্যে বিরুদ্ধাচরণকারী। (৫) সুনক্ষত্র—শুভদায়ক নক্ষত্র।

এতেক বলিয়া রামে দিলেন বিদায়।
অন্তঃপুরে রামচন্দ্র গেলেন তথায়॥
বসেছেন কৌশল্যা বেষ্টিত সখীবৃন্দে।
সাত শত রাণী তথা আছেন আনন্দে॥
দেব-পূজা করে রাণী নানা উপহারে।
হেন কালে শ্রীরাম গেলেন তথাকারে॥
রামেরে দেখেন রাণী সহাস্যবদন।
মায়ের চরণ রাম করেন বন্দন॥
মায়ের সম্মুখে দাণ্ডাইয়া রঘুনাথ।
কহেন সকল কথা করি জোড়হাত॥
আমারে দিলেন পিতা সর্ব্ব রাজ্যখণ্ড।
আজি অধিবাস, কালি পাব ছত্র-দণ্ড॥
মোরে রাজা করিতে সবার অভিলাষ।
শুভ বার্ত্তা কহিতে আইনু তব পাশ॥
নানা উপহারে মাতা, কর ইষ্ট পূজা।
মম প্রতি তুষ্টা যেন হন দশভুজা॥
এতেক শুনিয়া রাণী হরষিত-মন।
রামের কল্যাণ করিলেন অগণন॥
কৌশল্যা বলেন, রাম, হও চিরজীব।
তোমার সহায় হৌন শ্রীপার্ব্বতী শিব॥
অনেক কঠোরে (১) আমি পূজিয়া শঙ্করে।
তোমা হেন পুত্র রাম ধরিনু উদরে॥
শুভক্ষণে জন্ম নিলা আমার ভবনে।
রাজমাতা হইলাম তোমার কারণে॥
সুমিত্রা সপত্নী সে আমাতে অনুরক্ত।
তার পুত্র লক্ষ্মণ তোমার বড় ভক্ত॥
তোমার কুশল সে যে চাহে অনুক্ষণ।
অতি হিতকারী তব সুমিত্রা-নন্দন॥
এতেক কৌশল্যা দেবী কহিলেন কথা।
হেন কালে শ্রীলক্ষ্মণ আইলেন তথা॥
লক্ষ্মণেরে দেখিয়া হাসেন রঘুনাথ।
কৌশল্যারে বন্দেন লক্ষ্মণ জোড়হাত॥
লক্ষ্মণেরে প্রেমভরে দিয়া রাম কোল।
সহাস্য বদনে বলে, কত মিষ্ট বোল॥
মম ভক্ত ভাই তুমি পরম সুস্থির।
তুমি আমি ভিন্ন নহি, একই শরীর॥
আমার হিতৈষী তুমি, যদি পাই রাজ্য।
উভয়েতে মিলিয়া করিব রাজকার্য্য॥
এতেক বলিয়া রাম হইলা বিদায়।
আশীর্ব্বাদ করিল সকল রাণী তায়॥
গেলেন পিতার কাছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
রাজা বলে, রাম আইল, হৈল শুভক্ষণ॥
বশিষ্ঠ নারদ আদি আইল সেই স্থানে।
আজ্ঞা পেয়ে আয়োজন করে সর্ব্বজনে॥
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল রাজগণ।
রাম রাজা হবেন সকলে হৃষ্টমন॥
বিদ্যাধরী নাচে গায় গন্ধর্ব্বে সঙ্গীত।
চতুর্ভিতে জয়ধ্বনি শুনি সুললিত॥
লক্ষ লক্ষ পতাকা উড়িছে নানা রঙ্গে।
নানা দেশ হতে রাজা আসে সৈন্য সঙ্গে॥
নানা রঙ্গে রথ রথী হস্তী ঘোড়া সাজে।
নানা জাতি বাদ্য শুনি নানা দিকে বাজে॥
অধিবাস করিতে আইল ঋষি-মুনি।
রাম-জয় বলিয়া করিছে বেদ-ধ্বনি॥
নারিকেল গুবাক রোপিল সারি সারি।
ঘৃতের প্রদীপ জ্বালে প্রজার কুমারী॥
নানা রত্নে নির্ম্মাইল লক্ষ লক্ষ ঘর।
বিবিধ পতাকা উড়ে চালের উপর॥
পৃথিবীতে আছে যত নানা উপহার।
তাহা আনি লক্ষ লক্ষ ভরিল ভাণ্ডার॥

(১) কঠোরে—কঠিন ভাবে।

নানা রত্নে শোভিত বসনে পরিহিত (১)।
অযোধ্যার যত লোক সবে আনন্দিত ॥
রাম-অভিষেক শুনি সবে হয়ে প্রীত।
অনুরাগে যত লোক গায় সবে গীত ॥
আইল দেশের লোক অযোধ্যা নগরে।
কেহ নাচে, কেহ গায়, সানন্দ-অন্তরে ॥
অধিবাস দেখিতে আইল দেবগণ।
অন্তরীক্ষে রহে দূরে চাপিয়া বাহন ॥
ব্রহ্মা শিব আদি করি যত দেবগণ।
ভগবতী আদি করি দেবী অগণন ॥
অধিবাস দেখিতে বসিল সর্ব্বজন।
কৌতুকেতে পুষ্পবৃষ্টি করেন তখন ॥
ঋষিগণে দেখিয়া উঠিয়া রঘুনাথ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজে, করি প্রণিপাত ॥
বশিষ্ঠ বলেন, রাম, শাস্ত্রের বিহিত।
তব অধিবাস আমি করি যে উচিত ॥
পিতৃ-বিদ্যমানে ধর দণ্ড আর ছাতি।
নহুষ রাজার যেন তনয় যযাতি ॥
বশিষ্ঠ করেন সুমঙ্গল বেদ-ধ্বনি।
অখিল ভুবনে রাম-জয় শব্দ শুনি ॥
অধিবাস রামের হইল সমাপন।
দেখিয়া আনন্দে স্বর্গে গেল দেবগণ ॥
জয় জয় হুলাহুলি করে রামাগণ।
নৃত্য-গীতে আনন্দিত অযোধ্যা-ভুবন ॥
রাম-সীতা উপবাসী রহে দুই জন।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ, সকৌতুক মন ॥
নানা রত্ন ধন সবে দিলেক যৌতুক।
নিজালয়ে গেল সব দেখিয়া কৌতুক ॥
বলেন বশিষ্ঠ মুনি রাজার সদনে।
অধিবাস রামের হইল শুভক্ষণে ॥
শুনিয়া হাসেন রাজা আনন্দিত মনে।
নানা রত্ন দানে রাজা তুষিল ব্রাহ্মণে ॥
বেলার হইল শেষ চৈত্রের গগনে।
অধিবাস দেখি ঘরে গেল সর্ব্বজনে ॥
সুগন্ধি পুষ্পের গন্ধ বহে চতুর্ভিত।
দেবতুল্য বেশ সবে, শুইয়া নিদ্রিত ॥
রাত্রি অবসান হয়, সূর্য্যের উদয়।
শয়ন (২) ত্যজিল সবে সানন্দ-হৃদয় ॥
অযোধ্যাকাণ্ডেতে আজি রাম-অধিবাস।
মনের উল্লাসে গাহে কবি কৃত্তিবাস ॥

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্য-প্রাপ্তিতে সকলের আনন্দ।

রথ রথী ঘোড়া সাজে, নানা রঙ্গে বাদ্য বাজে,
মুনি সব করে জয়ধ্বনি।
জয় জয় হুলাহুলি, করে সবে কোলাকুলি,
সর্ব্বলোক—কি দুঃখী কি ধনী ॥
সব লোক আনন্দিত, গন্ধ-পুষ্প-সুশোভিত,
আমোদ প্রমোদ সব ঘরে।
স্বর্গপুরী তুল্য বেশ, অযোধ্যার সর্ব্বদেশ,
নাচে গায় হরিষ অন্তরে ॥
সবে ভাবে রঘুপতি, হইবেন মহীপতি,
ঘুচিল সবার আজি ক্লেশ।
না রহিবে দুঃখ শোক, আনন্দিত সর্ব্বলোক,
নিস্তার পাইল সর্ব্বদেশ ॥
ঘুচিল সকল ভয়, সবাই আনন্দময়,
রাম-নামে পাইবে নিস্কৃতি।
রাম বিষ্ণু-অবতার, লবেন সবার ভার,
বৈকুণ্ঠেতে করিবে বসতি ॥

(১) পরিহিত—যাহা পরা হইয়াছে। (২) শয়ন—শয্যা; বিছানা।

এতেক ভাবিয়া মনে, আনন্দিত সর্ব্বজনে,
আনন্দেতে পাসরে আপনা।
অযোধ্যার যত লোক, ভুলিল সকল শোক,
আনন্দে পূরিত সর্ব্বজনা ॥
নানা বস্ত্র অলঙ্কার, পরিধান সবাকার,
রূপে বেশে দেব-অবতার।
আনন্দে বিহ্বলপ্রায়, রাম-গুণ সবে গায়,
জয় জয় করে বারেবার ॥
অযোধ্যানগরবাসী, শিশু নারী দাস-দাসী,
মনে হয় অতি হরষিত।
ঘুচিবে সবার দুঃখ, ভুঞ্জিব বিবিধ সুখ,
এত বলি সবে আনন্দিত ॥
মধুর অযোধ্যাকাণ্ড, শুনিতে অমৃত-ভাণ্ড,
যাতে হয় পাপের বিনাশ।
রামায়ণ আকর্ণনে, (১) ইহা কৃত্তিবাস ভণে,
হয় অন্তকালে স্বর্গে বাস ॥

ভরতকে রাজা করিয়া রামকে বনে পাঠাইতে
কৈকেয়ীর প্রতি কুব্জার মন্ত্রণা দান

পূর্ণ স্বর্ণ-কুম্ভপরে শোভে আম্রসার।
শাস্ত্রের বিহিত সব মঙ্গল-আচার ॥
নানা রত্নে নির্ম্মাইল টুঙ্গী (২) শতে শতে।
নানা বর্ণে পতাকা উড়িছে প্রতিপথে ॥
প্রতিঘরে শোভা করে সুবর্ণের ঝারা।
নানা রত্নে লক্ষ লক্ষ নির্ম্মিত চৌতারা (৩) ॥
নানা রত্নে নির্ম্মিত আগার সারি সারি।
জিনিয়া অমরাবতী (৪) রম্যবেশ-ধারী ॥
ইন্দ্রপুরে যেমন সবার রম্যবেশ।
তেমনি মঙ্গল-যুক্ত অযোধ্যার দেশ ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ (৫) কভু না যায় খণ্ডন।
কে জানে পড়িবে আসি প্রমাদ কখন ॥
পূর্ব্বজন্মে ছিল নামে দুন্দুভি অপ্সরা।
জন্মিল সে কুঁজী হ'য়ে নামেতে মন্থরা ॥
তার পৃষ্ঠে কুঁজ যেন ভরন্ত (৬) ডাবরী (৭)।
কুটিলা কুরূপা কুঁজী ক্রূরকর্ম্মকারী ॥
কৈকেয়ীর চেড়ী, ভরতের ধাত্রী-মাতা।
রামের দুঃখের হেতু সৃজিল বিধাতা ॥
দশরথ পেয়েছিল বিবাহে সে চেড়ী।
রাম রাজা হন দেখি করে ধড়ফড়ী ॥
আকৃতি-প্রকৃতিতে কুৎসিত দেখি তারে।
সর্ব্বনাশ করে কুঁজী, থাকে যার ঘরে ॥
রামের দুঃখের হেতু তার উপাদান (৮)।
রাজার মরণ, কৈকেয়ীর অপমান ॥
মরিবে রাবণ যাতে বিধাতা সে জানে।
বিধাতা সৃজিল তারে এই সে কারণে ॥
আচম্বিতে কুঁজী চেড়ী আইল বাহিরে।
প্রজা আনন্দিত সব দেখিল নগরে ॥
টুঙ্গীর উপরে উঠি কুঁজী তাহা দেখে।
রাম রাজা হবে মহা হরষিত লোকে ॥
চেড়ী চেড়ী এক ঠাঁই টুঙ্গীর উপরে।
কুঁজী চেড়ী জিজ্ঞাসিল ইতর (৯) চেড়ীরে ॥
কি কারণ হরষিত অযোধ্যানগর।
কি হেতু কৌশল্যা রাণী হরিষ অন্তর ॥
কি জন্য রামের মাতা করে বহু দান।
সবে মেলি তোমরা কি কর অনুমান ॥

---

(১) আকর্ণনে—শ্রবণে। (২) টুঙ্গী—মাচার উপরের ছোট ঘর; (৩) চৌতারা—চত্বর। (৪) অমরাবতী—স্বর্গ। (৫) নির্ব্বন্ধ ঘটনা। (৬) ভরন্ত—স্থূল; বড়। (৭) ডাবরী—কলসী। (৮) উপাদান—এখানে সৃষ্টি প্রযুক্ত হইয়াছে। (৯) ইতর অন্য; অপর

আর চেড়ী বলে, তুমি না জান মন্থরা।
রামেরে করিতে রাজা ভূপতির ত্বরা॥
রাজার নিকট মৃত্যু গণিয়া অসার (১)।
এই হেতু রামেরে দিলেন রাজ্যভার॥
এমত শুনিল কুঁজী সে চেড়ীর মুখে।
বজ্রাঘাত হয় যেন মন্থরার বুকে॥
বিধাতার বাজি (২) কেবা করয়ে খণ্ডন।
কৈকেয়ীরে গালি দিতে করিল গমন॥
কৈকেয়ী আপন ঘরে ছিলেন শয়নে।
সত্বর মন্থরা গিয়া কহিল সেখানে॥
নির্ব্বুদ্ধি কৈকেয়ি, শুয়ে আছ কোন্ লাজে।
তোমার ভরত আজি মনোদুঃখে মজে॥
অপমানে মরিবি তুই শোকের সাগরে।
ভরতে এড়িয়া রাজা রামে রাজা করে॥
ভরতেরে রাজা কর, রাখ নিজ পণ।
রাজারে কহিয়া রামে পাঠাও কানন॥
রাম রাজা হইলে কিসের অধিকার।
ভরত হইলে রাজা সকলি তোমার॥
একে ত রাজার হও তুমি মুখ্যা রাণী।
ভরত হইলে রাজা, রাজার জননী॥
কৈকেয়ী বলেন, রাম ধার্ম্মিক তনয়।
কোন্ দোষে রামের করিব অপচয় (৩)॥
আমার গৌরব রাম রাখে অতিশয়।
করিতে রামের মন্দ উপযুক্ত নয়॥
গুণের সাগর রাম বিচারে পণ্ডিত।
পিতৃ-রাজ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র পাইতে উচিত॥
রাম রাজা হইলে সন্তুষ্ট সর্ব্বজনে।
তুষিবেন সবাকারে রাম বহু ধনে॥
ভরতেরে রাজ্য রাম দিবেন আপনি।
রাখিবেন আমার গৌরব বড় রাণী॥
রাম রাজা হইলে আমার বহুমান (৪)।
শুভ বার্ত্তা (৫) কহিলি, কি দিব তোরে দান॥
রাম রাজা হবেন হরিষ সর্ব্বজন।
হরিষে বিষাদ কুঁজি, কর কি কারণ॥
যত গুণ রামের কৈকেয়ী তাহা জানে।
মন্থরাকে দান দিতে চিন্তে মনে মনে॥
অঙ্গ হৈতে অলঙ্কার খুলি শশব্যস্তে (৬)।
আদরে কৈকেয়ী দেন মন্থরার হস্তে॥
কৈকেয়ী কহেন, কুঁজি, না কর উত্তর।
রাম রাজা হৈলে ধন দিব ত বিস্তর॥
কুপিতা মন্থরা চেড়ী দুই ওষ্ঠ কাঁপে।
কৈকেয়ীরে গালি পাড়ে অতুল প্রতাপে॥
হাত হৈতে অলঙ্কার ছড়াইয়া ফেলে।
দুই চক্ষু রাঙ্গা করি কৈকেয়ীরে বলে॥
কৈকেয়ি, তোমার দুঃখে হৃদয় বিদরে।
বলি হিত বিপরীত বুঝাও আমারে॥
সপত্নী-তনয় রাজা, তুমি আনন্দিতা।
কৌশল্যা তোমার চেয়ে বুদ্ধিতে পণ্ডিতা॥
নিজ পুত্রে রাজা করে স্বামীর সোহাগে।
থাকিবা দাসীর ন্যায় কৌশল্যার আগে॥
থাকিল কৌশল্যা রাণী সীতার সম্পদে।
দাঁড়াইতে নারিবি সীতার পরিচ্ছদে॥
কৌশল্যা জিনিলা তুমি সোহাগের দাপে (৭)।
নিজ পুত্রে রাজা করে সেই মনস্তাপে॥
ভরত থাকিল গিয়া মাতামহ-ঘরে।
রাজার কি দোষ দিব, না দেখি তাহারে॥
সতীনের আনন্দেতে সানন্দা সতিনী।
হেন অপরূপ কভু না দেখি না শুনি॥
লালিয়া পালিয়া বড় করিনু ভরতে।
মাতা-পুত্রে পড়িলা সে কৌশল্যার হাতে॥

(১) অসার—ক্ষণস্থায়ী। (২) বাজি—খেলা। (৩) অপচয়—ক্ষতি। (৪) বহুমান—গৌরবের বৃদ্ধি। (৫) শুভ বার্ত্তা—সুসংবাদ। (৬) শশব্যস্ত—তাড়াতাড়ি। (৭) সোহাগের দাপে—আদরের গর্ব্বে।

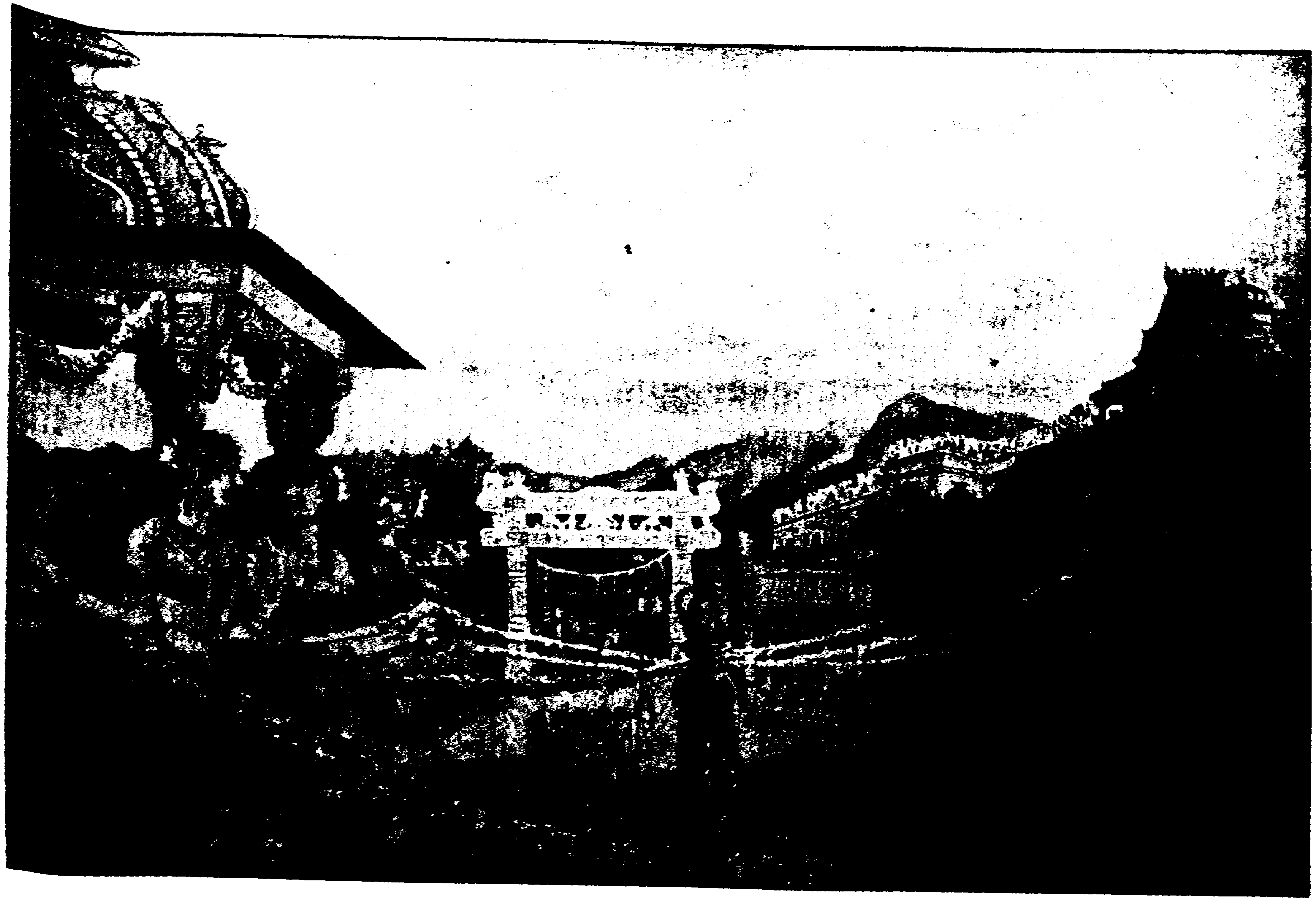

অযোধ্যার যে শোভা তা বর্ণিতে না পারি।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন বাল-বৃদ্ধ-নারী ॥—১০৯ পৃঃ

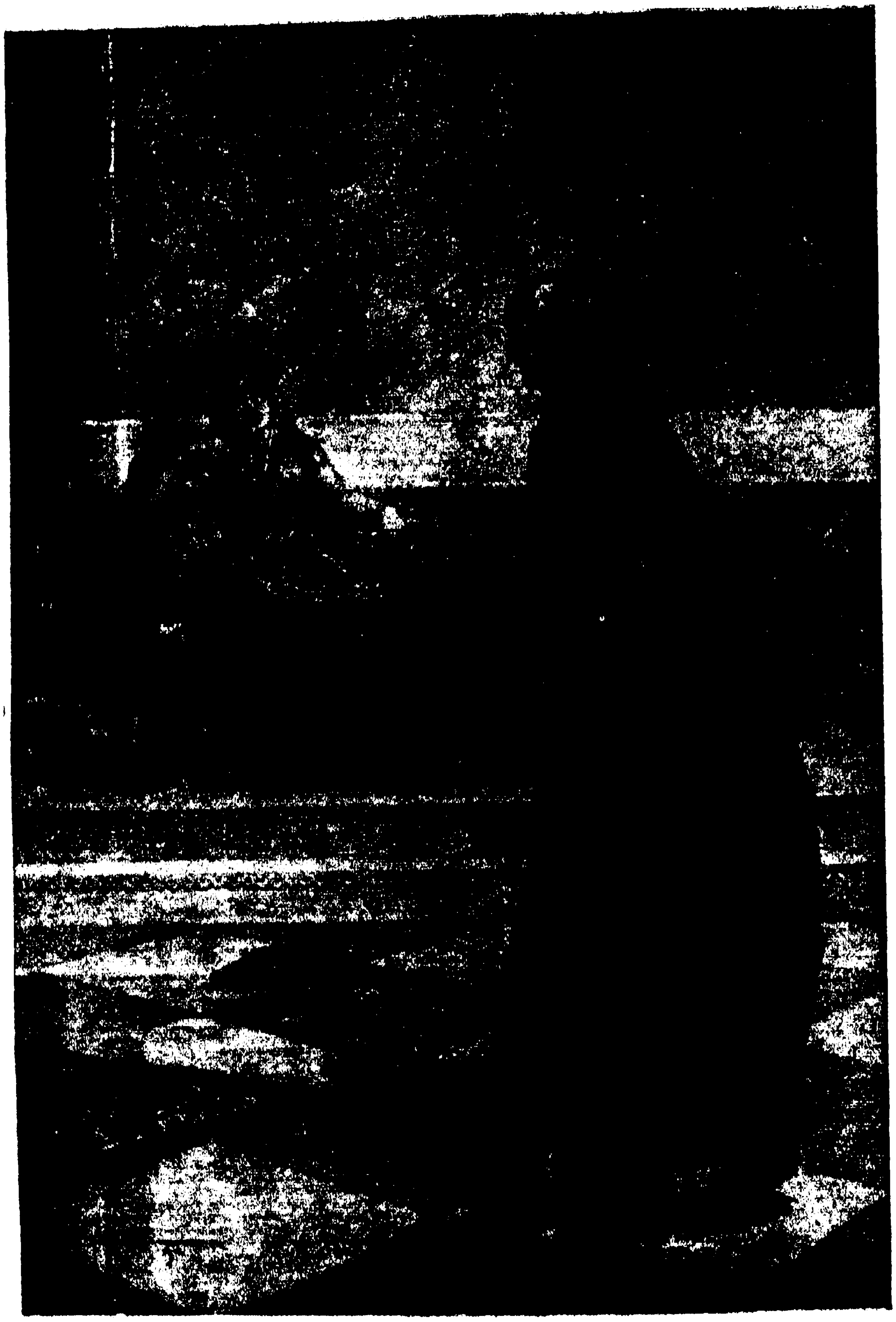

যত গুণ রামের কৈকেয়ী তাহা জানে।
মন্থরাকে দান দিতে চিন্তে মনে মনে ॥—১১৬ পৃঃ

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দুই একই শরীর।
উভয়ে করিবে রাজ্য, ভরত বাহির॥
তবে ত ভরত তোর হইল বঞ্চিত।
হিত কথা বলিলাম, বুঝিস্ অহিত॥
ভরত না পেয়ে রাজ্য না আসিবে দেশে।
না দেখিবে তব মুখ, থাকিবে প্রবাসে॥
মন্ত্রণা করিয়া রামে পাঠাও কানন।
ভরতেরে রাজ্য দেহ যদি লয় মন॥
শুনিয়া কুঁজীর কথা কৈকেয়ীর আশ।
কুঁজীর বচনে তার বুদ্ধি হৈল নাশ॥
দেব দৈত্য আদি লোক রাম হেতু সুখী।
মন্থরার বচনে কৈকেয়ী আজি দুখী॥
কৈকেয়ী বলেন, কুঁজী, তুমি হিতৈষিণী (১)।
রাম মম মন্দকারী কিছুই না জানি॥
ভরত প্রবাসে, রাম রাজা হবে আজি।
কেমনে অন্যথা করি যুক্তি বল কুঁজি॥
নৃপতির প্রাণ রাম গুণের সাগর।
কেমনে পাঠাব তারে বনের ভিতর॥
ঘরেতে রাখিব বরং রাজ্য নাহি দিব।
কোন্ দোষে শ্রীরামেরে বনে পাঠাইব॥
চারি পুত্র আছে তাঁর, ভরত বিদেশে।
অংশ অনুসারে ভাগ পাইবেন শেষে॥
জ্যেষ্ঠ ভাই আছে তার কর বিবেচনা।
কহ দেখি কুঁজি, তুমি কর কি মন্ত্রণা॥
সবে তুষ্ট শ্রীরামের মধুর বচনে।
হেন রামে কেমনে পাঠাবে রাজা বনে॥
ভরত পাইবে রাজ্য না দেখি উপায়।
যুক্তি বল ভরত কিরূপে রাজ্য পায়॥
কি প্রকারে রামের হইবে বনবাস।
ভরতেরে রাজ্য দিয়া পুরাইব আশ॥
কুঁজী বলে, যুক্তি চাহ যুক্তি দিতে পারি।
হেন যুক্তি দিব যে ভরতে রাজা করি॥
পূর্ব্ব কথা সকল আমার আছে মনে।
সে সকল কথা কহি, শুন সাবধানে॥
পূর্ব্বে যুদ্ধ করিল যে দানব সম্বর।
সেই যুদ্ধে মহারাজ ক্ষত-কলেবর॥
তাহাতে করিলা তুমি তাঁর সেবা-পূজা।
সুস্থ হৈয়া বর দিতে চাহিলেন রাজা॥
আরবার রাজার যে হইল বিস্ফোট (২)।
তাপ দিতে মুখের ঠেকিল দুই ঠোঁট॥
রক্ত পূঁয যতেক লাগিল তব মুখে।
তব যত দুঃখ রাজা দেখিল সম্মুখে॥
তোমার সেবায় রাজা পাইল নিস্তার।
বর দিতে চাহিল তোমারে পুনর্ব্বার॥
তখন বলিলা তুমি রাজার গোচর।
কুঁজী যবে বর চাহে তবে দিও বর॥
দুই বারের দুই বর থাক্ তব ঠাঁই।
কুঁজী যবে বর চাহে তবে যেন পাই॥
এই কথা কহিলা আসিয়া মোর স্থানে।
তুমি পাসরিলে, মোর সব আছে মনে॥
আজি রাম রাজা হবে বেলা-অবশেষে।
আগে আসিবেন রাজা তোমার সম্ভাষে (৩)॥
পট্ট বস্ত্র এড়ি (৪) পর মলিন বসন।
খসাইয়া ফেল যত গায়ের ভূষণ॥
ভূমিতে পড়িয়া থাক ত্যজিয়া আহার।
রাজা জিজ্ঞাসিবে তব দেখিয়া আকার॥
জিজ্ঞাসা করিবে রাজা, কোপের কারণ।
না দিও উত্তর তুমি করিও রোদন॥
বিবিধ প্রকারে তোমা করিবে সান্ত্বনা।
যাচিবে তোমায় বস্ত্র অলঙ্কার নানা॥

(১) হিতৈষিণী—মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী। (২) বিস্ফোট—বিষফোড়া; (৩) সম্ভাষে—আদর আপ্যায়িত করিবার জন্য। (৪) এড়ি—ত্যাগ করিয়া; ছাড়িয়া।

তবে পূর্ব্ব-নির্ব্বন্ধ কহিয়া তাঁর স্থান।
আগে সত্য করাইয়া পিছে মাগ দান॥
পূর্ব্বকথা রাজার অবশ্য হবে মনে।
দুই বর মাগিহ রাজার বিদ্যমানে॥
এক বরে করাইবা রাজা ভরতেরে।
আর বরে পাঠাইবা অরণ্যে রামেরে॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ যদি রাম থাকে বনে।
পৃথিবী পূরাবে তুমি ভরতের ধনে॥
তুমি যদি প্রাণ চাহ রাজা প্রাণ দিবে।
রাম হেন প্রিয় পুত্র বনে পাঠাইবে॥
এমন আসক্ত (১) রাজা তোমার উপর।
সত্যে বন্ধ আছে, কেন নাহি দিবে বর॥
ফিরিল কৈকেয়ী রাণী কুঁজীর বচনে।
অধর্ম্ম অযশ কিছু নাহি করে মনে॥
ঘোর ব্রহ্মশাপ আছে কৈকেয়ীর তরে।
সেই দোষে কৈকেয়ী প্রমাদ এত করে॥
পিত্রালয়ে কৈকেয়ী ছিলেন শিশু কালে।
করিয়াছিলেন ব্যঙ্গ ব্রাহ্মণেরে ছলে॥
তাহাতে জন্মিল ব্রাহ্মণের মনে তাপ।
কুপিয়া ব্রাহ্মণ তাঁরে দিল ব্রহ্মশাপ॥
দেখিয়া করিস্ ব্যঙ্গ, কহিস্ কর্কশ।
সর্ব্বলোকে গায় যেন তব অপযশ॥
ব্রহ্মশাপ কৈকেয়ীর না হয় খণ্ডন।
সেই হেতু ঘটিলেক এ সব ঘটন (২)॥
অনন্তর কৈকেয়ীর প্রসন্ন বদন।
করে ধরি কুঁজীরে করিল আলিঙ্গন॥
কুঁজীরে কৈকেয়ী কহে অতি হৃষ্টমনে।
তব তুল্য গুণবতী না দেখি ভুবনে॥
যত বল সকলি সে নহে ত কুৎসিত।
সকলি অহিত (৩) মম তুমি মাত্র হিত (৪)॥
নীলবাস পর তুমি বাঁকা আঁখিতারা।
সার্থক তোমার নাম হইল মন্থরা॥
গৌরবর্ণ ধর তুমি যেন চন্দ্রকলা।
গলায় তুলিয়া দেই দিব্য পুষ্পমালা॥
রত্নহার লও, পর কুঁজের উপর।
ভরত হইলে রাজা দিব ত বিস্তর॥
কুঁজীর দেখিয়া কুঁজ কৈকেয়ী বাখানে।
বিধাতা নির্ম্মিলা কুঁজ বড় শুভক্ষণে॥
যেমন বিস্তর সেবা করিলি আমার।
যদি দিন পাই, তবে, শুধিব সে ধার॥
যদি রাজা রামেরে পাঠায় আজি বন।
তবে সে করিব স্নান করিব ভোজন॥
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি তব বিদ্যমানে।
বনে পাঠাইব রামে দেখহ এক্ষণে॥
কৈকেয়ীর কথা শুনি কুঁজীর উল্লাস।
রচিল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥

রাজা দশরথের নিকট কৈকেয়ীর বর-প্রার্থনা।

কুঁজী বলে, কৈকেয়ী, বিলম্ব নাহি সাজে।
রাম রাজা হইলে নহিবে কোন কাজে॥
যাবৎ না দেয় রাজা রামে সিংহাসন।
তাবৎ রাজার ঠাঁই কর নিবেদন॥
এক্ষণে আসিবে রাজা তোমা সম্ভাষণে।
যেরূপ কহিবা, তাহা চিন্তা কর মনে॥
শুনিয়া কুঁজীর বাক্য কৈকেয়ী সে কালে।
আভরণ ফেলাইয়া লুটে ভূমিতলে॥
হেথা দশরথ রাজা হরষিত মনে।
চলিলেন কৌতুকে কৈকেয়ী-সম্ভাষণে॥
ভাবিলেন সম্ভাষিয়া আসিয়া সত্বর।
শ্রীরামে করিব আমি ছত্র-দণ্ড-ধর॥

---

(১) আসক্ত-অনুরক্ত; প্রেমান্ধ। (২) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। (৩) অহিত-(এখানে) শত্রু। (৪) হিত-(এখানে) বন্ধু; মিত্র।

নাহি গেলে কৈকেয়ী করিবে অনুযোগ (১)।
ধনজন বিফল আমার রাজ্যভোগ ॥
দশরথ নৃপতির নিকট মরণ।
ঘরে ঘরে কৈকেয়ীরে করে অন্বেষণ ॥
যে ঘরে কৈকেয়ী দেবী লোটে ভূমিপরে।
বিধির নির্ব্বন্ধ, রাজা গেল সেই ঘরে ॥
পূর্ব্বজ্ঞানে গেল রাজা, না জানে প্রমাদ।
গড়াগড়ি যায় রাণী, করিছে বিষাদ ॥
সরল-হৃদয় রাজা এত নাহি বুঝে।
অজগর সর্প যেন কৈকেয়ী গরজে ॥
দশরথ অতি বৃদ্ধ,কৈকেয়ী যুবতী।
কৈকেয়ী বিহনে আর তার নাহি গতি ॥
কৈকেয়ী যুবতী নারী দশরথ বুড়া।
বুড়ার যুবতী নারী প্রাণ হৈতে বাড়া ॥
প্রাণের অধিক রাজা কৈকেয়ীরে দেখে।
রাজার উড়িল প্রাণ কৈকেয়ীর দুঃখে ॥
ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসেন কম্পিত অন্তরে।
বনে মৃগ কাঁপে যেন বাঘিনীর ডরে ॥
কি হেতু করিলা ক্রোধ বল কার বোলে।
কোন্ ব্যাধি শরীরে, লোটাও ভূমিতলে ॥
ব্যাধিপীড়া হয় যদি তোমার শরীরে।
বৈদ্য আনি সুস্থ করি, বলহ আমারে ॥
পৃথিবীমণ্ডলে আমি রাজেন্দ্র-প্রধান।
হেন রাজা কেহ নাহি আমার সমান ॥
শুনিয়া আমার নাম দেব ডরে কাঁপে।
ত্রিভুবন দ্বারে খাটে আমার প্রতাপে ॥
সকল পৃথিবী মধ্যে মম অধিকার।
ধন জন যত আছে সকলি তোমার ॥
কোন্ কার্য্যে কৈকেয়ি, করহ অভিমান।
আজ্ঞা কর তাহাই তোমারে করি দান ॥
এত যদি কৈকেয়ী রাজার পায় আশ।
পূর্ব্বকথা তাঁর আগে করিল প্রকাশ ॥
রোগ পীড়া নহে মোর, পাই অপমান।
আগে সত্য কর, তবে পিছে মাগি দান ॥
কৈকেয়ী প্রমাদ পাড়ে রাজা নাহি জানে।
সত্য করে দশরথ প্রিয়ার বচনে ॥
মহাপাশ লাগি যেন মৃগ বনে ঠেকে (২)।
প্রমাদ পড়িবে, রাজা পাছু নাহি দেখে ॥
ভূপতি বলেন, প্রিয়ে, নিজ কথা বল।
সত্য করি যদ্যপি তোমারে করি ছল ॥
যেই দ্রব্য চাহ তুমি, তাহা দিব দান।
আছুক অন্যের কাজ, দিতে পারি প্রাণ ॥
কৈকেয়ী বলেন, সত্য করিলা আপনি।
অষ্টলোকপাল (৩) সাক্ষী, শুন সত্য বাণী ॥
নক্ষত্র ভাস্কর চন্দ্র যোগ তিথি বার।
রাত্রি দিবা সাক্ষী হও সকল সংসার ॥
একাদশ রুদ্র সাক্ষী, দ্বাদশ আদিত্য।
স্থাবর জঙ্গম সাক্ষী, যারা আছে নিত্য ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল শুনহ বাপ ভাই।
সবে সাক্ষী; রাজার নিকটে বর চাই ॥
অবধান কর রাজা, ধার (৪) মোর ধার (৫)।
মোর ধার শোধি তুমি সত্যে হও পার ॥
যুদ্ধে তব হয়েছিল ক্ষত কলেবর।
সেবিলাম, তাহে দিতে চেয়েছিলে বর ॥
করিলাম পুনর্ব্বার বিস্ফোটে তারণ।
তুষ্ট হ'য়ে বর দিতে চাহিলা রাজন্ ॥

---

(১) অনুযোগ—এখানে অভিমান অর্থে ব্যবহৃত। (২) ঠেকে—আটক পড়ে। (৩) অষ্টলোকপাল—শিব, কুবের, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, বায়ু, যম ও নৈঋত। (৪) ধার—ক্রিয়াপদ, ঋণী আছ। (৫) ধার—ঋণ।

তবে আমি বলিলাম, তোমারে গোঁসাঞি।
পশ্চাতে মাগিব বর এখন না চাই॥
আজি মম নিবেদন তোমার গোচর।
এইক্ষণে চাই রাজা সেই দুই বর॥
এক বরে ভরতেরে দেহ সিংহাসন।
আর বরে শ্রীরামেরে পাঠাও কানন॥
চতুর্দ্দশ বৎসর থাকুক রাম বনে।
ততকাল ভরত বসুক সিংহাসনে॥
দুই বর দিয়া কর প্রতিজ্ঞা পালন।
ভরত হউক রাজা, রাম যাক বন॥
দুরন্ত বচনে রাজা হইল কম্পিত।
আছাড় খাইয়া পড়ে হইয়া মূর্চ্ছিত॥
অচেতন হইলেন, নাহিক সংবিত (১)।
উদ্‌ভ্রান্ত (২) নয়ন-যুগ সঘনে ঘূর্ণিত॥
কৈকেয়ী-বচন যেন শেল বুকে ফুটে।
চেতন পাইয়া রাজা ধীরে ধীরে উঠে॥
মুখে ধূলা উঠে, রাজা কাঁপিছে অন্তরে।
হতজ্ঞান দশরথ বলে ধীরে ধীরে॥
পাপীয়সি, আমারে বধিতে তব আশা।
স্ত্রীপুরুষ যত লোক কহিবে কুভাষা॥
রাম বিনা আমার নাহিক অন্য গতি।
আমারে বধিতে তোরে কে দিল দুর্ম্মতি॥
রাজ্য ছাড়ি যখন শ্রীরাম যাবে বন।
সেই দিনে সেই ক্ষণে আমার মরণ॥
স্বামী যদি থাকে, তবে নারীর সম্পদ।
তিন কুল (৩) মজাইলি স্বামী করি বধ॥
স্বামি-বধ করিয়া পুত্রেরে দিবি রাজ্য।
চণ্ডাল-হৃদয়া (৪) তুই করিলি কি কার্য্য॥
এই কথা ভরত যদ্যপি আসি শুনে।
আপনি মরিবে, কি মারিবে সেই ক্ষণে॥
মাতৃবধ-ভয়ে যদি না লয় পরাণ।
করিবে তথাপি তোর বহু অপমান॥
বিষদন্তে দংশিলি রে কাল-ভুজঙ্গিনী (৫)।
তোরে ঘরে আনি আমি মজিনু আপনি॥
কোন্ রাজা আছে কোথা স্ত্রী-বশ এমন।
পত্নীর কথায় কেবা ত্যজেছে নন্দন॥
কোন্ রাজা দেখেছিস পত্নীর কথায়।
প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রে কাননে পাঠায়॥
দশ হাজার বর্ষ লোক জীয়ে (৬) ত্রেতাযুগে।
নয় হাজার বর্ষ রাজ্য করি নানা ভোগে॥
আর এক হাজার বৎসর আয়ু আছে।
পরমায়ু থাকিতে মজিনু তোর কাছে॥
প্রমাই (৭) থাকিতে মোর বধিলি পরাণ।
পায়ে পড়ি, কৈকেয়ী, করহ প্রাণদান॥
কৈকেয়ীর পায়ে রাজা লোটে ভূমিতলে।
সর্ব্বাঙ্গ তিতিল তাঁর নয়নের জলে॥
প্রভাতে বসিব কল্য সভা-বিদ্যমানে।
পৃথিবীর যত রাজা আসিবে সে স্থানে॥
অধিবাস রামের হইল সবে জানে।
কি বলিয়া ভাণ্ডাইব সে সকল জনে॥
ক্ষমা কর কৈকেয়ী, করহ প্রাণরক্ষা।
নিজ সোহাগের (৮) তুমি বুঝিলা পরীক্ষা॥
স্ত্রীবাধ্য না হয় কেহ আমার এ বংশে।
তোর দোষ নহে, আমি মজি নিজ দোষে।
স্ত্রীবশ যে জন তার হয় সর্ব্বনাশ।
গাইল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥

---

(১) সংবিত—জ্ঞান; চেতনা; (২) উদ্‌ভ্রান্ত পাগলের মত। (৩) তিনকুল—পিতৃকুল, মাতৃকুল, শ্বশুরকুল। (৪) চণ্ডাল-হৃদয়া—কঠিন প্রাণা। (৫) কাল-ভুজঙ্গিনী—কাল সাপিনী। (৬) জীয়ে - বাঁচে। (৭) প্রমাই—পরমায়ু। (৮) সোহাগের—আদরের।

পিতৃ-সত্য-পালনার্থ শ্রীরামচন্দ্রের বন-গমনোদ্‌যোগ।

কৈকেয়ী বলেন, সত্য আপনি করিলা।
সত্য করি বর দিতে কাতর হইলা॥
সত্য ধর্ম্ম তপ রাজা করে বহু শ্রমে।
সত্য নষ্ট করিলে কি করিবেক রামে॥
সত্য লঙ্ঘে যে তাহার হয় সর্ব্বনাশ।
যে সত্য পালন করে তার স্বর্গবাস॥
যত রাজা হইলেন চন্দ্র-সূর্য্য-বংশে।
সে সবার যশঃ-গুণ সকলে প্রশংসে॥
যযাতি নামেতে রাজা পালিল পৃথিবী।
দেবযানী নামে তার মুখ্যা মহাদেবী॥
শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র হৈল সবার কনিষ্ঠ।
পত্নীর বচনে রাজা তাঁরে দিল রাষ্ট্র (১)॥
শিবি নামে রাজা ছিল পৃথিবীর পাতা।
অসমসাহসী বীর, নহে অল্প-দাতা॥
এক দ্বিজ ছিল, তাঁর অন্ধ দুই আঁখি।
অত্যন্ত দরিদ্র, কিছু উপায় না দেখি॥
ঐ অন্ধ শিবিরাজে সত্য করাইল।
নিজ দুই চক্ষু শিবি তাঁরে দান দিল॥
আপনি হইল অন্ধ, চক্ষে নাহি দেখে।
সত্য পালি সেই রাজা গেল স্বর্গলোকে॥
ইক্ষ্বাকু নামেতে রাজা ছিল সূর্য্যবংশে।
ইক্ষ্বাকুর বংশ বলি সকলে প্রশংসে॥
পিতৃ-সত্য করিলেন ইক্ষ্বাকু পালন।
কনিষ্ঠ ভ্রাতার তরে দিল রাজ্যধন॥
পৃথিবী ডুবাতে পারে সাগরের নীরে।
সাগর না বাড়ে পূর্ব্ব সত্য পালিবারে (২)॥

করিলে যে সত্য মোরে দিবে দুই বর।
এখন কাতর কেন হও নৃপবর॥
নারীর মায়ার সন্ধি পুরুষে কি পায়।
দশরথ পড়িলেন কৈকেয়ী-মায়ায়॥
ভূমে গড়াগড়ি রাজা যায় অভিমানে।
এতেক প্রমাদ-কথা কেহ নাহি জানে॥
অধিবাস হইয়াছে জানে সর্ব্বজন।
সবে বলে, বশিষ্ঠ, হইল শুভক্ষণ॥
কালি শ্রীরামের হইয়াছে অধিবাস।
আজি কেন বিলম্ব, না জানি সে আভাস (৩)॥
রাজার প্রতাপে হয় ত্রিভুবন বশ।
ভিতরে যাইতে কেহ না করে সাহস॥
পাত্র মিত্র বলে, শুন সুমন্ত্র সারথি।
তোমা বিনা অন্তঃপুরে কারো নাহি গতি॥
ঝাট যাহ সুমন্ত্র সারথি, অন্তঃপুরে।
সকল দেশের রাজা আসিয়াছে দ্বারে॥
রাম-অভিষেকে আসিয়াছে দেবগণ।
এতক্ষণ বিলম্ব রাজার কি কারণ॥
সুমন্ত্র সারথি গেল সকলের বোলে।
দেখে, রাজা অজ্ঞান লোটায় ভূমিতলে॥
সুমন্ত্র বলিছে, কেন লোটাও রাজন্।
রামে রাজা করিতে হইল শুভক্ষণ॥
ত্রিলোকের রাজা সব আসিয়াছে দ্বারে।
বিলম্ব না কর রাজা, চলহ বাহিরে॥
রাজা বলিলেন, পাত্র, না জান কারণ।
মোরে বধ করিবারে কৈকেয়ীর মন॥
বুকে শেল মারিয়াছে বলিয়া কুবাণী।
তার সত্যে বন্দী আমি হয়েছি আপনি॥

(১) রাষ্ট্র—রাজ্য। (২) দাক্ষিণাত্যের উপকূলবাসী মুনিগণের যজ্ঞীয় দ্রব্যাদি সমুদ্র-স্রোতে ভাসিয়া গিয়া তপোবিঘ্ন উপস্থিত হয়। এই জন্য মুনিগণ নিরুপায় হইয়া মহর্ষি অগস্ত্যের শরণাপন্ন হন। অগস্ত্য মুনিগণের প্রার্থনায় সমুদ্র-শাসনের জন্য সাগরতীরে উপস্থিত হইলে সমুদ্র অগস্ত্যের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি কখনও কোনো কারণে কূল পরিত্যাগ করিবেন না। (৩) আভাস—কারণ; সূচনা।

শীঘ্র রামে আন গিয়া আমার বচনে।
তুমি আমি রাম যুক্তি করি তিন জনে॥
কৈকেয়ী বলেন, যাহ সুমন্ত্র ত্বরিত।
শীঘ্র রামে আন, নহে বিলম্ব উচিত॥
শুনিয়া চলিল রথ লইয়া সারথি।
উপস্থিত হইল যেখানে রঘুপতি॥
বাহিরে থুইয়া রথ গেল অন্তঃপুরে।
জোড়হাতে কহে গিয়া রামের গোচরে॥
কৈকেয়ীর সঙ্গে রাজা যুক্তি করে ঘরে।
আমারে যে পাঠাইলা লইতে তোমারে॥
মুখ্যপাত্র সুমন্ত্র শ্রীরাম তাহা জানি।
গৌরবে দিলেন তাঁরে আসন আপনি॥
শ্রীরাম বলেন, পিতৃ-আজ্ঞা শিরে ধরি।
বিলম্ব না করি আর, চল যাত্রা করি॥
যাত্রাকালে শ্রীরাম বলেন শুন সীতা।
আমি রাজ্য পাইব, বিমাতা চিন্তান্বিতা॥
কোন্ যুক্তি কুঁজী দিল বিমাতার তরে।
না জানি বিমাতা আজি কোন্ যুক্তি করে॥
রাজা সহ কৈকেয়ী কি করে অনুমান (১)।
জানি আসি পিতা কি করেন সম্বিধান (২)॥
সীতা-স্থানে লইলেন শ্রীরাম বিদায়।
প্রকোষ্ঠ (৩) তিনেক সীতা অনুব্রজি যায়॥
বাটীর বাহির হইলেন রঘুনাথ।
চারিভিতে ধায় লোক করি জোড়হাত॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে চড়িলেন রথে।
দেখিতে সকল লোক ধায় চারিভিতে॥
উর্দ্ধশ্বাসে ধাইলেক নারী গর্ভবতী।
লজ্জা-ভয় নাহি মানে কুলের যুবতী॥
কি করিবে স্বামী, কি করিবে ধনে জনে।
ঘুচিবে সকল পাপ রাম-দরশনে॥

সারি সারি লোক সবে দাণ্ডাইয়া চায়।
শ্রীরামের যত গুণ সর্ব্বলোকে গায়॥
বহু ভাগ্যে পাইলাম তোমা হেন রাজা।
জন্মে জন্মে রাম যেন করি তব পূজা॥
সর্ব্বক্ষণ দেখি যেন তোমার বদন।
সর্ব্বলোক মুক্ত হবে দেখিয়া চরণ॥
রামরূপে নারীগণ মজাইল চিত।
নয়নে না চান রাম পরনারী ভিত॥
রূপ দেখি নারী সব মনে পুড়ে মরে।
কপাল নিন্দিয়া সবে গেল নিজ ঘরে॥
ঘরে গিয়া সবাকার মন নহে স্থির।
পিতৃকাছে প্রবেশ করেন রঘুবীর॥
এক প্রকোষ্ঠের বহিঃ (৪) রহেন লক্ষ্মণ।
ভিতর আবাসে রাম করেন গমন॥
দশরথ রাজা ভূমে লোটে অভিমানে।
কৈকেয়ী রাজার কাছে আছে সেইখানে॥
শ্রীরাম বলেন, মাতা, কহ ত কারণ।
কেন পিতা বিষাদিত ভূমেতে শয়ন॥
কোপ যদি করেন, হাসেন আমা দেখে।
আজি কেন জিজ্ঞাসিলে কথা নাহি মুখে॥
কোন্ দোষ করিলাম পিতার চরণে।
উত্তর না দেন পিতা কিসের কারণে॥
ভরত শত্রুঘ্ন দুই ভাই নাহি দেশে।
মাতুলের আলয়েতে রহিল প্রবাসে॥
বহু দিন গত, না আইল দুই জন।
সেই মনোদুঃখে বুঝি বিরস-বদন॥
কোন জন কিম্বা করিয়াছে অপরাধ।
ভূমে লোটাইয়া তেঁই করেন বিষাদ॥
তুমি বুঝি পিতারে কহিলা কটু বাণী।
সত্য করি কহ গো বিমাতা ঠাকুরাণি॥

(১) অনুমান—এখানে যুক্তি; পরামর্শ। (২) সম্বিধান—ব্যবস্থা। (৩) প্রকোষ্ঠ—কুঠারী; অপরার্থ কণুই হইতে হাতের কব্জি পর্য্যন্ত। (৪) বহিঃ—বাহিরে।

কি করিবে রাজ্যভোগে পিতার অভাবে।
আমারে কহ গো সত্য, প্রাণ পাই তবে॥
কি আজ্ঞা পিতার আমি করিব পালন।
সেই কথা মাতা মোরে কহ বিবরণ॥
আছুক পিতার কার্য্য তোমার বচনে।
রাজ্য ছাড়ি, প্রাণ ছাড়ি, কি ছার জীবনে॥
শ্রীরাম সরল, সে কৈকেয়ী পাপ-হিয়া(১)।
কহিতে লাগিল কথা নিষ্ঠুর হইয়া॥
দৈত্য-যুদ্ধে মহারাজ ঘায়েতে জর্জ্জর।
তাতে সেবিলাম, দিতে চাহিলেন বর॥
বিস্ফোট হইল পুনঃ করি সেবা-পূজা।
তাহে অন্য বর দিতে চাহিলেন রাজা॥
দুই বারের দুই বর আছে মম ধার।
মম ধার শুধি তাঁরে সত্যে কর পার॥
এক বরে ভরতে করিব দণ্ডধর।
আর বরে বনে তুমি চৌদ্দ বৎসর॥
শিরে জটা ধরি তুমি পরিয়া বাকল।
চৌদ্দ বৎসর বনে খাইবা মূল-ফল॥
শুনিয়া কহেন রাম সহাস্য বদনে।
তোমার আজ্ঞায় মাতা এই যাই বনে॥
করিয়াছ কোন্ কাজে পিতারে মূর্চ্ছিত।
লঙ্ঘিতে তোমার আজ্ঞা নহে ত উচিত॥
আছুক পিতার কাজ, তুমি আজ্ঞা কর।
তব আজ্ঞা সকল হইতে মহত্তর॥
তব প্রীতি হবে, রবে পিতার বচন।
চতুর্দ্দশ বৎসর থাকিব গিয়া বন॥
ভরতেরে ত্বরিতে আনাও মাতা দেশ।
ভরত হইলে রাজা আনন্দ অশেষ॥
কোন দোষ নাহি মাতা তাহার শরীরে।
ধন-জন-রাজ্যভোগ দেহ ভরতেরে॥
কৈকেয়ী বলেন, রাম, আগে যাহ বন।
ভরত আসিবে তবে এই নিকেতন (২)॥
আমার কথাতে কোপ না করিহ মনে।
শিরে জটা ধরি তুমি আজি যাহ বনে॥
হেঁট মাথা করিয়া শুনেন মহারাজ।
কি কহিব কৈকেয়ীর নাহি হয় লাজ॥
কৈকেয়ীর প্রতি রাম কহেন আশ্বাস।
বিলম্ব নাহিক, আজি যাব বনবাস॥
যাবৎ মায়েরে সীতা করি সমর্পণ।
তাবৎ বিলম্ব মাতা সহিবা এখন॥
ভূমে লোটাইয়া রাজা আছেন বিষাদে।
শুনেন দোঁহার বাক্য স্বপ্ন হেন বোধে॥
রামচন্দ্র পিতার চরণদ্বয় বন্দে।
দশরথ ক্রন্দন করেন নিরানন্দে॥
পিতারে প্রণমি রাম চলেন ত্বরিত।
'হা রাম' বলিয়া রাজা হ'লেন মূর্চ্ছিত॥
মুখে নাহি শব্দ আর নাহিক চেতন।
হইলেন বাহির যে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
রামের এ সব কথা কেহ নাহি শুনে।
প্রাণের দোসর (৩) মাত্র লক্ষ্মণ সে জানে॥
করেন কৌশল্যাদেবী দেবতা পূজন।
ধূপ ধূনা ঘৃতদীপ জ্বালিলা তখন॥
নানা উপহারে রাণী পূরিয়াছে ঘর।
সাত শত সপত্নী সে ঘরের ভিতর॥
সবে মাত্র কৈকেয়ী নাহিক একজন।
সাত শত রাণী আর বহু নারীগণ॥
কৌশল্যার কাছে থাকে সাত শত রাণী।
রাম-জয় এই মাত্র শব্দ সদা শুনি॥
হেন কালে শ্রীরাম মায়ের পদ বন্দে।
আশীর্ব্বাদ করে রাণী পরম আনন্দে॥

(১) পাপ-হিয়া—পাপ-প্রাণা। (২) নিকেতন—ঘর। (৩) দোসর—সঙ্গী; সহায়।

তোমারে দিলেন রাজা নিজ রাজ্যদান।
সুপ্রসন্না রাজলক্ষ্মী করুন কল্যাণ ॥
সূর্য্যবংশী রাজারা আসিয়া তব স্থান।
তোমার করিয়া পূজা করিবে সম্মান ॥
নানাবিধ সুখ ভুঞ্জ, হও চিরজীবী।
চিরকাল রাজ্য কর, পালহ পৃথিবী ॥
সেবিলাম শিব-শিবা-চরণ-কমলে।
তুমি পুত্র, রাজা হও সেই পুণ্য-ফলে ॥
শ্রীরাম বলেন, মাতা, হর্ষ কর কিসে।
হাতেতে আইল নিধি গেল দৈবদোষে ॥
তুমি আমি সীতা আর অনুজ লক্ষ্মণ।
শোক-সিন্ধু-নীরে আজি মজি চারি জন ॥
তোমারে কহিতে কথা আমি ভীত হই।
প্রমাদ পড়িল মাতা বিমাতা কৈকেয়ী ॥
বিমাতার বচনে যাইতে হৈল বন।
ভরতেরে রাজ্য দিতে বিমাতার মন ॥
শুনিয়া পড়িল রাণী হইয়া মূর্চ্ছিত।
'মা মা' বলি রামচন্দ্র ডাকেন ত্বরিত ॥
'মা মা মা' বলিয়া রাম উচ্চৈঃস্বরে ডাকে।
মাতৃবধ করি বুঝি ডুবিনু নরকে ॥
কৌশল্যারে ধরি তোলে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
বহুক্ষণে কৌশল্যার হইল চেতন ॥
চৈতন্য পাইয়া রাণী বলে ধীরে ধীরে।
সকল বৃত্তান্ত সত্য কহ ত আমারে ॥
মোর দিব্য লাগে, যদি ভাঁড়াও আমায়।
কি দোষে কৈকেয়া বনে তোমারে পাঠায় ॥
শ্রীরাম বলেন, মাতা, দৈবের ঘটন।
বিমাতার দোষ নাই বিধির লিখন ॥
পিতৃসেবা বিমাতা করিল বার-বার।
দুই বর দিতে ছিল পিতার স্বীকার ॥
আজি আমি রাজা হব সকলের আগে।
শুনিয়া বিমাতা সেই দুই বর মাগে ॥
এক বরে ভরতে করিতে দণ্ডধর।
আর বরে আমি যাই বনের ভিতর ॥
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি।
বিমাতার সেবায় পিতার প্রীতি অতি ॥
তুমি যদি সেবা মাতা করিতে পিতার।
তবে কেন এত তাপ ঘটিবে তোমার ॥
এত যদি কহিলেন শ্রীরাম মায়েরে।
ফুটিল দারুণ শেল কৌশল্যা-অন্তরে ॥
কাটিলে কদলী যেন লোটায় ভূতলে।
'হা পুত্র' বলিয়া রাণী রাম প্রতি বলে ॥
গুণের সাগর পুত্র যার যায় বন।
সে নারী কেমনে আর রাখিবে জীবন ॥
রাজার প্রথম জায়া (১) আমি মহারাণী।
চণ্ডালী হইল মোর কৈকেয়ী সতিনী ॥
ঘটাইল প্রমাদ কৈকেয়ী পাপীয়সী।
রাজারে কহিয়া রামে করে বনবাসী ॥
চণ্ডালের ধর্ম্ম বাপু আমি নাহি চাই।
সতীনের অপযশ-কথা সব গাই ॥
সূর্য্যবংশ-রাজ্যে নাই অকাল-মরণ।
এই সে কারণে মম না যায় জীবন ॥
পূজিলাম কত শত দেব-দেবীগণে।
তার কি এ ফল বাছা তুমি যাও বনে ॥
সূর্য্যবংশে যত যত রাজা জন্মেছিল।
বল দেখি, স্ত্রীর বাক্যে কে হেন করিল ॥
অযশ রাখিল রাজা নারীর বচনে।
স্ত্রী-বশ পিতার বাক্যে কেন যাবে বনে ॥
স্ত্রীর বাক্যে যিনি পুত্রে পাঠান কাননে।
এমন পিতার কথা না শুনিহ কানে ॥

---

(১) জায়া—যাহাতে আত্মা স্বয়ং অপত্যরূপে জন্মগ্রহণ করে।

লক্ষ্মণ বলেন, সত্য তব কথা পূজি।
স্ত্রীবশ-পিতার বাক্যে কেন রাজ্য ত্যজি॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্য পায় ইহা সবে ঘোষে।
হেন পুত্রে বনে রাজা পাঠান কি দোষে॥
আগে রাজ্য দিয়া পরে পাঠান কাননে।
হেন অপযশ পিতা রাখেন ভুবনে॥
যাবৎ এ সব কথা না হয় প্রচার।
তাবৎ শ্রীরামচন্দ্র লহ রাজ্যভার॥
বার্দ্ধক্যে দুর্ব্বুদ্ধি রাজা নিতান্ত পাগল।
করিয়াছে বাধ্য তাঁরে কৈকেয়ী কেবল॥
যদি রঘুনাথ, আমি তব আজ্ঞা পাই।
ভরতে খণ্ডিয়া রাজ্য তোমারে দেওয়াই॥
আমি এই আছি রাম, তোমার সেবক।
আজ্ঞা কর, ভরতের কাটিব কটক॥
তুমি যদি হস্তে প্রভু ধর ধনুর্ব্বান।
তব রণে কোন্ জন হবে আগুয়ান॥
কৌশল্যা বলেন, রাম, কি বলে লক্ষ্মণ।
বিমাতার বাক্যে তুমি কেন যাবে বন॥
এক সত্য পালহ পিতার অঙ্গীকার।
ভরতের করে দেহ সব রাজ্যভার॥
অন্য সত্য পালিতে নাহিক প্রয়োজন।
দেশে থাক রাম, তুমি না যাইও বন॥
মায়ের বচন লঙ্ঘি পিতৃবাক্য ধর।
পিতা হৈতে মাতা তব অতি মহত্তর॥
গর্ভে ধরি দুঃখ পায় স্তন্য দিয়া পোষে।
হেন মাতৃ-আজ্ঞা রাম, লঙ্ঘ তুমি কিসে॥
বাপের বচন রাখ, লঙ্ঘ মাতৃ-বাণী।
কোন শাস্ত্রে হেন কথা কোথাও না শুনি॥
শ্রীরাম বলেন, মাতা, শুন এক কথা।
পিতা অতিশয় মান্য তোমার দেবতা॥
দেখহ পরশুরাম পিতার কথায়।
অস্ত্রাঘাত করিলেন মায়ের মাথায় (১)॥
পিতার আজ্ঞায় অষ্টাবক্রের গোবধ (২)।
সগর আজ্ঞায় পুত্রগণের আপদ (৩)॥
বাপের আদেশে মুনি বরুণ-আলয়ে।
পশি কত কাল কাটে বিষাদিত হয়ে (৪)॥
সত্য না লঙ্ঘেন পিতা সত্যেতে তৎপর।
মম দুঃখে পিতা অতি অন্তরে কাতর॥
পিতৃ-সত্য আমি যদি না করি পালন।
বৃথা রাজ্যভোগ মম, বৃথাই জীবন॥
বর্জ্জিবেন বিমাতারে পিতা লয় মনে।
করিহ তাঁহার সেবা তুমি রাত্রি দিনে॥
কৌশল্যা বলেন, রাম, সত্যে যাও বন।
তুমি বনে গেলে আমি ত্যজিব জীবন॥
মাতৃ-বধ করিলে হইবে তব পাপ।
মাতৃ-বধ-পাপে রাম বড় পাবে তাপ॥
পিতৃ-সত্য পালিবা সে মায়ের মরণে।
কোন্ পাপ বড় রাম, ভাব দেখি মনে॥
আস্ফালন লক্ষ্মণ করেন অতিশয়।
শ্রীরাম বলেন, তব বুদ্ধি ভাল নয়॥
যত যত্ন কর তুমি রাজ্য লইবারে।
তত যত্ন করি আমি যাইতে কান্তারে (৫)॥
বিমাতার দোষ নাহি, দোষী নহে কুঁজী।
সকল দেখিবা ভাই বিধাতার বাজি॥
বিমাতা জানেন ভাল আমার চরিত।
জানিয়া শুনিয়া করিলেন বিপরীত॥
ভরত হইতে তাঁর আমা প্রতি আশা।
বিমাতার দোষ নাই, আমার দুর্দ্দশা।
যে দিন যে হবে, তাহা বিধি সব জানে।
দুঃখ না ভাবিহ ভাই, ক্ষমা দেহ মনে॥

(১) (২) (৩) (৪)—বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। (৫) কান্তারে—বনে।

দুঃখ না ভুঞ্জিলে কর্ম্ম না হয় খণ্ডন।
দুঃখ-সুখ দেখ ভাই ললাট-লিখন ॥
প্রবোধ না মানে কালসর্প যেন গর্জ্জে।
সুমিত্রাকুমার বীর ঘন ঘন তর্জ্জে ॥
ধনুকেতে গুণ দিয়া চাহে চারিভিতে।
কুপিয়া লক্ষ্মণ বীর লাগিল কহিতে ॥
রাজ্যখণ্ড ছাড়িয়া হইব বনবাসী।
রাজ্যভোগ ত্যজি ফল-মূল-অভিলাষী ॥
সন্ন্যাস তপস্যা যত ব্রাহ্মণের কর্ম্ম।
ক্ষত্রিয়ের সদা যুদ্ধ, সেই তার ধর্ম্ম ॥
ক্ষত্রিয় কোথায় কে করেছে বনবাস।
শত্রুর বচনে কেন ছাড়ি রাজ্য-আশ ॥
সবে জানে বিমাতা শত্রুর মধ্যে গণি।
তার বাক্যে রাজ্য ছাড়ে কোথাও না শুনি ॥
তোমা বিনা পিতার মনেতে নাই আন।
তুমি বনে গেলে পিতা ত্যজিবেন প্রাণ ॥
তোমা বিনা রাজা যাইবেন পরলোকে।
প্রাণ ত্যজিবেন মাতা তোমা পুত্রশোকে ॥
এই শোকে পিতা মাতা মরিবে দু'জনে।
পিতা মাতা বধ তুমি কর কি কারণে ॥
অকারণে হের এ আজানু-বাহুদণ্ড।
অকারণে ধরি আমি ধনুক প্রচণ্ড ॥
অকারণে ধরি খড়্গ চর্ম্ম ভল্ল শূল।
আজ্ঞা কর, ভরতেরে করিব নির্ম্মূল ॥
সকল হইল ব্যর্থ এ সব সম্পদ।
আমি দাস থাকিতে প্রভুর এ আপদ ॥
শ্রীরাম বলেন, তার নাহি অপরাধ।
ভরত না জানে কিছু এতেক প্রমাদ ॥
অকারণ ভরতেরে কেন কর রোষ।
বিধির নির্ব্বন্ধ ইহা, তাহার কি দোষ ॥
রামেরে প্রবোধ দেন কৌশল্যা লক্ষ্মণ।
পিতৃভক্ত রাম নাহি শুনেন বচন ॥
মায়েরে কহেন রাম প্রবোধ-বচন।
আজ্ঞা কর মাতা, আজি আমি যাই বন ॥
কৌশল্যা কহেন রামে সজল নয়নে।
না জানি হইবে কবে দেখা তব সনে ॥
যে মন্ত্র কৌশল্যা পেয়েছিল আরাধনে।
সেই মন্ত্র দিল রাণী শ্রীরামের কানে ॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে থাকিবে কুশলে।
অষ্ট লোকপাল রাখ আমার ছাওয়ালে ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু রাখুন কার্ত্তিক গণপতি।
লক্ষ্মী সরস্বতী রক্ষা করুন পার্ব্বতী ॥
একাদশ রুদ্র (১) আর দ্বাদশ যে রবি (২)।
জলে স্থলে রক্ষা তোমা করুন পৃথিবী ॥

(১) একাদশ রুদ্র—ব্রহ্মা কল্পারম্ভে সৃষ্টি-চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময় এক বালক-মূর্ত্তি তাঁহার ললাট হইতে আবির্ভূত হইয়া রোদন করিতে করিতে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার রোদন নিবৃত্তি করিয়া তাঁহাকে রুদ্র নামে অভিহিত করিলেন। ইনি একাদশ মূর্ত্তিতে একাদশ রুদ্র নামে প্রসিদ্ধ। একাদশ রুদ্রের নাম এইরূপ:—অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর ও ঈশ্বর; মতান্তরে অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ' সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত সাবিত্র ও হর। (২) দ্বাদশ রবি—বিবস্বান্, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র ও উরুক্রম। পুরাণে লিখিত আছে, সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা স্বামীর তেজ সহ্য করিতে অসমর্থা হইলে তদীয় পিতা বিশ্বকর্ম্মা আদিত্যকে দ্বাদশ অংশে বিভক্ত করিয়া সূর্য্যের তেজোহ্রাস করেন। তখন হইতে সূর্য্য বৈশাখাদি মাসক্রমে তপন, ইন্দ্র, রবি, গভস্তি, যম, হিরণ্যরেতা, দিবাকর, চিত্র, বিষ্ণু, অরুণ, সূর্য্য ও বেদজ্ঞ নামে প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

চৌদ্দবর্ষ যদি রহে আমার জীবন।
তবে তোমা সনে মম হবে দরশন॥
বিদায় হইয়া রাম মায়ের চরণে।
গেলেন লক্ষ্মণ সহ সীতা সম্ভাষণে॥
শ্রীরাম বলেন, সীতা, নিজ কর্ম্ম-দোষে।
বিমাতার বাক্যে আমি যাই বনবাসে॥
বিবাহ করিয়া এক বর্ষ আছি ঘরে।
হেনকালে বিমাতা ফেলিল মহাফেরে (১)॥
তাঁহার বচনে আমি যাই বনবাস।
ভরতেরে রাজ্য দিতে বিমাতার আশ॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ আমি থাকি গিয়া বনে।
তাবৎ মায়ের সেবা কর রাত্রি-দিনে॥
জানকী বলেন, দুখে হইয়া নিরাশ।
স্বামী বিনা আমার কিসের গৃহবাস॥
তুমি সে পরমগুরু তুমি সে দেবতা।
তুমি যাও যথা, প্রভু, আমি যাই তথা॥
তোমা বিনা আর কারে নাহি জানে সীতা।
তুমি মোর গুরু বন্ধু তুমি মন্ত্রদাতা॥
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি।
স্বামীর জীবনে জীয়ে, মরণে সংহতি॥
প্রাণনাথ, কেন একা হবে বনবাসী।
পথের দোসর হব সঙ্গে লও দাসী॥
বনে প্রভু ভ্রমণ করিবে নানা ক্লেশে।
দুঃখ পাসরিবে যদি দাসী থাকে পাশে॥
যদি বল, সীতা, বনে পাবে নানা দুখ।
শত দুঃখ ঘুচে যদি দেখি তব মুখ॥
মম হেতু প্রাণনাথ, ক'র না ভাবনা।
কদাপি তোমারে আমি দিব না বেদনা॥
তোমার কারণে রোগ শোক নাহি জানি।
তোমার সেবায় দুঃখ সুখ হেন মানি॥
শ্রীরাম বলেন, শুন জনক-দুহিতা।
বিষম দণ্ডক বন না যাইহ সীতা॥
সিংহ ব্যাঘ্র আছে তথা রাক্ষসী রাক্ষস।
বালিকা হইয়া কেন কর এ সাহস॥
অন্তঃপুরে নানা ভোগে থাক মনসুখে।
ফল-মূল খেয়ে কেন ভ্রমিবে দণ্ডকে (২)॥
তোমার সুসজ্জা শয্যা পালঙ্ক কোমল।
কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ হবে চরণ-কমল॥
তুমি আমি দোঁহে হব বিকৃত-আকৃতি।
দোঁহে দোঁহাকারে দেখি না পাইব প্রীতি॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ গেলে দেখ বুঝি মনে।
এই কাল গেলে সুখ থাকিব দুজনে॥
চিন্তা না করহ কান্তে, ক্ষান্ত হও মনে।
বিষম রাক্ষসগুলা আছে সেই বনে॥
শ্রীরামের বচনে সীতার ওষ্ঠ কাঁপে।
কহেন রামের প্রতি কুপিত সন্তাপে (৩)॥
পণ্ডিত হইয়া বল নির্ব্বোধের প্রায়।
কেন হেন জনে পিতা দিলেন আমায়॥
নিজ নারী রাখিতে যে করে ভয় মনে।
দেখ তায় বীর বলে কোন্ ধীর জনে॥
রাজ্য নিতে ভরত না করিল অপেক্ষা।
তার রাজ্যে স্ত্রী তোমার কিসে পায় রক্ষা॥
পেয়েছিলে রাজ্য তুমি লইল যে জন।
লইতে তোমার নারী তার কতক্ষণ॥
তব সঙ্গে বেড়াইতে কুশকাঁটা ফুটে।
তৃণ হেন বাসি তুমি থাকিলে নিকটে॥

---

(১) মহাফেরে—ঘোর বিপদে। (২) দণ্ডকে—দণ্ডক বনে; দণ্ডরাজা শুক্রাচার্য্যের কন্যা অজার অপমান করিলে শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া দণ্ডরাজকে অভিশাপ দেন। সেই অভিশাপে দণ্ড-রাজ্য ঘোর বনে পরিণত হয়। এই বনের নাম দণ্ডক-বন। বিস্তারিত বিবরণ ১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। (৩) সন্তাপে—বেদনায়

তব সঙ্গে থাকি যদি লাগে ধূলি গায়।
অগুরু চন্দন চূয়া জ্ঞান করি তায়॥
তব সনে রহি যদি শয়ন কন্থায়।
ভাবিব হে নাথ, তাহা নেত-তূলী প্রায়॥
তব সঙ্গে থাকি যদি পাই তরুমূল।
অন্য স্বর্গ-গৃহ নহে তার সমতুল॥
তব দুঃখে দুঃখ মম, সুখে সুখ-ভার।
আহারে আহার, আর বিহারে বিহার॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা যদি লাগে ভ্রমিয়া কানন।
তব রূপ নিরখিয়া করিব বারণ॥
বহু তীর্থ দেখিব, অনেক তপোবন।
নানাবিধ পর্ব্বতে করিব আরোহণ॥
যখন পিতার ঘরে ছিলাম শৈশবে (১)।
বলিতেন আমাকে দেখিয়া মুনি সবে॥
শুন হে জনকরাজ, তোমার দুহিতা।
করিবেন বনবাস পতির সহিতা॥
ব্রাহ্মণের কথা কভু না হয় খণ্ডন।
বনবাস আছে মম ললাটে লিখন॥
তুমি ছাড়ি গেলে আমি ত্যজিব জীবন।
স্ত্রীবধ হইলে নহে পাপ বিমোচন॥
শ্রীরাম বলেন, বুঝিলাম তব মন।
তোমার পরীক্ষা করিলাম এতক্ষণ॥
বনে বাস হেতু হইয়াছে তব মন।
খসাইয়া ফেলাহ গায়ের আভরণ (২)॥
এতেক শুনিয়া সীতা হরিষ অন্তরে।
খুলিলেন অলঙ্কার যে ছিল শরীরে॥
সম্মুখে দেখেন যত ব্রাহ্মণ-সজ্জন।
তা'সবারে দেন তিনি নিজ আভরণ॥
আভরণ অর্পিয়া বলেন সীতা বাণী।
ভূষণ পরেন যেন তোমার ব্রাহ্মণী॥
সীতার ভাণ্ডারে ছিল বহু বস্ত্র-ধন।
সে সকল করিলেন তিনি বিতরণ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন অনুজ লক্ষ্মণ।
দেশেতে থাকিয়া কর সবার পালন॥
দাস-দাসী সবাকারে করিহ জিজ্ঞাসা।
রাজ্য লইবারে ভাই না করিহ আশা॥
পিতা-মাতা কাতর হবেন মম শোকে।
কতক হবেন শান্ত তব মুখ দেখে॥
যেই তুমি, সেই আমি, শুনহ লক্ষ্মণ।
একেরে দেখিলে হয় শোক পাসরণ॥
লক্ষ্মণ বলেন, আমি হই অগ্রসর।
আমি সঙ্গে থাকিব হইয়া অনুচর (৩)॥
যেই তুমি, সেই আমি, বিধাতা তা জানে।
যদি আমি থাকি, তুমি কি করিবে বনে॥
সীতা সঙ্গে কেমনে ভ্রমিবে বনে বনে।
সেবকে ছাড়িলে দুঃখ পাবে দুই জনে॥
রাজার কুমারী সীতা দুঃখ নাহি জানে।
সেবক বিহনে দুঃখ পাবেন কাননে॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই, যদি যাবে বন।
বাছিয়া ধনুক বাণ লহ রে লক্ষ্মণ॥
বিষম রাক্ষস সব আছে সেই বনে।
ধনুর্ব্বাণ লহ যেন জয়ী হই রণে॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা লক্ষ্মণ সত্বর।
ভাল ভাল বাণ সব বান্ধিলা বিস্তর॥
শ্রীরাম বলেন, বলি লক্ষ্মণ তোমারে।
তল্লাস করহ ধন কি আছে ভাণ্ডারে॥
ধনে আর আমার নাহিক প্রয়োজন।
ব্রাহ্মণ-সজ্জনে দেহ যত আছে ধন॥
মুনি ঋষি আদি করি কুল- পুরোহিত।
তা'সবারে ধন দিয়া তোষহ ত্বরিত॥

(১) শৈশব—৮ বৎসরের অনধিক বয়স পর্য্যন্ত। (২) আভরণ—গহনা। (৩) অনুচর—অনুগামী; সঙ্গী।

বাছিয়া বাছিয়া আন কুলীন (১) ব্রাহ্মণ।
যেবা যত চাহে তারে দেহ তত ধন ॥
যতেক দরিদ্র আছে ভিক্ষা মাগি খায়।
তা সবারে দেহ ধন যেবা যত চায় ॥
মম দুঃখে যত লোক হইবেক দুঃখী।
চতুর্দ্দশ বর্ষ যেন হয় তারা সুখী ॥
পাইলেন লক্ষ্মণ শ্রীরামের আদেশ।
তাঁহার সম্মুখে ধন আনেন অশেষ ॥
ভাণ্ডার করেন শূন্য ধন বিতরণে।
সবারে তোষেন রাম মধুর বচনে ॥
আমা লাগি তোমরা না করিহ ক্রন্দন।
করিবে ভরত ভাই সবারে পালন ॥
কোন দোষ নাহি ভাই ভরত-শরীরে।
বড় তুষ্ট আছি আমি তার ব্যবহারে ॥
নানা রত্ন রাম করিলেন পরিহার (২)।
দানে শূন্য করিলেন শতেক ভাণ্ডার ॥
সকল ভাণ্ডার শূন্য আর নাহি ধন।
হেনকালে বার্ত্তা পায় ত্রিজট ব্রাহ্মণ ॥
বড়ই দরিদ্র সে ত্রিজট নাম ধরে।
দান-কথা শুনিয়া সে ধড়ফড় করে ॥
চলিতে শকতি নাই, চক্ষু ক্ষীণ হয়।
ব্রাহ্মণী তাঁহাকে হিত উপদেশ কয় ॥
দীনেরে করেন ধনী রাম দিয়া ধন।
তুমি আমি বুড়া-বুড়ি মরি দুই জন ॥
তুমি বৃদ্ধ আমি বৃদ্ধা, দুঃখ যে অপার।
কে আর পুষিবে, কোথা মিলিবে আহার ॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণ তবে নড়ি (৩) ভর ক'রে।
অতি কষ্টে গিয়া কহে রামের গোচরে ॥
আমি দ্বিজ দরিদ্র ত্রিজট নাম ধরি।
বৃদ্ধকালে ব্রাহ্মণীকে পুষিতে না পারি ॥
পুত্র নাই, আমারে কে করিবে পালন।
অনাহারে বুড়াবুড়ী মরি দুই জন ॥
আইলাম নড়ি ভর করিয়া সম্প্রতি।
তোমা বিনা দরিদ্রের আর নাহি গতি ॥
শ্রীরাম বলেন, দ্বিজ, আসিয়াছ শেষে।
ধন নাই, লক্ষ ধেনু ল'য়ে যাও দেশে ॥
ধেনু দান পেয়ে দ্বিজ হরিষ অন্তরে।
কাপড় আঁটিয়া যায় পালের ভিতরে ॥
দৃঢ় করি চুল বান্ধি নড়ি করি হাতে।
পালেতে প্রবেশ করে উঠিতে-পড়িতে (৪) ॥
বুড়ার বিক্রম দেখি ভাবে সর্ব্বজনে।
ধেনুতে মারিবে নাকি এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণে ॥
হাসিয়া বিহ্বল কেহ, কেহ বা বিষাদ (৫)।
ব্রহ্মবধ হেতু রাম পাড়িল প্রমাদ ॥
শ্রীরাম বলেন, দ্বিজ, কহিতে ডরাই।
না পারিবে লইবারে এক লক্ষ গাই ॥
এক ধেনু লইতে তোমার এ সঙ্কট।
মরিবারে যাহ কেন ধেনুর নিকট ॥
ধেনুর সহিত দান দিলাম গোয়াল।
গোয়ালে রাখিবে ধেনু থাকে যতকাল ॥
অনুমানে জানি তুমি বড়ই নির্ধন।
আজ্ঞা কর দিতে পারি আর কিছু ধন ॥
দ্বিজ বলে, প্রভু, নাহি চাহি আর ধন।
ধেনু-ধন বিনা নাহি অন্য প্রয়োজন ॥
বুড়া-বুড়ী ধেনু-দুগ্ধ খাইব অপার (৬)।
কত দুগ্ধ বিকি দিয়া (৭) পূরিব ভাণ্ডার ॥

---

(১) কুলীন—উত্তমবংশজ। আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপঃ, দান এই নয় প্রকার গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে কুলীন বলে। (২) পরিহার—দান। (৩) নড়ি—লাঠি। (৪) উঠিতে-পড়িতে—অতিকষ্টে। (৫) বিষাদ—এখানে দুঃখিত অর্থে প্রযুক্ত। (৬) অপার—এখানে প্রচুর। (৭) বিকি দিয়া—বিক্রয় করিয়া।

অনাথের নাথ তুমি, সকলের গতি।
কহিতে তোমার গুণ কাহার শকতি॥
এক লক্ষ ধেনু লৈয়া দ্বিজ গেল দেশে।
রচিল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে॥

শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষ্মণের বনবাস যাত্রা
শৃঙ্গবেরপুরে গমন।

রামের প্রসাদে বাড়ে সবার ঐশ্বর্য্য।
দরিদ্র হইল ধনী, শুনিতে আশ্চর্য্য॥
রামের দয়ায় সবে সুখে কাটে কাল।
অযোধ্যাতে কেহ নাহি ধনের কাঙ্গাল॥
রাজ্যখণ্ড ছাড়ি রাম যান বনবাসে।
শিরে হাত দিয়া কান্দে সবে নিজ বাসে॥
মাঝে সীতা, আগে পাছে দুই মহাবীর।
তিন জন হইলেন পুরীর বাহির॥
স্ত্রী-পুরুষ কান্দে যত অযোধ্যানগরী।
জানকীর পাছে যায় অযোধ্যার নারী॥
যে সীতা না দেখিতেন সূর্য্যের কিরণ।
হেন সীতা বনে যান দেখে সর্ব্বজন॥
যেই রাম ভ্রমিতেন স্বর্ণ-চতুর্দ্দোলে।
হেন প্রভু রাম পথ বাহেন (১) ভূতলে॥
কোথাও না দেখি হেন, কোথাও না শুনি।
হাহাকার করে বৃদ্ধ-বালক-রমণী॥
জগতের নাথ রাম যান তপোবনে।
বিদায় লইতে যান পিতার চরণে॥
বুদ্ধি নাই ভূপতির, হরিয়াছে জ্ঞান।
রাম বনে গেলে তাঁর কিসে বাঁচে প্রাণ॥
রাজারে পাগল কৈল কৈকেয়ী রাক্ষসী।
রাম হেন পুত্রে হায় কৈল বনবাসী॥
মনে বুঝি, রাজার যে নিকট মরণ।
বিপরীত বুদ্ধি হয় এই সে কারণ॥

জানকী সহিত রাম যান তপোবন।
রাজ্য-সুখভোগ ছাড়ি চলিল লক্ষ্মণ॥
পুরীশুদ্ধ সবে যাই শ্রীরামের সনে।
চৌদ্দবর্ষ এক ঠাঁই থাকি গিয়া বনে॥
অযোধ্যার ঘর-দ্বার ফেলাই ভাঙ্গিয়া।
কৈকেয়ী করুক রাজ্য ভরতে লইয়া॥
শৃগাল ভল্লুক রোক অযোধ্যানগরে।
মায়ে-পোয়ে রাজত্ব করুক একেশ্বরে (২)॥
এইরূপ শ্রীরামেরে সকলে বাখানে।
রাজার নিকটে যান দ্রুত তিন জনে॥
প্রকোষ্ঠের (৩) বাহিরেতে রহে তিন জন।
আবাস ভিতরে রাজা করেন ক্রন্দন॥
ভূপতি বলেন, রে কৈকেয়ি ভুজঙ্গিনী।
তোরে আনি মজিলাম সবংশে আপনি॥
রঘুবংশ ক্ষয় হেতু আইলি রাক্ষসী।
রাম হেন পুত্রেরে করিলি বনবাসী॥
কেমনে দেখিব আমি রাম যায় বন।
রাম বনে গেলে আমি ত্যজিব জীবন॥
প্রাণ যাক, তাহে মম নাহি কোন শোক।
আমারে স্ত্রীবশ বলি ঘুষিবেক লোক॥
বড় বড় রাজা আমি জিনিলাম রণে।
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব কাঁপয়ে মোর বাণে॥
যেই রাজা জিনিলেক দৈত্য যে সম্বর।
যারে একাসনে স্থান দেন পুরন্দর॥
হেন দশরথ রাজা স্ত্রী লাগিয়া মরে।
এই অপকীর্ত্তি (৪) মোর থাকিল সংসারে॥
স্ত্রীর বশ না হইবে অন্য কোন নর।
আমার মরণে লোক শিখিল বিস্তর॥
বর্জ্জিবে ভরত তোরে এই অনাচারে।
আমি বর্জ্জিলাম তোরে আর ভরতেরে॥

(১) বাহেন—চলেন। (২) একেশ্বর—একলা। (৩) প্রকোষ্ঠ—কুঠরী। (৪) অপকীর্ত্তি—অপযশ।

আজি হৈতে তোরে আমি করিনু বর্জ্জন।
ভরতের না লইব শ্রাদ্ধ বা তর্পণ ॥
থাকি অন্য প্রকোষ্ঠেতে তাঁরা তিন জন।
শুনেন রাজার সর্ব্ব বিলাপ-বচন ॥
রাজার দুঃখেতে দুঃখী শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
রাজার ক্রন্দনে কাঁদে তাঁরা দুই জন ॥
আবাস ভিতরে দেখে কান্দেন ভূপতি।
হেনকালে উপনীত সুমন্ত্র সারথি ॥
জোড়হাতে বার্ত্তা কহে রাজার গোচর।
নিবেদন, অবধান কর নৃপবর ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা যায় আজি বনে।
বিদায় লইতে আইলেন তিন জনে ॥
ভূপতি বলেন, মন্ত্রী, নাহি মম জ্ঞান।
সাত শত মহারাণী আন মোর স্থান ॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা সুমন্ত্র সারথি।
সাত শত মহারাণী আনে শীঘ্রগতি ॥
সাত শত মহারাণী চারি দিকে বৈসে।
তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্রমা প্রকাশে ॥
সুমন্ত্র রাজাজ্ঞামতে চলিল তখন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা আনে তিন জন ॥
জোড়হাতে বন্দে রাম পিতার চরণে।
আজ্ঞা কর, বনে যাই এই তিন জনে ॥
মাথায় ঘা মারি রাজা করে হাহাকার।
মম সঙ্গে দেখা বাছা, না হইবে আর ॥
হেথা না রহিব আমি, না রবে জীবন।
তোমার সহিত রাম, যাব তপোবন ॥
শ্রীরাম বলেন, পিতা, এ নহে বিহিত।
পুত্র সঙ্গে পিতা যায় এ নহে উচিত ॥
ভূপতি বলেন, রাম, থাক একরাতি।
একরাত্রি একত্র করিব নিবসতি (১) ॥
ভালমতে দেখিব তোমার সুবদন।
পুনর্ব্বার না হইবে তব দরশন ॥
শ্রীরাম বলেন, যদি নিশ্চিত গমন।
একরাত্রি লাগি কেন সত্য-উল্লঙ্ঘন ॥
আজি আমি বনে যাব আছে এ নির্ব্বন্ধ (২)।
না গেলে বিমাতা মনে ভাবিবেন মন্দ ॥
আজি হ'তে অন্ন করিলাম বিসর্জ্জন।
বনে গিয়া ফল-মূল করিব ভক্ষণ ॥
তারে পুত্র বলি, যে কুলের অলঙ্কার।
পিতৃ-সত্য পালিয়া শোধয়ে পিতৃ-ধার ॥
ভূপতি বলেন, শুন সুমন্ত্র বচন।
অশ্ব হস্তী সঙ্গে দেহ বহুমূল্য ধন ॥
অরণ্যের মধ্যে আছে বহু পুণ্যস্থান।
ব্রাহ্মণ তপস্বী দেখি করিও প্রদান ॥
যদি ধন দিতে রাজা করেন আশ্বাস (৩)।
কৈকেয়ী অন্তরে দুঃখী, ছাড়িল নিশ্বাস ॥
সর্ব্বাঙ্গ হইল শুষ্ক, ম্লান হৈল মুখ।
রাজারে পাড়িল গালি পেয়ে মনে দুখ ॥
ভরতেরে রাজ্য দিতে করি অঙ্গীকার।
কুটিলহৃদয় কর অন্যথা তাহার ॥
তব বংশে ছিলেন সগর মহাশয়।
অসমঞ্জ পুত্রে বর্জ্জে প্রধান তনয় ॥
রামেরে বর্জ্জিতে আজি মনে লাগে ব্যথা।
আপনি করিয়া সত্য করিলা অন্যথা ॥
এত যদি ভূপতিরে কহিল কৈকেয়ী।
নৃপতি বলেন, শুন পাপীয়সি, কহি ॥
সগরের পুত্র অসমঞ্জ দুরাচার।
গলা চাপি বালকেরে করিত সংহার ॥
তার মাতা-পিতা দুঃখ পায় পুত্র-শোকে।
জানাইল সগর রাজারে প্রজালোকে ॥

---

(১) নিবসতি—বাস। (২) নির্ব্বন্ধ—অদৃষ্ট। (৩) আশ্বাস—এখানে আদেশ।

তব রাজ্য ছাড়ি রাজা যাব অন্য দেশ।
অসমঞ্জ প্রজাগণে দেয় বড় ক্লেশ ॥
কেমনে থাকিবে প্রজা যে দেশ এমন।
প্রজা যদি চাও, পুত্রে করহ বর্জ্জন ॥
অসমঞ্জে বর্জ্জে রাজা লোক-অনুরোধে (১)।
শ্রীরামেরে বর্জ্জি আমি কোন্ অপরাধে ॥
জগতের হিত রাম জগৎ-জীবন।
হেন রামে কে বলিবে যাহ তুমি বন ॥
তখন বলেন, রাম পিতৃ-বিদ্যমানে।
ভাল যুক্তি বলিলেন, মাতা তব স্থানে ॥
রাজ্য ছাড়ি যাহার যাইতে হয় বন।
অশ্ব হস্তী ধনে তার কোন্ প্রয়োজন ॥
গাছের বাকল পরি দণ্ড করি হাতে।
জানকী লক্ষ্মণ মাত্র যাইবেক সাথে ॥
বাকল পরিবে রাম, কৈকেয়ী তা শুনে।
বাকল রাখিয়াছিল, দিল তৎক্ষণে ॥
বাকল আনিয়া দিল শ্রীরামের হাতে।
কান্দেন বাকল দেখি রাজা দশরথে ॥
লক্ষ্মণের, সীতার, বাকল তিন খানি।
রোদন করেন দেখি সাত শত রাণী ॥
অশ্রুজল সবাকার করে ছলছল।
কেমনে পরিবে সীতা গাছের বাকল ॥
হরি হরি স্মরণ করয়ে সর্ব্বলোকে।
বজ্রাঘাত হয় যেন ভূপতির বুকে ॥
সবে বলে, কৈকেয়ি, পাষাণ তোর হিয়া।
তিলেক না হয় দয়া রামেরে দেখিয়া ॥
এক জনে দংশিয়া দংশিলি তিন জনে।
লক্ষ্মণ-সীতারে কেন পাঠাইলি বনে ॥
পিতৃসত্য পালিতে শ্রীরাম যান বন।
জানকী লক্ষ্মণ যান কিসের কারণ ॥
ইন্দ্রাণীর সম যাঁর সুবেশ সুকেশ।
সে সীতা কেমনে ধরে তাপসীর বেশ ॥
বধূর বাকল দেখি রাজার ক্রন্দন।
পাত্র মিত্র বলে, সীতা পরুন বসন ॥
পিতৃসত্য পুত্র পালে, বধূর কি দায়।
পতিব্রতা সীতাদেবী পশ্চাৎ গোড়ায় (২) ॥
নানা রত্নে পরিপূর্ণ রাজার ভাণ্ডার।
সুমন্ত্র শুনিয়া আনে দিব্য অলঙ্কার ॥
জানকী পরেন তাড় বাজন (৩) নূপুর।
মকর কুণ্ডল হার অপূর্ব্ব কেয়ূর ॥
মণিময় মালা আর বিচিত্র পাশুলি।
হীরক অঙ্গুরী করে শোভিত অঙ্গুলি ॥
দুই হাতে শঙ্খ তাঁর অদ্ভুত নির্ম্মাণ।
করিলেন যতেক ভূষণ পরিধান ॥
পট্টবস্ত্র পরিলেন অতি মনোহর।
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ ধরিল সুন্দর ॥
যেমন ভূষণ তাঁর তেমনি আকার।
শ্বশুরে জানকী দেবী করে নমস্কার ॥
বিদায় হইয়া সীতা শ্বশুর-চরণে।
রহে জোড়হাতে শাশুড়ীর বিদ্যমানে ॥
কৌশল্যা বলেন, সীতা, শুন সাবধানে।
স্বামিসেবা সতত করিবে রাত্রিদিনে ॥
রাজার বহুরী (৪) তুমি রাজার কুমারী।
তোমার আচারে আচরিবে অন্য নারী ॥
নির্ধন হউক স্বামী অথবা স-ধন।
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের অন্যে নাহি মন ॥
জানকী বলেন গো কৌশল্যা ঠাকুরাণি।
স্বামিসেবা করিতে যে আমি ভাল জানি ॥
স্বামি-সেবা করি মাত্র, এই আমি চাই।
সে-কারণে ঠাকুরাণি, বনবাসে যাই ॥

(১) লোক-অনুরোধে—লোকের উপরোধে। (২) গোড়ায়—পেছনে পেছনে যায় (৩) বাজন—শব্দকারী; শব্দায়মান। (৪) বহুরী—বৌ।

যত ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়াছি পিতৃ- ঘরে।
আর স্ত্রীর মত জ্ঞান না কর আমারে॥
মায়ের অধিক যে, আমার ভাব ব্যথা।
হিত-উপদেশ তেঁই শিখাইলা মাতা॥
তাঁর কথা শুনিয়া কহেন মহারাণী।
তোমা হেন বধূ আমি ভাগ্য করি মানি।
বধূরে প্রবোধ দিয়া বুঝান শ্রীরামে।
সতর্ক থাকিহ রাম মুনির আশ্রমে॥
জানকীরে হেরি চমৎকৃত ত্রিভুবনে।
সাবধানে থেকো রাম ভয়ানক বনে॥
সীতার রূপেতে করে আলো ত্রিভুবন।
চক্ষুর আড়াল তারে কোরোনা কখন॥
সুমিত্রা বলেন, শুন তনয় লক্ষ্মণ।
দেবজ্ঞান শ্রীরামেরে কোরো সর্ব্বক্ষণ॥
জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃতুল্য সর্ব্বশাস্ত্রে জানি।
আমার অধিক তব সীতা ঠাকুরাণী॥
শ্রীরাম বলেন, শুন সুমিত্রা সতাই (১)।
আশীর্ব্বাদ কর আমি বনবাসে যাই॥
বনেতে তিনেতে তিন থাকিব দোসর।
ত্রিভুবনে আমার কাহারে নাহি ডর॥
বন্দেন সবারে রাম যত রাজরাণী।
সবাকার ঠাঁঞি রাম মাগেন মেলানি (২)॥
নমস্কার করিলেন কৈকেয়ী-চরণে।
অনুমতি কর মাতা, আমি যাই বনে॥
ভাল মন্দ বলিয়াছি দুরক্ষর বাণী (৩)।
মনে কিছু না করিহ, দেহ গো মেলানি॥
পাপিষ্ঠা কৈকেয়ী, তাহে অতি ক্রূরমতি।
ভালমন্দ না বলিল শ্রীরামের প্রতি॥
মায়েরে সঁপেন রাম নৃপতির পায়।
যাবৎ না আসি পিতা, পালিহ মাতায়॥

রাজা বলিলেন, যদি রহে এ জীবন।
তবে ত তোমার মায়ে করিব পালন॥
আমার এ আজ্ঞা রাম না কর লঙ্ঘন।
তিন দিন রথে চড়ি করহ গমন॥
রাজাজ্ঞায় রথ আনে সুমন্ত্র সারথি।
তিন দিন রথে যাইবেন রঘুপতি॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা উঠিলেন রথে।
তোলেন আয়ুধ নানা লক্ষ্মণ তাহাতে॥
রাজ্যখণ্ড ছাড়িয়া শ্রীরাম যান বনে।
পাছে পাছে কত ধায় স্ত্রীপুরুষগণে॥
ভাঙ্গিল সকল রাজ্য অযোধ্যানগরী।
শ্রীরামের পাছে ধায় সব অন্তঃপুরী॥
ডাক দিয়া সুমন্ত্রে বলিছে সর্ব্বজন।
রথ রাখ দেখি শ্রীরামের চন্দ্রানন॥
কাঁটা খোঁচা ভাঙ্গি রাজা উর্দ্ধশ্বাসে ধা'ন।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সীতা কত দূরে যান॥
শ্রীরাম বলেন, শুন, সুমন্ত্র সারথি।
দেখিতে না পারি আমি পিতার দুর্গতি॥
রথের করাও তুমি ত্বরিত গমন।
পিতার সহিত যেন না হয় দর্শন॥
সুমন্ত্র বলেন, আজ্ঞা না করিব আন।
এক বাক্য বলি আমি কর অবধান॥
ভাঙ্গিল রাজার সঙ্গে অযোধ্যানগরী।
রথের পশ্চাতে এই দেখ সর্ব্বপুরী॥
রাজার সহিত যদি হয় দরশন।
তবে না দেশেতে লোকে করিবে গমন।
শ্রীরাম বলেন, বলি সুমন্ত্র তোমারে।
প্রয়োজন নাহি মোর রাজ্য করিবারে॥
মম বাক্য আপনি না পার লঙ্ঘিবারে।
ঝাট রথ চালাহ, না দেখা দিবে কারে॥

(১) সতাই—বিমাতা। (২) মেলানি—বিদায়। (৩) দুরক্ষর-বাণী—কটুকথা।

শ্রীরামের আজ্ঞামতে সুমন্ত্র সারথি।
রথখান চালাইল পবনের গতি॥
কত দূরে গিয়া রথ হৈল অদর্শন।
ভূমিতে পড়েন রাজা হ'য়ে অচেতন॥
রাজারে ধরিয়া তোলে অমাত্য সকল।
শরীরের ধূলি ঝাড়ে, মুখে দেয় জল॥
এক দিন শোকে তাঁর মূর্ত্তি হৈল ম্লান।
রাজার বাঁচন (১) নাহি করে অনুমান॥
চন্দ্র গ্রাসে হয় যেন রাহুর মূরতি।
কৃষ্ণবর্ণ হৈল রাজার আকৃতি-প্রকৃতি॥
রাজারে ধরিয়া সবে লৈয়া গেল দেশ।
অন্তঃপুর মধ্যে তাঁরে করায় প্রবেশ॥
গড়াগড়ি দশরথ যান ভূমিতলে।
হেনকালে কৈকেয়ী রাজারে ধরি তোলে॥
রাজা বলে নাহি ছুঁইস্ কাল-ভুজঙ্গিনী।
স্ত্রী হইয়া স্বামীকে বধিলি চণ্ডালিনী॥
প্রথমে যখন ছিলি কৈকেয়ী যুবতী।
রাত্রি-দিন থাকিতিস্ আমার সংহতি (২)॥
তাহার কারণ এই হইল প্রকাশ।
রাম ছাড়া করিয়া করিলি সর্ব্বনাশ॥
গেলেন শোকার্ত্ত রাজা কৌশল্যার ঘর।
দোঁহার হইল শোক একই সোসর (৩)॥
রাত্রিদিন নাহি ঘুচে দোঁহার ক্রন্দন।
এক শোকে কাতর হ'লেন দুই জন॥
মুনি বেদ ছাড়িলেন, যোগী ছাড়ে যোগ।
পাবক আহুতি (৪) ছাড়ে, প্রজা ছাড়ে ভোগ॥
মাতঙ্গ আহার ছাড়ে, ঘোড়া ছাড়ে ঘাস।
রন্ধন ভোজন নাই, লোকে উপবাস॥
যামিনীতে কামিনী না যায় পতি-পাশ।
সংসার হইল শূন্য, সকলে নিরাশ॥
রাত্রিদিন কান্দে লোক, করে জাগরণ।
গেলেন তমসাকূলে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
নানা বনফুল দেখি সে নদীর কূলে।
রাজহংস ক্রীড়া করে তমসার (৫) জলে॥
সুমন্ত্রের প্রতি আজ্ঞা করিলেন রাম।
তমসার কূলে আজি করিব বিশ্রাম॥
রথ-অশ্ব স্নান করাইল তার জলে।
জলপান করাইয়া বাঁধে তার কূলে॥
অস্তগিরি-গত রবি বেলার বিরাম।
তমসার জলে স্নান করেন শ্রীরাম॥
লক্ষ্মণ বৃক্ষের তলে বিছাইলা পাতা।
করিলেন তাহাতে শয়ন রাম-সীতা॥
কমণ্ডলু ভরি জল আনিল লক্ষ্মণ।
রাম-সীতা দুই জনে পাখালে চরণ॥
হাতে ধনু লক্ষ্মণ রহিল জাগরণে।
প্রীতি পাইলেন রাম লক্ষ্মণের গুণে॥
তমসার কূলেতে বঞ্চেন এক রাতি।
প্রভাতে যোগায় রথ সুমন্ত্র সারথি॥
প্রাতঃস্নান আদি করি নিয়ম আচার।
হইলেন শ্রীরাম তমসা নদী পার॥
যেখানে যেখানে শ্রীরামের রথ রয়।
তথাকার লোক আসি দেয় পরিচয়॥
বৃদ্ধকালে দশরথ বাধ্য বনিতার (৬)।
হেন পুত্র পুত্রবধূ পাঠায় কান্তার॥
যেখানে শুনেন রাম পিতার নিন্দন।
করেন সে স্থান হ'তে ত্বরিত গমন॥

(১) বাঁচন—পরিত্রাণ। (২) সংহতি—সঙ্গে। (৩) সোসর—সমান। (৪) আহুতি—ঘৃতাদি হবন যোগ্য দ্রব্যসকল। (৫) তমসা—বর্ত্তমান নাম Tones। প্রয়াগের কিছু নিম্নে ইহা গঙ্গার সহিত মিলিয়াছে। (৬) বনিতার—স্ত্রীর।

তমসা ছাড়িয়া আর গোমতী প্রভৃতি।
নদী পার হইলেন রাম মহামতি ॥
জলে হংস কেলি করে অতি সুশোভন।
সেই নদী পার হৈল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
শ্রীরাম বলেন সীতে, সর্ব্বত্র বিদিত।
ইক্ষ্বাকুর রাজ্য এই দেখ সুশোভিত ॥
এই দেশে ইক্ষ্বাকু ধরিল ছত্র-দণ্ড।
মম পূর্ব্ব-পুরুষের দেখ রাজ্যখণ্ড ॥
যথা যথা যান রাম প্রসন্নহৃদয়।
সে দেশের যত লোক আসি নিবেদয় ॥
তোমার বিহনে রাম রাজ্যের বিনাশ।
কোন্ বিধি সৃজিল তোমার বনবাস ॥
সবাকারে রামচন্দ্র দিলেন মেলানি।
ভালবাস আমারে তোমরা ভাল জানি ॥
করিয়া রাজার নিন্দা সবে যায় ঘরে।
পিতৃনিন্দা শুনি রাম গেলেন অন্তরে (১) ॥
পক্ষী হেন উড়ে রথ যায় নানা দেশ।
কোশলের রাজ্যে রাম করেন প্রবেশ ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন জানকী সুন্দরী।
মম মাতামহের আছিল এই পুরী ॥
পুত্রবৎ করিলেন প্রজার পালন।
গঙ্গাতীরে দিয়াছেন ব্রাহ্মণ-শাসন (২) ॥
নগরের মধ্যে গঙ্গা শোভে কুতূহলে।
সারি সারি যজ্ঞকুণ্ড তার দুই কূলে ॥
কদলী গুবাক নারিকেল আম্র আর।
দুই তীরে রোপিয়াছে, শোভিত অপার ॥
দুই কূলে বিপ্রগণ করে বেদধ্বনি।
দুই কূলে স্নান করে যত ঋষি মুনি ॥
সুমন্ত্রের প্রতি তবে বলেন শ্রীরাম।
গঙ্গাতীরে রহি আজি করিব বিশ্রাম ॥
সুমন্ত্র লক্ষ্মণ দোঁহে দিলা অনুমতি।
রথ হৈতে উলিলেন চারি মহামতি ॥
রাম সীতা লক্ষ্মণ বৈসেন বৃক্ষমূলে।
সুমন্ত্র চালায় অশ্ব জাহ্নবীর কূলে ॥
ভাস্কর পশ্চিমে যান বেলা-অবশেষে।
তখন গেলেন রাম শৃঙ্গবের দেশে (৩) ॥
শৃঙ্গবের দেশ দেখি রাম হৃষ্টমতি।
লাগিলেন বলিতে শ্রীলক্ষ্মণের প্রতি ॥
গুহক চণ্ডাল হেথা আছে মম মিত।
আমারে পাইলে মিতা হবে হরষিত ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন সুমন্ত্র সারথি।
মিতার বাটিতে আমি থাকি এক রাতি ॥
কহিব শুনিব বাক্য দোঁহে দোঁহাকার।
বিশেষতঃ জানিব পথের সমাচার ॥
নানাবিধ ফল খাব কদলী কাঁঠাল।
সুরঙ্গ নারঙ্গী আদি পাইব রসাল ॥
রাম বনে যাইতে রহেন সেই দেশে।
গাইল অযোধ্যাকাণ্ড করি কৃত্তিবাসে ॥

শ্রীরামের নিকট হইতে সুমন্ত্রের বিদায়।

জোড়হাত করি বলে সুমন্ত্র সারথি।
আমাকে কি আজ্ঞা কর, করি অবগতি ॥
শুনিয়া বলেন রাম কমললোচন।
রথ লৈয়া দেশে তুমি করহ গমন ॥
তিন দিন রথে আসি পিতার আদেশে।
দিন দিন গত হৈল, যাও নিজ দেশে ॥

(১) অন্তরে—দূরে। (২) ব্রাহ্মণ-শাসন—ব্রহ্মোত্তর জমি। (৩) শৃঙ্গবের দেশ—গুহকের বাসভূমি। গঙ্গাতীরস্থ বর্ত্তমান চুনার। পূর্ব্বনাম চণ্ডালগড়। অধ্যাত্ম রামায়ণে ইহার নাম শৃঙ্গিবের। হুইলার সাহেবের মতে ইহার বর্ত্তমান নাম সঙ্গ্রর (Sunroor) গ্যারেট সাহেব বলেন, ইহা কোশল ও ভীলরাজ্যের সীমান্ত নগর।

আর তিন দিনে যাবে অযোধ্যানগর।
সকল কহিবে গিয়া পিতার গোচর ॥
বৃদ্ধ পিতা ছাড়ি আইলাম দেশান্তরে।
এমত দারুণ শোক কিমতে পাসরে ॥
পিতৃসেবা না করিনু থাকিয়া নিকটে।
কোথাও না দেখি হেন কোন জনে ঘটে ॥
প্রাণের ভরত ভাই থাকে সে বিদেশে।
ভরতে আনিয়া রাজ্য করিবা হরিষে ॥
যত দিন ভরত এ কথা নাহি শুনে।
তত দিন রবে মাতামহের ভবনে ॥
যতদিন ভরত না করে আগমন।
ততদিন মহারাজে করিয়ো সেবন ॥
মায়ের চরণে জানাইবে নমস্কার।
আমা হেতু শোক যেন না করেন আর ॥
রাত্রি-দিন সেবা যেন করেন পিতার।
মোরে পাসরিবে মাতা দেখিয়া সংসার ॥
পরিহার (১) জানাইবে কৈকেয়ী-গোচর।
তাঁর কিছু দোষ নাই, কর্ম্মফল মোর ॥
পিতার চরণে জানাইয়ো সমাচার।
অস্থির হইলে তিনি মজিবে সংসার ॥
তুমি হেন মহাপাত্র (২) সুমন্ত্র সারথি।
ইষ্ট কুটুম্বের ঠাঞি জানাবে মিনতি ॥
রামেরে সুমন্ত্র কহে করিয়া ক্রন্দন।
আর কত দিনে রাম পাব দরশন ॥
বিবশ হইয়া যায় সুমন্ত্র কান্দিয়া।
অতি শীঘ্রগতি গেল রথ চালাইয়া ॥
রামায়ণ-রস-কথা কভু না ফুরায়।
গাহিলেন কৃত্তিবাস সুমন্ত্র-বিদায় ॥

রাম-লক্ষ্মণাদির পর্য্যটন ও জয়ন্ত কাকের চক্ষুবিদ্ধকরণ।

সুমন্ত্রে বিদায় দিয়া শ্রীরাম চিন্তিত।
মন্ত্রণা করেন সীতা-লক্ষ্মণ সহিত ॥
হেথা হৈতে অযোধ্যা নিকট বড় পথ।
এখানে থাকিলে নিতে আসিবে ভরত ॥
সুমন্ত্র কহিবে রাখি শৃঙ্গবের পুরে।
শুনিলে ভরত নিতে আসিবে সত্বরে ॥
যাবৎ সুমন্ত্র পাত্র নাহি যায় দেশে।
গঙ্গাপার হৈয়া চল যাই বনবাসে ॥
গুহকের প্রতি তবে বলেন শ্রীরাম।
চিত্রকূট (৩) শৈলে গিয়া করিব বিশ্রাম ॥
দেখিয়া আতঙ্ক হয় গঙ্গার তরঙ্গ।
ঝাট পার কর, যেন সত্যে নহে ভঙ্গ ॥
সাত কোটি নৌকা তার গুহক চণ্ডাল।
আনিল সোনার নৌকা সোনার কেরাল (৪) ॥
গুহ বলে, করিলাম তরণী সাজন।
এক রাত্রি রাম, হেথা বঞ্চ তিন জন ॥
এক রাত্রি থাকি রাম, তোমার সহিত।
শ্রীরাম বলেন, মিত্র, এ নহে উচিত ॥
এখানে রহিতে আজি মনে শঙ্কা পায়।
ভরত আসিয়া পাছে প্রমাদ ঘটায় ॥
ঝাট পার কর বন্ধু, না হয় বিলম্ব।
গুহ বলে, ঝাট পার করিব আরম্ভ ॥
গুহের বাড়ীতে রাম করি অবস্থিতি।
বিদায় হইয়া যান চলি শ্রীঘ্রগতি ॥
প্রাতঃকালে গুহ নৌকা করিল সাজন।
পার হৈয়া কূলেতে উঠেন তিন জন ॥

(১) পরিহার—প্রার্থনা। (২) মহাপাত্র—শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী। (৩) চিত্রকূট—বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত বান্দা সহর হইতে ৫০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে এই পর্ব্বত অবস্থিত। এখানে রাম-লক্ষ্মণের মূর্ত্তি বিশিষ্ট অনেক মন্দির আছে। পর্ব্বতের প্রত্যেক দৃশ্যের সহিত রাম-লক্ষ্মণ-সীতার স্মৃতি বিজড়িত। এই পর্ব্বতের একাংশ বাল্মীকির আশ্রম বলিয়া প্রসিদ্ধ। একপ্রকার বন্যফল (আতা) এখানে সীতাদেবীর পুণ্য-স্মৃতি বহন করিয়া "সীতা ফল" নামে কথিত হয়। (৪) কেরাল—দাঁড়।

মায়েরে কহেন রাম প্রবোধ-বচন।
আজ্ঞা কর মাগো, আজি আমি যাই বন ॥—১২৬ পৃ.

প্রাতঃকালে গুহ নৌকা করিল সাজন—১৩৬ পৃঃ

মাঝে সীতা আগে পাছে দুই মহাবীর।
দুই দিন পথ বহি পান গঙ্গাতীর ॥
শ্রীরাম বলেন, ভরদ্বাজের নিকটে।
আজি বাসা করি গিয়া থাকি নিঃসঙ্কটে (১) ॥
মুনিগণে-বেষ্টিত বসিয়া ভরদ্বাজ।
তারাগণ মধ্যে যেন শোভে দ্বিজরাজ (২) ॥
হেনকালে সেখানে গেলেন তিন জন।
তিন জন বন্দিলেন মুনির চরণ।
শ্রীরাম বলেন, শুন মুনি মহাশয়।
তিন জন তব ঠাঁই করি পরিচয় ॥
শ্রীদশরথের পুত্র মোরা দুই জন।
শ্রীরাম আমার নাম, কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ ॥
পিতৃ-সত্য পালিতে হয়েছি বনবাসী।
জনক-কুমারী সীতা সহিত প্রেয়সী ॥
রাম-কথা শুনি মুনি উঠেন সম্ভ্রমে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করেন শ্রীরামে ॥
মুনি বলিলেন, তুমি বিষ্ণু-অবতার।
বিষ্ণু আরাধনে তপ করয়ে সঞ্চার ॥
যাঁর তপ আরাধন করে মুনিগণে।
সেই বিষ্ণু আইলেন আমার ভবনে ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-লক্ষ্মী দেখি তিন জনে।
আপনারে ধন্য করি মানি এতদিনে ॥
গঙ্গা-যমুনার মধ্যে আমার বসতি।
বনবাস বঞ্চ এথা, থাকিব সংহতি (৩) ॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি অযোধ্যা সন্নিধি (৪)।
অযোধ্যার লোকেরা আসিবে নিরবধি ॥
এথা হৈতে কোন্ স্থান আছয়ে নির্জ্জন।
যমুনার পারে সে অদ্ভুত হয় বন ॥
কহ মুনি, কোথায় করিব নিবসতি (৫)।
শুনি ভরদ্বাজ কহে শ্রীরামের প্রতি ॥
যথা মুনিগণ বৈসে বটবৃক্ষতলে।
মৃগ পক্ষী বন্যজন্তু আছে কুতূহলে ॥
নানা ফল-মূল পাবে বড়ই সুস্বাদ।
তপোবন দেখি রাম ঘুচিবে বিষাদ ॥
মুনি সকলের সঙ্গে থাক সেই দেশ।
ভরত তোমার তথা না পাবে উদ্দেশ ॥
এই দেশে নাহি রাম নৌকার সঞ্চার।
ভেলা বান্ধি যমুনায় হয়ো তুমি পার ॥
চারি গজ যমুনা আড়েতে পরিসর।
নিম্নেতে না জানে লোক গভীর বিস্তর ॥
এক রাত্রি রাম, হেথা বঞ্চ তিন জন।
কালি তুমি যাইও মুনির তপোবন ॥
এথা হৈতে তপোবন দুইটি যোজন।
দুই প্রহরের মধ্যে যাবে তিন জন ॥
ভরদ্বাজাশ্রমে রাম বঞ্চেন এক রাতি।
বিদায় হইয়া তবে যান শীঘ্রগতি ॥
উভয় বীরের হাতে দিব্য ধনুঃশর।
মধ্যে সীতা দুই পার্শ্বে দুই সহোদর ॥
মুনিপাড়া দিয়া যান জানকী সুন্দরী।
সীতার রূপেতে আলো করে সেই পুরী ॥
আগে রাম যান, পাছে শ্রীরাম-রমণী।
সজল জলদ সহ যেন সৌদামিনী (৬) ॥
জয়ন্ত নামেতে কাক ছিল সে আকাশে।
দেখিয়া সীতার রূপ আসে সীতা পাশে ॥
সহসা সীতার গায়ে পড়িল উড়িয়া।
সুতীক্ষ্ণ নখরে বক্ষ দিল আঁচড়িয়া ॥
উড়িয়া চলিল কাক পাইয়া তরাস।
ছ' মাসের পথ গেল পর্ব্বত কৈলাস ॥
ডাকেন জনক-সুতা ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে।
শ্রীরাম বলেন, ভাই, সীতাকে কে মারে ॥

---

(১) নিঃসঙ্কটে—নির্ভয়ে। (২) দ্বিজরাজ—চন্দ্র। (৩) সংহতি—সঙ্গে। (৪) সন্নিধি নিকটে। (৫) নিবসতি—বাস। (৬ সৌদামিনী -বিদ্যুৎ।

শুনিয়া রামের কথা কহেন লক্ষ্মণ।
সীতারে প্রহারে হেন আছে কোন্ জন॥
সুমিত্রা-অধিক সীতা ঠাকুরাণী মা।
পলাইয়া গেল কাক আঁচড়িয়া গা॥
দেখিতে না পাই কাক গেল কোন্খানে।
বাণেতে বিন্ধিয়া তারে মারিব পরাণে॥
হেন কালে রামেরে বলেন দেবী সীতা।
আঁচড়িয়া গেল কাক, হয়েছি ব্যথিতা॥
কাক মারিবারে রাম পূরেন সন্ধান।
যে দেশে চলিল কাক তথা যায় বাণ॥
কৈলাশ ছাড়িয়া কাক স্বর্গপুরে যায়।
মারিতে রামের বাণ পাছু পাছু ধায়॥
ইন্দ্রের নিকটে কাক লইল শরণ।
রামের ঐষিক বাণ হইল ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ-বেশেতে গেল সে ইন্দ্রের ঠাঁই।
কহিলেন আমি সে জয়ন্ত কাক চাই॥
করিয়াছে মন্দ কর্ম্ম বধিব জীবন।
রাখিবে যে জন কাক তাহারি মরণ॥
রাখিতে নারিল কাকে দেব পুরন্দর (১)।
আনিয়া দিলেন কাকে বাণের গোচর॥
জয়ন্তেরে দেখি রোষে শ্রীরামের বাণ।
বিন্ধিয়া করিল তার এক চক্ষু কাণ (২)॥
শ্রীরামের কাছে দিল বিন্ধি এক আঁখি।
করুনাসাগর রাম না মারেন পাখী॥
শ্রীরাম বলেন, সীতা, দেখ অপমান।
যে চক্ষে দেখিল সেই চক্ষু হৈল কাণ॥
অপমান পেয়ে কাক গেল নিজদেশে।
রচিল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে॥

———

দশরথরাজার মৃত্যু।

দিবাকর-কিরণ-উত্তাপে উত্তাপিতা।
চলিল কাতর অতি জনক-দুহিতা॥
নিদারুণ পথশ্রমে হইয়া পীড়িতা।
আজি হেথা রহ নাথ, বলিলেন সীতা॥
হিঙ্গুলমণ্ডিত তাঁর পায়ের অঙ্গুলি।
আতপে (৩) মিলায় যেন ননার পুত্তলী॥
মুনির নগর দিয়া যান তিন জন।
দেখিতে আইল পথে মুনিপত্নীগণ॥
জিজ্ঞাসা করিল সবে জানকীর প্রতি।
পদব্রজে (৪) কেন যাও তুমি রূপবতী॥
অনুভব করি তুমি রাজার নন্দিনী।
সত্য পরিচয় দেহ, কে বট আপনি॥
দূর্ব্বাদলশ্যাম অগ্রে পুরুষ সুন্দর।
আজানুলম্বিত ভুজ, রক্ত ওষ্ঠাধর॥
সুনীল কমল আঁখি নব জলধর।
কমল-কোমল তনু অতি মনোহর॥
সুন্দর বদন দেখি শোভার আধার।
ধনুর্ব্বাণ করে, উনি কে হন তোমার॥
নবীন-কমল মুখ ভ্রূভঙ্গ-রচিতা (৫)।
পুলক-মণ্ডিত (৬) গণ্ড হাসিলেন সীতা॥
লাজে অধোমুখী সীতা না বলেন আর।
ইঙ্গিতে বুঝান স্বামী ইনি যে আমার॥
কমলিনী সীতা পথে যান ধীরে ধীরে।
তবে উপস্থিত হন যমুনার তীরে॥
তাহার গভীর জল পাতাল-প্রমাণ (৭)।
রামের প্রভাবে হয় হাঁটুর সমান॥
না জানিয়া ভেলা তাহে বান্ধেন লক্ষ্মণ।
হাঁটু জল পার হ'য়ে অক্লেশে গমন॥

(১) পুরন্দর—ইন্দ্র। (২) কাণ—কাণা। (৩) আতপে—রৌদ্রে। (৪) পদব্রজে—পায়ে হাঁটিয়া। (৫) ভ্রূভঙ্গ রচিতা—ভ্রূভঙ্গ-যুক্তা। (৬) পুলক-মণ্ডিত—আনন্দিত। (৭) পাতাল-প্রমাণ—অতি-গভীর; অতলস্পর্শ।

মুনির চরণ রাম বন্দেন তখন।
রামেরে দেখিয়া মুনি হরষিত-মন॥
বলিলেন, হে রাম, অপনি নারায়ণ।
তপস্বীর বেশে কেন আইলেন বন॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি, পিতার আদেশ।
বিপিনে (১) করিব বাস তপস্বীর বেশ॥
তিন জন রহিলেন তথায় অক্লেশে।
এদিকে সুমন্ত্র গিয়া উত্তরিল দেশে॥
ছয় দিনে উত্তরিল অযোধ্যানগরে।
জোড়হাতে দাণ্ডাইল রাজার গোচরে॥
কহিতে লাগিল পাত্র নমস্কার ক'রে।
রামে রাখি আইলাম শৃঙ্গবেরপুরে॥
সেথা হৈতে আইলাম রাজা তিন দিনে।
রাম-সীতা লক্ষ্মণ রহেন সেই স্থানে॥
বিদায় দিলেন রাম মধুর বচনে।
প্রণিপাত করেছেন তোমার চরণে॥
রামের যেমন শীল (২) তেমনি বচন।
গর্জ্জন করিয়া কিছু বলিল লক্ষ্মণ॥
প্রচণ্ড কোদণ্ড (৩) ধরি গর্জ্জে যেন ফণী।
কিছুমাত্র না বলিল সীতা ঠাকুরাণী॥
এতেক সুমন্ত্র যদি বলিল বচন।
পুরীর সহিত সবে করিল ক্রন্দন॥
সাত শত মহাদেবী রাজার রমণী।
কান্দিয়া বিকল সবে পোহায় রজনী॥
কেহ কারে না সান্ত্বায় (৪) সবে অচেতন।
পূর্ব্বকথা রাজার যে হইল স্মরণ॥
কৌশল্যার ঠাঁই রাজা কহে পূর্ব্বকথা।
মহাজন-বাক্য (৫) কভু না হয় অন্যথা॥
মৃগয়াতে যাইলাম সরযূর তীরে।
অন্ধ মুনির পুত্র কলসে জল ভরে॥
মম জ্ঞান, মৃগ সব করে জলপান।
পূরিলাম শব্দ মাত্র পাইয়া সন্ধান॥
ভরিতে সলিল তার ফুটে বাণ বুকে।
প্রাণ গেল বলিয়া মুনির পুত্র ডাকে॥
কোন্ অপরাধে প্রাণ নিল কোন্ জনে।
এতেক শুনিয়া আমি গেলাম সে স্থানে॥
মুনি-পুত্র বলে, রাজা পাড়িলা প্রমাদ।
আমারে মারিলা কি পাইয়া অপরাধ॥
অন্ধ পিতা-মাতা আমি পুষি রাত্রি-দিনে।
বুড়া-বুড়ী করিবেক আমার মরণে॥
অন্ধ পিতা-মাতা আছে শ্রীফলের বনে।
আমা কোলে করি রাজা, চল সেই স্থানে॥
যাবৎ আমার পিতা নাহি দেন শাপ।
আমা লইয়া তুমি চল, যথা বৃদ্ধ বাপ॥
ইহা বিনা তব আর নাহি প্রতিকার (৬)।
এতেক বলিয়া মরে মুনির কুমার॥
অন্ধ বুড়া-বুড়ী বসিয়াছে যেইখানে।
শিশু কোলে করি আমি গেলাম সে বনে॥
মুনি বলিলেন, রাজা, বড়ই নির্দ্দয়।
কি দোষে মারিলে বল আমার তনয়॥
আমারে লইয়া চল সরযূর কূলে।
পুত্রের তর্পণ আমি করি সেই জলে॥
মুনিরে ধরিয়া আনি সরযূর তীরে।
পুত্রের তর্পণ করি শাপিল আমারে॥
পুত্রশোকে মরিয়া করিবা স্বর্গবাস।
দেশে আইলাম আমি পাইয়া তরাস॥

(১) বিপিন—বনে। (২) শীল—চরিত্র। (৩) কোদণ্ড—ধনু। (৪) সান্ত্বায়—সান্ত্বনা দেয়। (৫) মহাজন-বাক্য—বেদবিশ্বাসী ও যশস্বী লোকের কথা। (৬) প্রতিকার—উপায়।

সে মুনির বাক্য কভু না হয় খণ্ডন।
আজিকার রাত্রে রাণি, আমার মরণ॥
সে অন্ধ মুনির শাপ ফলে অতঃপরে।
ছটফট করে রাজা মুখে বাক্য হরে॥
হাহাকার করি রাজা ত্যজিল জীবন।
নিদ্রা যায় দশরথ হেন লয় মন॥

পুরীর সহিত কান্দি পোহায় রজনী।
রাজারে চিয়াতে (১) গেল সাত শত রাণী॥
দুই দণ্ড বেলা হয়, সূর্য্যের উদয়।
এতক্ষণ নিদ্রা যায় রাজা মহাশয়॥
অনন্তর রাজারে করিল মৃতজ্ঞান।
নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখে, নাহি তাঁর প্রাণ॥
আছাড় খাইয়া পড়ে কদলী যেমনি।
রাজার চরণ ধরি কান্দে সব রাণী॥
এক পুত্রশোকে রাণী পরম দুঃখিতা।
পতিশোকে ততোধিক হইলা মূর্চ্ছিতা॥
সত্যবাদী রাজা তুমি সত্যে বড় স্থির।
সত্য পালি স্বর্গে গেলে ত্যজিয়া শরীর॥
সত্য না লঙ্ঘিলে তুমি বড় পুণ্যশ্লোক।
স্বর্গবাসী হ'য়ে এড়াইলে পুত্র-শোক॥
রাজা স্বর্গে গেল, আর রাম গেল বন।
দুই শোকে প্রাণ মম থাকে কি কারণ॥
ভূমে গড়াগড়ি যায় কৌশল্যা তাপিনী।
কৌশল্যারে বুঝান বশিষ্ঠ মহামুনি॥
তোমারে বুঝাব কত নহে ত উচিত।
মৃত হেতু কান্দ যত, সব অনুচিত॥
স্বর্গেতে গেলেন রাজা পালিয়া পৃথিবী।
তাঁর ধর্ম্ম কর্ম্ম কর তুমি মহাদেবী॥
রাজাকে রাখহ করি তৈলমধ্যগত।
দেশে আসি অগ্নিকার্য্য করিবে ভরত॥

বাসিমড়া হইয়া আছেন মহারাজ।
প্রাতঃকালে যুক্তি করে অমাত্য-সমাজ (৩)॥
সত্য পালি ভূপতি গেলেন স্বর্গবাস।
অরাজক হৈল রাজ্য, বড় পাই ত্রাস॥
অরাজক রাজ্যের সর্ব্বদা অকুশল।
অরাজক পৃথিবীতে নাহি হয় জল॥
অরাজক রাজ্যে বৃক্ষে নাহি ধরে ফল।
অরাজক রাজ্যে ধর্ম্ম সকলি বিফল॥
অরাজক রাজ্যে ভৃত্য বশ নাহি হয়।
অরাজক রাজ্যে সর্ব্বক্ষণ দস্যুভয়॥
অরাজক রাজ্যেতে তুরঙ্গ হস্তী ছোটে।
অরাজক রাজ্যেতে প্রজার ধন লোটে॥
অরাজক রাজ্যে সদা হয় ডাকা চুরি।
অরাজক রাজ্য দেখি বড় ভয় করি॥
অরাজক রাজ্যে অন্য নৃপতি গরজে।
অরাজক রাজ্যে প্রজালোক দুঃখে মজে॥
অরাজক রাজ্যে না বরিষে পুরন্দর।
অরাজক রাজ্যে অশুভ বহুতর॥
অরাজক রাজ্যে নারী নাহি রহে পাশে।
অরাজক রাজ্যে স্বামী অন্য নারী তোষে॥
অরাজক রাজ্যে সদা হিতে বিপরীত।
অরাজক রাজ্যে থাকা অতি অনুচিত॥
রাজ্য করিলেন বৃদ্ধ রাজা মহাশয়।
তাঁহার প্রতাপে লোক থাকিত নির্ভয়॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিত তাঁর ডরে।
রাজ্যের কুশল ছিল বুড়ার আদরে (৪)॥
হেন রাজা বিনা রাজ্য করে টলমল।
রাজা হৈলে রাজ্যরক্ষা প্রজার কুশল॥

রাজ্য দিতে ভরতেরে সর্ব্ব-অঙ্গীকার।
ভরতেরে আনি দেশে দেহ রাজ্যভার॥

(১) চিয়াতে—জাগাইতে; সচেতন করিতে। (২) পুণ্যশ্লোক—পূত-চরিত্র। (৩) অমাত্য-সমাজ—মন্ত্রিগণ। (৪) আদরে—গৌরবে।

ভরত আছেন মাতামহের বসতি।
দূত পাঠাইয়া তাঁরে আন শীঘ্রগতি ॥
রাজা স্বর্গগত, রাম চলিলেন বনে।
এত ঘোর প্রমাদ ভরত নাহি জানে ॥
ভরতেরে না কহিবে এ সব ঘটন।
তবে না করিবে সে যে দেশে আগমন ॥
মাতৃদোষ শুনিলে ভরত না আসিবে।
পিতৃশোকে মনোদুঃখে দেশান্তরী হবে ॥
ভরত মাতুল-গৃহে অযোধ্যা-পাসরা (১)।
চারি পুত্র সত্ত্বে দশরথ বাসি মড়া ॥
বুদ্ধির সাগর পাত্র মন্ত্রণা-বিশেষে।
চলিলেন ভরতেরে আনিবারে দেশে ॥
করিলেন অনুজ্ঞা বশিষ্ঠ পুরোহিত।
ভরতেরে আনিবারে চলিল ত্বরিত ॥
হস্তিনানগরে গেল তৃতীয় দিবসে।
পরদিন গেল তারা কুরঙ্গের দেশে ॥
নীহারের রাজ্যে গেল ত্বরিত গমনে।
লক্ষ্মী-অধিষ্ঠান সদা জ্ঞান হয় মনে ॥
রাত্রিদিন সবে পথে চলিল সত্বর।
পুনবের রাজ্যে গেল দেখে মনোহর ॥
আড়িকুল দেশে গেল যেন সুরপুর।
কুকর্ম্ম-বর্জ্জিত লোক সুকর্ম্ম প্রচুর ॥
বহবেণু নদী পার হৈল সর্ব্বজন।
যার দুই কূলে বৈসে অনেক ব্রাহ্মণ ॥
নদ নদী কন্দর (২) হইল বহু পার।
বহু দেশ দেশান্তর এড়ায় অপার ॥
গিরিরাজ-দেশেতে (৩) কেকয় রাজা বৈসে।
উত্তরিল গিয়া পাত্র পঞ্চম দিবসে ॥
রাত্রিদিন পথশ্রমে হইয়া বিকল।
রন্ধন ভোজন করে পেয়ে রম্যস্থল ॥
ভরতের সঙ্গে নাহি হয় দরশন।
পথশ্রমে নিদ্রা যায় হ'য়ে অচেতন ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বাণী অধিষ্ঠান।
রচিল অযোধ্যাকাণ্ড অমৃত-সমান ॥

ভরতের অযোধ্যায় আগমন এবং পিতার মৃত্যু ও রামচন্দ্রাদির বনগমন সংবাদে শোক ও দশরথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন।

নিদ্রাগত ভরত পালঙ্কের উপর।
উঠেন কুস্বপ্ন দেখি সশঙ্ক অন্তর ॥
প্রভাতে ভরত আসি বসেন দেওয়ানে।
আইল অমাত্যগণ তাঁর সম্ভাষণে ॥
যথাযোগ্য নমস্কার করে পাত্রগণ।
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত করে শুভাশীর্ব্বচন ॥
মিত্রগণ আসিয়া আলাপ করে কত।
ইতরে (৪) সন্তোষ করে ব্যবহার-মত ॥
গায়ক রসাল আইল অমৃত নাচনী।
সুললিত গীত গায় মিষ্ট তাল শুনি ॥
নৃত্য-গীত করে তারা মনের কৌতুকে।
বাক্যহীন ভরত রহেন অধোমুখে ॥
বাজে সপ্তস্বরা, (৫) গায় মধুর সঙ্গীত।
ভরতে বিরস দেখি বন্ধ নৃত্য-গীত ॥
ভরত বিষণ্ণ অতি মুখে নাহি শব্দ।
নিশ্বাস প্রবল বহে, রহে অতিস্তব্ধ ॥
ভরতেরে জিজ্ঞাসা করেন পাত্রগণ।
শুনিয়া ভরত বাক্য বলেন তখন ॥
কুস্বপ্ন দেখেছি আজি রাত্রি-অবশেষে।
যেন চন্দ্র-সূর্য্য খসি পড়িল আকাশে ॥

---

(১) অযোধ্যা-পাসরা—যিনি অযোধ্যাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। (২) কন্দর—পর্ব্বত-গুহা; এখানে কাঁদর অর্থাৎ ছোট বিল। (৩) গিরিরাজ-দেশেতে···পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। (৪) ইতরে—অন্য সাধারণে। (৫) সপ্তস্বরা—বীণা।

স্বপ্নে এক বৃদ্ধ আসি কহিল বচন।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সীতা গিয়াছেন বন॥
দেখিলাম মৃত পিতা তৈলের ভিতর।
এই স্বপ্ন দেখি মোর কম্পিত অন্তর॥
চারি ভাই আর পিতা এই পাঁচজন।
পাঁচের মধ্যেতে দেখি পিতার মরণ॥
ভরতের কথা শুনি সবাকার ত্রাস।
পাত্র মিত্র ভরতেরে করিছে আশ্বাস॥
দেখিয়াছ কুস্বপন হে নৃপকুমার।
শুনহ ভরত, কহি তার প্রতিকার॥
দেবতার পূজা তুমি কর সাবধানে।
ব্রাহ্মণ-দরিদ্র তুষ্ট কর নানা দানে॥
ইহা বিনা ভরত, নাহিক উপদেশ।
দান দ্বারা তোমার ঘুচিবে সর্ব্ব ক্লেশ॥
পাত্র মিত্র করিলেন এতেক মন্ত্রণা।
স্নান করি ভরত আনেন দ্রব্য নানা॥
পূজিলেন আগে দেব দিয়া উপহার।
করেন ভরত দান সকল ভাণ্ডার॥
ভরতের যত ছিল ধনের ভাণ্ডার।
দিলেন সকল দ্বিজে সীমা নাহি তার॥
সকল ভাণ্ডার শূন্য, নাই আর ধন।
তথাপি তাঁহার কিছু স্থির নহে মন॥
প্রবল প্রতাপশালী কেকয় ভূপতি।
দেওয়ানে (১) বসিল গিয়া যেন সুরপতি॥
ভরত বসেন গিয়া ভূপতির পাশে।
অযোধ্যার দূত গিয়া তখন প্রবেশে॥
কেকয় রাজার প্রতি নোয়াইয়া মাথা।
ভরতের আগে দূত কহে সব কথা॥
আইলাম তোমাকে লইতে সর্ব্বজন।
ভরত, ঝটিতি দেশে কর আগমন॥
রাজার নিশান দেখ হাতের অঙ্গুরী।
ঝাট চল, আমরা রহিতে নাহি পারি॥
একদণ্ড না রহিব, আছে বড় কাজ।
ভরতেরে পাঠাও কেকয় মহারাজ॥
কথার প্রবন্ধে তারা কহিল বিশেষ।
দেখিতে তোমায় বাঞ্ছা রাজার অশেষ॥
শুনিয়া ভরত কিছু না হন প্রতীত (২)।
যত স্বপ্ন দেখিলাম সব বিপরীত॥
ভরত বলেন, বল পিতার মঙ্গল।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ভাই আছেন কুশল॥
কৈকেয়ী কৌশল্যা আর সুমিত্রা জননী।
সকলের মঙ্গল বল হে দূত শুনি॥
দূত বলে, রাজপুত্র, সবার কুশল।
সবারে দেখিবে যদি শীঘ্র দেশে চল॥
প্রণাম করিয়া মাতামহের চরণে।
হইলেন ভরত বিদায় সেইক্ষণে॥
হাতী ঘোড়া দিল রাজা বহুমূল্য ধন।
অশন বসন আর নানা আভরণ॥
শত্রুঘ্ন ভরত দোঁহে চড়িলেন রথে।
কত শত সৈন্য চলে তাহার সহিতে॥
সুমন্ত্রে পথের মাঝে কহিছে ভরত।
কেমন আছেন মোর পিতা দশরথ॥
কেমন আছেন বল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
জানকী সহিত মোর যত মাতৃগণ॥
শ্রীরামের দিব্য লাগে ওহে মন্ত্রিবর।
সঠিক বৃত্তান্ত কহ আমার গোচর॥
দিব্য শুনি সুমন্ত্র যে কর্ণে দিল হাত।
কুশলে আছেন রাজা, আর রঘুনাথ॥
সূর্য্য যান অস্তগিরি বেলা অবশেষে।
হেনকালে সবে তারা অযোধ্যা প্রবেশে॥

(১) দেওয়ানে—রাজসভায়। (২) প্রতীত—অবগত; জ্ঞাত।

শ্রীরামের শোকে লোক করিছে ক্রন্দন।
অযোধ্যার সর্ব্বলোক বিরস-বদন ॥
জিজ্ঞাসেন ভরত হইয়া বিষাদিত।
প্রজালোক কান্দে কেন হইয়া তাপিত॥
অনেক দিনের পরে আইলাম দেশে।
কাছে না আইসে কেন, কেহ না সম্ভাষে ॥
এত শুনি দূতগণ হেঁট করে মাথা।
কেহ নাহি কহে কোন ভাল-মন্দ কথা ॥
অযোধ্যায় সর্ব্বলোক আছে এ নিয়মে।
অশুভ সংবাদ নাহি কহে কোনক্রমে ॥
ভরত চিন্তিত অতি মানিয়া বিস্ময়।
প্রথমে গেলেন তিনি পিতার আলয় ॥
দেখেন নাহিক পিতা শূন্য নিকেতন।
ভরত ভাবিয়া কিছু না পান কারণ ॥
ভরত পিতারে নাহি দেখিয়া আবাসে।
বিষণ্ণ হইল অতি দারুণ হতাশে ॥
মৃত্যুকালে দশরথ কৌশল্যার ঘরে।
তথা তাঁর মৃতদেহ তৈলের ভিতরে ॥
ভরত পিতার গৃহ শূন্যময় দেখি।
মায়ের আবাসে যান হয়ে মনে দুঃখী ॥
কৈকেয়ী বসিয়া আছে রত্নসিংহাসনে।
পড়িয়াছে প্রমাদ মনেতে নাহি গনে ॥
পুত্রের রাজত্ব লাভে আছে মনসুখে।
ভরত গেলেন তবে মায়ের সম্মুখে ॥
ভরতেরে দেখি রাণী ত্যজে সিংহাসন।
ভরত করেন তাঁর চরণ বন্দন ॥
মুখে চুম্ব দিয়া রাণী পুত্র কৈল কোলে।
কুশল জিজ্ঞাসা করে তাঁরে কুতূহলে ॥
কেকয় ভূপতি পিতা আছেন কুশলে।
কুশলে আছেন মম সোদর সকলে ॥
মঙ্গলে আছেন মোর বিমাতা সকল।
পিতৃরাজ্য রাজগিরি দেশের মঙ্গল ॥
ভরত বলেন, মাতা, না হও বিকল।
মাতা পিতা ভ্রাতা তব সবার কুশল ॥
তোমার বান্ধব (১) যত কেহ নাহি মরে।
সকল মঙ্গল তব জনকের ঘরে ॥
তুমি যত জিজ্ঞাসিলে দিলাম উত্তর।
আমি যে জিজ্ঞাসি তাহা কহ ত সত্বর ॥
অযোধ্যার রাজ্য কেন দেখি বিপরীত।
সকলে বিষণ্ণ, কেহ নহে হরষিত ॥
চতুর্দ্দিকে লোক কেন করিছে ক্রন্দন।
আমারে দেখিয়া কেন করিছে নিন্দন (২) ॥
পিতার আলয়ে কেন না দেখি পিতারে।
অযোধ্যানগর কেন পূর্ণ হাহাকারে ॥
যে কথা কহিতে কারো মুখে না আইসে।
হেন কথা কহে রাণী পরম হরিষে ॥
সত্যবাদী তব পিতা সত্যে বড় স্থির।
সত্য পালি স্বর্গেতে গেলেন সত্যবীর ॥
শূন্য রাজ্য আছে তব পিতার মরণে।
ভরত আছাড় খেয়ে পড়েন সে ক্ষণে ॥
কাটিলে কদলী যেন ভূমেতে লোটায়।
ধূলায় পড়িয়া বীর গড়াগড়ি যায় ॥
মূর্চ্ছাগত ভরত হলেন পিতৃশোকে।
কান্দিয়া বিকল, পিতা শুনি পরলোকে ॥
কৈকেয়ী বলিল, পুত্র, কর অবধান।
তোমার ক্রন্দনে মোর বিদরে পরাণ ॥
সর্ব্বশাস্ত্র জান তুমি ভরত অন্তরে।
পিতা-মাতা লয়ে কেবা কোথা রাজ্য করে ॥
ভরত বলেন, শুনি পিতার মরণ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ তাঁরা কোথা দুই জন ॥

(১) বান্ধব—ইষ্ট মিত্র। (২) নিন্দন—নিন্দা।

মহারাজ রামেরে অর্পিয়া রাজ্যভার।
করিবেন আপনি কেবল সদাচার (১) ॥
এই সব যুক্তি পূর্ব্বে ছিল আমি জানি।
তাহার অন্যথা কেন, কহ ঠাকুরাণি ॥
অযুত বৎসর জানি পিতার জীবন।
নয় হাজার বর্ষে তাঁর মৃত্যু কি কারণ ॥
রাজার মরণে তব নাহিক বিষাদ।
অনুমানে বুঝি তুমি করেছ প্রমাদ ॥
রাজকন্যা কৈকেয়ী, বাড়িছে নানা সুখে।
কত শত কথা বলে, যত আসে মুখে ॥
রাম বনে গেলেন লক্ষ্মণ তাঁর সাথে।
মনে কি করিয়া সীতা গেলেন পশ্চাতে ॥
ভরত বলেন, কেন রাম যান বনে।
পরাণ বিদরে মাতা, তোমার বচনে ॥
হরিলেন কার ধন, কার বা সুন্দরী।
কোন্ দোষে হইলেন রাম বনচারী ॥
কৈকেয়ী সকল কহে ভরতের স্থানে।
রামের অশেষ গুণ প্রথমে বাখানে ॥
ভকতবৎসল রাম ধর্ম্মেতে তৎপর।
জনক-জননী-প্রাণ গুণের সাগর ॥
শ্রীরাম হইলে রাজা সবার কৌতুক।
রামের প্রসাদে লোক পায় নানা সুখ ॥
কালি রাম রাজা হবে আজি অধিবাস।
হেনকালে রামেরে দিলাম বনবাস ॥
তোমারে রাজত্ব দিয়া রাম গেল বন।
'হা রাম' বলিয়া রাজা ত্যজিল জীবন ॥
মাতৃ-ঋণ পুত্র কভু শুধিতে না পারে।
রাম লয়েছিল রাজ্য দিলাম তোমারে ॥
রাজা হয়ে রাজ্য কর, বৈস রাজপাটে।
রাজলক্ষ্মী আছে পুত্র, তোমার ললাটে ॥

ঘায়েতে(২) লাগিলে ঘা(৩) যেন বড় জ্বলে।
ভরত তেমন জ্বালাতন হয়ে বলে ॥
নিজগুণ কহ মাতা, আপনার মুখে।
আপনি মজিলে মাতা, ডুবিলে নরকে ॥
রাজকুলে জন্মিয়া শুনিলে কোন্‌খানে।
কনিষ্ঠ হইবে রাজা জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে ॥
তব পিতা পিতামহ করে ধর্ম্ম-কর্ম্ম।
সে বংশেতে কেন হৈল রাক্ষসীর জন্ম ॥
নিশাচরী হ'য়ে তুমি হইলে মানুষী।
রঘুবংশ ক্ষয় হেতু হইলে রাক্ষসী ॥
শ্রীরামের শোকে রাজা ত্যজেন জীবন।
তুমি কেন শ্রীরামেরে পাঠাইলে বন ॥
রাজার প্রসাদে তব এতেক সম্পদ।
তিন কুলে মজাইলে স্বামী করি বধ ॥
পূর্ব্বজন্মে করিলাম কত কদাচার।
সেই পাপে তব গর্ভে জনম আমার ॥
মা হইয়া তনয়েরে দিলে এত শোক।
ইচ্ছা হয় কাটিয়া পাঠাই পরলোক ॥
এমন রাক্ষসী তুমি নাহি দেখি কোথা।
তব হেন মাতা বধি নাহি কোন ব্যথা ॥
যেমন পরশুরাম কাটিল মায়েরে।
তেমতি করিতে বাঞ্ছা, কিন্তু মরি ডরে ॥
রাম পাছে বর্জ্জেন বলিয়া মাতৃঘাতী।
তবে ত নরকে মম হবে নিবসতি ॥
ভরত জ্বলন্ত অগ্নি-তুল্য ক্রোধে জ্বলে।
দেখিয়া কৈকেয়ী তবে যায় অন্য স্থলে ॥
যাইতে যাইতে রাণী করেন বিষাদ।
কার লাগি করিলাম এতেক প্রমাদ ॥
আইলেন শত্রুঘ্ন করিতে সম্ভাষণ।
ভরতের ক্রন্দনে কান্দেন দুই জন ॥

(১) সদাচার—লোকহিতকর কার্য্য। (২) ঘায়ে – ক্ষত জায়গায় ; রামের বন-গমনে ভরতের বিষাদরূপ হৃদয়-ক্ষত। (৩) ঘা—আঘাত ; তোমাকে রাজা করিয়াছি, কৈকেয়ীর এই উক্তিতে ভরতের হৃদয়ে আঘাত।

ভাই ভাই বলিয়া ভরত নিল কোলে।
দুজনার অঙ্গ তিতে (১) নয়নের জলে ॥
অনুমানে বুঝিলেন কুঁজীর এ ক্রিয়া।
কহিতে লাগিল দোঁহে কুপিত হইয়া ॥
রামেরে দিলেন রাজা নিজ ছত্র দণ্ড।
কোথা হৈতে কুঁজী চেড়ী পাড়িল পাষণ্ড (২) ॥
পাইলে কুঁজীর দেখা বধিব জীবন ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কুঁজী আইল সেই ক্ষণ।
শোভা পায় পট্টবস্ত্রে আর আভরণে।
সর্ব্বাঙ্গভূষিতা কুঁজী সুগন্ধ চন্দনে ॥
মুক্তাহার শোভে তার কুঁজের উপর।
শ্রীরামের বনবাসে প্রফুল্ল অন্তর ॥
এতেক প্রমাদ হবে কুঁজী নাহি জানে।
ভরতের নিকটে আইসে হৃষ্টমনে ॥
হেনকালে দ্বারী বলে, শুন শত্রুঘন।
এই কুঁজী হেতু বৃদ্ধ রাজার মরণ ॥
এই কুঁজী মজাইল অযোধ্যানগরী।
এই কুঁজী মরিলে সকল দুঃখে তরি ॥
শত্রুঘ্ন বলেন, ভাই, ইচ্ছা করে মন।
এখনি কুঁজীর আমি বধিব জীবন ॥
শত্রুঘ্ন কুপিত হয়ে ধরে তার চুলে।
চুলে ধরি কুঁজীরে সে ফেলে ভূমিতলে ॥
ছিঁছড়িয়া লয়ে যায় তাহারে ভূতলে।
কুমারের চাক হেন ঘুরাইয়া ফেলে ॥
মরি মরি বলে কুঁজী পরিত্রাহি ডাকে।
চুল ছিঁড়ে গেল, সে কৈকেয়ী-ঘরে ঢোকে ॥
কুঁজী বলে, কৈকেয়ী, করহ পরিত্রাণ।
ভরত-শত্রুঘ্ন মোর লইল পরাণ ॥
শত্রুঘ্ন প্রবেশে ক্রোধে কৈকেয়ীর ঘরে।
চুলে ধরি কুঁজীরে সে আনিল বাহিরে ॥
তবু তার হার আছে কুঁজের শোভন।
ছিঁড়িয়া পরিল যেন দীপ্ত তারাগণ ॥
তোর লাগি পিতা মরে, ভাই বনবাসী।
সৃষ্টিনাশ করিলি, হইয়া তুই দাসী ॥
কৈকেয়ীর মুখ্যা দাসী, ধাত্রী ভরতের।
সর্ব্বাঙ্গ ভিজিল রক্তে এই কর্ম্ম ফের (৩) ॥
চুলে ধরে লয়ে যায়, কুঁজে লাগে ছড় (৪)।
শত্রুঘ্নেরে দেখিয়া কৈকেয়ী দিল রড় (৫) ॥
চেড়ীরে মারিল, পাছে প্রহারে আমায়।
এই ত্রাস মনে করি কৈকেয়ী পলায় ॥
শত্রুঘ্ন বলেন, শুন, কৈকেয়ী বিমাতা।
পলাইয়া নাহি যাও, শুন এক কথা ॥
সাত শত রাণী জিনি তোমার প্রতাপ।
তুমি যে বলিতে তাই করিতেন বাপ ॥
রাজার মহিষী তুমি রাজার নন্দিনী।
তোমা সম দুর্ভগা স্ত্রী না দেখি না শুনি ॥
শচীর অধিক সুখ বলে সর্ব্বলোকে।
আমি কি মারিয়া মাতা ডুবিব নরকে ॥
দাসীর কথায় বুদ্ধি গেল রসাতল।
দোষ অনুরূপ আমি কি বলিব বল ॥
যদি তোমা বধি, প্রাণে দুঃখ নাহি ঘুচে।
মাতৃ-বধ করিয়া নরকে ডুবি পাছে।
তোমার চেড়ীরে মারি তোমার সম্মুখে।
জ্বলিয়া পুড়িয়া যে মরহ এই শোকে ॥
চুলে ধরি চেড়ীর মাটীতে মুখ ঘসে।
দেখিয়া কৈকেয়ী দেবী কাঁপিছে তরাসে ॥
বুকে হাঁটু দিয়া সে কুঁজীর ধরে গলা।
মুদ্গরের ঘায়েতে ভাঙ্গিল পায়ের নলা (৬) ॥
একে ত কুৎসিতা কুঁজী তায় হৈল খোঁড়া।
সর্ব্ব গায়ে ছড় গেল যেন রক্তবোড়া (৭) ॥

(১) তিতে—ভিজে। (২) পাষণ্ড—এখানে প্রমাদ। (৩) কর্ম্ম-ফের—অদৃষ্টের বিড়ম্বনা। (৪) ছড়—আঁচড়। (৫) রড়—দৌড়; ছুট। (৬) নলা—পায়ের নলাকার হাড়। (৭) রক্তবোড়া—লালরংয়ের বোড়া সাপ।

অচেতন হৈল কুঁজী শ্বাস মাত্র আছে।
ভরত ভাবেন নারীহত্যা হয় পাছে ॥
বারে বারে ভরত বলেন সুবচন।
নারীহত্যা হয় পাছে শুন শত্রুঘন ॥
রক্ত চর্ম্ম নাহি আর অস্থিমাত্র সার।
নারীবধ হয় পাছে না মারিহ আর ॥
নারীহত্যা মহাপাপ শুন শত্রুঘন।
যদি এই পাপে রাম করেন বর্জ্জন ॥
মাতৃহত্যা নাহি করি শ্রীরামের ডরে।
এত শুনি শত্রুঘন ছাড়িল কুঁজীরে ॥
লইলেন কুঁজীরে কৈকেয়ী বিদ্যমান।
এতেক প্রহারে তার রহিল পরাণ ॥
ভরত বলেন, ভাই, দেব সব জানে।
এতেক হইবে ভাই জানিব কেমনে ॥
রামেরে দিলেন পিতা রাজসিংহাসন।
কে জানে করিবে মাতা অন্যথাচরণ ॥
সংসারের ভোগ ভুঞ্জে তবু নাহি আঁটে।
রাজার মহিষী কি চেড়ীর বাক্যে খাটে ॥
আমি দুষ্ট হইলাম জননীর দোষে।
কৌশল্যার কাছে যাব কেমন সাহসে ॥
শত্রুঘ্ন বলেন, তিনি না করিবেন রোষ।
আপনি জানেন মাতা যার যত দোষ ॥
ভরত-শত্রুঘ্ন হেথা করেন রোদন।
কৌশল্যা বসিয়া ঘরে করেন শ্রবণ ॥
ভরত শত্রুঘ্ন গিয়া ভাই দুই জন।
করিলেন কৌশল্যার চরণ বন্দন ॥
'পুত্র' বলি কৌশল্যা ভরতে নিল কোলে।
উভয়ের সর্ব্বাঙ্গ তিতিল নেত্র-জলে ॥
কৌশল্যা বলেন, শুন কৈকেয়ী-নন্দন।
মায়ে-পোয়ে রাজ্য কর ভরত এখন ॥
কালি রাজা হবে রাম আজি অধিবাস।
হেন কালে তব মাতা দিল বনবাস ॥
হরিল কাহার ধন রাম কার নারী।
কোন্ দোষে পুত্রে মোর করে দেশান্তরী ॥
আমারে করিয়া দূর ঘুচাও এ কাঁটা।
পাঠাও রামের কাছে শিরে ধরি জটা ॥
দুঃখভাগী যেই জন সেই পায় দুখ।
মায়ে-পোয়ে ভরত, করহ রাজ্য-সুখ ॥
কাতর ভরত অতি কৌশল্যার বোলে।
রামের সেবক আমি তুমি জান ভালে (২) ॥
মম মতে রাম যদি গিয়াছেন বনে।
দিব্য করি মাতা আমি তোমার চরণে ॥
রাজা যদি প্রজা পীড়ে না করে পালন।
আমারে করুন বিধি সে পাপ ভাজন ॥
প্রজা হ'য়ে রাজদ্রোহ করে যেই লোকে।
সেই পাপে পাপী হ'য়ে ডুবিব নরকে ॥
বিদ্যা পেয়ে যে না করে গুরুর সেবন।
কর্ম্ম করি দক্ষিণা না দেই যেই জন ॥
আপনা বাখানে, যেবা পরনিন্দা করে।
সেই মহাপাপরাশি ঘটুক আমারে ॥
স্থাপ্যধন (৩) হরণেতে যে হয় পাতক।
তত পাপে পাপী হ'য়ে ভুঞ্জিব নরক ॥
রামেরে বঞ্চিয়া রাজ্য আমি যদি চাই।
ইহ-পরকাল নষ্ট, শিবের দোহাই ॥
শপথ করেন এত ভরত তখন।
কৌশল্যা বলেন, পুত্র, জানি তব মন ॥
রামের হৃদয় ধর্ম্মে যেমন তৎপর।
তোমার হৃদয় পুত্র একই সোসর ॥
চৌদ্দবর্ষ গেলে রাম আসিবেন দেশ।
ততদিনে মম প্রাণ হইবে নিঃশেষ ॥

(১) কৈকেয়ী-নন্দন—ভরত ; ভরতকে কৈকেয়ী-নন্দন বলায় কৈকেয়ীর মত কুটীল-প্রকৃতি বলার ইঙ্গিত। (২) ভালে—ভাল। (৩) স্থাপ্য ধন—গচ্ছিত ধন।

মৃত-দেহ আছে ঘরে বড় পাই লাজ।
শীঘ্র কর ভরত, পিতার অগ্নি কাজ ॥
পিতৃশোক ভ্রাতৃশোক মায়ের অযশ।
ভরত করেন খেদ রজনী-দিবস ॥
আমা হেতু পিতা মরে, ভ্রাতা বনবাসী।
এতেক জানিলে কি দেশেতে আমি আসি ॥
শিষ্ঠ বলেন, তুমি ভরত পণ্ডিত।
তামারে বুঝাব কত, এ নহে উচিত ॥
াত্য পালি ভূপতি গেলেন স্বর্গবাস।
াঁহার কারণে কান্দ, হয় পুণ্যনাশ ॥
াম হেন পুত্র যাঁর গুণের নিধান।
ক বলে মরিল রাজা, আছে বিদ্যমান ॥
ইরূপে বুঝান বশিষ্ঠ মহামুনি।
রত না কহে কিছু, কহে খেদ-বাণী ॥
মতে ধরিব প্রাণ পিতার মরণে।
মতে ধরিব প্রাণ রামের বিহনে ॥
রূপে হইব স্থির কাহারে নিরখি।
ই শোকে প্রাণ রহে কোথাও না দেখি ॥
শধর যেমন হইল মেঘাচ্ছন্ন।
বর্ণ ভরত অতি তেমতি বিষণ্ণ ॥
ত্র মিত্র সহিত বশিষ্ঠ পুরোহিত।
ৌশল্যা নিবাসে যান বশিষ্ঠ-বেষ্টিত ॥
ত শত রাণী তাঁরা শোকেতে নিরাশ।
রতের সঙ্গে গেল কৌশল্যা নিবাস ॥
রত বলেন, পিতা, এই তব গতি।
ঠিয়া সম্ভাষা (১) কর ভরতের প্রতি ॥
মারে দেখিতে আসিয়াছে পুরজন।
ঠিয়া সবারে কহ প্রবোধ বচন ॥
দোষে আমা সহ না কহ বচন।
থাকে অপরাধ কর বিমোচন ॥

বশিষ্ঠ বলেন, ত্যজ ভরত ক্রন্দন।
পিতৃ-অগ্নিকার্য্য শ্রাদ্ধ করহ তর্পণ ॥
পিতৃকার্য্যে জ্যেষ্ঠ তনয়ের অধিকার।
রাম দেশে নাহি, তুমি করহ সৎকার ॥
অগুরু চন্দন কাষ্ঠ আনে ভারে ভারে।
ঘৃত মধু কুম্ভ পূরি আনিল সত্বরে ॥
মুকুতা প্রবাল আনে, বহুমূল্য ধন।
চতুর্দ্দোল আনিল বিচিত্র সিংহাসন ॥
সুগন্ধি পুষ্পের মাল্য গন্ধ মনোহর।
চতুর্দ্দোলে চড়াইল রাজারে সত্বর ॥
অযোধ্যানগরে যত স্ত্রী-পুরুষ আছে।
শিরে হাত দিয়া যায় ভরতের পিছে ॥
তৈলের ভিতরে আছিলেন মহারাজা।
সরযূর তীরে লয়ে যায়-বন্ধু প্রজা ॥
তাঁরে স্নান করাইল সরযূর জলে।
দেখিয়া কাতর অতি হইল সকলে ॥
শুক্ল বস্ত্র পরাইল সুন্দর উত্তরী।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া দিল সুগন্ধি কস্তুরী ॥
নানাবিধ কুসুমের মাল্য মনোহর।
ভরত দিলা যে তাঁর গলার উপর ॥
চিতার উপর লয়ে করায় শয়ন।
হেঁটে (২) ঊর্দ্ধে কাষ্ঠ দিল অগুরু চন্দন ॥
তিন লক্ষ ধেনু দান করেন ভরত।
রাজার সম্মুখে আনি যথা শাস্ত্রমত ॥
পিতারে করেন দাহ ঘৃতের অনলে।
করিলেন তর্পণাদি সরযূর জলে ॥
তর্পণ করিয়া পিণ্ড দিয়া নদী-পাড়ে (৩)।
ভরত মূর্চ্ছিত হয়ে মৃত্তিকাতে পড়ে ॥
ভরত বলেন, সবে যাহ নিজ দেশ।
পিতার অগ্নিতে আমি করিব প্রবেশ ॥

(১) সম্ভাষা—সম্ভাষণ; কথাবার্ত্তা। (২) হেঁটে—নিম্নে। (৩) নদী-পাড়ে—নদী-তীরে।

পিতা পরলোক-গত, ভ্রাতা গেল বনে।
দেশেতে যাইব আমি কোন্ প্রয়োজনে ॥
বশিষ্ঠ বলেন, হে ভরত, যুক্তি নয়।
জন্মিলে মরণ আছে এ কথা নিশ্চয় ॥
মরণকে এড়াইতে না পারে সংসার।
মরিলে সবার জন্ম হয় আরবার ॥
সকলে মরিবে, কেহ নহে ত অমর।
ক্রন্দন সম্বর, হে ভরত, চল ঘর ॥
শূন্যরূপা (১) আছে অদ্য অযোধ্যানগরী।
ভরতেরে নিলেন বশিষ্ঠ রাজপুরী ॥
কান্দিয়া ভরত পোহাইলেন রজনী।
বিলাপ করেন সদা কোথা রঘুমণি ॥
ত্রয়োদশ দিবসে করেন শ্রাদ্ধ-দান।
নানা দান করেন যে শাস্ত্রের বিধান ॥
তুরঙ্গ মাতঙ্গ আর পুরী ভূমি গ্রাম।
বিবিধ বসন শাল আর শালগ্রাম ॥
বিপ্রে দান দেন সোনা সাত লক্ষ তোলা।
ধেনু দান করিলেন সোনার মেখলা (২) ॥
ত্রি-অশীতি লক্ষ মণ সোনার ভাণ্ডার।
বিতরণ করিলেন, ধন নাহি আর ॥
অষ্টাশীতি লক্ষ ধেনু করিলেন দান।
পৃথিবীতে দাতা নাহি ভরত সমান ॥
যত যত রাজা হৈল চন্দ্র-সূর্য্যকুলে।
হেন দান কেহ কোথা না করে ভূতলে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব অপার।
গাহিলেন দশরথ-অন্ত্যেষ্টি-সৎকার ॥

ভরতের পাত্র-মিত্র-সহ রাজ্য-শাসনমন্ত্রণা।

সমাপ্ত হইল শ্রাদ্ধ, নিবারিল দান।
পাত্রমিত্র কহে গিয়া ভরতের স্থান ॥
আসমুদ্র রাজ্য আর অযোধ্যানগরী।
দিয়া রাজা তোমারে গেলেন স্বর্গপুরী ॥
পিতৃদত্ত রাজ্য তুমি ছাড় কি কারণ।
রাজা হৈয়া কর তুমি প্রজার পালন ॥
তোমা বিনা রাজধর্ম্ম অন্যে নাহি সাজে।
তুমি রাজা না হইলে পিতৃ-রাজ্য মজে ॥
ভরত বলেন, পাত্র, না বলিবা আর।
জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের নাহি অধিকার ॥
রাজা হৈয়া আমি যদি বৈসি রাজপাটে (৩)।
মায়ের যতেক দোষ আমাতে সে ঘটে ॥
রাজ্যের উচিত রাজা রামচন্দ্র ভাই।
রামেরে করিব রাজা, চল তথা যাই ॥
যত অভিষেক-দ্রব্য লহ রাজ্যখণ্ড।
তথা গিয়া রামেরে অর্পিব ছত্রদণ্ড ॥
রামে রাজা করিয়া পাঠাই নিজ দেশে।
রামের বদলে আমি যাই বনবাসে ॥
সমান করহ যত উচ্চ নীচ বাট (৪)।
সুখে পথে যায় যেন ঘোড়া হাতী ঠাট (৫) ॥
ভরতের আজ্ঞায় সকলে পড়ে তারা।
ভরতে বলেন সবে হাত করি জোড়া ॥
তোমার যতেক যশ ঘুষিবে সংসারে।
কৈকেয়ীর অপযশ ভারত ভিতরে ॥
ভাল মন্দ সকলি হেথাই বিদ্যমান।
মায়ের হইল নিন্দা, পুত্রের বাখান ॥

---

(১) শূন্যরূপা—সম্রাটহীনা। (২) ধেনু দান করিলেন সোনার মেখলা—সোনার চন্দ্রহারযুক্তা ধেনু দান করিলেন। (৩) রাজপাটে—রাজ-সিংহাসনে। (৪) বাট—রাস্তা। (৫) ঠাট—সৈন্য।

ভরত বলেন, আর তোমরা না বল।
হাতী ঘোড়া কটক (১) সমেত সব চল॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণা।
গান ভরতের রাজ্য-শাসন-মন্ত্রণা॥

রাম-আনয়নার্থ ভরতের বন যাত্রা।

ঘোড়া হাতী রথ চলে সাজায়ে সারথি।
ভরত আনিতে রামে যান শীঘ্রগতি॥
দাস-দাসী চলিল রাজার যত নারী।
ছোট বড় সকল চলিল অন্তঃপুরী॥
শ্রীরামে আনিতে যায় সকল কটক।
বাল বৃদ্ধ কেহ কারো না মানে আটক॥
অনন্ত সামন্ত (২) চলে বৃদ্ধ সেনাপতি।
ভরতের মতে চলে বহু রথ রথী॥
কৌশল্যা সুমিত্রা যান উভয় সতিনী।
আর সবে চলিল রাজার যত রাণী॥
বশিষ্ঠাদি করিয়া যতেক মুনিগণ।
রাজ্যশুদ্ধ চলিল সকল পুরীজন॥
কৈকেয়ী না যান মাত্র ভরতের ডরে।
কুটিলা কুঁজীর সহ রহিলেন ঘরে॥
কতদূর গিয়া পথে হইল দেওয়ান।
বলিলেন বশিষ্ঠ ভরত-বিদ্যমান॥
যত্ন করি আপনি বিধাতা যদি আইসে।
রামেরে আনিতে তবু না পারিবে দেশে॥
রামেরে আনিতে কেন করিলা উদ্‌যোগ।
না পারিবে আনিতে, কেবল দুঃখভোগ॥
পিতৃসত্য পালিতে গেলেন রাম বন।
পিতা দিল রাজ্য, তুমি ছাড় কি কারণ॥

ভরত বলেন, মুনি, তুমি পুরোহিত।
পুরোহিত হয়ে কেন করহ অহিত॥
তোমার চরণে মোর শত নমস্কার।
হেন অমঙ্গল-বাক্য না কহিও আর॥
রামের চরণ বিনা গতি নাহি আর।
রামেরে আনিয়া আমি দিব রাজ্যভার॥
প্রবোধিয়া ভরতেরে না পারে রাখিতে।
শ্রীরাম স্মরিয়া যান ভরত ত্বরিতে॥
আছেন যমুনা-পারে রাম বনবাসে।
ভরত গেলেন তথা শৃঙ্গবের দেশে॥
পৃথিবী জুড়িয়া ঠাট এক-চাপে (৩) যায়।
গঙ্গাতীরে বসি গুহ করে অভিপ্রায়॥
কোন্ রাজা আইসে সমর করিবারে।
আপনার ঠাট গুহ এক ঠাঁই করে॥
চিনিলেক বিলম্বে সে অযোধ্যার ঠাট।
আপন কটকে গুহ আগুলিল বাট॥
গুহ বলে, দেখি ভরতের সেনাগণ।
শ্রীরামের সহিত করিতে আসে রণ॥
পরাইয়া বাকল সে পাঠাইল বনে।
রাজ্যখণ্ড নিল, তবু ক্ষমা নাহি মনে॥
সাজরে চণ্ডাল ঠাট চাপে দিয়া চড়া (৪)।
বিষম শরেতে মুই কাটি হাতী ঘোড়া॥
সর্ব্বসৈন্য কাটিয়া করিব ভূমিগত (৫)।
দেশে বাহুড়িয়া যেন না যায় ভরত॥
মার মার বলিয়া দগড়ে (৬) দিল কাটি।
হেনকালে গুহ বলে ভরতেরে ভেটি (৭)॥
শুনরে চণ্ডালগণ ব্যস্ত হইও নাই।
আসিয়াছে ভরত রামের ছোট ভাই॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু কলসী কলসী।
অমৃত সমান ফল আন রাশি রাশি॥

(১) কটক—সৈন্য। (২) সামন্ত—অধীন রাজা। (৩) এক-চাপে—এক সঙ্গে। (৪) চড়া—জ্যা লাগানো। (৫) ভূমিগত—ভূপাতিত। (৬) দগড়ে—দামামায়। (৭) ভেটি—সাক্ষাৎ করি।

নারিকেল গুবাক কদলী আম্র আর।
দ্রাক্ষা (১) ফল পনস (২) আনহ ভারে-ভার ॥
ভাল মৎস্য আন সবে রোহিত চিতল।
শিরে বোঝা কান্ধে ভার বহরে সকল ॥
যদ্যপি ভরত করে শ্রীরামেরে রাজা।
ভাল মতে কর তবে ভরতেরে পূজা ॥
ভরত আসিয়া থাকে শত্রুভাবে যদি।
ভরতের ঠাট কাটি বহাইব নদী ॥
সাত পাঁচ গুহক ভাবিছে মনে-মন।
হেন কালে সুমন্ত্র কহেন সুবচন ॥
আইলেন শ্রীরামেরে লইতে ভরত।
বল গুহ, শ্রীরাম গেলেন কোন পথ ॥
গুহ বলে, হেথা দেখা না পাবে ভরত।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা বহুদূর গত ॥
ভরতেরে তবে গুহ নোঙাইল মাথা।
ভেট দিয়া গুহ তাঁরে কহে সব কথা ॥
গুহ বলে ঠাট তব বনের ভিতরে।
আজ্ঞা কর থাকুক অতিথি-ব্যবহারে ॥
ভরত বলেন, ঠাট আছে অনশন।
যাবৎ রামের সনে নহে দরশন ॥
যে দেখি গঙ্গার ঢেউ পড়িনু প্রমাদে।
তুমি যদি পার কর যাই নিরাপদে ॥
গুহ বলে, আমার কটক পথ জানে।
কটক সহিত আমি যাই তব সনে ॥
তোমার বচনে আমি না পাই প্রতীত।
মনে তোলপাড় করি, দেখি বিপরীত ॥
কোন্ রূপ ধরি আইলা ভাই দরশনে।
সাজান কটক দেখি ভয় হয় মনে ॥
ভরত বলেন, মন না জান আমার।
রামের চরণ বিনা গতি নাহি আর ॥
রাম বিনা রাজত্ব লইতে অন্যে নারে।
রাজ্য সহ আইলাম রামে লইবারে ॥
গুহ বলে, ধন্যবাদ তোমারে আমার।
তব যশঃ ঘুষিবেক সকল সংসার ॥
তোমা হেন ধন্য ভাই রঘুনাথ মিত্র।
রঘুবংশ ধন্য তুমি করিলা পবিত্র ॥
ভরত বলেন, শুন চণ্ডালের রাজা।
কতদিন শ্রীরামেরে করিলা হে পূজা ॥
আমি দুষ্ট হইলাম জননীর দোষে।
বল গুহ, শ্রীরাম গেলেন কোন্ দেশে ॥
গুহ বলে, এখানে ছিলেন দুই রাতি।
দুই রাতি এক ঠাঁই ছিলাম সংহতি ॥
লক্ষ্মণ রামের ভক্ত সেবে রাত্রিদিনে।
ধনুঃশর হাতে করি থাকে সর্ব্বক্ষণে ॥
সুমন্ত্রে বিদায় দিয়া চিন্তিলেন মনে।
হেথা ভরতের হাত এড়াব কেমনে ॥
হেথা হৈতে যাই আমি অন্য কোন স্থলে।
ভরত না দেখা পাবে যেখানে থাকিলে ॥
এই পথে তাঁহারা গেলেন মহাবনে।
গঙ্গাপার করিয়া রাখিনু তিন জনে ॥
গুহ-স্থানে পাইয়া সকল সমাচার।
সেই পথে গমন হইল সবাকার ॥
তাহা এড়ি ভরত যে কতদূর গেলে।
তৃণ-শয্যা দেখিলেন এক বৃক্ষতলে ॥
তদুপরে শুইলেন রাম বনবাসী।
তৃণ-লগ্ন আছে পট্ট কাপড়ের দশী (৫) ॥
কাপড়ের দশীতে স্খলিত আভরণ।
ঝিকিমিকি করে যেন সূর্য্যের কিরণ ॥
তাহা দেখি ভরত চিন্তেন সকাতরে।
কেমনে শুইলে প্রভু খড়ের উপরে ॥

(১) দ্রাক্ষা—আঙুর। (২) পনস—কাঁটাল। (৩) অতিথি-ব্যবহারে—অতিথির মত। (৪) অনশন—অভুক্ত। (৫) দশী—বস্ত্রাঞ্চল। এখানে বস্ত্রাঞ্চলের সূত্র।

কেমনে লক্ষ্মণ ছিলা, কেমনে জানকী।
চিনিলাম আভরণ করে ঝিকিমিকি ॥
আছাড় খাইয়া পড়ে ভরত ভূতলে।
সুমন্ত্র ধরিয়া তারে লইলেক কোলে ॥
ভরত উভয়-শোকে হইল অজ্ঞান।
ভরতের ক্রন্দনেতে বিদরে পাষাণ ॥
অনেক প্রবোধ-বাক্যে উঠেন ভরত।
শ্রীরামের শোকে দুঃখ পান অবিরত ॥
ঘোড়া হাতী পদাতিক সাত শত রাণী।
উপবাসে সেই খানে বঞ্চিল রজনী ॥
প্রভাতে ভরত যান মহাকোলাহলে।
কটক সমেত রহে জাহ্নবীর কূলে ॥
গুহক চণ্ডাল আছে ভরতের সঙ্গে।
নৌকা আনি পার করে গঙ্গার তরঙ্গে ॥
বহু কোটি নৌকার গুহক অধিপতি।
আনাইয়া তরণী ছাইল ভাগীরথী ॥
তরণী-মানুষে গঙ্গা পূর্ণ দুই কূলে।
হইল কটক গঙ্গা পার এক তিলে ॥
হইল সমস্ত সৈন্য শীঘ্র নদী-পার।
তারপর ঘোড়া হাতী কটক অপার ॥
সাজন (১) নৌকায় পার হন যত রাণী।
পরে পার হইলেক সাত অক্ষৌহিণী (২) ॥
গুহ বলে, আমার সেখানে নাহি কার্য্য।
বিদায় করহ, আমি যাই নিজ রাজ্য ॥
ফিরিয়া যখন দেশে করিবা গমন।
আমারে আপন জ্ঞানে করিবা স্মরণ ॥
ভরত বলেন, গুহ, শ্রীরামের মিত।
করিতে তোমার পূজা আমার উচিত ॥
যাঁরে কোল দিয়াছেন আপনি শ্রীরাম।
তাঁহারে উচিত হয় করিতে প্রণাম ॥

আপনি ভরত তাঁরে দেন আলিঙ্গন।
সুগন্ধি চন্দন দেন বহুমূল্য ধন ॥
প্রসাদ পাইয়া গুহ গেল নিজ দেশে।
চলিলেন ভরত শ্রীরামের উদ্দেশে ॥
মাধব তীর্থের (৩) কাছে আছে যেই পথ।
তাহারে দক্ষিণ করি চলেন ভরত ॥
হাতী ঘোড়া প্রভৃতি রাখিয়া সেই স্থানে।
অল্প লোকে গেলেন ভরত তপোবনে ॥
ভরদ্বাজ মহামুনি আছেন বসিয়া।
ভরত জানান তাঁর চরণ বন্দিয়া ॥
আমি রাজতনয় ভরত মম নাম।
লক্ষ্মণ কনিষ্ঠ মম জ্যেষ্ঠ হন রাম ॥
রামের উদ্দেশে আমি আসিয়াছি বন।
কহ মুনি, কোথা তাঁর পাব দরশন ॥
জিজ্ঞাসেন মুনি তাঁরে কোথা আগমন।
একেশ্বর (৪) আসিয়াছ না বুঝি কারণ ॥
কটক সকল তুমি রাখিয়াছ পথে।
কোন্ ভাবে আসিয়াছ না পারি বুঝিতে ॥
ভরত বলেন, আমি কপট না জানি।
ধ্যান করি মুনি সব জানহ আপনি ॥
সর্ব্বশুদ্ধ আইলে আশ্রমে হবে ক্লেশ।
তেকারণে সৈন্য মম বাহিরে অশেষ ॥
সকল কটক মম সাত অক্ষৌহিণী।
কোন্ খানে রবে ঠাট ভয় করি মুনি ॥
তোমার পীড়াতে মুনি করি বড় ভয়।
অন্য সব বাহিরে আছয়ে মহাশয় ॥
রাজ্যশুদ্ধ আসিয়াছে অযোধ্যানগরী।
রামেরে লইয়া যাব এই বাঞ্ছা করি ॥
অতিশয় শ্রান্ত সৈন্য পথ-পরিশ্রমে।
কোন্খানে রবে ঠাট তোমার আশ্রমে ॥

(১) সাজন—সজ্জিত। (২) অক্ষৌহিণী—যে সৈন্য-দলে ১০৯৩৫০ পদাতি ৬৫৬১০ ঘোড়া ২১৮৭ হাতী, ২১৮৭০ রথ—মোট ২১৮.৭০০ সৈন্য থাকে। ৩, মাধব তীর্থ—প্রয়াগের বেনীমাধব ঘাট। (৪)একেশ্বর—একলা।

ভরতের কথা শুনি আজ্ঞা দেন মুনি।
আপন ইচ্ছায় আন যত অক্ষৌহিণী ॥
দিব্য পুরী দিব আমি দিব দিব্য বাসা।
অতিথি সবায় আমি করিব জিজ্ঞাসা (১) ॥
ভরত বলেন, দেখি খানকত ঘর।
কেমনে রহিবে ঠাট কটক বিস্তর ॥
ভরতের কথাতে কহেন হাসি মুনি।
প্রয়োজন যত ঘর পাইবা এখনি ॥
কটক আনিতে যান ভরত আপনি।
এথা চমৎকার করে ভরদ্বাজ মুনি ॥
যজ্ঞশালে গিয়া মুনি ধ্যান করি বৈসে।
যখন যাহারে ডাকে তখনি সে আসে ॥
বিশ্বকর্ম্মা প্রথমতঃ হয় আগুয়ান।
আশ্রম অপূর্ব্ব পুরী করিতে নির্ম্মাণ ॥
মুনি বলে, বিশ্বকর্ম্মা, শুনহ বচন।
নির্ম্মাণ করহ যেন মহেন্দ্র-ভবন ॥
অশীতি যোজন করে পুরীর পত্তন।
সোনার আবাস ঘর করিল গঠন ॥
সোনার প্রাচীর আর সোনার আওয়ারী (২)।
সোনার বান্ধিল ঘাট দীঘী সারি সারি ॥
পুরীর ভিতর করে দিব্য সরোবর।
শ্বেতপদ্ম নীলপদ্ম শোভে নিরন্তর ॥
স্ববর্ণ-পালঙ্ক করে রত্নসিংহাসন।
ভরতের ঠাট তাহে করিবে শয়ন ॥
করিল সোনার বাটা সোনার ডাবর।
কস্তুরী কুস্কুম রাখে গন্ধ মনোহর ॥
যত যত নদী আছে পৃথিবীমণ্ডলে।
যোগবলে মুনি আনাইল সেই স্থলে ॥
সাত শত নদী আর নদ যত ছিল।
সেখানে প্রভাস আদি যমুনা আইল ॥
আইল নর্ম্মদা নদী কৃষ্ণা গোদাবরী।
আইল ভৈরব সিন্ধু গোমতী কাবেরী ॥
সরযূ তমসা নদী আর মহানদ।
তর্পণে যাঁহার জলে পায় মোক্ষপদ ॥
কালিন্দী পুষ্কর নদী আইল গণ্ডকী।
শ্বেতগঙ্গা স্বর্গগঙ্গা আইল কৌশিকী ॥
ইক্ষুরস নদী আইল সুগন্ধি সুস্বাদ।
মধুরস নদী আইল ঘুচে অবসাদ (৩) ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত আদি রচে চারি ভিতে।
ঘৃতনদী বহিয়া আইসে শুধু ঘৃতে ॥
সাত শত নদী তথা অতি বেগবতী।
আইলেন আশ্রমে আপনি ভাগিরথী ॥
ভরদ্বাজ ঠাকুরের তপস্যা বিশাল।
আইলেন সর্ব্বদেব দশদিক্‌পাল ॥
দেবকন্যা লইয়া আইল পুরন্দরে।
যে কন্যার রূপেতে পৃথিবী আলো করে ॥
হেমকূটে (৪) দেখি যেন সূর্য্যের কিরণ।
আছুক অন্যের কাজ ভুলে মুনিগণ ॥
আইলেন কুবের ধনের অধিকারী।
সোনার বাসন থালে আলো করে পুরী ॥
সুমেরু পর্ব্বত হৈতে আইল পবন।
মলয়ের বায়ুতে সবার হরে মন ॥
আইলেন সুধাকর সুধার নিধান।
পরম কৌতুকে সবে করে সুধাপান ॥
আইলেন অগ্নি আর জলের ঈশ্বর।
শনি আদি নবগ্রহ সঙ্গে দিবাকর ॥
মরুদ্গণ বসুগণ কেবা কোথা রয়।
আইল সকল দেব মুনির আলয় ॥
তুম্বুরু নারদ আদি স্বর্গের গায়ক।
আইল নর্ত্তকী কত, কত বা নর্ত্তক ॥

(১) জিজ্ঞাসা—সৎকার ও সম্ভাষণ অর্থে প্রযুক্ত। (২) আওয়ারী—বাড়ী। (৩) অবসাদ—কাতরতা; গ্লানি। (৪) হেমকূটে—স্বর্ণচূড় সুমেরু পর্ব্বতে।

অতুল্য (১) হইল, যেন ইন্দ্রের নগরী।
ভরদ্বাজ-আশ্রম হইল স্বর্গপুরী ॥
হেনকালে সৈন্যসহ ভরত আইসে।
এতেক করিল মুনি চক্ষুর নিমিষে ॥
নিরখিয়া ভরতের লাগিল বিস্ময়।
তখন মন্ত্রণা করে স্বর্গে দেবচয় ॥
ভরতের সঙ্গে যদি রাম যায় দেশে।
দেবগণ মুনিগণ মরিবেন ক্লেশে ॥
রাম দেশে গেলে নাহি মরিবে রাবণ।
সাধুলোক সকলের নিতান্ত মরণ ॥
যেরূপে না যান রাম অযোধ্যাভুবন।
তেমন করহ যুক্তি, মরুক রাবণ ॥
দেবগণ মুনিগণ করেন মন্ত্রণা।
ভুবনমণ্ডল ঘেরে রহে সর্ব্বজনা ॥
যার যোগ্য যে আবাস যায় সেই জন।
যেদিকে যে চাহে তার তাহে রহে মন ॥
মাখিয়া সুগন্ধি তৈল স্নান করিবারে।
কেহ যায় নদীতে, কেহ বা সরোবরে ॥
কোন পুরুষেতে গঙ্গা যে জন না দেখে।
করে স্নান-তর্পণ সে পরম কৌতুকে ॥
হাতী ঘোড়া কটক চলিল সুবিস্তর (২)।
জলকেলি করে সবে গিয়া সরোবর ॥
ভরদ্বাজ মুনির কি অপূর্ব্ব প্রভাব।
কত নদী আশ্রমে আপনি আবির্ভাব (৩) ॥
স্নান করি পরে সবে বিচিত্র বসন।
সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া দিল সুগন্ধি চন্দন ॥
বহুবিধ পরিচ্ছদ পরে সৈন্যগণ।
যার যাতে বাসনা পরিল আভরণ ॥
সবার সমান বেশ সমান ভূষণ।
কেবা প্রভু কেবা দাস নাহি নিরূপণ ॥
ভোজনে বসিল সৈন্য অতি পরিপাটী।
স্বর্ণ-পীট (৪) স্বর্ণ-থাল স্বর্ণময় বাটী ॥
স্বর্ণের ডাবর আর স্বর্ণময় ঝারি।
স্বর্ণময় ঘরেতে বসিল সারি সারি ॥
দেবকন্যা অন্ন দেয় সৈন্যগণ খায়।
কে পরিবেশন করে জানিতে না পায় ॥
নির্ম্মল কোমল অন্ন যেন যূথীফুল।
খাইল ব্যঞ্জন কিন্তু মনে হৈল ভুল ॥
ঘৃত দধি দুগ্ধ মধু মধুর পয়াস।
নানাবিধ মিষ্টান্ন খাইল নানারস ॥
চর্ব্ব চূষ্য লেহ্য পেয় (৫) সুগন্ধি সুস্বাদ।
যত পায় তত খায় নাহি অবসাদ (৬) ॥
কণ্ঠাবধি পেট হৈল বুক পাছে ফাটে।
আচমন করি ঠাট কষ্টে উঠে খাটে ॥
খাটে গিয়া মহানন্দে করিল শয়ন।
কর্পূরে তাম্বুলে কৈল মুখের শোধন ॥
মন্দ মন্দ গন্ধবহ বহে সুললিত।
কোকিল পঞ্চম স্বরে গাহে কুহু গীত ॥
মধুকর মধুকরী কাননে ঝঙ্কারে।
সুবেশা অপ্সরাগণ সুখে নৃত্য করে ॥
অনন্ত সামন্ত সৈন্য মাতি মকরন্দে (৭)।
বসন্ত-রজনী বঞ্চে পরম আনন্দে ॥
সবে বলে দেশে যাই হেন সাধ নাই।
অনায়াসে স্বর্গ মোরা পাইনু হেথাই ॥
এত সুখ এ সংসারে কেহ নাহি করে।
যে যায় সে যাক আমি না যাইব ঘরে ॥

---

(১) অতুল্য—অনুপম। (২) সুবিস্তর—অনেক। (৩) আবির্ভাব—প্রকাশ। (৪) স্বর্ণ পীঠ—সোনার পিঁড়ি। (৫) চর্ব্ব চূষ্য লেহ্য পেয়—যাহা চিবাইয়া খাওয়া যায়, যাহা চুষিয়া খাওয়া যায়, যাহা চাটিয়া খাইতে হয়; যাহা পান করিতে হয়। (৬) অবসাদ—বিরাম; শেষ। (৭) মকরন্দে—মধুতে।

হেন সুখ ঠাট করে ভরত না জানে।
রামের চরণ বিনা অন্য নাহি জানে ॥
এতেক করেন মুনি ভরত কারণ।
ভরত ভাবেন মাত্র রামের চরণ ॥
প্রভাতে ভরত গিয়া মুনিরে জিজ্ঞাসে।
ছিলাম পরম সুখে তোমার নিবাসে ॥
কহ মুনি, কোথা গেলে পাইব শ্রীরাম।
উপদেশ করিয়া পুরাও মনস্কাম ॥
মুনি বলে, জানিলাম ভরত তোমারে।
তব তুল্য ভক্ত আমি না দেখি সংসারে ॥
বর মাগ ভরত, আমি হে ভরদ্বাজ।
যারে যেই বর দেই সিদ্ধ হয় কাজ ॥
ভরত বলেন, মুনি, অন্যে নাহি মন।
বর দেহ শ্রীরামের পাই দরশন ॥
মুনি বলে, শ্রীরামেরে জানি সবিশেষ।
দেখা পাবে, কিন্তু রাম না যাবেন দেশ ॥
চিত্রকূট পর্ব্বতে আছেন রঘুবীর।
তথা গেলে দেখা হবে এই জান স্থির ॥
অন্য অন্য মুনিগণ দিল তাহে সায়।
ভরতের সৈন্যগণ চিত্রকূটে যায় ॥
দশদিক্ হইল ধূলায় অন্ধকার।
হইল ভরত-সৈন্য যমুনার পার ॥
রামের সন্ধান পেয়ে প্রফুল্ল কটক।
বায়ুবেগে চলে সবে, না মানে আটক ॥
যত হয় চিত্রকূট পর্ব্বত নিকট।
তত তথাকার লোক ভাবয়ে বিকট (১) ॥
চিত্রকূট-পর্ব্বত-নিবাসী মুনিগণ।
শ্রীরামের সহবাসে সদা হৃষ্টমন ॥
সৈন্য-কোলাহল শুনি সভয় অন্তরে।
রক্ষা কর রামচন্দ্র, বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥
হেনকালে ভরত শত্রুঘ্ন উপনীত।
সবার তপস্বি-বেশ অযোধ্যা সহিত ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ।
গাহিলেন ভরত ও রাম সম্মিলন ॥

—

শ্রীরামচন্দ্রের সহিত ভরত প্রভৃতির সম্মিলন।

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ আর জনকের বালা।
বসতি করেন নির্ম্মাইয়া পর্ণশালা (২) ॥
তার দ্বারে বসিয়া আছেন রঘুবীর।
জানকী তাহার মধ্যে, লক্ষ্মণ বাহির ॥
হেনকালে ভরত শত্রুঘ্ন দীনবেশে।
শ্রীরামের আশ্রমেতে যাইয়া প্রবেশে ॥
গলবস্ত্র ভরত, নয়নে বহে নীর।
পথ-পর্য্যটনে অতি মলিন শরীর ॥
পড়িলেন শ্রীরামের চরণ-কমলে।
আনন্দে শ্রীরাম তাঁরে লইলেন কোলে ॥
পরস্পর সম্ভাষা করেন সর্ব্বজন।
যথাযোগ্য আলিঙ্গন চরণ-বন্দন ॥
ভরত কহেন ধরি রামের চরণ।
কার বাক্যে রাজ্য ছাড়ি বনে আগমন ॥
বামা (৩) জাতি স্বভাবতঃ বামা (৪) বুদ্ধি ধরে।
তার বাক্যে কে কোথায় গেছে দেশান্তরে ॥
অপরাধ ক্ষমা কর, চল প্রভু, দেশ।
সিংহাসনে বসিয়া ঘুচাও মনঃক্লেশ ॥
অযোধ্যাভূষণ তুমি, অযোধ্যার সার।
তোমা বিনা অযোধ্যা দিবসে অন্ধকার ॥
চল প্রভু অযোধ্যায় লহ রাজ্যভার।
দাসবৎ কর্ম্ম করি আজ্ঞা-অনুসার ॥

(১) বিকট—ভয়ানক। (২) পর্ণশালা—পাতার কুঁড়ে। (৩) বামা—স্ত্রী। (৪) বামা—প্রতিকূলা।

শ্রীরাম বলেন, তুমি ভরত পণ্ডিত।
না বুঝিয়া কেন বল, এ নহে উচিত ॥
মিথ্যা অনুযোগে (১) কেন কর বিমাতার।
বনে আইলাম আমি আজ্ঞায় পিতার ॥
চতুর্দ্দশ বৎসর পালিয়া পিতৃ-বাক্য।
অযোধ্যা যাইব আমি দেখিবা প্রত্যক্ষ ॥
থাকুক সে-সব কথা শুনিব সকল।
বলহ ভরত, আগে পিতার কুশল ॥
বশিষ্ঠ কহেন, রাম, না কহিলে নয়।
স্বর্গবাসে গিয়াছেন রাজা মহাশয় ॥
শুনি মূর্চ্ছাগত রাম-জানকী-লক্ষ্মণ।
ভূমিতে লুটিয়া বহু করেন রোদন ॥
বশিষ্ঠ বলেন, বলি ব্যবস্থা ইহাতে।
তিন দিন তোমার অশৌচ শাস্ত্রমতে ॥
পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে জ্যেষ্ঠের অধিকার।
তিন দিন গেলে শ্রাদ্ধ করিবা রাজার ॥
সকল ভাণ্ডার আছে ভরতের সাথে।
লহ ধন কর ব্যয় প্রয়োজন-মতে ॥
সম্বর সম্বর শোক রাম মহামতি।
তোমা বুঝাইতে পারে আছে কোন্ কৃতী ॥
সত্য হেতু ভূপতি গেলেন স্বর্গবাস।
রোদন করিয়া কেন পুণ্য কর নাশ ॥
ছিলেন তৈলের মধ্যে মৃত মহারাজ।
ভরত আসিয়া করিলেন অগ্নিকাজ ॥
আরো যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া ভরত।
কত শত দান করিলেন অবিরত ॥
তাঁহার দানের কথা শুন পরিপাটি (২)।
একৈক ব্রাহ্মণে দেন ধন এক কোটি ॥
যত যত রাজা হইলেন চরাচরে।
ভরতসমান দান কেহ নাহি করে ॥

শ্রীরাম বলেন, হে বশিষ্ঠ পুরোহিত।
আজ্ঞা কর পিতৃশ্রাদ্ধ করি যে বিহিত ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা চলেন ত্বরিত।
হইলেন ফল্গুনদীতীরে উপনীত ॥
সকলে সলিলে স্নান করিল তখন।
করিলেন নাম গোত্র লইয়া তর্পণ ॥
স্নান করি তীরেতে বসেন তিন জন।
তখন বসিল সবে আত্মবন্ধুগণ ॥
যথা রাম তথা হয় অযোধ্যানগরী।
রামচন্দ্র বেড়িয়া বসিল সব পুরী ॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি, জিজ্ঞাসি কারণ।
আয়ুঃ সত্বে পিতা মরিলেন কি কারণ ॥
অযুত বৎসর লোক সূর্য্যবংশে জীয়ে।
কাল পূর্ণ না হইতে মৃত্যু কি লাগিয়ে ॥
বশিষ্ঠ বলেন, রাজা গিয়া পরলোকে।
রক্ষা পাইলেন রাম, তোমা-পুত্র-শোকে ॥
সুমন্ত্র কহিল গিয়া তুমি গেলা বন।
'হা রাম' বলিয়া রাজা ত্যজিল জীবন ॥
পিতৃ কথা শুনিয়া কান্দেন তিন জন।
এদিকে শ্রাদ্ধের দ্রব্য হয় আয়োজন ॥
তপোবনে ছিলেন যতেক মুনিগণ।
পিতৃশ্রাদ্ধ শ্রীরাম করেন নিমন্ত্রণ ॥
পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন ফল্গুনদীতীরে।
পিতৃপিণ্ড সমর্পণ করেন সে নীরে ॥
মুনিগণ কহে, কি রাজার পরিণাম।
তিনি পিণ্ড দেন যিনি নিজে মোক্ষধাম ॥
শ্রীরামেরে বলেন বশিষ্ঠ মহাশয়।
ভরতের প্রতি রাম, কি অনুজ্ঞা (৩) হয় ॥
তোমা বিনা ভরতের আর নাহি গতি।
বুঝিয়া ভরতে রাম, কর অনুমতি ॥

(১) অনুযোগ—দোষারোপ। (২) পরিপাটি—সুন্দর। (৩) অনুজ্ঞা আদেশ।

শ্রীরাম বলেন, মুনি, হইলাম সুখী।
প্রাণের অধিক আমি ভরতেরে দেখি ॥
ভরতে আমাতে নাহি করি অন্যভাব।
ভরতেরে রাজত্বে আমার রাজ্যলাভ ॥
যাও ভাই ভরত, ত্বরিত অযোধ্যায়।
মন্ত্রিগণ লৈয়ে রাজ্য করহ তথায় ॥
সিংহাসন শূন্য আছে ভয় করি মনে।
কোন্ শত্রু আপদ্ ঘটাবে কোন্ ক্ষণে ॥
তোমারে জানাব কত আছ যে বিদিত।
বিবেচনা করিবা সর্ব্বদা হিতাহিত ॥
চতুর্দ্দশ বৎসর জানহ গতপ্রায়।
চারি ভাই একত্র হইব অযোধ্যায় ॥
শুনি কথা ভরতের কাঁদিল পরাণ।
কৃত্তিবাস রচে গীত অমৃত-সমান ॥

সিংহাসনে শ্রীরামের পাদুকা রাখিয়া ভরতের রাজ্যশাসন।

জোড়হাতে ভরত বলেন সবিনয়।
কেমনে রাখিব রাজ্য, মম কার্য্য নয় ॥
তোমার পাদুকা দেহ, করি গিয়া রাজা।
তবে সে পারিব রাম, পালিবারে প্রজা ॥
তোমার পাদুকা যদি থাকে রাম, ঘরে।
ত্রিভুবনে আমার কি করে কার ডরে ॥
শ্রীরাম বলেন, হে ভরত প্রাণাধিক।
পাদুকা লইয়া যাও, কি কব অধিক ॥
নন্দিগ্রামে পাট (১) করি কর রাজকার্য্য।
সাবধান হইয়া পালিহ পিতৃরাজ্য ॥
শ্রীরামের পাদুকা ভরত শিরে ধরে।
ভাবে পুলকিত অঙ্গ প্রফুল্ল অন্তরে ॥
পাদুকার অভিষেক করিয়া তথায়।
চলিলেন ভরত শ্রীরামের আজ্ঞায় ॥
যাত্রাকালে উঠে মহা ক্রন্দনের রোল।
কোন জন শুনিতে না পায় কারো বোল ॥
কান্দেন কৌশল্যা রাণী রামে করি কোলে।
বসন তিতিল তাঁর নয়নের জলে ॥
সুমিত্রা কান্দেন কোলে করিয়া লক্ষ্মণে।
সকলে ক্রন্দন করে সীতার কারণে ॥
ভরতেরে বিদায় করিয়া রঘুবীর।
চিত্রকূটে কিছুদিন রহিলেন স্থির ॥
সৈন্যগণ সহিত ভরত অতঃপরে।
তিন দিনে আইলেন অযোধ্যানগরে ॥
বিশ্বকর্ম্মে পাঠাইয়া দেন ভগবান্।
নন্দিগ্রামে অট্টালিকা করিল নির্ম্মাণ ॥
রত্নসিংহাসনেতে ভরত পট্ট (২) পাতি।
তদুপরি পাদুকা থুইয়া ধরে ছাতি ॥
তার নীচে শ্রীভরত কৃষ্ণসারচর্ম্মে।
পাত্র মিত্র সহিত থাকেন রাজকর্ম্মে ॥
কৃত্তিবাস কবির সঙ্গীত সুধাভাণ্ড।
বিচিত্র মধুর গীত এ অযোধ্যাকাণ্ড ॥

দশরথের উদ্দেশ্যে সীতাদেবীর পিণ্ডদান।

রাম-সীতা রহিলেন চিত্রকূট পরে ॥
হেথা দশরথ রাজার হৈল সংবৎসরে (৩)।
এই হেতু রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণ।
গয়া ভূমে গিয়া দেশে দিলা দরশন ॥

(১) পাট—রাজধানী। (২) পট্ট—বহুমূল্য রেশমী বস্ত্র। (৩) সংবৎসরে—মৃত্যুর পর একবৎসর পূর্ণ; প্রেতত্ব মোচন করিবার জন্য মৃত্যুর এক বৎসর পরে যে শ্রাদ্ধ করা হয়।

শ্রীরাম বলেন, তুমি ভরত পণ্ডিত।
না বুঝিয়া কেন বল, এ নহে উচিত॥—১৫৫ পৃ:

কৃত্তিবাসী রামায়ণ

রত্নসিংহাসনেতে ভরত পাতি পাটি।
উপরি পাদুকা থুইয়া ধরে ছাতি ॥— ১৫৬ পৃ

কহিলা শ্রীরাম, সীতা আর লক্ষ্মণেরে।
পিতৃ-পিণ্ড দিব আজি ফল্গুনদীতীরে ॥
হেথা পিণ্ড পেলে পিতা যাবে স্বর্গপুরে।
হৃদয়-বেদনা মোর তবে যাবে দূরে ॥
তখন করেন যুক্তি শ্রীরাম দৈত্যারি।
ভঞ্জিত করিয়া (১) আনি মাণিক্য-অঙ্গুরী ॥
অঙ্গুরী লইয়া গেলা দুই সহোদরে।
সীতা আরম্ভিলা খেলা ফল্গুনদীতীরে ॥
খেলেন লইয়া বালি সীতা বহুমতে।
হেনকালে দশরথ সীতার সাক্ষাতে ॥
উপনীত হয়ে কন, শুন ওমা সীতে।
ক্ষুধার জ্বালায় আমি না পারি তিষ্ঠিতে ॥
তুমি বধূ, আমি তব শ্বশুর ঠাকুর।
প্রদানি বালির পিণ্ড ক্ষুধা কর দূর ॥
প্রাণাধিকা সীতাদেবি, কহি তব স্থান।
আমার নিকটে তুমি রামের সমান ॥
সীতা কহিলেন, দেব, কহি যে তোমারে।
কি মতে দিব যে পিণ্ড রাম-অগোচরে ॥
দশরথ কন, ওমা সীতা চন্দ্রমুখী।
লোকজন ডাকি আনি ক'রে রাখ সাক্ষী ॥
ভাল ভাল কহিলেন সীতা চন্দ্রমুখী।
আদ্যের তুলসী (২) তুমি হ'য়ে থাক সাক্ষী।
জিজ্ঞাসা করেন রাম আসিয়াই যদি।
বট-বৃক্ষ কহিবেন আর ফল্গুনদী ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া সীতা করেন জ্ঞাপন।
দশরথ-কথা সব কহিবে ব্রাহ্মণ ॥
এত বলি পিণ্ড সীতা করেন অর্পণ।
হস্ত মেলি দশরথ করেন গ্রহণ ॥
পিণ্ড পেয়ে দশরথ হযে উঠি রথে।
বরষি আশীষধারা গেলা স্বর্গপথে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রহিল বিষাদ।
শ্বশুরের পিণ্ড-দানে বধূর প্রমাদ ॥

ব্রাহ্মণ, তুলসী ও ফল্গুনদীর প্রতি সীতার
অভিশাপ এবং বটবৃক্ষের প্রতি
তাঁহার আশীর্ব্বাদ।

হেথা প্রভু রামচন্দ্র অতি ত্বরাপর (৩)।
শ্রাদ্ধের সামগ্রী লৈয়া আইলা সত্বর ॥
রামেরে দেখিয়া সীতা হরিষ অন্তরে।
নিবেদন করিলেন রামের গোচরে ॥
সীতা কহিলেন, শুন নিবেদি ঠাকুর।
এখানে আসিয়াছিলা স্বর্গীয় শ্বশুর ॥
বালি-পিণ্ড দিতে মোরে দশরথ কন।
তাইতে বালির পিণ্ড করিনু অর্পণ ॥
লইয়া বালির পিণ্ড গেলা স্বর্গপথ।
শ্বশুর আদেশে নাথ, করেছি এমত ॥
রাম কহিলেন, কিসে প্রত্যয় সে কথা।
সাক্ষী করি রাখিয়াছি, কন দেবী সীতা ॥
রাম কন সাক্ষী আনি বলাও এখন।
সাক্ষী পাইলেই মোর শান্ত হয় মন ॥
সীতা কহিলেন, প্রভু, করি নিবেদন।
জিজ্ঞাসা করহ তুমি ডাকিয়া ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণ ভাবেন, খর্ব্ব (৪) দিবে রঘুনাথে।
মিথ্যা বাক্য কব আজি তাঁহার সাক্ষাতে ॥
ডাকিয়া ব্রাহ্মণে জিজ্ঞাসেন রঘুনাথ।
তোমরা দেখেছ মোর পিতা দশরথ ॥

---

(১) ভঞ্জিত করিয়া—ভাঙ্গাইয়া; এখানে বিক্রয় করিয়া। (২) আদ্যের তুলসী—আদিকালের তুলসী; বহু প্রাচীন। (৩) ত্বরাপর—তাড়াতাড়ি। (৪) খর্ব্ব—বহুসংখ্যক ধন; এক হাজার কোটী।

ব্রাহ্মণ কহেন, তবে রামের সাক্ষাতে।
আমরা না দেখিয়াছি রাজা দশরথে ॥
একথা শুনিয়া রাম হাসি হাসি কন।
শোন শোন জানকী কি বলিছে ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণের কথা শুনি ম্লান মুখ-শশী।
ক্রোধে থর থর তনু সীতা সুরূপসী ॥
কহিলেন ব্রাহ্মণে, এতেক দিলে তাপ।
মিথ্যা কহিয়াছ তাই তোমা দিনু শাপ ॥
লক্ষ তঙ্কার দ্রব্য যদি থাকে তব ঘরে।
ভিক্ষার লাগিয়া যেও দেশ-দেশান্তরে ॥
রাম কন, কান্দ কেন সীতা চন্দ্রমুখী।
আর কেহ থাকে ত বলাহ দেখি সাক্ষী ॥
এতেক শুনিয়া কন সীতা সুরূপসী।
আনিয়া বলাহ প্রভু আগ্রের তুলসী ॥
অতঃপর তথা হেরি তুলসী-কানন।
কহিলেন রাম, বল তুলসী এখন ॥
কেমনে করিলা সীতা পিণ্ড-সম্প্রদান।
শুনি তুলসীর হৈল সশঙ্কিত প্রাণ ॥
তুলসী ভাবেন, রাম মোরে নিবে হাতে।
মিথ্যা কথা কব আমি তাঁহার সাক্ষাতে ॥
শ্রীরাম বলেন, তুলসি, শুন মোর কথা।
সাক্ষাতে দেখেছ মোর দশরথ পিতা ॥
তুলসী বলেন, তবে প্রভু রঘুবরে।
আমরা না দেখিয়াছি তোমার পিতারে ॥
একথা শুনিয়া সীতার হৈল বড় তাপ।
যা রে যা তুলসী, আমি তোরে দিনু শাপ ॥
এত দুঃখ দিলি তুই আমার অন্তরে।
আ-ভূমি(১) জন্মিস্ তুই লৈয়া সর্ব্বত্তরে(২) ॥
ক্রোধভরে সীতাদেবী কহেন তখন।
তোর পত্র শ্রীহরির অতিপ্রিয়ধন ॥
অপবিত্র স্থানে তোর প্রবস্থিতি হবে।
শৃগাল কুকুর মূত্র পুরীষ (৩) ত্যজিবে ॥
হাসিয়া বলেন রাম শুনহ জানকী।
আর কেহ থাকে ত বলাহ তারে সাক্ষী ॥
সীতা কহিলেন, শুন প্রভু গুণনিধি।
আর সাক্ষী আছে এই ফল্গু মহানদী ॥
ফল্গু ভাবে, মিথ্যা কব শ্রীরামের স্থলে।
দিবেন কতই দ্রব্য রাম মোর জলে ॥
ফল্গুরে শুধান রাম কমল-লোচন।
তুমি দেখিয়াছ কিবা অজের নন্দন ॥
ফল্গুনদী কহে প্রভু রঘুবংশনাথ।
আমি নাহি দেখিয়াছি রাজা দশরথ ॥
এতেক শুনিয়া সীতা কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে।
আমি আজি দিব শাপ এ ফল্গুনদীরে ॥
অন্তঃশীলা (৪) হয়ে তুমি বহিও সর্ব্বকাল।
তোমারে ডিঙ্গিয়া যাবে কুক্কুর শৃগাল ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন সীতা চন্দ্রমুখী।
আর কেহ থাকে যদি বলাও আনি সাক্ষী ॥
সীতা কহিলেন, নাথ, লজ্জা বোধ করি।
বট-বৃক্ষ আনি সাক্ষী বলাও দৈত্যারি ॥
বট-বৃক্ষ আসি কহে, প্রভু রঘুবর ॥
সাক্ষী দিব, যদি মোর জুড়াও অন্তর।
রাম-সীতা দোঁহে আজি হেরিব নয়নে ॥
তবে আমি সাক্ষ্য দিব তব বিদ্যমানে।
বৃক্ষ-কথা শুনি সীতা আনন্দিত মন ॥
রামের বামেতে হাসি দাঁড়ান তখন।

(১) আভূমি—ভূমি পর্য্যন্ত। (২) সর্ব্বত্তরে—সকল জায়গায় (৩) পুরীষ—বিষ্ঠা। (৪) অন্তঃশীলা—অন্তঃসলিলা; যে নদীর জলপ্রবাহ বালুকারাশির মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

হেরিয়া যুগল রূপ নিজের নয়ানে।
জোড়-হস্তে বলে বৃক্ষ রাম-বিদ্যমানে ॥
তোমার চরণে প্রভু এই নিবেদন।
'চিন্তামণি' নাম তুমি ধর কি কারণ ॥
দয়াময় নাম তব সর্ব্বলোকে কয়।
পতিতে তরাও, তাই নাম 'দয়াময়' ॥
স্থাবর জঙ্গম আদি যত জীবগণ।
সর্ব্বজীবে সর্ব্বক্ষণ আছ নারায়ণ ॥
সংসারের চিন্তা কর, নাম 'চিন্তামণি'
সীতা পিণ্ড দিলা কিনা, না জান নৃমণি ॥
চিন্তামণি-নামে তব কলঙ্ক রহিল।
আজি হ'তে চিন্তামণি নামটি ডুবিল ॥
চিন্তায় ব্যাকুল হ'য়ে ভুলেছ আপনা।
মায়ায় মানুষ হ'লে নাহি কিছু জানা ॥
সত্য সত্য বলি, শুন কমল-লোচন।
মিথ্যা সাক্ষ্য ইহারা দিলেক সর্ব্বজন ॥
ধন-লোভে মিথ্যা কথা কহিল ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণের অনুরোধে অন্য দুই জন ॥
আমি যদি মিথ্যা বলি, একে হবে আর।
অন্তর্য্যামী নারায়ণে ফাঁকি দেওয়া ভার ॥
শত-কোটি-জন্ম তপ করে যেই জন।
সত্যবাদী সম কিন্তু না হয় কখন ॥
বালি-পিণ্ড লয়েছিলা সীতা ডান হাতে।
আপনি লইল তাহা রাজা দশরথে ॥
খাইয়া সীতার পিণ্ড প্রফুল্ল-অন্তরে।
দেখিতে দেখিতে রাজা গেলা স্বর্গপুরে ॥
শুনিয়া বৃক্ষের কথা কন্ রঘুবর।
চিরজীবী হও বট, অক্ষয় অমর ॥
পিণ্ডদান করি মনে ভাবেন জানকী।
বারে বারে সবাকারে করিয়াছি সাক্ষী ॥
তুষ্ট হয়ে বর দিব তোমারে কেবল।
শীতকালে উষ্ণ হবে গ্রীষ্মেতে শীতল ॥
পুনর্ব্বার সীতা তারে দিলা এই বর।
ডালে ডালে হবে তব পল্লব বিস্তর ॥
মনোহর সুশীতল রবে অনিবার।
নিষ্পত্র না হবে শাখা কদাপি তোমার ॥
সুশীতল রাখিবে, যে যাবে তব তলে।
সর্ব্বদা আনন্দে রবে নিজ পত্র-ফলে ॥
এইরূপে বটবৃক্ষে আশীর্ব্বাদ করি।
বিদায় দিলেন তারে রামের সুন্দরী ॥
পর্ব্বত উপরে রন রাম-লক্ষ্মণ-সীতা।
এখন কহিব কিছু গয়াধামের কথা ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কথা সুধাভাণ্ড।
অতি মনোহর এই অযোধ্যার কাণ্ড ॥

গয়া-মাহাত্ম্য।

সীতা বলে, শুন প্রভু, করি নিবেদন।
পূর্ব্বকথা কহ প্রভু করিব শ্রবণ ॥
কি নিমিত্ত গয়াভূম হইল এখানে।
ইথে পিণ্ড দিলে যায় বৈকুণ্ঠে কেমনে ॥
রাম বলে, শুন সীতা, আমার বচন।
পূর্ব্বকথা কহি আমি, তাহে দেহ মন ॥
পূর্ব্বে হেথা ছিল দৈত্য গয়াসুর নাম।
তার সনে করে ইন্দ্র ভীষণ সংগ্রাম ॥
গয়াসুর দৈত্য, তার মহাশক্তি ছিল।
ব্রহ্মাদি যতেক সুর সবারে জিনিল ॥
সত্যযুগে গয়াসুর ভুবি (১) রাজা ছিল।
নানা যাগযজ্ঞ করি শরীর ত্যজিল ॥
অশ্বমেধ আদি করি নানা যজ্ঞ করে।
অক্ষয় অমর হ'য়ে রহে কলেবরে ॥

(১) ভুবি—পৃথিবীতে।

প্রকাণ্ড শরীর তার, কারেও না মানে।
একে একে জিনিল যতেক দেবগণে ॥
তার ভয়ে দেবগণ তিষ্ঠিতে না পারে।
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া সবে স্তব করে ॥
গোঁসাই, অসুর-ভয়ে নাহি অব্যাহতি।
এইবার রক্ষা কর, ওহে প্রজাপতি ॥
সমস্ত দেবের ব্রহ্মা দেখিয়া কাকুতি (১)।
আপনি আইলা সঙ্গে ল'য়ে পশুপতি ॥
করিলা ভীষণ রণ দোঁহে তার সনে।
তথাপি জিনিতে নারে ব্রহ্মা ত্রিলোচনে ॥
ব্রহ্মা বলে, দৈত্য, তুমি বড় বলবান।
তোমার সমান কেহ নাহি পুণ্যবান্ ॥
ব্রহ্মা বলে, গয়াসুর, শুনহ বচন।
তোমার উপর যজ্ঞ করিব এখন ॥
শুনিয়া ব্রহ্মার কথা কহে গয়াসুর।
দোঁহে মিলি যজ্ঞ কর আমার উপর ॥
আমার উপর যজ্ঞ কর দুই জন।
তথাপি ইহাতে মোর না হবে মরণ ॥
চিৎ হয়ে গয়াসুর পড়িল সেখানে।
বসিলা করিতে যজ্ঞ ব্রহ্মা ত্রিলোচনে ॥
পৃথিবীতে পাহাড় পর্ব্বত যত ছিল।
গয়াসুর বক্ষোপরি সকলি চাপাল ॥
যজ্ঞ-সজ্জা আনি দেয় যত দেবগণে।
আরম্ভিল মহাযজ্ঞ ব্রহ্মা ত্রিলোচনে ॥
সব দেবগণ সহ ব্রহ্মা মহেশ্বর।
একমন হয়ে সবে হৈলা বিশ্বম্ভর ॥
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধরি গয়ের উপর।
বসিলেন দেবগণ সহ পুরন্দর ॥
অগ্নি জ্বালি যজ্ঞ করি ব্রহ্মা ত্রিনয়ান।
শীতল হইয়া অগ্নি উঠে মূর্ত্তিমান্ ॥
অগ্নিমধ্যে ঘৃত ঢালি কলসী কলসী।
মূর্ত্তিমান হয়ে ব্রহ্মা জ্বলে রাশি রাশি ॥
অসুর উপরে যজ্ঞ যদ্যপি করিল।
তথাপি অসুর তাহে ভয় না পাইল ॥
সবে বলে, গয়াসুর পরাণ ত্যজিল।
যজ্ঞ সাঙ্গ করি ফোঁটা সকলে পরিল ॥
গয়াসুর বলে সবে যজ্ঞ সাঙ্গ হৈল।
গা-ঝাড়া দিইয়া বীর তখনি উঠিল ॥
পাহাড় পর্ব্বত বৃক্ষ রহে বহুদূরে।
দেখি যত দেবগণ পড়িল ফাঁফরে ॥
গয়াসুর বলে, শুন ওহে দেবগণ।
তোমাদের হাতে মোর না হবে মরণ ॥
এতেক শুনিয়া দেবগণে লাগে ত্রাস।
সমাপ্ত অযোধ্যাকাণ্ড কহে কৃত্তিবাস ॥

---

(১) কাকুতি—কাতর নিবেদন

সচিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ

অরণ্যকাণ্ড

—:০:—

মূলং ধর্ম্মতরোর্বিবেকজলধৌ পূর্ণেন্দুমানন্দদম্।
বৈরাগ্যাম্বুজভাস্করং ত্বঘহরং ধ্বান্তাপহং তাপহম্॥
নীলাম্বুজং শ্যামলকোমলাঙ্গং সীতাসমারোপিতবামভাগম্।
পাণৌ মহাশায়কচারুচাপং নমামি রামং রঘুবংশনাথম্॥

চিত্রকূটে শ্রীরামচন্দ্রাদির অবস্থান ও রাক্ষস-ভয়ে মুনিগণের অন্যত্র গমন।

করিলেন অযোধ্যায় ভরত গমন।
চিত্রকূট পর্ব্বতে রহেন তিন জন॥
চিত্রকূট পর্ব্বতে অনেক মুনি বৈসে।
ভাল-মন্দ যখন যে রামেরে জিজ্ঞাসে॥
একদিন মুনিগণ করে কাণাকাণি (১)।
জিজ্ঞাসা করেন রাম ধনুর্ব্বাণ-পাণি॥
কহ কহ মুনিগণ, কি কর মন্ত্রণা।
আমারে না কহ কেন বাড়াও যন্ত্রণা॥
আমরা সকলে করি একত্র বসতি।
একের ক্ষতিতে হয় সবাকার ক্ষতি॥
যদি কোন বিপদ হয়েছে উপস্থিত।
আমারে জানাও, আমি করিব বিহিত (২)॥
মুনিরা রামের বাক্যে পড়িলেন লাজে।
বৃদ্ধ মুনি উঠিয়া বলেন তার মাঝে॥
যে মন্ত্রণা করিতেছিলাম রঘুবর।
তাহার বৃত্তান্ত কহি তোমার গোচর॥
রাবণের দুই ভাই দুষ্ট নিশাচর।
তার মধ্যে জ্যেষ্ঠ খর দূষণ অপর॥
তাহার সামন্তগণ চতুর্দ্দিকে ভ্রমে।
কত উপদ্রব করে প্রবেশি আশ্রমে॥
যজ্ঞ আরম্ভণ মাত্র আসিয়া নিকটে।
যজ্ঞ নষ্ট করে, মোরা পড়ি যে সঙ্কটে॥
রাক্ষসের ডরে লুকাইয়া ঘরে আসি।
ফল-মূল কাড়ি খায়, ভাঙ্গয়ে কলসী॥
এই বন ছাড়িয়া যাইব অন্য বন।
কাণাকাণি করিলাম এই সে কারণ॥
মুনিগণ ছাড়ে যদি শূন্য হবে বন।
শূন্য বনে কেমনে রহিবে তিন জন॥

(১) কাণাকাণি—পরস্পর চুপে চুপে কথা বলাবলি। (২) বিহিত—প্রতিকার।

সীতা অতি রূপবতী এই বনমাঝে।
কেমনে রাখিবা রাম, রাক্ষস-সমাজে ॥
বিক্রমে বিশাল তুমি মোরা জানি মনে।
কত সম্বরিয়া রাম, থাকিবা কাননে ॥
আমরা এ বন ছাড়ি অন্য বনে যাই।
তোমার সহিত আর দেখা হবে নাই ॥
স্ত্রী-পুরুষে মুনিগণ চলেন সত্বর।
যার যথা ছিল স্থান কুটুম্বাদি ঘর ॥
উঠে গেল মুনিগণ, শূন্য দেখা যায়।
শ্রীরাম ভাবেন তবে তাহার উপায় ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালি।
গাইল অরণ্যকাণ্ডে প্রথম শিকলি ॥

———

শ্রীরামের অত্রিমুনির আশ্রমে গমন
ও মুনিপত্নীর নিকট সীতার
আত্মকাহিনী কথন।

আমা নিতে ভরত আইলে পুনর্ব্বার।
কেমনে অন্যথা করি বচন তাহার ॥
চিত্রকূট অযোধ্যা নহে ত বহু দূর।
ভরত ভ্রাতার ভক্তি আমাতে প্রচুর ॥
আমা নিতে ভরত যে করিল যতন।
মনোদুঃখে ভাই মোর করিল গমন ॥
সত্য হেতু না শুনিনু ভরত-বচন।
অত্রিমুনি-ধামে আজি বঞ্চি তিন জন ॥
রঘুনাথ এমত চিন্তিয়া মনে মনে।
চিত্রকূট ছাড়িয়া চলিলেন দক্ষিণে ॥
কত দূর যান তাঁরা করি পরিশ্রম।
সম্মুখে দেখেন অত্রি মুনির আশ্রম ॥
প্রবেশিয়া তিন জন পুণ্য তপোবনে।
বন্দনা করেন অত্রি-মুনির চরণে ॥
রামে দেখি মুনিবর উঠিয়া যতনে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বসাইলেন আসনে ॥
আপনার পত্নী-ঠাঁই সমর্পিলা সীতা।
পালন করহ যেন আপন দুহিতা ॥
দেখি মুনিপত্নীকে ভাবেন মনে সীতা।
মূর্ত্তিমতী করুণা কি শ্রদ্ধা (১) উপস্থিতা ॥
শুক্লবস্ত্রপরিধানা শুক্ল সর্ব্ববেশ।
করিতে করিতে তপ পাকিয়াছে কেশ ॥
তপস্যা করিয়া মূর্ত্তি ধরেন তপস্যা।
জ্ঞান হয় গায়ত্রী কি সবার নমস্যা (২) ॥
কৃতাঞ্জলি নমস্কার করিলেন সীতা।
আশীর্ব্বাদ করিলেন অত্রির বনিতা (৩) ॥
মুনিপত্নী বসাইয়া সম্মুখে সীতারে।
কহেন মধুর বাক্যে প্রফুল্ল অন্তরে ॥
রাজকুলে জন্মিয়া পড়িলা রাজকুলে।
দুই কুল উজ্জ্বল করিলা গুণে শীলে ॥
এ সব সম্পদ ছাড়ি পতি সঙ্গে যায়।
হেন স্ত্রী পাইলা রাম বহু তপস্যায় ॥
সীতা কহিলেন, মা, সম্পদে কিবা কাম।
সকল সম্পদ মম দূর্ব্বাদল-শ্যাম ॥
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের কার্য্য কিবা ধনে।
অন্য ধনে কি করিবে পতির বিহনে ॥
জিতেন্দ্রিয় (৪) প্রভু মম সর্ব্বগুণে গুণী।
হেন পতি সেবা করি ভাগ্য হেন মানি ॥
ধন জন সম্পদ না চাহি ভগবতি।
আশীর্ব্বাদ কর যেন রামে থাকে মতি ॥
শুনিয়া সীতার বাক্য তুষ্ট মুনি-দারা (৫)।
আপনার যেমন সীতার সেই ধারা ॥

(১) শ্রদ্ধা—আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস। (২) নমস্যা—প্রণামের পাত্রী। (৩) বনিতা—স্ত্রী। (৪) জিতেন্দ্রিয়—সংযমী। (৫) মুনি-দারা—মুনি-পত্নী

সমাদরে সীতারে দিলেন আলিঙ্গন।
দিব্য অলঙ্কার আর বহুমূল্য ধন ॥
তুষ্ট হয়ে সীতারে কহেন ভগবতী।
তব পূর্ব্ববৃত্তান্ত কহ গো সীতা সতি ॥
জানকী বলেন, দেবি, কর অবধান।
আমার জন্মের কথা অপূর্ব্ব আখ্যান ॥
একদা মোহিনীবেশ দেখি মেনকার।
জনক রাজার হয় চিত্তের বিকার ॥
তার ফলে জন্ম মোর হইল ভূমিতে।
উঠিল আমার তনু লাঙ্গল চষিতে ॥
অনারীসম্ভবা, (১) মম জন্ম মহীতলে।
লাঙ্গল ছাড়িয়া রাজা মোরে নিলা কোলে ॥
নিজ কন্যা বলি রাজা মনে অনুমানি।
হেনকালে আকাশে হইল দৈববাণী ॥
দেবগণ ডাকি বলে, জনক ভূপতি।
জন্মিল তোমার এই কন্যা রূপবতী ॥
অনারীসম্ভবা এই তোমার দুহিতা।
লাঙ্গলের মুখে জন্ম, নাম রাখ সীতা ॥
এতেক শুনিয়া রাজা হরষিত-মন।
দীন-দ্বিজ-দুঃখীরে দিলেন বহু ধন ॥
প্রধানা দেবীর ঠাঁই দিলেন আমারে।
আমারে পালেন দেবী বিবিধ প্রকারে ॥
দিনে দিনে বাড়ি আমি মায়ের পালনে।
আমা দেখি জনক চিন্তেন মনে মনে ॥
যেই জন গুণ দিবে শিবের ধনুকে।
তাঁরে সমর্পিব সীতা পরম কৌতুকে ॥
দারুণ প্রতিজ্ঞা এই ভুবনে প্রচার।
তের লক্ষ বর আইল রাজার কুমার ॥
ধনুক দেখিয়া সবাকার প্রাণ কাঁপে।
না সম্ভাষি পিতারে পলায় মনস্তাপে ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আগে না পান ভাবিয়া।
কেমনে সম্পন্ন হবে জানকীর বিয়া ॥
হেনকালে উপস্থিত শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
ধনুক দেখিয়া হাস্য করেন তখন ॥
ধনুকেতে গুণ দিতে সর্ব্ব লোকে বলে।
ধনুখান ধরি রাম বাম হাতে তোলে ॥
গুণ যোগ করিতে সে ধনুখান ভাঙ্গে।
সবে স্তব্ধ, তার শব্দ ত্রিভুবনে লাগে ॥
ধনুকের শব্দ যেন পড়িল ঝঞ্জনা।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালে কাঁপিল সর্ব্বজনা ॥
শিরে পঞ্চঝুঁটি তাঁর বিক্রম বিস্তার।
চূড়া-কর্ণবেধ হয়, লোকে চমৎকার ॥
বিবাহ করিতে পিতা বলিল আমারে।
না করেন স্বীকার পিতার অগোচরে ॥
রাজা সহ দশরথ আসিয়া সংবাদে।
রামের বিবাহ দেন পরম আহ্লাদে ॥
করিলেন শ্রীরাম আমারে পরিগ্রহ।
লক্ষ্মণের দার-কর্ম্ম (২) উর্ম্মিলার সহ ॥
কুশধ্বজ খুড়ার, যে দুই কন্যা ছিল।
ভরত শত্রুঘ্ন দোঁহে বিবাহ করিল ॥
ভগবতি, পূর্ব্বকথা এই কহিলাম।
হেন মতে মিলিলেন মম স্বামী রাম ॥
এত যদি সীতাদেবী কহেন কাহিনী।
পরিতুষ্ট হইলেন মুনির গেহিনী (৩) ॥
ব্রাহ্মণী সীতার ভালে দিলেন সিন্দূর।
কণ্ঠে মণিময় হার, বাহুতে কেয়ূর ॥
কর্ণেতে কুণ্ডল, করে কাঞ্চন কঙ্কণ।
নূপুরে শোভিত হয় কমল-চরণ ॥
নাসায় বেসর দেন গজমুক্তা (৪) তায়।
পট্টবস্ত্র অধিক শোভিত গৌর গায় ॥

(১) অনারীসম্ভবা—নারী-গর্ভ হইতে যাঁহার জন্ম হয় নাই। (২) দার-কর্ম্ম—বিবাহ।
(৩) গেহিনী—স্ত্রী। (৪) গজমুক্তা—হাতীর কুম্ভদেশে যে মুক্তা জন্মে।

প্রদোষ (১) হইল গত, প্রবেশে রজনী।
রামের নিকটে যায় শ্রীরাম-রমণী ॥
উমা রমা নাহি পায় সীতার উপমা।
চরাচরে (২) জনক-দুহিতা নিরুপমা ॥
দেখিয়া সীতার রূপ হৃষ্ট রঘুমণি।
মুনির আশ্রমে সুখে বঞ্চেন রজনী ॥

শ্রীরামচন্দ্রাদির দণ্ডকারণ্য-দর্শন।

প্রভাতে করিয়া স্নান আর যে তর্পণ।
তিন জন বন্দিলেন মুনির চরণ ॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন অত্রি মহামুনি।
কহিলেন উপদেশ উপযুক্ত বাণী ॥
শুন রাম, রাক্ষসপ্রধান এই দেশ।
সদা উপদ্রব করে, দেয় বহু ক্লেশ ॥
অগ্রেতে দণ্ডকারণ্য অতি রম্য স্থান।
তথা গিয়া রঘুবীর, কর অবস্থান ॥
মুনির চরণে রাম করিয়া প্রণতি।
দণ্ডক-কানন মধ্যে করিলেন গতি ॥
আগে যান রঘুনাথ পশ্চাতে লক্ষ্মণ।
জনক-তনয়া মধ্যে, কি শোভা তখন ॥
ফল পুষ্প দেখেন, গন্ধেতে আমোদিত।
ময়ূরীর কেকাধ্বনি ভ্রমরের গীত ॥
নানা পক্ষি-কলরব শুনিতে মধুর।
সরোবরে কত শত কমল প্রচুর ॥
বনমধ্যে অনেক মুনির নিবসতি।
শ্রীরামেরে দেখিয়া হরিষে করে স্তুতি ॥
রাজ্যে থাক বনে থাক তোমার সমান।
যথা তথা থাক রাম, তুমি ভগবান ॥
রম্য জল রম্য ফল মধুর সুস্বাদ।
আহার করিয়া দূরে গেল অবসাদ ॥
দেখিতে হইল ইচ্ছা দণ্ডক-কানন।
তিন জন মন-সুখে করেন ভ্রমণ ॥
আগে রাম, মধ্যে সীতা, পশ্চাৎ লক্ষ্মণ।
নানা স্থলে কৌতুক করেন নিরীক্ষণ ॥

বিরাধ রাক্ষস বধ।

হেনকালে দুর্জ্জয় রাক্ষস আচম্বিত।
বিকট আকার ধরি হৈল উপস্থিত ॥
রাঙ্গা দুই আঁখি তার খোঁখর (৩) হৃদয়।
বনজন্তু ধ'রে মারে, কারে নাহি ভয় ॥
দুর্জ্জয় শরীর ধরে পর্ব্বত সমান।
জ্বলন্ত আগুন যেন রাঙ্গা মুখখান ॥
শিরে দীর্ঘজটা কটা দীর্ঘ সর্ব্বকায়।
লম্বোদর অস্থিসার শিরা গণা যায় ॥
বান্ধিয়া লইয়া যায় মাংসভার স্কন্ধে।
পলায় লইয়া প্রাণ সবে তার গন্ধে ॥
মেঘের গর্জ্জন প্রায় ছাড়ে সিংহনাদ।
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি রাক্ষস বিরাধ ॥
সীতায় রাক্ষস গিয়া লইলেক কক্ষে।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে, থাকে অন্তরীক্ষে ॥
সীতারে খাইতে চাহে মেলিয়া বদন।
শ্রীরামেরে কটু কহে করিয়া তর্জ্জন ॥
তপস্বীর বেশে রাম, ভ্রমিস্ কাননে।
দেখাইয়া কামিনী ভুলাস্ মুনিগণে ॥
বলিল, মনুষ্য আজি করিব ভক্ষণ।
ঝাট পরিচয় দে রে তোরা কোন্ জন ॥

---

(১) প্রদোষ—সন্ধ্যা। (২) চরাচরে—চর (জঙ্গম) অচর (স্থাবর)—জঙ্গম ও স্থাবর, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ। (৩) খোঁখর—সুকঠিন।

শ্রীরাম বলেন, আমি ক্ষত্রিয়কুমার।
লক্ষ্মণ অনুজ, জায়া জানকী আমার ॥
দেখি হে তোমার কেন বিকৃতি আকৃতি।
বনেতে বেড়াও তুমি, হও কোন্ জাতি ॥
রাক্ষস বলিল, আমি যে হই সে হই।
সবারে খাইব আজি ছাড়িবার নই ॥
বিরাধ আমার নাম থাকি যথা তথা।
কাল নামে মম পিতা বিদিত সর্ব্বথা ॥
কত মুনি বধিলাম বিধাতার বরে।
অভেদ্য শরীর মোর, ভয় করি কারে ॥
লক্ষ্মণেরে শ্রীরাম কহেন পেয়ে ভয়।
জানকীরে খায় বুঝি রাক্ষস দুর্জ্জয় ॥
আইলাম নিজ দেশ ছাড়িয়া বিদেশে।
সীতারে খাইল আজি দারুণ রাক্ষসে ॥
লক্ষ্মণ বলেন, দাদা, না ভাবিহ তাপ।
রাক্ষসেরে মারিয়া ঘুচাও মনস্তাপ ॥
লক্ষ্মণের বাক্যেতে রামের বল বাড়ে।
মারিলেন সাত বাণ রাম তার ঘাড়ে ॥
সাত বাণ খাইয়া সে কিছু নাহি জানে।
হাতে ছিল জাঠাগাছ (১) মারিল এক্ষণে ॥
তাহা দেখি শ্রীরাম ছাড়েন এক বাণ।
জাঠাগাছ তখনি হইল খানখান ॥
জাঠাগাছ কাটা গেল রাক্ষসের ত্রাস।
অস্ত্র নাহি, নিশাচর (২) উঠিল আকাশ ॥
ছাড়েন ঐষীক বাণ দশরথ-সুত।
পড়িল বিরাধ যেন কৃতান্তের দূত ॥
খণ্ড খণ্ড হইয়া শরীর রক্তে ভাসে।
মার মার করি যায় শ্রীরামের পাশে ॥
ব্যগ্র হয়ে আছাড়িয়া ফেলে দেবী সীতা।
ভূমিতে পড়েন সীতা হইয়া মূর্চ্ছিতা ॥

জোড়হাতে রাক্ষস শ্রীরামে করে স্তুতি।
তব বাণ-স্পর্শে রাম, পাই অব্যাহতি ॥
শাপে মুক্ত করিলা আমার এ শরীর।
লইলাম শরণ চরণে রঘুবীর ॥
ধন্য ধন্য সীতা দেবী রাম যাঁর পতি।
তোমা পরশিয়া পাই শাপে অব্যাহতি ॥
পূর্ব্বকথা আমার শুনহ রঘুপতি।
কুবেরের শাপেতে আমার এ দুর্গতি ॥
কিশোর আমার নাম, কুবেরের চর।
আমারে সর্ব্বদা তুষ্ট ধনের ঈশ্বর (৩) ॥
এক দিন কুবের লইয়া নারীগণে।
রঙ্গস্থলে (৪) কেলি করে আনন্দিত মনে ॥
কর্ম্মদোষে আমি তথা হই উপনীত।
আমারে দেখিয়া তাঁরা হইলা লজ্জিত ॥
কোপে শাপ আমাকে দিলেন ধনেশ্বর।
দণ্ডক-কাননে গিয়া হও নিশাচর ॥
পশ্চাতে করুণা করি বলেন বচন।
শ্রীরামের শরে হবে শাপ বিমোচন ॥
পাইলাম তোমার দর্শনে অব্যাহতি।
মৃতদেহ পোড়াইলে পাইব নিষ্কৃতি ॥
লক্ষ্মণের উদ্‌যোগে দানব-দেহ পুড়ে।
দিব্যদেহ ধরিয়া সে দিব্যরথে চড়ে ॥
রাম-দরশনে চর গেল স্বর্গবাস।
রচিল অরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কৃত্তিবাস ॥

শ্রীরামের শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে গমন।

শ্রীরাম বলেন, চল জানকী-লক্ষ্মণ।
গোমতীর পারে শরভঙ্গ-নিকেতন ॥

(১) জাঠাগাছ স্থূল লৌহদণ্ড। (২) নিশাচর—রাক্ষস। (৩) ধনের ঈশ্বর—কুবের।
(৪) রঙ্গস্থলে—নাট্যশালায়।

এথা হৈতে সেই স্থান দ্বাদশ যোজন।
অদ্ভুত দেখিবে সে মুনির তপোবন॥
তপের প্রতাপে যেন জ্বলন্ত অনল।
শরভঙ্গ মুনির বিখ্যাত সেই স্থল॥
সেই দিন শ্রীরাম রহেন সেই স্থানে।
প্রভাতে উঠিয়া যান মুনি-দরশনে॥
হেনকালে উপনীত তথা শচীনাথ।
করিবারে শরভঙ্গ মুনির সাক্ষাৎ॥
রথোপরে পুরন্দর আসে শুদ্ধবেশে।
দেবগণ বেষ্টিত তাঁহার চারি পাশে॥
রথশোভা করে মণি-মুকুতার ঝারা।
বায়ুবেগে চলে ঘোড়া সারথির ত্বরা॥
চারিদিকে শোভে নীল পীত পতাকায়।
দূরে থাকি রামচন্দ্র দেখিলেন তাঁয়॥
অনুজেরে বলেন, থাকহ এই ক্ষণ।
জানি আগে আশ্রমে প্রবেশে কোন্ জন॥
ইন্দ্র আসি মুনিরে করিয়া নমস্কার।
নিবেদন করেন যে কার্য্য আপনার॥
শুন মুনি, রামরূপী ত্রিলোকের নাথ।
আসিবেন তব সহ করিতে সাক্ষাৎ॥
রাক্ষস বধের হেতু তাঁর অবতার।
ত্রিকালজ্ঞ (১) আপনারে জানাব কি আর॥
তব স্থানে রাখিলাম এই ধনুর্ব্বাণ।
আইলে তাঁহারে তুমি করিবা প্রদান॥
এত বলি স্বর্গপুরী যান পুরন্দর।
প্রবেশ করেন রাম যথা মুনিবর॥
প্রণাম করেন শরভঙ্গ মুনিবরে।
আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক কহেন মুনি তাঁরে॥
অনাথ ছিলাম বনে হইনু সনাথ।
যোগে যাঁরে দেখা ভার তিনিই সাক্ষাৎ॥
আইলা আপনি বিষ্ণু আমার নিবাস।
তোমা দরশনে মম হবে স্বর্গবাস॥
শত বৎসরের তপ করিলাম দান।
এই লও ইন্দ্রদত্ত দিব্য ধনুর্ব্বাণ॥
শরীর ছাড়িব আমি অতি পুরাতন।
প্রাণ রাখিয়াছি রাম, তোমার কারণ॥
ক্ষণেক জানকী সহ বৈস এই খানে।
অগ্নিতে শরীর ত্যজি তব বিদ্যমানে॥
শরভঙ্গ কুণ্ড কাটি জ্বালেন অনল।
জ্বলিয়া উঠিল অগ্নি গগনমণ্ডল॥
কৌতুক দেখেন সীতা-শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
মুনির সাহস দেখি বিস্মিত ভুবন॥
রাম রাম উচ্চারিয়া মুনি ঊর্দ্ধতুণ্ডে (২)।
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি ঝাঁপ দেন কুণ্ডে॥
পুড়িয়া মুনির দেহ হইল অঙ্গার।
অগ্নি হৈতে উঠে এক পুরুষ-আকার॥
গোলোকে গেলেন মুনি, পুণ্যফলোদয়।
দেখিয়া সবার মনে হইল বিস্ময়॥
রাম-দরশনে মুনি যান স্বর্গবাস।
রচিল অরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কৃত্তিবাস॥

—

শ্রীরামচন্দ্রের অন্য বনে গমন।

সম্ভাষিতে রামেরে আইল বনবাসী।
কেহ কেহ ফল খায়, কেহ উপবাসী॥
অনাহারী কেহ বা বরিষা চারিমাস।
কেহ কেহ সর্ব্বকাল করে উপবাস॥
গাছের বাকল পরে, শিরে জটা ধরে।
মৃগচর্ম্ম ধরে কেহ কমণ্ডলু করে॥

---

(১) ত্রিকালজ্ঞ—যিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই তিন কালের বিষয় জানেন। (২) ঊর্দ্ধতুণ্ডে—ঊর্দ্ধমুখে।

মুনিগণে দেখিয়া উঠিলা রঘুনাথ।
করেন প্রণতি স্তুতি করি জোড়হাত॥
মুনিরা করেন স্তুতি রামের গোচর।
শ্রীরাম বলেন, প্রভু, না করিহ ডর॥
তপোবনে না থুইব রাক্ষস-সঞ্চার।
অবিলম্বে হইবেক রাক্ষস সংহার॥
মুনিগণ সঙ্গে রঙ্গে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
তপোবন দরশনে করেন গমন॥
ধনুকে টঙ্কার দিলা রাম রঘুবীর।
দেখিয়া সীতার মন হইল অস্থির॥
বনে প্রবেশেন রাম হাতে ধনুর্ব্বাণ।
নিষেধ করেন সীতা রাম-বিদ্যমান॥
রাক্ষসের সনে কেহ করহ বিবাদ।
অকারণ প্রাণিবধে ঘটিবে প্রমাদ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এক কহি তব স্থান।
দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম, কর অবধান॥
শিশুকালে যখন ছিলাম পিতৃঘরে।
কহিলেন পিতা পূর্ব্ব-আখ্যান আমারে॥
দক্ষ নামে এক মুনি ছিল তপোবনে।
তাঁর স্থানে স্থাপ্য (১) খড়্গ রাখে একজনে॥
পাপ হয় হরিলে পরের স্থাপ্য ধন।
তেঁই যত্নে খড়্গখানি রাখেন ব্রাহ্মণ॥
এক বৃদ্ধ পাখী সেই তপোবনে বৈসে।
নড়িতে-চড়িতে নারে প্রাচীন বয়সে॥
মুনিরে কুবুদ্ধি পায়, দৈবের লিখন।
সে খড়্গ আঘাতে বধে পাখীর জীবন॥
হাতে অস্ত্র করিলে লোকের জ্ঞান নাশে।
হইল মুনির পাপ সে অস্ত্র পরশে॥
সত্য পালি দেশে চল এই মাত্র পণ।
রাক্ষস মারিয়া তব কোন্ প্রয়োজন॥

সরলা জনকবালা কহিলে এমতি।
বুঝান প্রবোধ-বাক্যে তাঁরে সীতাপতি॥
কনক-কমলমুখী জনক-কুমারি।
আমার নাহিক ভয়, কি ভয় তোমারি॥
মহাতেজা মুনিগণ যাহার সহিতে।
তাহার কিসের ভয়, বল দেখি সীতে॥
যাইতে দেখেন তাঁরা দিব্য সরোবর।
শুনেন অপূর্ব্ব গীত তাহার ভিতর॥
বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসেন রঘুমণি।
জলের ভিতর গীত, মুনি, কেন শুনি॥
মুনি বলিলেন, ছিল হেথা এক মুনি।
করিত কঠোর তপ দিবস-রজনী॥
তপোভঙ্গ করিতে তাহার পুরন্দর।
পাঠায় অপ্সরাগণে যথা মুনিবর॥
আইল অপ্সরাগণ মুনির নিকটে।
দেখিয়া পড়িল মুনি বিষম সঙ্কটে॥
সে স্থানের খ্যাতি পঞ্চ-অপ্সরা বলিয়া।
অদ্যাপি আইসে তারা তথা লুকাইয়া॥
নৃত্য-গীত করে তারা, নাহি যায় দেখা।
এমন অপূর্ব্ব কথা পুরাণেতে লেখা॥
শুনিয়া মুনির কথা কৌতুকী শ্রীরাম।
তপোবন দেখিয়া গেলেন নিজধাম॥
আতিথ্য (২) করেন মুনি সমাদর করি।
তিন জন বঞ্চিলেন সুখে বিভাবরী (৩)॥
কোথা পাঁচ সাত মাস কোথা দশ মাস।
কোথাও বৎসর রাম করেন প্রবাস॥
এইরূপে বনে বনে করেন ভ্রমণ।
অতীত হইল দশ বৎসর তখন॥
একদিন সীতা সহ শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
করপুটে বন্দিলেন মুনির চরণ॥

(১) স্থাপ্য—গচ্ছিত। (২) আতিথ্য—অতিথি সৎকার। (৩) বিভাবরী—রাত্রি।

সুতীক্ষ্ণ মুনিরে রাম কহেন সুভাষ (১)।
অগস্ত্যেরে প্রণাম করিতে করি আশ ॥
মুনি বলে, যাহ রাম, অগস্ত্যের ধাম।
তথা গিয়া তাঁহার পূরাও মনস্কাম ॥
তাঁহার কনিষ্ঠ আছে পিপ্পলীর বনে।
অদ্য গিয়া বাস কর তাঁর তপোবনে ॥
কল্য গিয়া পাইবা অগস্ত্য-তপোবন।
তাহাতে আছেন মুনি দ্বিতীয় তপন ॥
বিদায় হইয়া রাম চলেন দক্ষিণে।
উপনীত হইলেন পিপ্পলীর বনে ॥
রামেরে পাইয়া মুনি পাইলেন প্রীতি।
তথা সেই রাত্রি রাম করিলেন স্থিতি ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুন্দর।
গাহিল অরণ্যকাণ্ডে গীত মনোহর ॥

শ্রীরাম প্রভৃতির অগস্ত্যাশ্রমে গমন
এবং অগস্ত্যমুনি কর্ত্তৃক বাতাপি
ও ইল্বলের প্রাণ নাশ।

প্রভাতে উঠিয়া রাম করেন গমন।
লক্ষ্মণে দেখান রাম অগস্ত্যের বন ॥
এই বনে ছিল এক রাক্ষস দুর্জ্জয়।
তারে বধি করিলেন মুনি এ আলয় ॥
শুনিয়া লাগিল লক্ষ্মণেরে চমৎকার।
মুনি হয়ে রাক্ষস মারেন কি প্রকার ॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই, শুন অতঃপর।
ইল্বল-বাতাপি ছিল দুই সহোদর ॥
মায়াবী রাক্ষস তারা নানা মায়া ধরে।
বাতাপি হইয়া মেষ ব্রহ্মবধ করে ॥
তার ভাই ইল্বল'সে চড়িয়া শতাঙ্গ (২)।
ভ্রমিত ভুবনে যেন অদ্ভুত মাতঙ্গ ॥
আদর করিয়া দ্বিজে করে নিমন্ত্রণ।
সেই মেষ-মাংস দিয়া করায় ভোজন ॥
ব্রাহ্মণের উদরে মেষের মাংস থাকে।
বাতাপি বাহির হয় ইল্বলের ডাকে ॥
পেট চিরি বাহিরায়, বিপ্রগণ মরে।
এইরূপ করি ভ্রমে দুই সহোদরে ॥
ব্রহ্ম-বধ শুনিয়া অগস্ত্য মহামুনি।
ইল্বলের ঠাঁই দান মাগিলা আপনি ॥
দূরে হৈতে আইলাম পথিক ব্রাহ্মণ।
মেষ-মাংস মোরে আজি করাহ ভোজন ॥
মুনির বচন শুনি ইল্বল উল্লাস।
কহিল কতেক মুনি খাবে মেষ-মাস ॥
বাতাপি গাড়র (৩) হয় মায়ার প্রবন্ধে (৪)।
গাড়র কাটিয়া মাংস রান্ধিল আনন্দে ॥
বড় আশা করি মুনি ভোজনেতে বৈসে।
হাতে থালা করিয়া ইল্বল তার পাশে ॥
গঙ্গাদেবি, বলি মুনি মনে মনে ডাকে।
অলক্ষিতে গঙ্গাদেবী কমণ্ডলু ঢোকে ॥
মুনি বলে, বহু দিন মম উপবাস।
ভোজন করিব আমি গাড়রের মাস ॥
গঙ্গাজল পিয়া মুনি ব্রহ্মমন্ত্র জপে।
মুষ্টি মুষ্টি মাংস সে ভোজন করে কোপে ॥
মুনির উদরে মাংস প্রায় হয় পাক।
বাহিরে ইল্বল ডাকে ঘন ঘন ডাক ॥
ইল্বল বলিল, এস বাতাপি বাহিরে।
মুনি বলে, তুমি কোথা পাবে বাতাপিরে ॥
যেমন গর্জ্জিয়া সিংহ ধরে ভক্ষ্য হাতী।
ইল্বলে মারিতে যুক্তি করে মহামতি ॥

---

(১) সুভাষ—প্রিয় বাক্য। (২) শতাঙ্গ—রথ। (৩) গাড়র—ভেড়া। (৪) মায়ার প্রবন্ধে—কৌশল ক্রমে।

পণ্ডিত হইয়া তব বুদ্ধি নাই ঘটে (১)।
তোমার বাতাপি এই আছে মম পেটে ॥
সে কথায় পাসরিল রাক্ষস আপনা।
মুনির সরোষ ভাষা যেমন ঝঞ্জনা (২) ॥
সহসা মুনির কোপ হইল প্রবল।
নয়ন হইতে ছোটে প্রদীপ্ত অনল ॥
সে অগ্নিতে ইল্বল পুড়িয়া তবে মরে।
এই মতে মুনি দুই রাক্ষসেরে মারে ॥
এরূপে মারিয়া সেই রাক্ষস দুর্জ্জয়।
করিলেন তপোবন রক্ষা মহাশয় ॥
আইলাম সেই অগস্ত্যের তপোবনে।
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হয় যাঁর দরশনে ॥
যাইতেছিলেন রাম অগস্ত্যের দ্বারে।
হেন কালে শিষ্য এক আইল বাহিরে ॥
তাঁহারে দেখিয়া বলিলেন শ্রীলক্ষ্মণ।
আইলেন রাম অদ্য সম্ভাষ কারণ ॥
এতেক বচনে শিষ্য গেল অভ্যন্তরে।
কহিল রামের কথা মুনির গোচরে ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা দ্বারে তিন জন।
আজ্ঞা বিনা কেমনে করেন আগমন ॥
রামের সংবাদে মুনি হ'য়ে আনন্দিত।
আজ্ঞা করিলেন শিষ্যে, আনহ ত্বরিত ॥
সবাকার পূজ্য রাম আইলেন দ্বারে।
যোগিগণ অনুক্ষণ ধ্যান করে যাঁরে ॥
সবারে লইয়া গেল মুনির আজ্ঞায়।
দেখিয়া মুনির মনোভ্রম দূরে যায় ॥
অগস্ত্য বলেন, কি অপূর্ব্ব দরশন।
কি লীলা দেখাতে রাম হেথা আগমন ॥

শুনি হৃষ্টচিত্ত রাম কমল-লোচন।
অগস্ত্যের চরণ বন্দেন তিন জন ॥
আশীর্ব্বাদ দিয়া মুনি শ্রীরামে কহিল।
জানি না আবার কিবা মানসে জাগিল ॥
গোলোক ছাড়িয়া কেন হেন বনবাস।
না জানি তোমার আর কিসে অভিলাষ ॥
লক্ষ্মণের চরিত্রে আমার চমৎকার।
দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী, লক্ষ্মণ তোমার ॥
পথ-শ্রান্ত আছ রাম, করহ ভোজন।
আজ্ঞামতে শিষ্যেরা করিল আয়োজন ॥
মুনির আদরে রাম করেন ভোজন।
নিশীথিনী (৩) তথায় বঞ্চেন তিন জন ॥
করিয়া প্রভাত-কৃত্য (৪) শ্রীরঘুনন্দন।
অগস্ত্যের সহিত করেন আলাপন ॥
পিতৃসত্য পালিবারে আসিয়াছি বনে।
আজ্ঞা কর অগস্ত্য, থাকিব কোন্ স্থানে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব অপার।
গাহিল অরণ্যকাণ্ড সুধার আধার ॥

শ্রীরামচন্দ্রের পঞ্চবটীতে অবস্থান ও তাঁহার নিকট জটায়ুর আত্মপরিচয় প্রদান

অগস্ত্য বলেন, শুনি রামের বচন।
যেখানে থাকিবে সেই মহেন্দ্র-ভবন (৫) ॥
গোদাবরী-তীরে রাম, দিব্য আয়তন (৬)।
পঞ্চবটী (৭) গিয়া তথা থাক তিন জন ॥

---

(১) ঘটে—মস্তিষ্কে; মগজে। (২) ঝঞ্জনা—বজ্র। (৩) নিশীথিনী—রজনী। (৪) প্রভাত-কৃত্য—সকাল বেলার কাজ; শৌচ আচমন প্রভৃতি। (৫) মহেন্দ্র-ভবন—ইন্দ্রালয়; বৈজয়ন্ত পুরী। (৬) আয়তন—দেবালয় বা পরিসর ভূমি। (৭) পঞ্চবটী—যে বনে অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, আমলকী ও অশোক, এই পাঁচরকম গাছ আছে।

দিব্য ধনুর্ব্বাণ বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ।
রামেরে অগস্ত্যমুনি করিলেন দান ॥
নানা আভরণ আর সোনার টোপর।
বস্ত্র রত্ন দিয়া মুনি করেন আদর ॥
অগস্ত্যের স্থানে রাম হইয়া বিদায়।
চলেন দক্ষিণে সীতা-লক্ষ্মণ সহায় ॥
জটায়ু নামেতে পক্ষী সে দেশে বসতি।
পাইয়া রামের বার্ত্তা আসে শীঘ্রগতি ॥
শ্রীরামের সম্মুখে হইয়া উপস্থিত।
আপনার পরিচয় দেন যথোচিত ॥
জটায়ু আমার নাম গরুড়-নন্দন।
তোমার বাপের মিত্র আমি পুরাতন ॥
পক্ষিরাজ সম্পাতি আমার বড় ভাই।
আরো পরিচয় রাম, তোমারে জানাই ॥
পূর্ব্বে দশরথের করেছি উপকার।
তেঁই সে তাঁহার সঙ্গে মিত্রতা আমার (১) ॥
আইস আইস রাম-সীতা মোর ঘরে।
ইহা কহি বাসা দিল অতি সমাদরে ॥
তিন জন অনুব্রজি লৈয়া গেল পাখী।
পঞ্চবটী দেখিয়া শ্রীরাম বড় সুখী ॥
লক্ষ্মণে বলেন, রাম, বান্ধ বাসাঘর।
গোদাবরী-জলে স্নান করি নিরন্তর ॥
লক্ষ্মণ বলেন, রাম, আপনি প্রধান।
কোন্ স্থানে বান্ধি ঘর কর সংবিধান ॥
দেখেন শ্রীরাম স্থান গোদাবরী-তীরে।
সুশোভিত শ্বেত পীত লোহিত প্রস্তরে ॥
নিকটে প্রসর (২) ঘাট তাহে নানা ফুল।
মধুপানে মাতিয়া গুঞ্জরে অলিকুল ॥
শ্রীরাম বলেন, হেথা বান্ধ বাসাঘর।
জানকীর মনোমত করহ সুন্দর ॥
শ্রীরামের আজ্ঞাতে বান্ধেন দিব্য ঘর।
একদিনে লক্ষ্মণ সে অতি মনোহর ॥
পূর্ণকুম্ভ দ্বারেতে কুসুম রাশি রাশি।
অগ্নিপূজা করি হইলেন গৃহবাসী ॥
পাতা-লতা-নিৰ্ম্মিত সে কুটীর পাইয়া।
অযোধ্যার অট্টালিকা গেলেন ভুলিয়া ॥
জটায়ু বলেন, রাম, আসি হে এখন।
যখন করিবে আজ্ঞা আসিব তখন ॥
এত বলি পক্ষিরাজ উড়িল আকাশে।
দুই পাখা সারি (৩) গেল আপনার দেশে ॥
রজনী বঞ্চিয়া রাম উঠি প্রাতঃকালে।
স্নান করিবারে যান গোদাবরী-জলে ॥
সুগন্ধি সুদৃশ্য নানা কুসুম তুলিয়া।
নিত্য নিত্য করেন শ্রীরাম নিত্যক্রিয়া ॥
ফল-মূল আহরণ করেন লক্ষ্মণ।
সুস্বাদু বিমল গোদাবরীর জীবন ॥
ঋষিগণ সহিত সর্ব্বদা সহবাস।
করেন কুরঙ্গগণ সহ পরিহাস ॥
সীতার কখন যদি দুঃখ হয় মনে।
পাসরেন তখনি শ্রীরাম-দরশনে ॥
রামের যেমন দেশ তেমনি বিদেশ।
আত্মারাম (৪) শ্রীরাম নাহিক কোন ক্লেশ ॥

---

(১) শনির দৃষ্টিতে দশরথ রথ হইতে ভূমিতে পড়িতে থাকিলে জটায়ু দশরথের প্রাণনাশ আশঙ্কায় পাখা প্রসারিত করিয়া দশরথকে রক্ষা করেন। দশরথ জটায়ুর পরিচয় পাইয়া অগ্নি সাক্ষী করিয়া মিত্রতা করিয়াছিলেন—৪৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য। (২) প্রসর—চওড়া। (৩) সারি ছড়াইয়া। (৪) আত্মারাম—যিনি আপনাতে আপনি রমণ করিয়া আনন্দ লাভ করেন; ভগবান পূর্ণব্রহ্ম।

লক্ষ্মণের চরিত্র বিচিত্র মনে বাসি।
শ্রীরামের বনবাসে যিনি বনবাসী ॥
অন্তে রেখো পদে রাম, এই মনে আশ।
রচিল অরণ্যকাণ্ড দীন কৃত্তিবাস॥

———

শূর্পণখার শ্রীরামকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা ও লক্ষ্মণ-কর্তৃক তাহার নাসাকর্ণচ্ছেদন।

রহেন এরূপে পঞ্চবটি তিন জন।
হেন কালে ঘটে এক অপূর্ব্ব ঘটন ॥
রাবণের ভগিনী সে নাম শূর্পণখা।
অকস্মাৎ রামের সম্মুখে দিল দেখা ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা হৈল উপনীত।
শ্রীরামেরে দেখিয়া সে হইল মোহিত ॥
শত কাম জিনিয়া শ্রীরাম রূপবান্।
সুখ হয় যদি মিলে সমানে সমান॥
এত ভাবি মায়াবিনী দুষ্টা নিশাচরী।
নররূপ ধরে নিজ রূপ পরিহরি ॥
জিতেন্দ্রিয় (১) শ্রীরাম ধার্ম্মিক-শিরোমণি।
রামে ভুলাইবে কিসে অধর্ম্মাচারিণী ॥
পর্ব্বত নাড়িতে চাহে হইয়া দুর্ব্বলা।
ভুলাইতে রামেরে পাতিল নানা ছলা ॥
হাব-ভাব (২) আবির্ভাব করিয়া কামিনী।
রামেরে জিজ্ঞাসা করে সহাস্যবদনী ॥
রাজপুত্র বট, কিন্তু তপস্বীর বেশ।
এমন কাননে কেন করিলে প্রবেশ ॥
দণ্ডক-কাননে আছে দারুণ রাক্ষস।
হেন বনে ভ্রম তুমি, এ বড় সাহস॥
বহু দূর নহে, তারা আইল নিকটে।
হেন রূপবান্ তুমি পড়িলে সঙ্কটে॥
সঙ্গে দেখি চন্দ্রমুখী ইনি কে তোমার।
এ পুরুষ কে তোমার সমান আকার ॥
সরল-হৃদয় রাম দেন পরিচয়।
মম পিতা দশরথ রাজা মহাশয় ॥
ইনি ভ্রাতা লক্ষ্মণ, প্রেয়সী সীতা ইনি।
সত্য হেতু বনে ভ্রমি শুন লো কামিনী ॥
এখন আমারে দেহ নিজ পরিচয়।
কে বট আপনি, কোথা তোমার আলয় ॥
পরমা সুন্দরী তুমি লোকে নিরুপমা।
মেনকা উর্ব্বশী কি হইবে তিলোত্তমা ॥
জিজ্ঞাসা করিলা রাম সরল হৃদয়।
শূর্পণখা আপনার দেয় পরিচয় ॥
লঙ্কাতে বসতি, আমি রাবণ-ভগিনী।
নানা দেশে ভ্রমি আমি হ'য়ে একাকিনী ॥
দেশে দেশে ভ্রমি আমি কারে নাহি ভয়।
তোমার কামিনী হই হেন বাঞ্ছা হয় ॥
লঙ্কাপুরে বৈসে ভাই দশানন রাজা।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা মহাতেজা ॥
অন্য ভ্রাতা সুশীল ধার্ম্মিক বিভীষণ।
ভাই খর-দূষণ এখানে দুই জন ॥
অতি আহ্লাদের আমি কনিষ্ঠা ভগিনী।
তোমার হইলে কৃপা ধন্য করি মানি ॥
সুমেরু পর্ব্বত আর কৈলাস মন্দর।
তোমা সহ বেড়াইব, দেখিব বিস্তর ॥
তথা যাব, যথা নাই মনুষ্য-সঞ্চার (৩)।
তুমি আমি কৌতুকেতে করিব বিহার ॥
মন-সুখে বেড়াইব অন্তরীক্ষ-গতি (৪)।
এত গুণ না ধরে তোমার সীতা সতী ॥

(১) জিতেন্দ্রিয়—সংযমী। (২) হাবভাব—মনোবিকার জন্য বিলাসলীলা। (৩) মনুষ্য-সঞ্চার—মানুষের যাওয়া-আসা। (৪) অন্তরীক্ষ-গতি—আকাশের উপর দিয়া যাওয়া।

প্রতিবাদী হয় যদি জানকী-লক্ষ্মণ।
রাখিয়া নাহিক কার্য্য, করিব ভক্ষণ॥
আমার দেখহ রাম কেমন সুবেশ।
সীতার আমার রূপ অনেক বিশেষ॥
কুবেশা তোমার সীতা বড়ই ঘৃণিত।
হেন ভার্য্যা সহ থাক মনে পেয়ে প্রীত (১)॥
যখন যেখানে ইচ্ছা সেখানে তখনি।
বিহার করিব গিয়া দিবস রজনী॥
শ্রীরাম বলেন, সীতা, না করিহ ত্রাস।
রাক্ষসীর সহিত করিব পরিহাস॥
পরিহাস করেন শ্রীরাম সুচতুর।
রাক্ষসীকে বাড়াইতে বলেন মধুর॥
আমার হইলে জায়া পাইবে সতিনী।
লক্ষ্মণের ভার্য্যা হও, সে যে বড় গুণী॥
সুচারু লক্ষ্মণ ভাই মনোহর-বেশ।
পূরিবে মনের আশা, কহি উপদেশ॥
লক্ষ্মণ কনক-বর্ণ পরমসুন্দর।
লক্ষ্মণের ভার্য্যা নাই, তুমি কর বর॥
তোমা হেন রূপবতী পাবে কোন্ স্থলে।
সত্যজ্ঞানে নিশাচরী লক্ষ্মণেরে বলে॥
তুমি যুবা হইয়া একেলা বঞ্চ রাতি।
প্রেমানন্দে থাক তুমি আমার সংহতি॥
লক্ষ্মণ বলেন, আমি শ্রীরামের দাস।
সেবকের প্রতি কেন কর অভিলাষ॥
ভুবনের সার রাম অযোধ্যার রাজা।
তুমি রাণী হইলে করিবে সবে পূজা॥
কি গুণ ধরেন সীতা তোমার গোচর।
তোমায় সীতায় দেখি অনেক অন্তর॥
রামেরে ভজহ তুমি হৈয়া সাবধান।
মানুষী কি করিবেক তোমা বিদ্যমান॥
উপহাস না বুঝে, বচন মাত্রে ধায়।
লক্ষ্মণেরে ছাড়িয়া রামের কাছে যায়॥
পুনর্ব্বার আইলাম, রাম, তব পাশে।
ঘুচাইব ব্যাঘাত সীতারে গিলি গ্রাসে॥
বদন মেলিয়া যায় সীতা গিলিবারে।
ত্রাসেতে বিকল সীতা রাক্ষসীর ডরে॥
ক্ষণে বামে, ক্ষণেতে দক্ষিণে যায় সীতা।
দেখিলেন রঘুনাথ সীতারে ব্যথিতা॥
যেই দিকে যান সীতা সে দিকে রাক্ষসী।
রাক্ষসীর ডরে কাঁপে জানকী রূপসী॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই, ছাড় উপহাস।
ইঙ্গিতে বলেন, কর ইহারে বিনাশ॥
ক্রোধেতে লক্ষ্মণ বীর মারিলেন বাণ।
এক বাণে তাহার কাটিল নাক-কাণ॥
কাটা গেল নাক-কাণ, ভাসে রক্তস্রোতে।
ওষ্ঠাধর রাক্ষসীর ভিজিল শোণিতে॥

শ্রীরাম কর্ত্তৃক সূর্পণখার রক্ষক চতুর্দ্দশ রাক্ষস-সেনাপতি বধ।

সূর্পণখা যায় খর-দূষণের পাশে।
নাকে হাত দিয়া কান্দে গাত্র রক্তে ভাসে॥
কহে খর-দূষণ রাক্ষস-সেনাপতি।
কে করিল ভগিনীর এ-হেন দুর্গতি॥
এ দেখি বাঘের ঘরে ঘোগের (২) বসতি।
মরিবার ঔষধ কে বান্ধিল দুর্ম্মতি॥

---

(১) প্রীত—এখানে আনন্দ। (২) ঘোগের—বন্য কুকুর জাতীয় একপ্রকার হিংস্র পশুর; বাঘের সহিত ইহাদের চির-শত্রুতা। সবলের সহিত দুর্ব্বলের বদ্ধবৈর প্রকাশ করিতে "বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা" প্রবাদ বাক্যের উৎপত্তি।

গোদাবরী-কূলে পঞ্চবটীর ভিতরে।
কোন্ বেটা আইল আজি মরিবার তরে॥
দূষণ খরের থানা (১) যমের সমান।
যোদ্ধা চৌদ্দ হাজার যাহার পরিমাণ॥
রাবণেরে নাহি মানে, আমারে না জানে।
মরিবার উপায় সৃজিল কোন্ জনে॥
বসি সেথা সূর্পণখা কহে ধীরে ধীরে।
আসিয়াছে দুই নর বনের ভিতরে॥
মুনিতুল্য বেশ ধরে কিন্তু নহে মুনি।
সঙ্গে ল'য়ে ভ্রমে এক সুন্দরী কামিনী॥
এক কার্য্যে গিয়া ভ্রষ্টা কহে আর কাজ।
মনের বাসনা, সে কহিতে বাসে লাজ॥
গেলাম মনুষ্য-মাংস খাইবার সাধে।
নাক-কাণ কাটে মোর এই অপরাধে॥
ছিল চৌদ্দজন যে প্রধান সেনাপতি।
যুঝিবারে খর সবে দিল অনুমতি॥
রামেরে মারিয়া আন লক্ষ্মণ-সহিত।
গৃধ্র আর কাক খাক্ তাহার শোণিত॥
যার ঠাঁই ভগিনী পাইল অপমান।
তার রক্ত-মাংস সবে কর গিয়া পান (২)॥
লইয়া ঝকড়া শেল মুষল মুদ্গর।
সেনাপতি ধায় যেন যমের কিঙ্কর (৩)॥
মার মার বলিয়া ধাইল নিশাচর।
কোলাহলে পূর্ণিত হইল দিগন্তর॥
সকলে আইল যথা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
বাহিরে আসিয়া রাম কহেন তখন॥
ফল-মূল খাই মাত্র বাস করি বনে।
বিনা অপরাধে আসি যুদ্ধ কর কেনে॥
এই মত বিনয়ে কহিল রঘুবর।
রামেরে ডাকিয়া বলে, দুষ্ট নিশাচর॥
তপস্বীর মত থাক কে করে বারণ।
ভগিনীর নাক-কাণ কাট কি কারণ॥
যেই ধর্ম্ম করিলি, জীবনে নাহি সাধ।
কোন্ মুখে বলিস্, না করি অপরাধ॥
তোরা দুই মনুষ্য, আমরা বহু জন।
আমাদের অস্ত্রাঘাতে মরিবি এখন॥
এই মত কহিয়া সে সকল রাক্ষস।
করে অস্ত্র বরিষণ করিয়া সাহস॥
কাটিয়া ঝকড়া, শেল রাক্ষস এড়িল।
তা দেখিয়া রামচন্দ্র সমরে মাতিল॥
এক বাণে রামচন্দ্র কাটেন সকল।
খণ্ড খণ্ড হইল সে মুদ্গর মুষল॥
চতুর্দ্দশ বাণ রাম পূরেন সন্ধান।
চতুর্দ্দশ নিশাচর ত্যজিল পরাণ॥
নেউটিয়া বাণ আইল শ্রীরামের তূণে।
রাক্ষস বিনাশ হয় শ্রীরামের গুণে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিদিত সর্ব্বলোকে।
পুরাণ শুনিয়া গীত রচিল কৌতুকে॥

শ্রীরামের সহিত যুদ্ধার্থ খর ও দূষণের আগমন।

চৌদ্দ জন যুদ্ধে পড়ে সূর্পণখা দেখে।
ত্রাস পেয়ে কহে গিয়া খরের সম্মুখে॥
যুঝিবারে পাঠাইলা ভাই চৌদ্দ জন।
অযশ করিল, না সাধিল প্রয়োজন॥
যে চৌদ্দ রাক্ষস, পাঠাইলা রণ-স্থান।
রামের বাণেতে তারা হারাইল প্রাণ॥
খর বলে, দেখ তুমি আমার প্রতাপ।
ঘুচাইব এখনি তোমার মনস্তাপ॥

---

(১) থানা—সৈন্য-সমাবেশ। (২) পান—এখানে ভোজন অর্থে ব্যবহৃত। (৩) কিঙ্কর—ভৃত্য; চাকর।

লইয়া চলিল নিজ অস্ত্র খরশাণ।
নিশাচর চতুর্দ্দশ হাজার প্রধান ॥
প্রবাল প্রস্তর ছটা তাহে নানা মণি।
বিচিত্র পতাকা ধ্বজ রথের সাজনি ॥
রথগুলা চন্দ্র-সূর্য্য জিনিয়া উজ্জ্বল।
প্রবাল মুক্তার হার করে ঝলমল ॥
কনকরচিত রথ বিচিত্রনির্ম্মাণ।
বায়ুবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের জোগান ॥
অস্ত্রশস্ত্র তাবৎ তুলিয়া রথোপর।
রথস্তম্ভ (১) ধরি উঠে মহাবলী খর ॥
আচম্বিতে গৃধিনী পড়ি রথধ্বজে।
না চলে রথের ঘোড়া, চলে মন্দ তেজে ॥
মেঘের গর্জ্জনে গর্জ্জে রাক্ষস দূষণ।
রামেরে মারিবে আগে পশ্চাতে লক্ষ্মণ ॥
রাক্ষস আইল যত পরম কৌতুকে।
কৃত্তিবাস রামায়ণ রচে মন-সুখে ॥

শ্রীরাম সহ যুদ্ধে দূষণের মৃত্যু।

শ্রীরাম বলেন, শুন সৈন্য-কলকলি।
সীতা ল'য়ে লক্ষ্মণ ত্যজহ রণস্থলী ॥
থাকিলে আমার কাছে, হইতে দোসর।
কিন্তু হেথা থাকিলে পাইবে সীতা ডর ॥
বিলম্ব না কর ভাই, চলহ সত্বর।
সীতাকে রাখহ গিয়া গুহার ভিতর ॥
এত যদি লক্ষ্মণেরে বলিলেন রামে।
দূরেতে লক্ষ্মণ-সীতা গেলেন সম্ভ্রমে (২) ॥
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব আইল সর্ব্বজন।
অন্তরীক্ষে থাকিয়া সকলে দেখে রণ ॥
একা রাম চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস।
কেমনে জিনিবে রাম বড়ই সাহস ॥
ডাকিয়া রামেরে বলে তখন দূষণ।
মনুষ্য হইয়া তোর মোর সনে রণ ॥
দূষণের বচন শুনিয়া খর হাসে।
রাক্ষস হাজার ছয় সহিত আইসে ॥
ত্রিশিরার সঙ্গে দুই হাজার রাক্ষস।
খর-সৈন্য যত তত দূষণের বশ ॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস কলকলি।
রামেরে রুষিয়া যায় খর মহাবলী ॥
বেষ্টিত রাক্ষসগণ মধ্যে রাম একা।
শৃগাল-বেষ্টিত যেন সিংহ যায় দেখা ॥
সারথি চালায় রথ তাহে অষ্ট ঘোড়া।
রামের উপরে ফেলি মারিল ঝকড়া ॥
চৌদিকে রাক্ষস-সৈন্য, মাঝে রঘুবীর।
তা দেখি দেবতাগণ হলেন অস্থির ॥
সন্ধান পূরিয়া রাম ছাড়িলেন বাণ।
তার বাণ কাটিয়া করিল খানখান ॥
দুই জনে বাণ বর্ষে দোঁহে ধনুর্দ্ধর।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধি বাণে করিল জর্জ্জর ॥
উভয়ের গা বাহিয়া রক্ত পড়ে স্রোতে।
উভয়ের দেহ-রক্তে দুই বীর তিতে ॥
জুড়িয়া সহস্র বাণ শ্রীরাম ধনুকে।
অতি ক্রোধে মারিলেন রাক্ষসের বুকে ॥
নিশাচরগণের উঠিল কলকলি (৩)।
মরি মরি বলিয়া পলায় কতগুলি ॥
সহস্র রাক্ষস পড়ে শ্রীরামের বাণে।
জোড়েন গন্ধর্ব্ব অস্ত্র ধনুকের গুণে ॥
সকল রাক্ষস হৈল যেন রক্তময়।
আপনা আপনি কারো নাহি পরিচয় ॥

---

(১) রথস্তম্ভ—রথের থাম। (২) সম্ভ্রমে—তাড়াতাড়ি। (৩) কলকলি—অব্যক্ত শব্দ।

আপনা আপনি করে নির্ঘাত প্রহার
খরের হাজার ছয় রাক্ষস সংহার ॥
সকলে পড়িল বীর খর মাত্র আছে।
সেনাপতি দূষণ আইল তার কাছে ॥
আপনি নিকট হ'য়ে প্রবেশে সংগ্রামে।
মহাশূল নিক্ষেপ সে করিল শ্রীরামে ॥
যে বাণ ছাড়েন রাম শূল কাটিবারে।
শূলে ঠেকি পড়ে, কিছু করিতে না পারে ॥
পেয়েছে অক্ষয় শূল বিধাতার বরে।
ত্রিভুবনে সেই বর অন্যথা কে করে ॥
বাণেতে পণ্ডিত রাম নানা বুদ্ধি ঘটে।
শূলসহ দূষণের দুই হাত কাটে ॥
দূষণের দুই হাত চন্দনে ভূষিত।
কাটা গেল, পড়িল সে হইয়া মূর্চ্ছিত ॥
জ্বালায় দূষণ বীর ত্যজিল পরাণ।
দেবগণ শ্রীরামের করিছে বাখান ॥
কৃত্তিবাস রামায়ণ গাইল কৌতুকে।
দূষণাদি সেনানী পড়িল অরণ্যকে ॥

———

শ্রীরাম সহ যুদ্ধে খরের মৃত্যু।

দূষণ পড়িল, খর লাগিল ভাবিতে।
কাতর হইয়া বীর নেত্র-জলে তিতে ॥
হাতে অস্ত্র করিয়া ধাইয়া আগুসারে (১)।
এত সেনাপতি মোর একা রাম মারে ॥
রাম আর খর বীর অগ্নির আকার।
দশদিক্ জলস্থল বাণে অন্ধকার ॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বাণ এড়িয়া সে খর।
ডাক দিয়া পড়ি বীর করিছে উত্তর ॥
মানুষ হইয়া তোর এত অহঙ্কার।
দেবগণ নাহি পারে, তুই কোন্ ছার ॥
সৈনিক মারিয়া তোর হরিষ অন্তর।
আজি তোরে পাঠাব নিশ্চয় যমঘর ॥
কত বাণ মারিস্ অগ্রেতে যাক দেখা।
আমার হস্তেতে তোর আছে মৃত্যু লেখা ॥
শ্রীরাম বলেন, খর, লব তোর প্রাণ।
মুনিস্থানে পেয়েছি অজেয় ধনুর্ব্বাণ ॥
শরভঙ্গ দিয়াছেন এ অক্ষয় তূণ (২)।
যত চাই তত পাই, নাহি হয় ন্যূন ॥
অযুত বৎসর যদি এড়ি এই বাণ।
অফুরন্ত রহিবেক, নহেক ফুরান ॥
শ্রীরামের বচনেতে লাগে চমৎকার।
ত্রাসে খর চিন্তিল সংশয়-আপনার ॥
ত্রাস বুঝি খরেরে এড়েন রাম বাণ।
খান খান করেন খরের ধনুখান ॥
কাটা গেল ধনুক, চিন্তিত হ'য়ে খর।
লইল ধনুক আর অতি শীঘ্রতর ॥
রামের উপরে করে বাণ বরিষণ।
চতুর্দ্দিক্ জল স্থল ছাইল গগন ॥
নানা অস্ত্রে দশদিক্ করিল প্রকাশ।
জিনিলাম রামেরে বলিয়া মনে হাস ॥
যে ধনুকে রঘুনাথ করিলেন রণ।
রাক্ষসের বাণে তাহা হইল ছেদন ॥
যে ধনুক দিলেন অগস্ত্য মুনিবর।
সে ধনুকে সন্ধান পূরেন রঘুবর ॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুবীর পূরিলা সন্ধান।
কাটিলেন খরের হাতের ধনুর্ব্বাণ ॥
রথধ্বজ পতাকা করেন খণ্ড খণ্ড।
ভূমিতে লোটায় রণে সারথির মুণ্ড ॥

(১) আগুসারে—অগ্রগামী হয়। (২) তূণ—বাণ রাখিবার পাত্র।

অগ্নিবান এড়েন ধনুকে দিয়ে চড়া (১)।
কাটিলেন শ্রীরাম রথের অষ্ট ঘোড়া ॥
রামের দুর্জ্জয় বাণ তারা যেন ছোটে।
আরবার খরের হাতের ধনু কাটে ॥
মন্ত্র পড়ি খরবীর মহা গদা এড়ে।
যত দূর যায় গদা তত দূর পোড়ে ॥
গাছের নিকটে গেলে গাছ সব জ্বলে।
আলো করি আসে গদা গগনমণ্ডলে ॥
অগ্নি জ্বলে গদাতে, না হয় শান্ত বাণে।
ত্রিভুবন একাকার, ছাইল আগুনে ॥
আর বাণ ছাড়েন শ্রীরাম মন্ত্র প'ড়ে।
পৃথিবীতে কত ধরে, অন্তরীক্ষ জোড়ে ॥
অগ্নিসম বাণ জ্বলে পর্ব্বত-আকার।
অগ্নিবাণে তার গদা হইল সংহার ॥
পাইলেন শ্রীরাম তখন অবসর।
খরের শরীর বাণে করেন জর্জ্জর ॥
ভাণ্ডার ফুরাল, খর হইল ফাঁফর।
উপাড়িয়া ফেলে বৃক্ষ মহাভয়ঙ্কর ॥
গাছ কাটি ফেলিলেন রাম রঘুবর।
পাথর কাটিয়া রাম ফেলেন সত্বর ॥
সর্ব্ব কলেবর তার ভিজিল শোণিতে।
রক্তে রাঙ্গা হয়ে বীর চাহে চারিভিতে ॥
হাতে অস্ত্র নাহি আর, উঠি দিল রড়।
রামেরে রুষিয়া যায় খাইতে কামড় ॥
রামেরে কামড় দিতে যায় মহারোষে।
শ্রীরাম ঐষীক বাণ জুড়িলেন ত্রাসে ॥
বজ্রাঘাতে পর্ব্বত যেমন দুই চির।
গায়ে প্রবেশিতে বাণ পড়ে খর বীর ॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস পড়ে বাণে।
শ্রীরামেরে বাখানে আসিয়া দেবগণে ॥
বিরিঞ্চি বলেন, রাম, কর অবধান।
সকল দেবতা করে তোমার কল্যাণ ॥
আইলেন শঙ্কর তোমার রণে সুখী।
মহেন্দ্র তোমাতে তুষ্ট তব রণ দেখি ॥
কুবের বরুণ আদি যত দেবগণ।
অষ্টলোকপাল আসি করেন স্তবন ॥
তোমার প্রসাদে এবে বেড়াবে স্বচ্ছন্দে।
যথা তথা দেব-দেবী রহিবে আনন্দে ॥
রামেরে বন্দেন গিয়া জানকী-লক্ষ্মণ।
করেন সকলে বসি ইষ্ট-সম্ভাষণ ॥
অস্ত্র-ক্ষত দেখিয়া রামের কলেবরে।
জানকীর নেত্র-নীর ঝর ঝর ঝরে ॥
তাঁহারে কহেন রাম রণ-বিবরণ।
শুনি সীতা কৈকেয়ীকে করিল স্মরণ ॥
সীতাদেবী ধুয়ে দিয়া রাম-রক্তধারা।
মনোদুঃখে অতিশয় হইলা কাতরা ॥
স্নান করি আইলেন রাম কুতূহলী।
তা দেখিয়া সীতাদেবী করিলা অঞ্জলি ॥
সীতারে কহেন রাম সংগ্রাম কাহিনী।
সুখে সীতা সহ রাম বঞ্চিলা যামিনী ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ।
পড়িল রামের বাণে খর ও দূষণ ॥

রাবণের নিকট সূর্পণখার সংবাদ দান।

রামের সংগ্রাম যত সূর্পণখা দেখে।
শঙ্কাকুলা লঙ্কায় চলিল মনোদুঃখে ॥
রাবণে কহিতে যায় আত্ম-সমাচার।
নাক-কাণ-কাটা, তার বীভৎস-আকার ॥
যার কাছে যায় রাঁড়ী সেই ভয় পায়।
খেয়ে (২) খর-দূষণে রাবণে খেতে (৩) যায় ॥

---

(১) চড়া গুণ যোজনা। (২) খেয়ে—এখানে নাশ করিয়া। (৩) খেতে—এখানে নাশ করিতে।

সভা করি বসিয়াছে রাবণ ভূপতি।
সুরগণ সহিত যেমন সুরপতি ॥
নিজ নিজ স্থানে বসিয়াছে মন্ত্রিগণ।
হেন কালে সূর্পণখা দিল দরশন ॥
নাক-কাণ-কাটা তার মূর্ত্তিখানি কালী।
সভা মধ্যে রাবণেরে দেয় গালাগালি ॥
প্রমোদে কৌতুকে রাজা, থাক রাত্রি-দিনে।
রাক্ষস করিতে নাশ রাম আইল বনে ॥
স্ত্রী-মাত্র তাহার সঙ্গে, কেহ নাহি আর।
যত ছিল দণ্ডকেতে করিল সংহার ॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস রাম মারে।
তাসহ বধিলা রাম খরদূষণেরে ॥
হস্তী ঘোড়া নাহি তার জানকী দোসর।
কতেক রাক্ষস মারে রাম একেশ্বর ॥
শুনি সূর্পণখার মুখেতে বিবরণ।
হাহাকার করিয়া জিজ্ঞাসে দশানন ॥
কতেক কটক তার, কি প্রকার বেশ।
ভয়ঙ্কর বনে কেন করিল প্রবেশ ॥
কাহার নন্দন রাম, কেমন সম্মান (১)।
কেমন বিক্রমী সে, কেমন ধনুর্ব্বাণ ॥
সূর্পণখা বলে, দশরথের নন্দন।
পিতৃসত্য পালিতে বেড়ায় বনে-বন ॥
তপস্বীর বেশ ধরে, নহে ত তপস্বী।
সঙ্গে করি ল'য়ে ভ্রমে পরম-রূপসী ॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বনে ছিল।
একা রাম সকলেরে সংহার করিল ॥
রামের কনিষ্ঠ সে লক্ষ্মণ মহাবীর।
তার সহ সমরে হইবে কেবা স্থির ॥
রামের মহিষী সীতা সাক্ষাৎ পদ্মিনী (২)।
ত্রৈলোক্যমোহিনী রূপে পরমা কামিনী ॥
সীতার রূপের সম আর নাহি নারী।
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা হারে রূপে তারি ॥
যেমন মহৎ তুমি পুরুষ-সমাজে।
তার রূপ কেবল তোমাতে মাত্র সাজে ॥
রামেরে ভাঁড়াও, (৩) আর ভাঁড়াও লক্ষ্মণে।
আনহ রমণী-রত্ন যত্নে এই ক্ষণে ॥
যেমন সন্তাপ দিল সে রাক্ষস-কূলে।
তেমনি মরুক সে সীতার শোকানলে ॥
সূর্পণখা যত বলে রাজা সব শুনে।
সুন্দরী সীতার কথা ভাবে মনে মনে ॥
যুক্তি করে রাবণ বসিয়া সভাস্থানে।
রামে ভাঁড়াইয়া সীতা আনিব কেমনে ॥
রাক্ষসের মায়া নর বুঝিতে কি পারে।
সূর্পণখা কান্দিল রাবণ বধিবারে ॥
কেহ সূর্পণখার কথায় মন্দ হাসে।
গাইল অরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কৃত্তিবাসে ॥

সীতাহরণার্থ রাবণের মারীচের নিকট গমন।

আর দিন দশানন আইল বাহিরে।
বুঝিয়া রাজার মন সারথি-সত্বরে ॥
আনিল পুষ্পকরথ অপূর্ব্ব-গঠন।
সে রথের সারথি আপনি সমীরণ ॥
হীরা মুক্তা মাণিক্য প্রভৃতি রত্নগণে।
খচিত রচিত কত সঞ্চিত কাঞ্চনে ॥

---

(১) সম্মান—কুলগৌরব। (২) পদ্মিনী—সুন্দরী নারীর প্রকার-ভেদ। পদ্ম-পত্রের ন্যায় চক্ষু, নাসিকা-রন্ধ্র ক্ষুদ্র; উন্নত বক্ষ, দীর্ঘ কেশ, কৃশ অঙ্গ, ধীর মধুর কথা, নৃত্য-গীতে অনুরক্ত এবং সমস্ত দেহে পদ্মের মত গন্ধ এমন স্ত্রীকে 'পদ্মিনী' বলা হয়। (৩) ভাঁড়াও—প্রতারণা কর।

মনোরথে (১) না আইসে রথের সৌন্দর্য্য।
অষ্ট অশ্ব বদ্ধ তাহে, দেখিতে আশ্চর্য্য॥
সেই রথে আরোহণ করে লঙ্কেশ্বর।
বিদ্যুতের প্রায় রথ চলিল সত্বর॥
নানা দেশ নদ নদী ছাড়িয়া রাবণ।
সাগর লঙ্ঘিয়া যায় শতেক যোজন॥
শ্যামবট পাদপ যোজন শত ডাল।
অশীতি যোজন মূল গিয়াছে পাতাল॥
চারি ডাল দেখি যেন পর্ব্বতের চূড়া।
সত্তর যোজন হয় সে গাছের গোড়া॥
তপ করে বালখিল্য (২) আদি মুনিগণ।
মারীচ উদ্দেশে তথা চলিল রাবণ॥
যথা তপ করে সে মারীচ নিশাচর।
রথে চাপি তথা গেল রাজা লঙ্কেশ্বর॥
মারীচ আইল ভয়ে রাবণেরে দেখি।
সর্প যেন ভীত হয় গরুড়ে নিরখি॥
ত্রাস পায় লোক যেন যম-দরশনে।
পাইল মারীচ ত্রাস দেখিয়া রাবণে॥
রাবণ বলে, হে মারীচ, অমাত্য প্রধান।
লঙ্কায় না দেখি পাত্র তোমার সমান॥
অযুত হস্তীর বল তোমার শরীরে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব সদা ভীত তব ডরে॥
বড় দুঃখে আইলাম তোমার গোচর।
সাগর লঙ্ঘিয়া আসি বনের ভিতর॥
দণ্ডকারণ্যেতে ছিল যত নিশাচর।
সবাকারে সংহারিল রাম একেশ্বর॥
ত্রিশিরা দূষণ খর আদি যত ভাই।
সবারে মারিল রাম, আর কেহ নাই॥
গোদাবরী-কূলে পঞ্চবটীর ভিতরে।
মারিল রাক্ষস সহ খর-দূষণেরে॥
ঘৃণিত সে রাম, তারে খেদাইল বাপে।
ভরত লইল রাজ্য, ভ্রমে মনস্তাপে॥
হাতে বাণ ভ্রমে বনে হইয়া তপস্বী।
লইয়া বেড়ায় সঙ্গে পরমরূপসী॥
ধিক্ ধিক্ আমারে, তোমারে ধিক্ ধিক্।
তুমি আমি থাকিতে কি কলঙ্ক অধিক॥
সূর্পণখা ভগিনীর কাটে নাক-কাণ।
হইয়া মনুষ্য-কীট করে অপমান॥
আপনি রাবণ আমি, পুত্র মেঘনাদ।
ঘটাইল ক্ষুদ্র রাম এতেক প্রমাদ॥
না করি ইহার যদি আমি প্রতীকার।
ত্রিলোকের আধিপত্য বিফল আমার॥
আজি লইলাম আমি তোমার শরণ।
পাত্র-কার্য্য কর পাত্র, শুনহ বচন॥
শুনি তার পরমা সুন্দরী এক নারী।
তার রূপ-গুণ-কথা কহিতে না পারি॥
তাহারে হরিব করি তোমারে সহায়।
শুনিয়া মারীচ কহে, করি হায় হায়॥
অবোধ রাবণ, এ কি তোমার যুকতি।
কে দিল এ কুমন্ত্রণা তোমারে সম্প্রতি॥
প্রাণাধিক রামের সে জানকীসুন্দরী।
হরিলে তাঁহারে কি রহিবে লঙ্কাপুরী॥
রামসহ বিবাদে যাইবে যমপুরী।
শ্রীরামের নিকটে না খাটিবে চাতুরী॥
কুম্ভকর্ণ বিভীষণ হইবে বিনাশ।
মরিবে কুমারগণ, হবে সর্ব্বনাশ॥
লঙ্কাপুরী মনোহর নাহিক উপমা।
সৃষ্টি নষ্ট না করিহ, চিত্তে দেহ ক্ষমা॥
পায়ে পড়ি লঙ্কানাথ, করি হে মিনতি।
ক্ষমা কর, রক্ষা কর, লঙ্কার বসতি॥

---

(১) মনোরথে—মনে; এখানে চিন্তায়। (২) বালখিল্য—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ মহাতপা ঋষিবিশেষ। ইঁহাদের সংখ্যা ষাট হাজার।

আনহ যদ্যপি সীতা করহ বিবাদ।
সবাকার উপরেতে পড়িবে প্রমাদ॥
কুমন্ত্রীর বচনেতে রাজলক্ষ্মী ত্যজে।
সুমন্ত্রী মন্ত্রণা দিলে লক্ষ্মী তারে ভজে॥
ছুটিলে যে মত্তহস্তী না রহে অঙ্কুশে (১)।
লঙ্কাপুরী তেমতি মজিবে তব দোষে॥
বিদিত রামের গুণ আছে সর্ব্বলোকে।
প্রাণ দিল দশরথ রাম-পুত্রশোকে॥
সীতা বিনা রামের না যায় অন্যে মন।
সীতার শ্রীরাম-পদে মন সমর্পণ॥
কুমার তোমার সব থাকুক কুশলে।
জ্ঞাতি পাত্র তোমার থাকুক কুতূহলে॥
বহু ভোগ করিবে হইলে চিরজীবী।
আনিতে না কর মনে শ্রীরামের দেবী॥
রাম বিনে সীতাদেবী অন্যে নাহি ভজে।
তবে তারে রাবণ, হরিবে কোন্ কাজে॥
পরস্ত্রী দেখিলে তুমি হও বড় সুখী।
সবংশে মরিবে রাজা, পাছু নাহি দেখি॥
রাজা বলে, মারীচ, হরিণ হও তুমি।
ভাণ্ডাইয়া রামেরে হরিব সীতা আমি॥
মারীচ বলে, মৃগ-বেশে যাব তাঁর কাছে।
আগেতে আমার মৃত্যু, তব মৃত্যু পাছে॥
কার্য্যসিদ্ধি না হইবে, পড়িবে সঙ্কটে।
অপরাধ না করিও রামের নিকটে॥
পরিণাম ভালমন্দ বিভীষণ জানে।
জিজ্ঞাসা করিও সে ধার্ম্মিক বিভীষণে॥
ধার্ম্মিকা ত্রিজটা (২) আছে বুদ্ধিতে পণ্ডিতা।
যদি বলে আনিতে সে, তবে আন সীতা॥
নহেন মনুষ্য রাম স্বয়ং নারায়ণ।
নতুবা অন্যের কার এত পরাক্রম॥
মনে না করিও সূর্পণখার অবস্থা।
মরিল রাক্ষস বহু তাহাতে কি আস্থা (৩)॥
দূষণ ত্রিশিরাদির না ভাবিহ দুঃখ।
আপনি বাঁচিলে যে ভুঞ্জিবে নানা সুখ॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস যেই মারে।
সবংশে মরিবে রাজা, নারিবে তাহারে॥
তোমার বিক্রম জানি, শুন লঙ্কেশ্বর।
শ্রীরামে তোমায় দেখি অনেক অন্তর॥
আপন বিক্রম তুমি বাখান আপনি।
তোমা হেন লক্ষ লক্ষ জিনে রঘুমণি॥
ছাড়িলাম ভার্য্যা পুত্র স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী।
তপস্বী হইয়া তবু শ্রীরামেরে ডরি॥
তথাপি তোমার স্থানে নাহিক এড়ান।
পাঠাও রামের কাছে নাশিতে পরাণ॥
আমার বচন তুমি শুন লঙ্কেশ্বর।
সীতা-লোভ ছাড়িয়া চলিয়া যাহ ঘর॥
যত বলে মারীচ রাবণ তত রোষে।
রচিল অরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কৃত্তিবাসে॥

সীতাহরণে মারীচ সহ রাবণের পরামর্শ।

ঔষধ না খায় যাঁর নিকট মরণ।
যত বলে মারীচ, তা না শুনে রাবণ॥
রুষিয়া রাবণ কহে মারীচের প্রতি।
কুবুদ্ধি ঘটিল তোর শুন রে দুর্ম্মতি॥
নরের গৌরব রাখ, মন্দ বল মোরে।
আমি তোরে মারিলে কে কি করিতে পারে॥
আমার প্রতাপে সদা কম্পিত মেদিনী (৪)।
মনুষ্যের কিবা কথা, দেব দৈত্যে জিনি॥

---

(১) অঙ্কুশ—ডাঙ্গশ। (২) ত্রিজটা—রাবণের দাসী। এই রাক্ষসী সীতার প্রতি একটু অনুগ্রহ করিত। (৩) আস্থা—ভরসা। (৪) মেদিনী—পৃথিবী; মধুকৈটভের মেদে উৎপত্তি বলিয়া পৃথিবীর নাম মেদিনী।

অতিথি আইলে লোকে করয়ে যতন।
কিন্তু দুষ্ট, তুমি মোরে বল কু-বচন ॥
আইনু তোমার ঘরে কর তিরস্কার।
আমার সম্মুখে মনুষ্যের পুরস্কার (১) ॥
বলবুদ্ধিহীন রাম হয় নরজাতি।
নিশাচর-কুলে তুমি রাখিলে অখ্যাতি ॥
নিষেধ করেন যদি দেব পঞ্চানন।
তথাপি আনিব সীতা, না যায় খণ্ডন ॥
ভাণ্ডাইয়া রামেরে লইয়া যাহ দূরে।
হরিয়া আনিব সীতা পেয়ে শূন্য ঘরে ॥
আমার সহিত যাবে তোমার কি ভয়।
যুদ্ধ না করিব আমি, দেখহ নিশ্চয় ॥
মারীচ শুনিয়া তাহা বলিল বচন।
সীতারে আনিলে হবে সবংশে মরণ ॥
হরেছ অনেক নারী পেয়েছ নিস্তার।
না দেখি নিস্তার রাজা, হরিলে এবার ॥
পুত্র মিত্র একত্র বান্ধব পরিবার।
এইবার সবাকার হইবে সংহার ॥
এক স্ত্রী আনিয়া মজাইবে যত নারী।
এই লোভ ছাড়িয়া চলহ লঙ্কাপুরী ॥
সাগরের দর্প কর, সাগর কি করে।
সবংশে তোমারে রাম, ডুবাবে সাগরে ॥
আগেতে মরিব আমি রাম-দরশনে।
পশ্চাৎ মরিবে তুমি, পরে পুরীজনে ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ভাণ্ডাইব কি মায়ায়।
না দেখি উপায় কিছু, ঠেকিলাম দায় ॥
আমার মায়ায় রাম যদি ছাড়ে ঘর।
একা না রহিবে সীতা থাকিবে দোসর ॥
যে ঘরে থাকিবে বীর সুমিত্রানন্দন।
সে ঘরে প্রবেশ করে হেন কোন্ জন ॥
যথা তথা যাও তুমি বলি লঙ্কেশ্বর।
না কর সীতার চেষ্টা, চলি যাহ ঘরে ॥
হরিতে গেলাম সীতা না হরিনু তায়।
দেশে গিয়া এই কথা জানাও সবায় ॥
যদি সীতা আনিতে নিতান্ত কর মন।
পরিণামে মম কথা করিবে স্মরণ ॥
রাজা পাত্র করে যুক্তি হ'য়ে একমতি।
রথে চাপি উত্তরেতে চলে শীঘ্রগতি ॥
ফুলিয়ার কৃত্তিবাস গায় সুধাভাণ্ড।
রাবণেরে মজাইতে বিধাতার কাণ্ড (২) ॥

মারীচের মায়া-মৃগ-রূপ ধারণ।

রাবণ চড়িয়া রথে চলিল গগনে।
রথ হৈতে ভূমিতে নামিল দুই জনে ॥
মারীচের করে ধরি কহে লঙ্কেশ্বর।
মৃগ-রূপ ধর তুমি দেখিতে সুন্দর ॥
মৃগ-রূপ ধরিল মারীচ নিশাচর।
বিচিত্র সুচিত্র তার স্বর্ণ-কলেবর ॥
মৃগ-রূপ ধরিল মারীচ ব্রহ্মা-বরে।
ত্বরিত গমনে গেল কানন-ভিতরে ॥
নবনীতসদৃশ কোমল কলেবর।
শ্বেতবর্ণ চারি ক্ষুর দেখিতে সুন্দর ॥
দুই শৃঙ্গে তার যেন প্রবাল প্রস্তর।
সোনার বিন্ধকী (৩) গলে যেন নিশাকর ॥
ত্রৈলোক্য জিনিয়া স্বর্ণ-মৃগ মনোহর।
দুই ওষ্ঠ শোভে তাহে যেন দিবাকর ॥

(১) পুরস্কার—সুখ্যাতি। (২) কাণ্ড—কাজ; লীলা। (৩) বিন্ধকী—ধুকধুকি।

আমার [illegible]
লক্ষ্মণের [illegible]

স্থানে স্থানে রাঙ্গা, মধ্যে কজ্জলের রেখা।
রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন বিজলী-ঝলকা (১)॥
লোমাবলি দেখি যেন মুকুতার জ্যোতি।
দুই চক্ষু জ্বলে যেন রতনের বাতি॥
নানা মায়া ধরে দুষ্ট মায়ার পুতলি।
রত্নের কিরণ কিম্বা শোভিত বিজলী॥
মৃগ-রূপ দেখিয়া রাবণ রাজা হাসে।
গাইল অরণ্যকাণ্ড গীত কৃত্তিবাসে॥

———

মায়ামৃগ-রূপী মারীচ বধ।

বনমধ্যে লুকাইয়া রহিল রাবণ।
আলো করি চলে মৃগ রত্নের কিরণ॥
দেখিয়া আপন মূর্ত্তি আপনি উলটে (২)।
চলিতে চলিতে গেল রামের নিকটে॥
রাম-সীতা বসিয়া আছেন দুই জন।
সেইখানে মৃগ গিয়া দিল দরশন॥
রাক্ষস-বংশের ধ্বংস করিবার তরে।
ডুবাইতে জানকীরে বিপদ-সাগরে॥
দেবগণে বিপদে করিতে পরিত্রাণ।
বিধাতা করিলা হেন মৃগের নির্ম্মাণ॥
রামেরে বলেন সীতা মধুর বচন।
অনুমতি যদি হয় করি নিবেদন॥
এই মৃগ-চর্ম্ম যদি দাও ভালবাসি।
কুটীরে কৌতুকে রাম, বিছাইয়া বসি॥
আদরে শুনিয়া রাম সীতার বচন।
ডাক দিয়া লক্ষ্মণেরে বলেন তখন॥
অদ্ভুত হরিণ ভাই, দেখ বিদ্যমান।
অপূর্ব্ব সুন্দর রূপ কাহার নির্ম্মাণ॥
দুই পাশে শোভা করে চন্দ্রের মণ্ডলী।
ধবল কিরণ যেন গায়ে লোমাবলি॥

রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন অগ্নি হেন দেখি।
আকাশের তারা যেন শোভে দুই আঁখি॥
দুই শৃঙ্গ অল্প দেখি প্রবালের বর্ণ।
রূপে আলো করিতেছে রম্য দুই কর্ণ॥
জানকী চাহেন এই হরিণের চর্ম্ম।
বুঝ দেখি লক্ষ্মণ, ইহার কিবা মর্ম্ম॥
লক্ষ্মণ মৃগের রূপ করি নিরীক্ষণ।
রামেরে বলেন কিছু প্রবোধ বচন॥
মায়াবী রাক্ষস শুনিয়াছি মুনি-মুখে।
পাতিয়া মায়ার ফাঁদ আপনার সুখে॥
রূপে ভুলাইয়া আগে মন সবাকার।
বনে গিয়া রক্ত-মাংস করিবে আহার॥
নানা মায়া ধরে দুষ্ট মায়ার পুতলি।
আমা সবা ভাণ্ডিবারে পাতে মায়াজালি (৩)।
অবশ্য রাক্ষস আছে সহিত উহার।
নতুবা না দেখি হেন মৃগের সঞ্চার॥
ভালমতে ইহা আগে করিব নির্ণয়।
মারীচের মায়া, কি, স্বরূপ (৪) মৃগ হয়॥
লক্ষ্মণ সুবুদ্ধি অতি বুদ্ধি নাহি টুটে।
যত যুক্তি বলিলেন, সকলি সে ঘটে॥
লক্ষ্মণের বচনে কহেন রঘুবীর।
মারীচ আইল কিসে কর ভাই স্থির॥
যদ্যপি মারীচ হয় ব্রহ্মবধী পাপী।
মারিব তাহারে যেন অগস্ত্য-বাতাপি (৫)॥
সে না হ'য়ে যদ্যপি রাক্ষস অন্য জন।
মারিয়া করিব নিষ্কণ্টক তপোবন॥
রাক্ষস না হয় যদি, হয় মৃগজাতি।
রত্ন-মৃগ ধরিলে পাইব মনঃ-প্রীতি॥
ধরিতে না পারি যদি মারিব পরাণে।
মৃগচর্ম্ম লইয়া আসিব এইখানে॥

(১) বিজলী-ঝলকা—বিদ্যুতের দীপ্তি। (২) উলটে—উল্টিয়া পড়ে। (৩) মায়াজালি—মায়াজাল।
(৪) স্বরূপ—প্রকৃত। (৫) অগস্ত্য-বাতাপি—মূল পুস্তকের ১৬৮।১৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যাবৎ মারিয়া মৃগ নাহি আসি ঘরে।
তাবৎ করহ রক্ষা লক্ষ্মণ, সীতারে॥
আমার বচন কভু না করিহ আন।
প্রমাদ না পড়ে যেন, হইও সাবধান॥
বৃক্ষ-আড়ে থাকিয়া রাবণ সব শুনে।
মনে করে জানকীরে হরিব এক্ষণে॥
যখন যা হবে, তাহা বিধির লিখন।
সীতা হেন সতী দুঃখ পান সে কারণ॥
শ্রীরাম করেন সজ্জা হাতে ধনুঃশর।
যান মৃগ মারিতে লক্ষ্মণে রাখি ঘর॥
শ্রীরামেরে দেখিয়া মারীচ ভাবে মনে।
পলাইয়া গেলে মোরে মারিবে রাবণে॥
আমারে মারিবে রাম নতুবা রাবণ।
আমার কপালে আজি অবশ্য মরণ॥
বরঞ্চ রামের হাতে মরণ মঙ্গল।
রাবণের হাতে মৃত্যু নরক (১) কেবল॥
মারীচ শঙ্কিত হয়ে যায় ধীরে ধীরে।
আগে ধায় পিছে যায় চায় ফিরে ফিরে॥
মারীচ চলিয়া গেল প্রহরেক পথ।
নদ নদী এড়ি গেল অনেক পর্ব্বত॥
ক্ষণে যায়, ক্ষণে চায়, ক্ষণে হয় দূর।
নানা রঙ্গে চলে মৃগ মায়ার প্রচুর (২)॥
ক্ষণেক নিকটে যায় ক্ষণেক অন্তরে।
শ্রীরাম নিকটে গেলে সে পলায় দূরে॥
প্রাণে মরিবেক মৃগ, না মারেন বাণ।
নিকটে পাইলে মৃগ ধরি দুই কাণ॥
এমন চিন্তিয়া রাম বুঝেন কারণ।
স্বরূপতঃ (৩) মৃগ নহে, হবে দুষ্ট জন॥
ক্ষণে অদর্শন হয়, ক্ষণে মৃগ দেখি।
মায়ারূপ ধরিয়াছে মারীচ পাতকী॥
ঐষীক-বিশিখ (৪) রাম পূরেন সন্ধান।
মারীচের বুকে বাজে বজ্রের সমান॥
বেদনায় মারীচ সে পড়িল অন্তরে।
রাক্ষসের মূর্ত্তি ধরি হাহাকার করে॥
তখন মারীচ করে রাবণের হিত।
রামের ডাকের তুল্য ডাকে আচম্বিত (৫)॥
আইস লক্ষ্মণ, ঝাট কর পরিত্রাণ।
রাক্ষস মিলিয়া ভাই লয় মোর প্রাণ।
মারীচ ভাবিল ইহা ডাকিলে এমনি।
রামের বচন মানি আসিবে এখনি॥
'লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ' বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
শুনিয়া রামের হয় কম্প কলেবরে॥
মারীচেরে সংহারিয়া বাণ ল'য়ে হাতে।
সীতার নিকটে রাম চলেন ত্বরিতে॥
মারীচের বুকে বাণ খসে টান দিতে।
কৃত্তিবাস মারীচ-বধ গায় অরণ্যেতে॥

রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণ।

দূরেতে রাক্ষস করে রামতুল্য ধ্বনি।
রাক্ষসের মায়ায় রামের শব্দ শুনি॥
হেথা শুনিলেন সীতা করুণ বচন।
বলিলেন, ঝাট যাও দেবর লক্ষ্মণ॥
আর্ত্তস্বরে শ্রীরাম ডাকেন যে তোমারে।
দেখ গিয়া তাঁহারে কি রাক্ষসেতে মারে॥
লক্ষ্মণ বলেন, নাই শ্রীরামের ভয়।
মৃগ মারি আসিবেন, কিসের বিস্ময়॥
শ্রীরামের মুখে নাই কাতর বচন।
এত ব্যস্ত হও মাতা, কিসের কারণ॥

(১) নরক—দুঃখ-ভোগের স্থান। (২) প্রচুর—এখানে নিপুণ অর্থে ব্যবহৃত। (৩) স্বরূপতঃ—বাস্তবিক। (৪) ঐষীক-বিশিখ—ঐষীক নামক বাণ। (৫) আচম্বিত—সহসা।

রামেরে মারিতে পারে আছে কোন্ জন।
তুমি কি জান না সীতা ধনুক-ভঞ্জন ॥
রামের বচন দেবী, আমি নাহি শুনি।
প্রাণ গেলে রামের কাতর নহে বাণী ॥
কারে রাখি তোমার নিকটে, কেবা রহে।
শূন্য ঘরে থাকা তব উপযুক্ত নহে ॥
তাহা না মানেন সীতা, হয়ে উতরোলী (১)।
শিরে ঘা হানেন সীতা, দেন গালাগালি ॥
বৈমাত্রেয় ভাই কভু নহে ত আপন।
আমা প্রতি লক্ষ্মণ, তোমার বুঝি মন ॥
ভরত লইল রাজ্য, তুমি লহ নারী।
ভরতের সনে তব আছে ভারিভুরী (২) ॥
মনের বাসনা কি সাধিবে এই বেলা।
আমার আশাতে কি রামেরে কর হেলা ॥
অপর পুরুষে যদি যায় মম মন।
গলায় কাটারি দিয়া ত্যজিব জীবন ॥
লক্ষ্মণ ধার্ম্মিক অতি, মনে নাহি পাপ।
সকলেরে সাক্ষী করে পেয়ে মনস্তাপ ॥
জলচর স্থলচর অন্তরীক্ষ-চর (৩)।
সবে সাক্ষী হও, সীতা বলে দুরক্ষর (৪) ॥
প্রবোধ না মানে সীতা, আরো বলে রোষে।
আজি মজিবেক সীতা আপনার দোষে ॥
গণ্ডী দিয়া বেড়িলেন লক্ষ্মণ সে ঘর।
প্রবেশ না করে কেহ ঘরের-ভিতর ॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ, তাঁর পত্নী সীতা।
শূন্য ঘরে রাখি ওহে সকল দেবতা ॥
আমারে বিদায় কর সীতা ঠাকুরাণী।
আর কিছু না বলিহ দুরক্ষর বাণী ॥
শিরে ঘা হানেন সীতা নেত্র-জলে তিতে।
সীতা প্রণমিয়া যান লক্ষ্মণ ত্বরিতে ॥
হইল বিমুখ বিধি, চলেন লক্ষ্মণ।
থাকিয়া বৃক্ষের আড়ে দেখিছে রাবণ ॥
এত ক্ষণে রাবণের সিদ্ধ অভিলাষ।
তপস্বীর বেশ ধরি যায় সীতা পাশ ॥
ভিক্ষা-ঝুলি করি কান্ধে করে ধরে ছাতি।
সকল বসন রাঙ্গা, ধরে নানা গতি ॥
পরমসুন্দরী সীতা মধুর বচন।
দেখিয়া সীতার রূপ মোহিত রাবণ ॥
রাবণ মধুর ভাসে সীতারে সম্ভাষে।
কোন্ জাতি নারী তুমি, থাক কোন্ দেশে ॥
কাহার ঝিয়ারী তুমি, কার প্রিয়তমা।
মানবী না হও তুমি, সোনার প্রতিমা ॥
সুললিত বক্ষোদেশে শোভা করে হারে।
উত্তম বসন শোভে তোমার শরীরে ॥
বিষম দণ্ডক-বনে হিংস্র ব্যাঘ্র বৈসে।
এমন সুন্দরী থাক কেমন সাহসে ॥
পরিচয় দেন সীতা তপস্বীর জ্ঞানে।
অমৃত সেচিল যেন মধুর বচনে ॥
জনক-নন্দিনী আমি নাম ধরি সীতা।
দশরথ-পুত্র-বধূ রামের বনিতা ॥
রহ দ্বিজ, ফল আনি দিবেন লক্ষ্মণ।
সেই ফল দিব, তুমি করিও ভক্ষণ ॥
অতিথিরে ভক্তি রাম করেন যতনে।
বড় প্রীতি পাইবেন তোমা দরশনে ॥
জিজ্ঞাসি তোমারে মুনি, শিরে ধর শিখা (৫)।
কি জাতি কি নাম ধর, কেন কর ভিক্ষা ॥
এতেক বলেন সীতা তপস্বীর জ্ঞানে।
নিজ পরিচয় দেয় রাজা দশাননে ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই কুবের, ধনের অধিকারী।
এই বনে বহুকাল আমি তপ করি ॥

(১) উতরোলী—উৎকণ্ঠিত। (২) ভারিভুরী—আড়ম্বর; এখানে ষড়যন্ত্র। (৩) অন্তরীক্ষ-চর—আকাশ-চর। (৪) দুরক্ষর—কটু কথা। (৫) শিখা—টিকি।

রাবণ আমার নাম, জানে মুনিগণে। রাক্ষসের রাজা আমি, লঙ্কা নিকেতন।
বড় প্রীতি পাইলাম তোমা দরশনে॥ কুড়ি হাত, কুড়ি চক্ষু, দশটি বদন॥
ফল-মূল দিয়া করি উদর-পূরণ। তপস্বীর বেশ ধরি আমি তপোবন।
গৃহস্থের ঘরে গেলে করায় ভোজন॥ অনুগ্রহ কর মোরে, আমি দাস জন॥
তোমার সহিত আজি অপূর্ব্ব দর্শন। ইন্দ্রের অমরাবতী জিনি লঙ্কাপুরী।
ভিক্ষা দিলে যাই চলে নিজ নিকেতন॥ জগত-দুর্লভ ঠাঁই দেখিবে সুন্দরি॥
হইল অনেক বেলা, কর যে বিধান (১)। তোমার রূপেতে আমি বড় ভালবাসি।
তোমার পুণ্যেতে গিয়া করি স্নান-দান॥ অন্য যত মহিষী তোমার হবে দাসী॥
শ্রীরামের আসিতে বিলম্ব বহু দেখি। সর্ব্বোপরি তোমাকে করিব ঠাকুরাণী।
হইল স্নানের বেলা, দেখ চন্দ্রমুখী॥ তুমি অন্ন দিলে, অন্ন পাবে অন্য রাণী॥
জানকী বলেন, দ্বিজ, করি নিবেদন। হইবে তোমার পূজা, বাড়িবে সম্মান।
পক্ব ফল ঘরে আছে, করহ ভক্ষণ॥ সুবর্ণ-মাণিক্যময় রবে তব স্থান॥
রাবণ বলিল সীতা, ব্রত করি বনে। করিয়া রামের সেবা জন্ম গেল দুঃখে।
আশ্রমে (২) না লই ভিক্ষা, জানে মুনিগণে॥ করিলে আমার সেবা রবে নানা সুখে॥
জানকী বলেন, দ্বিজ, এক কথা কহি। ত্রিভুবন আমার বাণেতে কম্পমান।
আজ্ঞা বিনে প্রভুর ঘরের বাহির নহি॥ মনুষ্য রামেরে আমি করি কীট-জ্ঞান॥
রাবণ বলিল, ভিক্ষা আনহ সত্বর। অল্পবুদ্ধি সে রামের, অত্যল্প জীবন।
নতুবা উত্তর দেহ, যাই নিজ ঘর॥ যুগে যুগে চিরজীবী আমি দশানন॥
জানকী বলেন, ব্যর্থ (৩) অতিথি যাইবে। সীতে, তুমি সুন্দরী লাবণ্য আর বেশে।
ধর্ম্ম-কর্ম্ম নষ্ট হবে, প্রভু কি বলিবে॥ তোমা হেন সুন্দরী আমাকে অভিলাষে॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না হয় অন্যথা। কোপান্বিতা সীতাদেবী রাবণ-বচনে।
বিধির লিখন মত ঘটিবেক তথা॥ রাবণেরে গালি দেন, যত আসে মনে॥
ফল-হাতে বাহির হইলেন জানকী। অধার্ম্মিক অগণ্য অধম দুরাচার।
লইতে আইল দুষ্ট রাবণ পাতকী॥ করিবেন রাম তোরে সবংশে সংহার॥
ধরিয়া সীতার হাত লইল ত্বরিত। শ্রীরাম কেশরী, তুই শৃগাল যেমন।
জানকী বলেন, হায় একি বিপরীত॥ কি সাহসে তাঁহারে বলিস্ কুবচন॥
দুরাচার দূর হ রে পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন। বিষ্ণু-অবতার রাম, তুই নিশাচর (৪)।
আমা লাগি হবে তোর সবংশে মরণ॥ রাম আর তোরে দেখি অনেক অন্তর॥
রাবণ বলিল, সীতা, শুনহ বচন। যদি রাম থাকিতেন, অথবা লক্ষ্মণ।
আত্ম-পরিচয় কহি, আমি দশানন॥ করিতিস্ কেমনে এ দুষ্ট আচরণ॥

(১) বিধান—ব্যবস্থা। (২) আশ্রমে—গৃহে। (৩) ব্যর্থ—বিফল মনে। (৪) নিশাচর - রাক্ষস।

একাকিনী পাইয়া আমারে বনমাঝ।
হরিস্ আমারে দুষ্ট, নাহি তোর লাজ॥
করে দুষ্ট কুড়িপাটি দন্ত কড়মড়ি।
জানকী কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ি (১)॥
প্রকাশে রাক্ষস মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর।
অধিক তর্জ্জন (২) করে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
কি গুণে রামের প্রতি মজে তোর মন।
বল্কল পরিয়া সে বেড়ায় বনে-বন॥
দেখিবে, কেমনে করি তোমার পালন।
তাহা শুনি জানকীর উড়িল জীবন॥
জানকী বলেন, আরে পাতকী রাবণ।
আপনি মজিলি বেটা আমার কারণ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
নতুবা এমন কেন হবে সঙ্ঘটন॥
যিনি জনকের কন্যা, রামের কামিনী।
যাঁহার শ্বশুর দশরথ নৃপমণি॥
আপনি ত্রিলোকমাতা লক্ষ্মী-অবতার।
তাঁহারে রাক্ষসে হরে, অতি চমৎকার॥
ত্রাসেতে কাঁপেন সীতা হইয়া কাতর।
কোথা গেলে প্রভু রাম, গুণের সাগর॥
সিংহের বিক্রম সম দেবর লক্ষ্মণ।
শূন্য ঘর পেয়ে মোরে হরিল রাবণ॥
তুমি যত বলিলে হইল বিদ্যমান।
ঝাট আইস দেবর, করহ পরিত্রাণ॥
অত্যন্ত চিন্তিয়া সীতা করেন রোদন।
এমন সময় রক্ষা করে কোন জন॥
সীতারে ধরিয়া রথে তুলিল রাবণ।
মেঘের উপরে শোভে চপলা (৩) যেমন॥
বিপদে পড়িয়া সীতা ডাকেন শ্রীরাম।
চক্ষু মুদি ভাবেন সে দুর্ব্বাদলশ্যাম॥

সীতা লৈয়া রাবণ পলায় দিব্যরথে।
রাম আইল বলিয়া দেখয়ে চারিভিতে॥
জানকী বলেন, শুন যত দেবগণ।
প্রভুরে কহিও সীতা হরিল রাবণ॥
হায় বিধি, কি করিলে, ফেলিলে বিপাকে।
এমন না দেখি বন্ধু সীতারে যে রাখে॥
বনের ভিতর যত আছ বৃক্ষ-লতা।
রামেরে কহিও, গেল তোমার বনিতা॥
মধুর বচনে যত বুঝায় রাবণ।
শোকেতে জানকী তত করেন রোদন॥
আগে যদি জানিতাম এ রাক্ষস বীর।
তবে কেন হব আমি ঘরের বাহির॥
হায় কেন লক্ষ্মণেরে দিলাম বিদায়।
লক্ষ্মণ থাকিলে কি ঘটিত হেন দায়॥
রাবণ বলিল, সীতা, ভাব অকারণ।
পাইলে এমন রত্ন ছাড়ে কোন্ জন॥
জানকী বলেন, শোন্ দুষ্ট নিশাচর।
অল্পায়ুঃ হইয়া তুই যাবি যম-ঘর॥
কুপিল রাবণ রাজা সীতার বচনে।
চালাইল রথখান ত্বরিত গমনে॥
অরণ্যকাণ্ডেতে এই অপূর্ব্ব কথন।
কৃত্তিবাস গাহে, সীতা হরিল রাবণ॥

জটায়ুর সহিত রাবণের যুদ্ধ।

জটায়ু নামেতে পক্ষী গরুড়-নন্দন।
দূর হৈতে শুনিল সে সীতার ক্রন্দন॥
আকাশে উঠিয়া পক্ষী চতুর্দ্দিকে চায়।
দেখিল রাবণ রাজা সীতা ল'য়ে যায়॥

(১) কলার-বাগুড়ি—কলাগাছের বাইল। (২) তর্জ্জন—আস্ফালন। (৩) চপলা—বিদ্যুৎ।

ত্রিভুবনে যত বীর পক্ষীর গোচর।
দেখিয়া চিনিল পক্ষী রাজা লঙ্কেশ্বর॥
দুই পাখা পসারিয়া আগুলিল বাট।
রাবণেরে গালি দিয়া মারে পাখসাট (১)॥
ডাক দিয়া বলে পক্ষী, শোন্ নিশাচর।
আপনা না জানিস্ তুই পাপী দুরাচার॥
কোন্ দোষে হরিলি শ্রীরামের সুন্দরী।
রঘুনাথ নাহি হিংসে তোর লঙ্কাপুরী॥
সূর্পণখা গিয়াছিল মরণের সাধে।
নাক-কাণ কাটা গেল সেই অপরাধে॥
দশরথ রাজা বড় ধর্ম্মেতে তৎপর।
পুত্রবধূ হরিলি তাঁহার, নাহি ডর॥
কি কব, হয়েছি বৃদ্ধ, ঠোঁট হৈল ভোঁতা।
নতুবা ফলের মত ছিঁড়িতাম মাথা॥
পাখসাট মারে পক্ষী, আর দেয় গালি।
রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করে মহাবলী॥
আকাশে উঠিয়া দেখে রাম বহুদূর।
আঁচড়ে কামড়ে তার রথ কৈল চূর॥
আকাশে উঠিয়া পক্ষী ছোঁ দিয়া পড়ে।
রাবণের পৃষ্ঠমাংস থাকে থাকে ফাড়ে॥
ছিঁড়িল ঠোঁটের ঘায় সারথির মুণ্ড।
রথধ্বজ ভাঙ্গিয়া করিল খণ্ড খণ্ড॥
অতি ব্যস্ত দশানন জ্বলে ক্রোধানলে।
রথ হৈতে সীতারে রাখিল ভূমিতলে॥
ভূমে রাখি সীতারে সে উঠিল আকাশে।
সম্বরেন বস্ত্র সীতা পলায়ন-আশে॥
পলাইতে চান সীতা, নাহি পান পথ।
চতুর্দ্দিকে মহাবন বেষ্টিত পর্ব্বত॥
ভয়েতে কান্দেন সীতা করিয়া ব্যগ্রতা (২)।
অন্তরীক্ষে হাহাকার করেন দেবতা॥
যুঝে পক্ষিরাজ, কিন্তু অন্তরেতে ত্রাস।
বৃক্ষ-ডালে বৈসে গিয়া ঘন বহে শ্বাস॥
বলে-টুটা (৩) পক্ষিরাজে দেখিয়া রাবণ।
মায়া করি রথখান করিল সাজন॥
আরবার রাবণ সীতারে তোলে রথে।
চলিল সে মহাবলী পূর্ণমনোরথে॥
আরবার জটায়ু সাহসে করি ভর।
মহাযুদ্ধ করে পক্ষী অতি ঘোরতর॥
রাবণ বলিল, পক্ষি, শুনহ বচন।
পর লাগি প্রাণ কেন দেহ অকারণ॥
অতঃপর পক্ষিরাজ নিজ প্রাণ রক্ষ (৪)।
যাবৎ তোমার নাহি কাটি দুই পক্ষ॥
দুই জনে ঘোর রবে হৈল গালাগালি।
দুই জনে যুদ্ধ করে, দোঁহে মহাবলী॥
অঙ্কুশ না মানে মত্ত মাতঙ্গ যেমন।
কেহ কারে করিতে নারিল নিবারণ॥
রাবণের মুকুট সে রত্নেতে নির্ম্মাণ।
ঠোঁট দিয়া পক্ষী তাহা করে খান খান॥
পূর্ব্বপুণ্যে রাবণের রহে দশ মাথা।
শিবের প্রসাদে তাহা না হয় অন্যথা (৫)॥
কিন্তু কেশ ছিঁড়িয়া করিল খণ্ড খণ্ড।
নিক্কেশ (৬) হইল রাবণের দশ মুণ্ড॥
পক্ষি-যুদ্ধে তাহার হইল অপমান।
ধরিয়াছে সীতারে, কেমনে ছাড়ে বাণ॥
আরবার সীতারে রাখিল ভূমিতলে।
রথশুদ্ধ রাবণ উঠিল নভস্থলে॥
বত্রিশ হাজার বাণ রাবণ এড়িল।
সর্ব্বাঙ্গে ফুটিল, পক্ষী কাতর হইল॥
দুর্জ্জয় রাবণ রাজা ত্রিভুবন জিনে।
কি করিতে পারে তারে পক্ষীর পরাণে॥

(১) পাখসাট—পাখার ঝাপটা। (২) ব্যগ্রতা—ব্যাকুলতা। (৩) বলে-টুটা—বলহীন। (৪) রক্ষ—রক্ষা কর। (৫) শিবের বরে দশ মাথা কাটা গেলেও রাবণের মৃত্যু হইবে না। (৬) নিক্কেশ—চুলশূন্য।

ফল হাতে বাহির হইলেন জানকী।
লইতে আইল দুষ্ট রাবণ পাতকী॥—১৮৪ পৃঃ

আকাশে উঠিয়া পক্ষী ছোঁ দিয়া সে পড়ে।
রাবণের পৃষ্ঠমাংস থাকে থাকে কাড়ে ॥—১৮৬ পৃঃ

রামের অপেক্ষা করি রহে পক্ষিবর।
প্রাণপণে যুঝিল সাহসে করি ভর ॥
রাবণ দেখিল, পক্ষী বলে নাহি টুটে (১)।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তার দুই পাখা কাটে ॥
ভূমিতে পড়িয়া পক্ষী করে ছটফট।
আসিয়া কহেন সীতা পক্ষীর নিকট ॥
শ্বশুর (২) আমার লাগি হারাল জীবন।
রাবণের হাতে আছে আমার মরণ ॥
আমার হইল জন্ম রাবণ কারণ।
আর না পাইব শ্রীরামের দরশন ॥
যাবৎ না দেখা পান শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
তাবৎ কহিবে তুমি সব বিবরণ ॥
প্রভুরে দেখহ যদি বনের ভিতর।
বলিহ তোমার সীতা নিল লঙ্কেশ্বর ॥
সাগরের পার ঘর বৈসে লঙ্কাপুরী।
অন্তরীক্ষে ল'য়ে গেল তোমার সুন্দরী ॥
জটায়ু বলেন, সীতা, নাহি মোর হাত।
যত যুদ্ধ করিলাম দেখিলে সাক্ষাৎ ॥
আমার বচন শুন, না কর ক্রন্দন।
উদ্ধার করিবে তোমা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
উভয়ের কথা শুনি দশানন হাসে।
রথ দেখি জানকী কাঁপেন মহাত্রাসে ॥
পুনর্ব্বার সীতারে তুলিল রথোপরে।
সীতার বিলাপ শুনি পাষাণ বিদরে ॥
অসার (৩) ভাবিয়া সীতা নাহি পান কূল।
অতি-কৃশা দীন-বেশা কান্দিয়া আকুল ॥
সীতার বিলাপ কত লিখিবে লেখনী।
গরুড়ের মুখে যেন পড়িল সাপিনী ॥
সীতা যত গালি দেন রাবণ না শুনে।
রথে চড়ি বায়ুবেগে উঠিল গগনে ॥
রাবণ পক্ষীর যুদ্ধে হৈল লণ্ডভণ্ড।
কি জানি, আসিয়া রাম কাটিবেন মুণ্ড ॥
এই ভয়ে রাবণ পলায় ঊর্দ্ধশ্বাসে।
তার সহ যাইতে না পারিল বাতাসে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ।
সীতা ল'য়ে লঙ্কাপুরে চলিল রাবণ ॥

সুপার্শ্বপক্ষিকর্তৃক রাবণের লঙ্কাগমনে বাধা প্রদান।

রামে জানাইতে সীতা ফেলেন ভূষণ।
সীতার ভূষণ-পুষ্পে ছাইল গগন ॥
আভরণ গলার ফেলেন সীতাদেবী।
সে ভূষণে সুশোভিতা হইল পৃথিবী ॥
ছিড়িয়া ফেলেন মণি-মুকুতার ঝারা।
হিমালয় শৈলে যেন বহে গঙ্গা-ধারা ॥
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
অন্তরীক্ষে হাহাকার করে দেবগণ ॥
জানকী বলেন, কোথা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
এ অভাগিনীরে দেখা দেহ এইক্ষণ ॥
ঋষ্যমূক (৪) নামে গিরি অতি উচ্চতর।
চারি পাত্র সহিত সুগ্রীব তদুপর ॥
নল নীল গবাক্ষ ও পবন-নন্দন।
জাম্ববান্ সুগ্রীব বসেছে দুই জন ॥
পক্ষী যেন বসিয়াছে পর্ব্বতের মাঝ।
ডাকিয়া বলেন সীতা শুন মহারাজ ॥
শ্রীরামের নারী আমি, সীতা নাম ধরি।
গায়ের ভূষণ ফেলি, গলায় উত্তরী ॥
রামের সহিত যদি হয় দরশন।
তাঁহারে কহিও, সীতা হরিল রাবণ ॥

---

(১) বলে নাহি টুটে—হীনবল হয় না। (২) শ্বশুর—দশরথের বন্ধু বলিয়া জটায়ু সীতাদেবীর শ্বশুর-স্থানীয়। (৩) অসার—[illegible]। (৪) ঋষ্যমূক—পূর্ব্বঘাট ও নীলগিরির মধ্যস্থিত পর্ব্বত। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

হেন কালে সুগ্রীবেরে বলে হনুমান।
সীতা রাখি রাবণের করি অপমান॥
এই যুক্তি দশানন শুনিল আকাশে।
সীতা ল'য়ে পলাইল শ্রীরামের ত্রাসে॥
সীতা লৈয়া দক্ষিণেতে চলিল রাবণ।
দৈবে পথে সুপার্শ্বের সহ দরশন॥
সম্পাতির নন্দন, সুপার্শ্ব নাম তার।
বিন্ধ্যাচলে (১) থাকি ভক্ষ্য জোগায় পিতার॥
জটায়ুর ভ্রাতুষ্পুত্র সম্পাতি-নন্দন।
সে না জানে জটায়ুরে মারিল রাবণ॥
জটায়ুর মরণ সুপার্শ্ব যদি জানে।
রাবণেরে মারিত সেদিন সেই ক্ষণে॥
শূকর মহিষ হস্তী যত পায় বনে।
সহস্র সহস্র জন্তু ঠোঁটে করি আনে॥
সাগরের জলজন্তু যখন সে ধরে।
তিন ভাগ জল তারে আচ্ছাদন করে॥
একভাগ সাগরের জলমাত্র রয়।
এমন বৃহৎকায় বিহঙ্গ দুর্জ্জয়॥
জটায়ুর ভ্রাতুষ্পুত্র গরুড়ের নাতি।
অন্তরীক্ষে উড়িয়া আইসে শীঘ্রগতি॥
পাকসাট মারে পাখী ঝড় যেন বহে।
ত্রাসেতে রাবণ মাথা তুলি উর্দ্ধে চাহে॥
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
শুনিলা সে পক্ষিরাজ উপর গগন॥
পাখসাট মারে পাখী তর্জ্জে গর্জ্জে ডাকে।
দুই পক্ষ দিয়া রাবণের রথ ঢাকে॥
তার প্রতি ডাক দিয়া বলে দেবগণ।
সীতারে হরিয়া ল'য়ে যায় দশানন॥
দেবতার বাক্য শুনি পক্ষী কোপে জ্বলে।
রথশুদ্ধ গিলিবারে দুই ঠোঁট মেলে॥
রথমধ্যে দেখে পক্ষী আছেন জানকী।
ভাবে নারীহত্যা করি হব কি নারকী॥
রথখান বন্ধ করি রাখে পাখা দিয়া।
রাবণ বলিল তারে বিনয় করিয়া॥
রাবণ আমার নাম বসতি লঙ্কায়।
নাহিক শত্রুতা কিছু তোমায় আমায়॥
করিয়াছে রাঘব আমার অপমান।
সহোদরা ভগিনীর কাটে নাক-কান॥
ভাই খর-দূষণের রাম মহা অরি (২)।
সেই ক্রোধে হরিলাম রামের সুন্দরী॥
ত্রিভুবনে খ্যাত তুমি বিক্রমে দুর্জ্জয়।
তব ঠাঁই পক্ষিরাজ, মানি পরাজয়॥
সুপার্শ্ব করিয়া ক্ষমা ছাড়িল তখন।
সেইক্ষণে রথ ল'য়ে চলিল রাবণ॥
এই সব কথা কিছু না জানেন সীতা।
সমুদ্র দেখিয়া হন ভয়েতে মূর্চ্ছিতা॥
দেখিয়া সমুদ্র-তীর রাবণ উল্লাস।
জলনিধি (৩) উত্তরিল করিয়া প্রয়াস (৪)॥
ভাবেন জানকী দেখি সাগর অপার।
কৃপার আধার রাম করিবেন পার॥
অধোমুখী জানকী কান্দেন আশঙ্কায়।
উত্তরিল দশানন তখন লঙ্কায়॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
গাহিলেন রাবণের লঙ্কা-আগমন॥

সীতাকে লইয়া রাবণের লঙ্কায় গমন।

রথ হৈতে সীতারে নামায় লঙ্কেশ্বর।
কোথায় রাখিব বলি চিন্তিত অন্তর॥

(১) বিন্ধ্যাচলে—বিন্ধ্যপর্ব্বতে; ভারতের মধ্যস্থিত পর্ব্বতবিশেষ। (২) অরি—শত্রু। (৩) জলনিধি—সমুদ্র। (৪) প্রয়াস—যত্ন।

শত্রুতা হইল রাম-লক্ষ্মণের সনে।
নিদ্রা নাহি, যাবৎ না মারি দুই জনে ॥
রাজার নিকটে বলে চৌদ্দ নিশাচর।
এতেক রাক্ষস মারে রাম একেশ্বর ॥
কেমনে যুঝিব রাম-লক্ষ্মণের সনে।
কি করিতে পারি মোরা বীর যত জনে ॥
রাজা বলে, শুন বলি চৌদ্দ নিশাচর।
সাগরের পারে থাক সতর্ক-অন্তর ॥
রাক্ষস হইয়া এত ভয় হয় নরে।
ধিক্ ধিক্ তো-সবারে যা রে স্থানান্তরে ॥
রাবণের কোপ দেখি পলায় তরাসে।
লঙ্কা ছাড়ি বীরগণ গেল অন্য দেশে ॥
রাবণের নাহি নিদ্রা, নাহিক ভোজন।
সীতারে রাখিব কোথা, ভাবে সর্ব্বক্ষণ ॥
সীতারে প্রবোধ বাক্যে কহে দশানন।
লঙ্কাপুরী দেখ সীতা, তুলিয়া বদন ॥
চন্দ্র-সূর্য্য দুয়ারে আসিয়া সদা খাটে।
মোর আজ্ঞা বিনা কেহ না আসে নিকটে ॥
চারি ভিতে সাগর, মধ্যেতে লঙ্কা-গড়।
দেব দৈত্য না আইসে লঙ্কার নিয়ড় (১) ॥
দেব-দানবের কন্যা আছে মোর ঘরে।
দাসী করি রাখিব তোমার সে সবারে ॥
নানা ধনে পূর্ণ দেখ আমার ভাণ্ডার।
আজ্ঞা কর, সীতা দেবী, সকলি তোমার ॥
তোমার সেবক আমি, তুমি তো ঈশ্বরী।
আজ্ঞা কর সীতা, ল'য়ে যাই অন্তঃপুরী ॥
সীতার চরণে পড়ে করিয়া ব্যগ্রতা (২)।
কোপ না করিহ মোরে চন্দ্রমুখী সীতা ॥

রাবণের বাক্যে সীতা কুপিত অন্তরে।
বিমুখী হইয়া বলিলেন ধীরে ধীরে ॥
রাম ধ্যান, রাম প্রাণ, শ্রীরাম-দেবতা।
রাম বিনা অন্য জনে নাহি জানে সীতা ॥
শুনিয়া সীতার বাক্য নিরস্ত রাবণ।
তাঁর কাছে নিযুক্ত করিল চেড়ীগণ ॥
সীতারে রাখিল ল'য়ে অশোক-কাননে।
সীতারে বেড়িল গিয়া যত চেড়ীগণে ॥
সূর্পণখা আসি বলে নিষ্ঠুর বচন।
গলে নখ দিয়া বেটীর বধিব জীবন ॥
কাটিল দেবর তোর মোর নাক-কাণ।
সেই কোপে তোর আজি বধিব পরাণ ॥
খান্দা মুখে গর্জ্জে খান্দী সভয় অন্তরে।
রাবণের ডরে কিছু বলিতে না পারে ॥
সশোক থাকেন সীতা অশোক কাননে।
হৃদয়ে সর্ব্বদা রাম সলিল নয়নে ॥
প্রদোষ-পদ্মিনী সম সীতার বদন (৩)।
কৃত্তিবাস রচে, রামে করিয়া স্মরণ ॥

দেবগণ কর্ত্তৃক সীতার আহারের ব্যবস্থা।

জানকীর দুঃখে দুঃখী সদা দেবগণ।
ইন্দ্রেরে ডাকিয়া ব্রহ্মা বলেন বচন ॥
লঙ্কামধ্যে থাকিবেন সীতা দশ মাস।
এতদিন কেমনে করেন উপবাস ॥
জানকী মরিলে সিদ্ধ না হইবে কাজ।
এই পরমান্ন ল'য়ে যাহ দেবরাজ ॥

---

(১) নিয়ড়—নিকট। (২) ব্যগ্রতা - কাতরতা প্রদর্শন। (৩) প্রদোষ-পদ্মিনী সম সীতার বদন - যেমন পদ্মফুল দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর হইলেও সন্ধ্যাকালে মুদ্রিত অবস্থায় তত সুন্দর থাকে না, তদ্রূপ সীতাদেবীরও মুখখানি রামের শোকে বিমলিন হইয়াছে।

ব্রহ্মার বচনে ইন্দ্র গেলেন তখন।
জানকী আছেন যথা অশোক-কানন ॥
বাসব বলেন, সীতা, না ভাবিও চিতে।
আমি ইন্দ্র আসিয়াছি তোমা সম্ভাষিতে ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ গেল মৃগ মারিবারে।
হরিল তোমাকে সে রাবণ শূন্য ঘরে ॥
সাগর বাঁধিয়া রাম সৈন্য করি পার।
রাবণেরে মারিয়া করিবেন উদ্ধার ॥
শোক পরিহর সীতে, স্থির কর মন।
পরমান্ন আনিয়াছি তোমার কারণ ॥
জানকী বলেন, লঙ্কা নিশাচরময়।
ইন্দ্র যদি হও তবে দেহ পরিচয় ॥
সীতার বচনে ইন্দ্র ভাবিলেন মনে।
সহস্র-লোচন হইলেন ততক্ষণে ॥
ইন্দ্রকে দেখেন সীতা সহস্র-লোচন।
তাঁহার প্রতীতি (১) মনে জন্মিল তখন ॥
দিলেন সীতাকে ইন্দ্র পরমান্ন সুধা।
যাহা ভক্ষণেতে হরে তৃষ্ণা আর ক্ষুধা ॥
আগে পরমান্ন দেন রামের উদ্দেশে।
আপনি ভক্ষণ সীতা করিলেন শেষে ॥
পায়স-ভক্ষণে তৃপ্তি কি হবে তাঁহার।
রামের বিরহানল জ্বলে অনিবার ॥
মহেন্দ্র বলেন, সীতা, না হও বিকল।
প্রতিদিন আমি জোগাইব সুধা-ফল ॥
সীতারে আশ্বাস করি যান পুরন্দর।
অন্তরে জানকী দুঃখ পান নিরন্তর ॥
লঙ্কাতে রহেন সীতা অশোক-কাননে।
বনে রাম আইলেন শূন্য নিকেতনে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বড় অভিমান।
অরণ্যেতে গান রাম-শোকের নিদান (২) ॥
স্থানের প্রধান সে ফুলিয়ায় নিবাস।
রামায়ণ গান দ্বিজ, মনে অভিলাষ ॥

শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ ও সীতার অন্বেষণ।

হাতে ধনুর্ব্বাণ, রাম আইসেন ঘরে।
পথে অমঙ্গল যত দেখেন গোচরে ॥
বামে সর্প দেখিলেন, শৃগাল দক্ষিণে।
তোলাপাড়া (৩) করেন শ্রীরাম কত মনে ॥
বিপরীত ধ্বনি করিলেক নিশাচর।
লক্ষ্মণ আইসে পাছে শূন্য রাখি ঘর ॥
মারীচের আহ্বানে কি লক্ষ্মণ ভুলিবে।
সীতারে রাখিয়া একা অন্যত্র যাইবে ॥
দুঃখের উপরে দুঃখ দিবে কি বিধাতা।
যা ছিল কপালে, তাহা দিলেন বিমাতা ॥
বলেন শ্রীরাম, শুন সকল দেবতা।
আজিকার দিন মোর রক্ষা কর সীতা ॥
যেমন চিন্তেন রাম, ঘটিল তেমন।
আসিতে দেখেন পথে সম্মুখে লক্ষ্মণ ॥
লক্ষ্মণেরে দেখিয়া বিস্ময় মনে মানি।
ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন সীতাজানি (৪) ॥
কেন ভাই আসিতেছ তুমি যে একাকী।
শূন্য ঘরে জানকীরে একাকিনী রাখি ॥
প্রমাদ পাড়িল বুঝি রাক্ষস পাতকী।
জ্ঞান হয়, ভাই, হারাইলাম জানকী ॥
আইলাম তোমায় করিয়া সমর্পণ।
রাখিয়া আইলে কোথা মম স্থাপ্য (৫) ধন ॥
মম বাক্য অন্যথা করিলে কেন ভাই।
আর বুঝি, জানকীর সাক্ষাৎ না পাই ॥

---

(১) প্রতীতি—বোধ। (২) নিদান—আদি কারণ। (৩) তোলাপাড়া—আন্দোলন। (৪) সীতাজানি—সীতা জায়া যাঁহার—রামচন্দ্র। (৫) স্থাপ্য—গচ্ছিত।

কি হইল লক্ষ্মণ, কি হইল আমারে।
যে দুঃখে দুঃখিত আমি কহিব কাহারে ॥
শুনরে লক্ষ্মণ, সেই সোনার পুতলি।
শূন্য ঘরে রাখিয়া কাহারে দিলে ডালি (১) ॥
দুরন্ত দণ্ডকারণ্য মহা-ভয়ঙ্কর।
হিংস্রজন্তু কত শত, কত নিশাচর ॥
কোন্ দণ্ডে কোন্ দুষ্ট পাড়িবে প্রমাদ।
কি জানি রাক্ষসগণে সাধিবেক বাদ ॥
এই বন দুষ্টজন রাক্ষসের থানা।
পূর্ব্বাপর লক্ষ্মণ তোমার আছে জানা ॥
মুনিগণ সকলে করেন সদা মানা।
তথাপি লক্ষ্মণ না করিলে বিবেচনা ॥
তোমারে কি দিব দোষ, মম কর্ম্মফল।
যেমন বিধির লিপি, ঘটিবে সকল ॥
আমার অধিক ভাই, তব বুদ্ধি-বল।
কর্ম্মদোষে হেন বুদ্ধি গেল রসাতল ॥
মায়ামৃগ-ছলে আমা লইল কাননে।
হের, সেই রাক্ষস পড়েছে মম বাণে ॥
ভয়ঙ্কর বিকট (২) মুষল ডানি হাতে।
দেখ ভাই, মারীচ পড়িয়া আছে পথে ॥
এই মত কহিতে কহিতে দুই ভাই।
বায়ুবেগে চলিলেন অন্য জ্ঞান নাই ॥
উপনীত হইলেন কুটীরের দ্বারে।
'সীতা সীতা' বলিয়া ডাকেন বারে বারে ॥
শূন্য ঘর দেখেন, না দেখেন জানকী।
মূর্চ্ছাপন্ন অবসন্ন শ্রীরাম ধানুকী (৩) ॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই, একি চমৎকার।
সীতা না দেখিলে প্রাণ না রাখিব আর ॥
তখনি বলিনু ভাই, সীতা নাই ঘরে।
শূন্য ঘর পাইয়া হরিল কোন্ চোরে ॥
প্রতি বন প্রতি স্থান প্রতি তরুমূল।
দেখেন সর্ব্বত্র রাম হইয়া ব্যাকুল ॥
পাতি পাতি করিয়া চাহেন দুই বীর।
উলটি পালটি যত গোদাবরী তীর ॥
গিরি-গুহা দেখেন মুনির তপোবন।
নানা স্থানে সীতারে করেন অন্বেষণ ॥
একবার যেখানে করেন অন্বেষণ।
পুনর্ব্বার যান তথা সীতার কারণ ॥
এইরূপে এক স্থানে যান শতবার।
তথাপি না পান দেখা শ্রীরাম সীতার ॥
কান্দিয়া বিকল রাম, জলে ভাসে আঁখি (৪)।
রামের ক্রন্দনে কান্দে বন্য পশু পাখী ॥
রামের আশ্রমে আসি যত মুনিগণ।
রামেরে কহেন যত প্রবোধ-বচন ॥
উপদেশ-বাক্য নাহি মানেন শ্রীরাম।
সদা মনে পড়ে সে সীতার গুণগ্রাম ॥
'সীতা সীতা' বলিয়া পড়েন ভূমিতলে।
করেন লক্ষ্মণ বীর শ্রীরামেরে কোলে ॥
রঘুবীর নহে স্থির জানকীর শোকে।
হাহাকার বার বার করে দেবলোকে ॥
বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে।
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে ॥
কি করিব, কোথা যাব, অনুজ লক্ষ্মণ।
কোথা গেলে সীতা পাব, কর নিরূপণ ॥
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী।
লুকাইয়া আছেন, লক্ষ্মণ, দেখ দেখি ॥
বুঝি কোন মুনিপত্নী সহিত কোথায়।
গেলেন জানকী না জানাইয়া আমায় ॥
গোদাবরী-তীরে আছে কমল-কানন।
তথা কি কমল-মুখী করেন ভ্রমণ ॥

(১) ডালি—উপহার। (২) বিকট—কুৎসিত। (৩) ধানুকী—ধনুর্দ্ধারী। (৪) প্রবাদ যে, রোরুদ্যমান রামের অশ্রুজল প্রবাহে বৈতরণী নদীর উৎপত্তি হয়। এই নদীতে স্নান-তর্পণ করিলে পিতৃলোকের পরিত্রাণ হয়।

পদ্মালয়া (১) পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া।
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া॥
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস।
চন্দ্র-কলা-ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস॥
রাজ্যচ্যুত আমাকে দেখিয়া চিন্তান্বিতা।
হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা॥
রাজ্যহীন যদ্যপি হয়েছি আমি বটে।
রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে॥
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারাইল বনে।
কৈকেয়ীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এত দিনে॥
সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে।
লুকাইল তেমন জানকী বনান্তরে॥
কনক-লতার প্রায় জনক-দুহিতা।
বনে ছিল, কে করিল তারে উৎপাটিতা॥
দিবাকর নিশাকর দীপ্ত তারাগণ।
দিবানিশি করিতেছে তমো-নিবারণ॥
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার।
এক সীতা বিহনে সকল অন্ধকার॥
দশদিক্ শূন্য দেখি সীতা-অদর্শনে।
সীতা বিনা কিছু নাহি লয় মম মনে॥
সীতা ধ্যান, সীতা জ্ঞান, সীতা চিন্তামণি (২)।
সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণী॥
দেখরে লক্ষ্মণ ভাই, কর অন্বেষণ।
সীতারে আনিয়া দিয়া বাঁচাও জীবন॥
আমি জানি, পঞ্চবটী, তুমি পুণ্যস্থান।
তেঁই সে এখানে করিলাম অবস্থান॥
তাহার উচিত ফল দিলেহে আমারে।
শূন্য দেখি তপোবন, সীতা নাই ঘরে॥
শুন পশু মৃগ পক্ষি, শুন বৃক্ষ লতা।
কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা॥
কান্দিয়া কান্দিয়া রাম ভ্রমেণ কানন।
দেখিলেন পথিমধ্যে সীতার ভূষণ॥
দেখিলেন প'ড়ে আছে ভগ্ন-রথ-চাকা।
কনক-রচিত আছে পতিত পতাকা॥
রথ-চূড়া পড়িয়াছে আর তার জাঠি (৩)।
মণি-মুক্তা পড়িয়াছে সুবর্ণের কাঁঠি॥
শ্রীরাম বলেন, দেখ ভাইরে লক্ষ্মণ।
এইখানে সীতারে করহ অন্বেষণ॥
সম্মুখে পর্ব্বত বড়, অতি উচ্চ দেখি।
লুকাইয়া পর্ব্বত রাখিল চন্দ্রমুখী॥
যমদণ্ড-সম আমি, ধরি ধনুর্ব্বাণ।
পর্ব্বত কাটিয়া আজি করি খানখান॥
মহাযুদ্ধ হইয়াছে করি অনুমান।
লক্ষ্মণ লক্ষণ তার দেখ বিদ্যমান॥
লক্ষ্মণ বলেন, ইহা নহে কোনমতে।
সীতা কেন রহিবেন এ ঘোর পর্ব্বতে॥
পর্ব্বত কাটিতে প্রভু, চাহ অকারণ।
সীতা ল'য়ে অন্তরীক্ষে গেল কোন জন॥
নানা-মতে শ্রীরামেরে বুঝান লক্ষ্মণ।
শোকাকুল শ্রীরাম না মানেন বচন॥
ধনুকে দিলেন গুণ, সর্প যেন গর্জ্জে।
বলেন, দহিব বিশ্ব, আছে কোন্ কার্য্যে॥
বিশ্ব পুড়াইতে রাম পূরেন সন্ধান।
মহেশ্বর দক্ষযজ্ঞ বিনাশে যেমন (৪)॥
লক্ষ্মণ চরণে ধরি করেন মিনতি।
এক কথা অবধান কর রঘুপতি॥

(১) পদ্মালয়া—পদ্মের মধ্যে যিনি বাস করেন; লক্ষ্মী। (২) চিন্তামণি—অভীষ্ট-দায়ক মণি বা রত্ন-বিশেষ; অথবা সর্ব্বচিন্তার মূল ইষ্ট দেবতা। (৩) জাঠি—রথ-দণ্ড। (৪) দক্ষকর্ত্তৃক শিব-নিন্দাশ্রবণে সতীর দেহত্যাগের সংবাদে মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করিয়াছিলেন।

স্বষ্টিকর্ত্তা স্বষ্টি করিলেন চরাচর।
কেন স্বষ্টি নষ্ট কর, দেব রঘুবর ॥
সবংশে মরিবে যে হইবে অপরাধী।
অপরাধে একের অন্যকে নাহি বধি ॥
তোমার বাণেতে কারো নাহিক নিস্তার।
অকারণে কেন প্রভু, পোড়াও সংসার ॥
কোথায় আছেন সীতা, করহ বিচার।
দুই ভাই অন্বেষণ করিব সীতার ॥
গ্রাম আর তপোবন পর্ব্বত-শিখর।
নদ-নদী দেখি আর দীঘী সরোবর ॥
তবে যদি সীতার না পাই দরশন।
পশ্চাৎ করিহ চেষ্টা, যেবা লয় মন ॥
শুনি অস্ত্র সংবরিয়া (১) রাখিলেন তূণে।
সীতার উদ্দেশে চলিলেন দুই জনে ॥
ক্ষণেক উঠেন রাম, বৈসেন ক্ষণেক।
যেমত উন্মত্ত, রাম বলেন অনেক ॥
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে করেন উদ্দেশ।
বনে বনে ভ্রমিয়া অনেক পান ক্লেশ ॥
যাইতে দেখেন যাকে জিজ্ঞাসেন তাকে।
দেখিয়াছ তোমরা কি এ পথে সীতাকে ॥
ওহে গিরি, এ সময়ে কর উপকার।
কহিয়া বাঁচাও জানকীর সমাচার ॥
হে অরণ্য, তুমি ধন্য, বন্য বৃক্ষগণ।
কহিয়া সীতার কথা রাখহ জীবন ॥

———

চক্রবাক-চক্রবাকীর প্রতি শ্রীরামের অভিশাপ।

আরো বহু দূর গিয়া কমল-লোচন।
চক্রবাকে দেখি রাম জিজ্ঞাসে তখন ॥
তুমি কি দেখেছ মোর জনক-নন্দিনী।
রাম-বাক্য শুনি পক্ষী বলিলেক বাণী ॥
জনক-নন্দিনী কেবা, তারে নাহি জানি।
মর্ম্মকথা (২) খুলে বল, মোরা দোঁহে শুনি ॥
পক্ষীর বচন শুনি, বলে চক্রপাণি (৩)।
জনক-নন্দিনী সীতা আমার ঘরণী (৪) ॥
গেলাম গৃহেতে রাখি মৃগ মারিবারে।
গৃহে ফিরে আসি দেখি সীতা নাই ঘরে ॥
রামের কথায় পক্ষী করে উপহাস।
এই উপহাসে তার হৈল সর্ব্বনাশ ॥
দেখিয়া রামের দুঃখ, দুঃখ না হইল।
উপহাস করি পক্ষী বলিতে লাগিল ॥
এক নারী দুই জনে রাখিতে না পার।
নারীর উদ্দেশে তাই হৈলা দেশান্তর ॥
পক্ষিরূপে জন্ম মোর, বৃক্ষ-শাখে থাকি।
একেশ্বর পক্ষী আমি দুইটি স্ত্রী রাখি ॥
জিজ্ঞাসিলে কি বলিবে ক্ষত্রিয়-সমাজ।
স্ত্রীকে হারাইয়া পুছ, নাহি আসে লাজ ॥
পক্ষীর বচন শুনি কমল-লোচন।
অগ্নি-সম নেত্র করি কহিলা বচন ॥
স্ত্রীকে হারাইয়া আমি পুছিনু তোমায়।
তাই কি করিলে তুমি বিদ্রূপ আমায় ॥
স্ত্রীর সঙ্গে বসি; মোরে কৈলা উপহাস।
স্ত্রীর গর্ব্ব, প্রেমালাপ, আজি হোক নাশ ॥
রজনীতে আহার করিবে দুই জনে।
কেহ কারে না চিনিবে আমার বচনে ॥
উদ্দেশ না পাবে কেহ রাত্রির ভিতরে।
রাত্রিতে বিচ্ছেদ-দুঃখ ভুগিবে অন্তরে ॥
প্রেমালাপ করি পক্ষী উড়িয়া আকাশ।
ভূমিতে পড়িলে হবে তব প্রাণনাশ ॥

(১) সংবরিয়া—সংবরণ করিয়া; অর্থাৎ অস্ত্রক্ষেপ না করিয়া তাহা যথাস্থানে রক্ষা করিয়া। (২)মর্ম্মকথা—অন্তরের কথা। (৩) চক্রপাণি—সুদর্শন চক্র ধারণ করিয়া আছেন বলিয়া ভগবানের এই নাম। (৪)ঘরণী—স্ত্রী।

শাপেতে পক্ষীর হৈল দণ্ড সমুচিত।
'রাম কম্ রাম কম্, পক্ষী বলিল ত্বরিত॥
শাপ পেয়ে পক্ষিবর চিন্তিত হইয়া।
শ্রীরামের স্তব করে ভূমিতে পড়িয়া॥
না জানিয়া প্রভু, দোষ হইল আমার।
যে কথা বলেছি প্রভু, শাস্তি হৈল তার॥
ভকতবৎসল প্রভু তুমি নারায়ণ।
পতিতে তরাও তাই পতিত-পাবন॥
না বুঝিয়া যাহা কিছু বলেছি বদনে।
সেই পাপ নাশ হৈল তব দরশনে॥
রামের হইল দয়া পক্ষীর স্তবনে (১)।
পুনরপি বলে প্রভু পক্ষিবর-স্থানে॥
যে কথা বলেছি তার না হয় খণ্ডন।
দ্বাপর যুগেতে হবে তাহার মোচন (২)॥
জাল পাতি ব্যাধে তোমা করিবে বন্ধন।
তখনি হইবে তব শাপ-বিমোচন॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বাক্য সুধা-খণ্ড (৩)।
গাইল অরণ্যকাণ্ডে চক্রবাক-দণ্ড॥

———

জটায়ুর মুখে শ্রীরামের সীতা-বার্ত্তাশ্রবণ ও জটায়ুর স্বর্গলাভ।

এইরূপে শ্রীরাম ভ্রমেন চারিদিকে।
রক্তে রাঙ্গা জটায়ুকে দেখেন সম্মুখে॥
পক্ষীকে কহেন রাম, করি অনুমান।
খাইলি সীতারে তুই, বধি তোর প্রাণ॥
পক্ষিরূপে আছিস্ রে তুই নিশাচর।
পাঠাইব এক বাণে তোরে যম-ঘর॥
সন্ধান পূরেন রাম তারে মারিবারে।
মুখে রক্ত উঠে বীর বলে ধীরে ধীরে॥
অন্বেষিয়া সীতারে পাইলে বহু ক্লেশ।
এই দেশে না পাইবে সীতার উদ্দেশ॥
সীতার লাগিয়া রাম, আমার মরণ।
সীতাকে লইয়া লঙ্কা গেল সে রাবণ॥
দু-ভাই তোমরা যবে নাহি ছিলা ঘর।
শূন্য ঘর পাইয়া হরিল লঙ্কেশ্বর॥
আমি বৃদ্ধ যুদ্ধ করি রুদ্ধ করি তায়।
রাখিয়াছিলাম রাম, তোমার আশায়॥
দুই পাখা কাটিলেক পাপিষ্ঠ রাবণ।
মুখে রক্ত উঠে, রাম, যায় এ জীবন॥
ইতস্ততঃ ভ্রমণে নাহিক প্রয়োজন।
চিন্তা কর রাম, যাতে মরিবে রাবণ॥
তোমার পিতার মিত্র, তোমা লাগি মরি।
আপনি মারিলে রাম, কি করিতে পারি॥
প্রাণ আছে তোমারে করিতে দরশন।
সম্মুখে দাঁড়াও রাম, দেখি একক্ষণ (৪)॥
আপনা নিন্দেন রাম জানি পরিচয়।
দুই ভাই রোদন করেন অতিশয়॥
জটায়ু বলেন যত, লিখিব তা কত।
রামের নয়নে বহে বারি অবিরত॥
শ্রীরাম বলেন, পক্ষী, তুমি মম বাপ।
কহিয়া সীতার বার্ত্তা দূর কর তাপ॥
রাবণের সঙ্গে মম নাহিক বৈরিতা (৫)।
বিনা দোষে হরিলেক আমার বনিতা॥
কোন্ বংশে জন্ম তার, বৈসে কোন্ পুরে।
কোন্ দোষে হরিলেক বল জানকীরে॥
অনেক কষ্টেতে পক্ষী তুলিলেক মাথা।
কহিতে লাগিল শ্রীরামেরে সর্ব্ব-কথা॥
সংহারিলে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস।
লক্ষ্মণ করেন সূর্পণখার অযশ (৬)॥

---

(১) স্তবনে—স্তবে। (২) পরিশিষ্ট—দ্রষ্টব্য। (৩) সুধা-খণ্ড—অমৃতের অংশস্বরূপ। (৪) একক্ষণ—একমুহূর্ত্ত। (৫) বৈরিতা—শত্রুতা। (৬) অযশ—অপমান।

এই কোপে রাবণ হরিল জানকীরে।
রাখিল লঙ্কায় ল'য়ে সমুদ্রের তীরে ॥
বিশ্রবার পুত্র সে, রাবণ বড় রাজা।
বিধাতার বরেতে হইল মহাতেজা ॥
কোন চিন্তা না করিহ, সংবর ক্রন্দন।
জানকীরে উদ্ধারিবে মারিয়া রাবণ ॥
তব পাদোদক (১) রাম, দেহ মোর মুখে।
সকল কলুষ নাশি যাই পরলোকে ॥
এত বলি পক্ষীর মুখেতে রক্ত ভাঙ্গে।
কহিল সীতার বার্ত্তা শ্রীরামের আগে ॥
মৃত্যুকালে বন্দে পক্ষী শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
দিব্যরথে চাপি স্বর্গে করিল গমন ॥
জটায়ুর মরণ শ্রবণে ধর্ম্মজ্ঞান।
কৃত্তিবাস গান ইহা শুনিয়া পুরাণ ॥

শ্রীরাম কর্ত্তৃক জটায়ুর সৎকার

শ্রীরাম বলেন, পক্ষী, পিতার সমান।
সীতার কারণে পক্ষী হারাইল প্রাণ ॥
বনজন্তু খাইলে অধর্ম্ম অপযশ।
অগ্নি কার্য্য করি রাখ লক্ষ্মণ পৌরুষ (২) ॥
তবে ত লক্ষ্মণ দিব্য অগ্নিকুণ্ড কাটি।
জ্বালিলেন কুণ্ড বীর করি পরিপাটী ॥
তুলিলেন চিতায় জটায়ু পক্ষিরাজ।
দুই ভাই তাহার করেন অগ্নি-কাজ ॥
সৎকার করেন তার ব্যবস্থা যেমন।
গোদাবরী-জলে তার করেন তর্পণ ॥
রাম-দরশনে পক্ষী গেল স্বর্গ বাস।
গাইল অরণ্যকাণ্ডে কবি কৃত্তিবাস ॥

শ্রীরামকর্ত্তৃক কবন্ধের মুক্তি-বিধান।

রজনী আইল, স্থান থাকিবার নাই।
শূন্য ঘরে পুনঃ আইলেন দুই ভাই ॥
বাহিরে ছিলেন রাম বরঞ্চ আশ্বস্ত।
শূন্য ঘর দেখি হইলেন আরো ব্যস্ত ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন ভাইরে লক্ষ্মণ।
গোদাবরী জীবনেতে (৩) ত্যজিব জীবন ॥
এতেক বলিয়া লক্ষ্মণেরে করি কোলে।
গাঁথিল মুক্তার হার নয়নের জলে ॥
রজনীতে নিদ্রা নাহি ঘন বহে শ্বাস।
সে ঘরে করেন রাম তিন উপবাস ॥
সীতার বিচ্ছেদে রাম যে পাইল ক্লেশ।
বিশেষ লিখিতে গেলে হয় সে অশেষ ॥
রজনী প্রভাত হয় অরুণ বিকাশে।
চলেন দক্ষিণে রাম সীতার উদ্দেশে ॥
ঘর ছাড়ি যান রাম দুই ক্রোশ পথে।
প্রবেশেন দুই ভাই কুশের বনেতে ॥
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষাদি চরে পালে পালে।
দুই ভাই বসিলেন এক বৃক্ষতলে ॥
বুদ্ধিতে বিক্রমে বড় চতুর লক্ষ্মণ।
রামেরে বলেন কিছু প্রবোধ-বচন ॥
কেন রাম, হয় হস্ত-লোচন-স্পন্দন।
বামদিকে করিতেছে খঞ্জন (৪) গমন ॥
বিষম কুশের বন দেখি করি ভয়।
নানা অমঙ্গল দেখি, না জানি কি হয় ॥
দুই ভাই করেন চলিতে অনুবন্ধ (৫)।
পথ আগুলিয়া রাখে রাক্ষস কবন্ধ (৬) ॥
পেটের ভিতর নাক কান চক্ষু মাথা।
শতেক যোজন দীর্ঘ, অপূর্ব্ব সে কথা ॥

---

(১) পাদোদক—চরণামৃত; পা-ধোওয়া জল। (২) পৌরুষ—পুরুষত্ব। (৩) গোদাবরী-জীবনেতে—গোদাবরীর জলে। (৪) খঞ্জন—একরকম পাখী। (৫) অনুবন্ধ—আরম্ভ। (৬) কবন্ধ—গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসুর পুত্র; অষ্টাবক্র ঋষির শাপে রাক্ষসদেহ, পরে ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে কবন্ধ রূপ প্রাপ্ত হয়।

রাম-লক্ষ্মণেরে দেখি করিয়া তর্জ্জন।
দুই হাত প্রসারিয়া রাখে দুই জন ॥
কবন্ধ বলিল, তোরা আমার আহার।
মোর হাতে পড়িলে কি পাইবি নিস্তার ॥
এ বিষম বনে তোরা আইলি কি কারণ।
পরিচয় দেহ, শুনি তোরা কোন্ জন ॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই, হইল সংশয়।
প্রাণ রক্ষা কর, ভাই, দেহ পরিচয় ॥
লক্ষ্মণ বলেন, ভাই, বুদ্ধে (১) কেন ঘাটি।
রাক্ষসেরে দুই হাত, দুই ভাই কাটি ॥
কবন্ধের ডান হাত কাটেন শ্রীরাম।
খড়গাঘাতে লক্ষ্মণ কাটেন হস্ত বাম ॥
দুই ভাই কাটিলেন তার হস্ত দুটি।
পড়িয়া কবন্ধ বীর করে ছটফটি ॥
ডাক দিয়া রামেরে সে করে সম্ভাষণ।
কোন্ দেশে বৈস তুমি, হও কোন্ জন ॥
লক্ষ্মণ বলেন, রাম জগতের রাজা।
রাজা-দশরথ-পুত্র, সবে করে পূজা ॥
শ্রীরামের ভাই আমি, নামেতে লক্ষ্মণ।
পিতৃসত্য পালিতে বেড়াই বনে-বন ॥
তুমি কোন্ নিশাচর বিকৃতি-আকৃতি।
বনের ভিতরে থাক, হও কোন্ জাতি ॥
এত যদি লক্ষ্মণ করেন সম্ভাষণ।
পূর্ব্ব-কথা কবন্ধের হইল স্মরণ ॥
কুবের-নামেতে, (২) দৈত্য ছিলাম সুন্দর।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ যেন নিশাকর ॥
সকল দেবতা নিন্দা করি নিজরূপে।
ক্রোধে মুনিবর(৩) মোরে, শাপ দিল কোপে ॥
যেমন রূপের তেজে কর উপহাস।
কিরূপ হউক সব, রূপ যা'ক নাশ ॥
যখন হবেন বিষ্ণু রাম-অবতার।
তাঁর বাণ-স্পর্শে তোর হইবে নিস্তার ॥
আমার উপরে ক্রুদ্ধ দেব শচীনাথ।
করিলেন আমার শরীরে বজ্রাঘাত (৪) ॥
বজ্রাঘাতে প্রবেশিল আমার উদরে।
চক্ষু কর্ণ নাক পদ না রহে বাহিরে ॥
গতিশক্তি নাই, কিসে মিলিবেক ভক্ষ্য।
তেঁই মম দুই হস্ত দীর্ঘে দুই লক্ষ ॥
দুই হস্ত মোর যেন দুইটা পর্ব্বত।
দুই হস্তে জুড়ি আমি বহুদূর পথ ॥
দুই প্রহরের পথে যত বনচর।
দুই হাতে সাপটিয়া ভরি হে উদর ॥
কুৎসিত আকার মোর, কুৎসিত ভোজন।
তোমা-দরশনে মোর শাপ বিমোচন ॥
তব কিছু হিত করি যাই ইন্দ্র-বাস (৫)।
কেন রাম, বনে ভ্রম, কোন্ অভিলাষ ॥
শ্রীরাম বলেন, সীতা হরিল রাবণ।
যুক্তি বল কেমনে পাইব দরশন ॥
কবন্ধ বলিল, রাম, কহি উপদেশ।
যাহা হৈতে পাবে তুমি সীতার উদ্দেশ ॥
যাবৎ আমার তনু না হয় সংহার।
তাবৎ না দেখি কিছু, সব অন্ধকার ॥
রাক্ষস-শরীর গেলে পাব অব্যাহতি (৬)।
তবে ত বলিতে পারি ইহার যুকতি ॥
তখন লক্ষ্মণ বীর অগ্নিকুণ্ড কাটি।
কবন্ধেরে দহিলেন করি পরিপাটি ॥

(১) বুদ্ধে—বুদ্ধিতে। (২) বাল্মীকি রামায়ণে—শ্রীদানব-পুত্র দনু। (৩) বাল্মীকি রামায়ণে—স্থূলশিরা; অধ্যাত্ম রামায়ণের মতে অষ্টাবক্র মুনি (৪) দীর্ঘ-আয়ু-বরপ্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে ইন্দ্র বজ্র প্রহারে তাহার এইরূপ অবস্থা করেন। (৫) ইন্দ্র-বাস—ইন্দ্রালয়; বৈজয়ন্তপুরী। (৬) অব্যাহতি—পরিত্রাণ

শরীর পুড়িয়া তার হইল অঙ্গার।
অগ্নি হৈতে উঠে বীর অদ্ভুত আকার॥
আকাশে উঠিয়া করে রামে সম্ভাষণ।
দেবমূর্ত্তি সে পুরুষ, দ্বিতীয় তপন॥
পুরুষ বলেন, শুন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
সাবধান হয়ে শুন আমার বচন॥
সুগ্রীবের উদ্দেশ করিও ঋষ্যমূকে (১)।
আজ্ঞা কর রামচন্দ্র, যাই স্বর্গলোকে॥
রাম-দরশনে কবন্ধের স্বর্গ-বাস।
কুশের বনেতে রাম করেন প্রবাস॥

শ্রীরাম-দর্শনে শবরীর স্বর্গ-লাভ।

প্রভাত হইল নিশা, উদয় মিহির।
চলিলেন দুই ভাই পম্পা-নদী-তীর॥
কেলি করে নানা পক্ষী পক্ষিণী সহিত।
দেখিলেন মৃগ-মৃগী বিচ্ছেদ-বঞ্চিত (২)॥
রাজহংস রাজহংসী ক্রীড়া করে জলে।
দেখিয়া রামের শোক-সাগর উথলে॥
জিজ্ঞাসা করেন রাম ওহে মৃগ-পক্ষী।
দেখিয়াছ তোমরা আমার চন্দ্রমুখী॥
পম্পাতে করিয়া স্নান করিয়া তর্পণ।
সুগ্রীব-উদ্দেশে রাম করেন গমন॥
প্রবেশ করেন রাম মতঙ্গ-আশ্রমে (৩)।
তথায় শবরী (৪) ছিল, দেখিল শ্রীরামে॥
শবরী আনন্দ-বারি বারিতে (৫) না পারে।
শ্রীরামের প্রতি বলে, আজ্ঞা-অনুসারে॥
মতঙ্গ মুনির সেবা করি বহুকাল।
বৈকুণ্ঠ গেলেন মুনি হ'য়ে প্রাপ্তকাল (৬)॥
কহিলেন আমার আশ্রমে কর স্থিতি।
আসিবেন এখানে অবশ্য রঘুপতি॥
শবরি, যখন পাবে রাম-দরশন।
তখনি হইবে তব পাপ-বিমোচন॥
রাম রাম শ্রীরাম রাঘব রঘুপতি।
হইয়া প্রসন্ন এ দাসীরে দেহ গতি॥
শবরী রামের আগে অগ্নিকুণ্ড কাটে।
আনিয়া জ্বালিল অগ্নি নানা শুষ্ক কাঠে॥
করে অগ্নি-প্রবেশ স্মরিয়া নারায়ণ।
তাহার চরিতে রাম চমকিত-মন॥
অগ্নিতে পুড়িয়া তনু হইল অঙ্গার।
তাহার ভাগ্যের কথা কহিতে বিস্তর॥
যাঁহার স্মরণমাত্র মুক্তি সঙ্গে ধায়।
তাঁহারে সম্মুখে দেখি ত্যজিল সে কায়॥
শ্রীরাম-প্রসাদে তার হয় পাপ-নাশ।
অনায়াসে শবরী করিল স্বর্গবাস॥
শ্রীরামচরিত-কথা অমৃতের ভাণ্ড।
এত দূরে সমাপ্ত হৈল অরণ্যকাণ্ড॥
তিন কাণ্ড পুঁথি গেল শ্রীরাম-মাহাত্ম্য।
আর তিন কাণ্ডে শুন রাবণ-চরিত্র॥

---

(১) ঋষ্যমূক—কিষ্কিন্ধ্যার প্রায় ৪ ক্রোশ দূরে এই পর্ব্বত অবস্থিত। এই পর্ব্বতের পাদদেশে পম্পাসরোবর ও পম্পানদী প্রবাহিতা। মতঙ্গ সরোবর পম্পার অংশ মাত্র। পম্পার পশ্চিমে শবরীর আশ্রম। (২) বিচ্ছেদ-বঞ্চিত—চির-মিলনে মিলিত। (৩) মতঙ্গ আশ্রমে—মতঙ্গ সরোবরের তীরস্থ আশ্রমে (৪) শবরী ব্যাধপত্নী শ্রমণা। (৫) বারিতে— সংবরণ করিতে। (৬) প্রাপ্তকাল—মৃত্যুমুখে পতিত।

সচিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

——:০:——

শান্তং শাশ্বতমপ্রমেয়মনঘং নির্ব্বাণশান্তিপ্রদং।
ব্রহ্মাশম্ভুফণীন্দ্রসেব্যমনিশং বেদান্তবেদ্যং বিভুম্॥
রামাখ্যং জগদীশ্বরং সুরগুরুং মায়ামনুষ্যং হরিম্।
বন্দেঽহং করুণাকরং রঘুবরং ভূপালচূড়ামণিম্॥

শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে দেখিয়া সুগ্রীবাদি বানরগণের বিতর্ক।

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দোঁহে ভ্রমেন দণ্ডকে।
সহায় করিতে যান বানর-কটকে॥
দুই ভাই উঠিলেন পর্ব্বত-শিখরে।
দেখিয়া বানর পঞ্চ (১) শঙ্কিত অন্তরে॥
সুগ্রীব বলিল, দেখ আইসে দুই নর।
মনে করি বালিরাজ পাঠাইল চর॥
বুদ্ধির সাগর বালি বুদ্ধি ধরে নানা।
তত্ত্ব কর, সত্য মিথ্যা তথ্য যাবে জানা॥
সুগ্রীবের বচনে বানর পালে পালে।
লাফে লাফে উঠে সবে বড় বড় ডালে॥
সে গাছ সহিতে নারে সবার আস্ফাল (২)।
ফল-ফুল ভাঙ্গে কত শাল তাল ডাল॥
বন-জন্তু যত ছিল পর্ব্বত-শিখরে।
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষ পলায় উচ্চৈঃস্বরে॥
হনুমান বলে, রাজা, না হও চিন্তিত।
না দেখিয়া বালিরে হইলা কেন ভীত॥
বানর চঞ্চল জাতি, লোকে উপহাসে।
চঞ্চল হইলে রাজা লোকে আরো দোষে॥
আমি আগে জেনে আসি কোথাকার বীর।
তথ্য না জানিয়া কেন হইলে অস্থির॥
সুগ্রীব বলিল, দেখি তপস্বী উভয়।
কিন্তু ধনুর্ব্বাণ ধরে, মনে লাগে ভয়॥
হইবে তপস্বি-বেশ রাজার কুমার।
ঝাট যাহ হনুমান, আন সমাচার॥
যান হনুমান বীর তপস্বীর বেশে।
পরম-গৌরব-ভাবে উভয়ে সম্ভাষে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালি।
রচেন কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে প্রথম শিকলি॥

(১) বানর পঞ্চ—নল, নীল, গবাক্ষ, হনুমান ও সুগ্রীব। ১৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য (২) আস্ফাল—লাফালাফি

রাম-নাম স্মরণে যমের দায় তরি।
অনায়াসে মুক্তি হবে, মুখে বল হরি॥

সুগ্রীবের সহিত শ্রীরামের মিত্রতা-বন্ধন।

হনুমান্ মুনি-বেশী দেখে দুই জন।
তপস্বীর বেশ ধরি করে সম্ভাষণ॥
হনুমান্ বলে, প্রভু, যে দেখি আকার।
অবশ্য হইবে কোন রাজার কুমার॥
চন্দ্র-সূর্য্য জিনি রূপ, ভ্রম ভূমিতলে।
গগন-মণ্ডল ছাড়ি কেন বনস্থলে॥
কোথা ঘর, কি কারণে হেথা আগমন।
বিশেষিয়া কহ, প্রভু, সব বিবরণ॥
সুগ্রীব বানর-রাজ লোকে খ্যাতিমান (১)।
তাঁহার সচিব (২) আমি, নাম হনুমান॥
তোমা সহ মিত্রতা করিতে অভিলাষ।
পাঠাইল আমারে সুগ্রীব তব পাশ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন লক্ষ্মণ, বচন।
সুগ্রীবের পাত্র সহ কর সম্ভাষণ॥
এতেক কহেন যদি কমল-লোচন।
নিজ পরিচয় দেন তাহারে লক্ষ্মণ॥
মহারাজ দশরথ পৃথিবী-ভূষণ।
আমরা তাঁহার পুত্র শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
আইলাম পিতৃ-সত্য পালিতে কানন।
শূন্য ঘর পেয়ে সীতা হরিল রাবণ॥
কোন সিদ্ধ-পুরুষে (৩) কহিল উপদেশ।
সুগ্রীব হইতে সব খণ্ডিবেক ক্লেশ॥
ভ্রমিতেছি মোরা দোঁহে সুগ্রীব-উদ্দেশে।
দোঁহারে লইয়া চল সুগ্রীবের পাশে॥
হনুমান্ বলে, উভয়ের দরশনে।
পরস্পর তুষ্ট হবে উভয়ের মনে॥
সুগ্রীবের রাজ্য নাহি, নাহি তার নারী।
বালি রাজ্য হরিল, করিল দেশান্তরী॥
সুগ্রীব পাইবে রাজ্য সাহায্যে তোমার।
সুগ্রীব করিবে তব সীতার উদ্ধার॥
হারাইয়া রাজ্য, ভ্রমে সুগ্রীব কাননে।
রাজ্যসুখ পাইবে সে তব দরশনে॥
শ্রীরাম বলেন, কপি, করহ গমন।
সুগ্রীবের সহ মোর করাহ মিলন॥
শুনিয়া রামের বাক্য যান হনুমান্।
কহেন সকল সুগ্রীবের বিদ্যমান॥
ঋষ্যমূক-পর্ব্বতে উঠিয়া সেই ক্ষণে।
হনুমান্ কহেন, সুগ্রীব রাজা শুনে॥
ছাড়হ বানর-মূর্ত্তি কুৎসিত-আকার।
ধরহ মনুষ্যরূপ দেখিতে সুসার (৪)॥
পাদ্য-অর্ঘ্য (৫) লইয়া করহ শিষ্টাচার।
আইলেন রাম দশরথের কুমার॥
তাঁহার সাহায্য যদি কর মহারাজ।
ইহ-পর-কালে তব সিদ্ধ হবে কাজ॥
রামের অনুজ সে লক্ষ্মণ সুলক্ষণ।
সুবর্ণ কুবর্ণ মানি করি নিরীক্ষণ॥
রামের রমণী সীতা হরিল রাবণ।
সেই হেতু তোমাকে তাঁহার প্রয়োজন॥
সুগ্রীব, তোমাকে আজি অনুকূল বিধি।
কোথা হৈতে মিলাইলা রাম গুণনিধি॥

---

(১) খ্যাতিমান—প্রসিদ্ধ। (২) সচিব—মন্ত্রী। (৩) সিদ্ধপুরুষ—যিনি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন; এখানে কবন্ধ রাক্ষস। (৪) সুসার সুন্দর; সুরূপ। (৫) পাদ্য অর্ঘ্য—পা ধুইবার জল ও সম্মানাস্পদের সম্মান রক্ষার জন্য প্রদত্ত পুষ্প চন্দন মাল্য প্রভৃতি।

এতদিনে তোমার দুঃখের বিমোচন।
তোমার সহায় রামরূপী জনার্দ্দন (১) ॥
যাঁর তত্ত্ব চারিবেদে না হয় কিঞ্চিৎ।
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত (২) যাহা শঙ্কর-বাঞ্ছিত ॥
যোগে-যাগে যোগিগণ না পায় যাঁহারে।
সেই রাম রমানাথ উপস্থিত দ্বারে ॥
শুনিয়া সুগ্রীব রাজা আপনা পাসরে।
ফল-পুষ্প ল'য়ে গেল রামের গোচরে ॥
বড় ভাগ্য সুগ্রীবের বিধির লিখন।
শুভক্ষণে করিল শ্রীরাম দরশন ॥
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া শ্রীরামের পূজা করে।
প্রেমানন্দে সুগ্রীবের নেত্র-নীর ঝরে ॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল কপিরাজ।
হইয়াছি জ্ঞাত, রাম, তোমার যে কাজ ॥
কহিলেন সকল আমারে হনূমান্।
সীতার উদ্ধার হেতু আইলে এ স্থান ॥
মিত্রতা করিবে রাম পশুর সহিত।
এ হনূমানের বাক্যে না হয় প্রতীত ॥
পশু প্রতি যদি রাম, হয় অনুগ্রহ।
মিত্র বলি রঘুবীর হস্তে হস্ত দেহ ॥
দাসযোগ্য নহি আমি, জাতিতে বানর।
করুণা প্রকাশ' রাম করুণা-সাগর ॥
পাষাণের উপরে অর্পিয়া নিজ পদ (৩)।
অনায়াসে দিলা তারে মনুষ্যের পদ (৪) ॥
চণ্ডালেরে সখ্যভাবে করিলে উদ্ধার।
নীচের নিস্তার হেতু তব অবতার ॥
দয়াল শ্রীরামচন্দ্র কমল-লোচন।
বানরের হাতে হাত দেন নারায়ণ ॥
পুঞ্জ পুঞ্জ পূর্ব্ব পুণ্য সুগ্রীবের ছিল।
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত পদ প্রত্যক্ষ পাইল ॥
পরম দয়াল রাম গুণের নাহিক সন্ধি (৫)।
বনের বানর যাঁর গুণে হয় বন্দী ॥
বানরেরে হাত দিতে নহেন বিমর্ষ।
দিলেন দক্ষিণ হাত শ্রীরাম সহর্ষ ॥
মুনি-বেশ ছাড়ি, হ'য়ে কপি হনূমান্।
কাষ্ঠ আনে বাছিয়া ডাগর দুই খান ॥
দুই কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিতে অগ্নি জ্বলে।
অগ্নি সাক্ষী করি দোঁহে মিত্র মিত্র বলে ॥
পরস্পর বৈরী মারি উদ্ধারিব নারী।
অগ্নি সাক্ষী, এই সত্য হইল দোঁহারি ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কেবা করিবে খণ্ডন।
বানরের সঙ্গে সখ্যে বন্ধ নারায়ণ।
সবা হৈতে সুগ্রীবের অধিক কপাল।
মিতালি (৭) করেন রাম পরম দয়াল ॥
উভয়ে কহেন কথা শুনেন উভয়।
উভয়ে উভয় প্রতি প্রীতি অতিশয় ॥
উভয়ের মিত্রতা যে শুনে কিংবা কয়।
সুগ্রীবের মত তার হয় ভাগ্যোদয় ॥
কৃত্তিবাস গাহে গীত অপূর্ব্ব কথন।
কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডেতে রাম-সুগ্রীব-মিলন ॥

সুগ্রীব কর্ত্তৃক প্রাপ্ত সীতার আভরণ আনয়ন ও শ্রীরামকে প্রদর্শন।

সুগ্রীব বলেন, রাম, কহি অবশেষ।
পাইয়াছিলাম বুঝি সীতার উদ্দেশ ॥

---

(১) জনার্দ্দন—জন নামক অসুরকে বধ করায় ভগবানের নাম জনার্দ্দন। (২) বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত—ব্রহ্মার অভিলষিত। (৩) পদ -চরণ ; পা। (৪) পদ—সম্মান। (৫) সন্ধি—সীমা। (৬) বিমর্ষ—এখানে দুঃখিত অর্থে ব্যবহৃত। (৭) মিতালি—বন্ধুতা।

আমরা বানর পঞ্চ (১) ছিলাম পর্ব্বতে।
দেখিলাম এক কন্যা রাবণের রথে ॥
হাত-পা আছাড়ে, করে কঙ্কণের ধ্বনি।
গরুড়ের মুখে যেন বদ্ধা ভুজঙ্গিনী ॥
উত্তরীয় গলার, গায়ের আভরণ।
রথ হৈতে পড়িল, যেমন তারাগণ ॥
অনুমানে বুঝি তিনি তোমার সুন্দরী।
যত্ন করি রাখিয়াছি ভূষণ উত্তরী ॥
যদি আজ্ঞা হয় তব, আনি তা এখন।
হয় নয় চিন, মিত্র, সীতার ভূষণ ॥
শ্রীরাম বলেন, মিত্র, কর সে বিধান।
দেখাও সীতার চিহ্ন, রাখ মম প্রাণ ॥
আভরণ আনেন সুগ্রীব সেই স্থলে।
দেখিয়া রামের শোক-সাগর উথলে ॥
অবশ হইয়া রাম পড়েন ভূতলে।
শরীর ভাসিল তাঁর নয়নের জলে ॥
বিলাপ করেন, কোথা রহিলে সুন্দরি।
তোমার ভূষণ এই, তোমার উত্তরী ॥
জানাইতে আমারে ফেলিয়াছিলে পথে।
কোন্ দিকে গেলে প্রিয়ে, জানিব কি মতে ॥
কহ কহ সুগ্রীব, আমার তুমি সখা।
পুনঃ কি পাইব আমি জানকীর দেখা ॥
জানকীর রূপ মনে হইলে উদয়।
জ্ঞান-হত হই, দেখি বিশ্ব তমোময় ॥
স্থির নহে, মন দহে দিবস-রজনী।
কোথা গেলে পাইব সে সুধাংশু-বদনী ॥
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালে রাবণ বৈসে যথা।
ঘুচাইব সর্ব্বত্র রাক্ষস-জাতি-কথা ॥
ত্রিভুবনে জানে মম ধনুকের ছটা (২)।
মারিব রাক্ষস-গণে রক্ষা করে কেটা (৩) ॥
লক্ষ্মণ, উদ্‌যোগ কর, আন ধনুর্ব্বাণ।
অরি বধ করি কর শোকাগ্নি নির্ব্বাণ ॥
সুগ্রীব বিবিধ রূপে রামকে বুঝান।
কৃত্তিবাস রচে গীত অদ্ভুত-ব্যাখ্যান ॥

রাম-নাম-মাহাত্ম্য।

শমন-দমন, রাবণ রাজা,
রাবণ-দমন রাম।
শমন-ভবন, না হয় গমন,
যে লয় রামের নাম ॥
সুকৃত-জনন, দুষ্কৃত-দমন,
শ্রুতিসুখ রামায়ণ।
শ্রবণ-মনন, করে যেই জন,
তারে তুষ্ট নারায়ণ ॥

রাম-নাম জপ ভাই, অন্য কর্ম্ম পিছে।
সর্ব্ব-ধর্ম্ম-কর্ম্ম রাম-নাম বিনা মিছে ॥
মৃত্যুকালে যদি নর রাম বলি ডাকে।
বিমানে (৪) চড়িয়া যায় সেই দেবলোকে ॥
শ্রীরামের মহিমার কি দিব তুলনা।
তাহার প্রমাণ দেখ গৌতম-ললনা (৫) ॥
পাপিজন হয় মুক্ত বাল্মীকির গুণে।
অশ্বমেধ-ফল পায় রামায়ণ শুনে ॥
রাম-নাম লইতে না কর ভাই হেলা।
ভব-সিন্ধু তরিবারে রাম-নাম ভেলা ॥
চণ্ডালে শ্রীরামচন্দ্র বড় সকরুণ (৬)।
পাষাণে নিশান আছে শ্রীরামের গুণ ॥
শ্রীরাম-নামের গুণে কি দিব তুলনা।
পাষাণ মনুষ্য করে, নৌকা করে সোনা ॥

(১) নল, নীল, গবাক্ষ, হনুমান ও সুগ্রীব। (২) ছটা—দীপ্তি। (৩) কেটা—কে। (৪) বিমানে—দেবতাগণের আকাশগামী রথে; দেবরথে। (৫) গৌতম-ললনা—অহল্যা। (৬) সকরুণ—সদয়।

শ্রীরাম স্মরিয়া যেবা মহারণ্যে যায়।
ধনুর্ব্বাণ লৈয়া রাম পশ্চাতে গোড়ায় (১) ॥
অনাথের নাথ রাম প্রকাশিতে লীলা।
বনের বানর বন্দী, জলে ভাসে শিলা ॥
রাম-জন্ম-পূর্ব্বে ষাটি সহস্র বৎসর।
অনাগত (২) পুরাণ রচিল মুনিবর ॥
রাম-নাম স্মরণে যমের দায়ে তরি।
ভব-সিন্ধু তরিবারে রাম-পদতরী ॥
বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
শুভক্ষণে বিরচিল ভাষা রামায়ণ ॥
রামচন্দ্র ভজ ভাই, মুখে বল হরি।
কৃত্তিবাস রচে গীত সুধার লহরী ॥

সীতা-উদ্ধারে সুগ্রীবের অঙ্গীকার।

সুগ্রীব বলেন, সখে, না জান বিশেষ।
কি জানি কেমন বীর, গেল কোন্ দেশ ॥
যথায় যাউক, তার নাহিক এড়ান।
বানর লইয়া তার বধিব পরাণ ॥
সংবর সংবর (৩) মিত্র, মনে দেহ ক্ষমা।
অবিলম্বে উদ্ধারিব তব প্রিয়তমা ॥
যথা তথা যাউক সে পাপিষ্ঠ রাবণ।
সবংশে মারিব তার জ্ঞাতি বন্ধুজন ॥
বিলাপ সংবর রাম, শোকে বাড়ে শোক।
শোকেতে কাতর নাহি হয় বিজ্ঞলোক ॥
রাজ্য হারালাম আমি, হারালাম নারী।
পশু আমি, তথাপি তা মনে নাহি করি ॥
তুমি রাম, হইয়াছ ভুবন-পূজিত।
ভার্য্যা লাগি কর খেদ অতি অনুচিত ॥
মিথ্যা না বলিব মিত্র, অগ্নি সাক্ষী করি।
উদ্ধার করিব আমি তোমার সুন্দরী ॥
অশেষ প্রকারে রাজা জন্মায় প্রবোধ।
তথাপি বিষম শোক নাহি হয় রোধ ॥
এতেক বলিল যদি সুগ্রীব ভূপতি।
প্রত্যুত্তর করেন আপনি রঘুপতি ॥
জ্ঞাতি গোত্র পুত্র মিত্র শোক পায় লোক।
সে সবার হইতে অধিক ভার্য্যা-শোক ॥
কলত্রে (৪) গৃহীর সুখ, কলত্রে সংসার।
কলত্র হইতে হয় পুত্র পরিবার ॥
গয়াশ্রাদ্ধ করে পুত্র, বংশের উদ্ধার।
পুত্র দ্বারা পারত্রিক (৫) ঐহিক (৬) নিস্তার ॥
অশেষ প্রকারে মিত্র, বুঝাও আমায়।
তথাপি কলত্র-শোক পাসরা না যায় ॥
সুগ্রীব বলেন, রাম, কি কহিতে পারি।
পালিব তোমার আজ্ঞা, আমি আজ্ঞাকারী ॥
করিব তোমার কার্য্য আমি যথাজ্ঞান।
কৃত্তিবাস রচে গীত অমৃত-সমান ॥

শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে সুগ্রীবের আত্মকাহিনী বর্ণন।

শ্রীরাম বলেন, মিত্র, বিনা প্রয়োজন।
হেন কালে হেন কথা কহে কোন্ জন ॥
আপনি দেখিলে মিত্র, আমার যে ক্লেশ।
অবশ্য করিবে তুমি সীতার উদ্দেশ ॥
আমাতে তোমার যে হইবে প্রয়োজন।
অকপটে সেই কর্ম্ম করিব সাধন ॥
সুগ্রীব বলেন, স্থির কর তুমি মন।
সম্প্রতি করিব কিছু আত্মনিবেদন (৭) ॥

---

(১) গোড়ায়—অনুগমন করে। (২) অনাগত—ভবিষ্যৎ। (৩) সংবর—দমন কর। (৪) কলত্র—স্ত্রী। (৫) পারত্রিক—পরকালের। (৬) ঐহিক—ইহকালের। (৭) আত্মনিবেদন—নিজের কথা বলা।

বসিতে আসন রাজা দেখে চারিভিতে।
আনিলেন শাল বৃক্ষ ফলের সহিতে॥
তদুপরি আনন্দে বসেন দুই জন।
চন্দনের ডাল ভাঙ্গি বসেন লক্ষ্মণ॥
সুগ্রীব বলেন, বালি বিক্রমে প্রধান।
রাজ্য জায়া হরিয়া করিল অপমান॥
এ পর্ব্বতে থাকি রাম, না দেখি উপায়।
অনুকূল (১) হ'য়ে বিধি তোমারে মিলায়॥
আশ্বাস করেন সুগ্রীবেরে রঘুবর।
বালিকে মারিয়া তব ঘুচাইব ডর॥
মম ভার্য্যা, তব রাজ্য, যেই জন হরে।
অবিলম্বে তাহারে পাঠাব যম-ঘরে॥
উভয় ভ্রাতায় কেন হইল বিবাদ।
বিশেষ শুনিতে চাহি কার অপরাধ॥
সুগ্রীব বলেন, আমি বিবাদ না জানি।
বিশেষ করিয়া কহি, শুন রঘুমণি॥
ছিলেণ অক্ষয় নামে রাজা মহামতি।
আমরা উভয় ভ্রাতা, তাঁহার সন্ততি॥
কিছুকাল পরে পিতা পাইলেন স্বর্গ।
রাজ্য দিতে উভয়ে আইল পাত্রবর্গ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই বালি রাজা বিক্রম-সাগর।
ধর্ম্মে কর্ম্মে সদা রত, সমরে তৎপর॥
মন্ত্রিগণ তাঁহারে দিলেন রাজ্যভার।
পরে বালি দিল মোরে রাজ্য-অধিকার॥
পরস্পর পরম সৌহার্দ্দ্যে (২) করি বাস।
না জানি বিরোধ, কদা হাস্য-পরিহাস॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
বিবাদের কথা শুন কমল-লোচন॥
প্রীতিরূপে দোঁহে করিলাম রাজ্যভোগ।
হেন কালে করিলেন বিধাতা দুর্য্যোগ॥

মায়াবী দুন্দুভি নামে দুই সহোদর।
পাইয়া ব্রহ্মার বর দানব দুর্দ্ধর॥
দুই ভাই মায়ায় মহিষ-রূপ ধরে।
মায়াবী (৩) নিশিতে আসে জিনিতে তাঁহারে॥
যুঝিবারে যায় বালি সবার নিষেধে।
পশ্চাতে গেলাম আমি ভাই-অনুরোধে॥
পলাইল দানব দেখিয়া দুই জনে।
আমরা ভ্রমণ করি তার অন্বেষণে॥
চন্দ্র আলো করিয়াছে যাই দেখাদেখি।
সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে দানব পাতকী (৪)॥
বালি বলে, ভাই, থাক সুড়ঙ্গের দ্বারে।
যাবৎ দানব মারি নাহি আসি ফিরে॥
আমি কহিলাম দৈত্য হইল নিরুদ্দেশ।
সংশয়-স্থানেতে (৫) তুমি না কর প্রবেশ॥
পায়ে পড়ি বলিলাম, তবু নাহি মানে।
সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে দানব যেখানে॥
বারে বারে নিবারিনু, না শুনে বচন।
প্রবেশ করিল গিয়া পাতাল ভুবন॥
দৈত্য অন্বেষণে ভ্রমে সে এক বৎসর।
সাক্ষাৎ হইলে পরে বাধিল সমর॥
মহাবীর দানব সে করিল আঘাত।
আমি ভাবি বালি-রাজ হইল নিপাত (৬)॥
বালিকে মারিয়া দৈত্য পাছে মোরে মারে।
দিলাম পাথর এক সুড়ঙ্গের দ্বারে॥
সংবৎসর না দেখিয়া হইল সংশয়।
সবে বলে বালির সে মরণ নিশ্চয়॥
কান্দিলাম ভ্রাতৃশোকে আপনি বিস্তর।
কোথা গেলে বালি-রাজ জ্যেষ্ঠ সহোদর॥
অন্ত্যক্রিয়া (৭) করিলাম তাহার বিধানে।
আমারে করিল রাজা সব পাত্রগণে॥

(১) অনুকূল - সহায়। (২) সৌহার্দ্দ্যে—প্রণয়ে। (৩) মায়াবী—কুহকী দানব। (৪) পাতকী—পাপী। (৫) সংশয়-স্থানেতে—বিপৎসঙ্কুল জায়গায়। (৬) নিপাত—নাশ। (৭) অন্ত্যক্রিয়া- শ্রাদ্ধাদি।

তার পর দৈত্যে মারি ঘরে আইল বালি।
মোরে রাজা দেখিয়া করিল গালাগালি ॥
পাত্র-মিত্র-বন্ধুগণে ডাকে সবাকারে।
সবার সম্মুখে গালি দিলেন আমারে ॥
দানব মারিতে আমি গেলাম পাতালে।
রাখিয়া সুড়ঙ্গ-দ্বারে সুগ্রীব চণ্ডালে ॥
সুগ্রীব পাথর দিয়া তার দ্বার রোধে।
রাজ্য মহাদেবী হরে ভোগ-সুখ-সাধে ॥
ছত্র-দণ্ড নিল মোর, নিল মহাদেবী।
হেন পাতকীর ভার ধরিল পৃথিবী ॥
বৎসরেক দৈত্য মারি দেশে আসিবারে।
সুগ্রীব বলিয়া ডাকি সুড়ঙ্গের দ্বারে ॥
বহু ডাকিলাম, তবু না পাই উত্তর।
পদাঘাতে ঘুচাইনু সুড়ঙ্গ-পাথর ॥
সহোদর ভাই হয়ে করিল অন্যায়।
মাথা কাটি ইহার, তবে ত দুঃখ যায় ॥
দূর হ রে অধার্ম্মিক দুষ্ট দুরাচার।
এ জীবনে তোর মুখ না দেখিব আর ॥
পায়ে পড়ি করিলাম বহু স্তুতিবাদ (১)।
সেবক হইয়া থাকি, ক্ষম অপরাধ ॥
আমার না ছিল ইচ্ছা হই আমি রাজা।
মন্ত্রিগণ করিলেক পালিবারে প্রজা ॥
বহু স্তব করিলাম, না শুনে বচন।
বলিল আমার লাগি বহু পাত্রগণ ॥
পায়ে পড়ি যত বলি, বালি নাহি শুনে।
ক্রোধে বলে যা রে দুষ্ট যেখানে সেখানে ॥
বারে বারে বলি, তবু না শুনিস্ কথা।
একটা চাপড়ে ভাঙ্গি আয় তোর মাথা ॥
দেখিয়া বালির কোপ ভীত হয়ে মনে।
পলাইয়া আইলাম এই অপমানে ॥
এই অপরাধে রাম, আমি অপরাধী।
বনে বনে ফিরি দুঃখে আমি তদবধি ॥
সুগ্রীবের যত দুঃখ কহিতে না পারি।
কৃত্তিবাস গাহে গীত রাম-পদ স্মরি ॥

বালির বিক্রম ও দুন্দুভি
দানব বধ।

বলিল সুগ্রীব পূর্ব্ব-বিবাদ-কথন।
এক-চিত্তে শুনিলেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
শ্রীরাম বলেন, মিত্র, পড়েছ সঙ্কটে।
কেমন সাহসে থাক দেশের নিকটে ॥
সুগ্রীব কহেন কথা শ্রীরামের পাশ।
ঋষ্যমূক পর্ব্বতের শুন ইতিহাস ॥
মায়াবী কনিষ্ঠ সে দুন্দুভি মহিষ।
অগ্রজের (২) বার্ত্তা শুনি ক্রুদ্ধ অহর্নিশ ॥
বিক্রমে মহিষাসুর কারে নাহি গণে।
সমুদ্রে হাঁকারে গিয়া যুঝিবার মনে ॥
সমুদ্র বলিল, মম যুদ্ধ না আইসে।
যাহ হিমালয়ে চ'লে রণের উদ্দেশ্যে ॥
হিমালয়-পর্ব্বত শঙ্করের শ্বশুর।
তাঁর ঠাঁই গেলে তব দর্প হবে চূর ॥
ধনুকের গুণেতে যেমন বাণ ছোটে।
চক্ষুর নিমিষে গেল পর্ব্বত-নিকটে ॥
শৃঙ্গাঘাতে পর্ব্বতেরে করে খান খান।
চিন্তিত হইয়া গিরি করে অনুমান ॥
পর্ব্বত জানিল তবে চিন্তিয়া সংসার।
যাহাতে মহিষাসুর হইবে সংহার ॥
বলিল, মহিষাসুর, তুমি মহাবলী (৩)।
কিষ্কিন্ধ্যায় যাহ তুমি, যথা আছে বালি ॥

---

(১) স্তুতিবাদ—প্রশংসা ; তোষামোদ। (২) অগ্রজের—জ্যেষ্ঠের। (৩) মহাবলী—অত্যন্ত বলশালী।

বল বুদ্ধি চূর্ণ হবে শুন উপদেশ।
বালির মধুর বনে করহ প্রবেশ ॥
রাজভোগ মধুবন রাজার ভাণ্ডার।
বন ভাঙ্গি মধু খেয়ে করহ সংহার ॥
বালি রাজা না সহিবে মধু-অপচয় (১)।
প্রাণেতে মারিবে তোরে বালি মহাশয় ॥
তোর জ্যেষ্ঠ মায়াবী ছিল যে মহাবলী।
তাহারে মারিল সে বানর-রাজা বালি ॥
　শুনিয়া জ্যেষ্ঠের কথা কুপিত অন্তরে।
তখনি চলিল বালি-ভূপতির পুরে ॥
শৃঙ্গাঘাতে করিল কানন খণ্ড খণ্ড।
কুপিত হইল বালি, সংগ্রামে প্রচণ্ড ॥
বীরধড়া পরে বীর কাঁকালি বেড়িয়া।
দ্বিগুণ ইন্দ্রের মালা (২) পরিল তুলিয়া ॥
স্ত্রীগণ-বেষ্টিত বালি আইল নির্ভয়।
তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্রের উদয় ॥
রুষিল মহিষাসুর আরক্ত-লোচন।
স্ত্রীগণ সম্মুখে করে তর্জ্জন-গর্জ্জন ॥
মধুপানে মত্ত তুমি ঘূর্ণিত-লোচন।
মত্ত জন মারি, মোর নাহি প্রয়োজন ॥
প্রাণদান দিনু তোরে আজিকার তরে।
আজি রাত্রি বঞ্চ গিয়া আপনার ঘরে ॥
সুখে রাত্রি বঞ্চ গিয়া প্রত্যূষ বিহানে (৩)।
বল-বুদ্ধি চূর্ণ করি বধিব পরাণে ॥
স্ত্রীগণেরে বালি পাঠাইল অন্তঃপুর।
বীরদাপ (৪) করি বলে শুন রে অসুর ॥
রণে প্রবেশিলে বুঝি রণের পরীক্ষা।
পড়িলি বালির হাতে, নাহি তোর রক্ষা ॥
যমরাজ যদি ধরে আছে প্রতিকার।
বালির স্থানেতে কারো নাহিক নিস্তার ॥

স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে, যতেক বীরগণ।
আইলে আমার যুদ্ধে অবশ্য মরণ ॥
কপটে বাঁচিতে চাহ কালিকার তরে।
সে কথা থাকুক, আজি যাও যম-ঘরে ॥
কুবুদ্ধি পাইল তোরে, মোর সঙ্গে রণ।
তোর দোষ নাহি, তোর ললাটে লিখন ॥
পলাইয়া যা রে তুই লইয়া পরাণ।
আজিকার দিবস দিলাম প্রাণদান ॥
　কোপেতে মহিষাসুর কাঁপে থর থর।
পুনশ্চ বলিছে তারে বালি কপীশ্বর ॥
আগে মোরে হান্, তোর বুঝিব বিক্রম।
তোর ঘা সহিয়া তোরে দেখাইব যম ॥
তোর যত শক্তি থাকে তত শক্তি হান্।
এই দণ্ডে আমি তোর বধিব পরাণ ॥
রুষিয়া দুন্দুভি দৈত্য দুই শৃঙ্গ মারে।
খান খান করিয়া বালির অঙ্গ চিরে ॥
সর্ব্বাঙ্গে বিদীর্ণ বালি, তবু নাহি হটে।
অশোক কিংশুক (৫) যেন বসন্তেতে ফুটে ॥
দৈত্যের বিক্রম দেখি বালি রাজা হাসে।
করিল অদ্ভুত রণ অসুর-বিনাশে ॥
মহিষ বালির সঙ্গে যুঝে চমৎকার।
পাদপ-পাথরে বালি করে মহামার ॥
মারে গাছ পাথর সে মহিষ উপর।
পরাভব নহে দৈত্য, যুঝে নিরন্তর ॥
দুই শৃঙ্গ নত করি বালিরে বধিতে।
বালির সম্মুখে দৈত্য গেল আচম্বিত ॥
দুই শৃঙ্গ বালি তার ধরিলেক রোষে।
শৃঙ্গ ধরি মহিষেরে তুলিল আকাশে ॥
দুই শৃঙ্গ ধরি তার ঘন দেয় পাক।
ঘন পাক ফেরে যেন কুমারের চাক ॥

(১) অপচয় —ক্ষতি। (২) দ্বিগুণ ইন্দ্রের মালা—কুড়চী ফুলের অথবা বাঁশের দো-ফেরা মালা; (৩) প্রত্যূষ-বিহানে—ভোর ও সকাল বেলায়। (৪) বীরদাপ—খুব তেজের সহিত। (৫) কিংশুক—শিমুল ফুল।

পাথর-উপরে তারে মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি, চূর্ণ হৈল হাড়॥
পড়িল মহিষাসুর হ'য়ে অচেতন।
পদাঘাতে ফেলে তারে একটি যোজন॥
চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া রক্ত পড়ে স্রোতে।
মতঙ্গ-মুনির গাত্র তিতিল রক্তেতে॥
মুনি বলে, কোন্ বেটা করিল এমন।
গায়ে রক্ত দেয়, সে যে পাপিষ্ঠ কেমন॥
রক্ত পাখালিয়া করিলেন আচমন।
পবিত্র হইল মুনি স্মরি নারায়ণ॥
মহাক্রোধ করি মুনি হাতে জল নিল।
কুপিত হইয়া তারে অভিশাপ দিল॥
মুনি বলে, হেন কর্ম্ম করিল যে জন।
এ পর্ব্বতে এলে তার অবশ্য মরণ॥
পরম্পর শুনে বালি শাপ-বাক্য তার।
দূর হৈতে মুনি-পদে করে নমস্কার॥
দূরে থাকি মুনি-স্থানে যাচে পরিহার (১)।
সঙ্কট-সাগরে প্রভু, করহ নিস্তার॥
মতঙ্গ বলেন, মম শাপ অখণ্ডন (২)।
এ পর্ব্বতে কভু তুমি না কর গমন॥
সেই শাপে বালি না আইসে ঋষ্যমূকে।
দেশ-দেশান্তরে থাকি শুনি লোকমুখে॥
ঋষ্যমূকে আইলে সে হারাবে পরাণ।
বালিকে মুনির শাপ, তেঁই মম ত্রাণ॥
শ্রীরাম বলেন, মিত্র, কহিলে সকল।
বালিকে মারিয়া করি তোমাকে প্রবল॥
সুগ্রীব বলেন, বালি বিক্রম-সাগর।
বালির বিক্রম-কথা শুন রঘুবর॥
যখন রজনী শেষ, অরুণ-উদয়।
চারি সাগরেতে সন্ধ্যা করে মহাশয়॥
আকাশে তুলিয়া ফেলে পর্ব্বত-শিখর।
দুই হাতে লোফে তাহা বালি কপীশ্বর॥
উপাড়িয়া পর্ব্বত আকাশোপরি ফেলে
আপনারে পরীক্ষিতে নিত্য লোফে বলে॥
সপ্তদ্বীপা পৃথিবী (৩) সে নিমেষে বেড়ায়।
কি কব, পবন তার সঙ্গে না গোড়ায়॥
বালিকে মারিতে যদি না পার এক বাণে।
তবে বালি রাজা মোরে বধিবে পরাণে॥
মহাবীর বালিরাজ এ তিন ভুবনে।
পরাভব পায় সর্ব্ব বীর তার রণে॥
বালির বিক্রম শুনি রামচন্দ্র হাসে।
গাহিল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে॥

বালি বধ করিয়া সুগ্রীবকে রাজ্য-দানে শ্রীরামের প্রতিজ্ঞা

সুগ্রীবের কথা শুনি বলেন লক্ষ্মণ।
কোন্ কর্ম্মে তোমার প্রতীতি হয় মন॥
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব কোথায় হেন বীর।
শ্রীরামের এক বাণে রহিবে যে স্থির॥
হেন রাম প্রতি তব না হয় প্রতীত।
কি কর্ম্ম করিলে তুমি হও হরষিত॥
সুগ্রীব বলেন, দেখ দুন্দুভি-পাঁজর (৪)।
পায়ে করি ফেলাইল বালি কপিশ্বর॥
নেত্র-নীরে সুগ্রীবের তিতিল বদন।
আশ্বাসিয়া তুষিলেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
সুগ্রীবের প্রত্যয় নিমিত্ত রঘুবর।
পদাঘাতে ফেলিলেন দুন্দুভি-পাঁজর॥

(১) পরিহার - পরাভব; হার। (২) অখণ্ডন—যাহা খণ্ডন করা যায় না। (৩) সপ্তদ্বীপা-পৃথিবী—জম্বু, কুশ প্লক্ষ, শাল্মলী, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর এই সপ্তদ্বীপ বিশিষ্ট পৃথিবী। (৪) দুন্দুভি-পাঁজর - দুন্দুভির হাড়।

ফেলিয়াছিলেন বালি একটি যোজন।
ফেলেন যোজন শত কমল-লোচন ॥
সুগ্রীব বলিল, শুন রাম রঘুবর।
যখন ফেলিয়াছিল বালি সে পাঁজর ॥
রক্ত-চর্ম্মে ছিল অতি গুরুভার তার।
এখন হয়েছে শুষ্ক, নহে তত ভার ॥
ইহাতে কেমনে রাম করি অনুমান।
বালিরাজ হইতে যে তুমি বলবান্ ॥
শুন প্রভু রঘুনাথ, আমার বচন।
বালির বিক্রম-কথা করি নিবেদন ॥
দিগ্বিজয় করিতে চলিল দশানন।
বালির সহিত যুদ্ধ হইল ঘটন ॥
সন্ধ্যা করে বালিরাজ সাগরের জলে।
হেনকালে দশানন চৌদিকে নেহালে ॥
তপ করে বালিরাজ মুদিত-নয়ন।
পশ্চাতে ধরিতে যায় রাজা দশানন ॥
যুদ্ধ নাহি করে বালি, তপ নাহি ত্যজে।
পৃষ্ঠদিকে রাবণেরে জড়াইল লেজে ॥
লাঙ্গুলে বান্ধিয়া ফেলে সাগরের জলে।
একবার ডুবাইয়া আরবার তোলে ॥
এইরূপে তপ করে চারি পারাবারে।
রাবণ খাইয়া জল বাঁচিতে না পারে ॥
চারি সাগরেতে করি সন্ধ্যা সমাপন।
উঠিলেন বালি, লেজে বান্ধা দশানন ॥
রজনী হইল, বালি চলি গেল ঘর।
কাতরে রাবণ বলে, ক্ষম কপীশ্বর (২) ॥
বহু স্তবে ক্ষমে (৩) বালি তার অপরাধ।
রাবণ হইল মুক্ত পরম আহ্লাদ ॥
এক যুক্তি শুন প্রভু কমল-লোচন।
বালি-সঙ্গে মিলন করাহ এই ক্ষণ ॥
মিলন হইলে রাম দুই সহোদরে।
দোঁহে মিলি মারি গিয়া রাজা লঙ্কেশ্বরে ॥
ভ্রাতা দুই জনে যদি করাহ মিলন।
কোন্ ছার গণি তবে রাজা দশানন ॥
পৃথিবীর মধ্যে কেবা বালিরাজে আঁটে।
রাবণে আনিবে বালি ধরে তার জটে (৪) ॥
এতেক বলিল, যদি সুগ্রীব তখন।
শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র কহেন বচন ॥
করিয়াছি প্রতিজ্ঞা যে অগ্নি সাক্ষী করি।
বালি বধি তোমারে করিব অধিকারী (৫) ॥
আমার বচন কভু না হয় খণ্ডন।
পিতৃ-বাক্য-ক্রমে কেন আইলাম বন ॥
এতেক বলিলা রাম কমল-লোচন।
সুগ্রীবেরে ডাক দিয়া বলেন লক্ষ্মণ ॥
সুগ্রীব বলেন, তবে শুন নরবর।
সপ্ততাল ভেদ কর মারি এক শর ॥
ওই দেখ পুরোভাগে আছে গোলাকারে।
তবে সে বালিকে তুমি জিনিবে সমরে ॥
হাসেন শ্রীরঘুনাথ, আলো দশদিকে।
সপ্ততাল বিন্ধি মাত্র কোন্ কাজ লাগে ॥
সুচিত্র বিচিত্র বাণ কনক-রচিত।
তূণ হৈতে লইলেন শ্রীরাম ত্বরিত ॥
দৃঢ়মুষ্টি (৬) করি নিল দক্ষিণ হস্তেতে।
ছুটিল রামের বাণ সে সাত তালেতে ॥
সপ্ত তাল ভেদ করি বাণ হৈল পার।
ঋষ্যমূক পর্ব্বত বিন্ধিয়া আগুসার ॥
এক বাণ শৈল বিন্ধে, সপ্ত গাছ তাল।
বজ্রাঘাত শব্দে বাণ সান্ধায় (৭) পাতাল ॥
রাজহংস মূর্ত্তিমান্ আসিবার কালে।
পুনর্ব্বার বাণ আইল শ্রীরামের কোলে ॥

(১) নেহালে—দেখে। (২) কপীশ্বর বানর-রাজ। (৩) ক্ষমে—ক্ষমা করে। (৪) জটে—চুলে।
(৫) অধিকারী—প্রভু; রাজা। (৬) দৃঢ়মুষ্টি—মুঠো শক্ত। (৭) সান্ধায়—প্রবেশ করে; ঢোকে।

নিজ মূর্ত্তি ধরি বাণ তূণ মধ্যে ঢোকে।
রামের বিক্রমে সবে হাত দিল নাকে (১)॥
সকল বানর নিল রাম-পদ-ধূলি।
তুমি পার মারিবারে শত শত বালি॥
সুগ্রীব বলেন, তব বিক্রমেতে (২) জানি।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু এসেছ আপনি॥
তোমা হেন মিত্র মোরে দিলেন বিধাতা।
তোমার প্রতাপে পাব রাজ-গণ্ড-ছাতা॥
রামের বীরত্ব হেরি সুগ্রীবের আশ।
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডেতে গাহে কবি কৃত্তিবাস॥

বালির সহিত যুদ্ধে সুগ্রীবের
পরাজয়।

শ্রীরাম বলেন, কি বিলম্বে প্রয়োজন।
বালির সহিত ঝাট করাহ দর্শন॥
দেখিলে শত্রুকে মারি ঘুচাইব ডর।
সুখে রাজ্য করিবে তোমরা মিত্রবর॥
সুগ্রীবেরে দেন রাম আশ্বাস-বচন।
সাত জন কিষ্কিন্ধ্যায় করেন গমন॥
রাজ-দ্বার নিকটে চলেন রাম ধীরে।
বৃক্ষ-আড়ে লুকাইয়া থাকি দুই বীরে॥
বালি-দ্বারে সুগ্রীব ছাড়িবে সিংহ-নাদ।
তাহাতে অবশ্য বালি শুনিবে সংবাদ॥
করিবে তোমার সঙ্গে সমর আরব্ধ (৩)।
এক বানে বালিকে করিব আমি স্তব্ধ॥
বালি-দ্বারে সুগ্রীব ছাড়িল সিংহ-নাদ।
বাহির হইল বালি গণিয়া প্রমাদ॥
বীরদর্প করে বালি অতি ভয়ঙ্কর।
বিক্রমে আক্রম (৪) করে সুগ্রীব উপর॥
হাতে হাতে মাথে মাথে বাধিল সমর।
দুই ভাই মল্লযুদ্ধ করে বহুতর॥
ক্ষণে হেঁটে পড়ে বালি, ক্ষণেক উপরে।
ক্ষিতি টলমল করে উভয়ের ভরে॥
দুই সিংহ যুদ্ধে যেন ছাড়ে সিংহ-নাদ।
দুই ভাই যুদ্ধ করে নাহি অবসাদ (৫)॥
দেখেন শ্রীরাম বাণ করিয়া সন্ধান।
উভয়ের বেশ-ভূষা বয়স সমান॥
চিনিতে নারেন রাম সুগ্রীব বানরে।
বালিকে মারিতে পাছে নিজ মিত্র মরে॥
সুগ্রীবেরে মারে বালি বজ্রসম চড়।
সহিতে না পারি তাহা উঠি দিল রড় (৬)॥
মহাবল বালি-রাজা অতুল প্রতাপ।
তাহার সহিত যুদ্ধ সহে কার বাপ॥
বড় বড় বীরগণে করে যে সংহার।
যুদ্ধারম্ভে সুগ্রীব বানর কোন্ ছার॥
রক্তে রাঙ্গা অঙ্গ ভাঙ্গা, পলায় সুগ্রীব।
আগে যায়, ফিরে চায়, প্রায় সে নির্জ্জীব॥
ঋষ্যমূকে তিষ্ঠিতে (৭) সুগ্রীব পলাইল।
মুনি-শাপ বালি মনে করিয়া ফিরিল॥
না পারিয়া সুগ্রীবের প্রাণ বিনাশিতে।
ঘরে যায় বালিরাজা গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে॥
ভাল পলাইয়া গেলি লইয়া জীবন।
কি জোরে করিস্ তুই মোর সঙ্গে রণ॥
ভাল হৈল পলাইল, হ'য়ে মোর ভাই।
প্রাণেতে মারিব, যদি পুনঃ দেখা পাই॥
সিংহাসনে বসি বালি ভাবে মনোদুঃখে।
সুগ্রীব জর্জ্জর ঘায়ে, রহে ঋষ্যমূকে॥

(১) হাত দিল নাকে—অবাক্ হওয়ার চিহ্ন। (২) বিক্রমেতে—বিক্রম দর্শনে। (৩) আরব্ধ—আরম্ভ অর্থে। (৪) আক্রম—তাড়া। (৫) অবসাদ—বিরাম; শেষ। (৬) রড়—দৌড়। (৭) তিষ্ঠিতে—বাস করিবার জন্য।

চলিলেন শ্রীরাম প্রভৃতি সেইখানে।
আছে হেঁট মুণ্ডেতে সুগ্রীব অপমানে ॥
মাথা তুলি সুগ্রীব রামেরে নাহি দেখে।
বহু অনুযোগ (১) করে সবার সম্মুখে ॥
আজি যদি মরিতাম বালির সংগ্রামে।
কে করিত রাজ্যভোগ, কি করিত রামে ॥
মারিতে নারিবে আগে না বলিলে কেনে।
বালি সঙ্গে তবে কেন প্রবেশিব রণে ॥
তখনি বলেছি বালি বিষম দুর্জ্জয়।
তাহারে সংহার করা ক্ষুদ্র কর্ম্ম নয় ॥
বড় বড় বীর যত মধ্যে পৃথিবীর।
বালিকে মারিতে পারে নাহি হেন বীর ॥
আছুক যুদ্ধের কাজ, দরশনে ভাগে।
কোন্ জন যুদ্ধ করে সে বালির আগে ॥
কেন বা গেলাম, পাইলাম অপমান।
এতক্ষণ থাকিলে বধিত মোর প্রাণ ॥
ঋষ্যমূক পর্ব্বত নিকটে ছিল যেই।
এ সঙ্কটে রক্ষা আমি পাইলাম তেঁই ॥
বালিকে মারিবে বলি করিলে আশ্বাস (২)।
আমাকে ফেলিয়া রণে হৈলে এক পাশ ॥
এখনি মারিবা বাণ হেন মোর মনে।
কোথা বাণ, কোথা রাম, ভাগ্যে আছি প্রাণে ॥
শ্রীরাম বলেন, মিত্র, না বল বিস্তর।
উভয়েরে দেখিলাম একই সোসর (৩) ॥
বয়সে সাহসে বেশে একই সমান।
মিত্র-বধ-ভয়ে নাহি এড়িলাম বাণ ॥
চিহ্ন দিয়া মিত্র, তুমি রণে গেলে চিনি।
বালিকে মারিব, রাজা হইবা আপনি ॥
পুনঃ রণে গেলে যবে আসিবেক বালি।
ঘুচাইব তখনি মনের যত কালি (৪) ॥
বঞ্চিল সুগ্রীব রাত্রি রামের আশ্বাসে।
রচিল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে ॥

শ্রীরাম-কর্ত্তৃক বালি-বধ।

চিহ্ন বিনা নাহি চেনা যায় সুগ্রীবেরে।
চিহ্ন দিতে শ্রীরাম কহেন লক্ষ্মণেরে ॥
রজনী প্রভাতে ফুল আনি নানাজাতি।
সেই ফুলে মালা গাঁথে লক্ষ্মণ সুমতি ॥
লক্ষ্মণ দিলেন পুষ্প-মালা তার গলে।
করিলেন সাত বীর (৫) যাত্রা শুভকালে ॥
রাজ্যলোভে সুগ্রীব মারিতে সহোদরে।
আগে আগে চলিল, বিলম্ব নাহি করে ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ যান হাতে ধনুঃশর।
তাহার পশ্চাতে চলে ইতর (৬) বানর ॥
মৃগ পক্ষী বনচর দেখে স্থানে স্থান।
লক্ষ লক্ষ হস্তী দেখে পর্ব্বত প্রমাণ ॥
বনের ভিতর দেখে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
মুনির আশ্রম মাঝে কদলীর বন ॥
শ্রীরাম বলেন, মিত্র, অদ্ভুত কদলী।
কাহার সৃজন এই আশ্রম-মণ্ডলী (৭) ॥
সুগ্রীব বলেন, হেথা ছিল সপ্ত মুনি।
করিত কঠোর তপ লোক মুখে শুনি ॥
তারা দশ হাজার বৎসর অনাহারে।
করি তপ সশরীরে গেল স্বর্গপুরে ॥

---

(১) অনুযোগ—দোষারোপ। (২) আশ্বাস—আশাদান। (৩) সোসর—সমান। (৪) কালি—গ্লানি। (৫) সাত বীর—নল, নীল, গবাক্ষ, হনুমান্, সুগ্রীব, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ। (৬) ইতর—অপর সাধারণ। (৭) আশ্রম-মণ্ডলী—আশ্রম সকল।

সকলে বন্দেন গিয়া আশ্রম-মণ্ডল।
যাহারে বন্দিলে হয় সর্ব্বত্র মঙ্গল॥
সুগ্রীব বলেন, রাম, হও সাবধান।
কালিকার মত যেন না হয় বিধান॥
আপন শপথে মিত্র, আজি হও পার।
অবশ্য করিব আমি সীতার উদ্ধার॥
আমার বচন মিথ্যা না ভাবিহ মনে।
সীতা উদ্ধারিব আমি মারিয়া রাবণে॥
শ্রীরাম বলেন, তুমি ভূষিত মালায়।
বালিকে বধিব আজি, বাঁচাব তোমায়॥
বালিকে দেখিবামাত্র চালাইব শর।
পুনরায় বালি আজি না যাইবে ঘর॥
সপ্ত তাল বিন্ধিলাম আমি যেই বাণে।
সেই বাণ স্মরিয়া নিশ্চিন্ত হও মনে॥
মিথ্যা না বলিব, সত্য না করিব আন।
বালি-রাজা নিতান্ত হারাবে আজি প্রাণ॥
সিংহনাদ ছাড়িল সুগ্রীব বালি-দ্বারে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে যেন মহীধরে (১)॥
পাইয়া রামের বল সুগ্রীব প্রবল।
সিংহনাদে কাঁপাইল ধরা রসাতল॥
সিংহনাদে রুষিল বানর-রাজ বালি।
সম্মুখে যাহারে দেখে তারে দেয় গালি॥
মুখখানি মেলে যেন জলন্ত অঙ্গারা (২)।
চন্দ্র সূর্য্য জিনিয়া চক্ষুর দুই তারা॥
সত্তর যোজন তনু আড়ে পরিসর।
তিন শত যোজন দীঘল (৩) কলেবর॥
যদি বাঞ্ছা হয়, হয় নকুল-প্রমাণ।
কখন আকাশ-জোড়া হয় পরিমাণ॥
লাঙ্গুল করিতে পারে যোজন পঞ্চাশ।
উভ (৪) যদি করে তবে পরশে আকাশ॥
তারা মহাদেবী তার অতি বুদ্ধি ধরে।
বালিকে বারণ করে যাইতে সমরে॥
কোপ সম্বরহ, রণে না কর গমন।
আমার বচন শুন জীবন কারণ॥
এক দিন যুদ্ধে যার বৎসর বিশ্রাম।
কি সাহসে আইসে সে করিতে সংগ্রাম॥
যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া যেই যুঝিতে হাঁকারে (৫)।
হইলে পণ্ডিত লোক অবশ্য বিচারে॥
আপনা পাসর তুমি মত্ত হও কোপে।
ভাবিতে তোমার কর্ম্ম ভয়ে প্রাণ কাঁপে॥
যুদ্ধে না যাইও প্রভু, শুন মোর বাণী।
আজিকার যুদ্ধে আমি অমঙ্গল গণি॥
কালি গেল তব স্থানে সুগ্রীব হারিয়া।
কি বলে আইল আজি প্রবল হইয়া॥
অবশ্য কাহারো ঠাঁই পাইয়াছে বল।
নতুবা আসিবে কেন, নিজে সে দুর্ব্বল॥
যুদ্ধে না যাইও তুমি, থাক অন্তঃপুরে।
ডাকিছে সুগ্রীব, ডাকে ডাকুক বাহিরে॥
সূর্য্যবংশে রাজা ছিল দশরথ নাম।
রাজপুত্র দুই ভাই লক্ষ্মণ শ্রীরাম॥
পিতৃ-সত্য পালিতে হইল বনবাসী।
বল্কল (৬) পরণে, শিরে জটা, সে সন্ন্যাসী॥
রাজ্য হারাইয়া তারা ভ্রমে বনে বনে।
মিলিয়াছে তারা বুঝি সুগ্রীবের সনে॥
রাজ্যভ্রষ্ট সুগ্রীব বিবিধ বুদ্ধি ধরে।
সহায় করিয়া বুঝি আইল রামেরে॥
যদ্যপি এমত হয়, তবে বড় ভার (৭)।
নাহি দেখি অদ্য যুদ্ধে মঙ্গল তোমার॥
ভাল মন্দ হউক সে তব সহোদর।
সহোদর সনে যুদ্ধ অযোগ্য বিস্তর॥

(১) মহীধর—পর্ব্বত। (২) অঙ্গারা—অঙ্গার; পদ্যের মিলের অনুরোধে। (৩) দীঘল—দীর্ঘ। (৪) উভ—উচ্চ। (৫) হাঁকারে—উচ্চৈঃস্বরে ডাকে; চীৎকার করে। (৬) বল্কল—গাছের ছাল। (৭) ভার—কঠিন।

ক্ষান্ত হও মহারাজ, কাজ নাই রাগে।
সুগ্রীব সহিত রাজ্য কর একযোগে ॥
সকলে রাজত্ব করে, সুগ্রীব বঞ্চিত।
সহিতে না পারে দুঃখ, ভাবে বিপরীত ॥
আমার বচন তুমি না করিহ হেলা।
অহঙ্কারে না যাইও সংগ্রামের বেলা ॥
আর এক কথা প্রভু করি নিবেদন।
পিতৃসত্য হেতু রাম আইলেন বন ॥
কৈকেয়ী বিমাতা তারে দিল সত্য-ভার।
কনিষ্ঠেরে রাজ্য রাম দেন অধিকার ॥
শত্রু হৈয়া যেই জন পাঠাইল বনে।
তাহারে করেন রাজা কিসের কারণে ॥
তোমার বাপের বেটা কনিষ্ঠ সোদর।
দুই ভাই রাজ্য কর হৈয়া একত্তর (১) ॥
বালি বলে, না ভাবিহ তারা চন্দ্রমুখি।
সুগ্রীব লাগিয়া যত বল নহি দুঃখী ॥
দানব মারিতে আমি গেলাম পাতালে।
রাখিলাম সুড়ঙ্গের দ্বারে সে চণ্ডালে ॥
বৃক্ষ-প্রস্তরেতে সে সুড়ঙ্গ-দ্বার ঢাকে।
আমার মহিলা হরে, জাতি নাহি রাখে ॥
তোমার কথায় তারে না মারিব প্রাণে।
হাতে গলে বাঁধি দিব তোমা বিদ্যমানে ॥
তারা বলে, শুন রাজা করি নিবেদন।
সুগ্রীবের দোষ নাই, দোষী পাত্রগণ ॥
পাত্রগণে রাজ্য দিল করিয়া সন্তোষ।
সুগ্রীব হইল রাজা, তার নাহি দোষ ॥
করহ আমারে ক্ষমা, রাখহ বচন।
আজিকার দিন তুমি না করিহ রণ ॥
ক্ষিতি খান খান হয় পর্ব্বত উপাড়ে।
চন্দ্র সূর্য্য আদি শ্রীরামের বাণে পোড়ে ॥
রামেরে সহায় করি যদি সে আইসে।
তবে বল প্রাণনাথ, রক্ষা পাবে কিসে ॥
বালি বলে, বল কেন অসত্য বচন।
মারিবেন শ্রীরাম আমারে কি কারণ ॥
পরের কথায় কি করিবেন অধর্ম্ম।
রামকে না ভয় করি, শুন তার কর্ম্ম ॥
সত্যবাদী রাম বড় সত্যধর্ম্মে মন।
সত্যের কারণে তিনি আইলেন বন ॥
কখনো রামের সঙ্গে মোর নাহি বাদ।
তিনি কেন করিবেন মিথ্যা বিসংবাদ (২) ॥
আমি দোষী নহি, রাম রুষিবেন কিসে।
পুনঃপুনঃ কহ কেন রাম যদি আসে ॥
তবে যদি সুগ্রীব সাহায্যে আসে রাম।
তবু নাহি দিব ভঙ্গ করিব সংগ্রাম ॥
রুষিয়া চলিল বালি সিংহের গর্জ্জনে।
না রহিল তারা মহাদেবীর বচনে ॥
যাত্রাকালে তারাদেবী করিল মঙ্গল।
কিন্তু তার নেত্রজল করে ছল ছল ॥
অন্তরে জানিয়া তারা কান্দিল বিস্তর।
এবার নিস্তার নাহি সমর দুস্তর ॥
বাহির হইয়া বালি চতুর্দ্দিকে চায়।
একা সুগ্রীবেরে মাত্র দেখিবারে পায় ॥
বালি সুগ্রীবের যুদ্ধ লাগে হুড়াহুড়ি (৩)।
হুড়াহুড়ি দুই জনে করে বেড়াবেড়ি (৪) ॥
বেড়াবেড়ি দুই জনে করে জড়াজড়ি (৫)।
জড়াজড়ি দুই জনে করে মারামারি ॥
কেহ কারে নাহি পারে উভয়ে সোসর।
দুই জনে মল্ল-যুদ্ধ একটি প্রহর ॥
সুগ্রীব হইতে বালি দ্বিগুণ প্রখর।
একটি চাপড়ে তারে করিল কাতর ॥

(১) একত্তর—একত্র। (২) বিসংবাদ—বিবাদ। (৩) হুড়াহুড়ি—ঠেলাঠেলি। (৪) বেড়াবেড়ি—উভয়ে উভয়কে ধরিবার চেষ্টা। (৫) জড়াজড়ি—সাপটাসাপ্‌টি।

বালি বজ্রমুষ্টি যে মারিল তার বুকে।
অচেতন সুগ্রীব, শোণিত উঠে মুখে ॥
সুগ্রীবেরে অচেতন দেখিয়া সম্মুখে।
শ্রীরাম ঐষিক বাণ জুড়েন ধনুকে ॥
সশঙ্ক সুগ্রীব প্রায় করে পলায়ন।
আড়ে থাকি রাম বাণ করেন ক্ষেপণ ॥
দশদিক্ আলো করি সেই বাণ ছুটে।
বজ্রাঘাত সম বাণ বালি-বুকে ফুটে ॥
বুক ধরি বালি রাজা করে হাহাকার।
কোন্ জন করিল এ দারুণ প্রহার ॥
বুকে পৃষ্ঠে ভার সে নাড়িতে নারে পাশ।
এক বাণে পড়ে বালি ঘন বহে শ্বাস ॥
পড়িলেক বালি রাজা ইন্দ্রের নন্দন।
গায়ের ভূষণ খসে অঙ্গের বসন ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের থাকিল বিষাদ।
ধার্ম্মিক রামের কেন হইল প্রমাদ ॥

শ্রীরামকে বালির ভর্ৎসনা।

ভূমে পড়ি বালি রাজা করে ছট্‌ফট্।
ধাইয়া গেলেন রাম তাহার নিকট ॥
মৃগ মারি ব্যাধ যেন ধাইল উদ্দেশে।
ধাইয়া গেলেন রাম সে বালির পাশে ॥
রক্তনেত্রে শ্রীরামের পানে চাহে বালি।
দন্ত কড়মড় করে, দেয় গালাগালি ॥
নিষেধিল তারা মোরে বিবিধ বিধানে।
করিলাম বিশ্বাস চণ্ডালে সাধু-জ্ঞানে ॥
রাজকুলে জন্মিয়াছ নাহি ধর্ম্ম-জ্ঞান।
আমারে মারিলে রাম, এ কোন্ বিধান ॥
শশক গণ্ডার কূর্ম্ম গোধিকা শল্লকী।
ভক্ষণীয় জন্তু পঞ্চ এই পঞ্চনখী (১) ॥
তার মধ্যে কেহ নহি শুন রঘুবীর।
আমার শোণিত মাংস ভক্ষ্যের বাহির ॥
আমার চর্ম্মেতে নাহি হইবে আসন।
মৃগ নহি, শাখা-মৃগে (২) কোন্ প্রয়োজন ॥
নির্দ্দোষ বানর আমি, মার কোন কার্য্যে।
এই হেতু অধিকার না পাইলে রাজ্যে ॥
কোন্ দেশ লুটিয়া দিলাম কারে ক্লেশ।
কোন্ দোষে করিলে আমার আয়ুঃশেষ ॥
আর বংশে জন্ম নহে, জন্ম রঘুবংশে।
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমা সকলে প্রশংসে ॥
এ কোন্ ধর্ম্মের কর্ম্ম করিলে না জানি।
অপরাধ বিনা বিনাশিলে মম প্রাণী ॥
সবে বলে রামচন্দ্র দয়ার নিবাস।
যত দয়া তোমার তা আমাতে প্রকাশ ॥
তপস্বীর ছলে রাম, ভ্রম এই বনে।
কাহার বধিব প্রাণ সদা ভাব মনে ॥
সর্ব্বলোকে বলে রাম ধর্ম্ম-অবতার।
ভাল দেখাইলে রাম সেই ব্যবহার ॥
ভাই ভাই দ্বন্দ্ব করি দেখহ কৌতুক।
আমারে মারিয়া রাম, কি পাইলে সুখ ॥
কোথাও না দেখি হেন কখন না শুনি।
অন্যের সহিত যুদ্ধে অন্যে হয় হানি ॥
সম্মুখ-সমরে যদি মারিতে হে বাণ।
একটা চপেটাঘাতে (৩) বধিতাম প্রাণ ॥
সম্মুখ-সংগ্রাম বুঝি বুঝিলা কঠোর।
তেঁই রাম আমাকে বধিলে হৈয়া চোর ॥
জ্ঞাত আছ আমারে যেমন আমি বীর।
আমার সহিত যুদ্ধে হইতে কি স্থির ॥

---

(১) পঞ্চনখী—যাহাদের পাঁচটা নখ আছে। শশক (খরগোস) শল্লকী (সজারু) গোধা (গো-সাপ) খড়্গী (গণ্ডার) কূর্ম্ম (কচ্ছপ) এই পাঁচটি ভক্ষ্য জন্তু। (২) শাখা-মৃগ—বানর। (৩) চপেটাঘাতে—চড়ে।

সশঙ্ক সুগ্রীব প্রায় করে পলায়ন।
আড়ে থাকি রাম বাণ করেন ক্ষেপণ ॥—২১২ পৃঃ

স্বয়ম্প্রভা আমার নাম হেমা মোর সখী।
হেমার বচনে আমি এই পুরী রাখি। পৃঃ ২০০

সুগ্রীব আমার বাদী, সাধি তার বাদ।
অবিবাদে (১) তুমি কেন করিলে প্রমাদ ॥
কেমনে দেখাবে মুখ সাধুর সমাজে।
বিনা দোষে কপটে বধিয়া বালি-রাজে ॥
দশরথ রাজা তিনি ধর্ম্ম-অবতার।
তাঁর পুত্র হইয়াছ কুলের অঙ্গার ॥
মহারাজ দশরথ ধর্ম্মে রত মন।
তাঁর পুত্র তুমি না হইবে কদাচন ॥
ধর্ম্মহীন, মান্য ছিলে বাপের গৌরবে।
মিলিলে সাধিতে ইষ্ট পাপিষ্ঠ সুগ্রীবে ॥
পাপী পাপী মিলনেতে পাপের মন্ত্রণা।
নতুবা আমার কেন হইবে যন্ত্রণা ॥
বানর হইতে কার্য্য করিবে উদ্ধার।
তবে কেন আমারে না দিলে এই ভার ॥
এক লাফে পারাবার (২) হইতাম পার।
এক দিনে করিতাম সীতার উদ্ধার ॥
রাজপুত্র তুমি রাম, নাহি বিবেচনা।
কোন্ ছার মন্ত্রী সহ করিলে মন্ত্রণা ॥
করিলাম কত শত বীরের সংহার।
আমার সম্মুখে সে রাবণ কোন্ ছার ॥
রাবণ আসিয়াছিল রণ করিবারে।
লেজে বান্ধি ডুবালাম চারি পারাবারে ॥
লেজের বন্ধন তার কিষ্কিন্ধ্যায় খসে।
পায়ে পড়ি আমার, সে উঠিল আকাশে ॥
ত্রিলোক-বিজয়ী শিব-ভক্ত দশগ্রীব (৩)।
কি করিবে তাহার নিকটে এ সুগ্রীব ॥
যদি হয়, হইবে বিলম্ব বহুতর।
মধ্যে এক ব্যবধান প্রবল সাগর ॥
যদ্যপি আমারে রাম দিতে এই ভার।
এক দিনে করিতাম সীতার উদ্ধার ॥
আনিতাম রাবণেরে ধরিয়া গলায়।
সেবক হইয়া রাম সেবিত তোমায় ॥
এ নহে বিচিত্র ভার, আমি বালি-রাজ।
আমারে না জানে কোন্ বীরের সমাজ ॥
বিস্তর ভর্ৎসিল রামে রণস্থলে বালি।
কৃত্তিবাস বলে, কেন রামে দেহ গালি ॥

শ্রীরামের প্রতি বালির বিনয়।

শ্রীরাম বলেন, বালি, শুন হয়ে স্থির।
বানর-জাতির মধ্যে তুমি বড় বীর ॥
আমারে করিলে তুমি অনেক ভর্ৎসন।
আর যদি থাকে কিছু কহ কু-বচন ॥
পৃথিবীতে যত রাজা আছে যুগে যুগে।
দয়া করি কোন্ রাজা ছাড়িয়াছে মৃগে ॥
ঘাস খায়, বনে চরে, নাহি অপরাধ।
তবু মৃগ মারিতে রাজারা হয় ব্যাধ ॥
মৎস্যগণ জলে থাকে, তারা হিংসে কা'কে।
তারে বধ করে কেন বড় বড় লোকে ॥
পশু পক্ষী সর্ব্ব স্থানে থাকে সর্ব্ব বনে।
ব্যাধগণ অবিরত কেন তারে হানে ॥
আমার রাজ্যেতে থাকি কর পরদার (৪)।
সেই পাপে মম রাজ্যে পাপের সঞ্চার ॥
মম বাণে তোমার হইল মুক্ত পাপ।
স্বর্গে যাহ বালি, কেন করহ সন্তাপ ॥
ভক্ত হেন সুগ্রীবের করিব পালন।
তাহার যে শত্রু তার বধিব জীবন ॥
করিয়াছি মিত্রতা পাবক (৫) সাক্ষী করি।
কোথাও না রাখি আমি সুগ্রীবের অরি ॥

---

(১) অবিবাদে—বিবাদ না থাকিলেও। (২) পারাবার—সমুদ্র। (৩) দশগ্রীব—রাবণ। (৪) পরদার—পরস্ত্রী হরণ। (৫) পাবক—অগ্নি।

সুগ্রীবের জ্যেষ্ঠ ভাই তুমি ত গর্ব্বিত (১)।
তোমারে অধিক বলা না হয় উচিত ॥
তোমার সহিত যুদ্ধ মোর নাহি সাজে।
ক্ষমা কর কপিরাজ, কেন পাড় লাজে ॥
ক্ষমা কর বীর, তব দৈবের লিখন।
আমার প্রসাদে যাও মহেন্দ্র-ভুবন ॥
ইন্দ্রপুত্র তুমি, হও মহেন্দ্রের বেশ।
অমরাবতীতে (২) যাও আপনার দেশ ॥
বালি বলে, ত্রিভুবনে তুমি ত পূজিত।
ব্যথিত হইয়া বলিলাম অনুচিত ॥
ক্ষমা কর, ধরি রাম তোমার চরণ।
সুগ্রীব-অঙ্গদে তুমি করহ পালন ॥
সুগ্রীবেরে রাজ্য দিতে করিলে স্বীকার।
অঙ্গদেরে দিবে তুমি কোন্ অধিকার ॥
তুমি দাতা, তুমি কর্ত্তা, তুমি ত বিধাতা।
সুগ্রীব অঙ্গদের ধর্ম্মতঃ হও পিতা ॥
সুষেণ-দুহিতা তারা আছে গৃহমাঝে।
সুগ্রীব না দুঃখ দেয় তারে কোন কাজে ॥
শ্রীরাম বলেন, গতি চিন্ত কপিরাজ।
পবিত্র হইলে তুমি, কথায় কি কাজ ॥
শ্রীরামে বিনয়ে কহে বালি জোড়-হাত।
বিরূপ বচন (৩) ক্ষমা কর রঘুনাথ ॥
বালির বচন শুনি রামের উল্লাস।
রচিল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥

———

বালির মৃত্যুতে তারার বিলাপ ও শ্রীরামের প্রতি অভিশাপ।

রণে পড়ে বালি-রাজ শ্রীরামের বাণে।
অন্তঃপুরে থাকি তাহা তারাদেবী শুনে ॥
বস্ত্র না সংবরে রাণী আলুয়িত-কেশে (৪)।
অঙ্গদেরে ল'য়ে যায় বালির উদ্দেশে ॥
পথে দেখে মন্ত্রিগণ পলাইছে ত্রাসে।
অশ্রুমুখী (৫) তারাদেবী সবারে জিজ্ঞাসে ॥
তোমরা রাজার পাত্র, ছিলে তাঁর সাথী।
তবে ছাড়ি যাও কেন রাখিয়া অখ্যাতি ॥
কপিগণ বলে, শুন তারা ঠাকুরাণী।
দুই ভাই বিস্তর করেন হানাহানি ॥
তুমি যত বলিলে হইল বিদ্যমান।
শ্রীরামের বাণে বালি হারাইল প্রাণ ॥
চারিভিতে সৈন্য গিয়া রাখ অন্তঃপুরী।
অঙ্গদেরে রাজা কর শোক পরিহরি ॥
তারা বলে, রাজ্য নিয়ে থাকুক অঙ্গদ।
স্বামি-সঙ্গে যাব আমি, এই সে সম্পদ ॥
শিরে করে করাঘাত, বস্ত্র না সম্বরে।
রণস্থলে রাণী চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করে ॥
ধনুর্ব্বাণ ছাড়িয়া বসিয়া রঘুনাথ।
লক্ষ্মণ সম্মুখে তাঁর করি জোড়হাত ॥
কারো মুখে নাহি শুনা যায় কোন কথা।
সকলে বসিয়া আছে হেঁট করি মাথা ॥
বালির নিকটে তারা চলিল সত্বরে।
স্বামীর দুর্গতি দেখি হাহাকার করে ॥
মেঘের গর্জ্জন তুল্য তোমার গর্জ্জন।
বড় বড় বীর সহে কে তোমার রণ ॥
শ্রীরামের এক বাণে লোটাও ভূতলে।
একি অসম্ভব কর্ম্ম বিধি দেখাইলে ॥
মম বাক্য না শুনিলে, করিলে সাহস।
তোমার নাহিক দোষ, বিধাতা বিরস (৬) ॥
মুদিলে নয়ন, নাথ, ত্যজিয়া আমায়।
তোমা বিনা অঙ্গদের না দেখি উপায় ॥

(১ গর্ব্বিত—গর্ব্বযুক্ত ; গৌরবান্বিত ; সম্মানিত। (২) অমরাবতী—স্বর্গ। (৩) বিরূপ বচন—অসন্তোষজনক কথা। (৪) আলুয়িত কেশে—এলোচুলে। (৫) অশ্রুমুখী—রোদন-পরায়ণা। (৬) বিরস—প্রতিকূল ; বাম।

চন্দ্র যান অস্ত, তাঁর সঙ্গে যায় তারা (১)।
তোমার হইল অস্ত, রহে কেন তারা (২) ॥
রাজ্যলোভে সুগ্রীব করিল হেন কাজ।
কান্দাইল কিষ্কিন্ধ্যার বিশিষ্ট সমাজ (৩) ॥
এতেক বলিয়া কান্দে তারা কৃশোদরী (৪)।
তাহার ক্রন্দনে কান্দে কিষ্কিন্ধ্যা-নগরী ॥
বালক অঙ্গদ কান্দে মৃত্তিকা-শয়নে।
পশু পক্ষী আদি কান্দে বালির মরণে ॥
থাকুক অন্যের কথা কান্দেন লক্ষ্মণ।
শ্রীরাম সুগ্রীব দোঁহে বিরস-বদন ॥
তারা বলে, রাম, তব জন্ম রঘুকুলে।
আমার স্বামীকে কেন বিনাশিলে ছলে ॥
সম্মুখে মারিতে যদি দেখিতে প্রতাপ।
লুকাইয়া মারিলে, পাইনু বড় তাপ ॥
শ্রীরাম, তোমারে বলে সবে দয়াবান্।
ভাল দেখাইলে আজ তাহার প্রমাণ ॥
একেবারে আমার করিলে সর্ব্বনাশ।
সুগ্রীবের প্রতি দয়া করিলে প্রকাশ ॥
বিচ্ছেদ-যাতনা যত জান ত আপনি।
তবে কেন মোরে তাহা দিলে রঘুমণি ॥
প্রভু শাপ না দিলেন সদয়-হৃদয়।
আমি শাপ দিব তোমা, ফলিবে নিশ্চয় ॥
সীতা উদ্ধারিবে রাম, আপন বিক্রমে।
সীতারে আনিবে ঘরে বড় পরিশ্রমে ॥
কিন্তু সীতা না রহিবে সদা তব পাশ।
কিছুদিন থাকিয়া করিবে স্বর্গবাস ॥
কান্দাইলে যেইরূপে কিষ্কিন্ধ্যা-নগরী।
কান্দাইয়া তোমারে যাইবে স্বর্গপুরী ॥
আমি যদি সতী হই ভারত ভিতরে।
কান্দিবে সীতার হেতু, কে খণ্ডিতে পারে ॥
আমি শাপ দিলাম, না হইবে খণ্ডন।
সীতার কারণে তব দহিবে জীবন ॥
সীতার কারণে তুমি নিয়ত কাঁদিবে।
এ জন্মের মত দুঃখে কাল কাটাইবে ॥
বানরী হইয়া তারা রামে শাপ দিল।
এতেক সম্পদ মোর সকলি মজিল ॥
ইহা মনে না করিও, আমি নারায়ণ।
কর্ম্মমত ফল ভোগ করে সর্ব্বজন ॥
বিনা দোষে মারিলে যেমন কপীশ্বরে।
মারিবে তোমারে রাম সে-ই জন্মান্তরে (৫) ॥
সতীর বচন কভু না হয় খণ্ডন।
যাহা বলি, তাহা হবে, নাহি বিমোচন ॥
খেদে তারা কান্দে, কোলে করিয়া বালিরে।
তাহার ক্রন্দনে বালি বলে ধীরে ধীরে ॥
শুন তারা প্রেয়সি, তোমারে আমি বলি।
রামেরে দিয়াছি আমি বহু গালাগালি ॥
আমার বচনে বড় পাইলেন লাজ।
তুমি মন্দ বলিয়া সাধিবে কোন্ কাজ ॥
সীতারে হরিয়া নিল লঙ্কার রাবণ।
রাবণের অপরাধে আমার মরণ ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ ছিল, রামের কি দোষ।
গালি দিলে শ্রীরাম হবেন অসন্তোষ ॥
তারা প্রতি দিল বালি প্রবোধ-বচন।
মৃত্যুকালে সুগ্রীবেরে করে সম্ভাষণ ॥
বালি বলে, সুগ্রীব, তুমি যে সহোদর।
তব সনে বিসংবাদ হইল বিস্তর ॥
তোমার বিবাদে মোর এই ফল হয়।
তুমি রাজ্য কর, আমি মরি হে নিশ্চয় ॥
তব দোষ নাহি, মোরে বিধাতা বিমুখ।
একত্র না হইল দোঁহার রাজ্যসুখ ॥

---

(১) তারা—নক্ষত্র। (২) তারা—বালি-পত্নী; এখানে অন্ত্যযমক অলঙ্কার হইয়াছে। (৩) বিশিষ্ট সমাজ—প্রধান ব্যক্তিবর্গ। (৪) কৃশোদরী—সুন্দরী। (৫) দ্বাপর যুগে জরা নামক ব্যাধের শরাঘাতে শ্রীকৃষ্ণ বিনাশ প্রাপ্ত হন।

রাজ্যভোগে বাড়ালাম অঙ্গদ সুন্দর।
পদতলে লোটে পুত্র ধূলায় ধূসর ॥
অঙ্গদেরে ভাই, তুমি নাহি দিও তাপ।
আমার বিহনে তুমি অঙ্গদের বাপ ॥
অঙ্গদেরে ভয়েতে অভয় দিও দান।
পালন করিও এরে পুত্রের সমান ॥
আমি যদি থাকিতাম হইত পালন।
এই লহ অঙ্গদেরে করি সমর্পণ ॥
দারুণ রামের বাণে পোড়ে এ শরীর।
ক্ষণেক থাকিয়া প্রাণ হইবে বাহির ॥
ইন্দ্র মালা দিয়াছেন পুত্রের সন্দেশ (১)।
সুগ্রীবেরে দিই যে, দেখহ এই দেশ ॥
শ্রীরামের ঠাঁই বালি লয় অনুমতি।
সুগ্রীবের গলে দিল, ধরে নানা জ্যোতি ॥
সুগ্রীবেরে মালা দিয়া পুত্র পানে চাহে।
মৃত্যুকালে অঙ্গদেরে পরিমিত (২) কহে ॥
বাড়িলে যেমন পুত্র আমার গৌরবে।
সেই মত বাড়াইবে তোমারে সুগ্রীবে ॥
অহঙ্কার না করিহ আমার কথনে।
খুড়ার করিহ সেবা বিবিধ বিধানে ॥
সুগ্রীবের বিপক্ষে যে, জানিও বিপক্ষ।
সুগ্রীবের যেই পক্ষ সেই তব পক্ষ ॥
অধর্ম্ম না করিহ, করিহ সেবা কর্ম্ম।
খুড়ার করিহ সেবা পরাপর (৩) ধর্ম্ম ॥
এত বলি বালি-রাজ ত্যজিল পরাণ।
প্রেরণ করেন ইন্দ্র তখনি বিমান ॥
কালের কুটিল গতি কে বুঝিবে স্থির।
রণস্থলে শয়ন করিল মহাবীর ॥
বিমানে চড়িয়া গেল অমরাবতীতে।
হাহাকার করি তারা লাগিল কান্দিতে ॥
শিরে করি করাঘাত ত্যজে আভরণ।
ক্ষণে হাহাকার করে, ক্ষণে অচেতন ॥
ছিঁড়িল মুক্তার মালা, খসিল কবরী।
ধরিয়া রাখিতে তারে নারে সহচরী ॥
পতি হারাইয়া তারা, নেত্রধারা বহে।
বলে প্রভু তোমার বিহনে প্রাণ দহে ॥
কোথায় রহিল তব রাজ্য-পাট ধন।
কোথায় রহিল দিব্য রত্ন-সিংহাসন ॥
সুগ্রীব হইল তব প্রাণের আপদ।
কোথায় রহিল তব প্রাণের অঙ্গদ ॥
কোথায় রহিল তব এ রাজ্য সংসার।
তোমার বিহনে দেখি সব অন্ধকার ॥
ত্রিভুবন কম্পমান তোমার বিক্রমে।
তোমার এমন দশা মম ভাগ্যক্রমে ॥
রামের দারুণ বাণ বিদ্ধ বক্ষঃস্থলে।
সুগ্রীবের যত পাপ, আমার তা ফলে ॥
বুক হৈতে সুগ্রীব তুলিয়া নিল বাণ।
বালির রক্তেতে নদী বহে খরশাণ (৪) ॥
কান্দিতে কান্দিতে তারা হইল কাতর।
পাত্র মিত্র মিলি দেয় প্রবোধ-উত্তর ॥
কান্দে মহাদেবী তারা না মানে প্রবোধ।
হনুমান বলে কত করি অনুরোধ ॥
শোক্ পরিহর রাণি, সম্বর ক্রন্দন।
এমনি কালের ধর্ম্ম কে করে খণ্ডন ॥
পরম ধার্ম্মিক বালি ইন্দ্রের সন্তান।
রামের প্রসাদে যাইলেন পিতৃস্থান ॥
অঙ্গদেরে পালহ, পালহ সবাকারে।
সকলি তোমার রাণি, যে আছে সংসারে ॥
অঙ্গদ হইবে রাজা দেখিবে নয়নে।
পরিত্যাগ কর শোক ধৈর্য্য ধর মনে ॥

(১) সন্দেশ—সংবাদ। ইন্দ্র, পুত্র বালির কুশল উদ্দেশে এই মালা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। (২) পরিমিত—উপযুক্তরূপ। (৩) পরাপর - শ্রেষ্ঠ। (৪) খরশাণ—খুব জোরে; তীব্র বেগে।

নেত্র-নীর ঝরে যেন শ্রাবণের ধারা।
না কহিলে নহে তেঁই কহে রাণী তারা॥
শুন বীর, রাজা যদি অঙ্গদ হইবে।
শ্রীরামের কি সাহায্য করিবে সুগ্রীবে॥
ভাল মন্দ পুত্রের যে নাহি মনে করি।
স্বামী সহ মরিলে সকল দায়ে তরি॥
নারীর গৌরব যত স্বামী সব জানে।
কি করিতে পারে পুত্র স্বামীর বিহনে॥
পুত্রেরে বলিলে মন্দ অবশ্য সে রোষে।
স্বামীরে বলিলে মন্দ মনে মনে হাসে॥
সর্ব্ব-ধর্ম্ম-কর্ম্ম স্বামী নারীর বিধাতা।
কামিনীর স্বামী হয় সুখ-মোক্ষ-দাতা॥
স্বামীসেবা করিবেক যদি হয় সতী।
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাই গতি॥
স্বামী দাতা, স্বামী কর্ত্তা, স্বামী মাত্র ধন।
স্বামী বিনা গুরু নাহি বলে জ্ঞানিজন॥
শতপুত্রবতী যদি স্বামিহীনা হয়।
তথাপি সকলে তারে অভাগিনী কয়॥
কান্দিতে কান্দিতে তারা হইল বিহ্বল (১)।
তারার ক্রন্দনে হয় সুগ্রীব বিকল॥
রাম-নাম-স্মরণেতে পাপের বিনাশ।
রচিল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥

বালির সৎকার।

শ্রীরাম বলেন, মিত্র, না কর বিষাদ।
কারো দোষ নাই, দৈব পাড়িল প্রমাদ॥
সম্বরহ শোক তুমি বানরের রাজ।
ত্বরা করি করহ বালির অগ্নি-কাজ॥
শুষ্ককাষ্ঠ আন, মিত্র, অগুরু চন্দন।
রাজ-আভরণ আন বসন ভূষণ॥
বৃহৎ শরীর তার করিতে বহন।
বাছিয়া কটক আন বালির বাহন (২)॥
লক্ষ্মণ বলেন, হনূমান্, হও স্থির।
সর্ব্ব আয়োজন (৩) তুমি আনহ বালির॥
হনূমান্ সান্ধাইল (৪) ভাণ্ডার ভিতরে।
নানা রত্ন আভরণ আনিল বাহিরে॥
রাজ-চতুর্দ্দোল আনে বিচিত্র বসন।
বিলাইতে আনে আর বহুমূল্য ধন॥
রাজ-চতুর্দ্দোলে নিয়া তুলিল বালিরে।
সকলে লইয়া গেল পম্পা-নদী-তীরে॥
চন্দন কাষ্ঠের চিতা করিল সে তীরে।
বালি-রাজে শোয়াইল তাহার উপরে॥
রাজযোগ্য চিতা করে, পুষ্প নানা জাতি।
তারা মহাদেবী করে বৈশ্বানরে (৫) স্তুতি॥
অগ্নি-কার্য্য বালির করিল বন্ধুগণ।
তারার ক্রন্দন কত করিব বর্ণন॥
বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস ফুলিয়ার।
পাঁচালি প্রবন্ধে রচে বালির সৎকার॥

সুগ্রীবের রাজ্যপ্রাপ্তি

সকল বানর গেল রাম-বিদ্যমান (৬)।
সুগ্রীবের ইঙ্গিতে বলেন হনূমান্॥

---

(১) বিহ্বল—কাতর। (২) বাহন—বাহক। (৩) আয়োজন—এখানে মৃতদেহ দাহ করিতে যে সব জিনিষের প্রয়োজন—ঘৃত, চন্দন-কাষ্ঠ, ধূপ, ধুনা ইত্যাদি। (৪) সান্ধাইল—ঢুকিল। (৫) বৈশ্বানর—বিশ্বনরের জঠরে বিরাজ করেন বলিয়া অগ্নির এই নাম। (৬) রাম-বিদ্যমান—রামের নিকটে।

তোমার প্রসাদেতে সুগ্রীব হৈল রাজা।
বাঞ্ছা করে সুগ্রীব তোমারে করে পূজা॥
পাইলে তোমার আজ্ঞা যায় অন্তঃপুরে।
অতঃপর শ্রীরাম আইসহ রাজপুরে॥
শ্রীরাম বলেন, পুরে না করি প্রবেশ।
বনবাস করিবারে পিতার আদেশ॥
চতুর্দ্দশ বৎসর ভ্রমিব বনে-বন।
নগরে কেমনে আমি করিব গমন॥
সুগ্রীবেরে শ্রীরাম বলেন লও ভার।
রাজা হৈয়া তুমি রাজ্য কর অধিকার॥
বালিকে মারিয়া বড় পাইলাম লাজ।
এই লও অঙ্গদেরে কর যুবরাজ (১)॥
মহাদেবী তারার করিহ পুরস্কার।
তারার মন্ত্রণায় করিহ ব্যবহার (২)॥
আইল শ্রাবণ-মাস বরিষা প্রবেশ।
শাখা-মৃগ-কটক (৩) থাকুক নিজ দেশ॥
বনে বনে ভ্রমিয়া পাইলে বড় দুঃখ।
বরিষায় কিছুদিন কর রাজ্য-সুখ॥
বর্ষা গেলে ঘরে যে থাকিবে এক দণ্ড।
তাহার করিব মিত্র সমুচিত দণ্ড॥
শ্রীরামের আজ্ঞাতে সে গেল অন্তঃপুর।
নানা বস্ত্র অন্ন দান করিল প্রচুর॥
সুগ্রীবে করিতে রাজা আইল রাজ্যখণ্ড (৪)।
সিংহাসন বাহির করিল ছত্র-দণ্ড॥
শুভক্ষণে সুগ্রীব বসিল সিংহাসনে।
চারিভিতে চামর ঢুলায় কপিগণে॥
শ্রীরামের আজ্ঞা যেন পাষাণের রেখ (৫)।
সাগরের জলে তার করে অভিষেক॥
ছত্র-দণ্ড দিল আর কিষ্কিন্ধ্যা-নগরী।
অভিষেক করি দিল তারা কৃশোদরী॥
রাজার স্ত্রী রাজা লবে ইহাতে কি দোষ।
তারা পাইয়া সুগ্রীবের বড়ই সন্তোষ॥
শ্রীরামের অলঙ্ঘিত বচন-প্রমাণে।
অঙ্গদের অভিষেক করে অবসানে॥
করিল অঙ্গদে যুবরাজ পাত্রগণ।
'রাম-জয়' বলি ডাকে সব কপিগণ॥
সীতার লাগিয়া রাম ক্ষুণ্ণমনঃপ্রাণ।
বরিষা বঞ্চিতে যান গিরি মাল্যবান্ (৬)॥
দুই ক্রোশ অন্তরে থাকেন রঘুবীর।
যথা বহে পর্ব্বতেতে সুগন্ধ সমীর॥
বাসা করি থাকিবেন পর্ব্বত-শিখর।
স্থানে স্থানে পর্ব্বতের দিব্য সরোবর॥
নানাবিধ বৃক্ষেতে বিচিত্র ফুল-ফল।
ধবল রজনী, পূর্ণচন্দ্র সুশীতল॥
রামের সুখের হেতু না হয় কিঞ্চিৎ।
সীতা বিনা সর্ব্বসুখে শ্রীরাম বঞ্চিত॥
শয়ন ভোজন তাঁর কিছু নাহি মনে।
দিন যায় রোদনেতে, রাত্রি জাগরণে॥
রাজ্যভোগ সুগ্রীবের বাড়ে দিন দিন।
রাত্রি-দিন শ্রীরাম সীতার শোকে দীন॥
সুবর্ণ-পালঙ্কে শোয় সুগ্রীব ভূপতি।
তরুতলে শ্রীরাম করেন নিবসতি॥
দিব্য সুন্দরীতে সুগ্রীবের অভিলাষ।
সীতা লাগি কান্দেন শ্রীরাম চারি মাস॥
কান্দিতে কান্দিতে রাম হইলা কাতর।
তাঁহারে লক্ষ্মণ দেন প্রবোধ উত্তর॥

---

(১) যুবরাজ—রাজা বর্ত্তমান থাকিতে যিনি রাজ্যের ভাবী রাজা বলিয়া স্বীকৃত হন। (২) ব্যবহার—রাজকার্য্য নির্ব্বাহ। (৩) শাখা-মৃগ-কটক—বানর-সৈন্য। (৪) রাজ্যখণ্ড—রাজ্যের সমস্ত অধিবাসী; এখানে বানর-দল। (৫) পাষাণের রেখ—প্রস্তরের উপরিস্থিত রেখার (দাগের) মত যাহা ঘুচিয়া যায় না। (৬) মাল্যবান—কিষ্কিন্ধ্যার নিকটস্থ এক পর্ব্বত।

তুমি বীর, হও স্থির, ত্যজহ প্রমাদ।
মহাপুরুষেরা হেন না করে বিষাদ॥
কাতর হইলে শোকে নিন্দা করে লোকে।
শোকে বুদ্ধি-নাশ হয়, ক্ষিপ্ত হয় শোকে॥
শোকেতে আচ্ছন্ন হয় যে জন অজ্ঞান।
শোক কর কেন রাম, হ'য়ে জ্ঞানবান্॥
তুমি বীর কাম-ক্রোধ কর পরাজয়।
শোকস্থানে পরাভব তব কেন হয়॥
ক্ষান্ত হও রঘুবীর, চিন্তা কর দূর।
লঙ্কেশ্বর সহিত আনিব লঙ্কাপুর॥
আজ্ঞা কর বিজ্ঞবর সেবক লক্ষ্মণে।
জানকী উদ্ধার করি নাশিয়া রাবণে॥
কোন্ ছার লঙ্কা সে রাবণ কোন্ ছার।
একা আমি রাম করি সকল সংহার॥
কান্দিতে কান্দিতে গেল সে শ্রাবণ মাস।
রামের ক্রন্দন-গীত গায় কৃত্তিবাস॥

সীতার শোকে শ্রীরামের পরিতাপ।

বীর অষ্টমাসের বরিষা-কালে পোষে।
মেঘ সঞ্চারিয়া চারি সাগর বরিষে॥
বরিষার ধারাতে পৃথিবী ছাড়ে তাপ।
সীতারে স্মরিয়া রাম করেন সন্তাপ॥
আমার বচনে কর লক্ষ্মণ আরতি (১)।
দুরন্ত বরিষা ঋতু, স্থির নহে মতি॥
সূর্য্য চন্দ্র দোঁহে বরিষার মেঘে ঢাকে।
আমি ত মরিব ভাই জানকীর শোকে॥
সজল জলদে শোভে বিদ্যুৎ যেমন।
জানকী আমার কোলে ছিলেন তেমন॥
চতুর্দ্দিকে জল-স্থল সব একাকার।
কেমনে হইবে কপি-সৈন্য আগুসার॥
জলধর নিরন্তর বরিষে আকাশে।
জলমগ্না ধরণী, ধরণীধর (২) ভাসে॥
এ সময়ে সুগ্রীবেরে কহিব কি মতে।
কটক লইয়া চল সীতা উদ্ধারিতে॥
নদ নদী শুকাইবে, শুষ্ক হবে পথ।
তবে সে হইবে মম সিদ্ধ মনোরথ॥
তত দিন সীতা হবে অস্থি-চর্ম্ম-সার।
কি জানি ত্যজে বা প্রাণ বিরহে আমার॥
একাকিনী অনাথিনী শত্রু-মধ্যে বাস।
কেমনে বাঁচিবে সীতা এই কয় মাস॥
আমা বিনা জানকীর আর নাহি মন।
এই ক্রোধে পাছে তারে বধে দশানন॥
কান্দিতে কান্দিতে সীতা মরিবে নিশ্চিত।
কি করিবে ভাই তুমি কি করিবে মিত (৩)॥
পক্ষী হৈয়া উড়ে যাই সাগরের পার।
অভাগী সীতার দেখি শয়ন আহার॥
কান্দেন সর্ব্বদা রাম হইয়া হতাশ।
রামের ক্রন্দন রচে কবি কৃত্তিবাস॥

সীতার উদ্ধারার্থ লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক
সুগ্রীবের শাসন।

বরিষা হইল গত শরৎ প্রবেশ।
তথাপি না হইল জানকীর উদ্দেশ॥
ভেকের নিনাদ (৪) গেল মেঘের গর্জ্জন।
নির্ম্মল চন্দ্রমা তারা প্রকাশে গগন॥
মন প্রাণ স্থির নহে সীতার লাগিয়ে।
মরিলেন সীতা বুঝি, দিন গেল ব'য়ে॥

---

(১) আরতি—বরণ; আগ্রহ। (২) ধরণীধর—পর্ব্বত। (৩) মিত—বন্ধু; মিত্র। (৪) নিনাদ—শব্দ।

কি করিবে ভাই তুমি কি করিবে মিতে।
সব অন্ধকার মোর সীতার মৃত্যুতে॥
স্ত্রী-পুরুষ দুই জনে ধরেছে সংসার।
ভার্য্যাতে সন্ততি হয় বাড়ে পরিবার॥
স্ত্রী থাকিলে পুত্র হয় সংসারের সার।
পুত্র না হইলে তার গতি নাহি আর॥
পিণ্ড দেয় গয়ায়, সে করয়ে তর্পণ।
সংসারের মধ্যে ভাই পুত্র বড় ধন॥
স্ত্রী পুত্র ও পরিবার কেহ নহে ছাড়া।
পুত্র না থাকিলে লোকে বলে আঁটকুড়া (১)॥
তার মুখ দেখি শ্রাদ্ধ যে করিতে যায়।
শ্রাদ্ধক্রিয়া বৃথা তার, শাস্ত্রে হেন কয়॥
অতএব শুন ভাই, ভার্য্যা বড় ধন।
তাহাতে সন্ততি হয় সংসার পালন॥
জ্ঞাতি বন্ধু সহোদর মরে যত লোক।
সবার অধিক ভাই স্ত্রীর বড় শোক॥
সুগ্রীব আমারে নাহি ভাবে, সে নির্দ্দয়।
স্ত্রীর সনে সুখে রহে আপন আলয়॥
তাহার লাগিয়া আমি মারিলাম বালি।
আমাকে না স্মরে কপি রাজ্য-ভোগে ভুলি॥
বালিকে বধিয়া অতি পাইলাম লাজ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম না ভাবিয়া সাধি তার কাজ॥
কিষ্কিন্ধ্যা পাইল কপি আমার কারণে।
এখন আমার কর্ম্ম নাহি করে মনে॥
এইক্ষণে যাও ভাই কিষ্কিন্ধ্যা-নগর।
সমক্ষে বলিবে তারে উচিত উত্তর॥
লক্ষ্মণ বলেন, যাই কিষ্কিন্ধ্যা-নগর।
দেখিব কেমন আজি সুগ্রীব বানর॥
জ্ঞাতি বন্ধু তাহার কুটুম্ব যত আর।
পাঠাইব সবাকারে শমনের দ্বার॥
নিশ্চিন্ত বসিয়া আছে আপনা না চিনে।
সুগ্রীবে মারিব আজি পাড়ি এক বাণে॥
তুমি প্রভু রঘুনাথ, বেড়াও কান্দিয়া।
কৌতুকে সুগ্রীব থাকে পালঙ্কে শুইয়া॥
বুঝাইয়া লক্ষ্মণে কহেন রঘুবর।
মিত্র-বধ না করহ, দেখাইও ডর॥
লক্ষ্মণ বিদায় হয় শ্রীরামের স্থান।
বাম হস্তে ধনুক দক্ষিণ হাতে বাণ॥
মহাকোপে চলিলেন ঘূর্ণিত-লোচন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিল ত্রিভুবন॥
কিষ্কিন্ধ্যানগর-পথে যান রড়ারড়ি (২)।
গায়ের বাতাসে গাছ করে জড়াজড়ি॥
কিষ্কিন্ধ্যা-নগরে বীর হ'য়ে উপনীত।
দ্বারে দেখে অঙ্গদেরে কটক-বেষ্টিত॥
লক্ষ্মণের কোপ দেখি হইয়া ফাঁফর।
প্রণতি করিল তাঁরে সকল বানর॥
হইলেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বানর অস্থির।
লাফে লাফে হয় তারা প্রাচীর বাহির॥
লক্ষ্মণ বলেন, শুন বালির নন্দন।
সুগ্রীবেরে জানাও আমার আগমন॥
বনে বনে ভ্রমিতেছি আমরা কান্দিয়া।
সুগ্রীব থাকেন সিংহাসনেতে শুইয়া॥
সীতা লাগি দুই ভাই ভ্রমি বনে বনে।
নিশ্চিন্ত আছেন তিনি রত্ন-সিংহাসনে॥
বালিরে মারিয়া রাম দিলেন রাজত্ব।
সুগ্রীব পাইয়া রাজ্য হইয়াছে মত্ত॥
অতি দুষ্ট মিষ্টবাক্যে আছে আশ্বাসিয়া।
কোন্ লাজে থাকে ঘরে নিশ্চিন্ত বসিয়া॥
পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে (৩)।
রাজ্য সহ পোড়াইব আজি এক শরে॥

(১) আঁটকুড়া নিঃসন্তান। (২) রড়ারড়ি—খুব জোরে। (৩) পিপীড়ার...মরিবার তরে—নীচ ব্যক্তির সামান্য উন্নতি হইলেই সে গর্ব্বিত হইয়া এমন সব কায করে যাহাতে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য হয়।

সাহায্য করিতে আগে করিয়া স্বীকার।
এখন না মনে করে তাহা একবার॥
বালি-ভয়ে অতি ভীত বেড়াইত বনে।
সে সকল সুগ্রীবের নাহি কিছু মনে॥
এই সমাচার গিয়া কহ সুগ্রীবেরে।
রামের অনুজ ভাই আসিয়াছে দ্বারে॥
মারিলেন যে রাম বালিকে অনায়াসে।
সুগ্রীব তাহারে তুচ্ছ করে কি সাহসে॥
পশুজাতি বানর সুগ্রীব দুরাচারী।
তাহাকে বলেন মিত্র আপনি মুরারি (১)॥
আপনি শ্রীরঘুনাথ দয়ার সাগর।
তাঁর যোগ্য মিত্র কি এ সুগ্রীব বানর॥
কত যোগী জিতেন্দ্রিয়(২) মুনি ব্রহ্ম-ঋষি (৩)।
অনাহারে কত তপ করে দিবানিশি॥
হেন রাম কোল দেন সুগ্রীব বানরে।
সুগ্রীবের কত পুণ্য ছিল জন্মান্তরে॥
অঙ্গদ বলেন, শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
স্থির হও মহাশয় করি নিবেদন॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিল তারে বসিতে আসন।
জোড়হাতে স্তুতি করে বালির নন্দন॥
লক্ষ্মণের কোপ দেখি বড় ভয় মনে।
অন্তঃপুর-মধ্যে যায় পরম-সম্ভ্রমে॥
সুগ্রীবে প্রণমি বন্দে মায়ের চরণ।
জোড়হাতে বলে, প্রভু, দ্বারেতে লক্ষ্মণ॥
ঘূর্ণিত-লোচন রাজা বিলাসের মদে (৪)।
শোভা পায় শরীর কুঙ্কুম-মৃগমদে (৫)॥
সুরাপানে বিহ্বল সুগ্রীব অন্য-মন।
কিছু নাহি শুনিলেন অঙ্গদ-বচন॥

জাগাইতে রাজারে করিল পাঁচাপাঁচি (৬)।
অনেক বানর মেলি করে কিচিমিচি॥
বানরের কোলাহল হইলেক দ্বারে।
কার সাধ্য স্থির থাকে এ ঘোর চীৎকারে॥
শব্দ শুনি শয্যা ছাড়ি সুগ্রীব উঠয়।
পাত্র-মিত্র দেখি রাজা ক্রোধভরে কয়॥
অন্তঃপুরে সোর (৭) কেন কর ঘোরতর।
অঙ্গদ সম্মুখে গিয়া করিছে উত্তর॥
পাঠাইয়াছেন রাম আপন ভ্রাতারে।
সুমিত্রা-নন্দন বীর উপস্থিত দ্বারে॥
মহা-কোপান্বিত দেখি ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বলিব কতেক যত করিল ভর্ৎসন॥
সাধিলে আপন কর্ম্ম করিয়া মিত্রতা।
রামের কর্ম্মের কালে করিলে খলতা॥
সুগ্রীব বলেন, রাম করিয়া মিতালি।
পাঠাইয়া লক্ষ্মণেরে দেন গালাগালি॥
অপরাধ নাহি করি কারে মোর ডর।
কেন কোপ করেন লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধর॥
করিয়াছি মিত্রতা সে নহে অপ্রমাণ।
রাখিবারে মিত্রতা কি হারাইব প্রাণ॥
ত্রিলোক-বিজয়ী সে রাবণ মহাবীর।
যাহার ভয়েতে যত দেবতা অস্থির॥
তাহার সহিত যুদ্ধে নর কি বানর।
আসিবেক পুনঃ প্রাণ লইয়া কি ঘর॥
এখন ফিরিয়া যান স্বস্থানে লক্ষ্মণ।
আগু পাছু যাহা হবে বলিব তখন॥
মহামন্ত্রী হনুমান্ অতি তীক্ষ্ণমতি।
কহেন হিতোপদেশ সুগ্রীবের প্রতি॥

---

(১) মুর নামক অসুরকে বধ করায় ভগবানের নাম মুরারি হয়। (২) জিতেন্দ্রিয়—সংযমী। (৩) ব্রহ্ম-ঋষি—ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধানরত ঋষি। (৪) বিলাসের-মদে—ভোগসুখজনিত মত্ততায়। (৫) মৃগমদ—মৃগনাভি। (৬) পাঁচাপাঁচি—বাগ্‌যুদ্ধ। (৭) সোর—গোলমাল। (৮) খলতা—কুটিলতা।

স্বয়ং বিষ্ণু রমানাথ কমল-লোচন।
হেন বাক্য বল্য কেন, না বুঝি কারণ॥
যাঁহার প্রসাদে তুমি পাইলে রাজত্ব।
তাঁহাকে এমত বল, হয়েছ কি মত্ত॥
রাত্রিদিন থাক তুমি কৌতুক বিলাসে।
না দেখ রামের দুঃখ, নাহি যাও পাশে॥
কুপিত লক্ষ্মণ বীর আইলেন দ্বারে।
অবিলম্বে যাও রাজা, সাধ গিয়া তাঁরে॥
যাঁর বাণে ত্রিভুবনে কেহ নাহি আঁটে।
তাঁর আজ্ঞা না মানিলে পড়িবে সঙ্কটে॥
আমি তব মন্ত্রী যেই শুন মহাশয়।
হিত উপদেশ বলি হইয়া নির্ভয়॥
বালি হেন মহাবীর পড়ে যাঁর বাণে।
তাঁহার শরণ লও, বাঁচিবে পরাণে॥
রামের দুর্দ্দশা শুনি বুক হয় চির (১)।
শোকেতে কাতর অতি, নহেন সুস্থির॥
ভোগ-সুখে মত্ত তুমি ঘরে কর ক্রীড়া।
রাজ-ভোগে মত্ত থাক, নাহি হয় ব্রীড়া (২)॥
রাবণের ভয়ে যদি রামেরে ছাড়িবে।
লক্ষ্মণের হাতে তুমি কেমনে বাঁচিবে॥
রাবণ সাগর-পারে দ্বারেতে লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণের বাণাগ্নিতে মরিবে এখন॥
লক্ষ্মণের বানে কারো নাহিক নিস্তার।
বধিতে বানরগণে কি ভার তাহার॥
আমার বচন রাখ, হবে তব হিত।
রামের শরণ লহ, নহে বিপরীত॥
সত্য করিয়াছ তুমি অগ্নি সাক্ষী করি।
শ্রীরামের কার্য্য কর, চল ত্বরা করি॥
সত্যবাদী লোকে করে সত্যের পালন।
সত্যের কারণে রাম আইলেন বন॥
যেই রাম আইলেন সত্য পালিবারে।
তেঁই সে রামের বাণে বালি রাজা মরে॥
তেঁই সে পাইলে তুমি নব ছত্র-দণ্ড।
তেঁই প্রজাগণ লৈয়া কর রাজ্যখণ্ড॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস পড়ে রণে।
যার বাণে, তাঁরে কি সামান্য ভাব মনে॥
ভোগ ছাড়, রাম ভজ, পাইবে নিষ্কৃতি।
রঘুনাথ বিনা রাজা অর নাহি গতি॥
নিরপেক্ষ হনুমান্ সুগ্রীবে সম্ভাষে।
মধুর বচনে রাজা হনুমানে তোষে॥
লক্ষ্মণেরে আনাইতে করেন আদেশ।
লক্ষ্মণ ভিতর গড়ে করেন প্রবেশ॥
ইন্দ্রপুরী সমান দেখেন দিব্যপুরী।
দেখিয়া বানরী-সজ্জা লজ্জা পায় সুরী (৩)॥
চতুর্দ্দিকে অট্টালিকা শোভিত প্রচুর।
চলিলেন লক্ষ্মণ দেখিয়া অন্তঃপুর॥
গেলেন লক্ষ্মণ বীর ভিতর আবাসে।
লক্ষ্মণের কোপ দেখি বানর তরাসে (৪)॥
দেখিয়া সুগ্রীব রাজা উঠিল সম্ভ্রমে।
ডাহিনে উঠিল তারা (৫) রুমা (৬) উঠে বামে॥
জোড়হাতে লক্ষ্মণেরে করিল স্তবন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল রাজা বসিতে আসন॥
কুপিত লক্ষ্মণ বীর না লয় আসন।
সুগ্রীবেরে কহিলেন আরক্ত-নয়ন॥
তুই যে করিলি সত্য অগ্নি সাক্ষী করি।
উদ্ধারিতে নিজ কার্য্য করিলি চাতুরী॥
রাত্রি-দিন ক্লেশ পাই দুই ভাই বনে।
তুই না করিস্ তত্ত্ব মত্ত রাত্রি-দিনে॥
পাইলি কাহার গুণে কিষ্কিন্ধ্যা-নগরী।
পাইলি রে কার গুণে তারা কৃশোদরী॥

(১) বুক হয় চির—বুক ফাটিয়া যায়। (২) ব্রীড়া—লজ্জা। (৩) সুরী—দেবী। (৪) তরাসে—ভয় পায়।
(৫) তারা—সুষেণ-কন্যা। (৬) রুমা—সুগ্রীবের স্ত্রী। তারা ও রুমা উভয়েই এখন সুগ্রীবের পত্নী।

পাইলি কাহার গুণে রুমা নিজ নারী।
কাহার প্রসাদে তুই রাজ্য-অধিকারী॥
সরল-হৃদয় রাম, তুই হে নিষ্ঠুর।
সাধিলি আপন কার্য্য, সত্য করি দূর॥
এহেন মিত্রতা কভু ত্রিভুবনে থাকে।
আর যেন হেন কর্ম্ম নাহি করে লোকে॥
তোরে মারি অঙ্গদেরে দিব রাজ্যভার।
অঙ্গদ হইতে হবে সীতার উদ্ধার॥
অধর্ম্মী বানর রে লঙ্ঘিলি সত্য পথ।
দেখ্ ধনুর্ব্বাণ, করি পূর্ণ মনোরথ॥
এক বাণে মারি তোরে রাখে কোন্ জনে।
খণ্ড খণ্ড কিষ্কিন্ধ্যা করিব আজি বাণে॥
বাণে কাটি সবারে করিব খণ্ড খণ্ড।
অঙ্গদের উপরে ধরাব ছত্র-দণ্ড॥
বালি-বধে শুনিছিলি ধনুক-টঙ্কার।
সেই ধনু সেই বাণে করিব সংহার॥
বালি রাজা কেবল মরিল এক জন।
তোর মরণেতে মরিবেক কপিগণ॥
দেখেছিস্ বালি রাজা গেল যেই বাটে (১)।
সেই বাটে থাক্ গিয়া ভায়ের নিকটে॥
মারিব অধর্ম্মী তোরে তাহে নাহি পাপ।
দেখ্ বাণ এড়ি, এই দেখ্ রে প্রতাপ॥
প্রাণ লব আজি তোর বজ্রসম বাণে।
একত্র হইয়া থাক্ ভাই দুই জনে॥
আরে দুষ্ট কপী তুই পাপী দুরাচার।
এখনি পাঠাব তোরে যমের আগার॥
পৃথিবীতে হেন কার্য্য কে কোথায় করে।
আগে দিয়া ভরসা পশ্চাতে থাকে দূরে॥
রাম মিতা বলিয়া দিলেন কোল তোরে।
কত পুণ্য করেছিলি জন্ম-জন্মান্তরে॥

স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ করিলেন দয়া।
তেঁই তোরে শ্রীরাম দিলেন পদ-ছায়া (২)॥
গুণের সাগর রাম, দয়ার নাই সন্ধি (৩)।
বালি মারি রাজ্য দিল সত্যে হৈয়া বন্দী॥
লক্ষ্মণের মহাক্রোধ বাড়িতে লাগিল।
ত্রাসেতে সুগ্রীব রাজা চিন্তিত হইল॥
ত্বরা করি কাতরা উঠিয়া তারা রাণী।
লক্ষ্মণের পায়ে ধরি বলে মৃদু বাণী॥
জ্যেষ্ঠের হইলে মিত্র হয় সে গর্ব্বিত।
জ্যেষ্ঠের সমান তারে মানিতে উচিত॥
সুগ্রীব রামের মিত্র জগতে বিদিত।
এত তিরস্কার কভু না হয় উচিত॥
ক্ষমা কর রাজপুত্র, হও তুমি স্থির।
রাম-কার্য্য করিবে সকল কপিবীর॥
দূরদেশে পর্ব্বতের সমুদ্রের পারে।
যেখানে বানর যত আছে এ সংসারে॥
সংবাদ করিয়া শীঘ্র আনি সে সবারে।
সংবর সংবর ক্রোধ লক্ষ্মণ আমারে॥
তথাপি শ্রীলক্ষ্মণেরে কোপ নাহি টুটে (৪)।
বসাইল যত্ন করি তারা স্বর্ণ খাটে॥
তারার বিনয়-বাক্যে সুস্থির লক্ষ্মণ।
কৃত্তিবাস বিরচিল গীত রামায়ণ॥

সুগ্রীবের সহিত লক্ষ্মণের
কথোপকথন।

সুগন্ধি পুষ্পের মালা সুগ্রীবের গলে।
সেই মালা সুগ্রীব ফেলিল ভূমিতলে॥
সিংহাসন ছাড়িয়া উঠিল তৎক্ষণ।
জোড়হাতে লক্ষ্মণেরে করিছে স্তবন॥

---

(১) বাটে—রাস্তায়। (২) পদ-ছায়া—চরণাশ্রয়। (৩) সন্ধি—সীমা; শেষ। (৪) টুটে—দূর হয়।

হারাইয়া রাজ্য পাই রামের প্রসাদে।
তোমার প্রসাদে আমি বাড়িনু সম্পদে ॥
হেন রঘুনাথ স্বয়ং বিষ্ণু-অবতার।
কার শক্তি শোধিবেক শ্রীরামের ধার ॥
সীতা উদ্ধারিবে রাম আপন শক্তিতে।
যাইব কেবল আমি তাঁহার সহিতে ॥
না করিয়া রাম-কার্য্য ব'সে আছি ঘরে।
বানর-জাতির দোষ লাগে ক্ষমিবারে ॥
পশুজাতি কপি আমি কত করি দোষ।
সেবক-বৎসল রাম না করেন রোষ ॥
লক্ষ্মণ বলেন, শুন সুগ্রীব রাজন্।
রাম-কার্য্য করি কর পুণ্য উপার্জ্জন ॥
রাম-কার্য্য করিলে সর্ব্বত্র হয় জয়।
না করিলে ধর্ম্ম লোপ অধর্ম্ম সঞ্চয় ॥
সত্যবাদী হৈলে করে সত্যের পালন।
মনে কর, করিয়াছ সত্য দুই জন ॥
শ্রীরাম আপনি সত্যে হয়েছেন পার।
সত্য পালি রক্ষা কর কর্ত্তব্য তোমার ॥
রামেরে কাতর দেখি বলেছি কর্কশ।
তোমারে বিরূপ বলা আমার অযশ ॥
ক্ষমা কর কপীশ্বর, করি পরিহার (১)।
কটূ বলা কভু নহে উচিত আমার ॥
মান্য লোকে মন্দ কথা নহে উপযুক্ত।
মান্য সহ আলাপ করিবে ধর্ম্মযুক্ত ॥
ধর্ম্ম রাখ, কর্ম্ম কর, যে হয় বিহিত।
রাম-কার্য্য করিলে হইবে সব হিত ॥
সাগর অপার, কে হইবে পার,
তার মাঝে লঙ্কাপুরী।
কে যাবে তথায়, কি করে কথায়,
উপায় তাহে না হেরি ॥
সুগ্রীব রাজন্, কর আগমন,
শ্রীরামের সন্নিধান।
করিয়া নির্দ্ধার্য্য, (২) কর মিত্র-কার্য্য
কর রামে ধৈর্য্যবান ॥
রাবণ-সংহার, জানকী-উদ্ধার,
কর এই উপকার।
তোমার উদ্‌যোগ, নহিলে দুর্য্যোগ, (৩)
কে লইবে হেন ভার ॥
রাবণ দুরন্ত, কর তার অন্ত,
অনন্ত যশঃ প্রকাশ।
গীত রামায়ণ, করিল রচন,
ভাষা কবি কৃত্তিবাস ॥

সুগ্রীবের কটক সঞ্চয়।

বলিল সুগ্রীব রাজা করিয়া আহ্বান।
বানর-কটক ঝাট আন হনুমান্ ॥
হিমালয় সুমেরু মন্দর আদি করি।
বিন্ধ্যাচল রৈবত (৪) উদয় অস্ত গিরি ॥
সর্ব্বত্র ঘোষণা দেহ আমার আজ্ঞায়।
যথা যে বানর থাকে আইসে ত্বরায় ॥
পাঠাও হে দূতগণে দেশ-দেশান্তর।
দশ দিন মধ্যে যেন আইসে সত্বর ॥
ইহাতে বিলম্ব যেই করিবে বানরে।
প্রহারিয়া আনিবে তাহার চুলে ধরে ॥
অন্যমত করিবে ইহাতে যেই জন।
আনিবে তাহারে করি নিগড় (৫) বন্ধন ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে আমার অধিকার।
কোথাও না থাকে যেন বানর-সঞ্চার ॥

(১) পরিহার—প্রার্থনা। (২) নির্দ্ধার্য্য—নির্দ্দিষ্ট ; সুবন্দোবস্ত। (৩) দুর্য্যোগ—এখানে দুঃসাধ্য অর্থে ব্যবহৃত। (৪) রৈবত—বিন্ধ্যপর্ব্বতের পশ্চিমস্থ পর্ব্বত বিশেষ। (৫) নিগড়—লৌহশৃঙ্খল।

সুগ্রীবের কোপেতে বানর সব কাঁপে।
কটক আনিতে চলে অতুল প্রতাপে ॥
হনুমান্ বাহিরে হইয়া উপনীত।
ত্রিশকোটি বানর পাঠায় চারিভিত ॥
মেদিনী আকাশ জুড়ি চলে কপিসেনা।
যেন পঙ্গপাল ধায়, না যায় গণনা ॥
চলিল বানরগণ দেশ-দেশান্তর।
পুর্ব্বদিকে চলি গেল নল (১) নাম-ধর ॥
পশ্চিমে চলিয়া গেল নীল (২) মহামতি।
দক্ষিণে চলিয়া গেল আপনি সম্পাতি (৩) ॥
হনুমান্ (৪) মহাবীর মহা-পরাক্রম।
উত্তর দিকেতে যায় করিয়া বিক্রম ॥
একৈক জনার সঙ্গে চলে দশ লাখ।
মহাশব্দে চলে সবে, করে ডাক-হাঁক ॥
হুপ হাপ লম্ফে ঝম্পে কম্পে বসুমতী।
অতি কষ্টে ধরে ধরা কূর্ম্ম নাগপতি ॥
তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া বলে বালির কুমার।
যাত্রা কর কপিগণ আজ্ঞা-অনুসার ॥
দশ দিবসের মধ্যে আসিবে সকলে।
প্রাণদণ্ড করিব হে বিলম্ব হইলে ॥
বাঁচিবে বলিয়া যদি সাধ থাকে মনে।
ত্বরা করি আসিবে সকল কপিগণে ॥
পাঠাইল সকলেরে বালির নন্দনে।
একেলা রহিল রাজবাটীর রক্ষণে ॥
হইলেক দশকোটি কপি আগুসার।
যারে পায় তারে আনে নাহিক বিচার ॥
জুড়িয়া আকাশ ভূমি কপি ঝাঁকে ঝাঁকে।
দশদিনে আইসে সকলে থাকে-থাকে ॥
কিষ্কিন্ধ্যার মধ্যেতে লাগিল কোলাহল।
সুগ্রীবেরে ভেট (৬) আনি দিল ফুল-ফল ॥
সৈন্য দেখি সুগ্রীব ভাবেন মনে মনে।
কার্য্যসিদ্ধি হইবেক বুঝি অনুমানে ॥
আইল কটক সব কিষ্কিন্ধ্যা-ভিতর।
অসংখ্য বানর সব অতি ভয়ঙ্কর ॥
কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবেশ করিল কপিগণে।
চলিল সুগ্রীব রাজা মিত্র-সম্ভাষণে ॥
সুগ্রীব আপন ঠাটে বলিল বচন।
মিত্র-সম্ভাষণে আজি করিব গমন ॥
সুগ্রীব করিতে যান শ্রীরামে দর্শন।
লক্ষ্মণের প্রতি বলে বিনয়-বচন ॥
বিষ্ণু-অবতার তুমি, রামের সোদর।
আপনি চড়হ প্রভু, চতুর্দ্দোলোপর ॥
তবে চতুর্দ্দোলে আমি চাপিবারে পারি।
মিত্র-দরশনে চল, যাই ত্বরা করি ॥
তোমার চরণে মোর এই নিবেদন।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে যেন সদা থাকে মন ॥
চতুর্দ্দোলে চড়েন তখন দুই জন।
চারিভিতে চামর ঢুলায় দাসগণ ॥
পঞ্চ শব্দ বাদ্য (৭) বাজে করে শঙ্খধ্বনি।
কোলাহল করে সবে মহোৎসব গণি ॥
কলরব শুনিয়া চিন্তেন রঘুমণি।
আমা সম্ভাষিতে আসে সুগ্রীব আপনি ॥
নিকট হইল আসি সুগ্রীব রাজন্।
মনে মনে ভাবে বীর মিত্র-দরশন ॥
চতুর্দ্দোল হৈতে নামে রাম-বিদ্যমান।
চলি যায় সুগ্রীব পর্ব্বত মাল্যবান্ ॥
রামের চরণ বন্দে করিয়া প্রণতি।
জোড়হাতে দাঁড়াইল সুগ্রীব ভূপতি ॥
আদরে শ্রীরাম তারে করে আলিঙ্গন।
নিকটে বসিতে দিব্য দিলেন আসন ॥

(১) (২) (৩) (৪) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য ; (৫) নাগপতি—বাসুকি। (৬) ভেট—উপহার। (৭) পঞ্চ শব্দ—ঢাক ঢোল দামামা দগড় কাড়—এই পঞ্চ বর্ণবাদ্যের শব্দ।

করিলেন মঙ্গল জিজ্ঞাসা রঘুবর।
সুগ্রীব বিনয়ে তার করিছে উত্তর॥
হরিয়াছ রাম, মম বিপদ সকল।
তোমার প্রসাদে মিতা, সকল মঙ্গল॥
বালিকে মারিয়া মোরে দিলে রাজ্যভার।
সত্যে বদ্ধ হইয়াছি ধারি তব ধার॥
তোমার প্রসাদে পাইলাম রাজ্যখণ্ড।
সকল বানরগণ ধরে ছত্রদণ্ড॥
সীতা উদ্ধারিবে তুমি আপনার গুণে।
উপলক্ষ্য (১) কেবল থাকিব তব সনে॥
যতেক বানর থাকে পৃথিবী-উপরে।
যতেক বসতি থাকে পর্ব্বত-শিখরে॥
সে সকল আসিয়াছে আমার সংবাদে।
কোটি কোটি বৃন্দ বৃন্দ অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে॥
দুরন্ত বানর-সৈন্য না হয় গণন।
ইহারা যে মনে করে কে করে লঙ্ঘন॥
তিনকোটি যোজনের পথ ত্রিভুবন।
প্রবেশিবে সর্ব্বত্র দুর্জ্জয় কপিগণ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সৃজন বিধাতার।
যেখানে থাকুক সীতা করিব উদ্ধার॥
তোমার চরণে ভক্তি থাকিলে আমার।
কোন্ কার্য্য গণি আমি সীতার উদ্ধার॥
আমি কি বলিব প্রভু, তোমার চরণে।
উদ্ধার' আপনি সীতা আপনার গুণে॥
ইন্দ্র-আদি দেবগণ তোমারে ধেয়ায় (২)।
গগনে উদিত রবি তোমার আজ্ঞায়॥
তোমার সৃজন সৃষ্টি এ তিন ভুবন।
তোমার নিদ্রায় নিদ্রা, চেতনে চেতন॥
কত শত জন্ম ব্রহ্মা তপস্যা করিল।
তবু তব পাদপদ্ম দেখা না পাইল॥
হেন পাদপদ্ম দেখি প্রত্যক্ষ নয়নে।
আপনারে ধন্য করি মানি এত দিনে॥
আমি ত বানর-জাতি কি বলিতে পারি।
মিত্র বল আমারে, সে দয়া আপনারি॥
যাবৎ না হয় প্রভু সীতা-উদ্ধারণ।
তাবৎ আমার নাহি শয়ন-ভোজন॥
সীতারে আনিয়া দিলে তোমার গোচরে।
তবে ত করিব রাজ্য কিষ্কিন্ধ্যা-নগরে॥
সন্তুষ্ট হইয়া রাম কমল-লোচন।
সুগ্রীবেরে উঠিয়া দিলেন আলিঙ্গন (৩)॥
সুগ্রীবের ভাগ্য-কথা কে কহিতে পারে।
শ্রীনাথ (৪) দিলেন কোল বনের বানরে॥
সবা হৈতে সুগ্রীবের অধিক কপাল (৫)।
যার প্রতি সদা রাম পরম দয়াল॥
শ্রীরাম বলেন, শুন সুগ্রীব সুহৃৎ।
তোমা বিনা আমার কে করিবেক হিত॥
অপূর্ব্ব না মানি সূর্য্য হবে অন্ধকার।
অপূর্ব্ব না মানি আমি সীতার উদ্ধার॥
অপূর্ব্ব না গণি মেঘ বরিষয়ে জল।
তোমারে অপূর্ব্ব মিত্র মানি হে কেবল॥
দুই মিত্র পর্ব্বতে করেন সম্ভাষণ।
আকাশ মেদিনী জুড়ি আসে কপিগণ॥
সহস্র কোটি বানরে আইল শতবলী।
যার সৈন্য চলিলে গগনে লাগে ধূলি॥
গবাক্ষ শরভ গয় সে গন্ধমাদন।
বানর পঞ্চাশ কোটি সঙ্গে আগমন॥
অঞ্জনিয়া বড় ধূম আইল ধূম্রাক্ষ।
ত্রিশকোটি কপি ল'য়ে আইল নীলাক্ষ॥
বানর সহস্র কোটি সহিত প্রমাথী।
আইল আপন সৈন্য আচ্ছাদিয়া ক্ষিতি॥

---

(১) উপলক্ষ্য—কারণমাত্র। (২) ধেয়ায়—ধ্যান করে। (৩) আলিঙ্গন—কোল। (৪) শ্রীনাথ—শ্রী (লক্ষ্মী) নাথ (স্বামী, প্রভু) লক্ষ্মীর স্বামী ভগবান। (৫) কপাল—অদৃষ্ট।

প্রমাথী বানর বলী ক্ষণে যদি নড়ে।
দশ প্রহরের পথ সৈন্য আড়ে জোড়ে ॥
সত্তর যোজন বীর আড়ে পরিমাণ।
সকলে করয়ে যার শরীর বাখান ॥
হিঙ্গুলিয়া পর্ব্বতের হিঙ্গুলিয়া রঙ্গ।
বানর সহস্র কোটি সহিত বিহঙ্গ ॥
বানর সত্তর কোটি লইয়া কেশরী।
যাহার বসতি স্থান সে মলয়-গিরি ॥
পূর্ব্ব হৈতে আইল বিনোদ সেনাপতি।
বানর সহস্র কোটি তাহার সংহতি (১) ॥
ধূম্রাক্ষ আইল ধূম্র সুগ্রীবের শ্যালা।
গগন জুড়িয়া ঠাট যেন মেঘমালা ॥
সম্পাতি বানর আইল গৌর বর্ণ ধরে।
দেখিলে বিপক্ষ যায় পলাইয়া ডরে ॥
আইল সুষেণ-বৈদ্য রাজার শ্বশুর।
তিন কোটি বৃন্দ ঠাট আইল প্রচুর ॥
ভল্লগণ (২) সহিত আইল জাম্ববান্।
দুর্জ্জয় আইল মহাবীর হনূমান্ ॥
যুবরাজ আইল সে বালির কুমার।
বানর সহস্র কোটি যার পরিবার ॥
শত লক্ষ বানরেতে এক কোটি জানি।
শত কোটি বানরেতে এক বৃন্দ গণি ॥
শত কোটি বৃন্দে এক অর্ব্বুদ-গণন।
শত কোটি অর্ব্বুদেতে খর্ব্ব নিরূপন ॥
শত কোটি খর্ব্বে এক মহাখর্ব্ব জানি।
শত কোটি মহাখর্ব্বে এক শঙ্খ গণি ॥
শত কোটি শঙ্খে মহাশঙ্খের গণন।
শত কোটি মহাশঙ্খে পদ্ম নিরূপন ॥
শত কোটি পদ্মে এক মহাপদ্ম গণি।
শত কোটি মহাপদ্মে সাগর বাখানি ॥
শত কোটি সাগরে মহাসাগর জানি।
শত কোটি মহাসাগরে এক অক্ষৌহিণী ॥
শত কোটি অক্ষৌহিণীতে এক অপার।
অপারের অধিক গণনা নাহি আর ॥
নদ নদী বাপী (৩) ঠাট ভাঙ্গিল পর্ব্বত।
সর্ব্ব ঠাট জুড়ে গেল মাসেকের পথ ॥
পৃথিবী জুড়িল সৈন্য নাহি দিশপাশ।
কটকের চাপ (৪) দেখি রামের উল্লাস ॥
জাগিল মনেতে তাঁর সীতা-উদ্ধারণ।
কৃত্তিবাস বিরচিল গীত রামায়ণ ॥

সীতান্বেষণে সুগ্রীব কর্ত্তৃক পূর্ব্বদিকে
বানর-সৈন্য প্রেরণ।

শ্রীরাম বলেন, মিতা, সৈন্য নানা দেশে।
পাঠাইয়া দেহ শীঘ্র সীতার উদ্দেশে ॥
তুমি যদি জানকীর করহ উদ্ধার।
তবে ত আমার ঠাঁই সত্যে হও পার ॥
শ্রীরামের ঠাঁই রাজা ল'য়ে অনুমতি।
নানাদিকে পাঠাইল সৈন্য সেনাপতি ॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কপি, ওর (৫) নাহি পাই।
পর্ব্বতের উপরে বসিতে নাই ঠাঁই ॥
সুগ্রীব বিনোদ সেনাপতি প্রতি ভণে (৬)।
পূর্ব্বদিকে যাও তুমি সীতা-অন্বেষণে ॥
বানর সহস্র কোটি তোমার ভিড়ন (৭)।
সীতা অন্বেষিয়া তুমি কর আগমন ॥
নদ নদী মিলিবে, মিলিবে কত দেশ।
সেই সেই স্থানে গিয়া করিবে প্রবেশ ॥
যত যত পুণ্যদেশ দেখ পুণ্য স্থান।
সকল বানর লৈয়া করিবে পয়ান ॥

(১) সংহতি—সঙ্গে। (২) ভল্লগণ—ভালুক সকল। (৩) বাপী—পুষ্করিণী। (৪) চাপ সমারোহ। (৫) ওর—সীমা। (৬) ভণে বলে। (৭) ভিড়ন—সমাবেশ।

স্বর্গ হৈতে গঙ্গাকে আনিল ভগীরথে।
গঙ্গাদেবী পার হইও কটক সহিতে ॥
তরিহ সরযূ নদী পুণ্য তরঙ্গিণী।
কৌশিকী তরিহ বিশ্বামিত্রের ভগিনী ॥
দুই কূলে গরু চরে, মধ্যেতে গোমতী।
গোমতী হইয়া পার পাবে সরস্বতী ॥
অপূর্ব্ব মলয় দেশ, (১) দেশ কোকনদ (২)।
কশ্যপের দেশ যাও পাণ্ডব মগধ ॥
ব্রহ্মপুত্র তরি বঙ্গে করিহ প্রবেশ।
মন্দর-পর্ব্বতে যাইও কিরাতের দেশ ॥
যাইবে কর্ণাট-দেশ আর শাকদ্বীপে (৩)।
কিরাত (৪) জানিবা আছে অপরূপ রূপে ॥
কনক চাঁপার মত শরীরের বর্ণ।
উঠানখানার মত ধরে দুই কর্ণ ॥
থালা হেন মুখখান, তাম্রবর্ণ কেশ।
এক পায়ে চলে পথ বলেতে বিশেষ ॥
জলের ভিতরে বৈসে মৎস্যবৎ মুখ (৫)।
মানুষ ধরিয়া খায়, আইলে সম্মুখ ॥
বলিয়া মানুষ-ব্যাঘ্র তাহাদের খ্যাতি।
আতপ সহিতে নারে কিরাতের জাতি ॥
সীতা লৈয়া থাকে যদি কিরাতের ঘরে।
খুঁজিবে যতন করি তথা লঙ্কেশ্বরে ॥
ঋষভ পর্ব্বতে যাইও কিরাতের পরে।
নিত্য তথা আসি কেলি দেবগণ করে ॥
সর্ব্বকালে আইসে তথায় পুরন্দরে।
তনু রুচি শচীসহ তাহার উপরে ॥
তার পূর্ব্বদিকে যাইও ক্ষীরোদসাগর।
শ্বেতগিরি দেখিবা সে ক্ষীরোদ-উপর ॥
শ্বেত নাগ ধরে তথা সহস্র শিখর।
সহস্র ফণায় আছে যেন মহেশ্বর ॥
সহস্র ফণায় আছে সহস্রেক মণি।
মণির আলোকে তুল্য দিবস রজনী ॥
ক্ষীরোদ-সাগর করে পৃথিবী ধবল।
শ্বেতগিরি শ্বেত করে গগনমণ্ডল ॥
শ্বেত নাগ ধরে শিরে সহস্রেক ফণা।
পূর্ব্বদিক ধন্য করে সেই তিন জনা ॥
সকলে বন্দিবে সে অনন্ত মহারাজ।
মহেশ্বর বন্দি গেলে সিদ্ধ হবে কাজ ॥
উভয় পর্ব্বতে যাইও তার পূর্ব্বদিগে।
স্বর্ণ তাল-বৃক্ষ তথা আছে চারিযুগে ॥
মণি-মাণিক্যেতে বান্ধিয়াছে তার গুঁড়ি।
কনক-রচিত তার শোভিত বাগুড়ি ॥
দেখিও বানরগণ শিখরে শিখরে।
অন্বেষণ কর তথা দুষ্ট লঙ্কেশ্বরে ॥
তথা যদি নাহি পাও তাহার উদ্দেশ।
কালোদর-(৬) পর্ব্বতেতে করিহ প্রবেশ ॥
সে পর্ব্বতে আছে সরোবরে কাল জল।
তিন কোটি সর্পী সর্প থাকে সেই স্থল ॥
সর্পী যদি হাই ছাড়ে সর্ব্বলোক মরে।
তার কাছে দেব দৈত্য নাহি যায় ডরে ॥
নদ নদী গিরি-গুহা খুঁজিহ বিস্তর।
সেখানে মিলিতে পারে দুষ্ট লঙ্কেশ্বর ॥
তথা যদি নাহি পাও তাহার উদ্দেশ।
লোহিত পর্ব্বতে গিয়া করিহ প্রবেশ ॥
সে পর্ব্বতে আছে এক বড় চমৎকার।
ত্রিযোজন নদী, তাহে বিষম পাথার ॥
তার পূর্ব্বদিকে আছে লোহিত সাগর।
দুরন্ত রাক্ষস আছে জলের ভিতর ॥
অগাধ সলিল তার রক্ত বর্ণ ধরে।
চারি যুগ এক বৃক্ষ আছে তার তীরে ॥

---

(১) (২) (৩) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। (৪) কিরাত—ব্যাধ। (৫) মৎস্যবৎ মুখ—মাছের মুখের মত মুখ লম্বা ও চওড়া। (৬) কালোদর —পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

সোনার শিমূল-গাছ সর্ব্ব গায় কাঁটা।
সুবর্ণের ফল-ফুল ধরে গোটা গোটা॥
জল হৈতে রাক্ষসেরা চড়ে তদুপরে।
তার কাছে দেবগণ নাহি যায় ডরে॥
তথা যদি জানকীর না পাও উদ্দেশ।
পূর্ব্ব সাগরের তীরে করিহ প্রবেশ॥
আড়ে দীর্ঘে সে সাগর দ্বাদশ যোজন।
সাবধানে পার হইও সব কপিগণ॥
উদয়-গিরির সর্ব্ব অঙ্গ স্বর্ণময়।
পৃথিবী উজ্জ্বল করে সূর্য্যের উদয়॥
তিন লক্ষ দুই শত যোজনের পথ।
চক্ষুর নিমিষে সূর্য্য করে গতায়াত॥
মুনিগণ তপ করে যেমন বিধান।
বালখিল্য নামে মুনি বিঘত-প্রমাণ (১)॥
উদয়-গিরির পূর্ব্বে নাই সূর্য্যোদয়।
অন্ধকারময় দেশ জানিহ নিশ্চয়॥
সে দেশ কখন নহে আমার গোচর।
দেখিয়া উদয়-গিরি ফিরিবে বানর॥
যাইতে উদয়-গিরি লাগে একমাস।
মাসেকের বাড়া হৈলে সবার বিনাশ॥
মাসেকের মধ্যে যে বানর না আইসে।
সবংশে মরিবে সেই আপনার দোষে॥
বানর-কটক সুগ্রীবের আজ্ঞা পায়।
সীতার উদ্দেশে তারা পূর্ব্ব দিকে যায়॥
কৃত্তিবাস কবির কবিত্বময় বাণী।
অদ্ভুত রচিত পূর্ব্ব-দিকের পাঁচনি (২)॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
যাঁর কণ্ঠে বিরাজেন সদা সরস্বতী॥

———

সীতান্বেষণে সুগ্রীব কর্ত্তৃক দক্ষিণ দিকে বানর-সৈন্য-প্রেরণ।

দক্ষিণে রাবণ বৈসে সুগ্রীব তা জানে।
বড় বড় বীর পাঁচে (৩) সেই ত দক্ষিণে॥
বালির কুমার পাঁচে মন্ত্রী জাম্ববান্।
পবননন্দন পাঁচে বীর হনুমান্॥
ঋষভ-কুমুদ পাঁচে রম্ভ যোদ্ধৃপতি।
নল নীল পাঁচিলেক (৪) মুখ্য সেনাপতি॥
সুগ্রীব বলেন, সৈন্য, শুন সাবধানে।
সীতার উদ্দেশে যাহ তোমরা দক্ষিণে॥
যত নদ নদী দেখ যত দেখ দেশ।
যত যত গিরি আছে করিবে প্রবেশ॥
উত্তম অধম স্থানে করিহ প্রবেশ।
যেরূপে পাইতে পার সীতার উদ্দেশ॥
কৃষ্ণবেণী নদী যে নর্ম্মদা গোদাবরী।
যাবে অশ্বমুখ-গিরি, নদী যে কাবেরী॥
পাইয়া পর্ব্বত বিন্ধ্য সহস্র-শিখর।
নানা ফল-ফুল তথা দিব্য সরোবর॥
পরেতে কলিঙ্গদেশ যাইবে উৎকল।
মলয়-পর্ব্বতে গিয়া দেখিবে কেরল॥
মহেন্দ্র-পর্ব্বতে যাবে অত্যুচ্চ শিখর।
সর্ব্বক্ষণ থাকেন তথায় পুরন্দর॥
তাহার দক্ষিণে যাইও সাগরের তীর।
চন্দনের বন তথা সুগন্ধি সমীর॥
সুগন্ধি চন্দন নিরখিয়া সারি সারি।
সাগরের পারে যাইও স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী॥
মৈনাক-পর্ব্বত আছে সাগর ভিতর।
সলিল হইতে উঠে সহস্র শিখর॥
সোনার পর্ব্বত দশদিকেতে প্রকাশ।
সহস্র শিখর উঠে জুড়িয়া আকাশ॥

(১) বিঘত প্রমাণ-বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলির শীর্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থান; অর্দ্ধ হস্ত। (২) পাচনি—পাঠানো। (৩) পাঁচে—প্রেরণ করে। (৪) পাঁচিলেক—পাঠাইল।

পবনের পিতা সে সূর্য্যের হয় সখা।
যার পাপ থাকে তারে নাহি দেয় দেখা ॥
সাগর ভিতরে আছে সিংহিকা রাক্ষসী।
বিষমা রাক্ষসী সেই সর্ব্বলোকে ঘুষি ॥
বিষমা রাক্ষসী সেই ছায়া পাইলে ধরে।
বার শত জীব জন্তু গিলে একবারে ॥
সত্তর যোজন তনু আড়ে পরিসর।
দু-শত যোজন দীর্ঘ উভে কলেবর ॥
অর্দ্ধ তনু জলে থাকে অর্দ্ধেক আকাশ।
তাহা দেখি বীরগণ না পাইও ত্রাস ॥
সকল বানর তথা হইও সাবধান।
এক লাফে সাগর লঙ্ঘিলে হবে ত্রাণ ॥
সাগর তরিবা তবে শতেক যোজন।
সাগরের পারে লঙ্কা, তথায় রাবণ ॥
চারিদিকে সাগর মধ্যেতে লঙ্কাগড়।
দেবতার গতি নাই লঙ্কার নিয়ড় (১) ॥
খুঁজিবে লঙ্কার মধ্যে জানকী দেবীরে।
যতন করিয়া তথা সকল বানরে ॥
সুগ্রীব বলেন, শুন পবন-নন্দন।
তুমি সে সাধিবে কার্য্য লয় মম মন ॥
অগ্নি জল নাহি মান পবনের গতি।
তুমি সে দেখিবে সীতা লয় মোর মতি ॥
তোমার প্রসাদে আমি সত্যে হব পার।
তব যশ ঘুষিবেক সকল সংসার ॥
তুমি যদি সীতা দেখ তবে আমি সুখী।
আর কে দেখিবে সীতা ইহা নাহি দেখি ॥
সুগ্রীব রামের প্রতি বলিল বচন।
জানাইতে জানকীরে দেহ নিদর্শন ॥
হনূমান্ সহ তাঁর নাহি পরিচয়।
কি জানি বানর দেখি যদি পান ভয় ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন সুগ্রীব সুহৃৎ।
অঙ্গুরী দিলাম আমি সীতার প্রতীত (২) ॥
দিলেন অঙ্গুরী রাম নিজ-নিদর্শন।
হাত পাতি নিল তাহা পবন-নন্দন ॥
বিদায় হইয়া বীর হনুমান নড়ে।
পতঙ্গ-শরীর যেন ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে ॥
চলিল সকল ঠাট সুগ্রীব-আদেশে।
দক্ষিণের পাঁচনি রচিল কৃত্তিবাসে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
যার কণ্ঠে সদা কেলি করেন ভারতী (৩) ॥

সীতান্বেষণে সুগ্রীব কর্তৃক পশ্চিমদিকে বানর-সৈন্য প্রেরণ

যেখানে দেখিবে যত নদ নদী দেশ।
সুষেণ, সর্ব্বত্র তুমি করিবে প্রবেশ ॥
সুস্থান কুস্থান না করিহ বিবেচনা।
অন্বেষিবে জানকীরে করিয়া মন্ত্রণা ॥
সিন্ধু ও মলয়দেশ, (৪) কাবেরীর তীর।
ক্রিমিজীব (৫) দেশে যাইও, সে অতি গভীর ॥
তাহার নিকটে আছে কেতকী-কানন।
দিশপাশ (৬) নাহি তার, অনেক যোজন ॥
দুই পার্শ্বে কেয়াবন দেখিবে অপার।
কেয়াবন-কাঁটা যেন করাতের ধার ॥
সকল বানর তথা হইও সাবধান।
শীঘ্র শীঘ্র গেলে তথা পাইবে হে ত্রাণ ॥
কেয়াবন এড়িয়া যাইবে তাল-বনে।
দুঃখ পাসরিবে সবে সে তাল ভক্ষণে ॥

(১) নিয়ড়—নিকট। (২) প্রতীত—বিশ্বাস-যোগ্য। (৩) ভারতী—সরস্বতী। (৪।৫) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।
(৬) দিশপাশ—ঠিকানা; স্থির।

তাহার পশ্চিমে যাইও পাটনে পাটন (১)।
হিঙ্গুলিয়া-গিরি (২) তথা অদ্ভুত-গঠন ॥
তার পূর্ব্বে সিন্ধু নদ পশ্চিমে সাগর।
তার মধ্যে হিঙ্গুলিয়া অত্যুচ্চ-শিখর ॥
অন্বেষণ করিবে সেখানে সর্ব্বঠাঁই।
তোমরা করিলে যত্ন, অসাধ্য কি তাই ॥
তথা যদি নাহি পাও সীতার উদ্দেশ।
চন্দ্রবান্ পর্ব্বতে হে করিবে প্রবেশ ॥
পশ্চিমে সাগর-তীর একই যোজন।
যত্ন করি সেখানে করিও অন্বেষণ ॥
চন্দ্রবান্ গিরি করে আলো দশদিগে।
সাবধানে খুঁজিও সকলে একযোগে ॥
বিষ্ণুচক্র সেখানে,অদ্ভুত তার ধার।
অসুরের হাড়ে চক্র অদ্ভুত-আকার ॥
হয়গ্রীব (৩) অসুর মারেন গদাধর।
অসুরের হাড়ে চক্র দেখিতে সুন্দর ॥
সেই অসুরের হাড়ে চক্র সৃষ্টি করি।
ধরিলেন করে, তাই নাম চক্রধারী ॥
সে পর্ব্বতে আরোহিবে সকল বানর।
যত্ন করি অন্বেষিহ সীতা-লঙ্কেশ্বর ॥
তথা যদি উভয়ের না পাও উদ্দেশ।
বরাহ-পর্ব্বতে গিয়া করিবে প্রবেশ ॥
চন্দ্রবান্ ছাড়াইয়া পঞ্চাশ যোজন।
বরাহ-পর্ব্বতে যাইও নির্ম্মল কাঞ্চন ॥
বিশ্বকর্ম্মা সৃজিলেন বরুণের ঘর।
হীরক-মাণিক্যময় তথা মনোহর ॥
পুরী আলো করে জ্যোতি, অন্ধকার দূর।
অসুর নরক নাম বিক্রম প্রচুর ॥
বরুণের সহিত সে বৈসে সেই দেশে।
সে কারণে বরুণ তাহারে নাহি নাশে ॥
সেখানে হইও সবে অতি সাবধান।
তার হাতে পড়িলে নাহিক পরিত্রাণ ॥
অপ্রমত্ত রূপ (৪) তনু করিবে তথায়।
আমারে করহ মুক্ত এই প্রতিজ্ঞায় ॥
তথা যদি জানকীর না পাও উদ্দেশ।
সুমেরু পর্ব্বতে গিয়া করিহ প্রবেশ ॥
দেখিবে পর্ব্বত সেই কনক-রচিত।
সদা ষাটি সহস্র পর্ব্বতে সে বেষ্টিত ॥
তথা ষাটি সহস্র পর্ব্বতের উদয়।
সেই ষাটি সহস্র পর্ব্বত স্বর্ণময় ॥
সোনার খর্জ্জুর বৃক্ষ সুমেরু-উপরে।
দশদিক্ আলো করে, দশ মাথা ধরে ॥
তথা আসি করে কেলি শঙ্কর-শঙ্করী।
দিবা অস্ত যায়, তথা আইসে শর্ব্বরী (৫) ॥
এমন উত্তম স্থান নাহি পৃথিবীতে।
নানামত ফুল-ফল আছে যূথে যূথে ॥
গীত বাদ্য নৃত্য করে পরম-কৌতুকে।
নর্ত্তকী করয়ে নৃত্য, দেখে দেব-লোকে ॥
পরিসর তিন লক্ষ দুশত যোজন।
চক্ষুর নিমিষে সূর্য্য করয়ে গমন ॥
অপূর্ব্ব পর্ব্বত সেই দেব-অধিষ্ঠান।
সুমেরুর উপর সকল রম্য স্থান ॥
নিমিষেতে সূর্য্যদেব করয়ে গমন।
সুমেরু বেড়িয়া সূর্য্য করেন ভ্রমণ ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল সুমেরু-গোচর।
দেবগণ কেলি করে তথা নিরন্তর ॥
সুমেরু ঘিরিয়া সূর্য্য নিত্য করে গতি।
এক দিক দিন হয়, আর দিক রাতি ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ব্যতীত নাহি স্থান।
সুমেরুর উপরে সকল অধিষ্ঠান ॥

(১) পাটন—পত্তন ; দেশ। (২) হিঙ্গুলিয়া—বর্ত্তমান বেলু চিস্তানের অন্তর্গত হিঙ্গলাজ পর্ব্বত। (৩) হয়গ্রীব—ঘোড়ার গলার মত গলাবিশিষ্ট অসুর বিশেষ। (৪) অপ্রমত্ত রূপ—চালাক চতুর। (৫) শর্ব্বরী—রাত্রি।

সুমেরুর পশ্চিমে সূর্য্যের নাহি গতি।
অন্ধকারময়, তথা নাহিক বসতি ॥
তাহার পশ্চিমে নহে গমন আমার।
সুমেরু-পর্ব্বত দেখি আসিবে আগার ॥
চলিল সকল ঠাট সুগ্রীব আদেশে।
পশ্চিম-দিকের যাত্রা রচে কৃত্তিবাসে ॥

———

সীতান্বেষণে সুগ্রীব কর্ত্তৃক উত্তরদিকে বানর-
সৈন্য প্রেরণ ও গঙ্গা-মাহাত্ম্য-বর্ণন।

সুগ্রীব বলেন, শুন বীর শতবলি।
তব সৈন্য চলিতে গগনে লাগে ধূলি ॥
বানরের মধ্যে তুমি মুখ্য সেনাপতি।
চলিবে উত্তর দিকে আমার আরতি (১) ॥
কুমুদ দ্বিবিদ দধিবদন ভূধর।
আর আর আছে যত প্রধান বানর ॥
শতবলি, বলি হে উত্তর তব দেশ।
যাত্রা কর শুভ-ক্ষণে আমার আদেশ ॥
যত দেশ জানি আমি কহি তব স্থান।
তথা সীতা অন্বেষিহ, হ'বে সাবধান ॥
তাহার উত্তরে পাবে দেশ যে বর্ব্বর।
হিমালয় গিরি যাবে যথা হিমঘর ॥
সূর্য্যের কিরণ যেন জন্তু সবে বৈসে।
ভাগীরথী গঙ্গাদেবী তথা হৈতে আইসে ॥
তাহার উত্তর অংশে ব্রহ্মার বসতি।
তথা হৈতে ভগীরথ আনে ভাগীরথী ॥
এমন পুণ্যের স্থান নাহি ত্রিভুবনে।
ভগীরথ গঙ্গারে পাইল সেইখানে ॥
নারায়ণী গঙ্গাদেবী আসিয়া ভুবনে।
পাপীরে করেন মুক্ত দিয়া দরশনে ॥
কি বলিতে পারে লোক গঙ্গার মহিমা।
চারিবেদে বিচারিয়া দিতে নারে সীমা ॥
আছিল সৌদাস দ্বিজ রাক্ষস হইয়া।
গেল সে বৈকুণ্ঠ-পুরী গঙ্গাজল পাইয়া (২) ॥
সূর্য্যবংশে ভগীরথ নামে মহীপাল (৩)।
গঙ্গা-হেতু তপস্যা করিল বহুকাল ॥
আরাধন ব্রহ্মার করিল বারে বারে।
তার পর বিষ্ণুর তপস্যা অনাহারে ॥
ভগীরথ নানাবিধ তপস্যা করিল।
গঙ্গার জন্মের তত্ত্ব কেহ না বলিল ॥
শিবসেবা করে দশ হাজার বৎসর।
তবে শিব আইলেন তারে দিতে বর ॥
ভগীরথ বলে, শুন দেব পঞ্চানন।
গঙ্গা দিয়া রক্ষা কর এই নিবেদন ॥
মম পিতৃ-লোক ভস্ম হয়েছে পাতালে।
গঙ্গা-দরশন হৈলে স্বর্গবাসে চলে ॥
গঙ্গাধর বলেন, না জানি সে গঙ্গায়।
কি জাতি ধরেন গঙ্গা, থাকেন কোথায় ॥
ভগীরথ শুনিয়া ভাবেন দুঃখ মনে।
আমি কি বলিব প্রভু, তোমার চরণে ॥
অষ্টাবক্র মুনি কহিলেন মোর স্থান।
আপনি কহিবে প্রভু গঙ্গার বিধান ॥
বসিলেন ধ্যানে শিব মুদিত-নয়নে।
গঙ্গার জনম তত্ত্ব জানিলেন মনে ॥
ভক্ত-জ্ঞানে মহাদেব তুষ্ট হয়ে তায়।
গঙ্গা দিয়া ভগীরথে করেন বিদায় ॥

(১) আরতি—আদেশ। (২) রাক্ষসরূপী সৌদাস মহর্ষি বশিষ্ঠ-নিক্ষিপ্ত কমণ্ডলুস্থিত গঙ্গা-বারি স্পর্শে রাক্ষস দেহ হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। (৩) মহীপাল—রাজা।

আগে যান ভগীরথ করি শঙ্খধ্বনি।
হিমালয়ে উঠিলেন দেবী সুরধুনী ॥
সবে বলে, সাধু, সাধু, ভাল ভগীরথ।
গঙ্গা আনি করিলেন তরিবার পথ ॥
ভুবনের মধ্যে ভগীরথ পুণ্যবান্।
ত্রিভুবনে কেবা ভগীরথের সমান ॥
সংসার পবিত্র হৈল পরশে গঙ্গার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের হইল উদ্ধার ॥
আইলেন গঙ্গা ভগীরথের কারণে।
মহাপাপী স্বর্গে যায় গঙ্গা-দরশনে ॥
রাম-নাম স্মরণেতে পাপের বিনাশ।
গঙ্গার মাহাত্ম্য-গীত রচে কৃত্তিবাস ॥

বানর-সৈন্যগণের প্রতি সুগ্রীবের আদেশ।

হেন হিমালয়-গিরি বহু-আয়তন (২)।
তথা যত্নে অন্বেষিহ জানকী রাবণ ॥
তথা যদি জানকীর না পাও উদ্দেশ।
তাহার উত্তর দেশে করিহ প্রবেশ ॥
বিষম দুর্গম অতি ভয়ানক স্থল।
বৃক্ষ নাহি, গিরি নাহি, নাহি তাতে জল ॥
দুই শত যোজনের পথ সেই দেশ।
পাইবে অত্যন্ত ভয় করিতে প্রবেশ ॥
সকল বানর তথা হইও সাবধান।
ঝাট যাবে আসিবে, তবে সে পরিত্রাণ ॥
কৈলাস পর্ব্বতে যাইও তাহার উত্তর।
দশ দিক্ আলো করে সহস্র-শিখর ॥
যোজন সহস্র নয় তার আয়তন।
উভেতে পর্ব্বত লক্ষ গণিত যোজন ॥
তাহাতে অপূর্ব্ব পুরী, পুর-রিপু (৩) যায়।
সতত করেন লীলা পার্ব্বতী সহায় ॥
আর এক অদ্ভুত অলকা নামে পুরী।
ধনেশ্বর কুবের তাহার অধিকারী ॥
তাহার উপরে নদী নামেতে বিমলা।
তার জল রাঙ্গা বর্ণ, যেন রক্তপলা ॥
ধনেশ্বর কুবের করেন স্নান তায়।
সুগন্ধি চন্দন-বৃক্ষ তীরে শোভা পায় ॥
সীতা লৈয়া যদি থাকে তথা দশানন।
চতুর্দ্দিকে তাহার করিও অন্বেষণ ॥
তথা যদি জানকীর না পাও উদ্দেশ।
ত্রিশৃঙ্গ-পর্ব্বতে গিয়া করিবে প্রবেশ ॥
ত্রিশৃঙ্গ-পর্ব্বত সেই তিন মূর্ত্তি ধরে।
চমৎকার হবে তথা সকল বানরে ॥
এক শৃঙ্গ রূপ তার যেন চন্দ্রকলা।
দ্বিতীয় শৃঙ্গের রূপ যেন মণি-পলা ॥
অন্য শৃঙ্গ রাঙ্গা বর্ণ, সর্ব্বত্র প্রকাশ।
ত্রিশৃঙ্গ-পর্ব্বত গিয়া জুড়েছে আকাশ ॥
সেখানে করিও তত্ত্ব শিখরে শিখরে।
যত্ন করি অন্বেষিহ সকল বানরে ॥
তথা যদি নাহি পাও সীতা লঙ্কেশ্বর।
তাহার উদ্দেশে যাবে তাহার উত্তর ॥
তাহার উত্তরে এক অদ্ভুত আকার।
জম্বুবৃক্ষ দেখিবে সে অতি চমৎকার ॥
স্বর্ণ জম্বু-বৃক্ষ সেই সোনার আকার।
তার নামে জম্বুদ্বীপ হইল প্রচার ॥
সকলের মুখ্য সেই জম্বুদ্বীপ কয়।
অন্য যত দ্বীপ জম্বুদ্বীপ তুল্য নয় ॥
তার তলে দেবগণ নিত্য করে কেলি।
তাহার কারণে ইহা জম্বুদ্বীপ বলি ॥

---

(১) সুরধুনী—গঙ্গাদেবী। (২) বহু আয়তন—বহু-বিস্তৃত। (৩) পুর-রিপু—ত্রিপুরারী মহাদেব।

চারি ডাল ধরে, যেন পর্ব্বতের চূড়া।
লক্ষ যোজনের বেড় সে গাছের গোড়া ॥
সীতা ল'য়ে যদি থাকে তথায় রাবণ।
চারিদিকে সেখানে করিবে অন্বেষণ ॥
তথা যদি নাহি পাও সীতা লঙ্কেশ্বর।
করিবে গমন আরো তাহার উত্তর ॥
মন্দর-পর্ব্বত জম্বুদ্বীপের উত্তর।
এক হ্রদ আছে তথা পরম সুন্দর ॥
সর্ব্বস্থলী বলিয়া সে হ্রদের খেয়াতি।
আইসেন দেখিতে সে হ্রদ প্রজাপতি (১) ॥
স্বর্গ হৈতে সেই হ্রদে পড়ে গঙ্গা-নীর।
কৌশিকী নামেতে নদী বহে সেই তীর ॥
আমার বচন শুন সর্ব্ব কপিগণ।
সাবধানে অন্বেষিবে সীতা দশানন ॥
তথা যদি নাহি পাও সীতা লঙ্কেশ্বর।
তাহার উত্তর যাবে মহেশ-সাগর ॥
মহেশ-সাগরে জন্মে বহুমূল্য ধন।
আড়ে দীঘে সাগর সে শতেক যোজন ॥
অস্তাচল পর্ব্বত সে সাগর ভিতর।
জল হৈতে গিরি উঠে সহস্র-শিখর ॥
দেখিয়া হইবে সবে সভয়-অন্তর।
অন্বেষিহ সাবধানে মহেশ-সাগর ॥
সোনার পর্ব্বতে দশদিক্ সুপ্রকাশ।
সহস্র শিখর উঠে জুড়িয়া আকাশ ॥
সোনার গঠিত গিরি দেখিতে সুঠাম।
শিবলিঙ্গ আছে তাহে যেন শিবধাম ॥
রাবণ সে মহেশ্বর পূজে সর্ব্বক্ষণ।
মহেশের কাছে গিয়া থাকে সে রাবণ ॥

অন্বেষণ করিও হে শিখরে শিখরে।
পাইতে পারিবে তথা সীতা লঙ্কেশ্বরে ॥
কিন্তু মায়া জানে সে পাপিষ্ঠ দশানন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিল ত্রিভুবন ॥
সেবিয়া শিবের পদ দিগ্বিজয় (২) করে।
ত্রিভুবন জিনে বেটা শঙ্করের বরে ॥
দেবগণ যার ডরে একপাশ হয়।
সবে মাত্র বালি-স্থানে তার পরাজয় ॥
তথা যদি নাহি পাও সীতার উদ্দেশ।
মহীধর-ক্রৌঞ্চে (৩) গিয়া করিহ প্রবেশ ॥
ক্রৌঞ্চ-পর্ব্বতেরে দেখি লাগিবেক ভয়।
বিষম পর্ব্বত সেই অন্ধকারময় ॥
দূর হৈতে পর্ব্বত করিবে দরশন।
তাহার মধ্যেতে গেলে অবশ্য মরণ ॥
সে পর্ব্বত রাখিয়া দক্ষিণে কিংবা বামে।
তাহার উত্তরে যাবে দ্রোণ গিরি নামে ॥
দ্রোণগিরি দেখিলে হইবে বড় সুখী।
দেব-গন্ধর্ব্বের আছে যত চন্দ্রমুখী ॥
বালখিল্য আদি করি যত মুনিবর।
বাস করে সকলে সে পর্ব্বত-উপর ॥
চন্দ্র-তেজ নাহি তথা, সূর্য্যের প্রকাশ।
নক্ষত্র নাহিক দেখি, না দেখি আকাশ ॥
কামিনীগণের তেজে তথা আলো করে।
পুণ্যদা-নামেতে নদী তাহার উপরে ॥
দুই কূলে আছে তার বংশ অগণন।
উভয় তীরের বংশ উপরে মিলন ॥
ম্লেচ্ছজাতি (৪) আছে তথা দেখি ভয়ঙ্কর।
নদী পার হয় তারা বাঁশে করি ভর ॥

---

(১) প্রজাপতি—ব্রহ্মা। (২) দিগ্বিজয়—সকল দিক অধিকার। (৩) মহীধর ক্রৌঞ্চে—ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে; হিমালয়ের অংশবিশেষ। (৪) ম্লেচ্ছ-জাতিবিশেষ; গোমাংসখাদকো যশ্চ বিরুদ্ধং বহুভাষতে। সর্ব্বাচার বিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে—স্মৃতিঃ।

তাহার উত্তরে যাবে সীতার উদ্দেশে।
সেই দেশে বহু লোক হরষিত বৈসে॥
যাহা চাবে, তাহা পাবে, মিষ্ট বৃক্ষ-ফল।
স্বর্ণদ্রব জন্মে তথা সোনার উৎপল (১)॥
নানা রত্ন মাণিক সে জলেতে উপজে (২)।
রক্তবর্ণ নদী-জল মাণিকের তেজে॥
নানা রত্ন অলঙ্কার পুরুষেতে পরে।
কি বর্ণিব অলঙ্কার স্ত্রীলোকে যা ধরে॥
অহঙ্কারে নারীগণ ইন্দ্রে না মানিল।
ক্রোধ করি ইন্দ্রদেব অভিশাপ দিল॥
অহঙ্কারে যেমন না মানিলি আমায়।
জীবিত হইবি দিনে রাত্রে মৃতপ্রায়॥
সেই শাপে মৃত থাকে সকল রজনী।
প্রভাত হইলে বাঁচে সকল সজনী (৩)॥
রজনীতে থাকে তারা হয়ে অচেতন।
প্রভাতে উঠিয়া করে সঙ্গীত নর্ত্তন॥
বহুরত্না পৃথিবী বলেন সর্ব্বজন।
কত ঠাঁই কত সৃষ্টি না হয় গণন॥
সাবধান হৈয়া যাবে যত কপিগণ।
যত্নেতে খুঁজিবে তথা জানকী রাবণ॥
তাহার উত্তরে যাবে অনন্ত সাগর।
তথা হতে হেমগিরি-নাম গিরিবর॥
সকল পর্ব্বত মধ্যে হেমগিরি সার।
সকল পর্ব্বত জিনি শিখর তাহার॥
আকাশেতে যার শৃঙ্গ লাগে সারি সারি।
হেমগিরি সম গিরি জগতে না হেরি॥
তাহার উত্তরে নাই ভাস্করের গতি।
অন্ধকারময় তথা, নাহিক বসতি॥
তাহার উত্তরে নাই আমার গমন।
সে পর্য্যন্ত খুঁজিয়া ফিরিবে সর্ব্বজন॥
এই কহিলাম জম্বুদ্বীপের উৎপত্তি।
এই অবধি আছে জীব-জন্তুর বসতি॥
সকল দেশের কথা কহিনু সবাকে।
যে দেশে থাকেন সীতা উদ্ধারিবে তাঁকে॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল এই তিন স্থান।
ইহা বিনা সৃষ্টি নাহি শাস্ত্রের বিধান॥
যত দেশ কহিলাম যাইবে সাহসে।
সীতাদেবী আনি দিবে শ্রীরামের পাশে॥
আনিতে না পার যদি সীতা ঠাকুরাণী।
আমি গিয়া তাহার করিব হানাহানি (৪)॥
মাসেকের মধ্যেতে আসিবে বীরগণ।
অধিক হইলে তার অবশ্য মরণ॥
অগ্নি সাক্ষী করি করিয়াছি অঙ্গীকার।
প্রাণপণে আমি সীতা করিব উদ্ধার॥
সর্ব্বস্থানে যাব আমি যতদূর সংখ্যা (৫)।
তার পর প্রবেশিব স্বর্ণপুরী লঙ্কা॥
মালসাট মারে বহু দেয় করতালি।
মেঘের গর্জ্জনে গর্জ্জে বীর শতবলী॥
কি কার্য্যে পাঠাও রাজা এত সেনাগণ।
আমি আনি দিব সীতা মারিয়া রাবণ॥
পাতালে থাকেন সীতা, পাতালে প্রবেশি।
সাগরে থাকেন যদি, তাহা আমি শুষি॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ, কেন, আকুলিত-প্রাণ।
সীতা উদ্ধারিব আমি হ'য়ে যত্নবান॥
কি হেতু শ্রীরাম, তুমি মনে ভাব আন।
একেলা রাবণ মোর না ধরিবে টান (৬)॥

---

(১) উৎপল—পদ্ম। (২) উপজে-উৎপন্ন হয়। (৩) সজনী—স্ত্রী। (৪) হানাহানি—মারামারি। (৫) সংখ্যা—গণনা; সীমা। (৬) টান—আকর্ষণ; খেঁচনি। এখানে শক্তি সহ্য করা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

আসিতে যাইতে মোর যে হউক ব্যাজ (১)।
অবিলম্বে দেখা দিব সিদ্ধ করি কাজ ॥
শুনি শতবলীর সে বিক্রম-বচন।
ভরসা পাইল মনে সুগ্রীব রাজন ॥
চলিল সকল ঠাট সুগ্রীব-আদেশে।
উত্তর দিকের যাত্রা রচে কৃত্তিবাসে ॥

———

সুগ্রীব-শ্রীরাম-সংবাদ ও উত্তর-পূর্ব্ব-পশ্চিমে সীতার উদ্দেশ না পাইয়া বানরগণের প্রত্যাবর্ত্তন।

নদ নদী পর্ব্বতের শুনিয়া ত নাম।
সুগ্রীবেরে জিজ্ঞাসা যে করিলেন রাম ॥
সাগর পর্ব্বত দ্বীপ পৃথিবীর অন্ত।
কেমনে জানিলে মিত্র, কহ সে বৃত্তান্ত ॥
কহেন সুগ্রীব, শুন রাম গুণাধার।
বালি-ভয়ে ভ্রমিলাম এ তিন সংসার ॥
সপ্তদ্বীপা মহী বালি নিমিষেকে যায়।
কোন্ দেশে যাব, আমি, না দেখি উপায় ॥
যে দেশে যাইব আমি, তথা বালি যাবে।
মুহূর্ত্তেকে দেখা পেলে তখনি মারিবে ॥
বালি-সম বীর নাহি এ তিন ভুবনে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে ফিরি সে কারণে ॥
এক দিন এক স্থানে না থাকি কোথায়।
বড় ভয়, বালিরাজ যদি দেখা পায় ॥
দেখা পেলে প্রাণে মারে বড়ই নিষ্ঠুর।
সে কারণে পলাইয়া ভ্রমি বহু দূর ॥
সাগর পর্ব্বত নদী দেশ দেশান্তর।
সর্ব্বত্র ভ্রমণ করি আমি নিরন্তর ॥
স্থাবর জঙ্গম আদি এ তিন সংসার।
প্রতি স্থানে ভ্রমণ করি হে শতবার ॥
যেখানে যেখানে আছে পৃথিবীর অন্ত।
সে কারণে জানি মিত্র, সকল বৃত্তান্ত ॥
পূর্ব্ব কথা কহিলাম তোমার গোচরে।
সর্ব্ব তত্ত্ব জানিলাম সে বালির ডরে ॥
ঋষ্যমূক-কথা যে কহিল হনুমান্।
সে কারণে করিলাম হেথা অবস্থান ॥
চারি পাত্র ভ্রমিতাম হ'য়ে সঙ্কুচিত।
তোমার প্রসাদে এবে রাজ্যেতে পূজিত ॥
এইরূপে দুই মিত্রে প্রত্যহ সম্ভাষ (২)।
হইতে হইতে প্রায় পূর্ণ এক মাস ॥
এক দিন পূর্ব্বদিক্ হইতে সুমতি।
উপস্থিত হইল বিনোদ সেনাপতি ॥
না শুনি সীতার বার্ত্তা আর্ত্ত (৩) রঘুবীর।
আইল পশ্চিম দেখি সুষেণ সুধীর ॥
পশ্চিম উত্তর পূর্ব্ব তিন দিক্ দেখে।
আসিয়া সকলে কহে সবার সম্মুখে ॥
নানা গিরি ভ্রমিনু খুঁজিনু বহু দেশ।
কোন দেশে না পাইনু সীতার উদ্দেশ ॥
রঘুনাথ হইলেন শুনিয়া মূর্চ্ছিত।
তাঁহারে প্রবোধ দেয় সুগ্রীব সুহৃৎ ॥
দক্ষিণ-দিকেতে প্রভু রাবণের ঘর।
সে দিকে গিয়াছে যত প্রধান বানর ॥
অঙ্গদ গিয়াছে আর মন্ত্রী জাম্ববান্।
কার্য্য-সম্পাদক (৪) সঙ্গে বীর হনুমান্ ॥
বুদ্ধির সাগর বড় বীর হনুমান্।
অবশ্য সাধিবে কার্য্য কিছু নহে আন ॥
তব কার্য্যে হনুমান্ বড়ই তৎপর।
অবশ্য হইবে সীতা তাহার গোচর ॥

(১) ব্যাজ—দেরী। (২) সম্ভাষ—কথাবার্ত্তা। (৩) আর্ত্ত—কাতর। (৪) কার্য্য-সম্পাদক—মন্ত্রী।

বুদ্ধিতে পণ্ডিত হনুমান্ মহাশয়।
হনুমান্ পাবে সীতা না করিহ ভয়॥
স্থির হইলেন রাম রাজার আশ্বাসে।
রচিলা কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে॥

রাম-নাম-মাহাত্ম্য।

রাম-নাম বল ভাই, মুখে বার বার।
ভেবে দেখ রাম বিনা গতি নাহি আর॥
করিলেন অশ্বমেধ শ্রীরাম যতনে।
অশ্বমেধ-ফল পাবে রামায়ণ শুনে॥
এমত রামের গুণ কে দিবে তুলনা।
পাদ-স্পর্শে শিলা নর, নৌকা হয় সোনা॥
পার কর রামচন্দ্র, পার কর মোরে।
দীন দেখি নৌকা রাম ল'য়ে গেলে দূরে॥
যার সনে কড়ি ছিল, গেল পার হ'য়ে।
কড়ি বিনা পার করে, তারে বলি নেয়ে (১)॥
ধ্যান পূজা তন্ত্র-মন্ত্র যার নাহি জ্ঞান।
তারে যদি পার কর তবে জানি রাম॥
যোগ যাগ তন্ত্র মন্ত্র যেই জন জানে।
তারে কি তরাবে রাম, তরে নিজ গুণে॥
মোর সনে কড়ি নাই, পার হব কিসে।
কর বা না কর পার, কূলে আছি ব'সে॥
নেয়ের স্বভাব আমি জানি ভালে ভালে (২)।
কড়ি না পাইলে পার করে সন্ধ্যাকালে॥
আপনি সে ভাঙ্গ প্রভু, আপনি সে গড়'।
সর্প হ'য়ে দংশ তুমি, ওঝা হ'য়ে ঝাড়॥
সকলি তোমার লীলা, সব তুমি পার।
হাকিম হ'য়ে হুকুম দেও, পেয়াদা হ'য়ে মার॥
অধম দেখিয়া যদি দয়া না করিবে।
পতিত-পাবন (৩) নাম কি গুণে ধরিবে॥
সাধুজনে তরাইতে সর্ব্বদেব পারে।
অসাধু তরান যিনি, ঠাকুর বলি তাঁরে॥
অহল্যা পাষাণ হ'য়ে ছিল দৈববশে।
মুক্তিপদ (৪) পাইল, তব চরণ-পরশে॥
পার কর রামচন্দ্র রঘু-কুল-মণি।
তরিবারে দুটি পদ করেছ তরণী॥
তুমি যদি ছাড় মোরে আমি না ছাড়িব।
বাজন-নূপুর (৫) হ'য়ে চরণে বাজিব॥
রাম-নদী ব'য়ে যায় দেখহ নয়নে।
তাহে স্নান কর গিয়া, কূলে বসি কেনে॥
হেদে রে পামর লোক পার হবি যদি।
মন ভরি পান কর, ব'য়ে যায় নদী॥
সে নদীর মধ্যে নাই কুম্ভীর হাঙ্গর।
ঝড় বৃষ্টি না পাইবে তাহার উপর॥
পিয় স্বচ্ছ সুশীতল সুমধুর জল।
কোথায় চলিয়া যাবে অন্তরের মল॥
যতই করিবে পান না মিটিবে আশা।
জল পিতে পিতে পুনঃ বাড়িবে পিপাসা॥
বারেক যাইলে রাম-নদীর ওপার।
এ পারে আসিতে নাহি হয় পুনর্ব্বার॥
মৃত্যুকালে বারেক যে 'রাম' বলি ডাকে।
সে-ই স্বর্গে যায়, যম দাঁড়াইয়া দেখে॥
এমন রামের গুণ কি বর্ণিতে পারি।
হেলায় তরিয়ে যাবে, মুখে বল হরি॥

---

(১) নেয়ে—নাবিক। (২) ভালে ভালে—সুন্দর রূপে। (৩) পতিত-পাবন—যিনি পতিত (নীচ)-কে উদ্ধার করেন। (৪) মুক্তিপদ—মুক্তিস্থান; এখানে পরিত্রাণ অর্থে প্রযুক্ত। (৫) বাজন-নূপুর—শব্দায়মান নূপুর।

সীতার অন্বেষণার্থ বানরগণের দক্ষিণ-পাতালে প্রবেশ।

তিন দিকে বিফল হইল অন্বেষণ।
দক্ষিণ-দিকের কথা শুনহ এখন ॥
দক্ষিণেতে যত ঠাট করিল প্রয়াস (১)।
বিন্ধ্যগিরি অন্বেষিতে গেল এক মাস ॥
মাসেকের অধিক হইলে লাগে ডর।
জীবনের আশা ছাড়ে সকল বানর ॥
বিষম দণ্ডক-বন নাহিক উদ্দেশ।
তাহাতে বানর-সৈন্য করিল প্রবেশ ॥
পূর্ব্বে তথা ছিল এক ব্রাহ্মণ-তনয়।
দশবর্ষ-বয়স্ক সুন্দর অতিশয় ॥
ঐ বনের বনজন্তু তাহারে মারিল।
পুত্রশোকে ব্রাহ্মণ বনেরে শাপ দিল ॥
তদবধি ফল-জল নাহিক প্রচার।
কোন জীব-জন্তু তথা নাহিক সঞ্চার ॥
হেন বনে বানরেরা করিল প্রবেশ।
তথা না পাইল তারা সীতার উদ্দেশ ॥
অন্য বন দেখিলেক তাহার সম্মুখে।
জানকীর অন্বেষণে সেই বনে ঢুকে ॥
সকল বানর গেল বনের ভিতর।
দেখে এক রাক্ষস দেখিতে ভয়ঙ্কর ॥
ধাইয়া আইল সে বানর খাইবারে।
রুষিল অঙ্গদ বীর যুঝিতে হাঁকারে ॥
আয় বেটা, বুঝি তুই লঙ্কার রাবণ।
আমরা করিয়া ভ্রমি তোর অন্বেষণ ॥
অঙ্গদে রাক্ষসে লাগি গেল হুড়াহুড়ি।
হুড়াহুড়ি হইয়া উভয়ে জড়াজড়ি ॥
কেহ কারে নাহি জিনে, উভয়ে সোসর।
আঁচড়ে কামড়ে দোঁহে, হইল জর্জ্জর ॥
ক্ষণে হেঁট (২) অঙ্গদ, সে ক্ষণেক উপরে।
টলমল করে ক্ষিতি উভয়ের ভরে ॥
অঙ্গদ মুকুটি (৩) মারে রাক্ষসের বুকে।
অচেতন হইল সে, রক্ত উঠে মুখে ॥
রাক্ষসেরে মারিয়া রহিল সেই বনে।
কিন্তু সীতা না পাইয়া সবে দুঃখী মনে ॥
বিষাদেতে কপি সব বৈসে বৃক্ষ-তলে।
অঙ্গদ উঠিয়া সব বানরের বলে ॥
আইলাম জানকীর জানিতে বিশেষ।
হইল মাসের ঊর্দ্ধ, না যাইব দেশ ॥
সীতা না দেখিয়া যাব সুগ্রীবের পাশ।
জীবনের আশা নাই, অবশ্য বিনাশ ॥
অঙ্গদের বাক্যে সবে হ'য়ে একমতি।
বন ডাল উটকিল (৪) করি পাঁতি-পাঁতি (৫) ॥
না পাইয়া অঙ্গদ কহিল খেদ-কথা।
খুঁজিলাম সর্ব্ব বন আর পাব কোথা ॥
সত্য করিয়াছেন যে খুড়া মহাশয়।
সীতা উদ্ধারিতে আমি করিনু নিশ্চয় ॥
চারিদিকে বীরগণ গেছে দূর-দেশে।
দেখ দেখি কোন বীর কি করিয়া আসে ॥
যে হোক সে হোক ভাবি আপন কল্যাণ।
সমস্ত দক্ষিণ দেখি যাব রাম-স্থান ॥
সীতা না পাইলে হবে সবার মরণ।
আগে মরিবেন রাম, শেষে অন্য জন ॥
তার পর লক্ষ্মণ মরিবে তাঁর শোকে।
অনন্তর সুগ্রীব যাইবে যম-লোকে ॥
চাহিতে চাহিতে দেখে এক গোটা(৬)বিল।
জল নাই, পক্ষী তথা করে কিল-কিল ॥
খাল জোল না দেখি, নিকটে নাহি জল।
নানা পক্ষি-কলরব শুনি যে কেবল ॥

(১) প্রয়াস—যত্ন; চেষ্টা। (২) হেঁট নীচে। (৩) মুকুটি - কিল। (৪) উটকিল—খুব ভাল করিয়া দেখিল। (৫) পাঁতি-পাঁতি—তন্ন তন্ন করিয়া দেখা। (৬) এক গোটা একটা।

আশ্চর্য্য দেখিয়া তারা ভাবে মনে মনে।
জল নাই, শব্দ শুনি কিসের কারণে ॥
কেহ বলে, দেখ দেখি হয় কি কারণ।
দাণ্ডাইয়া ভাবে তথা সব কপিগণ ॥
বড় গাছ আছে এক সে বিলের পাড়ে।
লাফ দিয়া কপিগণ সেই গাছে চড়ে ॥
চারিদিকে চাহে, নাহি হয় দরশন ॥
শাখায় শাখায় ফিরে শাখা-মৃগগণ (১) ॥
গাছে থাকি দেখে তারা সুড়ঙ্গের দ্বার।
চন্দ্র-সূর্য্য দীপ্তি নাই, মহা অন্ধকার ॥
সুড়ঙ্গ দেখিয়া তারা ভাবে মনে মনে।
যাইব ইহার মধ্যে আমরা কেমনে ॥
যে হোক সে হোক করি সাহসেতে ভর।
সকল বানর যায় সুড়ঙ্গ ভিতর ॥
হাতাহাতি (২) করি যায় সকল বানর।
যাইতে যাইতে যুক্তি করিল বিস্তর ॥
দৈবে হয় হোক আমা-সবার মরণ।
বুঝিব ইহার মর্ম্ম, জানিব কারণ ॥
সুড়ঙ্গে প্রবেশি, এই করিয়া বিচার।
সুড়ঙ্গে চলিল সবে, মহা অন্ধকার ॥
অন্ধলোক যায় যেন হাতে করি লড়ি (৩)।
হুড়াহুড়ি করে কেহ কারো গায়ে পড়ি ॥
হাতাহাতি যায় সবে, না পায় সঞ্চার।
সকল বানর তবে ভাবিল অসার ॥
দেখিতে না পাই কিছু, যাইব কেমনে।
ফিরে চল উঠি গিয়া, মরি কি কারণে ॥
কেহ বলে নামিয়াছি, যা হবার হবে।
এসেছি সুড়ঙ্গ-পথে, কেন ফিরে যাবে ॥
অন্ধকারে চলি যায়, নাহি দেখে বাট।
পিপাসায় সকলের গলা হৈল কাঠ ॥

অন্ধকারে যায় সবে, আগে হনূমান।
হাতে লড়ি করি যেন সকলেতে যান ॥
আগে হনূমান্ বীর চলিল সাহসে।
অন্ধ লোক চলে যেন পড়ে আশে-পাশে ॥
বীরগণ বলে, শুন পবন-নন্দন।
প্রকাশ (৪) পাইব গেলে কতেক যোজন ॥
আর কত পথ গেলে পাইব প্রকাশ।
হনূমান্ কহে, কেহ না করিহ ত্রাস ॥
আমি সঙ্গে যাব, তবে বিষম কি আছে।
সকল বানর-গণ আইস মোর পাছে ॥
যোজন সাতেক গেলে তবে হই পার।
এক গৃহ আছে তথা অদ্ভুত আকার ॥
হনূমানের বাক্যেতে সাহসে করি ভর।
ধীরে ধীরে চলে তথা সকল বানর ॥
মহাবীর হনূমান্ বুদ্ধে বৃহস্পতি।
সবারে করিল পার করি হাতাহাতি ॥
ধর্ম্মে ধর্ম্মে (৫) সকল সঙ্কটে হ'য়ে পার।
দেখিতে পাইল গৃহ অদ্ভুত-আকার ॥
সোনার প্রাচীর তার স্বর্ণময় গাছ।
স্বর্ণপদ্ম জলে দেখে, স্বর্ণময় মাছ ॥
পুরীখান দেখিল সকল স্বর্ণময়।
দেখিয়া বানর-গণ হইল বিস্ময় ॥
অপূর্ব্ব পুরীর শোভা, স্বর্ণময় বেশ।
সবে বলে হনূমান্ এই কোন্ দেশ ॥
নানা ফুল-ফল দেখি, সুগন্ধ বাতাস।
ক্ষুধাতুর সকলে খাইতে করে আশ ॥
অন্নজল পেটে নাই ক্ষুধায় পীড়িত।
ফল-ফুল দেখি মনে সবে হরষিত ॥
পুরীর ভিতর মাত্র এক কন্যা আছে।
সকল বানর গেল সে কন্যার কাছে ॥

---

(১) শাখা-মৃগগণ—বানর সকল। (২) হাতাহাতি—হাত ধরাধরি করিয়া। (৩) লড়ি—লাঠি। (৪) প্রকাশ—আলো। (৫) ধর্ম্মে ধর্ম্মে—ভাগ্যে ভাগ্যে।

ত্রিশত প্রকোষ্ঠ গেল, ভিতর-আবাস।
কন্যার রূপেতে করে জগৎ প্রকাশ ॥
সুন্দরী সে কন্যা, বুঝি হরের ঘরণী।
রম্ভা তিলোত্তমা কিংবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥
শোভিত যুগল ভুরু যেন কাম-ধনু।
কপালে সিন্দূর-ফোঁটা প্রভাতের ভানু ॥
চন্দন চন্দ্রমা কোলে কজ্জলের বিন্দু।
ভ্রূযুগ উপরেতে উদয় অৰ্দ্ধ ইন্দু ॥
বিন্দু বিন্দু গোরোচনা (১) শোভা করে অতি।
অলকাতিলকা-(২) রেখা অৰ্দ্ধ অৰ্দ্ধ পাঁতি ॥
রতন-রঞ্জিত তার পদাঙ্গুলি সব।
রাজহংস জিনি ধ্বনি নূপুরের রব ॥
করে শঙ্খ কঙ্কণ কিঙ্কিণী কটিমাঝে।
রতন-নূপুর পায় রুণুঝুনু বাজে ॥
পৃষ্ঠে লোটে স্পষ্ট-রূপে প্রবালের ঝাঁপা।
গৌর গায় গন্ধ করে গন্ধরাজ চাঁপা ॥
ছড়া ছড়া বাজুবন্দ শঙ্খের উপর।
যেখানে যে শোভা করে পরেছে বিস্তর ॥
দুই পায়ে শোভিত করেছে গোটামল।
ব্রহ্মচারী আদি লোক দেখিয়া পাগল ॥
পুরীর ভিতর কন্যা আছে একেশ্বরী।
কন্যা-রূপে আলো করে রসাতল-পুরী ॥
তাহারা সকলে বন্দে কন্যার চরণ।
জোড়হাতে বলে বীর পবন-নন্দন ॥
আমরা বানর পশু, বনে করি বাসা।
ক্ষুধায় না দেখি পথ লাগিয়াছে দিশা (৩) ॥
রাজভয়ে গণিয়াছি জীবন অসার।
খাল জোল বন আদি চাহিনু সংসার ॥
দুর্জ্জয় পাতালেতে আমরা সবে আসি।
তোমা দেখি বাঁচিলাম মনে হেন বাসি ॥
হইলাম বড় তুষ্ট তোমারে দেখিয়া।
পরিচয় দেহ কন্যে, তুমি কার প্রিয়া ॥
বড়ই কাতর মোরা হয়েছি এখন।
পরিচয় দেহ কন্যে, তুমি কোন্ জন ॥
কাহার বসতি-ঘর, কার সরোবর।
কৃপা করি কহ কন্যে, শুনি অবান্তর (৪) ॥
অপূর্ব্ব পুরীর শোভা দিব্য সরোবর।
কার পুরী আইলাম, বড় বাসি ডর ॥
কন্যা বলে, শুন বীর মম পরিচয়।
সুমেরু পর্ব্বত-শ্রেষ্ঠ মম পিতা হয় ॥
সম্ভবা আমার নাম, হেমা মোর সখী।
হেমার বচনে আমি এই পুরী রাখি ॥
এই আবাসের রক্ষা আছে মম করে।
আমা অগোচরে কেহ আসিতে না পারে ॥
ময় নামে দানবের রচিত আবাস।
হেমা সহ করে ময় এইখানে বাস ॥
নৃত্যেতে নর্ত্তকী হেমা, গানেতে গায়নী (৫)।
রূপে গুণে বেশে হেমা ত্রিভুবন-জিনি ॥
রূপে ময়-দানবেরে মুগ্ধ করে হেমা।
ভোগ-সুখে সদা রহে, নাহি তার ক্ষমা ॥
জোগায়ে ময়ের মন হেমা পায় ক্লেশ।
কাতর পীড়িত হেমা, প্রায় তনু শেষ ॥
দানবের অত্যাচারে পলায়েছে ত্রাসে।
দানব গিয়াছে সেই হেমার উদ্দেশে ॥
যেখানে পাইবে তারে, আনিবে ধরিয়া।
এই বেলা পলাও হে সেই পথ দিয়া ॥

---

(১) গোরোচনা—গরুর মস্তকস্থ উজ্জ্বল পীতবর্ণ দ্রব্য বিশেষ। (২) অলকা-তিলকা—পাতাকাটা কপালে চন্দনাদি দ্বারা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ফোঁটা, নাকে তিলফুলের মত চিহ্ন ও গালে কদম্ব ফুলের মত চিত্র করণ। (৩) দিশা—দিগ্ ভ্রম। (৪) অবান্তর—প্রসঙ্গের বাহিরের কথা। (৫) গায়নী—গায়িকা।

বড়ই দুরন্ত সে দানব দুষ্ট জন।
এখান হইতে যাহ যত কপিগণ ॥
কোন্ জন হইতে পাইলে উপদেশ।
দুর্জ্জয় পাতালে কেন করিলে প্রবেশ ॥
শীঘ্র যাহ বিলম্ব কি হেতু কর আর।
দানব আইলে কারো নাহিক নিস্তার ॥
হনূমান্ বলে, কন্যে, শুন বিবরণ।
আমরা রামের দূত যত কপিগণ ॥
রামচন্দ্র দশরথ-রাজার কুমার।
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ গুণশ্রেষ্ঠ মহিমা অপার ॥
আইলেন পিতৃ সত্য পালিতে কানন।
তাঁর সঙ্গে আইলেন অনুজ লক্ষ্মণ ॥
শ্রীরাম-রমণী সীতা পরমা সুন্দরী।
স্বভাবতঃ সততঃ রামের সহচরী ॥
বনে বাস করিয়া ছিলেন তিন জন।
রামের রমণী সীতা হরিল রাবণ ॥
সীতার বিরহে রাম হইয়া কাতর।
বনে বনে ভ্রমণ করেন নিরন্তর ॥
দৈবযোগে সুগ্রীবের সহিত মিলন।
হইলেক উভয়ের সখ্য-সংঘটন ॥
বালি বধি রাম রাজ্য দিলেন সুগ্রীবে।
সুগ্রীব করিল সত্য সীতা উদ্ধারিবে ॥
সুগ্রীবের আদেশেতে ভ্রমি নানা দেশ।
অদ্যাপি না পাইলাম সীতার উদ্দেশ ॥
মাসেকের তরে রাজা করিল নিশ্চয়।
মাসের অধিক হৈলে বড় বাসি ভয় ॥
গাছ হৈতে দেখিয়া আমরা এ সকল।
জলের উদ্দেশে আইলাম এই স্থল ॥
মুখে কথা কহে, তারা ফল পানে চায়।
মনে তোলপাড়া করে, কন্যারে ডরায় ॥

বানর দেখিয়া ফল হইল বিকল।
সাধ হয়, পেড়ে খায় কাঁচা পাকা ফল ॥
বানরের ইচ্ছা বুঝি কন্যা মনে গণে।
ফল খাইবারে কন্যা বলিল আপনে ॥
বড়ই ক্ষুধার্ত্ত দেখি হইল মমতা।
কন্যা বলে, ফল খাও, দিলাম সর্ব্বথা (১) ॥
ইচ্ছামত ফল খাও, যত আসে মনে।
শুনি হরষিত হৈল যত কপিগণে ॥
একে চায়, আর আজ্ঞা পাইল বানর।
লাফ দিয়া উঠে গিয়া গাছের উপর ॥
দুই হাতে ফল খায়, ভাঙ্গে আর ডাল।
মধু-গন্ধে পাতা খায় পূর্ণ করি গাল ॥
পক্ক ফল লইয়া বসিল শাখী'পরে (২)।
ক্ষুধায় কাতর, খায় যত পেটে ধরে ॥
কতগুলা পাকা ফল নিঙ্গুড়িয়া খায়।
আধ-খাওয়া করি কত টানিয়া ফেলায় ॥
কত বা কামড়ি খায়, কত ফল চুষি।
উদর পূরিল রসে, মনে মনে খুসি ॥
ফল-মূল খাইয়া করিল মাথা হেঁট।
নড়িতে চড়িতে নারে, নেউয়া(৩) হৈল পেট ॥
করিয়া বানর-গণ উদর পূরণ।
নিবেদন করি বন্দে কন্যার চরণ ॥
প্রসাদেতে তোমার খণ্ডিল সব ক্লেশ।
কোন্ পথে বাহিরিব, কহ উপদেশ ॥
যাবৎ এখানে কন্যে, দানব না আসে।
তাবৎ বাহির হৈয়া যাই অন্য দেশে ॥
বড় ভয় হয়, কন্যে, দানবের তরে।
ত্বরায় বাহির কর সকল বানরে ॥
পথ দেখাইতে কন্যা আপনি চলিল।
সকল বানর তার পাছে গোড়াইল ॥

(১) সর্ব্বথা—সর্ব্বপ্রকারে; এখানে সম্মতি। (২) শাখী'পরে—গাছের উপরে। (৩) নেউয়া—লাউয়ের মত।

পলায় বানর-গণ পাছু পানে চায়।
দানব আসিয়া পাছে পশ্চাতে খেদায় ॥
পরাণে মারিবে সবে, কার নাহি রক্ষা।
উপায় কেবল দেখি এ কন্যা সপক্ষা (১) ॥
সুড়ঙ্গের দ্বারে কন্যা হইয়া বাহির।
দেখায় বানর প্রতি সাগর গভীর ॥
এই জল দেখ সবে সাগর দক্ষিণ।
বিন্ধ্যাদ্রি মলয়-গিরি দেখহ প্রবীণ ॥
শ্রীরামের আগে যাটি সহস্র বৎসর।
অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর ॥
বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
শুভক্ষণে প্রকাশিল বেদ রামায়ণ ॥
অসীম রামের গুণ, কি বলিতে জানি।
মরা-মন্ত্র জপিয়া বাল্মীকি হৈল মুনি ॥
তারক-ব্রহ্ম (২) রাম-নাম অনন্ত মহিমা।
চারি বেদে বিচারিয়া দিতে নারে সীমা ॥
চণ্ডালে করিল দয়া বড়ই করুণ।
পাষাণেতে নিশান রহিল তাঁর গুণ ॥

সীতান্বেষণে অঙ্গদাদির মন্ত্রণা।

পাতাল হইতে উঠি সকল বানর।
জোড়-হাতে দাণ্ডাইল অঙ্গদ-গোচর ॥
পাতালে প্রবেশি মোরা সকল বানর।
কোথাও না দেখিলাম সীতা লঙ্কেশ্বর ॥
বলেন অঙ্গদ বীর হে বানরগণ।
সাবধান হৈয়া শুন আমার বচন ॥
সীতা-বার্ত্তা জানিতে হইল এক মাস।
মাসের অধিক হৈলে সবার বিনাশ ॥
অন্যের যে হউক, মম সংশয় জীবন।
সুগ্রীব মারিতে মোরে করিয়াছে পণ ॥
পিতারে মারিতে যার না হৈল মমতা।
পুত্রেরে মারিবে সে যে, এ বা কোন্ কথা ॥
দক্ষিণ হস্তেতে রাম অগ্নি সাক্ষী করে।
যত হিত করিলেন, সকল পাসরে ॥
আমি যুবরাজ নহি পিতা বিদ্যমানে।
সে পদ দিলেন রাম আমারে বিধানে ॥
খুড়ার গণনে নহে আমার সম্বন্ধ।
আমাকে মারিতে খুড়া করেন প্রবন্ধ ॥
আমারে মারিবে খুড়া না হয় খণ্ডন (৩)।
আমার নিস্তার নাই শুন কপিগণ ॥
জোড়-হাতে কপিগণ কহিছে কাহিনী (৪) ॥
জীবনের আশা নাই, ত্যজিব পরাণী।
তারক বানর ছিল বুদ্ধে বৃহস্পতি।
অঙ্গদেরে বুঝায় সে উত্তম প্রকৃতি ॥
সুগ্রীবের ভয় হেতু না যাইব দেশ।
সকলে পাতালে গিয়া করিব প্রবেশ ॥
রাজযোগ্য আছে তথা সোনার আবাস।
পরম আনন্দে তথা করিব নিবাস ॥
ফুল-ফল পাব তথা, জল সুবাসিত।
সুগ্রীবের ভয় তুমি না কর কিঞ্চিত ॥
কি করিবে সুগ্রীব শ্রীরাম শ্রীলক্ষ্মণ।
কোন ভয় না করিহ, শুন মিত্রগণ ॥
নিশ্চিন্তে থাকিব গিয়া পাতাল-ভুবনে।
কি করিবে সুগ্রীব রাজা শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥
তারকের বাক্যে সবে দিল অনুমতি।
মনে মনে হনুমান্ করেন যুকতি ॥
প্রমাদ-বচনে ভাবে হনুমান্ বীর।
আপনার মনে বুদ্ধি করিলেন স্থির ॥

(১) সপক্ষা—অনুকূলা ; সহায়স্বরূপা। (২ তারক-ব্রহ্ম—ত্রাণকারী ভগবান। (৩) খণ্ডন—দূর।
(৪) কাহিনী—কথা ; প্রচলিত প্রবাদ-বাক্য ; ইহা সত্য মিথ্যা দুই প্রকারেরই হইতে পারে ;

মোর বিদ্যমানে রাম-কার্য্যে হয় হানি।
সভার মধ্যেতে হনূমান্ কহে বাণী॥
হনূমান্ বলেন, অঙ্গদ যুবরাজ।
এক কার্য্যে আসি তুমি কর অন্য কাজ॥
কোন্ যুক্তি কর তুমি ল'য়ে কপিগণ।
তোমার উচিত নহে এসব কথন॥
পলাইয়া যাবে তুমি পাতাল-ভুবনে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু না ভাবিলে কেন মনে॥
পলাইবা কোথায় সুগ্রীব সব জানে।
পলাইয়া বাঁচিতে নারিবে কোন খানে॥
উচিত বলিতে তোমা আমার কি ডর।
তোমার সহিত কেবা পলাবে বানর॥
স্ত্রী-পুত্র লইয়া করে কিষ্কিন্ধ্যায় বাস।
তোমা লাগি কে ছাড়িবে স্ত্রী-পুত্রের আশ॥
তোমা হেন স্ত্রী-পুত্র ছাড়িবে কোন জন।
একাকী কেবল তুমি ফের বনে-বন॥
মনে কর পলাইয়া পাব অব্যাহতি।
যত কাল জীবে, তব থাকিবে অখ্যাতি॥
তোমার বাপেরে রাম, মারে এক বাণে।
তাঁর হাত ছাড়াইবা গিয়া কোন্ খানে॥
সুগ্রীব বলেন যদি শ্রীরামের প্রতি।
পাতালে বসিয়া তুমি না পাবে নিষ্কৃতি (১)॥
নির্ভয়ে কেমনে তুমি পাইবা উদ্ধার।
রাম-বাণে মুক্ত হবে সুরঙ্গের দ্বার॥
বিষ্ণু-অবতার রাম জগতে পূজিত।
তোমার এমন যুক্তি না হয় উচিত॥
নির্ব্বুদ্ধি তোমারে বলি শুন যুবরাজ।
বীর হয়ে পলাইবা মুখে নাহি লাজ॥
যত দূর যাবে তার চৌটি (২) নাহি আসি।
গৃহ পাছু যুক্তি কর, ভাল নাহি বাসি॥
সর্ব্ব দেশ দেখি যদি নহে দরশন।
সুগ্রীবের ঠাঁই গিয়া লভিব শরণ॥
ধার্ম্মিক সুগ্রীব রাজা ধর্ম্মের চরিত।
দোষ গুণ বুঝিয়া সে করিবে উচিত॥
ভয় করি পলাইলে বড় হবে দোষ।
হইলে শরণাপন্ন (৩) রামের সন্তোষ॥
যে দেশ বলিল রাজা, যাইব সে দেশে।
তার পর যা হবার, হইবেক শেষে॥
তোমারে প্রধান (৪) করি সে সুগ্রীব বৈসে।
তোমার প্রসাদে আমাদের ভয় কিসে॥
কুপিল অঙ্গদ হনূমানের বচনে।
লজ্জা দিল হনূমান্ সবা বিদ্যমানে॥
জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃ-রমণী রাজার বিবাহিতা।
শাস্ত্রমত জ্যেষ্ঠ হয় কনিষ্ঠের পিতা॥
ইতর পুরুষ পিতা পুত্রে হেন গণি।
অপরক্ত পর-জায়া যেমন জননী (৫)॥
জ্যেষ্ঠ ভাই পিতা সম সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
তার পত্নী কেবল মায়ের তুল্য হয়॥
জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃ-জায়া হরে কিসের বাখান।
জানিতে সীতার বার্ত্তা পাঠায় কুস্থান (৬)॥
কার্য্য না করিলে রাম হইবেন দুখী।
সর্ব্বদা আমার মৃত্যু হনূমান্ দেখি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম তার দেখি বীর হনূমান্।
কোন কার্য্যে ভাল নহে সুগ্রীবের জ্ঞান॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কার্য্য করিলেন যত।
চোরা-যুদ্ধে (৭) আমার পিতারে করে হত॥
সম্মুখ-সমর যদি করিতেন পিতা।
কে কেমন বীর, তুমি তবে ত জানিতা॥
রাম কেন না বলিলেন আমার বাপেরে।
গলে ধরে আনিতেন রাজা লঙ্কেশ্বরে॥

(১) নিষ্কৃতি—পরিত্রাণ। (২) চৌটি - চতুর্থাংশ। (৩) শরণাপন্ন—আশ্রিত। (৪) প্রধান—শ্রেষ্ঠ, মুখ্য। (৫) মাতৃবৎ পরদারেষু—শাস্ত্রবাক্য। (৬) কুস্থান—এখানে বিপদপূর্ণ জায়গা। (৭) চোরা-যুদ্ধে—গুপ্ত যুদ্ধে।

যেখানে থাকিত সীতা, আনিত রাবণ।
তবে কেন সীতা লাগি দুঃখী কপিগণ॥
তুমি কিবা নাহি জান বীর হনূমান্।
পিতা চারি সাগরে করে সন্ধ্যা-স্নান॥
দিগ্বিজয় (১) করিয়া সে বেড়াত রাবণ।
পিতারে জিনিতে আইল কিষ্কিন্ধ্যা-ভুবন॥
রাবণ দেখিল মোর বাপ নাই ঘরে।
আহ্নিক (২) করেন তিনি সাগরের তীরে।
পাছু বাটে (৩) রাবণ ধরিল মোর বাপে।
সাপটিয়া ধরিল সে অতুল-প্রতাপে॥
ধ্যান ভঙ্গ না হইল, লেজেতে বাঁন্ধিয়া।
সাগরেতে রাবণেরে ফেলান ডুবাইয়া॥
দীঘল (৪) পিতার লেজ যোজন পঞ্চাশ।
রাবণে তোলেন পিতা উপর আকাশ॥
বারেক আকাশে তুলি পুনঃ ডুবান নীরে।
নাকানি-চুবানি (৫) খাইয়া বেটা শেষে মরে॥
চারি সাগরের তপ হয় অবশেষ।
সন্ধ্যা-কালে মম পিতা আইলেন দেশ॥
রাবণের দশ মাথা করে নড়বড় (৬)।
কিষ্কিন্ধ্যায় আসি বেটা দাঁতে করে খড় (৭)॥
দয়া করি মোর বাপ ছাড়েন তাহারে।
লঙ্কায় পলায়ে গেল রাবণ তৎপরে॥
সে রাবণ আসিয়া সীতারে করে চুরি।
এই কারণেতে আজি মোরা সবে মরি॥
যদি রাম লইতেন পিতার শরণ।
কোন্ তুচ্ছ পিতার সে পাপিষ্ঠ রাবণ॥
পিতাকে মারিয়া রাম করিল কুকর্ম্ম।
রাজা হৈয়া করিলেন সম্পূর্ণ অধর্ম্ম॥
আপন অধর্ম্মে রাম এত দুঃখ পান।
ধর্ম্মমত ভাব তুমি বীর হনূমান্॥
কার্য্য না করিলে রাম হইবেন দুঃখী।
সব কার্য্যে হনূমান্ মোর মৃত্যু দেখি॥
সুগ্রীবের হবে যশ, আমার মরণ।
সীতা না পাইলে আমি ত্যজিব জীবন॥
হনূমান্ বলে, যত কিছু মিথ্যা নয়।
জ্যেষ্ঠের রমণী হৈলে মাতৃ-তুল্য হয়॥
আমরা বানর, পশু-জাতি ইহা পারি।
যে শাস্ত্র কহিলা সে কেবল মনুষ্যেরি॥
যত দেশ বলে রাজা খুঁজি একবার।
পশ্চাতে করিব আমি ইহার বিচার॥
রাম-নাম-স্মরণেতে পাপের বিনাশ।
রচিল কিষ্কিন্ধা-কাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥

———

বানরগণের মৃত্যু-কামনা।

এতেক বলিল যদি বীর হনূমান।
পুনশ্চ অঙ্গদ বলে, সবা-বিদ্যমান॥
পুনঃপুনঃ বল তুমি পবন-নন্দন।
যে বল সে বল তুমি, অবশ্য মরণ॥
শ্রীরাম সুগ্রীব এরা কভু নহে ভাল।
নিশ্চয় জানিহ অঙ্গদের প্রাণ গেল॥
জ্যেষ্ঠ ভাই পিতৃ সম মারিল হেলায়।
তার পুত্রে মারিবে সুগ্রীবে নহে দায়॥
নমস্কার জানাইও মায়ের চরণে।
প্রাণ ছাড়িবেন মাতা আমার কারণে॥

---

(১) দিগ্বিজয়—চারিদিকের রাজাকে বশীভূত করা। (২) আহ্নিক—সন্ধ্যাবন্দনাদি প্রতিদিনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। (৩) পাছু বাটে—পেছন দিকে। (৪) দীঘল—লম্বা। (৫) নাকানি-চুবানি—জলমগ্ন অবস্থায় নাকে-মুখে জল ঢুকিয়া শ্বাস রোধ হইলে যেমন কষ্ট হয় তদ্রূপ যন্ত্রণা দেওয়া। (৬) নড়বড়—দোদুল্যমান; শিথিল; আল্‌গা। (৭) দাঁতে করে খড় পরাজয়ের চিহ্ন।

দোসর (১) বানর-গণ পরস্পর বন্দে।
অঙ্গদে বেড়িয়া সব বানরেরা কান্দে॥
অঙ্গদ কুমার বই আর নাহি গতি।
মরিব অঙ্গদ-সঙ্গে করিল যুকতি॥
সকল বানর যুক্তি এই করি সার।
জীবনের আশা ছাড়ি ত্যজিল আহার॥
স্নান করি কপিগণ বৈসে পূর্ব্বমুখে।
উপবাস করিয়া রহিল মনোদুঃখে॥
মরিবারে বানর করিল উপবাস।
রচিল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥

সম্পাতির সহিত হনূমানাদির পরিচয়

গরুড়ের সন্তান বিখ্যাত পক্ষি-জাতি।
বৈসে বিন্ধ্য-পর্ব্বতের শিখরে সম্পাতি॥
বানর-কটক মাথা তুলি ঊর্দ্ধে দেখে।
অনুমান করে এই খাইবে সবাকে॥
অঙ্গদ উঠিয়া বলে, শুন হনূমান্
আমার বচনে তুমি কর অবধান॥
সীতার উদ্দেশে আইলাম সর্ব্বজন।
সীতা লাগি হারাইব বিদেশে জীবন॥
কোন্ জন না করিল শ্রীরামের কাজ।
সীতা লাগি মরিল জটায়ু পক্ষিরাজ॥
প্রাণ দিল পক্ষিরাজ করিয়া সমর।
অনায়াসে স্বর্গে গেল গরুড়-কোঙর॥
রাম-বনবাস হেতু সীতার হরণ।
সীতা লাগি বিদেশেতে মরে কপিগণ॥
সম্পাতি বলেন, কে জটায়ুর মৃত্যু কহে।
সোদরের মৃত্যু শুনি মম প্রাণ দহে॥
বিধির বিপাকে পাখা পুড়িয়া বিনাশ।
উড়িয়া যাইতে নারি তোমাদের পাশ॥
তোমাদের মুখে শুনি জটায়ু-বিনাশ।
আজি শোকে হইলাম নিতান্ত নিরাশ॥
কপিগণ বলে, পক্ষী বড়ই সিয়ান (২)।
নিকটে আসিতে চাহে লইতে পরাণ॥
নড়িতে চড়িতে নারে জরাতে (৩) দুর্ব্বল।
সম্মুখে পাইলে গিলিবেক করি ছল॥
হনূমান্ বলে, ভাই অবশ্য মরণ।
এ বৃদ্ধ পক্ষীকে আমি জিজ্ঞাসি কারণ॥
হনূর বচনে সবে দিল অনুমতি॥
আনিলো ধরাধরি করিয়া সম্পাতি।
পক্ষিরাজে বসাইল বানর-সমাজ।
জোড়হাতে কহিল অঙ্গদ যুবরাজ॥
বালি-সুগ্রীবেরে জান দুই সহোদর।
কতকাল কোন্দল করিল পরস্পর॥
পিতৃ-সত্য পালিতে শ্রীরাম আইল বন।
সঙ্গে গোড়াইল (৪) তাঁর জানকী লক্ষ্মণ॥
সীতা সহ দুই ভাই ভ্রমে বনে-বন।
শূন্য ঘর পেয়ে সীতা হরিল রাবণ॥
সীতা লাগি ভ্রমেণ যে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
পথে সুগ্রীবের সঙ্গে হইল মিলন॥
সুগ্রীবেরে দিলেন আপন পরিচয়।
আপন দুঃখের কথা দুই জনে কয়॥
অগ্নি সাক্ষী করি দুই জনে সত্য করে।
পরস্পর উপকার করে পরস্পরে॥
দুই জনে সত্যে বন্ধ, হইল মিলন।
সেই হেতু করি মোরা সীতা অন্বেষণ॥
রাম সত্য পালেন মারিয়া মোর বাপে।
সুগ্রীবেরে রাজ্য দেন দুর্জ্জয় প্রতাপে॥

(১) দোসর—সঙ্গী। (২) সিয়ান—চতুর। (৩) জরা—বার্দ্ধক্য। (৪) গোড়াইল—পশ্চাতে চলিল।

পিতা মরিলেন, মনে হইলাম দুঃখী।
বনে বনে ভ্রমি আমি দেখ তার সাক্ষী ॥
বানর আইল যত ছিল দেশে দেশে।
রামকার্য্য সাধিবারে সুগ্রীব-আদেশে ॥
একমাস নিয়ম করিল মহাশয়।
মাসেকের বাড়া হৈল, না জানি কি হয় ॥
পরিচয় দিলাম আমরা কপিগণ।
এখন শুনহ জটায়ুর বিবরণ ॥
জটায়ু পক্ষীর শুন মরণের কথা।
রাবণ হরিয়া নিল শ্রীরামের সীতা ॥
জটায়ু নামেতে পক্ষী গরুড়-নন্দন।
পর্ব্বত হইতে শুনে সীতার ক্রন্দন ॥
হাত পা আছাড়ে সীতা রথের উপরে।
'শ্রীরাম লক্ষ্মণ' বলি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
পক্ষী বলে, এই বেটা লঙ্কার রাবণ।
সীতারে হরণ করি করিছে গমন।
অনেক কালের পক্ষী ধরিয়াছে জরা।
দুই পাখা মেলিয়া পোহায় তথা খরা (১) ॥
সীতার ক্রন্দন পক্ষী তথা হৈতে শুনি।
ভাবিতে লাগিল সে প্রমাদ মনে গণি ॥
আকাশে উড়িয়া পক্ষী চারিদিকে চায়।
রাবণের রথে সীতা দেখিবারে পায় ॥
জটায়ু বলেন, সীতা এসেছেন বনে।
সেই সীতা ল'য়ে যায় পাপিষ্ঠ রাবণে॥
দুই পাখা পসারিয়া (২) আগুলিল বাট।
রাবণেরে গালি পাড়ে, মারে পাখসাট (৩) ॥
আকাশে থাকিয়া দেখে রাম বহুদূর।
আঁচড় কামড়ে তার রথ হৈল চুর ॥
রাবণ মারিল তারে ঘন ঘন শর।
জটায়ুর শরীর সে করিল জর্জ্জর ॥
রামের অপেক্ষা করি যুঝিল বিস্তর।
তথাপি না আইলেন তথা রঘুবর ॥
বৃদ্ধকালে জটায়ুর টুটিয়াছে বল!
দুই পাখা কাটিয়া পাড়িল ভূমিতল ॥
আসিয়া করেন রাম তার অগ্নিকাজ।
রাম-দরশনে মুক্ত হৈল পক্ষিরাজ ॥
কহিলাম জটায়ুর মৃত্যুর কাহিনী।
জটায়ুর কে হও আপনি কহ শুনি ॥
সম্পাতি শুনিয়া জটায়ুর বিবরণ।
ভাই ভাই করিয়া কান্দিল বহুক্ষণ ॥
আমার ভাইকে মারি বেটা থাকে সুখে।
পাখা নাই, কি করিব, থাকি মনোদুঃখে ॥
যৌবনে যখন ছিল পাখা সে আমার।
শুনহ বানরগণ বলি সারোদ্ধার (৪) ॥
জটায়ু সম্পাতি এই দুই সহোদর।
বলে মহাবলী মোরা গরুড়-কোঙর ॥
দুই ভাই প্রতিজ্ঞা যে করিলাম এই।
সূর্য্য যে ছুঁইতে পারে বীর বটে সেই ॥
প্রভাত হইল যবে অরুণ-উদয় (৫)।
সূর্য্যেরে ধরিতে যাই করিয়া নিশ্চয় ॥
জ্ঞাতি-বন্ধু সকলে দেখিয়া সবিস্ময়।
এক লক্ষ যোজন উপরে সূর্য্যোদয় ॥
সে লক্ষ যোজন উড়ি উঠিয়া আকাশে।
দিবাকরে ধরিতে গেলাম তাঁর পাশে ॥
চৌদিকে চাপিয়া উঠে সূর্য্য মহাশয়।
দিক্ ও বিদিক্ (৬) নাই, সব অগ্নিময় ॥
প্রভাত হইতে দুই প্রহর উড়িয়া।
দুই ভাই মরি সূর্য্য-তেজেতে পুড়িয়া ॥
তাহাতে জটায়ু ভাই হইল কাতর।
মৃতপ্রায় হেন দেখি ভাই সহোদর ॥

(১) খরা—রৌদ্র। (২) পসারিয়া—ছড়াইয়া। (৩) পাখসাট—পাখার ঝাপ টা। (৪) সারোদ্ধার—প্রধান কথা; মোট কথা। (৫) অরুণ-উদয়—প্রাতঃসূর্য্যের প্রকাশ। (৬) বিদিক্—দুই দিকের মধ্যস্থ কোণ।

রাখি জটায়ুর পাখা নিজ পাখা দিয়া।
আমার উভয় পাখা গেল পুড়িয়া ॥
এ পর্ব্বতে পড়িলাম দৈবের নির্ব্বন্ধ ॥
এই সে কারণে আমি হইয়াছি বন্ধ ॥
সাত দিন নাহি খাই সলিল ওদন (১)।
হেনকালে সর্ব্বজ্ঞ (২) আইল একজন ॥
স্নান করে সর্ব্বজ্ঞ সে সরোবর-জলে।
সিংহ ব্যাঘ্র গণ্ডার চরিছে তার কূলে ॥
পর্ব্বত-প্রমাণ দেখি জন্তু সে সকল।
ধরিয়া খাইবে মোরে, গায়ে নাহি বল ॥
দূরে গিয়া রহিলাম বট-বৃক্ষ-তলে।
সিংহ মহিষাদি জন্তু গেল হেন কালে ॥
প্রসিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ সেই নিশাকর নাম।
পথে দেখা পাইয়া যে করিনু প্রণাম ॥
ব্যথায় কাতর আমি, শব্দ নাহি মুখে।
আমারে কাতর দেখি দ্বিজ ধ্যানে দেখে ॥
সর্ব্বজ্ঞ বলেন, পক্ষিরাজ, প্রাণ রক্ষ।
হারাইয়া পাবে তুমি আপনার পক্ষ ॥
দশরথ রাজ্য করিবেন বহুদিন।
তাঁর জ্যেষ্ঠ-পুত্র রাম হবেন প্রবীণ (৩) ॥
পিতৃসত্য পালিতে যাবেন তিনি বন।
শূন্যঘরে তাঁর সীতা হরিবে রাবণ ॥
কপিগণ করিবেক সীতার উদ্দেশ।
তাঁর দরশনে তব খণ্ডিবেক ক্লেশ ॥
থাক এই পর্ব্বতে, পাইবে তাঁর দেখা।
রাম-নাম বলিতে উঠিবে দুই পাখা ॥
বিংশতির সমধিক পঞ্চাশ বৎসর (৪)।
তবে সে দেখিবে তুমি সকল বানর ॥

এতকাল রাম লাগি আছে হে জীবন।
এত দিনে তব সনে হৈল দরশন ॥
অঙ্গদ বলেন, তোমা দেখে পাই ভয়।
সত্য কহ পক্ষিরাজ, বৃত্তান্ত নিশ্চয় ॥
রাবণের কোন্ দেশ, কোথা তার ঘর।
তার দেশে যেতে কত যোজন সাগর ॥
পক্ষিরাজ বলে, আমি হই গৃধ্রজাতি (৫)।
পূর্ব্বেতে দক্ষিণ-দিকে ছিল মোর গতি ॥
কহিব শুনিবে যত জানি বিবরণ।
সম্প্রতি জুড়াও কর্ণ কহি রামায়ণ ॥
রামের প্রসঙ্গে পুনঃ হবে পক্ষোদয় (৬)।
পক্ষোদয়ে লক্ষ্য (৭) লাভ, প্রাণ রক্ষা হয় ॥

রামায়ণ-শ্রবণে সম্পাতির পক্ষোদয়।

হনূমান্ বলে, শুন গরুড়-নন্দন।
মন দিয়া শুন বলি রামের কথন ॥
পূর্ব্ব-কথা কহি, শুন তাহে দেহ মন।
নারদের সঙ্গে যুক্তি কৈল নারায়ণ ॥
সৃষ্টি করিলেন পিতামহ বহু ক্লেশে।
ভাবেন সকল লোক ত্রাণ পাবে কিসে ॥
নারদেরে বিরিঞ্চি পাঠান পৃথিবীতে।
আপনার পুত্রকে দিলেন তার সাথে ॥
দুই জন পৃথিবীতে বেড়ান ভ্রমিয়া।
দৈবাৎ নিবিড় বনে উত্তরিল গিয়া ॥
বাল্মীকি ছিলেন পূর্ব্বে ব্যাধ অবতার (৮)।
দস্যুবৃত্তি করিতেন অতি দুরাচার ॥

---

(১) ওদন—খাদ্য। (২) সর্ব্বজ্ঞ—জ্যোতিষি; যিনি গণনা দ্বারা অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন। (৩) প্রবীণ—বিজ্ঞ। (৪) সত্তর বৎসর। (৫) গৃধ্রজাতি—শকুন পক্ষী। (৬) পক্ষোদয়—ডানার উৎপত্তি। (৭) লক্ষ্য—উদ্দেশ্য। (৮) ব্যাধ-অবতার—ব্যাধরূপধারী।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র যারে দেখা পায়।
ফাঁস দিয়া মারে সে যে, কে কোথা পলায় ॥
এইরূপে দস্যুকর্ম্ম করে বনে-বন।
নারদের সনে হৈল পথে দরশন ॥
নারদ বিধাতা তাঁরা যান দুই জনে।
হেন কালে দেখে দস্যু সে দুই ব্রাহ্মণে ॥
দস্যু বলে, বিপ্র (১) তোরা আর যাবি কোথা।
পড়িলি আমার হাতে, কাটা যাবে মাথা ॥
নারদ বলেন, আমি তপস্বী ব্রাহ্মণ।
আমারে মারিবে তুমি কিসের কারণ ॥
দস্যু বলে, নিত্য আমি এই কর্ম্ম করি।
দস্যু-কর্ম্ম করিয়া উদর সদা ভরি ॥
মাতা পিতা পত্নী পুত্র আছে যত জন।
ইহাতে সবার হয় উদর পূরণ ॥
অবিরত দস্যু-কর্ম্ম করি আমি খাই।
সে কারণে ফাঁসি-হাতে বনেতে বেড়াই ॥
কত গণ্ডা জিতেন্দ্রিয় (২) যতী (৩) ব্রহ্মচারী।
যার দেখা পাই, তারে সেইক্ষণে মারি ॥
নারদ বলেন, শুন দুর্ব্বুদ্ধি ব্রাহ্মণ।
তোমার পাপের ভাগ লয় কোন্ জন ॥
তব পাপভাগী যদি হয় পিতা-মাতা।
তবে ত আমারে বধ করহ সর্ব্বথা ॥
জিজ্ঞাসা করহ গিয়া আপনার ঘরে।
তোমার পাপের ভার কাহার উপরে ॥
দস্যু বলে, শুন বলি তপস্বী ব্রাহ্মণ।
আমি ঘরে গিয়ে কি পলাবে দুই জন ॥
নারদ বলেন, রাখ গাছেতে বান্ধিয়া।
পাপভাগী কেবা তব আইস জানিয়া ॥

তবে দস্যু দুই জনে করিল বন্ধন।
গাছেতে বান্ধিয়া ঘরে করিল গমন ॥
বাপেরে কহিল, তুমি ঘরে ব'সে খাও।
আমার পাপের ভাগ তুমি নিতে চাও ॥
পিতা বলে, যাহা দেও ঘরে ব'সে খাব।
তুমি পাপ কর তার ভাগ কেন লব ॥
যে সে প্রকারেতে তুমি করিবে পালন।
পাপ-ভাগ লইতে না পারি কদাচন ॥
বাপের শুনিল যদি নিষ্ঠুর বচন।
তবে গিয়া করিল মায়ের দরশন ॥
দস্যু বলে, শুন মাতা, করি নিবেদন।
মনুষ্য মারিয়া করি উদর ভরণ ॥
আমি আনি দেই তুমি ঘরে ব'সে খাও।
আমার পাপের ভাগ তুমি নিতে চাও ॥
জননী বলিল, শুন দুর্ব্বুদ্ধি নন্দন।
তোমার পাপের ভাগ ল'ব কি কারণ ॥
পুত্র হৈলে করে মাতাপিতার পালন।
গয়া-পিণ্ড দান করে, শ্রাদ্ধ যে তর্পণ ॥
সুপুত্র হইলে হয় কুলের দীপক (৪)।
মাতৃসেবা না করিলে বিষম নরক ॥
যাহা যাহা আনি দিবে ঘরে বসে খাব।
তোমার পাপের ভাগ আমি কেন ল'ব ॥
যত যত পুত্র জন্মে ভারত-মণ্ডলে।
পুত্র-পাপ মায়ে লয়, কোন্ শাস্ত্রে বলে ॥
দশ মাস দশ দিন ধরিনু উদরে।
পুত্র হৈয়া ডুবাইবে নরক ভিতরে ॥
মায়ের শুনিল যদি নিষ্ঠুর বচন।
পত্নীর নিকটে গিয়া কহে বিবরণ ॥

(১) বিপ্র—ব্রাহ্মণ; 'বেদ পাঠাৎ ভবেৎ বিপ্রঃ'—যে ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করিয়াছেন। (২) জিতেন্দ্রিয়—সংযমী; যিনি রিপুসকলকে দমন করিয়াছেন। (৩) যতী—যিনি চিত্তবৃত্তিকে সমস্ত আসক্তি হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিয়াছেন; সন্ন্যাসী। (৪) দীপক—দীপ্তিকর; প্রদীপ।

দস্যু-কর্ম্ম করি আমি, ঘরে ব'সে খাও।
আমার পাপের ভাগ তুমি নিতে চাও ॥
স্বামীরে বলিছে রামা (১) বিনয়-বচন।
তোমার পাপের ভাগ ল'ব কি কারণ ॥
গৃহস্থের কর্ম্ম কার্য্য সকলি করিব।
যথা হৈতে আন তুমি, ঘরে ব'সে খাব ॥
নারীর শুনিল যদি এতেক বচন।
পুত্রের নিকটে গিয়া কহিল তখন ॥
শুনিয়া বলিল পুত্র পিতার চরণে।
পাতকের ভাগ লব কিসের কারণে ॥
আমি উপযুক্ত যবে হইব সংসারে।
শিরে মোট বহি আমি পালিব তোমারে ॥
এখন আমার কর ভরণ-পোষণ।
আমি পুত্র তোমাদের করিব পালন ॥
এইমতে জিজ্ঞাসা করিল বারে-বার।
পাপ-ভাগ লৈতে কেহ না করে স্বীকার ॥
দস্যু হলে, তবে আমি কোন্ কর্ম্ম করি।
অধর্ম্ম করিবা কেন লোক-জন মারি ॥
মনে মনে দস্যু বড় হইল নিরাশ।
ঊর্দ্ধ-শ্বাসে ধেয়ে গেল তপস্বীর পাশ ॥
আস্তে-ব্যস্তে খসাইল মুনির বন্ধন।
প্রণাম করিয়া বলে বিনয়-বচন ॥
জিজ্ঞাসিয়া ঘরে জানিলাম সমাচার।
আমার পাপের ভাগী কেহ নহে আর ॥
কি করিব, কোথা যাব, কি হবে উপায়।
মুনি বলে, তবে কেন বধিবে আমায় ॥
তোমার পাপের ভাগী কেহ না হইল।
যত পাপ করিলে, সে তোমার থাকিল ॥
চৌরাশী নরক-কুণ্ড আছে যম-পুরে।
রৌরব নরক আদি সব তব তরে ॥
গলায় কাপড় দিয়া জোড় হাত বুকে।
কাতরে কহিল দস্যু মুনির সম্মুখে ॥
কৃপা কর কৃপাময়, ধরি হে চরণ।
কি হবে আমার গতি কহ বিবরণ ॥
আর আমি দস্যু-কর্ম্ম কভু না করিব।
হইয়া তোমার দাস সঙ্গেতে ফিরিব ॥
তাহারে কহেন দয়াশীল মহামুনি।
সরোবরে স্নান করি আইস এখনি ॥
তোমার নিমিত্তে এক করিব উপায়।
যাহাতে হইয়া মুক্তি পাপ দূরে যায় ॥
আস্তে-ব্যস্তে গেল ব্যাধ সরোবর তীরে ॥
পাপী দেখি উড়িল সলিল সরোবরে।
স্নান করিবারে জল যদি না পাইল।
আরবার দস্যু সে মুনির কাছে গেল ॥
জোড়হাত করিয়া বলিল, হে গোঁসাই।
করিতে গেলাম স্নান জল নাহি পাই ॥
আমাকে আসিতে দেখি যত ছিল জল।
শুকাইল সরোবর যথা শুষ্ক স্থল ॥
শুনিয়া নারদ-মুনি করিয়া আশ্বাস।
কমণ্ডলু-জল ছিল আপনার পাশ ॥
দয়া করি সেই জল দিলেন তাহায়।
সেই জল দস্যু দিল আপন মাথায় ॥
ব্রহ্ম-পুত্র নারদের দয়া উপজিল।
অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র (২) তার কর্ণে দিল ॥
ব্রহ্ম পুত্র আপনি করিল আদেশন।
দিবানিশি রাম-নাম করহ স্মরণ ॥
পরম পাতকী (৩) সে বিধাতা তারে বাম।
রাম-নাম বলিতে বদনে আইসে 'আম' ॥
ভাবিলেন মহামুনি কি হবে উপায়।
রাম-নাম বদনে নাহি যে বাহিরায় ॥

(১) রামা—রূপযৌবনশালিনী স্ত্রী। (২) অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র—ওঁ নমো রামচন্দ্রায়—এই অষ্ট অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্র। পাতকী—যাহা হইতে বংশ পতিত হয়; পাপী।

সেই বনে মরা এক তালগাছ ছিল।
হেরিয়া মুনির মনে দয়া উপজিল॥
বুদ্ধিজীবী (১) মহামুনি জিজ্ঞাসেন তায়।
বল দেখি কোন্ বৃক্ষ ঐ দেখা যায়॥
শুনিয়া কহিল ব্যাধ জোড় করি কর।
মরা তালগাছ এক দেখি মুনিবর॥
শুনিয়া কহেন তারে নারদ প্রবীন।
'মরা মরা' মন্ত্র জপ কর রাত্রিদিন॥
প্রণাম করিয়া দস্যু মুনির চরণে।
'মরা' মন্ত্র জপিতে লাগিল নিশিদিনে॥
মরা মন্ত্র বিনা তার মুখে নাহি আর।
দূরে গেল দস্যুবৃত্তি, সদা সদাচার॥
নারদ বলেন, মন্ত্র করহ স্মরণ।
এক বৎসরের পরে আসিব দুজন॥
ইহা বলি বিদায় হইল দুই জনে।
মরা মন্ত্র জপ করে দস্যু একমনে॥
অরণ্যে নিবাস করে মরা মন্ত্র জপি।
সর্ব্বাঙ্গ ঘেরিল তার বল্মীকের ঢিপি॥
আসিয়া দেখেন মুনি বৎসরের পরে।
এইখানে ছিল দস্যু গেল কোথাকারে॥
ধ্যান করি দেখেন নারদ তপোধন।
ঢিপির মধ্যেতে আছে সে দস্যু ব্রাহ্মণ॥
দেবরাজে আদেশ করেন তপোধন।
বাসব করিল পরে বৃষ্টি বরিষণ॥
মাটি হইতে বাহির হৈল সেই ক্ষণে।
এক চিত্তে মরা মন্ত্র জপে মনে মনে॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন, তুষ্ট তপোধন।
মুনিরে প্রণাম করে সে দস্যু ব্রাহ্মণ॥
দিব্যকান্তি (২) হইয়া মুনিরে করে স্তুতি।
তোমার প্রসাদে পাইলাম অব্যাহতি॥
কহিলেন তারে বাক্য মুনি গুণধাম।
উলটিয়া আর-বার বল রাম-নাম॥
কাতর হইয়া কহে জোড়হাত বুকে।
রাম-নাম মহামন্ত্র নিঃসরিল মুখে॥
যত পাপ ছিল তার ভৌতিক শরীরে (৩)।
রাম-নাম স্মরণে সকল গেল দূরে॥
রাম-নাম স্মরণ করিল নিরন্তর।
তপস্যা করিল দশ হাজার বৎসর॥
মন দিয়া শুন এই অপূর্ব্ব কাহিনী।
মরা মন্ত্র জপিয়া বাল্মীকি হৈল মুনি॥
নারদের উপদেশ পাইয়া সে জন।
প্রকাশ করিল সপ্ত-কাণ্ড রামায়ণ॥
শ্রীরামের আগে ষাটি সহস্র বৎসর।
অনাগত বাল্মীকি রচিল কবিবর॥
বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
লোকত্রাণ হেতু রচিলেন রামায়ণ॥

সাতকাণ্ড রামায়ণের মর্ম্ম।

সাতকাণ্ড রামায়ণ হনূমান্ কয়।
সম্পাতি পক্ষীর পাখা হইল উদয়॥
আদ্যকাণ্ডে রাম-জন্ম হৈল শুভক্ষণে।
পরম উল্লাস (৪) হৈল অযোধ্যা ভুবনে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন।
চারি পুত্র পাইয়া ভূপতি হৃষ্টমন॥
বিশ্বামিত্র আইলেন অযোধ্যা-নগরে।
মিথিলায় বিবাহ দিলেন শ্রীরামেরে॥
চারি নন্দনের দিয়া বিবাহ কৌতুকে।
রাজত্ব করেন রাজা অযোধ্যায় সুখে॥

(১) বুদ্ধিজীবী—যাহারা বুদ্ধিবলে জীবিকা নির্ব্বাহ করে; বুদ্ধিমান্। (২) দিব্যকান্তি—স্বর্গীয় শোভা-সম্পন্ন। (৩) ভৌতিক শরীরে—ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম হইতে জাত দেহে। (৪) উল্লাস—আনন্দ।

বানরগণের সহিত সম্পাতির সাক্ষাৎ—২৫১ পৃঃ

THE ASIATIC SOCIETY
Calcutta 700 016

শুনিয়া ভদ্রের কথা চামুণ্ডার ত্রাস।
লঙ্কায় দেখিয়া তাকে গেলেন কৈলাস ॥—২৬৬ পৃ.

রামেরে করিতে রাজা নৃপের বাসনা।
কুটিল কৈকেয়ী তাহে করে কুমন্ত্রণা॥
পিতৃ-সত্য পালিতে গেলেন রাম বন।
সঙ্গে চলিলেন তাঁর জানকী লক্ষ্মণ॥
আদ্যকাণ্ডে রাম-জন্ম, বিবাহ-নির্দ্ধার্য্য (১)।
অযোধ্যায় বনবাস, ভরতের রাজ্য॥
অরণ্য-কাণ্ডেতে সীতা হয়ে দুরাশয়।
কিষ্কিন্ধ্যায় বালি-বধ কটক-সঞ্চয়॥
সুন্দর-কাণ্ডেতে সেতু-বন্ধ চমৎকার।
লঙ্কা-কাণ্ডে রাবণের সবংশে সংহার॥
কথা সাত-কাণ্ডের উত্তর-কাণ্ডে পড়ে।
গাইলে উত্তরকাণ্ডে রামায়ণ নিয়ড়ে (২)॥
কথা সাতকাণ্ডের কহিল হনুমান্।
সম্পাতি পক্ষীর পাখা হইল প্রমাণ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ।
সংক্ষেপে কহিলা সাত-কাণ্ড রামায়ণ॥

সম্পাতির নিকটে বানরগণের সীতার সন্ধান লাভ ও সাগর-পার-গমনে মন্ত্রণা।

সম্পাতি বলেন, শুন যব বীরগণ।
সীতারে লইয়া গেল পাপিষ্ঠ রাবণ॥
যখন দক্ষিণ দিকে মাথা তুলে থাকি।
অশোকের বনে দেখি সীতা চন্দ্র মুখী॥
নানাবর্ণ রাক্ষসী সীতারে করে রক্ষা।
শত যোজনের পথ সাগর-পরিখা (৩)॥
এক লাফে পার হও সকল বানর।
সীতাদেবী দেখিয়া সকলে যাহ ঘর॥
মহাবল ধর সবে, কি কর ভাবনা।
হইয়া সাগর পার পূরাও কামনা॥
তার বাক্যে বানর দক্ষিণ-মুখে চায়।
দশ যোজন বিনা আর দেখিতে না পায়॥
এক দৃষ্টে কপিগণ চাহে উর্দ্ধশ্বাসে।
দেখিতে না পায় কিছু, পক্ষিরাজ হাসে॥
জাম্ববান্ উঠি বলে বুদ্ধে বৃহস্পতি।
আমার বচন শুন বিহঙ্গ সম্পাতি॥
শতেক যোজন পথ সাগর পাথার (৪)।
বানর হইয়া হব কি প্রকারে পার॥
অনেক কালের পক্ষী অনেক বয়েস।
সাগর তরিতে তুমি কহ উপদেশ॥
সম্পাতি বলেন, শুন সবে সাবধানে।
অপূর্ব্ব প্রস্তাব এক পড়িল যে মনে॥
সুপার্শ্ব আমার পুত্র হিমালয়ে থাকে।
নিত্য নিত্য সে আইসে দেখিতে আমাকে॥
হিমালয়-পর্ব্বতে আমার পরিবার।
তথা হৈতে পুত্র মম জোগায় আহার॥
নিত্য আনে আহার সে প্রভাত সময়।
এক দিন আনিতে বিলম্ব অতিশয়॥
ক্ষুধায় বিকল আমি দহে কলেবর।
কোপে সুপার্শ্বেরে ভর্ৎসিলাম বহুতর॥
ধার্ম্মিক আমার পুত্র, ধর্ম্মে বড় রত।
করিলেক আমারে বৃত্তান্ত অবগত॥
আহার লইয়া পিতা প্রভাতে আসিতে।
দেখিলাম এক নারী রাবণের রথে॥

---

(১) নির্দ্ধার্য্য—স্থির। (২) নিয়ড়ে—শেষ হয় লিখন-ভঙ্গীতে মনে হয় নিঙড়ে—(নিঙড়িয়া) নিষ্পীড়ন করিয়া সার বাহির করিয়া লওয়া এই অর্থই এখানে সমীচীন। (৩) সাগর পরিখা—সাগরের-রূপ গড়খাই—এক শত হাত চওড়া দশ হাত গভীর জল-নালাকে পরিখা বলে। (৪) পাথার—এখানে সাগর ও পাথার একার্থক।

কালবর্ণ রাবণ সে, গৌরবর্ণা নারী।
মেঘের উপর যেন বিদ্যুৎ সঞ্চারি ॥
'শ্রীরাম লক্ষ্মণ' বলি কাঁদিছে বিস্তর।
দুই পাখে (১) আগুলিলাম দুইটি প্রহর ॥
রাখিতাম রথ সহ তাহারে উদরে।
কেবল পাইল রক্ষা স্ত্রী-বধের ডরে ॥
সুপার্শ্বের কথা শুনিলাম মনোনীতা (২)।
জানিলাম তখনি সে শ্রীরামের সীতা ॥
এখনি আসিবে পুত্র, মহাবল তার।
পৃষ্ঠে করি সবাকারে সে করিবে পার ॥
তিন ভাগ সাগর সে ঢাকে দুই পাখে।
এক ভাগ মাত্র তার লঙ্ঘিবারে থাকে ॥
এক ভাগ লঙ্ঘিতে না হবে কোন শ্রম।
স্থির হও কপিগণ, নাহি ব্যতিক্রম (৩) ॥
এইরূপ হইতেছে কথোপকথন।
মহাকায় সুপার্শ্ব আইল ততক্ষণ ॥
এই ঠোঁট মেলিয়া সে গিলিবারে যায়।
সম্পাতির আড়ে গিয়া কটক লুকায় ॥
সম্পাতি বলেন, বাছা, না কর সংহার।
পৃষ্ঠে করি সবারে সাগর কর পার ॥
করিয়াছে ইহারা আমার উপকার।
করহ প্রত্যুপকার, (৪) তবে পাই পার ॥
সুপার্শ্ব বলেন, মান্য পিতার বচন।
আমার পৃষ্ঠেতে চড়, যত কপিগণ ॥
অঙ্গদ বলেন, শুন বীর উপদেশ।
সাগর তরিয়া করি সীতার উদ্দেশ ॥
দেবতার পুত্র মোরা দেব-অবতার।
কি কারণে পক্ষী হে তোমারে দিব ভার ॥
সম্পাতি বলিল, আমি রাম-কার্য্য করি।
রামায়ণ-প্রসাদে (৫) নূতন পক্ষ ধরি ॥
হইল উভয় পক্ষ দেখিতে সুন্দর।
'রাম-জয়' বলি ডাকে সকল বানর ॥
দেখিয়া বানরগণে লাগে চমৎকার।
'রাম-জয়'-স্মরণে সাগর হব পার ॥
কপি সম্ভাষিয়া পক্ষী উড়িল আকাশে।
দুই সারি (৬) যায় আপনার দেশে ॥
পুত্র সহ পক্ষিরাজ গেলেন উত্তর।
অঙ্গদ কটক সহ দক্ষিণ সাগর ॥
কৃত্তিবাস করি রচে অমৃতের ভাণ্ড।
সমাপ্ত হইল এই কিষ্কিন্ধ্যার কাণ্ড ॥

---

(১) পাখে—ডানায়। (২) মনোনীতা—বাঞ্ছিত; মনোমত, কথার বিশেষণ বলিয়া মনোনীতা হইয়াছে। (৩) ব্যতিক্রম—অন্যথা। (৪) প্রত্যুপকার—উপকারীর উপকার করা। রামায়ণ-প্রসাদে—রামায়ণের অনুগ্রহে;—এখানে রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া। (৬) সারি—প্রসারিত করিয়া; সংস্কার করিয়া।

সচিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ

সুন্দরকাণ্ড

— — :০: ——

রামং কামারিসেব্যং ভবভয়হরণং কালমত্তেভসিংহং।
যোগীন্দ্রজ্ঞানগম্যং গুণনিধিমজিতং নির্গুণং নির্ব্বিকারং॥
মায়াতীতং সুরেশং খলবধনিরতং ব্রহ্মবৃন্দৈকদেবং।
বন্দে কন্দাবদাতং সরসিজনয়নং দেবমুর্ব্বীশরূপম্॥

বানরগণের সাগরপার-গমনার্থ মন্ত্রণা।

পিতা-পুত্রে পক্ষিরাজ গেলেন উত্তর।
অঙ্গদ কটক সহ দক্ষিণ সাগর॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করে, ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগরের ঢেউ দেখি গণিল প্রমাদ।
তমোময় দেখা যায় গগন-মণ্ডল।
হিল্লোলে কল্লোল উঠে সমুদ্রের জল॥
সিন্ধু-জলে জল-জন্তু কলরব করে।
জলেতে না নামে কেহ মকরের ডরে॥
জলজন্তু-সমাকুল সাগরের পানী।
ত্রিভুবন ছায়া যেন দৈবের দাপিনী (১)॥
এক এক জল-জন্তু পর্ব্বত-প্রমাণ।
জগৎ করিবে গ্রাস, হয় অনুমান॥
সাগরের কূলে বসি বানর-দেয়ান (২)।
উদ্বেল (৩) সাগর দেখি চিন্তাকুল প্রাণ॥
সাগর দেখিয়া সবে কম্পিত তরাসে।
করিতেছে নিরাতঙ্ক (৪) অঙ্গদ আশ্বাসে॥
বিষাদে বিক্রম টুটে, বিষাদেতে মরি।
বিষাদ ঘুচিলে ভাই সর্ব্বত্রেতে (৫) তরি॥
সুখে নিদ্রা যাও আজি সমুদ্রের কূলে।
সাগর তরিব কালি অতি প্রাতঃকালে॥
সাগরের কূলে চাপি রহিল বানর।
রহিবারে লতা-পত্রে সাজাইল ঘর॥
সাগরের কূলে তারা বঞ্চে সুখে রাতি।
প্রভাতে একত্র হৈল সর্ব্ব সেনাপতি॥
জোড়হাতে দাণ্ডাইল অঙ্গদের আগে।
অঙ্গদ কহিছে বার্ত্তা শুন বীরভাগে (৬)॥
দৈবযোগে লঙ্ঘিলাম রাজার শাসন।
কোন্ বীর ঘুচাইবে এ ঘোর বন্ধন॥

---

(১) দাপিনী—দর্পিণী হইতে; এই বাক্যাংশের অর্থ অস্পষ্ট। কষ্ট কল্পনা করিয়া ত্রিভুবনের মধ্যে দৈবের দুরন্তপনার যেন একত্রীভূত সমাবেশ এই অর্থ করা যায়। (২) দেয়ান—সভাসদ। (৩) উদ্বেল—উচ্ছলিত। (৪) নিরাতঙ্ক—নির্ভয়। (৫) সর্ব্বত্রেতে—সর্ব্বস্থানে। (৬) বীরভাগে—বীরসকল।

ব্রহ্মার হাতের সুধা ছলে কোন্ জনে।
ইন্দ্রের হাতের বজ্র কোন্ জন আনে॥
প্রখর সূর্য্যের রশ্মি কোন্ জন হরে।
চন্দ্রের শীতল রশ্মি কে আনিতে পারে॥
বিষ্ণুর হাতের চক্র কে পারে আনিতে।
শিবের ত্রিশূল কেবা সমর্থ হরিতে॥
শক্তির হরিতে শক্তি পারে কোন্ জন।
যম হতে যম-দণ্ড কে করে হরণ॥
অসম্ভব হেন কথা না পাই শুনিতে।
কে পারে মৃণাল-সূত্রে কেশরী বাঁধিতে॥
এই কর্ম্ম করিবারে যাহার শকতি।
দেখাইয়া বিক্রম সে রাখুক খেয়াতি॥
আনিলে সীতার বার্ত্তা সবে হই সুখী।
তাহার প্রসাদে গিয়া পত্নী-পুত্র দেখি॥
এত যদি বলিলেন কুমার অঙ্গদ।
নীরব হইয়া সবে গণিল আপদ॥
ছিল যত সৈন্য সঙ্গে সামন্ত প্রচুর।
বার বার জিজ্ঞাসেন আপনি ঠাকুর॥
রাজ-পুত্র অঙ্গদ জিজ্ঞাসে বারে-বার।
উত্তর না দাও কেন, এ কি ব্যবহার॥
অঙ্গদের বোলে সবে সাগর নেহালে।
মহা ঢেউ উঠে পড়ে, আকাশ পাতালে॥
সাগরের ঢেউ যেন পর্ব্বত প্রমাণ।
দেখি সব বানরের উড়িল পরাণ॥
অঙ্গদ বলেন, কেন করিছ বিষাদ।
কোন্ বীর ল'বে এস রাজার প্রসাদ (১)॥
কোন্ বীর সুগ্রীবে করিবে সত্যে পার।
কোন্ বীর করিবে রামের উপকার॥
কোন্ বীর করিবে জ্ঞাতির অব্যাহতি।
সীতা অন্বেষিয়া আজি রাখহ খেয়াতি॥
অঙ্গদের বচন লঙ্ঘিতে কেহ নারে।
আপন বিক্রম সবে কহে ধীরে ধীরে॥
গয় নামে সেনাপতি যমের নন্দন।
সেই বলে, ডিঙ্গাইব এ দশ যোজন॥
গবাক্ষ বানর বলে, তার সহোদর।
পারি লঙ্ঘিবারে কুড়ি যোজন সাগর॥
শরভ নামেতে বলে, মুখ্য সেনাপতি।
চল্লিশ যোজন লঙ্ঘি, আমার শকতি॥
তার সহোদর বলে, সে গন্ধমাদন।
আমি লঙ্ঘিবারে পারি পঞ্চাশ যোজন॥
মহেন্দ্র বানর বলে, সুষেণ-কোঙর।
লঙ্ঘিবারে পারি ষাটি যোজন সাগর॥
দেবেন্দ্র তাহার ভাই বলে এই সার।
সত্তর যোজন লঙ্ঘি আমি পারাবার (২)॥
পুত্র বিশ্বকর্ম্মার বলিছে মহাবীর।
অশীতি যোজন লঙ্ঘি সাগর গভীর॥
অগ্নিপুত্র কপি বলে বীর অবতার।
নবতি যোজন লঙ্ঘি সাগর পাথার॥
তারক বানর বলে রাজার ভাণ্ডারী।
দ্বিনবতি যোজন সে লঙ্ঘিবারে পারি॥
ব্রহ্ম-পুত্র ভল্লুক করিয়া অনুমান।
হাসিয়া উত্তর করে মন্ত্রী জাম্ববান্॥
যৌবনকালের বল টুটয় বার্দ্ধক্যে।
যৌবনকালের কথা শুনহ কৌতুকে॥
বলিরে ছলিতে হরি হইলা বামন (৩)।
তিন পায়ে জুড়িলেন এ তিন ভুবন॥

(১) প্রসাদ—অনুগ্রহ; আরতি (২) পারাবার—সমুদ্র। (৩)বিরোচন দানব-পুত্র বলি দানযজ্ঞে ব্রতী হইলে ভগবান্ ক্ষুদ্রকায় বামনমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট মাত্র তিন পদ ভূমি প্রার্থনা করেন। বলি সম্মত হইলে ভগবান্ দুই পদে পাতাল হইতে সত্যলোক অধিকার করিলেন। তৃতীয় পদ পরিমিত ভূমির জন্য বলি আপন মস্তক পাতিয়া দিয়া ভগবানের বশ্যতা স্বীকার করিলে ভগবান্ তাহাকে পাতালের রাজা করিয়া দেন।

পৃথিবীতে যত বীর আছিল প্রবীণ।
তারা সবে তাঁর পায় করে প্রদক্ষিণ ॥
জটায়ু পক্ষীর সঙ্গে উড়িয়া অপার।
বিষ্ণুপদ (১) প্রদক্ষিণ করি তিনবার।
পূর্ব্বে যেই শক্তি ছিল, টুটিল এখন।
তথাপি লঙ্ঘিব পঞ্চনবতি যোজন ॥
লঙ্ঘিলে যোজন শত, সিদ্ধ হয় কাজ।
লাগিয়া যোজন পাঁচ, ভাবি আমি লাজ ॥
এত যদি বলিলেন মন্ত্রী জাম্ববান।
অভিমানে জ্বলে মহাবীর হনুমান্ ॥
কহেন অঙ্গদ বীর অঙ্গ কোপে জ্বলে।
সাগর তরিতে পারি আপনার বলে ॥
এক লাফে পড়ি গিয়া স্বর্ণ-পুরী লঙ্কা।
আসিবারে নাহি পারি, তাহা করি শঙ্কা ॥
ভোগে রাখিলেন পিতা, না দিলেন শ্রমে।
তেকারণে নাহি জানি আপন বিক্রমে ॥
সাগর তরিতে কেবা আছ সেনাপতি।
দেখাইয়া বিক্রম রাখহ নিজ খ্যাতি ॥
অঙ্গদের কথা শুনি জাম্ববান্ হাসে।
বীর তুমি হেন কথা কহ কি আভাসে (২) ॥
বালির বিক্রম বাপু ত্রিভুবনে জানে।
তাহার হইতে তব বিক্রম বাখানে ॥
একবার কোন্ কথা, তুমি শতবার।
আসিতে যাইতে পার সাগরের পার ॥
রাজা হ'য়ে এত শ্রম কেন হে করিবে।
তুমি গেলে কটকের জীবন না রবে ॥
তুমি কটকের মূল মোরা সব ডাল।
সে মূল থাকিলে ফল পাব সর্ব্বকাল ॥
ঝড়ে বৃক্ষ ভাঙ্গিলে পল্লব নাহি রয়।
যদি মূল থাকে, পত্র পুনরায় হয় ॥
কার উপকার না করিল তব বাপ।
কোন বীর লঙ্ঘিবেক তোমার প্রতাপ ॥
সকল বানর তব ঘরের সেবক।
সকলে হইবে তব কার্য্যের সাধক ॥
বসি আজ্ঞা কর তুমি বানরের রাজ।
সেবক হইতে তব সিদ্ধ হবে কাজ ॥
অঙ্গদ বলেন ধীরে কি করি ইহার।
সাগর লঙ্ঘিতে কেহ না করে স্বীকার ॥
সাগর তরিতে পারি, আসিতে সংশয়।
বিলম্ব হইলে করি সুগ্রীবের ভয়।
সংশয় জীবন মম নিশ্চয় মরণ।
সাগর লঙ্ঘিব আমি, দেখ বীরগণ ॥
সকল বানর কহে করি জোড়হাত।
তুমি কেন লঙ্ঘিবে হে বানরের নাথ ॥
রাজ-পুত্র রাজা তুমি বাসবের নাতি।
নিজে মহামতি তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥
ভুলিয়াছি বালিকে হে তোমা দরশনে।
এক তিল না বাঁচিব তোমার বিহনে ॥
জাম্ববান্ বলে ছাড় জঞ্জাল (৩) বচন।
যে সাগর লঙ্ঘিবে তা করহ শ্রবণ ॥
অভিমানে মৌনভাবে বীর হনুমান্।
কটকের মধ্যে আছে নকুল-প্রমাণ ॥
কটকেতে হনুমানে কেহ নাহি দেখে।
জাম্বমান কহিতেছে দেখিয়া তাহাকে ॥
কার মুখ চাহ তুমি বীর হনুমান্।
আমার বচন বাছা, কর অবধান ॥
হনুমান্ জাম্বমান্ উভয়ে সম্ভাষ।
সুন্দর কাণ্ডেতে গীত গায় কৃত্তিবাস ॥

---

(১) বিষ্ণুপদ—আকাশ; বিষ্ণু বামন অবতারে একপদ আকাশে স্থাপন করিয়াছিলেন; এজন্য আকাশের নাম বিষ্ণুপদ। (২) আভাসে—তাৎপর্য্যে; ইঙ্গিতে; ইসারায়। (৩) জঞ্জাল—ওঁচলা; গোলমেলে।

জাম্বুবান্ কর্ত্তৃক হনূমানের জন্ম বৃত্তান্ত কথন ।

জাম্ববান্ বলে, বাছা তুমি মহাবল ।
রাম-কার্য্য কর বাছা, কেন কর ছল ॥
অঙ্গদ বলেন, ভাল মন্ত্রী জাম্ববান্ :
কোন্ গুণ নাহি ধরে বীর হনূমান্ ॥
জাম্ববান্-বাক্যে আর অঙ্গদের বোলে ।
কেহ হাতে ধরে, তারে কেহ করে কোলে ॥
জাম্ববান্ বলে, বীর, কর অবধান ।
শুন হনূমানের যে জন্মের বিধান ॥
কুঞ্জর-তনয়া নামে ছিল বিদ্যাধরী ।
বিশ্বামিত্র-শাপে সেই হইল বানরী ॥
অঞ্জনা নামেতে তার হইল কুমারী ।
বিবাহ করিল তারে বানর কেশরী ॥
মলয় পর্ব্বোতোপরে কেশরীর ঘর ।
অঞ্জনা লইয়া সুখে রহে নিরন্তর ॥
চৈত্রমাস প্রবেশিতে বসন্ত সময় ।
হেন কালে বায়ু গেল পর্ব্বত মলয় ॥
একে ত বসন্ত, তাহে মলয় পবন ।
চঞ্চল হইল অতি অঞ্জনার মন ॥
অঞ্জনারে দেখি বায়ু মোহিত-হৃদয় ।
দেখিলেন আছে ঘরে কেশরী দুর্জ্জয় ॥
অঞ্জনা গেলেন ভাবি নিজ অনুকূল ।
স্নান করিবার তরে নর্ম্মদার কূল ॥
দৈবযোগে তথা গিয়া দেবতা পবন ।
বর দানে অঞ্জনার তুষিলেন মন ॥
অঞ্জনা বলেন তবে করিয়া বিনয় ।
তব বরে যেন মোর সাধ পূর্ণ হয় ॥
দেবতা, করুণা করি কর বর দান ।
মহাবীর হয় যেন আমার সন্তান ॥
পবন বলেন, কিছু না ভাব অঞ্জনা ।
তব পুত্রে হবে দিব্য শক্তি দ্যোতনা (১) ॥
আনন্দিত মনে তুমি যাও নিজ ঘরে ।
মহাবীর জন্মিবেক তোমার উদরে ॥
আমার বরেতে যেই হইবে কুমার ।
আমার অধিক গতি হইবে তাহার ॥
এত বলি পবন গেলেন নিজ স্থান ।
অষ্টাদশ মাসে জন্মিলেন হনূমান্ ॥
অমাবস্যা তিথিতে জন্মেন হনূমান ।
সে দিনের কথা কহি, কর অবধান ॥
জন্মিয়া মায়ের কোলে করে স্তন্যপান ।
প্রত্যূষে উদিত রক্ত বর্ণ ভানুমান্ (২) ॥
রাঙ্গা ফল জ্ঞান করি ধরিতে তাঁহাকে ।
সেখান হইতে লাফ দিলেন কৌতুকে ॥
পর্ব্বত হইতে লক্ষ যোজন ভাস্কর ।
এক লাফে উঠিলেন, সে অতি দুষ্কর ॥
দিবাকরে ধরিবারে যান হনূমান ।
দৈবায়ত্ত (৩) তথা রাহু (৪) হয় অধিষ্ঠান ॥
সূর্য্যকে করিতে গ্রাস রাহু উপস্থিত ।
দেখি হনূমানে হয় আপনি শঙ্কিত ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাহু পলায় তরাসে ।
নিবেদন করে গিয়া বাসবের পাশে ॥
শুন সুরপতি, কহি এক সমাচার ।
সূর্য্যকে গিলিতে যে আইল রাহু আর ॥
শুনিয়া রাহুর কথা বাসব বিরস ।
সূর্য্যকে গিলিতে অন্য কাহার সাহস ॥
ঐরাবতে চড়িয়া আইল পুরন্দর ।
হনূমানে দেখে গিয়া সূর্য্যের গোচর ॥
ভাবিতে লাগিল ইন্দ্র পাইয়া তরাস ।
সূর্য্যকে ছাড়িয়া পাছে মোরে করে গ্রাস ॥

---

(১) দ্যোতনা—প্রকাশ । (২) ভানুমান—ভানু (কিরণ) মৎ (অস্ত্যর্থে মতু) ভানুমৎ—সূর্য্য । (৩) দৈবায়ত্ত সহসা । (৪) রাহু—সিংহিকার পুত্র ; অষ্টম গ্রহ । সূর্য্যচন্দ্রকে গ্রাস করে—ইহাতেই গ্রহণের উৎপত্তি হয় ।

সিন্দুরে শোভিত ঐরাবতের বদন।
দেখিয়া কৌতুকী অতি পবন-নন্দন ॥
সূর্য্যকে ছাড়িয়া পাছে ধরে ঐরাবতে।
ত্রাসযুক্ত দেবরাজ বজ্র নিল হাতে ॥
ক্রোধিত হইলে লোক আপনা পাসরে।
বিনা অপরাধে ইন্দ্র বজ্র মারে শিরে ॥
অচেতন হনুমান্ হইলেন তাতে।
পড়িলেন তখনি সে মলয় পর্ব্বতে ॥
হনূ ভগ্ন পড়ে সেই মলয়-শিখরে।
হনুমান্ নাম তেঁই বাপ-মায়ে করে ॥
যৌবন-কালেতে আমি ছিলাম প্রবীণ।
তিন বার করিলাম হরি-প্রদক্ষিণ ॥
বৃদ্ধকালে বলহীন, নিকট-মরণ।
আপনারে নাহি পারি করিতে পালন ॥
যাহার বিক্রমে লোক করেন ভরসা।
তাহার জীবন ধন্য, বিক্রম প্রশংসা ॥
জানিয়া সীতার বার্ত্তা আইস হনুমান্।
চিন্তিত বানর সবে কর পরিত্রাণ ॥
নানাবিধ বানর, বসতি নানা দেশে।
তোমার বিক্রম যেন দেশে গিয়া ঘোষে ॥
পৌরুষ প্রকাশ কর সাগর লঙ্ঘিয়া।
শ্রীরামেরে তুষ্ট কর সীতা উদ্ধারিয়া ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুন্দর।
সুন্দরকাণ্ডেতে গাহে গীত মনোহর ॥

হনুমানের সাগর-লঙ্ঘনে উৎসাহ।

হনুমান্ কহিলেন করহ বিচার।
আমার জন্মের কথা কহি আরবার ॥
প্রভাস নামেতে তীর্থ খ্যাত মহীতলে।
মুনিগণ স্নান করে সেই নদী-জলে ॥
ধবল নামেতে হস্তী দীঘল দশন।
দন্তাঘাতে চিরিয়া মারিত মুনিগণ ॥
ভরদ্বাজ মহাঋষি ঋষির প্রধান।
দন্ত সারি (১) যায় হস্তী নিতে তার প্রাণ ॥
ব্যাকুল হইয়া মুনি পলায় দৌড়িয়া।
রুষিয়া গেলেন পিতা বিপদ দেখিয়া ॥
দয়ালু আমার পিতা অতি ভয়ঙ্কর।
এক লাফে পড়িলেন হস্তীর উপর ॥
দুই চক্ষু উপাড়েন নখের আঁচড়ে।
দুই হাতে টানি দুই দশন উপাড়ে (২) ॥
দন্ত উপাড়িয়া তার পেটে দেয় দন্ত।
দন্তাঘাতে মাতঙ্গের করিলেন অন্ত ॥
পরেতে গেলেন পিতা মুনির সমাজ।
মুনি বলে, বর মাগ, শুন কপিরাজ ॥
কেশরী বলেন, যদি বর নিতে হয়।
তবে পাই যেন এক উত্তম তনয় ॥
মুনিরাজ বলে, তুমি চাহিলা যে বর।
ত্রৈলোক্যবিজয়ী হবে তোমার কোঙর ॥
বর পেয়ে মুনিরাজে করি নমস্কার।
মলয়-পর্ব্বতে গেল যথা পরিবার (৩) ॥
অঞ্জনা আমার মাতা, অতি রূপবতী।
স্নান হেতু গেল তেঁহ নর্ম্মদার প্রতি ॥
দৈবযোগে তথা ছিল দেবতা পবন।
মোর জননীরে বর করিলা অর্পণ ॥
এই সে কারণে আমি পবন-নন্দন।
সভার ভিতরে লজ্জা দিস্ কি কারণ ॥
তুমি বা কাহার পুত্র, মন্ত্রী জাম্ববান্।
সকলের সব বার্ত্তা জানে হনুমান্ ॥

---

(১) সারি—সাম্‌লাইয়া; উঁচাইয়া। (২) উপাড়ে—তুলিয়া ফেলে। (৩) পরিবার - আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকল।

যত যত আসিয়াছ বীর সেনাপতি।
কেবা না জানহ কার কতেক শকতি ॥
রামকার্য্য করিতে না করি বিসংবাদ।
বিসংবাদ করিলে হইবে কার্য্যে বাধ (১) ॥
বানর-কটকে করি অভয় প্রদান।
অঙ্গদ বীরের আজি বাড়াইব মান ॥
সাগর যোজন শত দেখি খালিজুলি (২)।
শতবার পার হই আমি মহাবলী ॥
উড়িয়া পড়িব গিয়া স্বর্ণ-লঙ্কা-পুরী।
শত্রু মারি উদ্ধারিব রামের সুন্দরী ॥
তোমা সবাকারে না ডাকিব যুদ্ধ-আশে।
একাকী আনিব সীতা শ্রীরামের পাশে ॥
পরম হরিষে থাক, কোন চিন্তা নাই।
সকলেতে কিবা কাজ, একা আমি যাই ॥
সবে বলে, যত বল কিছু নহে আন।
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান ॥
সুগন্ধি পুষ্পের মাল্য গন্ধ মনোহর।
হনুমান-গলে দিল সকল বানর ॥
বড় বড় বানরের দেখিয়া কাকুতি।
সাগর তরিতে হনুমান্ করে গতি ॥
পৃথিবী সহিতে নারে মারুতির (৩) ভর।
সমুদ্র তরিতে উঠে পর্ব্বত-শিখর ॥
পর্ব্বত উপরে কপি হয় একচাপ (৪)।
সিংহ ব্যাঘ্র পলাইল পর্ব্বতিয়া (৫) সাপ ॥
চল্লিশ যোজন বীর হইল নিমিষে।
হনুর শরীর গিয়া ঠেকিল আকাশে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ।
গাইল সুন্দরকাণ্ডে গীত রামায়ণ ॥

হনুমানের সাগর-লঙ্ঘনোদ্যোগ।

তদন্তরে (৬) বায়ু-পুত্র প্রসন্ন-হৃদয়।
উঠি দাঁড়াইলা বলি রাম জয় জয় ॥
যুবরাজ অঙ্গদেরে করি আলিঙ্গন।
বন্দনীয় সর্ব্বজনে করিলা বন্দন ॥
অন্য যত কপিগণে আলিঙ্গন দিয়া।
কহিছেন সকলেরে উল্লাসিত হৈয়া ॥
আমি যবে লম্ফ দিব সাগর লঙ্ঘিতে।
না পারিবে মোর ভার ধরণী সহিতে ॥
অতএব চল সবে মহেন্দ্র-ভূধরে।
লম্ফ দিব থাকি ওই গিরির উপরে ॥
এত শুনি অগ্রে করি পবন-কোঙরে।
উঠিলেন কপিগণ সেই ধরাধরে (৭) ॥
মহেন্দ্র-উপরে শোভে মারুত-নন্দন।
যেন অন্য গিরি আসি কৈল আরোহণ ॥
হেন কালে যাবতীয় অমর কিন্নর (৮)।
দেখিবারে এল সবে অম্বর-উপর ॥
বিদ্যাধর অপ্সর গন্ধর্ব্ব নাগগণ।
যক্ষ ভূত সিদ্ধ সাধ্য মুনি তপোধন ॥
সবে মিলি যাবতীয় শাখামৃগ-কুল।
গাঁথিলেন এক মালা তুলি নানা ফুল ॥
সেই মালা যুবরাজ ল'য়ে নিজ করে।
সমর্পিলা পবন-তনয়-কণ্ঠোপরে ॥
শোভিল শ্রীহনুমান্ সেই মালা পরি।
যেন মণিমালা-গলে ঐরাবত করী (৯) ॥
তবে সব কপি স্থানে অনুমতি ল'য়ে।
বসিলেন হনুমান্ পূর্ব্ব-মুখ হ'য়ে ॥
ভক্তিযুক্ত মনে কৈলা দণ্ডবৎ নতি।
গণেশাদি পঞ্চদেব দিক্‌পাল প্রতি ॥

---

(১) কার্য্যে বাধ—কার্য্যে বাধা। (২) খালিজুলি—ছোট ছোট নদী-নালা। (৩) মারুতির—হনুমানের। (৪) একচাপ—একত্র। (৫) পর্ব্বতিয়া—পাহাড়িয়া। (৬) তদন্তরে—তার পর। (৭) ধরাধরে—পর্ব্বতে। (৮) কিন্নর—ঘোড়ার মত মুখ মনুষ্যের মত শরীর দেবলোকের গায়ক। (৯) করী—হাতী।

বিশেষতঃ প্রণমিলা পরম পিতারে।
কেশরী অঞ্জনা শ্রীসুগ্রীব কপিবরে॥
লক্ষ্মণ-জানকী-পদ করিয়া বন্দন।
আরম্ভিলা রামচন্দ্রে করিতে চিন্তন॥
চিন্তামাত্রে হৃদয়ে প্রকাশ রঘুবর।
দেখিয়া মারুতি মনে করেন আদর॥
জয় জয় রামচন্দ্র রঘু-কুল-পতি।
কৃপামৃত-পারাবার অগতির গতি॥
তুমি যদি চাহ প্রভু হইয়া সদয়।
তবে পিপীলিকা মেরু (১) তুলিতে পারয়॥
পরমাণু দেখিতে পারয়ে অন্ধ জন।
পঙ্গু পারে পারাবার করিতে লঙ্ঘন॥
এই ত সাহসে আমি হেন গূঢ় কাজ।
করিবারে সাহস করেছি রঘু-রাজ॥
যদি সিদ্ধ নাহি কর তুমি সেই কামে।
দোষ হবে তবে প্রভু কল্পতরু নামে॥
অতএব তব পদে করি নিবেদন।
কর মোর প্রতি কৃপা কটাক্ষ অর্পণ॥
এত নিবেদন কৈলা যবে হনুমান।
কটাক্ষেতে অনুমতি দিলা ভগবান্॥
তবে প্রভু অন্তরেই কৈলা অন্তর্দ্ধান।
প্রভু নাহি দেখি বীর ত্যজিলেন ধ্যান॥
প্রভু-অনুগ্রহ পেয়ে আনন্দিত-মন।
কহিছেন কপিগণে পবন-নন্দন॥
আর নাহি করি আমি কোনই চিন্তন।
হইয়াছি রাম-কৃপা-কটাক্ষ-ভাজন॥
এবে দেখি সমুদ্রেরে গোষ্পদ যেমন।
শত কোটি বারে লঙ্ঘিবারে করি মন॥
সবংশে রাবণ বধে সাহস যে করি।
লঙ্কা তুলি এখানেতে আনিতে যে পারি॥
ভুজে করি ফেলাইয়া সাগরের বারি।
ইচ্ছা হ'লে ব্রহ্মাণ্ডেরে ডুবাইতে পারি॥
মারুতির বাণী শুনি সুখী কপিগণ।
শিখী (২) যেন শুনি ধরাধরের (৩) গর্জ্জন॥
তবে পুনঃ মারুতি অঙ্গদে আলিঙ্গিয়া।
বৃদ্ধ কপি জাম্বুবান্ চরণ বন্দিয়া॥
দাঁড়ায় দক্ষিণমুখে লঙ্ঘিতে সাগর।
শ্রীরামচন্দ্রের পদে রাখিয়া অন্তর॥

হনুমানের লঙ্কা-যাত্রা।

সর্ব্ব গুণ-পাত্র   বায়ু-পুত্র   সিন্ধু লঙ্ঘিবারে।
তবে করি লীলা   বাড়াইলা   আপন কায়ারে॥
তবে অসাধ্বস (৪) হ'ল দশ   যোজন বিস্তার।
আর মহাবল   সুদীঘল   দ্বিগুণ তাহার॥
করি দরশন   তারে মন   করে হেন জ্ঞান।
যেন সেই গিরি   শিরোপরি   আন গিরিমান॥
তাহে দু-নয়ন   বিরোচন (৫)   সম প্রকাশয়।
কিবা নাসারব   শুনি সব   নির্ঘাত (৬) মানয়॥
দিব্য রোমগুচ্ছ দীর্ঘপুচ্ছ শিরোপরি লোলে (৭)।
যেন মেরুগিরি-শৃঙ্গোপরি   নাগরাজ দোলে॥
সেই কপিবর-   কলেবর   ভার সে ভূধর।
নাহি সহিবারে   বারে বারে   করে থর থর॥
তাহে তরুগণ   আন্দোলন   করে ঘনে-ঘন।
তাহে পুষ্প ঝরে   বুঝি বীরে   করয়ে বর্ষণ॥
আর কত বৃক্ষ   লক্ষ লক্ষ   উপড়ি পড়য়।
তাহে নানা পাখী ছাড়িশাখী আকাশে উড়য়॥
তাহে কত শৃঙ্গ   পাই উঙ্গ   ভূতলে পড়িল।
তায় কত দুষ্ট   পশু নষ্ট কষ্ট   যে পাইল॥

---

(১) মেরু—পৃথিবী-প্রান্ত। (২) শিখী—ময়ূর। (৩) ধারাধর—মেঘ। (৪) অসাধ্বস—নির্ভয়। (৫) বিরোচন—অগ্নি। (৬) নির্ঘাত—এখানে বজ্রধ্বনি। (৭) লোলে—দোলে।

তাহে পায় ভীতি কত হাতী কাতর হইয়া।
করে পলায়ন ছাড়ি বন চীৎকার করিয়া॥
আর কত করী প্রাণে মরি উচ্চ হ'তে পড়ে।
তাহে হৈল হত পশু কত যে ছিল নিয়ড়ে॥
ইথে হ'ল এক পরতেক মহৎ আশ্চর্য্য।
কিবা করি-স্থানে হল প্রাণে শূন্য সিংহ-বর্য্য (১)॥
কিবা জগৎপ্রাণ সুসন্তান- কলেবর ভরে।
নাহি সহিবারে সে শিখরে চড় চড় করে॥
তাহে পেয়ে চাপ যত সাপ বিবরে আছিল।
তারা পেয়ে ত্রাস মহাশ্বাস ছাড়িতে লাগিল॥
তবে মহাবীর হ'য়ে স্থির উচ্চ কর্ণ করি।
করি মহাদম্ভ দিলা লম্ফ শ্রীরাম ফুকারি॥
সেই মহারব লোকসব ক্ষণে আচ্ছাদিল।
যেন কল্পকালে (২) কুতূহলে জলদ গৰ্জ্জিল॥
সেই শব্দ-শুনি যত প্রাণী করে টল মল।
হল অচেতন যত জন ভয়েতে বিকল॥
তাহে কপিগণ ঘনে-ঘন জয়ধ্বনি করে।
দুই শব্দে মিলি গেলা চলি দশ দিগন্তরে॥
সেই মহাবীর মারুতির গতিবেগ দেখি।
তার উপমান মরুত্বান্ (৩) পবনেরে লেখি॥
সেই বেগ বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ না পারি সহিতে।
তারা বীর বায় আসে যায় ব্যোম-উপরিতে॥
মনে এই লিখি তারা দেখি প্রবাসী তাহায়।
যেন বন্ধুজন দুঃখি-মন অনুব্রজি যায়॥
আর কত হাতী শৃঙ্গ তথি উড়িয়া চলিল।
তারা কতদূরে গিয়া পরে জলেতে পড়িল॥
তবে বিনা লক্ষ্যে অন্তরীক্ষে মারুতি উঠিল।
করি নিরীক্ষণ সব জন স্তম্ভিত হইল॥

আহা কপি কিবা পায় শোভা আকাশ-উপরে।
যেন মেরুগিরি পক্ষ ধরি উড়য়ে অম্বরে॥
তার বাহুদ্বয় প্রকাশয় সঘনে দোলয়।
যেন নাগরাজ গিরিরাজ উপরি শোভয়॥
তাঁর উর্দ্ধদেশে কিবা ভাসে পুচ্ছ উচ্চতর।
যেন ভাদ্রমাসে সুপ্রকাশে ইন্দ্রধ্বজবর (৪)॥
তাঁর অঙ্গগণ সমীরণ হেন তেজে বয়।
যার শুনি রব লোক সব নির্ঘাত মানয়॥
সেই বেগবান্ মরুত্বান্ (৫) লাগয়ে যাহারে।
সেই কোনমতে স্বস্থানেতে স্থির হতে নারে॥
সেই সমীরণ- বেগে ঘন সব আকর্ষিত।
তার পাছে পাছে কাছে কাছে চলিল ত্বরিত॥
আর বহুতর ধরাধর সাগরে পড়িল।
কত ব্যোমচারী সিন্ধুবারি- মাঝারে ডুবিল॥
আর সিন্ধু-জল কল কল করে অতিশয়।
সেই উতরোল (৬) জল স্থল অবধি কাঁপায়॥
তহে স-মকর জলচর যাবৎ আছিল।
তারা পেয়ে ভয় অতিশয় দূরে পলাইল॥
তবে ক্রমে ক্রমে উঠে ব্যোমে পবন-নন্দন।
হ'ল প্রথমেতে তার মাথে মুকুট তপন॥
পরে সে তরণি (৭) কণ্ঠমণি সমান শোভিলা।
পরে দুই পদ কোকনদ ভূষণ হইলা॥
হেন মহাবীর মারুতির শৌর্য্য নিরীক্ষণে।
পেয়ে মহাতুষ্টি পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণে॥
তবে এইমতে আকাশেতে চলিলা বানর।
কিবা প্রেমভরে চিন্তা করে রামে বীরবর॥

---

(১) সিংহবর্য্য—সিংহ-শ্রেষ্ঠ। (২) কল্পকালে—প্রলয়ের সময়ে। (৩) মরুত্বান্—ইন্দ্র। (৪) ইন্দ্রধ্বজবর—ভাদ্র শুক্লা দ্বাদশীতে রাজ্যের বিঘ্ন নাশ ও প্রজাবৃদ্ধি কামনায় রাজগণ কর্ত্তৃক ইন্দ্র-প্রীতির জন্য অনুষ্ঠেয় ধ্বজারোপণ। এই উৎসব সপ্ত-দিনব্যাপী হইত। পরে মহা আড়ম্বরে ইহার বিসর্জ্জন হইত। (৫) মরুত্বান—হনুমান্। (৬) তরণী—সূর্য্য। (৭) উতরোল—উচ্চ শব্দ।

সুরসা সাপিনী কর্ত্তৃক হনূমানের পথরোধ।

এইমত মারুতির বিক্রম দেখিয়া।
সুরসাকে সুর সব কহেন ডাকিয়া॥
নাগমাতা, তুমি ধর শক্তি বিলক্ষণ।
কর মো-সবার এক সন্দেহ-ভঞ্জন॥
যাইতেছে এই বায়ু-তনয় লঙ্কাতে।
রামচন্দ্র-প্রেয়সীর তত্ত্ব সে জানিতে॥
তুমিহ তাহাতে করি বিঘ্ন আচরণ।
জানহ ইহার বল বুদ্ধি বা কেমন॥
পারিবে নারিবে কিংবা এই কপিরাজ।
সেথা হ'তে ফিরিবারে সাধি এই কাজ॥
ইহাই জানিতে হবে ঘোর কলেবর।
যাহ তুমি ক্ষণেক মারুতি-বরাবর॥
এত শুনি সর্পমাতা সুরসা সাপিনী।
প্রস্থান করিলা হ'য়ে রাক্ষসী-রূপিণী॥
দুড়্ দুড়্ শব্দে হনূ যায় বায়ুভর (১)।
লেজের আঘাতে উড়ে পাদপ-পাথর॥
একদৃষ্টে কপিগণ সাগর নেহালে।
দেখিতে না পায় কেহ কতদূর গেলে॥
তিন ভাগ গেছে, আর আছে একভাগ।
সুরসা সাপিনী তারে পথে পায় লাগ॥
দেবতার পুরে থাকে সুরসা সাপিনী।
ভুজঙ্গ লোকের তিনি হয়েন স্বামিনী॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আর পাতাল-নিবাসী।
সুরসা-সাপিনী-ডরে সবে হয় ত্রাসী (২)॥
ধরে সে বিকট-মূর্ত্তি দেবতার বোলে।
করিতে পরীক্ষা হনূমানে নভস্তলে (৩)॥
মারুতির অগ্রে ভীম-মূরতি ধরিয়া।
কহিছেন নাগমাতা কপট করিয়া॥
ওরে কপি, যাও তুমি আর কোন স্থানে।
প্রবেশ করহ আসি আমার বয়ানে॥
হইয়াছি সাতিশয় ক্ষুধাতে পীড়িত।
এ সময়ে তোরে পেয়ে হল বড় প্রীত॥
বুঝিলাম, কৃপা করি যত দেবগণ।
করি দিলা মোর আগে তোরে আনয়ন॥
অতএব বিলম্ব না কর একক্ষণ।
শীঘ্র আসি কর মোর মুখে প্রবেশন (৪)॥
এত শুনি বায়ুপুত্র জুড়ি করদ্বয়।
কহিছেন তাঁর প্রতি করিয়া বিনয়॥
দশরথ-পুত্র রাম দণ্ডক-কাননে।
আসি বাস করেছিলা পিতার বচনে।
বিনা দোষে হরি আনিয়াছে তাঁর নারী।
দশানন এই লঙ্কাপুরী অধিকারী॥
যাইতেছি আমি তাঁর তত্ত্ব জানিবারে।
তাহে বিঘ্ন নাহি কর কোনই প্রকারে॥
সেই রামচন্দ্র হন সকলের হিত।
তাঁহার অহিত করা তব অনুচিত॥
যদি বল অবশ্যই খাইব তোমারে।
তব যোগ্য হয় কিছু গৌণ করিবারে॥
সীতা দেখি বার্ত্তা দিয়া শ্রীরঘু-নন্দনে।
আসি প্রবেশিব আমি তোমার বদনে॥
কিছু নাহি কর তুমি ইহাতে সংশয়।
কহিতেছি আমি সত্য করিয়া নিশ্চয়॥
সুরসা কহেন, তাহা আমি নাহি মানি।
মোর আগে আসি ফিরে নাহি যায় প্রাণী॥
সুরসার বাণী শুনি সমীর-নন্দন।
কোপ করি কহিছেন কঠোর বচন॥
কোন্ মুখে দুষ্টা মোরে করিবি ভক্ষণ।
প্রকাশ করহ তাহা, করি প্রবেশন॥

(১) বায়ুভর—বায়ু আশ্রয়। (২) ত্রাসী—ভীত। (৩) নভস্তলে—আকাশে। (৪) প্রবেশন—প্রবেশ।

শুনিয়া সুরসা বিংশ যোজন বিস্তার।
প্রকাশ করিলা নিজ মুখের আকার॥
তা দেখি মারুতি ত্রিশ যোজন হইলা।
চল্লিশ যোজন মুখ সুরসা করিলা॥
পঞ্চাশ যোজন হৈল পবন-সন্তান।
করিলা সুরসা ষষ্টি যোজন ব্যাদান (১)॥
সপ্ততি যোজন হৈল পরে হনুমান্।
সেহ মুখ কৈল আশী যোজন প্রমাণ॥
হনুমান্ হৈল তবে নবতি যোজন।
সুরসা করিল শত যোজন আনন॥
তাহা দেখি হনুমান্ চিন্তিত আশয় (২)।
এ কে, এ ত সামান্য রাক্ষসী নাহি হয়॥
এত ভাবি ক্ষণকাল মানস-মাঝারে।
জানিলেন মারুতি সুরসা বলি তাঁরে॥
তবে নিজে হয়ে শত যোজন প্রমাণ।
তাঁর মুখমধ্যে প্রবেশিলা হনুমান্॥
প্রবেশিবা মাত্র সে সুরসা ঠাকুরাণী।
ওষ্ঠ চাপি মুদ্রিত করিলা মুখখানি॥
তাহা দেখি হ'য়ে বীর অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ।
কর্ণরন্ধ্র (৩) দিয়া কৈল বাহিরে প্রয়াণ॥
বলিছেন কপিবর জানিনু তোমায়।
নাগমাতা, প্রণতি করি গো তব পায়॥
তব বাক্যে প্রবেশিনু তোমার বদন।
অনুমতি দাও এবে, করি গো গমন॥
তবে সে সুরসা ধরি আপন মুরতি।
কহিবারে আরম্ভিলা বায়ু-পুত্র-প্রতি॥
সুখে যাহ হনুমান্ পরম কুশলী।
করুন তোমার শুভ অমরমণ্ডলী॥
তব বীর্য্য পরাক্রম বুদ্ধি জানিবারে।
পাঠাইয়াছিলা সব অমরে আমারে॥
তাহা জানিলাম, এবে করহ গমন।
রাম-সীতা উভয়েতে করাও মিলন॥
এত কহি নাগমাতা গেল নিজ-স্থান।
পুনঃ পূর্ব্বরূপ হ'য়ে যান হনুমান্॥
সুরসা সম্ভাষি বীর করিল প্রয়াণ।
কৃত্তিবাস রচে গীত সুধার সমান॥

—

হনুমানের মৈনাক পর্ব্বত সহ সম্ভাষণ।

দেখি মারুতির হেন বীর্য্য-বুদ্ধি-বল।
প্রশংসা করেন তারে অমর সকল॥
হেনকালে নদীপতি সচিন্তিত মন।
করিছেন হৃদয়েতে এই বিচরণ (৪)॥
সগর নৃপতি হ'তে মোর উপাদান (৫)।
এ লাগি সাগর বলি ভুবনে আখ্যান॥
সেই ত সগর-বংশে যাঁহার জনম।
সে রাম-কার্য্যেতে যান পবন-নন্দন॥
এ লাগি ইহার হিত কর্ত্তব্য আমার।
অন্যথা হইলে নিন্দা লোকেতে অপার॥
লঙ্ঘিছেন হনুমান্ এই পারাবার।
হইতেছে বড় শ্রম ইহাতে ইহার॥
অতএব মধ্যপথে আলম্বন (৬) পাই।
যেরূপেতে সুখে যান করিব তাহাই॥
এত ভাবি নদীপতি মৈনাক-ভূধরে।
ডাকিয়া কহেন কিছু বচন সাদরে॥
হিমালয়-তনয় মৈনাক গিরিরাজ।
করহ তুমিহ মোর আজি এক কাজ॥
শুন শুন শুন বাপ হিমের-নন্দন।
এত কাল করিলাম তোমার পালন॥

(১) ব্যাদান—মুখের হাঁ। (২) আশয়—মন। (৩) কর্ণরন্ধ্র—কাণের ছিদ্র। (৪) বিচরণ—বিচার। (৫) উপাদান—উৎপত্তি। আলম্বন—আশ্রয়।

ইন্দ্রের ভয়েতে মম লইলে শরণ।
লুকাইয়া রাখিয়াছি করিয়া যতন ॥
তব 'পরি জিরাইবে পবন-নন্দন।
শ্রীরামের সহায়তা কর এইক্ষণ ॥
সাগর হইতে হয় উৎপত্তি আমার।
জন্ম লয়েছেন রাম বংশেতে তাঁহার ॥
সেই রাম কার্য্যে যান সমীর-তনয়।
তাঁর হিত কিছু মোরে করিবারে হয় ॥
এই লাগি তোমা আমি অনুরোধ করি।
একবার উঠ তুমি সলিল উপরি ॥
ঊর্দ্ধ অধঃ আর চারি পার্শ্বে বাড়িবার।
আছয়ে তোমার শক্তি অনেক প্রকার ॥
এই লাগি কহিতেছি তোঁহে বারবার।
উঠিয়া করহ তুমি মোর উপকার ॥
তোমার উপরি শৃঙ্গে করি আরোহণ।
মারুতি বিশ্রাম করি করুণ গমন ॥
এত শুনি ভাল ভাল বলি গিরিবর।
উঠিলেন সাগরের জলের উপর ॥
কিবা সাজে সিন্ধুমাঝে সুবর্ণ শিখরী।
প্রভাত-তপন যেন সমুদ্র-উপরি ॥
পথমাঝে দেখি তারে মারুতি চিন্তিত।
এ কি আসি কোন বিঘ্ন হ'ল উপস্থিত ॥
তবে সেই গিরি ধরি মনুষ্য-মূরতি।
নিজ শৃঙ্গে থাকি কন মারুতির প্রতি ॥
বায়ুপুত্র, শুন কিছু আমার বচন।
সমুদ্র-আদেশে আমি কৈনু আগমন ॥
শ্রীরামের পূর্ব্ববংশ নৃপতি সাগর।
তিঁহ (১) খাদ করেছেন এই ত সাগর ॥
এই হেতু রাম দূত তোঁহে (২) সম্মানিতে।
পাঠালেন মোরে তেঁহ (৩) প্রীতিযুক্ত চিতে ॥
তুমিহ আমার শৃঙ্গে করিয়া বিশ্রাম।
খাও দিব্য ফল-মূল জল অনুপম ॥
অবশেষে হয়ে তুমি সুখ-যুক্ত-মন।
করিবে রাবণ-পুর-মধ্যেতে গমন ॥
আমাতে কোরোনা তুমি শঙ্কা অনুভব।
হই আমি তোমাদের সম্বন্ধে বান্ধব (৪) ॥
এ লাগিয়ে আসিয়াছি পূজিতে তোমায়।
তুমিহ সফল কর মোর বাসনায় ॥
এত শুনি হনুমান্ থাকিয়া আকাশে।
জিজ্ঞাসা করেন তারে সুমধুর ভাষে ॥
কহ কহ কি কারণে তুমি গিরিবর।
বাস করিয়াছ সিন্ধু-জলের ভিতর ॥
কিরূপে বা হও তুমি আমার বান্ধব।
বিবরণ করি কহ কথা এই সব ॥
শুন বাণী মহীধর মুদিত (৫) হইয়া।
কহেন পবন-পুত্রে প্রণয় করিয়া ॥
পূর্ব্বে যাবতীয় গিরি ছিলা পক্ষবান্।
উড়িয়া করিত তারা সর্ব্বত্র প্রয়াণ ॥
তবে তাহাদের দুষ্ট বুদ্ধি উপজিল।
পড়িয়া নগর গ্রাম ভাঙ্গিতে লাগিল ॥
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হৈয়া সহস্র-লোচন।
বজ্রে করি কৈল পক্ষচ্ছেদ আরম্ভণ ॥
সকলের পক্ষচ্ছেদ করি অবশেষে।
বজ্র ধরি ইন্দ্র আইল মোর পার্শ্বদেশে ॥
তাহা দেখি ভয়ে আমি করি পলায়ন।
পাছে পাছে চলিলেন সহস্র-লোচন ॥
তবে মোরে দেখিয়া কাতর অতিশয়।
করুণাতে আর্দ্র হৈয়া বায়ু মহাশয় ॥
তিঁহ অতিশয় বেগ প্রকাশ করিয়া।
ফেলাইলা মোরে এই সমুদ্রে আনিয়া ॥

(১) তিঁহ তিনি। (২) তোঁহে আপনাকে। (৩) তেঁহ—তজ্জন্য। (৪) বান্ধব—উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে। রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ ॥ (৫) মুদিত—আনন্দিত।

তাঁহার কৃপাতে আর সমুদ্র-আশ্রয়ে।
না কাটিলা ইন্দ্র মোর এ পক্ষ উভয়ে॥
সে অবধি আছি আমি সাগর ভিতর।
হিমালয়-পুত্র নাম মৈনাক-ভূধর॥
তুমি হও মোর বন্ধু পবন-তনয়।
তোমার সম্মান মোরে করিবারে হয়॥
অতএব মোর আর সিন্ধুর পিরীতে।
তুমিহ বিশ্রাম কর মোর উপরেতে॥
গিরিবাক্য শুনি কন পবন-কুমার।
তোমার দর্শনে দিন সফল আমার॥
তোমার মধুর বাক্যে প্রাণ জুড়াইল।
ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লেশ শ্রম নিবৃত্ত হইল॥
করিলে আতিথ্য তুমি দেখাইয়া প্রীত।
তোমাতে বিশ্রাম করা মোর সমুচিত॥
কিন্তু বড় ত্বরা আছে লঙ্কায় যাইতে।
এ লাগি না পারিলাম এক্ষণে থাকিতে॥
আর শুন আসিবার কালে সিন্ধুতটে।
এসেছি প্রতিজ্ঞা করি বান্ধব নিকটে॥
নিরালম্বে (১) পার হব শতেক যোজন।
অতএব যোগ্য নহে বিশ্রাম করণ॥
অঙ্গুলি মাত্রেতে করি পরশ তোমারে।
দোষ ক্ষমা করি, দাও অনুজ্ঞা আমারে॥
এত শুনি সাধু সাধু বলি গিরিবর।
অনুমতি দিল তারে প্রশংসি বিস্তর॥
তবে কর-অঙ্গুলিতে মৈনাক-ভূধরে।
পরশি প্রয়াণ কৈলা মারুতি অম্বরে॥
মারুতির আতিথ্যেতে সন্তুষ্ট-অন্তর।
মৈনাক-ভূধর প্রতি কন পুরন্দর॥
মৈনাক, তোমার আজি দেখি এই কর্ম্ম।
পাইলাম মোরা সবে অতিশয় শর্ম্ম (২)॥
রাম-দূত মারুতির আতিথ্য করিয়া।
ত্রিজগতে করিলে হে তুমি তুষ্ট-হিয়া॥
অতএব আমি তোমা দিলাম অভয়।
সুখে থাক তুমি হ'য়ে নির্ভয়-হৃদয়॥
সুন্দরকাণ্ডেতে এই অপূর্ব্ব উল্লাস।
গাহিলেন আনন্দে পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

হনুমান্ কর্ত্তৃক সিংহিকা রাক্ষসী-বধ ও সাগর লঙ্ঘন।

এত শুনি আনন্দিত হয় গিরিবর।
দক্ষিণেতে চলিলেন পবন-কোঙর॥
কত দূরে যবে তিঁহ করিলা গমন।
সিংহিকা রাক্ষসী তাঁরে করিলা দর্শন॥
দেখি চিন্তা করে সেই দুষ্ট নিশাচরী।
বুঝি আজি ভুঞ্জিতে পাইব পেট ভরি॥
যাইতেছে আকাশেতে বড় এক প্রাণী।
ইহার ছায়াকে ধরি আকর্ষিয়া আনি॥
এত ভাবি মারুতির ছায়াস্পর্শ পাই।
আকর্ষিতে আরম্ভিল মুখখান বাই (৩)॥
তার আকর্ষণে ন্যূন দেখি নিজ বেগ।
মনে চিন্তা করিছেন মারুতি সোদ্বেগ (৪)॥
এ কি মোর গতিবেগ ন্যূন হয় কেন।
দৃঢ়-রজ্জু দিয়া কেহ বান্ধিলেক যেন॥
এত ভাবি সব দিকে দেখিতে দেখিতে।
দেখিলেন রাক্ষসীরে নিজ অধোভিতে (৫)॥
পাতাল সমান মুখ বিস্তারিত করি।
রহিয়াছে অম্বরেতে (৬) দুষ্টা নিশাচরী॥
তাহা দেখি ভাবনা করেন পুনর্ব্বার।
এ কি অধোভাগে দেখি বিকট আকার॥

---

(১) নিরালম্বে—অপর কাহারো আশ্রয় না লইয়া। (২) শর্ম্ম—সুখ; আনন্দ। (৩) বাই—হাঁ করিয়া। (৪) সোদ্বেগ—উৎকণ্ঠিত হইয়া। (৫) অধোভিতে—নীচের দিকে। (৬) অম্বরেতে—আকাশে।

বুঝি এই জন মোরে করে আকর্ষণ।
আপনার মুখে করাইতে প্রবেশন ॥
সম্পাতির বাণী মনে হইল স্মরণ।
এই বটে সিংহিকা রাক্ষসী দুষ্ট জন ॥
আজি আমি প্রতিকার ইহার করিব।
এ পথের কণ্টক নিঃশেষে ঘুচাইব ॥
এত ভাবি ক্ষুদ্র-মূর্ত্তি ধরি কপিবর।
প্রবেশিলা সিংহিকার বদন-ভিতর ॥
সেহ বড় সুখী হয়ে মুদিল বদন।
যেন কেহ বিষ খায় মরণ কারণ ॥
তবে তার হৃদয়ে প্রবেশে হনূমান্।
নখে করি বিদারি করিল খান খান ॥
সেই ছিদ্র দিয়া নিজে হইলা বাহির।
তাহে রাক্ষসীর প্রাণ ছাড়িল শরীর ॥
তবে ঘুরি ঘুরি সেই দুষ্টা নিশাচরী।
পড়িল পরেতে সেই পয়োধি (১) উপরি ॥
তাহে সুখী হলো বহু কোটি জলচর।
ভোজন করিয়া তার মাংস বহুতর ॥
বুঝিলাম বহু মাংস পূর্ব্বে খেয়েছিল।
আজি সেই সকলের পরিশোধ দিল ॥
সিংহিকার মৃত্যু দেখি যত দেবগণ।
করিছেন হনূমানে বহু প্রশংসন ॥
সর্ব্বদা বিজয়ী হও পবন-কুমার।
করুন শ্রীভগবান কল্যাণ তোমার ॥
যে কর্ম্ম করিলে তুমি মারি সিংহিকারে।
অন্যে না সম্ভব হবে পৃথিবী মাঝারে ॥
একে নিরালম্বে শত-যোজন-লঙ্ঘন।
তাহে পুনঃ সুদুর্দ্দান্ত সিংহিকা মারণ ॥
এ দুষ্টা রাক্ষসী-ভয়ে যত দেবভাগ।
করেছিলা এই ব্যোম-মার্গ পরিত্যাগ ॥
আজি তুমি করিলে এ পথ অকণ্টক (২)।
সুখে বিহারুক তবে সব বৃন্দারক (৩) ॥
তোমা হৈতে রাম-কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে।
তোমা হৈতে ত্রিভুবন আনন্দ পাইবে ॥
এ কি বল এ কি বীর্য্য এ কি পরাক্রম।
ত্রিভুবনে কোথাও না দেখি যার সম ॥
ধরা ধরাধর সব যাবৎ থাকিবে।
তাবৎ পর্য্যন্ত তব এ যশ ঘুষিবে ॥
যাহ যাহ, করিতেছি মোরা আশীর্ব্বাদ।
কৃতকার্য্য হয়ে ফিরি এস নির্ব্বিবাদ ॥
এত কহি পুষ্প-বৃষ্টি করে দেবগণ।
শুনি আনন্দিত বীর করিলা গমন ॥
কিছুদূর হৈতে লঙ্কা করি নিরীক্ষণ।
মনে মনে ভাবিছেন পবন-নন্দন ॥
হেন মহা-দেহে যদি প্রবেশি এ লঙ্কা।
তবে সকলেতে মোরে করিবেক শঙ্কা ॥
অতএব ক্ষুদ্র-মূর্ত্তি হ'য়ে প্রবেশিব।
উচিত সময়ে নিজ কার্য্য সমাধিব ॥
এত ভাবি আপন সহজ মূর্ত্তি ধরি।
সিন্ধু লঙ্ঘি পড়িলেন সুবেল-উপরি ॥
সেই ত সুবেল গিরি ভরেতে তাঁহার।
কাঁপিতে লাগিল লঙ্কাদ্বীপ-সহকার (৪) ॥
আর এক হলো বড় সে সময়ে রঙ্গ।
সীতা আর রাবণের নাচে বাম-অঙ্গ (৫) ॥
যদ্যপি লঙ্ঘিল সেই শতেক যোজন।
তথাপি নাহিক কিছু শ্রম এরুক্ষণ ॥
সাগর-লঙ্ঘন-কথা অমৃতের ভাণ্ড।
শুনিলে পাতকরাশি হয় খণ্ড খণ্ড ॥

---

(১) পয়োধি—সমুদ্র। (২) অকণ্টক—বাধাহীন। (৩) বৃন্দারক—দেবতা। (৪) সহকার সহিত। (৫) বামাঙ্গ নর্ত্তন স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভকর, পুরুষের পক্ষে অশুভজনক। হনুমানের লঙ্কায় উপস্থিতি সীতাদেবীর শুভ ও রাবণের অশুভের পরিচায়ক।

হনুমানের লঙ্কা-প্রবেশ ও চামুণ্ডার লঙ্কা-ত্যাগ।

এইরূপে গেল বীর লঙ্কার ভিতর।
কত স্থানে কত দেখে বর্ণিতে বিস্তর ॥
কাঞ্চন রজত মণি স্ফটিকে নির্ম্মাণ।
পুরী-শোভা দেখিয়া বিস্মিত হনুমান্ ॥
গড়ে প্রবেশিয়া দেখে পবন-নন্দন।
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত সে অদ্ভুত রচন ॥
মহা-ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি সম্মুখে প্রচণ্ডা।
খর্পর (১) দক্ষিণ হাতে বাম হাতে খাণ্ডা ॥
দুই চক্ষু ঘুরে যেন দুই দিবাকর।
ব্রহ্ম-অগ্নি হেন তেজ অতি ভয়ঙ্কর ॥
লোলজিহ্বা পৃষ্ঠে জটা বিকট দর্শন।
হাঁড়িয়া-মেঘের বর্ণ (২) দেখিতে ভীষণ ॥
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান গলে মুণ্ডমালা।
মাণিক-কুণ্ডল কর্ণে যেন চন্দ্রকলা ॥
দেখিয়া চিন্তিত অতি বীর হনুমান্।
জোড়হাতে বলেন, দেবীর বিদ্যমান ॥
শাস্ত্রে শুনিয়াছি আমি চামুণ্ডার কথা।
শিবের প্রেয়সী তুমি, কেন আছ হেথা ॥
তোমারে দেখিয়া আমি বড় পাই ডর।
কি কারণে আছ মাতা লঙ্কার ভিতর ॥
চামুণ্ডা বলেন, আমি শঙ্করের সতী।
তাঁহার আজ্ঞায় মম লঙ্কায় বসতি ॥
সৃজেন যখন ব্রহ্মা স্বর্ণ-লঙ্কা-পুরী।
সেই কাল হৈতে আমি লঙ্কা রক্ষা করি ॥
করিলাম জিজ্ঞাসা শিবের শ্রীচরণে।
থাকিব কতেক কাল রাবণ-ভবনে ॥
শঙ্কর বলেন, থাক এই সংখ্যা তার।
যত দিন নাহি হয় রাম-অবতার ॥
জন্মিবেন রাম দশরথের ভবনে।
তাঁর পত্নী সীতা সতী হরিবে রাবণে ॥
সীতা অন্বেষণে রাম পাঠাবেন চর।
তার নাম হনুমান্ আকারে বানর ॥
যখন দেখিবা লঙ্কাগত হনুমান্।
তখন ছাড়িয়া লঙ্কা আসিবে স্বস্থান ॥
সেই হৈতে রাখি আমি স্বর্ণ-লঙ্কা-পুরী।
হনুমানে না দেখিয়া যাইতে না পারি ॥
কাহার সেবক তুমি, কোথা তব ঘর।
কিমতে তরিলে তুমি অলঙ্ঘ্য সাগর ॥
হনুমান্ বলে, আমি রামের কিঙ্কর।
সুগ্রীবের পাত্র আমি, পবন-কোঙর ॥
সীতা- অন্বেষণে আইলাম লঙ্কাপুরী।
শ্রীরামের দূত যেই, তেঁই সিন্ধু তরি ॥
শুনিয়া হনুর কথা চামুণ্ডার হাস।
লঙ্কায় দেখিয়া তাকে গেলেন কৈলাস ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুন্দর।
সুন্দরকাণ্ডেতে গীত গাহে মনোহর ॥

হনুমানের সীতা-অন্বেষণ।

হেনকালে হনুমান্ যায় বনে-বন।
গুয়া নারিকেল দেখে অতি সুশোভন ॥
কোকিলের কুহুরব ভ্রমর-ঝঙ্কার।
নানা পক্ষি-কলরব লাগে চমৎকার ॥
দীঘি সরোবর দেখে সলিল নির্ম্মল।
প্রস্ফুটিত কোকনদ (৩) পঙ্কজ উৎপল (৪) ॥
লঙ্কাপুরী চারিদিকে বেষ্টিত সাগর।
দেবতার গতি নাই লঙ্কার ভিতর ॥

---

(১) খর্পর—মড়ার মাথার খুলি। (২) হাঁড়িয়া মেঘের বর্ণ—মহামেঘের প্রভা। (৩) কোকনদ—রক্তপদ্ম। (৪) পঙ্কজ, উৎপল—উভয় শব্দের অর্থ পদ্ম।

সোনার প্রাচীর মধ্যে বাহিরে লোহার।
গগন-মণ্ডলে চূড়া লাগয়ে তাহার ॥
এইরূপে হনূমান্ ভ্রমে চতুর্ভিতে।
মনে মনে কত চিন্তা লাগিল করিতে ॥
রাবণের প্রতাপ দুর্জ্জয় লঙ্কাপুরে।
বানর-কটক তাহে কি করিতে পারে ॥
এখানে আসিতে পারে শক্তি আছে কার।
চারি ব্যক্তি বিনা আর সকলি অসার (১) ॥
সুগ্রীব আসিতে পারে বীর-অবতার।
যুবরাজ অঙ্গদ আসিতে পারে আর ॥
আসিবার শক্তি ধরে নীল সেনাপতি।
আমিও আসিতে পারি অব্যাহত-গতি ॥
যেই কার্য্যে আসিয়াছি, সীতা দেখি আগে।
শেষেতে করিব কার্য্য যেখানে যে লাগে ॥
ভাণ্ডাইব কেমনে দুর্জ্জয় শত্রুগণে।
কেমনে চিনিব আমি রাজা দশাননে ॥
বেড়াইব কেমনে কনক লঙ্কা-পুরী।
কেমনে চিনিব আমি রামের সুন্দরী ॥
রামের প্রেয়সী সীতা কভু নাহি দেখি।
কেমনে চিনিব আমি সীতা চন্দ্রমুখী ॥
হাস্য-পরিহাস কথা বচন-চাতুরী।
সেখানে না থাকিবেন জানকী-সুন্দরী ॥
সর্ব্বক্ষণ চক্ষে অশ্রু, মলিন-বসনা।
সেই সে রামের সীতা হয় বিবেচনা ॥
সীতারে দেখিতে যদি হয় হানাহানি (২)।
হয় হোক, তাহে ক্ষতি কিছু নাহি মানি ॥
অস্ত গেল ভানুমান্, বেলা অবসান।
মধ্যগড়ে প্রবেশ করিল হনূমান্ ॥
নিশাকর সুপ্রকাশ গগন-মণ্ডলে।
ভালমতে হনূমান্ লঙ্কাকে নেহালে ॥

চালের উপরে শোভে সুবর্ণের বারা।
চারিভিতে শোভা করে মুকুতার ঝারা ॥
প্রতি ঘরে ঘরে ধ্বজা পতাকা বিরাজে।
রাজার মন্দির সে সুন্দর সাজে সাজে ॥
হনূমান্ স্বেচ্ছায় বিবিধ মায়া ধরে।
নেউল প্রমাণ হ'য়ে ফেরে ঘরে ঘরে ॥
মাণিক কাঞ্চন আর প্রবাল প্রস্তর।
অন্ধকারে আলো করে লঙ্কাপুরী-ঘর ॥
রাজার ও মন্ত্রীর গৃহে করিল প্রবেশ।
তথা না পাইল হনূ সীতার উদ্দেশ ॥
কাঞ্চন-নির্ম্মিত ঘাট দীঘি ও পুখরী (৩)।
আনন্দিত হনূমান্ দেখি লঙ্কাপুরী ॥
রমণীরা গীত গায় অতি সুললিত।
বাজায় মাদল বীণা বাঁশী সুযন্ত্রিত ॥
ছাওয়ালের মুখে কেহ কেহ দেয় স্তন।
রাজপথে দেখে বহু কুবজ (৪) ব্রাহ্মণ ॥
লম্বা লম্বা পেট সব ডাগর মূরতি।
এক পদ এক হস্ত বিকৃত আকৃতি ॥
কেহ মালসাট (৫) মারে, কেহ গায় গীত।
নাকের ঘড়ঘড় শব্দ শুনি বিপরীত ॥
কোথা বা রাক্ষস-সৈন্য চলে বীরদাপে।
কোথাও সকলে মত্ত রহস্য-আলাপে ॥
পরম সুন্দরী কন্যা দেখে নানা বেশে।
যুবতীরা নিদ্রা যায় শুয়ে স্বামী পাশে ॥
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নানারত্ন-বিভূষিতা।
দেখি হনূমান্ বলে এই দেবী সীতা ॥
কুবেশা মলিনা যেই অশ্রুজলে ভাসে।
সেই হবে সীতাদেবী যুক্তি ভাল আসে ॥
আবাসে আবাসে বুলে প্রাচীরে প্রাচীরে।
সীতাদেবী খুঁজে হনূ ঘর ও বাহিরে ॥

(১) অসার—দুর্ব্বল। (২) হানাহানি—মারামারি। (৩) পুখরী—পুকুর। (৪) কুবজ—কুব্জ; কুঁজো। (৫) মালসাট—মাল-কোঁচা।

অতি সুশোভন বিভীষণের আবাস।
দেখে মহোদরের সে অপূর্ব্ব নিবাস ॥
উল্কাজিহ্ব বিদ্যুজ্জিহ্ব আর বিদ্যুন্মালী।
শুক সারণের ঘর দেখে মহাবলী ॥
কুমার সবার ঘর দেখে সারারাতি।
একে একে দেখে যত লঙ্কার বসতি ॥
কোন স্থানে সীতার না পাইয়া উদ্দেশ।
রাজ-অন্তঃপুরে বীর করিল প্রবেশ ॥
রাজার দ্বারেতে দেখে দ্বারী সারি সারি।
দুর্জ্জয় রাক্ষস সব, নানা অস্ত্রধারী ॥
পর্ব্বত আকার হস্তী কনক ভূষিত।
নানাবর্ণ ঘোড়া দেখে লক্ষ্মণ-শোভিত ॥
নানাবর্ণ হস্তী দেখে রত্ন আভরণ।
আকাশে শোভিত যেন নক্ষত্রের গণ ॥
কনক কিঙ্কিণী (১) বাজে বাজন নূপুর।
জিনিয়া ইন্দ্রভুবন রাবণ-অন্তঃপুর ॥
শত শত চন্দ্র যেন হইল উদয়।
রাবণের ঘর দেখি হনূর বিস্ময় ॥
মাণিক নূপুর পরি নাচয়ে ময়ুর।
সুললিত গীত শুনে শ্রবণ মধুর ॥
নানাবর্ণ গাছে দেখে নানা ফুল-ফল।
সুবাসিত জলে শোভে কনক কমল ॥
দেখে হনূ নানাবর্ণ পাখী ও পাখিনী।
সীতা না দেখিয়া বীর সর্ব্বনাশ গণি ॥
শঙ্খ ও ঝাঁঝরি বাজে মোহারী (২) মিশাল।
সুযন্ত্রিত সুললিত সঙ্গীত রসাল (৩) ॥
গীত অনুসারি (৪) তথা গিয়া হনূমান্।
দেখিল সুন্দর অতি পুষ্পক বিমান ॥
তপের ফলেতে ব্রহ্মা সৃজে রথখান।
আড়ে দীর্ঘে দুই ক্রোশ রথের প্রমাণ ॥
চৌখণ্ডি চৌচালা (৫) রথ আছে স্থানে-স্থান।
হেন রথে লম্ফ দিয়া উঠে হনূমান্ ॥
রথোপরি মূর্ত্তি ধরি আছেন পবন।
স্ব-সুতে চাহেন দিতে তিনি আলিঙ্গন ॥
সাধে বাপ ডাক ছাড়ে না শুনে বানর।
সীতারে না দেখি বীর হইল কাঁফর ॥
পিতাকে না পরিচয় দিল হনূমান্।
সীতায় না হেরি হনূ বিচলিত প্রাণ ॥
রথ হৈতে উলি হনূ ভ্রমে রাতারাতি।
সকল প্রকোষ্ঠে গেল হনূ মহামতি ॥
রাজার প্রাসাদ নানা রত্নে ঝলমল।
সুবিশাল স্তম্ভ সারি ভবন দীঘল ॥
শয্যায় দেখয়ে বীর বিচিত্র বসন।
ঘরের ভিতর রত্ন-নির্ম্মিত আসন ॥
পুড়িতেছে ধূপধুনা গন্ধ মনোহর।
নানাবর্ণ পোষা পাখী দেখিতে সুন্দর ॥
গৃহ মধ্যে প্রবেশিল আপনা পাসরি।
চন্দ্র-করে সমুজ্জ্বল রাজ-অন্তঃপুরী ॥
ঘরের চৌদিকে লাগে ফটক প্রসর।
প্রতি ঘরে প্রবেশয় চারু-চন্দ্র-কর ॥
প্রতিঘরে দেখে বীর রূপসী-রমণী।
নানা অলঙ্কার পরে সুধাংশু-বদনী ॥
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ সৌগন্ধে মিশাল।
গলা ভরি পরে সবে পারিজাত-মাল ॥
কেহ বা বসিয়া আছে, কেহ ঢুলে ঘুমে।
নাচিয়া গাহিয়া কেহ নিদ্রা যায় শ্রমে ॥
বিকল রমণীগণ করি মধুপান।
শয়ন (৬) করিয়া আলো করেছে শয়ন ॥
অর্দ্ধ রাতি গেল তথা কেহ কেহ জাগে।
রাবণেরে মোহিয়াছে প্রেম-অনুরাগে ॥

(১) কিঙ্কিণী—কটি-ভূষণ বা ঘুঙুর। (২) মোহারী—কাঁসর। (৩) রসাল—মধুর। (৪) অনুসারি—অনুসরণ করিয়া। (৫) চৌখণ্ডি চৌচালা—চারকোণা ও চার চাল যুক্ত। (৬) শয়ন—বিছানা।

বিকশিত পদ্ম যেন দেখিয়ে দিবসে।
রাজ-গৃহ আমোদিত মুখ-পদ্ম-বাসে ॥
হনূ ভাবে, সদ্ম (১) কিবা আমোদিত গন্ধে।
এ-সবার প্রাণনাথ কেমনে বুক বান্ধে ॥
রত্নখাট নেতপাটে (২) দেছে আচ্ছাদন।
নিদ্রিত রাবণ রাজা ভূষিত চন্দন ॥
খোল করতাল কারো বীণা বাঁশী কোলে।
অচেতনে নিদ্রায় লোটায় ভূমিতলে ॥
নূপুর খসিল কারো হার ছুটে গলে।
আলুথালু হ'য়ে কেহ শোয় শয্যাতলে ॥
হনুমান্ ভাবে, যত তারকা আকাশে।
সেই সব তারা কিবা রাবণের পাশে ॥
এক স্ত্রীর হাতে আছে অন্য স্ত্রীর গলা।
এক সূত্রে গাঁথা যেন স্বর্ণ-পদ্মমালা ॥
গলার মালাটি দোলে নাকের নিশ্বাসে।
সরোবর মাঝে যেন কমল বিকাশে ॥
মানুষী গন্ধর্বী দেবী দানবী রাক্ষসী।
রাবণের ঘরে আছে পরমা রূপসী ॥
দুই কর্ণে বিভূষিত মকর কুণ্ডল।
কুণ্ডল মাঝারে শোভে হিমাংশু-মণ্ডল ॥
কুলে শীলে যৌবনে সকলে অনিন্দিতা (৩)।
সহস্র রমণী আছে রূপ-গুণ-যুতা ॥
ত্রিভুবন হ'তে আনি যতেক সুন্দরী।
রাবণ রেখেছে তায় নিজ অন্তঃপুরী ॥
রাজার পুরীতে দেখে স্ফাটিক (৪) আসন।
রাজ-ছত্র-দণ্ড দেখে মাণিক রতন ॥
রত্নখাট-নিম্নে দেখে রাবণের জুতা।
চারিদিকে শোভে তার প্রবাল মুকুতা ॥
রাবণ শুইয়া আছে রত্নময় খাটে।
ঘর আলো করিতেছে দশটা মুকুটে ॥

রাজদেহে আভরণ দেখিল প্রচুর।
দীপ্ত করি মেঘ যেন পড়িছে চিকুর (৫) ॥
নিদ্রা যায় রাবণ বিলাস অবসাদে।
কস্তূরী-কুঙ্কুমে রাজা শোভে মৃগমদে (৬) ॥
চারিভিতে দেবকন্যা মধ্যেতে রাবণ।
আকাশের চন্দ্র বেড়ি যেন তারাগণ ॥
কুড়িখান হস্তে শোভে মাণিক-অঙ্গুরী।
অজগর সর্প হেন মনে ভ্রম করি ॥
সুপুষ্ট মাংসল হস্ত পরম সুন্দর।
শোভা পায় ঐরাবত-শুণ্ডের সোসর ॥
দেবতা দানব যারে নাহি ধরে টান।
দূরে থাকি দেখে হনূ হাত কুড়িখান ॥
নীলবর্ণ রাবণ সে পীতবস্ত্র-ধারী।
নব-জলধরে যেন বিদ্যুত সঞ্চারি ॥
রাবণের কোলে দেখে পরমা সুন্দরী।
ময়-দানবের কন্যা রাণী মন্দোদরী ॥
সোহাগে আগুলি (৭) সেই রত্নে বিভূষিতা।
তারে দেখি ভাবে বীর এই বুঝি সীতা ॥
রাম সম পুরুষ নাহিক ত্রিভুবনে।
রাবণে ভজিবে সীতা, নাহি লয় মনে ॥
দশরথ পুত্র বধূ জনক-ঝিয়ারী।
ভজিবেন রাবণেরে মনে নাহি করি ॥
একে একে সকলে করিলা নিরীক্ষণ।
সীতার লক্ষণ নাহি দেখে একজন ॥
অন্তঃপুরে সীতার না পাইয়া উদ্দেশ।
আন ঘরে গিয়া হনূ করিলা প্রবেশ ॥
যে ঘরে রাবণ-রাজা করে মধুপান।
সেই ঘরে প্রবেশ করিলা হনূমান্ ॥
ভক্ষ-ঘরে প্রবেশিয়া দেখে নানা ভক্ষ্য।
মনুষ্য-পশুর মাংস দেখে লক্ষ লক্ষ ॥

(১) সদ্ম—গৃহ। (২) নেতপাটে—রেশমী চাদরে। (৩) অনিন্দিতা—প্রশংসনীয়া। (৪) স্ফাটিক—স্ফটিক প্রস্তরে নির্ম্মিত। (৫) চিকুর—বিদ্যুৎ। (৬) মৃগমদে—কস্তুরী-গন্ধে। (৭) আগুলি—প্রধানা; শ্রেষ্ঠা।

কুণ্ডে কুণ্ডে পূর্ণ দেখে নানা পুষ্প-রসে।
ফলের মধুর রস কলসে কলসে ॥
পুষ্প-ঘরে সাজাইয়া নানা পুষ্প দেখে।
পুষ্প-মাল্য রাশি রাশি দেখয়ে সম্মুখে ॥
সেখানে সীতার নাহি পাইল দর্শন।
প্রাচীরে বসিয়া ভাবে পবন-নন্দন ॥
সর্ব্ব স্থান দেখিলাম করিয়া বিচার।
ঘরে ঘরে দেখি সব কুৎসিত আচার ॥
কোনো খানে না পাইনু করিয়া বিচার।
সীতাদেবী না দেখিয়া দেখি পর-দার ॥
নিশাকালে পর-দার দেখি ঘরে ঘরে।
মজিলাম সুদুস্তর পাপের সাগরে ॥
প্রায়শ্চিত্ত (১) করি তার কেশ মুড়াইয়া।
অথবা মরিব আমি সাগরে ডুবিয়া ॥
সীতা লাগি অন্য স্ত্রীরে করি নিরীক্ষণ।
নিশ্চয় বলিনু মোর পাপে নাহি মন ॥
স্বরূপে জীয়স্তে যদি রহে সীতা সতী।
নিঃসন্দেহ দেখিতাম হেন লয় মতি ॥
সীতাদেবী রাবণের কথা নাহি শুনে।
হয় ত বা সেই হেতু বধিল রাবণে ॥
কিম্বা হেথা আসি দেখি রাক্ষসের পুরী।
রাক্ষস দেখিয়া মৈল জানকী সুন্দরী ॥
রাবণ যখন সীতা আনে লঙ্কাপুরে।
রথেতে আসিতে কিবা পড়িল সাগরে ॥
এতেক করিনু শ্রম সকলি বিফল।
সুগ্রীব মারিবে এবে বানর সকল ॥
সিন্ধুপারে বানরেরা তৃষিত নয়ন।
আমি ব্যর্থ গেলে সবে ত্যজিবে জীবন ॥
বুদ্ধিতে অটল সেই মন্ত্রী জাম্ববান্।
কোন্ লাজে দাণ্ডাইব তাঁর সন্নিধান ॥
কাঁদে বীর হনুমান্ প্রাচীরে বসিয়া।
না করিনু রাম-কাজ লঙ্কায় আসিয়া ॥
পুনরায় আমি ম'ার সন্ধান করিব।
যেখানে না দেখিয়াছি সেস্থান দেখিব ॥
কার সঙ্গে যুক্তি করি নাহিক দোসর।
চিন্তি বীর হনুমান কান্দেন বিস্তর ॥
সাগর ডিঙ্গায়ে এনু সীতার সন্ধানে।
রাম-প্রিয়া সীতা নাই লঙ্কা-মধ্যখানে ॥
কোন্ স্থানে না চাহিনু করি নিরীক্ষণ।
সীতা খুঁজি অর্দ্ধরাত্রি কৈনু জাগরণ ॥
না দেখিনু রাম-প্রিয়া সীতা রূপবতী।
অর্দ্ধ রাতি গেল, আর আছে অর্দ্ধরাতি ॥
লঙ্কা ত্যজি অন্বেষিব সারা ত্রিভুবন।
উপবাসে দুর্ব্বল হয়েছে কপিগণ ॥
চিন্তানলে জ্বলিতেছে পরাণ আমার।
বৃথা কাজে আসি আমি সাগরের পার ॥
বল বুদ্ধি পরাক্রম শ্রীরামে ভকতি।
করিল সকল নষ্ট বিহঙ্গ সম্পাতি ॥
তার বাক্যে লঙ্ঘিলাম দুস্তর সাগর।
সীতা হেতু ভ্রমিলাম লঙ্কার ভিতর ॥
সীতা না দেখিয়া যদি যাই রাম-পাশ।
অবশ্য ঘটিবে তাহে রামের বিনাশ ॥
রামের মরণে তবে মরিবে লক্ষ্মণ।
মরিবে ভ্রাতার শোকে ভরত শত্রুঘন ॥
মা কৌশল্যা মরিবেন অগ্নি প্রবেশিয়া।
পাত্র-মিত্র মরিবেক শোকেতে পুড়িয়া ॥
সুগ্রীব মরিবে তবে রামের মরণে।
রুমা তারা মরিবেক সুগ্রীব বিহনে ॥
অঙ্গদ ত্যজিবে প্রাণ শোকার্ত্ত হইয়া।
অযোধ্যার নর-নারী বেড়াবে কাঁদিয়া ॥

(১) প্রায়শ্চিত্ত—যাহাতে পাপ নষ্ট হয় এমন কাজ; প্রায়ো নাম তপঃ প্রোক্তং চিত্তং নিশ্চয় উচ্যতে। তপোনিশ্চয় সংযুক্তং প্রায়শ্চিত্তমিতি স্মৃতং ॥ অঙ্গিরাঃ।

সাজাব চন্দনে (১) চিতা সাগরের কূলে।
খাইবে আমার দেহ গৃধিনী-শৃগালে॥
লঙ্কায় ত্যজিব আমি পরাণ আমার।
সিন্ধু-গর্ভে হব জলজন্তুর আহার॥
কিম্বা দণ্ড ল'য়ে আমি হইব সন্ন্যাসী।
মরিব দারুণ ক্লেশে হ'য়ে উপবাসী॥
পিতৃসত্য রক্ষা হেতু রাম জটাধারী।
লক্ষ্মণ ভ্রাতার স্নেহে হৈল বনচারী॥
ইহা সবা লাগি আমি কৈনু এত ক্লেশ।
তবু আমি সীতা মা'র না পাই উদ্দেশ॥
স-কটক অঙ্গদ যে আছে উপবাসে।
সব বৃথা, যদি রাবণ সীতারে বিনাশে॥
বিষ্ণুঅবতার রাম রক্ষঃ-অরি যিনি।
পতিব্রতা সীতাদেবী লক্ষ্মীস্বরূপিণী॥
এত ভাবি হনুমান্ কাতর হইল।
মনোদুঃখে নানা কথা ভাবিতে লাগিল॥
এ লঙ্কা হইতে নাহি করিব গমন।
এই লঙ্কাপুরে আমি ত্যজিব জীবন॥
কান্দিতে কান্দিতে বীর ছাড়িল নিশ্বাস।
রচিল সুন্দরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥

হনুমান্ কর্ত্তৃক অশোক-বনে সীতা-সন্দর্শন।

কান্দিতে কান্দিতে হনূ করে নিরীক্ষণ।
নানা-বর্ণ-পুষ্পযুক্ত অশোক-কানন॥
পিকগণ কুহরে ঝঙ্কারে অলিগণ।
প্রাচীরে বসিয়া বীর ভাবে মনে-মন॥
স্বর্ণপুরী লঙ্কা দেখে পবন-কোঙর।
চতুর্দ্দিকে দেখে স্বর্ণ-রজতের ঘর॥
সোনা ও রূপার ঘর স্ফটিকের খনি।
ময়ূরের পাখে (২) সব ঘরের ছাউনি॥
যেই দিকে চাহে, সেই দিকে রহে মন।
আপনা পাসরে বীর পবন-নন্দন॥
লঙ্কার প্রাচীর সত্তর-যোজন প্রমাণ।
তাহার উপরে বসি ভাবে হনূমান্॥
ভাবিতে ভাবিতে হনূ করিছে ক্রন্দন।
কোন্ দেশে পাব সীতা-মায়ের দর্শন॥
মাসেক হইল রাম বিদায় দিলা মোরে।
কি কথা কহিব গিয়া তাঁহার গোচরে॥
বৃথা হনুমান্ আমি বৃথাই জীবন।
কি বলিয়া প্রবোধিব শ্রীরামের মন॥
কান্দিতে কান্দিতে হনূ করে নিরীক্ষণ।
নানা বর্ণ পুষ্প শোভে পরম শোভন॥
মুছিয়া নেত্রের জল হইয়া সুস্থির।
প্রবেশিলা অশোক-কাননে মহাবীর॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল খুঁজিনু একে একে।
সীতা মাকে খুঁজিয়া না পেলাম ত্রিলোকে॥
আগে গিয়া সুগ্রীবের বধিব জীবন।
পরে কুণ্ড (৩) সাজাইয়া মরিব তখন॥
এতেক বলিয়া বীর করিল ক্রন্দন।
কোথা আছ সীতা মাতা, দেহ দরশন॥
ফাঁফর (৪) হইয়া বীর করে নিরীক্ষণ।
ভাবিলা বারেক খুঁজি অশোক-কানন॥
কে যেন হনূর কানে কহিল তখন।
এখানে পাইবে সীতা মায়ের দর্শন॥
ধনুকের গুণে যথা বেগে ছুটে বাণ।
তেমনি বেগেতে হনূ করিল প্রয়াণ॥
নিমেষেতে গেল হনূ অশোক কাননে।
মায়া পাতি হৈল হনূ দীঘল প্রমাণে॥

---

(১) চন্দনে—চন্দন কাষ্ঠে। (২) পাখে—পাখায়। (৩) কুণ্ড—এখানে অগ্নিকুণ্ড। (৪) ফাঁফর—হতবুদ্ধি; কি করা উচিত জ্ঞানশূন্য হওয়া।

দেখে নানা বৃক্ষ-লতা শোভে পুষ্প-ফলে।
সারা বন ব্যাপিয়াছে ভ্রমর কোকিলে॥
কোকিলের কুহুরব ভ্রমর ঝঙ্কার।
নানা বর্ণ মৃগ তথা হেরে চমৎকার॥
ময়ূরেরা নৃত্য করে ধরিয়া পেখম।
নন্দন কানন মর্ত্যে যেন হয় ভ্রম॥
ফুলের পাপড়ি গায় পড়ে খসে খসে।
সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত হনূ নানা পুষ্পরসে॥
দেখে হনূ দীঘি সরঃ শোভিছে কমলে।
রত্নে বাঁধা ঘাট শোভে নিরমল জলে॥
রত্ন-বেদী শোভা পায় অশোকের তলে।
পড়িয়া ফুলের ছায়া সমধিক জ্বলে॥
শিংশপার বৃক্ষ বীর দেখে উচ্চতর।
লাফ দিয়া উঠিলেক তাহার উপর॥
অতি উচ্চতর বৃক্ষ অপূর্ব্ব গঠন।
উর্দ্ধে তার পরিমাণ চল্লিশ যোজন॥
তাহার উপরে উঠি হনূ মহাবলে।
দেখিল অপূর্ব্ব নারী সেই বৃক্ষতলে॥
ত্রিজটা (১) রাক্ষসী তথা সহ চেড়ীগণ।
চেড়ীগণ মধ্যে নারী করেন রোদন॥
বৃক্ষেতে উঠিয়া বীর নেহালে কানন।
নানাবর্ণ বৃক্ষ দেখে অতি সুশোভন॥
রক্তবর্ণ কত বৃক্ষ দেখিতে সুন্দর।
মেঘবর্ণ কত বৃক্ষ দেখে মনোহর॥
ঠাঁই ঠাঁই দেখে তথা স্বর্ণনাট্য-শালা।
দেব-কন্যা লইয়া রাবণ করে খেলা॥
নানাবর্ণ বৃক্ষ দেখে, নানাবর্ণ লতা।
মনে চিন্তে হনুমান্ হেথা পাব সীতা॥
চেড়ী সবে দেখে তথা অঙ্গ ভয়ঙ্কর।
পর্ব্বত-প্রমাণ হতে লোহার মুদ্গর॥
কেহ কালী, কেহ গৌরী, কোন চেড়ী ধলী (২)।
খর্জ্জুর তালের মত দেখি কেশাবলী॥
আউদড় (৩) চুল কারো, মাথা জুড়ি নাক।
কাঁকলাস মূর্ত্তি কারো, সব মাথা টাক॥
হাতে মুখে সর্ব্বাঙ্গে রক্তের ছড়াছড়ি।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সব রাবণের চেড়ী॥
নানা অস্ত্র ধরিয়াছে খাণ্ডা তীক্ষ্ণধার।
চেড়ী সব ঘেরিয়াছে তার চারিধার॥
গায়ে মলা পড়িয়াছে, মলিনা দুর্ব্বলা।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন দেখি হীন কলা॥
দিবাভাগে যেন চন্দ্রকলার প্রকাশ।
শ্রীরাম বলিয়া নারী ছাড়েন নিশ্বাস॥
শ্রীরাম বলিয়া তিনি করেন ক্রন্দন।
সীতাদেবী চিনিলেন পবন-নন্দন॥
সীতা রূপ দেখি কান্দে বীর হনূমান্।
সুগ্রীব বলিল যত, হৈল বিদ্যমান॥
ইহা লাগি মরণ এড়ায় কপি যত।
ইহা লাগি সুর্পনখার নাক কান হত (৪)॥
ইহা লাগি চতুর্দ্দশ সহস্র রক্ষঃ মরে।
ইহা লাগি জটায়ু প্রহারে লঙ্কেশ্বরে॥
ইহা লাগি কবন্ধের স্বর্গ দরশন।
ইহা লাগি শ্রীরামের সুগ্রীব-মিলন॥
ইহা লাগি কপিগণ গেল দেশান্তরে।
ইহা লাগি একেশ্বর (৫) লঙ্ঘিনু সাগরে॥
ইহা লাগি লঙ্কায় বেড়াই রাতারাতি।
এই সে রামের প্রিয়া সীতা রূপবতী॥
দেখিয়া সীতার দুঃখ কান্দে হনূমান্।
অনুমানে যে ছিল সে দেখি বিদ্যমান॥
দশদিক্ আলো করে জানকীর রূপে।
ইহা লাগি ম্লান রাম দারুন সন্তাপে॥

(১) ত্রিজটা—রাবণের দাসী। এই রাক্ষসী সীতাকে একটু স্নেহ করিত। (২) ধলী—সাদা। (৩) আউদড়—আলুথালু। (৪) হত—কর্ত্তিত। (৫) একেশ্বর—একাকী।

রাক্ষসী-গণেরে মারি, কি আপনি মরি।
জানকীর দুঃখ আর দেখিতে না পারি ॥
রাম-সীতা বাখানে চড়িয়া বীর গাছে।
কৃত্তিবাস মনোহর রাম-গুণ রচে ॥

অশোক-বনে সীতা-দেবীর নিকটে রাবণের গমন।

দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে উঠিল রাবণ।
চন্দ্রোদয় হইয়াছে উপর গগন ॥
সুশীতল বায়ু বহে অতি মনোহর।
ধবল রজনী (১) দেখি বিচিত্র সুন্দর ॥
এ হেন যামিনী যোগে রাজা লঙ্কেশ্বর।
নিরাতঙ্কে নিদ্রা যায় পালঙ্ক উপর ॥
মধুর শীতল বায়ে নিদ্রা ভঙ্গ হৈল।
সহসা সীতার কথা মনেতে পড়িল ॥
মধুপানে রাবণ যে হইয়া আতুর।
বলে, চল যাই হে সীতার অন্তঃপুর (২) ॥
সীতা লাগি যাব আমি অশোকের বনে।
মন্দোদরী আদি যত ডাকে রাণীগণে ॥
রাবণের আজ্ঞা পেয়ে সাজে রাণীগণ।
বেষ্টিত করিল সবে রাজা দশানন ॥
রাবণের সঙ্গে চলে দশ শত নারী।
রূপে আলো করিয়াছে স্বর্ণ-লঙ্কা-পুরী ॥
চামর ঢুলায় কেহ, কারো হাতে ঝারি (৩)।
দিব্য নারায়ণ তৈল দেউটি (৪) সারি সারি ॥
কোন বা রাণীর হাতে চন্দনের বাটি।
কোন বা রাণীর হাতে সুবর্ণ দেউটি ॥
রাণীগণ সঙ্গে রাজা চলেন তখনে।
উপস্থিত হৈল গিয়া অশোক-কাননে ॥
দশ শত নারী সহ আইল রাবণ।
অশোক-কানন হৈল দেবতা-ভবন ॥
হনূ ভাবে, রাবণ করিল আগুসার।
দেখিব সীতার সঙ্গে কি করে আচার ॥
কুড়ি চক্ষে দশানন চারিদিকে চাহে।
সীতার নিকটে আছি, কভু ভাল নহে ॥
গাছের আড়ালে বসি পাতার ভিতর।
আপনি লুকায়ে দেখে চতুর বানর ॥
নারীগণ সঙ্গে গেল সীতার সম্মুখে।
থাকিয়া গাছের আড়ে হনূমান্ দেখে ॥
কি বলে রাবণ রাজা, কি বলে জানকী।
শুনিবারে আগুসারে মারুতি কৌতুকী ॥
দুই পদ রাখিলেক ডালের উপর।
দেহ বাড়াইয়া দেখে সীতার গোচর ॥
রাবণে দেখিয়া সীতা কাঁপিল অন্তরে।
মলিন বসনে ঢাকে নিজ কলেবরে ॥
তথাপি সীতার রূপ শোভার আধার।
লাবণ্যে ঢাকিতে পারে হেন শক্তি কার ॥
ছিন্ন বাসে সর্ব্বদেহ জানকী ঢাকিল।
রাবণের ভয়ে সীতা কাঁপিতে লাগিল ॥
মনে মনে মহাভয় পাইল জানকী।
দ্বিতীয় শমন সম রাবণে নিরখি ॥
সোনার প্রতিমা জিনি সীতা ঠাকুরাণী।
হিঙ্গুল জিনিয়া মা'র চরণ দুখানি ॥
চন্দ্র জিনি চরণের দশ নখ-জ্যোতি।
মুকুতা জিনিয়া মা'র দশনের পাঁতি ॥
পদ্ম জিনি জানকীর দুই চক্ষু শোভে।
ভ্রমর ধাইছে কত শত মধু লোভে ॥
দশদিক আলো করে জনক-ঝিয়ারী।
শিংশপার (৫) তলে যেন পড়িছে বিজুরী (৬) ॥

---

(১) ধবল রজনী— জ্যোৎস্নারাত্রি। (২) অন্তঃপুর—এখানে থাকিবার স্থান। (৩) ঝাড়ি—গাড়ু। (৪) দেউটি—প্রদীপ। (৫) শিংশপা-শিশু গাছ। (৬) বিজুরী—বিদ্যুৎ।

সীতা মা'র গাত্রে মলা, মলিন বদন।
তবু রূপে আলো করে অশোকের বন ॥
রাবণে দেখিয়া সীতার উড়ে গেল প্রাণ।
বলেন দু'হাত তুলি রক্ষ ভগবান্ ॥
এমন সময়ে কোথা দেবর লক্ষ্মণ।
জাতি মান রক্ষা কর ভাই দুই জন ॥
বিকলি (১) করিয়া সীতা কৈলা হেঁট মাথে।
মাথা তুলি না চাহেন রাবণ সাক্ষাতে ॥
রাবণ সীতায় হেরি ভাবে মনে-মন।
আমার উদ্ধারে সীতা তব আগমন ॥
যে হোক সে হোক মোর, জানি মনে মনে।
উন্নত হইয়া আমি নত হই কেনে ॥
ডাক দিয়া বলে তবে লঙ্কা-অধিকারী।
হেঁট মাথা কৈলে কেন জনক-ঝিয়ারী ॥
অভিমান ছাড়ি সীতা, চাহ নেত্র-কোণে।
পাটরাণী হ'য়ে বস স্বর্ণ-সিংহাসনে ॥
দশহাজার দেব-কন্যা বিভা করি আমি।
তার মধ্যে পাটরাণী হ'য়ে রহ তুমি ॥
সর্ব্বাঙ্গ-ভরিয়া পর রাজ-আভরণ।
তব আজ্ঞাকারী রবে রাজা দশানন ॥
মোর মত রাজা আর নাহি ত্রিভুবনে।
ধনের ঈশ্বর আমি, জানে জগ-জনে (২) ॥
রাবণ বলিল, সীতা, কারে তব ডর।
দেবতা আসিতে নারে লঙ্কার ভিতর ॥
বলে ধরি আনিয়াছি এই ত্রাস মনে।
রাক্ষসের জাতি-ধর্ম্ম ছলে বলে আনে ॥
ত্রিভুবন জিনিয়া তোমার সুবদন।
কি পদ্ম কি সুধাকর হেন লয় মন ॥
দুই কর্ণে শোভে তব রত্নের কুণ্ডল।
দেখি নবনীত-প্রায় শরীর কোমল ॥

মুষ্টিতে ধরিতে পারি তোমার কাঁকালি।
হিঙ্গুলে মণ্ডিত তব চরণ-অঙ্গুলি ॥
করিয়া রামের সেবা জন্ম গেল দুঃখে।
হইয়া আমার ভার্য্যা থাক নানা সুখে ॥
রামের অত্যল্প ধন, অত্যল্প জীবন।
শোকে দুঃখে ফিরে রাম করিয়া ভ্রমণ ॥
এখন কি আছে রাম, মনে হেন বাস (৩)।
বনের মধ্যেতে তারে খাইল রাক্ষস ॥
মোর বাণে সুমেরু নাহিক ধরে টান।
মানুষ সে রাম, সে কি আমার সমান ॥
দেবতা দানব যক্ষ কিন্নর গন্ধর্ব্ব।
যুদ্ধে করিলাম চুর সবাকার গর্ব্ব ॥
দিগ্বিজয় (৪) কৈনু আমি রণে বাহুবলে।
কত শত যোদ্ধৃপতি দিনু রসাতলে ॥
হেন জন ছাড়ি তব তপস্বীতে মন।
জটিল তপস্বী তব শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
কিছু বুদ্ধি নাহি তব অবোধিনী (৫) সীতা।
সর্ব্বলোকে তোমা কেন বলয়ে পণ্ডিতা ॥
নানাশাস্ত্র জানি আমি বিবিধ বিধানে।
তুমি আমি সুখে বাস করিব দুজনে ॥
নানা রত্নে পূর্ণ আছে আমার আগার।
আজ্ঞা কর সুন্দরি, সে সকলি তোমার ॥
তোমার সেবক আমি, তুমি ত ঈশ্বরী।
তোমার আজ্ঞাতে ল'য়ে যাই অন্তঃপুরী ॥
তোমার চরণে ধরি করি হে ব্যগ্রতা (৬)।
কোপ ত্যজি মোর কথা শুন দেবী সীতা ॥
কারো পায়ে নাহি পড়ে রাজা দশানন।
দশ মাথা লোটাইনু তোমার চরণে ॥
রাবণের বাক্যে সীতা-কুপিয়া অন্তরে।
কহেন রাবণ প্রতি অতি ধীরে ধীরে ॥

---

(১) বিকলি—ব্যাকুলতা। (২) জগ-জনে—জগতের লোকে। (৩) বাস—ইচ্ছা কর। (৪) দিগ্বিজয়—যুদ্ধে দশদিকের রাজগণকে পরাজিত করা। (৫) অবোধিনী—বুদ্ধি-হীনা। (৬) ব্যগ্রতা—একান্তআগ্রহ।

অধার্ম্মিকা নহি আমি, রামের সুন্দরী।
জনক রাজার কন্যা, আমি কুলনারী ॥
রাবণেরে পাছু করি বৈসে ক্রোধ মনে।
গালাগালি পাড়ে সীতা রাবণ তা শুনে ॥
নাহি হেন পণ্ডিত বুঝায় তোর হিত।
পণ্ডিতে কি করে, তোর মৃত্যু উপস্থিত ॥
শৃগাল হইয়া তোর সিংহে যায় সাধ।
সবংশে মরিবি রে, রামের সনে বাদ ॥
তোর প্রাণে না সহিবে শ্রীরামের বাণ।
পলাইয়া কোথাও না পাবি পরিত্রাণ ॥
অমৃত খাইয়া যদি হোস্ রে অমর।
তথাপি রামের বাণে মরিবি পামর ॥
সোনার লঙ্কার তরে তোর অহঙ্কার।
শ্রীরামের বাণানলে হইবে অঙ্গার ॥
সাগরের গর্ব্ব যে করিস্ দুরাচার।
রামের বাণের তেজে সাগর ত ছার ॥
অতঃপর দুষ্ট তোরে আমি বলি হিত।
আমা দিয়া রাম সনে করহ পিরীত ॥
যদি শ্রীরামের সঙ্গে না কর পিরীতি।
শ্রীরামের হাতে তোর নাহি অব্যাহতি ॥
আমার সেবক তুই কহিলি আপনি।
সেবক হইয়া কোথা লঙ্ঘে ঠাকুরাণী (১) ॥
যার পায়ে পড়ি সেই হয় গুরুজন।
পায়ে পড়ি বলিস্ কেন কুৎসিত বচন ॥
পিতৃ-সত্য পালিতে রামের বনবাস।
ক্রোধে শাপ দিলে তাঁর সত্য হয় নাশ ॥
কি হেতু রাবণ মোরে বলিস্ কুবাণী।
তোর শক্তি ভুলাইবি রামের ঘরণী ॥
রাম প্রাণনাথ মোর, রাম সে দেবতা।
রাম বিনা অন্য জনে নাহি জানে সীতা ॥

এত বলি সীতাদেবী অগ্নি হেন জ্বলে।
কোপে দুই চক্ষু রাঙ্গা, রাবণেরে বলে ॥
দুরাচার রাক্ষস পাপিষ্ঠ দুষ্টমতি।
ধরেন কতই গুণ মোর রঘুপতি ॥
রামের অমৃত জিনি বচন শীতল।
বিপক্ষ-বিনাশে যাহা মহা কালানল (২) ॥
জিনিয়া সূর্য্যের তেজ অযোধ্যার পাটে।
আশী হাজার রাজা যার পদতলে খাটে ॥
হেন বংশে জন্ম মোর লভিলা শ্রীরাম।
চৌদ্দ ভুবনের কর্ত্তা, জীবন-আরাম (৩) ॥
শোন্‌রে রাবণ মোর পতি রঘুমণি।
তাঁরে সিংহ,শৃগাল-কুক্কুর তোরে গণি ॥
তোর দেশে থাকিয়া কি তোরে ভয় করি।
জাগেন হৃদয়ে মোর রাম জটাধারী ॥
পঙ্গু হয়ে চাস্ তুই লঙ্ঘিতে সাগর।
বামন হইয়া চাস্ ধর্ত্তে শশধর ॥
শৃগাল হইয়া চাস্ সিংহের রমণী।
কোন শাস্ত্রে কোন ধর্ম্মে কোথাও না শুনি ॥
পুকুরের পঙ্ক আর সুগন্ধি চন্দনে।
কতই অন্তর তুই ভেবে দেখ্ মনে ॥
পুকুরের পঙ্ক তুই রাজা দশানন।
সুগন্ধি চন্দন মোর কমল-লোচন ॥
চন্দ্রে ও নক্ষত্রে দেখ্ কতেক অন্তর।
তারা হ'য়ে হতে চাস্ চন্দ্রের সোসর (৩) ॥
এক চন্দ্র আলো করে গগনমণ্ডলে।
দশ চন্দ্র রহে রাম-চরণ-কমলে ॥
তৈল বিনা যথা দীপ কভু নাহি রয়।
নদী-কূলে বৃক্ষ যথা চিরস্থায়ী নয় ॥
বস্ত্রে অগ্নি বন্ধে যথা মৃত্যু আপনার।
ধর্ম্ম বিনা লঙ্কা তথা হবে ছারখার ॥

(১) ঠাকুরাণী—কর্ত্রী। (২) কালানল—কালাগ্নি, প্রলয় কালীন অগ্নি। (৩) জীবন-আরাম—জীবনের আনন্দদায়ক। (৪) সোসর—সমান।

মক্ষিকা না পারে কভু বজ্র ধরিবারে।
রাবণ না পারে কভু পাইতে সীতারে ॥
যে সে নারী নহি আমি জনক-ঝিয়ারী।
মোর শাপে ভস্ম হবে স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী ॥
দশ হাজার দেব-কন্যা হরেছিস্ বলে।
ডুবাবেন তোরে রাম সাগরের জলে ॥
বৃথায় করিস্ গর্ব্ব সাগরের গড়।
রাম-গুণে বন্ধ হবে আপনি সাগর ॥
ক্ষেপন করিলে বজ্র-বাণ রঘুমণি।
করিতে পারেন শুষ্ক সাগরের পানি ॥
ইন্দ্রের নিকটে গিয়া তোর ভারিভুরি (১)।
এবার রামের হাতে যাবি যমপুরী ॥
রাবণ, ভাবিস্ তুই এমনি দিন যাবে।
ঘাঁটাইলি কাল-সর্প ঘরে আসি খাবে ॥
মরণ নিকট, ছাড়্ জীবনের আশ।
অবিলম্বে হইবেক তোর সর্ব্বনাশ ॥
এত যদি সীতাদেবী বলিলেন রোষে।
মনে সাত পাঁচ ভাবে দশানন শেষে ॥
আসিবার কালে আমি বলেছি বচন।
এক বর্ষ জানকীর করিব পালন ॥
বৎসরের তরে তোরে দিয়াছি আশ্বাস।
বৎসরের মধ্যে তোর যায় দশমাস ॥
সহিবে যে আর দুই মাস দশস্কন্ধ (২)।
দুই মাস গেলে তোর যা থাকে নির্ব্বন্ধ ॥
জানকী বলেন, তুই না বল্ কুৎসিত।
আমা লাগি মরিবি, এ দৈবের লিখিত ॥
বিষ্ণু-অবতার রাম, তুই নিশাচর।
গরুড় বায়সে (৩) দেখ্ অনেক অন্তর ॥
অনেক অন্তর দেখ্ কাঁজি সুধাপানে।
অনেক অন্তর দেখ্ লোহা ও কাঞ্চনে ॥
অনেক অন্তর দেখ্ ব্রাহ্মণ চণ্ডালে।
অনেক অন্তর দেখ্ বারিনিধি (৪) খালে ॥
শ্রীরাম হইতে তোরে দেখি বহু দূর।
রামে সিংহ, তোরে দেখি শৃগাল-কুক্কুর ॥
এত যদি বলে সীতা কর্কশ বচন।
সীতারে কাটিতে খাণ্ডা তুলিল রাবণ ॥
রাবণ বলে সীতা, তোর এত অহঙ্কার।
মোর ঠাঁই আজি তোর নাহিক নিস্তার ॥
রাবণ লইল হাতে খাণ্ডা এক-ধারা (৫)।
কুড়ি চক্ষু ফিরে যেন আকাশের তারা ॥
কালান্তক (৬) যম সম রুষিল রাবণ।
খাণ্ডায় কাটিলে মাথা রাখে কোন্ জন ॥
এ খাণ্ডায় কাটিয়া করিব দুই খানি।
আর কভু নাহি বল দুরক্ষর বাণী ॥
রাবণের হাতে সীতা দেখি খাণ্ডা খান।
দুটি হাত তুলি বলে, রক্ষা কর রাম ॥
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে সীতা, তুলি দুটি হাত।
অনাথ হইয়া মরি, রাখ রঘুনাথ ॥
দেবর লক্ষ্মণ কোথা, রামের ছোট ভাই।
মৃত্যুকালে তব সঙ্গে দেখা হইল নাই ॥
আজি হৈতে ডুবে গেল জানকীর নাম।
এতদিনে অশোক-বনে বিধি হইল বাম ॥
সীতা বলে, যদি তুমি কাট লঙ্কেশ্বর।
আমার মিনতি এক তোমার গোচর ॥
প্রাণ যায় যাক্, তাহে কিছু নাহি দায়।
আজি হৈতে সীতা-নাম দেখি ডুবে যায় ॥
তিলেক বিলম্ব কর, করি নিবেদন।
ধ্যান করি শ্রীরামের রাতুল চরণ ॥
তিলার্দ্ধ রহিতে নারি রামচন্দ্র বিনা।
মৃত্যুকালে করি মনে তাঁহারি ভাবনা ॥

(১) ভারিভুরি—দর্প ; অহঙ্কার। (২) দশস্কন্ধ—রাবণ। (৩) বায়স—কাক। (৪) বারিনিধি—সমুদ্র।
(৫) এক-ধারা—যে অস্ত্রের একদিকে ধার (তীক্ষ্ণতা) থাকে। (৬) কালান্তক—কাল+অন্তক—যম।

রামে ধ্যান করি যদি যায় মোর প্রাণ।
কোন জন্মে পুনরায় পাব পতি রাম॥
বাঁচিবার সাধ নাই, নিজে মরিতাম।
ঝাঁপ দিয়া সাগরেতে প্রাণ ত্যজিতাম॥
আজি কালি মরি কিংবা এখন তখন।
ভাল হ'ল নিজ হস্তে কাট্ রে রাবণ॥
প্রাণ গেলে তবু রামের শ্রীচরণ পাই।
এক চোটে না কাট যদি রামের দোহাই॥
রাবণ বলে, এখন সীতা ছাড় রাম-নাম।
মোরে ভজ, নহিলে ত হারাবে পরাণ॥
সীতা বলে, খাণ্ডা দেখি না করিব ভয়।
ছাড়িতে নারিব আমি রাম মহাশয়॥
এত বলি সীতাদেবী করে হেঁট মাথা।
রাবণের সঙ্গে আর না কহেন কথা॥
সহস্র কামিনী আছে রাবণের আড়ে।
আড়ে থাকি তাহারা সীতারে চক্ষু ঠারে (১)॥
তবু ভয় নাহি করে রামের সুন্দরী।
রাবণেরে ভর্ৎসে সেইকালে মন্দোদরী॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব নহে জাতি যে মানুষী।
কত বড় দেখ প্রভু জানকী রূপসী॥
রাবণ সীতার রূপে হয়ে অচেতন।
খাণ্ডা ফেলি যায় বলে ধরিতে তখন॥
উন্মত্ত রাবণ তবে চৌদিকে নেহালে।
মন্দোদরী হাতে ধরি বলে হেন কালে॥
নল-কুবরের শাপ পাসরিলে মনে।
পর-নারী স্পর্শে রাজা মরিবে পরাণে॥
তবে বলে মন্দোদরী করি জোড় হাত।
মূর্খ আমি, মোর বাক্য রাখ প্রাণনাথ॥
মোরে দয়া করি রাজা ত্যজ খাণ্ডা খান।
দয়া করি জানকীরে মোরে দেহ দান॥
জানিয়া না জান রাজা রাম গদাধরে।
আপনি জন্মিলা বিষ্ণু অযোধ্যা নগরে॥
দশরথ-গৃহে বিষ্ণু জন্মিলা আপনি।
লক্ষ্মীরূপে জন্মিলেন সীতা ঠাকুরাণী॥
মন্দোদরী-বাক্যে আর সীতার ক্রন্দনে।
খাণ্ডাখান সংবরিল রাজা দশাননে॥
নেউটিল দশানন রাণীর প্রবোধে।
চেড়ীগণে মারিবারে যায় মহাক্রোধে॥
চেড়ীগণে ডাকে যে যাহার যেই নাম।
চেড়ীগণ দ্রুত গিয়া করিল প্রণাম॥
চেড়ীগণে কোপ করি বলে দশানন।
সীতাপাশে তোমা সবে রাখি কি কারণ॥
ক্রোধে রক্ত আঁখি করি কহে দশানন।
সীতা ল'য়ে থাক ত্রিজটাদি চেড়ীগণ॥
এতেক শুনিয়া এল প্রভাষা দুর্ম্মুখা।
শত শত চেড়ী সাথে রাঁড়ী সূর্পণখা॥
অস্ত্রমুখী বজ্রধারী এল চিত্রক্ষমা।
বিভীষণ পত্নী এল ধার্ম্মিকা সরমা॥
কহিলা রাবণ চেড়ী সকলের পানে।
বুঝাও সীতায় ভাল-মতে রাত্রি-দিনে॥
রুক্ষ (২) বাক্য না বলিহ, বলিহ পিরীতি।
ভালমতে বুঝাইয়া লহ অনুমতি॥
রাণী-গণ-সঙ্গে রাজা গিয়া নিজ ঘর।
পালঙ্কে শয়ন করে সুখে লঙ্কেশ্বর॥
হেথা সীতা আগুলিয়া আছে যত চেড়ী।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে উধাইয়া বাড়ী॥
কৃত্তিবাস সুকবির কবিত্ব মধুর।
পড়িলে সুন্দরকাণ্ড পাপ হয় দূর॥

---

(১) ঠারে—ইসারা করে; ইঙ্গিত করে। (২) রুক্ষ—কর্কশ।

সীতার প্রতি চেড়ী-গণের পীড়ন।

ঘরে গেল দশমুখ ঠেকাইয়া (১) চেড়ী।
সীতারে মারিতে সবে করে হুড়াহুড়ি ॥
চেড়ী সব বলে, সীতা, শুন হিত-বাণী।
রাবণের মত স্বামী না পাইবে গুণী ॥
অল্প ধন ধরে রাম অল্পই জীবন।
চৌদ্দযুগ রাজ্য রক্ষা করিবে রাবণ ॥
সীতা বলে স্বল্পধন অত্যল্প-জীবন।
সেই সে আমার স্বামী কমল-লোচন ॥
শুনিয়া সীতার কথা ক্রোধে সব চেড়ী।
কারো হাতে খাণ্ডা, আর কারো হাতে বাড়ী ॥
তোর লাগি আমরা সকলে দুঃখ পাই।
মিলিয়া সকল চেড়ী আজি তোরে খাই ॥
সকলে ধাইয়া যায় সীতারে খাইতে।
শ্রীরাম স্মরণ সীতা করয়ে মনেতে ॥
দেখে শুনে হনূমান্ থাকি বৃক্ষ আড়ে।
চেড়ীগণ মারি বলি মনে তোলপাড়ে ॥
মনে ভাবে নারী মারি করিব পাতক।
চেড়ীর বদলে মারি রাক্ষস-কটক ॥
সবাকার শুনি আগে বাক্য, অবসান।
পিছে চেড়ী সকলের বধিব পরাণ ॥
নির্দ্দয়া নিষ্ঠুরা বলে প্রভাষা রাক্ষসী।
কেটে ফেলি সীতারে, কিসের তরে তুষি ॥
না শুনিল সীতা আমা সবার বচন।
সীতারে কাটিয়া মাংস করিব ভক্ষণ ॥
ভাল ভাল করিয়া উঠিল অশ্বমুখী।
প্রভাষার কথাতে হইল বড় সুখী ॥
সূর্পণখা রাঁড়ী তবে হানে বাক্য-বাণ।
গলে নখ দিয়া ইহার বধহ পরাণ ॥
লক্ষ্মণ কাটিল যে আমার নাক-কান।
সেই কোপে আজি তোর লইব পরাণ ॥
আর চেড়ী আইল সে নাম বজ্রধারী।
চুলে ধরি সীতারে সে দিল চাকভাউরী (২) ॥
মারিতে কাটিতে চাহে কারো নাহি ব্যথা।
প্রাণে আর কত সহে, কান্দিছেন সীতা ॥
বস্ত্র না সম্বরে সীতা, কেশ নাহি বান্ধে।
শোকেতে ব্যাকুল, ভূমি লোটাইয়া কান্দে ॥
হনূমান্ মহাবীর আছে বৃক্ষডালে।
রোদন করেন সীতা সেই বৃক্ষতলে ॥
কোথা গেলে প্রভু রাম, কৌশল্যা শাশুড়ী।
অপমান করে মোরে রাবণের চেড়ী ॥
যদি হয় লঙ্কায় রামের আগমন।
সবংশে নির্ব্বংশ হয় রাক্ষসের গণ ॥
এত দুঃখ পাই যদি শুনিতেন কানে।
লঙ্কাপুরী খান খান করিতেন বাণে ॥
হেনকালে অন্তরীক্ষে থাক যদি চর।
মোর দুঃখ কহ গিয়া শ্রীরাম-গোচর ॥
আমার চক্ষুর জল, নাহিক বিশ্রাম।
এ লঙ্কার সর্ব্বনাশ করুন শ্রীরাম ॥
গৃধিনী শকুনি তুষ্ট হউক আকাশে।
শৃগাল কুক্কুর তৃপ্ত রাক্ষসের মাংসে ॥
জানকীর শাপে হবে লঙ্কার বিনাশ।
রচিল সুন্দরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥

সীতা ও ত্রিজটা সম্বাদ।

ত্রিজটা বলিল, সীতা, শুন মোর বাণী।
রাবণে ভজিয়া হও লঙ্কার পাটরাণী ॥
সীতা বলে, ত্রিজটা, কি বলহ মোরে।
কেমনে ছাড়িতে বল প্রভু রঘুবরে ॥

---

(১) ঠেকাইয়া—লাগাইয়া। (২) চাকভাউরী—মস্তকের চারিদিকে চক্রাকারে ঘুরানো।

গায়ে মলা পড়িয়াছে মলিন দুর্ব্বলা।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন দেখি ক্ষীণকলা ॥—১[illegible] পৃঃ

সীতা বলে ত্রিজটা, কি বলহ মোরে।
কেমনে ছাড়িতে বল প্রাণ রঘুবরে ॥—২৭৮ পৃঃ

পাটরাণীর আভরণে মোর কাজ কি।
কত পুণ্যফলে রামে পতি পেয়েছি॥
তাম্র-পাত্রে গঙ্গা-জলে তিল-তুলসী হাতে।
বাল্যকালে পিতা মোরে সঁপে রাম-হাতে॥
রাম বিনা মোর আর আছে কোন্ জনা।
রাত্রিদিন কেঁদে মরি, না ঘুচে ভাবনা॥
এই কথা ছেড়ে চেড়ী দাণ্ডাও বিছ্যমান।
বেত ফেলি একবার শুনাও রাম-নাম॥
সীতার করুণা (১) শুনি যত চেড়ীগণে।
কাণাকাণি করে সবে ভয় পেয়ে মনে॥
বলিতে বলিতে তবে যত চেড়ীগণ।
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি নিদ্রায় মগন॥
ত্রিজটা কতক রাত্রে স্বপ্ন দেখি উঠে।
চেড়ীগণে ডেকে নিল আপন নিকটে॥

চেড়ীগণ-সমীপে ত্রিজটা-রাক্ষসীর
দুঃস্বপ্ন-বৃত্তান্ত কথন।

ত্রিজটা রাক্ষসী রাত্রি জাগিতে না পারে।
কুস্বপ্ন দেখিয়া বুড়ি উঠিল সত্বরে॥
শয্যায় বসিয়া বুড়ী দুঃখ পায় মনে।
সীতারে বেড়িয়া মারে যত চেড়ীগণে॥
ত্রিজটা বলেন, সীতা রামের কামিনী।
সীতারে যে মারে, সেই মরিবে আপনি॥
হইল সীতার বুঝি দুঃখ অবসান।
স্বপ্ন শুনিবারে সবে আইস মোর স্থান॥
সীতা এড়ি সবে গেল ত্রিজটার পাশ।
ত্রিজটা কহিছে স্বপ্ন, শুনি লাগে ত্রাস॥
নিভৃতে ত্রিজটা ডাকি বলে চেড়ীগণে।
স্বপ্ন দেখি আজি মোর উড়িল জীবনে॥
দুষ্ট স্বপ্ন দেখি আজি নিশির ভিতরে।
লঙ্কায় আসিল যেন মর্কট-বানরে (২)॥
প্রথমে আসিল কপি বিঘত-প্রমাণ (৩)।
প্রণাম করিল আসি সীতা বিছ্যমান॥
সীতা সম্ভাষিয়া কপি ভীম মূর্ত্তি ধরে।
আম্রবন ভাঙ্গি মারে অক্ষয়-কুমারে॥
সাগর লঙ্ঘিয়া বীর এল শীঘ্র করি।
পোড়াইয়া ভস্মরাশি কৈল লঙ্কাপুরী॥
রক্ত-বস্ত্র-পরিধানা কালহেন বুড়ী।
রাবণেরে পাড়ে তার গলে দিয়া দড়ী॥
দেয় কুম্ভকর্ণের মুখেতে কালি-চুণ।
লঙ্কা দাহ করে আর রক্ষোগণে খুন॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দেখি ধনুর্ব্বাণ হাতে।
সীতা উদ্ধারিয়া যায় চড়ি পুষ্পরথে॥
যে স্বপ্ন দেখিনু তাহে নাহিক নিস্তার।
পড়িবেক অবশ্য লঙ্কায় মহামার॥
ত্রিজটা এতেক বলি ঘুমে অচেতন।
একা সীতা বৃক্ষতলে করেন রোদন॥
শুনিয়া গাছের ডালে হনুমান হাসে।
প্রত্যক্ষ করাব স্বপ্ন একই দিবসে॥
ত্রিজটার স্বপ্ন সত্য কহে কৃত্তিবাস।
রাবণের হবে শীঘ্র সবংশে বিনাশ॥

সীতা-সরমা-সংবাদ।

সরমা রাক্ষসী বটে, মহা গুণবতী।
সীতার সহিত তার পরম পিরীতি॥
লঙ্কায় সীতার নাই দুঃখের ভাগিনী।
একমাত্র ছিল সেই সরমা-রমণী॥

(১) করুণা—কাতরতা। (২) মর্কট-বানর—ক্ষুদ্রাকৃতি বানরের নাম মর্কট এবং মনুষ্য প্রমাণের নাম বানর। বিঘত-প্রামণ—আধহাত। (৪) কালহেন—কৃষ্ণ বর্ণা।

সীতা ও সরমা যেন দুইটি ভগিনী।
উভয়ে কহিত কত দুঃখের কাহিনী॥
সীতার দুঃখের কথা সরমা শুনিলে।
সরমা সান্ত্বনা দিত বসিয়া বিরলে॥
সীতা কন, শুন মোর সরমা-ভগিনী।
আর কি পাইব রাম-চরণ দুখানি॥
আর কি সরমা দিদি হেন ভাগ্য পাব।
শ্রীরামের সঙ্গে আমি অযোধ্যায় যাব॥
আর কি হেরিব চক্ষে রাম রঘুমণি।
আর কি রামের বামে হব পাটরাণী॥
কুটীর রহিল কোথা পত্রের ছাউনি।
দেবর লক্ষ্মণ কোথা সেই গুণমণি॥
বিষম কঠিন বিধি, দেখি তব মন।
আমার কপালে কৈলে এমন লিখন॥
কারো মন্দ নাহি করি, সবে করি ভাল।
তবে কেন অভাগীর হেন দশা হ'ল॥
দুঃখের উপরে কারো দাও বিধি দুঃখ।
সুখের উপরে কারো দাও তুমি সুখ॥
যারে সুখ দাও, ভাসে সে সুখ-সাগরে।
রামনিধি দিয়া পুনঃ কেড়ে নিলে তাঁরে॥
রাম-সীতা এক বস্তু, ভিন্ন নহে কভু।
ভিন্ন ক'রে দিল আজ নিদারুণ বিভু॥
সাধ করি গলে হার না পরিনু আমি।
হার-অন্তরালে পাছে রন্ রঘুমণি॥
তাই আমি ভয়ে ভয়ে না পরিনু হার।
সেই রামে রাখে বিধি সাগরের পার॥
এমন দারুণ দুঃখ কেমনে পাসরি।
বৃথা মোর জন্ম, বৃথা জনক-ঝিয়ারী॥
আমারে বেতের বাড়ি মারে চেড়ীগণ।
এ দুঃখে সীতার প্রাণ বাঁচে কতক্ষণ॥
সদাই মারিতে আসে রাক্ষসীর দল।
পলাইতে মনে করি, চতুর্দ্দিকে জল॥
এতেক বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
সরমা সীতাকে দেন প্রবোধ-বচন॥
কমল-লোচন রাম দেব নারায়ণ।
সীতা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী, জানে ত্রিভুবন॥
লক্ষ্মী-নারায়ণ কভু ভিন্ন নাহি রবে।
অবিলম্বে উভয়ের মিলন হইবে॥
কাল পূর্ণ হইলেই কার্য্য-সিদ্ধি হয়।
কাল পূর্ণ না হইলে নহে ফলোদয়॥
সত্য বধে, দৈব ও পুরুষকার (১) বল।
কিন্তু এ দুইয়ে কাজ না হয় সফল॥
কাল পূর্ণ হওয়া চাই তাদের সহিত।
এ তিন মিলিলে কার্য্য-সিদ্ধি সুনিশ্চিত॥
এক এক বিন্দু তব নয়নের জল।
ঝরিতেছে ঠিক যেন জ্বলন্ত অনল॥
এ অনলে দহিবেক স্বর্ণ-লঙ্কা-পুরী।
মনে রেখে দিও সীতা বিশেষ বিচারি॥
বহুকাল গেল সীতা, অল্পকাল আছে।
ক্রন্দন সংবর সীতা, হিয়া শুকায় পাছে॥
সরমা সতীর বাক্য করিয়া শ্রবণ।
সীতাদেবী এই কথা বলেন তখন॥
আমি রমা (২) যদি হই, তুমি হে সরমা (৩)।
সার্থক তোমার নামে দেখি যে সুষমা॥
ধন্য তব পিতা মাতা বুঝিনু এখন।
রাখিলা সরমা-নাম আমারি কারণ॥
ক্রন্দন সংবরে সীতা সরমা-বচনে।
সীতার ক্রন্দনে কান্দে পশু-পক্ষি-গণে॥
মাথে হাত দিয়া সীতা ছাড়িলা নিশ্বাস।
সুন্দর সুন্দর-কাণ্ড গায় কৃত্তিবাস॥

(১) পুরুষকার—পৌরুষ; কর্ম্মের হেতু। (২) রমা—লক্ষ্মী। (৩) সরমা—রমার সহিত থাকে যে স্ত্রী, সে সরমা। রমা-(লক্ষ্মী) রূপিণী সীতার সঙ্গিনী বলিয়া সরমার (বিভীষণ-পত্নীর) নাম সার্থক হইয়াছে।

সীতার নিকটে হনূমানের আত্মপরিচয় সহ শ্রীরামের অঙ্গুরীয়-প্রদান।

হনূমান্ দেখে সব চেড়ী ঘরে গেল।
সীতা সম্ভাষিতে মোরে এই বেলা হৈল॥
বৃক্ষ-ডালে হনূমান্, সীতা ভূমিতলে।
কি বলিয়া সম্ভাষিব, মনে যুক্তি বলে॥
বলিলে রামের দূত, না যাবে প্রত্যয়।
আমার কারণে হবে দুঃখ অতিশয়॥
তবে ত সকল কার্য্য হইবে বিনাশ।
অসম্ভাষে (১) গেলে হবে শ্রীরাম নিরাশ॥
সাত-পাঁচ হনূমান্ ভাবয়ে আপনি।
আপনা-আপনি কহে শ্রীরাম কাহিনী॥
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
শ্রীরামের কথা কহে পবন-নন্দন॥
বৃক্ষ হ'তে 'রাম' বলি ডাকে ঘনে-ঘনে।
আচম্বিতে রাম-নাম ঢুকিল সীতার কানে॥
সীতা বলে, কে শুনালে মধুর রাম-নাম।
আর একবার বল নাম প্রাণারাম (২)॥
যে শুনালি রাম-নাম একবার দেখা দে।
রাক্ষসমাঝারে হেন রাম-ভক্ত কে॥
কোথা হতে এলি বাছা, নাহি জানি আমি।
মম প্রাণধনে বুঝি দেখিয়াছ তুমি॥
দেখিতে দেখিতে এল বীর হনূমান্।
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে বীর করিল প্রণাম॥
বানর দেখিয়া সীতার বিস্মিত হৈল মন।
চিনিতে না পারি বাছা, তুমি কোন্ জন॥
দেখিয়া তোমার মূর্ত্তি হলাম কাতর।
ছল করি পাঠাইল বুঝি লঙ্কেশ্বর॥
এলে কপি-রূপ ধরি ভুলাবার তরে।
মরিবার তরে কপি আইলে এ ধারে॥
হনূ বলে, আমি কপি, নহি অন্য জন।
নাম মোর হনূমান্ পবন-নন্দন॥
নিজ গুণে কৃপা করি ভৃত্য কৈলা রাম।
আমি তাঁর ভৃত্য, মোর নাম হনূমান্॥
নিশাচর (৩) নহি আমি, মাথায় দাও মা, পা।
আমি তোমার প্রিয় পুত্র, তুমি আমার মা॥
সীতা বলে, কি বলিলে রাম-দাস তুমি।
কেমনে কহিব কথা, প্রত্যয় না যাই আমি॥
তুমি যদি রাম-দাস হও হনূমান্।
তাঁর পরিচয় দাও মোর বিদ্যমান॥
সত্বর হইয়া হনূ মহাভক্তি-ভরে।
শ্রীরামের পরিচয় দিলেন সীতারে॥
যজ্ঞশীল (৪) দানশীল দশরথ রাজা।
দেবলোক নরলোক সবে করে পূজা॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম তাঁর, বধূ সীতা সতী।
হরণ করিল তাঁরে রাবণ দুর্ম্মতি॥
কাননে ভ্রমেন রাম সীতা অন্বেষণে।
সুগ্রীবের সহ মৈত্রী করিলেন বনে॥
সে রামের বৃত্তান্ত তোমারে যায় বলা।
মাথা তুলি দেখ মা গো সেবক-বৎসলা (৫)॥
মাথা তুলি সীতাদেবী সে গাছ নেহালে।
বিঘত-প্রমাণ কপি দেখেন সে ডালে॥
সীতা হনূমান্ দোঁহে হইল দর্শন।
জোড়হাতে মাথা নোয়ায় পবন-নন্দন॥
জানকী বলেন, বিধি বিগুণ (৬) আমায়।
রাবণের দূত বুঝি আমারে ভুলায়॥
নানাবিধ মায়া জানে পাপিষ্ঠ রাবণ।
বানর-রূপেতে বুঝি করে সম্ভাষণ॥
দশ মাস করি আমি শোকে উপবাস।
মম সঙ্গে কি লাগিয়া কর উপহাস॥

(১) অসম্ভাষে—সম্ভাষণ না করিয়া। (২) প্রাণারাম—জীবনের আনন্দ দায়ক। (৩) নিশাচর—রাক্ষস। (৪) যজ্ঞশীল—যজ্ঞপরায়ণ। (৫) সেবক-বৎসলা—ভৃত্যের প্রতি স্নেহশীলা। (৬) বিগুণ—বিরূপ; প্রতিকূল।

স্বরূপেতে (১) হও যদি শ্রীরামের চর।
আমার বরেতে তুমি হইবে অমর ॥
অগ্নিতে পুড়িবে নাহি অস্ত্রে না মরিবে।
রণে বনে তব রক্ষা শঙ্করী (২) করিবে ॥
তব কণ্ঠে সরস্বতী হৌন অধিষ্ঠান।
যেখানে সেখানে যাও, সর্ব্বত্র সম্মান ॥
বানর, কি নাম ধর, থাক কোন্ দেশে।
কি হেতু আইলা হেথা কাহার আদেশে ॥
বহুদিন শ্রীরামের না জানি কুশল।
আমার লাগিয়া প্রভু আছেন দুর্ব্বল ॥
হইবে রামের দূত হেন অনুমানি।
তব মুখে শুনিলাম প্রভুর কাহিনী ॥
হনুমান্ বলে, রাম গুণের সাগর।
আকৃতি প্রকৃতি কিবা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ॥
শালবৃক্ষ জিনি তাঁর প্রকাণ্ড শরীর।
আজানুলম্বিত বাহু নাভি সুগভীর ॥
তিল ফুল জিনি নাসা, সুদৃশ্য কপাল।
ফলমূলাহারী তবু বিক্রমে বিশাল ॥
দুর্ব্বাদল-শ্যাম রাম গজেন্দ্র-গমন।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ ভুবন-মোহন ॥
কোমল শরীর তাঁর, নব জটাধারী।
কেমন মোহন রূপ বর্ণিতে না পারি ॥
কোটি চন্দ্র জিনি মুখ, (৩) সহাস্য বদন (৪)।
অঙ্গেতে উছলি পড়ে সূর্য্যের কিরণ ॥
কৌশল্যা-হৃদয়-সরঃ-সুনীলকমল।
প্রেম-পরিমলে তিনি সদা ঢল-ঢল ॥
বিচিত্র ধনুক তাঁর, তাহে দেন চড়া।
চাঁচর কেশে চিকুর হানে পুষ্প-লতা-বেড়া ॥
শ্রীরামের গৌরবর্ণ অনুজ লক্ষ্মণ।
'হা সীতা' 'হা সীতা' বলি করেন ক্রন্দন ॥
অনাথের নাথ রাম সকলের গতি।
কহিতে তাঁহার গুণ কাহার শকতি ॥
রামের সেবক আমি, নাম হনুমান্।
বিশেষ করিয়া কহি কর অবধান ॥
আপনি যে স্বর্ণমৃগ দেখিলা সুন্দর।
রাক্ষস মারীচ সেই, রাবণের চর ॥
তাহাকে মারিতে রাম করেন প্রয়াণ।
শ্রীরামের বাণেতে সে হারাইল প্রাণ ॥
তোমার দুর্ব্বাক্যে ঘর ছাড়িল লক্ষ্মণ।
শূন্য ঘর পেয়ে তোমা হরিল রাবণ ॥
এত শুনি সীতাদেবী কহিলা তখন।
এতক্ষণে বাছা মোর প্রত্যয় হৈল মন ॥
রামের সেবক বট বাছা হনুমান্।
কেমন আছেন মোর কমল-নয়ান ॥
লক্ষ্মণ দেবর মম স্নেহের আধার।
বল বল হনুমান্ কুশল তাহার ॥
দেবরের কথা আমি না শুনি শ্রবণে।
দুষ্টকথা কহিলাম পঞ্চবটী বনে ॥
তাহা শুনি আমারে সে একা রাখি গেল।
এ-হেন অনর্থ এত তাহাতে ঘটিল ॥
হনু কহে, সব কথা কর মা শ্রবণ।
এখনো আমার কথা নহে সমাপন ॥
পর্ব্বত-শিখরে মোরা ছিনু পঞ্চজন।
ছিন্ন বস্ত্র অকস্মাৎ পড়িল তখন ॥
দিলাম সে ছিন্ন বস্ত্র শ্রীরামের স্থানে।
বহু কান্দিলেন রাম, সহিত লক্ষ্মণে ॥
আছাড় খাইয়া রাম লোটান ভূতলে।
সুহৃদ্ সুগ্রীব তাঁরে আশ্বাসিয়া তোলে ॥
করিল সুগ্রীব সত্য তোমা উদ্ধারিতে।
রাজত্ব দিলেন তাঁরে শ্রীরাম ত্বরিতে ॥

(১) স্বরূপেতে—বাস্তবিক। (২) শঙ্করী—মঙ্গলময়ী আদ্যাশক্তি। (৩) মুখ—এখানে মুখমণ্ডল, গ্রীবার উপরি ভাগ হইতে সমস্ত উত্তমাঙ্গ। (৪) বদন—বাক্য নিঃসরণ ও ভোজন গ্রহণের দ্বার।

আইল বানর সর্ব্ব সুগ্রীব-আশ্বাসে।
চতুর্দ্দিকে গেল সবে তোমার উদ্দেশে॥
আসিতে মাসের মধ্যে রাজার নিয়ম।
মাসের অধিক হৈলে হবে ব্যতিক্রম (১)॥
পাতালে প্রবেশ করি মহা অন্ধকার।
মনে হৈল কপি সব মরিল এবার॥
সম্পাতি নামেতে পক্ষী গরুড়-নন্দন।
তার মুখে শুনিলাম তব বিবরণ॥
পর্ব্বতের উপরে তাহার পাই দেখা।
রাম-নাম বলিতে তাহার উঠে পাখা॥
তার বাক্যে লঙ্ঘিলাম দুস্তর সাগর।
লঙ্কার সকল স্থান হইল গোচর (২)॥
রাবণের চর বলি না করিহ ভয়।
স্বরূপে রামের দূত জানিহ নিশ্চয়॥
আমার বচনে যদি না হয় প্রত্যয়।
রামের অঙ্গুরী দেখ ঘুচিবে সংশয়॥
অঙ্গুরী দেখায় তাঁরে পবন-নন্দন।
অনিমিষে জানকী করেন নিরীক্ষণ॥
রামের অঙ্গুরী দেখি হইল বিশ্বাস।
হস্ত পাতি লইলেন জানকী উল্লাস॥
রামের অঙ্গুরী পেয়ে সীতাদেবী কান্দে।
বুকে বুলাইয়া সীতা শিরে ধরি বন্দে॥
রামের অঙ্গুরী দেখি সীতার উল্লাস।
অঙ্গুরী-সংবাদ গাহে কবি কৃত্তিবাস॥

অঙ্গুরী-সংবাদ

অঙ্গুরী পাইয়া সীতা তুলি দুটী হাত।
অভাগিনী ব'লে মনে আছে রঘুনাথ॥
রামের অঙ্গুরী আনি দিলে হনূমান্।
অঙ্গুরী নহে ত ইহা, দিলে মোর প্রাণ॥
বল দেখি কোথা রাখি রামের অঙ্গুরী।
সোনা দেখি কেড়ে লয় পাছে সব চেড়ী॥
অঙ্গুলে রাখিলে পাছে লয় চেড়ীগণ।
দেখিতে না পাইব অঙ্গুরী সর্ব্বক্ষণ॥
হিয়া মাঝে রাখি যদি কহি তব ঠাঁই।
দিবানিশি অঙ্গুরী দেখিতে পাব নাই॥
বারেক বিশ্রাম কর পবন-নন্দনে।
মন-কথা কহি আমি অঙ্গুরীর সনে॥
অঙ্গুরীর পানে চেয়ে কহে ঠাকুরাণী।
অঝোর (৩) নয়নে কাঁদে জনক-নন্দিনী॥
শুনহ অঙ্গুরি, তুমি রামের নিশান।
তোমা দেখি দ্বিগুণ কাঁদিয়া উঠে প্রাণ॥
যে কালে জনক পিতা দান কৈলা মোরে।
প্রথমে বরণ পিতা করিলা তোমারে॥
তাম্রপাত্রে গঙ্গাজলে তিল-তুলসী তাতে।
তোমায় আমায় পিতা সঁপিলা রাম-হাতে॥
তোমায় আমায় দোঁহে লইলা রঘুমণি।
সেই হৈতে হলে তুমি আমার সতিনী॥
বিধি বাম হৈলা মোরে, হৈনু অনাথিনী।
রাবণে আমায় হরে, সঙ্গে রৈলা তুমি॥
অভাগীকে রামের পড়িত যবে মনে।
মোর হাইবাসে (৪) রাম চাহে তব পানে॥
দোসর অঙ্গুরী তুমি ছিলে রাম-সনে।
রামে একা রাখি, হেথা তুমি এলে কেনে॥
আর এক কথা আমি সুধাই তোমারে।
মনে কি করেন রাম অভাগী সীতারে॥
আমা ছাড়া রামচন্দ্র আছেন কতদিন।
আমার বিহনে কত হয়েছেন ক্ষীণ॥

---

(১) ব্যতিক্রম—অন্যরূপ ; অর্থাৎ বানরদের প্রাণ-নাশ। (২) গোচর—প্রত্যক্ষ। (৩) অঝোর— অবিরাম; যে চক্ষু হইতে সর্ব্বদা অশ্রু ঝরিতেছে। (৪) হাইবাস—সহবাস (একত্র অবস্থান) হইতে; এখানে আশ্বাস।

হেন কালে বলে হনূ করি জোড় হাত।
তোমা বিনে বিমলিন হৈলা রঘুনাথ ॥
উঠিতে বসিতে তাঁর মুখে তব নাম।
জাগিতে ঘুমাতে সীতা বলেন শ্রীরাম ॥
কান্দিয়া তোমার তরে শ্রীরাম বিকল।
ফল-জল ত্যজেছেন, বড়ই দুর্ব্বল ॥
এত ক্ষীণ হয়েছেন রাম জটাধারী।
ঢিলা হ'য়ে গেছে তাঁর হাতের অঙ্গুরী ॥
যবে হতে তব সঙ্গ ভঙ্গ হৈলা রাম।
ঘুচেছে সেদিন হৈতে অঙ্গুরীর নাম ॥
পূর্ব্বে দেখেছিলে রাম জিনি সিংহ-কলা (১)।
এখন এমন ক্ষীণ অঙ্গুরী হৈল বালা ॥
পূর্ণচন্দ্র শোভিতেছে, গগন-উপরে।
অঙ্গুরী দিয়াছে হনূ জানকীর করে ॥
অঙ্গুরী হেরিয়া সীতা মহা হৃষ্ট-মন।
শ্রীরামের মূর্ত্তিখানি করিলা স্মরণ ॥
চন্দ্রকান্ত-মণি (২) সেই অঙ্গুরীতে ছিল।
চন্দ্রের কিরণে তাহা জ্বলিতে লাগিল ॥
অঙ্গুরী কান্দিছে, সীতা ভাবে মনে-মন।
অঙ্গুরীকে সম্বোধিয়া বলেন বচন ॥
জনম-দুঃখিনী সীতা, কান্দিবে সীতাই।
হে অঙ্গুরী, কি কারণে কান্দ তুমি ভাই ॥
বুঝিনু বুঝিনু ভাই, বুঝিনু এখন।
কেন কান্দিতেছ আসি অশোকের বন ॥
শ্রীরামচন্দ্রের করে পড়ে যেই জন।
কান্দিতে হইবে তারে জেনো আজীবন ॥
তাহারে কান্দিতে হবে চিরদিন ধরি।
দেখিলাম ইহা আনি বিশেষ বিচারি ॥
তুমি আমি দু-জনাই পড়ি তাঁর করে।
কান্দিতেছি দোঁহে মিলি রাক্ষসের ঘরে ॥
কেহ যেন সীতা-নাম নাহি রাখে আর।
রাখিলে করিতে হবে তারে হাহাকার ॥
এত বলি জানকী কপালে মারে হাত।
দাসী হেতু এত দুঃখ পাইলা রঘুনাথ ॥
সীতা বলে, কি বলিব পবন-কুমার।
আমার দুঃখের কথা কি বলিব আর ॥
যেদিন হতে সঙ্গ ছাড়া হলেন গোঁসাই।
সেদিন হতে ফল-জল কিছু খাই নাই ॥
এত বলি অঙ্গুরী সে দেখি ঠাকুরাণী।
অঙ্গুরী পরিতে চাহে জনক-নন্দিনী ॥
অঙ্গুরী পরিলা সীতা দৃঢ় করি মন।
অঙ্গুরী হইল মায়ের হাতের কঙ্কণ ॥
এত দেখি কান্দিয়া বিকল হনূমান্।
রাম-সীতা দুই ক্ষীণ একই সমান ॥

সীতার আত্মপরিচয় দান।

হনূমান্ বলে, মা গো শুন ঠাকুরাণী।
পরিচয় দিনু তব পরিচয় শুনি ॥
নিজ পরিচয় দাও, কার হও নারী।
কিবা তব নাম দেবী, কাহার ঝিয়ারী ॥
কমলের দল সম আয়ত সুন্দর।
তোমার নয়ন-যুগ অতি মনোহর ॥
জননি, সত্বর তব দাও পরিচয়।
রাম-নাম শুনি কান্দ, রাম কেবা হয় ॥
এত শুনি জানকীর হৃদে শোকানল।
স্মরিয়া বিগত কথা হইল প্রবল ॥
শুন বাপ, পরিচয় কহি যে তোমারে।
বড় অভাগিনী আমি সংসার মাঝারে ॥

(১) সিংহ-কলা—সিংহের ঐশ্বর্য্য ; অর্থাৎ সিংহবিক্রম। (২) চন্দ্রকান্ত-মণি—ঈষৎ পীতবর্ণ স্বচ্ছ মণি ; এই মণি চন্দ্রকিরণ-স্পর্শে গলিত হয় অর্থাৎ নৈশবায়ু হইতে জলীয় বাষ্প শোষণ করিয়া সজল হইয়া উঠে।

যোগসিদ্ধ(১) মহাতেজা, জনক-নামেতে রাজা,
আমি সীতা তাঁহার নন্দিনী।
দশরথ-সুত রাম, নব-দূর্ব্বা-দল-শ্যাম,
বিবাহ করেন পণে জিনি ॥
শুভ বিবাহের পর, গেলাম শ্বশুর ঘর,
কত মত করিলাম সুখ।
শ্বশুরের স্নেহ যত, শাশুড়ী-গণের তত,
নিত্য বাড়ে পরম কৌতুক (২)
হরষিত যত প্রজা, আনন্দিত মহারাজা,
আদেশিলা দিতে ছত্র-দণ্ড।
কুঁজী দিল কুমন্ত্রণা, কৈকেয়ী করিল মানা,
বিলম্ব না কৈল এক দণ্ড ॥
আমি কন্যা পৃথিবীর, স্বামী মম রঘুবীর,
হরিল আমারে নিশাচর ॥
সুন্দরকাণ্ডের গীত, কৃত্তিবাস সুললিত,
বিরচিল অতি মনোহর ॥*

—

সীতা-হনুমান্-সংবাদ।

হনুমান্ বলে, কিবা বল ঠাকুরাণী।
ভরসা তোমার মা গো চরণ দুখানি ॥
আজি দশ মাস আছ লঙ্কার মাঝারে।
কেহ কি ভরসা মাগো দেয়নি তোমারে ॥
ইহা শুনি জানকীর বহে অশ্রুজল।
কহেন শোন্ রে বাছা কাহিনী সকল ॥
বিভীষণ ধার্ম্মিক রাবণ-সহোদর।
মোর লাগি রাবণেরে বুঝায় বিস্তর ॥
অরবিন্দ-নামেতে রাক্ষস মহাশয়।
আমা দিতে রাবণেরে করেছে বিনয় ॥
বিভীষণ-কন্যা সে সানন্দা নাম ধরে।
পাঠাল সে তার মাকে আমার গোচরে ॥
তাঁর ঠাঁই শুনিলাম এই সারোদ্ধার (৩)।
বিনাযুদ্ধে বাছা মোর নাহিক উদ্ধার ॥
সুগ্রীবেরে জানাইও মম বিবরণ।
শ্রীরামেরে জানাইও মোর নিবেদন।

---

(১) যোগসিদ্ধ—যোগী। (২) কৌতুক—আমোদ। (৩) সারোদ্ধার—শেষ কথা।

* কোনো কোনো মুদ্রিত পুস্তকে এই দীর্ঘ-ত্রিপদী অংশ লঘু-ত্রিপদীচ্ছন্দে লিখিত দেখা যায়।

মিথিলা-বসতি জনক নৃপতি
কাঞ্চন-রচিত ধাম।
তাঁহার নন্দিনী কুল-কলঙ্কিনী
জানকী আমার নাম ॥
দশরথ রাজা বলে মহাতেজা
তাঁর বধূ বটে আমি।
মিথিলা যাইয়া ধনুক ভাঙ্গিয়া
বিভা কৈলা রঘুমণি ॥
মোর প্রাণবর (১) অযোধ্যা-ঈশ্বর
সুখের অবধি কি।
বিধি হৈলা বাম ছাড়ি হেন রাম
দরিদ্র হইয়াছি ॥

শুন হনুমান্ কর এই কাম (২)
যথা আছে নীল-দে' (৩)।
ত্বরান্বিত হয়ে সঙ্গেতে লইয়ে
তাঁর পায়ে ফেলে দে ॥
আমি দীন-হীন হবে হেন দিন
অযোধ্যা যাইব আমি।
গিয়া অযোধ্যাতে রঘুনাথ-সাথে
বামে হব পাটরাণী ॥
রাবণে বধিয়া আমারে লইয়া
যেতে যদি পার তুমি।
রাণী হবার কালে পুত্র বলি কোলে
তোমারে লইব আমি ॥

(১) প্রাণবর—প্রাণনাথ, স্বামী। (২) কাম—কাজ। (৩) নীল-দে'—নীল-দেহ রামচন্দ্র।

হনূ বলে, মোর পৃষ্ঠে কর আরোহণ।
তোমা ল'য়ে যাব যথা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
বল মৃগ হই মাতা, বল হই পাখী।
কিসে আরোহিয়া যাবে, বল মা জানকি॥
জানকী বলেন, তুমি বিঘত-প্রমাণ।
মানুষের ভার কিসে স'বে (১) হনুমান্॥
শুনিয়া সীতার কথা হনুমান্ হাসে।
হইল যোজন আশী চক্ষুর নিমিষে॥
হইল যোজন দশ আড়ে পরিসর।
সত্তর যোজন হৈল উভে (২) দীর্ঘতর॥
করিল দীঘল লেজ যোজন পঞ্চাশ।
তখনি সে লেজ গিয়া ঠেকিল আকাশ॥
জানকী বলেন, বাছা, তোমার আকার।
দেখিয়া আমার মনে লাগে চমৎকার॥
কেমনে তোমার পৃষ্ঠে আমি হব স্থির।
সাগরে পড়িলে খাবে হাঙ্গর কুম্ভীর॥
পর-পুরুষের স্পর্শে নাহি লয় মন।
কি করিব, বলে ধরে আনিল রাবণ॥
রাবণের মত কি করিবে মোরে চুরি।
তারে মারি উদ্ধারহ তবে বাহাদুরি॥
তোমার দুর্জ্জয় মূর্ত্তি দেখি লাগে ডর।
আপনা সম্বর (৩) বাছা পবন-কোঙর॥
অশীতি যোজন অঙ্গ লাগে অন্তরীক্ষে।
আপনা সম্বর বাছা, কেহ পাছে দেখে॥
শুনিয়া সীতার কথা বীর হনুমান্।
দেখিতে দেখিতে হয় বিঘত-প্রমাণ॥
জানকী বলেন, বাছা পবন-কোঙর।
তোমার বিক্রম দেখি লাগে মোর ডর॥
লক্ষ্মণেরে জানাইও আমার কল্যাণ।
তা সবার বিক্রমের কিসের বাখান॥
নিমি-কুলে জন্মিয়া পড়িনু সূর্য্য-কুলে।
এই কি আছিল মোর লিখন কপালে॥
রাম হেন স্বামী যার আছে বিদ্যমান।
রাক্ষসে তাহারে করে এত অপমান॥
সুগ্রীবেরে জানাইও আমার কাকুতি (৪)।
যত কিছু আছে তাঁর সৈন্য সেনাপতি॥
দু'মাস জীবন, তার একমাস রয়।
মাস গেলে বাছা মোর জীবন সংশয়॥
দুই মাস রাবণ দিয়াছে প্রাণদান।
অতঃপর কাটিয়া করিবে খান খান॥
আমি মৈলে সবাকার বৃথা আয়োজন।
যদি ঝাট (৫) এস তবে রহিবে জীবন॥
মাসেকের মধ্যে যদি করহ উদ্ধার।
তোমার কল্যাণে সীতা জীয়ে এইবার॥
আর কি কহিব কথা, প্রভুর সমক্ষে।
ইন্দ্র-সুত কাক মোর আঁচড়িল বক্ষে॥
শ্রীরাম ঐষিক বাণ করেন সন্ধান।
খেদাড়িয়া যান তার বধিতে পরাণ॥
কাক গিয়া বাসবের লইল শরণ।
সে ঐষিক বাণ তবে হইল ব্রাহ্মণ॥
দ্বিজ-বেশে কহে গিয়া বাসবের ঠাঁই।
শ্রীরামের বাণ আমি, ওই কাক চাই॥
সেই বাণ দেখি ইন্দ্র উঠেন তখন।
করযোড়ে তার আগে করিল স্তবন॥
বাণ বলে, মোর ঠাঁই নাহিক এড়ান।
ত্রিভুবনে ব্যর্থ নহে শ্রীরামের বাণ॥
বাণের গর্জ্জন শুনি ভীত পুরন্দর।
জয়ন্ত কাকেরে দিল বাণের গোচর॥
রামকে আনিয়া দিল বিন্ধি এক আঁখি।
করুণা-সাগর রাম না মারেন পাখী॥

---

(১) স'বে—সহ্য করিবে। (২) উভে—ঊর্দ্ধে; উচ্চতায়। (৩) সংবর—সংবরণ কর; পূর্ব্বরূপ ধারণ কর। (৪) কাকুতি—কাতরোক্তি; অনুনয় মিনতি। (৫) ঝাট—শীঘ্র।

এত অপরাধে তারে না মারেন প্রাণে।
ত্রিভুবনে তুল্য নহে শ্রীরামের গুণে॥
রাম হেন পতি যার আছে বিদ্যমান।
রাক্ষসে তাহার এত করে অপমান॥
সীতা বলে, দেখে যাও পবন-কোঙর।
মোর দশা বল গিয়া রামের গোচর॥
কিঞ্চিৎ বিলম্ব যদি হইত তোমার।
সিন্ধু-জলে ত্যজিতাম এ প্রাণ আমার॥
ঘেরিয়া রেখেছে মোরে রাবণের চেড়ী।
রাম ব'লে ডাকিলে আমারে মারে বাড়ি॥
পক্ক ফল পাইতাম সরমার ঠাঁই।
চেড়ীরা সে ফল মোরে খেতে দিত নাই॥
সে ফল হোথায় পড়ে কর দরশন।
বলেন জানকী, বাছা, করহ ভক্ষণ॥
এত বলি সীতাদেবী কাঁদিয়া বিকল।
হনূরে আনিয়া দিল সেই পক্ক ফল॥
কহে, এক আম্র দিবে রামের চরণে।
আর দুই আম্র দিবে যত কপিগণে॥
এক আম্র দিবে আর লক্ষ্মণ দেবরে।
শত শত আশীর্ব্বাদ বলিবে তাহারে॥
অর্দ্ধখানি আম্র দিবে সুগ্রীব রাজারে।
অর্দ্ধখানি আম্র আমি দিলাম তোমারে॥
একে একে ফল বাছা, বেঁটে দিনু আমি।
পক্ক ফল হনূমান্ ল'য়ে যাও তুমি॥
এত শুনি হাসে তবে পবন-কোঙর।
জোড় হাতে বলিল যে সীতার গোচর॥
যেমন আমার ক্ষুধা খেতে দিলে মা।
অর্দ্ধ ফল শুনি মোর জ্বলে যায় গা॥
শোন মাতা, হেন ক্ষুধা আছে আর কার।
অর্দ্ধেক ফলেতে মাতা কি হবে আমার॥
যদি আজ্ঞা হয় মাতা জনক-ঝিয়ারী।
সমুদ্রের জল আমি শুষে খেতে পারি॥
যদি তব আজ্ঞা হয় দাস হনূমানে।
সাগরের যত জল পূরে রাখে কাণে॥
সীতাদেবী বলে, বাছা, শ্রীরাম বিহনে।
মৃতপ্রায় হ'য়ে আছি অশোক-কাননে॥
অশোকের বন নয় শোকের কানন।
অভাগী সীতার কেন না হয় মরণ॥
কভু যদি যেতে পারি অযোধ্যানগরে।
উদর পুরিয়া বাছা খাওয়াব তোমারে॥
আর কিছু না বলিহ পবন-নন্দন।
অর্দ্ধ ফলে হবে তব উদর পূরণ॥
ইহা শুনি হনূমান্ পরম কৌতুকে।
অর্দ্ধ আম্র ফেলি দিল আপনার মুখে॥
অমৃত সমান সেই অমৃতের ফল (১)।
ফল খেয়ে হনূমান্ হইল বিকল॥
হনূমান্ কহে, ওগো জননি জানকি।
অমৃত সমান ফল আরো আছে নাকি॥
কোথায় তাহার গাছ কহ মা বিধান (২)।
খাইব সকল ফল, দেখ বিদ্যমান॥
সীতা বলিলেন, তব বৃথা আগমন।
মম বার্ত্তা না পাবেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
তুমি একা বানর, রাক্ষস বহু জন।
তোমারে দেখিবামাত্র বধিবে জীবন॥
হনূমান্ বলে, মাতা, ভাব কেন আর।
রাক্ষস-কটক আমি করিব সংহার॥
মনে চিন্তা না করিহ শুনহ বচন।
দেখাইয়া দেহ মাতা অমৃতের বন॥

---

(১) অমৃতের ফল—আম্র; অমৃতের ন্যায় স্বাদু বলিয়া আম্রের নাম অমৃত-ফল। (২) বিধান—স্থিতি; সন্নিবেশ।

আম্র-বন-ভঞ্জন ও বনরক্ষী রাক্ষস-গণের সংহার।

দেখান অঙ্গুলি দিয়া সীতা সেই বন।
নিঃশব্দে চলিল বীর পবন-নন্দন ॥
সহসা অমৃতফল-কাননে (১) প্রবেশে।
সাত-পাঁচ ভাবি তবে হনূমান্ হাসে ॥
আচম্বিতে (২) আইলাম যাই আচম্বিতে।
হরিষ বিষাদ কিছু না থাকিবে চিতে ॥
রামের কিঙ্কর যাব সাগরের পার।
রাবণেরে কিঞ্চিৎ দেখাই চমৎকার ॥
জন্মাই সীতার হর্ষ রাবণের ত্রাস।
স্বর্ণলঙ্কাপুরী আজি করিব বিনাশ ॥
মণি বাঁধা দেখে হনূ অশোকের গুঁড়ি।
সেই বনে হনূমান্ যায় গুড়ি গুড়ি ॥
তার একধারে দেখি অমৃতের বন।
হইল প্রসন্নচিত্ত পবন-নন্দন ॥
জাল দড়া দিয়া বান্ধা আছে চারি পাশ।
তাহা দেখি মারুতির উপজিল হাস ॥
খাইতে না পারে পক্ষী, রাক্ষসেরা রাখে।
ধীরে ধীরে হনূমান্ সেই বনে ঢোকে ॥
নেউল-প্রমাণ হ'য়ে বৃক্ষ-ডালে আছে।
তাহারে দেখিয়া পক্ষী নাহি রহে গাছে ॥
ফল রাখে (৩) হনূমান্ ডালে ডালে পাড়ি।
দেখিয়া রাক্ষস সব হেসে গড়াগড়ি ॥
রাক্ষসেরা বলে, এ বানর নাহি মারি।
রাখুক বানর ফল, নিদ্রা আগে সারি ॥
বৃক্ষতলে নিদ্রা যায় রাক্ষস সকল।
পবন-নন্দন বীর খায় সব ফল ॥
ফল-ফুল খায় বীর ছিঁড়ে আর পাতা।
উপাড়িয়া ফেলে গাছ কোথা বৃক্ষলতা ॥
ডাল ভাঙ্গে হনূমান্, শব্দ মড়মড়ি।
আতঙ্কে রাক্ষস সব উঠে দড়বড়ি (৪) ॥
উঠিয়া রাক্ষস-গণ চারিদিকে চায়।
অমৃতের বন দেখে, কিছু নাহি তায় ॥
পরশু ঝকড়া শেল মুষল মুদ্গর।
বহু অস্ত্র মারে তারা হনূর উপর ॥
নানা অস্ত্র রাক্ষসেরা ফেলে অতি কোপে।
লাফে লাফে হনূমান্ সব অস্ত্র লোফে ॥
কুপিলেন হনূমান্ পবন-নন্দন।
সবার উপরে করে গাছ বরিষণ ॥
গাছ লৈয়া হনূমান্ যায় তাড়াতাড়ি।
গাছের বাড়িতে মারে দশ বিশ কুড়ি ॥
হনূমান্ যুঝে যেন মদমত্ত হাতী (৫)।
কারে মারে চাপড়, কাহারে মারে লাথি ॥
দশ বিশ চেড়ী ধরি মারিছে আছাড়।
ভাঙ্গিয়া মাথার খুলি চূর্ণ করে হাড় ॥
প্রাণ ল'য়ে কত চেড়ী পলাইল ত্রাসে।
সীতারে জিজ্ঞাসে বার্ত্তা, ঘন বহে শ্বাসে ॥
চেড়ী সব কহে, সীতা, কহ সত্য বাণী।
বানরের সহিত কি কহিলে কাহিনী ॥
সীতা বলিলেন, কোন্ জন মায়া ধরে।
আমি কি জানিব, সবে জিজ্ঞাস বানরে ॥
ভাঙ্গিল অশোক-বন বড় বড় ঘর।
ত্রাসে বার্ত্তা কহে গিয়া রাবণ-গোচর ॥
আসিয়াছে কোথাকার একটা বানর।
অমৃতের বন ভাঙ্গে, বড় বড় ঘর ॥
যে সীতার প্রতি তুমি সঁপিয়াছ মন।
সেই সীতা বানরে করিল সম্ভাষণ ॥
সীতা নাড়ে হাতটি, বানরে নাড়ে মাথা।
বুঝিতে নারিনু নর-বানরের কথা ॥

(১) অমৃতফল-কাননে—আম্রবনে। (২) আচম্বিতে সহসা। (৩) রাখে—মুজুত করে। (৪) দড়বড়ি—তাড়াতাড়ি। (৫) মদমত্ত হাতী—যে হাতীর রগ (কপালের পার্শ্বদেশ) ফাটিয়া মদস্রাব হইতেছে।

ঝটিতি (১) বান্ধিয়া আনি করহ বিচার।
বিলম্ব হইলে কারো নাহিক নিস্তার॥
কুপিল রাবণ রাজা চেড়ীদের বোলে।
ঘৃত দিলে অগ্নিতে যেমন আরো জ্বলে॥
মার মার শব্দ করে তর্জ্জন গর্জ্জন।
দশানন দশদিক করে নিরীক্ষণ॥
সম্মুখে দেখিল মূঢ় নামেতে কিঙ্কর।
তারে আজ্ঞা দিল রাজা ধরিতে বানর॥
চলিল কিঙ্কর মূঢ় যমের দোসর (২)।
ত্বরা করি গেল হনুমানের গোচর॥
ধেয়ে যায় রাক্ষস বধিতে হনুমান্।
প্রাচীরে বসিল বীর পর্ব্বত-প্রমাণ॥
জাঠা শেল ঝকড়া মুষল ফেলে কোপে।
লাফে লাফে হনুমান্ সব অস্ত্র লোফে॥
উপাড়ে ঘরের থাম পর্ব্বত-আকার।
থামের বাড়ীতে বীর করে মহামার (৩)॥
আথালি পাথালি (৪) মারে দোহাতিয়া (৫) বাড়ি।
পড়িয়া কিঙ্কর মূঢ় যায় গড়াগড়ি॥
পাঠাইল মারিয়া মূঢ়েরে যম-ঘর।
বাছিয়া উপাড়ে গাছ চাঁপা নাগেশ্বর॥
যেখানে থাকেন সীতা তাহা মাত্র রাখে।
আর সব চূর্ণ করে, যা দেখে সম্মুখে॥
দশ বিশ জনে ধরি মারিছে আছাড়।
মস্তক ভাঙ্গিয়া কারো চূর্ণ করে হাড়॥
সাগরের কূলে যত বালি খরশাণ (৬)।
তাহার উপরে মুখ ঘর্ষে হনুমান্॥
পলাইল বহুজন পাইয়া তরাস।
রাবণেরে বার্ত্তা কহে, ঘন বহে শ্বাস॥
দেখিলাম যে কিছু কহিতে বাসি ডর।
পড়িল কিঙ্কর মূঢ়, শুন লঙ্কেশ্বর॥
লঙ্কা মজাইল আজি একটা বানর।
সহিতে না পারে আর, করিল জর্জ্জর॥

জম্বুমালী প্রভৃতি অষ্ট রাক্ষস সংহার

মহাযোদ্ধাপতি তার নাম জম্বুমালী।
প্রহস্ত যোদ্ধার বেটা, বলে মহাবলী॥
রাবণ তাহাকে কহে করিয়া সম্মান।
আপন কটকে বান্ধি আন হনুমান্॥
আদেশ পাইয়া বীর দিব্য রথে চড়ে।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কত তার সঙ্গে নড়ে (৭)॥
বসিয়াছে হনুমান্ প্রাচীর-উপর।
কটক লইয়া গেল তাহার গোচর॥
প্রথমে হইল দুই জনে গালাগালি।
বাণ বরিষণ করে দোঁহে মহাবলী॥
অসংখ্যক বাণ মারে বানরের বুকে।
মুখে রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে॥
বাছিয়া বাছিয়া মারে চোখ চোখ শর।
হনুমানে বিন্ধিয়া সে করিল জর্জ্জর॥
হইলেন মহাক্রোধী পবন-নন্দন।
শালগাছ উপাড়িয়া আনে ততক্ষণ॥
বাহু-বলে গাছ এড়ে বীর হনুমান্।
রাক্ষসের বাণে গাছ হয় খান খান॥
শালগাছ ব্যর্থ গেল, হইয়া চিন্তিত।
পর্ব্বতের চূড়া বীর আনে আচম্বিত॥
বাহুবলে এড়ে বীর পর্ব্বতের চূড়া।
জম্বুমালী বাণেতে পর্ব্বত করে গুঁড়া॥

(১) ঝটিতি—শীঘ্র। (২) দোসর—সঙ্গী। (৩) মহামার—মহা গোলযোগ। (৪) আথালি পাথালি—চারিদিকে। (৫) দোহাতিয়া—দুই হাত চালাইয়া। (৬) খরশাণ—মোটা মোটা। (৭) নড়ে—চলে।

জিনিতে নারিল বীর হইল চিন্তিত।
ঘরের মুষল তার পাইল আচম্বিত॥
দুই হাতে তুলি বীর মুষল সত্বর।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে রথের উপর॥
বাড়ি খেয়ে জম্বুমালী গেল যম-ঘর।
যুদ্ধ জিনি বৈসে বীর প্রাচীর উপর॥
ভগ্ন-পাইক (১) কহে গিয়া রাবণ-গোচর।
জম্বুমালী পড়ে, বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর॥
ছত্রিশ কোটির যে প্রধান সেনাপতি।
সকলের তরে ত্বরা দিলেন আরতি (২)॥
শুনি তাহা বিড়ালাক্ষ শার্দ্দূল-প্রধান।
বীর ধূম্রলোচন সে রণে আগুয়ান॥
নানা অস্ত্র হাতে করি ধায় রড়ারড়ি (৩)।
হনুমানে মারিতে সবার তাড়াতাড়ি॥
নানা অস্ত্র সাত বীর এড়ে খরশাণ (৪)।
সবে বলে, আমি ত মারিব হনুমান্॥
সাত বীর আসিতেছে হনুমান্ দেখে।
নেউল-প্রমাণ হ'য়ে প্রাচীরেতে থাকে॥
সাত বীর আসিয়া প্রাচীর পানে চায়।
লুকাইল হনুমান্ দেখিতে না পায়।
প্রাণ ল'য়ে পলাইল আমা সবা ডরে।
কি বলিব গিয়া মোরা রাজা লঙ্কেশ্বরে॥
ঘরে যেতে সাত বীর করে হুড়াহুড়ি।
টান দিয়া আনে হনু বড় ঘরের কড়ি॥
নেউটিয়া ঘরে যাই সবাকার মন।
পাছু খেদাড়িয়া যায় পবন-নন্দন॥
কড়ি তুলি মারে বীর রথের উপর।
কড়ির বাড়িতে তারা যায় যম-ঘর॥
যুদ্ধ জিনি বৈসে বীর প্রাচীর-উপর।
ভগ্ন-পাইক কহে গিয়া রাজার গোচর॥
যুদ্ধ জিনিলেক রাজা, একটা বানর।
সাত বীর পড়ে রণে শুন লঙ্কেশ্বর॥

অক্ষকুমার-বধ।

অক্ষ-নামে রাজপুত্র করে বীরদাপ।
বানরে মারিতে তারে আজ্ঞা দিল বাপ॥
অক্ষ আর ইন্দ্রজিৎ দুই সহোদর।
সেই ইন্দ্রজিৎ তুল্য যুদ্ধে ধনুর্দ্ধর॥
প্রসাদ দিলেক তারে নানা অলঙ্কার।
বিলাইতে দিল তারে চারিটা ভাণ্ডার॥
পিতৃ-প্রদক্ষিণ করি রথেতে চড়িল।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কত সঙ্গেতে চলিল॥
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী।
কুমার অক্ষের ঠাট পাঁচ অক্ষৌহিণী॥
হনুমান্ বসিয়াছে প্রাচীর-উপর।
রুষিয়া কহিছে অক্ষ শুন রে বানর॥
অক্ষ নাম আমার যে রাবণ-নন্দন।
নাহিক নিস্তার, আজি বধিব জীবন॥
কোটি কোটি বাণ আজি করিব সন্ধান।
কেমনে রাখহ প্রাণ দেখি হনুমান্॥
সন্ধান পূরিয়া বাণ ধনুকেতে জোড়ে।
বাণ ব্যর্থ করে পাছে, চিন্তিল অন্তরে॥
লাফ দিয়া উঠে বীর গগন-মণ্ডলে।
যত বাণ এড়ে সব যায় পদতলে॥
কোপে বাণ ফেলে তার মাথার উপর।
বাণ ফুটে হনুমান্ হইল জর্জ্জর॥
হনু বলে, রাজপুত্র দেখিতে ছাওয়াল।
বাণগুলা এড়ে যেন অগ্নির উথাল (৫)॥

---

(১) ভগ্ন-পাইক— ভগ্নদূত; যে ব্যক্তি যুদ্ধে পরাজয়ের সংবাদ প্রভুকে দেয়। (২) আরতি—আদেশ; আহ্বান। (৩) রড়ারড়ি—তাড়াতাড়ি। (৪) খরশাণ—তীক্ষ্ণধার। (৫) উথাল—শিখা।

লাফ দিয়া হনূমান্ তার রথে চড়ে।
রথখান গুঁড়া করে একই চাপড়ে ।।
রথের সারথি ঘোড়া হৈল চুরমার।
অন্তরীক্ষে পলাইল সে অক্ষ-কুমার ।।
রাক্ষস পলায় উর্দ্ধে হনূমান কোপে।
লাফ দিয়া পায়ে ধরে, চিলে যেন লোফে ।।
দুই পা ধরিয়া বীর মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি, চূর্ণ হৈল হাড় ।।
যুদ্ধ জিনি বৈসে বীর প্রাচীর উপর।
কুমার পড়িল, বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর ।।

ইন্দ্রজিৎ-কর্ত্তৃক হনূমান্কে বন্দীকরণ।

শুনিয়া রাবণ রাজা লাগিল ভাবিতে।
যুঝিবারে কহিল কুমার ইন্দ্রজিতে ।।
বড় বড় বীর যায় করিয়া গর্জ্জন।
বাহুড়িয়া (১) না আইসে আমার সদন ।।
অন্যকার যুদ্ধে যাহ বাছা ইন্দ্রজিৎ।
তোমরা থাকিতে আমি যাই অনুচিত ।।
পিতৃ-বাক্য শুনি বীর ইন্দ্রজিৎ ভাষে।
বানরে করিব বন্দী চক্ষুর নিমিষে ।।
কি ছার বানর বেটা, আমি মেঘনাদ।
যুদ্ধ জিনি অদ্য লব রাজার প্রসাদ ।।
অঙ্গুলে অঙ্গুরী দিল বাহুতে কঙ্কণ।
সর্ব্বাঙ্গে পরিল বীর রাজ আভরণ ।।
স্বর্ণ-নবগুণ (২) পরে, পরে স্বর্ণপাটা।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন কপালের ফোঁটা ।।
এক হাতে ধরিয়াছে সর্ব্বাঙ্গ-দাপনি (৩)।
আর হাতে সারথিরে ডাকিল আপনি ।।
সারথি আনিল রথ সংগ্রামে অটল।
সাজাইল রথখান করে ঝলমল ।।
কনক-রচিত রথ বিচিত্র নির্ম্মাণ।
বায়ুবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের জোগান ।।
মাতঙ্গ বিংশতি কোটি তার অর্দ্ধ ঘোড়া।
তের অক্ষৌহিণী চলে ত্রিভুবন জোড়া ।।
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী।
রণবাদ্য বাজে কত, স্বর্গে লাগে ধ্বনি ।।
এত সৈন্য ল'য়ে বীর চলিল সত্বর।
পাছু হৈতে ডাক দিয়া বলে লঙ্কেশ্বর ।।
বালি-সুগ্রীবের শুনিয়াছ যে কাহিনী।
তার পাত্র হনূমান্ সর্ব্বলোকে জানি ।।
সেই বা আসিয়া থাকে বীর-অবতার।
তুচ্ছ জ্ঞান না করিও, যুঝিহ অপার ।।
পিতৃ-বাক্য শুনি বীর ইন্দ্রজিৎ হাসে।
বানরে বধিব আজি, দেখ অনায়াসে ।।
বসিয়াছে হনূমান্ প্রাচীর-উপর।
সৈন্যসহ ইন্দ্রজিৎ গেলেন সত্বর ।।
হেরি হনূমানেরে সে জ্বলিলেক কোপে।
গালাগালি পাড়ে বীর অতুল প্রতাপে ।।
পাতা লতা খাস্ বেটা, পরিস্ কাছুটি (৪)।
মরিবারে হেথা আসি করিস ছটফটি ।।
সুগ্রীবের কাল গেল ভ্রমি ডালে ডালে।
মরিবারে কি কারণে লঙ্কায় আইলে ।।
রাক্ষসের গালি শুনি হনূমান্ হাসে।
গালাগালি পাড়ে বীর মনে যত আসে ।।
ফল-মূল খাই মোরা মুনি-ব্যবহার।
ডালে ডালে ফিরি সে যে নহে অনাচার (৫) ।।
আপনার অনাচার না দেখ আপনি।
রাবণের অনাচার ত্রিভুবনে শুনি ।।

---

(১) বাহুড়িয়া - ফিরিয়া। (২) স্বর্ণ-নবগুণ—সোনার ন-নর হার। (৩) সর্ব্বাঙ্গ দাপনি ঢাল ; যাহার দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করা যায়। (৪) কাছুটি—কৌপীন। (৫) অনাচার—অন্যায় ব্যবহার।

নারী দশ হাজার যদ্যপি আছে ঘরে।
তথাপি সে তোর বাপ পরদার করে॥
সতী স্ত্রী হরিয়া আনে যতি-তপস্বিনী (১)।
শাপ গালি পাড়ে তবু না ছাড়ে ব্রাহ্মণী॥
স্ত্রী লাগি পুরুষ মারে বিনা অপরাধে।
ব্রাহ্মণী হরিয়া আনে পড়িয়া প্রমাদে॥
করিলেক কত শত ব্রহ্ম-হত্যা-পাপ।
অন্ত নাহি, যত পাপ করে তোর বাপ॥
ত্রিভুবনে তোর যে বাপের বিসংবাদ (২)।
কতকাল থাকে আর, পড়িল প্রমাদ॥
সর্ব্বদা না ফলে বৃক্ষ, সময়েতে ফলে।
রাবণের ব্রহ্ম-শাপ ফলে এতকালে॥
এইরূপ দুইজনে হয় গালাগালি।
তার পর যুদ্ধ করে দোঁহে মহাবলী॥
নানা অস্ত্র ইন্দ্রজিৎ করে বরিষণ।
সব অস্ত্র লুফে ধরে পবন-নন্দন॥
হনুমান্ বলে, বেটা তোর রণ চুরি।
দেখ তোরে আজিকে পাঠাব যম-পুরী॥
জিনিতে না পারে কেহ, উভয়ে সোসর।
দুই জনে করে যুদ্ধ দুইটি প্রহর॥
ইন্দ্রজিৎ বলে, আমি পাশ-অস্ত্র জানি।
পাশ-অস্ত্র ছাড়িয়া বানর বান্ধি আনি॥
রণেতে পণ্ডিত বীর জানে নানা সন্ধি (৩)।
এড়িলেক পাশ-অস্ত্র, হনু হয় বন্দী॥
প্রাচীর হইতে বীর পড়িয়া ভূতলে।
বলে, পারি পাশ-অস্ত্র ছিঁড়িবারে বলে॥
পাশ-অস্ত্র ছিঁড়িবারে নাহি লয় মনে।
রাবণের সঙ্গে দেখা করিব কেমনে॥
এতেক চিন্তিয়া বীর পাশ নাহি ছিঁড়ে।
রাক্ষসে টানিয়া বান্ধে হাতে গলে মুণ্ডে॥
কেহ হাতে পায়ে বান্ধে কেহ বান্ধে গলে।
গলা টানি বান্ধে কেহ লোহার শিকলে॥
রক্ষোগণে আজ্ঞা দিল বীর ইন্দ্রজিৎ।
বাপের অগ্রেতে লহ বানরে ত্বরিত॥
এত বলি ইন্দ্রজিৎ হৈল আগুয়ান।
বড় বড় বীর গিয়া বেড়ে হনুমান্॥
কোপে তোলপাড় করে হনূ যথোচিত।
সত্তরি যোজন বীর হয় আচম্বিত॥
সাত লক্ষ রাক্ষসেরা টানাটানি পাড়ে।
তথাপি তাহার এক রোম নাহি নড়ে॥
দেখিয়া হনূর মূর্ত্তি রাক্ষসেরা ত্রাসে।
রাক্ষসের ত্রাস দেখি হনুমান্ হাসে॥
রক্ত চক্ষু করিয়া রাক্ষস পানে চায়।
পলাইল রাক্ষসেরা,তুলা যেন বায়॥
দেখি হনুমানের সে বিক্রম বিশাল।
চমৎকৃত হইল সে রাক্ষসের পাল॥
হনুমান্ বলে, তোরা বাজা রে দামামা।
রাজ-সম্ভাষণে যাব, কান্ধে কর আমা॥
জর্জ্জর হয়েছি আমি ইন্দ্রজিৎ-বাণে।
স্কন্ধে করি ল'য়ে চল্ রাবণ বিদ্যমানে॥
হনূ ভাবে, এখন না মারিব সবারে।
দেখাব বিক্রম পরে রাবণ পামরে॥
এই সত্য করিলাম রামের দোহাই।
রাবণ কেমন বীর দেখিব যে ভাই॥
বুঝাইব নীতি-কথা কহিয়া রাবণে।
না শুনিলে তবে তারে বধিব জীবনে॥
বড় বড় সাঙ্গি (৪) দিয়া হনুমানে বান্ধে।
দুই লক্ষ রাক্ষসে তাহারে করে কান্ধে॥
রাক্ষসের কান্ধে বীর মনে মনে হাসে।
কত রঙ্গ করে বীর মনের উল্লাসে॥

(১) যতি-তপস্বিনী—যাঁহারা চিত্তবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করতঃ সংসার ছাড়িয়া অরণ্যাশ্রমবাসিনী হইয়াছেন। (২) বিসংবাদ—বিরোধ। (৩) সন্ধি—কৌশল। (৪) সাঙ্গি—মোটা রজ্জুর প্যাঁচ লাগাইয়া বাঁধার জাল।

যাইতে যাইতে বীর দিতেছে দাবড়ি (১)।
ধীরে ধীরে চল যেন টলিয়া না পড়ি ॥
মনে মনে হাসি ভবে পবন-নন্দন।
কান্ধেতে প্রস্রাব করে পুলকিত মন ॥
রাক্ষসেরা বলে, দেখ দেবতা (২) বুঝি বর্ষে।
দেবতা নয়, শুঁকে দেখ, হনূ বলে হর্ষে ॥
যেই ভিতে হনূমান্ কিছু দেয় ভর।
রাখ বলি রাক্ষস ছাড়িয়া দেয় রড় (৩) ॥
সাত লক্ষ রাক্ষসেরা টানাটানি করে।
অচল হইল হনূ রাবণের দ্বারে ॥
নাড়িতে না পারে তারে, সবে পায় ত্রাস।
সত্বরে কহিল বার্ত্তা রাবণের পাশ ॥
কষ্টেতে হইল বন্দী সে দুষ্ট বানর।
না আসে শরীর তার দ্বারের ভিতর ॥
হাসিয়া রাবণ তারে কহে সংবিধান (৪)।
দ্বার ভাঙ্গি ঝাট আন, দেখি হনূমান্ ॥
রাজার আজ্ঞায় দূত আইল সত্বরে।
দ্বার ভাঙ্গি পথ করে তারে আনিবারে ॥
সাত দ্বার ভাঙ্গে তারা এক দ্বার রয়।
অচল হইল হনূ, নাহি প্রবেশয় ॥
রাবণ নিকটে গিয়া বীর হনূমান্।
পাছু ফিরি বসে গিয়া রাজা-বিদ্যমান্ ॥
রাজার কুমার-গণ বসি সারি সারি।
বসিয়াছে যেন সবে অমর নগরী ॥
চারিভিতে দেব-কন্যা মধ্যেতে রাবণ।
আকাশের চন্দ্র যেন বেড়ি তারাগণ ॥
রাবণ ব্রহ্মার বরে কারে নাহি গণে।
চন্দ্র সূর্য্য ভয়ে বসে রাবণ-সদনে ॥
তার দশ শিরে শোভা করে দশ মণি।
সম্মুখেতে পড়ি আছে সর্ব্বাঙ্গ-দাপনি ॥
দেখিল বানর গিয়া রাবণ-সম্পদ।
ত্রাস পেয়ে হনূমান্ ভাবে রাম-পদ ॥
রাবণ বলে, বানর জাতি বেড়াস্ গাছের ডালে।
রাজ-সভায় বানর বা ব'সেছে কোন্ কালে ॥
প্রহস্ত বলে, বানরা রে তুই বল্ কোন্ জন।
রাজারে করিয়া পাছু বস্‌লি কি কারণ ॥
হনূ বলে, রাজা-নাম কোন্ জন ধরে।
শ্রীরাম রাজা আছেন বটে অযোধ্যা-নগরে ॥
প্রহস্ত বলে, বানরা তুই কাহার অনুচর।
কার বোলে আইলি হেথা লঙ্কার ভিতর ॥
হনূমান্ বলে, তোরে কি দিব পরিচয়।
দশমুখো রাবণ তোর বল্ কোথা রয় ॥
প্রহস্ত ধরিয়া দড়ি ফেরায় হনূমানে।
দেখ্ রে বানরা চেয়ে রাজা দশাননে ॥
রাবণের পানে চাহি হনূমান্ বলে।
তুমি সে রাবণ রাজা দেখেছি কোন্ কালে ॥
ইন্দ্রের নন্দন ছিল কপিরাজ বালি।
বারেক দেখেছি তোরে তার কক্ষ-তলি (৫) ॥
বারেক দেখেছি তোরে অর্জ্জুনের কালে (৬)।
হাতে গলে বাঁধি রাখে তোরে অশ্ব-শালে ॥
আসিয়া পুলস্ত্য-মুনি (৭) ঘুচায় বন্ধন।
আবার দেখেছি তোরে বলির ভবন (৮) ॥

(১) দাবড়ি—ধমকানি। (২) দেবতা—মেঘ। (৩) রড়—দৌড়। (৪) সংবিধান—উপায়। (৫) কক্ষ-তলি—বগলের নীচে (৬) হৈহয়াধিপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন একদিন সহস্র স্ত্রী লইয়া নর্ম্মদা নদীতে জল-ক্রীড়া করিবার সময়ে সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া নর্ম্মদার জলপ্রবাহ রুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাতে নদীর উপকূল প্লাবিত হয়। এই প্লাবনে দিগ্বিজয়ার্থী রাবণের শিবির প্লাবিত হইয়া যায়। এই কারণে রাবণ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে আক্রমণ করে। অর্জ্জুন, সেই রমণীগণের সম্মুখেই রাবণকে বন্দী করিয়া স্বীয় অশ্বশালায় রক্ষা করেন। (৭) পুলস্ত্যমুনি—রাবণের পিতামহ। (৮) একদা রাবণ বলিকে পরাজিত করিবার উদ্দেশে পাতালে গমন করে। সেখানে কতকগুলি বালক আসিয়া রাবণের দশমুণ্ড কুড়িবাহু দেখিয়া এক বিচিত্র জীব ভাবিয়া অশ্বশালায় বন্দী করিয়া রাখে। বালকগণ ক্রীড়াচ্ছলে রাবণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে বলি দয়া করিয়া রাবণকে মুক্ত করিয়া দেন

সেই মত দেখি তোরে করি অনুমান।
দশ মুণ্ড, কুড়ি আঁখি, হাত কুড়িখান ॥
হাসিতে লাগিল রাবণ হনুর কথা শুনে।
হনুরে জিজ্ঞাসা করে তবে দশাননে ॥
কাহার বোলে এলিয়ে তুই রাক্ষসের দেশে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব কিবা পাঠায় মানুষে ॥
স্বরূপেতে বলিস্ যদি ঘুচাব বন্ধন।
মিথ্যা যদি বলিস্ তোর বধিব জীবন ॥
হনুমান্ বলে, মোরে পাঠাইলা রাম।
তাঁরি বোলে এনু আজ তোর লঙ্কাধাম ॥
হনুমানে ধরি দুই লক্ষ নিশাচর।
গড়ের বাহিরে ল'য়ে যায় অতঃপর ॥
রাক্ষস হনুর গলে লাগাইয়া ডোরি।
যেতেছে তাহার আগে পাছে সারি সারি ॥
যাইতেছে হনুমান্ মহা কুতূহলে।
রাক্ষসেরা মাল্য বান্ধি দিছে তার গলে ॥
পুরীর যতেক নারী আনন্দিত মনে।
দেখিতে আসিল সবে সেই হনুমানে ॥
হাসি হাসি হনুমানে কহে নারীগণ।
ফুলের মালায় কিবা হয়েছে ভূষণ ॥
হনুমান্ বলে, ইহা নাহি জান নারী (১)।
রাবণের কন্যা আছে পরমাসুন্দরী ॥
কুলীন ভাবিয়া বিভা (২) দিবেক আমারে।
বিভা নাহি করি, তাই বান্ধিয়াছে করে ॥
অপরূপ রূপ মোর করিয়া দর্শন।
আমারে জামাই করে, ইচ্ছিল রাবণ ॥
এই দেখ বর-মাল্য রহিয়াছে গলে।
জোর করি বিভা মোর দিবে সভাস্থলে ॥
রাবণ শ্বশুর হবে অদ্য বিভাবরী (৩)।
সুন্দরী শাশুড়ী পাব রাণী মন্দোদরী ॥
ইন্দ্রজিৎ হবে মোর শ্যালক সুন্দর।
আর কি হনুর ভাগ্যে হয় অতঃপর ॥
কি করিবে ইন্দ্রজিৎ, রাবণ প্রবীণ।
হইব লঙ্কার রাজা আমি একদিন ॥
এত শুনি হাসি হাসি বলে নারীগণ।
ঠাকুর-জামাই হ'লে নাচ ত এখন ॥
ঠাকুর-ঝির হবে সুখ হেরিলে বয়ান।
লাঙ্গুল হেরিলে তার জুড়াবে নয়ান ॥
হনূ বলে, দণ্ড চারি থাকো নারীগণ।
কত নাচ দেখাইব, কে করে গণন ॥
আমার নাচের চোটে কাঁপিবে মেদিনী।
কৃত্তিবাস রচে এই অপূর্ব্ব কাহিনী ॥

রাবণ-কর্ত্তৃক হনুমানের বিচার ও দণ্ড-বিধান।

দশানন বলিছে, তোমারে নাহি ডর।
সত্য করি কহ রে কাহার তুমি চর ॥
স্বরূপেতে (৪) কহ যদি ঘুচাব বন্ধন।
মিথ্যা যদি ক'বে, তবে বধিব জীবন ॥
হনুমান্ বলে, আমি শ্রীরামের দূত।
ভাঙ্গিলাম তোমার সে কানন অদ্ভুত ॥
বন্ধন মানিনু তোমা দেখিবার মনে।
শ্রীরামের কথা কহি শুন সাবধানে ॥
শব্দে শুনিয়াছ (৫) দশরথ মহীপতি।
জ্যেষ্ঠপুত্র রাম তাঁর, বধূ সীতা সতী ॥
অগোচরে রাবণ, হরিলে তুমি সীতে।
সুগ্রীবের মিত্রভাব সীতা অন্বেষিতে ॥

(১) নারী—নরের স্ত্রী নারী; রাক্ষসের স্ত্রী রাক্ষসী; এখানে স্ত্রী অর্থে নারী শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। (২) বিভা—বিবাহ। (৩) বিভাবরী—রাত্রি। (৪) স্বরূপেতে—যথার্থ ভাবে। (৫) কথামাত্র শুনিয়াছ, দেখ নাই।

যে বালি-রাজের স্থানে তব পরাজয়।
সেই বালি মারিলেন রাম মহাশয় ॥
তব ব্রহ্ম-অস্ত্র মোর কি করিতে পারে।
বন্ধন মানিনু কিছু বুঝিবার তরে ॥
রাম-সুগ্রীবের যুক্তি সবিশেষ জানি।
কুম্ভকর্ণে আর তোরে বধিবেন তিনি ॥
ইন্দ্রজিতে মারিবেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
আর যত রাক্ষস মারিবে কপিগণ ॥
এই সত্য করিলেন সুগ্রীবের আগে।
আমি তোরে মারিলে তাঁহার সত্য ভাগে (১)॥
মোর আগে ধরিয়াছ নব ছত্র-দণ্ড।
লাঙ্গুলের বাড়িতে করিব খণ্ড-খণ্ড ॥
লইয়া যাইব তোরে গলে দিয়া দড়ি।
ভাঙ্গিব দশটা মুণ্ড মারি এক নড়ি (২) ॥
এতেক বলিল যদি পবন-নন্দন।
বানরে কাটিতে আজ্ঞা দিল দশানন ॥
কাট কাট বলি ঘন ডাকিছে রাবণ।
মাথা নোয়াইয়া বলে ভাই বিভীষণ ॥
দূতকে কাটিলে রাজা বড় অনাচার।
আজি হ'তে ঘুচিবে দূতের ব্যবহার ॥
আত্মকথা পরকথা দূত-মুখে শুনি।
কাটিতে এমন দূত অনুচিত বাণী ॥
পরের বড়াই ক'রে অপরাধী কিসে।
যার বড়াই করে তারে মারিতে আইসে ॥
দূতের শাসন আছে মুড়াইতে মুণ্ড।
ইহা ভিন্ন দূতের নাহিক অন্য দণ্ড ॥
এই যুক্তি-বলে হনূ পাইল জীবন।
লেজ পোড়াইতে আজ্ঞা করিছে রাবণ ॥
লেজ পোড়াইয়া এরে পাঠাও সে দেশে।
লেজ পোড়া দেখি যেন জ্ঞাতি-বন্ধু হাসে ॥
এই আজ্ঞা করিলেক রাজা লঙ্কেশ্বর।
লেজ পোড়াইতে সবে আইল সত্বর ॥
কুপিত হইল বীর পবন-নন্দন।
বাড়াইয়া দিল লেজ পঞ্চাশ যোজন ॥
লেজ দেখি রাবণের হইল বড় ডর।
ধর ধর ডাক ছাড়ে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
হয়েছিল যে দুঃখ বালির লেজ টেনে।
লেজ দেখি রাবণের তাহা পড়ে মনে ॥
তিন লক্ষ রাক্ষস চাপিয়া লেজ ধরে।
সবে মেলি লেজ ফেলে ভূমির উপরে ॥
ত্রিশ মন বস্ত্র সবে আনিল নিকটে।
এত বস্ত্র আনে, এক বেড়ে নাহি আঁটে ॥
লঙ্কার মধ্যেতে ছিল যতেক কাপড়।
ঘৃত তৈল দিয়া তাহা করিল জাবড় (৩) ॥
কাপড় তিতিল লেজ পড়িল ভূতলে।
লেজে অগ্নি দিতে সব দাউ দাউ জ্বলে ॥
লেজে অগ্নি দিল দেখি হনুমান্ হাসে।
আপন বুদ্ধিতে বেটা পড়ে সর্ব্বনাশে ॥
জানকীর বরে অগ্নি নাহি লাগে গায়।
লেজে অগ্নি দিতে বীর চারিদিকে চায় ॥
রাবণ বলিছে, দুষ্ট কপি মহাবীর।
ইহারে ঝটিতি কর প্রাচীর-বাহির ॥
কুলি কুলি (৪) লৈয়া বেড়াও চাতরে চাতর (৫)।
স্ত্রী-পুরুষ দেখে যেন লঙ্কার ভিতর ॥
লেজে অগ্নি দিলেক, কাঁকালে দিল দড়ি।
দেখিবারে সকলে আইল দড়বড়ি (৬) ॥
কেহ বলে, স্বামী মৈল সংগ্রাম ভিতর।
কেহ বলে, মরিল আমার সহোদর ॥
কেহ বলে, পড়িল বান্ধব বন্ধু জ্ঞাতি।
কেহ বলে, পুত্র মোর পড়ে যোদ্ধ্‌পতি ॥

(১) ভাগে—ভঙ্গ হয়। (২) নড়ি—লাঠি। (৩) জাবড়—সিক্ত। (৪) কুলি কুলি—রাস্তায় রাস্তায়
(৫) চাতরে চাতর—এক চৌরাস্তা হইতে অন্য চৌরাস্তা পর্য্যন্ত। (৬) দড়বড়ি—দ্রুত ; তাড়াতাড়ি।

ইষ্ট বন্ধু কুটুম্ব মারিল সবাকারে।
জর্জ্জর হইল সব তাহার প্রহারে॥
ইটলি পাটাল (১) মারে যে দেখে ডাগর।
শেল শূল মারে আর লোহার মুদ্গর॥
হনূমানে দেখি সকলে কাঁপে ডরে।
ইহারে কে ধরে আজি সভার ভিতরে॥
ভাগ্যেতে ইহার ঠাঁই পাইনু নিস্তার।
দেখিবা মাত্রেতে সব করিবে সংহার॥
শুনিয়া সবার যুক্তি বানরের হাস।
এখন যাইবে কোথা করি সর্ব্বনাশ॥
কুলি কুলি লৈয়া ফিরে নগরে নগর।
চেড়ী সব বার্ত্তা কহে সীতার গোচর॥
যে বানর সঙ্গে তুমি কহিলে কাহিনী।
লেজে অগ্নি গলে দড়ি করে টানাটানি॥
বার্ত্তা শুনি সীতাদেবী মৃত্যু হেন গণে।
অগ্নি জ্বালি পূজে সীতা বিবিধ বিধানে॥
কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
তবে তব ঠাঁই হনূ পাবে অব্যাহতি॥
অগ্নি পূজি সীতাদেবী করিছে ক্রন্দন।
জানকীরে ডাক দিয়া বলে দেবগণ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, ওগো শুন দেবী সীতে।
বানরের জন্যে তুমি না হও চিন্তিতে॥
তোমার বরেতে তার কারে নাহি শঙ্কা।
এখনি যে হনূমান্ পোড়াইবে লঙ্কা॥
কৌতুক দেখিতে আইলাম দেবগণ।
হরিষে বিষাদ (২) তুমি কর কি কারণ॥
ক্রন্দন সংবরে সীতা ব্রহ্মার আশ্বাসে।
রচিল সুন্দরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে॥

———

হনূমান্ কর্ত্তৃক লঙ্কা-দাহন।

পর্ব্বত-প্রমাণ ছিল সেই হনূমান্।
ঘুচাইতে বন্ধন সে নেউল-প্রমাণ॥
রাক্ষসের হাতে রহে সকল বন্ধন (৩)।
মাথা গুঁজি বাহিরায় পবন-নন্দন॥
হনূমানে বেড়ি ছিল যতেক রাক্ষসে।
তাহার বিক্রম দেখি পলায় তরাসে॥
হাতে গাছ হনূমান্ যায় রড়ারড়ি।
গাছের বাড়িতে মারে দশবিশ কুড়ি॥
কারো প্রাণ লয় মারি লাঙ্গুলের বাড়ি।
লেজের অগ্নিতে কারো দগ্ধে গোঁপ-দাড়ি॥
পলায় রাক্ষস সব উলটি (৪) না চাহে।
হাতে গাছ হনূমান্ রাজ-দ্বারে রহে॥
মহাবীর হনূমান্ চারিদিকে চায়।
লঙ্কাপুরী পোড়াইতে চিন্তিল্ উপায়॥
সব ঘরে জ্বলে যেন রবির কিরণ।
হেম-ঘরে অগ্নি বীর করে সমর্পণ॥
মেঘেতে বিদ্যুৎ যেন, লেজে অগ্নি জ্বলে (৫)।
লাফ দিয়া পড়ে বীর বড় ঘরের চালে॥
পুত্রের সাহায্য হেতু বায়ু আসি মিলে।
পবনের সাহায্যে দ্বিগুণ অগ্নি জ্বলে॥
শত্রুতা সাধিতে পিতা পুত্রের সহায়।
এ সংসারে এই রীতি সদা দেখা যায়॥
ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু হয় অধিষ্ঠান।
ঘরে ঘরে লাফ দিয়া ভ্রমে হনূমান্॥
এক ঘরে অগ্নি দিতে আর ঘর জ্বলে।
কে করে নির্ব্বাণ তার কেবা কারে বলে॥
অগ্নিতে পুড়িয়া পড়ে বড় ঘরের চাল।
অর্দ্ধেক স্ত্রী-পুরুষের গায়ের গেল ছাল॥

(১) ইটলি পাটাল—ইট-পাটকেল। (২) হরিষে বিষাদ—স্বর্ণলঙ্কার ঐশ্বর্য্য নষ্ট হওয়ায় দেবগণের আনন্দ; এই ব্যাপারে হনুমানের বিপদ কল্পনা করিয়া সীতাদেবীর বিষাদ হওয়ায় দেবগণ কর্ত্তৃক হরিষে বিষাদ কথিত হইয়াছে। (৩) বন্ধন—এখানে দড়ি। (৪) উলটি—ফিরিয়া। (৫) জ্বলে—শোভা পায়।

অঙ্গুরীয় পানে চেয়ে কহে ঠাকুরাণী।
অঝোর নয়নে কাঁদে জনক-নন্দিনী॥—২৮৩ পৃঃ

ঘরে ঘরে লাফ দিয়া ভ্রমে হনূমান।—২৯৬ পৃঃ

উলঙ্গ উন্মত্ত কেহ ধায় উভরড়ে।
লেজে জড়াইয়া ফেলে অগ্নির উপরে ॥
ছোট বড় পুড়িয়া মরিল এক কালে।
রাক্ষস মরিল কত স্ত্রী লইয়া কোলে ॥
কেহ বা পুড়িয়া মরে ভার্য্যা পুত্র ছাড়ি।
কাহারো মাকুন্দ (১) মুখ দগ্ধ গোঁপ-দাড়ি ॥
লঙ্কা মধ্যে সরোবর ছিল সারি সারি।
তাহাতে নামিল যত রাক্ষসের নারী ॥
সুন্দরী নারীর মুখ নীরে শোভা করে।
ফুটিল কমল যেন সেই সরোবরে ॥
দূরে থাকি দেখি হনুমান্ মহাবল।
লেজের অগ্নিতে তার পোড়ায় কুন্তল ॥
সর্ব্বাঙ্গ জলের মধ্যে জাগে মাত্র মুখ।
অগ্নিতে পোড়ায় মুখ দেখিতে কৌতুক ॥
ত্রাসে ডুব দিল যদি জলের ভিতরে।
জল পিয়া ফাঁফর হইয়া সবে মরে ॥
স্ত্রীবধ করিয়া ভাবে পবন-নন্দন।
বধিলাম তিন লক্ষ নারীর জীবন ॥
রত্নেতে নির্ম্মিত ঘর অতি মনোহর।
লেখাজোখা নাই কত পুড়ে রাজ-ঘর ॥
পর্ব্বত-প্রমাণ অগ্নি চতুর্দ্দিকে বেড়ে।
হস্তী অশ্ব পোষা পক্ষী তাহে কত পোড়ে ॥
কৌতুকেতে রাবণ ময়ূর-পক্ষী পোষে।
লেজ পোড়া গেল সে পেখম ধরে কিসে ॥
স্বর্ণময়ী লঙ্কাপুরী তিলেকেতে পোড়ে।
রাজ-ঘর পাত্র-ঘর কিছু নাহি এড়ে (২) ॥
অন্য অন্য ঘর বীর পোড়ায় সকল।
বাঁচে কুম্ভকর্ণ বিভীষণের কেবল ॥
ব্রহ্ম-বরে বিভীষণ-গৃহ নাহি পোড়ে।
কুম্ভকর্ণ গৃহ বাঁচে গাছের আওড়ে (৩) ॥
গৃহমধ্যে কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় কাতর।
ঘরে অগ্নি লাগিলে মরিত নিশাচর ॥
যুদ্ধ করি মরিবারে নির্ব্বন্ধ যে আছে।
তেঁই অন্য ঘর পোড়ে, তার ঘর বাঁচে ॥
সব লঙ্কা পোড়াইয়া করে ছারখার।
লঙ্কার সকল প্রাণী করে হাহাকার ॥
হনুমান্ বলে, সীতা হইল বিনাশ।
হিতে বিপরীত করি, এ কি সর্ব্বনাশ ॥
চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বলে, মরে সর্ব্ব প্রাণী।
রক্ষা না পাইল বুঝি রামের ঘরণী ॥
কি করিনু, ধিক্ ধিক্ আমার জীবন।
বল বুদ্ধি বিক্রম আমার অকারণ ॥
এই সীতা হেতু আমি পারাবার তরি।
হেন সীতা পোড়াইয়া কেন প্রাণ ধরি ॥
কোন্ কর্ম্ম করি পোড়াইয়া লঙ্কাপুরী।
সেবক হইয়া পোড়াই রামের সুন্দরী ॥
ত্রিভুবনে অপযশ রহিল আমার।
রক্ষা কর মায়ে মোর দেব দয়াধার (৪) ॥
হাঙ্গর কুম্ভীরে মোরে করুক আহার।
অগ্নিতে পুড়িয়া কিংবা হই ছারখার ॥
সাগরেতে কিংবা করি আগুনে প্রবেশ।
এখানে মরিব আমি না যাইব দেশ ॥
দেবগণ ডাকি বলে, হনুমান্ শুনে।
সীতাদেবী রক্ষা পায়, না পোড়ে আগুনে ॥
তুমি লঙ্কা দগ্ধ কর মনের হরিষে।
ভস্ম করি ফেল লঙ্কা, রাখিয়াছ কিসে ॥
দেব-বাক্যে বানর সাহসে করি ভর।
লাফে লাফে পোড়াইল শত শত ঘর ॥
পুড়িয়া মরিল যত রাক্ষস-রাক্ষসী।
কৃত্তিবাস রচে লঙ্কা, হয় ভস্মরাশি ॥

(১) মাকুন্দ—গোঁফ দাড়ি হীন। (২) এড়ে—রক্ষা পায়। (৩) আওড়ে—আড়ালে। দয়াধার—এখানে দেবতাগণ।

সীতার নিকটে হনুমানের পুনরাগমন।

দ্বিশত যোজন অগ্নি ব্যাপিল গগন।
সীতা ভাবে পুড়ি মৈল পবন-নন্দন ॥
বিলাপ করেন সীতা মনে নাহি ক্ষমা।
তাহাকে বুঝায় তবে রাক্ষসী সরমা ॥
বন্দী হইয়াছে সেই, শুনেছি কাহিনী।
রাজাকে সে বলিলেক দুরক্ষর বাণী ॥
লেজে অগ্নি দিল তার পোড়াবার তরে।
সেই অগ্নি দিল হনুমান্ ঘরে ঘরে ॥
হনুমান্ নাহি পোড়ে, আছে সে কুশলে।
লঙ্কা পোড়াইয়া হনু এল হেন কালে ॥
সীতার নিকটে গিয়া পবন-নন্দন।
ফেলিল লেজের অগ্নি সাগরে সে ক্ষণ ॥
নির্ব্বাণ না হয় অগ্নি, আরো জ্বলে জলে।
সীতার নিকটে হনু জোড় হাতে বলে ॥
মা জানকি, জান কি গো ইহার কারণ।
কেমনে নির্ব্বাণ হবে এই হুতাশন (১) ॥
সীতা বলে, মুখামৃত (২) দেহ হনুমান্।
এখনি অগ্নির জ্বালা হইবে নির্ব্বাণ ॥
তবে হনু হ'য়ে অতি জ্বালায় কাতর।
জ্বলন্ত লাঙ্গুল পুরে মুখের ভিতর ॥
নির্ব্বাণ হইল জ্বালা পুড়ে গেল মুখ।
সিন্ধুতীরে গেল হনু মনে পেয়ে দুখ ॥
জলে মুখ দেখি বীর মনাগুনে জ্বলে।
পুনরপি জানকী-নিকটে আসি বলে ॥
তব কার্য্যে আসি মাগো পুড়ে গেল মুখ।
জাতিবর্গ হাসিবেক, সে যে বড় দুখ ॥
সীতা বলে, জাতিবর্গ কেহ নহে ছাড়া।
মম বাক্যে সকলের হবে মুখ-পোড়া ॥
হনুমান্ বলে, তবে আসি গো জননি।
আমি গেলে আসিবেন রাম রঘুমণি ॥
জানকী বলেন, তবে সস্নেহ বচনে।
লুকাইয়া থাক তুমি অশোক কাননে ॥
কঠোর শ্রমেতে তুমি হয়েছ কাতর।
কিছুদিন থাক বাছা, আমার গোচর ॥
হনু বলে, জননি গো, না বল এমন।
আমি গেলে আসিবেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
বিলম্ব হইলে, মা গো সব বৃথা হবে।
তব তরে চিন্তাকুল হইয়াছে সবে ॥
আমার মুখেতে পেলে তব সমাচার।
আসিবেন শ্রীলক্ষ্মণ রাম গুণাধার ॥
মহারাজ সুগ্রীব সে সহ কপিগণ।
আমি গেলে করিবেন সাগর বন্ধন ॥
সেই সেতু দিয়া পার হৈয়া রঘুবর।
সৈন্য সহ আসিবেন লঙ্কার ভিতর ॥
জানকী বলেন, বাছা পবন-নন্দন।
তোমা হেন কপি আর আছে কত জন ॥
শুনিয়া মায়ের কথা হাসে হনুমান্।
অশেষে বিশেষে বীর সীতারে বুঝান ॥
আমার অধিক বীর আছে বহুতর।
আমি মাগো হই ক্ষুদ্রাদপি (৩) ক্ষুদ্রতর ॥
সকলের ছোট আমি অজ্ঞান দুর্ব্বল।
মায়ের রাতুল পদ ভরসা কেবল ॥
তথাপি করুণা করি পাঠান আমারে।
আমার সৌভাগ্যে খুঁজি পাইনু তোমারে ॥
বীর মধ্যে অতি ক্ষুদ্র, কি করিতে পারি।
তব আশীর্ব্বাদে মাগো লক্ষ বীরে মারি ॥
বিশ কোটী সৈন্য আছে সুগ্রীব রাজার।
তাহা সহ আসিবেন রাম গুণাধার ॥

(১) হুতাশন—হুত (যজ্ঞীয় হবিঃ) অশন (খাদ্য) বলিয়া অগ্নির নাম হুতাশন। (২) মুখামৃত—মুখের থুতু। (৩) ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রাৎ অপি—ক্ষুদ্র হইতেও।

শ্রীরামের বল মাগো জানহ আপনি।
দুঃখ অবসান তব হবে ঠাকুরাণি॥
তোমার সেবক এই আছে হনূমান্।
শোক ত্যজ, দেখ মাগো দুঃখ অবসান॥
শ্রীরামের হাতে ধ্বংস হবে দশানন।
দেখ গো জননি মম এই যে বচন॥
আসিবেন শুভক্ষণে সুগ্রীব লক্ষ্মণ।
হইবেন লঙ্কাজয়ী রাম নারায়ণ॥
ভয় না করিহ মাতা জনক-নন্দিনি।
এত বলি প্রণমিল হয়ে জোড়পাণি॥
আনন্দিতা সীতা হনূমানের আশ্বাসে।
গাইল সুন্দরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে॥

হনূমানের লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন ও
বানর সৈন্য সহ স্বদেশযাত্রা।

সীতার মস্তক-মণি রামের সন্দেশ।
মেলানি পাইয়া হনূ চলিলেন দেশ॥
তাহার চরণ-ভরে শিলা বৃক্ষ ভাঙ্গে।
সমুদ্র তরিতে (১) উঠে পর্ব্বতের শৃঙ্গে॥
পর্ব্বতে উঠিয়া বীর সাগর নেহালে।
এক লাফে উঠে বীর গগন-মণ্ডলে॥
সিংহনাদ ছাড়ে বীর অতিশয় সুখে।
সিংহনাদ তাহার উত্তর-কূলে ঠেকে॥
ডাক দিয়া তখন বলিছে জাম্ববান্।
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ করি আইসে হনূমান্॥
যেমত বিক্রমে আসে হেন শব্দ শুনি।
দেখিয়াছে নিশ্চয় সে রামের ঘরণী॥
পবন-গমনে বীর আইসে সত্বর।
চক্ষুর নিমিষে আইল অর্দ্ধেক সাগর॥
দূর হৈতে পর্ব্বতেরে নমস্কার করে।
পার হৈয়া রহে বীর পর্ব্বতশিখরে॥
হনূমানে দেখিবারে আইল বানর।
বলে ধন্য ধন্য বীর পবন-কোঙর॥
আগে মাথা নোঙাইল কুমার অঙ্গদে।
জাম্ববান্ আদি বন্দে পরম আহ্লাদে॥
সোসর (২) বানর সঙ্গে করে কোলাকুলি।
ফল ফুল জোগায়, সকলে কুতূহলী॥
অঙ্গদের সভায় জিজ্ঞাসে জাম্ববান্।
কেমনে দেখিলে রাবণেরে হনূমান্॥
কেমনে দেখিলে তুমি স্বর্ণলঙ্কাপুরী।
কেমনে দেখিলে তুমি রামের সুন্দরী॥
সীতা লৈয়া রাবণের কিবা ব্যবহার।
কেমন দেখিলা তুমি সীতার আকার॥
হনূমান, কহ সবিশেষ সমাচার।
রাক্ষসের হাতে কিসে পাইলে নিস্তার॥
তোমার লাগিয়া চিন্তা ছিল অতিশয়।
তবে দেশে যাই যদি ইষ্ট-সিদ্ধি হয়॥
এত যদি জিজ্ঞাসা করিল জাম্ববান্।
অঙ্গদ-গোচরে বার্ত্তা কহে হনূমান্॥
শতেক যোজন হয় সাগর পাথার (৩)।
অনেক সঙ্কটে আমি হইলাম পার॥
দু-প্রহর রাত্রি গেল, তৃতীয়-প্রহরে।
দেখিলাম অশোক-বনেতে জানকীরে॥
আগে বহু কষ্ট, ইষ্ট-সিদ্ধি হয় শেষে।
চলহ রামের ঠাঁই, কহিব বিশেষে॥
শুনি শুভ সমাচার হৃষ্ট যুবরাজ।
সীতা উদ্ধারিতে চাহে, নাহি সহে ব্যাজ॥

---

(১) তরিতে—পার হইবার জন্য। (২) সোসর—সমতুল্য। (৩) সাগর পাথার—একার্থক। এস্থলে ইহাতি ক্রমা সমুদ্র অর্থে 'সাগর পাথার' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে।

জানাইতে শ্রীরামেরে বিলম্ব বিস্তর।
সীতা উদ্ধারিয়া চল রামের গোচর ॥
একেশ্বর হনুমান্ লঙ্ঘিল সাগর।
তোমরা সাহস কর সকল বানর ॥
অঙ্গদের কথা শুনি জাম্ববান্ হাসে।
যত কিছু বল, মোর মনে নাহি আসে ॥
সীতা উদ্ধারিতে রাজা করিলেন পণ।
তোমরা করিলে তাহা, ঘটিবে কেমন ॥
সীতার চরিত্র রাম করেন বিচার।
তব বাক্যে সীতা লৈলে হবে তিরস্কার ॥
দশ-যোজন লঙ্ঘিতে নারিবে কপিগণ।
কোন জন তরিবেক শতেক যোজন ॥
এত যদি জাম্ববান্ অঙ্গদেরে বলে।
কুপিয়া অঙ্গদ বীর অগ্নি হেন জ্বলে ॥
অকারণে বুড়াটি পাকিল তোর কেশ।
নিজে বুড়া, পরেরে শিখাও উপদেশ ॥
আপনার মত দেখ সকল সংসার।
লেজে চাপি ধর হে, হইব সিন্ধুপার ॥
হনুমান্ বলে, তুমি না হও অস্থির।
পৃথিবী-মণ্ডলে নাই তোমা হেন বীর ॥
সর্ব্বলোকে বলে তব মন্ত্রী জাম্ববান্।
মন্ত্রীর মন্ত্রণা কভু না করিহ আন ॥
শুনিয়া অঙ্গদ বীর হাসে মহোল্লাসে (১)।
বানর কটক সহ চলে নিজ দেশে ॥

বানর-গণের মধুবন-ভঞ্জন।

কটক জুড়িয়া যায় পৃথিবী আকাশ।
দেশে গিয়া উপস্থিত মধুবন-পাশ ॥
দেখিতে মধুর বন অতি মনোহর।
কোন প্রাণী নাহি যায় তাহার ভিতর ॥
সহস্র সহস্র কপি মধুবন রাখে।
বালির সময়াবধি মধুবনে থাকে ॥
মধুগন্ধে কপিগণ অত্যন্ত বিকল (২)।
খাইবারে নাহি পারে, হইল চঞ্চল ॥
মধুপানে মন্ত্রণা করিল জাম্ববান্।
অঙ্গদের ঠাঁই আজ্ঞা মাগ হনুমান্ ॥
আনিয়া সীতার বার্ত্তা দিয়াছ আহ্লাদ।
অঙ্গদের ঠাঁই লহ রাজার প্রসাদ (৩) ॥
অঙ্গদের কাছে হনূ কহে জোড়-হাত।
রাজার প্রসাদ চাহি বানরের নাথ ॥
অঙ্গদ বলেন, বীর, যে দিলা আহ্লাদ।
যাহা চাহ, তাহা লহ, কি রাজ-প্রসাদ ॥
হনুমান্ বলে, মধু অমৃত-সমান।
সকল বানরে খাই, যদি দেহ দান ॥
অঙ্গদ বলেন, মধু খাও ইচ্ছামত।
না হবেন সুগ্রীব ইহাতে অসম্মত ॥
হরষিত সকলে পাইয়া রাজ-দান।
আনন্দে করিছে স্বেচ্ছামতে মধু-পান ॥
নিঙ্গাড়িয়া খায় কেহ পিয়ে ত চুমুকে।
সকল ভাণ্ডার শূন্য করিল কটকে ॥
মধু-চক্র ভাঙ্গি সবে করে মহামার (৪)।
যে যারে যেমনে পারে করিছে প্রহার ॥
মধু পিয়ে কপিগণ হইল পাগল।
মারামারি হুড়াহুড়ি করিছে কোন্দল ॥
কেহ নাচে, কেহ হাসে, কেহ গায় গীত।
কেহ হারে, কেহ জিনে, সবে আনন্দিত ॥
রুষিয়া করিল মানা মধুর রক্ষক।
খেদাড়িয়া যায় তারে অঙ্গদ-কটক ॥

(১) মহোল্লাসে—অত্যন্ত আনন্দে। (২) বিকল—অস্থির। (৩) রাজার প্রসাদ—রাজ-অনুগ্রহ।
(৪) মহামার—বিশৃঙ্খল।

চুলেতে ধরিয়া কেহ ঘুরায় আকাশে।
মহাক্রোধে যায় কেহ অঙ্গদের পাশে॥
তোমার আজ্ঞায় মোরা মধু করি পান।
কোথাকার বানর লইতে চাহে প্রাণ॥
কুপিল অঙ্গদ বীর শুনিয়া বচন।
সাজ সাজ বলি ডাকে বালির নন্দন॥
কটক লইয়া যুবরাজ যায় কোপে।
কুপিল সে দধিমুখ আইসে এক চাপে॥
অঙ্গদের প্রতাপ সহিবে কোন্ জন।
দধিমুখ এড়িয়া পলায় কপিগণ॥
অঙ্গদ কহিছে ওরে শুন দধিমুখ।
তোরে আজ মারি যদি, তবে যায় দুখ॥
জানিয়া সীতার বার্ত্তা আইল যে জন।
তারে দান দিতে আমি নহিনু ভাজন॥
রামকার্য্য করি, নাহি খাই পিতৃধন।
ঘরেতে বসিয়া ভোগ কর মধুবন॥
মনেতে বাসনা, তোরে কাটিতে এক্ষণ।
পিতৃধন মধুবন করিল ভঞ্জন॥
বাপের মাতুল যে সম্বন্ধে বড় বাপ (১)।
তেকারণে না মারিনু তোমা হেন পাপ॥
ওষ্ঠাধর কম্পমান ক্রোধেতে ব্যাকুল।
গোহারি করিতে যায় রাজার মাতুল॥
জর্জ্জর হইল বীর আঁচড়-কামড়ে।
শীঘ্র দধিমুখ সুগ্রীবের পায়ে পড়ে॥
পায়েতে পড়িয়া কহে নিজ অপমান।
মধুবন নষ্ট করে অঙ্গদ হনূমান্॥
তোমরা দু'ভাই যাহা করিলে পালন।
এতকালে নষ্ট করে সেই মধুবন॥
শুনি ক্রোধে বলে রাজা বাক্যের গৌরবে (২)।
জিজ্ঞাসেন লক্ষ্মণ সে ভূপতি সুগ্রীবে॥
মামা হ'য়ে দধিমুখ ধরিল চরণ।
অপমান-কথা কহি করিছে ক্রন্দন॥
না দেহ সান্ত্বনা-বাক্য, না দেহ উত্তর।
কি হেতু মামার প্রতি এত অনাদর॥
সুগ্রীব বলেন, শুনি লক্ষ্মণের কথা।
অভিপ্রায় বুঝিলে উত্তর দিব তথা॥
দক্ষিণ-দিকেতে যারা করিল গমন।
লুটিয়া খাইল তারা রম্য মধুবন॥
মারি খেদাইল এরে, এই মধু রাখে।
এই সব কথা কহে মামা দধিমুখে॥
সুগ্রীবে লক্ষ্মণ কহে অপরূপ শুনি।
কে আইল কে কহিল দক্ষিণ-কাহিনী॥
শ্রীরাম বলেন, যারা গিয়াছে দক্ষিণে।
তারা কি আইল, জান বার্ত্তা কি এক্ষণে॥
সুগ্রীব বলেন, মিত্র, না হও অস্থির॥
দক্ষিণেতে গিয়াছিল বড় বড় বীর॥
আপনি অঙ্গদ আর মন্ত্রী জাম্ববান্।
কার্য্যের সাধক স্বয়ং বীর হনূমান্॥
তব কার্য্যে হনূমান্ বড়ই তৎপর।
অবশ্য হয়েছে সীতা তাহার গোচর॥
ধার্ম্মিক পণ্ডিত হনূমান্ মহাশয়।
দেখিয়াছে জানকীরে কহিনু নিশ্চয়॥
শ্রীরাম বলেন, মিত্র, তোমার বচনে।
যে আনন্দ পাইলাম কহিব কেমনে॥
হনূমান্ অঙ্গদেরে ডাকিয়া আনাও।
কহিয়া সীতার বার্ত্তা পরাণ জুড়াও॥
সুগ্রীব বলেন, এস মামা দধিমুখ।
অঙ্গদের বাক্যে মামা না ভাবিহ দুঃখ॥
সম্বন্ধে তোমার নাতি সেই যুবরাজ।
নাতি টৌল (৩) করিলে তোমার নাহি লাজ॥

---

(১) বড় বাপ—ঠাকুর দাদা। (২) বাক্যের গৌরবে—গুরু গম্ভীর কথায়। (৩) টৌল—পাঠশালা; অর্থাৎ নাতি পণ্ডিত বা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হইলে ঠাকুর দাদার তাহাতে সুখ্যাতিই বাড়ে।

ঝাট চল মামা তুমি আমার বচনে।
অঙ্গদ-হনূরে আন শ্রীরামের স্থানে ॥

বানরসৈন্যসহ হনূমানের আগমন ও শ্রীরাম সমীপে নিদর্শন-মণি-প্রদান-পূর্ব্বক সীতা-বার্ত্তা জ্ঞাপন।

রাজ-আজ্ঞা (১) পাইয়া হরিষে দধিমুখ।
এক লাফে পড়ে গিয়া অঙ্গদ-সম্মুখ ॥
মাথা নোয়াইয়া তারে কহে জোড়-হাত।
রাজবার্ত্তা কহি শুন বানরের নাথ ॥
তব দোষ কহিলাম সুগ্রীবের স্থানে।
তব অপরাধ রাজা না শুনিল কানে ॥
নিজ ধন খাও তুমি বাপের অর্জ্জিত।
সেবক হইয়া কহিলাম অনুচিত ॥
শ্রীরাম সুগ্রীব বসিয়াছে দুইজন।
ঝাট গিয়া কর তুমি রাম-সম্ভাষণ ॥
সেবক-বৎসল বড় সুশীল অঙ্গদ।
মধুবন-রক্ষা তারে দিলেন সম্পদ ॥
চলিল অঙ্গদ বীর হ'য়ে হরষিত।
কৌতুকেতে যায় বহু বানর-বেষ্টিত ॥
সকল ঠাটের আগে বীর হনূমান্।
শ্রীরামের ঠাঁই যায় পর্ব্বত-প্রমাণ ॥
দূরে দেখিলেন রাম, পবন-নন্দনে।
বসিয়াছিলেন, উঠিলেন ততক্ষণে ॥
সশঙ্কিত শ্রীরাম করেন অনুমান।
কি জানি কেমন বার্ত্তা কহে হনূমান্ ॥
সাত-পাঁচ (২) ভাবি রাম জিজ্ঞাসেন তাকে।
সত্য কহ হনূমান্ দেখেছ সীতাকে ॥
যদি সীতা দেখে থাক, বীর হনূমান্।
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হবে, তবে রবে প্রাণ ॥
শ্রীরাম-চরণে বীর করি প্রণিপাত।
নিবেদন করে তবে জোড় করি হাত ॥
লঙ্কামধ্যে দেখিয়াছি অশোক-কাননে।
কহিব সকল কথা প্রভু তব স্থানে ॥
এক শত যোজন সে সাগর পাথার।
অনেক কষ্টেতে আমি হইলাম পার ॥
অন্ধকারে করিলাম লঙ্কায় প্রবেশ।
রাজ-অন্তঃপুরে নাহি পেলাম উদ্দেশ ॥
আবাসে আবাসে আমি সীতা নাহি দেখি।
কান্দিলাম বিস্তর হইয়া মনোদুঃখী ॥
অকস্মাৎ দেখিলাম অশোক-কানন।
অশোক-বনের জ্যোতি রবির কিরণ ॥
দ্বিপ্রহর রাত্রি গতে তৃতীয় প্রহরে।
অশোক-বনের মধ্যে দেখিনু সীতারে ॥
হেনকালে তথা গেল রাজা দশানন।
দেব-কন্যা সঙ্গে আর বিদ্যাধরীগণ ॥
কি বলিয়া সীতারে সম্ভাষে লঙ্কেশ্বরে।
বৃক্ষ-আড়ে (৩) রহিলাম শুনিবার তরে ॥
অনেক প্রকারে স্তুতি করিল রাবণ।
জানকী না শুনিলেন তাহার বচন ॥
তোমা বিনা জানকীর অন্যে নাহি মন।
কোপেতে কাটিতে চাহে রাজা দশানন ॥
জানকী বলেন, মৃত্যু করিলাম সার।
রামের চরণ বিনা গতি নাহি আর ॥
নিরাশ হইল দুষ্ট সীতার বচনে।
বিষম রাক্ষসী চেড়ী ডাক দিয়া আনে ॥
ঘরে গেল দশানন, ঠেকাইয়া (৪) চেড়ী।
সীতারে মারিতে সবে করে হুড়াহুড়ি ॥

(১) রাজ-আজ্ঞা—রাজাদেশ। (২) সাত-পাঁচ—ভালমন্দ নানা রকম। (৩) বৃক্ষ-আড়ে—গাছের আড়ালে। (৪) ঠেকাইয়া—নিযুক্ত করিয়া; পিছে লাগাইয়া।

সীতারে বুঝায় (১) চেড়ী অশেষ প্রকারে।
কোনমতে সীতা দুষ্ট বচন না ধরে ॥
ত্রিজটা-রাক্ষসী রাত্রে দেখিল স্বপন।
সীতার মঙ্গল সেই চিন্তে অনুক্ষণ ॥
স্বপ্ন শুনিবারে গেল চেড়ী তার পাশ।
গাছে থাকি সীতাসহ করিনু সম্ভাষ ॥
কোথা হ'তে এলে, মোরে সুধান বৈদেহী।
সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্য আমি সব কহি ॥
তোমার অঙ্গুরী তাঁরে করাই দর্শন।
অঙ্গুরী পাইয়া সীতা করেন রোদন ॥
মেলানি পাইয়া আমি যবে দেশে আসি।
মনে করিলাম কিছু বিক্রম প্রকাশি ॥
ভাঙ্গিলাম মনোহর অমৃত-কানন (২)।
কোটি কোটি রাক্ষসের বধিনু জীবন ॥
ক্রমে বধিলাম তার বহু সেনাপতি।
প্রাণে মারিলাম অক্ষকুমার প্রভৃতি ॥
চক্ষুর নিমেষে সব করিনু সংহার।
ইন্দ্রজিৎ করিল সমরে আগুসার ॥
দুই প্রহর তার সঙ্গে করিলাম রণ।
ব্রহ্ম-পাশে (৩) সে আমারে করিল বন্ধন ॥
ধরিয়া লইয়া গেল রাবণ-গোচর।
রাবণের প্রতি গালি দিলাম বিস্তর ॥
আমারে কাটিতে আজ্ঞা করিল রাবণ।
নিষেধ করিল তারে ভাই বিভীষণ ॥
তার বাক্যে আমি তবে এড়াই মরণ।
লেজ পোড়াইতে আজ্ঞা করিল রাবণ ॥
লেজে অগ্নি দিল, লেজ পোড়াবার তরে।
সেই অগ্নি দিলাম, লঙ্কার ঘরে ঘরে ॥
লঙ্কা পোড়াইয়া করিলাম ছারখার।
কতক হইল ভস্ম, কতক অঙ্গার ॥
আমার বিপদ ভাবি, ভাবিছেন মাতা।
হেনকালে উপনীত হইলাম তথা ॥
আমারে দেখিয়া সীতা হর্ষিতা (৪) বিশেষ।
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ করি, আইলাম দেশ ॥
দেখিলাম জানকীরে বিরহে মলিনা।
অলসের বিদ্যা যেন দিনে দিনে ক্ষীণা ॥
সুবর্ণ লতিকা সীতা, দেহখানি ক্ষীণ।
মেঘে ঢাকা শশিসম লাবণ্য-বিহীন ॥
দেখিনু শুনিনু যত, কহিনু কাহিনী।
লহ রঘুমণি, তাঁর মস্তকের মণি ॥
রাম-হস্তে মণি দিল পবন-নন্দন।
মণি দেখি রঘুমণি করেন ক্রন্দন ॥
মণি দিয়া কি কহিলা জানকী আমার।
বল বল ওরে হনূ শুনি একবার ॥
হনূমান্ বলে, প্রভু জনক-নন্দিনী।
কান্দিতে কান্দিতে এই কহিলা কাহিনী ॥
ক্ষণেক বিশ্রাম কর বাছা হনূমান্।
মণি সনে কথা কহি জুড়াই পরাণ ॥
তুমি মণি, আমি মণি, দুইটি ভগিনী।
দোঁহে পালিলেন যত্নে জনক-নৃমণি ॥
বিবাহের কালে পিতা পরম-আদরে।
অঙ্গুরী করিলা দান শ্রীরামের করে ॥
তুমি আমি দুই ভগ্নি থাকি একস্থানে।
ইহাই পিতার ইচ্ছা ছিল মনে মনে ॥
তুমি জ্যেষ্ঠা বলি তাই তোমারে লইয়া।
মাথার উপর মোর দিলেন সঁপিয়া ॥
বহুদিন এক সঙ্গে আছি দোঁহে ভাই।
তোমায় মাথায় ক'রে ধ'রে রাখি তাই ॥
রামের আনন্দ হবে তোমায় দেখিলে।
তোমায় পাঠাই তাই আজ কুতূহলে ॥

(১) বুঝায়—প্ররোচিত করে ; রাবণের অসৎ প্রস্তাবে সম্মত করিবার জন্য নানারূপে চেষ্টা করে। (২) অমৃত-কানন আম বাগান। (৩) ব্রহ্ম-পাশে—ব্রহ্মা-প্রদত্ত পাশ নামক জালে। (৪) হর্ষিতা—আনন্দিতা।

জনক জনক যার, রাম যার পতি।
রাক্ষসের পুরে তার এহেন দুর্গতি॥
যত কষ্ট সহিতেছি এই লঙ্কাপুরে।
গিয়া সব কবে তুমি রামের গোচরে॥
তুমি মণি, আর সেই রঘু কুল-মণি।
উভয়ে থাকিবে সুখে দিবস-যামিনী॥
মণি-হারা ফণিনীর মত একাকিনী।
কতকাল রবে হেথা এই অভাগিনী॥
সীতার বিলাপ-বাক্য করিয়া শ্রবণ।
কান্দিতে লাগিলা রাম কমল-লোচন॥
রামের রোদন দেখি কপিগণ কান্দে।
কৃত্তিবাস রচিলেন পাঁচালির ছন্দে॥

শ্রীরামের প্রতি হনুমানের
ভক্তি-প্রকাশ।

রাম কহিলেন, শুন বীর হনুমান্।
বীর নাহি দেখিয়াছি তোমার সমান॥
কিরূপে সাগর-পারে করিলে গমন।
বিবরণ শুনিবারে হয়েছে মনন॥
কিরূপে সোনার লঙ্কা দিলে ছারখার।
কহ কহ শুনি হনূ, বাসনা আমার॥
হনুমান্ কহিলেন করিয়া বিনয়।
তুমি যার থাক হৃদে, তার কোথা ভয়॥
তব পদ প্রভু, পুনঃ সীতা মার পদ।
পিতা পবনের পদ পরম সম্পদ্॥
এই তিন শ্রীপদের লইয়া শরণ।
বৎস-পদ (১) সম হেরি সাগর-লঙ্ঘন॥
সুরসা-সাপিনী আসি দেখা দিল মোরে।
তব নাম স্মরি যাই তাহার উদরে॥
বাহিরে আসিনু তার কর্ণরন্ধ্র দিয়া।
হৃদয়ে শ্রীপদ তব স্মরণ করিয়া॥
সিংহিকা রাক্ষসী থাকে গগনমণ্ডলে।
মোরে গ্রাস করিবারে এল কুতূহলে॥
প্রবেশ করিনু গিয়া উদরে তাহার।
বাহিরিনু তব নাম স্মরি পুনর্ব্বার॥
কি বিপদে কি সম্পদে থাকি যেই খানে।
তব পুণ্য নাম প্রভু স্মরি মনে মনে॥
পরম-প্রচণ্ড প্রভু তব কোপানল।
সীতা মার শ্বাস-বায়ু পরম প্রবল॥
লঙ্কাপুরী-শুষ্ক-কাষ্ঠ জ্বলিয়াই ছিল (২)।
এ হনূ নিমিত্ত- মাত্র (৩) তথায় জুটিল॥
তব কোপানলে প্রভু পড়ে যেই জন।
ত্রিভুবনে নাহি তার নিস্তার কখন॥
জাতিতে বানর আমি, পশুর সমান।
নাহিক পশুর কভু হিতাহিত জ্ঞান॥
তুমিই আশ্রয় মোর ওহে দয়াধাম।
তোমারি চরণে মোর মতি অবিরাম (৪)।
দুর্ব্বল হনূর তুমি একমাত্র বল।
তোমা বিনা নাহি কিছু হনূর সম্বল॥
তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমিই সকল।
তুমিই হনূর এক জুড়াবার স্থল॥
হনূর পরম ভাগ্য ওহে দয়াময়।
হনূরে দিয়াছ তুমি চরণে আশ্রয়॥
তুমি বল, তুমি বুদ্ধি, তুমিই ভরসা।
তোমা বিনা হনূ কিছু নাহি করে আশা।
হনূর এ অপবিত্র তুচ্ছ হৃদাসন।
তব উপযুক্ত নহে রাখিতে চরণ॥

(১) বৎস-পদ—২য় পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য। (২) লঙ্কাপুরী পাপে পূর্ণা হইয়া উৎসন্ন যাইবার পথে অগ্রসর হইয়া ছিল। (৩) নিমিত্ত-মাত্র—কারণ স্বরূপ। (৪) অবিরাম—সতত।

কিন্তু ওহে কৃপাময়, বড় সাধ মনে।
রাম-সীতা দোঁহে মিলি কবে দুই জনে॥
বসিয়া হনূর এই হৃদয়-আসনে।
পবিত্র করিয়া দিবে, হেরিব নয়নে॥
শাস্ত্রে বলে, মোক্ষ-পদ (১) পরম সম্পদ্।
কিন্তু দেখি মোক্ষ-পদে বিষম বিপদ্॥
মোক্ষ হ'লে তুমি আমি একই সমান।
এরূপ ঘটিলে হয় তব অসম্মান॥
শ্রীরাম হনূর প্রভু, হনূ রাম-দাস।
থাকুক সর্ব্বদা এই হনূর বিশ্বাস॥
তুমি প্রভু, আমি দাস চরণে তোমার।
এ সম্বন্ধ যেন দেব না ঘুচে আমার॥

বানরসৈন্যসহ শ্রীরামের সীতা উদ্ধারার্থে যাত্রা ও সমুদ্র-তীরে বাস।

শ্রীরাম বলেন ধন্য ধন্য হনূমান্।
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান॥
তোমার বিক্রমেতে আমার চমৎকার।
কি দিব তোমারে আমি, আমিই তোমার॥
অন্য কি প্রসাদ দিব লহ আলিঙ্গন।
ইহা বলি কোল দেন কমল-লোচন॥
পবন-পুত্রের কথা শুনি হরষিত।
শুভযাত্রা করিলেন শ্রীরাম ত্বরিত॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি উত্তরফল্গুনী।
শুভক্ষণ শুভলগ্ন শুভফল গণি॥
দক্ষিণে সবৎসা ধেনু, হরিণ, ব্রাহ্মণ।
দেখিলেন রাম, বামে শব-শিবাগণ (২)॥

সূর্য্যবংশী নৃপতির নক্ষত্র রোহিণী।
রাক্ষসগণের মূলা সর্ব্বলোকে জানি॥
মূলা ঋক্ষ দেখিলে রোহিণী বড় রোষে।
সবংশে মরিবে তেঁই রাবণ রাক্ষসে॥
চলিল বানর-ঠাট নাহি দিশপাশ (৩)।
কটক জুড়িয়া যায় মেদিনী আকাশ॥
কিলি কিলি শব্দ করি কপিগণ চলে।
উত্তরিল গিয়া সবে সাগরের কূলে॥
রহিবারে পাতা লতা দিয়া করে ঘর।
অবস্থিতি করিলেক সকল বানর॥
সেই স্থানে রহিলেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
চর মুখে নিত্য বার্ত্তা পায় সে রাবণ॥

রাবণের প্রতি বিভীষণের উপদেশ।

নিকষা নামেতে বুড়ী রাবণের মা।
বিপদ শুনিয়া তার ত্রাসে কাঁপে গা॥
আসিয়া কহিছে বুড়ী বিভীষণ-প্রতি।
শুন পুত্র, তুমি ত ধার্ম্মিক শুদ্ধ-মতি (৪)॥
রাবণ তপের ফলে এত সুখ ভুঞ্জে।
আনিয়া রামের সীতা সবংশে বা মজে॥
যে মারে রাক্ষসে, করে তার সনে বাদ।
দেখিয়া না দেখে দুষ্ট এতেক প্রমাদ॥
আর না থাকিব হেন পুত্রের নিকট।
দেখিয়া না দেখে পুত্র এতেক সঙ্কট॥
অবোধে বুঝাহ যেন রাম না বাহুড়ে (৫)।
যাবৎ রামের বাণে লঙ্কা নাহি পুড়ে॥
মাতৃ-বাক্যে বিভীষণ চলিল সত্বর।
পাত্র-মিত্র-সহ যথা আছে লঙ্কেশ্বর॥

---

(১) মোক্ষ-পদ—মুক্তি। (২) বামে শবশিবাকুম্ভা দক্ষিণে গো-মৃগ-দ্বিজাঃ—এই সংস্কৃত শ্লোকপাদের সহিত একার্থক। (৩) দিশপাশ—সীমা। (৪) শুদ্ধ-মতি—পবিত্র-মনাঃ। (৫) বাহুড়ে—(এখানে) আসে।

রাবণেরে প্রণাম করিল বিভীষণ।
আশীর্ব্বাদ করি দিল বসিতে আসন॥
কৃতাঞ্জলি (১) হইয়া কহেন বিভীষণ।
সভাস্থ সকলে শুদ্ধ করিছে শ্রবণ॥
অনেক তপের ফলে এ সব সম্পদ্।
রামের প্রতাপে ভাই ঘটিবে আপদ্॥
যত দিন সীতারে আনিলে লঙ্কা-পুর।
তত দিন দেখি ভাই কুস্বপ্ন প্রচুর॥
ঝাঁকে ঝাঁকে শকুনি পড়িছে গৃহ-চালে।
রাত্রে নিদ্রা নাহি হয় শৃগালের রোলে (২)॥
কালী হেন বুড়ী দেখি দশন বিকট।
সন্ধ্যাকালে উঁকি পাড়ে দ্বারের নিকট॥
বিবিধ উৎপাত ভাই দেখি সদাকাল।
রামচন্দ্র অতি বীর, বিক্রমে বিশাল॥
রাবণ বলিছে, কি রামের এত ডর।
কি করিতে পারে রাম, সুগ্রীব বানর॥
রাবণ ভ্রাতার বাক্য না শুনিল কানে।
মন্ত্রণা করিতে দুষ্ট মন্ত্রিগণে আনে॥
রাবণ বলিছে, মন্ত্রী, যুক্তি কর সার।
কি প্রকারে রাঘবেরে করিব সংহার॥
বীরদর্পে কহিছে প্রহস্ত সেনাপতি।
কি করিতে পারে সে বনের পশুজাতি॥
পর্ব্বতের সারা (৩) গুহা আর নদীকূলে।
বানরের নাম না রাখিব ভূমণ্ডলে॥
বজ্রকণ্ঠ নিশাচর দশন বিকট।
লোহার মুষল হাতে কহে অকপট (৪)॥
লোহার মুষল লয়ে প্রবেশিব রণে।
মাথা ভাঙ্গি বানর বধিব জনে জনে॥
ত্রিশিরা বিক্রম করে, আমি আছি কিসে।
লঙ্কাতে থাকিতে আমি, কোন্ বেটা আসে॥
বন ভাঙ্গে লঙ্কা দাহ করে হনূমান্।
লঙ্কায় থাকিতে আমি, এত অপমান॥
পাইলে তোমার আজ্ঞা আমি করি রণ।
দেখিব কেমন রাম, কেমন লক্ষ্মণ॥
অকম্পন বলে, রাজা, তব আজ্ঞা পাই।
অনেক দিনের সাধ, কপি ধরি খাই॥
কুম্ভ ও নিকুম্ভ কুম্ভকর্ণের নন্দন।
উভয়ের কত দর্প করিবারে রণ॥
জাঠি জাঠা ঝকড়া মুষল শেল আর।
লইয়া সাজিল যুদ্ধে, লাগে চমৎকার॥
হাতে ধরি বিভীষণ কহে জনে জনে।
স্থির হও স্থির হও, শুন বীরগণে॥
এ সবার বাক্যে ভাই না করিহ ভর।
হিত বাক্য বলি ভাই, শুন লঙ্কেশ্বর॥
সীতা পাঠাইয়া দিলে থাকিবে নির্ভয়।
সীতারে রাখিলে ভাই জীবন সংশয়॥
কোন্ কার্য্যে মজাইতে চাহ লঙ্কাপুরী।
পাঠাইয়া দেহ সীতা রামের সুন্দরী॥

বিভীষণকে রাবণের পদাঘাত।

এত যদি বিভীষণ রাবণেরে বলে।
কুপিয়া রাবণ রাজা অগ্নি হেন জ্বলে॥
বিভীষণ কনিষ্ঠ সে, আমি হই জ্যেষ্ঠ।
আমি অধর্ম্মিষ্ঠ (৫) বড়, সে বড় ধর্ম্মিষ্ঠ॥
মানুষ বেটার ভয়ে কাঁপে বিভীষণ।
হেন ভাই না রাখিব আপন ভবন॥

---

(১) কৃতাঞ্জলি—জোড়হাত। (২) রোলে—শব্দে। (৩) সারা—সমস্ত। (৪) অকপট—সরলভাবে; খোলাখুলি। (৫) অধর্ম্মিষ্ঠ—অধার্ম্মিক।

বিভীষণে দূর কর, যুক্তি বল সার (১)।
যুদ্ধ বিনা গতি নাই, কিসের বিচার ॥
এত যদি ক্রোধ করি বলিল রাবণ।
আরবার বলিতেছে সাধু বিভীষণ ॥
নিশাচর-রাজ, তব যথা জ্ঞান-বল।
কহিলে তাহারি যোগ্য বচন সকল ॥
প্রকটেও (২) ঈশ্বরে না চিনে অজ্ঞ জন।
অন্ধ যেন জানিতে না পারয়ে রতন ॥
রহিয়াছে চক্ষু, কিন্তু দেখিতে না পায়।
পেচক যেমন সূর্য্য মণ্ডলে দিবায় ॥
ইহাতেও নাহি মানি তোমার দূষণ (৩)।
যেহেতু নিজেরে প্রভু করয়ে গোপন ॥
প্রণাম করিয়ে তাঁর শকতি মায়ায়।
নয়ন আগেও যেই ঢাকি রাখে তাঁয় ॥
থাকুক সে সব কথা, এখন তোমারে।
কহি আমি, না মজাও তুমি আপনারে ॥
আনিয়াছ সীতা কাল-ভুজঙ্গীরে ঘরে।
রাখিলে সসৈন্যে যাবে শমন-নগরে ॥
এ হেন সুন্দর রাজ্য, এ হেন সম্পদ্।
নিজ দোষে কেন আনি ঘটাও আপদ্ ॥
চিরকাল তপ করি পেয়েছ এ রাজ্য।
কিছুদিন ভোগ কর ছাড়িয়া অন্যায্য ॥
যদি কহ তুমি কেন কহ কুবচন।
তার অভিপ্রায় কহি, করহ শ্রবণ ॥
জিজ্ঞাসিলে মন্ত্রণা কহিতে হয় হিত।
অন্যথা কহিলে হয় পাপ উপস্থিত ॥
অতএব কহিতেছি তোমা হিত-কথা।
কদাচিৎ ইহা নাহি করহ অন্যথা ॥
ধার্ম্মিক শ্রীরাম দেখ সর্ব্বলোকে কয়।
অধার্ম্মিক সঙ্গে থাকা জীবন সংশয় ॥
দেখ এক মত্ত হস্তী প্রবেশিলে বনে।
সকলের ক্ষতি করে, ক্ষমা নাহি মানে ॥
ক্ষেত্রের শস্যাদি খায়, ঘর দ্বার ভাঙ্গে।
খাদ্য-লোভে পোষা হস্তী মিলে তার সঙ্গে ॥
দুষ্টের সঙ্গেতে হয় শিষ্টে অপরাধ।
হস্তীর বন্ধন হেতু উপযুক্ত ব্যাধ ॥
স্বভাবেতে ব্যাধজাতি জানে নানা সন্ধি।
দশহাত দড়ী দিয়া হস্তী করে বন্দী ॥
যেখানেতে হস্তী সব চরে নিরন্তর।
ভক্ষ্য দ্রব্য উপহার রাখয়ে বিস্তর ॥
খাইবার লোভে হস্তী গলা বাড়াইল।
গলায় লাগিয়া দড়ী, সবাই পড়িল ॥
দুষ্টের মিশালে হয় দুষ্টের বন্ধন।
সেই মত তব পাপে মজে পুর-জন ॥
যেই মাত্র এ কথা কহিলা বিভীষণ।
মহাকোপে উন্মত্ত হইল দশানন ॥
দন্ত কড়মড় করি, ছাড়িয়া হুঙ্কার।
বিকট নিনাদে কহিতেছে আরবার ॥
একি একি একি রে দুর্ম্মতি বিভীষণ।
ধরিয়াছে বুঝি তোর চিকুরে (৪) শমন ॥
চৌদ্দ চতুর্যুগ হৈল আমার জনম।
ইতিমধ্যে শুনি নাই হেন দুর্ব্বচন ॥
করিয়াছি কলহ ইন্দ্রাদি দেব-সনে।
কেহ পারে নাই কহিবারে কু-বচনে ॥
তাহা শুনাইলি তুই, ক্ষুদ্র হ'য়ে মোরে।
কিন্তু তার ফল এই দেখাই রে তোরে ॥

(১) সার—শ্রেষ্ঠ; উৎকৃষ্ট। (২) প্রকটেও—প্রকাশেও। (৩) দূষণ—দোষ; পাপ। (৪) চিকুরে—চুলে।

এত কহি খরতর খড়্গ করি করে।
লম্ফ দিয়া পড়িলেক ভূতল-উপরে ॥
তার পদঘাতে লঙ্কা করে টলমল।
ক্রোধ দেখি অতি ভীত রাক্ষস সকল ॥
তবে সেই দশানন মহাবেগে চলে।
পদাঘাত কৈলা বিভীষণ-বক্ষঃস্থলে ॥
বিভীষণ অচেতন হইয়া তাহায়।
পড়িল ধরণীতলে ছিন্ন-তরু-প্রায় ॥
তাহা দেখি যাবতীয় নিশাচরগণ।
হাহাকার করে সবে, অতি দুঃখি-মন ॥
তাহা দেখি দেবগণ আর সুরপতি।
পরস্পর কহিতেছে এ সব ভারতী ॥
গেল গেল গেল এবে নিশ্চয় রাবণ।
বিভীষণ-অঙ্গে করি চরণ অর্পণ ॥
বরঞ্চ সহেন রাম নিজ তিরস্কার।
ভক্ত-অপমান সহ্য না হয় তাঁহার ॥

এখানে প্রহস্ত উঠি ধরি দশাননে।
সান্ত্বনা করিয়া বসাইল সিংহাসনে ॥
হস্ত হৈতে কাড়িয়া লইল খড়্গখান।
কোষে (১) আচ্ছাদিয়া রাখিলেন অন্যস্থান ॥
বিভীষণ-মন্ত্রী চারিজন নিশাচর।
তুলি বসাইল তাঁরে আসন-উপর ॥
ক্ষণকাল পর্য্যন্ত যাবৎ সভাজন।
রহিলা নিস্তব্ধ হ'য়ে পুত্তলী যেমন ॥

বিভীষণের লঙ্কাত্যাগ।

বিভীষণ ক্ষণকাল করি বিবেচন।
পুনর্ব্বার রাবণে কহেন এ বচন ॥
মহারাজ করিলে যে কর্ম্ম আচরণ।
ইহাতে দুঃখিত কিছু নহে মোর মন ॥
ঐশ্বর্য্য-মদেতে মত্ত যারা অতিশয়।
তাহাদের এইরূপ দুঃস্বভাব হয় ॥
ইহাতেও মোর নাহি বড় দুঃখ আর।
চলিলাম আমি তোমা করি পরিহার ॥
একমাত্র খেদ এই রহি গেল মনে।
সমুদয় কুল গেল তোমার দূষণে ॥
এত বাণী শুনি অতি ক্রুদ্ধ লঙ্কা-পতি।
কহিতেছে পুনর্ব্বার বিভীষণ-প্রতি ॥
জানি জানি বিভীষণ জ্ঞাতির হৃদয়।
জ্ঞাতির বিপদ্ দেখি আনন্দিত হয় ॥
জ্ঞাতি মধ্যে কেহ যদি হয় ধনী সুখী।
তাহা দেখি অন্য জ্ঞাতি হয় মনোদুঃখী ॥
বরঞ্চ আপন মৃত্যু পারে সহিবারে।
জ্ঞাতির ঐশ্বর্য্য কিন্তু দেখিতে না পারে ॥
তাহে পুনঃ কাপট্য করিয়া প্রকাশন।
নিরন্তর তার ছিদ্র করে অন্বেষণ ॥
পাবামাত্র কোন ছিদ্র বিবিধ প্রকারে।
আয়োজন করে সমূলেতে নাশিবারে ॥
স্বভাবতঃ রহে যথা তপস্যা ব্রাহ্মণে।
নারীতে চাপল্য যথা দুগ্ধ গাভী-স্তনে ॥
সেইরূপ নিরন্তর রাখিয়ো প্রত্যয়।
জ্ঞাতি হতে স্বভাবতঃ ঘটে থাকে ভয় ॥
হইয়াছি আমি যে ঈশ্বর (২) লোকপতি (৩)।
ভাল না লাগিল তোরে, ওরে মূঢ়মতি ॥
যাহ যাহ লঙ্কা ছাড়ি তুমি এইক্ষণে।
তুমি গেলে আমরা থাকিব সুখী মনে ॥

---

(১) কোষে—খাপে। (২) ঈশ্বর—ধনশালী। (৩) লোকপতি—রাজা।

ইহাতে প্রমাণ হয় নীতি-শাস্ত্র-জ্ঞান।
তার অর্থ কহি তাহা কর অবধান॥
বরঞ্চ ভুজঙ্গ কিম্বা শত্রু সঙ্গে র'বে।
শত্রুসেবি-জন-সহবাসী নাহি হবে॥
তুমি একে জ্ঞাতি, তাহে শত্রু-ভক্তিমান্ (১)।
তুমি ত থাকিতে মোর না হবে কল্যাণ॥
অতএব যাহ তুমি ছাড়ি মোর দেশ।
বিলম্ব হইলে পাবে অতিশয় ক্লেশ॥
এত কথা শুনি বিভীষণ মহামতি।
কহিতে লাগিল পুনর্ব্বার এ ভারতী॥
প্রিয়বাদী জন রাজা সর্ব্বত্র সুলভ।
অপ্রিয় পথ্যের বক্তা শ্রোতাও দুর্লভ॥
নিশ্চয় ধরেছে তব চিকুরে শমন।
তেঁই মোর হিত-বাক্য না কৈলে গ্রহণ॥
যার মৃত্যু উপস্থিত, সেই লঙ্কা-পতি।
না শুনে না দেখে বন্ধু-বাক্য অরুন্ধতী (২)॥
প্রদীপ-নির্ব্বাণ-গন্ধ ছায়ার দর্শন।
না পায় যে জন তার নিশ্চয় মরণ॥
এ লাগি করিনু আমি তোমারে বর্জ্জন।
জ্বলিত গৃহকে যেন ত্যজে বিজ্ঞ-জন॥
করিলে তুমিহ মোরে যত পরিভব (৩)।
জ্যেষ্ঠ বলি সহিলাম, আমি তাহা সব॥
অন্য কোন জন যদি করিত এ কাজ।
দেখাতাম তার ফল নিশাচর-রাজ॥
শুন শুন মোর কথা ওহে বন্ধুগণ।
চল মোর সঙ্গে যদি হয় কারো মন॥
যদ্যপি বাসনা হয় জীবন রাখিতে।
চল তবে শ্রীরামের চরণ সেবিতে॥

এত কহি রাবণেরে করিয়া বন্দন।
উঠিয়া আকাশ-পথে চলে বিভীষণ॥
তাহা দেখি তাঁহার অমাত্য চারিজন।
তারাও করিল তাঁর পশ্চাতে গমন॥
অনিল অনল ভীম সম্পাতি অপর।
এই চারিজন মালিসন্তান দোসর॥
তাহাদের সহিত যাইয়া বিভীষণ।
মাতার নিকটে সব কৈল নিবেদন॥
তাঁর অনুমতি ল'য়ে প্রণমিল তাঁরে।
তার পর গেল নিজ বাটীর মাঝারে॥
নিজ ভার্য্যা সরমাকে নিকটে ডাকিয়া।
কহিতে লাগিল তারে প্রণয় করিয়া॥
প্রিয়ে, আমি রামচন্দ্রে শরণ লইতে।
চলিলাম এই চারি অমাত্য সহিতে॥
তুমি জানকীর কাছে থাকি নিরন্তর।
করিবে তাঁহার সেবা হইয়া তৎপর॥
তিনি যদি অনুগ্রহ করেন তোমারে।
তবে রাম অঙ্গীকার (৪) করিবে আমারে॥
সুশীলা সরমা, জানকীতে ভক্তিমতী।
'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাহে দিলা অনুমতি॥
তবে বিভীষণ নিজ অস্ত্র-শস্ত্র নিয়া।
যাত্রা কৈলা চারি মন্ত্রী সঙ্গেতে করিয়া॥
বিভীষণে পদাঘাত অপূর্ব্ব কথন।
সুন্দরকাণ্ডেতে গান গীত রামায়ণ॥

---

(১) শত্রু-ভক্তিমান্—শত্রুর প্রতি ভক্তিশালী। (২) অরুন্ধতী—সপ্তর্ষি মণ্ডলের মধ্যস্থ বশিষ্ঠ নক্ষত্রের নিকটস্থ ক্ষুদ্র তারা বিশেষ। (৩) পরিভব-তিরস্কার; অপমান। (৪) অঙ্গীকার—অঙ্গে ধারণ অর্থে আশ্রয় দান

বিভীষণের কৈলাসে গমন।

লঙ্কা ছাড়ি ব্যোম-পথে যাইতে যাইতে।
মন্ত্রিগণে বিভীষণ লাগিল কহিতে ॥
উপস্থিত বিপদ করিয়া নিরীক্ষণ।
করিলাম আমিহ অগ্রজে উপেক্ষণ (১) ॥
তাহে যদি রাম-কাছে করি হে গমন।
বিগান (২) করিবে যাবতীয় অজ্ঞ-জন ॥
অতএব মনে করি এবে না যাইব।
রাবণ-বিনাশ পরে প্রস্থান করিব ॥
এক্ষণে থাকিয়া কোন নির্জ্জন কাননে।
শ্রীরাম-চরণ-পদ্ম ধ্যান করি মনে ॥
এই পরামর্শ করি, কিন্তু নিজ মন।
সুস্থির করিতে নারি পাইয়া যাতন ॥
মন রাম-পাদ-পদ্ম করিতে সেবন।
চঞ্চল হয়েছে বড় না মানে বারণ ॥
অতএব কি করিব না হয় নিশ্চয়।
তোমা সবে কহ ইথে কর্ত্তব্য কি হয় ॥
করিতেছি আমি ইথে পরামর্শ আর।
তাহাও কহি যে শুনি করহ বিচার ॥
মোদের অগ্রজ ভ্রাতা হন ধনপতি (৩)।
সুশীল পরম বিজ্ঞ অতি শুদ্ধমতি ॥
কি কহিব আর তাঁর গুণের বিস্তার।
সখা হয়েছেন শম্ভু গুণেতে যাঁহার ॥
তাঁরে জিজ্ঞাসিলে যে করিবে আজ্ঞাপন (৪)।
করিব তাহাই এই লয় মোর মন ॥
বিভীষণ-বাণী শুনি চারী মন্ত্রী কয়।
করেছেন এই যুক্তি সুন্দর নিশ্চয় ॥
অতএব সেই স্থানে চলহ এক্ষণ।
করিবে পরেতে তিনি কহেন যেমন ॥
এতেক বচন শুনি আনন্দিত-মন।
ব্যোমপথে কৈলাসে চলিলা বিভীষণ ॥

কুবের কর্ত্তৃক বিভীষণকে রামের শরণ লইতে উপদেশ।

এখানেতে নিজ স্থানে থাকি পশুপতি।
সকল বৃত্তান্ত জানি, কন শিবা-প্রতি ॥
প্রিয়ে, শুন রাবণ-অনুজ বিভীষণ।
করিতেছে সখার নিকটে আগমন ॥
সীতা ফিরি দিয়া রাম-সঙ্গে মিলিবারে।
বলেছিল ইহা রাবণেরে বারে বারে ॥
সেহ তাহা না শুনি করেছে অপমান।
এই লাগি তারে ছাড়ি আসিছে এখান ॥
হইয়াছে তার মন শ্রীরামে ভজিতে।
কিন্তু করিতেছে পুনঃ নানা শঙ্কা চিতে ॥
সেই যে সংশয়চ্ছেদ (৫) করিবার আশে।
আসিতেছে মোর প্রিয় সুহৃদের পাশে ॥
যদি সখা না পারয় তাকে বুঝাইতে।
তবে পড়িবেক সেহ সঙ্কট-নদীতে ॥
অতএব চল যাব আমিহ সেথায়।
রাম-কাছে পাঠাইতে হইবে তাহায় ॥
যদি কেহ রামচন্দ্রে করয়ে আশ্রয়।
তবে মোর কতই পরমানন্দ হয় ॥
দেখ দেখ সংসার অসংখ্য জীবময়।
তার মধ্যে হিতে রত কেহ কেহ হয় ॥

(১) উপেক্ষণ—ত্যাগ। (২) বিগান—অখ্যাতি। (৩) ধনপতি—কুবের। (৪) আজ্ঞাপন—আদেশ।
(৫) সংশয়চ্ছেদ—সন্দেহ দূর।

তার কোটি মধ্যে একজন ধর্ম্মপর।
তার কোটি মধ্যেতে মুমুক্ষু (১) এক নর॥
তার কোটি মধ্যে একজন হয় মুক্ত (২)।
তার কোটি মধ্যে এক রাম-ভক্তি-যুক্ত॥
হেন রাম ভক্ত যদি হয় কোন জন।
তাঁর গুণে কতলোক পায় বিমোচন॥
অতএব সতত বাসনা মোর মনে।
ভজুক সকল লোক শ্রীরাম চরণে॥
তাহে বিভীষণ গেলে রাম-সন্নিকটে।
হইবে তাঁহার কত হিত যে সঙ্কটে॥
অতএব খণ্ডি তার সকল সংশয়।
পাঠাইব প্রভু-কাছে অদ্যই নিশ্চয়॥
এত কহি নন্দীরে কহেন ত্রিলোচন।
শীঘ্র সাজাইয়া বৃষ কর আনয়ন॥
তবে নন্দী গিয়া বৃষে করিয়া সাজন।
করিলেক প্রভুর অগ্রেতে আনয়ন॥
তবে মহাদেব উঠি শিবা-করে ধরি।
আরোহণ করিলেন বৃষের উপরি॥
হইল যে রূপ শোভা সেকালে তাঁহার।
তাহা দেখি মন সুখী না হয় কাহার॥
এইরূপে পার্ষদ (৩) সহিতে পঞ্চানন।
গমন করিলা নিজ সখার ভবন॥
দূর হৈতে তাঁরে নিরখিয়া নরপতি।
অগ্রসর হইয়া আইলা শীঘ্রগতি॥
বৃষাকপি (৪) বৃষ হৈতে নামিয়া ভূতলে।
আলিঙ্গন করিলা কুবেরে কুতূহলে॥
তবে দুই জনে কর ধরাধরি করি।
বসিলা যাইয়া দিব্য আসন উপরি॥
শিবা আর যাবতীয় শিবভক্তগণ।
যথাযোগ্য স্থানেতে বসিলা সুখী মন॥
তবে পশুপতি নিজ সখার সহিত।
করিলেন প্রেম-আলাপন যে উচিত॥
হেনকালে চারি মন্ত্রী সাথে বিভীষণ।
করিলেন কৈলাস ভূধরে আগমন॥
দিব্য মণি সুবর্ণে সে রচিত নগর।
বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত পরম সুন্দর॥
সে নগরী মাঝে প্রবেশিয়া বিভীষণ।
করিলেন কুবেরের সভাতে গমন॥
দূর হৈতে বিভীষণে দেখি পশুপতি।
কহিলেন সুখী মনে কুবেরের প্রতি॥
সখে, দেখ রাবণ-অনুজ বিভীষণ।
করিতেছে তোমার নিকটে আগমন॥
ইহ (৫) কহে ছিল রাবণেরে ন্যায় রীতে (৬)।
সীতা ফিরি দিয়া রাম সহিত মিলিতে॥
তাহা না শুনিয়া সে করেছে অপমান।
এই লাগি লঙ্কা ছাড়ি আসিছে এখান॥
ইচ্ছা হইয়াছে রামে করিতে আশ্রয়।
কিন্তু হৃদয়েতে আছে কিঞ্চিৎ সংশয়॥
এই লাগি আসিতেছে তোমা জিজ্ঞাসিতে।
পাঠাও ইহারে রাম-নিকটে ত্বরিতে॥
ইহ সেখানেতে গেলে বিবিধ প্রকার।
হইবেক শ্রীরামচন্দ্রের উপকার॥
ইহ যাবা মাত্র সখা করি রঘুবর।
ইহারে করিবে রাজা রাক্ষস-উপর॥
এইরূপ কুবেরে কহেন পঞ্চানন।
দেখিলা দূরেতে থাকি তাঁরে বিভীষণ॥

(১) মুমুক্ষু—মুক্তি অভিলাষী। (২) মুক্ত—মোক্ষ-প্রাপ্ত। (৩) পার্ষদ—পারিষদ। (৪) বৃষাকপি—মহাদেব
(৫) ইহ—এই ব্যক্তি। (৬) ন্যায়-রীতে—ধর্ম্ম সঙ্গত প্রস্তাবে।

তাহে হ'য়ে অতিশয় আনন্দিত-মতি।
কহিতে লাগিলা নিজ মন্ত্রিগণ-প্রতি ॥
একি একি দেখিয়াছ মোর ভাগ্যোদয়।
সভামাঝে বসিয়া কৃপালু মৃত্যুঞ্জয় (১) ॥
যাঁহারে দেখিতে বাঞ্ছা করে দেবগণ।
যোগী সব ধ্যান করে যাঁহার চরণ ॥
মুনিগণ পরমার্থ তত্ত্ব জানিবারে।
ভক্তি-ভাবে নিরবধি সেবা করে যাঁরে ॥
হেন প্রভু দেখিতে পাইনু অযতনে।
মনোরথ পরিপূর্ণ হলো এতদিনে ॥
এইরূপ কহিতে কহিতে আগে গিয়া।
পড়িলেন তাঁহাদের পদে লোটাইয়া ॥
মহাদেব আশীর্ব্বাদ কৈলা তাঁর প্রতি।
আলিঙ্গন করিলা সাদরে ধনপতি ॥
তবে আজ্ঞা লয়ে বসিলেন বিভীষণ।
কুবের তাঁহার প্রতি কহেন বচন ॥
আসিয়াছ পথে সুখে ভ্রাতা বিভীষণ।
কুশলে আছয়ে তব সব বন্ধুগণ ॥
দেখিতেছি কিছু ম্লান তোমার বদন।
কহ কহ কি কারণে চিন্তাযুক্ত মন ॥
কুবেরের এত বাক্য করিয়া শ্রবণ।
নিবেদন করিতে লাগিলা বিভীষণ ॥
প্রভু, করিয়াছি পথে সুখে আগমন।
সম্প্রতি আছয়ে সুখে সব বন্ধুজন ॥
কিন্তু এক দুঃখ হইতেছে উপস্থিত।
এই লাগি আইলাম এখানে ত্বরিত ॥
দশানন দাদা রামচন্দ্রের ভার্য্যারে।
হরিয়া আনিয়াছেন লঙ্কার ভিতরে ॥
তাঁর দূত হয়ে এসেছিলা হনুমান্।
সীতা ভেটি (২) গিয়াছে দহিয়া লঙ্কাখান ॥
সম্প্রতি সে রামচন্দ্র লয়ে কপিগণ।
করেছেন সাগর-কূলেতে আগমন ॥
তাহা জানি কহিলাম আমিহ দাদারে।
সীতা ফিরি দিয়া রাম,সঙ্গে মিলিবারে ॥
তাহা না শুনিয়া মোর কৈলা অপমান।
এ লাগি ত্যজিয়া লঙ্কা আইনু এখান ॥
সম্প্রতি উচিত হয় মোর কি করণ (৩)।
যাহা আজ্ঞা কর, আমি লইনু শরণ ॥
এত বিভীষণ-বাণী শুনি ধনপতি।
কহিবারে আরম্ভ করিলা তার প্রতি ॥
ভ্রাতঃ, ইহা মোরা জানি পূর্ব্বেই হইতে।
তবু জিজ্ঞাসিনু তব বদনে শুনিতে ॥
করিয়াছ যাহা তুমি, এ অতি উচিত।
না হইবে ইথে কোন প্রকার চিন্তিত ॥
বিভীষণ এই ক্ষণে করহ গমন।
যেখানে আছেন রাম সুগ্রীব লক্ষ্মণ ॥
তুমি যাবামাত্র রামচন্দ্র-বরাবর (৪)।
সখা করিবেন তোমা প্রভু রঘুবর ॥
আর সেই নিশাচর-রাজ্য-অধিকারে।
করিবেন অভিষেক অদ্যই তোমারে ॥
সবান্ধবে রাবণে করিয়া বিনাশন।
তোমা রাজ্য দিয়া রাম যাইবেন বন ॥
অতএব ত্যজি তুমি সকল সন্দেহ।
শ্রীরামের নিকটে যাইতে মন দেহ ॥
রাম-সঙ্গে মিলিয়া সকল নিশাচর।
সংহার করহ গিয়া ত্যজি সব ডর ॥

---

(১) মৃত্যুঞ্জয়—মহাদেব; সমুদ্র মন্থনোদ্ভূত বিষপানে মৃত্যুকে জয় করায় ইহার নাম মৃত্যুঞ্জয় হয়। (২) ভেটি—সাক্ষাৎ করিয়া। (৩) করণ কর্ত্তব্য। (৪) বরাবর—নিকটে।

রাবণ অধর্ম্মী দেব-দ্বিজ-দ্রোহকারী।
ত্রিভুবন সুখী কর তাহারে সংহারি॥
হইবেক তবে এই বিশ্বের মঙ্গল।
তোমাতে হবেন তুষ্ট অমর সকল॥
আশীর্ব্বাদ করিবেন তোমা ঋষিগণ।
গাইবে তোমার যশ এ তিন ভুবন॥
বিভীষণ শুনি ইহা পাইল আশ্বাস।
শিব-কুবেরের কথা গাহে কৃত্তিবাস॥

———

শিব কর্ত্তৃক বিভীষণের প্রতি শ্রীরামের আশ্রয় লইতে উপদেশ।

কুবেরের মুখে শুনি এতেক বচন।
অধোমুখ হইয়া ভাবেন বিভীষণ॥
তাহা দেখি পরম দয়ালু শূলপাণি (১)।
কহিতে লাগিলা, তাঁর অভিপ্রায় জানি॥
ভাবিতেছ অকারণে কিবা বিভীষণ।
কর নিজ অগ্রজের বচন পালন॥
যাহ যাহ শ্রীরামের নিকটে ত্বরিত।
করহ নিজের আর সংসারের হিত॥
এত বিরূপাক্ষ (২)-বাণী শুনি বিভীষণ।
কৃতাঞ্জলি হইয়া করেন নিবেদন॥
যে আজ্ঞা করেছ প্রভু তোমা দুইজন।
কার সাধ্য করিবারে ইহার লঙ্ঘন॥
আমি ত শ্রীরাম-কাছে যাইব বলিয়া।
আসিয়াছি গৃহ-ধন-বান্ধব ত্যজিয়া॥
কিন্তু তাহে অনেক সংশয় করে মন।
অনুগ্রহ করি তাহা করহ খণ্ডন॥
আমি যদি রাম-কাছে যাই এইক্ষণ।
করিবেক সব লোক আমার নিন্দন॥
কহিবেক রাবণের বিপদ্ দেখিয়া।
বিভীষণ তারে ছাড়ি গেল দুষ্ট হৈয়া॥
তাহে পুনঃ যদি মোরে রাজ্য দেন রাম।
তবে দোষ ঘুষিবে সংসারে অবিরাম॥
বলিবে সকলে, বিভীষণ রাজ্য-লোভে।
বধিলেক সবান্ধবে অগ্রজে অক্ষোভে (৩)॥
অতএব এক্ষণে যাইতে নহে মন।
পরেতে করিব যে করিবে আজ্ঞাপন॥
এত কহি বিভীষণ বিরত হইল।
হাসি হাসি শিব তারে কহিতে লাগিল॥
একি একি বিভীষণ বড় চমৎকার।
হইতেছে এ সংশয় কিরূপে তোমার॥
কহিতেছি মোরা যাঁরে করিতে আশ্রয়।
তাঁহার ভজনে নাহি সময় নির্ণয়॥
বুঝি রামে আছে তব 'নর' বলি জ্ঞান।
এই লাগি করিতেছ সংশয়-বিধান (৪)॥
হেন বোধ অতিশয় অনুচিত হয়।
শুন শুন কিছু তার স্বরূপ-নির্ণয়॥
সত্য-সুখ-জ্ঞান-ঘন-তনু (৫) রঘুপতি।
পরমাত্মা ভগবান্ কহে শ্রুতি (৬) যতী॥
জীবের নিয়ন্তা অবিচিন্ত্য-শক্তিধর।
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা জগত-ঈশ্বর॥
কেহ তাঁরে ব্রহ্ম বলি করে উপাসন।
কেহ নারায়ণ বলি করয়ে ভজন॥
হয়েছেন তিনি লোকে সম্প্রতি প্রকট (৭)।
সাধিতে ভক্তের সুখ নাশিতে সঙ্কট॥

(১) শূলপাণি—মহাদেব; শূলধারী বলিয়া এই নাম। (২) বিরূপাক্ষ—মহাদেব; বিরূপ অর্থাৎ ঊর্দ্ধে ও দক্ষিণে বামে চক্ষু বলিয়া এই নাম। (৩) অক্ষোভে—কোনো দুঃখবোধ না করিয়া। (৪) সংশয়-বিধান—সন্দেহ। (৫) সত্য-সুখ-জ্ঞান-ঘন-তনু—সত্য, সুখ, জ্ঞানবিশিষ্ট দেহ। (৬) শ্রুতি—বেদ। (৭) প্রকট—প্রকাশ।

সময়-নির্ব্বন্ধ (১) নাহি তাঁহার ভজনে।
করিবে তখনি, হবে ইচ্ছা যবে মনে॥
সেই ত তাঁহার ভক্তি হেন গুণ ধরে।
ইচ্ছা মাত্র সংসারের মায়া ত্যাগ করে॥
তুমি ত ত্যজিয়া আসিয়াছ বন্ধু-জনে।
জানিতেছি ইথে তব ইচ্ছা জাগে মনে॥
অতএব সংশয় করহ কি কারণ।
যাহ যাহ, কর গিয়া শ্রীরামে সেবন॥
যাঁরে মোরা ধ্যান করি দেখি মনোরথে।
ভাগ্যগুণে রয়েছেন তিনি নেত্র-পথে॥
প্রত্যক্ষ-দর্শন সুখে ইথে পরিহরি।
কেন ক্লেশ পাইবে অন্তত্র ধ্যান করি॥
ইহা লাগি কহিতেছি আমি বার বার।
যাহ রাম-সন্নিকটে ত্যজিয়া বিচার॥
তবে যে বলিলে গালি দিবে লোকাবলী।
বিবাদ-সময়ে বন্ধু ত্যাগ কৈল বলি॥
এ কথা ত কভু শুনিবার যোগ্য নয়।
ভকতি জন্মিলে কেবা কোথা গৃহে রয়॥
তাহে প্রভু রয়েছেন প্রকট হইয়া।
কিরূপে থাকিবে তাঁরে নেত্রে না দেখিয়া॥
আর দেখ রতি জন্মে যাহার ভজনে।
সেহ ত্যাগ করে গুণবান্ বন্ধুজনে॥
রাম-সেবা লাগি ত্যজি দুষ্ট বন্ধুজন।
তুমিহ কিরূপে হবে নিন্দার ভাজন॥
বরঞ্চ তোমার এই যশ ত্রিভুবনে।
গান করিবেক সর্ব্বস্থানে বিজ্ঞজনে॥
আর যে কহিলে যদি রাজ্য দেন রাম।
তব দোষ ঘুষিবে সংসারে অবিরাম॥
এ কথাও উচিত না হয় শুনিবার।
যেহেতু রাজ্যের আশা নাহিক তোমার॥
যদি তুমি রাজ্য পাব বলিয়া যাইতে।
বরঞ্চ তোমারে সবে পারিত নিন্দিতে॥
তিনি যদি বলে (২) রাজা করেন তোমারে।
ইথে কেন অপযশ গাইবে সংসারে॥
দেখ দেখি বধ করি প্রহ্লাদ-পিতারে।
নৃসিংহ করিলা রাজা শিশু প্রহ্লাদেরে॥
ইথে তাঁর বিগান (৩) কয়য়ে কোন জন।
বরঞ্চ করয়ে সবে যশঃ-প্রশংসন॥
তাই বধ করি দশাননে শার্ঙ্গপাণি (৪)।
রাজ্য দিবে তোমা, তাহে কি দোষ না জানি॥
মিত্র যে কহিলা বধিবারে দশাননে।
তাহাতেও কিছু দোষ নাহি লয় মনে॥
শান্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ যাবতীয় মুনিগণ।
তাঁহারাও দুষ্টবধে করে আয়োজন॥
দেখ বেণ নামে রাজা অধার্ম্মিক ছিল।
মুনিগণ তারে নানামতে শিখাইল॥
সেহ যবে না শুনিল তাঁদের বচন।
হুঙ্কারে করিলা তারে তাঁহারা নিধন॥
তুমিও রাবণ-বধে কর আয়োজন।
না হইবে কোনমতে অধর্ম্ম-ভাজন॥
তাহে পুনঃ হবে ইথে রাম-অবতার।
জন্মিবে রামের প্রীতি সংসারের সার॥
রাম লাগি যদি কেহ করে পাপ-কর্ম্ম।
সেহ হয় সর্ব্বশাস্ত্র-সিদ্ধ মহাধর্ম্ম॥
অতএব সকল সংশয় পরিহরি।
যাহ রাম নিকটেতে তুমি ত্বরা করি॥

(১) সময়-নির্ব্বন্ধ—সময়ের বাঁধা ধরা। (২) বলে—জোর করিয়া; এখানে বিভীষণের অমতে এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। (৩) বিগান—অখ্যাতি। (৪) শার্ঙ্গ পাণি—বিষ্ণু; বিষ্ণুর ধনুকের নাম শার্ঙ্গ।

রাম-কার্য্য সাধ গিয়া করি প্রাণপণ।
তরিবে সকল দুঃখ, পাবে প্রেম-ধন॥
মহেশের মুখে শুনি এতেক বচন।
অতি আনন্দিত-চিত হৈলা বিভীষণ॥
অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল নয়ন।
গদগদ ভাষেতে করেন নিবেদন॥
প্রভু, অনুগ্রহ-দৃষ্টি-বলেতে তোমার।
সকল সংশয় নষ্ট হইল আমার॥
জানিতেছি কৃতার্থ যে করিলা আমারে।
আজ্ঞা দাও, যাই এবে রামে দেখিবারে॥
এতে কহি মহেশের অনুজ্ঞা লইয়া।
প্রদক্ষিণ কৈল তাঁরে ভকতি করিয়া॥
পুনঃপুনঃ প্রণাম করেন পঞ্চাননে।
সুন্দরকাণ্ডেতে গীত কবিরত্ন ভণে॥

—

শ্রীরাম-বিভীষণ মিলন ও শ্রীরাম কর্ত্তৃক বিভীষণের লঙ্কা-রাজ্যে অভিষেক।

এইরূপে প্রণাম করিয়া পঞ্চাননে।
পরে প্রণমিলা শিবা (১) আর বৈশ্রবণে (২)॥
তবে চারিজন মন্ত্রী সঙ্গেতে লইয়া।
চলিলা শ্রীরাম-কাছে আনন্দিত-হিয়া॥
আকাশে রামের পাশে যায় বিভীষণ।
সাগর-কূলেতে থাকি দেখে কপিগণ॥
সম্ভ্রমে বানর-সৈন্য করে তোলা-পাড়া।
পাদপ পাথর ল'য়ে সবে হয় খাড়া॥
মহাবল-পরাক্রম দেখিতে ভীষণ।
সবে বলে মার মার এই ত রাবণ॥

অন্তরীক্ষে থাকি বলে আমি বিভীষণ।
রামের চরণে আমি লভিব শরণ॥
কহে বিভীষণের সংবাদ দূতগণ।
বসিলেন মন্ত্রণা করিতে মন্ত্রিগণ॥
সুগ্রীব বলেন, শুন, এ নহে উচিত।
ছল করি যদি আর করে বিপরীত॥
জাম্ববান্ পাত্র বলে, বুদ্ধে বৃহস্পতি।
বৈরীরে নিকটে আনা নহে মম মতি॥
হেনকালে কহে আসি বীর হনূমান্।
এই বিভীষণ মোরে দিল প্রাণদান॥
মিত্রতা যদ্যপি হয় রাম-বিভীষণে।
সংহারিব বিভীষণ-সহায়ে রাবণে॥
শ্রীরাম বলেন, শুন, সুগ্রীব ভূপতি।
অন্য রূপ না ভাবিহ বিভীষণ-প্রতি॥
আপনার দোষ মিত্র, না দেখি আপনি।
তোমাকেই মিত্রতার সাক্ষী আমি জানি॥
কাতর হইয়া যেবা লইল শরণ।
পরলোক নষ্ট, যদি না করে পালন॥
পুরাণের কথা কহি কর অবধান।
শিবি নামে রাজা ছিল ধর্ম্ম-অধিষ্ঠান॥
পলায় কপোত-পক্ষী সাঁচানের (৩) ডরে।
ত্রাসেতে পড়িল শিবি-নৃপতির ক্রোড়ে॥
যত্ন করি নরপতি সেই পক্ষী রাখে।
প্রাচীরে সাঁচান পক্ষী নৃপতিরে ডাকে॥
আপনার ভক্ষ্য আমি করিব আহার।
হেন ভক্ষ্য রাখ রাজা নহে ব্যবহার॥
রাজা বলে, পক্ষী মম লভিল শরণ।
তোমারে অপর দিয়া করাব ভোজন॥
সাঁচান বলিল, যদি কর পরিত্রাণ।
আপন গায়ের মাংস মোরে দেহ দান॥

(১) শিবা—দুর্গা। (২) বৈশ্রবণে—কুবেরকে। (৩) সাঁচান - বাজপাখী; শিকরে পাখী।

রাজ-ভোগে মাংস তব অতীব সুস্বাদ।
এ মাংস খাইলে মোর ঘুচে অবসাদ ॥
শুনি সাঁচানের কথা রাজার উল্লাস।
তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়া নিজ গায়ে কাটে মাস ॥
তিলার্দ্ধ নাহিক স্থান সর্ব্ব অঙ্গ কাটে।
ভোজন করায় তারে যত ধরে পেটে ॥
বহিয়া শিবির গাত্র রক্ত বহে স্রোতে।
আপন গায়ের রক্তে সিংহাসন তিতে ॥
সেইত পুণ্যেতে রাজা গেল স্বর্গবাস।
শরণাগতেরে না রাখিলে সর্ব্বনাশ ॥
বিভীষণ থাক্, যদি আইসে রাবণ।
হইলে শরণাগত, করিব পালন ॥
রামের আজ্ঞায় কপি গেল অন্তরীক্ষে।
বিভীষণে আনিবারে রামের সমক্ষে ॥
সুগ্রীব রাজার আগে করে সম্ভাষণ।
পরম আনন্দে কোল দিল দুই জন ॥
বিভীষণ সুগ্রীব চলিল রাম-স্থানে।
বিভীষণ পড়ে গিয়া শ্রীরাম-চরণে ॥
রাবণের ভাই আমি, নাম বিভীষণ।
তোমার চরণে আমি লইনু শরণ ॥
শ্রীরাম বলেন, বলি শুন বিভীষণ।
মন্ত্রণা করিয়া বুঝি পাঠায় রাবণ ॥
শুনিয়া রামের কথা কহে বিভীষণ।
তোমার চরণ মাত্র লইব শরণ ॥
ইহা ভিন্ন যদি অন্যদিকে ধায় মন।
তবে যেন হই আমি কলির ব্রাহ্মণ ॥
হইব, কলির রাজা, সহস্র-তনয় (১)।
এই তিন দিব্য (২) প্রভু করিনু নিশ্চয় ॥
তিন দিব্য করিল রাক্ষস বিভীষণ।
ওই তিন দিব্য শুনি হাসেন লক্ষ্মণ ॥
হেনকালে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ।
বহু দিনে শুনিলাম অপূর্ব্ব কথন ॥
এক পুত্র হেতু লোক করে আরাধন।
সহস্র পুত্রের বর মাগে বিভীষণ ॥
রাজা হইবার তরে তপ করি মরে।
হেন দিব্য করে রাম তোমার গোচরে ॥
শ্রীরাম বলেন, অল্প-বুদ্ধি রে লক্ষ্মণ।
বড় দিব্য করিল রাক্ষস বিভীষণ ॥
এই দিব্যে লক্ষ্মণ আমার পরিতোষ।
কলির ব্রাহ্মণ ভাই শুন তার দোষ ॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ এই মহাপাপ।
এই সব পাপে বিপ্র পায় বড় তাপ ॥
প্রতিগ্রহ (৩) করিবেন উদর-কারণ।
প্রতিগ্রহ মহাপাপ, নাহিক তারণ ॥
এই সব পাপে যেবা করে অনাচার।
সে পুত্রের পাপে সব মজিবে সংসার ॥
কলির রাজা প্রজা যদি না করে পালন।
সে পাপে রাজার হয় অকালে মরণ ॥
আর সব দোষ আছে তাহা কব পাছে।
বিভীষণে রাজা করি রাখ মম কাছে ॥
সর্ব্ব সেনাপতি আন সাগরের বারি।
লঙ্কার রাজত্ব দেই বিভীষণোপরি ॥
শ্রীরামের আজ্ঞা যেন পাষাণের রেখ (৪)।
সেই স্থলে বিভীষণে করে অভিষেক ॥
শ্রীরামের বচন লঙ্ঘিবে কোন্ জনা।
বিভীষণ রাজা হৈল জগতে ঘোষণা ॥

---

(১) সহস্র-তনয়—সহস্র পুত্র যার অর্থাৎ সহস্র পুত্রের পিতা। (২) কলির ব্রাহ্মণ কাম-ক্রোধাদি রিপুর বশীভূত হইয়া উদর-পোষণের জন্য প্রতিগ্রহরূপ পাপকার্য্য করে; কলির রাজা প্রজাপালনে বিরত হইয়া পাপভাগী হয়, এবং বিভিন্ন-প্রকৃতি সহস্র পুত্রের পিতাকে পুত্রগণের ব্যবহারে সর্ব্বদাই কষ্ট পাইতে হয়—বিভীষণের শপথ-বাণীতে ইহারই ইঙ্গিত আছে। (৩) প্রতিগ্রহ—দান গ্রহণ। (৪) রেখ—দাগ।

ছত্র দণ্ড দিল তারে স্বর্ণ লঙ্কাপুরী।
অভিষেক করি দিল রাণী মন্দোদরী॥

শ্রীরাম কর্ত্তৃক সাগরের উপাসনা ও নিগ্রহ এবং সাগর কর্ত্তৃক শ্রীরামের প্রতি সেতু-বন্ধনের উপদেশ।

সুগ্রীব বলেন, সিন্ধু তরিতে উপায়।
বিভীষণ প্রতি জিজ্ঞাসিতে যে জুয়ায় (১)॥
শ্রীরাম বলেন, বিভীষণ বল সার।
কি প্রকারে সাগর হইব আমি পার॥
বিভীষণ বলে, সে সগর মহীপতি।
সাগর খনিল, যত তাঁহার সন্ততি॥
তব পূর্ব্ব-পুরুষেরা সাগর প্রকাশে।
সাগর দিবেন দেখা, থাক উপবাসে॥
সাগরের কূলে শয্যা করিলেন কুশে।
তদুপরি রহিলেন রাম উপবাসে॥
তিন উপবাস গেল, না দেখি সাগরে।
কহিলেন লক্ষ্মণেরে কুপিত অন্তরে॥
আজি আমি সাগরেরে দিব ভাল শিক্ষা।
ধনুর্ব্বাণ আন ভাই, কিসের অপেক্ষা॥
প্রথমে করিলে স্তব নাহি ফল দেখে।
মারিব সাগরে আজি, কার বাপে রাখে॥
তিন উপবাস করি তার আরাধনে।
সাগর শুষিব আজি, অগ্নিজাল বাণে॥
আজি সাগরের আমি লইব পরাণ।
অগ্নিজাল বাণ রাম পূরেন সন্ধান॥
অগ্নিবাণ-প্রভাবেতে শুকায় সাগর।
পুড়িয়া মরিল মৎস্য কুম্ভীর মকর॥
চলিল পাতালে সপ্ত সাগরের পাশ॥
বাণ দেখি সাগরের লাগিল তরাস॥
ভয় পেয়ে সাগর কাঁপয়ে থর থর।
মাথার ধবল-ছত্র টলিল সত্বর॥
বাণ গিয়া প্রবেশিল শ্রীরামের তূণে।
সাগর পড়িল আসি রামের চরণে॥
এত ক্রোধ মোরে কেন, শুন গদাধর।
তব পূর্ব্ববংশ এই করিল সাগর॥
তুমি মোরে নষ্ট কর, এ নহে বিচার।
কোন্ অপরাধ আমি করিনু তোমার॥
শ্রীরাম বলেন, তবে সাগর নৃপতিরে।
তিন দিন উপবাসী আছি তব তীরে॥
মোর সীতা চুরি কৈল পাপিষ্ঠ রাবণ।
লঙ্কায় যাইব তার উদ্দেশ কারণ॥
বানর কটক সব হইবেক পার।
উপবাস দিয়া দেখা না পাই তোমার॥
এই হেতু অগ্নিবাণ জলেতে ছাড়িনু।
তুমি না আসাতে আমি বাণ যে মারিনু॥
আড়ে দশ যোজন, দীর্ঘে দশগুণ তার।
জল ছাড়ি দেহ তুমি, বানর হউক পার॥
এত শুনি জোড়হস্তে বলেন সাগর।
মোর জল মিশিয়াছে পাতাল ভিতর॥
কেমনে হইবে পথ না দেখি উপায়।
এক যুক্তি আছে রাম কহিব তোমায়॥
বিশ্ব-কর্ম্ম-পুত্র নল-নামে যে বানর।
তোমা-হেতু মুনি-স্থানে পাইয়াছে বর॥
জহ্নুমুনি তাহারে পালিল শিশু কালে।
দণ্ড কমণ্ডলু তাঁর ফেলে দিত জলে॥
নিত্য হারাইয়া তাহা নিত্য সৃজে মুনি।
আর দিন ধ্যান করি জানিলা আপনি॥
স্বয়ং বিষ্ণু হইবেন রাম-অবতার।
সাগর বাঁধিয়া সৈন্য করিবেন পার॥

---

(১) জুয়ায়—উচিত হয়।

এতেক ভাবিয়া মুনি দিলা বরদান।
নল-স্পর্শে সলিলেতে ভাসিবে পাষাণ ॥
সাগর বান্ধিতে সেনাপতি কর নলে।
নল-স্পর্শে পাষাণ ভাসিবে মোর জলে ॥
তোমার কটকে আছে নল বীরবর।
তারাহ পরশে জলে ভাসয়ে পাথর ॥
গাছ পাথর জোড়া লাগে পরশে তাহার।
জাঙ্গাল বান্ধিয়া রাম হ'য়ে যাও পার ॥
তোমার কারণ আমি লইব বন্ধন।
পার হ'য়ে বধ কর পাপিষ্ঠ রাবণ ॥
এত কহি জোড় করে সাগর তখন।
ভক্তিভরে শ্রীরামের করেন স্তবন ॥
আপনা না জান তুমি দেব গদাধর।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তুমিত ঈশ্বর ॥
বিশ্বের আরাধ্য তুমি অগতির গতি।
নিদান সৃজিতে সৃষ্টি, তুমি প্রজাপতি ॥
তুমি সৃষ্টি, তুমি স্থিতি, তোমাতে প্রলয়।
কালে মহাকাল বিশ্ব কালে কর লয় ॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি চরাচর।
কুবের বরুণ তুমি যম পুরন্দর ॥
তুমি নিরাকার, সাকার রূপে তুমি।
তোমার মহিমা সীমা কি জানিব আমি ॥
না জানি ভকতি স্তুতি শুন রঘুবর।
শ্রীচরণে স্থান মোরে দেহ গদাধর ॥
তুমি হে অনাদ্য আদ্য অসাধ্য-সাধন।
কটাক্ষে ব্রহ্মাণ্ড তুমি কর বিনাশন ॥
অখণ্ডল চঞ্চল চিন্তিয়া শ্রীচরণ।
কটাক্ষে করুণা কর কৌশল্যা-নন্দন ॥
জন্মিয়া ভারত-ভূমে আমি দুরাচার।
ক'রেছি পাতক কতক সংখ্যা নাহি তার ॥
বিদায় করহ, আমি যাই নিজ স্থান।
এত বলি পদতলে করিল প্রণাম ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব রচন।
গাইল সুন্দরকাণ্ড গীত রামায়ণ ॥

নল কর্তৃক সাগরে সেতু বন্ধন

সাগর চলিয়া গেল নিজ নিকেতন।
'নল' বলি ডাক দিল দেব নারায়ণ ॥
ধাইয়া আইল নল রাম-বিদ্যমান।
ভূমি লুঠি পদতলে করিল প্রণাম ॥
শ্রীরাম বলেন, নল কহি যে তোমারে।
তুমি হেন বীর আছ কটক ভিতরে ॥
সাগর বান্ধিতে তুমি হও বলবান্।
এত দুঃখ পাই আমি তোমা বিদ্যমান ॥
আমি লঙ্কা জিনিব তোমার করি আশ।
এত শক্তি ধর, শুনি সাগরের পাশ ॥
নল বলে, প্রভু রাম, নিবেদন করি।
ক্ষুদ্র কপি, আমি তাই জ্ঞাতি-লোকে ডরি ॥
জ্ঞাতি-ভয়ে সেই কথা না করি প্রকাশ।
জ্ঞাতি-রোষে হয় পাছে জীবন-বিনাশ ॥
বড় বড় কপি আছে জীব-অবতার।
কেমনে তাহার আগে করি অঙ্গীকার ॥
যখন ছিলাম আমি জহ্নু মুনি-ঘরে।
তাহার বৃত্তান্ত কিছু কহিব তোমারে ॥
মান-সরোবরে দণ্ড কমণ্ডলু ল'য়ে।
জহ্নু মুনি বসি সন্ধ্যা করেন আসিয়ে ॥
দণ্ড কমণ্ডলু মুনি রাখে তার তীরে।
তাহা আমি তুলি ল-য়ে ফেলিতাম নীরে ॥

নিত্য দণ্ড কমণ্ডলু করেন সৃজন।
আমারে দেখিয়া মুনি বলেন বচন॥
দণ্ড কমণ্ডলু জলে ফেলিতাম ব'লে।
তাই একদিন মুনি মোর প্রতি বলে॥
আমি বর দিব তোরে শুন রে বানর।
তুই ছুঁলে জলে যেন ভাসয়ে পাথর॥
গাছ পাথর জোড়া লাগে তোমার পরশে।
তুই ছুঁলে গাছ পাথর জলে যেন ভাসে॥
মুনির বরেতে আমি বান্ধিব সাগর।
প্রতিজ্ঞা করিয়া বলি তোমার গোচর॥
এক মাসে বান্ধি দিব শতেক যোজন।
গাছ পাথর আনি দিক যত কপিগণ॥
সাগর বান্ধিতে নল অঙ্গীকার করে।
হরিষ হইল রাজা সুগ্রীব বানরে॥
রাম-জয় বলিয়া ডাকয়ে কপিগণ।
সাগর বাধিতে চলে হরষিত মন॥
শ্রীরামে প্রণাম করি নল বীর চলে।
সাগর বান্ধিতে বীর বৈসে গিয়া জলে॥
আছিল নলের বন সাগরের তীরে।
তাহা ভাঙ্গি ফেলে দিল জলের উপরে॥
সাগর উপরে গাছ দিল বিছাইয়া।
উপরে পাথর সব দিল চাপাইয়া॥
প্রস্থে দশ যোজন সে করয়ে বন্ধন।
গাছ পাথর যোগাইয়া দেয় কপিগণ॥
দীর্ঘে এক যোজন বান্ধিল এক দিনে।
উত্তরে আরম্ভ করি চলিল দক্ষিণে॥
বসিলেক নল বীর জাঙ্গাল-উপরে।
পর্ব্বত আনিয়া দেয় সকল বানরে॥
মুদ্গরের বাড়ি পড়ে মহাশব্দ শুনি।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে কপি রামজয় ধ্বনি॥
পর্ব্বত আনিয়া দেয় পবন-নন্দন।
নল বীর বসি করে সাগর বন্ধন॥
দশ যোজন সাগর যে হইল বন্ধন।
কৃত্তিবাস গাইলেন গীত রামায়ণ॥

নলের প্রতি হনুমানের ক্রোধ ও শ্রীরাম কর্ত্তৃক সান্ত্বনা

সাগর বান্ধয়ে নল, হনুমান্ মহাবল,
আনি দেয় শিলা বৃক্ষগণ।
জাঙ্গালের দুই ভিতে, সুন্দর পাথর গাঁথে,
আনন্দে নাচয়ে কপিগণ॥
জাঙ্গালের মাঝে মাঝে, রজত পাথর সাজে,
নল করে বিচিত্র নির্ম্মাণ।
গঠিছে আওয়াস ঘর, থাকিবেন রঘুবর,
হেনমতে গঠে স্থানে-স্থান॥
মাথায় পর্ব্বত ল'য়ে, হনুমান্ দেয় বয়ে,
বাম হাতে ধরে বীর নল।
মহাক্রোধে হনুমান্, পর্ব্বত আনিতে যান,
বুঝি বেটা কত ধরে বল॥
ধায় বীর মনোদুঃখে, চলিল উত্তরমুখে,
যথা গিরি সে গন্ধমাদন।
দেখি পর্ব্বতের চূড়া, লাথি মারি করে গুঁড়া,
লোমে লোমে করয়ে বন্ধন॥
দুই হাতে দুই গিরি, লইয়া মস্তকোপরি,
অমনি পবনবেগে ধায়।
যায় বীর মহাতেজে, এক গিরি বান্ধি লেজে,
শূন্যের উপরি চলি যায়॥
রবির কিরণ নাই, অন্ধকার সর্ব্ব ঠাঁই,
চমকিয়া চাহে বীর নল।

ক্রোধে আসে হনুমান্, নলের উড়িল প্রাণ,
উঠিয়া পলায় মহাবল ॥
শ্রীরামের কাছে গিয়া, ভূমি লুঠি প্রণমিয়া,
বন্দিয়া কহেন জোড়হাত।
হনুমান্ আনে গিরি, বামহাতে আমি ধরি,
কর্ম্মীর স্বভাব রঘুনাথ ॥
ক্রোধ করি মোর পরে, আইসে পবনভরে,
পর্ব্বত লইয়া বহুতর।
কুপিয়াছে হনুমান্, লইবে আমার প্রাণ,
উদ্ধার করহ রঘুবর ॥
নলের ক্রন্দন শুনি, দুঃখী হৈলা রঘুমণি,
পথ মাঝে দাণ্ডাইল গিয়া।
রামের উপর দিয়া, যাইবারে না পারিয়া,
চলে বীর ভূমিতে নামিয়া ॥
কহিছেন প্রভু রাম, শুন বীর হনুমান্,
নলে ক্রোধ কর কি কারণ।
হনুমান্ কহে বাণী, জোড় করি দুই পাণি,
শুন রাম কমল-লোচন ॥
করি আমি প্রাণপণ, আনিতে পর্ব্বতগণ,
বাম হাতে নল তাহা ধরে।
এই হেতু ক্রোধ করি, আনিনু অনেক গিরি,
চাপা দিতে এ নল বানরে ॥
এত শুনি কহে রাম, ত্যজ বাপু অভিমান,
কর্ম্মীর স্বভাব এই কাজ।
বাম হাত আগে চলে, ক্রোধ না করহ নলে,
তোমার নাহিক ইথে লাজ ॥
শুন বাছা হনুমান্, মোর কার্য্যে অবধান,
নল বীরে কর প্রীতি মনে।
নলের ধরিয়া হাত, কহিছেন রঘুনাথ,
সমর্পিয়া দিল হনুমানে ॥
কোলাকুলি দুই জন, হ'য়ে হরষিত মন,
জাঙ্গালে উঠিল গিয়া নল।
কৃত্তিবাস কহে রাম, জপিব তোমার নাম,
এই ভক্তি হউক অচল ॥

বানরসৈন্য সহ শ্রীরামের লঙ্কা যাত্রা ও সেতুতে শিব-প্রতিষ্ঠা।

যে পর্ব্বত এনেছিল পবন-নন্দন।
দশ যোজন তাহাতে যে হইল বন্ধন ॥
কুড়ি যোজন বান্ধা গেল অলঙ্ঘ্য সাগর।
আসিয়া দেখিয়া যায় যত নিশাচর ॥
কাষ্ঠবিড়াল সব আইল তথাকারে।
লাফ দিয়া পড়ে গিয়া সাগরের নীরে ॥
অঙ্গেতে মাখিয়া বালি ঝাড়য়ে জাঙ্গালে।
ফাঁক যত ছিল তাহা মারিল বিড়ালে ॥
যাতায়াত করে সদা বীর হনুমান্।
বিড়ালেরে চারিদিকে ফেলে দিয়া টান ॥
কান্দিয়া কহিল সবে রামের গোচর।
মারিয়া পাড়য়ে (১) প্রভু, পবন-কোঙর ॥
হনুমানে ডাকিয়া কহেন প্রভু রাম।
কাষ্ঠবিড়ালেরে কেন কর অপমান ॥
যেমন সামর্থ্য যার বান্ধুক সাগর।
শুনিয়া লজ্জিত হৈল পবন-কোঙর ॥
সদয়-হৃদয় বড় প্রভু রঘুনাথ।
কাষ্ঠবিড়ালের পৃষ্ঠে বুলাইলা হাত ॥
চলিল সবাই তবে জাঙ্গাল উপর।
হনুমান্ বলে, শুন সকল বানর ॥
কাষ্ঠবিড়ালেরে কেহ কিছু না বলিবে।
সাবধান হ'য়ে সবে জাঙ্গালে চলিবে ॥

(১) মারিয়া পাড়য়ে—মারিয়া ফেলে।

পর্ব্বত আনিয়া দেয় পবন-নন্দন।
কুড়ি দিনে বান্ধা গেল সত্তরি যোজন ॥
লঙ্কাপুরে প্রবেশিয়া বীর হনুমান্।
প্রাচীর ভাঙ্গিয়া সব কৈল খান খান ॥
বহিয়া আনিয়া তাহা সকল বানর।
নবতি যোজন বান্ধে প্রবল সাগর ॥
লাফ দিয়া যায় তায় বানর জোড়া জোড়া।
লঙ্কার ভাঙ্গিয়া আনে দেউলের চূড়া ॥
আড়েওড়ে (১) থাকিয়া রাক্ষস দেয় উঁকি।
মালসাট (২) মারে বানর দেখায় ভাবকি (৩) ॥
আনন্দে করয়ে নল সাগর বন্ধন।
একমাসে (৪) বান্ধা গেল শতেক যোজন ॥
উত্তরের জাঙ্গাল ঠেকিল দক্ষিণ কূলে।
রাম-জয় বলিয়া বানর সব বুলে ॥
জাঙ্গাল বান্ধিল বিশ্বকর্ম্মার নন্দন।
সকল দেবতা করে পুষ্প বরিষণ ॥
জাঙ্গাল সমাপ্ত করি নল বীর চলে।
প্রণাম করিল গিয়া রাম-পদ-তলে ॥
ভূমি লুঠি ঘন ঘন করি প্রণিপাত।
জোড় হস্ত করি বলে, শুন রঘুনাথ ॥
জাঙ্গাল সমাপ্ত করি বান্ধিনু সকল।
রক্ষক রহিল হনুমান্ মহাবল (৫) ॥
এত শুনি সন্তুষ্ট হইল রঘুনাথ।
নলে আশীর্ব্বাদ করি পৃষ্ঠে দেন হাত ॥
ধন নাই নল, কিবা করিব প্রসাদ।
এখন লহ রে বাপু মোর আশীর্ব্বাদ ॥
সীতার উদ্ধার করি যাব অযোধ্যায়।
অমূল্য রতন নানা দিব হে তোমায় ॥
নল কহে তাহে কার্য্য নাহি নারায়ণ।
ব্রহ্মার বাঞ্ছিত দেহ অমূল্য রতন ॥
কমলা যাঁহার সদা করেন সেবন।
যাঁহা লাগি যোগী হৈল দেব পঞ্চানন ॥
মোর শিরে দেহ রাম চরণ তোমার।
ইহা হৈতে অমূল্য রতন নাহি আর ॥
শুনিয়া সন্তুষ্ট রাম কমল-লোচন।
নলের মাথায় দিলা দক্ষিণ চরণ ॥
প্রসাদ লইল নল ভূমি লোটাইয়া।
রাম-জয় বলি সবে বেড়ায় নাচিয়া ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র কপিরাজ।
জাঙ্গাল দেখিতে চল সাগরের মাঝ ॥
রাম-জয় বলি উঠে সূর্য্যের নন্দন (৬)।
আগে আগে চলিলেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
সুগ্রীব চলিল আর রাজা বিভীষণ।
অঙ্গদ চলিল সঙ্গে যত বীরগণ ॥
চিত্র বিচিত্র দেখি জাঙ্গাল বন্ধন।
ধন্য ধন্য নল বিশ্বকর্ম্মার নন্দন ॥
দেবতা অসুর নাগ দেখি চমৎকার।
হেন বুঝি সাগর পরিল গলে হার ॥
শ্রীরাম বলেন, নল, শুনহ বিশেষ।
দেউল গঠিয়া দেহ পূজিতে মহেশ ॥
এত শুনি নল বীর হইয়া সত্বর।
দেউল গঠিল সেই জাঙ্গাল-উপর ॥
পর্ব্বত আনিয়া দেয় পবন নন্দন।
চিত্র বিচিত্র করে দেউল গঠন ॥
শ্বেতবর্ণ শিব গঠি তাহার ভিতর।
নল জানাইল গিয়া রামের গোচর ॥

(১) আড়েওড়ে—আড়ালে। (২) মালসাট—বাহু ঠোকা। (৩) ভাবকি—মুখ-ভেংচানি। (৪) বাল্মীকির মতে ছয় দিনে। (৫) মূল রামায়ণে বিভীষণ। (৬) সূর্য্যের নন্দন—সুগ্রীব।

শ্রীরাম বলেন, শুন পবন-কুমারে।
শ্বেত-পদ্ম সহস্র আনিয়া দেহ মোরে ॥
এত শুনি চলে বীর পবন-নন্দন।
কৈলাসেতে যথা কুবেরের পদ্ম-বন ॥
তাহার মধ্যেতে আছে এক সরোবর।
ফুটিয়াছে পুষ্পসব জলের উপর ॥
সহস্র কমল তুলি পবন-নন্দন।
আনিয়া দিলেন বীর যথা নারায়ণ ॥
শিব-পূজা করিতে বসিলা ভগবান।
কৈলাস ছাড়িয়া শিব হৈলা অধিষ্ঠান ॥
দুই হাত ধরিয়া রামের ত্রিলোচন।
দুই জন হরষিত প্রেম-আলিঙ্গন ॥
মহেশ বলেন, প্রভু, পূজা কর কার।
রাম, তুমি ইষ্টদেব হও যে আমার ॥
শ্রীরাম বলেন, তুমি মোর ইষ্ট হও।
রাবণ বধিতে তুমি পুষ্প-জল লও ॥
শিব বলেন, আমার সেবক দশানন।
সীতা চুরি কৈল, তার হউক মরণ ॥
তোমার বাণেতে হবে সবংশে সংহার।
বড় প্রিয় লঙ্কেশ্বর আছিল আমার ॥
না চিনিল ইষ্টদেব প্রভু রঘুবর।
আপন মরণ সেই কৈল স্থিরতর ॥
আয়ুঃশেষ হৈল ধরি জানকীর চুলে।
শাপ দিলা সীতা তারে মনের আকুলে ॥
এই হেতু হবে তার সংবংশে সংহার।
শীঘ্র চলি যাহ রাম, সাগরের পার ॥
এত বলি দুই জনে করিয়া প্রণাম।
কৈলাসে গেলেন শিব বলি রামনাম ॥

শ্রীরামের সসৈন্য লঙ্কায় প্রবেশ।

শ্রীরাম চলিলা তবে সহিত লক্ষ্মণ।
পশ্চাতে সুগ্রীব রাজা আর বিভীষণ ॥
দক্ষিণ চাপিয়া চলে মন্ত্রী জাম্ববান্।
আগে আগে ধাইয়া চলিল হনূমান্ ॥
চলিল অঙ্গদ বীর ল'য়ে সেনাগণ।
এক চাপে চলে ঠাট মেঘের গর্জ্জন ॥
রাম-জয় বলিয়া ছাড়য়ে সিংহনাদ।
শুনিয়া রাক্ষসগণ গণিল প্রমাদ ॥
রাবণেরে কহে গিয়া যত নিশাচর।
আইলা শ্রীরাম পার হইয়া সাগর ॥
পার হ'য়ে লঙ্কায় উঠিল নারায়ণ।
রাম-জয় বলি ডাকে যত কপিগণ ॥
দূরে ছিলা সীতাদেবী, দূরে ছিলা রাম।
দুই জনে আসিয়া হইলা এক স্থান ॥
পোহাইতে আছে তখন রাত্রি প্রহর দেড়।
রামের কটকে লঙ্কাপুরী কৈল বেড় ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব রচন।
সুন্দরকাণ্ডেতে গাইলেন গীত রামায়ণ ॥

গ্রন্থকারের প্রার্থনা।

তোমার চরণে এই নিবেদন রাম।
ধন-পুত্র-লক্ষ্মী দিয়া পূর মনস্কাম ॥
ইহা বিনা কিছু মম নাহি প্রয়োজন।
মনের বাসনা পূর্ণ কর নারায়ণ ॥
তব পদে ভক্তি সদা, মাগি এই বর।
মরণে চরণ দিও রাম গদাধর ॥

এই দয়া কর রাম দয়ার ঠাকুর।
পাপে মুক্ত করি মোরে লবে নিজপুর ॥
রাম রাম প্রভু রাম কমল-লোচন।
কৃপা কর রামচন্দ্র, লইনু শরণ ॥
তোমা বিনা অকিঞ্চনের কেহ নাহি আর।
চরণে ও পদে মতি রহিবে আমার ॥
এই নিবেদন মোর শুন নারায়ণ।
গঙ্গাজলে রাম ব'লে ত্যজি এ জীবন ॥

সচিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ

লঙ্কাকাণ্ড

কেকিকণ্ঠাভনীলং সুরবরবিলসদ্বিপ্রপাদাব্জচিহ্নং
শোভাঢ্যং পীতবস্ত্রং সরসিজনয়নং সর্ব্বদা সুপ্রসন্নং।
পাণৌ নারাচচাপং কপিনিকরযুতং বন্ধুনা সেব্যমানং
নৌমীড্যং জানকীশং রঘুবরমনিশং পুষ্পকারূঢ়রামম্ ॥

শুক-সারণ কর্ত্তৃক রাম-সৈন্য-পরিদর্শন ও রামচন্দ্রের ক্ষমা প্রদর্শন।

বান্ধা গেল সাগর, কটক হৈল পার।
দিনে দিনে রাবণের টুটে (১) অহঙ্কার ॥
ফাঁফর (২) হইল রাজা গণি মনে মনে।
দুই চর শুক আর সারণেরে ভণে (৩) ॥
শুন শুক-সারণ, তোমরা বুদ্ধিমান্।
চর্চ্চ (৪) গিয়া রামের কটক কিপ্রমাণ ॥
পাথরেতে বান্ধা গেল সাগর গভীর।
ত্রিভুবনে হেন কর্ম্ম করে কোন্ বীর ॥
ভাল মতে জান বিভীষণের যে মতি।
একে একে জান সব যোদ্ধা সেনাপতি ॥
বল বুদ্ধি জান সব রামের মন্ত্রণা।
প্রথমে জানিহ সব প্রধান যে জনা ॥
রামের সহিত থাকে কোন্ মহাবীর।
লঙ্কায় আসিয়া কেবা রণে হবে স্থির ॥
রাজার আদেশ চর বন্দিলেক মাথে।
রাজ-প্রদক্ষিণ (৫) করি যায় মনোরথে ॥
কপিরূপে সান্ধাইল বানর ভিতর।
লেখা-জোখা নাই যত দেখিল বানর ॥
কত পার হইল, কত হৈতে আছে পার।
লিখিবার শক্তি কার দেখিতে অপার ॥
কটক চর্চ্চিয়া ভ্রমে চর দুই জন।
দূরে থাকি দেখে তাহা মিত্র বিভীষণ ॥
রাক্ষসের মায়া সে রাক্ষস ভাল জানে।
বিভীষণ দুই চরে চিনে সেই ক্ষণে ॥

---

(১) টুটে—নষ্ট হয়। (২) ফাঁফর—হতবুদ্ধি। (৩) ভণে—বলে। (৪) চর্চ্চ—অনুসন্ধান কর; পরীক্ষা কর। (৫) প্রদক্ষিণ—দেবতা বা পূজ্য ব্যক্তিকে দক্ষিণ হস্তের দিকে রাখিয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করা।

ঘরের সেবক বলি না করিল আস্থা (১)।
বানর হাতাইয়া (২) কৈল পঞ্চম অবস্থা (৩)॥
আপনারে প্রত্যয়িত (৪) জানাবার তরে।
রথ হৈতে নামিয়া সে দুই চরে ধরে॥
বিভীষণে ঠেলি চর যায় পলাইয়া।
দূরে থাকি সুগ্রীব তা দেখিল চাহিয়া॥
শালগাছ উপাড়িয়া আনে আচম্বিতে।
মহাকোপে ধায় বীর রাক্ষসের ভিতে॥
এড়িলেক শালগাছ মেঘের সমান।
রাক্ষসেন্দ্র বাণে গাছ হৈল খান খান॥
আর গাছ আনে তার দশ ক্রোশ গোড়া।
গাছের বাড়িতে রথ করিলেক গুঁড়া॥
পড়িল সারথি ঘোড়া নাহিক দোসর।
দুই হাতে দুই জন যুঝে ঘোরতর॥
বানর উপরে করে বাণ বরিষণ।
গদার বাড়িতে কেহ ত্যজিল জীবন॥
গদার বাড়িতে সব করে চুরমার।
সুগ্রীব বলেন, গর্ব্ব করিস্ কি গদার॥
মার দেখি গদা বুক পেতে দিমু তোরে।
গদার ঘা সহিয়া তোরে দেই যম-ঘরে॥
দুই হাত তুলিয়া পাতিয়া দিল বুক।
মার দেখি গদা, সবে দেখুক কৌতুক॥
পাতিয়া দিলেন বুক সুগ্রীব-ভূপতি।
গদা মারে শুক আর সারণ দুর্ম্মতি॥
বজ্রসম বুক তার বজ্রেতে নির্ম্মাণ।
তাহাতে লাগিয়া গদা হৈল খান খান॥
গদা মারি দুই জন হইল ফাঁফর।
দুই চর বান্ধি নিল রামের গোচর॥
বসিয়া আছেন রাম গুণের সাগর।
ডানদিকে মিত্র তাঁর সুগ্রীব বানর॥
বামদিকে উপবিষ্ট অনুজ লক্ষ্মণ।
জোড়হাতে বসিয়াছে যত মন্ত্রিগণ॥
হেনকালে দুই চর ধেয়ে আগুসরে।
প্রণাম করিল সবে রাজ-ব্যবহারে (৫)॥
ভয়েতে ছাড়িল তারা জীবনের আশ।
কহিতে লাগিল কিছু গদগদ ভাষ॥
কটক চর্চ্চিতে মোরে পাঠায় রাবণে।
কে জানে এমন দায় ঘটিবে এখানে॥
লুকাইয়া প্রবেশিয়া হ'লাম বিদিত।
বুঝিয়া করহ প্রভু, যে হয় উচিত॥
শুনিয়া চরের কথা শ্রীরামের হাস।
উভয়েরে দয়াময় করেন আশ্বাস॥
বিভীষণ ধরিলেন কাটিবার মনে।
বারণ করেন রাম তারে সেইক্ষণে॥
ক্ষান্ত হও, চর-হত্যা নহে রাজ-ধর্ম্ম।
সেবক মারিলে সিদ্ধ হবে কোন্ কর্ম্ম॥
গোপনে আইসে চর, ভ্রমে সর্ব্ব স্থানে।
দুই চারি কথা এই বলিহ রাবণে॥
হরিয়া আনিল সীতা মম অগোচরে।
সেই হেতু সেতুবন্ধ হইল সাগরে॥
শূন্য ঘরে সীতা হ'রে আনিল আমার।
ভয়ে পলাইয়া গেল সাগরের পার॥
সেই ত সাগর আমি হইলাম পার।
জিজ্ঞাস রাবণ রাজা কি বলিবে আর॥
শুনিয়াছ খর-দূষণের যে প্রকার।
প্রভাতে হইবে সেই প্রকার তোমার॥
যে কোন প্রকারে আজি পোহাউক রাতি।
এক জন না রাখিব বংশে দিতে বাতি॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ॥

(১) আস্থা—(এখানে) আদর। (২) হাতাইয়া—হস্তগত করিয়া; বন্দী করিয়া। (৩) পঞ্চম অবস্থা—মৃত্যুপথের পথিক। (৪) প্রত্যয়িত—বিশ্বস্ত। (৫) রাজ-ব্যবহারে—রাজযোগ্য সম্মান দেখাইয়া।

শ্রীরাম-কর্ত্তৃক রাবণের নিন্দাবাদ।

ত্রিভুবন সে জিনিয়া, সুন্দরী সব আনিয়া,
নানা অলঙ্কার দিয়া সাজে।
তা সবার প্রাণনাথ, ডরে নাহি হাঁটে বাট (১),
অনাথ হইয়া তারা ভজে॥
সীতার সে শাপানলে, আমার এ কোপানলে
রাবণের নাহিক নিস্তার।
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ, এ কনক লঙ্কাখান,
পুড়িয়া হইল ছারখার॥
রাজা হ'য়ে চর মারে, অপযশ এ সংসারে,
কহ গিয়া তব লঙ্কেশ্বরে।
দেখুক সে দশস্কন্ধ, সাগরেতে সেতুবন্ধ,
লঙ্কাপুরী ঘেরিল বানরে॥
কপিগণ যে প্রচণ্ড, মেঘ করে খণ্ড খণ্ড,
মার্ত্তণ্ড (২) ধরিতে পারে বলে।
সাগর না সহে টান, রণে নাহি পরিত্রাণ,
হনূমান্ বধিবে সকলে॥
এলে সৈন্য চর্চ্চিবারে, যাবে কেন অগোচরে,
বল' তারে কথা দুই চারি।
কাটি তার দশ মুণ্ড, বিভীষণে ছত্র-দণ্ড
দিব আর রাণী মন্দোদরী॥
বন্দি রামের চরণ, কৃত্তিবাস বিচক্ষণ,
বিরচিল সরস্বতী-বরে।
সর্ব্ব-পাপ-বিনাশন, সার গ্রন্থ রামায়ণ,
মুক্তি পায় শ্রবণ যে করে॥

শুক-সারণ কর্ত্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের প্রশংসা ও রাবণকে শ্রীরামের কটক-বার্ত্তা কথন।

দিয়া রাজ-প্রসাদ পাঠান রাম চর।
রাবণেরে ভেটে গিয়া লঙ্কার ভিতর॥
দাণ্ডাইতে নারে চর, নাহি নাড়ে পাশ।
ঊর্দ্ধমুখে বার্ত্তা কহে, ঘনে ঊর্দ্ধশ্বাস॥
তোমার আজ্ঞায় গেনু কটক-ভিতরে।
যাবা মাত্র বিভীষণ চিনিল আমারে॥
বিভীষণ ধরি নিল কাটিবার মনে।
প্রাণদান করিলেন রাম নিজগুণে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বিভীষণ কপিরাজে।
দেখিলাম চারিজনে আনন্দে বিরাজে॥
রামের যেমন ধনু, শর তুল্য তারি।
আছুক অন্যের কাজ, একা রামে নারি॥
ভুবন-সহায় যদি অষ্ট লোকপাল।
তবু জিনিবারে নারে, বিক্রমে বিশাল॥
শতেক যোজন সেতু হইল সাগরে।
বান্ধিল যোজন শত বৃক্ষ ও পাথরে॥
উত্তর কূলের সেতু ঠেকিল দক্ষিণে।
পার হৈল রাম-সৈন্য যুঝিবার মনে॥
পালে পালে কপিগণ পর্ব্বত আকার।
দেখিয়া ডরাই, যেন মহা অন্ধকার॥
কেহ বা পিঙ্গলবর্ণ, কেহ বা শ্যামল।
রক্তবর্ণ কেহ, কেহ বরণ উজ্জ্বল॥
উভে (৩) পরিমাণ দেখি পর্ব্বত-সমান।
রণে প্রবেশিতে চাহ, কিন্তু কাঁপে প্রাণ॥
এক চাপে কপি-সেনা যায় পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে।
ওর (৪) নাহি পাই, যত চাহি এক দৃষ্টে॥
গণিয়া বলিতে পারি বরিষার ধারা।
অথবা গণিতে পারি আকাশের তারা॥

---

(১) বাট—রাস্তা। (২) মার্ত্তণ্ড—সূর্য্য। (৩) উভে—উচ্চতায়। (৪) ওর—শেষ; সীমা।

নির্ণয় করিতে পারি সাগরের পানি।
তথাপি বানর-সৈন্য নিশ্চয় না জানি ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালি।
লঙ্কাকাণ্ডে গায় তার প্রথম শিকলি ॥

শুক-সারণ কর্ত্তৃক রাবণকে পরিচয় সহ
রাম-সৈন্য প্রদর্শন।

হইল শুকের বাক্য যদি অবসান।
সারণ বলিছে দশানন-বিদ্যমান ॥
আমাদের বাক্যে যদি না হয় প্রত্যয়।
প্রাচীরে উঠিয়া দেখ হয় কি না হয় ॥
অতি উচ্চ লঙ্কার প্রাচীর স্বর্ণময়।
চর সহ উঠিলা রাবণ দুরাশয় (১) ॥
চতুর্দ্দিকে জল-স্থল ব্যাপিল বানর।
দেখিয়া রাবণ-রাজা সভয়-অন্তর ॥
সহস্র বৎসর যুদ্ধ করি নিরন্তর।
তথাপি না ফুরাইবে কটক বিস্তর।
বানর চিনিতে চাহে রাজা দশানন।
তুলিয়া দক্ষিণ হস্ত দেখায় সারণ ॥
বানর সহস্র-কোটি যাহার সংহতি।
ওই দেখ নীলবর্ণ নীল সেনাপতি ॥
নীল সেনাপতি সে হেলায় যদি নড়ে।
দ্বাদশ প্রহর পথ সৈন্য আড়ে জোড়ে ॥
বানর সত্তর কোটি যার পাছু লাগে।
সুগ্রীব ভূপতি দেখ শ্রীরামের আগে ॥
ত্রিশ কোটি কপি সহ ওই যে গবাক্ষ।
ত্রিশ কোটি বানরেতে দেখহ ধূম্রাক্ষ ॥
সম্পাতি বানর দেখ গৌরবর্ণ ধরে।
রণে গেলে বিপক্ষ পলায় যার ডরে ॥
হিঙ্গুলিয়া পর্ব্বতের হিঙ্গুল যেন অঙ্গ।
পঞ্চাশৎ কোটি কপি সঙ্গে স্বরভঙ্গ ॥
মলয় পর্ব্বতের বানর বর্ণে গেরি (২)।
সহিত সত্তর কোটি দেখহ কেশরী ॥
শরভ বানর দেখ সহস্রকোটি সহ।
রণেতে পশিলে তারে নাহি পারে কেহ ॥
সম্পাতি বানর ঐ হেলায় যদি নড়ে।
শরীর যোজন দশ তার আড়ে জোড়ে ॥
একাদশ কোটিতে বানর মহামতি।
সহস্র কোটিতে ঐ কুমুদ সেনাপতি ॥
শত শত উত্তরের বীর মহাবলী।
যাহাদের চলনে গগনে উড়ে ধূলি ॥
দেখ ধূম্র ধূম্রাক্ষ রাজার দুই শ্যালা।
বানর-কটক মধ্যে যেন মেঘমালা ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দেখ সুষেণ-নন্দন।
আশীকোটি বীর দুই ভাইয়ের ভিড়ন ॥
ভল্লুক-কটক দেখ মন্ত্রী জাম্ববান্।
আশীকোটি বানরেতে দেখ হনূমান্ ॥
দেখ গয় গবাক্ষ যে সাক্ষাৎ শমন।
পঞ্চাশৎ কোটি দুই ভাইয়ের ভিড়ন ॥
বৈদ্যরাজ সুষেণ ঐ রাজার শ্বশুর।
তিন কোটি বৃন্দ (৩) বীর যাহার প্রচুর ॥
দেখহ সুগ্রীব রাজা বানরাধিপতি।
ত্রিভুবন নাহি আঁটে যাহার সংহতি ॥
বালির বিক্রম তুমি জান ভালমত।
তার ভাই সুগ্রীব লঙ্কাতে সমাগত ॥
নল বীর দেখ বিশ্বকর্ম্মার নন্দন।
যে বান্ধিল পারাবার (৪) শতেক যোজন ॥
গাছ-পাথরেতে যেই বান্ধিলেক সেতু।
লঙ্কাপুরী বিনাশিবে এই মাত্র হেতু ॥

---

(১) দুরাশয়—দুর্ম্মতি। (২) গেরি—গিরিমাটি। (৩) বৃন্দ—একশত কোটী। (৪) পারাবার—সাগর।

যুবরাজ অঙ্গদ সে বালির কুমার।
কুড়ি লক্ষ কপি তার নিজ পরিবার ॥
রামের বানর-সংখ্যা কি কব কাহিনী।
শত কোটি বানরেতে এক বৃন্দ গণি ॥
শত কোটি বৃন্দে এক মহাবৃন্দ হয়।
শত কোটি মহাবৃন্দে অর্ব্বুদ নিশ্চয় ॥
শত কোটি অর্ব্বুদে মহার্ব্বুদ লেখা।
শত কোটি মহার্ব্বুদে এক খর্ব্ব শিক্ষা ॥
শত কোটি খর্ব্বে এক মহাখর্ব্ব হয়।
শত কোটি মহাখর্ব্বে শঙ্খ যে নিশ্চয় ॥
শত কোটি শঙ্খে এক মহাশঙ্খ জানি।
শত কোটি মহাশঙ্খে এক পদ্ম গণি ॥
শত কোটি পদ্মে এক মহাপদ্ম হয়।
শত কোটি মহাপদ্মে সাগর নির্ণয় ॥
শত কোটি সাগরে মহাসাগর জানি।
শত কোটি মহাসাগরে এক অক্ষৌহিণী ॥
শত কোটী অক্ষৌহিণীতে এক অপার।
অপারের অধিক গণনা নাহি আর ॥
হেথা বিভীষণ বলে শ্রীরাম-গোচর।
হের রাজা দশাননে প্রাচীর উপর ॥
ঝাট (১) বাণ মারি তুমি, কাটহ সত্বর।
ঘুচুক মনের দুঃখ, জুড়াও অন্তর ॥
ধনুর্ব্বাণ ল'য়ে রাম করেন সন্ধান (২)।
তাহা দেখি সত্বরে পলায় দশানন ॥
শুক-সারণ বলে, ছাড় জীবনের আশ।
কটকের চাপ (৩) দেখি লাগয়ে তরাস ॥
জীবনের বাসনা যদ্যপি থাকে মনে।
সীতা দেহ রামেরে রাবণ এই ক্ষণে ॥
সীতা দিয়া রামেরে না কর যদি প্রীত।
শ্রীরামের হাতে রাজা মরিবে নিশ্চিত ॥
গরুড় পাইলে সর্প গিলে তৎক্ষণে।
অব্যাহতি নাহি তব শ্রীরামের বাণে ॥
শুক আর সারণ কহিলে এইরূপ।
কোপে দুই চরে ভর্ৎসে দশানন ভূপ ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত ভাবিয়া নারায়ণে।
লঙ্কাকাণ্ড গাইলেন গীত রামায়ণে ॥

শুক-সারণের প্রতি রাবণের কোপ।

কোপে কহে লঙ্কেশ্বর, মৃত্যুর নাহিক ডর,
শত্রুর প্রশংসা বারে বারে।
কি ছার মিছার নর, ভয়ে কাঁপে চরাচর,
সদা খাটে আমার দুয়ারে ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবনে, দেবতা গন্ধর্ব্ব-গণে,
যক্ষ কি কিন্নর বিদ্যাধর।
কম্পিত আমার ডরে, কি ভয় বানরে নরে,
কি বলিলি হীনবুদ্ধি চর ॥
কপি দেখ লক্ষ লক্ষ, রাক্ষস জাতির ভক্ষ্য,
তারে ভয় কর কি কারণে।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দোঁহে, বলে মমতুল্য নহে,
ইঙ্গিতে (৪) বধিব দুই জনে ॥
কুপিলে কুমার-ভাগে(৫), কে আসি যুঝিবে আগে
ভয় কর মানুষ-বানরে।
কৃত্তিবাস রচে গীত, দশানন ক্রোধান্বিত,
বারে বারে ভর্ৎসে দুই চরে ॥

---

(১) ঝাট—শীঘ্র। (২) সন্ধান—ধনুকে বাণ যোজনা। (৩) কটকের চাপ—সৈন্যবল-বাহুল্য। (৪) ইঙ্গিতে—ইসারায়; এখানে অনায়াসে। (৫) কুমার-ভাগে—রাজকুমারগণ।

রাবণের তিরস্কারে শুক-সারণের পলায়ন।

পরসৈন্য চর্চ্চিবারে পাঠালাম তোরে।
পরের বড়াই (১) করিস্ আমার গোচরে॥
যাহার প্রসাদে বাড়ে হেন রাজা নিন্দে।
মারিতে আইলে বৈরী, তার গুণ বন্দে॥
পূর্ব্বে উপকার যে করিলি স্থানে স্থানে।
আজি কোপ এড়াইলি সেই সে কারণে॥
দূর বেটা চর, আর না কর বাখান।
আপনার দোষে পাছে হারাইস্ প্রাণ॥
এত যদি দশানন বলিলেক রোষে।
পলায় লইয়া প্রাণ শুক-সারণ ত্রাসে॥

———

শ্রীরামচন্দ্রের সৈন্যবল-নির্ণয়ে
শার্দ্দূলের গমন।

জোড় হাত করি বলে বীর মহোদর।
যে না জানে কিছুই পাঠাও হেন চর॥
কহিতে না জানে কথা সভা-বিদ্যমানে।
হেন চর আপনি পাঠাও কি কারণে॥
রাবণ ডাকিয়া আনে শার্দ্দূল-রাক্ষসে।
পঞ্চজন সঙ্গে সে আইল তার পাশে॥
পঞ্চজন মধ্যে তার শার্দ্দূল প্রধান।
দশানন দিল তার হাতে গুয়া-পাণ (২)॥
কোন খানে রাম-সৈন্য পোহায় রজনী।
কোন্ বাটে কপিগণ করিল উঠানি (৩)॥
চরের প্রসাদে রাজা সর্ব্ব বার্ত্তা জানে।
চরের প্রসাদে রাজা পর-চক্র (৪) জিনে॥
লক্ষ্মণ-সুগ্রীব-রামে জান ভালমতে।
পর-চক্র জানি, তুমি আইস ত্বরিতে॥

রাজার আদেশ চর বন্দিলেক মাথে।
যাবামাত্র ঠেকিলেক বিভীষণ-হাতে॥
বিভীষণ বলে, কোথা গেলি রে বানর।
হেথা আসিয়াছে দেখ রাবণের চর॥
সেই বাক্যে বানর চরের চুলে ধরে।
চারিদিকে বেড়িয়া তাহারে কিল মারে॥
ঘরের সেবক বলি না করিল খুন।
বানর তাহারে দিল কষ্ট পুনঃপুনঃ॥
আপন প্রত্যয় রামে জানাবার তরে।
পঞ্চ চর লৈয়া গেল রামের গোচরে॥
দাণ্ডাইতে নারে চর নাহি নাড়ে পাশ।
ঊর্দ্ধমুখে বার্ত্তা কহে, ঘন বহে শ্বাস॥
চর্চ্চিতে তোমার সৈন্য পাঠায় রাবণে।
বিভীষণ ধরে প্রভু, কাটিবার মনে॥
শ্রীরাম বলেন, আমি চরে নাহি মারি।
রাবণে বলিহ মোর কথা দুই চারি॥
সর্ব্বদা পাঠাও চর কোন্ প্রয়োজনে।
তোমায় আমায় দেখা হইবেক রণে॥
আপনি দেখিবে এই কটক দুর্ব্বার।
কিমতে রাবণ তুমি পাইবে নিস্তার॥
মারিব রাবণ তোরে করি খণ্ড খণ্ড।
বিভীষণ উপরে ধরাব ছত্র-দণ্ড॥
আমার বিক্রম ঘুষিবেক ত্রিভুবনে।
রাবণে মারিয়া রাজা করি বিভীষণে॥

———

শার্দ্দূলের প্রত্যাগমন ও রাবণ-সমীপে
শ্রীরামের গুণ-কীর্ত্তন।

প্রসাদ পাইয়া চর বিদায় হইল।
লঙ্কার মধ্যেতে গিয়া রাবণে কহিল॥

(১) বড়াই—গর্ব্ব। (২) গুয়া-পাণ—সুপারি ও পাণ। কোন ব্যক্তিকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিবার সময়ে পাণ-সুপারি প্রদান করা প্রাচীন প্রথা ছিল। (৩) উঠানি—(এখানে) আক্রমণ। (৪) পর-চক্র—শত্রুর চক্রান্ত; শত্রুর কূট মন্ত্রণা।

তোমার আজ্ঞায় গেনু সৈন্য চর্চ্চিবারে।
যাবা মাত্র বিভীষণ চিনিল আমারে ॥
কপি সব লয়ে গেল রামের গোচরে।
রঘুনাথ প্রাণদান দিলেন আমারে ॥
কহিল সারণ-শুক সৈন্য যে অধিক।
দেখিলাম কটক নয়নে ততোধিক ॥
কি কব রামের রূপ, সে অতি সুঠাম।
জ্ঞান হয় দেখিলে মানুষ নহে রাম ॥
প্রকাণ্ড পুরুষ রাম সুদৃশ্য-শরীর।
আজানু-লম্বিত বাহু, নাভি সুগভীর ॥
সুদীর্ঘ নাসিকা তাঁর শ্রীখণ্ড (১) কপাল।
ফল মূল খান, তবু বিক্রমে বিশাল ॥
দুর্ব্বাদল-শ্যাম তনু অতি মনোহর।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ দেখিতে সুন্দর ॥
আকার প্রকার তাঁর হেরি হয় জ্ঞান।
ত্রিভুবনে বীর নাই রামের সমান ॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাম, গুণের সদন।
বিপক্ষ নাশিতে রাম প্রলয়-জ্বলন (২) ॥
না মারেন রাম তারে যার নম্র বাণী।
যে বড়াই করে তার উপরে উঠানি (৩) ॥
আছুক অন্যের কাজ, দেবে তারে নারে।
রাক্ষস হাজার দশ একা রামে মারে ॥
পাত্র মিত্র বুঝায়, না লয় তব চিতে।
বিধির নির্ব্বন্ধ বুঝি হৈল বিপরীতে ॥
সীতা লাগি রাবণ মরিল হায় হায়।
পাঁচালি প্রবন্ধে গীত কৃত্তিবাস গায় ॥

শ্রীরামের মাহাত্ম্য-বর্ণন

শমন-দমন রাবণ-রাজা রাবণ-দমন রাম।
শমন-ভবন না হয় গমন, যে লয় রামের নাম ॥
রাম নাম জপ ভাই অন্য কর্ম্ম পিছে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম-কর্ম্ম রাম-নাম বিনা মিছে ॥
মৃত্যুকালে যদি নর 'রাম' বলি ডাকে।
বিমানে চড়িয়া যায় সেই দেবলোকে ॥
শ্রীরামের মহিমার কি দিব তুলনা।
তাহার প্রমাণ দেখ গৌতম-ললনা ॥
পাপি-জন মুক্ত হয় বাল্মীকির গুণে।
অশ্বমেধ-ফল পায় রামায়ণ শুনে ॥
রাম-নাম লইতে না কর ভাই হেলা।
ভব-সিন্ধু তরিবারে রাম-নাম ভেলা ॥
অনাথের নাথ রাম প্রকাশিলা লীলা।
বনের বানর বন্দী, জলে ভাসে শিলা ॥
রামজন্ম-পূর্ব্বে ষাটি সহস্র বৎসর।
অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর ॥
রাম-নাম স্মরণে যমের দায়ে তরি।
ভবসিন্ধু তরিবারে রামপদ-তরী ॥
চণ্ডালে যাঁহার দয়া বড় সকরুণ।
পাষাণে নিশান আছে শ্রীরামের গুণ ॥
শ্রীরাম-নামের গুণে কি দিব তুলনা।
পাষাণ মনুষ্য হয়, নৌকা হয় সোনা ॥
রাম-নাম লৈতে ভাই না করিহ হেলা।
সংসার তরিতে রাম-নামে বান্ধ ভেলা ॥
শ্রীরাম-স্মরণে যেবা মহারণ্যে যায়।
ধনুর্ব্বাণ ল'য়ে রাম পশ্চাতে গোড়ায় ॥
রাম-নাম বল ভাই, মুখে বার বার।
ভেবে দেখ রাম বিনা গতি নাহি আর ॥
করিলেন অশ্বমেধ শ্রীরাম যতনে।
অশ্বমেধ ফল পাবে রামায়ণ শুনে ॥
এমত রামের গুণ কে দিবে তুলনা।
পাদ-স্পর্শে শিলা নর, নৌকা হয় সোনা ॥

---

(১) শ্রীখণ্ড—চন্দন; এখানে চন্দন-চর্চ্চিত অর্থ বুঝিতে হইবে। (২) প্রলয়-জ্বলন—প্রলয় কালের অগ্নি।
(৩) উঠানি—আক্রমণ।

পার কর রামচন্দ্র পার কর মোরে।
দীন দেখি নৌকা রাম লয়ে গেলে দূরে ॥
যার সনে কড়ি ছিল, গেল পার হ'য়ে।
কড়ি বিনা পার করে, তারে বলি নেয়ে (১) ॥
ধ্যান পূজা তন্ত্র-মন্ত্র যার নাহি জ্ঞান।
তারে যদি পার কর তবে জানি রাম ॥
যোগ যাগ তন্ত্র মন্ত্র যেই জন জানে।
তারে কি তরাবে রাম, তরে নিজ গুণে ॥
মোর সনে কড়ি নাই, পার হব কিসে।
কর বা না কর পার, কূলে আছি ব'সে ॥
নেয়ের স্বভাব আমি জানি ভালে ভালে (২)।
কড়ি না পাইলে পার করে সন্ধ্যাকালে ॥
আপনি সে ভাঙ্গ প্রভু, আপনি সে গড়'।
সর্প হ'য়ে দংশ তুমি, ওঝা হ'য়ে ঝাড় ॥
সকলি তোমার লীলা, সব তুমি পার।
হাকিম হ'য়ে হুকুম দেও, পেয়াদা হ'য়ে মার ॥
অধম দেখিয়া যদি দয়া না করিবে।
পতিত-পাবন (৩) নাম কি গুণে ধরিবে ॥
সাধুজনে তরাইতে সর্ব্বদেব পারে।
অসাধু তরান যিনি, ঠাকুর বলি তাঁরে ॥
অহল্যা পাষাণ হ'য়ে ছিল দৈববশে।
মুক্তিপদ (৪) পায়, তব চরণ-পরশে ॥
পার কর রামচন্দ্র রঘু কুল-মণি।
তরিবারে দুটি পদ করেছ তরণী ॥
তুমি যদি ছাড় মোরে আমি না ছাড়িব।
বাজন-নূপুর (৫) হ'য়ে চরণে বাজিব ॥
রাম নদী ব'য়ে যায় দেখহ নয়নে।
তাহে স্নান কর গিয়া, কূলে বসি কেনে ॥
হেদে রে পামর লোক পার হবি যদি।
মন ভরি পান কর, ব'য়ে যায় নদী ॥
সে নদীর মধ্যে নাই কুম্ভীর হাঙ্গর।
ঝড় বৃষ্টি না পাইবে তাহার উপর ॥
পিয় স্বচ্ছ সুশীতল সুমধুর জল।
কোথায় চলিয়া যাবে অন্তরের মল ॥
যতই করিবে পান না মিটিবে আশা।
জল পিতে পিতে পুনঃ বাড়িবে পিপাসা ॥
বারেক যাইলে রাম-নদীর ওপার।
এ পারে আসিতে নাহি হয় পুনর্ব্বার ॥
মৃত্যুকালে বারেক যে 'রাম' বলি ডাকে।
সে ই স্বর্গে যায়, যম দাঁড়াইয়া দেখে ॥
এমন রামের গুণ কি বর্ণিতে পারি।
হেলায় তরিয়া যাবে মুখে বল হরি ॥

সীতাদেবীকে শ্রীরামের মায়ামুণ্ড-প্রদর্শন

শার্দ্দূল বলিছে, রাজা, কর অবধান।
রামের বিক্রম-কথা শুন বিদ্যমান্ ॥
খর আর দূষণ ত্রিশিরা তিন জন।
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের মিলন ॥
একে একে সংহারিলা একা রঘুনাথ।
কেমনে দাঁড়াবে রণে তাঁহার সাক্ষাৎ ॥
দেখিনু শুনিনু যে কহিতে ভয় করি।
বুঝিয়া করহ কার্য্য লঙ্কা-অধিকারী ॥
শুক আর সারণ কহিল তব হিত।
অপমান করিলে তাদের যথোচিত ॥

---

(১) নেয়ে—নাবিক। (২) ভালে ভালে—সুন্দর রূপে। (৩) পতিত-পাবন—যিনি পতিত (নীচ)-কে উদ্ধার করেন। (৪) মুক্তিপদ—মুক্তিস্থান; এখানে পরিত্রাণ অর্থে প্রযুক্ত। (৫) বাজন-নূপুর শব্দায়মান নূপুর।

আপনি সুবুদ্ধি রাজা বিচারে পণ্ডিত।
বুঝিয়া করহ কর্ম্ম যে হয় উচিত ॥
শার্দ্দূলের কথাতে রাবণ রাজা হাসে।
রাজার প্রসাদ (১) দেয় যত মনে আসে ॥
বলয় কঙ্কণ দিল, মাণিক রতন।
পঞ্চশব্দ বাদ্য (২) দিল রাজার বাজন ॥
বিচিত্র-নির্ম্মাণ দিল হার ও কেয়ুর।
নানা রত্ন মণি দিল চরণে নূপুর ॥
চরের বচন যেই হৈল অবসান।
অন্তরে হইল চিন্তা, উড়িল পরাণ ॥
দশানন পাত্র-মিত্রে দিলেন মেলানি।
বিদ্যুজ্জিহ্ব (৩) নিশাচরে ডাকিল তখনি ॥
তোরে বলি বিদ্যুজ্জিহ্ব মায়ার সাগর।
তুমি ত অলঙ্ঘ্য পাত্র (৪) লঙ্কার ভিতর ॥
মৈথিলীকে আনিলাম বড় সুখ-আশে।
অদ্যাপি না হয় সুখ, হইবে কি শেষে ॥
এতদিনে সীতা না হইল অনুগতা (৫)।
নিকটে আগত স্বামী শুনি হরষিতা ॥
পাত্র-কার্য্য করি মোর কুলাও আরতি (৬)।
রামের ধনুক-মুণ্ড করহ সম্প্রতি ॥
ধনু-মুণ্ড দেখি সীতা পাইবেক ত্রাস।
স্বামী দেবরের তরে হইবে নিরাশ ॥
এত যদি বিদ্যুজ্জিহ্ব রাজ-আজ্ঞা পায়।
রামের ধনুক-মুণ্ড গঠিবারে যায় ॥
বসিল সে বিদ্যুজ্জিহ্ব করিয়া ধেয়ান।
গুরুর চরণ বন্দি জোড়ে ব্রহ্ম-জ্ঞান ॥
বসিল যে বিদ্যুজ্জিহ্ব ধ্যান নাহি টুটে।
ব্রহ্ম-জ্ঞানের তেজে ধনুক-মুণ্ড উঠে ॥
বিচিত্র-নির্ম্মাণ সেই ধনুকের গুণে।
কুণ্ডল (৭) নির্ম্মিত রত্ন শোভে দুই কানে ॥
মুকুতা জিনিয়া তার দশনের জ্যোতি।
অবিকল বিম্বফল (৮) ওষ্ঠাধর-দ্যুতি ॥
চাঁপা নাগেশ্বর দিয়া বান্ধিলেক চূড়া।
অতি শুভ্র কাপড়ে রামের জটা বেড়া ॥
শ্রীরামের মুণ্ড সে করিলেক নির্ম্মাণ।
যে দেখেছে সেই জানে রামের সমান ॥
রামের সমান ধনু করিয়া নির্ম্মাণ।
রাবণের আগে নিয়া করিল জোগান ॥
শ্রীরামের মুখ দেখে' দশানন হাসে।
রাজার প্রসাদ দেয় যত মনে আসে ॥
বিদ্যুজ্জিহ্ব নিশাচরে থুইলেক দ্বারে।
প্রবেশিল আপনি অশোক-বনান্তরে ॥
মিথ্যা সত্য করি পাতে কথার পাতন।
যে প্রকারে সীতার প্রতীত (৯) হয় মন ॥
মোর বাক্য নাহি শুন, বাড়াও জঞ্জাল।
তোর অপেক্ষায় রাখিয়াছি এতকাল ॥
হেন মনে করি, তোরে কাটি এই দণ্ডে।
তোর রূপ দেখিয়া তখনি কোপ খণ্ডে ॥

---

(১) রাজার প্রসাদ—রাজ অনুগ্রহ। (২) পঞ্চশব্দ বাদ্য—(ক) সভ্য (সভাদি মজলিসে বাদিত) মৃদঙ্গ, তবলা, ঢোলক ; (খ) বহির্দ্বারিক (শোভাযাত্রা, নগর-সঙ্কীর্ত্তনাদিতে বাদিত) ঢাক, ঢোল, নহবত, নাগাড়া ; (গ) গ্রাম্য—মাদল, জোড়-খাই, ডুগডুগি, ডমরু, খঞ্জনী ইত্যাদি (ঘ) সামরিক—জগঝম্প, দামামা, কাড়া, ঢকা, তাসা ; (ঙ) মাঙ্গল্য—টিকারা, ডম্ফ, খোল। (৩) বিদ্যুজ্জিহ্ব—জনৈক প্রসিদ্ধ মায়াবী রাক্ষস। (৪) অলঙ্ঘ্য পাত্র—অনতিক্রম্য মন্ত্রী ; অর্থাৎ যে মন্ত্রীর মন্ত্রনা লঙ্ঘন করা যায় না—শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী। (৫) অনুগতা -বশীভূতা। (৬) আরতি—আদেশ। (৭) কুণ্ডল—কর্ণভূষণ। (৮) বিম্বফল—তেলাকুচো ফল। (৯) প্রতীত—বিশ্বাস-যোগ্য।

মনে মনে ভাব যে রামের কত গুণ।
আজিকার রণ-কথা মন দিয়া শুন॥
বহিল পাথর গাছ যত কপিগণ।
হইলেক তাহারা নিদ্রায় অচেতন॥
নিদ্রায় বানর-গণ গড়াগড়ি যায়।
মুণ্ডে মুণ্ডে ঠেকাঠেকি মূর্চ্ছিতের প্রায়॥
এই সব বার্ত্তা আমি শুনি চর-মুখে।
রাত্রিযোগে গেলাম যে কেহ নাহি দেখে॥
বানর-উপরে আগে করি হানাহানি (৮)।
বাণেতে কাটিয়া করিলাম দুইখানি॥
বানরের মধ্যে রাম হৈল আগুয়ান।
খড়্গাঘাতে মুণ্ড কাটি করি দুই খান॥
পড়িল তোমার রাম লক্ষ্মণ কাতর।
দেশে গেল লইয়া সে সকল বানর॥
বানরের মধ্যে এক সুগ্রীব প্রধান।
প্রহারে জর্জ্জর অতি আছে মাত্র প্রাণ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র ছিল কপি এক জোড়া।
কাটিলাম দুই পা, তাহারা দোঁহে খোঁড়া॥
বানরের মধ্যে যার করিস্ বাখান।
হাত পা কাটিলাম, পড়িল হনূমান্॥
এইমত করিলাম বানরের দণ্ড।
এই দেখ জানকি, রামের কাটামুণ্ড॥
কোথা গেলি বিদ্যুজ্জিহ্ব-নাম নিশাচর।
জানকীর সম্মুখে রামের মুণ্ড ধর॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বাখান।
লঙ্কাকাণ্ডে মায়ামুণ্ড করিলেন গান॥

———

সীতাদেবীর হৃদয়-বেদনা।

দেখিয়া রামের মুখ জানকী দুঃখিতা।
বিলাপ করেন বহু ধরণী-পতিতা (১)॥
কুক্ষণে পোহাল প্রভু, আজিকার রাতি।
অভাগিনী হারালাম তোমা হেন পতি॥
আপদ পড়িলে প্রভু সহোদর ছাড়ে।
লক্ষ্মণ বানর-সৈন্য লয়ে দেশে নড়ে (২)॥
বিদেশে আসিয়া প্রভু, হারালে জীবন।
লক্ষ্মণ দেশেতে গেল এড়িয়া মরণ॥
সহোদর ছাড়িয়া দেবর দেশে গেলি।
রাক্ষসের হাতেতে প্রভুরে দিয়া ডালি (৩)॥
শুনিয়া কৌশল্যা-দেবী তোমার মরণ।
ত্যজিবেন প্রভু, তব শোকেতে জীবন॥
জনকের ঘরে ছিনু অভাগিনী সীতা।
জনম-দুঃখিনী আমি, নাহি মাতা-পিতা॥
তোমার চরণ সেবে আইলাম বনে।
আমারে ত্যজিয়া কোথা গেলে হে এক্ষণে॥
অগ্নিতে প্রবেশ করি ত্যজিব জীবন।
একবার দেখা দেহ কমললোচন॥
রাজ্যনাশ বনবাস স্ত্রী নিল রাবণে।
কেন বিধি বিড়ম্বিল রাম হেন জনে॥
সর্ব্বলোকে বলে মোরে অবিধবা সীতা।
আমারে বিধবা কৈলা কেমন দেবতা॥
অকারণে আছয়ে রাবণ মোর আশে।
গলায় কাটারি দিয়া যাব প্রভু-পাশে॥
যে খাণ্ডায় প্রভুরে করিলি দুইখান।
সেই খড়্গে কাট মোরে যাউক পরাণ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব শোভন।
গাইলেন সীতাদেবী-হৃদয়-বেদন॥

———

(১) হানাহানি—মারামারি। (২) ধরণী-পতিতা—ভূলুণ্ঠিতা। (৩) নড়ে—চলে। (৪) ডালি—উপহার; ভেট।

সীতাদেবীর আক্ষেপ।

এমনি বাণের শিক্ষা, মুনিগণে কৈলে রক্ষা,
তাড়কা মারিলে এক বাণে।
সুবাহু রাক্ষস মারি, মুনি যজ্ঞ রক্ষা করি,
গেলা প্রভু জনক-ভবনে॥
শিবের ধনুক-ভঙ্গে, লোকে চমৎকার লাগে,
করেছিলে এ পাণি গ্রহণ।
পরশুরামে করি জয়, গেলা প্রভু অযোধ্যায়,
জয় জয় সকল ভুবন॥
আমি স্ত্রী অভাগ্যবতী, হারালাম হেন পতি,
কান্দে সীতা মায়ামুণ্ড লৈয়া।
পড়ি দৈব-দুর্ঘটনে, এলে প্রভু তপোবনে,
কোথা গেলা আমারে ত্যজিয়া॥
পরে নিল রাজ্যখণ্ড, বিধি মোরে কৈল দণ্ড,
ভাগ্যে মোর দৈবের লিখন।
দারুণ কৈকেয়ী তাতে, বাদ সাধে বিধিমতে,
আমি হারাইনু রাম-ধন॥
ত্যজিয়া রাজ্যের আশ, করিলে হে বনবাস,
পঞ্চবটী এলাম তিন জন।
সূর্পণখা-নাক-কান, কেটে কৈলে অপমান,
রাক্ষস বিপক্ষ সে কারণ॥
করিলে বিষম রণ, মারিলা খর-দূষণ,
চৌদ্দ হাজার নিশাচর জিনি।
মারীচ রাক্ষসে মারি, পাঠাইলা যম-পুরী,
হেন প্রভু লোটায় ধরণী॥
বালি বানরেরে মারি, সুগ্রীবেরে মিত্র করি,
সাগর শুষিলা এক বাণে।
করিলা বিষম রণ, বধি কত শত জন,
কার বাণে হারাইলা প্রাণে॥
স্মরিতে সে সব কথা, অন্তরে লাগিছে ব্যথা,
সহনে না যায় এই দুঃখ।
ধন জন সুসম্পদ, কিছু নহে চিরপদ (১),
আর না দেখিব চাঁদমুখ॥
অনলে প্রবেশ করি, কলেবর পরিহরি,
আমার জীবনে নাহি কাম।
এই কৃত্তিবাস-বাণী, শুন সীতা ঠাকুরাণী,
পাইবে আপন প্রভু রাম॥

সীতাদেবীকে সরমার সান্ত্বনা দান।

কাতর হইয়া সীতা করেন রোদন।
বিমুখ হইয়া হাসে রাজা দশানন॥
করিতে পরের মন্দ অবশ্য প্রমাদ।
রাম-জয় বলিয়া পড়িল সিংহনাদ॥
বানরের সিংহ-নাদে কাঁপে লঙ্কাপুরী।
মুণ্ড লৈয়া পলায় লঙ্কার অধিকারী॥
দশানন গিয়া শীঘ্র বৈসে সিংহাসনে।
তাহারে বেড়িয়া বৈসে পাত্র-মিত্র-গণে॥
কান্দেন অশোক-বনে শ্রীরাম-প্রেয়সী।
হেনকালে আইল সে সরমা রাক্ষসী॥
সীতা বলিলেন, এস সরমা বহিনী।
তব অপেক্ষায় আমি রাখিয়াছি প্রাণী (২)॥
বিষ-পানে মরি কিম্বা অনলে প্রবেশি।
এতক্ষণ আছে প্রাণ তোমারে আশ্বাসি॥
যাহ দেখি রাবণ কি করিছে মন্ত্রণা।
সত্য কি প্রভুর প্রতি দিলেক সে হানা (৩)॥
জানাইয়া স্বরূপে (৪) আমারে কর রক্ষা।
প্রাণ রাখিয়াছি আমি তোমার অপেক্ষা॥

(১) চিরপদ—চিরস্থায়ী ঐশ্বর্য্য। (২) প্রাণী—প্রাণ। (৩) হানা—বাধা। (৪) স্বরূপে—প্রকৃত বিষয়ে।

সীতা-বাক্যে সরমা হইল এক পাখী।
রাবণ নিকটে গেল চতুর্দ্দিক দেখি॥
রাবণ কহিছে, মন্ত্রিগণ, কহ সার।
কেমনে রামের সৈন্য করিব সংহার॥
মন্ত্রী বলে, সীতা দিলে হবে অপমান।
স্বয়ং করিয়া যুদ্ধ রামের লহ প্রাণ॥
হেনকালে রাবণের মাতা অতি বুড়ী।
রাবণের কাছে গেল করি তাড়াতাড়ি॥
আশে পাশে চাহে বুড়ী রাবণের পানে।
রাবণেরে বেড়িয়াছে যত মন্ত্রিগণে॥
সবার হইতে পোড়ে মায়ের পরাণ।
কহিতে লাগিল বুড়ী হ'য়ে আগুয়ান॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব নহে, সীতা ত মানুষী।
কতবড় দেখিয়াছ তাহারে রূপসী॥
রাক্ষস হইয়া কেন মনুষ্যেতে সাধ।
এখনি যে দেখিতেছি পড়িবে প্রমাদ॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস যার বাণে।
ত্রিশিরা দূষণ আর খর পড়ে রণে॥
সে রাম কৃতান্ত-দণ্ড-তুল্য দণ্ডধারী।
কি বুঝিয়া আন তুমি সে রামের নারী॥
আমার বচন শুন পুত্র লঙ্কেশ্বর।
সীতাদেবী দেহ গিয়া রামের গোচর॥
সীতা দিয়া রামের সহিত কর প্রীতি।
নতুবা তোমার নাহি দেখি অব্যাহতি॥
এত যদি বলে বুড়ী মনের সন্তাপে।
শুনিয়া বুড়ীর কথা রাজা মনে কোপে (১)॥
মায়ের গৌরব রাখি, তে কারণে সই।
অন্য জন হইলে তাহার প্রাণ লই॥
কুড়ি চক্ষু রাঙ্গা করি চাহে লঙ্কেশ্বর।
নাড়ি-ভর করি বুড়ী উঠি দিল রড় (২)॥
বুড়ী যদি পলাইল পেয়ে অপমান।
রাবণেরে বুঝায় তখন মাল্যবান॥
এতদিনে নাতি তব বিক্রম বাখানি।
বুঝিয়া আপন বল করহ আপনি॥
যত যত রাজা হৈল চন্দ্র-সূর্য্য-কুলে।
কোন্ রাজা ভাসাইল পাষাণ সলিলে॥
সাগর হইল পার হইয়া মানব।
হেন রামে ঘাঁটাইলা, এ কি অসম্ভব॥
এতদিন শুনিতেছ রামের বিক্রম।
সুজনের বন্ধু রাম দুর্জ্জনের যম॥
কুড়ি চক্ষু রাঙ্গা করি চাহিল রাবণ।
মাল্যবান্ রহিল হইয়া ভীত-মন॥
রাবণ রাক্ষসগণে ডাক দিয়া আনে।
দিকে দিকে রাখিল সে লঙ্কার রক্ষণে॥
মহোদরে দক্ষিণে রাখিল দশানন।
এক লক্ষ রাক্ষস সে দ্বারেতে ভিড়ন (৩)॥
পশ্চিমে রাখিল ইন্দ্রজিতে যে প্রধান।
রাক্ষস অর্ব্বুদ কোটি পর্ব্বত-প্রমাণ॥
পূর্ব্বদ্বারে রাখিল প্রহস্ত সেনাপতি।
তিন কোটি রাক্ষস যে তাহার সংহতি॥
রহিল উত্তর দ্বারে আপনি রাবণ।
তিন দ্বারে যত তার দ্বিগুণ ভিড়ন॥
অক্ষৌহিণী সত্তর সহিত সে রাবণ।
সতর্ক সশঙ্ক সদা সব পুরজন॥
সরমা জানিয়া ইহা চলিল সত্বর।
সকল কহিল গিয়া সীতার গোচর॥
রাবণ কহিল মিথ্যা, না করে সংগ্রাম।
সর্ব্বথা কুশলে তব আছেন শ্রীরাম॥
তোমা দিতে বলিল নিকষা রাবণেরে।
কত মত বুঝাইল রামে ভজিবারে॥

(১) কোপে—ক্রুদ্ধ হয়ে। (২) রড়—দৌড়; ছুট। (৩) ভিড়ন—সমাবেশ।

মাতার বচন দুষ্ট না শুনিল কানে।
সেইমত তাড়াইল বুড়া মাল্যবানে॥
কারো যুক্তি না শুনিয়া যুদ্ধ করে সার।
বিনাযুদ্ধে সীতা তব নাহিক উদ্ধার॥
বহু কষ্ট গেল সীতা, অল্পমাত্র আছে।
দেখিয়া রামের মুখ, সুখ পাবে পাছে॥
ক্রন্দন সংবর সীতা, ত্যজ অভিমান।
দিন দুই চারি বাদে যেয়ো প্রভু-স্থান॥
সরমার বাক্যে সীতা সংবরি ক্রন্দন।
চিন্তেন শ্রীরাম-পাদপদ্ম অনুক্ষণ॥
শ্রীরাম বলিয়া সীতা ছাড়েন নিশ্বাস।
সরমা-সংবাদ গায় কবি কৃত্তিবাস॥

সুগ্রীব কর্তৃক লঙ্কার চারি দ্বারে
বানর-সৈন্য-সংস্থাপন।

সুমেরুর চূড়া যেন আকাশেতে লাগে।
সেই মত উচ্চগিরি শোভা পায় আগে॥
গড়ের বাহিরে গিরি তিরিশ যোজন।
তাহাতে উঠিলে হয় লঙ্কা দরশন॥
পর্ব্বতে চড়েন রাম সহ সেনাগণ।
সঙ্গেতে সুগ্রীব রাজা আর বিভীষণ॥
পর্ব্বত-উপরে রাম করেন দেয়ান (১)।
দেখেন সে লঙ্কা বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ॥
স্বর্ণ-রৌপ্য-ঘর সব দেখিতে রূপস।
চালের উপর শোভে কনক-কলস॥
ধ্বজা আর পতাকা উড়িছে চতুর্দ্দিকে।
রাজ-গৃহ পাত্র-গৃহ শোভে একে একে॥
পুরী দেখি রামচন্দ্র করেন বাখান।
পৃথিবী-মণ্ডলে নাহি হেন রম্যস্থান॥
এ পুরীর রাজা কেন হয়েছে রাবণ।
তবে শোভে, যদি রাজা হয় বিভীষণ॥
রঘুবংশে যদি আমি রাম-নাম ধরি।
বিভীষণে করিব লঙ্কার অধিকারী॥
বিভীষণ মিতাকে লঙ্কায় ভাল সাজে।
বিভীষণে রাজা করি লোকে যেন পূজে॥
আনন্দিত বিভীষণ রামের আশ্বাসে।
গিরি হৈতে উলেন সকলে রাত্রিশেষে॥
পর্ব্বত উপরে রাম বঞ্চি কত রাতি।
নামিলেন সত্বর সহিত সেনাপতি॥
পোহাইতে আছে অল্প যখন রজনী।
হেনকালে লঙ্কা বেড়িলেন রঘুমণি॥
পাইয়া সুগ্রীব শ্রীরামের অনুমতি।
চারি দ্বারে রাখিল বানর-সেনাপতি॥
নীল সেনাপতি বলি ঘন ঘন ডাকে।
একেরে ডাকিতে সবে ধায় ঝাঁকে ঝাঁকে॥
সুগ্রীব বলেন, নীল, তুমি সেনাপতি।
লঙ্কায় যুঝিতে তব প্রথম আরতি (২)॥
বাছিয়া বানর লহ রণেতে প্রধান।
ভালমতে রাখ গিয়া পূর্ব্বদ্বারখান॥
নীল বীর পূর্ব্বদ্বারে যায় হরষিত।
ডাক দিয়া অঙ্গদেরে আনিল ত্বরিত॥
সুগ্রীব বলেন, হে অঙ্গদ যুবরাজ।
তোমার অধীন সর্ব্ব বানর-সমাজ॥
বাছিয়া কটক তুমি লহ সারাৎসার (৩)।
ভালমতে রাখ গিয়া দক্ষিণের দ্বার॥
চলে অঙ্গদের ঠাট সবে বাছের বাছ।
এক হাতে পর্ব্বত, দ্বিতীয় হাতে গাছ॥
ধূলা উড়াইয়া তা'রা করে অন্ধকার।
মার মার শব্দে ধায় দক্ষিণের দ্বার॥

---

(১) দেয়ান—সভা। (২) আরতি—আদেশ। (৩) সারাৎসার—ভাল হ'তে ভাল।

তুমি মোরে নষ্ট কর এ নহে বিচার।
কোন্ অপরাধে আমি করিনু তোমার ॥—৩১৭ পৃঃ

ক্রন্দন সংবর সীতা ত্যজ অভিমান।
দিন দুই চারি বাদে যেয়ো প্রভু-স্থান ॥—৩৩৬ পৃঃ

দক্ষিণে অঙ্গদ গেল হ'য়ে হরষিত।
ডাক দিয়া হনূমানে আনিল ত্বরিত॥
সুগ্রীব বলেন, শুন বীর হনূমান্।
সবা হইতে রাখি আমি তোমার সম্মান॥
শিশুকালে লাফ দিলে ধরিতে ভাস্কর।
সাহস করিয়া বাছা ডিঙ্গালে সাগর॥
সংগ্রামে পশিলে তুমি বিক্রমে প্রধান।
পশ্চিমের দ্বার রক্ষা কর সাবধান॥
যেখানে থাকেন রাম লক্ষ্মণ দু'ভাই।
সাবধান হ'য়ে তুমি থাকিবে তথাই॥
ধায় হনূমানের কটক মহাবল।
কিলকিল শব্দেতে ব্যাপিল নভস্তল (১)॥
ধূলা উড়াইয়া যায় করি অন্ধকার।
মার মার করি গেল পশ্চিমের দ্বার॥
পূর্ব্বে নীল বীরে দিয়া না হয় প্রত্যয়।
ডাকিয়া কুমুদ বীরে আনিল তথায়॥
সুগ্রীব বলেন, হে কুমুদ সেনাপতি।
সহস্র বানর আছে তোমার সংহতি॥
সে সব বানর ল'য়ে পূর্ব্ব-দ্বারে চল।
নীলের কটকে গিয়া হও অনুবল (২)॥
তোমা সত্ত্বে যদ্যপি নীলের সৈন্য ভাগে (৩)।
তার ভাল-মন্দ যে তোমারে দায় লাগে॥
সুগ্রীবের আদেশ লঙ্ঘিবে কোন্ জন।
নীলের কাছেতে করে কুমুদ গমন॥
দক্ষিণে অঙ্গদে রাখি প্রতীতি (৪) না যায়।
ডাক দিয়া মহেন্দ্রেরে তথায় পাঠায়॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র শুন সুষেণ-নন্দন।
আশী কোটি কপি দুই ভাইয়ের ভিড়ন॥
সে সকল লইয়া দক্ষিণ দ্বারে চল।
অঙ্গদ-কটকে গিয়া হও অনুবল॥
তোমা বিদ্যমানে যদি সেই সৈন্য ভাগে।
ভদ্রাভদ্র তাহার তোমার প্রতি লাগে॥
সুগ্রীবের আদেশ লঙ্ঘিবে কোন্ জনা।
অঙ্গদ পশ্চাতে গেল মহেন্দ্রের থানা॥
পশ্চিমে হনূকে দিয়া নহে স্থির মন।
ডাক দিয়া সুষেণেরে আনিল তখন॥
সুগ্রীব বলেন, শুন সুষেণ সুহৃৎ।
তিন কোটি বৃন্দ কপি তোমার সহিত॥
সে সব লইয়া যাহ পশ্চিমের দ্বার।
বায়ু-তনয়ের কর সাহায্য এবার॥
তুমি সে থাকিতে যদি কোন মন্দ ঘটে।
অপযশ তোমারি সে, লোকে ধর্ম্ম টুটে॥
সুগ্রীবের আদেশে সুষেণ মহাবীর।
হনূর পশ্চাতে গিয়া হইলেক স্থির॥
উত্তরে কাহারে দিয়া নহে স্থির মন।
আপনি সুগ্রীব রহে সহ কপিগণ॥
সাগরের কূলেতে যে বানরের ঘর।
জাঙ্গাল বহিয়া পাছে পালায় বানর॥
বহু কোটি সেনাপতি পাত্র মিত্র ল'য়ে।
রহিল সুগ্রীব রাজা উত্তর চাপিয়ে (৫)॥
ঔষধ আনিতে রহে বীর হনূমান্।
মন্ত্রণা-কর্ম্মেতে থাকে মন্ত্রী জাম্ববান্॥
প্রহরী হইয়া থাকে দ্বারে বিভীষণ।
চারি দ্বার সুগ্রীব দেখেন ঘনে-ঘন॥
যেই দ্বারে সুগ্রীব দেখেন হীন-বল।
দুনা করি দেন সৈন্য সমরে অটল॥
চারি দ্বারে দিতেছেন সুগ্রীব আশ্বাস।
চারি-দ্বার-রক্ষা বিরচিল কৃত্তিবাস॥

---

(১) নভস্তল—আকাশ। (২) অনুবল—সহায়। (৩) ভাগে—পলায়। (৪) প্রতীতি—বিশ্বাস। (৫) চাপিয়ে—অধিকার করিয়া।

হরপার্ব্বতীর কোন্দল।

সাজিছে যতেক বীর, বাজিছে বাজনা।
অন্তরীক্ষে অমর-গণের হয় থানা (১) ॥
আইল গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিন্নর (২) চারণ (৩)।
আসিলেন বিধাতা মরালে আরোহণ ॥
ঐরাবত আরোহণে আসে পুরন্দর।
মকর বাহনে আসে জলের ঈশ্বর ॥
আসিলেন কার্ত্তিক ময়ূরে আরোহণ।
সিদ্ধিদাতা আসিলেন মূষিক-বাহন ॥
বৃষভ বাহনে আইলেন পশুপতি।
কেশরী বাহনে মাতা আইলা পার্ব্বতী ॥
বসিলেন দেবগণ সবে সারি সারি।
গন্ধর্ব্বেতে গীত গায়, নাচে বিদ্যাধরী ॥
পৃষ্ঠ দিয়া পার্ব্বতী বসেন এক দিকে।
ক্রোধ করি মহাদেবে কহেন সম্মুখে ॥
তুমি ত ভাঙ্গড়, সদা বেড়াও শ্মশানে।
কোন্ গুণে পূজে তোমা লঙ্কার রাবণে ॥
ধনে প্রাণে মজিল লঙ্কার অধিকারী।
কেমনে আছহ স্থির বুঝিতে না পারি ॥
আপনার মাথা কাট আপনার করে।
দুঃখ নাহি হয় কেন সেবকের তরে ॥
আর কোন্ সেবক লইবে তব ছায়া (৪)।
রাবণ সেবকে তব নাহি কিছু দয়া ॥
এত যদি বলিলেন ক্রোধে ভগবতী।
পার্ব্বতীর বচনে কুপিত পশুপতি ॥
বামাজাতি, তোমার তিলেক নাহি শঙ্কা।
আপনি রাখহ গিয়া স্বর্ণপুরী লঙ্কা ॥
তপস্যা করিল দশ হাজার বৎসর।
অমর হইতে নাহি পাইলেক বর ॥
এখন মরণ-পথ চিন্তিল রাবণ।
ত্রিভুবনে হেন কর্ম্ম করে কোন্ জন ॥
স্বয়ং বিষ্ণু জন্মিলেন দশরথ-ঘরে।
আপনি দিলেন পৃষ্ঠ (৫) অলঙ্ঘ্য সাগরে ॥
দ্বারে রাম, রাবণের জীবন সংশয়।
বল দেখি রাবণের কিসে রক্ষা হয় ॥
মানুষ হইয়া রাম বিষ্ণু-অধিষ্ঠান (৬)।
শ্রীরামের হাতে কেন পাবে পরিত্রাণ ॥
মিথ্যা অনুযোগ (৭) মোরে না কর পার্ব্বতি।
রাবণে রাখিতে নাহি আমার শকতি ॥
বিধাতার নির্ব্বন্ধ যে নারি ঘুচাইতে।
আপনি যে আছি আমি আপনার মতে ॥
শঙ্কর শঙ্করী দুই জনেতে কোন্দল।
বিমুখ হইয়া হাসে দেবতা সকল ॥
ধূর্জ্জটির কোপ দেখি হাসে দেবগণ।
আজি কালি রাবণের হইবে মরণ ॥
রাবণ মরিবে, সর্ব্ব দেবতার হাস।
হরগৌরী-কোন্দল রচিল কৃত্তিবাস ॥

———

অঙ্গদ-রায়বার (৮)

পঞ্চদিন উভয় সৈন্যের সমাবেশ।
পরস্পর কেহ কারে নাহি করে দ্বেষ ॥
শ্রীরাম বলেন, তত্ত্ব জান বিভীষণ।
কি কারণ নাহি রণ দেয় দশানন ॥

---

(১) থানা—স্থান। (২) কিন্নর—দেবলোকের গায়ক; অশ্বের মুখের মত মুখ ও মানুষের মত শরীর। (৩) চারণ—যাহারা যুদ্ধকালে বীর-গাথা গাহিয়া সৈন্যগণকে উৎসাহিত করে। (৪) ছায়া—আশ্রয়। (৫) পৃষ্ঠ—পিঠ। সাগর, সেতুবন্ধনের পরামর্শ দিয়া শ্রীরামের বশ্যতা স্বীকার করে। (৬) বিষ্ণু-অধিষ্ঠান—ভগবানের অংশভূত। (৭) অনুযোগ—দোষারোপ। (৮) রায়বার—দৌত্য।

বিভীষণ বলে, প্রভু, কর অবগতি।
উভয় সৈন্যের শব্দে স্তব্ধ লঙ্কাপতি ॥
তাই বিপক্ষের প্রতি নাহি দেয় হানা।
নিশ্চয় জানিতে দূত পাঠাও এক জনা
বিভীষণ সহ রাম যুক্তি করি সার।
হনূমানে ডাকিয়া কহেন সমাচার ॥
আইস বাছা হনূমান্ পবন-নন্দন।
লঙ্কাতে জানিয়া এস কি করে রাবণ ॥
সভামধ্যে উঠিয়া বলিছে জাম্ববান্।
একবার গিয়াছিল বীর হনূমান্ ॥
যেই যাইবেক হনূ লঙ্কার ভিতর।
হনূমানে দেখিয়া কুপিবে লঙ্কেশ্বর ॥
মনেতে করিবে এই আসে বারেবার।
ইহা বিনা রাম-সৈন্যে বীর নাহি আর ॥
দক্ষিণ দ্বারেতে আছে অঙ্গদের থানা।
তাহারে আনিতে দূত যাক এক জনা ॥
হনূমান্ হইতে অঙ্গদ বীর বড়।
তাহারে পাঠাও যে বলিবে দড়-বড় (১) ॥
　রামের আজ্ঞায় চলে সুষেণ সত্বর।
মাথা নোয়াইয়া কহে অঙ্গদ-গোচর ॥
বলি শুন তোমারে অঙ্গদ যুবরাজ।
রামের আজ্ঞায় চল বানর-সমাজ ॥
অঙ্গদ বলেন, আমি যাব কি একাকী।
কিংবা থানা সহ যাব, তুমি বল দেখি ॥
থানা ভাঙ্গিবারে নাই কোন প্রয়োজন।
একা গিয়া কর তুমি রাম-সম্ভাষণ ॥
দূত-বাক্যে চলিল অঙ্গদ যুবরাজ।
আসিয়া মিলিল বীর রামের সমাজ ॥

রামেরে প্রণাম করি কহে করপুটে।
আজ্ঞা কর মহারাজ, এসেছি নিকটে ॥
　শ্রীরাম বলেন, হে অঙ্গদ মহাবলী।
রাবণ রাজারে কিছু দিয়া এস গালি ॥
অঙ্গদ বলেন, প্রভু, যুক্তি নাহি হয়।
বালি-পুত্র আমি যে, আমাতে কি প্রত্যয় (২) ॥
শ্রীরাম বলেন, সত্য-হেতু বালি বধি।
তোমাতে প্রত্যয় মম আছে তদবধি ॥
অঙ্গদ বলেন, প্রভু, এ বা কোন্ কথা।
নখে ছিঁড়ি আনিব তাহার দশমাথা ॥
বালির বিক্রম তুমি জান ভালে-ভালে।
বিক্রম জানিবা মম সংগ্রামের কালে ॥
পশিব রাক্ষস মধ্যে, করিব উঠানি।
রাবণেরে গালি দিয়া আসিব এখনি ॥
সুগ্রীব বলেন, বাছা, প্রাণের দোসর।
বিক্রমে বিশাল তুমি বাপের সোসর ॥
এতকাল পালিলাম তোমা রাজভোগে।
দেখাও বাহুর বল শ্রীরামের আগে ॥
লঙ্কা-মধ্যে গিয়া তুমি বুঝাও রাবণে।
আসিয়া শরণ লউক রামের চরণে ॥
নতুবা সবংশে তারে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
খণ্ড খণ্ড করিবেন, রাখে কোন্ জন ॥
　অঙ্গদ করিল যাত্রা হ'য়ে হৃষ্টমন।
হেনকালে উঠিয়া বলিছে বিভীষণ ॥
কহিও আমার বাক্য ভাই লঙ্কেশ্বরে।
নিজ দুরাচার কর্ম্ম যেন মনে করে ॥
সভা-মধ্যে বলিলাম হিত যে বচন।
তেকারণে হইলাম লাথির ভাজন ॥

---

(১) দড়-বড়—কাহারো অপেক্ষা না রাখিয়া উচিৎ কথা সাহসের সহিত বলা। (২) আপনি যাহাকে অন্যায় রূপে বধ করিয়াছিলেন সেই বালির পুত্র আমি—আমাকে কি আপনি বিশ্বাস করেন? এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

মূঢ় বিভীষণ নাহি বুঝে কোন কাজ।
ভাল মন্ত্রী ল'য়ে তিনি হোন মহারাজ ॥
বংশে রহিলাম মাত্র করিতে তর্পণ।
কহিও ও সব কথা বালির নন্দন ॥

বার বার বন্দিয়া সে রামের চরণ।
রাবণে ভর্ৎসিতে যায় বালির নন্দন ॥
সুগ্রীব রাজারে বন্দে বাপের সোদর।
আর যত বন্দিলেক প্রধান বানর ॥
করিছে মঙ্গল-ধ্বনি সর্ব্ব কপিগণ।
আনন্দে দেখেন চেয়ে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
যায় অন্তরীক্ষেতে অঙ্গদ ডাকা-বুকা (১)।
বায়ুভরে উড়ে যেন জ্বলন্ত উলকা (২) ॥
লঙ্কাপুরী গেল বীর ত্বরিত গমন।
পাত্রমিত্র ল'য়ে যথা ব'সেছে রাবণ ॥
দেবান্তক নরান্তক অতিকায় বীর।
মহোদর মহোল্লাস দুর্জ্জয়-শরীর ॥
হস্তি-পৃষ্ঠে প্রণাম জানায় অকম্পন।
অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহিয়া সে ধূম্র-লোচন ॥
রথ সাজাইল দিয়া মণি মুক্তা হীরা।
আসিয়া প্রণাম করে কুমার ত্রিশিরা ॥
আইল নিশঠ শঠ যেন যমদূত।
অজয়-বিজয়-আদি যুদ্ধে মজবুত ॥
কুম্ভকর্ণ-সুত কুম্ভ নিকুম্ভ দু'জন।
আর বজ্রদন্ত মাথা নোয়ায় তখন ॥
আইল খরের পুত্র সত্বর সভায়।
তপন স্বপন আর বীর মহাকায় ॥
যার ভয়ে ত্রিভুবন হয় বিকম্পিত।
পিতারে প্রণাম করে বীর ইন্দ্রজিত ॥
আইল সামন্ত সৈন্য বীর নানা-বর্ণ।
সবে মাত্র না আইল বীর কুম্ভকর্ণ ॥
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ আপনার মনে।
লঙ্কাতে অনর্থ এত কিছুই না জানে ॥

সভামধ্যে বলিছে রাবণ সবাকারে।
নর-কপি আসিয়াছে আমা মারিবারে ॥
শিশু রাম, শিশু কপি, না জানে আমায়।
তেঁই সে আমার সনে যুঝিবারে চায় ॥
বাটা ভরি গুয়া দিব আড়নে আড়ন (৩)।
যেই জন মারিবেক শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
এতেক বলিল যদি বীর লঙ্কাপতি।
বীর-দাপ করি উঠে সব সেনাপতি ॥
নর-কপি, আমাদের তারে ভয় কিসে।
আপনা আপনি নিধি গৃহেতে প্রবেশে ॥
বানর খাইতে সাধ ছিল বহুকালে।
হেন ভক্ষ্য মিলিল অনেক পুণ্য-ফলে ॥
আজ যদি কুম্ভকর্ণ উঠেন জাগিয়া।
খাইবেন লক্ষ লক্ষ বানর ধরিয়া ॥
ইন্দ্রজিৎ আছে এক মহা-ধনুর্দ্ধর।
তার বাণে শত শত মরিবে বানর ॥
আগে গিয়া বানরের গলে দিব ফাঁস।
খাইব ঘাড়ের রক্ত কামড়িয়া মাস ॥
মনুষ্য দু'টার মাংস বড়ই সুস্বাদ।
সবাকার ঘুচাব মাংসের অবসাদ (৪) ॥

---

(১) ডাকা-বুকা—ডাকা (ডাকাত) বুকা (বুক) ডাকাতের মত সাহসী। (২) উলকা—উল্কা; আকাশে ঘুরিতেছে যে অগ্নি-গোলক। এখানে অগ্নিকণা অর্থে ব্যবহৃত। (৩) আড়ন (আড়ঙ্গ) অর্থাৎ গঞ্জে যত সুপারি পাওয়া যায় তাহা আনিয়া বাটা ভরিয়া দিব। অর্থাৎ যে বীর শ্রীরাম লক্ষ্মণকে মারিতে পারিবে তাহার বিশেষ সম্মান করিব। পান সুপারি দিয়া সম্মান করা প্রাচীন প্রথা। (৪) অবসাদ—দৈন্য, খেদ, বিষাদ। সবাকার ঘুচাব মাংসের অবসাদ—অর্থাৎ সকলকেই প্রচুর পরিমাণে মাংস খাওয়াইব।

জাঠি ও ঝকড়া শেল মুষল মুদ্গর।
হাতে করি দর্প করে যত নিশাচর ॥
রাজার সম্মুখে কহে যত সেনাপতি।
আমরা থাকিতে তব কিসের দুর্গতি (১) ॥
সীতা ল'য়ে ক্রীড়া কর আনন্দিত-মনে।
আমরা বান্ধিয়া দিব শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥
ত্রিভুবন সহায় করি যদি রাম আনে।
সীতা নিতে নারিবে আমরা বিদ্যমানে ॥
বানরে ক'রোনা ভয়, তারা বন্য পশু।
মুহূর্ত্তেকে মেরে দিব, ঘর-পোড়া না আসু (২) ॥
সে বেটা প্রধান তার কটকের সার।
সে থাকিতে মহারাজ, রক্ষা নাহি আর ॥
লঙ্কা দগ্ধ ক'রে গেল রাত্রে এসে প'ড়ে।
সেই ভয় করি পুনঃ আসে কি বাহুড়ে (৩) ॥
সেই আসি দেখে গেল অশোক-বনে সীতা।
সেই করালে রামের সনে সুগ্রীবের মিতা ॥
সেই ভুলালে বিভীষণে নানা কথা ক'য়ে।
সেই সাগর বেঁধে দিল গাছ-পাথর ব'য়ে ॥
যত দেখ মহারাজ, সব চক্র তারি।
সে থাকিতে রাখিতে নারিবে রামের নারী ॥
রাবণ বলে, যা বলিলে, মোর মনে তাই নিলে।
জন্মে যে না পাই দুঃখ, ঘর-পোড়া তা দিলে ॥
ধরত মোর বাপ সব কোন্ কালকে আর।
রাম লক্ষ্মণ থাকুক আগে ঘর-পোড়াকে মার ॥
এই যুক্তি রাবণ রাজা করিতেছিল ব'সে।
এমনকালে অঙ্গদ বীর উত্তরিল এসে ॥
প্রকাণ্ড শরীর তার মন্দ মন্দ গাও।
পূর্ব্বাচল হৈতে যেন এল দিনপতি (৪) ॥
আকাশে দেউটি (৫) যেন দুই চক্ষু জ্বলে।
মস্তক ঠেকেছে তার গগন-মণ্ডলে ॥
রাবণের সেনাপতি দ্বারে ছিল যারা।
অঙ্গদের অঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিল তারা ॥
বড় বড় বীর ছিল রাজার রক্ষক।
ভষক (৬) দেখিয়া যেন পায় মূষক ॥
দুয়ারে দুয়ারী ছিল উঠে দিল রড়।
লাথির চোটে কপাট ভেঙ্গে প্রবেশিল গড় ॥
যেখানে রাবণ-রাজা ব'সেছে দেওয়ানে (৭)।
লম্ফ দিয়া বীর গিয়া বৈসে মধ্যখানে ॥
ব'সেছে রাবণরাজা উচ্চ সিংহাসনে।
তাহা দেখি অঙ্গদের বড় দুঃখ মনে ॥
কুণ্ডলী করিয়া লেজ বসিল সভাতে।
পুরন্দর বার (৮) যেন দিল ঐরাবতে ॥
সুমেরু-পর্ব্বত যেন অঙ্গদের দেহ।
রাক্ষসেরা বলে বাপ, এটা এলো কেহ ॥
বড় বড় বীর ছিল রাবণের কাছে।
অঙ্গদের অঙ্গ দেখে চুপ ক'রে আছে ॥
অঙ্গদকে দেখে' রাবণ ছলে মায়া পাতে।
শত শত রাবণ হ'য়ে বসিল সভাতে ॥
যে দিকে অঙ্গদ চাহে, সে দিকে রাবণ।
দশ মুণ্ড, কুড়ি বাহু, বিংশতি লোচন ॥
সবাই রাবণ, ভেদ নাই এক জনে।
অঙ্গদ বলে, কথা কব কোন্ রাবণের সনে ॥

---

(১) দুর্গতি—কষ্ট। (২) ঘর-পোড়া না আসু—হনুমান্ না আসুক অর্থাৎ আমরা হনুমান্‌কেও আর ভয় করিব না, হনুমান্ আসিলে তাহাকেও বধ করিব। (৩) বাহুড়ে—ফিরিয়া। (৪) দিনপতি—সূর্য্য। (৫) দেউটী—প্রদীপ। (৬) ভষক—কুকুর। কোন কোন সংস্করণে ভক্ষক। (৭) দেওয়ানে—সভায়। (৮) বার—প্রকাণ্ড সভায় পাত্রমিত্র সভাসদ্ লইয়া অধিষ্ঠান করা; দরবার করা।

সবে মাত্র ইন্দ্রজিৎ ছিল আপন সাজে।
পুত্র হ'য়ে পিতার মূর্ত্তি ধর্‌বে কোন্ লাজে ॥
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ (১) করে রাবণের বেটা।
কপালে দেখিল তার যজ্ঞ শেষ-ফোঁটা ॥
অঙ্গদ বলে, বুঝিলাম এই বেটা মেঘনাদ।
আকার ইঙ্গিতে তারে কহেন সংবাদ ॥
অঙ্গদ বলে, সত্য ক'রে কও রে ইন্দ্রজিতা।
এই যত ব'সে আছে সব্যাই কি তোর পিতা ॥
তারি জন্যে এত তেজ, গুরু লঘু না মানিস্।
তোর বাপের এত তেজ, ইন্দ্র বেঁধে আনিস্ ॥
ধন্য নারী মন্দোদরী, ধন্য তোর মাকে।
এক যুবতী শতেক পতি, ভাব কেমনে রাখে ॥

কোন্ বাপ তোর দিগ্বিজয় (২)
কৈল তিন লোকে।
কোন্ বাপ তোর কোথা গেল
পরিচয় দে মোকে ॥
কোন্ বাপ তোর চেড়ীর অন্ন
খাইল পাতালে (৩)।
কোন্ বাপ তোর বাঁধা ছিল
অর্জ্জুনের অশ্বশালে (৪) ॥
কোন্ বাপ তোর যম জিনিতে
গিয়াছিল দক্ষিণ (৫)।
কোন্ বাপ তোর মান্ধাতার বাণে
দাঁতে কৈল তৃণ (৬) ॥

---

(১) নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সহস্র যূপ বা যজ্ঞীয় পশু-বন্ধন কাষ্ঠ-শোভিত লঙ্কার যজ্ঞ-ক্ষেত্রে ও দেবালয়ে কামনা করিয়া যে যজ্ঞ করা হয় তাহার নাম নিকুম্ভিলা যজ্ঞ। মেঘনাদ এই যজ্ঞ করিয়া পূর্ণাহুতি দিলে সেদিন সে সকলের অজেয় হইত। (২) ব্রহ্মার বরে রাবণ অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া ত্রিলোক বিজয় করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিল। (৩) একদা রাবণ বলিকে পরাজিত করিবার জন্য পাতালে গমন করে। বলি তখন তাহাকে ক্রোড়ে বসাইয়া আদর করিয়া বলিলেন, "তুমি কি চাও ?" রাবণ বলিল, "আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে চাই।" বলি এই কথা শুনিয়া রাবণকে বলিলেন, 'ঐ যে সম্মুখে প্রদীপ্ত অগ্নির মত একটি চক্র পড়িয়া রহিয়াছে প্রথমে ঐ চক্রটা তুলিয়া আন ; পরে আমার সহিত যুদ্ধ করিবে।" এই কথায় রাবণ চক্র তুলিতে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। এই সময়ে কতকগুলি বালক সেইখানে উপস্থিত হইল এবং রাবণের দশ-মুণ্ড কুড়ি-বাহু দেখিয়া এক বিচিত্র জীব মনে করিয়া তাহাকে অশ্বশালায় বন্দী করিয়া রাখিল। সেই সময়ে রাবণের প্রাণরক্ষার্থ বলির চেড়ী (দাসী) গণ সামান্য সামান্য অন্ন পানীয় প্রদান করিত। তাহা খাইয়া রাবণ অতি কষ্টে প্রাণ রক্ষা করিত। (৪) হৈহয়াধিপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন একদিন সহস্র স্ত্রী লইয়া নর্ম্মদা নদীতে জল ক্রীড়া করিবার সময়ে সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া নর্ম্মদার জল প্রবাহ রুদ্ধ করিয়াছিল। ইহাতে নদীর উপকূল প্লাবিত হয় ও এই প্লাবনে দিগ্‌বিজয়ার্থী রাবণের শিবির প্লাবিত হইয়া যায়। এই হেতু রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে আক্রমণ করে। অর্জ্জুন সেই রমণীগণের সম্মুখে রাবণকে বন্দী করিয়া নিজ রাজধানীতে লইয়া গিয়া স্বীয় অশ্বশালায় বন্দী করিয়া রাখে। (৫) রাবণ দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া দক্ষিণ দিকে গিয়া যমের সহিত যুদ্ধ করে। সাত দিন অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর যম রাবণকে বধ করিবার জন্য কালদণ্ড নিক্ষেপ করিতে অগ্রসর হন। ব্রহ্মা আসিয়া যমকে কালদণ্ড প্রতিসংহার করিতে বলিলে যম কালদণ্ড সংবরণ করেন। ইহাতেই রাবণ পরিত্রাণ পায়। (৬) দেবর্ষি পর্ব্বতের পরামর্শে রাবণ সপ্তদ্বীপপতি মান্ধাতার নিকটে রণাতিথ্য প্রার্থনা করে। মান্ধাতার সহিত রাবণের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। অবশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া মান্ধাতা পাশুপত অস্ত্র ও রাবণ ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা করিলে মহর্ষি পুলস্ত্য ও গালব আসিয়া উভয়কে অস্ত্রক্ষেপ করিতে নিষেধ করেন।

বোন্ বাপ তোর ধনুক ভাঙ্গিতে
গিয়াছিল মিথিলা (১)।
কোন্ বাপ তোর কৈলাসগিরি
তুলিতে গিয়াছিলা (২)॥
কোন্ বাপ তোর বধূর সনে
হইল আসক্ত (৩)।
তোর কোন বাপের ভগ্নী হ'রে
নিল মধুদৈত্য (৪)॥
কোন্ বাপ তোর জব্দ হৈল
জামদগ্ন্যের তেজে (৫)।
মোর বাপ তোর কোন্ বাপকে
বেন্ধেছিল লেজে (৬)॥

একে একে কহিলাম তোর
সকল বাপের কথা।
এ সবারে কাজ নাই তোর
যোগী বাপটি কোথা (৭)॥
সূর্পণখা রাঁড়ী যারে করাইল দীক্ষা (৮)।
দণ্ডক কাননে যে মাগিয়া খায় ভিক্ষা (৯)॥
শঙ্খের কুণ্ডল কর্ণে, রক্ত-বস্ত্র পরে।
ডম্বরু বাজায়ে ভিক্ষা করে ঘরে ঘরে॥
সন্ন্যাসীর বেশ ধরে, মুখে মাখে ছাই।
এ সবারে কাজ নাই তোর যোগী বাপটি চাই॥
সহিতে না পারে রাবণ অঙ্গদের কথা।
লজ্জা পেয়ে রাবণ ভয়ে হেঁট করিল মাথা॥

---

(১) সীতাদেবীর অপরূপ রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া সীতাদেবীকে বিবাহ করিবার জন্য রাবণ মিথিলায় গমন করে। কিন্তু হরধনু ভঙ্গ করিতে অসমর্থ হওয়ায় মনোদুঃখে ফিরিয়া আসিতে হয়। (২) বলদর্পী দশানন স্বীয় ভুজবল পরীক্ষা করিবার জন্য মহাদেবের আবাস-স্থান কৈলাস পর্ব্বত উত্তোলন করে। ইহাতে পার্ব্বতী অতিশয় ভীতা হইয়াছেন দেখিয়া শঙ্কর বিপুল চাপ দেন। এই চাপে দশাননের স্কন্ধ হইতে কৈলাস পর্ব্বত পতিত হয় ও তাহার হস্ত তাহাতে চাপা পড়ে। দশানন যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া রোদন করিতে থাকে। এই কারণে তাহার নাম হয় রাবণ। পরে মহাদেবের উপাসনা করিলে মহাদেব প্রীত হন। (৩) অপ্সরী রম্ভা একদিন রাত্রিযোগে রাবণের ভ্রাতুষ্পুত্র নলকুবরের নিকট যাইতেছিল। পথিমধ্যে রম্ভা রাবণের দৃষ্টিপথে পড়ে। রম্ভার কাতর নিবেদনেও সেদিন রাবণের হাত হইতে তাহার উদ্ধার হয় নাই। অপ্সরাধর্ম্মে সেদিন রম্ভা নলকুবরের পত্নী; সুতরা রাবণের বধূ অঙ্গদের এই ইঙ্গিতে রাবণের বধূ-হরণ দোষ প্রকাশ পাইয়াছে। (৪) রাবণের জ্যেষ্ঠ মাতামহ মাল্যবানের কন্যা অনলার গর্ভে কুম্ভীনসীর উৎপত্তি হয়। সুতরাং কুম্ভীনসী রাবণের ভগিনীস্থানীয়া। একদিন মেঘনাদ যজ্ঞ করিতেছিল, বিভীষণ জলমধ্যে দাঁড়াইয়া তর্পণ করিতেছিল, কুম্ভকর্ণ গৃহমধ্যে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিল এমন সময়ে মধু দৈত্য আসিয়া অনেক রাক্ষস বধ করে; অবশেষে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কুম্ভীনসীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। (৫) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। (৬) একদা বালি সাগরকূলে বসিয়া সন্ধ্যা করিতেছিল। এমন সময়ে রাবণ গিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। বালি সন্ধ্যা ত্যাগ না করিয়া লাঙ্গুল দ্বারা রাবণকে জড়াইয়া ধরিল। বালি একটু মজা করিবার জন্য লাঙ্গুল-বাঁধা রাবণকে চারি সাগরে ডুবাইতে থাকে। পরে সন্ধ্যা সমাপন হইলে তেমনি বন্ধন অবস্থায় রাবণকে গৃহে লইয়া আসে। পরে রাবণ ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। ২০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (৭) রাবণ সীতা হরণ জন্য যোগিবেশ ধারণ করিয়াছিল। (৮) শূর্পণখার পরামর্শে রাবণ রামের সহিত বিপক্ষতা করে। (৯) যোগিবেশী রাবণ দণ্ডকবনের অন্তর্গত পঞ্চবটীতে ভিক্ষার ছলে আসিয়া সীতাকে হরণ করে।

দুঃখিত হইয়া রাবণ করিল মায়া ভঙ্গ।
দুই জনে বেধে গেল বাক্যের তরঙ্গ (১) ॥
রাবণ বলে, শোন্ ওরে বান্‌রা তোরে বলি।
কোথা হ'তে মরিবারে লঙ্কাপুরে এলি ॥
কে তোরে পাঠায়ে দিল মরিবার তরে।
বনের বানর হ'য়ে কেন রাক্ষসের ঘরে ॥
কি নাম, কাহার বেটা, কোন্ দেশে বসিস্।
ভয় কি, মারিব নাই, সত্য ক'রে কহিস্ ॥
অঙ্গদ বলে, তোর ভয়েতে থরথরায়ে কাঁপি।
এখন এমন ধর্ম্ম-কথা, মর্‌রে বেটা পাপী ॥
তুই কোন্ ঠাকুরের বেটা, তোরে ভয় কি।
আমি কে জানিস্ না তুই, শোন্ পরিচয় দি ॥
বালি আর সুগ্রীব দুই বীর অবতার।
জিনিতে যারে কিষ্কিন্ধ্যায় গিছিলি একবার ॥
পড়ে কি না পড়ে মনে হৈল অনেক দিন।
হাত বুলায়ে দেখ গলে আছে লেজের চিন্ (২) ॥
সেই বালির সুত আমি, সুগ্রীবের চর।
অঙ্গদ নাম ধরি আমি, রামের কিঙ্কর ॥
রাম কে, জানিস্ নাই, আনিলি সীতা হ'রে।
এখন দেখি লঙ্কাপুরী রাখিস কেমন ক'রে ॥
এই তোর লঙ্কাপুরী, রাম বেড়িলেন এসে।
বের'না রাবণা কেন ঘরে রইলি ব'সে ॥
অরুণ নয়, বরুণ নয়, (৩) রামের সঙ্গে বাদ।
বংশে কেহ না থাকিবে, না করিস্ সাধ ॥
রাবণ বলে, বল্লি কি' রাম লঙ্কাপুরে এসে।
বুঝি বা রামের ডরে রৈতে নারি দেশে ॥
এই কি ভেবেছে গুহক-চণ্ডালের মিতা (৪)।
বনের বানর সহায় ক'রে উদ্ধারিবে সীতা ॥
রামের যোগ্যতা যত সব দেখ্‌তে পাই।
নৈলে কেন দেশে থেকে দূর ক'রে দেয় ভাই ॥
নারী সঙ্গে লইয়া সে কেন বনে আসে।
ভাইকে মেরে রাজ্য ল'য়ে রয় না কেন দেশে ॥
রাম যা পারে করুক এসে তোর সনে মোর কি।
সূর্পণখার নাক কাটে, বৃথা আমি জী (৫) ॥
এনেছি রামের সীতা বলগে তার তরে।
করুক এসে রাম তপস্বী যা করিতে পারে ॥
সুমেরু-পর্ব্বত যদি মক্ষিকায় নাড়ে।
সতী যে রমণী, যদি নিজ পতি ছাড়ে ॥
গরুড়ের ধন যদি হ'রে লয় কাকে।
খলের শরীরে পাপ যদ্যপি না থাকে ॥
খদ্যোত-উদয়ে যদি হয় চন্দ্র পাত।
রাবণ জীতে সীতা নিতে নার্‌বে রঘুনাথ (৬) ॥
বল্ গিয়া বান্‌রা রে তোর রঘুনাথে।
সেতুবন্ধ ভেঙ্গে দিউক আপনার হাতে ॥
যেখানে পর্ব্বত ছিল সেখানে তা থোবে (৭)।
উপাড়িল যত বৃক্ষ, পুনর্ব্বার রোবে (৮) ॥
বিভীষণ এসে মোর পায়ে ধরুক কেঁদে।
ঘর-পোড়াকে এনে দিবি হাতে পায়ে বেঁধে ॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি ঘোর নিশাভাগে।
দুয়ারে প্রহরী মোর কেহ নাহি জাগে ॥
লঙ্কা দগ্ধ ক'রে গেছে রাত্রে এসে প'ড়ে।
তার শাস্তি ক'রে লব, তবে দিব ছেড়ে ॥

(১) বাক্যের তরঙ্গ—বাগযুদ্ধ। (২) চিন্—চিহ্ন ; দাগ। (৩) অরুণ নয়, বরুণ নয়—যে সে সাধারণ ব্যক্তি নয়। (৪) গুহক চণ্ডালের মিতা—রাম ; চণ্ডালের বন্ধু রাম সে যুদ্ধের কি জানে—এইরূপ বিদ্রূপ অর্থে ব্যবহৃত। (৫) জী—বাঁচি। (৬) মক্ষিকা কর্ত্তৃক সুমেরু পর্ব্বত সঞ্চালন, সতী রমণীর পতিত্যাগ, গরুড়ের সম্পত্তি কাক কর্ত্তৃক হরণ, খলের শরীর পাপবর্জ্জিত, খদ্যোত (জোনাক পোকা) উদয়ে চন্দ্রের নাশ যেমন অসম্ভব, তদ্রূপ রাম কর্ত্তৃক রাবণের পরাজয়ও অসম্ভব ব্যাপার। (৭) থোবে—রাখিবে। (৮) রোবে—রোপণ করিবে।

ধনুক বাণ ফেলে রাম খৎ (১) দিউক মাকে।
সর্ব্বদোষ ক্ষমা ক'রে কৃপা করি তাকে ॥
অঙ্গদ বলিছে, রাবণ, আমরা তাই চাই।
কচ-কচিতে(২)কাজ কি মোরা দেশেফিরে যাই ॥
রামকে গিয়া বলি ইহা না করিলে নয়।
সেতুবন্ধ ভেঙ্গে দিব দণ্ড চারি ছয় ॥
যা বলিলে তা করিতে মুস্কিল কি আছে।
যেখানে পর্ব্বত ছিল থোব তার কাছে ॥
বিভীষণকে বেঁধে এনে দিব তোর কাছে।
বুঝে প'ড়ে শাস্তি ক'রো মনে যত আছে ॥
নির্ম্মাইয়া দিব লঙ্কা যত গেছে পোড়া।
সূর্পণখার নাক-কানটি কিসে যাবে জোড়া ॥
অক্ষকুমার মেরেছে যে শ্রীরামের চরে।
তার স্ত্রী বিধবা হ'য়ে আছে তোর ঘরে ॥
যে তোর দারুণ পণ তেমন করে কে।
কবে বলবি আমার বধূর স্বামী এনে দে ॥
এক জনকে এনে দিলে তাও মনে না লবে।
মনের মত না হইলে, তাহাও ফিরে দিবে (৩) ॥
ঘর-পোড়াকে এনে দিতে বল্লি বটে হয়।
সেদিন তারে দূর ক'রেছেন খুড়া-মহাশয় ॥
অঙ্গদের কথা শুনে রাবণরাজা হাসে।
ঘর-পোড়াকে দূর করিল তার কোন্ দোষে ॥
অঙ্গদ বলে, হনূ যখন আসিতেছিল হেথা।
বলেছিলেন খুড়া তারে গোটা-চারেক কথা ॥
যাও লঙ্কায় হনুমান্ পবন-কুমার।
পালন করিয়া কথা আসিহ আমার ॥
কুম্ভকর্ণের মাথাটা আনিবে নখে ছিঁড়ে।
সাগরের জলে লঙ্কা ফেলিবে উপা'ড়ে ॥
অশোক-বন-সহ সীতা আনবে মাথায় ক'রে।
বাম হস্তে আনিবে রাবণের জটা ধ'রে ॥
পাঠায়েছিলেন তারে চারি কার্য্য তরে।
চারি কার্য্যের এক কার্য্য কিছুই না করে ॥
কোপেতে সুগ্রীব রাজা কাটিতেছিলেন তায়।
আমরা সকল বানর ধ'রে রেখেছি তাঁর পায় ॥
অনাথের নাথ রাম গুণের সাগর।
সুগ্রীবেরে আজ্ঞা দিলা, না মার বানর ॥
না মারিল সুগ্রীব শুনিয়া রামের কথা।
দূর ক'রে দিল তারে মুড়াইয়া মাথা ॥
কোন্ দেশে পালিয়েছে, আছে কিবা নাই।
তার তত্ত্ব ক'রে মোরা ফিরি ঠাঁই ঠাঁই ॥
অঙ্গদের কথা শুনে রাক্ষসেরা চায়।
সে করে নাই চারি কর্ম্ম, এই বা ক'রে যায় ॥
অঙ্গদ বলে, বুঝিলাম তোর এ সব কিছু নয়।
রঘুনাথের হাতে তোর মরণ নিশ্চয় ॥
যে থাকে বাসনা তোর, এই বেলা তা কর্।
রাজ-আভরণ ল'য়ে সর্ব্বাঙ্গেতে পর্ ॥
তুই মরিলে এ সব আর ভোগ করিবে কে।
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া ধন দরিদ্রকে দে ॥
হয় (৪) হস্তী রথ আদি মহিষ গোধন।
নয়ন মুদিলে সব হবে অকারণ ॥
স্বপ্নগত লোকে যেন নিধি পায় হাতে।
আঁখি কচালিয়া উঠে রজনী-প্রভাতে ॥
এ সব সম্পদ তোর দেখি সেই মত।
চৈতন্য থাকিতে কর্ আপনার পথ ॥
স্ত্রী সকলে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর্ কথা।
কেবা যাবে তোর সনে হ'য়ে অনুমৃতা (৫) ॥

(১) খৎ—অপরাধের দণ্ডস্বরূপ ভূমিতে নাসিকা ঘর্ষণ। (২) কচকচি—বিবাদ বিসম্বাদ; ঝগড়া কলহ। (৩) বিক্রপার্থে। (৪) হয়—ঘোড়া। (৫) অনুমৃতা—সহমৃতা; মৃত স্বামীর চিতায় যে স্ত্রী দেহত্যাগ করে।

আপনি কুঠার দিলি আপনার পায়ে।
অহঙ্কার ক'রে ডিঙ্গা (১) ডুবালি দরিয়ায় (২) ॥
বুদ্ধিমান হ'য়ে জ্ঞান হারালি অভাগা।
শিরে কৈল সর্পাঘাত, কোথা বাঁধ্‌বি তাগা (৩)॥
বিভীষণের কথা তুই না শুনিলি কানে।
সুখে শয্যা কর গিয়া শ্রীরামের বাণে॥
সর্ব্বশাস্ত্র প'ড়ে বেটা হ'লি গণ্ডমূর্খ (৪)।
বল্লে কথা শুনিস্‌নাকো এই ত বড় দুঃখ॥
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ রাম রঘুমণি।
দুষ্টেরে করিতে নষ্ট জন্মিলা অবনী॥
মদমত্ত (৫) নিশাচর পাপিষ্ঠ রাবণ।
মজ্জিবি সবংশে, তার উঠেছে লক্ষণ॥
রাম বিষ্ণু, সীতা লক্ষ্মী, না বুঝিলি মনে।
দশরথের ঘরে জন্ম দুষ্টের দমনে॥
মত্ত হয়ে ধর্‌লি বেটা জানকীর কেশে।
সেই অপরাধে তুই মজিলি সবংশে॥
বিধাতা বিমুখ বড় হইলেন তোরে।
আনিলি রামের সীতা মরিবার তরে॥
দশহাজার দেব-কন্যা ভজিস্‌ রাত্রি-দিনে।
রহিতে নারিস্‌ বেটা পরদার (৬) বিনে॥
প্রমাদে (৭) প্রমত্ত হয়ে প'ড়ে গেলি ফাঁদে।
বামন হইয়া হাত বাড়াইলি চাঁদে॥
সূর্য্যবংশ-চূড়ামণি দশরথ রাজা।
দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি করে যাঁর পূজা॥
তাঁর ঘরে রঘুনাথ জন্মিলা আপনি।
এতদিনে নির্ব্বংশ হলি রে বৈশ্রবণি (৮)॥
ডুবিলি বাসনা-বিষে বিষয়-আস্বাদে।
তক্ষকে দংশিল তোরে, কি করে ঔষধে॥
পঞ্চদশ-বর্ষে রাম নাশি তাড়কায়।
হরের ধনুক যিনি ভাঙ্গেন হেলায়॥
তাঁহার বনিতা সীতা আন্‌লি বেটা হ'রে।
কালকূট বিষ খেলি ডান হাতে ক'রে॥
অহল্যা পাষাণী হ'য়ে ছিল দৈবদোষে।
মুক্ত হ'য়ে গেল রামের চরণ-পরশে॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন তৃণ করাইল দাঁতে।
তার দর্প চূর্ণ হ'ল পরশুরামের হাতে (৯)॥
পরশুরাম-পরাভব প্রভু রামের ঠাঁই।
তাঁর সঙ্গে তোর দ্বন্দ্ব, আর রক্ষা নাই॥
গেলি রে রাবণ তুই গেলি এত দিনে।
উপায় না দেখি তোর রাম-নাম বিনে॥
যদি জীতে (১০) ইচ্ছা থাকে, গলবস্ত্র হ'য়ে।
কান্ধে দোলা ক'রে সীতা ব'য়ে দিবি লয়ে॥
তবু যদি জানকী-নাথ তোরে করেন রোষ।
শ্রীচরণে ধরি মোরা মেগে লব দোষ॥
রাবণ বলে, বানরা তোর মুখে পড়ুক ছাই।
আমার জন্য দুঃখে শেষে মর্‌বি কেন ভাই॥
আমার তরে তোরা কেন ধর্‌বি রামের পায়।
যুদ্ধ ক'রে মর্‌ব আমি তোর বাপের কি দায়॥

---

(১) ডিঙ্গা—নৌকা। (২) দরিয়া সমুদ্র। (৩) তাগা—বন্ধনী। (৪) গণ্ডমূর্খ—মহামূর্খ। (৫) মদমত্ত—অহঙ্কৃত; গর্ব্বিত। (৬) পরদার—পরস্ত্রী। (৭) প্রমাদ—চিত্তের অস্থিরতার জন্য ভ্রান্তি। (৮) বৈশ্রবণি—বিশ্রবা মুনির পুত্র বলিয়া রাবণের এই নাম। (৯) কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন পরশুরামের পিতাকে বধ করে। এই কারণে পরশুরাম কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে নিহত করিয়া পৃথিবীকে এক বিংশতি বার নিঃক্ষত্রিয়া করেন। এই পরশুরাম রামচন্দ্রের নিকট পরাভূত হইয়াছিলেন। মূল পুস্তকের ১০৭।১০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (১০) জীতে—বাঁচিতে।

অঙ্গদ বলে, যত বুঝাই তোর্ মনে না লয়।
রঘুনাথের হাতে তোর মরণ নিশ্চয় ॥
হিত-উপদেশ কি বুঝিবি, শোন্‌রে বেটা গরু।
তুই বাঁচিলে আমার বাপের কীর্ত্তিকল্পতরু(১) ॥
নৈলে তোরে বেঁচে থাক্‌তে, সাধ ক'রে কি বলি।
লোকে বল্‌বে এই বেটাকে বেঁধেছিল বালি ॥
নিত্য ঘুষবে আমার বাপের কীর্ত্তি জগন্ময়।
তাই বলি দিন-কত বাঁচলে ভাল হয় ॥
রাবণ বলে, শোন্ বানরা, ধিক্ জীবনে তোর।
রাজার বেটা হ'য়ে হলি মানুষের নফর (২) ॥
পুত্র হ'য়ে পরশুরাম শুধতে পিতার ধার।
নিঃক্ষত্রিয় ধরা কৈল তিন-সপ্ত বার (৩) ॥
পুত্র হ'য়ে তুই তার কোন্ কর্ম্ম কৈলি।
বাপকে মারিয়া তোর মাকে বিলাইলি ॥
ধিক্ ধিক্ জীবনে তোর মা যার কুলটা (৪)।
যা রে বানর কহিস্ কথা, মর্ বানরা বেটা ॥
অঙ্গদ বলে, বটে রাবণ, মোর মা কুলটা।
সত্য করি বল্ দেখি তুই কার বেটা ॥
জন্ম তোর ব্রহ্মবংশে, ত্রিভুবনে খ্যাতি।
বিশ্বশ্রবার বেটা তুই, পুলস্ত্যের নাতি ॥
বিশ্বশ্রবা মহাতপা, বিশ্বে যাঁর যশ।
তুই যদি তাঁর বেটা, তবে কেন রাক্ষস ॥
মা তোর রাক্ষসী রে, ব্রাহ্মণ তোর পিতা।
তুই বিভা কৈলি বেটা দানব-দুহিতা (৫) ॥
কুম্ভনসী ভগ্নী তোর, দৈত্য নিল হরে।
কয়-জেতে (৬) তুই বেটা, দেখ্ মনে করে ॥
রম্ভাবতী সতী সে শ্বশুর বলে তোরে।
অপমান কৈলি তারে পর্ব্বতের ক্রোড়ে ॥
আত্ম-ছিদ্র(৭)না জানিস্, পরকে দিস্ খোঁটা(৮)।
বারে বারে কহিস্ কথা, মর্ রে পাজি বেটা ॥
তার আগেতে বড়াই কত যে না তোরে জানে।
দাঁতে কুটা করে এলি পরশুরামের স্থানে ॥
অঙ্গদের কথা শুনি রাবণ ওঠে জ্বলে'।
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিল ঢেলে ॥
দশানন বলে, ব'সে করিস কি রে দূত।
পলাবে বানর বেটা, ধর্‌তো মোর পুত ॥
অঙ্গদ বীর বড় স্থির দর্প ক'রে কয়।
আর কে ধরিবে, আপনি আইস নয় ॥
কুপিল অঙ্গদ দশাননের বচনে।
কোপে গালি দেয় সে রাবণ তাহা শুনে ॥
অঙ্গদ বলিল, মর্ পাগল রাবণ।
কিসের বড়াই তুই করিস্ এখন ॥
তার আগে দর্প কর যে জন না জানে।
তোর যত বিক্রম বিদিত মম স্থানে ॥
কার্ত্তবীর্য্য যখন সে ক্রীড়া করে জলে।
তার আগে গেলি তুই নর্ম্মদার কূলে ॥
এইমত বীরদর্প করিলি সে স্থলে।
লুকাইয়া থুইল তোরে বাম-কক্ষ-তলে ॥

(১) আমার বাপের কীর্ত্তিকল্পতরু—আমার পিতার কীর্ত্তির পরিচায়ক; অর্থাৎ যত দিন রাবণ বাঁচিয়া থাকিবে ততদিন লোকে, বলিবে, এই রাবণকে অঙ্গদের পিতা বালি সমুচিত দণ্ড দিয়াছিল। (২) নফর—চাকর; দাস। (৩) তিন-সপ্ত বার—একুশ বার। (৪) কুলটা—বেশ্যা। (৫) দানব-দুহিতা—ময়-দানবের কন্যা মন্দোদরী। (৬) কয়-জেতে—ব্রাহ্মণ (বিশ্রবার) ঔরসে (রাক্ষসী) নিকষার গর্ভে রাবণের জন্ম। তারপর বিবাহ করে ময়-দানবের কন্যাকে। আবার মধুদৈত্য রাবণের ভগিনী কুম্ভীনসীকে হরণ করে। এই হেতু, ব্রাহ্মণ, রাক্ষস, দৈত্য ও দানব বংশের সহিত সম্বন্ধ বলিয়া রাবণকে বিদ্রূপচ্ছলে 'কয়-জেতে' বলা হইয়াছে। (৭) আত্ম ছিদ্র—নিজের দোষ। (৮) খোঁটা—গঞ্জনা; কৃতকার্য্যের উল্লেখ করিয়া অপরকে তিরস্কার করা।

চক্ষে নীর বহে তোর, মুখে ঘন শ্বাস।
তাঁর ঠাঁই প্রায় তুই হইলি বিনাশ॥
আসিয়া পুলস্ত-মুনি করি স্তব-স্তুতি।
তোরে মুক্ত করিয়া দিলেন অব্যাহতি॥
তাঁর ঠাঁই হয়েছিল সংশয় জীবন।
ভাগ্যে প্রাণ রক্ষা তোর মুনির কারণ॥
আর বার গিয়াছিল পিতার নিকট।
শঠতা করিলি বহু,তুই বেটা শঠ॥
সন্ধ্যা হেতু মম পিতা না করেন রণ।
যত অস্ত্র ছিল তোর কৈলি বরিষণ॥
সন্ধ্যা সাঙ্গ করি পিতা তোরে বান্ধি লেজে।
ডুবাইল চারি সাগরের জল মাঝে॥
লেজে বান্ধি ডুবাইল জলের ভিতর।
জল খেয়ে রাবণা রে হইলি ফাঁফর॥
আমার পিতার লেজ যোজন পঞ্চাশ।
জল হৈতে পিতা-সহ উঠিলি আকাশ॥
নিজ পরাজয় তুই করিলি স্বীকার।
তবে সে পিতার ঠাঁই পাইলি নিস্তার॥
লেজের বন্ধন তোর কিষ্কিন্ধ্যায় ঘোষে।
বন্দিয়া পিতাকে মোর আইলি তরাসে॥
বহু দিন গিয়াছে, না জানে কোন্ জন।
বুঝিনু বড়াই (১) তোর এই সে কারণ॥
মনে কর্ রাবণা, তোরে হারায় অর্জ্জুন।
বলির দ্বারে চেড়ীর এঁটো খেয়ে হলি খুন॥
অন্য কে, আমার পিতা বান্ধিলেন লেজে।
পরিচয় দেহ, কিবা আছে এর মাঝে॥
যদ্যপি রাবণা নাহি দিলি পরিচয়।
সেই সে রাবণ তুই, বুঝিনু নিশ্চয়॥
সেই সব কাল গেল হাস্য পরিহাসে।
এখন সময় এল ধন-প্রাণ-নাশে॥
সিংহপ্রতি শৃগালের নাহি ভারি-ভুরি (২)।
রামে ঘাঁটাইয়া যে মজালি লঙ্কাপুরী॥
কুপিল রাবণ রাজা অঙ্গদের বোলে।
কুড়ি চক্ষু রাঙ্গা করি অগ্নি হেন জ্বলে॥
দূতেরে কাটিতে নাই রাজ-ব্যবহার (৩)।
সে কারণে সহি আমি তোর অহঙ্কার॥
জিনিলাম দেব দৈত্য যক্ষ বিদ্যাধর।
অনরণ্য (৪) মান্ধাতা প্রভৃতি নরেশ্বর॥
বালি অর্জ্জুনের সনে তুল্য গেল রণে।
কি করিতে পারে রাম মনুষ্য-পরাণে॥
অঙ্গদ বলিছে, মর্ পাগল রাবণ।
ভাগ্যে তোরে বর্জ্জিল রাক্ষস বিভীষণ॥
রামের বাণের সনে নাহি তোর দেখা।
কাটা নাক-কান দেখ, ঘরে সূর্পণখা॥
ঘরে আছে ভগিনী সে তোর নহে ভিন্ন।
বিদ্যমান দেখহ রামের বাণ-চিহ্ন॥
রামের বাণের সনে হইলে দর্শন।
এক বাণে সবংশেতে মরিবি রাবণ॥
যত বাণ ধরেন শ্রীরাম গুণধাম।
অবোধ রাবণ, শুন সে সবার নাম॥
অমর্ত্ত সমর্থ বাণ, বাণ মহাবল।
বিদ্যুজ্জাল ইন্দ্রজাল কালাস্ত্র অনল॥

---

(১) বড়াই—গৌরব। (২) ভারি-ভুরি—জোর-জবরদস্তি। (৩) রাজ-ব্যবহার—রাজোচিত আচরণ; কিন্তু রাবণের এ উক্তি নিরর্থক; যেহেতু অঙ্গদের সমক্ষেই রাবণ কুবের-প্রেরিত দূতকে বধ করিয়া রাক্ষসদের খাইতে দেয়। (৪) অনরণ্য—সূর্য্যবংশীয় নৃপতি বিশেষ। শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব্ব-পুরুষ। অনরণ্য রাবণকে বলিয়াছিলেন, তোকে যে বধ করিবে সে আমার বংশেই জন্মগ্রহণ করিবে।

উল্কামুখ বরুণ বিদ্যুৎ খরশাণ ।
গ্রহপতি নক্ষত্র গগন রুদ্র-বাণ ॥
সূচীমুখ শিলীমুখ ঘোর-দরশন ।
সিংহদন্ত বজ্রদন্ত বাণ বিরোচন ॥
কালদন্ত ঐষীক দেখহ কর্ণিকার ।
চন্দ্রমুখ অশ্বমুখ দেখ সপ্তসার ॥
বিকট সঙ্কট বাণ সপ্ত ধারাধার ।
অর্দ্ধচন্দ্র খুরপা আশুগ ক্ষুরধার ॥
পশু পক্ষী অগ্নি আর অগ্নিমুখ বাণ ।
কুবেরাস্ত্র রাজহংস বাণ বর্দ্ধমান ॥
যমক দুর্জ্জয় বাণ ভঙ্গ যে বিভঙ্গ ।
ত্রিশূল অঙ্কুশ বাণ বায়ব্য আতঙ্গ ॥
বজ্রবাণ গরুড় ময়ূর সুসন্ধান ।
কাকমুখ ভেকমুখ কপোতক বাণ ॥
বিষ্ণুচক্র ষট্‌চক্র বাণ হুতাশন ।
সন্তাপন বিলাপন সংগ্রামে শমন ॥
গজাঙ্ক সন্ধান বান চারিদিকে আঁটা ।
সিংহ শার্দ্দূল তার চারিদিকে কাঁটা ॥
এত বাণ রঘুনাথ করেন সন্ধান ।
যাঁর এক বাণে বালি ত্যজিলেক প্রাণ ॥
যে বালির নিকটেতে তোর পরাজয় ।
সে বালিকে মারিলেন রাম মহাশয় ॥
বাল্যক্রীড়া যাঁহার শিবের ধনুর্ভঙ্গ ।
কি সাহসে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধের প্রসঙ্গ (১) ॥
ভেদিলেন সপ্ততাল রাম এক শরে ।
তাঁর তুল্য বীর কি আছয়ে চরাচরে ॥
কি হেতু দেখিস্ রে পাকল (২) করি আঁখি ।
মাকড়ের (৩) ডিম্ব সম তোর লঙ্কা দেখি ॥
তোর কাছে আসি তোরে নাহি করি শঙ্কা ।
উপাড়িয়া লৈতে পারি স্বর্ণপুরী লঙ্কা ॥
হের মুণ্ড দেখ মোরে সুমেরুর চূড়া ।
হের পদ দেখ মোর কৈলাসের গোড়া ॥
হের হস্ত দেখ মোর বজ্রের সমান ।
এককই চাপড়ে তোর লইব পরাণ ॥
অপমানে রাবণ করিল হেঁট মাথা ।
পাত্র-মিত্র সহিত না কহে কোন কথা ॥
রাবণ অঙ্গদে বলে, গঞ্জিলি বিস্তর ।
এক বার্ত্তা জিজ্ঞাসি রে অবগতি কর্ ॥
যে বানর পোড়াইল মোর লঙ্কাপুরী ।
অক্ষ-কুমারে যে মারিল বলে ধরি ॥
ভাঙ্গিল অশোক-বন অতি সুশোভন ।
তার মত বীর আছে, কহ কত জন ॥

অঙ্গদ বলিছে, তারে ভর্ৎসিয়া বচনে ।
তোর বল বিক্রম বুঝিলাম এত দিনে ॥
সেবকের সনে যদি পাইলি পরাজয় ।
কেমনে রাখিবি লঙ্কা, কহ রে নিশ্চয় ॥
তার ছোট বীর নাহি বানর-কটকে ।
নির্ব্বল বলিয়া তারে কেহ নাহি ডাকে ॥
সে মরিলে দুঃখ-শোক নাহিক বানরে ।
তেঁই পাঠাইয়াছিনু লঙ্কার ভিতরে ॥
বীর মধ্যে তারে নাহি গণে কোন জন ।
ঘরের সেবক সেটা পবন-নন্দন ॥
হনূমানে বান্ধিয়া বেড়েছে অহঙ্কার ।
পড়িলি আমার হাতে, যাবি যমদ্বার ॥
লইয়া যাইব তোরে গলে দিয়া দড়ি ।
দশ মাথা ভাঙ্গিব মারিয়া লেজের বাড়ি ॥
তোর সর্ব্বনাশ হেতু উৎপত্তি সীতার ।
নির্ব্বংশ করিতে তোরে রাম অবতার ॥
কোথায় বৈসেন রাম অযোধ্যা-নগরী ।
কোথা আইলেন তিনি এই লঙ্কাপুরী ॥

---

(১) প্রসঙ্গ—সাধ। (২) পাকল—রক্তবর্ণ। (৩) মাকড়—অষ্টপদী কীটবিশেষ ; মাকড়সা।

এত দূরে আসি রাম বান্ধিল সাগর।
সে রামের সনে তুই তোর পাঠান্তর (১) ॥
দেবতা জিনিয়া তোর বাড়িয়াছে আশ।
এক সীতার জন্যে তোর হবে সর্ব্বনাশ ॥
বংশে কেহ রহিবেক, না করিস্ সাধ।
আপনা আপনি তুই পাড়িলি প্রমাদ ॥
খাটে পাটে শুয়ে থাক দিন দুই চারি।
হাস্য-পরিহাস্য কর ল'য়ে দিব্য নারী ॥
পরিবার গণে দেখ দিনে দুইবার।
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ দেখ ঘর-দ্বার ॥
দেখ তুমি লঙ্কাপুরী কনক নির্ম্মাণ।
অঙ্গদ-বিক্রম যত কৃত্তিবাস গান ॥

রাবণের প্রতি অঙ্গদের ভৎ'সনা।

তুই অতি দুরাচারী, হরিলি রামের নারী,
পরলোকে নাহি তোর ভয়।
দশরথ মহারাজা, দেবলোকে করে পূজা,
শ্রীরাম যে তাঁহার তনয় ॥
যাঁহার দুর্জ্জয় বাণ, ভয়ে বিশ্ব কম্পমান,
হেন রাম লঙ্কার ভিতর।
দেবরাজ করে পূজা, হেলে মারে বালি রাজা,
তাঁর সনে তোর পাঠান্তর ॥
সুগ্রীবের বল যত, তাহা বা কহিব কত,
সে সকল হইবি বিদিত।
তোরে এক লাথি মারি, কাঁপাইব লঙ্কাপুরী,
কি করিবে তোর ইন্দ্রজিত ॥
শোন্ রাজা লঙ্কেশ্বর, আমার বচন ধর,
আইলাম দিতে সমাচার।
শ্রীরাম সাগর পার, নাহিক নিস্তার আর,
নিকটে যে তোর যমদ্বার ॥
রাজা হ'য়ে পরদার, হরিলি রে দুরাচার,
বোধ মাত্র নাহি তোর ঘটে (২)।
কেবল ব্রহ্মার বরে, জিনিলি রে পুরন্দরে,
রাম নামে তোর বল টুটে ॥
রাখ রে আপন প্রাণ, কর্ সীতা প্রতিদান,
ভজ্ গিয়া রামের চরণ।
ঘাটি মাগ্ তাঁর ঠাঁই, ইহা ভিন্ন গতি নাই,
তবে তোর রহিবে জীবন ॥
তোরা জাতি নিশাচর, না চিনিস্ আত্ম-পর,
তোর ভাই রামে কৈল মিত।
শ্রীরামের অঙ্গীকার, করিবেন এইবার,
বিভীষণে লঙ্কায় পূজিত ॥
শুনিয়া অঙ্গদ-বাণী, করে সবে কাণাকাণি,
এ লঙ্কার নাহিক নিস্তার।
কোপে উঠে লঙ্কেশ্বর, বলে রাজা ধর্ ধর্,
দেখি অঙ্গদের অহঙ্কার ॥
দেখি সব সেনাপতি, মনে যুক্তি করে ইতি, (৩)
আমাদের রক্ষা নাহি আর।
রাম-পদ করি আশ, সরস্বতী পরকাশ,
কৃত্তিবাস নাচাড়ি (৪) সুসার (৫) ॥

অঙ্গদ কর্ত্তৃক চারি রাক্ষস বধ।

অঙ্গদেরে রাবণ দেখায় যত ডর।
রুষিয়া অঙ্গদ বীর করিছে উত্তর ॥
আর কপি নহি আমি, বালির তনয়।
তোর ক্রোধে রাবণ আমার কিবা ভয় ॥

(১) পাঠান্তর—মনোবিবাদ। (২) ঘটে—হৃদয়ে; প্রাণে। (৩) ইতি—এই। (৪) নাচাড়ি—নাচের ছন্দে গ্রথিত গীত কবিতা। (৫) সুসার—এখানে মনোহর।

রাবণ, বড়াই না করিস্ মোর আগে।
আমি তোরে মারিলে রামের সত্য ভাগে (১)॥
রাম-সুগ্রীবের যুক্তি আমি ভাল জানি।
তোরে আর কুম্ভকর্ণে বধিবেন তিনি॥
ইন্দ্রজিতে অতিকায়ে বধিবে লক্ষ্মণ।
আর যত রাক্ষসে বধিবে কপিগণ॥
কোন্ বেটা ধরিবে আসুক ত্বরা করি।
এক চড়ে তাহারে পাঠাব যম-পুরী॥
　　ক্রোধাকুল চারিদিকে চাহে দশানন।
অঙ্গদের হাতে পায়ে ধরে চারিজন॥
চারি নিশাচর করে অঙ্গদে প্রহার।
অঙ্গদের দৃঢ় অঙ্গ কি করিবে তার॥
অঙ্গদ সে চারিজনে ধরিল সাপুটে (২)।
এক লাফে প্রাচীরের উপরে সে উঠে॥
প্রাচীরে তুলিয়া বীর মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি, চূর্ণ হৈল হাড়॥
সে চারি রাক্ষসে মারি ভাঙ্গিল প্রাচীর।
অঙ্গদ বীরের ডরে কেহ নহে স্থির॥

——

রাবণের রত্ন-মুকুট লইয়া অঙ্গদের শ্রীরামচন্দ্রের নিকট গমন।

প্রাচীরে উঠিয়া ভাবে বালির কুমার।
কোন্ দ্রব্য ল'য়ে যাব রামে ভেটিবার॥
হনূমান্ এসেছিল লঙ্কার ভিতর।
দিলেক সীতার মণি রামের গোচর॥
মণি পেয়ে রঘুমণি আনন্দিত অতি।
তদবধি মহাতুষ্ট হনূমান্ প্রতি॥
এই স্থির করিলেক অঙ্গদ অন্তরে।
রতন-মুকুট আছে রাবণের শিরে॥
এ মুকুট ল'য়ে যাব রাম-সম্ভাষণে।
প্রসন্ন হবেন রাম ইহা দরশনে॥
প্রাচীরে বসিয়াছিল বালির কোঙর।
এক লাফ দিয়া পড়ে রাবণ-উপর॥
সিংহাসনে বসিয়া রাবণ তারে ধরে।
জড়াজড়ি করি পড়ে ভূমির উপরে॥
ধরা টলমল করে উভয়ের ভরে।
ইন্দ্র-গরুড়ের যুদ্ধ (৩) গগন-উপরে॥
দুই সিংহ যুঝে, যেন করে সিংহনাদ।
দুই জনে মল্ল-যুদ্ধ হইল প্রমাদ॥
রাবণেরে আছাড়িয়া বালির নন্দন।
মুকুট লইয়া বেগে উঠিল গগন॥
অঙ্গদের বিক্রমে রাবণ কাঁপে ডরে।
অধোমুখে উঠিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়ে॥
রাবণের কাছে আছে সব সেনাপতি।
এত বীর থাকিতে তার এরূপ দুর্গতি॥
　　রাবণ বলিছে সবে, আছ কোন্ কাজে।
বানরে মুকুট লয় সবাকার মাঝে॥

---

(১) ভাগে – নষ্ট হয়। (২) সাপুটে – জড়াইয়া। (৩) উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের রং লইয়া কদ্রু ও বিনতার মধ্যে বিবাদ হয়। স্থির হয় যে, ইহাতে যে হারিবে সে অপরের দাসী হইবে। নাগগণের বিষ-নিশ্বাসে উচ্চৈঃশ্রবার বর্ণান্তর-প্রাপ্তি (কৃষ্ণবর্ণ) হওয়ায় বিনতা পরাজিত হইয়া কদ্রুর দাসী হইয়া থাকেন। যথাকালে বিনতার গর্ভজাত ডিম্ব হইতে অরুণ ও গরুড়ের জন্ম হয় একদিন গরুড় মাতাকে, বিমাতার দাসী জানিতে পারিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গরুড় পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্ত জানিতে পারিয়া বিমাতাকে বলিলেন—কি করিলে তাহার মাতার দাসীত্ব দূর হয়। ইহাতে কদ্রু বলিলেন, যদি সুধা আনিতে পার তবে তোমার মাতার দাসীত্ব দূর হইবে। এই জন্ম গরুড় সুধা আনিতে গমন করেন। সুধা আনিবার সময় ইন্দ্রের সহিত তাঁহার ঘোর যুদ্ধ হয়। আর একবার পারিজাত-হরণ কালেও শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইন্দ্রের সহিত গরুড়ের আংশিক যুদ্ধ হইয়াছিল।

বীরগণ বলে, শুন লঙ্কা-অধিকারী।
আপনি হারিলে, মোরা কি করিতে পারি ॥
তব সনে যুদ্ধ করে বালির নন্দন।
মোরা ভাবি পাছে লয় সবার জীবন ॥
চারি বীর তারে ধ'রেছিল সাবধানে।
আছাড়িয়া অঙ্গদ মারিল সবে প্রাণে ॥
পাত্র-মিত্র সহিত চিন্তিত দশানন।
বৈরী কাঁপাইয়া গেল বালির নন্দন ॥
এক লাফে পড়ে গিয়া বনের ভিতর।
শ্রীরামে ভেটিল যথা সুগ্রীব বানর ॥
শত্রুর মুকুট দিল রাম-বিদ্যমান।
দেখিয়া বানর সব করিছে বাখান ॥
মুকুট দেখিয়া রাম সহাস্য-বদন।
তুষ্ট হ'য়ে অঙ্গদেরে দেন আলিঙ্গন ॥
চারি দ্বারে শুনি বানরের হুলাহুলি।
অঙ্গদেরে পুষ্প দেয় অঞ্জলি অঞ্জলি ॥
শ্রীরাম বলেন, বীর, কহ ত কুশল।
কিমতে ভেটিলে গিয়া সেই মহাবল ॥
রঘুপতি অনুমতি করিল তৎপর।
অঙ্গদ কহিছে বার্ত্তা যথা পূর্ব্বাপর ॥

অঙ্গদ কর্ত্তৃক লঙ্কার ঐশ্বর্য্য বর্ণন ও রাবণের অপমান বৃত্তান্ত কথন।

শ্রীরামে নোয়ায়ে মাথা, অঙ্গদ কহিছে কথা,
হরষিত সকল বানর।
রঘুমণি হরষিত, সুগ্রীব সু-আনন্দিত,
লক্ষ্মণের হর্ষ বহুতর ॥
তোমার আরতি পেয়ে, লঙ্কায় গেলাম ধেয়ে,
প্রবেশিনু গড়ের ভিতর।
সুবর্ণের আওয়াস, যেন চন্দ্র পরাকাশ,
তথি শোভে প্রবাল পাথর ॥
বিশ্বকর্ম্ম-কৃত ঘর, দেখি অতি মনোহর,
চারিভিতে কাঞ্চন দেয়াল।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, প্রস্তরেতে সুশোভিত,
তাহে শোভে রতন মিশাল ॥
গেলাম রাজার ঘর, দেখি সৈন্য বহুতর,
খাণ্ডা জাঠি বিচিত্র নির্ম্মাণ।
সোনার পাটের পড়া, নানাবর্ণে দেখি ঘোড়া,
হস্তী সব পর্ব্বতপ্রমাণ ॥
দেখিলাম সরোবরে, হংস-হংসী কেলি করে,
ঘাট সব বিচিত্র-নির্ম্মাণ।
কমল-কুমুদপরে, কেলি করে মধুকরে,
রূপসী রাক্ষসী করে স্নান ॥
দেখিলাম নারীগণ, রূপে মোহে ত্রিভুবন,
দুই কর্ণে রত্নের কুণ্ডল।
পারিজাত-ফুল-হারে, শোভে নানা অলঙ্কারে,
যেন চন্দ্র গগন-মণ্ডল ॥
বীণা বাঁশী বাজে তায়, কেহ বা সঙ্গীত গায়,
গানে করে মোহিত সংসার।
নানা আভরণ পরি, যেন স্বর্গ-বিদ্যাধরি, (১)
রূপে যেন দেব-অবতার ॥
দেখিলাম পুষ্পবন, ময়ূর-ময়ূরী-গণ,
ক্রীড়া করে মনের উল্লাসে।
প্রতি গাছে পিকধ্বনি, বড়ই মধুর শুনি,
ভ্রমর ভ্রমরী রসে (২) ভাসে ॥

---

(১) বিদ্যাধরী—যে সকল রমণী ইন্দ্রজালাদি বা গান্ধর্ব্ব শাস্ত্র (গীত-বাদ্যাদি) প্রভাবে লোককে মুগ্ধ করিতে পারে; স্বর্গীয়া গায়িকা। (২) রসে—প্রেমে।

গেলাম রাজার পাশ, চতুর্দ্দিকে মহোল্লাস,
রাবণেরে ভর্ৎসিনু বিস্তর।
যতেক বলিলে তুমি, দ্বিগুণ শুনাই আমি,
কোপে জ্বলে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
আজ্ঞা দিল লঙ্কেশ্বর, ধরে চারি নিশাচর,
লাফ দিনু প্রাচীর-উপর।
চারি জনে সংহারিয়া, রাবণেরে গালি দিয়া,
শূন্যপথে আইনু সত্বর॥
শুনিয়া অঙ্গদ-বাণী, হরষিত রঘুমণি,
অঙ্গদেরে দিলেন প্রসাদ।
সরস্বতী-পরকাশ, বিরচিল কৃত্তিবাস,
বানরের জয় জয় নাদ॥

অঙ্গদের প্রতি শ্রীরামের আদেশ।

শ্রীরাম বলেন, হে অঙ্গদ যুবরাজ।
তোমার পিতাকে মারি পাইলাম লাজ॥
সে সকল দুঃখ কিছু না করিহ মনে।
তোমাকে বাড়াব আমি অশেষ সম্মানে॥
দক্ষিণের দ্বারে যাও আপনার থানা।
তব কোপে দশানন পাছে দেয় হানা॥
অঙ্গদ চলিয়া যায় দক্ষিণের দ্বার।
কৃত্তিবাস রচে গীত সুধার আধার (১)॥

ইন্দ্রজিৎ-নিক্ষিপ্ত নাগপাশ অস্ত্রে
শ্রীরাম-লক্ষ্মণের বন্ধন।

অঙ্গদের ভর্ৎসনে ক্রোধিত দশমুখ।
অসম্মান লজ্জায় হইল অধোমুখ॥
বহু কোটি সেনাপতি তাহার প্রধান।
যুঝিবারে সবাকারে করে সংবিধান॥
সপ্তস্বর্গ (২) জিনিলাম, সপ্ত যে পাতাল (৩)।
মম ডরে দেবগণ কাঁপে সদাকাল॥
ইন্দ্র যম সূর্য্য মম ডরে নাহি আঁটে।
এত দূরে আসিয়া বানর বেটা ঠাটে (৪)॥
ইন্দ্রজিৎ, বলি তোরে সবার প্রধান।
রাম-লক্ষ্মণেরে মারি রাখহ সম্মান॥
হস্তী ঘোড়া ঠাট আদি লহ ত অপার।
আজিকার যুদ্ধে মার তার চারি দ্বার॥
সাবধান হ'য়ে বাপু কর গিয়া রণ।
আগে মার অঙ্গদেরে, শেষে অন্য জন॥
বাপের দুলাল (৫) বেটা বীর মেঘনাদ।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পরে রাজার প্রসাদ॥
সাজিল যে মেঘনাদ বাপের আরতি।
লেখা-জোখা নাহি যত সাজে সেনাপতি॥
সারথি আসিল রথ সংগ্রামে গমন (৬)।
মনোহর রথখান করিল সাজন॥
কনক-রচিত রথ বিচিত্র-নির্ম্মাণ।
বায়ুবেগ অষ্ট ঘোড়া রথের জোগান॥
পার্ব্বতীয় ঘোড়া, মুখে হীরার বিন্বকী (৭)।
ক্ষণে রথখান দেখি, ক্ষণে হয় লুকি (৮)॥
স্বর্ণ-রৌপ্য-সাজে রথ করে ঝিকিমিকি।
অষ্ট অক্ষৌহিণী ঠাট, যোদ্ধা যে ধানুকী (৯)॥
দশ কোটি হাতী চলে বিশ কোটি ঘোড়া।
পঁচাশীতি কোটি চলে শেল ও ঝকড়া॥

---

(১) সকল মুদ্রিত পুস্তকে অঙ্গদ-রায়বার পাঠ আছে। কিন্তু এই অংশকে অঙ্গদ-রায়বার বলা যায় না বলিয়া এইরূপ পরিবর্ত্তিত পাঠ গ্রহণ করা হইল। (২) সপ্তস্বর্গ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন, তপঃ সত্য। (৩) সপ্তপাতাল—তল, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল। (৪) ঠাটে—বিদ্রূপ করে। (৫) দুলাল—আদুরে। (৬) সংগ্রামে গমন—যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যাইবার উপায় স্বরূপ। (৭) বিন্বকী—ধুকধুকি। (৮) লুকি—প্রচ্ছন্ন; গুপ্ত। (৯) ধানুকী—ধনুর্দ্ধারী।

নানামত রথ ল'য়ে জোগায় সারথি।
নানা অস্ত্র ল'য়ে চলে সব যোদ্ধৃপতি ॥
পিতৃ-প্রদক্ষিণ করি রথে গিয়া চড়ে।
বিংশতি যোজন পথ সৈন্য আড়ে জোড়ে ॥
কটকের পদভরে কম্পিতা মেদিনী।
কটকেতে বাদ্য বাজে তিন অক্ষৌহিণী ॥
সহস্র দগড় বাজে সহস্র কাহাল।
কোটি কোটি ঘণ্টা বাজে মৃদঙ্গ বিশাল ॥
ভেউরী ঝাঁঝরী বাজে ত্রিশকোটি কাড়া।
কাংস্য করতাল বাজে, তিন লক্ষ পড়া ॥
ঘন ঘন বাজে তায় কত কোটি দামা।
দণ্ডী ও মহরী বাজে নাহি তার সীমা ॥
সহস্র ভোরঙ্গ বাজে ডম্ফ কোটি কোটি।
দশ লক্ষ দগড়েতে ঘন পড়ে কাঠি ॥
বহু লক্ষ শিঙ্গা বাজে অতি খরশাণ।
কত কোটি বাজে সিন্ধু আর বিন্দুয়ান ॥
বিরনই কোটি বাজে ধুসরি মহরী।
ত্রিশকোটি শানাই বাজে, আর যে ঝাঁঝরী ॥
খমক ঠমক বাজে পঞ্চাশ হাজার।
বিশ কোটি বাজে পাখোয়াজ উরমার ॥
নানা শব্দ করি বাজে পায়ের নূপুর।
মালসাট মারে কেহ, শব্দ যায় দূর ॥
বাজে স্বরমঙ্গল সাতাশ লক্ষ কাঁসী।
মৃদুস্বরে বাজিছে আটাশ লক্ষ বাঁশী ॥
বাদ্যশব্দে দেবতার মনে লাগে ত্রাস।
সহস্র সহস্র বাজে রুদ্রক পিনাশ ॥
ডহর বিশাল ঢাক বাজে জয়-ঢোল।
সকল পৃথিবী জুড়ে উঠে গণ্ডগোল ॥
রাক্ষস-কটক-ভরে পৃথিবীর কাঁপ।
হাতী ঘোড়া রথ নড়ে হৈয়া একচাপ ॥

কটকের ধূলায় পৃথিবী অন্ধকার।
প্রথমে চাপিল গিয়া পূর্ব্বকার দ্বার ॥
এক চাপে করে বীর বাণ বরিষণ।
গাছ আর পাথর বরিষে কপিগণ ॥
রাক্ষস বানরে তবে হৈল মিশামিশি।
কৌতুক দেখিছে দেবগণ তথা আসি ॥
বাণ জুড়ে রাক্ষস ধনুকে দিয়া চড়া।
বানর উপরে পড়িতেছে জোড়া জোড়া ॥
বানর পাথর গাছ করে বরিষণ।
কোটি কোটি রাক্ষস রণে ত্যজিছে জীবন ॥
চাপড় মুকুটি (১) বানরের মাত্র ভাড়া (২)।
মুকুটির ঘায়ে কা'রো মাথা হৈল গুঁড়া ॥
বাঘের যেমন রূপ বানরের রঙ্গ।
মরণের ভয় নাহি, রণে নাহি ভঙ্গ ॥
উভয় কটকে যুঝে, রক্তে হৈল রাঙ্গা।
রক্তে নদী বহে, যেন ভাদ্রমাসে গঙ্গা ॥
ঘোড়া হাতী বীর আদি রক্তস্রোতে ভাসে।
হরিষে বানর-সৈন্য মনে মনে হাসে ॥
তার তুল্য ঢেউ উঠে রক্ত কলকলি।
যুদ্ধের নাহিক সীমা অধিক কি বলি ॥
কোন যুগে এইমত যুদ্ধ নাহি হয়।
অসময়ে জ্ঞান হয় প্রলয়-উদয় ॥

পূর্ব্বদ্বারে সমর করিয়া যথোচিত।
চলিল্ দক্ষিণ দ্বারে বীর ইন্দ্রজিৎ ॥
অঙ্গদেরে দেখি তথা ইন্দ্রজিৎ হাসে।
গালাগালি দেয় তায় যত মনে আসে ॥
মোর বাপে গালি দিয়া পলাইলি ডরে।
আয় তোর কোন্ বাপ আজি রক্ষা করে ॥
বাপকে মারিয়া তোর মাকে দিল আনে (৩)।
ধিক্ রে বানরা তোর, লাজ নাহি মনে ॥

(১) মুকুটি—কীল। (২) ভাড়া—পুঁজি। (৩) আনে—অপরকে।

যার শরে মরে তোর পিতা বালিরাজ।
ধিক্ তোরে অধম, করিস্ তার কাজ ॥
খাইব ঘাড়ের মাংস কামড়িয়া মাস।
মোর হাতে আজি তোর নিশ্চিত বিনাশ ॥
দেশেতে জীয়ন্ত যাবি, না করিস্ সাধ।
অন্য জন নহি আমি, বীর মেঘনাদ ॥
অঙ্গদ বলিছে, রে গর্জ্জিস্ অকারণ।
পদাঘাতে তোর আজি লইব জীবন ॥
মারিতে গেলাম তোরে লঙ্কার ভিতর।
সে-কোপ পড়িল চারি রাক্ষস-উপর ॥
যোগিবেশে তোর বাপ সীতাদেবী হরে।
তার পাপে মোর বাপ মরে এক শরে (১) ॥
তার পাপে পড়ে রণে ত্রিশিরা কবন্ধ।
তোর বাপের পাপেতে সাগরে সেতুবন্ধ ॥
তোর বাপ নারী চোরা, তোর রণ চুরি (২)।
আজি তোরে নিশ্চিত পাঠাব যম-পুরী ॥
চোর-পুত্র চোর তুই, চুরি কর রণ।
আজিকার যুদ্ধে তোর লইব জীবন ॥
এত শুনি ইন্দ্রজিৎ পূরিল সন্ধান।
কোটি কোটি বানরের লইল পরাণ ॥
অঙ্গদে এড়িয়া সবে পলায় বানর।
রণমধ্যে অঙ্গদ রহিল একেশ্বর ॥
মহাক্রোধে অঙ্গদ কাঁপিছে থরথর।
ইন্দ্রজিৎ' পরে ফেলে পাদপ পাথর ॥
কুপিল অঙ্গদ বীর, রথে মারে লাথি।
লাথির চোটে চূর্ণ করে রথ ও সারথি ॥
অঙ্গদ-বিক্রমে ইন্দ্রজিৎ কাঁপে ত্রাসে।
লাফ দিয়া ইন্দ্রজিৎ উঠিল আকাশে ॥
আকাশে থাকিয়া দেখে দুই-সৈন্য-রণ।
রাক্ষস-বানরে যুদ্ধ নহে নিবারণ ॥
প্রচণ্ড রাক্ষস এল হ'য়ে আগুয়ান।
সম্পাতি বানরে মারে তিন শত বাণ ॥
বাণ খেয়ে সম্পাতি যে হইল বিবর্ণ।
উপাড়িয়া আনে বৃক্ষ নামে অশ্বকর্ণ (৩) ॥
অশ্বকর্ণ বৃক্ষ ধ'রে দিল তিন পাক।
বায়ুবেগে ঘুরে যেন কুমারের চাক ॥
এড়িলেক গাছ গোটা করিয়া হুঙ্কার।
বৃক্ষাঘাতে প্রচণ্ড হইল চুরমার ॥
সম্পাতি বানর বীর প্রচণ্ডে মারিয়া।
অসংখ্য রাক্ষস মারে লেজে জড়াইয়া ॥
চারি বীরে লেজে বান্ধি মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি, চূর্ণ কৈল হাড় ॥
তপন নামে নিশাচর আইল গজস্কন্ধে।
সন্ধান পূরিয়া বাণ নীল-বীরে বিন্ধে ॥
বাণ খাইয়া নীল বীর উঠে দিল রড় (৪)।
চড়িয়া হাতীর স্কন্ধে তারে মারে চড় ॥
চড়-চাপড়েতে গেল দুই আঁখি উড়ে।
সংগ্রামের মাঝেতে তপন গেল প'ড়ে ॥
রথে চড়ি আইল বিদ্যুন্মালী নাম।
বানরের সঙ্গে করে দুর্জ্জয় সংগ্রাম ॥
হেনকালে হনুমানে দেখিল সম্মুখে।
তিন শত বাণ মারে হনুমানের বুকে ॥
বাণ খেয়ে হনুমান ভীত নহে চিতে।
লাফ দিয়া উঠিল বিদ্যুন্মালী রথে ॥
রথেতে উঠিয়া তার ধরিলেক চুলে।
টানাটানি ক'রে তার মাথা ছিঁড়ি ফেলে ॥

---

(১) কিষ্কিন্ধ্যায় অর্থাৎ আমার পিতার রাজ্যে রাবণ সীতাকে অপহরণ করায় পিতার (রাজা বলিয়া) পাপ হয়। সেই পাপে আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। (২) মেঘের আড়ে থাকিয়া যুদ্ধ করিত বলিয়া "তোর রণ চুরি" বলা হইয়াছে। (৩) অশ্বকর্ণ—শালগাছ। (৪) রড়—দৌড়।

রণেতে প্রবেশ করে সুবর্ণ রাক্ষস।
একেবারে মদ খায় সাতাশ কলস ॥
সোনার উপর তার সোনার বাহার।
বানর-কটকে আসি ছাড়ে হুহুঙ্কার ॥
খাঁড়া ধরে কখন, কখন ধনুর্ব্বাণ।
বানর-কটক কেটে কৈল খান খান ॥
ঘোর অন্ধকার হৈল সেই রণস্থলে।
বানর-কটক সব ধ'রে ধ'রে গিলে ॥
রণস্থলে বানরের দেখিয়া দুর্গতি।
আইল দারুণ কোপে নীল সেনাপতি ॥
কুপিয়া যে নীল-বীর চারিদিকে চায়।
বিদ্যুন্মালীর রথ-চক্র ধরে এক পায় ॥
উপাড়িয়া চাকা-গোটা তুলে নিল হাতে।
দানবে রুষিল যেন দেব জগন্নাথে (১) ॥
এড়িলেক চাকা-গোটা তুলে বাহু-বলে।
অন্তরীক্ষে ফিরে চাকা, গগন-মণ্ডলে ॥
বায়ুবেগে আইসে চাকা কি কহিব কথা।
চাকার ধারে কাটি পড়ে সুবর্ণের মাথা ॥
সুষেণ বানর-রাজ রাজার শ্বশুর।
দুই পুত্র ল'য়ে বুড়া যুঝিছে প্রচুর ॥
যুঝিতে যুঝিতে বুড়ার বেড়ে গেল রঙ্গ।
লাফ দিয়া উঠে যেন বয়স-তরঙ্গ (২) ॥
যুঝিতে যুঝিতে বুড়া পড়ে গেল ভোলে (৩)
দশ বিশ রাক্ষস চাপিয়া ধরে কোলে ॥
বুড়ার চাপড়ে চড়ে কর্ণে তালি লাগে।
নিমিষে রাক্ষস সব লঙ্কা-মধ্যে ভাগে ॥
যুঝেন লক্ষ্মণ বীর সুমিত্রা-নন্দন।
অবসন্ন নহে বীর প্রথম যৌবন ॥
রঘুবংশে উদ্ভব লক্ষ্মণ মহামতি।
সূর্য্যের কিরণ বীর শশধর-জ্যোতি (৪) ॥
উদয়-অস্ত যুঝে বীর, নাহি অবসান।
ধন্য শিক্ষা বীরের সে, ধন্য ধনুর্ব্বাণ ॥
মারে লক্ষ নিশাচরে চক্ষুর নিমেষে।
কোটি-সহস্র রাক্ষস মারে বেলা-অবশেষে।
লক্ষ্মণের যুদ্ধ দেখি দেবতার ধন্ধ।
তিন লক্ষ রাক্ষসের কাটি পাড়ে স্কন্ধ ॥
রক্তে নদী বহে বাটে, রক্তে উঠে ফেনা।
লক্ষ্মণের বাণে পড়ে রাক্ষসের থানা ॥
বাদ্যভাণ্ড ভঙ্গ দিয়া পলাইল ত্রাসে।
ইন্দ্রজিৎ দেখে তাহা থাকিয়া আকাশে ॥
পিতা মোর কটক সঁপিল হাতে হাতে।
রাখিতে নারিনু ঠাট, যাইব কিমতে ॥
অগ্নিতে ভস্মকেতু বিক্রমে বিশাল।
বজ্রদন্ত বীর পড়ে লঙ্কার কোটাল ॥
পড়ে শঠ নিশঠ সাক্ষাৎ যম-দূত।
অক্ষয় রাক্ষস পড়ে সমরে অদ্ভুত ॥
বজ্রমুষ্টি পড়ে, শব্দে কর্ণে লাগে তালি।
পনস রাক্ষস পড়ে ল'য়ে সৈন্যগুলি ॥
হাতী ঘোড়া পড়িল, অনেক রাজ্যখণ্ড।
মাহুত পড়িল রণে সমরে প্রচণ্ড ॥
দেবমুষ্টি পড়িল, সকল সেনাপতি।
তিন লক্ষ পড়ে রাজার প্রধান পদাতি ॥
হাতীর পৃষ্ঠে পড়ে সৈন্য দেউলের চূড়া।
পড়িল অর্ব্বুদ কোটি পার্ব্বতীয় ঘোড়া ॥
রাজ্যের মহাপাত্র পড়ে রাজ্য শূন্য করি।
কোন্ মুখে প্রবেশ করিব লঙ্কাপুরী ॥

(১) ভগবান সুদর্শন চক্র প্রহারে বহু দৈত্য দানব বধ করিয়াছিলেন। (২) বয়স-তরঙ্গ—যৌবনের চাপল্য। (৩) প'ড়ে গেল ভোলে—অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইল। অর্থাৎ সহসা যৌবন দর্পে যুদ্ধ করিতে লাগিল। (৪) সূর্য্যকিরণের মত প্রখর এবং চন্দ্রকিরণের মত শান্ত।

আদর করিয়া পিতা দিলা গুয়া-পান।
এতেক কটক পড়ে মোর বিদ্যমান্ ॥
কটকের ভাল-মন্দ মোরে সব লাগে।
কোন্ লাজে গিয়া দাঁড়াইব পিতৃ-আগে।
দেখা-দেখি যুদ্ধ করি, জিনিবারে নারি ॥
অদেখা হইতে যুদ্ধ করিবারে পারি ॥
মহাযুদ্ধ করিব, মায়াতে করি ভর।
মেঘের আড়ে থেকে মারি নর ও বানর ॥
ডাক দিয়া শ্রীরামেরে বলে মেঘনাদ।
জীয়ন্তে যাইতে দেশে না করিহ সাধ ॥
নির্ব্বল রাক্ষস মারি হরিষ-অন্তর।
আজিকার যুদ্ধে পাঠাইব যম-ঘর ॥
এতেক বলিয়া ধনুকেতে দিল চড়া।
দেউল দেহারা (১) যেন ভাঙ্গি পড়ে চূড়া ॥
সোনার ধনুকে বীর জোড়ে তীক্ষ্ণ শর।
সপ্তদ্বীপা পৃথিবী কাঁপিছে থর থর ॥
ধনুকেতে দিয়া গুণ তিনবার লোফে।
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ থরথরি কাঁপে ॥
রাম-লক্ষ্মণ বলি বীর ঘন ডাক ছাড়ে।
সংবর আমার বাণ, ঝাঁকে ঝাঁকে পড়ে ॥
এড়িলাম বাণ এই যমের দোসর।
ছুটিল দুর্জ্জয় বাণ, সংবর সংবর ॥
এত বলি করে বীর বাণ বরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
নানা বর্ণে বাণ এড়ে, জানে নানা ছলা।
রাম-লক্ষ্মণের কাটি পাড়িল মেখলা (২) ॥
তিলার্দ্ধ নাহিক স্থান রক্ত পড়ে স্রোতে।
দু-ভাইয়ের রক্ত-ধারে বসুমতী তিতে ॥
হেথা ইন্দ্রজিৎ বিন্ধে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
উত্তর দ্বারে বার্ত্তা পাইল সুগ্রীব রাজন ॥
উত্তর দ্বারেতে তখন নাহি হানাহানি।
রক্ষক রাখিয়া রাজা চলিল আপনি ॥
পশ্চিম দ্বারে মহাযুদ্ধ করে ইন্দ্রজিৎ।
চলিল সুগ্রীব রাজা বাঁচাইতে মিত (৩) ॥
ধাইল সুগ্রীব রাজা অতি শীঘ্রগতি।
ছত্রিশ কোটি সেনাপতি চলিল সংহতি ॥
পূর্ব্বদ্বারের থানায় আসিয়া শীঘ্রগতি।
সমাচার দিল যথা নীল সেনাপতি ॥
নীল ও কুমুদ ধায় কটক যুঝার (৪)।
থানা ভাঙ্গি গেল সবে পশ্চিম দুয়ার ॥
দক্ষিণ দ্বারেতে আছে অঙ্গদের থানা।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র তাহে আছে দুই জনা ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র চলে যত সেনাগণ।
আশী কোটি সৈন্য দুই ভাইয়ের ভিড়ন ॥
তাড়াতাড়ি বার্ত্তা তারা কহে জনে-জন।
সবে মাত্র না জানে রাক্ষস বিভীষণ ॥
বিভীষণে না কহিল বিপক্ষের জ্ঞানে।
এই হেতু সংবাদ না পায় বিভীষণে ॥
চারি দ্বারের কটক হইল এক ঠাঁই।
মেঘের আড়ে ইন্দ্রজিৎ বিন্ধে দুই ভাই ॥
লাফ দিয়া বানর সব উঠয়ে আকাশ।
কোথায় থাকিয়া যুঝে, না পায় উদ্দেশ ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ বলে, হইনু নিরাশ।
মেঘের আড়ে ইন্দ্রজিৎ করে উপহাস ॥
সহস্র লোচনে না দেখিল পুরন্দর।
দুই চক্ষে কি দেখিবে নর ও বানর ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ তোরা মানুষের জাতি।
আজি বুঝি তোদের পোহাল কালরাতি ॥
মেঘের আড়ে থাকি করে বাণ বরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥

(১) দেহারা—দেবালয়। (২) মেখলা—কটি-ভূষণ। (৩) মিত—বন্ধু। (৪) যুঝার—যুদ্ধে নিপুণ।

কোথা থাকি যুঝে বেটা দেখিতে না পাই।
জীবনের বাসনা ছাড়িল দুই ভাই ॥
এত বাণ মারি, বেটা, ক্ষমা নাহি মানে।
নাগপাশ বাণ জুড়ে ধনুকের গুণে ॥
নাগপাশ বাণ এড়ে বড়ই দারুণ।
যার নামে যম ইন্দ্র কাঁপয়ে বরুণ ॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র নাগপাশ দুর্জ্জয় প্রতাপ।
একবাণে হইল চৌরাশী লক্ষ সাপ ॥
সাপ হ'য়ে বাণ আকাশেতে ধরে ফণা।
সাপের মুখে জ্বলে যেন আগুনের কণা ॥
মুখেতে দারুণ অগ্নি জ্বলে ধিকি ধিকি।
আছয়ে অন্যের কাজ, কাঁপয়ে বাসুকি ॥
চলিল সে বাণগোটা (১) দুর্জ্জয় প্রতাপ।
অগ্নির সমান যেন এক এক সাপ ॥
বায়ুবেগে যায় বাণ মেঘের গর্জ্জনে।
হাত-পায়ে বান্ধে গিয়া শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥
কোন সাপ গলায় জড়ায় কেহ পায়।
পাক দিয়া ভুজঙ্গ জড়ায় সর্ব্ব গায় ॥
হাত-পা নাড়িতে নারে, গলে লাগে ফাঁস।
যমের দোসর হৈল বন্ধ নাগপাশ ॥
সাপের বিষের জ্বালা অধৈর্য্য শরীর।
উত্তর শিয়রে ঢ'লে পড়েন দুই বীর ॥
লক্ষ্মণ পড়িল আর রাম রঘুমণি।
চন্দ্র সূর্য্য খ'সে যেন পড়িল অবনী ॥
লোটায় কমল-অঙ্গ আলুথালু বেশ।
লোটায় ধনুক তূণ আলুয়িত কেশ ॥
রণ জিনি ইন্দ্রজিৎ ছাড়ে সিংহ-নাদ।
পিতৃস্থানে যায় বীর লইতে প্রসাদ ॥
বানরের শুনি আজ ক্রন্দনের রোল।
লঙ্কায় প্রবেশে বীর বাজাইয়া ঢোল ॥
আগে পাছে পড়ে কত চন্দনের ছড়া (২)।
তাহার উপরে পাতে নেতের পাছড়া (৩) ॥
হাতেক প্রমাণ পড়ে পুষ্প পারিজাত।
সৌরভেতে পূর্ণিত শীতল বহে বাত ॥
পিতৃ-আগে দাণ্ডাইল করি জোড়করে।
তিনবার মাথা নোয়ায় রাজ-ব্যবহারে (৪) ॥
রাবণ জিজ্ঞাসা করে রণের সংবাদ।
জোড়হাতে কহিছে কুমার মেঘনাদ ॥
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব দেবতা চরাচর।
সবার কঠিন যুদ্ধ নর ও বানর ॥
প্রথম করিতে যুদ্ধ বানর-সংহতি।
চূর্ণ কৈল রথ ছত্র, মারিল সারথি ॥
আপনা রাখিতে আমি হইনু কাতর।
প্রাণভয়ে পলাইনু আকাশ-উপর ॥
দাণ্ডাইয়া দেখিলাম রাক্ষস-দুর্গতি।
এক দণ্ডে পড়িল সকল সেনাপতি ॥
পড়িল সকল সেনা পাই অপমান।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে বিন্ধি করি খান খান ॥
খণ্ড খণ্ড করিলাম মাথার টোপর।
রক্ত মাত্র না রাখিনু শরীর ভিতর ॥
বাণে বিন্ধি দুই ভাইয়ে করিনু জর্জ্জর।
পড়িল অনেক ঠাট, অসংখ্য বানর ॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র নাগপাশ প্রচণ্ড প্রতাপ।
একেবারে জন্মিল চৌরাশী লক্ষ সাপ ॥
সাপ হ'য়ে চলে বাণ আকাশে ধরে ফণা।
হাত-পায় গলায় বান্ধিল দুই জনা ॥

(১) বাণগোটা—বাণটি। (২) চন্দনের ছড়া—যথা চন্দন জলের সহিত মিশাইয়া ছিটাইয়া দেওয়া। (৩) পাছড়া—চাদর। (৪) রাজ্য-ব্যবহারে—রাজোচিত সম্মানের সহিত।

ত্রিভুবনে মিলে যদি করে আকিঞ্চন।
তবু না খসিবে নাগপাশের বন্ধন॥
সীতাসনে রহ সুখে পিতা লঙ্কেশ্বর।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে তব আর নাহি ডর॥
হরিষে যুদ্ধের কথা কহে মেঘনাদ।
রাবণ সাদরে তারে করিল প্রসাদ॥
হস্তী ঘোড়া রত্ন দিল ভাণ্ডার প্রচুর।
অমূল্য রতন হার দিলেক কেয়ূর॥
নানা অলঙ্কার দিল নীলকান্ত মণি।
ভাণ্ডারের যত রত্ন সব দিল আনি॥
রাজপ্রসাদ দিল, রাজ্য ক'রে লণ্ডভণ্ড।
সবে মাত্র নাহি দিল নব ছত্রদণ্ড॥

শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশে বদ্ধ দর্শনে
সীতাদেবীর বিলাপ।

বাপের স্থানে বিদায় হ'য়ে গেল ইন্দ্রজিৎ।
ত্রিজটা রাক্ষসী বলি ডাকিল ত্বরিত॥
রাবণ বলে, ত্রিজটা গো যাহ একবার।
চূর্ণ ক'রে আইসহ সীতার অহঙ্কার॥
পুষ্পক বিমানে লহ সীতারে তুলিয়া।
ক্ষণেক আইস তুমি আকাশে ভ্রমিয়া॥
রাম-লক্ষ্মণ পড়েছে বন্ধন নাগপাশে।
স্বচক্ষে দেখুক সীতা থাকিয়া আকাশে॥
রাম-লক্ষ্মণ ম'লে সীতা হইবে নিরাশ।
আমারে ভজিবে সীতা মনে পেয়ে ত্রাস॥
রাবণের আজ্ঞা যদি ত্রিজটা পাইল।
রাম-লক্ষ্মণের কথা সীতাকে কহিল॥
রাম-লক্ষ্মণ পড়িয়াছে ইন্দ্রজিতের বাণে।
স্বামী দেবর দেখ যদি আইস মোর সনে।
চলিলেন সীতাদেবী ত্রিজটা সংহতি (১)।
রথে চড়ি দুই জন যান শীঘ্রগতি॥
নাগপাশে বদ্ধ দেখি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
মাথায়-হাত সীতাদেবী করিছে রোদন॥
মোর পোহাইল বুঝি আজি কালরাতি।
অভাগিনী হারালাম তোমা হেন পতি॥
শিশুকালে ছিনু যবে জনকের ঘরে।
অবিধবা ব'লে লোকে কহিত আমারে॥
সকলের বাক্য মোর হৈল বিপরীত।
ধূলাতে পড়িয়া প্রভু হয়ে অসম্বিত (২)॥
বধিয়া তাড়কা সুর, তুষ্ট কৈলে তিন পুর,
জনকের পণ পূর্ণ করি।
হরের ধনুক খান, ভাঙ্গি কৈলা খান খান,
ধন্য কৈলা জনকের পুরী॥
বিবিধ বিলাপ করি, শ্রীরামের গুণ স্মরি
কান্দে সীতা, নহে নিবারণ।
কৈকেয়ী-সতাই-দোষে, আসিয়া কাননবাসে
বিপাকেতে হারালে জীবন॥
ভরত করিল স্তুতি, না করিলে অনুমতি,
বনে আইলে সত্যে করি ভর॥
রত্নময় সিংহাসন, পরিহরি কি কারণ,
কোমলাঙ্গ ধূলাতে ধূসর॥
অযোধ্যার ছত্রধর, আজ্ঞাকারী চরাচর,
সাগর বান্ধিয়া হৈলা পার।
আমি কি অভাগ্যবতী, হারালাম রাম পতি,
তব মুখ না দেখিব আর॥
আমা অন্বেষণ করি, এলে প্রভু লঙ্কাপুরী
দুঃখ মোর না হৈল মোচন।
দুরাচার ইন্দ্রজিৎ, কৈল যুদ্ধ বিপরীত,
তাহে প্রভু হারালে জীবন॥

(১) সংহতি—সঙ্গে। (২) অসম্বিত—অজ্ঞান; জ্ঞানশূন্য।

ত্রিজটার হাতে ধরি, বিস্তর বিনয় করি,
বলিছেন করুণা বচন।
তোমার সহায়গুণে, যাব আমি স্বামিসনে
রথ রাখ, না কর গমন ॥
সীতার রোদন শুনি, হইল আকাশ-বাণী
কভু রামের নাহিক বিনাশ।
তোমারে উদ্ধার করি, যাবেন অযোধ্যাপুরী
রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

সীতাকে ত্রিজটার প্রবোধ দান ও শ্রীরাম-লক্ষ্মণের নাগপাশ মোচন।

কাতর হইয়া কান্দে জানকী রূপসী।
সীতারে প্রবোধ দেয় ত্রিজটা রাক্ষসী ॥
পুষ্পরথ দেখ সীতা দেব অবতার।
কখন না সহে এই অশুচির ভার ॥
একান্ত শ্রীরাম যদি হারাত জীবন।
অচল হইত রথ, না যায় খণ্ডন ॥
না কর রোদন সীতা, না কর রোদন।
প্রাণ না ত্যজেন তব শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
বহুকাল গেল, দুঃখ অল্প দিন আছে।
ভাবি আমি ক্ষণে সীতা ম'রে যাহ পাছে ॥
এত বলি ত্রিজটা বিস্তর বুঝাইয়া।
গেল অশোকের বনে সীতারে লইয়া ॥
অশোকের বৃক্ষতলে বসিলেন সীতে।
স্বর্ণবেত-হাতে ফেরে যতেক চেড়ীতে ॥
নাগপাশে বন্দী আছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
শিরে হাত দিয়া কান্দে যত কপিগণ ॥
বড় বড় কপি কান্দে ব'লে হায় হায়।
নীল সেনাপতি কান্দি গড়াগড়ি যায় ॥
সকল কটক কান্দে হইয়া অজ্ঞান।
পিতা-পুত্রে কান্দিছে কেশরী হনুমান্ ॥
কান্দিছে সুগ্রীব রাজা কটকের আড়ে।
মিত্র মিত্র বলি রাজা ঘন ডাক ছাড়ে ॥
লঙ্কাতে যদ্যপি প্রভু রঘুনাথ মরে।
কি বলিয়া যাব আমি কিষ্কিন্ধ্যানগরে ॥
কিষ্কিন্ধ্যার রাজপাট সব পোড়াইয়া।
পরাণ ত্যজিব আমি সাগরে ডুবিয়া ॥
সুগ্রীব বলেন, সবে এক ঐক্য করি।
যাব দুই ভাইয়ে ল'য়ে কিষ্কিন্ধ্যানগরী ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে যদি পারি বাঁচাইতে।
আনিব ঔষধ যথা পাব সংসারেতে ॥
বাঁচাইয়া শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দুই জনে।
করিব তুমুল যুদ্ধ রাবণের সনে ॥
সংবংশে মারিব যবে লঙ্কার রাবণ।
তবে সে জানিবা মোর স্বদেশে গমন ॥
দূর হ'তে ক্রন্দন শুনিয়া বিভীষণ।
চারিদিকে চাহিয়া ভাবিছে মনে-মন ॥
কোন্ বীর লইয়া পড়েছে আথান্তর (১)।
শিরে হাত দিয়া কেন কান্দিছে বানর ॥
কান্দিছে সুগ্রীব বীর অঙ্গদ যুবরাজ।
সকল বানর কান্দে, ছোট নহে কাজ ॥
এত ভাবি বিভীষণ চলিল সত্বর।
বিভীষণে দেখি ছুটে যতেক বানর ॥
বিভীষণ ইন্দ্রজিৎ অভেদ রূপেতে।
বিভীষণে দেখে' বলে, এল ইন্দ্রজিতে ॥
সুগ্রীব ডাকিয়া বলে অঙ্গদের আগে।
তুমি আছ সম্মুখে কটক কেন ভাগে ॥
অঙ্গদ বলেন, শুন বানরের পতি।
বিভীষণে দেখি ভাগে যত সেনাপতি ॥

---

(১) আথান্তর—নিরুপায়।

ডাক দিয়া কহিছে অঙ্গদ যুবরাজ।
কারে দেখে' পলাও, মুণ্ডেতে পড়ুক বাজ॥
হানা দিয়া ইন্দ্রজিৎ গেল লঙ্কাপুরে।
বিভীষণে দেখি কেন পলাইছ ডরে॥
দেশে পলাইয়া যাবে পুত্র দারা-আশে।
এক গাড়ে গাড়িবে (১) সুগ্রীব রাজা দেশে॥
যদি দেশে যাব মনে করহ বাসনা।
উলটিয়া রাখ গিয়া আপনার থানা (২)॥
অঙ্গদের দেখিয়া দন্তের কড়মড়ি।
আপন থানায় সবে যায় তাড়াতাড়ি॥
বিভীষণ বলে, শুন রাজীব-লোচন।
জীয়ন্তে মরিনু আমি তোমার কারণ॥
পলাইতে ঠাঁই নাই, যাব কোন্ দেশে।
বিশেষ সাগরে গিয়া করিব প্রবেশ॥
ধিক্ ধিক্ রাজ্যভোগ ধিক্ ধিক্ সুখ।
জনম গোঙাব (৩) আমি দেখে' কার মুখ॥
এতেক শুনিয়া তবে বিভীষণ-বাণী।
ধীরে ধীরে কহিছেন রাম রঘুমণি॥
সব ছাড়ি বিভীষণ আমা কৈলে সার।
শুধিতে নারিনু মিতা, তোমার সে ধার॥
নাগপাশ-বন্ধে মৃত্যু হইল আমারে।
মরা লাগি জীয়ন্তে কোথায় কেবা মরে॥
শুন হে সুগ্রীব মিতা কহি তব স্থানে।
সৈন্য ল'য়ে যাহ তুমি আপন ভবনে॥
আমা স্থানে মিত্র, তুমি সত্যে হৈলে পার।
তুমি কি করিবে, দৈব বিপক্ষ আমার॥
নূতন ভূপতি তুমি দেখহ বিচারি।
তোমা বিনা লণ্ডভণ্ড হবে রাজপুরী॥
করহ রাজ্যের চর্চ্চা গিয়া নিজ রাজ্যে।
আমার নিকটে আর আছ কোন্ কার্য্যে॥
নাগপাশ অস্ত্র এল আমা দোঁহা তরে।
ভাগ্যেতে যা ছিল হ'ল তুমি যাহ ফিরে॥
অঙ্গদের বাপে মারি পাইয়াছি লাজ।
প্রাণপণে পালিহ অঙ্গদ যুবরাজ॥
গয় গবাক্ষ সরভাদি ও গন্ধমাদন।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র এই সুষেণ-নন্দন॥
শরভঙ্গ বানর যে কুমুদ সেনাপতি।
দেশে তবে যাহ সবে করিয়া পিরীতি॥
দেশে যাহ সকলে আমারে দিয়া কোল।
গালাগালি না দিও, না ব'লো মন্দ বোল॥
অযোধ্যানগরে তুমি যাহ হনূমান্।
সমাচার কহিও সবার বিদ্যমান॥
জানাইও ভরতেরে আমার সংবাদ।
যেন কারো সঙ্গে নাহি করে বিসম্বাদ॥
ধর্ম্মেতে পালিবে প্রজা, রাখি ধর্ম্মপথ।
এইরূপে রাজ্য যেন করেন ভরত।
কৌশল্যা মায়েরে জানাইবে নমস্কার।
কৈকেয়ী মাতারে এই কহিও সমাচার॥
প্রণাম করিব গিয়া মনে ছিল সাধ।
বিধাতা সাধিল তাহে নিদারুণ বাদ॥
জানকী রহিল বন্দী অশোকের বনে।
নাগপাশে বন্দী রাম-লক্ষ্মণ দু'জনে॥
সুমিত্রা মাতাকে মোর দিও নমস্কার।
যথাযোগ্য সবারে জানাইও সমাচার॥
আমা লাগি লক্ষ্মণ ছাড়িল নিজ পুরী।
সুখভোগ ছাড়ি ভাই হৈল বনচারী॥

---

(১) এক গাড়ে গাড়িবে—এক গর্ত্তের মধ্যে পুরিবে। (২) বাসস্থানের আশা ত্যাগ করিতে হইবে এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। (৩) গোঙাব—কাটাইব।

প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ হাতের ছিল নড়ি।
হেন ভাই নাগপাশে যায় গড়াগড়ি ॥
নাগপাশে কাতর হৈলা রঘুবীর।
ব্রহ্মাদি দেবতা ভেবে হইলা অস্থির ॥
ইন্দ্র আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
ডাক দিয়া আনিলেন দেবতা পবন ॥
ইন্দ্র বলে, সমাচার না জান পবন।
নাগপাশে বাঁধা আছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
অরুণ বরুণ যম সবে কাঁপে ডরে।
ভয়ে কেহ না আইসে লঙ্কার ভিতরে ॥
আমি ইন্দ্র রাজা ত্রিভুবন-অধিপতি।
রাবণের বেটা মোর করিল দুর্গতি ॥
লঙ্কাতে লইল বেঁধে সংসারে বিদিত।
আমারে জিনিয়া বেটার নাম ইন্দ্রজিৎ (১) ॥
বড় নিদারুণ বেটা বিখ্যাত ভুবনে।
নাগপাশে বান্ধিয়াছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥
নাগপাশে অচৈতন্য দুই সহোদর।
বল বুদ্ধি হারায়েছে সকল বানর ॥
রঘুনাথের স্থানে যাহ আমার বচনে।
কহ রামে মুক্ত হবে গরুড় স্মরণে ॥
বিষ্ণুর বাহন গরুড় ধরে বিষ্ণুতেজ।
নাগপাশ ঘুচাইতে সেই মহাবেজ (২) ॥
ইন্দ্রের বচন মানি দেবতা পবন।
কহিল রামেরে, কর গরুড়ে স্মরণ ॥
পবন শ্রীরাম যদি হৈল কাণাকাণি।
গরুড়ে স্মরণ করে রাম রঘুমণি ॥
গরুড়ে স্মরেন রাম বিষ্ণু-অবতার।
গরুড়ের ললাটেতে পড়িল টঙ্কার (৩) ॥
কুশদ্বীপে চরে গরুড় সাগরের কূলে।
গিলেছিল অজগর উগারিয়া ফেলে ॥
শূন্যভরে গরুড় আইল উভরড়ে।
পাখসাটে (৪) পর্ব্বত কন্দর যায় উড়ে ॥
দিগ্ দিগন্তের গাছ আনে পাকে টেনে।
ঝঞ্ঝনা পড়য়ে যেন ঘোর বরিষণে ॥
সাগরের জলজন্তু লুকাইল জলে।
ভয় পেয়ে নাগগণ কম্পিত পাতালে ॥
উপাড়িয়া পড়ে বৃক্ষ পাখার বাতাসে।
দশ যোজন থাকিতে ভুজঙ্গ ভাগে ত্রাসে ॥
দূর হ'তে গরুড়ের লাগিল নিশ্বাস।
রাম-লক্ষ্মণের খ'সে পড়ে নাগপাশ ॥
পদ্মহস্ত (৫) বুলাইল বিনতা-নন্দন (৬)।
সচৈতন্য হ'য়ে উঠে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
গরুড় পক্ষীরে কন রাম রঘুমণি।
প্রাণদান দিলে, সখা হ'লে হে আপনি ॥
গরুড় বলেন, শুন সবিশেষ কই।
শ্রীচরণে ভৃত্য আমি, সখাযোগ্য নই ॥
তুমি বিষ্ণু-অবতার জগতের পতি।
পতিব্রতা-শাপে আছ আপনা বিস্মৃতি (৭) ॥

---

(১) গৌতম-পত্নী অহল্যার রূপ দর্শনে ইন্দ্র অধীর হইয়া অহল্যাকে ছলনা করেন। এই নিমিত্ত গৌতম ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে সহস্র কুৎসিত চিহ্নযুক্ত ও শত্রুর হস্তগত হইবে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। এই অভিশাপে ইন্দ্র মেঘনাদ কর্ত্তৃক পরাজিত ও বন্দীকৃত হইয়াছিলেন। (২) মহাবেজ—প্রধান চিকিৎসক। (৩) টঙ্কার—সাড়া। (৪) পাখসাটে—পাখার ঝাপটায়। (৫) পদ্মহস্ত—পদ্মের ন্যায় কোমল হাত; যে হস্ত স্পর্শে দেহের সব অশুভ দূর হয়। (৬) বিনতা-নন্দন—গরুড়। (৭) পতিব্রতা শাপে আছ আপনা বিস্মৃত—হিরণ্য-কশিপু সংহারের জন্য ভগবান্ নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এই গর্জ্জনে এক মুনির পূর্ণগর্ভা পত্নীর গর্ভপাত হয়। তাহাতে সেই মুনি-পত্নী ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবানকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, অন্য অবতারে তোমার আত্মবিস্মৃতি ঘটিবে।—ভাগবত।

দূর হৈতে গরুড়ের আসিল নিশ্বাস।
রাম-লক্ষ্মণের অঙ্গে হতে নাগ-পাশ।— ৬৮২ পৃ

THE ASIATIC SOCIETY
Calcutta—700 016

কৃত্তিবাসী রামায়ণ

দাণ্ডাইলা ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম রূপ ধরে।
ধনুক ত্যজিয়া বাঁশী ধরিলেন করে ॥—৩৬৩ পৃঃ

আমি যে গরুড় পক্ষী তোমার বাহন।
পূর্ব্বকথা কেন প্রভু হও বিস্মরণ (১) ॥
শ্রীরাম বলেন, পক্ষী, কৈলে উপকার।
বর মাগ পক্ষিবর বাঞ্ছা যে তোমার ॥
গরুড় বলেন, বাঞ্ছা আছে এই মনে।
দ্বিভুজ মুরলীধর দেখিব নয়নে ॥
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-রূপ গলে বনমালা।
শিখি-পুচ্ছ-বন্ধ চূড়া অর্দ্ধ বামে হেলা ॥
অলকা-আবৃত শশী শ্রীমুখমণ্ডল।
শ্রুতিযুগে মনোহর মকর কুণ্ডল ॥
গলে বনমালা, পরিধান পীতাম্বর।
সেই রূপ দেখিতে বাসনা নিরন্তর ॥
শ্রীরাম বলেন, হব সে রূপ কেমনে।
ধনুর্দ্ধারী রাম আমি সকলেতে জানে ॥
না বলিহ কৃষ্ণমূর্ত্তি করিতে ধারণ।
সে রূপ দেখিলে কি কহিবে কপিগণ ॥
গরুড় বলেন, কি কহিবে কপিগণে।
করিয়া পাখার ঘর বসাব গোপনে ॥
এতেক মন্ত্রণা করি বিনতা-নন্দন।
পাখাতে করিল ঘর অদ্ভুত রচন ॥
ভকত-বৎসল রাম তাহার ভিতরে।
দাণ্ডাইলা ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম রূপ ধ'রে ॥
ধনুক ত্যজিয়া বাঁশী ধরিলেন করে।
হনুমান্ দেখে' বসি ভাবিতেছে দূরে ॥
হনূ বলে, প্রাণপণে করি প্রভু-হিত।
পক্ষীর সঙ্গেতে এত কিসের পিরীত ॥
দেখিলেন হনুমান্ মহাযোগে বসি।
ধনু খসাইয়া পক্ষী করে দিল বাঁশী ॥
হনুমান্ বলে, পক্ষী এত অহঙ্কার।
ধনুক খুলিয়া বাঁশী দিলে হাতে তাঁর ॥
যদি ভৃত্য হই, মন থাকে শ্রীচরণে।
লইব ইহার শোধ তোরি বিদ্যমানে ॥

---

(১) জননী বিনতার দাসীত্ব মোচন জন্য গরুড় সুধা আনিতে গমন করিয়া দেখিলেন, সূচিপ্রমাণ ছিদ্রযুক্ত চক্রের মধ্য দিয়া যাইতে না পারিলে, সেই সুধাকলস পাইবার উপায় নাই। এই জন্য গরুড় অতিশয় সূক্ষ্মদেহে সেই চক্রছিদ্র-পথে গিয়া সুধাকলস লইয়া আসিলেন। বিষ্ণু এই ব্যাপারে ক্রোধাতুর হইয়া গরুড়ের সম্মুখীন হইলেন। গরুড়ের সহিত বিষ্ণুর যুদ্ধ হইল। গরুড়ের বিপুল শক্তি দেখিয়া বিষ্ণু অতিশয় সুখী হইয়া বলিলেন, "তুমি আমার নিকট বর গ্রহণ কর।" গরুড় বলিলেন, "যদি বর দিতে ইচ্ছা করেন তবে এই বর দিন্, যেন, আমি সর্ব্বদা আপনার উচ্চে অবস্থান করি ও অজর অমর হই।" বিষ্ণু সেই বর দান করিলে প্রীত হইয়া গরুড় বলিলেন, "আমি আপনাকে বর দিব—কি বর চান বলুন।" তাহা শুনিয়া ভগবান বলিলেন, "যদি তুমি আমাকে বর দিতে চাও তাহা হইলে এই বর দাও, যেন তুমি আমার বাহন হও।" গরুড় বলিলেন—"আমি আপনার বাহন হইব।"—মহাভারত।

বাঁশী খসাইয়া দিব ধনুঃশর করে।
লইব ইহার শোধ কৃষ্ণ-অবতারে (১) ॥
এতেক শুনিয়া তবে বিনতা-নন্দন।
ঈষৎ হাসিয়া পাখা করে সংবরণ ॥
রামেরে প্রণাম করি যায় শূন্যপথে।
দাণ্ডাইলা রঘুনাথ ধনুর্ব্বার হাতে ॥
অঙ্গ ঝাড়া দিয়া ওঠে অনুজ লক্ষ্মণ।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন যত কপিগণ ॥
গরুড়ের পাখা-শব্দ যত দূরে যায়।
তত দূর কপিগণ উঠিয়া দাঁড়ায় ॥
নাগপাশে মুক্ত হৈল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
'রামজয়' শব্দ করে যত কপিগণ ॥
একেবারে যত কপি ছাড়ে সিংহনাদ।
লঙ্কায় রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ ॥
বানরের শব্দ নিশি তৃতীয় প্রহর।
শয্যা হৈতে উঠে বৈসে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
রাবণ প্রাচীরে উঠি চাহে চারিভিতে।
দাণ্ডায়েছে রাম-লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বান হাতে ॥
রাবণ বলে যে বাণ বন্ধন নাগপাশ।
নাগপাশে মুক্ত হৈলে লঙ্কার বিনাশ ॥
মরিলে না মরে রাম এ কেমন বৈরী।
অনুমানে বুঝিনু, মজিল লঙ্কাপুরী ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ।
নাগপাশ-মুক্ত হৈলা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥

ধূম্রাক্ষ বধ।

দৈবের নির্ব্বন্ধ, রাবণ দেখিছে বিপাক।
ধূম্রাক্ষ বলিয়া রাজা ঘন পাড়ে ডাক ॥
আজ্ঞামাত্র আইল ধূম্রাক্ষ মহাবীর।
রাজায় চরণে আসি নোয়াইল শির ॥
রাবণ বলে, তুমি হে প্রধান সেনাপতি।
আজিকার যুদ্ধে তুমি কুলাবে আরতি ॥
রাজ-ব্যবহারে তার বাড়ায় সম্মান।
যুঝিবারে অনুমতি দিল গুয়া পান ॥

---

(১) অর্জ্জুন তীর্থ পর্য্যটন কালে দ্বারকায় গিয়া দেখিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিৎ-নন্দিনী সত্যভামাকে সুগন্ধি কনকপদ্ম উপহার দেওয়ায় রুক্মিণীর মনে দারুণ বিষাদের সঞ্চার হইয়াছে। এই হেতু শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে স্বর্ণপদ্ম আনিতে আদেশ প্রদান করিলে অর্জ্জুন পুষ্প আহরণার্থ বানর-চতুষ্টয় রক্ষিত কদলীবনে গমন করিয়া পুষ্প তুলিবার উদ্যোগ করিলেন। এই সময়ে রক্ষক বানরেরা হনুমানকে সংবাদ দিলে হনুমানের সহিত অর্জ্জুনের সংঘর্ষ হয়। হনুমান্ স্বীয় প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের গুণগান আরম্ভ করিলে অর্জ্জুন বলিলেন, তোমার গুরু রাম নল-নীল প্রভৃতি বানর-সৈন্য সমভিব্যাহারে সমুদ্রবন্ধন করিয়াছিলেন; আমি ইচ্ছা করিলে শত যোজন সমুদ্র শরকালে বাঁধিতে পারি। হনুমান বলিল, কৈ বাঁধ দেখি। ইহা শুনিয়া অর্জ্জুন শরজালে সমুদ্র বন্ধন করিলেন। হনুমান বলিল, এই যে বাণের সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে ইহা যদি আমার ভার সহিতে পারে তবেই জানিব ইহা কত দৃঢ়। অর্জ্জুন বলিলেন, তুমি অক্লেশে ইহার উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পারিবে। তখন হনুমান লোমে লোমে পর্ব্বত বাঁধিয়া বাণ-নির্ম্মিত সেতুতে আরোহণ করিলে সেই বিরাট ভারে সেতু ভগ্নপ্রায় হয় দেখিয়া অর্জ্জুন ভগবানের আরাধনা করেন। ভগবান্ কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া সেই সেতু রক্ষা করিতেছেন ও তাহার বিষম চাপে কূর্ম্মের মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইতেছে দেখিয়া হনুমান কূর্ম্মরূপী ভগবানকে বলিল, বুঝিয়াছি দেব, ভক্তের জন্য তোমার এই ক্লেশ স্বীকার, এখন আমার পূর্ব্ব বাক্য অনুসারে কৃষ্ণ অবতারে সেই ধনুর্দ্ধারী রাম-মূর্ত্তিখানি দেখাও। তখন ভগবান সেইস্থানে ধনুর্দ্ধারী রামচন্দ্রের রূপ ধারণ করিলেন এবং হনুমান অর্জ্জুনকে সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ করিলেন।—মহাভারত।

রাজ-আজ্ঞামাত্র বীর রথে গিয়া চড়ে।
পদাতিক সৈন্যদল চলে মুড়ে মুড়ে ॥
হস্তী ঘোড়া চলে আর অগণন ঠাট।
ধূলি উড়াইয়া চলে, নাহি দেখে বাট ॥
লঙ্কাতে ধূম্রাক্ষ বীর পরম সুজ্ঞানী।
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিল আপনি ॥
আউদর চুলে ভিক্ষা মাগিছে যোগিনী।
রথ-ধ্বজে উড়ে বৈসে শকুনী গৃধিনী ॥
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিছে অপার।
কিছুই না মানে বীর বলে মার মার ॥
দুই দলে মিশামিশি দৃঢ় বাজে রণ।
নানা অস্ত্র গাছ পাথর করে বরিষণ ॥
রুষিয়া ধূম্রাক্ষ বলে, কোথায় তপস্বী।
উখাড়িয়া মরে কেন এত দূরে আসি ॥
ছাড়িয়া সীতার আশা ফিরে যাহ ঘর।
মনুষ্য হইয়া বেটা লঙ্কার ভিতর ॥
কপিগণ বলে, বেটা চক্ষু থেকে অন্ধ।
মনুষ্য কি সাগর করিতে পারে বন্ধ ॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ বান্ধিলেক সেতু।
অবতার রাক্ষসের বংশনাশ-হেতু ॥
গড়াগড়ি যাবে রাবণের দশ মুণ্ড।
বিভীষণের উপরে ধরাব ছত্র-দণ্ড ॥
কুপিল ধূম্রাক্ষ বীর জ্বলন্ত আগুনি।
মুষল লইয়া এক কপিগণে হানি ॥
মুষলের ঘায়ে কারো ভাঙ্গে মাথার খুলি।
কারো মুণ্ড কাটি ভূমে পাড়ে মহাবলী ॥
খাণ্ডাখান কাহার মস্তকে তুলে হানে।
ভঙ্গ দিল বানর অস্থির হয়ে রণে ॥
হনুমান্ দেখিল বানরগণ ভাগে।
দাণ্ডাইল হনূমান্ ধূম্রাক্ষের আগে ॥
হনুমান্ বলে, বেটা কি নাম তোমার।
আমার সহিত যুদ্ধ কর একবার ॥
রাক্ষস বলিল, যদি তোরে আমি পাই।
অন্যের কি প্রয়োজন, তোর রক্ত খাই ॥
এত যদি দুই জনে হৈল গালাগালি।
দুই বীরে যুদ্ধ করে, দোঁহে মহাবলী ॥
হনুমান্ আনিল পাথর দুই খান।
রথের উপরে ফেলে ডাকে হান হান ॥
রথ ঘোড়া সারথি করিল চুরমার।
রথ এড়ি ধূম্রাক্ষ ধাইল আরবার ॥
ধূম্রাক্ষের হাতে ছিল এক মহাগদা।
তার আশে-পাশে বাজে জয়ঘণ্টা সদা ॥
দেব-দৈত্য-গন্ধর্ব্ব-গণের ভয় লাগে।
গদা হাতে করি গেল হনুমান্ আগে ॥
দোহাতিয়া বাড়ি মারে হনুমানের বুকে।
হনুমানের বুক যেন বজ্র হেন দেখে ॥
বুকেতে ঠেকিয়া গদা হৈল খান খান।
কোপ করি পাসরে আপনা হনুমান্ ॥
হনুমান্ বলে, গদা গেল রসাতল।
এখন আইস আমি বুঝি তোর বল ॥
এক বজ্র চাপড় মারিল তার শিরে।
কাতর হইয়া পড়ে ভূমির উপরে ॥
হনুমান্ মহাবীর সংগ্রামেতে শূর।
লাথি মারি ধূম্রাক্ষের কায় করে চূর ॥
পড়িল ধূম্রাক্ষ বীর সমরে দুর্জ্জয়।
সকল বানর ডাকি করে জয় জয় ॥
ধূম্রাক্ষের সেনা ছিল দুই অক্ষৌহিণী।
পলায় সকলে লয়ে নিজ নিজ প্রাণী (১) ॥
ভগ্নপাইক (২) কহে গিয়া রাবণ-গোচর।
ধূম্রাক্ষ পড়িল, বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর ॥

---

(১) প্রাণী—প্রাণ। (২) ভগ্নপাইক—যুদ্ধের সময় যে দূত যুদ্ধক্ষেত্র হইতে গিয়া রাজাকে যুদ্ধের সংবাদ জানায়।

অকম্পন বধ

ধূম্রাক্ষ পড়িল বার্ত্তা পাইল রাবণ।
অকম্পন বলে' ডাক ছাড়ে ঘনে-ঘন ॥
আজ্ঞামাত্র উপনীত অকম্পন বীর।
রাজার নিকটে আসি নোয়াইল শির ॥
রাবণ বলে, শুন অকম্পন সেনাপতি।
আজিকার যুদ্ধে তুমি কুলাবে আরতি (১) ॥
বীর-মধ্যে বীর তুমি সকলেতে জানে।
ত্রৈলোক্যে জিনিতে তুমি পার এক দিনে ॥
তোমার সম্মুখে যুঝে, আছে কোন্ জন।
হাতে গলে বেন্ধে আন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
মধুর বচনে রাজা অকম্পনে তোষে।
যুঝিতে চলিল বীর রাজার আদেশে ॥
সারথি জোগায় রথ বিচিত্র গঠন।
সসৈন্যে সাজিয়া চলে বীর অকম্পন ॥
আচম্বিতে গৃধিনী পড়িল রথধ্বজে।
উখাড়িয়া (২) পড়ে ঘোড়া, যায় মন্দতেজে ॥
অকম্পন নাম তার কম্পে না কখন।
যাত্রাকালে হস্তপদ কম্পে ঘন ঘন ॥
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিল অপার।
মার মার শব্দে গেল পশ্চিম দুয়ার ॥
দুই সৈন্য মিশামিশি, দৃঢ় বাজে রণ।
নানা অস্ত্র গাছ পাথর করে বরিষণ ॥
দুই সৈন্যে মহাযুদ্ধ হইল অপার।
রণের ধূলিতে দশ-দিক্ অন্ধকার ॥
অন্ধকারে কেহ নাহি চিনে আত্ম-পর।
রাক্ষসে রাক্ষস মারে, বানরে বানর ॥
রক্তে রাঙ্গা হৈল বাট, ধূলা নাহি উড়ে।
দেখাদেখি যুদ্ধ করে দুই দলে প'ড়ে ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর কুমুদ সেনাপতি।
রণ দেখি তিন বীর আইল শীঘ্রগতি ॥
তিন বীর আসি করে গাছ বরিষণ।
সম্মুখ সংগ্রামে স্থির নহে তিন জন ॥
ভঙ্গ দিয়া তিন বীর পলাইল ত্রাসে।
হাতে ধনু অকম্পন দাণ্ডাইয়া হাসে ॥
নীল বীর বড় ধীর সকলে বাখানে।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল অকম্পনের রণে ॥
নল বীর ক'রেছিল একা সেতুবন্ধ।
অকম্পণের বানে তার হৈল চক্ষু অন্ধ ॥
শরভঙ্গ পলাইল পেয়ে অপমান।
রণেতে প্রবেশ করে বীর হনুমান্ ॥
হনুমান্ বলে, বেটা, পলাবি কোথায়।
এক চড়ে যমালয়ে পাঠাব তোমায় ॥
পাইক মারিয়া বেটা জিনে যাহ রণ।
অবশ্য আমার হাতে তোমার মরণ ॥
এত যদি দুই বীরে হৈল গালাগালি।
দুই জনে যুদ্ধ বাজে, দোঁহে মহাবলী ॥
আশী কোটী বাণ এড়ে বীর অকম্পন।
বাণে অচেতন হৈল পবন-নন্দন ॥
সংজ্ঞা লভি উঠে পুনঃ বীর হনুমান্।
ক্রোধে আনে শালগাছ দিয়া এক টান ॥
বাহুবলে এড়ে গাছ বীর হনুমান।
অকম্পন-বাণে গাছ হৈল দুই খান ॥
জিনিতে না পারে হনু, ভাবয়ে অন্তরে।
লাফ দিয়া পড়ে তার রথের উপরে ॥

---

(১) কুলাবে আরতি—মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবে। (২) উখাড়িয়া হোঁচট খাইয়া।

চুলেতে ধরিয়া তারে মারিল আছাড়।
মাথার খুলি ভেঙ্গে গেল, চূর্ণ হৈল হাড় ॥
অকম্পন পড়ে যদি সংগ্রামে দুর্জ্জয়।
সকল বানর বলে জয় রাম জয় ॥
ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাবণ-গোচর।
অকম্পন পড়িল শুনহ লঙ্কেশ্বর ॥

—

বজ্র-দংষ্ট্রের যুদ্ধে গমন।

অকম্পন-মৃত্যু শুনি চরের বদনে।
কিছু ভয় উপজিল রাবণের মনে ॥
হৃদয়ে করিয়া বিবেচনা বহুতর।
যুদ্ধ বিনা হিত নাহি দেখিল অপর ॥
তবে আগে দেখি বজ্রদংষ্ট্র নিশাচরে।
কহিতে লাগিল তারে অতি সমাদরে ॥
বজ্রদংষ্ট্র, তুমি হও সুপণ্ডিত রণে।
তোমার সমান বীর না দেখি ভুবনে ॥
ধনুক ধরিয়া তুমি দাঁড়ালে সমরে।
নিজে ইন্দ্র সাক্ষাৎ হইতে নারে ডরে ॥
তোমারে সহায় করি আমি দেবগণে।
পরাজয় করিয়াছি অনায়াসে রণে ॥
অপর কি কব সর্ব্ব-নাশক (১) শমনে।
তোমার সাহায্যে জিনিয়াছি অযতনে ॥
তুমিহ সমরে যাও সেনানী (২) হইয়া।
সুগ্রীব-লক্ষ্মণ-রামে আইস বধিয়া ॥
এত বাণী শুনি বজ্রদংষ্ট্র নিশাচর।
প্রণমিয়া কহিতেছে রাবণ-গোচর ॥
মহারাজ, আমি এই চলিলাম রণে।
আপনি পরমানন্দে থাকুন ভবনে ॥
বধিব তোমার শত্রু সেই দুই নরে।
সুগ্রীব মারুতি (৩) আর মুখ্য কপিবরে ॥
আপনি মঙ্গল চিন্তা করহ আমার।
সীতা বশীভূত করি লহ আপনার ॥
তবে বলাধ্যক্ষ করি সেনার সাজন।
দশানন-আগে আসি কৈল নিবেদন ॥
তাহা শুনি প্রণাম করিয়া দশাননে।
বজ্রদংষ্ট্র বীর যাত্রা করিলেক রণে ॥
করিল বিবিধ-মতে মঙ্গলাচরণ।
বান্ধিলেক নিজ অঙ্গে অনেক রক্ষণ ॥

---

(১) সর্ব্ব-নাশক—যে সকলকে নাশ করে ; যম। (২) সেনানী—সেনানায়ক। (৩) মারুতি—হনুমান্ ; সমুদ্রমন্থন-জাত সুধার জন্য দেবাসুরের যুদ্ধে বহু অসুরের মৃত্যু হইলে অসুরগণের জননী দিতি অতিশয় কাতরা হইয়া স্বামী কশ্যপের নিকট প্রার্থনা করিলেন, হে স্বামিন্, আমাকে এমন এক পুত্র দান করুন—যে ইন্দ্রকে নাশ করিতে পারে। দিতির প্রার্থনায় কশ্যপ সেই বর দান করিয়া তপস্যায় গমন করিলেন। দিতি সহস্র বৎসর শুচি হইয়া কুশপ্লব তপোবনে তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার তপস্যাকালে ইন্দ্র তাঁহার সেবাকার্য্যে রত হইলেন। এইরূপে ৯৯০ বর্ষ অতীত হইলে একদিন দিতি অশুচি অবস্থায় শয়ন করিয়া আছেন দেখিয়া ইন্দ্র দিতির শরীর-বিবর দিয়া গর্ভে প্রবেশ করিলেন ও গর্ভস্থ শিশুকে শত-পর্ব্ব বজ্রদ্বারা সাত অংশে বিভক্ত করিলেন। পুনঃ সেই সাত অংশের প্রত্যেককে সাতভাগে বিভক্ত করিয়া ৪৯ সংখ্যক করিয়া ফেলিলেন। গর্ভস্থ শিশু ঊন-পঞ্চাশ অংশে বিভক্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। ইন্দ্র গর্ভস্থ শিশুকে 'মা রুদ' বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দিতি জাগ্রত হইয়া সব ব্যাপার জানিতে পারিয়া শিশুকে গর্ভ হইতে বাহির হইতে বলিলেন। এইরূপে ৪৯ পবনের উৎপত্তি হয়। 'মা রুদ' বলিয়া সম্বোধন করায় পবনের নাম মারুত হয়। তাঁহার পুত্র বলিয়া হনুমানের নাম মারুতি।

পরিলেক অঙ্গে সানা (১), মাথায় টোপর।
পৃষ্ঠেতে বান্ধিল তূণ পুরি তীক্ষ্ণ শর ॥
আর নানা অস্ত্র শস্ত্র করিল বন্ধন।
রথের উপরে গিয়া কৈল আরোহণ ॥
কিবা তার রথ, অতি মনোহর হয়।
অলঙ্কৃত দিব্য দিব্য ঘোটকে বহয় (২) ॥
তার রথ দুই দিকে যায় মনোরম।
দ্বিসহস্র সপ্ততি-সংখ্যক তুরঙ্গম (৩) ॥
ঘোড়ার পশ্চাতে দুই সহস্র সপ্ততি।
যাইতেছে মদমত্ত হাতী মন্দগতি ॥
মধ্যেতে যাইছে বজ্রদংষ্ট্র দিব্য রথে।
এক লক্ষ ধনুর্দ্ধর যায় অগ্রপথে ॥
আর কত ঢালী শূলী তোমরী খপরী।
যাইতেছে রথে গজে ঘোটকেতে চড়ি ॥
বাজিতেছে সহস্র সহস্র রণভেরী।
নিনাদ ছাড়য়ে ঘোড়া হাতী বেরি বেরি (৪) ॥
সেই সব শব্দে লঙ্কা করি দলমাল (৫)।
রণে যায় বজ্রদংষ্ট্র যেন মহাকাল ॥
যাইতে যাইতে দেখে নানা অমঙ্গল।
অগ্রেতে পড়য়ে তার উল্কা ঝলমল ॥
মুখ দিয়া অগ্নিশিখা করিয়া বমন।
শিবা সব করিতেছে অশিব নিঃস্বন (৬) ॥
রথের ঘোড়ার নেত্রে পড়ে অশ্রুজল।
পুনঃপুনঃ ত্যাগ করে তারা মূত্র-মল ॥
তাহা দেখিয়াও বজ্রদংষ্ট্র অশঙ্কিত।
কহিতেছে সৈন্যগণে অত্যন্ত গর্ব্বিত ॥
অমঙ্গল দেখি কেহ না ক'রো চিন্তন।
অতিমন্দ শুভকর কহে সর্ব্বজন ॥
আর শুন কি করিবে এই অমঙ্গলে।
সব অমঙ্গল বিনাশিব বাহুবলে ॥
দেখিবি সকলে তোরা বিক্রম আমার।
বধিব সকল আমি শত্রুকে রাজার ॥
আজি মোর বাণহত কপির আমিষে।
নিশাচর পিণ্ড দিবে বান্ধবে হরিষে ॥
আমিহ বধিয়া সুগ্রীবাদি কপিগণে।
ভক্ষণ করিব নিজে শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥
বজ্রদংষ্ট্র নাম মোর বজ্র হেন দাড় (৭)।
চর্ব্বণ করিব আমি তাহাদের হাড় ॥
তোরা সবে ভয় ত্যজি চলহ সমরে।
শত্রু-বধ করি শীঘ্র ফিরে যাব ঘরে ॥
এত কহি বজ্রদংষ্ট্র সৈন্য-হুহুঙ্কারে।
উপনীত হৈল আসি উত্তরের দ্বারে ॥

বজ্রদংষ্ট্র বধ।

(নর্ত্তক ছন্দ)

তবে, দেখি তাহারে, সেই ত দ্বারে,
প্লবঙ্গম-গণ (৮)।
তারা, তরুশিখরী, করেতে ধরি,
রহে সুখী মন ॥
তাহা, নিরখি তারা, মেঘের ধারা,
হেন বর্ষে বাণ।
তাহে, বানরগণে, বিন্ধি সঘনে,
কৈলা খান খান ॥
তবে, কুপিত-মতি, বানর ততি,
বৃক্ষ শিলা মারি।

---

(১) সানা—বর্ম্ম। (২) বহয়—বহন করে, এখানে টানে। (৩) তুরঙ্গম—ঘোড়া। (৪) বেরি বেরি—বার বার। (৫) দলমাল—টলমল। (৬) অশিব নিঃস্বন—অমঙ্গল শব্দ। (৭) দাড়—দাঁত। প্লবঙ্গমগণ—বানর সকল।

করে, কুলিশ-দন্ত-(১)　　সেনার অন্ত,
গভীর হাঁকারি ॥
তাহে, ত্রাসিতে মন,　　কৌণপগণ (১)
পলায়ন করে।
তাহা, দেখি দুরন্ত,　　বজ্জর দন্ত,
বরিষয়ে শরে ॥
তার, বাণের তূণে,　　ধনুক-গুণে,
কর্ণে বারে বারে।
কর, ভ্রমণ করে,　　কেহ তাহারে,
লক্ষিতে না পারে ॥
তার, শর-নিকরে,　　যত বানরে,
জর্জ্জর করিল।
তাহে, রুধির-ধারে,　　রণ-ভিতরে,
তটিনী হইল ॥
তাহে, প্রাণ ছাড়িয়া,　　যায় ভাসিয়া
ভয়ে কপিগণ।
তাহে, কাক-শৃগালী　　টানিয়া তুলি,
করয়ে ভক্ষণ ॥
সেই বজ্জর-দন্ত-　　শরেতে শান্ত,
দেখি অঙ্ক বুলে।
যত, বানর-বৃন্দ,　　ত্যজিয়া দ্বন্দ্ব,
ভাগে সিন্ধু-কূলে ॥
তাহা, করিয়া দৃষ্ট,　　হইয়া রুষ্ট,
কপি-চূড়া-মণি।
নিজে, চলিলা রণে,　　করি সঘনে,
ঘোর সিংহ-ধ্বনি ॥
শুনি, সেই ত রব,　　কৌণপ সব,
মূর্চ্ছিত হইল।
কত, ঘোটক করী,　　ভূমিতে পড়ি,
চীৎকার করিল ॥

পরে, তারে দেখিয়া,　　ত্রাস পাইয়া
বজ্রদংষ্ট্র-সেনা।
তারা, পলায়ে যায়,　　পাছে না চায়,
বারণ শোনে না ॥
তবে, তাহা নিরখি,　　মনেতে রাখি
বজ্রদংষ্ট্র বীর।
সেই, তপন-সুতে, (৩)　　অতি বেগেতে
বিন্ধে বহু তীর।
তাহে, কপিঅতি,　　কপির পতি,
চপেট প্রহারে।
তার, বাম ডাহিনে,　　ঘোটকগণে,
নিলা যমদ্বারে ॥
আর, দুই পাশেতে,　　সারি ক্রমেতে, (৪)
যত করি ছিল।
মারি, গাছের বাড়ি,　　যমের বাড়ী,
তাদিগে প্রেরিল ॥
পরে, শাল উপাড়ি,　　ঘূর্ণিত করি,
তপন-কুমার।
সেই, বজ্রদশন-　　প্রতি কৌণপ
কৈল স-হুঙ্কার ॥
সেই, রজনীচর, (৫)　　ছাড়িয়া শর,
শত পরিমাণ।
সেই, শাল তরুরে,　　কাটিয়া পাড়ে,
করি খান খান ॥
তাহা, নিরখি সূর্য্য-　　তনয় শৌর্য্য,
করি প্রকাশন।
এক, বৃহৎ শিলা,　　তুলিয়া নিলা,
পর্ব্বত যেমন ॥
তারে, বজ্জর-দন্ত-　　রথের অন্ত,
করিতে ছাড়িল।

(১) কুলিশ দন্ত—কুলিশ (বজ্র) দন্ত ; বজ্রদন্ত। (২) কৌণপগণ—রাক্ষস সকল। (৩) তপন-সুতে—সুগ্রীবকে। (৪) সারি ক্রমেতে—শ্রেণীবদ্ধ ভাবে। (৫) রজনীচর—রাক্ষস।

তাহা, সেহ দেখিয়া, রথ ছাড়িয়া,
ভূমিতে নামিল ॥
সেই, ঘোর পাষাণে, তাহার জানে,
সুগ্রীব ভাঙ্গিলা।
আর, ঘোটক সাতে, ধ্বজ সহিতে,
সারথি নাশিলা।
পরে, এক তরুরে, ধরিয়া করে,
করিয়া ঘূর্ণিত।
সেই, বজর-দন্ত- সেনার অন্ত,
কৈল রাম-মিত ॥
তেঁই, গিরিশৃঙ্গ, করিয়া ভঙ্গ,
ছাড়িয়া হুঙ্কার।
বজ্র-দশন বীরে, মারিতে পরে,
হৈল আগুসার ॥
তাহা, নিরিখি সেহ, বিকট দেহ,
গদা ঘুরাইয়া।
বীর, তপন-সুতে, মারিলা মাথে,
গর্জ্জন করিয়া ॥
কিবা, সুগ্রীব-শিরে, ঠেকিয়া ভরে,
সেই গদা দণ্ড।
এ কি, অশ্রুত কথা, কর্কটী (১) যথা,
হইলা শত খণ্ড ॥
তবে, কপি ভূপতি, তাহার প্রতি,
সেই গিরি-চূড়া।
নিজ, বাহুর জোরে, মারিয়া শিরে,
করিলেন গুঁড়া ॥
তাহে, রুধির-ধার, বদনে তার,
বহে অনিবার।
সেই, পড়িল ভূমে, দেখিতে যমে,
গেল প্রাণ তার ॥
তবে, বজ্রদশন, পাইল মরণ,
দেখি তার সেনা।
তারা, ত্রাসিত হয়ে, যায় পলায়ে,
ফিরিয়া চাহে না ॥
তবে, সমর জিতি, বানর-পতি,
করি সিংহনাদ।
দিল, আপন সখা, নিকটে দেখা,
মনেতে আহ্লাদ ॥
শুনি, তাহার বাণী, শ্রীরঘুমণি,
করি প্রশংসন।
দিলা, বাহু পসারি, হৃদয় ভরি,
তারে আলিঙ্গন ॥

প্রহস্ত বধ।

এখানেতে ভগ্নদূত যাইয়া লঙ্কায়।
বজ্রদংষ্ট্র-মৃত্যু-কথা কহিল রাজায় ॥
বজ্রদংষ্ট্র পড়ে রণে রাবণ চিন্তিত।
বলিয়া প্রহস্ত মামা ডাকিল ত্বরিত ॥
রাবণ বলে, মামা, তুমি রাজ্যের ঠাকুর।
তিন কোটি বৃন্দ ঠাট তোমার প্রচুর ॥
তুমি আমি নিকুম্ভ কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিৎ।
এই কয়জন আছি সমরে পণ্ডিত ॥
বিশেষ অধিক তুমি জানি চিরদিন।
করিয়া অনেক যুদ্ধ হয়েছ প্রবীণ (২) ॥
প্রতাপে প্রচণ্ড তাহে জান বহু সন্ধি (৩)।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে আন হাতে গলে বান্ধি ॥
রাবণের কথা শুনে প্রহস্তের হাস।
রাম-লক্ষ্মণে রণে আজি করিব বিনাশ ॥

---

(১) কর্কটী—কাঁকুড়। (২) প্রবীণ—দক্ষ; পারদর্শী। (৩) সন্ধি—কৌশল।

আমি আছি, রণে কেন পাঠাও অন্যজনে।
এখনি ধরিয়া দিব শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥
আগে আমি তোমারে বলেছি যুক্তি সার।
সীতা নাহি দিব, যুদ্ধ করিব অপার ॥
অ-বানরা (১) অ-রামা (২) করিব ধরাতল।
দশানন বলে, মামা জানি তব বল ॥
অষ্ট অঙ্গে পর মামা রত্ন-অলঙ্কার।
যুদ্ধ জিনে এলে মামা সকলি তোমার ॥
　　রাবণের কথা কেহ লঙ্ঘিতে না পারে।
সসৈন্যে প্রহস্ত যায় যুদ্ধ করিবারে ॥
চারি বীর অগ্রে যায় হাতে ধরে ধনু।
যজ্ঞধূম মহানাদ কোপন মহাহনূ ॥
দেবগণ স্থির নহে যাহার বিবাদে।
হেন সব বীর ধায় সংগ্রামের সাধে ॥
সাজিয়া আইল সৈন্য প্রহস্তের পাশ।
সবারে প্রহস্ত বীর দিতেছে আশ্বাস ॥
রাম-লক্ষ্মণের আজি অবশ্য মরণ।
শকুনি গৃধিনী উড়ে ঢাকিল গগন ॥
প্রহস্তের সৈন্যে দশদিক্ অন্ধকার।
মার মার করিয়া চলিল পূর্ব্ব-দ্বার ॥
দুই সৈন্যে মিশামিশি দৃঢ় বাজে রণ।
নানা অস্ত্র গাছ পাথর করে বরিষণ ॥
　　প্রহস্তের সেনাপতি প্রধান চারি জন।
হাতে ধনু আইল যে করিবারে রণ ॥
যুঝিতে থাকুক্ কাজ দেখে' চারি বীর।
ভঙ্গ দিল বানর, সংগ্রামে নহে স্থির ॥
পূর্ব্বদ্বারে দৃঢ়তর হৈল গণ্ডগোল।
তিন দ্বারে থাকি শুনে কটকের রোল ॥
তিন দ্বারে চারি বীর আছিল প্রধান।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র যে অঙ্গদ হনূমান্ ॥

পূর্ব্বদ্বারে চারি বীর আইল শীঘ্রগতি।
নীলের সপক্ষ হৈল চারি সেনাপতি ॥
চারি বীরে আসি করে গাছ বরিষণ।
ভঙ্গ দিল রাক্ষস, সহিতে নারে রণ ॥
প্রহস্তেরে চরি বীর দেখে দূর হৈতে।
রণেতে প্রবেশ করে ধনুর্ব্বাণ হাতে ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র ও অঙ্গদ হনূমান্।
চারি বীরের ধনু কাড়ি নিল চারিখান ॥
হাঁটুর চাপন দিয়া চারি ধনু ভাঙ্গে।
মালসাট দিয়া গেল চারি বীর আগে ॥
কুপিয়া অঙ্গদ বীর ছাড়ে সিংহনাদ।
লাথির চোটে মারিল রাক্ষস মহানাদ ॥
　　মহাহনূ হনূমানে দোঁহে বাজে রণ।
মহাহনূ চেপে ধরে পবন-নন্দন ॥
করিয়া পাথালিকোলা ল'য়ে গেল দূর।
কপটে কহিছে হনূ বচন মধুর ॥
তোর নাম মহাহনূ আমি হনূমান্।
মিতালি করিব, নাম মিলিল সমান ॥
দুই মিতা ছোট বড় কে হয় কেমন।
বারেক করিয়া যুদ্ধ বুঝিব দু'জন ॥
শুনিয়া ত মহাহনূ বলয়ে তরাসে।
মিত্র সনে যুদ্ধ করা যুক্তি না আইসে ॥
হনূমান্ বলে, কর বাঁচিবার আশ।
তিলেক বিলম্ব নাই, করিব বিনাশ ॥
রাক্ষসের সঙ্গে মোর কিসের মিতালি (৩)।
বজ্রমুষ্টি মারিয়া ভাঙ্গিব মাথার খুলি ॥
এত বলি হনূমান্ ক'সে মারে চড়।
ভূমে পড়ি মহাহনূ করে ধড়-ফড় ॥
　　মহাহনূ পড়িল, কুপিল যজ্ঞধূম।
প্রবেশিল রণে যেন কালান্তক যম ॥

(১) অ-বানরা—বানর-হীন। (২) অ-রামা—রাম-শূন্য। (৩) মিতালি—বন্ধুত্ব।

কুপিল মহেন্দ্র বীর সুষেণ-নন্দন।
দীর্ঘ এক শালগাছ উপাড়ে তখন ॥
এড়িলেক শালগাছ দিয়া হুহুঙ্কার।
রথ সহ যজ্ঞধূম হৈল চুরমার ॥
যজ্ঞধূম পড়ে রণে রুষিল কোপন।
রুষিল দেবেন্দ্র বীর সুষেণ-নন্দন ॥
জুড়িল কোপন বীর তিন শত শর।
বিন্ধিয়া দেবেন্দ্র বীরে করিল জর্জ্জর ॥
কুপিয়া দেবেন্দ্র বীর করিল উঠানি।
পর্ব্বতের চূড়া ধরি করে টানাটানি ॥
দুই হাতে উপাড়িল গাছ ও পাথর।
গাছ পাথর লইয়া বীর ধাইল সত্বর ॥
ঝঞ্ঝনা পড়য়ে যেন গাছ পাথর হানে।
পড়িল রাক্ষস বীর দুর্জ্জয় কোপনে ॥
চারি সেনাপতি পড়ে প্রহস্ত তা দেখে।
সন্ধান পূরিয়া এল চারি বীর আগে ॥
প্রহস্তের রণে দেবগণ কম্পমান।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র ভাগে, ভাগে হনুমান্ ॥
পূর্ব্বদ্বারখান সেই নীলবীর রাখে।
ভাঙ্গিল কটক সব, নীল তাহা দেখে ॥
নীল বলে, প্রহস্ত তোর বাড়িয়াছে আশ।
অবশ্য তোমারে আজ করিব বিনাশ ॥
রুষিয়া প্রহস্ত বলে, ওরে বেটা নীল।
পাঠাইব যমালয়ে মেরে এক কীল ॥
এত যদি দুই বীরে হৈল গালাগালি।
দুই জনে যুদ্ধ বাজে, দোঁহে মহাবলি ॥
তিন শত বাণ বীর জুড়িল ধনুকে।
সন্ধান পূরিয়া মারে নীল বীরের বুকে ॥
বাণ খেয়ে নীল বীর করিল উঠানি।
পর্ব্বতের চূড়া ধরি করে টানাটানি ॥
দশ যোজন আনে বীর পর্ব্বতের চূড়া।
প্রহস্তের মাথায় মারিয়া কৈল গুঁড়া ॥
প্রহস্ত পড়িল রণে লাগে চমৎকার।
ভগ্নপাইক রাবণেরে জানায় সমাচার ॥

রাবণের প্রথম দিবস যুদ্ধে গমন।

প্রহস্ত পড়িল বার্ত্তা শুনি লঙ্কেশ্বর।
রাবণ বলে, কাল হৈল নর ও বানর ॥
রাবণ বলে, যে যে বীর ধনু ধর্ত্তে জানে।
ছোট বড় রাক্ষস চলুক মোর সনে ॥
সেনাপতি পড়িল রাজ্যের চূড়ামণি।
আর কারে পাঠাইব যাইব আপনি ॥
ছত্রিশ কোটি রাবণের প্রধান সেনাপতি।
সাজিয়া চলিল সবে রাবণ-সংহতি ॥
ভাই ভাইপো আদি কুমার-ভাগে নড়ে (১)
হাতী ঘোড়া ঠাট কটক নড়ে মুড়ে মুড়ে (২)
যুঝিবার তরে নড়ে রাজা সে রাবণ।
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত করে নানা আভরণ ॥
মেঘেতে চপলা যেন গলায় উত্তরী।
মৃগ-মদে লেপিলেক সুগন্ধি কস্তুরী ॥
দশ ভালে দশ মণি করে ঝলমল।
চন্দ্র সূর্য্য জিনি শোভে কর্ণের কুণ্ডল ॥
রাবণের রথখান সাজায় সারথি।
নানা রত্ন মণি মুক্তা নির্ম্মাইল তথি ॥
কনকে রচিত রথ মাণিক্যের চাকা।
রত্নের কলসে সাজে নেতের পতাকা ॥
বিচিত্র-নির্ম্মাণ রথ সাজায় সুন্দর।
রথের উপরে উঠে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥

---

(১) কুমার-ভাগে নড়ে—রাজপুত্র-সকল যুদ্ধযাত্রা করে। (২) মুড়ে মুড়ে—মাথায় মাথায়

খাণ্ডা টাঙ্গী শেল শূল মুষল মুদগর।
নানাজাতি অস্ত্র তুলে রথের উপর॥
গদা ল'য়ে যায় কেহ, কেহ বা কামান।
বিচিত্র-নির্ম্মাণ করে ল'য়ে ধনুর্ব্বাণ॥
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটক চলে যুড়ে যুড়ে।
বিংশতি যোজন পথ সৈন্য আছে জুড়ে॥
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী।
রাবণের বাদ্যভাণ্ড সাত অক্ষৌহিণী॥
এক লক্ষ দগড়, দুই লক্ষ করতাল।
দুই সহস্র ঘণ্টা বাজে, মৃদঙ্গ বিশাল॥
ভেউরী ঝাঁঝরী বাজে, তিন লক্ষ কাড়া।
চারি লক্ষ জয়ঢাক ছয় লক্ষ পড়া॥
বাজিল চৌরাশী লক্ষ শঙ্খ আর বীণে।
তিন লক্ষ তাসা বাজে দামামার সনে॥
টেমচা খেমচা বাজে দুই লক্ষ ঢোল।
তিন লক্ষ পাখোয়াজ বিস্তর মাদল॥
রণবাদ্য রামকাড়া বাজে জগঝম্প।
মৃদঙ্গ তোরঙ্গ বাজে ত্রিভুবন কম্প॥
বাজিল রাক্ষস-ঢাক পঞ্চাশ হাজার।
দুন্দুভি তুম্বুর শিঙ্গা সংখ্যা করা ভার॥
খঞ্জনী খমক বাজে সেতার তবোল।
প্রলয়ের কালে যেন উঠে গণ্ডগোল॥
তূরী ভেরী রণশিঙ্গা বার লক্ষ বাঁশী।
দগড়ে রগড় (১) দিতে দশ লক্ষ কাঁসী॥
টিকারা টঙ্কার আর চৌতাল মোচঙ্গ।
বাদ্য শুনে বানরের বেড়ে গেল রঙ্গ॥
তিন কোটি বৃন্দ ঠাটে সাজিল রাবণ।
শত কোটি রবি জিনি রথের কিরণ॥
রত্নময় কলসে (২) পতাকা সারি সারি।
সংগ্রামেতে সাজিল লঙ্কার অধিকারী॥

রাবণ করিল যদি রথে আরোহণ।
ভয় পেয়ে মন্দ বায়ু বহিছে পবন॥
রবি কৈল মণ্ডলেক ঢাকিয়া কিরণ।
সশঙ্কিত স্বর্গের সকল দেবগণ॥
ধনুক ধরিতে জানে যত নিশাচর।
রাবণের সঙ্গে চলে করিতে সমর॥
রাক্ষসের সিংহনাদ ধনুক টঙ্কার।
পশ্চিম দ্বারেতে যায় করি মার-মার॥
মণিময় মুকুট শোভিছে দশমাথে।
ত্রিভুবন বিজয়ী ধনুক-বাণ হাতে॥
সৈন্য দেখে দশানন দাণ্ডাইয়া রথে।
বিভীষণে জিজ্ঞাসা করেন রঘুনাথে॥
শত কোটি রবি শশী জিনিয়া কিরণ।
বল দেখি সংগ্রামে আইল কোন্ জন॥
বিভীষণ বলে, রণে আইল দশানন।
জ্যেষ্ঠ ভাই আমার বিজয়ী ত্রিভুবন॥
ব্রহ্মার নির্ম্মিত রথ বহু রূপ ধরে।
তুষ্ট হ'য়ে দেবগণ দেন ধনেশ্বরে॥
কুবেরে জিনিয়া রথ নিলেক রাবণ।
আসিয়াছে সেই রথে করি আরোহণ॥
কোটি সূর্য্য জিনিয়া সৌন্দর্য্য খরতর।
রথের কিরণ কত দেখ রঘুবর॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুন্দর।
রাম-রাবণের যুদ্ধ শুন অতঃপর॥

বিভীষণ কর্ত্তৃক রাবণ ও তদীয় সেনানীর নির্দ্দেশ।

কহিতেছে বিভীষণ, রথে দেখ নারায়ণ,
ছত্রদণ্ড ধরে দেবগণ।

---

(১) রগড়—কৌতুক; মজা। (২) কলস—মন্দির-চূড়ার কলসাকৃতি ভূষণ বিশেষ।

কপালেতে দশমণি, দীপ্ত যেন দিনমণি
ওই রাজা লঙ্কার রাবণ ॥
হেসে রঘুনাথ কন, চিনিলাম দশানন,
যোগ্য বটে লঙ্কা-অধিকারী।
কুবুদ্ধি এমন কেনে, দেবকন্যা কেন আনে,
পর-নারী কেন করে চুরি ॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর, নাম ধরে লঙ্কেশ্বর,
দেবমায়া না বুঝে রাবণ।
আমি রাবণের যম, না থাকিবে পরাক্রম,
মোর হাতে সবংশে মরণ ॥
কহে সুমিত্রা-নন্দন, এই কি রাজা রাবণ,
আর কেবা উহার সংহতি।
হাতে ধনু সুরচিত, ওই পুত্র ইন্দ্রজিত,
সঙ্গেতে উহার সেনাপতি ॥
কুম্ভ নিকুম্ভ দু'জন, কুম্ভকর্ণের নন্দন,
সঙ্গে সৈন্য আইল অপার।
সারদা-চরণ সেবি, বাল্মীকি যে মহাকবি,
রামায়ণ করিল প্রচার ॥

শ্রীরামচন্দ্রের সহিত রাবণের
প্রথম যুদ্ধ-যাত্রা।

বিভীষণ কহিছে লঙ্কার সমাচার।
রাম বলে, বিভীষণ, হও আগুসার ॥
জিজ্ঞাসা করিল যদি প্রভু রঘুনাথ।
কটক চিনায়ে দেয় তুলি ডানি হাত ॥
রাবণের ধনু ওই রতনে খচিত।
রাজার দক্ষিণে ঐ কুমার ইন্দ্রজিত ॥
মেঘসম অঙ্গ তাম্রবর্ণ দ্বিলোচন।
নাগপাশে বেঁধেছিল তোমা দুইজন ॥
নগেন্দ্র দেবেন্দ্র আদি রণে পরাভব।
কোটি ইন্দ্র জিনি দশাননের বৈভব ॥
বিভীষণ-কথা শুনি কহেন শ্রীরাম।
রাবণ ভুবনজয়ী বীর অনুপাম ॥
এমন ঐশ্বর্য্য কেন হারায় রাবণ।
আমার সংগ্রামে না বাঁচিবে কোন জন ॥
রাবণেরে দেখিয়া সুগ্রীব জ্বলে কোপে।
রুষিয়া সুগ্রীব রাজা যায় বীরদাপে ॥
কুপিয়া সুগ্রীব সে পর্ব্বতে দিল টান।
একটানে উপাড়ে পর্ব্বত একখান ॥
ঘুরায় পর্ব্বত গোটা অতিশয় রোষে।
গর্জ্জিয়া হানিল বীর রাবণ-উদ্দেশে ॥
কোপেতে রাবণ এড়ে দশ গোটা বাণ।
বাণে কাটি পর্ব্বত করিল খান খান ॥
ব্যর্থ গেল পর্ব্বত সুগ্রীব রাজা দেখে।
কোপেতে রাবণ বাণ জুড়িল ধনুকে ॥
তিন শত বাণ রাবণ জুড়িল ধনুকে।
গর্জ্জিয়া মারিল বাণ সুগ্রীবের বুকে ॥
বাণ খেয়ে সুগ্রীব সঘনে ঘুরে বুলে।
ভাগ্যেতে বাঁচিল প্রাণ পূর্ব্ব পুণ্যফলে ॥
সুগ্রীব হারিল যদি পলায় বানর।
কোপেতে ধনুক করে নিলা রঘুবর ॥
সন্ধান পূরিয়া যান করিবারে রণ।
হেনকালে জোড়হাতে বলেন লক্ষ্মণ ॥
লক্ষ্মণ বলেন, প্রভু তুমি থাক ব'সে।
আমি দশাননে মারি চক্ষুর নিমেষে ॥
রাম বলে, কত সন্ধি জানহ লক্ষ্মণ।
রাবণ-সম্মুখে যুদ্ধ সংশয় জীবন ॥
বাহুবলে ত্রিভুবন জিনিল রাক্ষস।
রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ না কর সাহস ॥

তথাপি লক্ষ্মণ যান পূরিতে সন্ধান।
হেনকালে লক্ষ্মণেরে বলে হনুমান্ ॥
হনুমান্ বলে, তুমি তিষ্ঠহ লক্ষ্মণ।
কৌতুক দেখহ, আমি মারিব রাবণ ॥
আমার সংগ্রামে যদি পায় হে নিস্তার।
তবে ত লক্ষ্মণ তব যুঝিবারে ভার ॥
লক্ষ্মণের পদধূলি হনূ লয় মাথে।
লাফ দিয়া পড়ে গিয়া রাবণের রথে ॥
সম্মুখে দাঁড়ায় বীর পরম-সন্ধানী (১)।
সারথির কেড়ে লয় হাতের পাঁচনী (২) ॥
দেব দানব জিন বেটা ব্রহ্মার কারণ।
বানর হইয়া তোর বধিব জীবন ॥
রাবণ বলে, তোরে পেলে অন্য নাহি কথা।
পড়িলি আমার হাতে যাবি আর কোথা ॥
হনূ বলে, তোরে কি মারিব এইক্ষণে।
পূর্ব্বে মারিয়াছি বেটা ভেবে দেখ মনে (৩) ॥
অক্ষকুমারেরে মেরে পোড়ালাম শোকে।
সে শোক রাবণ তোর বিন্ধিয়াছে বুকে ॥
আপনা পাসরে কোপে বীর হনুমান।
রাবণে চাপড় মারে বজ্রের সমান ॥
রাবণ চাপড় খেয়ে হৈল অচেতন।
ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ ব্রহ্মার কারণ (৪) ॥
সংবিৎ পাইয়া পুনঃ উঠিল সত্বর।
ডাক দিয়া হনুমানে করিছে উত্তর ॥
রাবণ বলে, বানরারে তুই বড় বীর।
তোর চাপড়েতে মোর কাঁপিল শরীর ॥
হনুমান্ বলে, মোর কিসের বাখান।
মোর চাপড়েতে তোর রহিল পরাণ ॥

তোরে মারিলাম বেটা উঠে তোর রথে।
হারি (৫) সিদ্ধ হ'লো তোর সবার সাক্ষাতে ॥
আপনা পাসরে কোপে লঙ্কেশ রাবণ।
হনূরে চাপড় মারে করিয়া গর্জ্জন ॥
হনুমানের বুকে মারে সে বজ্র চাপড়।
রথ হৈতে পড়ি হনূ করে ধড়ফড় ॥
ভূমে পড়ি হনুমান ঘুরে ঘুরে বুলে।
হনুমানে ছাড়ি বিন্ধে সেনাপতি নীলে ॥
সংবিৎ পাইয়া উঠে বীর হনুমান্।
ডাক দিয়া বলে, রাবণ, হও সাবধান ॥
রাক্ষস রাবণ তোর এই বীরপণা।
মোর সনে যুদ্ধ করে অন্যে দাও হানা (৬) ॥
হনুমান যত বলে রাবণ না শুনে।
নীল সেনাপতি বিন্ধে আপনার মনে ॥
বাছিয়া বাছিয়া মারে চোখ চোখ শর।
নীলেরে বিন্ধিয়া বীর করিল জর্জ্জর ॥
আপন রক্তেতে তিতে নীল সেনাপতি।
কেমনে জিনিব রণ করেন যুকতি ॥
দীর্ঘাকার নীলবীর যেমন দেউল।
মায়া করি নীলবীর হইল নেউল ॥
নেউল-প্রমাণ বীর হইল মায়াতে।
এক লাফে পড়ে গিয়া রাবণের রথে ॥
রাবণের রথে পড়ি নাহি করে ডর।
নীলের বিক্রম দেখি রাবণ ফাঁফর।
নীলেরে মারিতে ধনুকেতে বাণ জোড়ে।
লম্ফ দিয়া নীল গিয়া রথধ্বজ ধরে ॥
মাথা তুলি রাবণ রাজা উপরে নেহালে।
নীলবীর পড়ে তার ধনুকের হুলে ॥

(১) পরম সন্ধানী—সুকৌশলী; লক্ষ্যবিদ্। (২) পাঁচনী—চাবুক। (৩) অক্ষকুমার বধের ইঙ্গিত। (৪) ব্রহ্মার প্রদত্ত বর জন্য। (৫) হারি—পরাজয়। (৬) হনুমানের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে নীলকে অস্ত্রাঘাত করা যুদ্ধনীতি নহে—তাই হনুমান রাবণকে এইরূপ গঞ্জনা দিতেছে।

নীলবীরে ধরিবারে রাবণ চিন্তিল।
লাফ দিয়া নীল তার মস্তকে উঠিল ॥
নীলেরে ধরিতে হাত বাড়ায় রাবণ।
মাথা হৈতে মুকুটে উঠিল ততক্ষণ ॥
রাবণের মুকুট শোভিছে সারি সারি।
মুকুট উপরে বেড়ায় ফিরি ঘুরি ঘুরি ॥
মায়া করি বেড়ায় রাবণে দিয়া ফাঁকি।
ঘন পাকে ঘুরে যেন নাচনীয়া (১) পাখী ॥
কুড়ি চক্ষু চায় তবু না দেখে রাবণ।
দেখে পুনঃ পুনঃ নাহি পায় দরশন ॥
ক্ষণেক দেখিতে পায় চক্ষুর নিমেষে।
ধরি ধরি মনে করে, স্থানান্তরে আসে ॥
নানা মায়া জানে বীর মায়ার নিদান।
নেউল-প্রমাণে বীর ফিরে স্থানে স্থান ॥
কুপিল সে নীলবীর বুদ্ধির সাগর।
লাথি মারে রাবণের মুকুট উপর ॥
ভাগ্যবলে রাবণের রহে দশ মাথা।
বহুমতে রাবণের করিল অবস্থা (২) ॥
নীলের বিক্রম যেন সিংহের প্রতাপ।
রাবণের মস্তকেতে করিল প্রস্রাব ॥
রাবণের মুকুটেতে নীলবীর মুতে।
মুখ ব'য়ে পড়ে মূত্র সর্ব্ব অঙ্গ তিতে ॥
প্রস্রাবের ধারা বহে রাবণ-অঙ্গেতে।
আভরণ কুঙ্কুম ভাসিয়া গেল স্রোতে ॥
দেখিয়া ত দেবগণ দিল টিটকারী।
কুপিল রাবণ-রাজা লঙ্কা-অধিকারী ॥

ধনুকে জুড়িয়া বাণ আছে ত সন্ধানে।
দেখিতে না পায় বাণ মারিবে কেমনে ॥
একবার মায়া করি উঠে মুকুটেতে।
আরবার লাফ দিয়া পড়ে গিয়া রথে ॥
মুকুট হ'তে রথে যেতে লাগিলেক ছায়া।
সন্ধান পূরিয়া নীলের ভাঙ্গি দিল মায়া ॥
বাণ খেয়ে নীলবীর পড়ে ভূমিতলে।
ভাগ্যেতে বাঁচিল প্রাণ পূর্ব্ব পুণ্যফলে (৩) ॥

নীল-বীর হনূমান্ হইল বিমুখ।
লক্ষ্মণ আইল রণে পাতিয়া ধনুক ॥
লক্ষ্মণ বলেন, তোর বুঝি বীরপণ (৪)।
আমার সঙ্গেতে যুদ্ধ করহ রাবণ ॥
লক্ষ্মণের কথা শুনে রাবণ-রাজা হাসে।
পালা রে তপস্বী বেটা প্রাণ ল'য়ে দেশে ॥
এত যদি দুইজনে হৈল গালাগালি।
দুই জনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে বলাবলি ॥
দুই শত বাণ এড়ে রাজা দশানন।
বাণেতে কাটিয়া পাড়ে ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥
ব্যর্থ গেল বাণ সব, চিন্তিত রাবণ।
লক্ষ্মণ-উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
তিন শত বাণ মারে জুড়িয়া ধনুকে।
ফুটে তিন শত বাণ লক্ষ্মণের বুকে ॥
বুকে ফুটে বাণের বিন্ধি রহে ফলা।
লক্ষ্মণের অঙ্গে যেন রক্ত-পদ্ম মালা ॥
বাণে বাণে লক্ষ্মণের নাহি চলে দৃষ্টি।
খসে' পড়ে লক্ষ্মণের ধনুকের মুষ্টি ॥

---

(১) নাচনীয়া—নৃত্যকারী। (২) অবস্থা—দুর্দ্দশা। (৩) নীল—বিশ্বকর্ম্মার অংশে জন্ম। ব্রহ্মা নল ও নীলকে খেলিবার জন্য স্বর্ণ-ভাঁটা দিয়াছিলেন। প্রত্যহ খেলা করিবার সময় সেই ভাঁটা সাগরের জলে গড়াইয়া পড়িলে হারাইয়া যাইত। সুতরাং ব্রহ্মাকে প্রত্যহ সেই ভাঁটা দিতে হইত। এজন্য ব্রহ্মা বর দেন যে, নল ও নীলের স্পৃষ্ট তাবৎ বস্তু জলে ভাসিবে। নীল এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মার নিকটে দীর্ঘ জীবন বরও প্রাপ্ত হইয়াছিল।—সারাবলী। (৪) বীরপণ—বাহাদুরী।

সংবরিয়া লক্ষ্মণ সুস্থির কৈল বুক।
কাটিলেন রাবণের হাতের ধনুক ॥
কাটা গেল ধনুক, বানর-গণ হাসে।
আর ধনু লয় রাবণ চক্ষুর নিমিষে ॥
লক্ষ্মণ-উপরে করে বাণ বরিষণ।
রাবণের বাণে আচ্ছাদিল সে গগন ॥
কোপ করি লক্ষ্মণ ধনুকে দিল চড়া।
কাটিলেন রাবণের রথের অষ্ট ঘোড়া ॥
ঘোড়া কাটা গেল রথ হইল অচল।
সারথির মাথা কাটি পাড়ে ভূমিতল ॥
পড়িল সারথি অশ্ব, দেবগণ হাসে।
আর রথ জোগাইল চক্ষুর নিমিষে ॥
লাফ দিয়া দশানন সেই রথে চড়ে।
তিনশত বাণ তবে একেবারে জোড়ে ॥
দেখিয়া গন্ধর্ব্ব বাণ জুড়িল লক্ষ্মণ।
রাবণের যত বাণ কৈল নিবারণ ॥
লক্ষ্মণ রাবণ দোঁহে বাণ বরিষণ।
দু'জনার বাণে ঢাকে রবির কিরণ ॥
দুই জনে বাণ বর্ষে নাহি লেখাজোখা।
প্রাণপণে মারে বাণ যার যত শিক্ষা ॥
অমর্ত্ত সমর্থ বাণ বাণ ব্রহ্মজাল।
চারিদিকে পড়ে যেন অগ্নির উথাল ॥
অরুণ বরুণ বাণ বাণ খরশান।
অগ্নিবাণ যমবাণ যমের সমান ॥
সূচীমুখ শিলীমুখ বাণ বিরোচন।
সিংহদন্ত বজ্রদন্ত ঘোর-দরশন ॥
কালদন্ত ঐষীক ও দীর্ঘ কর্ণিকার।
ক্ষুরপার্শ্ব শিলাস্তক অতি তীক্ষ্ণধার ॥
নীল হরিতাল বাণ বিকট-দর্শন।
অর্দ্ধচন্দ্র চক্রবাণ যমের সমান ॥
এত বাণ দুই জনে করে অবতার (১)।
দশদিক্ জল স্থল হৈল অন্ধকার ॥
লক্ষ্মণ বরিষে বাণ তারা যেন ছুটে।
রাবণের হাতের ধনুক-খান কাটে ॥
খাইয়া পঞ্চাশ বাণ ভাবে মনে মনে।
ব্রহ্মা দিয়াছেন শেল তাহা পড়ে মনে ॥
মন্ত্র পড়ি রাবণ সে শেলপাট এড়ে।
যমের দোসর শেল বাণেতে উথড়ে (২) ॥
শেলপাট এড়িলেক দিয়া হুহুঙ্কার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার ॥
লক্ষ্মণ এড়েন বাণ শেল কাটিবারে।
ঠেকিয়া শেলের মুখে ভস্ম হ'য়ে পড়ে ॥
রাখা নাহি যায় শেল ব্রহ্মার যে বরে।
বায়ুবেগে যায় শেল লক্ষ্মণ-উপরে ॥
পড়িল লক্ষ্মণ বীর শেলের আঘাতে।
পুনরায় শেল যায় রাবণের হাতে ॥
লক্ষ্মণ পড়িল রণে হয়ে অচেতন।
কুড়ি হস্তে লক্ষ্মণেরে ধরিল রাবণ ॥
রথে তুলে লঙ্কার ভিতরে লৈতে চায়।
শত-মেরু (৩) ভার হৈল লক্ষ্মণের কায় ॥
কুড়ি হাতে টানিছে লঙ্কার অধিপতি।
নাড়িতে লক্ষ্মণ-বীরে নহিল শকতি ॥
হাত দিয়া কটিতে ভাবিছে দশানন।
জটিল (৪) তপস্বী বেটা ভারী কি এমন ॥
তুলিলাম হিমালয় পর্ব্বত মন্দর (৫)।
তা হতে অধিক এই মনুষ্যের ভর ॥

(১) অবতার—অবরোপণ ; ধনুকে যোজনা। (২) উথড়ে ছিটকাইয়া পড়ে। (৩) মেরু—সুমেরু পর্ব্বত ; ভূমণ্ডলের উত্তর কেন্দ্রস্থ পর্ব্বত। (৪) জটিল—জটাধারী। (৫) ৩৪১ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

কৈলাস পর্ব্বত তুলিলাম বাম হাতে।
কুড়ি হস্তে লক্ষ্মণেরে না পারি নাড়িতে॥
লক্ষ্মণে নাড়িতে নারে, হৈল অপমান।
দূর হৈতে দেখে তাহা বীর হনূমান্॥
রাবণের গালেতে মারিল এক চড়।
চড় খেয়ে দশানন উঠি দিল রড়॥
চড় খেয়ে দশানন লাগিল ঘুরিতে।
ঘুরিতে ঘুরিতে পড়ে রাবণ রথেতে॥
পলাইল রাবণ দেখিয়া হনূমানে।
করিয়া পাথালিকোলা তুলিল লক্ষ্মণে॥
বৈরী-স্পর্শে হয়েছিল পর্ব্বতের ভার।
সেবকের হাতে হৈল তুলার আকার॥
লক্ষ্মণে রাখিল ল'য়ে শ্রীরামের পাশে।
ধেয়ানে জীয়ান রাম চক্ষুর নিমিষে॥

——

শ্রীরামের সহিত প্রথম যুদ্ধে রাবণের রণভঙ্গ।

রাবণ বসিয়া আছে আপনার রথে।
সংগ্রামেতে যান রাম ধনুর্ব্বাণ হাতে॥
রাবণে মারিতে যান পুরিয়া সন্ধান।
হেনকালে জোড়হাতে বলে হনূমান্॥
রথে চড়ে' যুঝে রাবণ শ্রম নাহি জানে।
ভূমিতে থাকিয়া তুমি যুঝিবে কেমনে॥
মোর পৃষ্ঠে রঘুনাথ কর আরোহণ।
আমার পৃষ্ঠেতে চড়ে' মারহ রাবণ॥
হনূমানের পৃষ্ঠেতে চড়েন রঘুবর।
ঐরাবতে বার যেন দিলা পুরন্দর॥
রাবণে বলেন রাম উপজিয়া (১) ক্রোধ।
যত দুঃখ দিলি আজ লব তার শোধ॥
দশ মুখ সাজায়েছ নানা অলঙ্কারে।
দশ মুণ্ড কাটিয়া বধিব আজি তোরে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আর যত দেবে।
পড়েছ আমার হাতে কে আর রাখিবে॥
রামের বচনে রাবণ না করে উত্তর।
হনূমানে দেখিয়া কুপিল লঙ্কেশ্বর॥
অক্ষয়কুমারে মারে, পোড়ায় লঙ্কাপুরী।
বন্ধ আছে ঘরপোড়া এই বেলা মারি॥
বন্দী হইয়াছে বেটা পৃষ্ঠে লয়ে রাম।
আজি দিব প্রতিফল করিয়া সংগ্রাম॥
নিজ বুদ্ধে বাঁধা গেছে আপনা আপনি।
নড়িতে চড়িতে নারে এই বেলা হানি॥
বাছিয়া বাছিয়া এড়ে চোখ চোখ শর।
বাণে বিন্ধি হনূমানে করিল জর্জ্জর॥
যুঝিতে না পারে হনূ পৃষ্ঠেতে শ্রীরাম।
বাণ ফুটে হনূর ছুটিল কাল-ঘাম॥
লক্ষ লক্ষ বাণ মারে হনূর বুকেতে।
ক্রোধে হনূমান্ বীর লাগিল ফুলিতে॥
দশ যোজন দেহ কৈল আড়ে পরিসর।
দীর্ঘে ত্রিশ যোজন হইল কলেবর॥
লেজ কৈল দীর্ঘকার যোজন পঞ্চাশ।
হনূমানের লেজ গিয়া ঠেকিল আকাশ॥
হনূমানের লেজ দেখে' রাবণের ভয়।
বালি-রাজার মত পাছে লেজে বেন্ধে লয়॥
রঘুনাথ বাণ এড়ে জলন্ত আগুনি।
সব বাণ কাটে রাবণ পরম-সন্ধানী॥
শ্রীরাম ঐষিক বাণ জুড়েন ধনুকে।
সন্ধান পুরিয়া মারে রাবণের বুকে॥
বাণ খেয়ে দশানন হল অচেতন।
ক্ষণেকে সংবিৎ পায় লঙ্কেশ রাবণ॥

(১) উপজিয়া—জন্মাইয়া।

ডাক দিয়া রাম বলে, শুনরে রাবণ।
মোর বাণ খেয়ে তুই হলি অচেতন॥
আজি না মারিয়া তোর ছিন্ন করি কেশ।
লৌকিকতা করে যাহ যেমন সন্দেশ (১)॥
রঘুবংশে জন্ম মোর, রাম নাম ধরি।
এক দিনের রণে আমি বৈরী নাহি মারি॥
আজি তোরে মারিলে বিবাদ ঘুচে যাবে।
জ্ঞাতি বন্ধু আদি তোর অনেক বাঁচিবে॥
এক লক্ষ পুত্র তোর সওয়া লক্ষ নাতি।
একজন না রাখিব বংশে দিতে বাতি॥
শেষে তোরে বধিব করিয়া লণ্ডভণ্ড।
বিভীষণের উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড॥
সভাখণ্ড সকলে রামের কথা শুনে।
অর্দ্ধচন্দ্র-বাণ রাম করেন সন্ধানে॥
বাণে দশদিক আলো অগ্নি হেন ছুটে।
দশ মাথার মুকুট একই বাণে কাটে॥
কাটা গেল মুকুট, খসিল দশ পাগ।
ভঙ্গ দিল দশানন, নাহি পায় লাগ॥
সারথিরে আজ্ঞা দিল রাজা সে রাবণ।
লঙ্কাতে চালাও রথ ত্বরিতগমন॥
রাবণের আজ্ঞা পেয়ে সত্বর সারথি।
লঙ্কার ভিতরে রথ নিল শীঘ্রগতি॥
কাটা গেল মুকুট পলায় দশানন।
ধর ধর ডাক ছাড়ে যত কপিগণ॥
কৃত্তিবাস-কবিত্ব শুনিতে বড় রঙ্গ।
লঙ্কাকাণ্ডে গান রাবণের রণ-ভঙ্গ॥

কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ

ভঙ্গ দিয়া গেল রাবণ পেয়ে অপমান।
পাত্র-মিত্র ল'য়ে বৈসে করিয়া দেয়ান॥
ত্রিশ কোটি সেনাপতি চৌদিকে বেষ্টন।
সভামধ্যে সিংহাসনে বসিল রাবণ॥
রাবণ বলে, বুঝিলাম দেবতার ফন্দী।
এতদিনে গড়াইল যা বলিল নন্দী॥
কুবেরে জিনিয়া আসি কৈলাস-শিখরে।
নন্দী দাঁড়াইয়াছিল শিবের দুয়ারে॥
শিব-দুর্গা দরশনে বাসনা আমার।
বিস্তর কহিনু নন্দী না ছাড়িল দ্বার॥
বিকৃত বানর-মুখ নন্দী যে দুয়ারী।
মুখপানে চাহি, তারে দিনু টিটকারী॥
নন্দী কোপ করি মোরে দিল অভিশাপ।
সেই শাপে পাই আমি এত মনস্তাপ॥
নন্দী কহিলেক, আমি শিবের কিঙ্কর।
মোরে উপহাস কর দুষ্ট নিশাচর॥
বানর-মুখ দেখি তুই কৈলি উপহাস।
এই মুখে হবে তোর সবংশে বিনাশ॥
ফলিল নন্দীর শাপ এতদিন পরে।
পরাজয় করিলেক বনের বানরে॥
করেছি বিস্তর তপ হইতে অমর।
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিল বর॥
এই বর দিল ব্রহ্মা হইয়া সদয়।
যক্ষ রক্ষ দেবতা গন্ধর্ব্বে নাহি ভয়॥
সবারে জিনিব রণে মাগি লৈনু বর।
সবে মাত্র বাকী ছিল নর ও বানর॥
ভেবেছিনু ভক্ষ-মধ্যে এরা দুইজন।
কে জানে, বানর-নর দুর্জ্জয় এমন॥

(১) লৌকিকতা ল'য়ে যাহ যেমন সন্দেশ—লৌকিকতা রক্ষার জন্য সন্দেশ লইয়া যাওয়ার মত ছিন্ন কেশ ও অপমান লইয়া আজ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন কর।

পুনঃ ব্রহ্মা বর দিলা অনুকূল হ'য়ে।
কাটামুণ্ড জোড়া যাবে স্কন্ধেতে আসিয়ে ॥
দেব-দানব-গন্ধর্ব্বেতে তোর নাহি ডর।
সবংশে মারিবে তোরে নর ও বানর ॥
ব্রহ্মার বচন মোর কভু নহে আন।
এতদিনে পাইলাম বড় অপমান ॥
সর্ব্বাঙ্গ পুড়িছে মোর মনুষ্যের বাণে।
রাজা হয়ে হারিলাম জিনে কোন্ জনে ॥
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ জাগিবেক কবে।
বিচার করিয়া দেখ সভাখণ্ড সবে ॥
যায় অর্দ্ধ লঙ্কাপুরী কুম্ভকর্ণ-ভোগে।
ছয়মাস নিদ্রা যায় একদিন জাগে ॥
পাঁচ মাস গত, নিদ্রা একমাস আছে।
আজি লঙ্কা মজিলে সে কি করিবে পাছে ॥
কুম্ভকর্ণে জাগাইতে করহ যতন।
প্রাণসত্বে মোর যেন হয় সচেতন ॥
এত যদি আজ্ঞা দিল রাজা লঙ্কেশ্বর।
তিন লক্ষ রাক্ষস চলে কুম্ভকর্ণ-ঘর ॥
ভক্ষ্য দ্রব্য মদ্য মাংস অনেক প্রকার।
সুগন্ধি চন্দন পুষ্প আনে ভারে ভার ॥
পালে পালে মহিষ হরিণ আনে কত।
ছাগল গাড়র নাহি হয় পরিমিত ॥
সোনার নির্ম্মিত গৃহ অতি মনোহর।
বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত বিচিত্র বহুতর ॥
সারি সারি সোনার কলস সব সাজে।
নেতের পতাকা উড়ে, জয়ঘণ্টা বাজে ॥
ত্রিশ যোজন ঘরখান দীর্ঘ নিরূপণ।
আড়ে দশ যোজন দেখিতে সুগঠন ॥
চারি ক্রোশ জুড়ে দ্বার আড়েতে নির্ণয়।
দীর্ঘেতে যোজন অষ্ট, দৃষ্ট নাহি হয় ॥
চারিদিকে এইরূপ দ্বার শোভে চারি।
মধ্যে মধ্যে গবাক্ষ (১) শোভিছে সারি সারি ॥
রত্নখাটে কুম্ভকর্ণ ঘুমে অচেতন।
নাকের নিশ্বাস যেন প্রলয় পবন ॥
দুয়ারের নিকটেতে যে রাক্ষস আসে।
উড়াইয়া ফেলে তারে নাকের নিশ্বাসে ॥
টানিয়া নিশ্বাস যবে তুলে নিশাচর।
রাক্ষস কতেক ঢোকে নাকের ভিতর ॥
যে সব রাক্ষস জানে সন্ধি-উপদেশ (২)।
অনেক শক্তিতে ঘরে করিল প্রবেশ ॥
হস্ত পদ তার তাল বৃক্ষের সমান।
মুখের গহ্বর যেন পাতাল প্রমাণ ॥
অঙ্গ ভঙ্গে আলস্যে যখন তুলে হাই।
মুখের গহ্বর যেন বড় গড়খাই ॥
কিরূপেতে কুম্ভকর্ণের হবে নিদ্রাভঙ্গ।
কতশত নিশাচর করে কত রঙ্গ ॥
বাজাইল লক্ষ ঢাক চারিদিকে বেড়ে।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ কর্ণ নাহি নড়ে ॥
ঘড়া ঘড়া চন্দন ঢালিয়া দিল বুকে।
সুগন্ধ-শীতলে আরো নিদ্রা যায় সুখে ॥
বাজায় কর্ণের কাছে তিন লক্ষ শাঁক।
দ্বিগুণ বাড়িল আরো নাসিকার ডাক ॥
শাঁক-নাক-গর্জ্জনে গভীর মহাশব্দ।
শঙ্কায় লঙ্কার লোক হ'য়ে থাকে স্তব্ধ ॥
পালে পালে আনিল যে ছাগল গাড়র (৩)।
প্রবেশ করায় তার নাকের ভিতর ॥

(১) গবাক্ষ—গোরুর চোখের মত গোলাকার ছোট জানালা। (২) সন্ধি-উপদেশ—কৌশল ও চতুরতা।
(৩) গাড়র—ভেড়া।

তিলার্দ্ধও নাসারন্ধ্রে (১) রহিতে না পারে।
নিশ্বাসে পড়িল উড়ে দিগ-দিগন্তরে ॥
যতেক প্রবন্ধ (২) করে নিশাচর-গণে।
ব্রহ্মবরে নিদ্রা যায় কিছু নাহি জানে (৩) ॥
রাবণ গোচরে বার্ত্তা কহিল সত্বরে।
রাজাজ্ঞাতে রাক্ষসেরা চারিভিতে মারে ॥
রাজার ভাই বলি কেহ নাহি করে ডর।
বুকের উপরে মারে বৃক্ষ ও পাথর ॥
মুষল মুদ্গর কেহ অঙ্গে মারে তেজে।
সাঁড়াসিতে মাংস টানে, শেল শূল গোঁজে ॥
কেহ কামড়ায়, কেহ চুলে ধরি টানে।
নিদ্রাতুর (৪) কুম্ভকর্ণ কিছুই না জানে ॥
মার খেয়ে কুম্ভকর্ণ হইল বিবর্ণ।
সকল রাক্ষস বলে, মৈল কুম্ভকর্ণ ॥
মহোদর বলে, এক যুক্তি মনে গণি।
লঙ্কার যতেক আন রাক্ষস-রমণী ॥
নৃত্য গীতে মত্ত হোক কুম্ভকর্ণ-পাশে।
আপনি জাগিবে বীর কৌতুক রভসে (৫) ॥
এত বলি সব বীর ধাইল সত্বর।
বিদ্যাধরী তুল্যা নারী আনিল বিস্তর ॥
তাহারা বসিল কুম্ভকর্ণের আসনে।
সর্ব্বাঙ্গ করিল তার লেপন চন্দনে ॥
নৃত্য গীতে মগ্ন হৈল যত নারীগণ।
অতি মনোহর স্বরে হল সচেতন ॥

কুম্ভকর্ণ সুমধুর সঙ্গীত শুনিয়া।
পাশ ফিরি শোয় বীর অঙ্গ মোড় দিয়া ॥
নাকের নিশ্বাস যেন ঘন বহে ঝড়।
ভয় পেয়ে কন্যা সব উঠি দিল রড় ॥
মহোদর বলে, এক যুক্তি অনুমানি।
মদিরা মাংসের দেহ খুলিয়া ঢাকনি ॥
জাগাইতে না পারিবে এ সব প্রবন্ধে (৬)।
আপনি জাগিবে বীর মদ্য-মাংস-গন্ধে ॥
অনন্ত বাসুকি যেন তুলিলেক হাই।
চন্দ্র সূর্য্য দুই চক্ষু দেখিয়া ডরাই ॥
ঘূর্ণিত-লোচন বীর উঠি বৈসে খাটে।
নিদ্রাভঙ্গ হয়ে তবে কুম্ভকর্ণ উঠে ॥
শয্যায় বসিয়া বীর নিশাচর বলে।
কি লাগিয়া নিদ্রাভঙ্গ করিলি অকালে ॥
অকালে জাগালি মোরে, ছোট নহে কাজ।
কোন্ বেটা লজ্বিল রাবণ মহারাজ ॥
ধেয়ে গিয়া রাবণেরে বলে নিশাচর।
কুম্ভকর্ণ জাগিলেন, শুন লঙ্কেশ্বর ॥
ভাইকে দেখিতে হৈল রাবণের সাধ।
কুম্ভকর্ণে জানাইল রাবণ-সংবাদ।
শয্যা হৈতে উঠি বীর চক্ষে দিল পানি (৭)।
ভক্ষণের দ্রব্য দিল থরে থরে আনি ॥
মদ্য-পান করিলেক সাতাশ কলসী।
পর্ব্বত-প্রমাণ মাংস খায় রাশি রাশি ॥

---

(১) নাসারন্ধ্র—নাকের ছেঁদা। (২) প্রবন্ধ—উপায়; কৌশল। (৩) ব্রহ্ম-বরে নিদ্রা যায় কিছু নাহি জানে—যখন গোকর্ণ পুরে কুম্ভকর্ণ ঘোর তপ করিতেছিল, তখন ব্রহ্মা আসিয়া কুম্ভকর্ণকে বর দান করিতে স্বীকার করিলে দেবগণ ভীত হইয়া সরস্বতীকে কুম্ভকর্ণের জিহ্বায় অধিষ্ঠান করিতে আদেশ করিলেন। ব্রহ্মা বর দিতে উদ্যত হইলে কুম্ভকর্ণের জিহ্বা-অধিষ্ঠিতা সরস্বতীর প্রভাবে কুম্ভকর্ণের মুখ হইতে উচ্চারিত হইল—আমি যেন চিরকাল নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতে পারি। ব্রহ্মা বলিলেন, তথাস্তু। পরিশেষে রাবণ ব্রহ্মার নিকট অনুরোধ করিলে ছয় মাস নিদ্রার পর কুম্ভকর্ণ একদিন জাগ্রত হইবে ব্রহ্মা এই বরদান করেন। (৪) নিদ্রাতুর—ঘুমে কাতর। (৫) রভসে—আবেশে; রহস্যে; হর্ষে। (৬) প্রবন্ধে—উপায়ে। (৭) পানি—জল।

হরিণ মহিষ বরা সাপটিয়া ধরে।
বারো তের শত পশু খায় একেবারে ॥
কুম্ভকর্ণ বলে, বুঝিলাম অনুমানে ॥
অকালে জাগায় মোরে যাহার কারণে ॥
কোন্ লাজে ইন্দ্র বেটা দিতে এল হানা।
বারে বারে হেরে যায় না ভাবে ভাবনা ॥
ইন্দ্রের আছুক কাজ, যম যদি আইসে।
যম হ'য়ে (১) তাহারে গিলিব এক গ্রাসে ॥
বিরূপাক্ষ রাক্ষস সে ধর্ম্ম-অধিষ্ঠান।
জোড়হাতে কহে কুম্ভকর্ণ-বিদ্যমান ॥
দেবে কোপ না কর, নির্দ্দোষ পুরন্দর।
প্রমাদ পাড়িল এত নর ও বানর ॥
সূর্পণখা গিয়াছিল পঞ্চবটী-বনে।
অগ্রে তার নাক-কাণ কাটিল লক্ষ্মণে ॥
শ্রীরামের সীতা রাজা আনে সেই রোষে।
সাগর ডিঙ্গিয়া হনু লঙ্কাপুরে আসে ॥
লঙ্কা দগ্ধ করিল বানর হনূমান।
তুমি থাকিতে লঙ্কায় এতেক অপমান ॥
প্রমাদ করিছে নর-বানর আসিয়ে।
রাজা প্রজা রহিয়াছে তব মুখ চেয়ে ॥
কুম্ভকর্ণ বলে, আগে জিনে আসি রণ।
তবে ত ভেটিব গিয়া ভাই দশানন ॥
এত বলি কুম্ভকর্ণ চলে রণ-মুখে (২)।
মহোদর ভাই গিয়া কহিছে সম্মুখে ॥
রাজার নাহিক আজ্ঞা রণে দিতে হানা।
কেমনে যাইবে যুদ্ধে না ক'রে মন্ত্রণা ॥
যাত্রাকালে কুম্ভকর্ণ আরো খেতে চায়।
রাজভোগ্য দ্রব্য আনি রাক্ষসে জোগায় ॥
বহুদিন অনাহারে খায় বাড়াবাড়ি।
মদ খেয়ে উজাড়িল সাত শত হাঁড়ি ॥
নহে সে সামান্য হাঁড়ি, কি কব বাখান।
পঁচিশের বন্দ (৩) যেন ঘর একখান ॥
মহা-রক্ত (৪) কত খাইল, সংখ্যা নাহি হয়।
পালে পালে শূকর মনুষ্য কুড়ি ছয় ॥
যাত্রা করি চলিলেন কুম্ভকর্ণ বীর।
মেঘ হৈতে সূর্য্য যেন হইল বাহির ॥
পর্ব্বত-প্রমাণ উচ্চ লঙ্কার প্রাচীর।
প্রাচীর জিনিয়া কুম্ভকর্ণের শরীর ॥
চলে যায় পথে যেন সুমেরু সমান।
দেখিয়াই বানরের উড়িল পরাণ ॥
দরশনে ভঙ্গ দিল যত কপিগণ।
আশ্বাসিয়া রাখিল রাক্ষস বিভীষণ ॥
বিভীষণের আশ্বাসে রহিল কপিগণে।
রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করেন বিভীষণে ॥
এত দিন কোথা ছিল এই মহাবীর।
ত্রিভুবন জিনিয়া ত দুর্জ্জয় শরীর ॥
না বুঝে কটক আমি করিয়াছে পার।
ইহার সংগ্রামে কারো নাহিক নিস্তার ॥
বিভীষণ বলে, শুন রাম রঘুবর।
কুম্ভকর্ণ নামেতে মধ্যম সহোদর ॥
ব্রহ্মার বরেতে রাজা দশানন যুঝে।
কুম্ভকর্ণ বীর যুঝে আপনার তেজে ॥
গদা হাতে কুম্ভকর্ণ যদি করে রণ।
এক দণ্ডে জিনিতে পারয়ে ত্রিভুবন ॥
কুম্ভকর্ণ ভূমিষ্ঠ হইল যেই কালে।
সূতিকা-ঘরের নারীগণে ধরি গিলে ॥

---

(১) যম হয়ে—সর্ব্ব-সংহারক কালরূপ ধারণ করিয়া। (২) রণ-মুখে—যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে। (৩) পঁচিশের বন্দ—দৈর্ঘ্য প্রস্থের সমষ্টি পরিমাণে ২৫। যেমন আঠার হাত লম্বা ৭ হাত চওড়া ঘর। (৪) মহা-রক্ত—নিহত প্রাণীর তাজা রক্ত।

স্বর্গ-বিদ্যাধরী আদি বিস্তর রূপসী।
ধরে ধরে খাইল অনেক মুনি ঋষি ॥
কোপ করি পুরন্দর বজ্র-অস্ত্র হানে।
বজ্র-অস্ত্র গিলেছিল অমরের রণে ॥
ঐরাবতের দন্ত উপাড়ি এক টানে।
সেই দন্ত প্রহারিল সহস্র-লোচনে ॥
মূর্চ্ছা হ'য়ে পড়ে ইন্দ্র ধরণী উপর।
অমর বলিয়া তাই বাঁচে পুরন্দর ॥
কুম্ভকর্ণের কথা শুন রাজীবলোচন।
গোকর্ণ-পুরেতে তপ করি তিন জন ॥
ব্রহ্মা বর দিলা তবে ভাই তিন জনে।
প্রথমে দিলেন বর জ্যেষ্ঠ দশাননে ॥
ব্রহ্মা বলেন, ত্রিভুবন জিনিবে রাবণ।
নর-বানরের হাতে সবংশে নিধন ॥
তুষ্ট হ'য়ে আমারে বিধাতা দিলা বর।
সেই বরে আমি দেখ হ'য়েছি অমর ॥
বর দিতে গেল ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণের স্থান।
ইন্দ্র-আদি দেবতার উড়িল পরাণ ॥
বিনা বরে কুম্ভকর্ণে দেখে লাগে ডর।
সৃষ্টিনাশ করিবে ব্রহ্মার পাইলে বর ॥
যতেক দেবতাগণ দিয়া অনুমতি।
যুক্তি করি পাঠাইলা দেবী সরস্বতী ॥
দেবী গিয়া বসিলেন কণ্ঠের উপর।
ব্রহ্মা বলে, কুম্ভকর্ণ, চাহ কোন্ বর ॥
কুম্ভকর্ণ বলে, ব্রহ্মা, নাহি চাহি আন।
চিরকাল নিদ্রা যাই, করহ বিধান ॥
ব্রহ্মা বলে, দিনু বর চাহিলে যেমন।
দিবানিশি নিদ্রা যাও হয়ে অচেতন ॥
বর শুনি শোকাকুল হইল রাবণ।
কান্দিয়া ধরিল গিয়া ব্রহ্মার চরণ ॥
রাবণ বলিল, সৃষ্টি সৃজিলে আপনি।
আপনি বিনাশ কেন কর পদ্মযোনি (১) ॥
তোমার বচন কভু না হইবে আন।
নিদ্রা-জাগরণ প্রভু করহ বিধান ॥
ব্রহ্মা বলে, দিনু বর শুনহ রাবণ।
ছয় মাস নিদ্রা, এক দিন জাগরণ ॥
অদ্ভুত ধরিবে বল, অদ্ভুত আহার।
কাঁচা নিদ্রা ভঙ্গ হলে, সে দিন সংহার ॥
এত বলি চতুর্ম্মুখ করিল গমন।
কুম্ভকর্ণ হইল নিদ্রায় অচেতন ॥
স্কন্ধে করি নিবাসে আইনু দুই ভাই।
কুম্ভকর্ণের কথা এই শুনহ গোঁসাই ॥
কাঁচা নিদ্রা ভঙ্গ আজি হয়েছে উহার।
অবশ্য তোমার হাতে হইবে সংহার ॥
শুনি হরষিত হৈল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
কুম্ভকর্ণ গেল তবে ভেটিতে রাবণ ॥

রাবণের সহিত কুম্ভকর্ণের কথোপকথন।

কুম্ভকর্ণে দেখিয়া রাবণ কুতূহলী।
সিংহাসন হৈতে উঠি করে কোলাকুলি ॥
কুম্ভকর্ণ রাবণের বন্দিল চরণ।
বসিতে দিলেন রাজা রত্ন-সিংহাসন ॥
কুম্ভকর্ণ বলে, তব কারে এত ডর।
আজ্ঞা কর, কাহারে পাঠাব যম-ঘর ॥
আমি থাকিতে তোমার কারে নাহি ডর।
কতবার জিনিয়াছি যম পুরন্দর ॥
সাগর শুষিব আজি, খাইব আগুনি।
শূলে খান খান করি কাটিব মেদিনী ॥

---

(১) পদ্মযোনি—বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া ব্রহ্মার এই নাম।

চন্দ্র সূর্য্য চিবাইয়া ফেলাইব দাঁতে।
পৃথিবী উপাড়ি ফেলাইব খর-স্রোতে॥
সপ্তদ্বীপা পৃথিবী করিব খণ্ড খণ্ড।
ত্রিভুবনের উপরে ধরাব ছত্র-দণ্ড॥
এতেক বলিয়া বীর জিজ্ঞাসে তখন।
নর-বানরের সঙ্গে যুদ্ধ কি কারণ॥
রাবণ বলে, নিদ্রা যাও হ'য়ে অচেতন।
কিরূপেতে জানিবে এতেক বিবরণ॥
তিন সহোদর মোরা, ভগ্নী মাত্র একা।
জননীর আদরের কন্যা সূর্পণখা॥
বিধবা হইয়া ভগ্নী, কান্দিল বিস্তর।
মনে মনে বাসনা থাকিতে স্বতন্তর (১)॥
শিবের সাধনা হেতু রহে স্থানান্তরে।
স্থান দিয়া রাখিলাম সাগরের পারে॥
সঙ্গে দিলাম দুই ভাই খর ও দূষণ।
চৌদ্দ হাজার নিশাচর তাহার ভিড়ন॥
এইরূপে সূর্পণখা কিছুদিন থাকে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ ভাই কি কব তোমাকে॥
দশরথ রাজা ছিল অযোধ্যায় ধাম।
চারি পুত্র হয় তার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম॥
ভরতেরে দিল রাজ্য, না দিল তাহারে।
দুর্ভগার পুত্র বলি দিল দূর ক'রে॥
বনেতে আইল রাম হইয়া সন্ন্যাসী।
সঙ্গেতে লক্ষ্মণ ভাই ভার্য্যা সে রূপসী॥
কুঁড়ে বেঁধে ছিল বেটা পঞ্চবটী বনে।
সূর্পণখা গিয়াছিল পুষ্প-অন্বেষণে॥
সূর্পণখার নাক-কাণ কাটিল লক্ষ্মণ।
পরিতাপে যুদ্ধ করে খর ও দূষণ॥
রামচন্দ্র যুদ্ধ করি মারে সর্ব্বজনে।
ভগ্নী এসে কান্দিলেক ধরিয়া চরণে॥
সূর্পণখার পরিতাপ সহিতে না পারি।
আমি গিয়া হরিয়া এনেছি তার নারী॥
বুঝিতে না পারি বেটা ফেরে কত রঙ্গে।
মিতালি করিল গিয়া বানরের সঙ্গে॥
সুগ্রীব বালির ভাই কিষ্কিন্ধ্যায় থাকে।
কটক সঞ্চয় কৈল সেবা করি তাকে॥
আজ্ঞাকারী করিয়াছে যত কপিগণে।
বুড়া এক ভল্লুক মিলেছে তার সনে॥
সেই বেটা কুমন্ত্রণা দেয় নিরন্তর।
বৃক্ষ-পাথরেতে বান্ধে অলঙ্ঘ্য সাগর॥
সেই বাঁধ ব'য়ে কপি এসেছে এপার।
ঘিরেছে কনক-লঙ্কা চারিটা দুয়ার॥
বসেছে পশ্চিম-দ্বারে সে রাম-লক্ষ্মণ।
বড় বড় নিশাচরে করিল নিধন॥
বড়ই দুষ্কর নর-বানরের রণ।
বিপদে পড়িয়া তোমা করেছি চেতন॥
কুম্ভকর্ণ বলে, শুন ভাই দশানন।
শুনালে আশ্চর্য্য কথা, এ আর কেমন॥
রাম-লক্ষ্মণ যদি সে সামান্য হৈত নর।
জলের উপরে কেন ভাসিবে পাথর॥
বনের বানর বদ্ধ যে রামের গুণে।
সামান্য মনুষ্য তাঁরে না ভাবিহ মনে॥
কুম্ভকর্ণ বলে, হেন লয় মম মন।
মায়াতে মনুষ্য-রূপ দেব নারায়ণ॥
রাবণ বলে, রাম যদি দেব নারায়ণ।
সন্ন্যাসীর বেশে কেন করিবে ভ্রমণ॥
কুম্ভকর্ণ বলে, রাম হইবে তপস্বী।
রাবণ বলে, কেন না হয় তীর্থবাসী॥
কুম্ভকর্ণ বলে, রাম হবে রাজার বেটা।
রাবণ বলে, কেন সে মাথায় ধরে জটা॥

(১) স্বতন্তর—পৃথক্; আলাদা।

কুম্ভকর্ণ বলে, রাম ব্যাধ হইতে পারে।
রাবণ বলে, কেন তবে যজ্ঞসূত্র ধরে॥
কুম্ভকর্ণ বলে, রাম হবে ব্রহ্মচারী।
রাবণ বলে, তবে কেন সঙ্গে তার নারী॥
রাবণ বলিছে, রাম, কিসের ব্রহ্মচারী।
ভক্তিতে ডাকিলে যায় চণ্ডালের বাড়ী॥
দিন পাঁচ ছয় ছিল পঞ্চবটী-মূলে।
সেখানে পাকাল জটা আটা (১) মেখে চুলে॥
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের বরুণ পুরন্দর।
শঙ্কাতে আসিতে নারে লঙ্কার ভিতর॥
মনুষ্য হইয়া বেটা করে অহঙ্কার।
বানরের সহায়ে সাগর হৈল পার॥
বলিতে না পারি, এ কি দৈবের ঘটনা।
ত্রিভুবনের কপি লয়ে রামের মন্ত্রণা॥
আছিল সাগর সেই অগাধ গভীর।
আপনার তেজেতে আপনি নহে স্থির॥
রত্নাকর ভীত হৈল মনুষ্যের আগে।
জোড়হস্ত করিয়া বন্ধন নিল মেগে॥
এতদিনে অপযশ হৈল রত্নাকরে।
বৃক্ষ-পাথরেতে বান্ধে নর ও বানরে॥
বীর নাহি লঙ্কাতে, ভাণ্ডারে নাহি ধন।
এতেক প্রমাদ তব নিদ্রার কারণ॥
ছিল ভাই বিভীষণ ধর্ম্ম-অধিষ্ঠান (২)।
আমা সনে দ্বন্দ্ব করি গেল রামের স্থান॥
বুদ্ধিহীন বিভীষণ কার লাগি মরে।
মনুষ্যের হিত চিন্তে জ্ঞাতি হিংসা করে॥
অরুণ-বরুণ-যমে শঙ্কা নাহি করি॥
সীতা ফিরে দিলে যে হাসিবে সুরপুরী॥
অন্যে হাসে হাসুক হাসিবে পুরন্দর।
সেই বেটা বলিবেক হীন লঙ্কেশ্বর॥
বুঝিয়া করহ ভাই যে হয় বিধান।
তুমি বিনা লঙ্কার নাহিক পরিত্রাণ॥
ত্রিভুবন জিনিলাম তব বাহুবলে।
বানরের সঙ্গে রণে কি আছে কপালে॥
লঙ্কাপুরী রাখহ, আমার কর হিত।
ভাবহ উপায় মনে যে হয় বিহিত॥

কুম্ভকর্ণের যুদ্ধযাত্রা।

কুম্ভকর্ণ বলে, কিবা ক'রেছ মন্ত্রণা।
তোমার সভাতে নাহি মন্ত্রী এক জনা॥
সমুদ্রের পারে কেন নাহি দিলে থানা।
তবে আর সাগর বান্ধিত কোন্ জনা॥
ঘরেতে বসিয়া বড় দেখহ আপনা।
কোন্ ছার মন্ত্রী ল'য়ে তোমার মন্ত্রণা॥
আপনারে বড় দেখ ব'সে লঙ্কাপুরে।
বেড়িল এ স্বর্ণ-লঙ্কা বনের বানরে॥
বালি হৈতে সুগ্রীব যে নহে পরাক্রমে।
প্রবন্ধ করিয়া তবু জিনিল সংগ্রামে॥
পাইল অর্দ্ধেক রাজ্য, মহারাণী তারা।
তোমা হৈতে বুদ্ধিমান্ সুগ্রীব বানরা॥
এত যদি কুম্ভকর্ণ রাবণেরে বলে।
শুনিয়া রাবণ রাজা অগ্নি হেন জ্বলে॥
কুড়ি চক্ষু রক্তবর্ণ কহে লঙ্কেশ্বর।
সদা থাক নিদ্রাগত ঘরের ভিতর॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিনু ত্রিভুবন।
দৈবের নির্ব্বন্ধ যাহা, না হয় খণ্ডন॥
কনিষ্ঠ নহিস্, যেন জ্যেষ্ঠ সহোদর।
রাজনীতি শিক্ষা দিস্ সভার ভিতর॥

(১) আটা—গাঁদ; বৃক্ষাদির নির্য্যাস। (২) ধর্ম্ম-অধিষ্ঠান—পরম ধার্ম্মিক।

কহিলি যে ভাল মন্দ অনেক কাহিনী।
পশ্চাতে বুঝিব সব বৈরী আগে জিনি॥
কুম্ভকর্ণ বলে, ভাই, না বল বিস্তর।
বিপৎ সময়ে নীতি কহে সহোদর॥
আমি হেন ভাই তব, কারে করে শঙ্কা।
বৈরী মারি রাখিব কনক-পুরী লঙ্কা॥
শ্রীরামের মাথা কাটি আনিব এখনি।
সীতা লয়ে সুখভোগ করহ আপনি॥
আগে লঙ্কা অ-রামা ও অ-বানরা করি।
সুগ্রীবেরে মারিয়া পাঠাব যম-পুরী॥
বধিব কুমুদ আদি যত কপিগণ।
মারিব তোমার বৈরী ভাই বিভীষণ॥
হনূমানে মারি আজি লঙ্কাপুরী-বৈরী।
মারিব তাহার পরে বানর কেশরী॥

—

কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ

চলিল সে কুম্ভকর্ণ যুঝিবার সাধে।
ভাই মহোদর গিয়া সম্মুখে বিরোধে॥
মহোদর বলে, ভাই, করি নিবেদন।
বহুদিন নিদ্রাগত ছিলে অচেতন॥
দেখিতে করয়ে সাধ পুরবাসী নারী।
একবার দেখা দিতে চল অন্তঃপুরী॥
কুম্ভকর্ণ বলে, কি কহিস্ মহোদর।
সম্মুখে বিপক্ষ ব'সে যমের দোসর॥
চারি দ্বারে মেরে আগে জিনে আসি রণ।
তবে অন্তঃপুরে হবে আমার গমন॥
মহোদর-কুম্ভকর্ণ কথা দুই জনে।
সিংহাসন ছাড়ি তবে উঠিল রাবণে॥

সংগ্রামের সাজ রাজা সাজায় আপনি।
মতির পাগড়ি পরে থরে থরে মণি॥
কুম্ভকর্ণ সাজিছে, রাক্ষস পুলকিত।
চারিদিকে নিশাচর সাজয়ে ত্বরিত॥
কুমারের চাক যেন মাণিক-অঙ্গুরী।
কুম্ভকর্ণের অঙ্গুলে পরায় যত্ন করি॥
কতমত যতনে পরায় তোড়-তাড় (১)।
মাথার মুকুট যেন মৈনাক পাহাড়॥
স্থানে স্থানে মরকত শোভা কত তার।
গলায় তুলিয়া দিল মণিময় হার॥
রত্নেতে নির্ম্মিত দিল শ্রবণে কুণ্ডল।
রবি শশী জিনি জ্যোতিঃ করে ঝলমল॥
মুকুটের চূড়া গিয়া আকাশেতে জোড়ে।
রাজারে প্রণাম করি যুঝিবারে নড়ে॥
যুঝিবারে কুম্ভকর্ণ চলে একেশ্বর।
গগনে মস্তক যেন নব জলধর॥
আকাশের চন্দ্র খসে, বায়ু মন্দগতি।
মেঘে রক্ত বরিষয়ে, কাঁপে বসুমতী॥
আকাশে অমর কাঁপে, সাগর উথলে।
গড়ের বাহির হয়ে যুঝিবারে চলে॥
কুম্ভকর্ণ হৈল যদি গড়ের বাহির।
বানর দেখিয়া করে গর্জ্জন গভীর॥
বড় বড় বানরের বড় বড় লম্ফ।
কুম্ভকর্ণে দেখিয়া সবার হৈল কম্প॥
ভয়ে শুকাইল মুখ, কাঁপিল অন্তর।
গাছ পাথর ফেলাইয়া পলায় বানর॥
চুল নাহি বান্ধে কেহ, না পরে কাপড়।
বড় বড় বানর উঠিয়া দিল রড়॥
বানরের ভঙ্গ-রবে কর্ণে লাগি তালি।
শতকোটি বানরে পলায় শতবলী॥

(১) তোড়-তাড়—কটি-ভূষণ ও কর-ভূষণ।

হিঙ্গুলিয়া বানর হিঙ্গুল জিনি অঙ্গ।
আশী কোটি বানরে পলায় শরভঙ্গ॥
মলয়-পর্ব্বতের বানর বর্ণ যেন গিরি।
ছত্রিশ কোটি বানরেতে পলায় কেশরী॥
গয় গবাক্ষ পলাইল ভাই দুইজন।
বানর পঞ্চাশ কোটি দোঁহার ভিড়ন॥
ভল্লুক কটকে পলায় মন্ত্রী জাম্ববান্।
আশী কোটি বানরে পলায় হনূমান্॥
পলায় সুষেণ বেজ রাজার শ্বশুর।
তিন কোটি বৃন্দ ঠাট যাহার প্রচুর॥
পলায় বানর-ঠাট, কেহ নাহি তিষ্ঠে।
কোপ করি অঙ্গদ চাহিছে এক দৃষ্টে॥
অঙ্গদ বলে, কপিগণ ভঙ্গ কি কারণ।
এক চড়ে রাক্ষসার (১) বধিব জীবন॥
জীবন মরণ নাহি আপনার বশে।
যুদ্ধ করি মরিলে ভুবন ভরে যশে॥
যত যুদ্ধ করিলে সে সব নাহি গণি।
আজি রণ জিনিলে পৌরুষ বলে মানি॥
দেবতার পুত্র তোরা দেব-অবতার।
রাক্ষসের রণে কেন হাসাবি সংসার॥
এত শুনি থরে থরে ফিরে কপিগণ।
কটক ফিরায়ে আনে বালির-নন্দন॥
লাফ দিয়া কপি সবে উঠিল আকাশে।
আকাশে উঠিয়া গাছ পাথর বরিষে॥
কুপিল সে কুম্ভকর্ণ, হাতে ধরে শূল।
বানর-কটক বিন্ধি করিল নির্ম্মূল॥
বড় বড় বীরগণ শূলে বিন্ধি পাড়ে।
তৃণগণ যেমন অনলে পড়ি পুড়ে॥
পর্ব্বত তুলিয়া মারে বানর কটকে।
কুম্ভকর্ণের অঙ্গে যেন তৃণ হেন ঠেকে॥
কুপিল সে কুম্ভকর্ণ অতি ভয়ঙ্কর।
দুই হাতে ধ'রে ধ'রে গিলিছে বানর॥
ভঙ্গ দিয়া বানর পলায় সব ডরে।
কুম্ভকর্ণ রণ কেহ সহিতে না পারে॥
কুপিল সে নীল বীর কটকে প্রধান।
শালগাছ আনিলেক দিয়া এক টান॥
শালগাছ আনে যেন পর্ব্বতের চূড়া।
কুম্ভকর্ণের গায়ে ঠেকে হয়ে গেল গুঁড়া॥
রণ করে কুম্ভকর্ণ কে সহিতে পারে।
একেশ্বর নীল রহে সংগ্রাম ভিতরে॥
সাহসে করিয়া ভর নীল সেনাপতি।
আর চারি বীর তার মিলিল সংহতি॥
শরভঙ্গ কুমুদ নল সে গন্ধমাদন।
নীলের সংহতি মিলে হৈল পঞ্চ জন॥
পাঁচ বীর গাছ আর পর্ব্বত উপাড়ি।
কুম্ভকর্ণের বুকে মারে দুহাতিয়া বাড়ি॥
বানরের গাছ পাথর কিছুই না গণে।
হাতে শূল কুম্ভকর্ণ চাহে পঞ্চ জনে॥
রহ রহ শব্দ বীর বানরেরে বলে।
দুই হাতে সাপটিয়া ধরি কোলে ফেলে॥
কোলের চাপনে কপি হৈল অচেতন।
মুখে রক্ত উঠে, শ্বাস বহে ঘনে ঘন॥
চাপড়ের ঘায়ে মূর্চ্ছা নীল সেনাপতি।
লাথির ঘায়ে পড়িল গবাক্ষ যোদ্ধৃপতি॥
শরভঙ্গ গন্ধমাদন পড়ে দুই জন।
পঞ্চজনা ভূমে পড়ে হয় অচেতন॥
প্রথম সমরে যদি পঞ্চজনা পড়ে।
অনেক বানর আসি কুম্ভকর্ণে বেড়ে॥
মার মার শব্দে কপি ধায় উভরড়ে।
কেহ স্কন্ধে চড়ে কেহ অঙ্গ চাপি পড়ে॥

(১) রাক্ষসার—তুচ্ছার্থে।

কেহ পৃষ্ঠে উঠে, কেহ কিল মারে ঘাড়ে।
কার সাধ্য কুম্ভকর্ণে রণমধ্যে পাড়ে॥
বানর ধরিয়া বীর চিবাইছে দাঁতে।
মুখ সংবরিতে নারে, রক্ত পড়ে স্রোতে॥
সহস্র সহস্র কপি সাপটিয়া ধরে।
পাতাল সমান মুখ, তাহে লয়ে পোরে॥
নাক-কাণের পথ যেন ঘরের দুয়ার।
তাহা দিয়া কপি সব বেরয় আবার॥
লাফ দিয়া কুম্ভকর্ণ ধরে অঙ্গদেরে।
মূর্চ্ছিত করিল তারে গদার প্রহারে॥
হাতে গদা কুম্ভকর্ণ অতি ভয়ঙ্কর।
গদার বাড়িতে মারে অনেক বানর॥
শতবলী ভূমে প'ড়ে যায় গড়াগড়ি।
হনূমানের বুকেতে মারিল গদা-বাড়ি॥
গদা খেয়ে হনূমান্ উঠিল আকাশে।
আকাশে থাকিয়া গাছ-পাথর বরিষে॥
ঘন বরিষণে শব্দ হইল মহান্।
কুম্ভকর্ণের গদা ভাঙ্গি কৈল খান খান॥
গদা গেল, কুম্ভকর্ণ লাগিল ভাবিতে।
লাফ দিয়া হনূমানে ধরিল ত্বরিতে॥
হনূমানের বুকে মারে বজ্রের চাপড়।
চাপড়ের ঘায়ে হনূ করে ধড়ফড়॥
ভূমিতে পড়িল যদি পবন-নন্দন।
রণ ছাড়ি পলায় যতেক কপিগণ॥
বড় বড় বীর পলায় ভঙ্গ দিয়া রণে।
কুম্ভকর্ণে দেখি কেহ স্থির নহে মনে॥
শ্রীরামের সৈন্যদলে লাগিল ত্রাস।
কুম্ভকর্ণ-রণ-কথা গাহে কৃত্তিবাস॥

সুগ্রীব-কর্ত্তৃক কুম্ভকর্ণের নাসা-কর্ণচ্ছেদন।

কুম্ভকর্ণ কপিগণে ধরি সবে গিলে।
দেখিয়া সুগ্রীব গেল সংগ্রামের স্থলে॥
শালবৃক্ষ উপাড়িল পবনের বেগে।
গাছ-হাতে দাণ্ডাইয়া কুম্ভকর্ণ আগে॥
বড় বড় বানর মারিলি বাছের বাছ।
মোর ঘা সহ রে বেটা, মারি শালগাছ॥
কুম্ভকর্ণ বলে, আমি বিধাতার নাতি।
এড় দেখি শালবৃক্ষ, বুঝি রে শকতি॥
এড়িলেক শালবৃক্ষ পর্ব্বত-প্রমাণ।
কুম্ভকর্ণের গায়ে ঠেকে হৈল খান খান॥
ছি ছি বলি কুম্ভকর্ণ দিল টিটকারী।
এই মুখে খাও বেটা কিষ্কিন্ধ্যানগরী॥
ভাল ছিল বালি-রাজা, বীর মধ্যে গণি।
কোন্ মুখে রাখিবে তাহার রাজধানী॥
দুই লক্ষ রাক্ষসে যে জাঠা গাছ বয়।
হেন জাঠা কুম্ভকর্ণ হাতে তুলে লয়॥
আশী কোটি মণ লোহে জাঠার গঠন।
দশ হাজার হাত জাঠা দৈর্ঘ্যে নিরূপণ॥
কুম্ভকর্ণ এড়ে জাঠা দিয়া হুহুঙ্কার।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালে লাগিল চমৎকার॥
দেখিয়া সুগ্রীব বীর না ভাবে মনেতে।
সিংহনাদ করি জাঠা ধরে বাম হাতে॥
ভাঙ্গিলেক জাঠা যেন পড়িল ঝঞ্জনা।
ত্রিভুবনে যত লোক পাসরে আপনা॥
কুম্ভকর্ণ কোপেতে পর্ব্বতে দিল টান।
এক টানে আনিল পর্ব্বত একখান॥
এড়িল পর্ব্বত গোটা বিপরীত কোপে।
পড়িল সুগ্রীব রাজা পর্ব্বতের চাপে॥

ঘিরেছিল মেঘ যেন উড়াইল ঝড়ে ।
সুগ্রীবে লইয়া বীর প্রবেশিল গড়ে ॥
লঙ্কার ভিতর শীঘ্র যায় মহাবলী ।
সুগ্রীবকে লয়ে দশাননে দিতে ডালি ॥
প্রথম বৃহন্দে (১) যায় করে ঠেলাঠেলি ।
দ্বিতীয় বৃহন্দে যায় পড়ে হুলাহুলি ॥
তৃতীয় বৃহন্দে যায় পরম হরিষে ।
সুগ্রীব রাজারে দেখে' নারীগণ হাসে ॥
কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবেরে লয়ে যায় বেন্ধে ।
যতেক বানরগণ মাথে হাত কান্দে ॥
হনুমান্ মহাবীর কটকের সার ।
মনে মনে ভাবিছে রাজার প্রতিকার ॥
কুম্ভকর্ণে সংহারিব আজিকার রণে ।
রাজা উদ্ধারিলে তবে প্রীতি পাই মনে ॥
এতেক বলিয়া বীর যুঝিবারে যান ।
বাহড় বাহড় (২) বলি ডাকে জাম্ববান ॥
যত দিন জীবে রাজা, কোপ রবে মনে ।
ভাল যাবে মন্দ রবে, কি কাজ এ রণে ॥
সেবক হইতে রাজা পাবে অব্যাহতি ।
চিরকাল সুগ্রীবের ঘুষিবে অখ্যাতি ॥
রাজবুদ্ধি ধরে রাজা বলে বিপরীত ।
কুম্ভকর্ণের হস্ত হৈতে আসিবে নিশ্চিত ॥
জাম্ববানের বাক্যে বীর নাহি দিল হানা ।
উলটিয়া রাখে গিয়া আপনার থানা ॥
কুম্ভকর্ণের কোলে রাজা পাইল সংবিত ।
চারিদিকে দেখিছে লঙ্কার নৃত্য গীত ॥
চারিদিকে নিশাচর, না দেখে বানর ।
বিচিত্র-নির্ম্মাণ দেখে সুবর্ণের ঘর ॥
মহাবল সুগ্রীব বুদ্ধিতে বৃহস্পতি ।
মনে মনে চিন্তেন আপন অব্যাহতি ॥
কর্ণ টানে দুহাতে কামড়ে ছিঁড়ে নাক ।
ভয়ে কুম্ভকর্ণ ডাকে পরিত্রাহি ডাক ॥
দুই পার্শ্ব চিরে তোলে দুপায়ের ভরে ।
পঞ্চ অঙ্গে কুম্ভকর্ণের রক্ত পড়ে ধারে ॥
মর্ম্মব্যথা পেয়ে বীর ছাড়ে সুগ্রীবেরে ।
আছাড়িয়া ফেলে দিল ধরণী-উপরে ॥
দশনে নাশিকা নিল, কর্ণ দুই করে ।
লাফ দিয়া বীর গিয়া উঠিল প্রাচীরে ॥
পুনঃ লাফ দিলেক বিক্রমে করি ভর ।
প্রবেশ করিল গিয়া কটক ভিতর ॥
কটকেতে পশিয়া সুগ্রীব মহাবলী ।
কুম্ভকর্ণের নাক-কাণ রামে দিল ডালি ॥
সেই নাক-কাণের কি কহিব বাখান ।
পঁচিশের বন্দ যেন ঘর একখান ॥
সুগ্রীব-বিক্রম-কথা শুনিয়া আশ্বাস ।
গাহিলেন লঙ্কাকাণ্ডে কবি কৃত্তিবাস ॥

কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ ও মৃত্যু ।

নাক-কাণ নাহি, কুম্ভকর্ণ পায় লাজ ।
মনে মনে ভাবে আর জীবনে কি কাজ ॥
এত বল বিক্রম সকল হৈল মিছা ।
সুগ্রীব বানরা বেটা করে গেল বোঁচা ॥
নেউটিয়া রণে বীর আইল নিমিষে ।
বোঁচা নাক দেখিয়া বানরগণ হাসে ॥
তাহা দেখি কুম্ভকর্ণ মহাকোপে জ্বলে ।
বড় বড় কপিগণে ধরে ধরে গিলে ॥
নাসিকা কর্ণের পথ বিষম বিস্তার ।
তাহা দিয়া কপিগণ বেরয় আবার ॥
একে কুম্ভকর্ণ বীর অতি ভয়ঙ্কর ।
কর্ণ নাসা গেছে আরো হ'য়েছে দুষ্কর ॥

(১) বৃহন্দ—রাজমহল । (২) বাহড় বাহড়—ফিরিয়া এস, ফিরিয়া এস ।

কোপদৃষ্টে কুম্ভকর্ণ যে দিকেতে চায়।
বড় বড় বীর সব ছুটিয়া পলায় ॥
বোঁচা এলো ব'লে ছুটে সকল বানর।
দাণ্ডাইল সবে গিয়া লক্ষ্মণ-গোচর ॥
হাতে ধনু লক্ষ্মণ হইল আগুসার।
ইহা দেখি কুম্ভকর্ণ হাসে একবার ॥
কুম্ভকর্ণ বলে, বেটা, তোরে চাহে কে।
তোর ভাই রামা বেটা তারে ডেকে দে ॥
হাসিয়া বলেন রাম কমললোচন।
এত দিনে যম বুঝি করেছে স্মরণ ॥
এই আমি আইলাম তোর বিদ্যমান।
যত শক্তি আছে বেটা, তত শক্তি হান ॥
তোরে মেরে কাটি রাবণের দশ-মুণ্ড।
বিভীষণের উপরে ধরাব ছত্র-দণ্ড ॥
শ্রীরামের কথা শুনে কুম্ভকর্ণ হাসে।
মনে কি করেছ বেটা ফিরে যাবে দেশে ॥
এত বলি কুম্ভকর্ণ হয়ে ক্রোধমতি।
রামেরে গিলিতে যায় অতি শীঘ্রগতি ॥
কুম্ভকর্ণ-ভরে লঙ্কা করে টলমল।
স্বর্গ মর্ত্ত কাঁপিল, কাঁপিল রসাতল ॥
আকাশে দেউটি যেন দুই চক্ষু জ্বলে।
মালসাট দিয়ে বীর রঘুনাথে বলে ॥
খর দূষণ নহি আমি ত্রিশিরা কবন্ধ।
মারীচ রাক্ষস নহি মায়ার প্রবন্ধ ॥
বালি রাজা নহি আমি কোমল-শরীর।
বজ্রসম অঙ্গ আমি কুম্ভকর্ণ বীর ॥
সেই সব বীর বধ কৈলে যেই বাণে।
সেই সব বাণ এখন তুলে রাখ তূণে ॥
তোমার বাণের মধ্যে তীক্ষ্ণ যে সকল।
সেই সব বাণ মারো, বুঝা যাক্ বল ॥
রাম বলে, কুম্ভকর্ণ ত্যাজ অহঙ্কার।
মোর বাণ সহে এত শক্তি আছে কার ॥
তীক্ষ্ণ বাণ প্রহারিলে হইবে প্রলয়।
ক্ষুদ্র এক বাণে তোরে দিব যমালয় ॥
রঘুনাথের কথা শুনি কুম্ভকর্ণ হাসে।
মনেতে বাসনা বুঝি যাবে যম-পাশে ॥
হের দেখ দেহ মোর পর্ব্বত-প্রমাণ।
দেবতা গন্ধর্ব্ব কেহ নাহি ধরে টান ॥
কত অস্ত্র জান বেটা, কত জান শিক্ষা।
ইন্দ্র যম জানে আমা, আর জানে যক্ষা ॥
যে বাণে মারিলা বালি দুর্জ্জয় বানর।
সেই বাণ মারিলেন কুম্ভকর্ণোপর ॥
রামের ঐষিক বাণ তারা যেন ছুটে।
কণ্টক সমান যেন কুম্ভকর্ণে ফুটে ॥
ছি ছি বলি কুম্ভকর্ণ দিল টিটকারী।
বল বুঝি, মোর ভাই আনে তোর নারী ॥
লোহার মুষল বীর ঘন-ঘন মাড়ে।
শ্রীরামের যত বাণ তায় ঠেকে পড়ে ॥
মুষল ফিরায়ে বীর মারিবারে আসে।
ব্রহ্ম-অস্ত্র রঘুনাথ জুড়িলেন ত্রাসে ॥
বিনা অস্ত্রে যুঝে যেন মদমত্ত হাতী।
কারে চড় কীল মারে, কারে মারে লাথি ॥
ভূমে পড়ে নল বীর হইয়া কাতর।
মুষলের ঘায়ে মারে অনেক বানর ॥
মুষল করিয়া হাতে ছুটে উভরায় (১)।
পলায় বানরগণ পিছে নাহি চায় ॥
ডাক দিয়া কহিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
এক উপদেশ শুন যত কপিগণ ॥
পাগল হয়েছে বেটা রক্তের দুর্গন্ধে।
জন কত বানর উঠহ ওর স্কন্ধে ॥

(১) উভরায়—ঊর্দ্ধশ্বাসে।

ভর না সহিবে বেটা পড়িবে চাপনে।
ভূমিতে পাড়িয়া মার পাপিষ্ঠ দুর্জ্জনে ॥
লক্ষ্মণের বাক্যে সাহসে করি ভর।
স্কন্ধে উঠে বড় বড় অনেক বানর ॥
কুম্ভকর্ণ-স্কন্ধে চড়ি বীরগণ নাচে।
বাদুড় ঝুলিছে যেন তেঁতুলের গাছে ॥
শরভ গবাক্ষ গয় সে গন্ধমাদন।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আদি উঠে দুইজন ॥
সপ্ত জন চড়িলেক কুম্ভকর্ণ-স্কন্ধে।
কেশে ধরি টানে, কেহ ঘাড়ে নখ বিন্ধে ॥
সাত বীর লাফ দিয়া ঘাড়ে গিয়া চড়ে।
দুই হাতে কুম্ভকর্ণ বানরে আছাড়ে ॥
আছাড়ে গবাক্ষ বীর হারায় সংবিত।
ভূমেতে পড়িয়া মুখে উঠিল শোণিত ॥
শরভ গবাক্ষ গয় ও গন্ধমাদন।
আছাড়ের ঘায়ে সব হৈল অচেতন ॥
দেখিয়া অঙ্গদ হনুমানে লাগে ডর।
উঠিতে উঠিতে ঘাড়ে উঠে দিল রড় ॥ (১)
কুম্ভকর্ণে পাড়িতে নারিল কোন জনে।
আরবার রাম অস্ত্র জুড়িলেন গুণে ॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র ছাড়িলেন পূরিয়া সন্ধান।
কুম্ভকর্ণের কাটিলেন ডানি হাত খান ॥
হাত খান পড়ে যেন পর্ব্বত-শিখর।
হাতের চাপান পড়ে অনেক বানর ॥
বাম হাতে শালগাছ উপাড়িয়া আনে।
হাতে গাছ ক'রে গেল রামের সদনে ॥
ঐষিক বাণেতে রাম পূরিয়া সন্ধান।
এক বাণে কাটিলেন বাম হস্ত খান ॥
দুই হাত কাটা গেল, তবু নাই টুটে।
শ্রীরামেরে গিলিবারে দ্রুতগতি ছুটে ॥
ইন্দ্র-অস্ত্র রঘুনাথ করিলা সন্ধান।
এক বাণে কাটিলেন পদ দুইখান ॥
এক বাণে পদ গেল, তবু নাহি ডরে।
গড়াগড়ি দিয়া যায় রামে গিলিবারে ॥
দন্তে ধরি তুলে নিল লোহার মুষল।
মুষলের ঘায়ে মারে বানর-মণ্ডল ॥
মুষল কাটিতে রাম জুড়িলেন বাণ।
নয় বাণে মুষল করিলা খান খান ॥
কাটা গেল মুষল, শমতা (২) নাই তাতে।
গড়াগড়ি দিয়া যায় রামেরে গিলিতে ॥
যেমন আইসে রাহু চন্দ্রে গ্রাসিবারে।
কুম্ভকর্ণ তেমতি শ্রীরামে গিলিবারে ॥
কুম্ভকর্ণ-মুখ বেয়ে পড়িছে শোণিত।
বাণে মুখ ঢাকিল, দেখায় বিপরীত ॥
এতেক দুর্গতি হৈল, তবু নাহি মরে।
আরবার ব্রহ্ম-অস্ত্র মারিলেন তারে ॥
যম-দণ্ড-সম বাণ, যেমন বিজলি।
ছুটিল রামের বাণ চৌদিক উজলি ॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র বাণে আর নাহিক অন্যথা।
সেই বাণে কুম্ভকর্ণের কাটিলেন মাথা ॥
কাটামুণ্ড হনুমান্ সাপটিয়া তোলে।
টেনে ফেলে দিল ল'য়ে সমুদ্রের জলে ॥
সাগরের জলজন্তু করে তোলপাড়।
মধ্য-সাগরেতে যেন পড়িল পাহাড় ॥
দশ লক্ষ রাক্ষসেতে কুম্ভকর্ণ পড়ে।
কানন ভাঙ্গিল যেন প্রলয়ের ঝড়ে ॥
দেবগণ সুখী হৈল রামের বিক্রমে।
স্বর্গ হৈতে পুরন্দর পূজেন শ্রীরামে ॥
কপিগণ বলে, রাম, করিলা নিস্তার।
আর যত বীর আছে মোসবার ভার ॥

(১) রড়—দৌড়। (২) শমতা—শান্তি; মুষল ব্যর্থ হইলেও কুম্ভকর্ণ অশ্রান্ত ভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

না দেখি এমন বীর এ তিন ভুবনে।
যুঝিবার কাজ থাক, ভঙ্গ দরশনে ॥
অকালে জাগিয়া কুম্ভকর্ণের বিনাশ।
শ্রীরাম-চরণ স্মরি গায় কৃত্তিবাস ॥

কুম্ভকর্ণের মৃত্যু-শ্রবণে রাবণের বিলাপ।

তবে রণে ভঙ্গ দিয়া যত নিশাচর।
রণস্থলী ছাড়ি গেল লঙ্কার ভিতর ॥
হেথা কুম্ভকর্ণে পাঠাইয়া রাম-রণে।
দশানন চিন্তা করিতেছে মনে মনে ॥
সমরে গিয়াছে আজি কুম্ভকর্ণ ভাই।
এখনি জিনিবে রণ কিছু শঙ্কা নাই ॥
জয়বার্ত্তা দিবে দূত যে কালে আসিয়া।
তুষিব তাহারে আমি বহু ধন দিয়া ॥
নগরে করিয়া নানা মঙ্গল-আচার।
ভ্রাতারে আনিতে নিজে হব আগুসার ॥
না করিতে না করিতে প্রণাম আমারে।
অগ্রেই যে আমি কোলে করিব তাহারে ॥
রণবেশ ঘুচাইয়া দিব্য বেশ করি।
দু-ভাই বসিব এক আসন-উপরি ॥
বন্ধুজন সকলে করিয়া আনয়ন।
নানামত উৎসব করিব আচরণ ॥
এত ভাবি কিছুকাল পরে দশানন।
উৎকণ্ঠিত হয়ে পুনঃ করয়ে চিন্তন ॥
ভ্রাতা মোর গিয়াছে হইল বহুক্ষণ।
এখনো না কৈল কেন দূত আগমন ॥
বুঝিতে না পারি কিছু রণের বিষয়।
হইল কি না হইল শত্রু-পরাজয় ॥
বুঝি শত্রু জয় নাহি হইয়া থাকিবে।
জয় হৈলে কেন মোর হৃদয় কাঁপিবে ॥
এইরূপ করিতে করিতে মনোরথে।
শুনিতে পাইল কোলাহল ব্যোমপথে ॥
তাহা শুনি হইয়া বিস্ময়-যুক্ত মন।
উদ্বিগ্ন হইয়া করে বিবিধ চিন্তন ॥
একি একি আজি দেব মুনি যক্ষগণ।
করিতেছে আকাশেতে জয় উচ্চারণ ॥
বাঁচিয়া থাকিতে মোর কুম্ভকর্ণ ভাই।
উহাদের মুখে জয়-শব্দ শুনি নাই ॥
অতএব বড় শঙ্কা করে মোর চিতে।
না জানি হতেছে কিবা সংগ্রাম-স্থলীতে ॥
এইরূপ চিন্তা করে রাজা দশানন।
হেনকালে ভগ্নদূত কৈল আগমন ॥
তারে দেখি জিজ্ঞাসে রাবণ সশঙ্কিত।
কহ রে কহ রে রণ-মঙ্গল ত্বরিত ॥
ভীতমন হয়ে দূত কহিতে না পারে।
আরবার রাজা তারে কহে কহিবারে ॥
তবে কান্দি ভগ্নদূত কহে সভাস্থল।
মহারাজ, কি কহিব রণের কুশল ॥
তোমার অনুজ গিয়া সমর-ভিতর।
বধিলেন বহুতর ভল্লুক বানর ॥
পরে রাম-বাণেতে সে ত্যজিয়া পরাণ।
মহারাজ, স্বর্গপুরে করিলা প্রস্থান ॥
যেইমাত্র এই কথা চরেতে কহিল।
মূর্চ্ছা হেতু দশানন ভূতলে পড়িল ॥
তাহা দেখি মহাপার্শ্ব আর মহোদর।
উঠাইয়া বসাইল আসন-উপর ॥
কুম্ভকর্ণ-মৃত্যু-কথা করিয়া শ্রবণ।
ক্রন্দন করয়ে যত লঙ্কাবাসী জন ॥

মুহুর্ত্তেক পরে রাজা চেতন পাইয়া।
বিলাপ করয়ে শোকে কাতর হইয়া ॥
ভাই নহি আমি যে চণ্ডাল সহোদর।
কাঁচা ঘুমে জাগায়ে পাঠাই যম-ঘর ॥
আজি হৈল শূন্যাকার নিদ্রার চৌয়ারী (১)।
বীরশূন্য হইল কনক-লঙ্কা-পুরী ॥
আজি হৈতে রাজ্য মোর হইল বিকল (২)।
কুম্ভকর্ণ ভাই তুমি ছিলে মহাবল ॥
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু যম দেব পুরন্দর।
মহাসুখে নিদ্রা যাবে, ঘুচে গেল ডর ॥
কোথা গেলে ভাই মোর আইস সত্বর।
দুই ভাই মিলে গিয়া করিব সমর ॥
ডানি হস্ত গেল মোর এত দিন পরে।
লঙ্কাপুরে ক্রন্দন উঠিল ঘরে ঘরে ॥
বিভীষণ ভাই মোরে দিয়া গেল শাপ।
ধার্ম্মিকের শাপে পাই এত মনস্তাপ ॥
হায় হায় কি হইল, ক্রূর বিধি কি করিল,
প্রাণাধিক ভাই নিল হরি।
কি করিব কোথা যাব, কোথা গেলে তারে পাব,
তা বিনে কিরূপে প্রাণ ধরি ॥
ওরে প্রাণাধিক ভ্রাতা, মোরে ছাড়ি গেলি কোথা,
দেখিতে না পাই আর তোরে।
ধিক্ ধিক্ প্রাণে মোর, শুনিয়া মরণ তোর,
এখনো না ছাড়ে এ শরীরে ॥
কহি গেলে তুমি মোরে, মারি আসি রাঘবেরে,
আপনি বসিয়া থাক সুখে।
তাহা না করিতে পারি, নিজে গেলে যমপুরী
ফেলিলে আমারে ঘোর দুঃখে ॥

জিনিলে অসুর সুর, গন্ধর্ব্ব ভুজঙ্গপুর,
যক্ষ গুহ্য সিদ্ধ বিদ্যাধর।
জয় করি এ সংসারে, ক্ষুদ্র মনুষ্যের করে,
প্রাণ হারাইলে ভ্রাতৃবর ॥
যে তোমার শরীরেতে, নাহি পারি প্রবেশিতে,
বজ্র ভূমিতলে পড়েছিল।
সে তুমি রামের শরে, বিদ্ধ হৈলে কি প্রকারে,
আমার কপালে একি ছিল ॥
আর আমি কি প্রকারে, জিনিব সে পুরন্দরে,
শমন-বরুণ-দৈত্যগণে।
উপস্থিত শত্রুজনে, কিরূপে বধিব রণে,
লঙ্কা রক্ষা করিব কেমনে ॥
ওরে ওরে ভ্রাতৃবর, তোমা বিনে মোরে ডর,
না করিবে আর কোন জন।
অপর কি কব আর, যাবৎ বানর ছার,
তারা কৈল সশঙ্কিত-মন ॥
না মরিতে না মরিতে, আগে ঐ আকাশেতে,
কোলাহল করে দেবগণ।
বুঝি বা ইহার পরে, উপহাস করে মোরে,
করতালি দিয়া সব জন ॥
মারীচ কহিল হিত, সাতিশয় সমুচিত,
কহিলেক ভ্রাতা বিভীষণ ॥
তুমিহ কহিলে পথ্য, (৩) সব কথা অতি তথ্য, (৪)
কিছু নাহি করিনু শ্রবণ ॥
ধার্ম্মিক বিশুদ্ধ-মন, সেই ভ্রাতা বিভীষণ,
করিলাম তার অপমান।
সেই পাপে বুঝি মোরে নর-বানরের করে,
পাইতে হইল অপমান ॥

---

(১) চৌয়ারী—চৌ-আরী (আড়াযুক্ত) অর্থাৎ চার চাল যুক্ত ঘর; চৌচালা ঘর। (২)—বিকল—কুম্ভকর্ণের মৃত্যুতে এই লঙ্কা ঘুমন্ত পুরীর মত বোধ হইতেছে। (৩) পথ্য—হিত কথা। (৪) তথ্য—যথার্থ।

তুমি ভ্রাতা যদি গেলে, কি ফল ঐশ্বর্য্য-বলে,
কি কার্য্য সীতায় আর প্রাণে।
কি ফল সমর-জয়ে, কি ফল বান্ধব-চয়ে,
প্রাণ দিব রঘুপতি-বাণে।

ত্রিশিরা, দেবান্তক, নরান্তক, অতিকায়, মহাপার্শ্ব ও মহোদরের যুদ্ধযাত্রা।

এইরূপে ক্রন্দন করয়ে দশানন।
অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইল বদন॥
পিতায় কাতর দেখি পুত্রে জন্মে দুঃখ।
ত্রিশিরা বিক্রম করে রাবণ-সম্মুখ॥
করিলা তপস্যা পিতা হইতে অমর।
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিল বর॥
অমর হইল বিভীষণ নিজ গুণে।
ব্রহ্মার কৃপায় সেই সর্ব্ব-শাস্ত্র জানে॥
শাস্ত্র অনুরূপ খুড়া কহিলেক হিত।
ধার্ম্মিক-চরিত্র তিনি বিচারে পণ্ডিত॥
ত্রিভুবন জিনি পিতা তোমার বাখান।
দেবতা-গন্ধর্ব্ব-আদি নাহি ধরে টান॥
জ্যেষ্ঠ ভাই কুবের ধনের অধিকারী।
তারে জিনি পুষ্পরথ নিলে লঙ্কাপুরী॥
ময়দানব মহারাজ সর্ব্বলোক মাঝে।
কন্যাদান দিয়া সে তোমারে দেখ পূজে॥
বাসুকির বিষদাহে ত্রিভুবন পুড়ে।
তব শব্দ পাইলে পলায় উভরড়ে॥
ইন্দ্র-যম-বরুণেরে করিলে বিতথা (১)।
মনুষ্য বেটারে জিন কত বড় কথা॥
নানা অস্ত্র সংগ্রামে করিয়া অবতার।
আজিকার যত যুদ্ধ সে আমার ভার॥
গরুড়ের মুখে যেন দগ্ধ হয় (২) সাপ।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে মারি ঘুচাব সন্তাপ॥
ত্রিশিরা বিক্রম করে, রাজা হরষিত।
আর তিন ভাই তার রোষে আচম্বিত॥
দেবান্তক নরান্তক অতিকায় বীর।
সংগ্রামে যাইতে চাহে, নাহি হয় স্থির॥
চারিজন মহাবল চিরকাল জানি।
চারিজনে ঐক্য হৈলে ত্রিভুবন জিনি॥
রাজার প্রসাদ যত পাইল চারিজন।
সুগন্ধি কুসুম মাল্য কস্তুরী চন্দন॥
বীরধটী (৩) পরে কেহ নামে গঙ্গাজল (৪)।
রত্ন-বিনির্ম্মিত পরে কর্ণেতে কুণ্ডল॥
পরিল সোনার শাণা, রত্নের টোপর।
মাণিক্যের হার সাজে গলার উপর॥
নানা রত্ন-অলঙ্কার পরিল শরীরে।
কনক-কঙ্কণ বালা পরে দুই করে॥
চারি বেটা পরিলেক চারি রাজার ধন।
রাবণের চারি বেটা মূরতি মোহন॥
মহাপার্শ বীর আর ভাই মহোদর।
দুই জন যাত্রা করে সংগ্রাম ভিতর॥
ছয় বীর, যাত্রা করে সংগ্রামে প্রবীণ (৫)।
বিদায় হইল ক'রে পিতৃ-প্রদক্ষিণ॥
নীলবর্ণ হস্তী এল নীল-মেঘ-জ্যোতি।
ঐরাবত বংশে তার হয়েছে উৎপত্তি॥
বড়ই প্রবল সেই মদমত্ত হাতী।
তাহাতে চড়িল মহোদর যোদ্ধৃপতি॥

(১) বিতথা—অনর্থপাত। (২) দগ্ধ হয়—এখানে বিনষ্ট হয়। (৩) বীর-ধটী—বীরগণের পরিধেয় বস্ত্র-বিশেষ। (৪) গঙ্গাজলী—গঙ্গাজলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। (৫) সংগ্রামে প্রবীণ—রণকুশল।

উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব যেন পবনের গতি।
সেই অশ্বে চড়ে দেবান্তক মহামতি॥
আর অশ্ব ভূমে পাদ পড়ে কি না পড়ে।
হাতে শেল নরান্তক সেই অশ্বে চড়ে॥
সাজাইল রথ যেন রবির প্রকাশ।
হাতে শেল তাতে চড়ে বীর মহাপাশ॥
আর রথ সাজায় মাণিক্য মণি হীরা।
হাতে খাণ্ডা চড়ে তাতে কুমার ত্রিশিরা॥
সুবর্ণের রথ শত ঘোড়ার সাজনি।
সেই রথে অতিকায় চড়িল আপনি॥
পুত্র সব যাত্রা করে শুনি এ বচন।
সবার জননী আসি করিছে রোদন॥
কুম্ভকর্ণ হেন বীর পড়ে গেল রণে।
না যাইও ব্যথা দিয়া জননীর প্রাণে॥
ধনুর্ব্বাণ ছাড় বাছা, প্রাণ বড় ধন।
কল্যাণে থাকিবে, রাখ মায়ের বচন॥
বিভা কৈলে কত দেব-দানব-নন্দিনী।
কোথা যাহ তা সবারে করি অনাথিনী॥
সম্প্রতি করিলে বিভা, নহে পূর্ণ সাধ।
অগ্নি দিয়া পোড়াইল লঙ্কার প্রাসাদ॥
চারি ভাই চতুর্দ্দোল লহ স্কন্ধে করি।
শ্রীরামেরে দেহ লয়ে জানকীসুন্দরী॥
হেন কর্ম্ম করিলে যত্তপি রাজা রোষে।
পলাইয়া থাক গিয়া পর্ব্বত কৈলাসে॥
কুবের তোমার পিতৃ-জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবর।
সেবি তাঁকে পুত্র সম থাক তাঁর ঘর॥
মাতৃ-গণ-বচনেতে পুত্র সব কোপে।
পুত্রের দেখিয়া ক্রোধ ভয়ে তারা কাঁপে॥
পুত্রগণ কোপে বলে, দিতাম প্রতিফল।
জননী বলিয়া এত সহি যে সকল॥
জগতের কর্ত্তা মোরা, বীরবংশে জন্ম।
মানুষের ডরে রব ক'রে সেবা-কর্ম্ম॥
আনিল পুষ্পক রথ পিতা যারে জিনে।
কেমনে শরণ লব তাহার চরণে॥
বাহুবলে পিতা মোর ত্রিভুবন শাসে।
লুকায়ে থাকিব কেন ডরায়ে মানুষে॥
বিপক্ষ-সম্মুখে যদি সংগ্রামেতে মরি।
দিব্যরথে চড়িয়া যাইব স্বর্গপুরী॥
আপনি মন্দিরে যাহ, না কর বিবাদ।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে মেরে ঘুচাব বিবাদ॥
গরুড়ের মুখে যেন ভস্ম হয় (১) সাপ।
গ্রাসিব বানর-সেনা, দেখাব প্রতাপ॥
মাতৃগণে প্রবোধিয়া ছয় জন সাজে।
রুষিয়া প্রবেশ করে সংগ্রামের মাঝে॥
ছয় সেনাপতি-ঠাট ছয় অক্ষৌহিণী।
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী॥
ধূলায় দিবসে বাট হৈল অন্ধকার।
ছয় বীর উত্তরিল করি মার মার॥
দুই সৈন্যে মিশামিশি বাজে মহারণ।
গাছ উপাড়িয়া আনে যত কপিগণ॥
বানরেতে গাছ-পাথর করে বরিষণ।
বাণে কাটি রাক্ষসেরা করে নিবারণ॥
রাক্ষসেতে বাণ এড়ে অনলের শিখা।
বানর-কটক পড়ে নাহি লেখাজোখা॥
ব্যাঘ্রের ঝাঁপানি যেন বানরের রঙ্গ।
মরণের ভয় নাই, রণে নাহি ভঙ্গ॥
চড় চাপড় মুষ্ট্যাঘাত বানরের তাড়া।
কত শত রাক্ষসের মাথা করে গুঁড়া॥

---

(১) ভস্ম হয়—এখানে বিনষ্ট হয়।

নরান্তক, দেবান্তক, মহোদর, ত্রিশিরা ও মহাপাশ বধ।

অনেক রাক্ষস পড়ে, অত্যল্প বানর।
কুপিল যে নরান্তক রাবণ-কোঙর॥
চতুর্দ্দিক চাপিয়া উঠিলে তার ঘোড়া।
চতুর্দ্দিকে অস্ত্র বৃষ্টি করে জোড়া জোড়া॥
বানরেরে মারে বীর মহা শেলপাট।
বানরের রক্তে কাদা হয়ে গেল বাট॥
নরান্তকের বাণ কেহ সহিতে না পারে।
ভঙ্গ দিয়া বানর পলায়ে গেল ডরে॥
ডাকিয়া সুগ্রীব কহে অঙ্গদেরে আগে।
দেখ দেখি অঙ্গদ, কটক কেন ভাগে॥
আপনি করিয়া যুদ্ধ রাখ কপিগণ।
নরান্তক মেরে তোষ শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
সুগ্রীবের বচনে অঙ্গদ পড়ে লাজে।
কটক সাজায়ে গেল সংগ্রামের মাঝে॥
রণেতে প্রবেশ করে অতি ক্রোধমুখে।
দূর হৈতে নরান্তকে বালি-সুত ডাকে॥
দুই হাত শূন্য মোর দেখ নিশাচর।
যত শক্তি আছে হান বুকের উপর॥
দেবতা জিনিস্ বেটা শেলের কারণ।
আজিকার যুদ্ধে তোর বধিব জীবন॥
শ্রীরামের ভৃত্য আমি সংসারে পূজিত।
তুই অস্ত্র এড়িলে, না হব আমি ভীত॥
পাইক মারিয়া বেটা ফির কি কারণ।
তোমাতে আমাতে বুঝি জিনে কোন্ জন॥
দুই হাত পসারিয়া পেতে দিল বুক।
অঙ্গদ-বিক্রম দেখি সুগ্রীবে কৌতুক॥
কোপে নরান্তক বীর অধরৌষ্ঠ (১) কাঁপে।
এড়িলেক শেলপাট অতিশয় কোপে॥
এড়িলেক শেলপাট দিয়া হুহুঙ্কার।
স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতালে লাগিল চমৎকার॥
অঙ্গদের বুক যেন বজ্রের সমান।
বুকেতে ঠেকিয়া শেল হৈল দুইখান॥
অঙ্গদ বলে, তোর অস্ত্র গেল রসাতল।
মোর ঘা সংবর (২) বেটা তবে জানি বল॥
আপনা পাসরে কোপে বালির নন্দন।
নরান্তকে মারিতে ভাবয়ে মনে-মন॥
বজ্রমুষ্টি মারি ঘোড়া করিলেক চূর।
পড়িল দুর্জ্জয় ঘোড়া উর্দ্ধে চারি খুর॥
দুই চক্ষু ঠিকরিল, জিহ্বা বাহিরায়।
নরান্তক কুপিয়া অঙ্গদ-পানে চায়॥
বজ্রমুষ্টি মারিলেক অঙ্গদের বুকে।
মুখে রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে॥
শরীর ব্যথিত তবু নহে ত কাতর।
প্রবেশ করিল গিয়া রণের ভিতর॥
মহাবল অঙ্গদ অত্যন্ত ক্রোধভরে।
বুকে হাঁটু দিয়া তবে নরান্তকে মারে॥
নরান্তক পড়িল, দেখিল দেবান্তকে।
সসৈন্যে অঙ্গদে তবে বেড়িল চৌদিকে॥
হস্তীর উপরে চড়ি আইল মহোদর।
চালাইয়া দিল করী অঙ্গদ-উপর॥
অনুবল (৩) ত্রিশিরা হইল ততক্ষণ।
অঙ্গদেরে বেড়ে আসি বীর দুই জন॥
মহোদর জাঠা মারে অঙ্গদের বুকে।
মুখে রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে॥
মুখে রক্ত উঠে তবু না হয় কাতর।
অন্ধকার করি ফেলে গাছ ও পাথর॥
মধ্যেতে অঙ্গদ চারিদিকে নিশাচর।
দেখি হনুমান্ বীর ধাইল সত্বর॥

(১) অধরৌষ্ঠ—অধর-ওষ্ঠ (উপর+নীচের দুই ঠোঁট)। (২) সংবর—সহ্য কর। (৩) অনুবল—সহায়।

মহারণে মিশামিশি হৈল ছয় জন।
বাধিল তুমুল যুদ্ধ নহে নিবারণ ॥
দেবান্তকের হাতে ছিল লোহার পাবড়ি (১)
হনূমানের বুকে মারে দুহাতিয়া বাড়ি ॥
কুপিল সে হনূমান্ সংগ্রামের শূর।
পদাঘাতে দেবান্তকে করিলেক চূর ॥
হস্তীর উপরে তবে আইল মহোদর।
নীল সেনাপতি বিন্ধি করিল জর্জ্জর ॥
বাণ খেয়ে নীল বীর করিল উঠানি (২)।
এক টানে উপাড়ে পর্ব্বত একখানি ॥
পড়িল পর্ব্বত গোটা, শব্দ গেল দূর।
হস্তিসহ মহোদরে করিলেক চূর ॥
তিন ভাই পড়ে রণে দেখে অতিকায়।
হাতে খাণ্ডা ত্রিশিরা সংগ্রাম মাঝে যায় ॥
হনূমান্ মহাবীরে দেখিল সম্মুখে।
দুহাতিয়া বাড়ি মারে হনূমানের বুকে ॥
প্রহারেতে হনূমান্ আপনা পাসরে।
এক লাফে পড়ে তার রথের উপরে ॥
ত্রিশিরার হাতে খাণ্ডা অতি খরশাণ।
সে খাণ্ডায় ত্রিশিরায় করে খান খান ॥
ভাই-ভাইপো পড়ে রণে দেখে' মহাপাশ।
হাতে গদা কপিগণে করিছে বিনাশ ॥
নীলবর্ণ গদাখান দেখে চারিভিতে।
অধিক হইল রাঙ্গা কপির শোণিতে ॥
জয়ঘণ্টা বাজে সে গদার চারি পাশে।
দেবতা-গন্ধর্ব্ব-আদি সবে কাঁপে ত্রাসে ॥
মহাপাশের গদা কেহ সহিতে না পারে।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল সকল বানরে ॥
হেমকূট-কপি (৩) আইল বরুণ-নন্দন।
পর্ব্বত উপাড়ে এক ঘোর দরশন ॥
এড়িল পর্ব্বতখান অতি ক্রোধমনে।
মহাপাশ বীর পড়ে পর্ব্বত-চাপনে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ ॥

অতিকায়ের রণাঙ্গনে প্রবেশ।

পড়ে বীর পঞ্চ-জনা দেখিবারে পায়।
হাতে ধনু সংগ্রামে প্রবেশে অতিকায় ॥
চিন্তা করি মনে মনে বলিছে তখন।
শ্রীচরণে স্থান দেহ কৌশল্যা-নন্দন ॥
রাবণ-সন্তান ব'লে দয়া না করিবে।
দয়াময় রাম-নামে কলঙ্ক রহিবে ॥
খুড়া দুইজন পড়ে, সহোদর আর।
রুষ্ট হৈল অতিকায় রাবণ-কুমার ॥
হীরা-মণি-মাণিক্যেতে রথের সাজন।
এক শত অশ্ব-বর রথের জোগান ॥
মাথায় মুকুট শোভে কর্ণেতে কুণ্ডল।
দেবতা-গন্ধর্ব্ব জিনি বাড়িয়াছে বল ॥
মহাক্রোধে অতিকায় হয়ে আগুসার।
দিলেন আপন দিব্য চাপেতে টঙ্কার ॥
কিবা ঘোরতর সেই টঙ্কার নিঃস্বন।
তাহা শুনি মূর্চ্ছিত হইল কপিগণ ॥
বড় বড় বীর যত ভল্লুক বানর।
তাহাদের বক্ষঃস্থল কাঁপে থর থর ॥

---

(১) পাবড়ি—শাবল; একহস্ত প্রমাণ লৌহদণ্ড। (২) উঠানি—আক্রমণ। (৩) হেমকূট-কপি—সুমেরু পর্ব্বতের বানর।

তবে সেই রথে থাকি গভীর-গর্জ্জনে।
কহিতেছে সম্বোধিয়া প্লবঙ্গম-গণে॥
ওরে ওরে মহামূর্খ মর্কট সকল।
পলাও পলাও তোরা ছাড়ি রণস্থল॥
ত্রিভুবনে অতি খ্যাত অতিকায় নাম।
আসিয়াছি আমি আজি করিতে সংগ্রাম॥
আজি না রাখিব এই ভুবন ভিতর।
আপন পিতার রিপু কপি কিংবা নর॥
তোরা কেন মর মোর সম্মুখে থাকিয়া।
হিত কহি, প্রাণ লয়ে যাও পলাইয়া॥
এত বলি সিংহনাদ করে ঘন ঘন।
তাহে অতি ত্রাসিত হইল কপিগণ॥
আর তার অতিশয় ভয়ঙ্কর কায়।
দেখিয়া বানর সব ভয়েতে পলায়॥
কেহ কেহ সেতু দিয়া যায় সিন্ধুপারে।
কেহ প্রবেশয়ে রণে, কেহ বলি-দ্বারে॥
কেহ কেহ সিন্ধু-জলে থাকয়ে ডুবিয়া।
কেহ পত্র-লতাদিতে নিজে আচ্ছাদিয়া॥
কেহ কেহ প্রবেশয়ে বৃক্ষের কোটরে।
কেহ কেহ কুম্ভকর্ণ-বদন-বিবরে॥
কেহ কেহ ভয়ে নিজে মৃত জানাবারে।
শয়ন করিয়া রহে শবের মাঝারে॥
কেহ কেহ শ্রীরামের নিকটে যাইয়া।
কহিতেছে অতিকায় বীরে দেখাইয়া॥
দেখ দেখ রঘুবর রণের ভিতর।
আসিয়াছে অতি বড় এক নিশাচর॥
উঁহারে দেখিবামাত্র যত কপিগণ।
ত্রাসিত হইয়া সবে কৈল পলায়ন॥
কপিদের কথা শুনি শ্রীরঘুনন্দন।
অতিকায় দেখি হৈল সবিস্ময়-মন॥
যদ্যপি প্রথম রণে দেখেছিলা তাঁরে।
তথাপি বিস্ময় হৈল অন্তর-মাঝারে॥
অলৌকিক পদার্থের এই ধর্ম্ম হয়।
দেখিলেও নব নব রূপে প্রকাশয়॥
তবে রঘুপতি নিজ মিতা বিভীষণে।
জিজ্ঞাসা করেন অতি মধুর বচনে॥

শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক বিভীষণকে অতিকায়ের পরিচয়-জিজ্ঞাসা।

দেখ মিতা বিভীষণ, রণে এল কোন্ জন,
পর্ব্বত-প্রমাণ রথে চাপি।
নিজেও ভূধর জিতি, শ্যামবর্ণ শিলাকৃতি,
অতি ভয়ঙ্কর ভূ-প্রতাপী॥
মুকুট শোভয়ে শিরে, যেন নীল ধরাধরে,
সুবর্ণের শৃঙ্গ শোভা পায়।
পিঙ্গল নয়ন-দ্বয়, ভুজেতে অঙ্গদ-চয়,
গলে নানা আভরণ তায়॥
কিবা দেখি রথখান, দশ শত পরিমাণ,
ঘোটকেতে বহিতেছে যারে।
পঞ্চ সুসারথি যার, ধ্বজ নর-মুণ্ডাকার,
পতাকা উড়িছে চারি ধারে॥
দেখি রথ-উপরেতে, অস্ত্র-শস্ত্র নানামতে,
শেল শূল মুষল মুদগর।
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ ভিন্দিপাল, শত শত তরবাল,
কঠোর কুঠার বহুতর॥
অতিশয় ভয়ঙ্কর, লৌহময় বাণ খর,
অষ্টাত্রিংশ তূণ শোভা করে।
স্বর্ণবদ্ধ সুশোভন, দিব্য দিব্য শরাসন,
চারিদিকে রহে থরে থরে॥

দশ হস্ত পরিমাণ, দুই পাশে দুই খান,
খড়্গ ঝুলিতেছে ভয়ঙ্কর।
ধরিয়াছে বাম করে, একখান ধনুকেরে,
ইন্দ্র-ধনু সম দীর্ঘতর ॥
নিরখিয়া এই জনে, পলাইছে স্থানে স্থানে,
বানর সকল ভীত মনে।
কে বটে কাহার পৌত্র, কি নাম কাহার পুত্র,
কহ মিতা মম বিদ্যমানে ॥

অতিকায় বধ।

শ্রীরাম-বদনে শুনি এতেক বচন।
বিভীষণ তাঁহারে করেন নিবেদন ॥
প্রভু বিশ্রবার পৌত্র রাবণ-নন্দন।
অতিকায় নামধারী হয় এই জন ॥
জনম ইহার ধান্যমালিনী-উদরে।
আপন পিতার তুল্য এ হয় সমরে ॥
জ্ঞানি-জন-সেবনেতে এহ (১) অনুরক্ত।
একবার শ্রুতিমাত্রে (২) শাস্ত্রাভ্যাসে শক্ত ॥
সাম দান ভেদ দণ্ড (৩) এ চারি উপায়ে।
অত্যন্ত নিপুণ আর মন্ত্রণা-নিচয়ে ॥
ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থশাস্ত্র নীতিশাস্ত্রে ধীর।
অশ্বপৃষ্ঠে গজস্কন্ধে রথে মহাস্থির ॥
ধনুক-ধারণে আর বাণ-বিমোচনে।
ইহার সমান নাই রাবণ বিহনে ॥
খড়্গ চর্ম্ম যুদ্ধ আর গদা প্রহরণে।
ইহারই সমান নাই এ লঙ্কা-ভুবনে ॥
ইহারই বাহুর বল করিয়া আশ্রয়।
নিরবধি লঙ্কাপুরী আছয়ে নির্ভয় ॥
ইহার প্রভাব প্রশংসয়ে সর্ব্বজন।
দেবতা দানব যক্ষ বিদ্যাধর-গণ।
এহ ঘোর তপ করি অনেক বরষ।
বিধাতারে করিয়াছে আপনার বশ ॥
তাঁর স্থানে পাইয়াছে এই দিব্য যান।
আর পাইয়াছে নানাবিধ অস্ত্র বাণ ॥
দিব্য এক অভেদ্য (৪) কবচ পাইয়াছে।
সুরাসুর-নিকটে অবধ্য হইয়াছে ॥
এহ জিনিয়াছে বহু দেবতা-দানবে।
যক্ষ বিদ্যাধর নাগ কিন্নরাদি (৫) সবে ॥
এহ করেছিল বাণে বজ্রের স্তম্ভন (৬)।
বরুণের পাশ করেছিল নিবারণ ॥
এহ লঙ্কা মাঝে সব বীরের প্রধান।
দেব-দৈত্য-জয়ী শূর বীর বলবান্ ॥
আদরেতে অতিকায় নাম রাখে বাপ।
কুমার-ভাগেতে (৭) নাই এমন প্রতাপ ॥
এহ রণে যাবতীয় কপি ভল্লু-গণে (৮)।
সংহার করিবে শরজালে এইক্ষণে ॥
অতএব ইহার করিতে সংহরণ।
করিতে হইবে অতি শীঘ্র আয়োজন ॥
এইরূপে বিভীষণ কন রঘুবরে।
অতিকায় প্রবেশিল সমর-ভিতরে ॥

---

(১) এহ—এই ব্যক্তি। (২) শ্রুতিমাত্র—শুনিবামাত্র। (৩) সাম, দান, ভেদ, দণ্ড—প্রিয়বাক্য; সুবিধা দেওয়া, আপোষের মধ্যে বিবাদ বাধানো ও শাস্তিদান শত্রু-বশীকরণের চারি উপায়। (৪) অভেদ্য—যাহা ভেদ করা যায় না। (৫) কিন্নর—ঘোড়ার মত মুখ ও অবয়ব মানুষের মত এইরূপ দেহধারী জীব। (৬) স্তম্ভন—ক্রিয়াহীন করণ। (৭) কুমার-ভাগেতে—রাজপুত্র সকলের মধ্যে। (৮) ভল্লু গণে—ভল্লুক সকলকে।

সম্মুখেতে বিভীষণে করি নিরীক্ষণ।
প্রণাম করিয়া তাঁরে কহিছে বচন ॥
অতিকায় বলে, খুড়া, শুনহ উত্তর।
রাত্রি-দিন সেব তুমি দেব গদাধর ॥
তব সম ভাগ্যবান্ হবে কোন্ জন।
তোমা প্রতি বড় প্রীত দেব নারায়ণ ॥
অতিকায় বলে, খুড়া, নিবেদি তোমারে।
আমারে করুন দয়া দেব গদাধরে ॥
এত যদি অতিকায় কহে বিভীষণে।
চালাইয়া দিল রথ রাম-বিদ্যমানে ॥
অতিকায় বলে, শুন জগৎ-গোঁসাই।
মম প্রতি তব কেন দয়া হয় নাই ॥
কাতর প্রার্থনা মোর শুন নারায়ণ।
স্থান দিও শ্রীচরণে এই নিবেদন ॥
স্তব শুনি স্তব্ধ হয়ে কন গদাধর।
পরম-ধার্ম্মিক তুমি লঙ্কার ভিতর ॥
তুমি আর তোমার পিতৃব্য বিভীষণ।
দুই জনে রাজ্য দিব, মারিয়া রাবণ ॥
অতিকায় বলে, রাজ্যে নাহি প্রয়োজন।
যুদ্ধ করি কলেবর করিব পাতন (১) ॥
এখন ও-পদে করি এই নিবেদন।
আমার সহিত যুদ্ধ দিবে কোন্ জন ॥
বানরের সঙ্গে আমি না করিব রণ।
পশু-জাতি যুদ্ধের কি জানে কপিগণ ॥
বানরের সম্ভাবনা (২) বৃক্ষ ও পাথর।
কটাক্ষে মারিতে পারি সকল বানর ॥
সুগ্রীব রাজারে দেখি বকের সমান (৩)।
লক্ষ্মণ বালক, রণে কি জানে সন্ধান ॥
জোড় হাতে বলে বীর শুনহ শ্রীরাম।
তোমার সহিত আমি করিব সংগ্রাম ॥
ধনুক পাতিয়া যান ঠাকুর লক্ষ্মণ।
হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে রাবণ-নন্দন ॥
কত যুদ্ধ করিয়াছ, বয়ঃক্রম কত।
আমার সহিত যুদ্ধ না হয় উচিত ॥
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের আমারে করে ভয়।
আমার সহিত যুদ্ধ উচিত না হয় ॥
কোপেতে লক্ষ্মণ দিল ধনুকে টঙ্কার।
দেখি অতিকায় বীরে লাগে চমৎকার ॥
অতিকায় বলে, শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বয়সে ছাওয়াল তুমি, কিবা জান রণ ॥
লক্ষ্মণ বলেন, তুই জাতি নিশাচর।
ভাল মন্দ না জানিস্, করিস্ উত্তর ॥
কে কোথা দেখেছে হেন, শুনেছে শ্রবণে।
বয়স অধিক যার, সেই রণ জিনে ॥
আমারে ছাওয়াল বল, প্রবীণ আপনি।
প্রাণে প্রাণে যেতে পার, তবে বীর জানি ॥
আজিকার যুদ্ধে যদি তোরে নাহি মারি।
তবে ত লক্ষ্মণ নাম বৃথা নাম ধরি ॥
এত যদি দুজনে বচনে হৈল কক্ষা (৪)।
দুইজনে বাণ মারে যার যত শিক্ষা ॥
অতিকায় বলে, শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
তোমাতে আমাতে যুদ্ধ করিব দু-জন ॥
সংগ্রামের দোষগুণ কাহার কেমন।
রামচন্দ্র সাক্ষী, আর খুড়া বিভীষণ ॥
মধ্যস্থ হইয়া দোঁহে করুন বিচার।
জয়-পরাজয় রণে কি হয় কাহার ॥

(১) পাতন—নাশ। (২) সম্ভাবনা—পুঁজি। (৩) বকের সমান—বকের মত অর্থাৎ বলহীন। (৪) কক্ষা—প্রতিযোগিতা।

অতিকায়-বচনে লক্ষ্মণ দিল সায় (১)।
মহাযুদ্ধ বাধিল লক্ষ্মণ-অতিকায় ॥
অগ্নিবাণ অতিকায় করে অবতার।
লক্ষ্মণ বরুণ-বাণে করিল সংহার ॥
দুই শত বাণ তবে অতিকায় এড়ে।
অবিলম্বে লক্ষ্মণ বাণেতে কাটি পাড়ে ॥
হস্তি-বাণ এড়ে অতিকায় মহাবল।
সিংহ-বাণে লক্ষ্মণ করিল রসাতল ॥
মারিল পর্ব্বত-বাণ অতিকায় রোষে।
লক্ষ্মণ পবন-বাণে উড়ান বাতাসে ॥
অমর্ত্ত সমর্ত্ত বাণ বিকট দশন (২)।
ইন্দ্রজাল বিষ্ণুজাল ঘোর-দরশন ॥
এই সব বাণ দোঁহে করে অবতার (৩)।
দশদিক্ জল-স্থল বাণে অন্ধকার ॥
দুই জনে বাণ মারে অতি পরিপাটী।
অন্তরীক্ষে দুই বাণ করে কাটাকাটি ॥
লক্ষ্মণ মারেন বাণ দিয়া বাহু-নাড়া।
অতিকায়-রথের কাটেন শত ঘোড়া ॥
আর বাণ এড়েন লক্ষ্মণ মহাবীর।
কাটিলেন তার পঞ্চ সারথির শির ॥
যুদ্ধ করে অতিকায় হইয়া বিরথী (৪)।
চক্ষুর নিমিষে রথ জোগায় সারথি ॥
রথ পেয়ে অতিকায় লাফ দিয়া চড়ে।
তিনকোটি বাণ লক্ষ্মণের প্রতি এড়ে ॥
সে বাণ লক্ষ্মণ সব কাটে অবহেলে।
স্বর্গেতে দেবতা সব সাধু সাধু বলে ॥
লক্ষ্মণ এড়েন বাণ নামেতে অক্ষয়।
শাণাতে ঠেকিয়া বাণ পাইল পরাজয় ॥
শাণায় ঠেকিয়া বাণ না করে প্রবেশ।
লক্ষ্মণের কাণে বায়ু কহে উপদেশ ॥
অক্ষয় কবচ অঙ্গে আছে ত উহার।
অঙ্গে প্রহারিতে বাণ শক্তি আছে কার ॥
সহজেতে না মরিবে রাবণ-কুমার।
ব্রহ্ম-অস্ত্র মারি ওরে করহ সংহার ॥
উপদেশ কহিয়া পবন দেব নড়ে।
মন্ত্র পড়ি লক্ষ্মণ-বীর ব্রহ্ম-অস্ত্র জোড়ে ॥
লক্ষ্মণ এড়িল বাণ পূরিয়া সন্ধান।
বাণ দেখে অতিকায়ের উড়িল পরাণ ॥
মারে জাঠি ঝকড়া সে অস্ত্র কাটিবারে।
অতিকায় তবু তাহা ফিরাইতে নারে ॥
অজয় অক্ষয় বাণ কেবা ধরে টান।
অতিকায়ের মাথা কাটি কৈল দুই খান ॥
অতিকায় পড়িল, রাক্ষস-ভাগে ডরে।
ধাইয়া বানর-গণ রাক্ষসেরে মারে ॥
পলায় রাক্ষস-গণ গণিয়া প্রমাদ।
রাম-জয় শব্দে কপি ছাড়ে সিংহনাদ ॥
সমুকুট মুণ্ড পড়ে সহিত কুণ্ডলে।
অতিকায়-মুণ্ড গড়াগড়ি ভূমিতলে ॥
ভূমিতে পড়িয়া মুণ্ড রাম রাম বলে।
প্রেমানন্দে বিভীষণ ভাসে অশ্রু-জলে ॥
ধন্য ধন্য পুত্র তুমি নিশাচর-কুলে।
তিন কুল মুক্ত হবে তব পুণ্য-ফলে ॥
হেন ভক্ত না দেখি না শুনি কোন কালে।
কাটা মুণ্ড এইরূপে রাম রাম বলে ॥
বানরেতে 'রাম-জয়' শব্দ করে মুখে।
বজ্রাঘাত পড়ে যেন রাবণের বুকে ॥
অতিকায় পড়ে যদি সংগ্রাম-ভিতরে।
দূত যায় সমাচার দিতে লঙ্কেশ্বরে ॥

---

(১) সায়—সম্মতি। (২) বিকট-দশন—বাণ-বিশেষ। (৩) অবতার—প্রয়োগ। (৪) বিরথী—রথ-শূন্য।

অতিকায়াদি চারি পুত্রের মৃত্যু সংবাদে
রাবণের রোদন।

তবে ভগ্নদূত গিয়া দশানন-পাশে।
নিবেদন করিতেছে গদগদ-ভাষে ॥
মহারাজ, চারিজন তনয় তোমার।
রণে গিয়াছিল দুইজন ভ্রাতা আর ॥
তার মধ্যে পঞ্চ-জনে বানরে বধিল।
অতিকায় লক্ষ্মণের বাণেতে মরিল ॥
দূত-মুখে এত বাণী করিয়া শ্রবণ।
কিছুকাল স্তব্ধ হয়ে রহে দশানন ॥
মুহূর্ত্তেক পরে পুনঃ পাইয়া চেতন।
কি কহিলে, বলিয়া করয়ে জিজ্ঞাসন ॥
পুনর্ব্বার দূত কৈল সব নিবেদন।
তাহা শুনি মূর্চ্ছিত হইল দশানন ॥
কিছুকাল পরে পুনঃ সংবিৎ পাইয়া।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে হুঙ্কার করিয়া ॥
হইয়াছে অতিশয় শোকেতে মগন।
না পারয়ে করিবারে ধৈরয ধারণ ॥
বিংশতি নয়নে ঘন অশ্রুধারা বয়।
মুক্তকণ্ঠ হয়ে রাজা ক্রন্দন করয় ॥
কোথা গেল মহোদর ভাই মহাপাশ।
কোথা গেল চারি পুত্র করিয়া উদাস ॥
পিতৃ-শ্রাদ্ধ করে পুত্র, সর্ব্বকালে শুনি।
পুত্র শ্রাদ্ধ করে পিতা এ অদ্ভুত বাণী ॥
কি হইল হায় হায়, দুখ নাহি সহা যায়,
আর দেহে প্রাণ নাহি রহে।
শোকানলে বিপরীত, হয়ে অতি প্রজ্বলিত,
নিরবধি প্রাণ-মন দহে ॥
পুড়ি মরিতেছি একে, কুম্ভকর্ণ-ভ্রাতা-শোকে,
ক্ষণকাল স্থির নহে মন।
তদুপরি আরবার, এই বজ্র সম্প্রহার (১),
কি করিয়া ধরিব জীবন ॥
ওরে অতিকায় পুত্র, সকল গুণের পাত্র,
কোন্ স্থানে করিলি গমন।
না দেখি তোমার মুখ, বিদরে আমার বুক,
ধৈর্য্য নাহি ধরে মোর মন ॥
তোমা বিনা ঘর দ্বার, সব হৈল অন্ধকার,
শূন্য দেখি এ তিন ভুবন।
অন্ধ হৈল সব নেত্র, জ্বলিতেছে মোর গাত্র,
হৃদয় হতেছে উচাটন ॥
ওরে ওরে বাছা মোর, না দেখিব আর তোর,
সুধাংশু-সমান সে বদন।
আর তোরে নিজ ক্রোড়ে, না বসাব ধরি করে,
না শুনিব সে মিষ্ট বচন ॥
কে কহিবে মোরে আর, হিতকথা শাস্ত্র-সার,
কে করিবে বিপদে মোচন।
কে করিবে শত্রু-জয়, কে তুষিবে বন্ধুচয়,
সম্মানিবে কেবা মান্য-জন ॥
ওরে বাপ দেবান্তক, ত্রিশিরা ও নরান্তক,
ভ্রাতা মহাপাশ মহোদর।
তোরা সবে ছাড়ি মোরে, গেলি কেন দেশান্তরে
না দেখিয়া পোড়য়ে অন্তরে ॥
যদি গেলি তোরা সবে, জীবনে কী কার্য্য তবে,
মরিব ডুবিয়া রত্নাকরে।
এক মাত্র রহি গেল, হৃদয়েতে খেদ-শেল (২),
জিনিতে নারিনু রঘুবরে ॥

---

(১) সম্প্রহার—আঘাত। (২) খেদ-শেল—খেদরূপ শেল।

ইন্দ্রজিৎ-কর্তৃক রাবণের সান্ত্বনা।

চারি পুত্র পড়ে রণে, শুনিয়া রাবণ।
আকুল হইয়া অতি করিছে রোদন॥
কোন মতে স্থির নাহি হয় এক ক্ষণ।
'হা পুত্র হা পুত্র' বলি কাঁদে দশানন॥
রাজার ক্রন্দন শুনি, কান্দে সর্ব্ব জনা।
কেহ না করিতে পারে কাহার সান্ত্বনা॥
তবে ইন্দ্রজিৎ নিজ ক্রন্দন সংবরি।
কহিতেছে দশাননে অহঙ্কার করি॥
লঙ্কা-অধিপতি তুমি, ভুবনের রাজা।
ইন্দ্র আদি দেবতা তোমার করে পূজা॥
কিসের সংগ্রাম কর বানরের সনে।
এখনি বান্ধিয়া আনি খুড়া বিভীষণে॥
আমি বিদ্যমানে কেন পাঠাও অন্য জনে।
আজ্ঞা কর, মেরে আসি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥
অনুগ্রহ করি মোরে দেহ পদধূলি।
রাম-সৈন্য মারিবারে এই আমি চলি॥
অঙ্গদ সুগ্রীব আর বীর হনূমান্।
বড় বড় বানরের লইব পরাণ॥
নল-নীল-সুষেণ মারিব অবহেলে।
জাম্ববানে ডুবাইব সাগরের জলে॥
সুগ্রীবের শ্বশুর সুষেণ বেটা বুড়া।
গদাঘাতে করিব তাহার মুণ্ড গুঁড়া॥
কেশরী বানর বেটা ঘর-পোড়ার বাপ।
যমালয়ে পাঠাইব ক'রে বীরদাপ॥
মারিব শরভ-আদি যত কপিগণে।
মিটাব সংগ্রাম-সাধ সমর-প্রাঙ্গণে॥
যত বেটা লঙ্কা আসি করেছে প্রবেশ।
বাহুড়িয়া একজন না যাইবে দেশ॥
এতেক কহিল যদি রাবণ-নন্দন।
যুদ্ধ করিবারে আজ্ঞা দিল দশানন॥

ইন্দ্রজিতের দ্বিতীয় বার
যুদ্ধ-যাত্রা।

মেঘনাদ-কথা শুনি রাবণ হর্ষিত।
কোলে করি মেঘনাদে কহিছে ত্বরিত॥
লঙ্কা-অধিপতি তুমি পুত্র মেঘনাদ।
নর-বানর মারিয়া ঘুচাও প্রমাদ॥
ভুঞ্জিতে লঙ্কার ভোগ আমি দশানন।
বিপক্ষ নাশিতে পুত্র হ'য়েছ এখন॥
বাপের দুলাল সেই পুত্র মেঘনাদ।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া করে রাজার প্রসাদ॥
অঙ্গুলে অঙ্গুরী পরে, বাহুতে কঙ্কন।
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত করে রাজ-আভরণ॥
বীর-পরিধান পরে, নেতের যে ফালি (১)।
তিন শত ফের দিয়া বাঁধিল কাঁকালি॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপন করে চন্দনের সার।
গলার উপরে তুলি দিল রত্নহার॥
স্বর্ণ-নব-গুণ (২) পরে, পরে স্বর্ণ-পাটা।
ভুবন জিনিয়া ছটা কপালের ফোঁটা॥
সোনার দাপনি (৩) লয় নব (৪) অঙ্গে বহি।
এমন সুন্দর রূপ ত্রিভুবনে নাহি॥
রাজ-আভরণ পরি দেবের বাঞ্ছিত।
সংগ্রামেতে সাজিল কুমার ইন্দ্রজিত॥
ঘন ঘন সারথিরে করিছে মেলানি।
শীঘ্র কর রথসজ্জা, ডাকিছে আপনি॥

---

(১) ফালি—অল্প চ্যাটাল লম্বা বস্ত্র খণ্ড। (২) স্বর্ণ-নব-গুণ—সোনার পৈতে, নয় খি সুতা পাক দিয়া তৈরি হয় বলিয়া পৈতার নাম নব-গুণ (ন-গুণ—পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত)। (৩) দাপনি—আর্শি। (৪) নব—নবীন; তরুণ। ইন্দ্রজিতের সর্ব্বশরীর নব-যৌবন-শোভায় ঝলকিয়া উঠিতেছে।

সারথি আনিল রথ সংগ্রাম কারণ।
মনোহর-বেশে রথ করিল সাজন॥
করিলেক রণ-সজ্জা রথের সারথি।
মাণিক্য প্রবাল কত বসাইল তথি॥
কনক-রচিত রথ মুক্তার সঞ্চারে (১)।
চারিদিকে স্বর্ণ-বৃক্ষ ফল-ফুল ধরে॥
চন্দ্র-সূর্য্য-তেজ জিনি রথের কিরণ।
প্রবাল মুকুতা কত রথের সাজন॥
পার্ব্বতীয় ঘোড়া, গলে রত্নের বিম্বকি।
তেইশ অক্ষৌহিণী ঠাট যুদ্ধের ধানুকী (২)॥
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী।
ইন্দ্রজিতের নিজ বাদ্য তিন অক্ষৌহিণী॥
কাড়া পড়া ঢাক ঢোল তবোল টিকরা।
তুরী ভেরী জগঝম্প বীণা সপ্তস্বরা॥
কাঁশী বাঁশী রাক্ষসী ঢাকের পরিপাটী।
দামামা দগড়ে পড়ে লক্ষ লক্ষ কাটি॥
ঢেমচা খেমচা বাজে, বাজে করতাল।
ঠমক খমক তাসা শুনিতে রসাল॥
বাজে শিঙ্গা ডমরু তম্বুরা জয়ঢাক।
ঝাঁঝরি মোচঙ্গ বাজে মধুর পিনাক॥
শঙ্খ বাজে, ঘণ্টা বাজে, মন্দিরা মৃদঙ্গ।
রণশিঙ্গা খঞ্জনী আর গভীর ভোরঙ্গ॥
কোটি কোটি জয়ঢাক ঘোর রবে বাজে।
কোটি কোটি জগঝম্প মহাশব্দে গাজে (৩)॥
বেহালা মন্দিরা আর বীণা আদি কত।
কহিতে না পারা যায়, তার সংখ্যা যত॥
অসংখ্য সেতার বাজে, কোটি কোটি ডম্ফ।
বাদ্যভাণ্ড-ঘোর-শব্দে ত্রিভুবন-কম্প॥
তিন কোটি রাক্ষসেতে বাজায় মাদল।
প্রলয়ের কালে যেন উঠে গণ্ডগোল॥

কটক সাজায়ে বীর যুঝিবারে নড়ে।
মন্দোদরী জননী তখন মনে পড়ে॥
মায়ে না কহিয়া যদি যুদ্ধ-যাত্রা করি।
অন্ন-জল ত্যজিবেন মাতা মন্দোদরী॥
ভক্তিভরে জননীরে প্রণাম করিয়ে।
তবে যাব রণ-স্থলে মাতৃ-আজ্ঞা লয়ে॥
এত ভাবি ইন্দ্রজিৎ সভক্তি-অন্তরে।
মাতার নিকটে বীর চলিল সত্বরে॥
সৈন্য-সেনাপতি যত দ্বারেতে রাখিয়া।
জননীর অন্তঃপুরে প্রবেশিল গিয়া॥
সুবর্ণের খাট-পাট, স্বর্ণময়ী পুরী।
সে পুরীর তুল্য শোভা ভুবনে না হেরি॥
দশ হাজার সতিনী-বেষ্টিত-মন্দোদরী।
তাহার সুখের সীমা কহিতে না পারি॥
নারায়ণ-তৈলে জ্বলে তিন লক্ষ বাতি।
মন্দোদরী পূজা করে মহেশ-পার্ব্বতী॥
ঝিউড়ী (৪) বহুড়ী (৫) আর কত শত নারী।
দশ হাজার সতিনী সহিত মন্দোদরী॥
দশ হাজার নারী (৬) মেঘনাদের গৃহিণী।
দুই লক্ষ আর যত পুত্রের রমণী॥
আর যত রমণী লঙ্কার একত্তর।
শিব-দুর্গা পূজে মাগে রণ-জয় বর॥

হেনকালে ইন্দ্রজিৎ হলো উপনীত।
পূর্ব্বাচল হতে যেন আদিত্য (৭) উদিত॥
কিরণে অরুণ যেন, রূপে চন্দ্রকলা।
তাহারে দেখিতে যত স্ত্রীলোকের মেলা॥

---

(১) মুক্তার সঞ্চারে—মুক্তার গাঁথনে। (২) ধানুকী—ধনুর্দ্ধারী। (৩) গাজে—গর্জ্জন করে। (৪) ঝিউড়ী—মেয়ে। (৫) বহুড়ী—বৌ। (৬) নারী—এখানে স্ত্রী অর্থে ব্যবহৃত। (৭) আদিত্য—সূর্য্য; অদিতির (কশ্যপ-পত্নীর) পুত্র বলিয়া সূর্য্যের এই নাম।

মন্দোদরী পূজা করে মহেশ-পার্ব্বতী।—৪০৪ পৃঃ

হাতে-ধনু আইল লক্ষ্মণ মহাবলী—৪৫৯ পৃঃ

প্রণমিল মেঘনাদ মায়ের চরণে।
মন্দোদরী পুলকিত চেয়ে পুত্র-পানে ॥
আস্তে-ব্যস্তে উঠি রাণী ধরি দুই হাতে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল মেঘনাদ-মাথে ॥
মন্দোদরী বলে, আমি পূজি গঙ্গাধরে।
সেই পুণ্যফলে পুত্র পেয়েছি তোমারে ॥
তোমা পুত্র গর্ভে ধরি হই পাটরাণী (১)।
চেড়ী হয়ে খাটে দশ হাজার সতিনী ॥
শ্রীরাম মনুষ্য নয়, বুঝি অভিপ্রায়।
ফিরে না আইসে রণে যেই বীর যায় ॥
পরদার মহাপাপ করে তোর বাপ।
সেই অপরাধে পাই এত মনস্তাপ ॥
রামের সীতা রামে দেহ, করহ পিরীতি।
মজিল কনক-লঙ্কা, নাহি অব্যাহতি ॥
বানরে পোড়ায়ে লঙ্কা কৈল ছারখার।
শ্রীরাম মনুষ্য নহে বিষ্ণু-অবতার ॥
বিভীষণ খুড়া তব গুণের সাগর।
তারে লাথি মারে রাজা সভার ভিতর ॥
আনিল রামের সীতা করিয়া হরণ।
অন্যকে রণেতে কেন পাঠায় এখন ॥
তোমারে কপাট দিয়া রাখিব গৃহেতে।
নর-বানরের যুদ্ধে না দিব যাইতে ॥
সীতা ফিরে দিন রাজা শুনুন মন্ত্রণা।
আজি হৈতে যুদ্ধ নাই, করহ ঘোষণা ॥
মন্দোদরীর কথা শুনে মেঘনাদ হাসে।
মায়েরে প্রবোধ দেয় অশেষ-বিশেষে (২) ॥
জগতের কর্ত্তা মাতা হয় মোর বাপ।
অষ্ট-লোকপালে জিনি দুর্জ্জয়-প্রতাপ ॥
এতেক বৈভব ভোগ কর কার তেজে।
হেন জনে নিন্দা কর স্ত্রীগণ-সমাজে ॥
বামা জাতি হও তুমি তেমতি বচন।
স্বামি-নিন্দা মহাপাপ কর কি কারণ ॥
অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন ইন্দ্রাণী।
শচী জিনে শত গুণে তুমি ঠাকুরাণী ॥
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালেতে যত দেবগণ।
পাপ নাহি করে বল কোন্ মহাজন ॥
সুরপতি ইন্দ্র দেখ দেবতার সার।
অহল্যার হেতু কি হৈল দেখ তার ॥
গৌতমের শিষ্য হৈয়ে ইন্দ্র দেবরাজ।
করিল কুৎসিৎ কর্ম্ম না ভাবিল লাজ ॥
সবে বলে দেবরাজ দেবের উত্তম।
যাহার কারণে নারী ত্যজিলা গৌতম।
ব্রাহ্মণের রাজা চন্দ্র জগতে বিদিত।
মহাপাপ করি হন অতি কলঙ্কিত ॥
পড়িবারে গেল বৃহস্পতির আলয়।
তথা করে মহাপাপ, মিথ্যা তাহা নয় ॥
সকলেরে তুষ্ট রেখে যাহ রণ-স্থলে।
নর-বানর জিনে এস পরম কুশলে ॥
শুভযোগে যাত্রা কৈলে নাহি পরাজয়।
সংসারেতে কেহ যেন রাণ্ডী নাহি হয় ॥
রাণ্ডীর অসাধ্য কর্ম্ম নাহি ত্রিভুবনে।
আকাশে পাতয়ে ফাঁদ স্বভাবের গুণে (৩) ॥
বুঝিয়া দেখহ মনে রাক্ষসের পতি।
এক রাঁড়ে মজাইল লঙ্কার বসতি ॥
সূর্পণখা রাণ্ডী দেখ হয় তব পিসী।
রাক্ষসী হইয়া সে মানুষে অভিলাষী ॥

---

(১) পাটরাণী—প্রধানা মহিষী। (২) অশেষ-বিশেষে—নানা প্রকারে। (৩) আকাশে পাতয়ে ফাঁদ স্বভাবের গুণে—আকাশে ফাঁদ পাতা অসম্ভব বা বহু ক্লেশ-সাধ্য। অসচ্চরিত্রা বিধবা কিন্তু নানা কৌশল-জাল বিস্তার করিয়া আকাশে ফাঁদ পাতার ন্যায় অসম্ভব বা ক্লেশ-সাধ্য ব্যাপার সংঘটন করিয়া থাকে।

বয়সের সংখ্যা নাই পাকাইল কেশ।
রামেরে ভুলাতে ধরে মনোহর বেশ ॥
রাণীর অসাধ্য কর্ম্ম নাহিক সংসারে।
সংগ্রামেতে যাহ বাছা, শুভযাত্রা করে ॥
পড়িল রামের যুদ্ধে বড় বড় বীর।
বন্ধু-বান্ধবের শোকে দহিছে শরীর ॥
হর-পার্ব্বতীর প্রিয়-ভক্ত দশানন।
কেন এসে রক্ষা না করেন দুই জন ॥
উপকার কি করিল শঙ্কর-পার্ব্বতী।
সূর্পণখা মজাইল লঙ্কার বসতি ॥
বিলাপ করিয়া কান্দে লক্ষ লক্ষ নারী।
শ্রাবণের ধারা যেন চক্ষে বহে বারি ॥
রাণীর রোদনে ইন্দ্রজিতের বিষাদ।
সবারে প্রবোধ-বাক্য কহে মেঘনাদ ॥
না কান্দ না কান্দ সবে, পরিহর শোক।
স্বর্গেতে গিয়াছে তোমাদের পতিলোক ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে রণে মারিয়া এখনি।
নিবাইব সকলের মনের আগুনি ॥
এত বলি সকলেরে দিল পাতিয়ান (১)।
মন্দোদরী কহে তবে পুত্র-বিদ্যমান ॥
রূপে গুণে বীর তুমি পরম-সুন্দর।
দেব দানবের কন্যা বিবাহ বিস্তর ॥
নয় হাজার নারী তব পরম-সুন্দরী।
আজি সেবা করুক যতেক বহুয়ারী (২) ॥
রাখহ মায়ের বাক্য হইয়া সুমতি (৩)।
অন্তঃপুরে থাক বাছা, আজিকার রাতি ॥
মন্দোদরী কথা কহে সকরুণ-ভাষে।
বদনে ঝাঁপিয়া বস্ত্র ইন্দ্রজিৎ হাসে ॥
যুঝিবারে পিতা মোরে দিলেন আরতি।
কেমনে থাকিব গৃহে, না হয় যুকতি ॥
সসৈন্যেতে আসিয়াছি যুঝিবার মনে।
কোন্ লাজে গৃহমাঝে থাকিব এক্ষণে ॥
করিব কঠিন যজ্ঞ নামে নিকুম্ভিলা।
ইষ্টদেব-অর্চ্চনে হইল এত বেলা ॥
যজ্ঞেতে আহুতি দিব গিয়া যে এখনি।
ছোঁবার থাকুক কাজ, না হেরি রমণী ॥
যাত্রাকালে ছুঁলে নারী পড়িবে প্রমাদ।
এত বলি বিদায় হইল মেঘনাদ ॥
ভক্তিভরে জননীর চরণ বন্দিয়া।
যজ্ঞ তরে ইন্দ্রজিৎ চলিল সাজিয়া ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন।
লঙ্কা-কাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ ॥

ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলা যজ্ঞানুষ্ঠান।

বৈসে গিয়া ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ করিবারে।
জোগায় যজ্ঞের দ্রব্য লক্ষ্য নিশাচরে ॥
রক্তবস্ত্র ভারে ভারে আনিছে তখন।
রক্তবর্ণ পুষ্পমালা সুরক্ত-চন্দন ॥
শরপত্র বোঝা বোঝা ঘৃতের কলস।
কাল ছাগ পালে পালে বহিছে রাক্ষস ॥
যজ্ঞশালে শরপত্র বিছায় সকল।
মন্ত্র পড়ি যজ্ঞকুণ্ডে জ্বালিল অনল ॥
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ছাগল ছেদিয়া কোটি কোটি।
যজ্ঞেতে আহুতি দেয় অতি পরিপাটী ॥
আতপ তণ্ডুল যব পাটি পাটি (৪) আনে।
হবিতে (৫) মিলিত করি দিতেছে আগুনে ॥

---

(১) পাতিয়ান—আশ্বাস; প্রবোধ; সান্ত্বনা। (২) বহুয়ারী—বৌ। (৩) সুমতি—সুবুদ্ধি। (৪) পাটি পাটি—শ্রেণীবদ্ধ ভাবে অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে। (৫) হবিতে—ঘি-এর সহিত।

রক্তবস্ত্র মাল্য দেয় জোবড়ায়ে (১) ঘৃতে।
দশ হাজার ব্রাহ্মণ বসেছে চারিভিতে ॥
অগ্নির দুর্জ্জয় শব্দ মেঘের গর্জ্জন।
বিংশতি যোজন শিখা উঠিল গগন ॥
তপ্ত কাঞ্চনের মত বিপরীত শিখা।
মূর্ত্তিমান্ হয়ে অগ্নি এসে দিল দেখা ॥
সাক্ষাতে আসিয়া অগ্নি হৈল অধিষ্ঠান।
যব ধান্য দুগ্ধ দধি মধু কৈল পান ॥
যে বর চাহিল ইন্দ্রজিৎ পাইল সুখে।
মনের আনন্দে কহে সৈন্যগণে ডেকে ॥

ইন্দ্রজিতের দ্বিতীয়বার যুদ্ধ-যাত্রা।

রথের সাজন বীর কৈল দুই হাতে।
লাফ দিয়া উঠে গিয়া সংগ্রামের রথে ॥
চণ্ড-মুণ্ড ছত্র-দণ্ড ধরিয়াছে শিরে।
পূর্ব্বদ্বারে উপনীত মার মার ক'রে ॥
পূর্ব্বদ্বার আগুলিয়া ছিল নীল-সেনা।
ভঙ্গ দিয়া পলায় বানর অগণনা ॥
উঠে পড়ে পলায় পাইয়া সবে ডর।
মেঘনাদ হাসে বসি রথের উপর ॥
বানরের ভঙ্গ দেখে নীল বীর রোখে (২)।
লাফ দিয়া গেল মেঘনাদের সম্মুখে ॥
নীল বীর বলে, ওরে, বেটা মেঘনাদ।
জীয়ন্তে ফিরিয়া যাবে, না করিহ সাধ ॥
সুগ্রীব পাইল রাজ্য শ্রীরামের গুণে।
রাবণে বধিয়া রাজ্য দিব বিভীষণে ॥
অজেয় সুগ্রীব রাজা অতুলনা (৩) বল।
গাছ-পাথরেতে বান্ধে সাগরের জল ॥
দুকূল সমুদ্র বেঁধে কৈল এক কূল।
রাক্ষস-কটক মারি করিল নির্ম্মূল ॥
জীবনের বাঞ্ছা থাকে যদি ইন্দ্রজিৎ।
সবান্ধবে লঙ্কা ছেড়ে পলাও ত্বরিত ॥
যে বেটা থাকিবে এই লঙ্কার ভিতর।
পাঠাইবে যমালয় সুগ্রীব বানর ॥
ইন্দ্রজিৎ বলে, বেটা, ভ্রমিছিলি বনে।
কেন প্রাণ দিতে এলি রাক্ষসের বাণে ॥
না জান ধরিতে অস্ত্র, কথার আঁটনি (৪)।
এক বাণে যমালয়ে পাঠাব এখনি ॥
সুগ্রীব বানরা, তার কিসের বাখান।
লক্ষ্মণ মানুষ বেটা কত জানে বাণ ॥
গোটা কত রাক্ষস মারিয়া তোর রাম।
মনেতে করেছে বুঝি জিনেছি সংগ্রাম ॥
সেই দিন ম'রে যেত বেটা নাগ-পাশে।
ভাগ্য হতে (৫) বেঁচে গেল গরুড়-নিশ্বাসে ॥
পক্ষী বেটা আসিয়া দিলেক প্রাণদান।
ধিক্ রে বানরা, তার করিস্ বাখান ॥
এত যদি কহিলেক রাবণের বেটা।
নীল বানরের বুকে লাগে যেন জাঠা ॥
কহিতেছে নীল বীর কোপেতে বিবর্ণ।
তুই না ম'রে মরে তোর খুড়া কুম্ভকর্ণ ॥
আগু পাছু না জানিস্, জাতি নিশাচর।
তুই থাকিতে মরে কেন তোর সহোদর ॥
যতেক রাক্ষসগণ আইল নিকটে।
না জানে ধরিতে অস্ত্র, হাতে নাহি আঁটে(৬) ॥
নাহিক আহার নিদ্রা, জাগি সারারাতি।
যাবৎ না মারিব লঙ্কার অধিপতি ॥

---

(১) জোবড়ায়ে—মিশাইয়া। (২) রোখে—ক্রোধে। (৩) অতুলনা—যাহার তুলনা মিলে না। (৪) আঁটনি—সংযম ; দৃঢ়তা। (৫) ভাগ্য হতে—অদৃষ্টের গুণে। (৬) হাতে নাহি আঁটে—তাহাদের অস্ত্র ধরিবার শক্তি নাই।

আজি তোরে মারিয়া মারিব তোর পিতা।
বিভীষণের উপরে ধরাব দণ্ড-ছাতা॥

ইন্দ্রজিতের যুদ্ধে বিভীষণ ও হনুমান্ ব্যতীত সৈন্যসহ শ্রীরাম-লক্ষ্মণের পতন।

কুপিল সে ইন্দ্রজিৎ নীলের বচনে।
কোপে গালি পাড়ে বীর, যত আসে মনে॥
আজি যদি রহে বেটা তোমার জীবন।
তবে রাজা করিস্ রাক্ষস বিভীষণ॥
এত বলি মেঘনাদ মেঘে হয় লুকি।
মেঘের আড়েতে যুঝে রাবণি (১) ধানুকী॥
আকাশে থাকিয়া করে বাণ বরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে যত কপিগণ॥
খাণ্ডা ও ডাঙ্গস টাঙ্গী ছুরী এক-ধারা (২)।
চারি ভিতে পড়ে যেন আকাশের তারা॥
নানা অস্ত্র বানরের পৃষ্ঠে করে পার।
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া পড়ে রুধিরের ধার॥
হস্ত পদ কাটে, কপি পড়ে কোটি কোটি।
গড়াগড়ি যায় ভূমে, কামড়ায় মাটি॥
পলাইয়া যায় কেহ মনে ভেবে অন্ত (৩)।
ছুতা করি পড়ে কেহ সিট্‌কিয়া দন্ত॥
কেহ পড়ে সেতুবন্ধে, গায়ে মাখে বালি।
দূরে গিয়া কেহ বা রাজারে পাড়ে গালি॥
ভাল ছিল বালি রাজা গুণের সাগর।
আপনার পুত্র সম পালিল বানর॥
বালি রাজার খাইয়া পরিয়া গেল কাল।
এত দিন নাহি ছিল এমন জঞ্জাল॥
আড়াই দিনের মধ্যে পেয়ে ছত্র-দণ্ড।
লঙ্কাতে বানর এনে কৈল লণ্ড-ভণ্ড॥
রাম-সুগ্রীবের আর কেন উপরোধ।
ইন্দ্রজিৎ সনে নাহি করিব বিরোধ॥
কপির ক্রন্দন শুনি ইন্দ্রজিৎ হাসে।
প্রহারে অসংখ্য বাণ থাকিয়া আকাশে॥
বরিষে অসংখ্য বাণ আগুণের কণা।
পড়িল যে নীল বীর সহ নিজ সেনা॥
রক্তে নদী বহিতেছে, ভীষণ আকার।
বানর সহস্র কোটি পড়ে পূর্ব্বদ্বার॥
পূর্ব্বদ্বার জিনিয়া কুমার মেঘনাদ।
দক্ষিণ দ্বারেতে গিয়া করে সিংহনাদ॥
দক্ষিণ দুয়ারে কপি কোন্ বীর জাগে।
পরিচয় দেহ, যুদ্ধ দেহ মোর আগে॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র জাগে অঙ্গদ প্রভৃতি।
মরিতে আইল বেটা নিশাভাগ রাতি (৪)॥
নাহিক আহার-নিদ্রা, নাহি সুখ-আশ।
যাবৎ রাবণ-বংশ না হয় বিনাশ॥
আজি তোরে মারিয়া মারিব তোর পিতা।
বিভীষণের উপরে ধরাব দণ্ড-ছাতা॥
ছারখার করিব লুঠিয়া লঙ্কাপুরী।
বিভীষণের কোলে দিব রাণী মন্দোদরী॥
কোপে ইন্দ্রজিৎ শরভের বাক্য শুনে।
গালি পাড়ে ইন্দ্রজিৎ যত আসে মনে॥
আজিকার যুদ্ধে যদি রহে ত জীবন।
তবে রাজা করিস্ রাক্ষস বিভীষণ॥

---

(১) রাবণি—রাবণ-পুত্র মেঘনাদ। (২) এক-ধারা—যে অস্ত্রের একপাশে ধার থাকে। (৩) অন্ত—মৃত্যু। (২) নিশাভাগ রাতি—গভীর রাত্রি; নিশীথ রাত্রি এইরূপ অর্থ অনুমিত হয়।

এত বলি মেঘনাদ মেঘেতে লুকায়ে।
বরিষে অসংখ্য বাণ বিক্রম করিয়ে॥
আকাশে থাকিয়া করে বাণ বরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে যত কপিগণ॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র প্রহারে, ব্রহ্মার পেয়ে বর।
বাণ ফুটে মূর্চ্ছাগত অসংখ্য বানর॥
বড় বড় বানর হইল অচেতন।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র পড়ে, বালির নন্দন॥
আশী কোটি কপি পড়ে দক্ষিণ দ্বারেতে।
বানরের রক্তে নদী বহে খরস্রোতে॥
জিনিয়া দক্ষিণ দ্বার চলে মেঘনাদ।
উত্তর দ্বারেতে গিয়া করে সিংহনাদ॥
উত্তর দ্বারেতে কোন্ কোন্ বেটা জাগে।
পরিচয় দেহ ত দারুণ নিশাভাগে॥
ধূম্রাক্ষ বানর ছিল রাত্রি জাগরণে।
ডাকিয়া উত্তর করে মেঘনাদ সনে॥
অসংখ্য বানর তোর আছে পথ চেয়ে।
আপনি সুগ্রীব রাজা রয়েছে জাগিয়ে॥
অন্ন-জল না খাই, না খাই নিদ্রা রেতে।
যাবৎ রাক্ষস বংশ না পারি মারিতে॥
আজি তোরে মারিয়া মারিব তোর পিতা।
বিভীষণের উপরে ধরাব দণ্ড-ছাতা॥
কোপে জ্বলে ইন্দ্রজিৎ বানর-বচনে।
গালি পাড়ে মেঘনাদ যত আসে মনে॥
আজিকার যুদ্ধে আগে বাঁচুক জীবন।
তবে রাজা করিস্ রাক্ষস বিভীষণ॥
এত বলি মেঘনাদ মেঘেতে লুকায়ে।
বানর-কটক বিন্ধে সন্ধান পুরিয়ে॥
বাণ বরিষণ করে থাকিয়া আকাশে।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধি কপিগণে নাশে॥
মারে কাটে ইন্দ্রজিৎ কেহ নাহি দেখে।
উত্তর দ্বারেতে কপি পড়ে লাখে লাখে॥
বানর-কটক পড়ে বীর-চূড়ামণি।
আছুক অন্যের কাজ সুগ্রীব আপনি॥
রক্তে নদী বহে, ঠাট পড়িল বিস্তর।
অসংখ্য বানরে পড়ে সুগ্রীব বানর॥
মেঘের আড়েতে চলে বীর মেঘনাদ।
পশ্চিম দুয়ারে গিয়া করে সিংহনাদ॥
পশ্চিম দুয়ারে কোন্ কোন্ বীর জাগে।
ত্বরিতে আসিয়া যুদ্ধ দেহ নিশাভাগে॥
হনূমান্ বীর ছিল রাত্রি-জাগরণে।
ডাকিয়া উত্তর করে মেঘনাদ সনে॥
সেনাপতিগণ জাগে নাহি পরিমাণ।
বড় বড় বীর জাগে পর্ব্বত-প্রমাণ॥
জাগিছে সুষেণ বৈদ্য রাজার শ্বশুর।
জাগিতেছে কোটি কোটি বানর প্রচুর॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ জাগে সংসার পূজিত।
আমি হনূমান্ জাগি, শুন ইন্দ্রজিৎ॥
নাহিক আহার-নিদ্রা, জাগি দিবা-রাতি।
যাবৎ না মারিব লঙ্কার অধিপতি॥
তোরে বধ করিয়া বধিব তোর পিতা।
বিভীষণের উপরে ধরাব দণ্ড-ছাতা॥
বিভীষণে সমর্পিব স্বর্ণ-লঙ্কা-পুরী।
তাহার সহিত দিব রাণী মন্দোদরী॥
এত শুনি মেঘনাদ মহাকোপ মনে।
হনূমানে গালি দেয় যত আসে মনে॥
শ্রীরামেরে ডাক দিয়া বলে মেঘনাদ।
দেশেতে জীয়ন্তে যাবে না করিহ সাধ॥
ইন্দ্রজিৎ নাম মোর ত্রিভুবনে জানে।
কোন্ বেটা নিস্তার পাইবে মোর বাণে॥

এত বলি লুকাইল মেঘের আড়ালে।
আকাশ হইতে বাণ ঝাঁকে ঝাঁকে ফেলে ॥
আকাশে থাকিয়া বাণ করে বরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
শেল শূল মুষল মুদ্গর এক-ধারা।
চারিদিকে পড়ে যেন আকাশের তারা ॥
জাঠা জাঠি ঝকড়া কর্ণিক এক-ধার।
বরিষণ করে, আর বলে মার মার ॥
রামেরে যতেক বিন্ধে, তাহা নাহি মানে।
সহ সহ বলি তবে ডাকয়ে লক্ষ্মণে ॥
বজ্রের সমান বাণ অসংখ্য বরিষে।
পড়িল লক্ষ্মণ বীর শ্রীরামের পাশে ॥
ক্ষুরপার্শ্ব অর্দ্ধচন্দ্র দুই বাণ নাম।
সেই দুই বাণ ফুটে পড়িল শ্রীরাম ॥

চারি দ্বারে পড়ে ঠাট শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
বন্দিতে চলিল বীর পিতার চরণ ॥
আগুসার পথে পড়ে চন্দনের ছড়া।
তাহার উপরে পাতে নেতের পাছড়া ॥
হাতেক প্রমাণ পাড়ে পুষ্প পারিজাত।
আজ্ঞা পেয়ে পবন সুগন্ধি বহে বাত ॥
দাণ্ডায় বাপের আগে বীর-অবতার।
বাপের চরণে মাথা নোঙায় তিন বার ॥
কহিল সকল যত করিল সংগ্রাম।
পড়িল সকল সৈন্য সহিত শ্রীরাম ॥
পড়িল লক্ষ্মণ আর বীর হনুমান্।
বানর-কটক পড়ে, নাহি পরিমাণ ॥
সুগ্রীব অঙ্গদ পড়ে নীল সেনাপতি।
পড়িল সে জাম্ববান্ ভল্লুক প্রভৃতি ॥
গন্ধমাদন শরভ সুষেণ আদি বীর।
সমুদ্রের কূলে সব লোটায় শরীর ॥
চারি দ্বারে পড়িয়াছে বানরের থানা।
আজি রণে জীয়ন্ত নাহিক একজনা ॥
সুগ্রীব বানরে আর নাহি তব ডর।
ঘরপোড়া বানর গিয়াছে যম-ঘর ॥

হরিষে যুদ্ধের কথা কহে মেঘনাদ।
চুম্ব দিয়া রাবণ করিল আশীর্ব্বাদ ॥
রাজপ্রসাদ মেঘনাদ পাইল বিস্তর।
বিচিত্র-নির্ম্মাণ দিল রত্নের টোপর ॥
বলয় কঙ্কণ দিল মাণিক রতন।
পঞ্চশব্দে বাদ্য (১) বাজে না যায় গণন ॥
মস্তকের মণি দিল নানা রত্ন ধন।
বহু রাজ-উপহারে তুষিলেক মন ॥
রাজপ্রসাদ দিল রাজ্য ক'রে লণ্ড-ভণ্ড।
সবে মাত্র নাহি দিল নব ছত্র-দণ্ড ॥
রাজপ্রসাদ পাইয়া প্রবেশে অন্তঃপুরী।
নারীগণে লৈয়ে গৃহে খেলে পাশাসারি ॥

বানর-সৈন্যদল সহ শ্রীরাম-লক্ষ্মণের প্রাণরক্ষার্থ বিভীষণ, হনুমান্ ও জাম্ববানের মন্ত্রণা।

চারি দ্বারে পড়ে সৈন্য শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
রক্ষা পায় বিভীষণ পবন-নন্দন ॥
দুই জনে অমর ব্রহ্মার পেয়ে বর।
না মরিল দুই জন বানর-ভিতর ॥
চিন্তিয়া গণিয়া দোঁহে যুক্তি কৈল সার।
রাম-লক্ষ্মণ জীয়াইতে কইল প্রতিকার ॥

---

(১) পঞ্চশব্দ বাদ্য—(ক) মৃদঙ্গ, তবলা, ঢোলক ইত্যাদি (খ) ঢাক, ঢোল, নহবত, নাগাড়া ইত্যাদি (গ) মাদল, জোড়-খাই, ডুগডুগি ইত্যাদি (ঘ) জগঝম্প, দামামা, কাড়া ইত্যাদি (ঙ) টিকারা, ডঙ্ক, খোল ইত্যাদি—৩৩০ পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য। মতান্তরে জয়ধ্বনি, বন্দিধ্বনি, বেদধ্বনি, বাদ্যধ্বনি ও তোপধ্বনি।

হাতে করি দেউটি (১) ফিরিছে দুই বীর।
বানর দেখিয়া বেড়ায়, গতি অতি ধীর॥
সুগ্রীব রাজা পড়িয়াছে ল'য়ে রাজ্যখণ্ড।
ছত্রিশ কোটি সেনাপতি লোটাইছে মুণ্ড॥
পূর্ব্বদ্বারে শত কোটি বানর-সংহতি।
হাত্তে-গাছ পড়িয়াছে নীল সেনাপতি॥
পড়েছে অঙ্গদ-বীর দক্ষিণ দুয়ারে।
বাণেতে অবশ অঙ্গ মূর্চ্ছিত শরীরে॥
পড়িয়া পশ্চিম দ্বারে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
দেখিয়া মাথায় হাত কান্দে দুই জন॥
শব্দ নাহি, স্তব্ধ অঙ্গ, দুজনে মূর্চ্ছিত।
নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে, নাহিক সংবতি॥
বাণ ফুটে পড়িয়াছে মন্ত্রী জাম্ববান্।
না পারে মেলিতে চক্ষু, বুকে পড়ে টান॥
বিভীষণ বলে, তুমি বলে মহাবলী।
উঠিয়া মন্ত্রণা কর, আর কারে বলি॥
জাম্ববান্ বলে, আমার অঙ্গে লক্ষ বাণ।
না পারি মেলিতে চক্ষু, বুকে পড়ে টান॥
অনুমানে জানিলাম কথার আভাসে (২)।
বিভীষণ আসিয়াছে, আমার সম্ভাষে॥
জাম্ববান্ বলে, তুমি ধার্ম্মিক সুজন।
তত্ত্ব (৩) করে দেখ কোথা পবন-নন্দন॥
দুজনে মন্ত্রণা করি ভাবহ উপায়।
ইন্দ্রজিৎ-বাণে সবে রক্ষা কিসে পায়॥
বিভীষণ বলে, তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি।
ইন্দ্রজিৎ-বাণে তব ছন্ন হৈল মতি॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ পড়ে' জগৎ-পূজিত।
এ সময়ে কেন নাহি চিন্তা কর হিত॥
পড়েছে সুগ্রীব রাজা বানরের পতি।
কি হবে উপায় কিছু কর অবগতি॥
এবে সে জানিনু আমি তোমার চরিত্র।
পবন-নন্দন বিনা নাহি তব মিত্র॥
জাম্ববান্ বলে, মম বুদ্ধি নাহি ঘটে।
হনূমানে ডেকে দেহ আমার নিকটে॥
অন্য অন্য অন্বেষণে নাহি প্রয়োজন।
দেখ আগে, কোথা আছে পবন-নন্দন॥
চেতন থাকয়ে যদি তাহার শরীরে।
প্রাণদান দিবেক সকল মহাবীরে॥
বিভীষণ বলে, দেখ মেলিয়া নয়ন।
তোমা সম্ভাষিতে আসে পবন-নন্দন॥
হনূমান্ জাম্ববানের বন্দিল চরণ।
মৃদুভাষে জাম্ববান্ বলিছে তখন॥
কপিগণ সহ পড়ে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
ঔষধ আনিলে তুমি জীয়ে সর্ব্বজন॥
অন্তরীক্ষে যাইবে পবনে করি ভর।
অতি উচ্চে হিমালয়-পর্ব্বত-শিখর॥
ঋষ্যমূক পর্ব্বত সে হিমালয়-পার।
ধবল পর্ব্বত শ্বেত ধবল আকার॥
তাহার দক্ষিণ-পূর্ব্বে পর্ব্বত কৈলাস।
ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আছে ঔষধ নির্য্যাস (৪)॥
চারি বৃক্ষে আছয়ে ঔষধ চারি জাতি।
অন্ধকারে আলো করে ঔষধের জ্যোতি॥
'বিশল্যকরণী' এক সর্ব্ব-লোকে জানি।
দ্বিতীয় ঔষধ নাম 'মৃত-সঞ্জীবনী'॥
তৃতীয় ঔষধ আছে 'অস্থি-সঞ্চারিনী'।
চতুর্থ ঔষধ নাম 'সুবর্ণ-করণী'॥

---

(১) দেউটি—প্রদীপ। (২) কথার আভাসে—গলার আওয়াজ শুনিয়া। (৩) তত্ত্ব—অনুসন্ধান। (৪) নির্য্যাস—নিশ্চয়।

আনিতে ঔষধ যদি পার রাতারাতি।
চারি যুগে থাকিবেক তোমার সুখ্যাতি॥
নাহিক এ সব কথা বাল্মীকি-রচনে।
বিস্তারিয়া লিখিত 'অদ্ভুত-রামায়ণে'॥
এক রামায়ণ শত-সহস্র প্রকার।
কে জানে প্রভুর লীলা কত অবতার॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণ।
লঙ্কাকাণ্ড গাইলেন গীত-রামায়ণ॥

ঔষধ আনিবার জন্য হনুমানের ঋষ্যমূক পর্ব্বতে যাত্রা।

জাম্ববান্ হনুমানে দিলেন বিদায়।
ঔষধ আনিতে বীর হনুমান্ যায়॥
উভ লেজ করিয়া সারিল (১) দুই কাণ।
এক লাফে আকাশে উঠিল হনুমান্॥
মহাশব্দে চলিল পবনে করি ভর।
লেজের দাপটে উড়ে পর্ব্বত পাথর॥
দশ যোজন হৈল বীর আড়ে পরিসর।
দীর্ঘেতে যোজন ত্রিশ চমকে অমর॥
লাঙ্গুল বাড়ায়ে কৈল যোজন পঞ্চাশ।
সারিয়া তুলিল লেজ, ঠেকিল আকাশ॥
নিমেষেতে সাগর হইয়া গেল পার।
সরা গোটা (২) জ্ঞান করে সকল সংসার॥
নদ নদী এড়াইল পর্ব্বত কন্দর।
কত বন উপবন হয়ে গেল পার॥
নানা তীর্থ-ক্ষেত্র কত মুনির বসতি।
বারো বৎসরের পথ যায় এক রাতি॥
হিমালয় পর্ব্বত ছাড়য়ে শীঘ্রগতি।
কৈলাস-পর্ব্বত দেখে ধবল-আকৃতি॥
ঋষ্যমূক পর্ব্বতে উঠিল হনুমান্।
ঔষধের গন্ধ পেয়ে রহে সেই স্থান॥
ঔষধের গন্ধেতে সুগন্ধি বাত বহে।
সন্ধান পাইয়া বীর সেইখানে রহে॥
শিখরে শিখরে ফিরে পবন-নন্দন।
চারি জাতি ঔষধ না পায় দরশন॥
দেবমূর্ত্তি ঔষধ, কি দিব তার লেখা।
কারে হয় অদর্শন, কারে দেয় দেখা॥
ঔষধ না পায় বীর, রজনী বিস্তর।
মনে মনে চিন্তা তবে করে বীরবর॥
মনে মনে হনূ তবে করে অনুমান।
বাণ খেয়ে বুদ্ধি গেছে বুড়া জাম্ববান্॥
তল্লাসিয়া পর্ব্বত করিনু পাঁতি পাঁতি।
চারি জাতি ঔষধ না পাই এক জাতি॥
অকারণে পাইলাম ভল্লুকের বোলে।
এত দুঃখ বিধাতা কি লিখিল কপালে॥
বুদ্ধিমান্ হনুমান্ বিচারে পণ্ডিত।
সাত-পাঁচ ভাবি মনে স্থির করে চিত॥
ব্রহ্মার নন্দন বীর, আছে বহু জ্ঞান।
সর্ব্বলোকে বলে, মহামন্ত্রী জাম্ববান্॥
তার বাক্য মিথ্যা না হইবে কোন কালে।
পর্ব্বত চাতুরী ক'রে ঔষধ লুকালে॥
সাধে কি তোমার পাখা কাটে পুরন্দর (৩)
আমারে ভাবিলে তুমি বনের বানর॥
পরিহাস কর তুমি বিপত্তির কালে।
উপাড়িয়া ফেলে দিব সাগরের জলে॥

---

(১) সারিল—খাড়া করিল। (২) সরা গোটা—একখানা সরা। (৩) পূর্ব্বে পর্ব্বতের পাখা ছিল; এজন্য পর্ব্বত সকল সময়ে সময়ে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে উড়িয়া গিয়া বসিত। ইহাতে বহু গ্রাম নগর ধ্বংস হইতে দেখিয়া ইন্দ্র সৃষ্টি রক্ষার্থ পর্ব্বতের পাখা কাটিয়া দেন।

সুগ্রীবের চর আমি শ্রীরামের দাস।
আমার সঙ্গেতে তুমি কর পরিহাস ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর ভারতী।
যাঁর কণ্ঠে বিরাজেন দেবী সরস্বতী ॥

হনুমান্ কর্ত্তৃক পর্ব্বতের স্তব।

হনুমান্ জোড়-করে, পর্ব্বতের স্তব করে,
বলে শুন শুন গিরিবর।
পাব ব'লে মহৌষধি, লঙ্ঘিয়া পর্ব্বত-নদী
দুঃখ পেয়ে এসেছি বিস্তর ॥
মেরুগণ (১) যত আছে, তুল্য নহে তব কাছে,
তুমি মেরু সুমেরু সমান।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ রণে, পড়েছেন দুই জনে,
অপাঙ্গে (২) ঔষধ কর দান ॥
সুগ্রীব অঙ্গদ নল, আর যত মহাবল,
প'ড়ে আছে মৃতদেহ প্রায়।
তুমি হ'য়ে দয়াবান্, মহৌষধি কর দান,
বাঁচে সবে তোমার কৃপায় ॥
শুন হিত উপদেশ, রজনী হইল শেষ,
যেতে হবে সাগরের পার।
শুন মেরু গুণনিধি, দেখাইয়া মহৌষধি,
করহ রামের উপকার ॥
এরূপে অঞ্জনা-সুত, স্তব করে শত শত,
পর্ব্বত না মানে উপরোধ।
রামপদ-অভিলাষে, বিরচিল কৃত্তিবাসে,
মারুতির উপজিল ক্রোধ ॥

হনুমান্ কর্ত্তৃক ঔষধ আনয়ন ও সসৈন্যে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের প্রাণদান।

এত পরিশ্রমে হনূ ঔষধ না পায়।
কোপে কড়মড় দন্ত, কটমট চায় ॥
হনুমান্ বলে, আমি শ্রীরামের দাস।
না দিল ঔষধ বেটা, করে উপহাস ॥
ক্ষুদ্র তুই প্রস্তর, পর্ব্বত কেটা বলে।
তোর মত কত শত ডুবায়েছি জলে ॥
এত বলি ধরি টানে পবন-নন্দন।
চড় চড় শব্দে ছিঁড়ে লতার বন্ধন ॥
বড় বড় বৃক্ষ সব উপাড়িয়া পড়ে।
পালে পালে বন্য-জন্তু ধায় উভরড়ে ॥
কত শত মুনি-ঋষির হৈল তপোভঙ্গ।
সিংহের উপরে চেপে পড়িছে মাতঙ্গ ॥
শার্দ্দূল-উপরে পড়ে কুক্কুর শৃগাল।
নেউল মূষিক সাপ একত্র মিশাল ॥
ভূত প্রেত পিশাচ পলায় লৈয়ে প্রাণ।
আতঙ্কেতে যক্ষ বলে রক্ষ ভগবান্ ॥
প্রলয় পাড়িল, পলাবার নাহি পথ।
মূর্ত্তিমান্ হয়ে দেখা দিলেন পর্ব্বত ॥
ঋষিরূপে আসি হনুমানের সাক্ষাতে।
জিজ্ঞাসিল হনুমানে মধুর বাক্যেতে ॥
কে তুমি, কোথায় থাক, বীর-চূড়ামণি।
পর্ব্বত ধরিয়া কেন কর টানাটানি ॥
হনুমান্ বলে, আমি পবনের সুত।
সুগ্রীবের অনুচর, শ্রীরামের দূত ॥
হরেছে রামের সীতা দুষ্ট দশানন।
রঘুনাথ ক'রেছেন সাগর-বন্ধন ॥
লঙ্কাতে হতেছে যুদ্ধ শ্রীরাম-রাবণে।
পড়েছেন রঘুনাথ ইন্দ্রজিৎ-বাণে ॥

---

(১) মেরুগণ—পর্ব্বত সকল। (২) অপাঙ্গে—নেত্র-কোণে; এখানে ত্বরা করিয়া।

রঘুনাথ মূর্চ্ছাগত ঠাকুর লক্ষ্মণ।
সুগ্রীব অঙ্গদ আদি যত কপিগণ॥
অচৈতন্য হয়ে সবে আছে লঙ্কাপুরে।
জাম্ববান্ পাঠাইল ঔষধের তরে॥
মহৌষধি আছে এই পর্ব্বত উপরে।
না দিল ঔষধ মেরু কোন্ অহঙ্কারে॥
প্রাণপণে করিব রামের উপকার।
পর্ব্বত লইয়া যাব সাগরের পার॥
ঋষি বলে, শান্ত হও পবন-নন্দন।
আমি দেখাইয়া দিব ঔষধের বন॥
এত বলি সঙ্গে করি লয়ে সেইখানে।
দেখাইয়া দিল গিয়া ঔষধ যেখানে॥
চারি জাতি ঔষধ লইয়া হনূমান্।
উভলেজ (১) করিয়া সারিল দুই কাণ॥
লাফ দিয়া বীর গিয়া উঠিল আকাশে।
লঙ্কাপুরে উপনীত চক্ষুর নিমিষে॥
বিশল্য-করণী আর সুবর্ণ-করণী।
অস্থি-সঞ্চারিণী আর মৃত-সঞ্জীবনী॥
এই চারি ঔষধ লইয়া হনূমান্।
চারি দ্বারে ভ্রমণ করয়ে স্থানে-স্থান॥
চারি ঔষধের ঘ্রাণ যত দূর যায়।
বানর-কটক সব উঠিয়া দাঁড়ায়॥
নিদ্রাভঙ্গে উঠে যেন মেলিয়া নয়ন।
সেইরূপে উঠিলেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
সুগ্রীব উঠিল বানরের অধিপতি।
দ্বিবিদ কুমুদ উঠে সৈন্যের সংহতি॥
নল নীল উঠিল অঙ্গদ যুবরাজ।
গয় ও গবাক্ষ উঠে কটক-সমাজ॥
যার নাকে লাগে অস্থি-সঞ্চারিণী-গুঁড়া।
কটকের হাত-পা আসিয়া লাগে জোড়া॥
অস্থি-সঞ্চারিণী-গন্ধ প্রবেশয়ে নাকে।
চারি দ্বারের বানর উঠিল ঝাঁকে ঝাঁকে॥
সুবর্ণ-করণী গন্ধ সুকোমল অতি।
সুন্দর শরীর হৈল পূর্ব্বের আকৃতি॥
সকল বানর উঠে দিয়া অঙ্গ-ঝাড়া।
হনূমানে কহে সবে, হাত করি জোড়া॥
তোমার সমান বীর ত্রিভুবনে নাই।
তোমার প্রসাদে সবে মৈলে প্রাণ পাই॥
রাম বলে, হনূমান্, যে গুণ তোমার।
শতযুগে শোধিতে নারিব তব ধার॥
কি দিব প্রসাদ বল, আছে কিবা ধন।
হনূমানে কোল দিলা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
রাম বলে, হনূমান্, তুমি ভক্ত ধীর।
তোমাতে আমাতে ভেদ নাহিক শরীর॥
সর্ব্বজনে করে হনূমানের বাখান।
হনূমান হৈতে সবে পাইল পরাণ॥
মিথ্যা হৈল যত যুদ্ধ কৈল ইন্দ্রজিৎ।
কৃত্তিবাস গাইলেন লঙ্কাকাণ্ড-গীত॥

লঙ্কার চারি-দ্বার অবরোধ।

'রাম-জয়' শব্দে কপি ছাড়ে সিংহনাদ।
লঙ্কাতে রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ॥
রাবণ বলে, দৈবগতি কে পারে সহিতে।
লঙ্কাপুরী বিনাশিবে নর-বানরেতে॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ মৈল যত সেনাপতি।
এখনি উঠিল বেঁচে না পোহাতে রাতি॥
মোর সেনা মরিলে না বাঁচে এক জন।
বারে বারে মরে বাঁচে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥

(১) উভলেজ—উচ্চ লাঙ্গুল।

হেন বীর নাহি মোর লঙ্কার ভিতর।
মারে রাম-লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব বানর॥
মরিয়া না মরে এরা এ কেমন বৈরী।
বীরশূন্য হইল কনক-লঙ্কাপুরী॥
হেন ছার যুদ্ধে আর নাহি প্রয়োজন।
থাকিব কপাট দিয়া, প্রাণ বড় ধন॥
প্রবেশিতে লঙ্কাপুরে নাহি দিব বাট।
লঙ্কাপুরে চারি দ্বারে দেহ ত কপাট॥
রাজার আদেশ পেয়ে যত নিশাচরে।
লঙ্কাপুরে কপাট দিলেক চারি দ্বারে॥
সোনার কপাট খিল ভয়ঙ্কর অতি।
নাহি তাহে চন্দ্র-সূর্য্য-পবনের গতি॥
পাঁচ দিন দ্বারের কপাট নাহি খুলে।
হাসিয়া সুগ্রীব রাজা সবাকারে বলে॥
দুয়ারে কপাট দিয়া রহিল রাবণ।
মনে কি ভেবেছে বেটা জিনিয়াছে রণ॥
এতেক ভাবিয়া মনে বানরের পতি।
পশ্চিম দুয়ারে গেল মন্দ-মন্দ-গতি॥
বসেছেন রঘুনাথ সমুদ্রের তটে।
চৌদিকে বানর-গণ, লক্ষ্মণ নিকটে॥
হনুমান্ জাম্ববান্ আর বিভীষণ।
কৃতাঞ্জলি হইয়া আছেন তিন জন॥
উপনীত হৈল আসি সুগ্রীব রাজন্।
সম্ভ্রমে বন্দিলা প্রভু রামের চরণ॥
লক্ষ্মণের পাদপদ্ম বন্দিলেন শিরে।
জিজ্ঞাসেন শ্রীরাম সুগ্রীব মহাবীরে॥
কি মন্ত্রণা করিছে লঙ্কার অধিকারী।
চারিদ্বারে কপাট রেখেছে বন্ধ করি॥
পাঁচ দিন হৈল, কেন নাহি দেয় রণ।
কহ না সুগ্রীব মিতা, ইহার কারণ॥
সুগ্রীব বলেন, প্রভু, না জানি সংবাদ।
ক'রেছে কপাট বন্ধ গণিয়া প্রমাদ॥

দ্বিতীয়-বার লঙ্কা-দাহ।

শ্রীরাম বলেন, শুন মন্ত্রী জাম্ববান্।
চিন্তিয়া মন্ত্রণা কর, যে হয় বিধান॥
জাম্ববান্ বলে, প্রভু, পাঠায়ে বানরে।
লঙ্কায় আগুন দেহ প্রতি ঘরে ঘরে॥
এতেক শুনিয়া তবে সুগ্রীব রাজন্।
বড় বড় বানরে পাঠায় ততক্ষণ॥
সুগ্রীবের আজ্ঞা পেয়ে অসংখ্য বানর।
লাফে লাফে পড়ে গিয়া লঙ্কার ভিতর॥
একে লঙ্কাপুরী, তাহে বান্দরের জাতি।
আঁচড় কামড় মারে লীলারঙ্গে মাতি॥
অন্তঃপুর-নারী দেখে' রঙ্গ বানরের।
লিখিতে নারিনু সব কথা সরমের॥
অঞ্চলে ধরিয়া দন্ত খিচাইয়া উঠে।
ভয় পেয়ে নারীগণ পলায় সব ছুটে॥
কিচ কিচ দন্ত করে, খিল খিল হাসি।
ভাণ্ডার হইতে আনে ঘৃতের কলসী॥
কারে মারে লাথি কীল, কারে মারে চড়।
নারায়ণ-তৈলের কলসী লৈয়ে রড়॥
বাহির আওয়াসে দিতে গেল সমাচার।
তিন লাফে প্রাচীর হইয়া আসে পার॥
নারায়ণ তৈল ঘৃত কলসী কলসী।
আনে বস্ত্র পর্ব্বত-প্রমাণ রাশি রাশি॥
এইরূপে দুর্জ্জয় বানর কোটি কোটি।
সন্ধ্যাকালে লক্ষ লক্ষ জ্বালিল দেউটি॥
একে চায়, তাহে আজ্ঞা পাইয়া বানর।
লাফে লাফে প্রবেশিল লঙ্কার ভিতর॥

একেক (১) বানর লয় দুই দুই মশাল।
অগ্নি দিয়া পোড়ায় লঙ্কার প্রতি চাল ॥
অগ্নিতে পুড়িয়া পড়ে বড় বড় ঘর।
পরিত্রাহি (২) ডাক ছাড়ে লঙ্কার ভিতর ॥
বিবস্ত্র (৩) হইয়া কেহ পলাইল ডরে।
লাফ দিয়া পড়ে কেহ জলের ভিতরে ॥
অনেক পুড়িল ঘর আগুনের জ্বালে।
কেহ বা পলায়ে যায় বাপ বাপ ব'লে ॥
লঙ্কার ভিতরে ছিল যত বিদ্যাধরী।
জলেতে প্রবেশ করে, বলে মরি মরি ॥
অঙ্গ ডুবাইয়া মুখ ভাসাইয়া জলে।
সরোবর শোভে যেন শত শতদলে ॥
দুয়ারে থাকিয়া দেখে হনু মহাবল।
দেউটির অগ্নি দিয়া পোড়ায় কুন্তল ॥
জলেতে ডুবায়ে অঙ্গ জাগাইছে মুখ।
মুখে অগ্নি দিয়া হনু দেখিছে কৌতুক ॥
ডুবিয়া থাকিল ত্রাসে জলের ভিতরে।
জল খেয়ে তারা সব পেট ফুলে মরে ॥
ত্রিশ কোটি রমণীর পোড়ায়ে বদন।
লাভ দিয়া উঠে চালে পবন-নন্দন ॥
আগে পাছে অগ্নি দেয়, করে তাড়াতাড়ি।
বালক যুবক পুড়ে কত বুড়াবুড়ী ॥
সৈন্য-সামন্তের (৪) ঘর পোড়ে সারি সারি।
পাত্র-মিত্র-গণের পুড়িল কত পুরী ॥
রত্নময় নির্ম্মাণ সুন্দর সব ঘর।
লেখাজোখা নাই ঘর পুড়িল বিস্তর ॥
খাট পাট পালঙ্ক পুড়িল রত্ন ধন।
মণি-রত্ন-নির্ম্মিত অসংখ্য আভরণ ॥
বহুদূর থাকিতে অগ্নির শব্দ শুনি।
বানর-কটক ঘরে দিতেছে আগুনি ॥
পর্ব্বত-প্রমাণ অগ্নি ভয়ঙ্কর দেখি।
পিঞ্জর সহিত পোড়ে যত পোষা পাখী ॥
সারী শুক কাকাতুয়া সারস সারসী।
নানাজাতি বিহঙ্গ পুড়িল রাশি রাশি ॥
হাতী ঘোড়া গেল পোড়া কত লাখে-লাখে।
পলাতে না পারে, ডাকে বিপরীত ডাক ॥
কত শত ময়ূর পুড়িল ঝাঁকে ঝাঁক।
কুক্কুট-আকৃতি হৈল, পোড়া গেল পাখ (৫) ॥
নানাজাতি পোষা জন্তু পালে পালে পোড়ে।
প্রাণভয়ে কেহ বা পলায় উভরড়ে ॥
বানরেতে পর্ব্বত বরিষে ঝাঁকে ঝাঁকে।
শ্রবণ বধির হৈল আগুনের ডাকে ॥
অঙ্গদ বলেন, শুন পবন-কুমার।
চারি-জন রাখহ লঙ্কার চারি দ্বার ॥
ব'সে থাক চারি দ্বারে দেউটি জ্বালিয়া।
রাক্ষস আইলে দেহ মুখ পোড়াইয়া ॥
ভিতরেতে আগুন বাহিরে যেতে চায়।
পালাইতে নারে, মুখ বানরে পোড়ায় ॥
রাক্ষস-অবস্থা দেখে বানরের হাসে।
লঙ্কা-কাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

কুম্ভ-নিকুম্ভের যুদ্ধে গমন।

রাবণ বলে, নাহি সহে প্রাণে অপমান।
থাকিলে কপাট দিয়া নাহিক এড়ান ॥
কপাট দিলে পোড়ায় ঘর, যুদ্ধ হৈল সার।
যুদ্ধ বিনা নিস্তার নাহিক দেখি আর ॥

---

(১) একেক—এক এক। (২) পরিত্রাহি—পরিত্রাণ কর। (৩) বিবস্ত্র—বস্ত্রহীন, উলঙ্গ।
(৪) সৈন্য-সামন্তের—সৈন্য ও অধীন রাজার। (৫) পাখ—পাখা; ডানা।

কুম্ভ ও নিকুম্ভ কুম্ভকর্ণের নন্দন।
ডাক দিয়া আনাইল রাজা দশানন॥
রাজারে নোঙায় মাথা দুই ভাই আসি।
রাবণ বলে, হ'ল বাপু লঙ্কা ভস্মরাশি॥
বিক্রমেতে অতুল, তোমরা দুটি ভাই।
ত্রিভুবন পরাভব তোমা দোঁহা ঠাঁই॥
আমি জয়ী তোমার পিতার বাহুবলে।
কুম্ভকর্ণ-শোকে আমি ভাসি অশ্রুজলে॥
কুম্ভকর্ণ-বিনা লঙ্কাপুরী শূন্যাকার (১)।
নর-বানরের হ'তে নাহিক নিস্তার॥
ইন্দ্র যুদ্ধে উদ্ধারিল পিতা তোমাদের।
তোমরা রাখহ যুদ্ধে নর-বানরের॥
সেই পুত্র জন্ময়ে কুলের অলঙ্কার।
পিতৃ-শত্রু মারি যে শোধয়ে পিতৃধার॥
রাজাজ্ঞা পাইয়া দোঁহে রথে গিয়া চড়ে।
হস্তী ঘোড়া ঠাট সৈন্য নড়ে মুড়ে মুড়ে॥
সৈন্যের পায়ের ভরে কম্পিতা মেদিনী।
দুই ভায়ের সঙ্গে ঠাট আট অক্ষৌহিণী॥
সংগ্রাম করিতে যাত্রা করে দুই বীর।
দেখাদেখি হৈল গিয়া গড়ের বাহির॥
দুর্জ্জয় শরীর যেন পর্ব্বত-আকার।
পশ্চিম দুয়ারে গেল করি মার মার॥
রাক্ষস বানর ঠাট মিশামিশি হৈল।
গাছ পাথর লয়ে বানর যুঝিতে আইল॥
তবে দুই দল, কোপেতে পাগল,
পরস্পরে হারাহারি।
অনল-নিকরে, বিরল-তিমিরে, (২)
করিতেছে মারামারি॥
শত নিশাচর, ধরি ধনুঃশর,
কঠোর কুঠার ধরি।
বানর উপরে, সম্প্রহার (৩) করে,
চক্র গদা অসি মারি॥
তাহে কারো মুণ্ড, কারো ভুজদণ্ড,
কারো বুক কাটে বলে।
কারো উরুমূল, কাহারো লাঙ্গুল,
কারো হস্ত পদ গলে॥
কোন জনে শর, বিন্ধিয়া জর্জ্জর,
করিতেছে কোন জন।
কারো গদাঘাতে, ভাঙ্গে বুক হাতে,
খড়্গে করি বিদারণ॥
তাহে কপি সব, করি ঘোর রব,
গিরি তরু শিলাগণ।
ফেলি ফেলি মারে, রাক্ষস উপরে,
করে উল্কা (৪) নিক্ষেপণ॥
তাহে চূর্ণ করে, কত রাত্রিচরে,
কারো ভাঙ্গে শির বুক।
কারো উল্কানলে, দহে মুণ্ড গলে,
কারো মুখ সকৌতুক (৫)॥
কেহ মুষ্টিঘাতে, ভাঙ্গে কারো মাথে,
বুক ভাঙ্গে পদাঘাতে।
দশন-নখরে, বিদারণ করে,
বুক পাশ পেট মাথে॥
কাহারো ঘোড়ারে, আছাড়িয়া মারে,
কোন কপি কারো গজে।
কেহ মারি লাথে, ভাঙ্গে কারো রথে,
সসারথি-হয়-ধ্বজে॥

(১) শূন্যাকার—ফাঁকা। (২) বিরল-তিমিরে—তিমির (অন্ধকার) যেখানে বিরল (অভাব) অর্থাৎ বেশ আলোক-উজ্জ্বল স্থানে। (৩) সম্প্রহার—আঘাত। (৪) উল্কা—অগ্নিপিণ্ড। (৫) সকৌতুক—কৌতুকপূর্ণ।

কত নিশাচর, ত্যজি অসি শর,
হাতাহাতি রণ করে।
কেহ মারে চড়, কেহ বা চাপড়,
কেহ মুটকি প্রহারে ॥
পাঁচ সাত জন, রাক্ষস মিলন,
ধরি এক কপিবরে।
অস্ত্রাদি প্রহারে, ছিন্ন-ভিন্ন করে,
কাহারো পরাণ হরে ॥
সেই অনুসারে, এক নিশাচরে,
অনেক বানর ধরি।
মারে চড় কীল, বহুতর শিল,
বিদারয়ে নখে করি ॥
এরূপ তুমুল, সমরে ব্যাকুল,
কান্দে কপি জাম্ববান।
মোল রে মোল রে, গেল রে গেল রে,
আর না রহিল প্রাণ ॥
বড় বীর সব, করি ঘোর রব,
কহিতেছে বার বার।
ধর ধর ধর, মার মার মার,
না রাখিব রিপু আর ॥
এই ত প্রকারে, তুমুল সমরে,
মাতিয়া কোপের ভরে।
কৃত্তিবাস ভণে, রাম-দশাননে,
সেনা হানাহানি করে ॥

———

রাক্ষসগণের সহিত রাম-সৈন্যের যুদ্ধ।

তার মধ্যে বজ্রকণ্ঠ নামে নিশাচর।
মারিলেক গাঢ় গদা অঙ্গদ উপর ॥
কিছুকাল কাঁপি তাহে কপীন্দ্রকুমার।
সুস্থ হইয়া শীঘ্র পুনঃ কৈল আগুসার ॥
করে ধরি একখান শিখরি-শিখর (১)।
মারিলেক বজ্রকণ্ঠ-মস্তক-উপর ॥
তাহার প্রহারে প্রাণ পরিত্যাগ করি।
বজ্রকণ্ঠ বীর পড়ে বসুধা (২) উপরি ॥
তাহা দেখি কোপেতে কম্পিত সকম্পন।
রণে প্রবেশিল করি রথে আরোহণ ॥
সেহ বেগে বৃষ্টি করি বাণ বহুতর।
অঙ্গদের অঙ্গগণে করিল জর্জ্জর ॥
শক্রসুত-সুত (৩) সহি সে সকল শরে।
লাফিয়া উঠিল তার রথের উপরে ॥
তার কর হৈতে কোদণ্ড (৪) কাড়ি লৈয়া।
চরণ-চাপনে তারে ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥
পদাঘাতে রথখান করি প্রমথন (৫)।
নাশিলা নখরে করি তুরঙ্গমগণ ॥
স্যন্দন (৬) ছাড়িয়া তবে সেই সকম্পন।
আকাশে উঠিল খড়গ করিয়া ধারণ ॥
তাহা দেখি মহাবল বালির নন্দন।
লম্ফ দিয়া তার পিছে করিল ধাবন ॥
কিঞ্চিৎ দূরেতে তারে করে করি ধরি।
কাড়িয়া লইল তার খড়গ আর ফরী (৭) ॥
তবে সিংহনাদ করি অতি কুতূহলে।
সেই খড়গ ধরি কোপে দিলা তার গলে ॥
তাহে ছিন্ন হৈয়া সেহ যেন উপবীত।
আকাশ হইতে হৈল ভূতলে পতিত ॥
তবে সিংহনাদ করি বালির কুমার।
ভূতলে নামিল, শব্দ করি মার মার ॥

---

(১) শিখরি-শিখর—পর্ব্বত চূড়া। (২) বসুধা পৃথিবী। (৩) শক্রসুত-সুত—ইন্দ্র-পুত্র (বালি) পুত্র—অঙ্গদ। কোদণ্ড ধনুক। (৫) প্রমথন—চূর্ণ। (৬) স্যন্দন—রথ। (৭) ফরী—ঢাল।

তবে শোণিতাক্ষ বীর লৌহ-গদা ধরি।
উপস্থিত হইল অঙ্গদ-বরাবরি ॥
প্রজঙ্ঘ যূপাক্ষ নামে আর দুই জন।
রথে চড়ি তার কাছে করিল ধাবন ॥
শ্রীমৈন্দ দ্বিবিদ দুই বীর তা দেখিয়া।
অঙ্গদের দুই পাশে দাঁড়াল আসিয়া ॥
তবে সেই নিশাচর তিন জন সঙ্গে।
তিন কপি-বীর যুদ্ধ আরম্ভিল রঙ্গে ॥
নানা বৃক্ষ উপাড়িয়া কপি তিন জন।
করিতেছে তিন নিশাচরে নিক্ষেপণ ॥
তাহা দেখি খড়্গ ধরি রাক্ষস প্রজঙ্ঘ।
খণ্ড খণ্ড করি কাটে সেই বৃক্ষসঙ্ঘ (১) ॥
তবে সেই তিনজন শাখামৃগ-বর (২)।
নিক্ষেপ করেন রথ তুরঙ্গ কুঞ্জর ॥
নিরীক্ষণ করিয়া যূপাক্ষ রণে দক্ষ।
কাটিল সে সব ছাড়ি শর লক্ষ লক্ষ ॥
তবে পুনঃ শ্রীমৈন্দ দ্বিবিদ-বালি-সুত।
বর্ষণ করয়ে বৃক্ষ বহুত বহুত ॥
শোণিতাক্ষ সে সকল সত্বর হইয়া।
গুণ্ডিত (৩) করিল গুরু গদা ঘুরাইয়া ॥
সেই ত তরুতে তারে তাড়ন করিলা।
আর তার বাহু-মূলে মুটকি মারিলা ॥
প্রজঙ্ঘের বাহু তাহে বিভিন্ন হইল।
হস্ত হইতে খড়্গখান খসিয়া পড়িল ॥
স্থির হয়ে প্রজঙ্ঘ পরেতে কিছুকালে।
মারিল প্রবল মুষ্টি অঙ্গদ-কপালে ॥
তাহে দুই দণ্ড কাল হৈয়ে অচেতন।
চেতন পাইল পুনঃ বালির নন্দন ॥
পরেতে প্রজঙ্ঘ খরশাণ খড়্গ ধরি।
বালিপুত্রে বধিবারে আসে বেগ করি ॥
নিকটে নিরখি তারে তারার তনয়।
সন্ধান করিলা শালশাখী (৪) অতিশয় ॥
সুগভীর সিংহনাদ করি কোপভরে।
প্রজঙ্ঘ উপরে মুষ্টি মারিল নির্ভরে ॥
তাহাতে বিদীর্ণ হৈল মহামুণ্ড তার।
পড়িল সে যেন বজ্রাহত শৈল-সার (৫) ॥
ক্ষীণশর হইয়া যূপাক্ষ খড়্গ ধরি।
মারিবারে যায় তথা রথ পরিহরি ॥
তবে সে যূপাক্ষ বীরে মুকুটি (৬) মারিয়া।
ধরিল শ্রীমৈন্দ তারে বাহুতে বেড়িয়া ॥
এ হেন সময়ে শোণিতাক্ষ মহাসার (৭)।
দ্বিবিদের বক্ষে কৈল গদার প্রহার ॥
তাহে হত হৈয়া সেই অশ্বীর নন্দন।
কিছুকাল হইলা কাতর অচেতন ॥
পুনঃ শোণিতাক্ষ যবে ঘুরায় গদারে।
সেই কালে ধরি কাড়ি লইল তাহারে ॥
তবে ত যূপাক্ষ শোণিতাক্ষ দুই জন।
শ্রীমৈন্দ-দ্বিবিদ সঙ্গে করে বাহু-রণ ॥
কেহ কোন জনে কভু করে আকর্ষণ।
কেহ কোন জনে করে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥
কেহ কোন জনে কভু ঠেলি লয়ে যায়।
কেহ কোন জনে কভু বলেতে ঘুরায় ॥
কেহ কোন জনে কভু তুলে উপরিতে।
কেহ কোন জনে কভু ফেলে ধরণীতে ॥
মধ্যে মধ্যে মুষ্ট্যাঘাত করাঘাত করে।
কভু বিদারণ করে দশন-নখরে ॥

(১) বৃক্ষ-সঙ্ঘ—গাছ সকল। (২) শাখামৃগ-বর—বানর শ্রেষ্ঠ। (৩) গুণ্ডিত—গুঁড়া। (৪) শাল-শাখী—শাল গাছ। (৫) শৈল-সার—পর্ব্বত শ্রেষ্ঠ। (৬) মুটকি ও মুকুটি—কীল। (৭) মহা- সার—মহাবল।

এইরূপে কিছুকাল হৈল তুল্য রণ।
পরে অতি কুপিল কপীন্দ্র দুই জন ॥
তার মধ্যে শোণিতাক্ষে দ্বিবিদ বানর।
নখে বিদারণ করি করিল জর্জ্জর ॥
আর তার দুই ভুজ ধরি ঘুরাইয়া।
মারিলেক তাহাকে ভূতলে আছাড়িয়া ॥
শ্রীমৈন্দ যূপাক্ষ সনে করি বাহু-রণ।
পরে তার ভুজে ধরি করিল চাপন ॥
তাহাতে যূপাক্ষ করি শব্দ ঘোরতর।
চলি গেল দেখিবারে প্রেত-পুরীশ্বর (১) ॥
তবে বিরূপাক্ষ নামে এক নিশাচর।
কপি-সৈন্য উপরি বর্ষণ করে শর ॥
তার শর-প্রহার সহিতে না পারিয়া।
পলায় বানর সব সমর ত্যজিয়া ॥
তাহা দেখি মৈন্দ এক মহীধর ধরি।
নিক্ষেপিল বিরূপাক্ষ-মস্তক-উপরি ॥
তাহে হত হৈয়া বিরূপাক্ষ নিশাচর।
ভূতলে পড়িল যেন ছিন্ন ধরাধর (২) ॥
তবে মৈন্দ মহাঘোর সিংহনাদ করি।
বধিতে লাগিলা মুষ্টি মারি সব অরি ॥
তাহা দেখি বিদ্যুন্মালী নামে যাতুধান (৩)।
রথে থাকি বৃষ্টি করে বহুতর বাণ ॥
দশদিক্ আচ্ছাদন করি সেহ শরে।
বিন্ধিতে লাগিল সব ভল্লুক বানরে ॥
তার শরাঘাতে কেহ স্থির হৈতে নারে।
বাসনা করয়ে রণ ছাড়ি পলাবারে ॥
তাহা নিরখিয়া নল লয়ে তরু শিলা।
বিদ্যুন্মালী বধিবারে বর্ষিতে লাগিলা ॥
সেহ শত শত শর করিয়া বর্ষণ।
সেই সব শাখী শিলা করিল কর্ত্তন ॥
পুনশ্চ নলের প্রাণ বিনাশ করিতে।
কোদণ্ড আকর্ষি কাণ্ড (৪) লাগিল এড়িতে ॥
সে সকল শরে বিশ্বকর্ম্মার নন্দন।
শাল (৫) শিলা ফেলাইয়া করিল বারণ ॥
এইরূপে নল বৃষ্টি করে বৃক্ষগণ।
বিদ্যুন্মালী করে তাহা বাণেতে ছেদন ॥
বিদ্যুন্মালী যাবতীয় শর বৃষ্টি করে।
নল তাহা নিবারয়ে পাদপ-প্রস্তরে ॥
এইরূপে কিছুকাল সেই দুই জন।
করিলেক সমভাবে ঘোরতর রণ ॥
তবে সেই নিশাচর নিঃশর (৬) হইয়া।
কহিতেছে নল-প্রতি চাতুরী করিয়া ॥
বিশ্বকর্ম্ম-পুত্র আমি তোমা সঙ্গে রণে।
বড়ই আনন্দ পাইলাম আজি মনে ॥
দেখিয়া তোমার বল বিক্রম অপার।
ইচ্ছা হয় বাহু-যুদ্ধ করিতে আমার ॥
বলিছে বিশ্বকর্ম্মার নন্দন তাহারে।
আমারো বাসনা এই অন্তর মাঝারে ॥
তাহা শুনি রথ হৈতে রাক্ষস নামিল।
তবে দুই বীরে বাহু-যুদ্ধ আরম্ভিল ॥
হাতে হাতে ভুজে ভুজে কপালে কপালে।
বুকে বুকে প্রহার করয়ে দুই শালে (৭) ॥
উন্মত্ত মাতঙ্গ যেন দশনে দশনে।
যুদ্ধ করে হেন শব্দ হয় ঘনে-ঘনে ॥
বজ্রের সমান অঙ্গ উভয়েরি হয়।
কাহারো প্রহারে কোন জন ব্যগ্র নয় ॥

---

(১) প্রেত-পুরীশ্বর—যম। (২) ধরাধর—পর্ব্বত। (৩) যাতুধান—রাক্ষস। (৪) কাণ্ড—বাণ; শর। (৫) শাল—শাল গাছ। (৬) নিঃশর—বাণহীন; অস্ত্রশূন্য। (৭) শালে—শাল গাছের মত উন্নত দুই বীর (লক্ষ্যার্থ)।

কভু বাহু-প্রহার করয়ে কোন জন।
বজ্রেতে করয়ে যেন বিকট নিঃস্বন (১)॥
কভু নলে ঠেলি লয়ে যায় বিদ্যুন্মালী।
কভু বিদ্যুন্মালীরে সে নল বলশালী॥
কভু আকর্ষয়ে, কভু করে উত্তোলন।
কভু চাপি ধরে, কভু করয়ে পাতন॥
মুষ্টি দন্ত নখে কভু করয়ে প্রহার।
দুই সিংহে করে যেন যুদ্ধ অনিবার॥
এইরূপে দুই দণ্ড কাল দুই জন।
করিলেক ন্যূনাধিক্য-শূন্য (২) বাহু-রণ॥
তবে ত নলের বল না পারি সহিতে।
বিদ্যুন্মালী তার হস্ত ছাড়িল শ্রান্তিতে॥
পুনর্ব্বার রথে শীঘ্র করি আরোহণ।
অতি ঘোর এক শক্তি (৩) করিল ধারণ॥
তাহা দেখি নল এক গিরিশৃঙ্গ ধরি।
বিদ্যুন্মালী উপরে ছাড়িল ক্রোধ করি॥
সেই শৃঙ্গে পাড়ে রথ সারথি সহিত।
বিদ্যুন্মালী প্রাণ ত্যজি হইল চূর্ণিত॥

কুম্ভ-নিকুম্ভ বধ।

তবে ভীত হ'য়ে যত নিশাচর-গণ।
কুম্ভকর্ণ-পুত্র-কাছে করে পলায়ন॥
তাহা দেখি যাবতীয় বানর-নিকর।
ঘনে-ঘনে সিংহনাদ করে ঘোরতর॥
তাহা দেখি কুম্ভ বীর অধিক কুপিল।
স্ব-সৈন্যে (৪) সান্ত্বনা করি সমরে সাজিল॥
কুম্ভ বীরে দেখিয়া পলায় কপিগণ।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর বালির নন্দন॥
সাহসে করিয়া ভর গেল তিন জন।
কুম্ভের সহিত গিয়া আরম্ভিল রণ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র তবে দুই বীরবর।
গাছ পাথর লয়ে গেল সংগ্রাম ভিতর॥
গাছ পাথর কাটি পাড়ে চোখ চোখ শরে।
বিন্ধিয়া জর্জ্জর কৈল মহেন্দ্র বানরে॥
মহেন্দ্রে কাতর দেখি দেবেন্দ্র চিন্তিত।
ত্রিশ যোজন পর্ব্বত এক আনিল ত্বরিত॥
ত্রিশ যোজন পর্ব্বত এড়িল দিয়ে টান।
কুম্ভ বীরের বাণেতে হইল খান খান॥
বাণেতে পর্ব্বত কেটে খান খান করে।
বিন্ধিয়া জর্জ্জর করে দেবেন্দ্র বানরে॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দোঁহে হৈল অচেতন।
কোপেতে পর্ব্বত এড়ে বালির নন্দন॥
অঙ্গদের পর্ব্বত বাণেতে ফেলে কেটে।
শত বাণ অঙ্গদের মারিল ললাটে॥
বাণেতে অঙ্গদ বীর পরিত্রাহি ডাকে।
রঘুনাথ-পাশে গেল বানর-কটকে॥
তিন বীর অচেতন শুনি এই কথা।
মনেতে শ্রীরামচন্দ্র পাইলেন ব্যথা॥
ঋষভ কুমুদ আর সুষেণ সেনাপতি।
তিন বীরে রঘুনাথ করিলা আরতি॥
শ্রীরামের আজ্ঞা পেয়ে চলে তিন জন।
আকাশ ছাইয়া করে বৃক্ষ বরিষণ॥
কুপিল সে কুম্ভ বীর পূরিয়া সন্ধান।
তিন বীরের গাছ পাথর করে খান খান॥

---

(১) নিঃস্বন—শব্দ। (২) ন্যূনাধিক্য-শূন্য—যাহাতে কম বেশী নাই; সমভাবে। (৩) শক্তি—বাণ।
(৪) স্ব-সৈন্যে—নিজের সৈন্যদলকে।

জর্জ্জর হইল তারা কুম্ভ বীরের বাণে।
ভয় পেয়ে তিন জনে ভঙ্গ দিল রণে॥
তিন বীর পলাইয়া সুগ্রীবেরে কয়।
রুষিল সুগ্রীব রাজা সংগ্রামে দুর্জ্জয়॥
কুপিয়া সুগ্রীব বীর এক লাফে যায়।
পাকল (১) করিয়া আঁখি কুম্ভ বীরে চায়॥
কুম্ভ বলে, বানরা, বেড়াস্ ডালে ডালে।
এত তোর বিক্রম না ছিল কোনকালে॥
সুগ্রীব বলিছে, দ্বন্দ্ব (২) নাহি কারো সনে।
না জান বিক্রম তুমি এই সে কারণে॥
তোর সনে রণে করি বিক্রম-পরীক্ষা।
পড়িলি আমার হাতে, নাহি তোর রক্ষা॥
যমরাজ জেগে ব'সে আছে তোর তরে।
দেখাব বিক্রম আজি, যাবি যম-ঘরে॥
তোর পিতা কুম্ভকর্ণ সে জানে বিক্রম।
ক্ষণেক বিলম্ব কর, দেখাইব যম॥
কুপিয়া যে কুম্ভ বীর তীক্ষ্ণ বাণ জোড়ে।
তিন শত বাণ রাজা সুগ্রীবেরে এড়ে॥
বাণ খেয়ে সুগ্রীব যে চিন্তিত-অন্তর।
লাফ দিয়া পড়ে তার রথের উপর॥
ধনুক ধরিয়া টানে, কেড়ে নিতে নারে।
রথ হৈতে কুম্ভ বীর ফেলে সুগ্রীবেরে॥
আছাড় খাইয়া রাজা হইল হৈল অচেতন।
চেতন পাইয়া পুনঃ বলে ততক্ষণ॥
তোর বাপের জাঠা যে নিলাম এক হাতে।
তোর হাতের ধনুখান নারিনু ছাড়াতে॥
বাপের সমান তুই বীরচূড়ামণি।
ইন্দ্রজিতার সম তোর ধনুক বাখানি॥

কুম্ভ বীর বলে, ধনু দূরে পরিহরি।
রিক্ত হস্তে (৩) এস না দুজনে যুদ্ধ করি॥
অস্ত্র ফেলে দুই জনে করে হুড়াহুড়ি।
হুড়াহুড়ি ঘুচিলে লাগিল জড়াজড়ি॥
কুম্ভ বীর চাপড় মারিল বাহুবলে।
পড়িল সুগ্রীব রাজা সমুদ্রের জলে॥
রামের কিঙ্কর দেখি সাগর গভীর।
মধ্যে চড়া পড়িল, হইল অল্প-নীর (৪)॥
মাটীতে দাণ্ডায়ে ফিরে আইল এক লাফে।
কুম্ভ বীরের বিক্রমে সুগ্রীব রাজা কাঁপে॥
পুনঃ কোপে কুম্ভ বীর মুষ্ট্যাঘাত মারে।
পড়িল সুগ্রীব রাজা দুর্জ্জয় প্রহারে॥
চৈতন্য হরিয়া মুখে রক্ত উঠে ফেনা।
সুমেরু পর্ব্বতে যেন পড়িল ঝঞ্ঝনা॥
সংবিৎ পাইয়া উঠে বানরের নাথ।
কুম্ভ বীর উপরে করিল পদাঘাত॥
মহাকোপে কুম্ভ বীর ধরে সুগ্রীবেরে।
দুই জনে মল্লযুদ্ধ, (৫) কেহ নাহি হারে॥
দুই সিংহ যুদ্ধে যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ, নাহি অবসাদ (৬)॥
লাফেতে সুগ্রীব তার রথোপরে চড়ে।
দুই মাতঙ্গের দন্ত দুহাতে উপাড়ে॥
লইয়া হস্তীর দন্ত কুম্ভ বীরে হানি।
দন্তাঘাতে কুম্ভের জর্জ্জর হৈল প্রাণী॥
ঊর্দ্ধেতে কুম্ভেরে তুলি মারিল আছাড়।
মাথার খুলি ভাঙ্গি গেল, চূর্ণ হৈল হাড়॥
দেখিয়া নিকুম্ভ-বীর ভাইয়ের মরণ।
সুগ্রীবে রুষিয়া যায় করিয়া তর্জ্জন॥

(১) পাকল—রক্তবর্ণ। (২) দ্বন্দ্ব—ঝগড়া। (৩) রিক্ত হস্তে—খালি হাতে। (৪) অল্প-নীর—অগভীর জল; স্বল্প-তোয়। (৫) মল্লযুদ্ধ—হাতাহাতি লড়াই। (৬) অবসাদ—ক্লান্তি।

নিকুম্ভের মুষল সে পর্ব্বত-সোসর।
মুষল মারিতে যায় সুগ্রীব উপর ॥
দন্ত ক'রে মুষলেতে ঘন দেয় পাক।
ঘুরায় মুষল যেন কুলালের (১) চাক ॥
বিক্রম করিয়া ছুটে সংগ্রামের স্থলে।
প্রবল আগুন যেন ঘৃত পেলে জ্বলে ॥
নিকুম্ভের বিক্রম দেখিয়া লাগে ডর।
ভয়ে পলাইয়া গেল সুগ্রীব বানর ॥
ভয়েতে সুগ্রীব রাজা নহে আগুয়ান (২)।
সুগ্রীবের ভঙ্গ দেখি রোষে হনুমান্ ॥
সেবক থাকিতে তোর রাজা সনে রণ।
তোতে মোতে যুঝি, দেখি মরে কোন্ জন ॥
নিকুম্ভ কহিছে, বেটা ঘরপোড়া শোন্।
তোরে পেলে আর নাহি চাহি অন্য জন ॥
এত যদি দুই জনে হৈল গালাগালি।
দুই জনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী ॥
লোহার মুষল ছিল নিকুম্ভের হাতে।
রুষিয়া মারিল বীর হনুমানের মাথে ॥
হনুমানের মাথা যেন বজ্রের সমান।
মাথায় মুষল গোটা হইল খান খান্ ॥
হনুমান্ বলে, তোর মুষল গেল ভল (৩)।
মোর ঘা সহ রে বেটা, তবে জানি বল ॥
আপনা পাসরে কোপে বীর হনুমান্।
নিকুম্ভে মারিল চড় বজ্রের সমান ॥
চাপড় খাইয়া বীর কাঁপে থরহরি।
ভঙ্গ নাহি দেয় রণে বিক্রম-কেশরী (৪) ॥
হনুমানের পানে বীর চাহে এক-দৃষ্টি।
কোপে হনুমানের বুকে মারে বজ্র-মুষ্টি ॥
মুষ্ট্যাঘাতে হনুমান্ হৈল অচেতন।
হনূ কোলে লয়ে যায় ভেটিতে রাবণ ॥
প্রথম বৃহন্দে যায় কোপে করি ভর।
দ্বিতীয় বৃহন্দে ফিরে চলে নিশাচর ॥
উঠে যায় নিকুম্ভ যে পরম হরিষে।
হনুমানে দেখিতে রমণী সব আইসে ॥
নিকুম্ভেরে ধন্য ধন্য নারীগণ বলে।
ভাল কৈলে ঘরপোড়া ধরিয়া আনিলে ॥
সুগ্রীবেরে বন্দী করেছিল তব বাপে।
ঘরপোড়া হৈল বন্দী তোমার প্রতাপে ॥
ঘরপোড়া বেটা ঘর পোড়াইতে মন।
সমুদ্র লঙ্ঘিয়া আসে দুর্জ্জয় এমন ॥
নিকুম্ভের কোলে হনূ পাইলে চেতন।
কি বুদ্ধি করিবে হনূ ভাবিছে তখন ॥
সর্ব্ব অঙ্গ বিদারিল আঁচড়-কামড়ে।
দুই কাণ ছিঁড়ে নিল হাতের মোচড়ে ॥
পরিত্রাহি ডাকে বীর, ছাড় ছাড় বলে।
ভয় পেয়ে তুলে ফেলে গগনমণ্ডলে ॥
অন্তরীক্ষে লাফ দিয়া হাতে দুই কাণ।
নিকুম্ভের স্কন্ধে চড়ে বীর হনুমান্ ॥
হাতে চুল জড়ায়ে মস্তক ছিঁড়ে ফেলি।
মুণ্ড লয়ে যায় হনুমান্ মহাবলী ॥
সিংহনাদ করি চলে পবনের বেগে।
এক লাফে উপনীত শ্রীরামের আগে ॥
নিকুম্ভের মুণ্ড দেখে শ্রীরামের হাস।
নিকুম্ভের বিনাশ গাইল কৃত্তিবাস ॥

—

(১) কুলালের—কুম্ভকারের। (২) আগুয়ান—অগ্রসর। (৩) ভল—বৃথা। (৪) বিক্রম-কেশরী—বিক্রম (সাহসে) কেশরী (সিংহ) তুল্য; মহাশক্তিশালী।

মকরাক্ষ-বধ ।

ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাবণ-গোচর ।
পড়িল নিকুম্ভ-কুম্ভ শুন লঙ্কেশ্বর ॥
কুম্ভ-নিকুম্ভের মৃত্যু শুনিয়া তখন ।
সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজা দশানন ॥
দেব দানব গন্ধর্ব্ব করিত রণে শঙ্কা ।
কুম্ভ ও নিকুম্ভ পড়ে, শূন্য হৈল লঙ্কা ॥
কুড়ি চক্ষে বহে ধারা রাজা লঙ্কেশ্বর ।
মকরাক্ষ মহাবীরে আনিল সত্বর ॥
মকরাক্ষ প্রণমিল রাবণের পায় ।
কুড়ি হস্ত দেহে তার রাবণ বুলায় ॥
রাবণ বলে, মকরাক্ষ, তুমি যোদ্ধৃপতি ।
নর-বানর মেরে রাখ লঙ্কার বসতি ॥
সেই পুত্র সুজন কুলের অলঙ্কার ।
পিতৃশত্রু বধিয়া যে শোধয়ে পিতৃ-ধার ॥
রাত্রি-দিন কান্দে শোকে তোমার জননী ।
সে রাগে রামের সীতা আমি হ'রে আনি ॥
তাহার কারণ হৈল এত বিসংবাদ ।
রাম-লক্ষ্মণেরে মেরে ঘুচাও বিষাদ ॥
মকরাক্ষ বলে, চিন্তা না কর রাজন্ ।
এখনি মারিব আমি শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
রাবণ বলে, বড় বীর তুমি মকরাক্ষ ।
বড় প্রীতি পাইলাম শুনি তব বাক্য ॥
এত বলি মকরাক্ষে পাঠায় যুঝিতে ।
রণসজ্জা ক'রে দেয় আপনার হাতে ॥
মস্তকে মুকুট দিল, অঙ্গে দিল শাণা ।
কাড়া পড়া ঢাক ঢোল বাজায় বাজনা ॥
মকরাক্ষ বলে, শুন প্রতিজ্ঞা রাজন্ ।
নর-বানর সংগ্রামে এড়াবে কোন্ জন ॥
রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব রাক্ষস বিভীষণ ।
চারি জনার রক্তে পিতার করিব তর্পণ ॥
এত শুনি হরষিত যতেক রাক্ষস ।
সবে বলে, মকরাক্ষের বড়ই সাহস ॥
মন্ত্রণাতে মন্ত্রী যে, বলেতে বলবান্ ।
লঙ্কাপুরে বীর নাই তোমার সমান ॥
মনে মনে মকরাক্ষ ভাবিছে তখন ।
নর-বানরের যুদ্ধে সংশয় জীবন ॥
কুম্ভকর্ণ অতিকায় হইল বিনাশ ।
শ্রীরামের সঙ্গে যুদ্ধ ছাড়ি প্রাণ আশ ॥
কিন্তু এক সুমন্ত্রণা আছয়ে ইহার ।
শুনিয়াছি রঘুনাথ বিষ্ণু অবতার ॥
বড়ই ধাম্মিক তিনি ধর্ম্মেতে তৎপর ।
অস্ত্রাঘাত না করেন গোরুর উপর ॥
এতেক ভাবিয়া মকরাক্ষ নিশাচর ।
যুক্তি করি ধেনু বৎস আনিল বিস্তর ॥
নব নব বৎস সব রথে লৈয়ে তোলে ।
রথের চৌদিকে ধেনু বান্ধে পালে পালে ॥
মনোরম হয় হস্তী দূর ক'রে সব ।
রথের জোগান দিল চারিটা বৃষভ ॥
গোচর্ম্মেতে ঢাকে রথ করিয়া মন্ত্রণা ।
সর্ব্ব অঙ্গে ঢাকা দিল গোচর্ম্মের শাণা ॥
গোচর্ম্মের শাণা ঢাকে সারথির অঙ্গে ।
ঢাক ঢোল দামামা দগড় বাজে রঙ্গে ॥
পাখোয়াজ সেতার বাঁশী বাজে জগঝম্প ।
ভয়ঙ্কর শব্দ শুনি সুরপুরে কম্প ॥
মকারাক্ষ মহাবীর করিল সাজনি ।
সঙ্গেতে কটক চলে তিন অক্ষৌহিণী ॥
কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ চড়ে রথে ।
ত্রিভুবন-বিজয়ী ধনুক-বাণ হাতে ॥

এইরূপে যতেক প্রধান সেনাপতি।
সাজিয়া চলিল মকরাক্ষের সংহতি॥
হাতে-ধনু মকরাক্ষ রথে গিয়া চড়ে।
রাক্ষসের কোলাহলে মহাশব্দ পড়ে॥
ঘন ঘন সিংহনাদ ধনুকে টঙ্কার।
পশ্চিম দ্বারেতে গেল করি মার মার॥
মকরাক্ষ এল রণে, পড়ি গেল সাড়া।
অসংখ্য বানর উঠে দিয়া গাত্র-ঝাড়া (১)॥
'রাম-জয়' শব্দ করি ধাইল বানর।
বানর দেখিয়া রোষে যত নিশাচর॥
কেহ বলে, কাট কাট, কেহ বলে মার।
রুষিয়া আইল রণে খরের কুমার॥
মকরাক্ষ-সম্মুখে দাণ্ডায় হনূমান্।
গোচর্ম্মেতে ঢাকা রথ দেখে বিদ্যমান্॥
ধেনু বৎস পালে পালে রোধ কৈল পথ।
ভাবে মনে কি হবে বৃষভে টানে রথ॥
রাক্ষস মারিতে গেলে ধেনু বৎস মরে।
গোহত্যার ভয়ে কপি যুঝিতে না পারে॥
মকরাক্ষ মারে বাণ বানর-উপর।
অসংখ্য বানর পড়ে সংগ্রাম-ভিতর॥
বানর-কটক ভয়ে পলায় অপার।
পশ্চাতে রাক্ষস ধায় করি মার মার॥
নল নীল সুষেণ অঙ্গদ মহাবল।
ভয়ে ভঙ্গ দিয়া ধায়, ছাড়ি রণস্থল॥
মহেন্দ্র-দেবেন্দ্র-আদি বীর হনূমান্।
হাত হৈতে ফেলে বৃক্ষ পর্ব্বত পাষাণ॥
ভয়েতে পলায়ে যায় পশ্চাতে না চায়।
রণ ছাড়ি সুগ্রীব পলায় উভরায় (২)॥
ভঙ্গ দিল কপিগণ মকরাক্ষ দেখে।
চালাইয়া দিল রথ রামের সম্মুখে॥
সন্ধান পুরিয়া বীর শ্রীরামেরে ডাকে।
আসিয়া করহ যুদ্ধ আমার সম্মুখে॥
দণ্ডক-বনেতে বেটা মারিলি মোর বাপ।
ভুঞ্জিবি তাহার ফল, দেখাব প্রতাপ॥
পিতৃশত্রু পাইলাম বহুদিন পরে।
আমার পিতার কাছে পাঠাব তোমারে॥
পাড়িব তোমার মুণ্ড কাটি চোখা শরে।
খাইবে তোমার মাংস শৃগাল-কুক্কুরে॥
এত বলি ধনুকে জুড়িল তীক্ষ্ণ শর।
বিন্ধিয়া কোমল অঙ্গ করিল জর্জ্জর॥
মনে মনে রঘুনাথ ভাবেন এ ভয়।
মকরাক্ষে মারিতে গো-হত্যা পাছে হয়॥
যত যত বীর সনে করিলা সংগ্রাম।
প্রতি যুদ্ধে তিন পদ আগু হৈলা রাম॥
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ ভয় পেয়ে মনে।
হইলা ত্রিপদ-ভঙ্গ (৩) মকরাক্ষ-রণে॥
তিন পদ পশ্চাৎ হইলা রঘুবর।
মকারাক্ষ-বাণে রাম অতীব কাতর॥
কেমনে জিনিব রণ ভাবিলেন মনে।
জুড়িলা পবন-বাণ ধনুকের গুণে॥
পবন-বাণের তেজে ত্রিভুবন নড়ে।
পর্ব্বত কন্দর বৃক্ষ উড়াইল ঝড়ে॥
ব্রহ্মরূপী বাণেতে পবন আবির্ভূত।
উড়াইল ধেনু-বৎস-বৃষভাদি যত॥
গোচর্ম্ম যতেক ছিল উড়াইল ঝড়ে।
যতেক বানর আসি মকরাক্ষে বেড়ে॥

---

(১) গাত্র-ঝাড়া — গা ঝাড়া; আস্ফালন করিয়া। (২) উভরায় — উচ্চ শব্দে; চীৎকার করিয়া।
(৩) ত্রিপদ-ভঙ্গ — তিন পা পশ্চাতে হঠা।

'রাম-জয়' শব্দ করে যতেক বানরে।
অন্ধকার ক'রে ফেলে বৃক্ষ ও পাথরে ॥
মকরাক্ষ মহাবীর পুরিল সন্ধান।
গাছ পাথর কাটিয়া করিল খান খান ॥
গাছ পাথর কাটিতে এড়িল পঞ্চ শর।
দশ বাণে নীল বীরে করিল জর্জ্জর ॥
সুগ্রীব সুষেণ আদি বড় বড় বীর।
দশ দশ বাণে বিন্ধে সবার শরীর ॥
বিংশতি বাণেতে বিন্ধে অঙ্গদের অঙ্গ।
পলায় অঙ্গদ বীর রণে দিয়া ভঙ্গ ॥
ধেনু বৎস বৃষ সব উড়িল ঝড়েতে।
চারি অশ্ববর আনি জুড়িলেক রথে ॥
দেবাংশী (১) রথের তেজ, চলে বায়ুবেগে।
বিক্রম করিয়া আসে শ্রীরামের আগে ॥
গালি পাড়ে রঘুনাথে যত আসে মনে।
দশদিক্ অন্ধকার করিলেক বাণে ॥
রাম বলে, মকরাক্ষ, না কর বিলাপ।
আজি ঘুচাইব তব মনের সন্তাপ ॥
এখনি পাঠাব তোরে যমের সদন।
চিরদিন পিতা-পুত্রে হবে দরশন ॥
এত বলি ক্ষুরপার্শ্ব বাণে দিল টান।
মকরাক্ষ বাণ মারে পুরিয়া সন্ধান ॥
আকাশে উঠিল গিয়া দুজনার বাণ।
শ্রীরামের বাণে কাটি কৈল খান খান ॥
মকরাক্ষ বাণ এড়ে, তারা যেন ছুটে।
শত শত বাণ মারে রামের ললাটে ॥
ললাটে লাগিয়া বাণ বিন্ধি রহে ফলা।
রামের শরীরে যেন রক্ত-পদ্ম-মালা ॥
অন্ধকার হৈল বাণে নাহি চলে দৃষ্টি।
খসিয়া পড়িল রামের ধনুকের মুষ্টি ॥
আপনা সারিয়া (২) রাম দৃঢ় কৈল বুক।
কাটিলেন মকরাক্ষের হাতের ধনুক ॥
আর ধনু লৈয়া করে বাণ বরিষণ।
বাণে বাণে মকরাক্ষ ঢাকিল গগন ॥
খরের কুমার বীর নানা শিক্ষা জানে।
দশদিক্ অন্ধকার করিলেক বাণে ॥
বাণে অন্ধকার বাণ ফেলে নিরন্তর।
বাণ ফুটে রঘুনাথ হইলা কাতর ॥
রামেরে কাতর দেখি দুষ্ট নিশাচর।
সর্ব্বাঙ্গে বিন্ধিয়া রামে করিল জর্জ্জর ॥
কত বাণ মারে রামে নাহি অবকাশ।
রামেরে জিনিনু বলি মনেতে উল্লাস ॥
সর্ব্বাঙ্গে বিন্ধিয়া রামে করিল অস্থির।
রাম বলেন, এ বেটা বাপের হৈতে বীর ॥
খরেরে মারিয়াছিনু এক দণ্ড রণে।
দুই প্রহর হৈল বেটা, যুঝে মোর সনে ॥
সন্ধান পুরিয়া রাম চাহে চারিভিতে।
বাণে অন্ধকার করে, না পান দেখিতে ॥
রণেতে পণ্ডিত রাম বিষ্ণু-অবতার।
চিকুর-বাণেতে দীপ্তি হরে অন্ধকার ॥
এড়েন ঐষিক বাণ তারা যেন ছুটে।
হাতের ধনুক তার পাড়িলেন কেটে ॥
মকরাক্ষ মহাবীর জাঠা লয় হাতে।
সে জাঠা কাটেন রাম দেখিতে দেখিতে ॥
জাঠা যদি কাটা গেল শেল মাত্র ভাড়া (৩)।
এড়িলেন শেলখান দিয়া অঙ্গ নাড়া ॥

(১) দেবাংশী—দেবতা সম্বন্ধী। (২) আপনা সারিয়া— আত্মসংবরণ করিয়া ; মনের মধ্যে বল আনিয়া। (৩) ভাড়া—পুঁজি ; সম্বল।

সূর্য্যের কিরণ যেন আসে শেল বাণ।
ঐষিক বাণেতে রাম কৈলা খান খান ॥
সর্ব্ব অস্ত্র কাটা গেল, মকরাক্ষ রোষে।
বজ্রমুষ্টি মারিতে পবন-বেগে আসে ॥
দেখিয়া ত রঘুনাথ পূরিলা সন্ধান।
অর্দ্ধচন্দ্র-বাণে কাটে হস্ত দুইখান ॥
হস্ত কাটা গেল, বেটা দন্ত কড়মড়ে।
ধাইয়া রামেরে যায় খাইতে কামড়ে ॥
বদন বিস্তারি যায় অতি পরিতাপে (১)।
অগ্নি-অস্ত্র রঘুনাথ বসাইলা চাপে ॥
অগ্নিবাণ জুড়িয়া ধনুকে দিল টান।
অগ্নিবাণে মকরাক্ষের বাহিরায় প্রাণ ॥
তিন প্রহর যুদ্ধ কৈল শ্রীরামের সনে।
সন্ধ্যাকালে মকরাক্ষ পড়ে অগ্নি-বাণে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন।
লঙ্কা-কাণ্ডে মকরাক্ষ হইল পতন ॥

তরণীসেন-বধ।

ভগ্ন-পাইক কহে গিয়া রাবণ-গোচর।
মকরাক্ষ পড়ে রণে, শুন লঙ্কেশ্বর ॥
শোকের উপরে শোক হৈল বিপরীত।
সিংহাসন হতে পড়ে হইয়া মূর্চ্ছিত ॥
পাত্রমিত্র আসিয়া বুঝায় বহুতর।
ধরাসনে বসি রাজা কান্দিল বিস্তর ॥
মরিয়া না মরে রাম বিপরীত বৈরী।
বীরশূন্য হইল কনক-লঙ্কাপুরী ॥
কুম্ভকর্ণ অতিকায় বীর অকম্পন।
নর-বানরের যুদ্ধে হইল নিধন ॥
কে আছে এমন বীর পাঠাইব কারে।
রাম-লক্ষ্মণেরে মারে সুগ্রীব বানরে ॥
মন্ত্রণা করয়ে রাজা লয়ে মন্ত্রিগণ।
তরণীসেনেরে তবে হইল স্মরণ ॥
রাজার আদেশে বীর আইল তরণী।
প্রণমিল দশাননে লোটায়ে ধরণী ॥
আলিঙ্গন ক'রে রাজা, বাড়ায় সম্মান।
যুঝিতে আরতি কৈল দিয়া পুষ্প-পাণ ॥
রাবণ বলে, লঙ্কা-পুরী রাখহ তরণী।
এতেক প্রমাদ হবে আগেতে না জানি ॥
তব পিতা বিভীষণ ধর্ম্মেতে তৎপর।
হিত-উপদেশ ভাই বুঝাল বিস্তর ॥
অহঙ্কারে মত্ত আমি, হয় (২) হৈল মতি।
বিনা অপরাধে তারে মারিলাম লাথি ॥
আমারে ছাড়িয়া গেল ভাই বিভীষণ।
অভিমানে লইয়াছে রামের শরণ ॥
সন্ধি-উপদেশ কথা সেই দেয় কৈয়ে।
শ্রীরাম আছেন বসি কালরূপী হৈয়ে ॥
শত্রুর সপক্ষ এবে জনক তোমার।
মজিল কনক-লঙ্কা মন্ত্রণাতে তার ॥
তুমি তার পুত্র বট, নহ তার মত।
চিরদিন জানি, তুমি মম অনুগত ॥
রাজ্য ধন লহ বাপু, স্বর্ণ-লঙ্কা-পুরী।
রাখহ রাক্ষস-কুল বৈরিগণ মারি ॥
কহিছে তরণীসেন করি জোড়হাত।
ত্রৈলোক্য-বিজয়ী তুমি রাক্ষসের নাথ ॥
মহাগুরু পিতা-মাতা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
কহিতে পিতার কথা উচিত না হয় ॥
দশানন বলে, তুমি কুলে সুসন্তান।
নর-বানরের হাতে কর পরিত্রাণ ॥

---

(১) পরিতাপে—খেদে। (২) হয়—নষ্ট।

সংগ্রাম জিনিবে তুমি, হেন লয় মনে।
তোমার সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে ॥
যুদ্ধে যোদ্ধৃপতি তুমি যুদ্ধে বিচক্ষণ।
হাতে গলে বান্ধি আন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
এত শুনি কহে বিভীষণের কুমার।
যথাশক্তি সংগ্রামে করিব মহামার।
পিতা মূলাধার (১) কুলক্ষয় করিবারে।
আর না করিব আমি উপরোধ তাঁরে ॥
নানা-জাতি পুরাণ-শাস্ত্রেতে এই কয়।
শ্রেষ্ঠ-জ্যেষ্ঠ-বিবেচনা যুদ্ধকালে নয় ॥
বড় প্রীতি পায় রাজা তরণীর বোলে।
শিরে চুম্ব দিয়া রাজা করিলেক কোলে ॥
রত্নময় হার গলে বলয় কঙ্কণ।
আপনার হাতে তারে পরায় রাবণ ॥
রণসাজে সাজাইয়া দিল দশানন।
সারথি আনিল রথ সংগ্রামে গমন (২) ॥
সাজন করিল রথ মনের হরিষে।
সারি সারি কত কত শোভে চারি পাশে ॥
অনেক বিচিত্র চিত্র রথের উপরি।
শ্বেত নীল নেতের পতাকা সারি সারি ॥
বিচিত্র ধনুক তোলে তূণপূর্ণ বাণ।
জাঠা জাঠি শেল শূল খাণ্ডা খরশাণ ॥
সৈন্যেরে সাজিতে আজ্ঞা দিলেক তরণী।
তখন পড়িল মনে সরমা জননী ॥
শীঘ্রগতি গেল বীর মায়ের নিকটে।
দাণ্ডাইয়া প্রণাম করিল করপুটে ॥
তরণী বলেন, মাতা, নিবেদি চরণে।
হয়েছে রাজার আজ্ঞা, যাব আমি রণে ॥
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণে দেখিব নয়নে।
পবিত্র হইবে দেহ রাম-দরশনে ॥
নিরখিব জনকের চরণ-কমল।
দেহ অনুমতি মাতা, যাব রণস্থল ॥
সংগ্রামে যাইবে পুত্র শুনে এ বচন।
সরমা চমকি উঠে করিয়া রোদন ॥
কি কথা কহিলে বাপ প্রাণ কাঁপে শুনে।
যাইতে না দিব নর-বানরের রণে ॥
লঙ্কা ছেড়ে তোমা লয়ে যাব স্থানান্তর।
থাকুক রাজত্ব লয়ে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
ধার্ম্মিক তোমার পিতা, জানে সর্ব্বজন।
পাপ-সঙ্গ (৩) ছেড়ে লয় রামের শরণ ॥
তুমি গিয়া রামের চরণে কর স্তুতি।
শ্রীরাম মনুষ্য নহে, গোলোকের পতি ॥
দুরাত্মা রাক্ষস-কুল করিতে সংহার।
দশরথ-ঘরে বিষ্ণু রাম-অবতার ॥
এক লক্ষ পুত্র যার, সওয়া লক্ষ নাতি।
এক জন না থাকিবে বংশে দিতে বাতি ॥
বিষম বুঝিয়া তোর পিতা বিভীষণ।
পলাইয়া নিল গিয়া রামের শরণ ॥
তুমি ত সুবুদ্ধি বট, অতি বিচক্ষণ।
এ সব শুনিয়া যুদ্ধে যাহ কি কারণ ॥
মায়ের বচন শুনি কহিছে তরণী।
বিষ্ণু-অবতার রাম আমি ভাল জানি ॥
তথাপি করিব যুদ্ধ ভেবেছি নির্য্যাস (৪)।
মরিলে রামের হাতে গোলোকে নিবাস ॥
শুনিয়াছি সর্ব্বশাস্ত্রে বেদের লিখন।
তুমি মাতা, বিষাদ ভাবিছ কি কারণ ॥

---

(১) মূলাধার—আদি কারণ। (২) সংগ্রামে গমন—যুদ্ধে যাইবার উপায় স্বরূপ। (৩) পাপ-সঙ্গ—পাপীর সংস্রব। (৪) নির্য্যাস—নিশ্চয়।

কে কারে মারিতে পারে, কেবা কার রিপু (১)।
এক বিষ্ণু বিশ্বময় ভিন্ন ভিন্ন বপু ॥
কালেতে করিয়া হয় উৎপত্তি প্রলয়।
মিথ্যা কেন ভাব মাতা মরণের ভয় ॥
শুনেছি পিতার মুখে মহাযোগতন্ত্র (২)।
অনিত্য শরীর এই, মিছে মায়াযন্ত্র (৩) ॥
দাসের সন্তান বলি না মারেন রাম।
করিব আসিয়া পুনঃ ও পদে প্রণাম ॥
কালের বিভক্ত কাল (৪) পূর্ণ হৈলে পরে।
ত্রিভুবনে কার সাধ্য কে রাখিতে পারে ॥
মহাজ্ঞানবতী সতী সরমা সুন্দরী।
বসিলেন সম্বরিয়া নয়নের বারি ॥
চলে বীর প্রণমিয়া সরমা জননী।
সাজ সাজ বলি সবে ডাকিছে তরণী ॥
সাজ সাজ বলি সৈন্যে পড়ি গেল সাড়া।
অসংখ্য সানাই বাজে দুই লক্ষ কাড়া ॥
করতাল খঞ্জনী কাঁসী ডম্ফ কোটি কোটি।
তিন লক্ষ দগড়ে সঘনে পড়ে কাঠি ॥
সেতারা চৌতারা বাজে মধুর মৃদঙ্গ।
বাজে বীণা সপ্তস্বরা ভেউরি ভোরঙ্গ ॥
শঙ্খ বাজে, ঘণ্টা বাজে, বাজে জয়ঢোল।
প্রলয়ের কালে যেন উঠে গণ্ডগোল ॥
ঢেমচা খেমচা বাজে পাখো'জ (৫) পিনাক।
সহস্র সহস্র বাজে নিশাচরী ঢাক ॥
উরমাল টিকারা বাজে কোটি কোটি ডম্ফ।
রণশিঙ্গা শব্দ শুনি ত্রিভুবন কম্প ॥
সাজিল তরণীসেন করিতে সংগ্রাম।
আনন্দে সকল অঙ্গে লিখে রাম-নাম ॥
অসংখ্য কটক ঠাট (৬) সাজিল বিস্তর।
কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ অশ্বোপর ॥
কেহ ধরে শূল শেল, কেহ ধনুর্ব্বাণ।
কারো হাতে জাঠাজাঠি খড়্গ খরশাণ ॥
আকাশের তারা পারি করিতে গণনা।
না পারি করিতে সংখ্যা তরণীর সেনা ॥
লক্ষ লক্ষ অশ্ব গজ, লক্ষ লক্ষ রথ।
ঢাকিল গগন আদি, আচ্ছাদিল পথ ॥
লক্ষ লক্ষ রাম-নাম গঙ্গা-মৃত্তিকাতে।
লিখিলেক রথে আর ধ্বজ-পতাকাতে ॥
হাতে-ধনু, রথে উঠে বীর-অবতার।
পশ্চিম দ্বারেতে চলে করি' মার মার ॥
গড়ের বাহির হৈয়ে দিলেক ঘোষণা।
'রাম-জয়' 'রাম-জয়' বাজাও বাজনা ॥
কেহ বলে মার মার, কেহ বলে ধর।
বানর ধাইল লৈয়ে বৃক্ষ ও পাথর ॥
ধনুক পাতিয়া যুঝে তরণীর সেনা।
বানর-কটকে যেন পড়িছে ঝঞ্ঝনা ॥
রাক্ষস-বানরে যুদ্ধ হৈল মহামার।
সহিতে না পারে কপি পলায় অপার ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ।
দেখ দেখি সংগ্রামে আইল কোন্ জন ॥
বিভীষণ বলে, শুন রাজীবলোচন।
রাবণের অন্নেতে পালিত একজন ॥

(১) কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্—গীতা। (২) মহাযোগতন্ত্র—সম্পূর্ণরূপে চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিয়া বিধিপূর্ব্বক শিব-শক্তির পূজার্চ্চনা। (৩) মায়াযন্ত্র—মায়ার কৌশল অথবা মায়াপূর্ণ যন্ত্র। (৪) কালের বিভক্ত কাল—সর্ব্ব-সংহারক রুদ্রের নির্দ্দিষ্ট সময়; রাক্ষসগণ শিবোপাসক বলিয়া আয়ুঃকালের নিয়ামকরূপে শিব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। (৫) পাখো'জ—পাখোয়াজ। (৬) কটক ও ঠাট (একার্থক)—সৈন্য।

সম্বন্ধেতে ভ্রাতৃ-পুত্র, পরিচয়ে জ্ঞাতি।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক পুত্র, বড় যোদ্ধৃপতি ॥
প্রকারেতে (১) দিলেন প্রকৃত পরিচয়।
তরণী ভাবিছে, কোথা রাম দয়াময় ॥
কটকে কটকে যুদ্ধ হইল বিস্তর।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যতেক বানর ॥
চারিদিকে নেহারিয়া দেখিছে তরণী।
কতক্ষণে দেখা পাই রাম রঘুমণি ॥
কতক্ষণে পিতার পাইব দরশন।
জনম সফল হবে, জুড়াব জীবন ॥
মনে ভাবে, কত দূরে দেব নারায়ণ।
চালাইয়া দিল রথ ত্বরিত গমন ॥
রঘুনাথ পানে যদি চালাইল রথ।
ধেয়ে গিয়ে নীল বীর আগুলিল পথ ॥
নীল বীর বলে, বেটা, আর যাবি কোথা।
এক চড়ে রাক্ষসা, ছিঁড়িব তোর মাথা ॥
জোড়হাতে বলে বিভীষণের নন্দন।
পথ ছাড়, গিয়া দেখি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
নীল বলে, প্রাণ লব পর্ব্বত-চাপনে।
কেমনে দেখিবি বেটা শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥
অঙ্গে লেখা রাম-নাম রথ চারি পাশে।
তরণীর ভক্তি দেখি কপিগণ হাসে ॥
দুষ্ট নিশাচর জাতি কত মায়া জানে।
হইয়া ধার্ম্মিক বক (২) আসিয়াছে রণে ॥
মকরাক্ষ এসেছিল বুদ্ধি বড় সরু।
যুদ্ধ জিন্তে এসেছিল রথে বেঁধে গোরু ॥
বৃষভেতে টানে রথ গো-চর্ম্মেতে ঢাকা।
বায়ু-বাণে ধেনু উড়ে বেটা হৈল ভেকা (৩) ॥
গো-বৎস, গো-চর্ম্ম, ধেনু বাণে গেল উড়ে।
চেয়ে দেখ সে রাক্ষসার মুণ্ড আছে পড়ে ॥
তুমি বেটা মহা দুষ্ট, তা হতে মায়াবী।
ভণ্ড তপস্যাতে তুই কাহারে ভুলাবি ॥
এত বলি নীল বীর কোপে করি ভর।
উপাড়িয়া আনে এক দীর্ঘ তরুবর ॥
বাহুবলে হানে বৃক্ষ তরণীর মাথে।
হাসিয়া তরণীসেন ধরে বাম হাতে ॥
বৃক্ষ যদি ব্যর্থ গেল, নীল বীর রোষে।
আনিল পর্ব্বত এক চক্ষুর নিমিষে ॥
হানিল পর্ব্বত গোটা দিয়া হুহুঙ্কার।
তরণীর গদা ঠেকি হৈল চুরমার ॥
পর্ব্বত হইল গুঁড়া গদার প্রহারে।
তরণী হানিল বাণ নীলের উপরে ॥
মুখে রক্ত উঠে বীর হইল অজ্ঞান।
নীল বীরে ভঙ্গ দেখি রোষে (৪) হনুমান্ ॥
লাফ দিয়া হনুমান্ তার রথে চড়ে।
সারথির হাতের পাঁচনি নিল কেড়ে ॥
রুষিয়া তরণীসেন মারে এক চড়।
রথ হৈতে প'ড়ে হনু করে ধড়ফড় ॥
সংবিৎ পাইয়া হনু করে মহামার।
লাফ দিয়া রথে গিয়া পড়ে আরবার ॥
দুই জনে মহাযুদ্ধ রথের উপরে।
কোপেতে তরণীসেন হনুমানে ধরে ॥

---

(১) প্রকারেতে—কৌশলে। (২) ধার্ম্মিক বক (বক-ধার্ম্মিক)—বকের মত ধার্ম্মিক (ব্যঙ্গার্থে); বক ক্ষুদ্র মৎস্য খাইবার আশায় জলের ধারে বা অল্প জলে দাঁড়াইয়া থাকে। সেই অবস্থায় তাহাকে নিরীহ প্রাণীর মত মনে হয়; কিন্তু ছোট মাছ দেখিতে পাইলেই তাহাকে ধরিয়া খাইয়া ফেলে। এস্থলে গঙ্গা-মৃত্তিকায় রথ-ধ্বজে রাম-নাম লেখা, রণস্থলে রামের জয় ঘোষণা করা, সর্ব্বশরীরে রাম-নাম চিহ্ন, কিন্তু সেই ব্যক্তি রামের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে; এই জন্য বক-ধার্ম্মিক বলা হইয়াছে। (৩) ভেকা—হতবুদ্ধি; ভ্যাবাচ্যাকা। (৪) রোষে—ক্রোধ করে।

আছাড়িয়া ফেলে দিল ধরণী-উপর।
পাছু হৈল হনুমান্ পাইয়া ত ডর॥
হনুমানে বিমুখ দেখিয়া লাগে ভয়।
আতঙ্কে বানর কেহ আগু নাহি হয়॥
মহাকোপে পশ্চাৎ করিয়া হনুমানে।
বালির তনয় বীর প্রবেশিল রণে॥
হানিল পর্ব্বত এক তরণী-উপর।
দেখিয়া তরণীসেন হইল ফাঁফর॥
ভয়েতে তরণী এড়ে চোখ চোখ বাণ।
বাণে কাটি পর্ব্বত করিল খান খান॥
কাটা গেল পর্ব্বত, অঙ্গদে লাগে ভয়।
মুষ্ট্যাঘাতে মারিল রথের চারি হয়॥
সারথি তৎপর বড়, ত্বরান্বিত হৈয়ে।
পুনঃ অশ্ব জুড়ি রথ দিল চালাইয়ে॥
রুষিল তরণীসেন অঙ্গদ উপর
অঙ্গদের বুকে মারে লোহের মুদ্গর॥
মুদ্গর-আঘাতে পড়ে বালির নন্দন।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আইল করিয়া তর্জ্জন॥
আর যত বানর মিলিল একবারে।
বরিষে পর্ব্বত বৃক্ষ তরণী-উপরে॥
গিরি যেন বৃষ্টিধারা মাথা পাতি ধরে।
তেমতি তরণী বীর সংগ্রাম-ভিতরে॥
নানা শিক্ষা জানে বীর পরম সন্ধানী।
ক্ষণেকে পর্ব্বত বৃক্ষ কাটিল তরণী॥
আগুনের শিখা যেন তরণীর বাণ।
লক্ষ লক্ষ বানরের লইল পরাণ॥
চড় লাথি মুষ্ট্যাঘাত বানরের তাড়া।
লক্ষ লক্ষ রাক্ষসের মাথা করে গুঁড়া॥
বানরে রাক্ষস মারে রাক্ষসে বানর।
হস্তী ঘোড়া রথ রথী পড়িল বিস্তর॥
স্থানে স্থানে পর্ব্বত-প্রমাণ গাদি গাদি।
সংগ্রামের স্থলেতে বহিল রক্ত নদী॥
বানরের ঘোর নাদ, গজের গর্জ্জন।
রথের ঘর্ঘর শব্দ, শুনিতে ভীষণ॥
জাঠা জাঠি গদা শেল শব্দ ঠনঠন।
কেহ বা পলায়ে যায় লইয়া জীবন॥
কারো গেল হস্ত-পদ, কারো চক্ষু-কর্ণ।
মুষল আঘাতে কেহ হয়েছে বিবর্ণ॥
তুলনা নাহিক দিতে যুদ্ধ হৈল বড়।
চারি দ্বারের বানর পশ্চিম দ্বারে জড়॥
সহিতে না পারে কেহ তরণীর বাণ।
রুষিয়া সুষেণ বুড়া হৈল আগুয়ান॥
সুষেণের প্রতাপে রাক্ষসগণ কাঁপে।
তরণীর রথে গিয়া পড়ে এক লাফে॥
তরণীর হাতের ধনুক নিল কেড়ে।
বিদারিল সর্ব্ব অঙ্গ আঁচড়-কামড়ে॥
তরণীর অঙ্গে তবে রক্তধারা বয়।
পদাঘাতে মারিল রথের চারি হয়॥
সারথীর মুণ্ড ছিঁড়ে করে বীর-দাপ।
আপন কটকে পড়ে দিয়া এক লাফ॥
তরণীর অবস্থায় কপিগণ হাসে।
আনিল সারথি হয় চক্ষুর নিমিষে॥
করিল তরণীসেন বাণ-অবতার।
সম্মুখ-সংগ্রামে রহে হেন সাধ্য কার॥
বড় বড় বানর পলায়ে গেল দূরে।
চোখ চোখ বাণে বিন্ধে সুগ্রীব বানরে॥
বাণাঘাতে সুগ্রীব ভূপতি কোপে জ্বলে।
গর্জ্জিয়া পর্ব্বত বীর হানে বাহু-বলে॥
তরণী মারিল গদা ক্রোধে কম্পমান।
প্রহারে পর্ব্বত গেল হৈয়ে শত খান॥

হানিল দুর্জ্জয় জাঠা সুগ্রীবের বুকে।
পড়িল সুগ্রীব রাজা রক্ত উঠে মুখে॥
সংগ্রামে পড়িলা যদি সুগ্রীব রাজন্।
উভলেজ করিয়া পলায় কপিগণ॥
পলায় বানরগণ ফিরিয়া না চায়।
ধর ধর বলিয়া রাক্ষস পিছে ধায়॥
প্রাণভয়ে পলাইল বড় বড় বীর।
তরণীসেনের বাণে কেহ নহে স্থির॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র পলায় দ্বিবিদ কুমুদ।
রহিলেন হনুমান্ সুষেণ অঙ্গদ॥
সুগ্রীবের চৈতন্য করায় তিন জন।
চালাইলা রথ বিভীষণের নন্দন॥
হাতে-ধনু দাণ্ডাইল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
দক্ষিণেতে জাম্ববান, বামে বিভীষণ॥
সম্মুখেতে উপনীত তরণীর রথ।
রথ হৈতে নামিল থাকিতে কত পথ॥
সঙ্কেতে প্রণাম করে পিতার চরণে।
করপুটে প্রণমিল শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥
বিভীষণ বলে, রাম, দেখহ সত্বর।
তোমা দোঁহে প্রণাম করয়ে নিশাচর॥
শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ।
আসিয়াছে নিশাচর করিবারে রণ॥
বিপক্ষের পক্ষ হৈয়ে আসিয়াছে রণে।
আমা দোঁহে প্রণাম করিবে কি কারণে॥
বিভীষণ বলে, গোঁসাই, না জান কারণ।
লঙ্কাপুরে ও তোমার ভক্ত একজন॥
তোমার চরণ বিনা অন্য নাহি জানে।
আসিয়াছে সংগ্রামেতে রাজার শাসনে॥
রাম বলে, ভক্ত যদি জানহ নিশ্চয়।
আশীর্ব্বাদ করি, যেন বাঞ্ছা পূর্ণ হয়॥
লক্ষ্মণ বলেন, কি কহিলে মহাশয়।
রাক্ষসের অভিলাষ রাবণের জয়॥
শ্রীরাম বলেন, তুমি না জান লক্ষ্মণ।
ভক্তের বিষয়-বাঞ্ছা (১) নহে কদাচন॥
কহিতে কহিতে কথা রাম রঘুমণি।
ধনুকে টঙ্কার দিয়া আইল তরণী॥
গম্ভীর গর্জ্জনে বলে ছাড়ি সিংহনাদ।
দেশে ফিরে যাবে বেটা করিয়াছ সাধ॥
মহাকোপে লক্ষ্মণের অধরোষ্ঠ কাঁপে।
শমন-সমান বাণ বসাইল চাপে॥
প্রহারিল তরণীরে পঞ্চশত বাণ।
কাটিয়া তরণীসেন করে খান খান॥
বাণ যদি ব্যর্থ গেল, রুষিল লক্ষ্মণ।
তরণী-উপরে করে বাণ বরিষণ॥
যত বাণ লক্ষ্মণ মারিলা তরণীকে।
শ্রীরাম-স্মরণে বীর কাটে একে একে॥
অমর্ত্ত সমর্থ বাণ, বাণ কর্ণরেখা।
দুই জনে বাণ মারে যার যত শিক্ষা॥
লক্ষ্মণ এড়িল বাণ অগ্নি অবতার।
তরণী বরুণ-বাণে করিল সংহার॥
পাশুপত বাণ মারে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বৈষ্ণব বাণেতে বীর করে নিবারণ॥
হানিল পর্ব্বত বাণ অতি ভয়ঙ্কর।
পবন বাণেতে নিবারিল নিশাচর॥
সর্প বাণ মারিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
লক্ষ লক্ষ অজগরে ছাইল গগন॥

---

(১) বিষয়-বাঞ্ছা—বিষয়ে অভিলাষ। ভক্তের প্রধান কামনা, মুক্তি। সে ইষ্টদেবের নিকট মুক্তিই কামনা করিবে; পার্থিব সম্পদ তাহার কাঙ্ক্ষিত নহে—রামচন্দ্রের উক্তিতে ইহাই প্রকাশিত হইয়াছে।

বিকট-দশন তুণ্ড (১) অতি ভয়ঙ্কর।
গরুড় বাণেতে নিবারিল নিশাচর ॥
কুহ (২) বাণে লক্ষ্মণ করিল মায়াময়।
দশদিক্ অন্ধকার, দৃষ্টি নাহি হয় ॥
অন্ধকারে দেখিতে না পায় নিশাচর।
আপনা আপনি কাটাকাটি পরস্পর ॥
তরণীর সৈন্যেতে হইল মহামার।
চিকুর বাণেতে (৩) বিনাশিল অন্ধকার ॥
কোপেতে গন্ধর্ব্ব বাণ মারিলা লক্ষ্মণ।
তিন কোটি গন্ধর্ব্ব জন্মিল ততক্ষণ ॥
গন্ধর্ব্ব-রাক্ষসে তবে হৈল মহামার।
তরণীর সৈন্য সব হইল সংহার ॥
পড়িল সকল ঠাট, নাহি এক জন।
রাখিতে নারিল বিভীষণের নন্দন ॥
কোপেতে তরণীসেন জাঠা নিল হাতে।
গর্জ্জিয়া মারিল জাঠা লক্ষ্মণের মাথে ॥
পড়িল লক্ষ্মণ বীর হইয়া অজ্ঞান।
লক্ষ্মণেরে লইয়া পলায় হনুমান্ ॥
ডাকিছে তরণীসেন জিনিয়া সংগ্রাম।
কোথায় তপস্বী ভণ্ড জটাধারী রাম ॥
রাম বলে, অধিক বিলম্ব নাহি আর।
এখনি পাঠাব তোরে যমের দুয়ার ॥
লক্ষ্মণ পড়িল যদি, আইল রঘুনাথে (৪)।
ত্রিভুবন-বিজয়ী ধনুক-বাণ হাতে ॥
দাণ্ডাইল রঘুনাথ তরণী-সম্মুখে।
রামের সর্ব্বাঙ্গ বীর নেহালিয়া (৫) দেখে ॥
বিশ্বরূপ (৬) রামের দেখিল নিশাচর।
ব্রহ্মাণ্ড একৈক লোমকূপের ভিতর ॥
পর্ব্বত কন্দর দেখে কত নদ-নদী।
জনলোক(৭)তপোলোক(৮)ব্রহ্মলোক(৯)আদি ॥
মায়াতে মনুষ্যলীলা গোলোকের পতি।
চরণে তরঙ্গময়ী গঙ্গা ভাগীরথী ॥
যক্ষ রক্ষ দেবতা কিন্নর লাখে-লাখে।
বিস্ময় হইল মনে বিশ্বরূপ দেখে' ॥
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ভূমে প্রণাম করিল।
ধনুর্ব্বাণ ফেলি স্তব করিতে লাগিল ॥
কহিছে তরণীসেন জোড় করি হাত।
দেবের দেবতা তুমি জগতের নাথ ॥
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর।
কুবের বরুণ তুমি, যম পুরন্দর ॥
তুমি চন্দ্র, তুমি সূর্য্য, তুমি দিন-রাতি।
অনাথের নাথ তুমি, অগতির গতি ॥
তুমি সৃষ্টি, তুমি স্থিতি, তোমাতে প্রলয়।
সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণে তুমি বিশ্বময় ॥
মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ-নৃসিংহ-রূপধারী।
হিরণ্যকশিপু-রিপু গোলোক-বিহারী ॥
মহিমা-গভীর বীর মিহির-বংশজ (১০)।
অন্তিমে আশ্রয় দেহ, ও পদ-পঙ্কজ (১১) ॥

(১) তুণ্ড—মুখ। (২) কুহ—কুয়াসা। (৩) চিকুর বাণ—বিদ্যুৎ বাণ। (৪) রঘুনাথে—রঘুনাথ। (৫) নেহালিয়া—ভাল করিয়া দেখিয়া। (৬) বিশ্বরূপ—বিরাট মূর্ত্তি। (৭) জনলোক—মহর্লোকের উপরিস্থিত স্থান; এইখানে ঊর্দ্ধরেতাঃ ঋষিগণ ও ব্রহ্মার মানস-পুত্রগণ বাস করেন। আধুনিক মতে বর্ত্তমান চীনদেশ। (৮) তপোলোক—পৃথিবী হইতে কোটি যোজন ঊর্দ্ধে স্থিত স্থান; সপ্তলোকের অন্যতম। হিরণ্ময় বর্ষের নামান্তর এবং বর্ত্তমান সাইবিরিয়ার অন্তর্গত। (৯) ব্রহ্মলোক—ভূর্ আদি সপ্তলোকের উপরিস্থিত লোক; যেখানে ব্রহ্মা বাস করেন। মহর্লোক, তপোলোক ও ব্রহ্মলোকের মিলিত নাম ত্রিদিব—আধুনিক সমগ্র সাইবিরিয়া। (১০) মিহির-বংশজ—সূর্য্যকুলোৎপন্ন। (১১) পদ-পঙ্কজ—চরণ রূপ পদ্ম।

বিকারবিহীন দীন-দয়াময় নাম।
রঘুকুলোদ্ভব নব-দূর্ব্বাদলশ্যাম॥
কি জানি ভকতি স্তুতি আমি অতি মূঢ়।
চিন্তিয়া না পায় চরাচর চন্দ্রচূড়॥
রক্ষ হে পুণ্ডরীকাক্ষ (১) রাক্ষসের রিপু।
স্তবেতে অশক্ত আমি, নিশাচর বপু॥
বহু যুগ, যুগান্তরে মানিয়া অসাধ্য।
জন্মেছি রাক্ষস-কুলে হৈয়ে তব বধ্য (২)॥
কি ছার মিছার গর্ব্ব, স্বর্গ নাহি চাই।
মুণ্ড কাট তীক্ষ্ণ খড়্গে, মোক্ষধামে যাই॥
পদ্মহস্তে ছেদ যদি কর এই দেহ।
পুলকে গোলোকে যাব নাহিক সন্দেহ॥
তরণী করিল স্তব, শুনে রঘুবর।
অশ্রুজলে ভাসিল কোমল কলেবর॥
শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ।
লঙ্কাতে এমন ভক্ত জানিনু এখন॥
কেমনে মারিব অস্ত্র ইহার উপর।
এত বলি ত্যজিলা হাতের ধনুঃশর॥
রাম বলে, বিভীষণ, বলি হে তোমারে।
কেমনে ধরিব প্রাণ এ ভক্তেরে মেরে॥
অকারণে করিলাম সাগর বন্ধন।
ত্যজিয়া লঙ্কার যুদ্ধ পুনঃ যাই বন॥
যত যুদ্ধ করিলাম, শ্রম হৈল সার।
বুঝিলাম না হইল সীতার উদ্ধার॥
কার্য্য নাই সীতা, আমি না যাব রাজ্যেতে।
কেমনে মারিব বাণ ভক্তের অঙ্গেতে॥
কণ্টক ফুটিলে মম ভক্তের শরীরে।
শেলের সমান বাজে আমার অন্তরে॥
ভক্ত মোর পিতা-মাতা, ভক্ত মোর প্রাণ।
কেমনে এমন ভক্তে প্রহারিব বাণ॥
এতেক ভাবিয়া যুদ্ধে হৈয়ে অবসাদ (৩)।
বসিলেন রঘুনাথ গণিয়া প্রমাদ॥
সদয়-হৃদয় দেখে' রাজীবলোচনে।
তরণী বিচার করে আপনার মনে॥
আমার স্তবেতে তুষ্ট হৈয়ে রঘুবর।
বুঝি অস্ত্র না মারেন আমার উপর॥
কেমনে রাক্ষস-দেহ হইবে উদ্ধার।
যুদ্ধ বিনা পরিত্রাণ নাহি দেখি আর॥
এতেক ভাবিয়া তুলি নিল ধনুর্ব্বাণ।
কহিছে কর্কশ বাক্য পূরিয়া সন্ধান॥
তরণী কহিছে, রাম, শোন্ বলি তোরে।
কহিলাম প্রিয়বাক্য বুঝিবার তরে॥
কেমনে বুঝিলি আমি না করিব রণ।
এখনি পাঠাব তোরে যমের সদন॥
তোর যে বীরত্ব তাহা জানে চরাচরে।
ভরত লইল রাজ্য দূর করি তোরে॥
তোরে মেরে লক্ষ্মণেরে মারিব সংগ্রামে।
সীতায় বসাব লৈয়ে রাবণের বামে॥
এত যদি কহিল তরণী মহাবীর।
কোপে লক্ষ্মণের হ'লো কম্পিত শরীর॥
লক্ষ্মণ বলেন, দুষ্ট নিশাচর জাতি।
প্রাণের ভয়েতে বেটা করিলি মিনতি॥
কোথাকার ভক্ত বেটা, পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন।
এত বলি শত বাণ জুড়িল লক্ষ্মণ॥
দেখিয়া তরণীসেন ভাবিল মনেতে।
মরিতে বাসনা তার শ্রীরামের হাতে॥

---

(১) পুণ্ডরীকাক্ষ—পুণ্ডরীক (শ্বেত পদ্ম) তুল্য সুন্দর ও বিস্তৃত চক্ষু যাহার—ভগবান্। (২) বধ্য—বধের উপযুক্ত। (৩) অবসাদ—এখানে কাতর।

এতেক ভাবিয়া হ'লো বিষণ্ণবদন।
তরণীর অভিলাষ বুঝে বিভীষণ॥
জোড়হাতে বিভীষণ কহে রঘুনাথে।
এ বেটা দুর্জ্জয় বীর লঙ্কার মধ্যেতে॥
একবার লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হৈল রণে।
আর বার যুদ্ধে কেন পাঠাও লক্ষ্মণে॥
আপনি মারহ রণে দুষ্ট নিশাচর।
এত শুনি ধনুক ধরিলা রঘুবর॥
চোখ চোখ বাণ মারে পূরিয়া সন্ধান।
অর্দ্ধ-পথে তরণী করিল খান খান॥
যত বাণ মারিলেন রাম রঘুমণি।
বাণেতে রামের বাণ কাটিল তরণী॥
তরণী বাছিয়া মারে খরতর শর।
বিন্ধিয়া কোমল অঙ্গ করিল জর্জ্জর॥
দুই জনে যুদ্ধ বাজে, দু-জনে সমান।
কোপে রাম জুড়িলেন অর্দ্ধচন্দ্র বাণ॥
বাণ দেখি তরণীর মনে হৈল ভয়।
এক বাণে কাটিল রথের চারি হয়॥
অশ্ব কাটা গেল, রথ হইল অচল।
লাফ দিয়া পড়িল তরণী মহাবল॥
পর্ব্বত পাষাণ বৃক্ষ যা দেখে সম্মুখে।
তর্জ্জন করিয়া হানে শ্রীরামের বুকে॥
অন্ধকার ক'রে ফেলে বৃক্ষ ও পাথর।
প্রহারেতে কাতর হইলা রঘুবর॥
শুকাইল মুখচন্দ্র নাহি চলে বাহু।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন গরাসিল রাহু॥
অস্থির হইল রণে রাম রঘুমণি।
রামেরে কাতর দেখে' ভাবিছে তরণী॥
শ্রীরামের পরিশ্রম হয়েছে অধিক।
দারা সুত মিছা মায়া, সকলি অলীক॥
যুগে যুগে কামনা করিয়া বহুতর।
পেয়েছি পরম রিপু পরম-ঈশ্বর॥
রাজ্য ধন পরিজন কিছুই না চাই।
মরিয়া রামের হাতে গোলোকেতে যাই॥
এত যদি তরণী ভাবিল মনে মনে।
বিভীষণ কহিছেন শ্রীরামের কাণে॥
শুন প্রভু রঘুনাথ, করি নিবেদন।
ব্রহ্ম অস্ত্রে হইবেক ইহার মরণ॥
অন্য অস্ত্রে না মরিবেক এই নিশাচর।
সদয় হইয়া ব্রহ্মা দিয়াছেন বর॥
এতেক শুনিয়া রাম কমললোচন।
ধনুকেতে ব্রহ্ম অস্ত্র জুড়িলা তখন॥
রবির কিরণ জিনি খরতর বাণ।
সেই বাণে রঘুনাথ পূরিল সন্ধান॥
বাণের গর্জ্জন যেন বারিদ (১) গরজে।
বিমানেতে (২) আসে বাণ জয়ঘণ্টা বাজে॥
স্বর্গেতে দেবতা করে সুমঙ্গল ধ্বনি।
জোড়হাতে শ্রীরামেরে কহিছে তরণী॥
তোমার চরণ হেরে পরিহরি প্রাণ।
পরলোকে প্রভু, শ্রীচরণে দিও স্থান॥
এতেক ভাবিতে বাণ অঙ্গে এসে পড়ে।
তরণীর মুণ্ড কেটে ভূমিতলে পাড়ে॥
দুই খণ্ড হ'য়ে বীর পড়ে ভূমিতলে।
তরণীর কাটা মুণ্ড "রাম রাম" বলে॥
"রাম-জয়" শুভধ্বনি করে কপিগণ।
হাহাকার শব্দে ভূমে পড়ে বিভীষণ॥
অঙ্গের দুকূল (৩) ভাসে নয়নের জলে।
ধেয়ে গিয়া বিভীষণে রাম কৈলা কোলে॥
শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ।
কেন হে অধৈর্য্য হৈলে করিয়া রোদন॥

(১) বারিদ—মেঘ। (২) বিমানেতে—এখানে আকাশে। (৩) দুকূল—পট্ট বস্ত্র; ক্ষৌম বস্ত্র; রেশমী কাপড়। দুই স্থানকে আচ্ছাদন করে এমত বস্ত্রের নাম দুকূল।

ইতিমধ্যে কি দুঃখ উঠিল তব মনে।
কান্দিয়া আকুল হৈলে কিসের কারণে॥
বিভীষণ বলে, প্রভু, করি নিবেদন।
মরিল তরণীসেন আমার নন্দন॥
এত শুনি রঘুনাথ কান্দিতে লাগিলা।
তোমার সন্তান কেন আগে না বলিলা॥
তোমার নন্দন যদি কহিতে আগেতে।
তবে যুদ্ধ না করিতাম তরণী সঙ্গেতে॥
শোকাকুল হইয়া কান্দেন দুই জন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ কান্দে যত কপিগণ॥
সুগ্রীব অঙ্গদ কান্দে বীর হনুমান্।
কান্দেন সুষেণ আদি মন্ত্রী জাম্ববান্॥
শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ।
না জানি হৃদয় তব কঠিন কেমন॥
ব্রহ্ম অস্ত্র মারিতে মন্ত্রণা দিলে কাণে।
আপনি করিলে বধ আপন সন্তানে॥
আগে কেন বিবেচনা না করিলে মনে।
এক্ষণে কান্দহ মিত্র কিসের কারণে॥
শোক পরিহর মিত্র, স্থির কর মন।
অনিত্য রোদন আর কর কি কারণ॥
বিভীষণ বলে, প্রভু, নিবেদি চরণে।
পুত্রশোকে কান্দি আমি না ভাবিহ মনে॥
ধন্য আমি পুণ্যবান্ আমার সন্তান।
মরিয়া তোমার হস্তে পাইল নির্ব্বাণ (১)॥
হয় সে বৈকুণ্ঠে গেল, অথবা গোলোকে।
ত্যজিল রাক্ষসদেহ, মুক্ত কৈলে তাকে॥
কুম্ভকর্ণ অতিকায় আদি যত বীর।
পুলকে গোলোকে গেল ত্যজিয়া শরীর॥
শত্রুভাব ক'রে সবে হইল উদ্ধার।
শ্রীচরণ সেবা ক'রে কি লাভ আমার॥
যদি পারিতাম দেহ করিতে পাতন (২)।
বৈকুণ্ঠনগরে মম হইত গমন॥
মৃত্যু নাহি হবে, ব্রহ্মা দিয়াছেন বর।
অনেক যন্ত্রণা পাব অবনী-ভিতর॥
বিষাদ ভাবিয়া কান্দি, ইহার কারণ।
শ্রীরাম বলেন, দুঃখ ত্যজ বিভীষণ॥
যেই তুমি, সেই আমি, ইথে নাহি আন।
সাধুর জীবন মৃত্যু একই সমান (৩)॥
যতদিন রবে তুমি অবনী-ভিতরে।
আমার সমান দয়া তোমার উপরে॥
এত শুনি বিভীষণ ক্রন্দন সম্বরে।
ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাবণ-গোচরে॥
দূত কহে, লঙ্কেশ্বর, নিবেদি চরণে।
পড়িল তরণীসেন আজিকার রণে॥
তরণীসেনের মৃত্যু শুনি লঙ্কেশ্বর।
সিংহাসন হৈতে পড়ে ধরণী উপর॥
চৈতন্য পাইয়া রাজা করয়ে ক্রন্দন।
রাজারে প্রবোধ দেয় পাত্র-মিত্রগণ॥
মৃত্তিকাতে ব'সে ভাবে লঙ্কা-অধিকারী।
ঘরে ঘরে কান্দে যত সব বীর নারী॥
পুত্রশোকে অনিবার কান্দিল সরমা।
বুঝিয়া অনিত্য দেহ মনে দিল ক্ষমা॥
অশ্রুজলে সরমার কলেবর ভাসে।
জানকী প্রবোধ দেন অশেষ-বিশেষে॥
এইরূপ নারীগণ কান্দে লঙ্কাপুরে।
রাবণ মন্ত্রণা করে পাঠাইব কারে॥

---

(১) নির্ব্বাণ—মুক্তি। (২) পাতন—বিনাশ। (৩) সাধুর জীবন মৃত্যু একই সমান—সাধু যিনি তাঁহার জীবনের প্রতি বিশেষ মমতা নাই—মৃত্যুতেও আশঙ্কা নাই। নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া মুক্তিই তাঁহার একমাত্র কামনা।

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন তরণী-নিধন (১)॥

বীরবাহু এবং ভস্মলোচন বধ।

যে বীর পাঠাই নর-বানরের রণে।
সবে মরে, ফিরে নাহি আসে এক জনে॥
দিনে দিনে টুটে বল, মনে পাই শঙ্কা।
নর-বানর মেরে কেবা রাখে পুরী লঙ্কা॥
স্বর্গেতে গন্ধর্ব্ব এক চিত্রসেন নাম।
চিত্রাঙ্গদা কন্যা তার রূপেত সুঠাম (২)॥
রাবণ হরিয়া তারে আনে লঙ্কাপুরী।
পরমাসুন্দরী কন্যা জিনি বিদ্যাধরী॥
বিষ্ণুর বরেতে এক সন্তান প্রসবে।
তাহার গুণের কথা কহি শুন সবে॥
রাবণের পুত্র সেই বীরবাহু নাম।
দেব-গুরু-ভক্ত বড়, সদা জপে রাম॥
জন্মিয়া ব্রহ্মার সেবা করে নিরন্তর।
কত দিনে ব্রহ্মা তবে তারে দিলা বর॥
ব্রহ্মা বলে, বীরবাহু, যাহ নিজ স্থান।
এই হস্তী লহ ঐরাবতের সমান॥
এই হস্তী সহায়ে জিনিবে ত্রিভুবন।
হস্তী মারা গেলে তবে তোমার পতন॥
বিষ্ণু-ভক্ত হবে তুমি বিষ্ণু-পরায়ণ (৩)।
বিষ্ণু-সেবা যতনে করিবে সর্ব্বক্ষণ॥
তোমায় সন্তুষ্ট আমি, যাও নিজ ঘরে।
মম বরে অন্তে যাবে বৈকুণ্ঠনগরে॥
ধর্ম্মশীল হবে, সব শাস্ত্রেতে পণ্ডিত।
বর পেয়ে পিতার নিকটে উপনীত॥
রাবণ জিজ্ঞাসে, তুমি হও কোন জন।
কোথায় বসতি কর, কাহার নন্দন॥
বীরবাহু বলে, পিতা, হৈলে পাসরণ।
চিত্রাঙ্গদা-গর্ভে জন্ম, তোমার নন্দন॥
তপে তুষ্ট হৈয়ে ব্রহ্মা দিয়াছেন বর।
পাইয়াছি হস্তী ঐরাবতের সোসর॥
হস্তী আরোহণে আমি যদি করি মনে।
ত্রৈলোক্য জিনিতে পারি দিনেকের রণে॥
এত শুনি দশানন পুত্রে কৈল কোলে।
শিরে চুম্ব দিয়া বলে সকরুণ বোলে॥
রাবণ বলে, বীরবাহু, থাক এইখানে।
লঙ্কারাজ্য ভোগ কর মেঘনাদ সনে॥
বীরবাহু বলে, পিতা, করি নিবেদন।
মাতামহ-রাজ্যে আমি থাকিব এখন॥
তব প্রয়োজন কালে আসিব হেথায়।
এত বলি বীরবাহু লইল বিদায়॥
মাতামহ-রাজ্য ছিল গন্ধর্ব্বলোকেতে।
যুদ্ধের বারতা শুনি আইল লঙ্কাতে॥

---

(১) তপস্যারত তরণীসেনের সম্মুখে একদিন অতিকায়ের ছায়ামূর্ত্তি আসিয়া বলিল, 'দেখ তরণীসেন, আমি শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে নিহত হইয়া মুক্তি লাভ করিয়াছি।' তরণীসেন অতিকায়ের মহামুক্তির বিষয় অবগত হইয়া নানা দুঃখ যন্ত্রণাময় নশ্বর দেহ বিসর্জ্জন করিবার অভিলাষে রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য রাবণের নিকট উপস্থিত হয় ও রাবণের সৈন্যাপত্য গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ করে। এই যুদ্ধে বিভীষণের নির্দ্দেশে রামচন্দ্র কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রে তরণীসেন নিহত হয়। বাল্মীকি রামায়ণে ইহার উল্লেখ নাই। কৃত্তিবাস এই অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। (২) সুঠাম—সুদর্শন; সুন্দর। (৩) বিষ্ণু-পরায়ণ—বিষ্ণু-ভক্ত; বিষ্ণু পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (আশ্রয়) যার।

মনে জানে নররূপী দেব নারায়ণ।
সফল হইবে দেহ ক'রে দরশন ॥
উদ্দেশে ব্রহ্মার পদে নমস্কার করি।
হস্তীপৃষ্ঠে বীরবাহু গেল লঙ্কাপুরী॥
নিরবধি বিষ্ণু বিনা অন্যে নাহি মন।
পরমধার্ম্মিক বীর রাবণ-নন্দন ॥
লঙ্কায় আসিয়া দেখে ছিন্ন-ভিন্ন সব।
নাহিক সে নৃত্যগীত বাদ্য-ভাণ্ড-রব ॥
মহাশব্দে কলরব করিছে বানর।
কেহ বলে মার মার, কেহ বলে ধর ॥
মৃতদেহ রাশি রাশি রাক্ষস-বানরে।
সমুদ্র গিয়াছে বাঁধা গাছ ও পাথরে ॥
দগ্ধ বড় বড় ঘর লঙ্কার ভিতর।
দেখিয়া ত বীরবাহু সভয়-অন্তর ॥
কুম্ভকর্ণ-আদি যত রাক্ষস প্রচণ্ড।
এক ঠাঁই স্কন্ধ প'ড়ে আর ঠাঁই মুণ্ড ॥
শকুনী গৃধিনী আর কুক্কুর শৃগাল।
মহানন্দে কলরব করে পালে-পাল ॥
লক্ষ লক্ষ রমণীর রোদনের শব্দ।
ভয়ঙ্কর দেখে সব ভয়ে হৈল স্তব্ধ ॥
অন্তরীক্ষে ফিরে বীর হস্তীর উপরে।
তিন দ্বার ফিরে গেল পশ্চিমের দ্বারে ॥
দেখিল আছেন বসি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
জোড়হাতে বসিয়াছে খুড়া বিভীষণ ॥
ভল্লুক বানর কত বড় বড় বীর।
নিরখিয়া বীরবাহু কম্পিত-শরীর ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দেখে' রাবণ-নন্দন।
উদ্দেশেতে (১) বন্দিলেন দোঁহার চরণ ॥
বিভীষণ খুড়াকে প্রণাম কৈল মনে।
প্রণমিল ভক্ত-বৃন্দ যত কপিগণে ॥
বিষ্ণু-অবতার রাম দেখিল নয়নে।
জানিল রাক্ষস-বংশ ধ্বংস এত দিনে ॥

এতেক ভাবিয়া গেল পুরীর ভিতর।
সিংহাসন ত্যজি ভূমে ব'সে লঙ্কেশ্বর ॥
কান্দিছে তরণী-শোকে হইয়া কাতর।
কুড়ি চক্ষে বারিধারা বহে নিরন্তর ॥
দাণ্ডায়েছে পাত্র-মিত্র চতুর্দ্দিকে ঘিরে।
রাবণ বলে, যুদ্ধে আর পাঠাইব কারে ॥
বীর নাহি লঙ্কাতে, ভাণ্ডারে নাহি ধন।
কুম্ভকর্ণ মরিল, না মরে বিভীষণ ॥
মারিল আপন পুত্র আপন সাক্ষাতে।
মজালে কনক-লঙ্কা নর-বানরেতে ॥
জিনিবে বানরে নরে কে আছে এমন।
লঙ্কাতে আইল রাম হইয়া শমণ ॥
কারে পাঠাইব রণে, ভাবে দশানন।
হেনকালে বীরবাহু বন্দিল চরণ ॥
বীরবাহু দেখিয়া উঠিল দশানন।
আলিঙ্গন ক'রে দিল রত্ন-সিংহাসন ॥
রাবণ বলে, বীরবাহু, কর অবগতি (২)।
দেখিলে আপন চক্ষে লঙ্কার দুর্গতি ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিনু ত্রিভুবন।
নর-বানরের হাতে সংশয় জীবন ॥
বীরবাহু বলে, পিতা, কহ ত সংবাদ।
নর-বানরের সনে কিসের বিবাদ ॥
রাবণ বলে, শুন পুত্র, কহি যে তোমারে।
দশরথ রাজা ছিল অযোধ্যা নগরে ॥
তার বেটা রাম লোক-মুখে শুনতে পাই।
রাজ্য কেড়ে ল'য়ে দূর ক'রে দিল ভাই ॥
দুই ভাই বনবাসী সঙ্গে ল'য়ে নারী।
পঞ্চবটী বনে ছিল হ'য়ে জটাধারী ॥

---

(১) উদ্দেশেতে—স্মরণ করিয়া ; ধ্যানযোগে। (২) অবগতি—বোধ ; শ্রবণ করা।

সূর্পণখা গিয়াছিল পুষ্প-অন্বেষণে।
নাক কাণ কাটে তার অনুজ লক্ষ্মণে ॥
আমি হ'রে আনিলাম তাহার সুন্দরী।
বানর লইয়া রাম এল লঙ্কাপুরী ॥
কুম্ভকর্ণ আদি বীর পড়িয়াছে রণে।
কে আর যুঝিবে নর-বানরের সনে ॥
বীরবাহু বলে, শঙ্কা না কর রাজন্।
ইঙ্গিতে (১) মারিয়া দিব শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
এত বলি বীরবাহু ভাবে মনে মনে।
বিষ্ণুহস্তে ম'রে যাব বৈকুণ্ঠ ভুবনে ॥
বীরবাহু বলে, পিতা, তুমি জান ভালে।
ইন্দ্র আদি দেব কাঁপে আমারে দেখিলে ॥
বিদায় করহ, যাব রণের ভিতর।
এত বলি বীরবাহু চলিল সত্বর ॥
নানা রত্ন দান রাজা দিল পুত্রে তার।
কেয়ুর নূপুর তাড় নানা অলঙ্কার ॥
প্রতাপে প্রচণ্ড বীর, সংগ্রামে সুধীর।
বাপের আজ্ঞায় সেজে চলে মহাবীর ॥
হেন কালে তার মাতা দূত-মুখে শুনে।
দ্রুতগতি ধেয়ে আসে পুত্র-দরশনে ॥
কার বোলে যাহ পুত্র, করিবারে রণ।
বড় বড় বীর সব হইল নিধন ॥
বীরশূন্য হইল কনক লঙ্কাপুরী।
তুমি যুদ্ধে গেলে আমি প্রাণ পরিহরি ॥
কুম্ভকর্ণ হেন বীর রণে গিয়া মরে।
অতিকায়ে মারিয়াছে নর ও বানরে ॥
মায়ের বচন শুনি বীরবাহু হাসে।
মধুর বচন কহি জননীরে তোষে ॥
চরণের ধূলি লয় মাথার উপর।
হাসিতে হাসিতে করে মায়েরে উত্তর ॥
অবোধ অবলা জাতি নাহি বুঝ কার্য্য।
আমি যুদ্ধ না করিলে কে রাখিবে রাজ্য ॥
মাতা, তুমি আশীর্ব্বাদ কর একচিতে।
তোমার প্রসাদে রণ জিনিব ইঙ্গিতে (২) ॥
সংগ্রামে রামের হাতে হইলে নিধন।
রথে চড়ি যাব আমি বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
মায়েরে প্রবোধ দিয়া হস্তিস্কন্ধে চড়ে।
বিদায় হইয়া বীর যুঝিবারে নড়ে ॥
বীরবাহু রণে চলে হ'য়ে সেনাপতি।
হস্তী ঘোড়া বহু ঠাট চলিল সংহতি ॥
সবার পশ্চাতে রণে ভস্মাক্ষ দুর্জ্জয়।
চর্ম্মে ঢাকি রথ-খান সবামধ্যে রয় ॥
যার মুখ দেখে, সেই হয় ভস্মময়।
সংসারে কাহারো মুখ নাহি নিরীক্ষয় ॥
হেন মহাবীর নড়ে রণ করিবারে।
সম্মুখ সংগ্রামে কেবা জিনিবে তাহারে ॥
তাহার সহিত এল কত শত বীর।
হস্তী'পরে বীরবাহু সুন্দর-শরীর ॥
মনে মনে বীরবাহু চিন্তে অনুক্ষণ।
কেমনে পাইব আমি রাম-দরশন ॥
প্রথমেতে উত্তরিল বানর-গোচর।
মার মার শব্দ করি ধাইল বানর ॥
ভস্মলোচনেরে তবে ডাকিল তখন।
যুঝিতে দিলেক আজ্ঞা রাবণ-নন্দন ॥
বীরবাহু আজ্ঞা যদি দিলেক তাহাকে।
যায় ভস্মলোচন যে রামের সম্মুখে ॥
চর্ম্মে ঢাকিয়াছে রথ, চক্ষে চর্ম্ম-ঠুলি।
রামের আগে চলিল ভস্মাক্ষ মহাবলী ॥
যেখানেতে শ্রীরাম সুগ্রীব বীরগণ।
সেইখানে যায় ঠুলি খুলিবারে মন ॥

(১) ইঙ্গিতে—ইসারায় (এখানে) অবহেলায়। (২) ইঙ্গিতে—সামান্য চেষ্টায়।

জোড় করে শ্রীরামেরে বলে বিভীষণ।
প্রমাদ ঘটিল বড়, রক্ষ (১) নারায়ণ ॥
দেখহ ভস্মাক্ষ বীর উপনীত আসি।
যাহারে দেখিবে সেই হবে ভস্মরাশি ॥
চর্ম্মে আচ্ছাদিত রথ, দেখ বিদ্যমান।
ইহার ভিতরে আছে শমন-সমান ॥
ভস্মাক্ষ ইহার নাম, বড়ই দুর্দ্ধর (২)।
করিল কঠোর তপ সহস্র বৎসর ॥
তপোবলে ব্রহ্মা যবে দিতে এল বর।
রাক্ষস বলিল, মোরে করহ অমর ॥
ব্রহ্মা বলে, অন্য বর চাহ নিশাচর (৩)।
সৃষ্টিনাশ হবে তুমি হইলে অমর ॥
নিশাচর বলে, তবে করি নিবেদন।
সেই ভস্ম হবে, যার হেরিব বদন ॥
ব্রহ্মা বলে, দিনু যাহা এল তব মুখে।
ঘরে গিয়া বসে থাক ঠুলি দিয়া চোখে ॥
বর পেয়ে রাক্ষস হইল আনন্দিত।
সত্য মিথ্যা কেমনেতে যাইবে প্রতীত (৪) ॥
সংহতি (৫) রাক্ষস উহার ছিল যত জন।
মুখ নিরখিতে ভস্ম হইল তখন ॥
বর পেয়ে নিশাচর হরিষ অন্তর।
স্ত্রী-পুত্র না রহে ওই পাপিষ্ঠ-গোচর ॥
হেনই পাপিষ্ঠ রণে হৈল আগুয়ান।
উহার সংগ্রামে প্রভু, হও সাবধান ॥
বিভীষণ-বচনে বিস্ময় মানি মনে।
পুনরপি শ্রীরাম কহেন বিভীষণে ॥
রণে ভঙ্গ নাহি দিব, বুঝিব অবশ্য।
আমি ভস্ম হই কিম্বা ওই হবে ভস্ম ॥

বিভীষণ বলে, গোঁসাই, না করিহ ভয়।
করহ উপায় চিন্তা, মরিবে নিশ্চয় ॥
আছয়ে মন্ত্রণা এক শুন নারায়ণ।
উহার সম্মুখে দেহ ধরিয়া দর্পণ ॥
যখন আসিবে বেটা মুখ দেখাবারে।
দর্পণে আপন মুখ পাবে দেখিবারে ॥
দর্পণে আপন মুখ দেখি নিশাচর।
আপনি হইবে ভস্ম, না করিহ ডর ॥
হেন উপদেশ (৬) যদি কহে বিভীষণ।
মিত্র মিত্র বলি রাম দিলা আলিঙ্গন ॥
শ্রীরাম বলেন, সৈন্য হও এক পাশ।
যাবৎ রাক্ষস দুষ্ট না হয় বিনাশ ॥
শ্রীরাম দর্পণ অস্ত্র জুড়িলা ধনুকে।
ছুটিয়া রামের বাণ রহিল সম্মুখে ॥
আছিল রামের সঙ্গে যত কপিগণ।
বাণেতে সবার মুখ হইল দর্পণ ॥
হেনকালে সেই দুষ্ট সংগ্রামে পশিল।
রণ-মাঝে দু-চক্ষের ঠুলি খসাইল ॥
দর্পণাস্ত্রে রঘুনাথ কৈল আচ্ছাদন।
যত বানরের মুখে হইল দর্পণ ॥
দেখিল ভস্মাক্ষ বীর যাহার বদন।
মুখ দেখা নাহি গেল দেখিল দর্পণ ॥
মুখ নাহি দেখিয়া কুপিল নিশাচর।
শ্রীরামেরে ডাকি তবে বলিছে উত্তর ॥
রাক্ষস বলিছে, তুমি প্রাণেতে কাতর।
ভয় যদি কর, পলাইয়া যাহ ঘর ॥
রাম বলে, রাক্ষস, কি ইচ্ছিলি মরণ।
এখনি পাঠাব তোরে শমন-সদন ॥

(১) রক্ষ—রক্ষা কর। (২) দুর্দ্ধর—অসমসাহসী। (৩) নিশাচর - রাক্ষস ; নিশাতে (রাত্রিতে) বিচরণ করে বলিয়া রাক্ষসের এই নাম। (৪) প্রতীত—বিশ্বাসযোগ্য। (৫) সংহতি—সঙ্গে। (৬) উপদেশ—পরামর্শ ; যুক্তি।

রামের বচন শুনি কোপে নিশাচর।
রথ চালাইয়া দিল রামের গোচর ॥
রামে দেখিবারে বীর মেলিল লোচন।
রাক্ষস সম্মুখে রাম ধরিলা দর্পণ ॥
দর্পণ-ভিতরে দেখি আপনার আস্য (১)।
নিজ মুখ দেখিয়া আপনি হৈল ভস্ম ॥
ভস্ম হ'য়ে পড়ে বেটা রথের উপরে।
ভস্মাক্ষের পতনে রাক্ষস ছুটে ডরে ॥
ভস্মাক্ষ পড়িল যদি রাক্ষসের ভঙ্গ (২)।
রাক্ষসের ভঙ্গ দেখি' বানরের রঙ্গ (৩) ॥
ভস্মাক্ষের মৃত্যু দেখি রাক্ষস পলায়।
দূর হৈতে বীরবাহু দেখিবারে পায় ॥
কুপিত হইয়া বীর চাহে ঘনে-ঘন।
হাতে-ধনু কহিতেছে রাবণ-নন্দন ॥
রাক্ষসের ভঙ্গ দেখি' বানর হর্ষিত।
হস্তিপৃষ্ঠে বীরবাহু চলিল ত্বরিত ॥
শ্বেতবর্ণ হস্তী যেন পর্ব্বত-প্রমাণ।
দুর্জ্জয় দশন (৪) ঐরাবতের সমান ॥
হস্তিপৃষ্ঠে নানা অস্ত্র মুষল মুদ্গর।
ঐরাবত'পরে যেন এল পুরন্দর ॥
রাক্ষসের ভঙ্গ দেখি রাবণ-নন্দন।
আশ্বাস-বচনে সবে কহিছে তখন ॥
না পলাহ রাক্ষস, সংগ্রামে এস ফিরে।
এখনি মারিব রণে নর ও বানরে ॥
বীরবাহু-বাক্যে যায় নিশাচরগণ।
পুনরপি এল রণে করিয়া তর্জ্জন ॥
দেখিয়া বানরগণে বীরবাহু চলে।
হস্তী চালাইয়া বীর দিল রণস্থলে ॥
বীরবাহু বলে, বানর, দণ্ড দুই থাক।
বানর-কটকে রণে দেখাব বিপাক (৫) ॥
চালাইয়া দিল হস্তী সংগ্রাম-ভিতর।
দেখিয়া রুষিল রণে যতেক বানর ॥
কোপেতে অঙ্গদ বীর বালির নন্দন।
ঘোর সিংহনাদ করি করিছে তর্জ্জন ॥
রুষিল রাজার বেটা, কার সাধ্য থাকে।
কপিগণ সংগ্রামে চলিল একে একে ॥
নল, নীল, কুমুদ, সম্পাতি আদি করি।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর সুষেণ কেশরী ॥
গয় গবাক্ষ শরভাদি দ্বিবিদ বানর।
দীর্ঘাকার পর্ব্বত-প্রমাণ কলেবর ॥
সুগ্রীবের সৈন্য নড়ে দেখিতে অপার (৬)।
বিংশতি বানরে অঙ্গদের আগুসার (৭) ॥
আগুদলে অঙ্গদের হৈল আগমন।
রাক্ষসের সনে যায় করিবারে রণ ॥
দশ যোজন পর্ব্বত সে নিলেক উপাড়ি।
রাক্ষস উপরে ফেলে অতি তাড়াতাড়ি ॥
সন্ধান (৮) পূরিয়া বীরবাহু জোড়ে বাণ।
পর্ব্বত কাটিয়া বীর করে খানখান ॥
পাঁচ বাণ হানিলেক অঙ্গদের বুকে।
পড়িল অঙ্গদ বীর, রক্ত উঠে মুখে ॥
রাজপুত্র রণে পড়ে দেখে' হনূমান্।
শালগাছ উপাড়িল দিয়া এক টান ॥
হস্তীর মাথাতে মারে দুহাতিয়া বাড়ি।
হস্তীর মাথায় ঠেকে বৃক্ষ হৈল গুঁড়ি ॥
বৃক্ষ গোটা ব্যর্থ গেল, কোপে হনূমান্।
আর বৃক্ষ উপাড়িল দিয়া এক টান ॥

---

(১) আস্য—মুখ। (২) ভঙ্গ—এখানে রণভঙ্গ; যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন। (৩) রঙ্গ—আমোদ। (৪) দুর্জ্জয় দশন—ভয়ানক দাঁত। (৫) বিপাক—কর্ম্মফল অথবা দুর্গতি; বিড়ম্বনা। (৬) অপার—অসীম। (৭) আগুসার—অগ্র গমন। (৮) সন্ধান—ধনুকে বাণ যোজনা।

আর এক বৃক্ষ আচ্ছন পঞ্চাশ যোজন।
বৃক্ষের ছায়াতে ঢাকে রবির কিরণ ॥
এড়িলেক বৃক্ষ গোটা ধরি-বাহু-বলে।
করিয়া বিষম শব্দ বৃক্ষ গোটা চলে ॥
হস্তীর মাথায় বৃক্ষ গুঁড়া হ'য়ে যায়।
রুষিয়া দারুণ হস্তী ক্রোধভরে ধায় ॥
ক্রোধভরে বীরবাহু এড়ে দশ বাণ।
বাণ ফুটে ভূমিতে পড়িল হনূমান্ ॥

শরাঘাতে হনূমান্ অচেতন হৈল।
নল নীল কুমুদ রণেতে প্রবেশিল ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর সুষেণ কেশরী।
নয় বীর যুঝিবারে এল আগুসরি ॥
নয় বীর দেখি তবে এড়ে নয় শর।
বিন্ধিয়া বানরগণে করিল জর্জ্জর ॥
দশ দশ বাণে প্রতি বানরেরে বিন্ধে।
বিন্ধিল বানরগণে বসি গজস্কন্ধে ॥
গয় গবাক্ষ শরভাদি ও গন্ধমাদন।
বাণে অচেতন হৈয়ে পড়ে পঞ্চ জন ॥
বানর-কটক বিন্ধে করি খান খান।
পলায় বানরগণ লইয়া পরাণ ॥

ধাইয়া বানর কহে শ্রীরামের ঠাঁই।
বীরবাহু-বাণে প্রভু, কারো রক্ষা নাই ॥
কালান্তক যম যেন এসে করে রণ।
পড়িয়াছে হনূমান্ আদি কপিগণ ॥
কুম্ভকর্ণ-হাতে সবে পেয়েছে নিস্তার।
আজিকার রণে হয় সবার সংহার ॥
এতেক রণের কথা শুনি দাশরথি (১)।
চলিলেন রঘুনাথ লক্ষ্মণ সংহতি ॥
চলিল রামের পাছে সুগ্রীব বিভীষণ।
বৃক্ষ পাথর হাতে করি ধায় কপিগণ ॥

হস্তীর স্কন্ধেতে থাকি করিছে সংগ্রাম।
বিভীষণে জিজ্ঞাসা করেন প্রভু রাম ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ।
কোন্ বীর আসিয়াছে হস্তি-আরোহণ (২) ॥
ঐরাবত সম গজ অতি ভয়ঙ্কর।
নানা অস্ত্র তুলিয়াছে গজের উপর ॥
প্রচণ্ড ধনুক বাণ, খরতর জাঠা।
পুরন্দর সম গজ-স্কন্ধে এল কেটা ॥

বিভীষণ বলে, রাম, কর অবধান।
বীরবাহু নাম ধরে রাবণ-সন্তান ॥
চিত্রাঙ্গদা নামে এক গন্ধর্ব্ব-কুমারী।
যুদ্ধ জিনে রাবণ আনিল তারে হরি ॥
তাহার গর্ভেতে জন্ম, সুন্দর সুঠাম।
দেব-দ্বিজ-গুরু-ভক্ত বীরবাহু নাম ॥
চিত্রাঙ্গদা মাতা, রাবণ উহার বাপ।
নাম ধরে বীরবাহু দুর্জ্জয় প্রতাপ ॥
করিল তপস্যা বীর কঠোর বিস্তর।
তপের কারণ ব্রহ্মা দিতে এল বর ॥
ব্রহ্মা বলে, হবে তোর সংগ্রামে বিজয়।
দিলা এক হস্তী ঐরাবতের তনয় ॥
গজরাজ দিয়া ব্রহ্মা বলিলা বচন।
এ গজের জীবনেতে তোমার জীবন ॥
বীরবাহু শুনি তবে ব্রহ্মার বচন।
ভক্তিভরে করিলেক এই নিবেদন ॥
মরণ অবশ্য হবে সন্দেহ যে নাই।
যুদ্ধ ক'রে ম'রে যেন নারায়ণ পাই ॥
ব্রহ্মা বলে, নররূপী হবে নারায়ণ।
ইচ্ছাসুখে তাঁর হাতে লভিবে মরণ ॥
সেই বীরবাহু এই দুর্জ্জয়-শরীর।
বীরবাহু-তেজে রণে কেহ নহে স্থির ॥

---

(১) দাশরথি—রামচন্দ্র। (২) হস্তি-আরোহণ—হস্তিপৃষ্ঠে চড়িয়া।

বীরবাহু জিনিলে রাবণ রাজা জিনি।
সমুদ্র তরিলে যেন গোষ্পদের পানি ॥
বীরবাহু ইন্দ্রজিৎ বীর নাহি আর।
ইহারা মরিলে হবে রাবণ সংহার ॥
শ্রীরাম বলেন, মিত্র, ভরসা তোমার।
তব উপদেশে হৈল সকলে সংহার ॥
রাম বিভীষণে এই কথোপকথন।
ডাক দিয়া কহিতেছে রাবণ-নন্দন ॥
বীরবাহু বলে, শুন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
আমা সনে তোমরা যুঝিবে কোন্ জন ॥
রাম বলে, তোমাতে আমাতে আজি রণ।
আজিকার যুদ্ধে তোর বধিব জীবন ॥
বানর-কটক সব হও একভিত।
দু'জনে করিব যুদ্ধ যেমন প্রমিত (১) ॥
এত শুনি বীরবাহু করিছে সমর।
মাথায় টোপর বীর হাতে ধনুঃশর ॥
গজস্কন্ধে থাকি বীর নেহালে শ্রীরাম।
কপটে (২) মনুষ্য-দেহ দূর্ব্বা-দল-শ্যাম ॥
চাঁচর চিকুর তাঁর চৌরস কপাল।
প্রসন্ন-শরীর (৩) বীর পরম-দয়াল ॥
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন অতি মনোহর।
ভুবন-মোহন রূপ শ্যামল সুন্দর ॥
রামের হাতের ধনু বিচিত্র-গঠন।
সকল শরীরে দেখে বিষ্ণুর লক্ষণ ॥
নারায়ণ-রূপ দেখে' রাবণ-কুমার।
নিশ্চয় জানিল রাম বিষ্ণু-অবতার ॥
হাতের ধনুক-খান ভূমিতে ফেলায়ে।
গজ হতে নামি কহে বিনয় করিয়ে ॥
ধরণী লোটায়ে রহে জুড়ি দুই কর।
অকিঞ্চনে কর দয়া রাম রঘুবর ॥
প্রণমামি (৪) রামচন্দ্র সংসারের সার।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় বিষ্ণু-অবতার ॥
আদি ও অনাদি তুমি পুরুষ-প্রধান।
নাশিতে অজেয় অরি শমন-সমান ॥
পুরুষ প্রকৃতি তুমি, তুমি চরাচর।
তোমার একাংশ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ॥
অনাথের নাথ তুমি সংসার-তারণ।
সুরাসুর তুমি সৃষ্টি-সংহার কারণ ॥
বহু স্তুতি করি বলে রাবণ-নন্দন।
অনুক্ষণ জপে ধ্যানে দেব ত্রিলোচন ॥
সাম ঋক্ যজু ও অথর্ব্ব তোমা হৈতে।
অসীম মহিমা গুণ নারি সীমা দিতে ॥
হেন পাদপদ্ম দেখিলাম অনায়াসে।
পরিপূর্ণ হইল আমার অভিলাষে ॥
তব পাদপদ্মে যেবা নাহি মাগে বর।
বৃথায় জীবন তার অবনী-ভিতর ॥
আপনি ক'রেছ আজ্ঞা, না হয় খণ্ডন।
ও পদ স্মরণে হয় পাপ-বিমোচন ॥
এ ভব-সংসার দেখি অকূল পাথার।
রাম-নাম তরণী করিয়ে হব পার ॥
তুমি নারায়ণ ধর্ম্ম ব্রহ্ম-সনাতন।
রাক্ষস-বিনাশকারী ভুবন-মোহন ॥
উৎপত্তি প্রলয় তুমি চিন্তনীয় ধন।
তোমারে চিনিতে প্রভু, পারে কোন্ জন ॥
অধম রাক্ষস আমি, বড়ই পাপিষ্ঠ।
এ দুঃখে তারিতে প্রভু, তুমি মহা-ইষ্ট (৫) ॥

---

(১) প্রমিত—রীতি, প্রথা। (২) কপটে—ছলনায়; লীলা প্রকাশার্থ। (৩) প্রসন্ন-শরীর—পবিত্র-দেহ।
(৪) প্রণমামি—প্রণাম করি। (৫) মহা ইষ্ট—সাধনার ধন মঙ্গলময় ভগবান।

চিরদিন মহাপাপ করেছি অপার।
বৈষ্ণব-অস্ত্রেতে মোরে কর হে সংহার ॥
এতেক বলিল যদি রাবণ-নন্দন।
রণ ত্যজি রঘুনাথ বসিলা তখন ॥
রাম বলে, দেখিলাম তব ব্যবহার।
তোমা বধ করা নহে উচিত আমার ॥
যাউক জানকী, মোর রাজ্য যাক ব'য়ে।
পুনঃ বনে যাই আমি তোরে লঙ্কা দিয়ে ॥
বীরবাহু বলে, যে গোঁসাই পরিহার (১)।
তুমি যারে দয়া কর লঙ্কা তার ছার ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রভু তোমার শরীরে।
ক্ষুদ্র লঙ্কাপুরী দিয়া ভাণ্ডিবে (২) আমারে ॥
লঙ্কা দিয়া রঘুনাথ ভাণ্ডিতে (৩) আমারে।
না পারিবে কদাচন এই দুরাচারে ॥
এতেক বলিয়া তবে রাবণ-নন্দন।
মনে মনে চিন্তা করে আপন মরণ ॥
তুমি না মারিলে মোর না হবে উদ্ধার।
দয়া ক'রে করহ আমার প্রতিকার (৪) ॥
রণ ক'রে পড়ি যদি প্রভু, তব বাণে।
বিষ্ণু-দূতে ল'য়ে যাবে বৈকুণ্ঠ-ভুবনে ॥
যাহা লাগি মুনি ঋষি নানা তীর্থে ফিরে।
যাহা লাগি সাধু জন নানা যজ্ঞ করে ॥
অনায়াসে পাব আমি হেন গুণনিধি।
বিনা জাতি-ব্যবহারে নহে কার্য্যসিদ্ধি ॥
এতেক ভাবিয়া মনে রাবণ-কুমার।
এক লাফ দিয়া উঠে গজে আপনার ॥
প্রচণ্ড ধনুক ছিল গজের উপরে।
দৃঢ়মুষ্টি অস্ত্র ল'য়ে বিন্ধে রঘুবীরে ॥
হেদে রে তপস্বী বেটা ভণ্ড বনচারী।
মরণ এড়াতে চাহ ক'রে ভারিভুরি ॥
কালসর্প সম অস্ত্র দেখহ সর্ব্বথা।
লব শোধ যত দুঃখ পায় মম পিতা ॥
মম ইষ্টদেবে আমি করেছি স্তবন।
তুমি মনে করেছ আপনি নারায়ণ ॥
বীরবাহু বৈল যদি দুরক্ষর বাণী।
ক্রোধেতে হইলা রাম জ্বলন্ত আগুনি ॥
সত্ত্বগুণে তমোগুণ বড়ই বিষম (৫)।
ক্রোধেতে হইলা রাম কালান্তক যম ॥
মার মার বলি রাম জুড়িলেন বাণ।
হাসিয়া (৬) ধনুক ধরে রাবণ-সন্তান ॥
দুই জনে লাগিল বাণের হানাহানি।
উঠিল আকাশে বাণ শব্দ ঠনঠনি ॥
বাণে বাণে কাটাকাটি উঠিল আগুনি।
স্বর্গেতে দেবতা কাঁপে অসম্ভব গণি ॥
দূরে থাকি দেখে কপি উভয়ের রণ।
বাণের বিষম শব্দ উঠিল গগন ॥
দুই জনে কাটাকাটি হৈল বাণে বাণে।
দুজনার উপরেতে দুই জনে হানে ॥
অগ্নিবাণ বীরবাহু জুড়িল ধনুকে।
বজ্রসম আসে বাণ রামের সম্মুখে ॥
অগ্নিবাণে করে বীর অগ্নি-অবতার।
বরুণ বাণেতে রাম করেন সংহার ॥

---

(১) পরিহার—প্রার্থনা। (২) ভাণ্ডিবে—প্রতারণা করিবে। (৩) ভাণ্ডিতে—প্রতারণা করিতে। (৪) প্রতিকার—উপায়। (৫) সত্ত্বগুণে তমোগুণ বড়ই বিষম—যাঁর হৃদয়ে সত্য, ন্যায়, বিনয়, দয়া, ধর্ম্ম, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ঔদার্য্য প্রভৃতি পবিত্র ভাব সকল সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে তাঁহার হৃদয়ে যদি কোনো বিশেষ কারণে ক্রোধ, অহঙ্কার, জিগীষা প্রভৃতির সঞ্চার হয় তবে তিনি অতি-ভীষণ হইয়া থাকেন। (৬) হাসিয়া—স্বীয় অস্ত্রবল মনে করিয়া ; অথবা আজ অভীষ্ট দেবতা নররূপী নারায়ণের হাতে মৃত্যুলাভ করিয়া মুক্তি লাভের আনন্দে।

মহাকোপে বীরবাহু এড়ে দশবাণ।
শ্রীরামের বুকে ফুটে বজ্রের সমান ॥
শরাঘাতে শোণিতে ভাসিলা রঘুনাথে।
যেন সূর্য্যপাত হ'য়ে পড়িল ভূমিতে ॥
পড়িলেন রামচন্দ্র, সর্ব্বজন দেখে।
মুখেতে উঠিল রক্ত ঝলকে ঝলকে ॥
ব্যথা সম্বরিয়া রাম জুড়িলেন বাণ।
বীরবাহুর কাটিতে চাহেন ধনুখান ॥
তীক্ষ্ণ বাণ মারে রাম ধনুক কাটিতে।
ধনুকে ঠেকিয়া বাণ পড়ে একভিতে ॥
বীরবাহু বলে, অবধান রঘুনাথ।
আমার ধনুকে মিথ্যা করিছ আঘাত ॥
ধনুক কাটিতে না পারিবে কদাচন।
বীরবাহু কহিতেছে করি আস্ফালন (১) ॥
অক্ষয় ধনুক আমি করিয়াছি হাতে।
ত্রিভুবনে কার সাধ্য, কে পারে কাটিতে ॥
ধনু কাটা নাহি গেল, শ্রীরাম লজ্জিত।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ রাম জুড়েন ত্বরিত।
এড়িলেন বাণ রাম তারা যেন ছুটে।
সেই বাণে বীরবাহুর ধনুর্ব্বাণ টুটে ॥
ধনুর্ব্বাণ গেল, বীরবাহুর উল্লাস (২)।
এতদিনে বুঝিলাম পূর্ণ হৈল আশ ॥
মনে জানিলাম, আজি নাহি অব্যাহতি।
শ্রীরামের বাণে প'ড়ে পাইব নিষ্কৃতি ॥
একমনে বীরবাহু করিছে স্তবন।
ধনুর্ব্বাণ কাটা গেল অবশ্য মরণ ॥
ধনু কাটা গেল, বীর আর ধনু লয়।
শরজাল বাণ এড়ে রাবণ-তনয় ॥
বাণে আচ্ছাদিল রঘুনাথের উপর।
বাণ খেয়ে রঘুনাথ হইলা ফাঁফর ॥
মনে মনে রঘুনাথ করি অনুমান।
ঐষিক বাণেতে রাম করেন সন্ধান ॥
শ্রীরাম ঐষিক বাণ বসাইলা চাপে।
রাক্ষসের বাণ কাটিলেন বীর-দাপে ॥
শ্রীরাম কাটেন বাণ, মনের কৌতুকে।
দাণ্ডায়ে বানরগণ দূর হৈতে দেখে ॥
রাম বলে, বীরবাহু, তুমি বড় বীর।
তব বাণে মম সৈন্য না হয় সুস্থির ॥
বীরবাহু বলে, রাম, ক্ষণেক থাকহ।
যত দুঃখ দিলে তার প্রতিফল লহ ॥
রাক্ষসের বাক্য শুনি কুপিয়া লক্ষ্মণ।
রাক্ষস উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
লক্ষ্মণের বাণে বীরবাহু ক্রোধান্বিত।
এড়িল দুর্জ্জয় বাণ, অগ্নি প্রজ্বলিত ॥
চলিল লক্ষ্মণ-বাণ তারা যেন ছুটে।
এক বাণে রাক্ষসের অগ্নি বাণ কাটে ॥
পঞ্চবাণ লক্ষ্মণ যে জুড়িলা ধনুকে।
সন্ধান পূরিয়া মারে বীরবাহু-বুকে ॥
বাণাঘাতে বীরবাহু হইল কম্পিত।
লক্ষ্মণ উপরে মারে বাণ আচম্বিত ॥
অষ্টবাণ বীরবাহু জুড়িল ধনুকে।
সন্ধান পূরিয়া মারে লক্ষ্মণের বুকে ॥
বীরবাহুর বাণ লক্ষ্মণের ফুটে বুকে।
ঘুরিয়া পড়িলা বীর রক্ত উঠে মুখে ॥
কতক্ষণে লক্ষ্মণ হইল সচেতন।
পুনরপি দুই জনে হৈল মহারণ ॥

---

(১) আস্ফালন—আত্মক্ষমতা ও বীর্য্য গুণ-গরিমার গর্ব্বিত-বাক্যে কীর্ত্তন করা। আত্মশ্লাঘা করা। (২) মহামুক্তি লাভের জন্য উল্লাস।

লক্ষ্মণে মারিতে বীরবাহু করে মতি।
বায়ুবেগে হস্তী চালাইল শীঘ্রগতি ॥
আইসে দুর্জ্জয় হস্তী ত্বরিত-গমন।
লক্ষ্মণে মারিল জাঠা রাবণ-নন্দন ॥
অতিবেগে এড়ে জাঠা, চলে শীঘ্রগতি।
দেখিয়া চিন্তিত বড় হৈলা দাশরথি ॥
জাঠার উদ্দেশে রাম এড়িলেন বাণ।
তিন বাণে জাঠারে করিলা খান খান ॥
জাঠারে কাটিয়া রাম রাখিলা লক্ষ্মণ।
ডাক দিয়া বলে তবে রাবণ-নন্দন ॥
সাক্ষী হও জাম্ববান্, খুড়া বিভীষণ।
সাক্ষী হও কপি-বৃন্দ, পবন-নন্দন ॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই যুদ্ধে আছে পণ।
যার সঙ্গে যুদ্ধ করে, মারে সেই জন ॥
আমি জাঠা মারিলাম লক্ষ্মণ-উপরে।
তুমি কেন সে জাঠা কাটিলে অবিচারে ॥
একের সঙ্গেতে যুদ্ধে অন্যে দেয় হানা।
ধর্ম্মশাস্ত্রে তারে নাহি বলে বীরপণা ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন রাবণ-নন্দন।
লক্ষ্মণে আমাতে ভিন্ন বলে কোন্ জন ॥
বীরবাহু বলে, রাম, আমি তাহা জানি।
ব্রহ্মাণ্ডে তোমাতে ভিন্ন আছে কোন্ প্রাণী(১) ॥
বীরবাহু-বাক্য শুনি লজ্জিত শ্রীরাম।
পুনরপি দুই জনে বাধিল সংগ্রাম ॥
গগন ছাইয়া দোঁহে বাণ বরিষণ।
বাণে বাণে কাটাকাটি উঠে হুতাশন ॥
দশ বাণ রঘুনাথ জুড়িলা ধনুকে।
বজ্রসম বাজে বাণ বীরবাহু-বুকে ॥
বুকে বাণ বাজে, রক্ত উঠে অনিবার।
অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে রাবণ-কুমার ॥
রক্ত-ধারে বীরবাহুর ভাসে কলেবর।
গড়াগড়ি দেয় বীর গজের উপর ॥
বীরবাহু ল'য়ে গজ উঠিল গগন।
জোড়হাতে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ ॥
লক্ষ্মণ বলেন, প্রভু, করি নিবেদন।
ব্রহ্ম-অস্ত্র মেরে উহার বধহ জীবন ॥
রাম বলে, এ বেটা রাক্ষস মহাবীর।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক বড় সুবুদ্ধি সুধীর ॥
করিয়া অন্যায় যুদ্ধ না মারি উহারে।
মারিব ধর্ম্মতঃ যুদ্ধে বীরবাহু বীরে ॥
কতক্ষণে রাক্ষস হইল সচেতন।
হরিষ হইয়া বীর কহিছে তখন ॥
আরবার এস দেখি রণের ভিতর।
জানিলাম বীর বট তুমি রঘুবর ॥
এত বলি ধনুক ধরিল বাম করে।
দেখিয়া রুষিল তবে সুগ্রীব-বানরে ॥
সুগ্রীব বলেন, শুন জগৎ-গোঁসাই।
শুনিয়াছি হস্তিসঙ্গে ইহার প্রমাই (২) ॥
হস্তী মৈলে বীরবাহু মরিবে নিশ্চয়।
হস্তীরে মারিয়া কর রাক্ষসের ক্ষয় ॥
এত বলি সুগ্রীব পবন-গতি ধায়।
দূরে থাকি পাথর সে দেখিবারে পায় ॥
দশ যোজন পাথর তুলিয়া লয় হাতে।
দানবে রুষিল যেন দেব জগন্নাথে ॥
বীর-দর্প করি বীর হানিল পাথর।
দন্ত দিয়া পাথর ধরিল গজবর ॥

---

(১) অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া ভগবান্‌কেও এইরূপ বলিয়াছিলেন ;—পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্—গীতা। (২) প্রমাই—পরমায়ু।

খান খান করিলেক দন্তের তাড়নে।
শালগাছ সুগ্রীব উপাড়ে এক টানে ॥
দুর্জ্জয় সে শালবৃক্ষ বিংশতি যোজন।
বৃক্ষের ছায়াতে ঢাকে সূর্য্যের কিরণ ॥
অব্যর্থ পাথর গেল, সুগ্রীব লজ্জিত।
হানিলেক শালগাছ হইয়া কুপিত ॥
গজের মাথায় মারে দুহাতিয়া বাড়ি।
হস্তীর মাথায় গাছ হ'য়ে গেল গুঁড়ি ॥
শুণ্ডে জড়াইয়া হস্তী সুগ্রীবেরে ধরে।
আছাড় মারিয়া তার অস্থি চূর্ণ করে ॥
ভূমিতে পড়িয়া রাজা করে ধড়ফড়।
দেখিয়া বানরগণ উঠে দিল রড় ॥
মুখে রক্ত উঠে রাজার ঝলকে ঝলকে।
সুগ্রীব মরিল বলি কপিগণ দেখে ॥
অনেক যতনে রাজা পাইল চেতন।
রামেরে ডাকিয়া বলে রাবণ-নন্দন ॥
এক জন উপরেতে দুই জন রোষে।
ধর্ম্ম নাহি সহে তাহা, মরে নিজ দোষে ॥
তুমি আমি যুদ্ধ করিতেছি দুই জনা।
বানরা আসিয়া কেন মাঝে দিল হানা ॥
বনপশু, যুদ্ধে কিন্তু আস্থা (১) দেখি বাড়া।
সেই পাপে হস্তীতে আছাড়ি করে গুঁড়া ॥
বীরবাহু-বাক্যেতে লজ্জিত রঘুবর।
ঈষৎ হাসিয়া রাম করেন উত্তর ॥
বনেতে লক্ষ্মণ ছিল হয়ে ব্রহ্মচারী।
সূর্পণখা র'াড়ী গেল বর বাঞ্ছা করি (২) ॥
সেই দোষে নাক কাণ কাটিল লক্ষ্মণ।
বিধবার কর্ম্ম ভাল করিল পালন ॥
তোর পিতা রাবণের এক লক্ষ বেটা।
চৌদ্দ হাজার নারী তার, বিভা কৈল ক'টা(৩) ॥
পরম পাতকী বেটা লঙ্কা-অধিকারী।
জন্মাবধি চুরি ক'রে আনে পর-নারী ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই কুবের ধনের অধিপতি।
তার বধূ হরিয়া আনিল পাপমতি (৪) ॥
ব্রহ্ম-অংশে জন্ম দেখ যত নিশাচর।
খাইয়া মানুষ পশু পূরয়ে উদর ॥
এত দিনে লঙ্কাপুরী পাপে হৈল পূর্ণ।
পাঠাইব যমালয়ে, হবে দর্প চূর্ণ ॥
এতেক বলিয়া রাম পূরয়ে সন্ধান।
মারিলা রাক্ষস-গণে শত শত বাণ ॥
সারিয়া (৫) রামের বাণ বীরবাহু বীর।
শত শত বাণে বিন্ধে রামের শরীর।
বাণে বাণে কাটাকাটি করে দুই জন।
অগ্নিময় বাণ মারে রাবণ-নন্দন ॥
বাণের মুখেতে অগ্নি পর্ব্বত-প্রমাণ।
বীরবাহু-বাণে রাম হইলা অজ্ঞান ॥
সম্মুখ যুদ্ধেতে রাম হইলা মূর্চ্ছিত।
দেখিয়া বানর-গণ হইল চিন্তিত ॥
শীঘ্রগতি আসিয়া রাক্ষস বিভীষণ।
শ্রীরামের ধনুর্ব্বাণ ল'য়ে করে রণ ॥
পঞ্চবাণ বিভীষণ জুড়িল ধনুকে।
সন্ধান পূরিয়া মারে বীরবাহু-বুকে ॥
বাণের উপরে বাণ এড়ে বিভীষণ।
ফাঁফর হইল ডরে রাবণ-নন্দন ॥
বাণে ভীত বীরবাহু চাহে চারিভিতে।
রাম-মূর্চ্ছা, কেবা বাণ মারে আচম্বিতে ॥

---

(১) আস্থা—সাহস, আস্ফালন। (২) বর বাঞ্ছা করি—স্বামী লাভের ইচ্ছায়। (৩) বিভা কৈল ক'টা—অধিকাংশই তাহার চুরি করিয়া আনা। (৪) ৩৪২ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য। (৫) সারিয়া—সংবরণ করিয়া।

হেনকালে দেখে বীর খুড়া বিভীষণ।
বীরবাহু বলে, খুড়া, সার্থক জীবন॥
বংশচূড়ামণি তুমি আছ একজন।
দেব-দ্বিজ গুরু-ভক্ত, বুদ্ধে বিচক্ষণ॥
কুলে একজন হৈলে বিষ্ণুতে ভকতি।
সকল পুরুষ তার পায় দিব্য গতি॥
পরম-পুরুষ রাম ব্রহ্ম-সনাতন (১)।
সকল ত্যজিলা তুমি রামের কারণ॥
তোমার চরণে খুড়া করি দণ্ডবৎ (২)।
আশীর্ব্বাদ কর, যেন পূরে মনোরথ॥
বিভীষণ বলে' বাছা, তুমি ভাগ্যবান্।
তোমার চরিত্র বাছা, না হয় বাখান॥
এইরূপে দুই জনে কথোপকথন।
হেনকালে রঘুনাথ পাইলা চেতন॥
পুনরপি সংগ্রাম বাজিল দুই জনে।
বাণে বাণে কাটাকাটি, উঠিল গগনে॥
দুই জনে বাণ মারে, যার যত শিক্ষা।
প্রাণপণে এড়ে বাণ নাহি লেখাজোখা॥
অমর্ত্ত্য সমর্থ বাণ বাণ মহাবল।
বিষ্ণুজাল অগ্নিজাল বাণ কালানল॥
বজ্রমুখ উল্কামুখ অতি খরশাণ।
গ্রহাদি নক্ষত্র রুদ্র জ্যোতির্ম্ময় বাণ॥
শিলীমুখ সূচীমুখ ঘোর দরশন।
সিংহদন্ত বজ্রদন্ত বাণ বিরোচন॥
রিপুহন্তা বিশ্বহন্তা বিপক্ষসংহার।
চন্দ্রমুখ সূর্য্যমুখ বাণ সপ্তসার॥
কালদণ্ড যমদণ্ড বাণ কর্ণিকার।
ইন্দ্রজাল ব্রহ্মজাল বাণ শতধার॥
গরুড় অসুর বাণ হংসমুখ বাণ।
ধূম্রমুখ কূর্ম্মমুখ শমন-সমান॥
নীল হরিৎ লাল বাণ বিকট-দশন।
বিলাপ প্রলাপ বাণ মহা-পদ্মাসন॥
ভয়ঙ্কর দুষ্কর কামিনী-মনোহর।
পাশুপত হয়গ্রীব দেখিতে সুন্দর॥
কুবের পবন-অস্ত্র অতি খরশান।
নবঘন উল্কা-বাণ কে করে বাখান॥
শোষক অশোক বাণ অঙ্গ যে বিভঙ্গ।
ত্রিশূল অঙ্কুশ বাণ বিহ্বল মাতঙ্গ॥
বিকট সঙ্কট বাণ সার্থক পথিক।
মাল্যবান্ হীরাবন্ত শারঙ্গ ঐষিক॥
গজাঙ্কুশ শিলাচূর্ণ গভীর গরজে।
যাইতে বাণের মুখে জয়ঘণ্টা বাজে॥
এত বাণ দুই জনে করে অবতার।
সব লঙ্কাপুরী হৈল বাণে অন্ধকার॥
জিনিতে না পারে কেহ সমান দুজন।
দুই জনে মহাযুদ্ধ না যায় লিখন॥
ব্রহ্মার নিকটে পেয়েছিল পূর্ব্বে বাণ।
সেই বাণে বীরবাহু পূরিল সন্ধান॥
মন্ত্রেতে হইল বাণ অতি ভয়ঙ্কর।
মহাতেজে আসে বাণ রামের উপর॥
বিপরীত ব্রহ্ম-অস্ত্র দেখিয়া সম্মুখে।
তীক্ষ্ণ অস্ত্র রঘুনাথ জুড়িলা ধনুকে॥
শ্রীরামের বাণ ব্যর্থ রাক্ষসের শরে।
দেখিয়া যে রঘুনাথ ভাবিলা অন্তরে॥
রাক্ষসের বাণের মুখেতে অগ্নি জ্বলে।
দেখিয়া ত পুরন্দর পবনেরে বলে॥

---

(১) ব্রহ্ম-সনাতন—যিনি স্বীয় তেজঃ বা জ্যোতিদ্বারা অন্ধকারাবৃত বিশ্বমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বরূপে প্রকাশিত হইয়া আছেন এমন চৈতন্যময় নিত্য পুরুষ। (২) দণ্ডবৎ—প্রণাম; দণ্ডের ন্যায় পতিত হইয়া প্রণাম।

শরভঙ্গ-মুনি স্থানে পাইলা যে শর।
সেই বাণ রাক্ষসেরে মার রঘুবর ॥
এত যদি পুরন্দর কহে পবনেরে।
পবন গোপনে গিয়া কন রঘুবরে ॥
যে বাণ পাইলে রাম শরভঙ্গ-স্থানে।
বীরবাহুর ব্রহ্ম-অস্ত্র কাট সেই বাণে ॥
এত বলি পবন পলায় উভরড়ে।
সেই বাণ তখন রামের মনে পড়ে ॥
তূণ হৈতে সেই অস্ত্র লয়ে শীঘ্রগতি।
মন্ত্র পড়ি ধনুকে জুড়িল রঘুপতি ॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ জুড়িলা ধনুকে।
ব্রহ্ম-অগ্নি প্রজ্বলিত হৈল অস্ত্র-মুখে ॥
কোপে কম্পমান ছাড়ে বাণ দাশরথি।
বাণের প্রতাপে ঘন কাঁপে বসুমতী ॥
শ্রীরাম এড়িল বাণ বায়ু-বেগে চলে।
রাক্ষসের ব্রহ্ম-অস্ত্র কাটে অবহেলে ॥
পুনঃ শ্রীরামের বাণ গর্জ্জিয়া উঠিল।
কাটিয়া গজেন্দ্র-মুণ্ড ভূতলে পড়িল ॥
গজবর পড়িল দেখিতে ভয়ঙ্কর।
পর্ব্বত পড়িল যেন ধরণী-উপর ॥
এক ঠাঁই স্কন্ধ পড়ে, মুণ্ড আর ভিতে।
লাফ দিয়া বীরবাহু দাণ্ডায় ভূমিতে ॥
কোপ-মনে শ্রীরাম মারেন পঞ্চ বাণ।
বীরবাহুর ধনুক করেন খান খান ॥
ব্রহ্ম-অস্ত্রে ধনুক কাটেন রঘুনাথ।
কহিতেছে বীরবাহু করি জোড়-হাত ॥
জানিলাম রাম, তুমি বিষ্ণু-অবতার।
অগতির গতি তুমি সংসারের সার ॥
শ্রীচরণে অধীনের এই নিবেদন।
বৈষ্ণব অস্ত্রেতে মোর করহে নিধন ॥
বীরবাহু কহিলেক করুণ বচন।
মনে বিষাদিত হৈলা কমল-লোচন ॥
বীরবাহু না মরিলে, না মরে রাবণ।
এতেক ভাবিয়া রাম বিষণ্ণ-বদন ॥
দুর্জ্জয় বৈষ্ণব অস্ত্র ধনুকেতে জুড়ি।
আকর্ণ পূরিয়া গুণ বাণ দেন ছাড়ি ॥
মহাবেগে যায় অস্ত্র, শব্দ বিপর্য্যয়।
দেব-দানব-গন্ধর্ব্ব-লোকে লাগে ভয় ॥
চলিল বৈষ্ণব অস্ত্র বিষ্ণু-অবতার।
রামের বাণেতে দীপ্ত হইল সংসার ॥
অব্যর্থ বৈষ্ণব বাণ কি কহিব কথা।
মুকুট সহিত কাটে বীরবাহুর মাথা ॥
ভূমিতে পড়িয়া মুণ্ড "রাম রাম" বলে।
বিভীষণ দিল মুণ্ড রামপদ-তলে ॥
বিষ্ণু-অস্ত্রে পড়ি বীরবাহু মুক্ত হয়।
রামের চরণে লাগে হয়ে জ্যোতির্ম্ময় (১) ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ হনূমান্ বিভীষণ।
চারি জন দেখিল, না দেখে অন্য জন ॥
রণ জিনি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে কোলাকুলি।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে কপি "রাম-জয়" বলি ॥
বানর-কটক বলে, করিলা নিস্তার।
আর যত বীর আসে মো-সবার ভার ॥
হাসিয়া চাহেন রাম বিভীষণ পানে।
এই মত বীর আর আছে কত জনে ॥
বিভীষণ বলে, প্রভু, বীর নাহি আর।
রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ রাবণ-কুমার ॥
কৃত্তিবাস-পণ্ডিতের মধুর ভারতী (২)।
লঙ্কা কাণ্ডে পড়ে বীর যোদ্ধ্‌পতি ॥

---

(১) জ্যোতির্ম্ময়—উজ্জ্বল ; দীপ্তিশালী। (২) ভারতী—কথা।

ইন্দ্রজিতের তৃতীয়বার যুদ্ধ-যাত্রা।

ভগ্নদূত কহে গিয়া রাবণ গোচর।
বীরবাহু পড়ে, বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর ॥
শোকের উপরে শোক হইল তখন।
সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজা দশানন ॥
চৈতন্য পাইয়া রাজা কান্দিল বিস্তর।
লঙ্কাতে হইল কাল নর ও বানর ॥
কুম্ভকর্ণ আদি করি বড় বড় বীর।
নর-বানরের রণে ত্যজিল শরীর ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে জিনিনু ত্রিভুবন।
নর বানরের হাতে সংশয় জীবন ॥
একে একে পাঠাইনু যত যত বীরে।
সংগ্রামেতে গেল, আর না আসিল ফিরে ॥
মকরাক্ষ অতিকায় বীর অকম্পন।
মহোদর মহাপাশ যত যত জন ॥
ত্রিভুবন জিনিয়াছি যে সব সহায়ে।
কোথা গেল বীরগণ আমারে ত্যজিয়ে ॥
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের বরুণ আদি আর।
আশঙ্কাতে না আসিত লঙ্কাতে আমার ॥
এখন বানর-নরে দর্প করে চূর্ণ।
কোথা মহোদর, কোথা ভাই কুম্ভকর্ণ ॥
ভাবিতে ভাবিতে রাজা হইল মূর্চ্ছিত।
হেনকালে আইল কুমার ইন্দ্রজিত ॥
বাপের অবস্থা দেখে' হইল অস্থির।
বয়ান বহিয়া পড়ে নয়নের নীর ॥
মেঘনাদ বলে, পিতা, ভাবি তাই মনে।
নিস্তার না দেখি নর-বানরের রণে ॥
লুকাইয়া থাকিলে আগুন দেয় ঘরে।
মরি বাঁচি বারেক দেখিব যুদ্ধ ক'রে ॥
রাবণ বলে, যুদ্ধে যাওয়া তোমার উচিত।
একবার যাহ পুনঃ পুত্র ইন্দ্রজিৎ ॥
বড় বড় বীর পাঠাই বড় ভাবি মনে।
ফিরিয়া না আসে কেহ রাম-দরশনে ॥
যত বার তুমি যাহ যুঝিবার তরে।
সংগ্রাম করিয়া জয় এস বারে বারে ॥
রাম-লক্ষ্মণেরে বেঁন্ধেছিলে নাগপাশে।
মরিয়া জীয়স্ত হৈল গরুড়-নিশ্বাসে (১) ॥
দশদিক্ চাপি কৈলে বাণ বরিষণ।
বানর কটক মরে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
ভাগ্যে ভৃত্য ছিল তার কপি হনূমান্।
ঔষধ আনিয়া সবে দিল প্রাণদান ॥
তোমার সংগ্রামে কারো নাহিক নিস্তার।
এবারে মারিলে তারে কে বাঁচাবে আর ॥
আরবার গিয়া আজি রণে দেহ হানা (২)।
বাহুড়িয়া (৩) যেন নাহি ফিরে এক জনা ॥
বাপের বচনে মেঘনাদ সচিন্তিত।
জোড়হাত করিয়া বলিছে ইন্দ্রজিত ॥
বারে বারে মারিলাম শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
কোথা শুনিয়াছ মরা পেয়েছে জীবনে ॥
মরিয়া না মরে রাম একি চমৎকার।
কেমনে এমন রিপু করিব সংহার ॥
মেঘনাদ-কথা শুনি কহিছে রাবণ।
আগেতে মারহ পুত্র পবননন্দন ॥
সেই বেটা দেয় সবাকারে প্রাণদান।
আর কে বাঁচাবে বল মৈলে হনূমান্ ॥
আগে যদি তুমি তারে করিতে নিধন।
তবে আর ঔষধ আনিত কোন্ জন ॥
পিতৃ-আজ্ঞা মেঘনাদ সহিতে না পারে।
কটক লইয়া তবে নড়ে যুঝিবারে ॥

(১) মূল পুস্তকের ৩৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (২) হানা—আক্রমণ। (৩) বাহুড়িয়া—ফিরিয়া।

সংগ্রামেতে সাজিল কুমার ইন্দ্রজিত।
অসংখ্য কটক ঠাট চলিল ত্বরিত॥
যাত্রা করি মেঘনাদ রথে গিয়া চড়ে।
মন্দোদরী মায়েরে তখন মনে পড়ে॥
মাতা সম্ভাষিতে গেলে হইবে বিরোধ।
যুঝিবারে যাব আমি পিতৃ-অনুরোধ॥
সংগ্রাম জিনিয়া আমি যদি আসি ঘরে।
কহিব সকল কথা মায়ের গোচরে॥
উদ্দেশ্যে মায়ের পদে করি নমস্কার।
ফিরে যদি আসি দেখা করিব আবার॥
যজ্ঞস্থানে চলিল কুমার ইন্দ্রজিত।
যজ্ঞের সামগ্রী সব আনিল ত্বরিত॥
রক্তপাট (১) ভারে ভারে সুরক্ত চন্দন।
রক্ত পুষ্প মাল্য আর আরক্ত আসন॥
শরপত্র বোঝা বোঝা, ঘৃতের কলস।
কালো ছাগ পালে পালে বহিছে রাক্ষস॥
শরপত্র বিধিমতে করিল বিছানি (২)।
মন্ত্র পড়ি' যজ্ঞস্থলে জ্বালিল আগুনি॥
ধরশাণ খড়্গে ছাগ কাটি শীঘ্রগতি।
অগ্নি সন্তর্পণ (৩) করি দিতেছে আহুতি॥
আতপ তণ্ডুল যব রাশি রাশি আনে।
ঘৃতের আহুতি সহ দিতেছে আগুনে॥
রক্তবর্ণ পুষ্পমাল্য ডুবাইয়া ঘৃতে।
দশ হাজার বিপ্র বেদ পড়ে চারিভিতে॥
অগ্নির বিষম শব্দ মেঘের গর্জ্জন।
সে অগ্নির তেজ গিয়া ঠেকিল গগন॥
দক্ষিণ দিকেতে গেল আগুনের শিখা।
মূর্ত্তিমান্ হয়ে অগ্নি আসি' দিল দেখা॥
সাক্ষাৎ হইয়া অগ্নি রহে বিদ্যমান।
রুষ্ট হয়ে অগ্নি নাহি লয় তার দান॥
অগ্নি বলে, নিত্য পূজা কর কি কারণে।
কত বর আমি তোরে দিব রাত্রিদিনে॥
ইন্দ্রজিৎ বলে, মোরে দেহ এই বর।
রাম-সৈন্য মারিয়া পাঠাই যম ঘর॥
অগ্নি বলে, হেন বর চাহ অকারণ।
কেমনে মারিবি রামে, তিনি নারায়ণ॥
স্বয়ং বিষ্ণু জন্মিলেন রাম-অবতার।
রাবণেরে সবংশেতে করিতে সংহার॥
মনুষ্য নহেন রাম স্বয়ং নারায়ণ।
অনুক্ষণ চাহি আমি তাঁহার চরণ॥
রামেরে মারিতে বর কেবা পারে দিতে।
আর যজ্ঞে আমারে না পাইবে দেখিতে॥
যখন মারিস্ তাঁরে বাঁচেন তখন।
এত দেখি তথাপি প্রতীত নহে মন॥
শুনিয়া অগ্নির কথা বেটা পায় ত্রাস।
রথে চড়ি ইন্দ্রজিৎ উঠিল আকাশ॥
অগ্নিদেব চলিলেন আপনার দেশ।
ইন্দ্রজিৎ রণে গিয়া করিল প্রবেশ॥
রথ সঞ্চারিয়া (৪) যায় উপর গগন।
পশ্চিম দ্বারেতে যথা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
একেবারে জুড়িল সাতাইশ লক্ষ শর।
বিন্ধিয়া জর্জ্জর কৈল যতেক বানর॥
ঝঞ্ঝনার শব্দবৎ বাণশব্দ শুনি।
ইন্দ্রজিৎ বলি সবে করে কাণাকাণি॥
বানর-কটক বলে, শুন রঘুনাথ।
এড়ান না যাবে আজি ইন্দ্রজিৎ-হাত॥

---

(১) রক্তপাট—লাল রঙের চেলির কাপড়। (২) বিছানি—বিছাইয়া দেওয়া। (৩) সন্তর্পণ—সম্পূর্ণরূপে তৃপ্তি দান। (৪) রথ সঞ্চারিয়া—রথ চালাইয়া।

রাক্ষসের বাণেতে কাতর কপিগণ।
হেন কালে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ ॥
ব্রহ্মা-অস্ত্র ছাড়, কর রাক্ষস সংহার।
পৃথিবীতে নাহি থাকে রাক্ষস-সঞ্চার ॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই নির্ব্বোধ লক্ষ্মণ।
কোন্ অপরাধে বধি সবার জীবন ॥
কোন্ দোষ করিল লঙ্কার যত নারী।
অপরাধ একের, অন্যেরে কেন মারি ॥
শুন ভাই আমার অস্ত্রের এই পণ।
মারিবে রাক্ষস-গণে বিনা বিভীষণ ॥
মেঘের উপরে যেন বিদ্যুৎ ঝলকে।
শোভিছে মুকুট ইন্দ্রজিতের মস্তকে ॥
লক্ষ্মণ বলেন, মেঘে যুঝে ইন্দ্রজিৎ।
মেঘসনে বেটারে বিন্ধহ অলক্ষিত ॥
শ্রীরাম বলেন, যুদ্ধ দেখে দেবগণ।
কি জানি সংহারি পাছে দেবের জীবন ॥
উভয়ের যুক্তি বেটা শুনিল আকাশে।
লঙ্কা মধ্যে যজ্ঞ-স্থানে প্রবেশিল ত্রাসে ॥

—

মায়া-সীতা।

বসিয়া লঙ্কার মধ্যে যুক্তি করি সার।
বিদ্যুজ্জিহ্ব (১) নিশাচরে কহে বার বার ॥
শুন বলি বিদ্যুজ্জিহ্ব নানা মায়াধারী।
মন্ত্রেতে গড়িয়া দেহ রামের সুন্দরী ॥
জনক-নন্দিনী যে-প্রকার রূপ ধরে।
সেইরূপ সীতা নির্ম্মাইয়া দেহ মোরে ॥
মায়া-সীতা কাটি আজি রামের গোচর।
পত্নীশোকে মরিবেক রাম ধনুর্দ্ধর ॥
অনায়াসে হইবেক রামের মরণ।
রামের মরণে মরিবেক সে লক্ষ্মণ ॥
পলাইবে সুগ্রীব সে গণিয়া প্রমাদ।
বিনা যুদ্ধে রাম-সঙ্গে ঘুচিবে বিবাদ ॥
অনুজ্ঞা পাইবামাত্র প্রফুল্ল-হৃদয়।
মায়া-সীতা নির্ম্মাইতে করিল নিশ্চয় ॥
সীতার যেমন রূপ যেমন আকার।
বিদ্যুজ্জিহ্ব সেই মত রচিল তাহার ॥
মায়া সীতা গড়িলেক মায়ার আকার।
মন্ত্র পড়ি করে তার জীবন সঞ্চার ॥
বিদ্যুজ্জিহ্ব সে সীতারে পড়ায় তখন।
শ্রীরাম তোমার স্বামী, দেবর লক্ষ্মণ ॥
দশরথ শ্বশুর, জনক তোর বাপ।
রাবণ আনিল তোমা পেয়ে বড় তাপ ॥
ইন্দ্রজিৎ রথে তোমা তুলিবে যখন।
"রাম রাম" শব্দে তুমি করিহ রোদন ॥
মায়া-সীতা দিল ইন্দ্রজিতরে গোচর।
শিরোপা (২) সে বিদ্যুজ্জিহ্ব পাইল বিস্তর ॥
তাড় বালা পাইল কত মানিক্য রতন।
পঞ্চশব্দ বাদ্য (৩) পাইল অনেক বাজন ॥
মায়া-সীতা তুলিয়া রথের একভিতে।
পশ্চিম দ্বারেতে উপনীত ইন্দ্রজিতে ॥
অশ্ববাড়ি (৪) মারে মায়া-সীতার শরীরে।
অঙ্গে ফুটি সীতার যে রক্ত পড়ে ধারে ॥
মরি মরি বলি সীতা কান্দে উভরোলে।
হাতে-খাণ্ডা ইন্দ্রজিৎ সীতার ধরে চুল ॥

(১) বিদ্যুজ্জিহ্ব—মায়াবী রাক্ষস-বিশেষ। এই রাক্ষসের এইরূপ ক্ষমতা ছিল যে, সে যে জিনিষ দেখিত অবিকল সেইরূপ জিনিষ প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিত। ইন্দ্রজিতের আদেশে সে সীতার প্রতিমূর্ত্তি গঠন করে। (২) শিরোপা—পাগড়ী। (৩) পঞ্চশব্দ—৩৩২ ও ৪১০ পৃষ্ঠার পাদ টীকা দ্রষ্টব্য। (৪) অশ্ববাড়—চাবুক।

দেখি হনুমান্ বীর ধায় উভরড়ে।
দুই চক্ষে মারুতির বারিধারা পড়ে॥
ইন্দ্রজিৎ-রথে সীতা হনুমান্ দেখে।
বৃক্ষ-হাতে রহে, তার বাক্য নাহি মুখে॥
এক হাতে ধরিয়াছে গাছ ও পাথর।
আর হাতে আঁখি-জল সম্বরে বানর॥
ডাক দিয়া কহে হনু তবে মেঘনাদে।
নরকে ডুবিলি বেটা, পড়িলি প্রমাদে॥
স্ত্রীবধ দুষ্কর বড় পরম-পাতক।
অনেক দিবস বেটা ভুঞ্জিবি নরক॥
অঙ্গে মাংস নাহি সীতার অস্থি-চর্ম্ম-সার।
এ নারী কাটিলে তোর নাহিক নিস্তার॥
ইন্দ্রজিৎ বলে, তুই পশু দুরাচার।
কেমনে জানিবি বেটা, ধর্ম্মের বিচার॥
স্ত্রী কাটিলে শোকে পুড়ে মরে যদি বৈরী।
শাস্ত্রমত হেন স্ত্রীকে কাটিবারে পারি॥
আগে সীতা কাটি, পাছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
সুগ্রীবে কাটিব আর যত কপিগণ॥
ইন্দ্রজিতে ঘেরিতে ধাইল কপিগণে।
আগু হৈতে নাহি পারে ইন্দ্রজিৎ-বাণে॥
ইন্দ্রজিতে মারি, সীতা কেড়ে লৈতে চাহে।
যম সম ইন্দ্রজিৎ সামান্য ত নহে॥
আগু হৈতে নাহি পারে পবন-নন্দন।
মায়া করি, মায়া-সীতা জুড়িল ক্রন্দন॥
হাহা প্রভু রঘুনাথ দেবর (১) লক্ষ্মণ।
এ সময়ে একবার দেহ দরশন॥
রাজার নন্দিনী আমি, রামের বনিতা।
বিপাকে হারানু প্রাণ অভাগিনী সীতা॥
কোথায় জনক-ঋষি জনক আমার।
বিপাকে মরিনু আসি সমুদ্রের পার॥
কৌশল্যা শাশুড়ী শোকে ভাসে অশ্রুজলে।
না করিনু তাঁর সেবা আসিবার কালে॥
সেই অপরাধে বুঝি হলো এ দুর্গতি।
রাক্ষসেতে বধে প্রাণ, রাখ রঘুপতি॥
রক্ষা কর হনুমান্ পবন-নন্দন।
এত বলি মায়া সীতা করয়ে ক্রন্দন॥
ক্রোধ করি ইন্দ্রজিৎ খড়গ লয়ে হাতে।
তুলিয়া মারিল মায়া-সীতার অঙ্গেতে॥
ব্রাহ্মণের গলেতে যেমন থাকে পৈতা।
সেইমত করিয়া কাটিল মায়া-সীতা॥
দুই খান হৈয়ে সীতা ভূমিতলে পড়ে।
দেখিয়া বানরগণ ছুটে উভরড়ে॥
হনুমান্ বলে, কপি, রণে হও স্থির।
ভূমিতে লোটায় যেন ইন্দ্রজিৎ-শির॥
সীতারে কাটিয়া হর্ষে ইন্দ্রজিৎ নাচে।
ইন্দ্রজিৎ মারিলে সকল দুঃখ ঘুচে॥
হনুমান্-বাক্যে ফিরে সকল বানর।
লাফে লাফে প্রবেশিল রণের ভিতর॥
অসংখ্য বানরে মারে কোটি কোটি গাছ।
বড় বড় রাক্ষস পড়িল বাছের বাছ॥
বানরের যুদ্ধে ত্রাস পেয়ে ইন্দ্রজিৎ।
লঙ্কার ভিতরে গিয়া উত্তরে (২) ত্বরিত॥
হনুমান্ কহিতেছে সকল বানরে।
সীতাদেবী কাটা গেল, যুঝি কার তরে॥
শ্রীরামের স্থানে মোরা কহি গিয়া সবে।
তাঁহার যেমন আজ্ঞা সেইমত হবে॥

---

(১) দেবর—দিবু—দিব্যতি ইতি দেবরঃ—যার সহিত খেলা করা যায়। (২) উত্তরে—উপস্থিত হয়; রথ হইতে অবতরণ করে।

শ্রীরামের স্থানে চলে যত কপিগণ।
জাম্ববানে কহিছেন রাজীব-লোচন ॥
যুদ্ধ করে হনূমান্ মহাশব্দ শুনি।
রণে ভাল-মন্দ কিবা কিছুই না জানি ॥
তুমি যাহ আপনার সৈন্যগণ লয়ে।
হনূর সৈন্যেতে থাক অনুবল (১) হয়ে ॥
তব বিদ্যমানে যদি হনূ-সৈন্য ভাগে।
তার ভাল-মন্দ-দায় তোমারে সে লাগে ॥
আজ্ঞামাত্র জাম্ববান্ চলে ততক্ষণ।
পথে হনূমান্ সঙ্গে হৈল দরশন ॥
হনূমান্ বলে, কেন যুঝিতে গমন।
সীতাদেবী কাটা গেল, কি করিবে রণ ॥
আগে গিয়া কহি রঘুনাথের গোচর।
সীতার বিহনে রাম কি দেন উত্তর ॥
সৈন্য সহ দুই জনে গেল রাম-স্থান।
কান্দিতে কান্দিতে কহে বীর হনূমান্ ॥
হনূমান্ বলে, প্রভু, কর অবধান।
ইন্দ্রজিৎ কাটে সীতা সবা বিদ্যমান ॥
শুনি তাহা রঘুনাথ হইলা মূর্চ্ছিত।
জলের কলস কপি জোগায় ত্বরিত ॥
নির্ম্মল-উৎপল-গন্ধ-জল সুবাসিত।
শ্রীরামের মস্তকে ঢালিল যথোচিত ॥
স্পন্দহীন বিষণ্ণ শ্রীরাম অচেতন।
বিলাপ করেন আর কহেন লক্ষ্মণ ॥
ত্রিলোকের নাথ তুমি ধর্ম্ম-নিকেতন।
ধর্ম্ম লাগি রাজ্যত্যাগী, বাকল-বসন ॥
ফল-মূলাহারী শিরে জটাজুটধারী।
স্ত্রী লাগিয়া দুঃখ পাও যেমন সংসারী ॥
রাজ-ভোগে থাকতে হে, দিব্য-সিংহাসনে।
দুষ্ট দশানন সীতা দেখিত কেমনে ॥
আপনার দোষেতে হইলা দেশান্তরী।
হারালে জন্মের মত সীতা হেন নারী ॥
পিতা মাতা বন্ধু আদি সকলি অলীক।
বৃক্ষমূলে যেন মিলে ক্ষণেক পথিক ॥
স্ত্রী পুত্র সকলি মিথ্যা কেহ কারো নয়।
পথিকে পথিকে যেন পথে পরিচয় ॥
সংসার অসার ভাই কপটের মেলা।
সূতা সঞ্চারিয়া যেন নাচায় পুতুলা ॥
বিবিধ উৎপাত পড়ে বিবিধ প্রমাদ।
জ্ঞানী লোক তাহে কিছু না করে বিষাদ ॥
স্ত্রীর শোকে প্রভু কেন হয়েছ কাতর।
মহাজন সম্বরে সে বিপৎ-সাগর ॥
তোমার কিসের ভার্য্যা, কেবা বাপ ভাই।
তোমার সমান নাই জগতে গোঁসাই ॥
সকলের প্রাণ তুমি, সব তব ছায়া (২)।
তোমা ছাড়া কেহ নহে, সব তব মায়া ॥
জীয়ে কি না জীয়ে সীতা করহ বিচার।
স্ত্রী লাগিয়া অচেতন এ কি ব্যবহার ॥
মহামুনি বশিষ্ঠ যে কুল-পুরোহিত।
স্বর্গবাসে গেলা তিনি শরীর-সহিত ॥
স্বর্গে গিয়া তাঁহার যে দারা পুত্র-শোক।
স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া আইলা মর্ত্ত্য-লোক ॥
তপস্যা করিয়া ইন্দ্র হৈলা দেবরাজ।
শোকেতে কাতর হও, কিছু নাহি কাজ ॥
শ্রীরাম বলেন, কিবা বুঝাও লক্ষ্মণ।
ভার্য্যা-শোক নহে ভাই কভু বিস্মরণ ॥

---

(১) অনুবল—সহায়; সাহায্যকারী সৈন্যদল—যাহারা প্রয়োজন মত সম্মুখস্থ সৈন্যদলের সাহায্য করে। (২) ছায়া-প্রতিরূপ।

স্ত্রী-পুরুষে দোঁহে জন্মে এ ছার সংসারে।
স্ত্রী হইতে পুত্র হয়, বাড়ে পরিবারে॥
ইষ্ট বন্ধু কুটুম্ব ঘরের যত লোক।
সবা হৈতে ভাই রে ভার্য্যার বড় শোক॥
দেশে দেশে পাই ভাই কামিনী অশেষ।
গুণবতী স্ত্রী মরিলে মরণ-বিশেষ॥
স্ত্রী বিনা পুরুষ সুখী কোথাও না শুনি।
স্ত্রীশোক এড়ায় যেই সে পরম জ্ঞানী॥
রাজ্যহীন পিতৃহীন হারাইনু নারী।
সে সব পাসরি, নারী পাসরিতে নারি॥
সীতা না দেখিলে আমি না পারি রহিতে।
সীতার মরণে ক্ষমা দিব কিসে চিতে॥
হইলেন কান্দিয়া শ্রীরাম অচেতন।
রামের ক্রন্দন শুনি এল বিভীষণ॥
সকলেতে শোকাকুল দেখে উড়ে প্রাণ।
বিভীষণ কহে বার্ত্তা কহ হনুমান্॥
কেন রামের কোমলাঙ্গ ধূলায় ধূসর।
কাতর হইয়া কেন কান্দিছে বানর॥
শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ।
সীতারে কেটেছে আজি রাবণ-নন্দন॥
যত পরিশ্রম সব হল অকারণ।
বৃথা কেন করিলাম সাগর-বন্ধন॥
বিমাতা হইয়া বৈরী পাঠাইলা বনে।
হারাইনু প্রাণের জানকী এতদিনে॥
কাননে চলিয়া যেতো জানকী আমার।
ফিরে চেয়ে দেখিতাম তিলে শতবার॥
ননীর পুত্তলী সীতা আতপে মিলায়।
চলে যেতে কুশাঙ্কুর ফোটে পায় পায়॥
চম্পক-বরণী সীতা, রাজার দুহিতে।
স্বামী হ'য়ে স'পিলাম রাক্ষসের হাতে॥
মায়ামৃগ ধরিবারে কেন গেনু বনে।
কারে বিলাইয়া দিনু সীতা হেন ধনে॥
দুষ্ট ইন্দ্রজিৎ যবে কাটিল জানকী।
না জানি কান্দিল কত সীতা শশিমুখী॥
সীতার বিহনে প্রাণ ত্যজিব এখন।
অযোধ্যায় ফিরে যাহ প্রাণের লক্ষ্মণ॥
বিভীষণ বলে, রাম, না কর ক্রন্দন।
সীতারে কাটিতে দেখিয়াছে কোন্ জন॥
রাম বলে, দেখিয়াছে পবন-নন্দন।
বিভীষণ বলে, হনূ পশুতে গণন॥
বনজন্তু বানর, সে বুদ্ধি নাই ঘটে।
মহালক্ষ্মী মা জানকী, কার সাধ্য কাটে॥
আর এক কথা কহি শুন রঘুমণি।
পরম-সুন্দরী সীতা ভুবন-মোহিনী॥
রাবণ মজাল লঙ্কা জানকীর তরে।
তবু সে তোমার সীতা না দিল তোমারে॥
সীতারে রেখেছে ল'য়ে অশোকের বনে।
ইন্দ্রজিৎ সাধ্য কি যে সীতাদেবী আনে॥
দশহাজার কিঙ্করী সীতারে আছে ঘেরে।
অন্য পুরুষেতে সেথা যাইতে কি পারে॥
সীতাদেবী রাবণের লেগেছে নয়নে।
ইন্দ্রজিৎ হেন সীতা পাইবে কেমনে॥
মায়া-সীতা কাটি বেটা কৈল দুই খান।
সে মায়াতে ভুলেছে বানর হনুমান্॥
প্রত্যয় না কর যদি আমার কথায়।
হনুমান্ গিয়া দেখে' আসুক সীতায়॥
এতেক শুনিয়া তবে হৈয়া হরষিত।
অশোকের বনে হনুমান্ উপনীত॥
দেখিল বসিয়া আছে রামের মহিষী।
রঘুনাথে সমাচার হনূ দিল আসি॥

কুশলে আছেন সীতা অশোকের বনে।
ইন্দ্রজিৎ মায়া-সীতা কাটিলেক এনে॥
বিভীষণে কোল দেন রাম রঘুবর।
"রাম জয়" ধ্বনি করে সকল বানর॥
রামায়ণ-রস-কথা-অমৃত-অর্ণবে।
কৃত্তিবাস গাহে গীত, শোন সুধী সবে॥

—

ইন্দ্রজিতের মরণোপায় বর্ণন

শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ।
কিরূপে হইবে ইন্দ্রজিতের পতন॥
বিভীষণ বলে, শুন রাজীব-লোচন।
সামান্যেতে ইন্দ্রজিৎ না হবে পতন॥
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করে দুষ্ট নিশাচর।
করিয়াছে যজ্ঞকুণ্ড লঙ্কার ভিতর॥
যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া যদি যায় রণে।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালেতে কার সাধ্য জিনে॥
ব্রহ্মা দিয়াছেন বর শুন নারায়ণ।
ইন্দ্রজিৎ-যজ্ঞ-ভঙ্গ করিবে যে জন॥
ইন্দ্রজিৎ সংগ্রামে মরিবে তার হাতে।
লক্ষ্মণে পাঠায়ে দেহ আমার সঙ্গেতে॥
আহুতি ঢালিয়া যজ্ঞ করিতেছে সাঙ্গ।
এ সময়ে গিয়া তার করি যজ্ঞ ভঙ্গ॥
রাম বলেন, বিভীষণ, ধর্ম্মে তব মতি।
কি কথা কহিলে, নাহি করি অবগতি (১)॥
বুঝাইয়া কহ দেখি মিত্র বিভীষণ।
কেমনে হইবে ইন্দ্রজিতের মরণ॥
বিভীষণ বলে, মিত্র, করহ শ্রবণ।
মেঘনাদে ব্রহ্মা বর দিলেন যখন॥
মেঘনাদ, আমি আর রাজা দশানন।
তিন জন ছিলাম, না ছিল অন্য জন॥
ব্রহ্মা বলিলেন, মেঘনাদ, মাগ বর।
মেঘনাদ বলে, চাহি হইতে অমর॥
বিধি কন, মেঘনাদ, সে বড় প্রমাদ।
বাঞ্ছামত অন্য বর চাহ মেঘনাদ॥
মেঘনাদ বলে, যদি হইলে সদয়।
মনোমত বর তবে দেহ মহাশয়॥
যজ্ঞ ক'রে যেই দিন যাইব যুদ্ধেতে।
হইব সংগ্রাম-জয়ী তোমার বরেতে॥
শত্রুরে মারিব বাণ মেঘের আড়ে থেকে।
আমি যারে মারিব, সে আমারে না দেখে॥
ব্রহ্মা বলে, চাহিলে যা দিলাম সে বর।
যুঝিবে লুকায়ে থেকে মেঘের ভিতর॥
যজ্ঞ ক'রে যে দিন যাইবে যুঝিবারে।
সেদিন নারিবে কেহ জিনিতে তোমারে॥
এই যজ্ঞ-ভঙ্গ তব করিবে যে জন।
মরিবে তাহার হাতে, না যায় খণ্ডন॥
মেঘনাদ মারিবারে সন্ধি (২) আমি জানি।
লক্ষ্মণে আমার সঙ্গে দেহ রঘুমণি॥
মায়া-সীতা কাটিয়া দুরন্ত নিশাচর।
যজ্ঞ করিবারে গেল লঙ্কার ভিতর॥
বানর কটক লৈয়া যজ্ঞ-ভঙ্গ ক'রে।
এখনি মারিব গিয়া রাবণ-কুমারে॥
লক্ষ্মণে আমার সঙ্গে পাঠাও ত্বরিত।
যজ্ঞ-ভঙ্গ করিয়া মারিব ইন্দ্রজিৎ॥
শুনিয়া সখার কথা রামের উল্লাস।
ইন্দ্রজিৎ-মৃত্যু-কথা গাহে কৃত্তিবাস॥

(১) নাহি করি অবগতি—বুঝিতে পারিনা। (২) সন্ধি—উপায়; কৌশল।

নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ-ভঙ্গ।

শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ।
কেমনে সঙ্কটে আমি পাঠাব লক্ষ্মণ ॥
একে ইন্দ্রজিৎ সেই দুষ্ট নিশাচর।
তাহাতে সঙ্কট পুরী লঙ্কার ভিতর ॥
বালক লক্ষ্মণ হয় সহজে কাতর।
মনোদুঃখে ফলাহারে শীর্ণ কলেবর ॥
কষ্ট পেয়ে বলহীন ভাবি তাই মনে।
কিরূপে করিবে যুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ সনে ॥
বিভীষণ বলে, গোঁসাই, ভাব কি কারণ।
শত ইন্দ্রজিৎ-বল ধরেন লক্ষ্মণ ॥
তাহাতে সপক্ষ আছে যত কপিগণ।
মুহূর্ত্তেকে ইন্দ্রজিৎ হইবে নিধন ॥
লক্ষ্মণের শক্তি আমি জানি ভালমতে।
যখন রাবণ শেল মারিল বুকেতে ॥
রণস্থলে পড়িলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কুড়ি হাতে না পারিল নাড়িতে রাবণ ॥
লক্ষ্মণের যত শক্তি আমি তাহা জানি।
যুদ্ধেতে লক্ষ্মণ বীরে পাঠাও আপনি ॥
মরেছে সকল বীর ওই বেটা আছে।
ইন্দ্রজিতে মারিয়া রাবণ মারি পিছে ॥
এক জনের দুই জনে মারা হবে ভার।
দু'জন দু'জনে মার এই যুক্তি সার ॥
ইন্দ্রজিতে মারিলে রাবণ রাজা জিনি।
সাগর তরিতে যেন গোষ্পদের পানি ॥
অষ্ট বানর সঙ্গে দেহ, বলে বিভীষণ।
গয় আর গবাক্ষ আদি গন্ধমাদন ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর বানর সম্পাতি।
নল নীল চলিল প্রধান সেনাপতি ॥
গড় মধ্যে পাঠাইতে শঙ্কা হয় মনে।
বিভীষণ-হাতে সমর্পিলেন লক্ষ্মণে ॥
বিভীষণ বলে, গোঁসাই, শুন দিয়া মন।
লক্ষ্মণের ভার মম লাগে অনুক্ষণ ॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই, দাওও মম আগে।
বিভীষণের ভালমন্দ তোমারে যে লাগে ॥
রামের চরণ বন্দি ঠাকুর লক্ষ্মণ।
চলিলেন বিভীষণ সহ কপিগণ ॥
গড়ের নিকটে উপনীত মহাবল।
ভাঙ্গিয়া গড়ের দ্বার প্রবেশে সকল ॥
রাক্ষসেতে দ্বার রাখে ধনুকে দিয়া চড়া।
হনু দাণ্ডাইল ল'য়ে পর্ব্বতের চূড়া ॥
ঘরপোড়া দেখিয়া রাক্ষসে ভঙ্গ পড়ে।
খাইয়া বানর সব রাক্ষসেরে বেড়ে ॥
পলায় রাক্ষসগণ হইয়া ফাঁফর।
লক্ষ্মণের সৈন্য ঢোকে গড়ের ভিতর ॥
বাণ বরিষণ করে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বানরেতে গাছ পাথর করে বরিষণ ॥
বানর-তাড়নেতে রাক্ষসগণ ভাগে।
হনূমান্ উত্তরি- ইন্দ্রজিৎ-আগে ॥
ইন্দ্রজিৎ দেখিয়া হনূর কোপ বাড়ে।
এক লাফে পড়ে গিয়া যজ্ঞকুণ্ড-পাড়ে ॥
সম্মুখে দণ্ডায় বীর পরম সন্ধানী (১)।
বৃক্ষাঘাতে নিভায় সে যজ্ঞের আগুনি ॥
হনূমান্ বীর যেন সিংহের প্রতাপ।
যজ্ঞকুণ্ড ভরি- -র করিল প্রস্রাব ॥
যজ্ঞকুণ্ড উপরেতে হনূমান্ মুতে।
ফল-ফুল যজ্ঞের ভাসিয়া যায় স্রোতে ॥
যজ্ঞ দ্রব্য ছড়াইয়া ফেলে চারিভিতে।
দেখি ক্রোধে সংগ্রামে সাজিল ইন্দ্রজিতে ॥

(১) পরম সন্ধানী—সুকৌশলী।

মেঘবর্ণ অঙ্গ, তাম্রবর্ণ দ্বিলোচন।
হনূর উপরে করে বাণ বরিষণ॥
জাঠি ও ঝকড়া শেল ফেলে মহাকোপে।
লাফে লাফে হনুমান্ সব অস্ত্র লোফে॥
হনুমান্ বলে, বেটা, তোর রণ চুরি।
দেখাদেখি তোরে আজি দিব যমপুরী॥
না জানি ধরিতে অস্ত্র বানরের জাতি।
এ কারণে এতদিন তোর অব্যাহতি॥
মল্লযুদ্ধ করি বেটা, ফেল্ ধনুর্ব্বাণ।
একটা চাপড়ে তোর বধিব পরাণ॥
বিভীষণ কহিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণে।
ওই দেখ ইন্দ্রজিৎ বিন্ধে হনুমানে॥
মেঘবর্ণ ব'সে আছে বট-বৃক্ষ-তলে।
যজ্ঞ করে ইন্দ্রজিৎ নাম নিকুম্ভিলে॥
যজ্ঞ সাঙ্গে অগ্নির নিকটে পাবে বর।
আছুক অন্যের কাজ, জিনে পুরন্দর॥
রয়েছে আশ্রয় করি বটবৃক্ষতলা।
যজ্ঞ সহ উহারে মারহ এই বেলা॥

ইন্দ্রজিৎ-বধ।

ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণ দুজনে দরশন।
সন্ধান পূরিয়া বাণ মারেন লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণ বলেন, বেটা, শুন ইন্দ্রজিৎ।
আজি তোরে দেখাইব শমন নিশ্চিত॥
লক্ষ্মণের বাক্য ইন্দ্রজিৎ নাহি শুনে।
লক্ষ্মণে এড়িয়া তবে বলে বিভীষণে॥
এক বংশে জন্ম খুড়া রাক্ষসের কুলে।
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমা সর্ব্বলোকে বলে॥
পিতার সমান তুমি, পিতৃসহোদর।
পিতার সমান সেবা করেছি বিস্তর॥
বন্ধুগণ ছাড়ি খুড়া আশ্রয় মানুষে।
বাতি দিতে না রাখিলে রাক্ষসের বংশে॥
এত সব মারিয়াছ, ক্ষমা নাহি মনে।
দিয়াছ সন্ধান বলে আমার মরণে॥
খাইলে রাক্ষসকুল হইয়া নিষ্ঠুর।
তোমারে দেখিলে পাপ বাড়য়ে প্রচুর॥
নির্গুণ সগুণ হয়, তবু বলে জ্ঞাতি।
জ্ঞাতি বন্ধু মিলে লোক করয়ে বসতি॥
পরের ঐশ্বর্য্য দেখি কেন পুড়ে মর।
আপনার ভাগ্যে নাই, ধড়ফড় কর॥
এত ভ্রাতুষ্পুত্র মারি ক্ষমা নাই তাতে।
কোন্ লাজে আসিয়াছ আমারে মারিতে॥
বানর কটক খুড়া, করহ অন্তর।
যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া মেগে লই বর॥
এত বলি ইন্দ্রজিৎ করিছে আঁটুনি (১)।
আজি তোমা বধি খুড়া ঘুচাইব শনি (২)॥
বিভীষণ বলে, বেটা, বলিস্ বিপরীত।
ভাল-মতে জানে সবে আমার চরিত॥
রাক্ষস কুলেতে জন্ম, নাহি অনাচার।
পরদ্রব্য না লই, না করি পরদার॥
চৌদ্দ হাজার দেবকন্যা তোর বাপের ঘরে।
এত স্ত্রী থাকিতে তবু পরদার করে॥
হ'রে আনে পর-নারী তপে তপস্বিনী।
শাপ-গালি পাড়ে, তবু না ছাড়ে কামিনী॥
কত শত মুনি ঋষি মেরে কৈল পাপ।
অন্ত নাহি, যত পাপ করে তোর বাপ॥
ত্রিভুবন সনে তোর বাপের বিবাদ।
কতকাল স'বে পাপ, পড়িল প্রমাদ॥

---

(১) আঁটুনি—দৃঢ়তা; দৃঢ় সংকল্প। (২) শনি—অশুভ গ্রহ বলিয়া লক্ষ্যার্থ অশুভ; অমঙ্গল।

সর্ব্বদা না ফলে বৃক্ষ সময়েতে ফলে।
তোর বাপের ফল যে ফলিল এতকালে॥
নিকট মরণ তোর ওরে ইন্দ্রজিৎ।
সবান্ধবে লঙ্কা ছেড়ে যা রে একভিত॥
অগ্নির বরেতে বেটা জিনিস্ বারে-বার।
অগ্নির নিকটে বর পাবেনাক আর॥
পূর্ণাহুতি দিতে চাহ মরণের বেলা।
এখনি লক্ষ্মণ তোর কাটিবেন গলা॥
এত যদি দুই জনে হৈল গালাগালি।
হাতে-ধনু আইল লক্ষ্মণ মহাবলী॥
লক্ষ্মণ বলেন, বেটা, দুষ্ট নিশাচর।
দেখাদেখি এখনি পাঠাব যম-ঘর॥
মারিতে এলাম তোরে লঙ্কার ভিতরে।
সর্ব্বদুঃখ ঘুচাব কাটিয়া আজি তোরে॥
পিতৃ-আগে কহ গিয়া সংগ্রামের কথা।
আজিকার রণে যদি থাকে তোর মাথা॥
এত যদি লক্ষ্মণ তর্জ্জন করি বলে।
কুপিল সে মেঘনাদ, অগ্নি হেন জ্বলে॥
অষ্ট-বীর বানর উঠিল তার রথে।
দুর্জ্জয় বানর সব লাগিল গজ্জিতে॥
সারথি সহিত রথ উলটিয়া ফেলে।
লাফ দিয়া ইন্দ্রজিৎ পড়ে ভূমিতলে॥
বিরথী হইল যদি রাবণ-নন্দন।
হরিষ হইয়া বাণ জোড়েন লক্ষ্মণ॥
দুজনার উপরে দু-জনে বিন্ধে বাণ।
কেহ কারে নাহি পারে দু-জনে সমান॥
ভয় পেয়ে ইন্দ্রজিৎ ভাবে মনে-মন।
আপন কটকে বীর ডাকিল তখন॥
ইন্দ্রজিৎ বলে, শুন যত নিশাচর।
রথসজ্জা ক'রে আমি আসিব সত্বর॥
আজি নর-বানরে পাঠাব যমালয়।
ক্ষণেক থাকহ সবে না করিহ ভয়॥
এত বলি গোপনেতে করিল গমন।
অন্যেতে কি জানিবে, না জানে বিভীষণ॥
মায়াতে সে রথখান করিল নির্ম্মাণ।
বায়ুবেগী (১) অষ্টঘোড়া রথের জোগান॥
গায়েতে বিচিত্র শানা মাথায় টোপর।
হস্তে ধনু প্রবেশিল রণের ভিতর॥
লক্ষ্মণ বলেন, বেটা, মায়ার নিদান (২)।
দেখেছিনু এক মূর্ত্তি, এবে দেখি আন॥
মেঘনাদ-মায়া দেখি চিন্তিত লক্ষ্মণ।
হেনকালে লক্ষ্মণেরে কন বিভীষণ॥
বিভীষণ বলে, তুমি না হও চিন্তিত।
এখনি মরিবে বেটা দুষ্ট ইন্দ্রজিৎ॥
মেঘনাদ যদি লুকায় মেঘের আড়েতে।
সহস্র-চক্ষেতে ইন্দ্র না পায় দেখিতে॥
ইন্দ্রে বেঁধে এনেছিল লঙ্কার ভিতরে।
ব্রহ্মা আসি মাগিয়া লইল পুরন্দরে॥
মায়ারূপে গিয়াছিল লঙ্কার ভিতর।
মায়াতে সাজায়ে রথ আনিল সত্বর॥
রণেতে প্রবেশ আগে করুক ইন্দ্রজিৎ।
মারিব উহারে বন্দী ক'রে চারিভিত॥
উপরেতে উঠে যদি পাইয়া তরাস।
হনূমান্ গিয়া রক্ষা করিবে আকাশ॥
অগ্নির কুমার নীল, নানা মায়াধর।
সূক্ষ্মরূপে যাইয়া পাতাল রক্ষা কর॥
লঙ্কার যতেক সন্ধি বিভীষণ জানে।
জুড়িয়া লঙ্কার পথ রহে বিভীষণে॥
গগনে পর্ব্বত-হাতে রহে হনূমান্।
সম্মুখে লক্ষ্মণ বীর পূরিল সন্ধান॥

(১) বায়ুবেগী—বায়ুর মত দ্রুতগামী। (২) মায়ার নিদান- মায়াবী।

বিভীষণের যুক্তি না বুঝিল ইন্দ্রজিৎ।
মেঘনাদে বেড়ি বানর মারে চারিভিত॥
সম্মুখেতে বাণবৃষ্টি করেন লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণের বাণ গিয়া ছাইল গগন॥
অস্ত্র দেখি ইন্দ্রজিৎ পলায় তরাসে।
রথের সহিত যায় উঠিতে আকাশে॥
সারথি দেখিতে পায় বীর হনুমানে।
পবন-বেগেতে রথ চালায় দক্ষিণে॥
লাফ দিয়া হনুমান্ পড়ে তার রথে।
চূর্ণ কৈল রথখান এক পদাঘাতে॥
ভাঙ্গিয়া রথের ধ্বজ ফেলে চারিভিত।
অন্তরীক্ষে পলাইতে চাহে ইন্দ্রজিৎ॥
শূন্যে যায় ইন্দ্রজিৎ দেখে হনুমান্।
দুই পায়ে ধ'রে তার দিল এক টান॥
অন্তরীক্ষে দুই জনে লাগে হুড়াহুড়ি।
ভূমিতলে পড়ে দোঁহে ক'রে জড়াজড়ি॥
নীচে ইন্দ্রজিৎ পড়ে, হনূ তার পরে।
বুকে হাঁটু দিয়া তার গলা চেপে ধরে॥
শীঘ্র এস কপিগণ, ডাকে হনুমান্।
সবে মিলি ইন্দ্রজিতের বধহ পরাণ॥
হনুমান্-বাক্যে কপি যায় তাড়াতাড়ি।
সকল বানর মিলি আসে রড়ারড়ি (১)॥
কুপিল যে ইন্দ্রজিৎ বলে মহাবলী।
বানর-গণেরে দেখি উঠে ঠেলাঠেলি॥
বানর উপরে বাণ করে বরিষণ।
কপিগণ পলায়, সহিতে নারে রণ॥
ইন্দ্রজিৎ পলাইয়া লঙ্কা যেতে চাহে।
চাপিয়া লঙ্কার দ্বার বিভীষণ রহে॥
বিভীষণ বলে, বাছা, আজি যাবে কোথা।
এখনি লক্ষ্মণ তোর কাটিবেন মাথা॥
শীঘ্র এস লক্ষ্মণ, ডাকেন বিভীষণ।
ত্বরা করি দুষ্ট বেটার বধহ জীবন॥
বিভীষণ-বচনে লক্ষ্মণ আগুয়ান।
ইন্দ্রজিৎ-কাছে গেল পূরিয়া সন্ধান॥
দু-জনে দেখিয়া বাণ জোড়ে দুই জনে।
দু-জনে পড়িল ঢাকা দু-জনার বাণে॥
চারিদিকে পড়ে বাণ, নাহি লেখাজোখা।
দুই জনে বাণ ফেলে, যার যত শিক্ষা॥
অমর্ত্ত্য সমর্থ বাণ বাণ পদ্মাসন।
বিষ্ণুজাল ইন্দ্রজাল কাল হুতাশন॥
উল্কাবাণ বরুণ-বাণ বিদ্যুৎ খরশাণ।
গজেন্দ্র নক্ষত্র-যোগ জ্যোতির্ম্ময় বাণ॥
সূচীমুখ শিলীমুখ ঘোর-দরশন।
সিংহদন্ত বজ্রদন্ত বাণ বিরোচন॥
দণ্ড ঐষিকাদি বাণ, বাণ কর্ণিকার।
চন্দ্রমুখ সূর্য্যমুখ বাণ সপ্তসার॥
নীল হরিতাল বাণ বিকট শঙ্কর।
অর্দ্ধচন্দ্র ক্ষুরপার্শ্ব বাণ মনোহর॥
এত বাণ দুই বীরে করে অবতার।
দশদিক্ লঙ্কাপুরী করে অন্ধকার॥
দু-জনে বরিষে বাণ দু-জনে প্রবীণ (২)।
বাণের কুহকে (৩) নাহি জানি রাত্রিদিন॥
লক্ষ্মণ অশক্ত হৈল প্রহারের ঘায় (৪)।
ব্রহ্মা বলে, পুরন্দর, করহ উপায়॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র পুরন্দর করিলেন দান।
লক্ষ্মণ সে ব্রহ্ম-অস্ত্র পূরিল সন্ধান॥

---

(১) রড়ারড়ি—দ্রুতবেগে; অতিশীঘ্র। (২) প্রবীণ—দক্ষ; নিপুণ। (৩) কুহকে—মায়ায় (এখানে) আধিক্য। (৪) ঘায়—আঘাতে।

বাণেরে বুঝায়ে কন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
ব্রহ্ম ভাবি ব্রহ্মা তোমা করিলা সৃজন ॥
যদি রঘুনাথ হন বিষ্ণু-অবতার।
তবে তুমি ইন্দ্রজিতে করিবে সংহার ॥
ইন্দ্রজিতের-মাথা কাটি পাড় ভূমিতলে।
নির্ভয়েতে নিদ্রা যাক্ দেবতা সকলে ॥
এত বলি ব্রহ্ম-অস্ত্র পূরিল সন্ধান।
অস্ত্র দেখি ইন্দ্রজিতের উড়িল পরাণ ॥
জাঠা কাঠি যত এড়ে অস্ত্র কাটিবারে।
লোহার পাবড়া (১) মারে, অস্ত্র নাহি ফিরে ॥
অব্যর্থ ব্রহ্মার বাণ, কেবা ধরে টান।
ইন্দ্রজিতের মাথা কাটি করে দুই খান ॥
পড়িল যে ইন্দ্রজিৎ সংগ্রাম ভিতরে।
ধাইয়া বানর-গণ রাক্ষসেরে মারে ॥
পলায় রাক্ষস-গণ গণিয়া প্রমাদ।
'রাম-জয়' বলি কপি ছাড়ে সিংহনাদ ॥
পড়িল মস্তক সহ মুকুট কুণ্ডল।
ইন্দ্রজিতের মুণ্ড গড়াগড়ি ভূমিতল ॥
ইন্দ্রজিতের কাটামুণ্ড-উপরেতে চড়ি।
কোন কপি, লাথি মারে, কেহ মারে বাড়ি ॥
কীল লাথি মারিয়া মস্তক করে গুঁড়া।
জীয়ন্তে না পারে কপি, মড়ার উপর খাঁড়া ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
ইন্দ্রজিৎ-বধ গীত গান রামায়ণ ॥

ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে দেবগণের হর্ষ।

ধরিলে যে ধনুর্ব্বাণ, ইন্দ্র সদা কম্পমান,
বীরদাপে বসুমতী ফাটে।
ত্রিভুবনে যত বীর, যার বাণে নহে স্থির,
যক্ষ রক্ষ না যায় নিকটে ॥
হেন বীর মৈল রণে, জয় জয় ত্রিভুবনে,
মুনিগণ করে বেদধ্বনি।
পুলকিত চরাচর, গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর,
জয় জয় শব্দ মাত্র শুনি ॥
রণে মৈল ইন্দ্রজিৎ, সকলেতে আনন্দিত,
ধন্য বীর ঠাকুর লক্ষ্মণ।
সুরাসুর ঋষি যতি, লক্ষ্মণেরে করে স্তুতি,
সবে কৈল পুষ্প বরিষণ ॥
ইন্দ্রজিতের মরণে, হরষিত দেবগণে,
বাল বৃদ্ধ আনন্দিত হয়।
কহেন লক্ষ্মণ প্রতি, করিলে যে অব্যাহতি,
ত্রিলোকের ঘুচাইলে ভয় ॥
হইল অপার সুখ, খণ্ডিল মনের দুখ,
নিশ্চিন্ত সকলে কুতূহল।
যত স্বর্গ-বিদ্যাধরী, পাদ্য অর্ঘ্য হাতে করি,
সুরপুরে করে সুমঙ্গল ॥
যতেক অমর-সতী, জ্বালিয়া ঘৃতের বাতি,
সুখে ক্রীড়া করে সহ পতি।
বেদ পড়ে বৃহস্পতি, সকলের অব্যাহতি,
নাচে গায় হরষিত অতি ॥
ত্রিভুবন পরাজয়, যার অস্ত্র নাহি সয়,
নানা শিক্ষা যাহার ধনুকে।
রথখান সুশোভন, বিপক্ষে যেন শমন,
ভয়ে কেহ না রহে সম্মুখে ॥
করি রথ-আরোহণ, আইলেন দেবগণ,
লক্ষ্মণেরে কহে জোড়হাত।
বিনাশিয়া লঙ্কেশ্বর, ঘুচাও দেবের ডর,
উদ্ধার করহ রঘুনাথ ॥
রাবণ যাউক ক্ষয়, রামের হউক জয়,
দূরে যাক দেবের তরাস।

---

(১) পাবড়া—একহস্ত পরিমিত স্থূল লৌহখণ্ড।

দীন জনে কর দয়া, দেহ রাম পদ-ছায়া,
নাচাড়ি (১) গাইল কৃত্তিবাস ॥

ইন্দ্রজিৎ বধান্তে লক্ষ্মণের
প্রত্যাগমন।

বাণে হয়েছেন লক্ষ্মণ পীড়িত।
হনুমান্ বিভীষণ উভয় সহিত ॥
দুই হাত তুলি দিয়া উভয়ের স্কন্ধে।
বহির্গত হইলেন লঙ্কার বৃহন্দে (২) ॥
পাঠাইয়া লক্ষ্মণেরে শ্রীরাম চিন্তিত।
মায়াযুদ্ধে তারে পাছে মারে ইন্দ্রজিৎ ॥
মায়াবীর ইন্দ্রজিৎ মায়ার নিধান।
পাছে বা সে লক্ষ্মণের করে অকল্যাণ ॥
এত ভাবি পথপানে চাহেন সঘনে।
হেনকালে উপনীত লক্ষ্মণ সে-স্থানে ॥
বহিছে শোণিত-ধার লক্ষ্মণের গায়।
দেখিয়া শ্রীরাম তবে জিজ্ঞাসেন তায় ॥
বিভীষণ বলে, প্রভু, করি নিবেদন।
আইলেন ইন্দ্রজিতে বধিয়া লক্ষ্মণ ॥

ইন্দ্রজিতের মৃত্যু-সংবাদে শ্রীরামচন্দ্রের
আনন্দ।

জিনিয়া প্রচণ্ড রিপু, লক্ষ্মণ সরক্ত-বপু
উপনীত রামের গোচর ॥
বাম-করে শরাসন, ভয়ঙ্কর সে গঠন,
দক্ষিণ করেতে এক শর ॥
রিপুজয় করি রঙ্গে, সংগ্রামের বেশ সঙ্গে
আইল সকল মহাবীর।
আনন্দে প্রফুল্লকায়, রক্তধারা বহে গায়,
রণশ্রমে হইয়া অস্থির ॥
শুনিয়া সংগ্রাম-জয়, শ্রীরাম আনন্দময়,
ভাবেন মরিল ইন্দ্রজিতা।
সাগর তরিনু হেলে, কি আর গোখুর জলে, (৩)
রাবণ বধিলে পাব সীতা ॥
যত সেনাপতি সঙ্গে, সুগ্রীব নাচেন রঙ্গে,
সঙ্গেতে সকল অধিকারী।
নল নীল বালি-সুত, সকলে আনন্দযুত,
কপিগণ নাচে সারি সারি ॥
বৈরিকুল করি নাশ, আইলাম তব পাশ,
কহে বিভীষণ গুণধাম।
লক্ষ্মণ নোঙায়ে মাথা, কহেন সকল কথা,
শুনিয়া কৌতুকী অতি রাম ॥
শুনি লক্ষ্মণের বোল, শ্রীরাম দিলেন কোল,
ললাট চুম্বিয়া মুখ চাই।
লইয়া মস্তক-ঘ্রাণ, চুম্বিল ধনুক-বাণ,
তোমা বই নাহি আর ভাই ॥
লক্ষ্মণ করেন স্তুতি, তুমি ত্রিদশের পতি, (৪)
ক্ষিতি-তলে বিষ্ণু-অবতার।
যারে তব আশীর্ব্বাদ, জিনে কোটি মেঘনাদ,
তারে জিনে হেন সাধ্য কার ॥
পশুপতি বৃহস্পতি, শচীপতি করে স্তুতি,
তাহার নাহিক যম-ত্রাস।
লক্ষ্মণ করিল স্তুতি, আনন্দিত রঘুপতি,
নাচাড়ী রচিল কৃত্তিবাস ॥

---

(১) নাচাড়ী—নাচের তালে রচিত ছন্দঃবিশেষ। লঘু বা দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। (২) বৃহন্দে—মহলে। (৩) গোখুর-জলে—গোষ্পদের জলে; সমুদ্র পার হইয়া গোষ্পদ পার হওয়ার মত সহজসাধ্য ব্যাপার। (৪) ত্রিদশের পতি—দেবতাগণের প্রধান।

ক্ষতদেহ লক্ষ্মণের আরোগ্য-লাভ।

শ্রীরাম বলেন, হে সুষেণ বৈদ্যবর।
ফুটিয়াছে লক্ষ্মণের সর্ব্বাঙ্গেতে শর॥
বাণ ফলা রহিয়াছে শরীর ভিতর।
কেমনে সহিল এ কোমল কলেবর॥
মেঘনাদে মারিয়া রাখিল দেবগণ।
সীতা-উদ্ধারের মূল হইল লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণের অঙ্গে অস্ত্র রহিল ফুটিয়া।
মহৌষধ দেহ সব বাণ উপাড়িয়া॥
এতেক বলেন যদি কমল-লোচন।
ঔষধ বাহির করে সুষেণ তখন॥
একে একে বাহির করিল যত শর।
ঔষধ লেপিয়া দিল অঙ্গের উপর॥
অঙ্গেতে প্রবেশ কৈল ঔষধের ঘ্রাণ।
সুন্দর শরীর হৈল, পূর্ব্বের সমান॥
মিলায়ে বাণের চিহ্ন হইল সুন্দর।
পূর্ব্বমত লক্ষ্মণের হৈল কলেবর॥
আনন্দ অবধি নাই প্রভু রঘুনাথ।
সুষেণের অঙ্গেতে বুলান পদ্ম-হাত॥
রাম বলে, হে সুষেণ, কি কব তোমারে।
তোমার সমান বৈদ্য নাহিক সংসারে॥
বারে বারে প্রাণদান দিলে সবাকার।
ত্রিভুবনে এই কীর্ত্তি রহিল তোমার॥
বন্দিল সুষেণ বেজ (১) রামের চরণ।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত রচিল রামায়ণ॥

———

ইন্দ্রজিতের মৃত্যু-শ্রবণে রাবণের বিলাপ।

মেঘনাদ পড়ে রণে প্রভাত-সময়।
ভয়ে রাবণের আগে কেহ নাহি কয়॥
গগনে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর।
বসিয়া মন্ত্রণা করে যত নিশাচর॥
স্থানে স্থানে বসি' যুক্তি করিছে রাক্ষস।
কহিতে রাবণ আগে না করে সাহস॥
পাত্র-মিত্র সকলেতে মন্ত্রণা করিয়া।
ভগ্নদূত একজন দিল পাঠাইয়া॥
রাবণ-সম্মুখে কহে করি জোড়-হাত।
রণের সংবাদ শুন রাক্ষসের নাথ॥
লঙ্কাপুরী বীর-শূন্য হৈল এত দিনে।
মেঘনাদ পড়ে আজি লক্ষ্মণের বাণে॥
দূত মুখে শুনি মেঘনাদের মরণ।
সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজা দশানন॥
উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলে, কোথা ইন্দ্রজিৎ।
আছাড় খাইয়া পড়ে হইয়া মূর্চ্ছিত॥
ধরিয়া তুলিল যত পাত্র-মিত্র আসি।
দশ মুণ্ডে ঢালে জল কলসী কলসী॥
অনেক কষ্টেতে রাজা পাইল চেতন।
চেতন পাইয়া রাজা করয়ে ক্রন্দন॥
রাক্ষস-কুলের চূড়া পুত্র ইন্দ্রজিতে।
প্রাণ হারাইল নর-বানরের হাতে॥
আমার সর্ব্বস্ব তুমি লঙ্কা অধিকারী।
পিতা দশানন তোর মাতা মন্দোদরী
পর্ব্বত-কন্দর কাঁপে দেখে তোর বাণ।
একবাণে ইন্দ্র বেটা না সহিত টান॥
ত্রিভুবনে যোদ্ধা নাহি তোমার সমান।
মনুষ্যের বাণে পুত্র, হারাইলে প্রাণ॥

(১) সুষেণ বেজ - সুষেণ বৈদ্য।

কুম্ভকর্ণ-ভাই-শোক রহিয়াছে বুকে।
লঙ্কার রাবণ মরে তোমা-পুত্র-শোকে ॥
ভাই নহে, চণ্ডাল পাপিষ্ঠ বিভীষণ।
যজ্ঞ-ভঙ্গ করি তব বধিল জীবন ॥
যদি প্রাণ বাঁচে রাম-তপস্বীর (১) রণে।
আগে আমি কাটিব চণ্ডাল বিভীষণে ॥
হা হা পুত্র ইন্দ্রজিৎ, গেলি কোথাকারে।
সম্মুখ সংগ্রামে আমি পাঠাইব কারে ॥
পুত্র-শোকে কান্দি রাজা গড়াগড়ি যায়।
দশমুণ্ড কলেবর ধূলাতে লোটায় ॥
ক্ষণে ক্ষণে অচেতন, ক্ষণেকে চেতন।
কি হৈল কি হৈল বলি কান্দিছে রাবণ ॥

ইন্দ্রজিৎ-বধ-সংবাদে মন্দোদরীর বিলাপ।

কুড়ি চক্ষে বারিধারা লঙ্কা-অধিকারী।
ইন্দ্রজিৎ মৈল বার্ত্তা পায় মন্দোদরী ॥
আছাড় খাইয়া পড়ে মন্দোদরী রাণী।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দশ হাজার সতিনী ॥
স্পন্দহীন মন্দোদরী ধরাতলে পড়ে।
শিরে জল ঢালে কেহ, দেখে নেড়েচেড়ে ॥
নাসিকাতে হস্ত দিয়া দেখিছে সবাই।
কেহ বলে বেঁচে আছে, কেহ বলে নাই ॥
এলোথেলো কবরীবন্ধন কেশপাশ।
চক্ষে বহে বারিধারা, ঘন বহে শ্বাস ॥
চৈতন্য পাইয়া বলে কোথা ইন্দ্রজিৎ।
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ মায়ের ত্বরিত ॥
আমি নানা উপহারে, পূজিয়া যে মহেশ্বরে,
তোমা পুত্র পাইলাম কোলে।
কিছুদিন ছিল সুখ, এখন ঘটিল দুখ,
হেন পুত্র পড়ে রণস্থলে ॥
কি মোর বসতি বাস, জীবনে কি ছার আশ,
কি করিবে নব ছত্র দণ্ড।
কি আর পুষ্পক রথ, বীরভাগ আছে যত,
তোমা বিনা সব লণ্ডভণ্ড ॥
ভূমিতলে লোটাইয়া, পুত্রশোকে বিনাইয়া,
ক্রন্দন করিছে মন্দোদরী।
হায় পুত্র মেঘনাদ, কেন এত পরমাদ,
আজি সে মজিল লঙ্কাপুরী ॥
শচী সহ শচীপতি, সুখেতে করুন স্থিতি,
স্বচ্ছন্দে ভুঞ্জুক দিনরাতি।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, হরষিত সুরবর,
দেখিয়া লঙ্কার এ দুর্গতি ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণে, জিনিয়াছ তুমি রণে,
তব ডরে কেহ নহে স্থির।
কি কহিব বিভীষণে, শত্রু আনে যজ্ঞস্থানে,
তেঁই সে বধিল রঘুবীর ॥
নানা গুণে রূপে ধন্যা, যক্ষ-বিদ্যাধর-কন্যা,
বিবাহ দিলাম তোমা সহ।
তারা না পাইল সুখ, ভুঞ্জিবে কতেক দুখ,
কত স'বে পতির বিরহ ॥
অযোনি সম্ভবা কন্যা, রামের সুন্দরী ধন্যা,
হরিয়া আনিল তোর বাপে।
সতী পতিব্রতা রাণী, ব্যর্থ নহে তাঁর বাণী,
এ লঙ্কা মজিল তাঁর শাপে ॥
পুত্র যবে যজ্ঞ করে, দেবগণ কাঁপে ডরে,
কোন লোক না যায় সেখানে।
হেন পুত্র মরে যার, সকলি অসার তার,
হায় পুত্র কি ফল জীবনে ॥

---

(১) রাম তপস্বীর—তপস্বীর বেশধারী রামের। তুচ্ছার্থে।

পিছে থাকি সাপুটিয়া ধরে মন্দোদরী।
ছি ছি মহারাজ, বধ ক'রো না হে নারী॥—৪৬৫ পৃঃ

সীতার লাগিয়া তুমি হারাইলে প্রাণ।
তুমি যে লক্ষ্মণ মম প্রাণের সমান ॥—৪৭১ পৃঃ

শ্রীরামের রূপ ধরি,　　সংসারে আইল হরি,
　　করিতে রাক্ষসকুল নাশ ।
নর নয় সীতাপতি,　　হেন লয় মোর মতি,
　　পাঁচালি রচিল কৃত্তিবাস ॥

—

রাবণের সীতাবধের সঙ্কল্প ও মন্দোদরী-
কর্ত্তৃক সান্ত্বনা ।

পুত্রশোকে মন্দোদরী করিছে রোদন ।
মন্দোদরীর ক্রন্দনেতে রুষিল রাবণ ॥
সীতা লাগি মজিল কনক লঙ্কাপুরী ।
আজি সীতা কাটিয়া ঘুচাব সব বৈরী ॥
মায়াসীতা কেটেছিল পুত্র ইন্দ্রজিৎ ।
সাক্ষাতে কাটিয়া সীতা ঘুচাইব ভীত (১) ॥
লইল রাবণ করে খড়্গ একধারা (২) ।
কুড়ি চক্ষু হৈল যেন আকাশের তারা ॥
দুই প্রহরের রবি অঙ্গের কিরণ ।
কালান্তক যম যেন রুষিল রাবণ ॥
সীতাকে কাটিতে যায় পবনের বেগে ।
রাবণের পাত্র-মিত্র পিছে গিয়া লাগে ॥
খড়্গ-হাতে ধায় রাবণ অশোকের বনে ।
কার সাধ্য প্রবোধিয়া ফিরায় রাবণে ॥
প্রবেশ করিল গিয়া অশোকের বন ।
রাবণে দেখিয়া সীতা করেন ক্রন্দন ॥
　মনেতে বিচার করে রাণী মন্দোদরী ।
সর্ব্বনাশ হয়েছে, মজেছে লঙ্কাপুরী ॥
তাহাতে রাবণ কেন স্ত্রীবধ করিবে ।
রমণীবধের পাপে পরকাল যাবে ॥
এত ভাবি মন্দোদরী সম্বরে ক্রন্দন ।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ লোহিত লোচন ॥
পাগলিনী-প্রায় রাণী ছুটে ঊর্দ্ধমুখে ।
উপনীত দশানন সীতার সম্মুখে ॥
একে ত রাবণ তাহে ক্রোধে কম্পমান ।
রক্তবর্ণ ঘুরিতেছে বিংশতি নয়ান ॥
　আতঙ্কে অস্থিরা সীতা দেখিয়া রাবণে ।
কাটিবে রাবণ আজি, ভাবিলেন মনে ॥
পুত্রশোকে আসিতেছে করিতে ছেদন ।
কোথা প্রভু রঘুনাথ, দেবর লক্ষ্মণ ॥
অভাগীরে দেখা দাও অশোকের বনে ।
রামের মহিষী আমি কাটিবে রাবণে ॥
উচ্চৈঃস্বরে সীতাদেবী করেন ক্রন্দন ।
সীতারে কাটিতে খড়্গ তুলিল রাবণ ॥
পিছে থাকি সাপুটিয়া ধরে মন্দোদরী ।
ছি ছি মহারাজ, বধ ক'রো না হে নারী ॥
　রাবণ বলে, মায়াসীতা কাটে ইন্দ্রজিতে ।
মরে পুত্র ইন্দ্রজিৎ সীতার জন্যেতে ॥
সীতা এনে সর্ব্বনাশ হলো লঙ্কাপুরে ।
ঘুচাব সকল শোক কাটিয়া সীতারে ॥
মন্দোদরী কহিতেছে করি জোড় হাত ।
পরম পণ্ডিত তুমি রাক্ষসের নাথ ॥
বিশ্রবা তোমার পিতা সংসারে পূজিত ।
তোমার এ নারীবধ না হয় উচিত ॥
একে দেখ মজেছে কনক লঙ্কাপুরী ।
পাপেতে ম'জোনা তাহে বধ ক'রে নারী ॥
　করে ধরি মন্দোদরী ফিরায় রাবণে ।
ভয়ে সীতা চাহিলেন রাবণের পানে ॥
রাবণ দেখিল সীতা আঁখি ফিরাইল ।
দশানন-হৃদে পুনঃ ভরসা জাগিল ॥
ভরসা পাইয়া গেল লঙ্কার ভিতরে ।
সিংহাসন ত্যজি বৈসে ভূমির উপরে ॥

(১) ভীত—ভয় । (২) একধারা—যে অস্ত্রের ধার এক দিকে ; খড়্গ, তলোয়ার, পরশু ইত্যাদি ।

অভিমান-ভরে ভাবে লঙ্কা-অধিকারী।
ঘরে ঘরে কান্দে যত বীরভাগ-নারী (১)॥

—

রাবণের দ্বিতীয়বার যুদ্ধ যাত্রা।

শোকের উপরে শোক পাইল রাবণ।
বসিলে সোয়াস্তি (২) নাই, করয়ে শয়ন॥
ইন্দ্রজিৎ-শোক তবু নহে পাসরণ।
আপনি সাজিল রাজা করিবারে রণ॥
স্ত্রীলোকের ক্রন্দন শুনিয়া ঘরে-ঘর।
অভিমানে পরিপূর্ণ রাজা লঙ্কেশ্বর॥
অমূল্য রতনে করে বিচিত্র সাজন।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পরে রাজ-আভরণ॥
মেঘের বরণ অঙ্গে, ধবল উত্তরী।
মৃগমদে পরিলেক সুগন্ধি কস্তূরী॥
দশ ভালে দশ মাণ করে ঝলমল।
চন্দ্রসম কুড়ি কর্ণে কুড়িটা কুণ্ডল॥
নানা অস্ত্রে সাজিলেন মনোহর বেশে।
চৌদ্দহাজার নারী আসি ঘেরে আশেপাশে॥
ইন্দ্রজিৎ-শোকে রাজা হয়েছে কাতর।
চক্ষের কোণেতে নাহি চাহে লঙ্কেশ্বর॥
ধনুর্ব্বাণ ল'য়ে রাবণ যায় মহাক্রোধে।
রাণী মন্দোদরী আসি পশ্চাতে বিরোধে (৩)॥
আপনার দোষে রাজা কৈলে বংশনাশ।
রামের সীতা রামে দেহ, থাক গৃহবাস॥
মন্দোদরী পানে রাজা ফিরিয়া না চায়।
মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধ না খায়॥
নিকট মরণ তার, কি করে ঔষধে।
না রহে রাবণ মন্দোদরীর প্রবোধে॥
স্বামি-প্রদক্ষিণ করি, পড়িল মঙ্গল (৪)।
মন্দোদরীর চক্ষে জল করে ছলছল॥
অন্তরে বুঝিয়া রাণী কান্দিল প্রচুর।
দশ হাজার সতিনীকে নিল অন্তঃপুর॥
বৃহন্দের বহির্গত হইল রাজন।
রথ ল'য়ে সারথি জোগায় ততক্ষণ॥
কনক-রচিত রথ সুবর্ণের চাকা।
রথের উপরে শোভে নেতের পতাকা॥
বিচিত্র নির্ম্মাণ রথ অষ্ট ঘোড়া বহে।
রথের উপরে উঠি দশানন কহে॥
ধনুক ধরিতে পুরে যে যে বীর জানে।
ছোট বড় সাজিয়া আসুক মোর সনে॥
ইন্দ্রজিৎ পড়ে রণে বীরচূড়ামণি।
আর কারে পাঠাইব যাইব আপনি॥
পদ্ম-কোটি (৫) ঠাট ছিল লঙ্কার ভিতর।
সাজিল রাবণ সঙ্গে করিতে সমর॥
পশ্চিম দুয়ারে রন্ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
যুঝিবারে সেই দ্বারে গেলেন রাবণ॥
দাণ্ডায়েছে রাবণ ধনুকে দিয়া চড়া।
বায়ুবেগে সারথি চালায়ে দিল ঘোড়া॥
সিংহাসন ছাড়ি রণে প্রবেশে রাবণ।
ভঙ্গ দিয়া পলায় যতেক কপিগণ॥
গন্ধমাদন সেনাপতি হৈল আগুয়ান।
বিমুখ করিল তারে মেরে পঞ্চবাণ॥
নীল বানরে দশানন দেখিয়া সম্মুখে।
ত্রিশ বাণ বিন্ধিলেক নীল-বীর-বুকে॥

---

(১) বীরভাগ-নারী—বীরের স্ত্রী। (২) সোয়াস্তি—শান্তি। (৩) বিরোধে—বাধা দেয়। (৪) মঙ্গল—শুভসঙ্গীত। (৫) পদ্ম-কোটি—লক্ষ কোটি।

ত্রিশ বাণে পড়িল কুমুদ মহাবীর।
নয় বাণে বিন্ধে জাম্ববানের শরীর॥
গয় গবাক্ষে বিন্ধিলেক দশ দশ বাণে।
দুই শত বাণে বিন্ধে বীর হনুমানে॥
আশী গোটা বাণ খেয়ে অঙ্গদ পড়িল।
পঞ্চদশ বাণে বীর সুষেণে বিন্ধিল॥
বানর-কটক পড়ে নাহি লেখাজোখা।
পড়িল বানর যত নাহি তার সংখ্যা॥
সারথিরে আজ্ঞা দিল রাজা দশানন।
পশুর সহিত যুদ্ধে নাহি প্রয়োজন॥
রথ লহ রাম আর লক্ষ্মণের কাছে।
সে উভয়ে মারিয়ে বানর মারি পিছে॥
রাবণের আজ্ঞা পেয়ে সারথি সত্বর।
চালাইয়া দিল রথ রামের গোচর॥
রথখান আসে, যেন বিদ্যুৎ চমকে।
লক্ষ লক্ষ স্বর্ণ-ঘণ্টা বাজে চারিদিকে॥
রথখান-শব্দে কপি পলায় লাখে লাখে।
পার্ব্বতীয় পাখী যেন উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে॥
হাতে করি ধনু গেল রামের সম্মুখে।
বৈকুণ্ঠের নাথ রামে দশানন দেখে॥
দক্ষিণে অক্ষয় তূণ, বামেতে কোদণ্ড।
বিষ্ণু-অবতার রাম সুবাহু প্রচণ্ড॥
সুন্দর নাসিকা কিবা চৌরস কপাল।
ফল মূল খান তবু বিক্রমে বিশাল॥
সুন্দর ধনুক বাণ বিচিত্র গঠন।
রাবণ রামের দেহে দেখে ত্রিভুবন॥
শ্রীরামের সর্ব্ব অঙ্গ নিরখিয়া দেখে।
পর্ব্বত সমুদ্র সর্প দেখে লাখে লাখে॥
মনে মনে চিন্তা করে রাজা দশানন।
একান্ত জানিনু রাম দেব-নারায়ণ॥
যদ্যপি রামের হাতে হয় ত মরণ।
একান্ত বৈকুণ্ঠে যাব, না হয় খণ্ডন॥
বিরস হইয়ে কেন হইব বিমুখ।
রামের সম্মুখে গেল পাতিয়া ধনুক॥

রাবণের পুনর্যুদ্ধ।

দৈবের লিখন কভু না হয় খণ্ডন।
শ্রীরাম রাবণে দোঁহে বাজে মহারণ॥
শত বাণ জোড়ে বীর ধনুকের গুণে।
কাটিলা বিংশতি বাণে রাজীব-লোচনে॥
বাছিয়া রাবণ বরিষয়ে চোখা শর।
বিন্ধিয়া কোমল অঙ্গ করিল জর্জ্জর॥
বাণাঘাতে রঘুনাথ হৈলা অচেতন।
রামে পাছু করি আগে রহিলা লক্ষ্মণ॥
রাবণ-উপরে বীর শীঘ্র এড়ে বাণ।
দিব্য বাণ মারিলেন পুরিয়া সন্ধান॥
লক্ষ্মণ যে বাণ মারে বলে মহাবল।
সারথির মুণ্ড কাটি পাড়ে ভূমিতল॥
লক্ষ্মণের বাণেতে সে রথ হৈল মুড়া।
গদাঘাতে বিভীষণ মারে অষ্ট ঘোড়া॥
কোপে দশানন বিভীষণ পানে চায়।
তুলিয়া নিলেক শেল, দেখে ভয় পায়॥
বংশনাশ করিলি পাপিষ্ঠ বিভীষণ।
মারিয়া পাড়িব আজি রাখে কোন্ জন॥
রথ না সম্বরে রাজা গর্জ্জিয়া কোপেতে।
বিভীষণে মারিবারে শেল লয় হাতে॥
শেলপাট এড়িলেক দিয়া হুহুঙ্কার।
স্বর্গ মর্ত্ত-পাতালে লাগিল চমৎকার॥
শেলপাট দেখে' চমকিত বিভীষণ।
ডেকে বলে প্রাণ-রাখ ঠাকুর লক্ষ্মণ॥

সে শেলের উদ্দেশে লক্ষ্মণ এড়ে বাণ।
তিন বাণে শেল কাটি কৈলা চারিখান ॥
শেল কাটা গেল, কপি দিল টিটকারী।
কুপিল রাবণ-রাজা লঙ্কা-অধিকারী ॥
কুড়ি চক্ষু ঘোরে বীর দেখে ভয়ঙ্কর।
আর শেল হাতে নিল যমের দোসর ॥
বজ্রসম শেলপাট দেখে লাগে ভয়।
যারে মারে শেল, তার জীবন-সংশয় ॥
এনেছিল শেল রামে মারিবার মনে।
কোপ করি সেই শেল হানে বিভীষণে ॥
বিভীষণ ফাঁফর হইল শেল দেখি।
সেই শেল কাটিলেন লক্ষ্মণ ধানুকী ॥

———

লক্ষ্মণের প্রতি রাবণের শক্তি শেলাঘাত।

কোপেতে রাবণ চাহে লক্ষ্মণের পানে।
ময়-দানবের শেল পড়ি গেল মনে ॥
রাবণ কহিছে চক্ষু করিয়া পাকল (১)।
দেখিব মানুষ বেটা ধর কত বল ॥
বিভীষণে বাঁচাইলি ক'রে বীরপণা।
মারি শেল রাখ দেখি বাঁচায়ে আপনা ॥
তোর বাণে বিভীষণ পেলে প্রতিকার (২)।
মারি শেল তোরে দেখি কে রাখে এবার ॥
এখনি মরিবি ভণ্ড লক্ষ্মণ তপস্বী।
মৃত্যুকালে মনে কর জানকী রূপসী ॥
মা-বাপেরে মনে কর বন্ধু যত জন।
মৈলে সঙ্গে আর নাহি হবে দরশন ॥
রাম-সুগ্রীবের ঠাঁই মাগহ মেলানি। (৩)
দিয়াছে অনেক যুক্তি করি কাণাকাণি ॥
গর্জ্জিয়া রাবণ রাজা শেলপাট ঝাঁকে।
প্রাণ উড়ে দেবগণ শক্তিশেল (৪) দেখে' ॥
যক্ষ রক্ষ কাঁপে আর গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
কাঁপে অষ্ট লোকপাল দেব পুরন্দর ॥
শমনের ভগ্নী শেল শক্তি নাম ধরে।
যারে মারে শক্তিশেল, সেইজন মরে ॥

---

(১) পাকল—রক্তবর্ণ। (২) প্রতিকার—পরিত্রাণ অর্থে ব্যবহৃত। (৩) মেলানি—বিদায়। (৪) শক্তিশেল—পুরাকালে কৌণ্ডিল্য নামে এক উগ্রতপা মুনি ছিলেন। তিনি সন্ধ্যাকালে কুটীরে আসিয়া চরু পাক করিয়া ভক্ষণ করিতেন। ভোজনাবশিষ্ট চরু ভোজন-পাত্রে পড়িয়া রহিত। মুনির কুটীরের ভিতরে এক ভেকী থাকিত। সে ঐ চরু ভোজন করিত। একদিন কৌণ্ডিল্য মনে করিলেন, আমার ভোজনাবশিষ্ট চরু কে খায় দেখিতে হইবে। এইরূপ মনে করিয়া এক দিন রাত্রিতে কৌণ্ডিল্য মুনি জাগিয়া রহিলেন। দেখিলেন, কুটীর-মধ্যস্থ গর্ত্ত হইতে এক ভেকী বাহির হইয়া উহা ভক্ষণ করিতেছে। কৌণ্ডিল্য ক্রোধান্ধ হইয়া ভেকীকে বধ করিতে উদ্যত হইলে ভেকী অনুনয় করিতে লাগিল। ভেকীর অনুনয়ে কৌণ্ডিল্য সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় কুটীরস্থ গার্হপত্য অগ্নির নিকট ভেকীকে রাখিয়া আশ্রমের চারিদিকে গণ্ডী দিয়া তপস্যার্থ চলিয়া গেলেন। কৌণ্ডিল্য চলিয়া গেলে এক সর্প সেই স্থানে উপস্থিত হইল। ভেকী সর্পদর্শনে ভয় পাইয়া দ্রুতবেগে কুটীরে প্রবেশ করিতে গিয়া কুটীর-মধ্যস্থ অগ্নিকুণ্ডে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। কৌণ্ডিল্য কুটীরে আসিয়া ভেকীকে দেখিতে না পাইয়া অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিয়া সব কথা জানিতে পারিলেন। তখন কৌণ্ডিল্য অগ্নিকে বলিলেন, তুমি যেখানে পাও ভেকীকে অনুসন্ধান করিয়া লইয়া আইস। মৃত্যুর পরে সকলেই যমপুরে গতি হয় ভাবিয়া অগ্নি যমরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া ভেকীকে প্রার্থনা করিল। যম বলিল, ভেকী মুনি চরুর ভক্ষণ করিয়া দিব্য দেহ ধারণ করিয়াছে এবং সেই অপূর্ব্ব কান্তিমতী রমণীকে আমি স্বীয় ভগিনী যমুনার নিকট রাখিয়াছি। আপনি যমুনার নিকট গিয়া কন্যাকে লইয়া আসুন। যমরাজের এই কথা শুনিয়া অগ্নি যমুনার নিকট উপস্থিত হইয়া কন্যা প্রার্থনা করিলেন। যমুনা কন্যাকে বলিলেন

এক জনে মারিলে না মরে অন্য জন।
যারে শেল মারে তার অবশ্য মরণ ॥
সূর্য্যের কিরণ যেন শেলপাট যায়।
ভাবিয়া ত রঘুনাথ না পান উপায় ॥
চিন্তা করে রঘুনাথ ভাইয়ের কুশল।
শেলেরে করেন স্তুতি চক্ষে পড়ে জল ॥
দেবমূর্ত্তি শেল তুমি দেব-অধিষ্ঠান।
এবার লক্ষ্মণে তুমি দেহ প্রাণদান ॥
ফিরে যাও শেলপাট রাবণের হাতে।
ভাই-দান মাগি আমি তোমার সাক্ষাতে ॥
আপনি শমন মূর্ত্তিমান্ শেল-মুখে।
লক্ষ্মণে ছাড়িয়া শেল পড় মোর বুকে ॥

নিজে মৃত্যু-অধিষ্ঠান শেলের উপর।
ডাকিয়া রামেরে তবে করিছে উত্তর ॥
আমারে করিছ কেন এতেক স্তবন।
লক্ষ্মণে ছাড়িয়া নাহি মারি অন্য জন ॥
থাকি আমি যার কাছে, তার আজ্ঞাকারী।
যার কাছে থাকি আমি, তার হিত করি ॥
শ্রীরামে কাতর দেখে' শেল নাহি থাকে।
মহাবেগে পড়ে শেল লক্ষ্মণের বুকে ॥
পড়িল লক্ষ্মণ বীর রঘু-বংশচূড়া।
প্রবেশে সকল শেল বাহিরেতে গোড়া ॥
ভূমেতে পতিত বীর, না নাড়েন পাশ।
শেলে বিন্ধি লক্ষ্মণের ঘন বহে শ্বাস ॥

তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য অগ্নি আসিয়াছেন ; অতএব তুমি অগ্নির সহিত কৌণ্ডিল্যের নিকট যাও এই বলিয়া যমুনা বিদ্যুৎবর্ণা অষ্টশিরা এক বাণ নির্ম্মাণ করিয়া সেই কন্যাকে দিয়া বলিলেন, বিপদের সময় এই বাণ তোমাকে রক্ষা করিবে এবং এই বাণের নিকটে শিব, সূর্য্য এমন কি ব্রহ্মাও পরাজিত হইবেন। কন্যা সেই বাণ লইয়া অগ্নির সহিত মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইল। কৌণ্ডিল্য মুনি অপূর্ব্ব-সুন্দরী সেই কন্যাকে নিজ আশ্রমে রাখিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। একদিন বালিরাজা দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কৌণ্ডিল্য মুনির আশ্রমের নিকটে সেই কন্যাকে দেখিয়া চলচিত্ত হইল এবং তাহার অপমান করিল। বালিপত্নি তারা ইহা অবগত হইয়া কৌণ্ডিল্যের রোষাপনোদনের জন্য মুনির আশ্রমে আসিয়া মুনির স্তব করিতে লাগিল। তারার স্তবে কৌণ্ডিল্য মুনি সদয় হইয়া কুশপত্রদ্বারা ঐ কন্যার গর্ভ বিদারণ করিয়া তাহাকে বালিবীর্য্য দান করিলেন। তারা ঐ বীর্য্য পান করিলেন। ঐ বীর্য্য হইতে তাহার এক পুত্র জন্মে। কন্যার অঙ্গ কাটিয়া ঐ বীর্য্য বাহির করায় ঐ বীর্য্য-উৎপন্ন পুত্রের নাম অঙ্গদ হয়।

এদিকে কৌণ্ডিল্য মুনি অপরূপ রূপবতী যুবতী কন্যাকে দেখিয়া এবং বালিরাজ কর্ত্তৃক কন্যার লাঞ্ছনার কথা স্মরণ করিয়া ঐ কন্যাকে সখা ময়দানবের গৃহে রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। কন্যা এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ভয় পাইল। তখন কৌণ্ডিল্য মুনি তপোবলে সেই যুবতীকে বালিকারূপে পরিণত করিয়া ময়দানবের গৃহে রাখিয়া আসিলেন। দানবপতি ময় কন্যার অপরূপ রূপ দেখিয়া তাহাকে মন্দোদরী বলিয়া সম্বোধন করিলেন। তখন কৌণ্ডিল্য ময় দানবকে বলিলেন, এই কন্যার নিকট ত্রিভুবন-বিজয়ী শেল আছে ; তাহার নাম শক্তিশেল। তোমার ভাবী জামাতাকে এই শেল যৌতুক-রূপে দান করিবে। এই শক্তিশেলের পরাক্রম অতি অদ্ভুত। ইহার নিকটে সকলেই পরাস্ত হইবে। এই শেল যদি রাত্রিতে কাহারো বুকে পড়ে, তবে দিবাভাগে তাহার মৃত্যু হইবে—দিবাভাগে পড়িলে রাত্রিতে মরিবে। এই শেল যেখানে পড়িবে সেখান হইতে আঠার বর্ষের পথে ইহার প্রতিষেধক ঔষধ থাকিবে দিবা বা রাত্রির মধ্যে আঠার বর্ষের পথ হইতে সেই ঔষধ আনিয়া এই কন্যার স্তনক্ষীর দ্বারা ঐ ঔষধ বাটিয়া ক্ষত স্থানে দিতে পারিলে তবে তাহার পুনর্জীবন লাভ হইবে। যমুনার শক্তি হইতে এই শেলের উৎপত্তি হয়, এই জন্য এই শেলের নাম শক্তিশেল।—বৃহৎ সারাবলি।

লক্ষ্মণে এড়িয়া সব পলায় বানর।
দেখিয়া ত রঘুনাথ হইলা ফাঁফর॥
লক্ষ্মণে রাখিবে, নাকি রাখিবে আপনা।
তিন ঠাঁই শ্রীরামের পড়িল ভাবনা॥
বাহির করিতে শেল টানয়ে বানরে।
আপনি সুগ্রীব টানে শেল নাহি নড়ে॥
সুগ্রীব টানিছে শেল, কপিগণ চাহে।
এত টান দেয়, শেল নড়িবার নহে॥
শরভ কুমুদ নল নীল আদি বীর।
শেল ধ'রে টানে, তবু না হয় বাহির॥
বানরের মধ্যে হনুমানেরে বাখানি।
সে হনু ধরিয়া শেল করে টানাটানি॥
সাহস করিয়া কেহ নাহি মারে টান।
পাছে টানে লক্ষ্মণের বাহিরায় প্রাণ॥
টানিতে বানরগণ না করে সাহস।
যার টানে মরিবেন, তার অপযশ॥
দিলেন ধনুক বান সুগ্রীবের হাতে।
শেল ধ'রে টানিলেন প্রভু রঘুনাথে॥
বিশ্বম্ভর-মূর্ত্তি ধ'রে শেলে দিলা টান।
উপাড়িয়া শেলপাট কৈলা খান খান॥
লক্ষ্মণে বেড়িয়া রহে যত কপিগণ।
কোপেতে রাবণ করে বাণ বরিষণ॥
ভঙ্গ দিয়া পলায় বানর যত বীর।
প্রবোধ-বচনে রাম করিলেন স্থির॥
লক্ষ্মণে জিনিলা ব'লে না ভাবিহ মনে।
মারিয়া পাড়িব বেটা আজিকার রণে॥
যার লাগি বান্ধিলাম অলঙ্ঘ্য সাগরে।
যার লাগি এত দুঃখ পেয়েছি অন্তরে॥
যার লাগি দুঃখে দগ্ধ-হৃদয় (১) তোমরা।
মারিয়া পাড়িব আজি পরনারী-চোরা॥
পাইলাম যত দুঃখ সীতার হরণে।
মারিয়া ঘুচাব দুঃখ আজিকার রণে॥
পর্ব্বত-উপরে বসি দেখ সবে সুখে।
মারিব রাবণে আজি, কার বাপে রাখে॥
রঘুনাথ-বাক্যে ক'রে সাহসেতে ভর।
লক্ষ্মণেরে রক্ষা করে যতেক বানর॥
ভ্রাতৃ-শোকে যুঝে রাম বিক্রমে অপার।
শ্রীরাম-রাবণে যুদ্ধ বাজে আর বার॥
বাছিয়া বাছিয়া রাম প্রহারেন বাণ।
রাক্ষস-কটক কাটি কৈলা খান খান॥
শ্রীরামের বাণে রাজা করে ধড়ফড়।
সহিতে না পারে রাজা উঠে দিল রড়॥
সারথিরে আজ্ঞা দিল রাজা দশানন।
লঙ্কাতে চালাও রথ ত্বরিত-গমন॥
লঙ্কাতে পলায়ে গেল রাজা লঙ্কেশ্বর।
পশ্চাতে বানর ধায়, বলে ধর ধর॥
রঘুনাথ-বাক্য কভু খণ্ডন না যায়।
সেই দিন মারিতেন রাবণ-রাজায়॥
লক্ষ্মণ পড়িয়া আছে শক্তিশেল-বাণে।
রণ ছেড়ে আইলেন বাঁচাতে লক্ষ্মণে॥

লক্ষ্মণের শক্তিশেলে শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ।

রণ জিনি রঘুনাথ পেয়ে অবসর।
লক্ষ্মণেরে কোলে করি কান্দেন বিস্তর॥
কি কুক্ষণে ছাড়িলাম অযোধ্যা-নগরী।
মৈল পিতা দশরথ রাজ্য-অধিকারী॥
জনক-নন্দিনী সীতা প্রাণের সুন্দরী।
দিন দুই প্রহরে রাবণ কৈল চুরি॥

---

(১) 'দগ্ধ-হৃদয়—সন্তপ্ত।

হারালাম প্রাণাধিক অনুজ লক্ষ্মণ।
কি করিবে রাজ্য-ভোগে, পুনঃ যাই বন ॥
লক্ষ্মণ সুমিত্রা মাতার প্রাণের নন্দন।
কি বলিয়া নিবারিব তাঁহার ক্রন্দন ॥
এনেছি সুমিত্রা মাতার অঞ্চলের নিধি।
আসিয়া সাগর-পারে কাল হৈল বিধি ॥
মোর দুঃখে লক্ষ্মণ যে দুঃখী নিরন্তর।
কেন হে নিষ্ঠুর হ'লে না দেহ উত্তর ॥
সবাই সুধাবে বার্ত্তা আমি গেলে দেশে।
কহিব তোমার মৃত্যু কেমন সাহসে ॥
আমার লাগিয়া ভাই, কর প্রাণ-রক্ষা।
তোমা বিনা বিদেশে মাগিয়া খাব ভিক্ষা ॥
রাজ্যধনে কার্য্য নাই, নাহি চাই সীতে।
সাগরে ত্যজিব প্রাণ তোমার শোকেতে ॥
উদয়াস্ত যত দূর পৃথিবী সঞ্চার।
তোমার মরণে খ্যাতি (১) রহিল আমার ॥
উঠরে লক্ষ্মণ ভাই রক্তে ডুবে পাশ।
কেন বা আমার সঙ্গে এলে বনবাস ॥
সীতার লাগিয়া তুমি হারাইলে প্রাণ।
তুমি যে লক্ষ্মণ মম প্রাণের সমান ॥
সুবর্ণের বাণিজ্যে মাণিক্যে দিনু ডালি (২)।
তোমা বধে' রঘুকুলে রাখিলাম কালি ॥
কেন বা রাবণ-সঙ্গে করিলাম রণ।
আমার প্রাণের নিধি নিল কোন জন ॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজা সহস্র-বাহুধর।
তাহা হৈতে লক্ষ্মণ যে গুণের সাগর ॥
এমন লক্ষ্মণে মোর মারিল রাক্ষসে।
আর না যাইব আমি অযোধ্যার দেশে ॥
পিতৃ-আজ্ঞা হৈল মোরে দিতে ছত্র-দণ্ড।
কৈকেয়ী সতাই (৩) তাহে হইল পাষণ্ড (৪) ॥
পিতৃসত্য পালিতে আইনু বনবাস।
বিধি বাদী হৈল, এই তাহে সর্ব্বনাশ ॥
অন্তরীক্ষে ডাকি বলে যত দেবগণ।
না কান্দ, না কান্দ, রাম, পাইবে লক্ষ্মণ ॥
ভাই ভাই ব'লে রাম ছাড়েন নিশ্বাস।
শ্রীরামের বিলাপ রচিল কৃত্তিবাস ॥

লক্ষ্মণের জীবনরক্ষার্থ হনুমানের গন্ধমাদন-পর্ব্বতে ঔষধ আনিতে গমন।

শ্রীরাম সুষেণে কন জোড়হাত করি।
লক্ষ্মণে বাঁচাও আগে শোক পরিহরি ॥
আমার লক্ষ্মণ বিনা আর নাহি গতি।
জীয়াও লক্ষ্মণে যদি, তবে অব্যাহতি ॥
সুষেণ বলেন, প্রভু, না হও কাতর।
বাঁচিবেন অবশ্য লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধর ॥
হস্তে পদে আছে রক্ত প্রসন্ন বদন।
নাসিকায় শ্বাস বহে প্রফুল্ল লোচন ॥
হেন জন নাহি মরে সবাকার জ্ঞানে।
আনিবারে ঔষধ পাঠাও হনুমানে ॥
শ্রীরাম বলেন, শোকে মম হিয়া শোষে।
আপনি পাঠাও তারে ঔষধ-উদ্দেশে ॥
সুষেণ বলেন, শুন পবন-নন্দন।
ঔষধ আনিতে যাহ সে গন্ধমাদন ॥

---

(১) খ্যাতি—প্রসিদ্ধি; এখানে অখ্যাতি; অপযশ। (২) সোনার ব্যবসা করিতে গিয়া মাণিক উপহার দিলাম; অর্থাৎ সীতার জন্য লক্ষ্মণকে হারাইলাম। (৩) সতাই—বিমাতা। (৪) পাষণ্ড—বাদী।

গিরি গন্ধমাদন সে সর্ব্বলোকে জানি।
তাহাতে ঔষধ আছে বিশল্যকরণী ॥
ছয় শৃঙ্গ ধরে, তার অদ্ভুত নির্ম্মাণ।
প্রথম শৃঙ্গেতে তার মহেশের স্থান ॥
আর শৃঙ্গে উদয় করয়ে শশধর।
আর শৃঙ্গে তিন কোটী গন্ধর্ব্বের ঘর ॥
আর শৃঙ্গে বৃক্ষ আছে শাল ও পিয়াল।
আর শৃঙ্গে সিংহ ব্যাঘ্র চলে পালে-পাল ॥
আর শৃঙ্গে আছে তার খরতরা নদী।
নদীর দুকূলে আছে বিস্তর ঔষধি ॥
নীলবর্ণ ফল-ফুল, পিঙ্গল-বর্ণ পাতা।
রক্তবর্ণ ডাঁটা তার, স্বর্ণ-বর্ণ লতা ॥
আনহ ঔষধ হেন বিশল্যকরণী।
রাত্রি মধ্যে আনহ যাবৎ আছে প্রাণী (১) ॥
রাত্রিতে ঔষধ আন, বাঁচাব সহজে।
রজনী প্রভাতে প্রাণ যাবে সূর্য্যতেজে ॥
বিলম্ব না কর বীর, যাও এইক্ষণ!
তোমার প্রসাদে জীবে (২) ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥
আছয়ে গন্ধর্ব্ব সব মায়ার নিদান।
সময়েতে হনূমান্ হৈও সাবধান ॥
ত্রিশ কোটি গন্ধর্ব্ব যে হাহা হুহু আছে!
বাদ বিসংবাদ তার সঙ্গে কর পাছে ॥
শ্রীরাম বলেন, পথ আঠার বৎসর।
কেমনে আসিবে ফিরে রাতের ভিতর ॥
এত দূর পথ যাবে, আসিবেক রাতি।
লক্ষ্মণের না দেখি এবার অব্যাহতি (৩) ॥
কেন বা সুষেণ বৈদ্য আমারে প্রবোধে।
লক্ষ্মণ মরিলে আজি কি হবে ঔষধে ॥

হাসিয়া বলেন, তবে পবন-নন্দন।
এ রাত্রে ঔষধ আনি জীয়াব লক্ষ্মণ ॥
মনে কিছু রঘুনাথ, না কর বিস্ময়।
ঔষধ আনিয়া দিব রাত্রে মহাশয় ॥
শ্রীরাম সুগ্রীব কাছে মাগিয়া মেলানি (৪)।
ঔষধ আনিতে বীর করিল উঠানি (৫) ॥
উভলেজ করিয়া সারিল (৬) দুই কাণ।
এক লম্ফে আকাশে উঠিল হনূমান্ ॥
মহাশব্দে চলিল শূন্যেতে করি ভর।
লাঙ্গুলের টানে উড়ে বৃক্ষ ও পাথর ॥
দশ যোজন হইল বীর আড়ে পরিসর।
বিশ যোজন দীর্ঘেতে হইল কলেবর ॥
লেজ কৈল দীর্ঘাকার যোজন পঞ্চাশ।
উঠিবামাত্রেতে লেজ ঠেকিল আকাশ ॥
মহাশব্দ ক'রে যায়, শুনিতে গম্ভীর।
দেখিয়া মনেতে প্রীতি পান রঘুবীর ॥

—

গন্ধকালী-অপ্সর-উদ্ধার ও কালনেমি-বধ।

দুর্জ্জয়-শরীর বীর চলে অন্তরীক্ষে।
লঙ্কার ভিতর থাকি দশানন দেখে ॥
রাবণ বিস্মিত হৈয়া ভাবিল মনেতে।
ঘরপোড়া বেটা কোথা যায় এত রেতে ॥
দশানন বুঝিল করিয়া অনুমান।
ঔষধ আনিতে যায় বীর হনূমান্ ॥
বিশল্য-করণী আছে গন্ধমাদনেতে।
কোনমতে নাহি দিব লক্ষ্মণে বাঁচাতে ॥
এতেক ভাবিয়া তবে রাজা দশানন।
কালনেমি-নিশাচরে ডাকে ততক্ষণ ॥

---

(১) প্রাণী—জীবন। (২) জীবে—বাঁচিবে। (৩) অব্যাহতি—রক্ষা। (৪) মেলানি—বিদায়। (৫) উঠানি উত্থান। (৬) সারিল—খাড়া করিল।

রাবণ বলে, শুন হে মাতুল কালনেমি।
লঙ্কাতে আমার বড় হিতকারী তুমি ॥
চিরদিন করি আমি ভরসা তোমার।
আজি মামা, তুমি কিছু কর উপকার ॥
আজি রণে লক্ষ্মণ পড়েছে শক্তিশেলে।
মরিবে তপস্বী বেটা রাত্রি পোহাইলে ॥
বিশল্য-করণী আছে গন্ধমাদনেতে।
ঘরপোড়া গেল সেই ঔষধ আনিতে ॥
গিয়া গন্ধমাদনেতে করহ উপায়।
যেমতে বানর বেটা ঔষধ না পায় ॥
বুদ্ধে বৃহস্পতি তুমি বৃদ্ধ নিশাচর।
রাক্ষসের মধ্যে তুমি মায়ার সাগর ॥
মায়ার প্রবন্ধে (১) এস হনুমানে মেরে।
লঙ্কার অর্দ্ধেক রাজ্য দিলাম তোমারে ॥
কালনেমি বলে, মনে করি বড় ভয়।
দুষ্ট বড় সে বানরা, কি জানি কি হয় ॥
মায়ারূপে যাই যদি চিনে হনুমান্।
একই আছাড়ে মোর বধিবে পরাণ ॥
বানর-প্রধান বেটা, বুদ্ধে (২) বড় শঠ।
কেমনে যাইতে বল তাহার নিকট ॥
দশানন বলে, এত ভয় কেন তারে।
যুক্তি ক'রে যাও, যাতে চিনিতে না পারে ॥
কালনেমি বলে, বাপু, যত বল মিছে।
কারো যুক্তি না খাটিবে ঘরপোড়ার কাছে ॥
রাবণ বলে, কালনেমি, না হও চিন্তিত।
হেন যুক্তি আছে বেটা মরিবে নিশ্চিত ॥
গন্ধমাদনের সব সন্ধি (৩) আমি জানি।
গন্ধকালী নামে এক আছে কুম্ভীরিণী ॥
সরোবরে প'ড়ে থাকে গন্ধমাদনেতে।
প্রকাণ্ড শরীর তার মুখ বিপরীতে ॥
সুরাসুর শঙ্কা করে দেখে' কুম্ভীরিণী।
সেই ডরে কেহ নাহি ছোঁয় তার পানি ॥
কেহ নাহি যায় সরোবরের নিকটে।
লক্ষ লক্ষ প্রাণিবধ হৈল তার পেটে ॥
সহজে বানর জাতি বীর হনুমান্।
গন্ধমাদনের এত না জানে সন্ধান (৪) ॥
উহার আগে যাও তুমি তপস্বীর বেশে।
আদর গৌরব করি তুষিবে হরিষে ॥
মায়াতে আশ্রম করি রেখ ফুল-ফল।
কলসী ভরিয়া রেখ সুবাসিত জল ॥
নানা মতে হনুমানে করিবে আদর।
স্নান হেতু পাঠাইবে সেই সরোবর ॥
অল্পবুদ্ধি হনুমান্ পশু মধ্যে গণি।
সরোবরে গেলে ধ'রে খাবে কুম্ভীরিণী ॥
কুম্ভীরিণী ধ'রে খাবে পবন-নন্দনে।
হনু মৈলে ঔষধ আনিবে কোন্ জনে ॥
রাম তবে মরিবেক লক্ষ্মণের শোকে।
পলাবে সুগ্রীব বেটা পড়িয়া বিপাকে (৫) ॥
মায়াতে বধিয়া তারে এস মম আগে।
লঙ্কাপুরী লব দোঁহে অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাগে ॥
কালনেমি বলে, একি বলিস্ রাবণ।
ঘরপোড়ার কাছে গেলে হারাব জীবন ॥
পূর্ব্বে ঘরপোড়া তোরে মারিল চাপড়।
রথ হৈতে পড়িয়ে করিলি ধড়ফড় ॥
সেই দিন আমি হৈলে যেতাম যম-ঘর।
ভাগ্যে বেঁচে এসেছিলি লঙ্কার ভিতর ॥

---

(১) মায়ার প্রবন্ধে—কৌশল করিয়া। (২) বুদ্ধে—বুদ্ধিতে। (৩) সন্ধি—গোপন সংবাদ। (৪) সন্ধান—গুপ্ত কথা। (৫) বিপাকে—উপায়ান্তরহীন হইয়া।

হনুমানের কাছে কারো নাহিক নিস্তার।
দেখিলে তখনি মোরে করিবে সংহার ॥
প্রাণ হারাইতে পাঠাও হনুমান্-আগে।
আমি মৈলে লঙ্কা কেবা লবে অর্দ্ধ-ভাগে ॥
এত যদি কালনেমি রাবণেরে বলে।
শুনিয়া রাবণ রাজা অগ্নি হেন জ্বলে ॥
কালনেমি বলে, ক্রোধ সম্বর রাবণ।
তুমি মার, সে মারুক অবশ্য মরণ ॥
কালনেমি নিশাচর ঘোর-দরশন।
অষ্ট বাহু চারি মুণ্ড অষ্ট সে লোচন ॥
চলিল সে কালনেমি রাবণ-আদেশে।
গন্ধমাদনেতে যায় তপস্বীর বেশে ॥
পবন-গমনে যায় বীর হনুমান্।
কালনেমি উপনীত তার আগুয়ান ॥
মায়াস্থান সৃজিল মধুর (১) ফুল-ফল।
কলসী ভরিয়া রাখে সুবাসিত জল ॥
জটাভার শিরেতে, বাকল পরিধান।
হাতে ক'রে জপমালা করিতেছে ধ্যান ॥
হেনকালে উপনীত পবন-নন্দন।
তপস্বী দেখিয়া করে চরণ-বন্দন ॥
গৈরিক-বসন-পরা, দীর্ঘ গোঁপ-দাড়ি।
হনুমানে দেখিয়া দিলেন জল-পিঁড়ি (২) ॥
এসেছ অতিথি আজ বড়ই মঙ্গল।
স্নান করি এস, কিছু খাও ফুল-ফল ॥
হনুমান্ বলে, গোঁসাই, না জান কারণ।
কোন্ সুখে খাব আমি, নাহি লয় মন ॥
দশরথ নামে রাজা জন্ম সূর্য্যবংশে।
সত্য পালি দুই পুত্রে দিলা বনবাসে ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণ।
পালিতে পিতার সত্য এসেছেন বন ॥
দোসর লক্ষ্মণ বীর, জানকী সুন্দরী।
শূন্য ঘর পেয়ে রাবণ সীতা কৈল চুরি ॥
বানর-সহায়ে রাম বান্ধিলা সাগর।
কটক সমেত গেলা লঙ্কার ভিতর ॥
সীতা লাগি রাম-রাবণেতে বাজে রণ।
রাবণের শেলে প'ড়ে আছেন লক্ষ্মণ ॥
ঠাকুর লক্ষ্মণ প'ড়ে রাবণের শেলে।
প্রাণদান পাবেন ঔষধ ল'য়ে গেলে ॥
ফুল-ফল শিরে রাখি ক্ষমহ আপনি।
ঔষধ চিনিয়া দেহ বিশল্য-করণী ॥
তপস্বী বলেন, তোর ছাওয়ালিয়া মতি (৩)।
ভোকে(৪)শোকে কেমনে এ কুলাবে আরতি(৫)॥
মম স্থানে অতিথি থাকিলে উপবাসী।
সব তপ নষ্ট হয় কিসের তপস্বী ॥
যার বাড়ী অতিথি আসি করে উপবাস।
অতিথির উপবাসে তার সর্ব্বনাশ ॥
অতিথি দেখিয়া যেবা না করে আশ্বাস।
সর্ব্বনাশ হয় তার, নরকে নিবাস ॥
এই দেখ সরোবর তপের প্রসাদে।
উলিয়া (৬) করহ স্নান ঘুচুক বিষাদে (৭) ॥
পান যদি কর উহার একাঞ্জলি পানি।
এক বর্ষ ক্ষুধা-তৃষ্ণা কিছুই না জানি ॥
রাক্ষসের মায়াতে পণ্ডিত জন ভুলে।
স্নানহেতু হনুমান্ চলিলেন জলে ॥
ঝাঁপ দিয়া হনু জলে পড়িল যখনি।
হনুর সে শব্দ পেয়ে ধায় কুম্ভীরিণী ॥

---

(১) মধুর ফুল-ফল—সুগন্ধ ফুল ও নির্ম্মল শীতল জল। (২) জল-পিঁড়ি—আতিথ্যের জন্য পাদ্য ও আসন। (৩) ছাওয়ালিয়া মতি—বালক বুদ্ধি ; শিশুর মত বুদ্ধি। (৪) ভোকে—ক্ষুধায়। (৫) কুলাবে আরতি—মনোবাসনা পূর্ণ করিবে। (৬) উলিয়া—নামিয়া। (৭) বিষাদে—দুঃখ।

কুম্ভীরিণীর শব্দ পেয়ে পলায় যত মাছ।
যোজন শরীর তার জিনি তালগাছ ॥
হস্ত পদ নখ যেন চোখা চোখা ছুরি।
শমনের দণ্ড যেন হস্ত সারি সারি ॥
জলমধ্যে কুম্ভীরিণী হনূ নাহি দেখে।
হাত পা পসারি আসি ধরে হাতে নখে ॥
কি কি বলি হনূমান্ ধরিলেক তারে।
এক লাফে উঠে বীর পাড়ের উপরে ॥
কুম্ভীরিণী তুলিলেক পবন-নন্দন।
শরীর তাহার উচ্চ একই যোজন ॥
ফেলিলেক কুম্ভীরিণী পর্ব্বত-প্রমাণ।
নখে চিরি হনূমান্ করে খান খান ॥

দেবকন্যা কুম্ভীরিণী উঠিল আকাশে।
আকাশে উঠিয়া হনূমানেরে সম্ভাষে ॥
দেবকন্যা ছিনু আমি, নামে গন্ধকালী।
দেবতার বাড়ী বাড়ী করি নৃত্য-কেলি ॥
কুবের-নিবাসে যাই নৃত্য-গীত-রঙ্গে।
ঠেকিল আমার অঙ্গ দক্ষ মুনির অঙ্গে ॥
পথে মুনি তপ করে, তার নাম দক্ষ।
কোপে মুনি শাপ দিল বড়ই অশক্য ॥
না যায় খণ্ডন, এই শাপ দিল মুনি।
থাক গন্ধমাদনেতে হ'য়ে কুম্ভীরিণী ॥
লক্ষ লক্ষ প্রাণী মেরে বাড়িবেক পাপ।
হনূমান্-হাতে তোর মুক্ত হবে শাপ ॥
হইবেন নারায়ণ রাম-অবতার।
তাঁর সেবকের হাতে তোমার নিস্তার ॥
চিরজীবী হ'য়ে থাক, সাধ রাম-কাজ।
তোমার প্রসাদে যাই দেবের সমাজ ॥
আর এক কথা বলি, শুন হনূমান্।
ভণ্ড তপস্বীর হাতে হৈও সাবধান ॥
এত বলি আকাশে চলিল গন্ধকালী।
রূপে আলো ক'রে যেন পড়িছে বিজলী ॥

হেথা পথ-পানে চাহে তপস্বী সঘনে।
হনূর বিলম্ব দেখি হরষিত মনে ॥
মনে মনে তপস্বী করিছে অনুমান।
কুম্ভীরিণী ধরিয়া খেয়েছে হনূমান্ ॥
অতঃপর যাই আমি রাবণ-গোচর।
অর্দ্ধ লঙ্কা ভাগ করি লইব সত্বর ॥
দড়ি ধরি লব ভাগ উত্তর দক্ষিণে।
পূর্ব্বদিক্ লব আমি, না যাব পশ্চিমে ॥
পশ্চিম সাগরে যদি বাঁধ ভেঙ্গে যায়।
পশ্চিম রাবণে দিব ভাগ যত হয় ॥
অশ্ব হস্তী সৈন্য রথ ভাণ্ডারের ধন।
সকল অর্দ্ধেক বুঝে লইব এখন ॥
রাণীগণ আছে যত স্বর্গ-বিদ্যাধরী।
তার অর্দ্ধ লব যেই ভাগে মন্দোদরী ॥
মন্দোদরী রূপে জিনে স্বর্গ-বিদ্যাধরী।
তার সহ ক্রীড়া করি দিবা-বিভাবরী (১) ॥

স্নান করি হনূ গেল তপস্বী-গোচর।
হনূমানে দেখিয়া কাঁপিছে নিশাচর ॥
হাতে ফুল ফল ডালি ধীরে ধীরে নাড়ে।
খাও খাও বলি হনূমান্ প্রতি এড়ে ॥
একদৃষ্টে হনূমান্ তপস্বী নেহালে।
তপস্বী ভাবিছে হনূ না জানি কি বলে ॥

হনূমান্ বলে, তুই ভণ্ড যে তপস্বী।
স্বরূপে তপস্বী হৈলে অতিথি না হিংসি (২) ॥

---

(১) এইরূপ অসম্ভব কল্পনা হইতেই "কালনেমির লঙ্কাভাগ" প্রবাদবাক্যের উৎপত্তি হইয়াছে।

(২) স্বরূপে তপস্বী হৈলে অতিথি না হিংসি—প্রকৃত পক্ষে যদি তুমি তপস্বী হইতে, তাহা হইলে তুমি কখনও অতিথির হিংসা করিতে না।

রাবণের কার্য্য সাধিস্ তপস্বীর বেশে।
মম হাতে প'ড়ে আজি যাবি যমপাশে ॥
তোর ফল-ফুল বেটা টেনে ফেল দূর।
মোর ঠাঁই আজি বেটা মায়া হবে চূর ॥
তপস্বী ভাবিল, মায়া হইল বিদিত।
ধরিল রাক্ষস-মূর্ত্তি অতি বিপরীত ॥
অষ্টবাহু চারিমুণ্ড অষ্টটা লোচন।
হনুমান্ বলে, তোরে বধিব এখন ॥
প্রথমে গৌরব, (১) দ্বিতীয়েতে গালাগালি।
তৃতীয়েতে ঠেলাঠেলি, পরে চুলাচুলি ॥
দুইজনে মল্লযুদ্ধ দুজনে সোসর।
দুইজনে মহাযুদ্ধ পর্ব্বত-উপর ॥
ক্ষণে নীচে হনুমান্, ক্ষণেক উপরে।
টলমল করে গিরি দুজ'নার ভরে ॥
লাফ দিয়া হনুমান্ কালনেমি ধরে।
বুকে হাঁটু দিয়া হনু কালনেমি মারে ॥
লেজে জড়াইয়া তাকে ঘুরায় আকাশে।
লঙ্কাতে ফেলিয়া দিল রাবণের পাশে ॥
গন্ধমাদন লঙ্কা পথ আঠার বৎসর।
এতদূরে টেনে ফেলে রাবণ-গোচর ॥
ব'সেছে রাবণ রাজা পাত্র-মিত্র সনে।
অন্ধকারে কালনেমি পড়ে মধ্যস্থানে ॥
কি পড়িল বলি সবে চমকিয়া উঠে।
নেড়ে চেড়ে দেখে' বলে 'কালনেমি বটে' ॥
কালনেমি দেখে' রাবণের উড়ে প্রাণ।
সর্ব্ব মায়া কৈল চূর্ণ বীর হনুমান্ ॥

হনুমান্ কর্ত্তৃক সূর্য্যকে বক্ষতলে বন্দী করণ।

লক্ষ্মণে মারিয়া বাণ ভাবিছে রাবণ।
ডাক দিয়া আনিল যতেক দেবগণ ॥
আপনি আইল ব্রহ্মা চড়ি রাজ-হংসে।
আইলেন বিশ্বনাথ চড়ি বৃদ্ধ বৃষে ॥
ইন্দ্র যম কুবেরাদি আইল পবন।
চন্দ্র সূর্য্য দু'জনে আইল ততক্ষণ ॥
রাবণ বলে, শুন বলি যত দেবগণ।
ময়দানবের শেলে পড়েছে লক্ষ্মণ ॥
আমার বচন শুন, বলি হে ভাস্কর।
উদয় করহ গিয়া গিরির উপর ॥
তোমার উদয় হ'লে মরিবে লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ-মরণে রাম ত্যজিবে জীবন ॥
তুমি হও উদয় চন্দ্র থাক্ এক ঠাঁই।
তোমার উদয়ে লক্ষ্মণ বাঁচিবেক নাই ॥
একথা শুনিয়া তবে বলে দিবাকর।
আমার বচন শুন লঙ্কার ঈশ্বর ॥
দ্বিতীয়-প্রহর রাত্রি হইল গগনে।
এখন উদয় বল হইব কেমনে ॥
রাবণ বলে, হৈল রাত্রি, কি ক্ষতি তোমার।
মনে বুঝি অকুশল চিন্তহ আমার ॥
রাবণের কথা শুনি ভাস্করের ত্রাস।
ভয়েতে চলিল সূর্য্য হইতে প্রকাশ ॥
সপ্ত ঘোড়া জোগান সূর্য্যের রথ বহে।
কনক-রচিত-রথ ত্রিভুবন মোহে ॥
নানা রত্ন শোভা করে রথের উপর।
উদয় হইতে যান দেব দিবাকর ॥
দিবাকর পূর্ব্বদিক প্রকাশ করিল।
তাহা দেখি হনুমান্ তরাস পাইল ॥
নেউটি উদয়গিরি করিল গমন।
দিবাকর-সন্নিকটে দিল দরশন ॥
রথ অগুলিয়া বীর দাঁড়ায় সত্বর।
অচল হইল রথ, সারথি কাঁফর ॥

---

(১) গৌরব—আত্মশ্লাঘা।

পূর্ব্বদিক্ আগুলিল হনূমান্ বীরে।
পশ্চিমে চালায় রথ সারথি সত্বরে ॥
ঘোড়ারে প্রবোধ-বাড়ি (১) মারয়ে সঘনে।
পশ্চিমে চলিল রথ পবন গমনে ॥
কুপিল সে হনূমান্ অতি ভয়ঙ্কর।
লাফ দিয়া অশ্বগণে ধরিল সত্বর ॥
রথ ধ'রে হনূমান্ ঘন দেয় পাক্।
বায়ুভরে ঘোরে যেন কুমারের চাক ॥
ছাড় ছাড় বলি সূর্য্য ঘন ডাক ছাড়ে।
সূর্য্য যদি কোপ করে, ত্রিভুবন পোড়ে ॥
বুঝিয়া রামের কার্য্য সূর্য্য কৃপাময়।
সারথিরে জিজ্ঞাসিল কেবা এই হয় ॥
সারথি কহিছে তবে সূর্য্যের গোচর।
রথ ঘুরাইয়া রাখে একটা বানর ॥
পর্ব্বত-প্রমাণ অঙ্গ বিকৃত-আকার।
অচল হইল রথ, নাহি চলে আর ॥
সূর্য্য বলে, রাখ রথ গগন-মণ্ডলে।
পোড়াইয়া বানরে পাড়িব ভূমিতলে ॥
এত শুনি দাণ্ডাইল পবন-নন্দন।
বিনয় করিয়া বলে মধুর বচন ॥
কোন্ মহাশয় তুমি কোন্ মায়াধর।
স্বরূপ করিয়া কহ আমার গোচর ॥
সূর্য্য কহে, আমি সূর্য্য ছেড়ে দেহ পথ।
উদয় হইতে যাব উদয় পর্ব্বত ॥
যত দেবগণ রাবণের দ্বারে খাটি।
পুরাণ পড়ান ব্রহ্মা আর মুনি কোটি ॥
বড় যুদ্ধ হইয়াছে আজিকার রণে।
পড়েছে লক্ষ্মণ বীর শক্তিশেল বাণে ॥
রজনী প্রভাত হৈলে মরিবে লক্ষ্মণ।
উদয় হইতে মোরে পাঠায় রাবণ ॥
রাবণের উপদ্রব সহিতে না পারি।
উদয় হইতে যাই থাকিতে শর্ব্বরী ॥
আমার উদয় হৈলে মরিবে লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণের শোকে রাম ত্যজিবে জীবন ॥
ঔষধ আনিতে গেছে পবন-কুমারে।
লক্ষ্মণে মারিব, বীর (২) না আসিতে ফিরে ॥
হনূমান্ বলে, দেব, কর অবধান।
পবনের পুত্র আমি, নাম হনূমান্ ॥
ঔষধ আনিতে আমি আইনু শিখরে।
এই নিবেদন করি তোমার গোচরে ॥
প্রাণদান লক্ষ্মণ না পান যতক্ষণ।
তাবৎ উদয়-গিরি না কর গমন ॥
সূর্য্য বলে, কেবা শুনে তোমার বচন।
না পারি রাবণ-আজ্ঞা করিতে লঙ্ঘন ॥
হনূমান্ বলে, তুমি দেবের প্রধান।
সদয় হইয়া রাখ লক্ষ্মণের প্রাণ ॥
রাবণের অনুরোধে যাবে যদি বলে।
রথ সহ ডুবাইব সাগরের জলে ॥
হাসিয়া বলেন সূর্য্য, শুন হনূমান্।
যত দেবগণ ভাবে রামের কল্যাণ ॥
সাধে কি উদয়-গিরি যাই উদয়েতে (৩)।
দেবের নিস্তার নাই রাবণের হাতে ॥
কি জানি কি করে রাকা ভাবি এই ভয়।
ভয়েতে নিশীথে এলাম হইতে উদয় ॥
রাবণের আজ্ঞা যদি না করি পালন।
কোপেতে বিষম শাস্তি দিবেক রাবণ ॥

---

(১) প্রবোধ-বাড়ি—প্রবোধ উৎপাদক বাড়ী (যষ্টি)—চাবুক। সংস্কৃত শব্দ প্রতোদ। (২) বীর—বীর হনূমান্। (৩) উদয়েতে—উদিত হইবার জন্য।

শ্রীরামের অনুরোধে ফিরে যদি যাই।
রাবণের কোপে বল রক্ষা কিসে পাই ॥
হনুমান্ বলে, আছে উপায় উহার।
নিকটেতে এস বলি কর্ণেতে তোমার ॥
তব নাম ভানু হয় হনূ মম নাম।
নামে নামে মিলিয়াছে দু'জনে সমান ॥
খণ্ডিবে তোমার দোষ রাবণের কাছে।
সাধিব রামের কার্য্য যুক্তি হেন আছে ॥
দুই দিক্ রক্ষা পাবে সুমন্ত্রণা বলি।
হনূ-ভানু দুইজনে করিব মিতালি ॥
এত শুনি দিবাকর হরষিত মন।
হনূর নিকটে আসি করে সম্ভাষণ ॥
সূর্য্যেরে ধরিয়া হনূ করে কোলাকুলি।
সাপটিয়া সূর্য্যেরে পূরিল কক্ষতলি (১) ॥
মহাতেজোময় সূর্য্য রাখিতে কে পারে।
আপনি হইল বন্দী লক্ষ্মণের তরে ॥
হনূ-ভানু-ভঙ্গি দেখি দেবগণ হাসে।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥

হনুমান্ কর্তৃক গন্ধর্ব্ব-বিজয় ও গন্ধমাদন পর্ব্বত লইয়া লঙ্কা-যাত্রা।

পুনর্ব্বার হনূ যায় সে গন্ধমাদন।
ঔষধ খুঁজিয়া ঘুরে পবন-নন্দন ॥
পর্ব্বতে গন্ধর্ব্ব-গণ আছয়ে হরিষে।
নিত্য করে নৃত্য-গীত স্ত্রী আর পুরুষে ॥
গন্ধর্ব্বের নারীগণ পরমা-রূপসী।
কেহ দেয় করতালি কেহ পূরে বাঁশী ॥
গীত বাদ্য রঙ্গ-রসে আছে আনন্দিত।
হেনকালে পবন-নন্দন উপস্থিত ॥
হনূমানে দেখে' সব চমকিত মন।
করজোড়ে কহে কথা পবন-নন্দন ॥
কে তোমরা গীত-বাদ্য কর নিশাকালে।
নিবেদন করি কিছু শুনহ সকলে ॥
পিতৃসত্য পালিতে শ্রীরাম আসে বন।
সঙ্গেতে জানকীদেবী শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
রাবণ রাক্ষস-রাজ লঙ্কা-অধিকারী।
দণ্ডক-কাননে রামের সীতা কৈল চুরী ॥
রঘুনাথ ক'রেছেন সাগর-বন্ধন।
হতেছে বিষম যুদ্ধ শ্রীরাম-রাবণ ॥
শক্তিশেলে পড়েছেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
আমি আসি ঔষধ করিতে অন্বেষণ ॥
ফিরে যাব লঙ্কাপুরে থাকিতে রজনী।
ঔষধ চিনায়ে দেহ বিশল্য-করণী ॥
কুপিল গন্ধর্ব্ব সব, কি বলে বানর।
কাহার নফর বেটা কাহার কিঙ্কর ॥
হাহা হুহু মহারাজ এই মাত্র জানি।
কোথাকার রাম তোর, কখন না চিনি ॥
আসিয়া বানর বেটা কোন্ কার্য্যে ফিরে।
চুলেতে ধরিয়া সবে বেড়া (২) কীল মারে ॥
হস্ত তুলি হনূ করে দেবগণে সাক্ষী।
মারিব গন্ধর্ব্ব সব কার বাপে রাখি ॥
কোপে হনুমান্ হৈল পর্ব্বত-আকার।
চড়-চাপড়েতে বীর করে মহামার ॥
লাফে লাফে মারে সব আছাড়ি আছাড়ি।
পড়িল গন্ধর্ব্ব সব, যায় গড়াগড়ি ॥

---

(১) কক্ষতলি—বগলের নীচে; বগল-তাবায়। (২) বেড়া কীল—সকলে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া কীল মারা।

হাহা হুহু রাজা আসে চড়ি দিব্যরথে।
হনুমানে মারিতে বেড়িল চারিভিতে ॥
এক রাজ্যে দুই রাজা হাহা হুহু নাম।
হনুমান্ কাছে এল করিতে সংগ্রাম ॥
লাফ দিয়া রথে গিয়া চড়ে হনুমান্।
দুজনার ধনুক ধরিয়া দিল টান ॥
দুজনার ধনুক করিল খান খান।
কোপে হনুমান্ হৈল শমন-সমান ॥
হাঁটুর উপরে রেখে দুই ধনু ভাঙ্গে।
মালসাট দিয়া দাণ্ডাইল সবা আগে ॥
কুপিল সে হনুমান্ সংগ্রামের শূর।
কীল মেরে গন্ধর্ব্বের মাথা কৈল চূর ॥
হনুমান্ একেলা গন্ধর্ব্ব বহু দেখি।
হনুমান্-অঙ্গে সবে মারয়ে মুটকী ॥
মনে ভাবে হনুমান্ রাত্রি ব'হে যায়।
গন্ধর্ব্ব মারিয়া হবে কিবা ফলোদয় ॥
আসিয়াছি এ পর্ব্বতে ঔষধ লইতে।
এত ভাবি হনু লাগে ঔষধ খুঁজিতে ॥
পাঁতি পাঁতি করে হনু সে গন্ধমাদন।
তথাপি ঔষধ সনে নহে দরশন ॥
শিখরে শিখরে ভ্রমে পবন-নন্দন।
ঔষধ না পেয়ে হনু ভাবে মনে-মন ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া করে সাহসেতে ভর।
ডালে মূলে ল'য়ে যাব পর্ব্বত-শিখর ॥
চৌষট্টি যোজন সেই গিরিবর খান।
একটানে উপাড়িল বীর হনুমান্ ॥
দুই হাতে ধরিয়া পর্ব্বতে দিল নাড়া।
চৌষট্টি যোজন উঠে পর্ব্বতের গোড়া ॥
বহু বৃক্ষ ভাঙ্গিল, ছিঁড়িল লতা পাতা।
কোথাকার বৃক্ষশাখা পড়ে গেল কোথা ॥
নানা জাতি সর্প পলায়, শিরে মণি জ্বলে।
পর্ব্বত লইয়া উঠে গগন-মণ্ডলে ॥
মাথায় পর্ব্বত তুলে বীর হনুমান্।
তুলে দিলে পারে বুঝি আর এক খান ॥
হনুর অসাধ্য কিবা, হনু রাম-দাস।
লঙ্কাকাণ্ডে গাহে গীত কবি কৃত্তিবাস ॥

হনুমান্ কর্ত্তৃক ভরতের বলপরীক্ষা ও গন্ধমাদন-পর্ব্বত লইয়া লঙ্কায় প্রবেশ।

পর্ব্বত লইয়া চলে দক্ষিণ-মুখেতে।
ভরতে প্রশংসে রাম পড়িল মনেতে ॥
মারিলাম কালনেমি মায়ার পুত্তলি।
কুম্ভীরিণী মারি মুক্ত কৈনু গন্ধকালী (১) ॥
তিন কোটি গন্ধর্ব্বের মারিনু সকল।
রামের ভাই ভরতের বুঝে যাব বল ॥
এতেক ভাবিয়া হনুমান্ হরষিত।
নন্দীগ্রামে আসি বীর হৈল উপনীত ॥
পর্ব্বত লইয়া বীর দক্ষিণেতে যায়।
পর্ব্বত কন্দর নদী অনেক এড়ায় ॥
না দেখে চন্দ্রের তেজ, দিবা না প্রকাশে।
দক্ষিণেতে এড়াইল পর্ব্বত-কৈলাসে ॥
বামভিতে এড়াইল নগর বিস্তর।
অবিলম্বে উপনীত অযোধ্যা-নগর ॥
রাজপাট ছেড়ে ভরত নন্দীগ্রামে বৈসে।
হনুমান্ চলে নন্দীগ্রামের উদ্দেশে ॥
নন্দীগ্রামে বৃক্ষ আদি দেখিল বিস্তর।
ছাড়াইয়া প্রবেশিল নগর-ভিতর ॥
সুমন্ত্র সারথি আর বশিষ্ঠ পুরোহিত।
বসিয়াছে ভরত যে পাত্রেতে বেষ্টিত ॥

---

(১) গন্ধকালী—শাপভ্রষ্টা দেবকন্যা।

সিংহাসন-উপরে পাদুকা বেড়া নেতে।
শ্বেত চামর ব্যাজন হতেছে চারিভিতে ॥
স্বর্ণ-সিংহাসন যেন শশধর-জ্যোতি।
তাহাতে পাদুকা রেখে ধরে দণ্ড-ছাতি ॥
রত্নময় আসনে পাদুকা শোভা পায়।
আপনি ভরত শ্বেত চামর ঢুলায় ॥
রামের পাদুকা যত্নে সিংহাসনে থুয়ে।
ধরাসনে রয়েছেন ভরত বসিয়ে ॥

পর্ব্বত লইয়া যায় পবন-কুমার।
অন্তরীক্ষে থাকি দেখে যত ব্যবহার ॥
পর্ব্বত-ছায়াতে দেশ হৈল অন্ধকার।
সভা সহ ভরতের লাগে চমৎকার ॥
না দেখি চন্দ্রের তেজ অন্ধকারময়।
রামের পাদুকা লঙ্ঘে, নাহি করে ভয় ॥
ভরত বলেন, রাত্রে কার আগুসার।
রামের পাদুকা লঙ্ঘে এত অহঙ্কার ॥
মহাবুদ্ধিমান্ ভরত বিক্রমে সুস্থির।
একদৃষ্টে চাহেন ভরত মহাবীর ॥

শত্রুঘন কোপ করি উর্দ্ধ-দৃষ্টে চান।
কোথা কে আকাশ-পথে না হয় সন্ধান ॥
শিশুকালে শত্রুঘন করিতেন কেলি।
খেলার বাঁটুল প'ড়ে আছে কতগুলি ॥
লোহার নির্ম্মিত বাঁটুল আশী লক্ষ মণ।
ভরতের হাতে তুলে দিলেন শত্রুঘন ॥

মনে ভাবে ভরত বাঁটুল লয়ে হাতে।
বিশেষ না জানি কে বা যায় শূন্যপথে ॥
শত্রুঘ্ন বলেন, ভাই, পাখী হেন দেখি।
খাইতে যজ্ঞের ধূম এল কোন পাখী ॥
ভরত কহেন, ভাই, এত কেন ভয়।
পক্ষ (১) যক্ষ রক্ষ ও কিন্নর যদি হয় ॥
বাঁটুল মারিয়া শাস্তি করিব তাহারি।
রামের পাদুকা যে বা লঙ্ঘে তারে মারি ॥

এইরূপে বিস্তর করিয়া অনুমান।
পক্ষী বটে ব'লে ভরত পূরিল সন্ধান ॥
আশী লক্ষ মণ বাঁটুল ধনুর্গুণে জুড়ি।
'জয় রাম' বলিয়া বাঁটুল দিল ছাড়ি ॥
ভরতের বাঁটুল সে অব্যর্থ সন্ধান।
হনুরে বাজিল লক্ষ বজ্রের সমান ॥
পদের তালুকা-ভাগে (২) বাজিল বাঁটুল।
মূর্চ্ছিত হইয়া হনূ বুদ্ধি হৈল ভুল ॥
নিস্তেজ হইল বীর, শক্তি নাহি আর।
অন্তরীক্ষে ঘুরে বুলে পবন-কুমার ॥
বাঁটুলে মূর্চ্ছিত হনূ, চক্ষে নাহি দেখে।
মুখে রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে ॥
হতজ্ঞান হ'য়ে পড়ে পবন-নন্দন।
নাহি ছাড়ে সূর্য্য আর সে গন্ধমাদন ॥
ভূমে প'ড়ে করে হনূ শ্রীরামে স্মরণ।
মস্তকে পর্ব্বত আছে, ঘূর্ণিত লোচন ॥

রাম-নাম শুনিয়া ভরত শত্রুঘন।
হনূর নিকটে এল ভাই দুই জন ॥
ভরত বলেন, কপি, থাক কোন্ স্থান।
রামে যে স্মরিলে, রামের জান কি সন্ধান ॥
কোথা হৈতে আইলে হে, কহ বিবরণ।
জান কোথা রাম-সীতা কোথায় লক্ষ্মণ ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা গিয়াছেন বনে।
দেখা কি হ'য়েছে তব রাম-সীতা সনে ॥

বাক্য নাহি সরে মুখে, ব্যথায় আকুল।
বজ্রসম বাজিয়াছে বিষম বাঁটুল ॥
সভা ছাড়ি বশিষ্ঠ আইল সেই স্থানে।
হনূরে সবল কৈল মন্ত্র-ব্রহ্ম-জ্ঞানে ॥

(১) পক্ষ—পাখী। (২) তালুকা-ভাগে—পায়ের তলায়।

যোগেতে সকল কথা বশিষ্ঠ-গোচর।
মুনি জানে যত কর্ম্ম লঙ্কার ভিতর ॥
লোকাচার (১) প্রকাশ না করে মহামুনি।
ভরতের প্রতি কন সচাতুরী বাণী ॥
মুনি বলে, ভরত, এমন বুদ্ধি কেনে।
কি কার্য্য সাধন হৈল মারি হনুমানে ॥
পরম-ধার্ম্মিক দেখি বানর-প্রধান।
রামের বৃত্তান্ত জানে পবন-সন্তান ॥
বশিষ্ঠের মন্ত্রে হনুর দূর হৈল ব্যথা।
ভরত-সম্মুখে কহে শ্রীরামের কথা ॥
অবধান (২) ঠাকুর ভরত শত্রুঘন।
রাম লক্ষ্মণ সীতার শুন বিবরণ ॥
বাসা ক'রেছিল রাম পঞ্চবটী-বনে।
সূর্পণখার নাক-কান কাটেন লক্ষ্মণে ॥
রাবণের ভগ্নী সূর্পণখা সে রাক্ষসী।
যুদ্ধ কৈল চৌদ্দ-হাজার নিশাচর আসি ॥
সবাকে মারেন রাম দণ্ডক-কাননে।
পরে যোগি-বেশে সীতা হরিল রাবণে ॥
সুগ্রীবের সঙ্গে রাম করিয়া মিত্রতা।
বালি মারে সুগ্রীবেরে দেন দণ্ড-ছাতা ॥
বানর লইয়া রাম বান্ধিলা সাগর।
মিলিল অসংখ্য কপি অতি ভয়ঙ্কর ॥
বাইশ অঙ্কেতে এক মহা অক্ষৌহিণী।
ইহার অধিক কপি গণিতে না জানি ॥
রাক্ষস-বানরে যুদ্ধ হইল অপার।
তিন মাস রাত্রি দিবা যুদ্ধ মহামার (৩) ॥
কভু হারে, কভু জিনে তিন মাস যুঝে।
রাক্ষস-সে মায়া কাহার সাধ্য বুঝে ॥
রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ করে রণ।
নাগপাশে বান্ধিলেক শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে বান্ধি বৈরিগণ হাসে।
গরুড় আসিয়া মুক্ত কৈল নাগ-পাশে ॥
মুক্ত যদি হ'ল নাগপাশের বন্ধন।
অতিকায়ে ইন্দ্রজিতে মারিল লক্ষ্মণ ॥
কুপিয়া রাবণ রাজা সান্ধাইল (৪) রণে।
ময়দানবের শেল মারিল লক্ষ্মণে ॥
লক্ষ্মণে করিয়া কোলে রামের ক্রন্দন।
আমারে পাঠায়ে দেন ঔষধ-কারণ ॥
ঔষধ চিনিতে নাহি পারি কোন মতে।
উপাড়িয়া ল'য়ে যাই পর্ব্বত-সমেতে ॥
আমি গেলে লক্ষ্মণের বাঁচিবেক প্রাণ।
তোমার প্রহারে আমি হারাইনু জ্ঞান ॥
নিস্তেজ হইনু আমি বাঁটুলে তোমার।
পর্ব্বত তুলিতে শক্তি নাহিক আমার ॥
তুমি রাজ্য নিলে হে, রাবণ নিল নারী।
লক্ষ্মণ ত্যজিবে প্রাণ পোহালে শর্ব্বরী ॥
তোমার প্রশংসা রাম করেন সদাই।
সর্ব্বদা চিন্তেন রাম তোমা দুই ভাই ॥
দিবানিশি সুমঙ্গল ভাবেন দোঁহার।
রাম-সঙ্গে বৈরিভাব দেখি যে তোমার ॥
আমারে মারিয়া তব এই হৈল লাভ।
প্রকাশ হইল রাম-সঙ্গে বৈরিভাব ॥
লঙ্কার বৃত্তান্ত তুমি না জান ভরত।
সকলেতে আমার চাহিয়া আছে পথ ॥
ফিরিয়া যাইতে শক্তি না হবে আমার।
সহজেতে না হইবে সীতার উদ্ধার ॥

---

(২) লোকাচার—সাধারণ লোকের মত আচরণে। (৩) অবধান—মনোযোগ দান করুন; (৪) মহামার—ঘোর যুদ্ধ। (৫) সান্ধাইল—প্রবেশ করিল।

লক্ষ্মণের শোকে রাম প্রবেশিবে বন।
নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ কর দুই জন॥
এতেক বলিল যদি পবন-নন্দন।
ধরাতলে প'ড়ে কান্দে ভরত শত্রুঘন॥
শোকাকুল কান্দে দোঁহে ভূমিতলে প'ড়ে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা ব'লে ডাক ছাড়ে॥
আমরা থাকিতে কেন এতেক দুর্গতি।
কটাক্ষে মারিতে পারি লঙ্কা-অধিপতি॥
ভরত বলেন, শুন বীর হনূমান্।
ত্বরিতে পর্ব্বত ল'য়ে করহ পয়াণ॥
আমিও তোমার সঙ্গে যাই লঙ্কাপুরে।
থাকুক শত্রুঘ্ন ভাই অযোধ্যা-নগরে॥
হনূমান্ বলে, তুমি যাইবে কি মতে।
শ্রীরামের আজ্ঞা নাই তোমা ল'য়ে যেতে॥
ভরত বলেন, তবে শুনহ মারুতি।
পর্ব্বত লইয়া তুমি যাহ শীঘ্র-গতি॥
হনূমান্ বলে, গিরি নাড়িতে না পারি।
বলহীন হইয়াছি, বল না কি করি॥
যোজনেক উচ্চে যদি পার তুলে দিতে।
তবে আমি পারি এ পর্ব্বত ল'য়ে যেতে॥
শত্রুঘন কহিছেন হনূমান্-আগে।
পর্ব্বত তুলিয়া দিতে কোন্ ভার লাগে॥
শত্রুঘ্ন আনিয়া দিল ধনু একখান।
গুণ দিয়া ভরত জুড়িল তাহে বাণ॥
ভরত বলেন, বাছা পবন-কুমার।
পর্ব্বত সহিত উঠ বাণেতে আমার॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ এড়িলা ভরত।
হনূমান্ সহ শূন্যে উঠিল পর্ব্বত॥
শতেক যোজন উর্দ্ধে তুলে দিল বাণে।
হনূমান্ ভরতের বিক্রম বাখানে॥
ভরত বড়ই বীর, ভাবে হনূমান্।
আমা সহ বাণেতে তুলিল গিরিখান॥
সাগর হইয়া পার চলে বায়ুবেগে।
রাখিল পর্ব্বত লৈয়া সবাকার আগে॥
করিল অসাধ্য কর্ম্ম হনূ রাম-দাস।
লঙ্কাকাণ্ডে গাহে গীত কবি কৃত্তিবাস॥

লক্ষ্মণের আরোগ্যলাভ।

পর্ব্বত দেখিয়া সবে হইল বিস্ময়।
প্রণাম করিয়া হনূ রঘুনাথে কয়
ঔষধ চিনিতে নাহি পারি কোনমতে।
একারণে আনিলাম পর্ব্বত সমেতে॥
শ্রীরাম বলেন, বাপু পবন-কুমার।
ত্রিভুবনে কোন্ কার্য্য অসাধ্য তোমার॥
রাম বলে, হনূ দিল পর্ব্বত আনিয়া।
আপনি সুষেণ, লও ঔষধ চিনিয়া॥
শ্রীরামের আজ্ঞাতে সুষেণ-বৈদ্য যায়।
সকল পর্ব্বতময় খুঁজিয়া বেড়ায়॥
নয়-শৃঙ্গ পর্ব্বত সে অদ্ভুত-নির্ম্মাণ।
প্রথম শৃঙ্গেতে দেখে শঙ্করের স্থান॥
দ্বিতীয় শৃঙ্গেতে দেখে দিব্য সরোবর।
তৃতীয় শৃঙ্গেতে পশু চরিছে বিস্তর॥
চতুর্থ শৃঙ্গেতে দেখে খরতরা নদী।
নদীর দুকুলে দেখে বিস্তর ঔষধি॥
দেবগণ-আদি কেলি করেন আনন্দে।
মৃতদেহে প্রাণ পায় ঔষধের গন্ধে॥
ঔষধের গন্ধে প্রাণ পায় মরা কত।
এই জন্য নাম গন্ধমাদন পর্ব্বত॥

আনন্দে সুষেণ হনূমানেরে বাখানি।
চিনিয়া ঔষধ আনে বিশল্য-করণী ॥
ঔষধ লইয়া বুড়া নামে ভূমিতলে।
তখনি ঔষধ বাঁটে রত্নময় শিলে (১) ॥
স্মরণ করিল মনে পিতা ধন্বন্তরি।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-পদে নমস্কার করি ॥
ঔষধ আনিয়া দিল লক্ষ্মণের নাকে (২)।
আনন্দে বানর-গণ 'রাম জয়' ডাকে ॥
ঔষধের ঘ্রাণ যায় লক্ষ্মণ-উদরে।
ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব-অঙ্গে ঔষধ সঞ্চারে ॥
ভগ্ন ছিল পাঁজর, সে লাগিলেক জোড়া।
ক্রমে ক্রমে লক্ষ্মণের জানা গেল সাড়া ॥
অন্তরে অন্তরে বিন্ধে ঔষধের ঘ্রাণ।
সজ্ঞান হইল বীর, সঞ্চারিল প্রাণ ॥
চক্ষু মেলি লক্ষ্মণ শ্রীরামপানে চান।
লক্ষ্মণে দেখিয়া রাম স্থির কৈলা প্রাণ ॥
বিভীষণ-সুগ্রীবেতে করে কোলাকুলি।
চারিদিকে পড়ে বানরের হুলাহুলি ॥
'ভাই ভাই' বলি রাম হন উতরোল।
পলকেতে শ্রীরাম লক্ষ্মণে দেন কোল ॥
লক্ষ্মণ লইয়া কোলে তিলেক না এড়ে।
শ্রীরামের চক্ষে জল মুক্তা-ধারা পড়ে ॥
রামায়ণে শক্তিশেল শুনে যেই জন।
অপার দুর্গতি তার খণ্ডে ততক্ষণ ॥

গন্ধমাদন পর্ব্বত যথাস্থানে স্থাপন জন্য হনূমানের যাত্রা, সপ্ত রাক্ষস বধ ও মৃত গন্ধর্ব্বগণের পুনর্জ্জীবন দান।

লক্ষ্মণ পাইল প্রাণ কপিগণ দেখে।
পর্ব্বতে বানরগণ উঠে লাখে লাখে ॥
লম্ফে ঝম্পে পর্ব্বতের বৃক্ষশাখা ভাঙ্গে।
ফল ফুল খাইছে বানরগণ রঙ্গে ॥
বহুদিন উপবাস, বুঝিয়া বিকল।
উদর পুরিয়া খায় যত ফুল ফল ॥
ফল ফুল খাইয়া ছিঁড়িল যত লতা।
আনন্দে ছিঁড়িয়া খায় নব নব পাতা ॥
ফল ফুল খাইয়া বৃহৎ হৈল পেট।
নড়িতে চড়িতে নারে, মাথা করে হেঁট ॥
জাম্ববান কহিছে, শ্রীরাম-বিদ্যমান্।
কার্য্যসিদ্ধি হইল, লক্ষ্মণ পাইল প্রাণ ॥
পর্ব্বত রাখিতে যাক্ বীর হনূমানে।
আজ্ঞা দেন রাম জাম্ববানের বচনে ॥
রাম-সুগ্রীবের কাছে মাগিয়া মেলানি।
পর্ব্বত লইয়া বীর করিল উঠানি ॥
পর্ব্বত লইয়া মাথে যায় অন্তরীক্ষে।
লঙ্কার ভিতরে বসি দশানন দেখে ॥
সাতটা রাক্ষস ছিল কটকে প্রধান।
রাবণ করিল আজ্ঞা দিয়া গুয়া-পাণ ॥
মস্তকে পর্ব্বত, হনূ পড়িল বিপাকে।
এই বেলা গিয়া ঘেরি মার চারিদিকে ॥

---

(১) সুষেণ বলিল, এই বিশল্যকরণী ঔষধ বাঁটিবার জন্য এমন শিল চাই—যাহাতে রাজ-অভিষেক হইয়াছে। বিভীষণের কথামত হনূমান্ সরমার নিকট হইতে সেই শিল আনিয়া দেয়।—বৃহৎ সারাবলি। (২) নানাপুরাণে মন্দোদরীর স্তন-ক্ষীর দ্বারা বিশল্যকরণী বাঁটা হইয়াছিল কথা আছে। বিভীষণের কথামত হনূমান্ মহারাণী মন্দোদরীর নিকট রামচন্দ্রের প্রার্থনা জানাইলে মন্দোদরী স্বীয় অতুল সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া সোনার বাটি ভরিয়া স্তন-ক্ষীর দান করেন। এই ব্যাপারে যেমন ভক্তির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তদ্রূপ মন্দোদরীর মাতৃত্ব ও পরোচিত গৌরব সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

বাঁকামুখ ওষ্ঠবক্র প্রচণ্ডলোচন।
তালভঙ্গ সিংহমুখ ঘোর-দরশন॥
উল্কামুখ প্রভৃতি দেখিতে ভয়ঙ্কর।
আজ্ঞা পেয়ে সাত বীর চলিল সত্বর॥
মেরু জিনি এক এক জনের শরীর।
শূন্যপথে হনূরে বলিছে সাত বীর॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব নাহি মান কোন জনা।
আজি বেটা বানরা, বুঝিব বীরপণা॥
ফিরিবা যাইবে বুঝি বাঞ্ছা কর মনে।
যমালয়ে পাঠাইব আজিকার রণে॥
হনূ বলে, তোদের মত লক্ষ যদি আসে।
রামের প্রসাদে মারি চক্ষুর নিমিষে॥
চারিদিকে ঘিরে সবে যুঝে একবারে।
মাথায় পর্ব্বত বীর, চাহে ক্রোধভরে॥
হাত নাহি নাড়ে বীর, পর্ব্বত না ফেলে।
পাক দিয়া সাত জনে জড়ায় লাঙ্গুলে॥
লাঙ্গুলে জড়ায়ে বীর মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি, চূর্ণ হৈল হাড়॥
তালভঙ্গ নিশাচর বড়ই সেয়ান (১)।
দুই হাতে লেজ ধ'রে হেঁটে দিল (২) টান॥
মাথা গলাইয়া বেটা প'ড়ে গেল স'রে।
পলাইয়া যায় রড়ে নাহি চাহে ফিরে॥
লঙ্কার ভিতরে গেল পলাইয়া ত্রাসে।
রাবণেরে বার্ত্তা কহে, ঘন বহে শ্বাসে (৩)॥
অবধান কর রাজা লঙ্কা-অধিপতি।
ঘরপোড়ার হাতে কারো নাহি অব্যাহতি॥
মারিবারে দাঁড়ালাম সাত জন বলে।
মস্তকে পর্ব্বত হনূ জড়ালে লাঙ্গুলে॥
আমি মাথা গলাইয়া বাঁচিলাম প্রাণে।
লেজে বেঁধে আছাড় মারিল ছয় জনে॥
আছাড়াতে চূর্ণ হৈল ছ'-জনার হাড়।
আমি বেঁচে আছি, কিন্তু ভাঙ্গিয়াছে ঘাড়॥
লাঙ্গুল ছাড়াব ব'লে ঘন দিনু টান।
লেজের ঘর্ষণে ছিঁড়ে গেছে নাক-কাণ॥
পড়েছিনু যে সঙ্কটে, শঙ্কর তা জানে।
তব পিতৃপুণ্যে বেঁচে আইলাম প্রাণে॥
রাক্ষস-বচনে রাবণের উড়ে প্রাণ।
শমন-সমান বৈরী বীর হনূমান্॥
যক্ষ রক্ষ দানব গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর।
একে একে হনূমানে বাখানে বিস্তর॥
অন্তরীক্ষ-পথে চলে পবন-নন্দন।
যথাস্থানে রাখিলেক সে গন্ধমাদন॥
হনূমান্ বলে, আমি পবন নন্দন।
যতেক গন্ধর্ব্বগণে করেছি নিধন॥
যে ঔষধে লক্ষ্মণ পেলেন প্রাণদান।
সে ঔষধে সবাকার বাঁচাইব প্রাণ॥
দুই হাতে কচালে' (৪) ঔষধ করে গুঁড়া।
জল গুলে গন্ধর্ব্ব উপরে দেয় ছড়া॥ (৫)
উঠিয়া গন্ধর্ব্ব সব চারিদিকে চায়।
খেদাড়িয়া হনূমানে মারিবারে যায়॥
লাফ দিয়া হনূমান্ উঠিল আকাশে।
লঙ্কাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

---

(১) সেয়ান—চতুর চালাক। (২) হেঁটে—নীচের দিকে হেঁট হইয়া। (৩) শ্বাসে—শ্বাস। (৪) কচালে—মর্দ্দন করিয়া; মলিয়া। (৫) ছড়া—ছিটানো।

সূর্য্যদেবের মুক্তি

হইয়া সাগর পার অতি কুতূহলী।
সেই রাত্রে কটকে আইল মহাবলী॥
কার্য্য সিদ্ধি করিয়া আইল হনূমান।
শ্রীরামের নিকটে পাইল বহু মান্॥
বসেছেন বানরে বেষ্টিত রঘুনাথ।
উপস্থিত হনূমান্ জোড় করি হাত॥
কক্ষতলে তাহার দেখিয়া দিনকরে (১)।
জিজ্ঞাসা করেন রাম পবন-কুমারে॥
কি অদ্ভুত দেখি বাপু পবন-নন্দন।
তোমার শরীরে কেন রবির কিরণ॥
হনূমান্ বলে, প্রভু, কর অবগতি।
আনিবারে ঔষধ গেলাম রাতারাতি॥
ঔষধি খুঁজিয়া আমি শিখরে বেড়াই।
পূর্ব্বদিকে দিনপতি (২) দেখিয়া ডরাই॥
পর্ব্বত হইতে গেনু ভাস্করের (৩) ঠাঁই।
জোড় হাত করি স্তব করিনু গোঁসাই॥
তোমার সন্তান অতি কাতর শ্রীরাম।
ক্ষণেক কশ্যপ-পুত্র (৪) করহ বিশ্রাম॥
যাবৎ লক্ষ্মণ বীর না পান জীবন।
তাবৎ উদয় নাহি হইও তপন॥
আমার এ বাক্য না শুনেন দিনপতি।
ধরিয়া এনেছি তেঁই না পোহাতে রাতি॥
শ্রীরাম বলেন, বাপু, একি চমৎকার।
না পোহায় রজনী, না ঘুচে অন্ধকার।
সূর্য্যের উদয় জন্য সংসার প্রকাশে।
ছাড়হ ভাস্কর, ইনি উঠুন আকাশে॥
সূর্য্যেরে প্রণাম করে পবন-নন্দন।
যতেক বানর করে চরণ-বন্দন॥
রামের বচনে বীর তোলে দুই হাত।
বাহির হইল তবে জগতের নাথ॥
আদিকর্ত্তা আপন বংশের দিবাকর।
শত শত প্রণাম করেন রঘুবর॥
উদয়-পর্ব্বতে ভানু করেন গমন।
পোহাইল বিভাবরী, প্রকাশে ভুবন॥
কপিগণ কহে, ধন্য ধন্য হনূমান্।
ত্রিভুবনে নাহি দেখি তোমার সমান॥
শ্রীরাম বলেন, ধন্য ধন্য হনূমান্।
তোমার প্রসাদে ভাই পাইলেক প্রাণ॥
তোমারে প্রসাদ দিব কি আছে এমন।
চাহ যদি, লহ, করি আত্মসমর্পণ॥
এতেক কহিয়া রাম দেন আলিঙ্গন।
কৃতার্থ বানর-বংশ মানে কপিগণ॥
বারমাসী (৫) ফল ছিল সুগ্রীবের পাশে।
সুগ্রীব প্রসাদ দিল যত মনে আসে॥
দিলেন দাড়িম পক্ক বিদারিয়া সন্ধি (৬)।
নারিকেল ফল দিল সংশ্রেক কান্ধি॥
হাঁড়িয়া হাঁড়িয়া (৭) তাল দিলেন মধুর।
অদ্ভুত রসাল দিল খাইতে খাজুর (৮)॥
বড় বড় আম্র দিল খাইতে রসাল।
বিঘত-প্রমাণ কোষ দিলেন কাঁঠাল॥
নানাবর্ণ ফল দিল শ্বেত কাল রাঙ্গা।
মধুপান করিবারে দিল বহু ডোঙ্গা (৯)॥
ফল ফুল বিস্তর প্রসাদ দিল রাজা।
লক্ষ বানরেতে বহে ফল-ফুল বোঝা॥

(১) দিনকরে—সূর্য্যকে। (২) দিনপতি—সূর্য্য। (৩) ভাস্করের—সূর্য্যের। (৪) কশ্যপ পুত্র—সূর্য্য। (৫) বারমাসী ফল—যে ফল বৎসরের সকল সময়েই পাওয়া যায়; যেমন কলা, নারিকেল ইত্যাদি। এখানে কলা বলিয়াই মনে হয়। (৬) সন্ধি—মিলন; সংযোগ-স্থান। (৭) হাঁড়িয়া—খুব বড়। (৮) খাজুর—খেজুর। পশ্চিমবঙ্গে এখনো খেজুরকে খাজুর বলে। (৯) ডোঙ্গা—কলার খোলা।

রাজ-প্রসাদ বহু ফল পেয়ে হনুমান্ ।
প্রাচীন বানরগণে কত কৈল দান ॥
বাহক বানরে কিছু কিছু দিয়া তোষে ।
লঙ্কাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥

——

নিকষা-রাবণ সংবাদ ও মহীরাবণের সহিত রাবণের পরামর্শ।

রাবণ মরিবে কবে, ভাবে কপিগণ ।
হেনকালে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ ॥
কহিবারে শক্তি নাই, কন ধীরে ধীরে ।
এখনো রাবণ আছে জীবিত শরীরে ॥
রাবণে মারিয়া দুঃখ ঘুচাও অন্তরে ।
না কর বিলম্ব আর উঠহ সত্বরে ॥
বিক্রম করেন রাম লক্ষ্মণের বোলে ।
টলমল করে লঙ্কা কটকের রোলে ॥
কোলাহল শুনি ভাবে রাজা দশানন ।
মরিয়া মানুষ বেটা পাইল জীবন ॥
মরিয়া না মরে একি বিপরীত বৈরী ।
জানিলাম মজিল কনক-লঙ্কা-পুরী ॥
মরিল সকল বীর, শূন্য হৈল লঙ্কা ।
আপনি যুঝিব ত্যজি মরণের শঙ্কা ॥
বন্ধু-বান্ধবাদি কোথা কেবা আছে আর ।
মনে মনে চিন্তা করি দেখি একবার ॥
স্বর্গে ছিল বীরবাহু মরিল আসিয়া ।
কারে যুদ্ধে পাঠাইব, না পাই ভাবিয়া ॥
ইন্দ্রজিৎ নাহি, রণে যাবে কোন্ জনে ।
অশ্রুধারা বহিতেছে বিংশতি লোচনে ॥
অভিমানে শীর্ণ অঙ্গ মলিন বদন ।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে, রাজা দশানন ॥
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হ'য়ে ভূমিতলে পড়ে ।
এত দিনে পার্ব্বতী-শঙ্কর বুঝি ছাড়ে ॥
রাবণের মাতা সে নিকষা নাম ধরে ।
কান্দিতে কান্দিতে গেল রাবণ গোচরে ॥
সন্তানের স্নেহবশে দুঃখিত অন্তরে ।
রাবণে বুঝায় বুড়ী অশেষ প্রকারে ॥
তখন কহিনু বাপু, না শুনিলে কাণে ।
মজিল রাক্ষসকুল শ্রীরামের বাণে ॥
বিভীষণ ভাই তোর ধর্ম্মশীল অতি ।
এসেছিল বুঝাইতে, তার মার লাথি ॥
সীতা দিতে কহিলাম অশেষ প্রকারে ।
না শুনিলে বংশনাশ করিবার তরে ॥
ভাগ্যেতে আছিল দুঃখ শুনহ রাবণ ।
আপনা রাখিতে যুক্তি করহ এখন ॥
এক যুক্তি আছে বাপ, কহি যে তোমারে ।
দিগ্বিজয়ে গেলে যবে পাতাল-ভিতরে ॥
ব্রহ্মার বরেতে পেলে সুন্দর নন্দন ।
মহীতে জন্মিল নাম সে মহীরাবণ (১) ॥
পাতালেতে আছে পুত্র সর্ব্বগুণবান্ ।
তাহা হৈতে হইবে দুঃখের অবসান ॥

(১) মহীরাবণ—শক্রধনু নামক এক গন্ধর্ব্ব দেবসভায় নৃত্য করিতে করিতে ইন্দ্রের এক অপ্সরীকে দেখিয়া মুগ্ধ হয় ও তাল ভঙ্গ করে। ইহাতে ব্রহ্মা কুপিত হইয়া "তুমি রাক্ষস হও" বলিয়া অভিশাপ দেন। ব্রহ্মার এই ঘোর অভিশাপ শ্রবণ করিয়া শক্রধনু ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিবারজন্য স্তব করিতে থাকে। শক্রধনুর স্তবে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া বলেন, আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না। তবে আমি প্রসন্ন হইয়া এই বর দিতেছি, রাক্ষসীর গর্ভে তোমার জন্ম হইবে না। তুমি পাতালপুরীর কাঞ্চনা নগরের অধিপতি হইবে। ত্রেতাযুগাবসানে যখন নারায়ণ রামরূপ ধারণ করিবেন এবং যে সময়ে পাতালে নর ও বানরের সমাগম হইবে, তখনি তোমার উদ্ধার হইবে।

বিষাদে হরিষ হৈল নিকষার বোলে।
মনেতে পড়িল পুত্র আছয়ে পাতালে॥
পাতালে আছয়ে পুত্র সে মহীরাবণ।
মহাতেজ ধরে পুত্র, জিনে ত্রিভুবন॥
হেন পুত্র থাকিতে মজিল লঙ্কাপুরী।
তাহার সম্মুখে যুঝিবেক কোন্ বৈরী॥
কালিকা পূজিয়া সে পাইল বরদান।
অব্যাহত মায়া-যানে, সর্ব্বঠাঁই যান॥
আছয়ে দুর্জ্জয় পুত্র পাতাল-ভিতরে।
মারিতে দুর্জ্জয় বৈরী সেই জন পারে॥
পূর্ব্ব কথা আছে, তাহা হইল স্মরণ।
বিপত্তে স্মরণ ক'রো, আসিব তখন॥
একমনে চিন্তে তারে রাজা লঙ্কেশ্বর।
টনক নড়িল (২) তার কপাল উপর॥
পাতিলেক অঙ্ক মহী খড়ি লয়ে হাতে।
একে একে ত্রিভুবন লাগিল গণিতে॥
সকল পাতাল পুরী চিন্তে একে একে।
আকাশ পাতাল গণে কিছু নাহি দেখে॥
পৃথিবী গণিয়া স্থির নাহি হয় চিত্তে।
কোন্ জন স্মরে মোরে পড়িয়ে বিপত্তে॥
সাগরের উপরে কনক-লঙ্কাপুরী।
তাহাতে আছয়ে পিতা রাজা-অধিকারী॥
অসময় পিতার জানিল সে কারণ।
তখির কারণে পিতা করিল স্মরণ॥
এতেক ভাবিয়া তবে স্থির করি মন।
ত্বরায় ভেটিতে যায় পিতা দশানন॥
শনিবারের শব যেন সঙ্গে সঙ্গী চায়।
ইন্দ্রজিতের দোসর হইতে মহী যায়॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কেহ খণ্ডাইতে নারে।
আপনি মরিতে যায় যম আনে ধরে॥
যাত্রা সিদ্ধি ক'রে মন্ত্র পড়িল ত্বরিতে।
উর্দ্ধপথে সুড়ঙ্গ হইল আচম্বিতে॥
অবিলম্বে উপনীত লঙ্কার ভিতর।
সিংহাসনে বসি কান্দে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
মহী দেখি মগরাজ ত্যজে সিংহাসন।
আলিঙ্গন দিয়া কোলে লইল নন্দন॥
কোলেতে লইয়া শিরে করিল চুম্বন।
মহী কৈল রাবণের চরণ-বন্দন॥
সিংহাসনে দুজনে বসিল একাসনে।
করজোড় করি' মহী বলে পিতৃস্থানে॥

একদা রাবণ বলিকে পরাজিত করিবার অভিলাষে পাতালে গমন করিয়া বন্দী হয়। দশ বৎসর বন্দিদশায় থাকার পর পুলস্ত্য আসিয়া রাবণকে মুক্ত করিয়া দেন। রাবণ আসিবার সময়ে পথিমধ্যে অহল্যাকে দর্শন করিয়া স্খলিতবীর্য্য হয়। সেই বীর্য্যে অভিশপ্ত গন্ধর্ব্ব শক্রধনু জন্মগ্রহণ করে। রাবণের এই বীর্য্যোৎপন্ন পুত্রের নাম হয় মহী। মহীর নয়টি মুণ্ড জন্মে। রাবণ মহীকে সঙ্গে লইয়া লঙ্কায় গমন করে ও মন্দোদরীর উপরে তাহার প্রতিপালনের ভার দেয়।

কিছুদিন পর রাবণ ইন্দ্রজিতের সাহায্যে বলিকে পরাজিত করিয়া বলির নিকট হইতে পাতালপুরীর অন্তর্গত কাঞ্চনা নগর অধিকার করে। রাবণ কাঞ্চনা নগরে মহীকে রাজা করিয়া দেয়। মহী বলে, বিপদে পড়িয়া আমাকে স্মরণ করিলেই আমি তথায় উপস্থিত হইব। আজ নিকষার আদেশে রাবণ সেই মহীকে স্মরণ করে। মহী স্বীয় রাজধানীতে উগ্রতারার পূজা করিত। সে উগ্রতারার বরে নানা মায়াবিদ্যায় জ্ঞানলাভ করে।—বৃহৎ সারাবলি। (২) টনক নড়িল—হঠাৎ মনে পড়িল।

কোন্ কার্যে পিতা মোরে করিলে স্মরণ।
আজ্ঞা কর উদ্ধারিব কোন্ প্রয়োজন॥
কান্দিয়া রাবণ বলে, চক্ষে পড়ে জল।
লঙ্কার দুর্গতি যত কহিছে সকল॥
রাবণ বলে, শুনবাপু, দুঃখের কাহিনী।
সূর্পণখা তব পিসী, আমার ভগিনী॥
হইয়া মানুষ বেটা কাটে নাক-কাণ।
কেমনে সহিব প্রাণে এত অপমান॥
মহী বলে, কহ পিতা, শুনি বিবরণ।
আচম্বিতে নাক-কাণ কাটে কি কারণ॥
রাবণ বলে, সূর্পণখা ভগিনী কনিষ্ঠা।
হইয়া বৈধব্যদশা সদাচারে নিষ্ঠা॥
লঙ্কার ঐশ্বর্য্য-সুখ পরিত্যাগ করি।
পঞ্চবটী বনে ছিল হয়ে বনচারী॥
চৌদ্দ হাজার নিশাচর খর ও দূষণ।
দিয়াছিনু সূর্পণখার করিতে রক্ষণ॥
গিয়াছিল সূর্পণখা পুষ্প-অন্বেষণে।
এতেক প্রমাদ হবে আগেতে না জানে॥
দশরথ নামে রাজা, জন্ম সূর্য্য বংশে।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে সেই দিল বনবাসে॥
সঙ্গেতে বনিতা তার, সীতা নামে নারী।
সূর্পণখা সঙ্গে কহে বাক্য দুই চারী॥
পুষ্প লাগি রস-ভাষ (১) নারী দুইজনে।
কোপ করি নাক-কাণ কাটিল লক্ষ্মণে॥
এই অপমান কহে সে খর-দূষণে।
সৈন্য লয়ে যুদ্ধ গিয়া করিল দু-জনে॥
করিয়া তুমুল যুদ্ধ দুজনার সনে।
রাক্ষস হাজার চৌদ্দ পড়ে রাম-বাণে॥
লঙ্কাতে আসিয়া ভগ্নী কান্দে মনোদুখে।
সর্ব্ব অঙ্গ জ্বলে গেল কাটা নাক দেখে॥
জিজ্ঞাসিলাম এ দুর্গতি করিলেক কেটা।
সূর্পণখা বলে, দাদা, নর এক বেটা॥
দুই ভাই আসিয়াছে পঞ্চবটী বনে।
পরমসুন্দরী এক নারী তার সনে॥
সূর্পণখা-মুখে শুনি এ সকল কথা।
কোপে হ'রে আনিয়াছি রামের বনিতা॥
বনের বানর সব সহায় করিয়া।
সাগর বান্ধিল রাম গাছ-পাথর দিয়া॥
সাগর বান্ধিয়া রাম লঙ্কাপুরী বেড়ে।
ইন্দ্রজিৎ বীরবাহু সবে রণে পড়ে॥
সৈন্য ও সামন্ত মেরে দর্প কৈল চূর্ণ।
রণে মৈল সহোদর ভাই কুম্ভকর্ণ॥
দুর্জ্জয় লক্ষ্মণ-রামে জিনিতে না পারি।
সঙ্কটে পড়িয়া বাপু, তোমারে যে স্মরি॥
রাবণ কহিল যদি এতেক কাহিনী।
সে মহীরাবণ কহে করি জোড় পাণি॥
স্বর্ণপুরী লণ্ডভণ্ড হৈল তব দোষে।
পশ্চাৎ ডাকিলে সব করিয়া বিনাশে॥
সাগরের পারে যবে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
তখন আমারে কেন না কৈলে স্মরণ॥
মম ডরে দেব-দানব সবে করে শঙ্কা।
আমি বিদ্যমানে মজে স্বর্ণপুরী লঙ্কা॥
আমার বাণেতে টান না সহে সংসারে।
নর-বানরেতে এত অপমান করে॥
মোর ডরে দেবগণ যায় স্বর্গ ছাড়ি।
বেঁন্ধে আনি দেবগণে গলে দিয়া দড়ি॥
ত্রিভুবনে হেন কথা কোথাও না শুনি।
যারে খাই, সেই খায়, অপূর্ব্ব কাহিনী॥
কটাক্ষে (২) মারিব যাঁরে, তার সঙ্গে রণ।
হেন মায়া করিব, না জাবে কোন জন॥

(১) রস-ভাষ—রসালাপ; কৌতুকজনক কথা। (২) কটাক্ষে—অবহেলায়।

ইন্দ্র শচী থাকে যদি এক সিংহাসনে।
শচীরে আনিতে পারি, ইন্দ্র নাহি জানে ॥
নর-বানর ভুলাইব কত বড় কাজ।
আর দুঃখ না ভাবিহ, শুন মহারাজ ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ তব বৈরী দুই জনে।
নরবলি দিব ল'য়ে পতাল ভুবনে ॥
রাম-লক্ষ্মণের আর নাহি তব শঙ্কা।
সীতা ল'য়ে ভোগ কর স্বর্ণপুরী লঙ্কা ॥
মহী যদি করিলেক এতেক আশ্বাস।
হাত বাড়াইয়া যেন পাইল আকাশ ॥
রাবণ বলে, পুত্র, তুমি প্রাণের সমান।
তোমা হৈতে আমার হইবে পরিত্রাণ ॥
বুঝিলাম তোমা হৈতে বৈরী হবে ক্ষয়।
তোমার গুণেতে মোর সর্ব্বত্র বিজয় ॥
মহী বলে, শুন পিতা লঙ্কা-অধিকারী।
স্থির হ'য়ে বৈস তুমি আমি মারি বৈরী ॥
মহীর শুনিয়া কথা রাবণের আশ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাহে গীত কবি কৃত্তিবাস ॥

বিভীষণ-কর্তৃক রাবণ-মহীরাবণের
মন্ত্র ভেদ ও রাম-লক্ষ্মণের
রক্ষা-বিধান।

দুই জনে কহে কথা বসি সিংহাসনে।
বিভীষণ নিবেদিল রামের চরণে ॥
জোড়-হাতে রঘুনাথে বলে বিভীষণ।
নিশ্চিন্ত হইয়া কেন রয়েছে রাবণ ॥
ইন্দ্রজিৎ পড়িয়াছে, বীর নাহি আর।
কি মন্ত্রণা করে রাবণ দেখি একবার ॥
প্রণমিয়া শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-জাম্ববানে।
পক্ষি-রূপ ধরিয়া চলিল বিভীষণে ॥
রাবণের অন্তঃপুরে গেল অনিমিখে (১)।
রাবণ সহিত মহীরাবণেরে দেখে ॥
পিতা-পুত্রে দুই জনে বসি একাসনে।
যুক্তি করে দু-জনেতে হরষিত-মনে ॥
মহীরাবণে দেখিয়া চিন্তিত বিভীষণ।
রামের নিকটে এল ত্বরিত-গমন ॥
বিভীষণ কহে আসি করি জোড়হাতে।
আজি বড় সঙ্কট যে দেখি রঘুনাথ ॥
রাবণের পুত্র এক সে মহীরাবণ।
মায়ার সাগর বেটা, যুদ্ধে বিচক্ষণ ॥
মন্দোদরী-গর্ভে (২) সেই জন্মিল তনয়।
তাহার সংগ্রামে সুরাসুর করে ভয় ॥
পাতাল-পুরেতে থাকে বাপের আদেশে।
মহাবল-পরাক্রম সবে ভয় বাসে ॥
তাহার সংগ্রামে প্রভু, কারো নাই রক্ষা।
ত্রিভুবন বিজয়ী, ধনুক-বাণ-শিক্ষা ॥
মায়া পাতি ডাকিনী ছাওয়ালে যেন হরে।
সেই মত মহী মায়া ক'রে চুরি করে ॥
কত মায়া ধরে, কেহ নাহি জানে সন্ধি।
মহামায়া তার ঘরে সত্যে আছে বন্দী (৩) ॥
যাহা মনে করে, তাহা করিবারে পারে।
ত্রিভুবন কাঁপে মহীরাবণের ডরে ॥
হেন দুষ্ট আসিয়াছে লঙ্কার ভিতর।
আজি নিশি জাগে সবে হইয়া সত্বর (৪) ॥

---

(১) অনিমিখে—চোখের পাতা না ফেলিয়া। এখানে খুব সত্বর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (২) মন্দোদরী মহীরাবণেকে পালন করিয়াছিল—গর্ভে ধারণ করে নাই। (৩) মহীরাবণ ব্রহ্মার নিকটে এই বর প্রার্থনা করে, যেন দেবী মহামায়া সর্ব্বদা আমার পুরী রক্ষা করেন। ব্রহ্মা মহীরাবণকে সেই বর দিয়াছিলেন। মহামায়ার বরে সে ঘোর মায়াবী হয়। (৪) সত্বর এখানে সজাগ; সতর্ক।

62

বুঝিয়া সুযুক্তি কর মন্ত্রী জাম্ববান্ ।
মহীর মায়াতে কিসে হবে পরিত্রাণ ॥
জাম্ববান্ কহে, শুন বীর হনুমান্ ।
বিপত্তে নাহিক বন্ধু তোমার সমান ॥
বিভীষণের বচন করহ অবগতি ।
কিরূপে নিস্তার পাব আজিকার রাতি ॥
হনুমান্ বলে, শুন যত বীর-ভাগে (১) ।
চোরা বেটায় বিনাশিব সারা রাত্রি জেগে ॥
মরিল সকল বীর, মহী বেটা আছে ।
মহীরাবণে বধিয়া রাবণে বধি পাছে ॥
এখনো রাবণ বেটা জীতে সাধ করে ।
লঙ্কাপুরী উপাড়িয়া ডুবাব সাগরে ॥
চতুর্দ্দশ-ভুবনেতে সুগ্রীবের গতি ।
যেখানে লুকায়ে থাক্ নাহি অব্যাহতি ॥
লেজের কুণ্ডলী গড় করিব নির্ম্মাণ ।
সকলে জাগিয়া থাকো হ'য়ে সাবধান ॥
রহিব সকল কপি গড় আগুলিয়ে ।
কার সাধ্য যাইবেক আমারে ভাণ্ডিয়ে ॥
বিভীষণ বলে, শুন পবন-নন্দন ।
প্রতীত (২) তোমার বাক্যে হবে কোন্ জন ॥
যাবৎ এ কালনিশি প্রভাত না হয় ।
তাবৎ আমার মনে না হবে প্রত্যয় ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন পবন-কুমার ।
আজি রাত্রি উদ্ধারিতে ভরসা তোমার ॥
হাসিয়া হাসিয়া কন মন্ত্রী জাম্ববান্ ।
হনুমান্ বীর বড় কহিল প্রমাণ ॥
দেখাদেখি এসে যদি রণে দেয় হানা (৩) ।
তবে ত তাহার সঙ্গে খাটে বীরপণা ॥
অলক্ষিতে চোর আসি যাবে চুরি ক'রে ।
দেখিতে না পাবে হনু, কি করিবে তারে ॥
অলক্ষিতে আসিবে সে, চুরি-বিদ্যা জানে ।
একত্তরে (৪) সবাই থাকহ জাগরণে ॥
জাম্ববান বলে, হনু অতুল বিক্রম ।
আজিকার রাত্রি তুমি কর পরিশ্রম ॥
এই বেলা বৈস সবে যুক্তি দৃঢ় করি ।
বেলা অবসান হৈল, আইল শর্ব্বরী ॥
জাম্ববানের কথা যদি হৈল অবসান ।
হেন কালে কর জুড়ি বলে হনুমান্ ॥
মায়াবী রাক্ষস সেই কত মায়া জানে ।
সন্ধান না পায় যেন থাক সাবধানে ॥
শ্রীরামেরে কহিলেক পবন-নন্দন ।
বিষ্ণুচক্র আকাশে করহ আচ্ছাদন ॥
চক্র-আচ্ছাদন যদি রহিল গগনে ।
শূন্যেতে আসিতে নাহি পারে কোন জনে ॥
বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নল মায়ার নিদান ।
পাতালে রহুক গিয়া হ'য়ে সাবধান ॥
সাবধান হ'য়ে সবে রহ সারি সারি ।
লেজে গড় বান্ধি আমি তাহে রাখি দ্বারী ॥
লেজ হয় দীর্ঘাকার শতেক যোজন ।
গড়িল বিচিত্র গড় পবন-নন্দন ॥
প্রাচীর চৌতার (৫) হৈল, অতি মনোহর ।
সকল কটক ঢোকে তাহার ভিতর ॥
লাঙ্গুলের গড়ে বীর জুড়িলেক দেশ ।
তাহাতে সসৈন্য রাম করেন প্রবেশ ॥
সুগ্রীবের কোলে রাম কমল-লোচন ।
অঙ্গদের কোলে র'ন ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥

---

(১) বীরভাগে—বীরগণ। (২) প্রতীত—বিশ্বাস-যুক্ত। (৩) হানা—আক্রমণ। (৪) একত্তরে—একত্র; একসঙ্গে (৫) চৌতার—চারিদিকে।

অপূর্ব্ব লেজের গড় নির্ম্মাণ যে করি।
বিভীষণ ভ্রমিতেছে হইয়া প্রহরী ॥
সকল কটক-মাঝে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
গাছ-পাথর হাতে কপি করে জাগরণ ॥
লেজেতে বান্ধিল গড় ঠেকিল গগন।
উপরেতে বিষ্ণুচক্র ফেরে ঘনে ঘন ॥
গড়ের দ্বারেতে দ্বারী আপনি যে রহে।
কার সাধ্য প্রবেশ করিতে পারে তাহে ॥
এইরূপে সকলেতে তথায় রহিল।
কৃত্তিবাস রামায়ণ যত্নে বিরচিল ॥

মহীরাবণ-কর্তৃক মায়াবলে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-হরণ।

দ্বিতীয় প্রহর নিশি ঘোর অন্ধকার।
বিভীষণ বলে, শুন পবন-কুমার ॥
আপনি পবন যদি আসে তব পিতা।
প্রবেশ করিতে তারে নাহি দিবে হেথা ॥
এত বলি বাহির হইল বিভীষণ।
গড়ের চৌদিকে দেখে করিয়া ভ্রমণ ॥
রাবণে প্রণাম করি সে মহীরাবণ।
শ্রীরামের নিকটেতে করিল গমন ॥
ঠাট কটক হস্তী ঘোড়া না লয় দোসর।
মায়া করি একাকী চলিল নিশাচর ॥
আকাশে আসিতে চক্র দেখিল সত্বরে।
ঠাট কটক দেখে সব গড়ের ভিতরে ॥
মনে মনে ভাবে মহী-রাবণ-নন্দন।
মায়াতে হরিব আজি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
বিভীষণে দেখে তথা গড়ের বাহিরে।
কিরূপে যাইব আমি উহার গোচরে ॥
মনে মনে চিন্তা মহী করিয়া তখন।
মায়াতে হইল অজ রাজার নন্দন ॥
দশরথ হ'য়ে আসি দিল দরশন।
দশরথ বলে, শুন পবন-নন্দন ॥
আমার সন্তান দুটি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ সনে করি দরশন ॥
হনুমান্ বলে, গোঁসাই, করি নিবেদন।
ক্ষণেক বিলম্ব কর, আসুক বিভীষণ ॥
হেনকালে বিভীষণ দিল দরশন।
তরাসে (১) পলায়ে গেল সে মহীরাবণ ॥
হনূ বলে, শুনহ ধার্ম্মিক বিভীষণ।
দশরথ রাজা এসেছিলেন এখন ॥
বিভীষণ বলে, যদি আসে তব পিতা।
প্রবেশ করিতে তবু নাহি দিবে হেথা ॥
এত বলি বিভীষণ তথা হৈতে যায়।
অন্তরে (২) থাকিয়া মহী দেখিবারে পায় ॥
ভরত হইয়া এল হনুমান্-কাছে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ-দুই ভাই কোথা আছে ॥
চৌদ্দবর্ষ, বনবাসী মস্তকেতে জটা।
দশরথ রাজার আমরা চারি বেটা ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কোথা করি দরশন।
এত শুনি কহিতেছে পবন-নন্দন ॥
ক্ষণেক বিলম্ব কর, আসুক বিভীষণ।
এত শুনি পাছু হাঁটে সে মহীরাবণ ॥

---

(১) রাক্ষস বিভীষণ মায়ার প্রভাব দূর করিতে সমর্থ ; এই জন্য বিভীষণকে দেখিয়া মহীরাবণ ত্রাস পাইল। (২) অন্তরে—দূরে।

হেনকালে ধাইয়া আইল বিভীষণ।
হনূ বলে, ভরত আইল এইক্ষণ॥
হনূমানে চাহি বিভীষণ কহে কথা।
দ্বার না ছাড়িও, যদি আসে তব পিতা॥
এত বলি বিভীষণ গেল অতি দূরে।
কৌশল্যা হইয়া মহী আইল সত্বরে॥
কৌশল্যা বলেন, শুন পবন-কুমার।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে মোরে দেখাও একবার॥
হনূমান্ বলে, মাতা, করি নিবেদন।
ক্ষণেক থাকহ হেথা, আসুক বিভীষণ॥
এতেক শুনিয়া মহী তিলেক না থাকে।
বিভীষণ ধাইয়া আইল দূরে থেকে॥
বিভীষণে দেখি, বুড়ী যায় গুড়ি গুড়ি।
তাহা দেখি হনূ করে দন্ত কড়মড়ি॥
উপনীত হইল রাক্ষস বিভীষণ।
কহিল সকল কথা পবন-নন্দন॥
বিভীষণ বলে, শুন আমার বচন।
দ্বার না ছাড়িবে, যদি আইসে পবন॥
এত বলি বিভীষণ করিল গমন।
হইয়া জনক-ঋষি দিল দরশন॥
জনক বলেন, শুন পবন-নন্দন।
রাম-সঙ্গে আমার করাহ দরশন॥
আমার জামাতা হন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
চতুর্দ্দশ-বর্ষ গত, নাহি দরশন॥
তোমারে না চিনি, হনূ বলিল তখন।
ক্ষণকাল থাকহ, আসুক বিভীষণ॥
এতেক শুনিয়া ঋষি হনূমান্-বোল।
হনূমান্-সঙ্গেতে জুড়িল গণ্ডগোল॥
হেনকালে বিভীষণ দিলেক হাঁকার।
পলায় জনক-ঋষি দেখা নাহি আর॥
উপনীত হইল রাক্ষস বিভীষণ।
বিভীষণে কহে সব পবন-নন্দন॥
বিভীষণ বলে, যদি আসে তব পিতা।
গড়ের ভিতর যেতে না দিও সর্ব্বথা॥
এতেক বলিয়া বিভীষণের গমন।
বিভীষণ হ'য়ে মহী দিল দরশন॥
হনূমান্ বলে, তুমি গেলে এইক্ষণে।
এত শীঘ্র ফিরে এলে কিসের কারণে॥
মহীরাবণ বলে, শুন পবন-নন্দন।
চোর-মায়া কত জানে সে মহীরাবণ॥
সাবধানে থাক হনূ আজিকার নিশি।
রাম-লক্ষ্মণের হাতে রক্ষা (১) বেঁধে আসি॥
এতেক বলিয়া মহী গড়েতে প্রবেশে।
অলক্ষিতে গেল রাম-লক্ষ্মণের পাশে॥
সুগ্রীব-অঙ্গদ-কোলে আছেন দু'ভাই।
মায়ারূপে নিশাচর গেল সেই ঠাঁই॥
মহামায়া স্মরি ধূলা দিল উড়াইয়ে।
রাম-লক্ষ্মণ নিদ্রা যান অচেতন হ'য়ে॥
অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে যতেক বানর।
হাত হৈতে খ'সে পড়ে গাছ ও পাথর॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দোঁহে ঘুমে অচেতন।
সুড়ঙ্গে লইয়া যায় আপন ভবন॥
নিদ্রা নাহি ভাঙ্গে, দোঁহে আছেন শয়নে।
ঘরের ভিতর ল'য়ে রাখিল গোপনে॥
চারিদিকে নিশাচর, নানা অস্ত্র হাতে।
নিজ পুরে রহে মহী হরিষ-মনেতে॥
হেথায় গড়ের দ্বারে এল বিভীষণ।
হনূমান্-স্থানে বার্ত্তা পুছে ঘনে-ঘন॥
হনূ জানে বিভীষণ গড়ের ভিতরে।
কিন্তু পুনঃ দেখে তাকে গড়ের বাহিরে॥

(১) রক্ষা—রাখী; শুভকামনা করিয়া হস্তে যে হরিদ্রারঞ্জিত সূত্র বাঁধা যায়।

হনূমান্ বলে, কে রাক্ষস বিভীষণ।
ঔষধ বাঁধিতে তুমি গেলে যে এখন ॥
বাহির হইয়া এলে কোন্ পথ দিয়া।
তোমারে দেখিয়া মোর স্থির নহে হিয়া ॥
বুঝিতে না পারি কি বা আছে তব মনে।
রাবণের চর হয়ে আছ রাম-স্থানে ॥
রাবণের চর হয়ে আস-যাও নিতি (১)।
কপট করিয়া রাম সহ কৈলে মিতি (২) ॥
মোর ঠাঁই আজি তোর নাহিক নিস্তার।
লেজের বাড়িতে লব যমের দুয়ার ॥
উপাড়িয়া লঙ্কাপুরী ডুবাব সাগরে।
লঙ্কার বসতি পাঠাইব যম-পুরে ॥
রাবণের দূত তুই রামের নিকটে।
কি বলিস্, তোর বাক্যে মম বুক ফাটে ॥
বিভীষণ বলে, নাহি এসেছি কপটে।
দিব্য করি হনুমান্, তোমার নিকটে ॥
গোবধে ও ব্রহ্মবধে যত পাপ হয়।
যদি ছলে এসে থাকি, লইব নিশ্চয় ॥
যত পাপ হয় ব্রহ্মবধে সুরাপানে।
আমার সে পাপ যদি খল (৩) থাকে মনে ॥
হনূমান্ বলে, তোর দিব্য কিছু নয়।
ব্রহ্মবধে গোবধে রাক্ষসে কোথা ভয় ॥
বিভীষণ বলে, তুমি বিচারে পণ্ডিত।
বিচার না ক'রে কেন বল অনুচিত ॥
কেমনে বলহ মোরে রাবণের চর।
যুক্তি দিয়া বধিলাম যত নিশাচর ॥
ইন্দ্রজিৎ-যজ্ঞ-ভঙ্গ-সন্ধি কেবা জানে।
যুক্তি দিয়া বধিলাম আপন সন্তানে ॥
কত রূপ হ'য়ে এল সে মহীরাবণ।
ভুলাতে না পেরে শেষে হৈল বিভীষণ ॥
হনূমান্ বলে, কথা শুনে লাগে ডর।
মায়াতে কি মহী গেল গড়ের ভিতর ॥
লাজে হনূমান্ বীর করে হেঁট মাথা।
বিভীষণে ভৎর্সিলাম অনুচিত কথা ॥
পথ ছেড়ে দিয়ে আমি কৈনু বিপরীত।
বিভীষণে ভৎর্সিলাম, নহে ত উচিত ॥
হনূমান্ বলে, কথা শুন বিভীষণ।
আগে গিয়া দেখি চল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
মারুতির বাক্যেতে রাক্ষস বিভীষণ।
প্রমাদ পড়িল, মনে জানিল তখন ॥
বিভীষণ বলে, শুন পবন-নন্দন।
চল তবে দেখি গিয়া শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
দ্রুতগতি যায় দোঁহে ধেয়ে ঊর্দ্ধমুখে।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ নাই, শূন্যময় দেখে ॥
আশ্চর্য্য দেখিল তাহে সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ।
রাম-লক্ষ্মণেরে না দেখিয়ে ফাটে প্রাণ ॥
কটকের মাঝে নাই শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কান্দে বিভীষণ ॥
সুগ্রীব অঙ্গদ আদি ঘুমে অচেতন।
প্রমাদ পড়িল, উঠ বলে বিভীষণ ॥
কটক-ভিতরে শুনে হৈল মহাগোল।
বানর-মণ্ডলে উঠে ক্রন্দনের রোল ॥
কান্দিছে সুগ্রীব রাজা নাহিক সংবিৎ (৪)।
কোথা গেল লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্র মিত ॥
ধরণী লোটায়ে কান্দে বীর হনূমান্।
রামের উদ্দেশে আমি ত্যজিব পরাণ ॥

---

(১) নিতি—প্রত্যহ। (২) মিতি—মিত্রতা; বন্ধুতা। (৩) খল—এখানে কপটতা অর্থে প্রযুক্ত।
(৪) সংবিৎ—চেতনা।

অগ্নিকুণ্ড সাজাইয়া তাহে দিব ঝাঁপ।
জীবনেতে না ঘুচিবে মনের সন্তাপ ॥
শিরে-হাত কান্দে বালিপুত্র যুবরাজ।
বৃথায় শরীর, আর জীবনে কি কাজ ॥
আকুল হইয়া কান্দে সেনাপতি নীল।
বাঁচিতে বাসনা আর নাহি এক তিল ॥
জাম্ববান্ বলে, সবে না কর ক্রন্দন।
উপায় করহ, শুন আমার বচন ॥
ক্রন্দন সংবর, শুন বানরের রাজ।
যেমতে নিস্তার পাই, চিন্ত সেই কাজ ॥
অস্থির না হও কেহ বিপত্তি-সময় (১)।
সুস্থির হইলে সর্ব্ব-কার্য্য সিদ্ধি হয় ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দেখ জগতের সার।
বিনাশ করিতে পারে, সাধ্য আছে কার ॥
সুমন্ত্রণা শুন, ওহে সুগ্রীব রাজন্।
মারুতিরে পাঠাও করিতে অন্বেষণ ॥
মারুতির অগম্য নাহিক ত্রিভুবনে।
অবশ্য পাইবে দেখা শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥
আনিতে না পারে যদি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
তবে সবে অগ্নিকুণ্ডে ত্যজিবে জীবন ॥
এতেক বলিল যদি ব্রহ্মার কুমার।
কহিল সুগ্রীবরাজ এই যুক্তি সার ॥
কৃত্তিবাস গাহে গীত অপূর্ব্ব কথন।
কৌশলে হরিল মহী শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥

শ্রীরাম-লক্ষ্মণের অন্বেষণার্থ হনুমানের পাতাল-পুরীতে গমন।

সুগ্রীব বলেন, শুন পবন-কুমার।
সীতার উদ্দেশ কৈলে সাগরের পার ॥
তুমি শ্রীরামের ভক্ত জানে সর্ব্বজন।
ক'রে এসো শ্রীরাম-লক্ষ্মণে অন্বেষণ ॥
তোমারে ভুলায়ে গেল রাবণ-কুমার।
ত্রিভুবনে এ কলঙ্ক রহিল তোমার ॥
তব বুদ্ধি-ভ্রমেতে শ্রীরামে নিল চোরে।
অন্বেষণ করিতে পাঠাব বল কারে ॥
সুগ্রীবের বাক্যেতে মারুতি মহাবল।
লাজে অভিমানে আঁখি করে ছল ছল ॥
মারুতি বলেন, আমি যাব অন্বেষণে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল খুঁজিব ত্রিভুবনে ॥
তথাপি না পাই যদি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
করিব জলধি-জলে এ দেহ পতন ॥
এত কহি কান্দে হনু পবন-নন্দন।
কোথা পাব শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-অন্বেষণ ॥
এইখানে থাক সবে একত্র হইয়া।
যাবৎ না আসি আমি ত্রৈলোক্য খুঁজিয়া ॥
সুগ্রীব রাজার কাছে হইয়া বিদায়।
সুড়ঙ্গে প্রবেশ করি হনুমান্ যায় ॥
যে পথে লক্ষ্মণ-রামে হরেছে রাক্ষসে।
সেই পথে গেল বীর চক্ষুর নিমিষে ॥
পাতালেতে গিয়া দেখে সূর্য্যের প্রকাশ।
বিচিত্র-নির্ম্মাণ পুরী, যেমন কৈলাস ॥
প্রথমে দেখিল বলি-রাজার বসতি।
পুণ্যতীর্থ গঙ্গা দেখে, নামে ভোগবতী ॥
মহা তপোবনে দেখে কত মুনি ঋষি।
নাগিনী যক্ষিণী কত পরম-রূপসী ॥
চতুর্ভুজ দ্বিভুজ অশেষরূপী লোক।
জরা মৃত্যু নাহি তথা, নাহি রোগ শোক ॥
তিন কোটি পুরুষে কপিল মুনি বৈসে।
পরম-সুন্দরী কত দেখে আশে পাশে ॥

---

(১) অস্থির না হও কেহ বিপত্তি-সময়—বিপদি ধৈর্য্যং—নীতিবাক্য।

বিচিত্র-নির্ম্মাণ দেখে কত তীর্থ স্থান।
সেথা রাম-লক্ষ্মণের না পান সন্ধান॥
সকল পাতাল-পুরী ভ্রমি একে একে।
মহীরাবণের পুরী দেখিল সম্মুখে॥
ছদ্মবেশ ধরিয়া খুঁজিল সব পুরী।
রাক্ষসের পুরী যেন অমর-নগরী॥
ত্বরিত-গমনে গেল পুরীর ভিতর।
পাষাণ-রচিত কত দীঘী সরোবর॥
অসংখ্য পুরুষ নারী পরম-সুন্দর।
বিচিত্র-নির্ম্মাণ দেখে সুবর্ণের ঘর॥
বড় বড় বৃক্ষ তথা পর্ব্বত-প্রমাণ।
অশ্ব হস্তী রথ দেখে বিচিত্র-নির্ম্মাণ॥
মনে মনে চিন্তা করে পবন-কুমার।
এই পুরে আছে রাম-লক্ষ্মণ আমার।
মর্কটের রূপে রহে বৃক্ষের উপর।
বিচিত্র-নির্ম্মাণ ঘাট দেখে সরোবর॥
বহু লোক আসি তথা করে স্নান-দান।
বানর দেখিয়া হয় চমৎকার জ্ঞান॥
বৃক্ষতলে থাকি লোক নেহারিয়া দেখে।
এমন বানর যে আইল কোথা থেকে॥
একজন ছিল তথা বৃদ্ধা চিরজীবী।
বানর দেখিয়া বৃদ্ধা মনে মনে ভাবি'॥
কহিলেক, শুন সবে আমার বচন।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কথা শুন দিয়া মন॥
করিল বিস্তর স্তব মহী মহারাজা।
বিবিধ প্রকারে কৈল মহামায়া-পূজা॥
বিস্তর করিল পূজা, বহু উপবাস।
অমর হইতে তার ছিল বড় আশ॥
অমর হইতে দেবী নাহি দিল বর।
দেবী বলে, অন্য বর চাহ নিশাচর॥
মহী বলে, অহি কিংবা দেবতা গন্ধর্ব্ব।
যক্ষ রক্ষ কিন্নর পিশাচ আদি সর্ব্ব॥
সংগ্রামেতে কারো হাতে মরণ না হয়।
সেই বর দিলা দেবী বুঝিয়া আশয়॥
মহী বলে, প্রকারেতে হলেম অমর।
যত জাতি যোদ্ধা আছে কারে নাহি ডর॥
নর ও বানর এই দুই বাকী আছে।
ভক্ষ্যজাতি কি করিবে রাক্ষসের কাছে॥
ভগবতী বলে, ভয় কারে নাহি আর।
নর-বানরের হাতে সবংশে সংহার॥
অমর নহেন রাজা জানি বিবরণ।
নর-কপি এলে হবে রাজার মরণ॥
বন্দী ক'রে আনিয়াছে শিশু দুই নর।
কোথা হৈতে উপনীত হইল বানর॥
গোপনে একথা বুড়ী কহে এক-জনে।
চারিদিকে দেখে, পাছে অন্য কেহ শুনে॥
শুনিয়া হরিষ হৈল পবন-নন্দন।
কোথায় আছেন প্রভু ভাবে মনে মন॥
হেনকালে নারী সব নগরনিবাসী।
জল লইবারে আসে কক্ষেতে কলসী॥
এক নারী প্রাচীনা মহীর পুরদাসী (১)।
তাহারে জিজ্ঞাসা করে যতেক রূপসী॥
রাজার বাটীতে কেন বাদ্যভাণ্ড-রোল।
কেহ নাচে, কেহ গায়, পুলক বিভোল (২)॥
মহানন্দে আসিতেছে দ্বিজগণ সব।
রাজার বাটীতে আজি কিসের উৎসব॥
বৃদ্ধা নারী বলে, শুন যতেক রূপসী।
রাজার বাটীর কথা কৈতে ভয় বাসি॥
কহিতে নিষেধ আছে, কহিবার নয়।
প্রকাশ না কর কথা দণ্ড চারি ছয়॥

(১) পুরদাসী—অন্তপুরচারিণী সেবিকা। (২) পুলক-বিভোল—আনন্দে আত্মহারা।

জিজ্ঞাসা করিলে যদি, সঙ্গোপনে বলি।
মহামায়া-কাছে আজি হবে নরবলি ॥
আনিয়াছে শিশু দুটি পরম-সুন্দর।
না দেখি এমন রূপ অবনী-ভিতর ॥
কোন্ অভাগীর পুত্র, দেখে ফাটে প্রাণ।
দণ্ড চারি ছয় পরে দিবে বলিদান ॥
বন্দী করি রাখিয়াছে সঙ্গোপন ঘরে।
রাজার বাটীর কথা না কহিও কারে ॥

শ্রীরাম-লক্ষ্মণের সহিত হনূমানের কথোপকথন

এত বলি জল ল'য়ে সবে গেল বাসে।
হনূমান্ শুনিলেক বৃক্ষোপরে বসে ॥
মনে মনে ভাবে বীর পাইলাম সন্ধি (১)।
এইখানে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ আছে বন্দী ॥
হৃদয়ে পুলক বীর পবন-তনয়।
এখানেতে থাকা আর উপযুক্ত নয় ॥
চক্ষুর নিমিষে গেল রাজ-অন্তঃপুরে।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ যথা বন্দী আছে ঘরে ॥
দোহারা (২) লোহার গড় ভিতর-বাহিরে।
চারিদিকে নিশাচর নানা অস্ত্র ধরে ॥
চারিদিকে প্রতিহারী (৩) আছে অগণন।
ঘরের ভিতর আছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
মক্ষি-রূপে প্রবেশিল ঘরের ভিতরে।
শরীর ধারণ করি দোঁহে নমস্কারে ॥
সহসা মারুতি গিয়া নোয়াইল মাথা।
নিদ্রা-ভঙ্গে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কন কথা ॥
লক্ষ্মণ বলেন, শুন পবন-নন্দন।
সুগ্রীব অঙ্গদ কোথা, কোথা বিভীষণ ॥
হনূমান্ বলে, প্রভু, পাসরিলে চিতে।
মহীরাবণ হরিয়া এনেছে পাতালেতে ॥
শুনিয়া কাতর অতি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
প্রবোধ করিয়া বলে পবন-নন্দন ॥
হেনকালে রাজপুরে পড়িল ঘোষণা।
মহামায়া-পূজা হবে, বাজিল বাজনা ॥
বিস্তর ছাগল দিবে মহিষ বিস্তর।
বলিদান দিবে রাজা আর দুই নর ॥
নানা সুবাসিত পুষ্প গন্ধ মনোহর।
সাজাইয়া ল'য়ে যায় মহামায়ার ঘর ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন পবন-নন্দন।
বিপাকে (৪) পড়েছি হেথা, হইবে কেমন ॥
নাহি সৈন্য সেনাপতি, ধনুঃশর আর।
কেমনে রাক্ষস-হাতে পাইব নিস্তার ॥
জোড়হস্তে কহে হনূ শ্রীরামের আগে।
রাক্ষস মারিতে প্রভু, কোন্ ভার লাগে ॥
ত্রিভুবন খ্যাত তব শ্রীচরণ-দাস।
বৃক্ষ-পাথরেতে রিপু করিব বিনাশ ॥
রাবণ-রাজার বংশ যেখানে যে থাকে।
তোমার কৃপায় আমি মারি একে একে ॥
অনেক ব্রাহ্মণ হিংসে, বহু দেব ঋষি।
গোহত্যা প্রভৃতি পাপ কৈল রাশি রাশি ॥
দুর্জ্জয় রাক্ষস-বংশ হইবে সংহার।
রাক্ষস বধিতে প্রভু তব অবতার (৫) ॥
অলক্ষিত (৬) মায়া তব কোন্ জন জানে।
মরণ ইচ্ছিয়া তোমা আনিল এখানে ॥

---

(১) সন্ধি—সন্ধান; সংবাদ। (২) দোহারা—দ্বিগুণ; দুই সারি। (৩) প্রতিহারী—প্রহরী। (৪) বিপাকে—বিপদে। (৫) অবতার—আবির্ভাব। (৬) অলক্ষিত—অদৃশ্য।

মহীর গৃহেতে আছে জগতের মাতা।
প্রীতি বাক্যে কব গিয়া গুটিকত কথা॥
তাহে যদি মহীর করিতে চান হিত।
সাগরে ডুবাব লৈয়ে মন্দির সহিত॥
মনোভাব বুঝে আসি মহেশ-জায়ার।
রাম বলে, কতক্ষণে আসিবে আবার॥
মারুতি বলিল, এক তিল ছাড়া নই।
কি বলেন কাত্যায়নী, কথা দুই কই॥
এত বলি হনূ দেয় শ্রীরামে আশ্বাস।
লঙ্কাকাণ্ড গাহিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

হনুমানের প্রতি দেবীর উপদেশ।

এতেক বলিয়া হনূ হইয়া বিদায়।
মহামায়া-মন্দিরেতে অবিলম্বে যায়॥
মক্ষিরূপে কহিলেন যোগাদ্যার (১) কাণে।
মহী বেটা আনিয়াছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥
নরবলি দিবে শুনি বেলা দ্বিপ্রহরে।
আপনি কি এই আজ্ঞা দেছেন মহীরে॥
সবংশে মারিব মহী, দেখিবে পশ্চাতে।
ডুবাব তোমারে জলে মন্দির সহিতে॥
রামের কিঙ্কর (২) আমি, সুগ্রীবের দাস (৩)।
এত শুনি দেবীর ঈষৎ হৈল হাস (৪)॥
মহাদেবী কহিছেন অতি সঙ্গোপনে।
পবিত্র হইল পুরী রাম-আগমনে॥
অশেষ পাপের পাপী এ মহীরাবণ।
দেব দ্বিজ ধর্ম্ম হিংসা করে অনুক্ষণ॥
নিশাচর নাশিতে শ্রীরাম-অবতার।
রামেরে আনিল মহী হইতে সংহার॥
মহী বিনাশের যুক্তি শুন হনুমান্।
যখন আনিবে রামে দিতে বলিদান॥
রামেরে কহিবে, কর দেবীরে প্রণাম।
প্রণাম না জানি যেন কহেন শ্রীরাম॥
রাম কহিবেন, শোন হে মহীরাবণ।
দেখাইয়া দেহ দেখি প্রণাম কেমন॥
প্রণাম করিতে মহী দেখাবে রামেরে।
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে র'বে ভূমির উপরে॥
হেঁটমুণ্ডে প'ড়ে মহী প্রণাম করিবে।
তুমি ল'য়ে এই খড়্গ মহীরে কাটিবে॥
দেবী বলিলেন, বাছা, এই যুক্তি সার।
শ্রীরামের কর্ণে গিয়া কহ সমাচার॥
শ্রীরাম শিবের গুরু, (৫) আমি তাহা জানি।
শিব-রাম অভেদ, (৬) কহেন শূলপাণি॥
অনাথের নাথ রাম জগতের সার।
পলকে উৎপত্তি স্থিতি জগৎ সংহার॥
যোগে যোগাধার রাম, কালে মহাকাল।
রাম-আগমনে ধন্য হইল পাতাল॥
মূঢ়বুদ্ধি মহী, চাহে রামে দিতে বলি।
অবশেষে হবে যাহা তোমারে সে বলি॥
দেবীরে প্রণাম করি হনুমান্ গেল।
শ্রীরামের নিকটেতে উপনীত হৈল॥

---

(১) যোগাদ্যা—মহামায়া ; যোগরূপিণী আদ্যাশক্তি। (২) কিঙ্কর—ভৃত্য ; সর্ব্বদা যে প্রভুর পরিচর্য্যা করে। (৩) দাস—অনুগত ব্যক্তি—যে পারিশ্রমিক বা কর্ম্মমূল্য লইয়া কাজ করে। (৪) এত শুনি দেবীর ঈষৎ হৈল হাস—হনুমানের ধৃষ্টতা দেখিয়া দেবীর হাসি ; অথবা প্রভু রামের প্রতি হনূর ঐকান্তিকা দেখিয়া দেবীর আনন্দ জন্য হাসি। (৫) শ্রীরাম শিবের গুরু—পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। (৬) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

যেখানে আছেন বন্দী শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।
কহিল দেবীর কথা দুজনার কাণে ॥
উপায় কহিয়া দেবী দিলেন মন্ত্রণা।
যখন করিবে মহী দেব-আরাধনা ॥
যখন লইয়া যাবে তোমা দোঁহাকারে।
সেইক্ষণে আমি গিয়া প্রবেশিব ঘরে ॥
মক্ষিরূপ হইয়া থাকিব অলক্ষিতে।
আসিবেন মহীরাজা দেবীরে পূজিতে ॥
প্রণাম করিতে কবে সমর্পিয়া পূজা।
প্রণাম না জানি মোরা রাজপুত্র রাজা ॥
কিরূপে প্রণাম করে, কিছুই না জানি।
প্রণাম করিয়া রাজা দেখাও আপনি ॥
প্রণাম করিবে রাজা দেবী-বিদ্যমান্।
মুণ্ড কাটি তখনি করিব দুইখান ॥
তোমাদের বাক্যে যদি না করে প্রণাম।
সবংশে বধিব বেটা করিয়া সংগ্রাম ॥
বুকে হাঁটু দিয়া মুণ্ড ফেলিব ছিঁড়িয়া।
যাইব মহীর রক্তে দেবীরে পূজিয়া ॥
মারুতির বচনে হরিষ দুই ভাই।
তোমা হৈতে সঙ্কটেতে পরিত্রাণ পাই ॥
এই যুক্তি করিয়া রহিল তিনজন।
দেবীরে পূজিতে রাজা করিল গমন ॥
আদেশিয়া আনাইল শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।
দু-জনারে রাখে এনে দেবীর দক্ষিণে ॥
হেনকালে হনুমান্ প্রবেশিল ঘরে।
অলক্ষিতে রহিলেন দেবীর প্রান্তরে (১) ॥
পূজা করিবারে রাজা বসিল আসনে।
প্রতিমার আড়ে থাকি হনূ দেখে শুনে ॥
নিকট হইল কাল সে মহীরাবণে।
কৃত্তিবাস বিরচিল গীত রামায়ণে ॥

মহীরাবণের জন্ম-কথা।

করজোড়ে ব্রহ্মারে কহেন সুরপতি।
রাম-লক্ষ্মণের কিসে হইবে নিষ্কৃতি ॥
মহীরাবণ হরিয়া এনেছে দুই ভাই।
কেমনে উদ্ধার হবে, ভাবি মনে তাই ॥
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা ইন্দ্রের বচন।
হাসিয়া বলেন, শুন সর্ব্ব দেবগণ ॥
শত্রুধনু (২) নামে ছিল গন্ধর্ব্ব-সন্তান।
বিষ্ণুর সম্মুখে নিত্য করে নৃত্যগান ॥
নিত্য নিত্য নৃত্য করে বিষ্ণুর সদনে।
তাহাতে বড়ই তুষ্ট দেব নারায়ণে ॥
বিষ্ণু সম্ভাষিতে গেল অষ্টাবক্র ঋষি।
বাঁকা মূর্ত্তি দেখিয়া গন্ধর্ব্বে হৈল হাসি ॥
মুনি-রূপ দেখিয়া গন্ধর্ব্ব করে ব্যঙ্গ।
মুনিরে দেখিতে তার হৈল তাল-ভঙ্গ ॥
মুনি কহে, মোরে দেখি কর উপহাস।
সুন্দর শরীর তব হইবে বিনাশ ॥
পাপী হ'য়ে জন্ম গিয়া রাক্ষসের কুলে।
ধরিয়া বিকট মূর্ত্তি থাকহ পাতালে ॥
শুনিয়া মুনির শাপ চিন্তে বিদ্যাধর।
কি দোষে দারুণ শাপ দিলে মুনিবর ॥
অজ্ঞান পাতকী আমি তোমা নাহি চিনি।
ত্রিভুবনে পূজিত আপনি মহামুনি ॥

---

(১) প্রান্তরে—আড়ালে ; একধারে। (২) কোনো কোনো পুস্তকে শত্রুধনুর পরিবর্ত্তে শত্রুঘন্ন নাম দেখা যায়।

দেবকন্যা কুম্ভীরিণী উঠিল আকাশে।
আকাশে উঠিয়া হনুমানেরে জিজ্ঞাসে ॥—৪৭৫ পৃঃ

THE ... SOCIETY
...700 016

দেবীর হাতের খড়্গ লয়ে হনুমান।
লাফ দিয়া মহীরে করিল দুই খান ॥—৪২৯ পৃঃ

কৃপা কর, ধরি আমি তোমার চরণ।
কর প্রভু এ পাপীর শাপ বিমোচন ॥
শক্রধনু-বচন শুনিয়া মুনিবর।
প্রসন্ন হইয়া তবে করেন উত্তর ॥
আমার বচন কভু না হইবে আন।
পাতালে রহিবে হ'য়ে রাক্ষস-প্রধান ॥
তপঃফলে মহামায়া থাকিবেন ঘরে।
সুখেতে করিবে রাজ্য মহেশের বরে ॥
দুরন্ত রাক্ষস-বংশ করিতে সংহার।
মনুষ্যরূপেতে বিষ্ণু হবে অবতার ॥
সেই রাম-লক্ষ্মণেরে ল'য়ে যাবে হ'রে।
পাতালে রাখিবে ল'য়ে আপনার পুরে ॥
মুণ্ড কাটা যাবে তোর হনুমান্-হাতে।
শাপে মুক্ত হ'য়ে পুনঃ আসিবে স্বর্গেতে ॥
হনুমান্-হাতে হবে শাপ-বিমোচন।
আমার বচন মিথ্যা নহে কদাচন ॥
এতেক বলিয়া মুনি গেলেন স্বস্থানে।
সেই হৈল মহীরাবণ পাতাল ভুবনে ॥
মুনির বচন কভু নহে ত অন্যথা।
দেবগণ চলি গেল দুই ভাই যথা ॥

মহীরাবণ বধ।

ব্রহ্মা আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
কৌতুকে দেখিতে যায় মহীর মরণ ॥
যতেক দেবতাগণ রহে শূন্য-পথে।
মহামায়া পূজে মহী হরীষ মনেতে ॥
রাশি রাশি ফুল ফল দিয়ে রাজা পূজে।
শঙ্খ ঘণ্টা ঢাক ঢোল নানা বাদ্য বাজে ॥
অর্চ্চনা করিল রাজা খাণ্ডা খরশাণ।
প্রণাম করিতে মহী কৈল সংবিধান (১) ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ বলে প্রণাম না জানি।
কেমনে প্রণাম ক'রে দেখাও আপনি ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডাইতে নারি।
রামেরে দেখায় রাজা নমস্কার করি ॥
দণ্ডবৎ শত করে দেবীর সম্মুখে।
প্রতিমার আড়ে থাকি হনুমান্ দেখে ॥
দেবীর হাতের খড়্গ ল'য়ে হনুমান্।
লাফ দিয়া মহীরে করিল দুই খান ॥
প্রতিমা-রূপিণী দেবী মহামায়া হাসে।
অনুচরগণ দেখে' পলায় তরাসে ॥
মুক্ত করিলেন হনু শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
হনুর প্রতাপ দেখি হাসেন দুজন ॥
অন্তরীক্ষে থাকিয়া বাখানে দেবগণ।
হনুমানে কোল দিলা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
অদ্ভুত অশ্রুত কথা রাম অবতার।
সেবক হইতে রামের হইল নিস্তার ॥
মুনিশাপে মুক্ত হৈল সে মহীরাবণ।
গন্ধর্ব্ব-রূপেতে গেল অমর-ভুবন ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ ॥

অহিরাবণ বধ।

রামগুণ গাইতে গাইতে রে তনু
পতন যদি রে হয়।
যায়, অমর-ভুবনে চাপিয়া বিমানে
শমন চাহিয়া রয়।
অর্দ্ধ নাভিকূপে ল'য়ে রে যখন ডুবায়।

---

(১) সংবিধান—আদেশ।

শত শমন আসিয়ে তারে,
কি করিতে পারে,
পাতকী তরাতে শ্রীরামের নামটি
ওগো এসেছে সংসারে ॥ ধ্রু ॥
মহীরাবণ মৈল দেখি যত নিশাচর।
ধাইয়া কহিল বার্ত্তা পুরীর ভিতর ॥
পলায় সকল লোক কেহ নাহি রহে।
কপালে যা লেখা থাকে খণ্ডিবার নহে ॥
আচম্বিতে রাজা ল'য়ে পড়িল প্রমাদ।
অন্তঃপুরে মহারাণী পাইল সংবাদ ॥
রাজার মরণ শুনে রাণী জ্বলে কোপে।
আলুথালু বেশভূষা, অধরৌষ্ঠ কাঁপে ॥
রাণী বলে, এই ছিল যোগাদ্যার মনে।
এতকাল পূজা খেয়ে মারিল রাজনে ॥
মহীরে দিলেক বলি দেবীর সাক্ষাতে।
মজিল আমার রাজ্য মহামায়া হৈতে ॥
দেবীর সহায় হয় কপি আর নর।
কি দোষেতে মহীরে ভাবিল দেবী পর (১) ॥
আগে গিয়া প্রতিমা ডুবায়ে দিব জলে।
নর-বানরের প্রাণ লব শেষকালে ॥
এতেক বলিয়া মহীরাবণের নারী।
ধনুক লইয়া উঠে মারমার করি ॥
সঙ্গেতে সাজিল সেনা অসংখ্য-গণন।
হনুর উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
বড় বড় বৃক্ষ যত মারে হনুমান্।
বাণেতে কাটিয়া রাণী করে খান খান ॥
মনেতে ভাবিয়া কিছু না পায় মারুতি।
কোপ করি রাণীর উদরে মারে লাথি ॥
দশমাস গর্ভ ছিল রাণীর উদরে।
প্রসবে সন্তান এক মহা-ভয়ঙ্করে ॥
অষ্টগোটা বাহু তার, চারি গোটা মুণ্ড।
বিকট-মূরতি তার দেখিতে প্রচণ্ড ॥
ভূমিষ্ঠ হইল পুত্র অদ্ভুত-বিক্রম।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ যুগান্তের যম ॥
মহাযুদ্ধ আরম্ভিল হনূমান্ সনে।
সাপটিয়া কীল লাথি মারে হনূমানে ॥
গর্ভের রুধির পুঁছে ব্যাপিত-শরীরে।
আচম্বিতে সংগ্রামেতে সিংহনাদ করে ॥
উলঙ্গ উন্মত্ত যেন পাগল-সমান।
তাহার বিক্রম দেখে হাসে' হনূমান্ ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ হাসে দেখিয়া রাক্ষস।
হনূমান্ বলে, বেটার বড়ই সাহস ॥
এখনি জন্মিয়া পুত্র করে ঘোর রণ।
মহীরাবণের বেটা সে অহিরাবণ ॥
আথালি-পাথালি (২) হানে মারুতির বুকে।
কিছু নাহি বলে হনূ, সংবরিয়া থাকে ॥
হনূমান্ বলে, বেটার আস্পা দেখি অতি।
এখনি পাঠাব তোরে যমের সংহতি (৩) ॥
মারিবারে হনূমান্ ধায় উভরড়ে (৪)।
ধরিতে না পারে, শিশু পিছলিয়া পড়ে ॥
হেনকালে হনূমান্ চিন্তিল উপায়।
পবন-স্মরণে রণে ঝড় ব'য়ে যায় ॥
বিষম বাতাসে ধুলা লাগে তার গায়।
পাছুড়িয়া ধরে হনূ, আর কোথা যায় ॥
দুই পদে ধ'রে তারে ল'য়ে ফেলে দূর।
পাথরে আছাড় মারি হাড় কৈল চূর ॥

---

(১) পর—শত্রু। (২) আথালি-পাথালি—এলোথাবাড়ী; যেখানে-সেখানে। (৩) সংহতি—সমীপে; নিকটে। (৪) উভরড়ে—অতি শীঘ্র।

সংগ্রামে আইল আর যত যত জন।
লইল সবার প্রাণ পবন-নন্দন ॥
পাতাল-বাসী মুনি ঋষি হৈল আনন্দিত।
ভয় দূরে গেল, সবে মহা-হরষিত ॥
গেলেন দেবতা-গণ আপনার স্থান।
হনূমানে সকলেই করিল কল্যাণ ॥
শত্রুরে মারিয়া যাত্রা কৈল তিন জন।
মহীর পূজিত দেবী কহেন তখন ॥
সাধিয়া রামের কার্য্য চলিলা সত্বর।
সেবা কে করিবে মম পাতাল-ভিতর ॥
এত শুনি হনুমান্ করি নমস্কার।
পাতাল হইতে দেবীর করিল উদ্ধার ॥
হইয়া হরিষ-যুক্ত চলে তিন জন।
আগে রাম, পাছে হনু মধ্যেতে লক্ষ্মণ ॥
সুড়ঙ্গের পথেতে উঠিলা তিন জন।
আপন কটকে গিয়া দিল দরশন ॥
রাম-লক্ষ্মণ পাইয়া সুগ্রীব বিভীষণ।
জাম্ববান দিল কোল এই তিন জন ॥
হনূর প্রশংসা করে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
হনুমানে কোল দিল সুগ্রীব বিভীষণ ॥
জাম্ববান্ কোল দিয়া কৈল আলিঙ্গন।
ধন্য হনুমান্ বলে যত কপিগণ ॥
দুই প্রহর আকাশে যখন দিবাকর।
সিংহনাদ ছাড়ে যত ভল্লুক বানর ॥
চারি দ্বার চাপিয়া করয়ে সিংহনাদ।
শুনিয়া রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ ॥
মহীরাবণ পড়িল শুনিয়া দশানন।
জীবনের আশা ছাড়ি করিছে ক্রন্দন ॥
রামায়ণ গাইলেন, কবি কৃত্তিবাস।
যেই জন শুনে, তার পূরে অভিলাষ ॥

রাবণের তৃতীয় যুদ্ধ-যাত্রা।

রাম যা কর নিজ গুণে,
আমি ভজন সাধন জানিনে।
মিছে গেল দীনের দীন,
না হল ভজন ঘেরিল শমনে।
যা কর হে রামচন্দ্র জগৎ-গোঁসাই।
আমার তোমা বিনে, ত্রিভুবনে কেহ নাই ॥
মায়া-নদীর তীরে আছি রাম,
তোমার চরণ করি সার।
ও রাঙ্গা চরণ-তরণী করি রাম,
আমায় কর হে পার ॥ ধ্রু ॥
স্ত্রীলোকের ক্রন্দন উঠিল ঘরে ঘরে।
অভিমানে শোকে মত্ত রাজা লঙ্কেশ্বরে ॥
যুঝিবারে তবে সাজে রাজা দশানন।
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত কৈল রাজ আভরণ ॥
ভয়ে অভিমানে রাজা আঁখি ছল ছল।
কোপ মনে যুঝিতে চলিল রণস্থল ॥
আপনি করিছে সাজ লঙ্কা-অধিকারী।
মেঘের বরণ অঙ্গে ধবল উত্তরী ॥
দশ মুণ্ডে রতন-মুকুট সারি সারি।
মৃগমদে পরিলেক সুগন্ধি কস্তূরী ॥
নানা অলঙ্কারে করে ভুবন উজ্জ্বল।
দশ ভালে দশ মণি করে ঝলমল ॥
কোপে কাঁপে অধরোষ্ঠ, চলে রণমুখে।
দশ হাজার রাণী এসে ঘেরে চারিদিকে ॥
কেহ ধরে আশে পাশে, কেহ ধরে কর।
কারো পানে ফিরিয়া না চান লঙ্কেশ্বর ॥
না থাকে রাবণ রাজা কারো উপরোধে।
রাণী মন্দোদরী গিয়া পশ্চাতে বিরোধে (১) ॥

(১) বিরোধে—বাধা দান করে।

মন্দোদরী বলে, শুন লঙ্কা-অধিপতি।
বুদ্ধিমান্ হ'য়ে কেন ছন্ন হৈল মতি ॥
পরম-পণ্ডিত তুমি, বলে মহাবীর।
বিশ্রবা মুনির পুত্র, পরম সুধীর ॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালে জিনিলে বাহুবলে।
যম ইন্দ্র কম্পমান তোমারে দেখিলে ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি, লঙ্কা-অধিকারী।
আমি কি বুঝাব, আমি হীনবুদ্ধি নারী ॥
তথাপি কিঞ্চিৎ বলি করি পরিহার (১)।
স্থির হ'য়ে দাণ্ডাইয়ে শুন একবার ॥
মুনিগণ কহে সর্ব্ব-শাস্ত্রেতে বিহিত।
রমণীর সুমন্ত্রণা শুনিতে উচিত ॥
বিপত্তে সুবুদ্ধি যদি রমণীতে বলে।
সে বুদ্ধে পুরুষ থাকে পরম কুশলে ॥
বহুকাল লঙ্কাপুরে করিলে রাজত্ব।
কোন্ যুগে দেখিয়াছ এমন অনিত্য (২) ॥
কোন্‌কালে বানরেতে লঙ্ঘেছে সাগর।
কোন্‌কালে সলিলেতে ভেসেছে পাথর ॥
অপরূপ এমন শুনেছ কোন্ দেশে।
পাষাণ মনুষ্য হয় চরণ-পরশে ॥
শ্রীরাম-মনুষ্য নন, বিষ্ণু অবতার।
সীতা ফিরে দেহ, যুদ্ধে কার্য্য নাহি আর ॥
দশানন বলে, সীতা দিতে পারি ফিরে।
হাসিবেক বিভীষণ, সবে না শরীরে ॥
কহিবেক ইন্দ্র-আদি যত দেবগণ।
যুদ্ধে হেরে সীতা ফিরে দিলেক রাবণ ॥
ছোট হ'য়ে খোঁটা দিবে, বড় ভয় বাসি।
সান্ত্বনা হইয়া গৃহে বৈসহ প্রেয়সি ॥
বরঞ্চ রামের শরে ত্যজিব জীবন।
সীতা ফিরে দিতে নাহি পারিব কখন ॥
মন্দোদরী বলে, জানি ভাগ্য হলে হীন।
বল বুদ্ধি পারাক্রম পাসরে প্রবীণ ॥
আসন্ন-সময়ে বুদ্ধি ঘটে বিপরীত।
কোপ না করিহ রাজা শুনহ কিঞ্চিৎ ॥
সংসারের কর্ত্তা রাম পতিত-পাবন।
ত্রিভুবনে সকলেরে করেন পালন ॥
সত্ত্বগুণে যেই প্রভু পালেন সবারে।
শত্রুভাবে আইলেন মারিতে তোমারে ॥
লক্ষ্মীরূপা সীতাদেবী পূজিতা ভুবনে।
লক্ষ্মীরে দিতেছ দুঃখ অশোকের বনে ॥
যে জন পালন-কর্ত্তা সেই জন মারে।
অভাগ্য তোমার মত নাহিক সংসারে ॥
ঈষৎ হাসিয়া কহে লঙ্কা-অধিকারী।
সামান্য হে বুদ্ধি তব, রাণী মন্দোদরী ॥
শক্তিরূপা মহালক্ষ্মী সীতা-ঠাকুরাণী।
তুমি কি বুঝাবে মোরে, আমি তাহা জানি ॥
জপ যজ্ঞ পূজা ক'রে রাখিতে না পারে।
বিনা অর্চ্চনায় পড়ে আছেন দুয়ারে ॥
নীরাহারে অনাহারে জপে কতজন।
মৃত্যুকালে নাহি পায় সেই শ্রীচরণ ॥
ধ্যানযোগে ভাবিয়া না পান মুনি ঋষি।
সে রাম ভাবেন মোরে নিরাহারে বসি ॥
জাগিছে আমার রূপ শ্রীরামের মনে।
ভাবিছেন আমারে বধিবে কতক্ষণে ॥
মরিব রামের হাতে ভাগ্যে যদি আছে।
যমের না হবে সাধ্য ঘনাইতে কাছে ॥
বিষ্ণুদূত ল'য়ে যাবে তুলিয়ে বিমানে।
সমান-প্রতাপে যাব জীবন-মরণে ॥
ইন্দ্র-আদি দেবতা জীবনে আজ্ঞাকারী।
মরিয়া বৈকুণ্ঠে আমি যাব সর্ব্বোপরি ॥

(১) পরিহার—প্রার্থনা। (২) অনিত্য—অসম্ভব ব্যাপার।

না বুঝিয়া ভাগ্যহীন কহিলে আমারে।
আমা সম ভাগ্যবান্ নাহিক সংসারে ॥
দেখিব করিয়া যুদ্ধ মরি কিবা মারি।
ক্রন্দন সম্বরি গৃহে যাও মন্দোদরী ॥
মরণ নিকটে যার কি করে ঔষধে।
না রহে রাবণ মন্দোদরীর প্রবোধে ॥
স্বামি-প্রদক্ষিণ করি পড়িল মঙ্গল।
মন্দোদরীর চক্ষে জল করে ছল-ছল ॥
অন্তরে জানিয়া রাণী কান্দিল প্রচুর।
দশ হাজার সতিনীতে নিল অন্তঃপুর ॥
অষ্টাদশ বৃহন্দের বাহিরে রাবণ।
সারথি সাজায়ে রথ জোগায় তখন ॥
কনক-রচিত রথ সুগঠন চাকা।
রথোপরি শোভা পায় নেতের পতাকা ॥
বিচিত্র-নির্ম্মাণ রথ সাজিল প্রচুর।
রথের উপরে রাজা সংগ্রামেতে শূর ॥
দশানন বলে, অস্ত্রধারী যত জনে।
ছোট বড় সাজিয়া আসুক মম সনে ॥
মহীরাবণ পড়িল বংশের চূড়ামণি।
আর কারে পাঠাইব, যাইব আপনি ॥
যতেক আছিল সৈন্য লঙ্কার ভিতর।
সাজিয়া রাবণ-সঙ্গে চলিল সত্বর ॥
পশ্চিম দ্বারেতে আছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
যুঝিবারে সেই দ্বারে গেলেন রাবণ ॥

ইন্দ্র-কর্ত্তৃক রথ-প্রেরণ।

হাতে ধনু রাম ভ্রমিছেন রণস্থলে।
লঙ্কা তোলপাড় বানরের কোলাহলে ॥
কোলাহল শুনি রাবণ আইল ত্বরিতে।
ভুবনবিজয়ী ধনুর্ব্বান করি হাতে ॥
চারি চাকা রথখান অষ্ট ঘোড়া বহে।
কনকরচিত রথ ত্রিভুবন মোহে ॥
হেন রথে উঠি যুঝে রাজা দশানন।
শ্রীরাম উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
রথেতে রাবণ যুঝে, রাম ভূমিতলে।
দেবগণ কম্পমান গগনমণ্ডলে ॥
লইয়া ব্রহ্মার আজ্ঞা যতেক অমর।
রাম লাগি রথ পাঠাইল পুরন্দর ॥
স্বর্গ হৈতে আসে রথ, পড়িছে বিজলি।
রথ হৈতে মাথা নোয়ায় সারথি মাতলি ॥
ইন্দ্র পাঠাইল রথ, দিব্য ধনুঃশর।
আর এক পাঠাইল সুবর্ণ-টোপর ॥
মারি প্রভু রাবণে দেবের কর হিত।
ত্রিভুবনে কীর্ত্তি রাখ, রামায়ণ-গীত ॥
রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব রাক্ষস বিভীষণ।
আচম্বিতে রথ দেখি চমকিত-মন ॥
কোথাকার রথখান কাহার মাতলি (১)।
রাবণ-প্রেরিত রথ মায়ার পুত্তলি ॥
রামেরে চিনিতে নারে দুষ্ট দশস্কন্ধ (২) ॥
রথে তুলি কোথা লবে করিয়া প্রবন্ধ (৩) ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
রথ দেখি রাম-সৈন্য ভাবে মনে-মন ॥

---

(১) মাতলি—ইন্দ্রের সারথির নাম মাতলি। এখানে সাধারণ সারথি (রথ-চালক) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (২) দশস্কন্ধ—রাবণ; দশ মাথায় দশটা স্কন্ধ বলিয়া। (৩) প্রবন্ধ—কৌশল।

শ্রীরামের সহিত রাবণের যুদ্ধ।

রসনা, রাম নাম ভুলনা রে।
দেখ, মিছে মায়াজালে, বদ্ধ করে কালে
ডুবায় অকূল পাথারে ॥ ধ্রু ॥
ইন্দ্র-রথ রাবণ দেখিয়া রণস্থলে।
চিন্তিত হইল মনে, টুটে আসে বলে ॥
রথের সারথি রামে কৈল প্রদক্ষিণ।
রথে উঠে রঘুনাথ সংগ্রামে প্রবীণ ॥
চিনিল রাবণ রাজা ইন্দ্রের বিমান।
মনে মনে দশানন করে অনুমান ॥
কোথা গেল ইন্দ্রজিৎ, ভাই কুম্ভকর্ণ।
এখনি দেবতা বেটায় করিতাম চূর্ণ ॥
এত দিন ক'রে সেবা সেবকের মত।
অসময় দেখি হলো শত্রু-অনুগত ॥
শত্রুকে পাঠায় রথ আমা-বিদ্যমানে।
এত বলি কোপ-দৃষ্টে চাহে স্বর্গ-পানে ॥
কোপ-মনে মাতলিরে কহে লঙ্কেশ্বর।
সবলের অনুবল (১) যতেক অমর ॥
এইবার যুদ্ধে যদি বাঁচয়ে জীবন।
একে একে কাটিব সকল দেবগণ ॥
কোপ সম্বরিয়া রাজা বসি মনোদুঃখে।
রথ চালাইয়া দিল রামের সম্মুখে ॥
কোপেতে রাবণ করে বাণ-অবতার।
তিন লক্ষ বাণ মারে সর্পের আকার ॥
সর্পবাণ দেখি রামের লাগিল তরাস।
বুঝি পুনঃ এড়িল বন্ধন নাগপাশ ॥
নাগপাশ নিবারণে জানেন সন্ধান।
মন্ত্র পড়ি শ্রীরাম এড়েন খগ-বাণ ॥
গরুড় হইয়া বাণ আকাশেতে বুলে (২)।
রাবণের সর্পবাণ ধ'রে ধ'রে গিলে ॥
সর্পবাণ ব্যর্থ গেল, কুপিল রাবণ।
রামের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
বাণ বরষিয়া বিন্ধে ইন্দ্রের মাতলি।
জর্জ্জর ইন্দ্রের অশ্ব, মুখে ভাঙ্গে নালি (৩)।
কোপেতে রাবণ বজ্র জাঠা লয় হাতে।
জাঠা দেখি দেবগণ লাগিল চিন্তিতে ॥
জাঠাগাছ হাতে করি তর্জ্জে লঙ্কেশ্বর।
ডাকিয়া রামেরে তবে করিছে উত্তর ॥
এই আমি জাঠা মারি পূরিয়া সন্ধান।
রক্ষা কর দেখি রাম, ধ'রে ধনুর্ব্বাণ ॥
মন্ত্র পড়ি দশানন জাঠাগাছ এড়ে।
যত দূর যায় জাঠা তত দূর পুড়ে ॥
বৃক্ষের নিকটে গেলে বৃক্ষ-সব জ্বলে।
আলো ক'রে আসে জাঠা গগন-মণ্ডলে ॥
যত বাণ এড়ে রাম জাঠা নিবারিতে।
সর্ব্ব অস্ত্র পুড়ে যায় জাঠার অগ্নিতে ॥
বাণ পোড়াইয়া জাঠা বায়ুবেগে।
মাতলি তখন কহে শ্রীরামের আগে ॥
ইন্দ্র পাঠাইল শেল সংসার-বিজয়।
সেই শেল মার প্রভু, জাঠা হবে ক্ষয় ॥
এড়িলেন শেলপাট মাতলির বোলে।
রাবণের জাঠা কাটি পাড়ে ভূমিতলে ॥
জাঠাগাছ কাটা গেল, রুষিল রাবণ।
রামের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
বাছিয়া বাছিয়া বাণ এড়ে লঙ্কেশ্বর।
বাণ ফুটে রঘুনাথ হইলা কাতর ॥
কাতর হইয়া রাম ধনু দিলা টান।
বিন্ধি রাবণের অঙ্গ কৈলা খান-খান ॥
দুইজনে মহাযুদ্ধ সংগ্রাম-ভিতরে।
কোপে রাম গালি পাড়ে তবে রাবণেরে ॥

---

(১) অনুবল—সহায়। (২) বুলে—ভ্রমণ করে। (৩) নালি—ফেন।

সবে বলে তোমারে রাবণ মহারাজ।
পর-স্ত্রী হরিতে তোর মুখে নাহি লাজ ॥
সীতা যদি আনিতে আমার বিদ্যমানে।
সেই দিন পাঠাতাম খরের সদনে ॥
বিদ্যমানে না আনিয়া করিলি যে চুরি।
আজি হৈল দেখা, পাঠাইব যমপুরী ॥
দশমুণ্ড সাজায়েছ নানা অলঙ্কারে।
গড়াগড়ি যাবে মুণ্ড সমুদ্রের ধারে ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেবেন্দ্র বাসুকি।
পড়িলে আমার হাতে কার সাধ্য রাখি ॥
গালি দিয়া শ্রীরামের বল বেড়ে আসে।
বাছিয়া বাছিয়া বাণ মারেন হরিষে ॥
বানরেতে গাছ পাথর ফেলে চারিভিতে।
চারিদিকে মারে, রাবণ না পারে সহিতে ॥
আয়ুঃশেষ হ'য়ে রাবণ টুটে আসে বলে।
চারিদিকে রাম-রূপ রাবণ নেহালে ॥
বজ্র-অস্ত্র মারে রাম রাবণ-উপর।
মূর্চ্ছিত রাবণ পড়ে রথের উপর ॥
হাত-পা আছাড়ি রাজা করে ধড়ফড়।
সারথি রাবণে ল'য়ে উঠি দিল রড় (১) ॥
কত দূরে গিয়া রাজা পাইল চেতন।
সারথিরে গালি পাড়ে ঘূর্ণিত লোচন ॥
বৈরী সনে রণ আমি করি রণস্থলে।
রথ ল'য়ে পালাইয়া এলি কার বোলে (২) ॥
বলে ক্রুটি দেখি বেটা হইলি কাতর।
অল্পজ্ঞান কৈলি, বেটা, বুকে নাহি ডর ॥
রাম সহ যুক্তি ক'রে আছ মম সনে।
ভঙ্গ দিয়া এলি বেটা, ভয় নাই মনে ॥
ভয়েতে সারথি কহে করি জোড়হাত।
আমারে না কর কোপ রাক্ষসের নাথ ॥
রণে মূর্চ্ছা দেখি তব বিষম সংগ্রাম।
রণশ্রমে ঘোড়ার বহিল কাল-ঘাম (৩) ॥
সারথি ফিরায়ে রথ রাখে যোদ্ধাপতি।
সারথির ধর্ম্ম এই, শুন নরপতি ॥
রণে মূর্চ্ছা দেখি তব হইনু অন্তর (৪)।
অবিচারে কেন মোরে বল কটুত্তর ॥
হিত চিন্তা করিতে হইল বিপরীত।
আমারে দিতেছ দোষ, নহে ত উচিত ॥
কোপ না করহ রাজা, না কহিও বাড়া (৫)।
এত বলি চালাইয়া দিল অষ্ট ঘোড়া ॥
কোপ মনে অশ্বপৃষ্ঠে মারিল চাবুক।
বেগে উত্তরিল রথ রামের সম্মুখ ॥
রাম বলে, মাতলি হে হও সাবধান।
আরবার রাবণ আইল বিদ্যমান্ ॥
মনে মনে চিন্তিয়া মরণ কৈল সার।
মরেছিল আরবার পাইল নিস্তার ॥
ইন্দ্রের সারথি বড় বুদ্ধে বিচক্ষণ।
রথ চালাইয়া দিল ত্বরিত গমন ॥
রাবণের রথ উপনীত শীঘ্রগতি।
দুই জনে বাণবৃষ্টি প্রাণের শকতি ॥
দুই রথ-পতাকা হইল ঠেকাঠেকি।
অগ্নিসম বাণ মারে দুজনে ধানুকী ॥
অসুরে ডাকিয়া বলে জিনুক রাবণ।
রামের হউক জয়, বলে দেবগণ ॥
হেনকালে রঘুনাথ পূরিয়া সন্ধান।
রাবণের শরীরে মারিলা তীক্ষ্ণবাণ ॥

---

(১) রড়—দ্রুতবেগে দৌড়; ছুট। (২) বোলে—কথায়। (৩) কাল-ঘাম—মৃত্যুকালীন ঘর্ম। (৪) অন্তর—তফাতে। (৫) বাড়া—অধিক; এখানে অধিক কথা।

সেই বাণ সহি রাজা গদা নিল হাতে।
তর্জ্জন করিয়া গদা ছাড়ে শূন্যপথে ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে রাম সেই গদা কাটে।
গদা কাটি সে বাণ রাবণ-অঙ্গে ফুটে ॥
রক্তবর্ণ গদা রাবণ এড়ে পুনর্ব্বার।
পিশাচ-অস্ত্রেতে রাম করিলা সংহার ॥
শিব-মন্ত্র পড়ি রাবণ শিব-শূল এড়ে।
শঙ্কর-বাণেতে রাম শূন্যে কাটি পাড়ে ॥
ক্রোধে জ্বলে রাবণের দু-আঁখি দেউটি (১)।
রামের উপরে বাণ পুনঃ এড়ে জাঠি ॥
রক্তবর্ণ জাঠাগাছ পঞ্চাশ যোজন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিল ত্রিভুবন ॥
সূর্য্য-তেজ ধরে জাঠা অগ্নি উঠে মুখে।
বিপরীত শব্দে আসে রামের সম্মুখে ॥
জাঠাগাছ দেখি রামের হইল বিস্ময়।
ধনুকে টঙ্কার দেন রাম মহাশয় ॥
আস্তে-ব্যস্তে রামচন্দ্র নানা অস্ত্র এড়ে।
জাঠার অগ্নিতে বাণ ভস্ম হৈয়া উড়ে ॥
লক্ষ লক্ষ বাণ পুড়ি জাঠাগাছ আসে।
ত্রাসেতে পর্ব্বত-বাণ শ্রীরাম বরিষে ॥
পবন-বেগেতে আসে জাঠা শীঘ্রগতি।
করজোড়ে বলে তবে মাতলি সারথি ॥
ইন্দ্র পাঠাইয়াছেন দেখ শেলপাটে।
ঝাট (২) ছাড়ি সেই শেল, জাঠা পাড় কেটে ॥
মাতলির বাক্যে রাম শেলপাট এড়ে।
রাবণের জাঠাগাছ শেলে কাটি পাড়ে ॥
জাঠাগাছ কাটা গেল, রাবণের ত্রাস।
জাঠা কাটি শেল আসে শ্রীরামের পাশ ॥
জাঠা ব্যর্থ দেখি রাজা জুড়ে নাগপাশ।
সহস্র সহস্র ফণী দেখে লাগে' ত্রাস ॥

পূর্ব্বে রাম পড়িয়াছিলেন নাগপাশে।
সেই বাণ দেখে' রাম কাঁপিলেন ত্রাসে ॥
শ্রীরাম গরুড় অস্ত্র এড়ে বাহুবলে।
রাবণের নাগগণে ধ'রে ধ'রে গিলে ॥
ব্যর্থ গেল নাগপাশ, দেখি দশানন।
রামের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
সপ্তধার বাণে রাম নানা অস্ত্র কাটে।
অস্ত্র কেটে রহে রাবণের অঙ্গে ফুটে ॥
ক্রোধে করে দু-জনাতে বাণ বরিষণ।
লেখাজোখা নাহি বাণ বরিষে দুজন ॥
চক্ষু মুদি ধনুক টানয়ে দুই জনে।
অগ্নিময় দেখে' কম্প লাগে ত্রিভুবনে ॥
সূর্য্য আদি অষ্ট বসু কাঁপে রসাতল।
শূন্যেতে দেবতাগণ পলায় সকল ॥
ঘন ঘন উল্কাপাত, তারাগণ খসে।
ত্রিভুবন কম্পমান শ্রীরামের ত্রাসে ॥
শ্রীচরণ-ভরে লঙ্কা করে টলমল।
সিংহনাদে উথলিল সাগরের জল ॥
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে, মনে হেন গণি।
ধনুকের টঙ্কার বাণের ঠনঠনি ॥
রোধ হৈল চন্দ্র-সূর্য্য গমনাগমন।
দিবারাত্রি সপ্তাহ বিচ্ছেদ নাহি রণ ॥
সপ্ত দিন নাহি দেখি কে আছে কোথায়।
সুগ্রীব অঙ্গদ আদি পলাইয়া যায় ॥
নল নীল সুষেণ পলায় হনুমান্।
সসৈন্যে পলায় সবে লইয়া পরাণ ॥
শরভঙ্গ দ্বিবিদ পলায় উভরায় (৩)।
পনস কেশরী ছুটে, ফিরিয়া না চায় ॥
আপন কটকে কপি পলায় অপার।
দৃষ্টি নাহি চলে, লঙ্কা বাণে অন্ধকার ॥

---

(১) দেউটি—প্রদীপ। (২) ঝাট—শীঘ্র; অবিলম্বে। (৩) উভরায়—উচ্চৈঃস্বরে; এখানে দ্রুতবেগে।

আছাড়ি ফেলিল হাতে ছিল শালবৃক্ষ।
ঊর্দ্ধমুখে সসৈন্যেতে পলায় গবাক্ষ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ক্রোধে শমন-সমান।
ঝাঁকে ঝাঁকে ফেলে যেন যম-সম বাণ॥
পলায় রাক্ষস যত ফেলে ধনুর্ব্বাণ।
আশী কোটি ভল্লুকে পলায় জাম্ববান্॥
রাম-রাবণের যুদ্ধে নাহি লেখাজোখা।
দোঁহার অঙ্গের মাংস হৈল চাকা চাকা॥
স্বর্গে ইন্দ্রদেব কাঁপে পাতালেতে বলি।
বাণের আগুণে দীপ্ত করে রণস্থলী॥
শ্রীরাম এড়েন বাণ তারা হেন ছুটে।
রাবণের অঙ্গে তাহা কাঁটা যেন ফুটে॥
মারিলেন অগ্নি-বাণ, ঘোর শব্দ শুনে।
হেন বাণ দশানন কিছুই না জানে॥
শ্রীরাম এড়েন বাণ নামে বেড়াপাক।
রণস্থলে ফিরে যেন কুমারের চাক॥
ঝঞ্জনা পড়িছে যেন উঠে মহাশব্দ।
বাণ খেয়ে দশানন হ'য়ে রহে স্তব্ধ॥
বজ্রাঘাত সমান রামের বাণ যায়।
রাবণ নিস্তেজ হৈল সেই বাণ-ঘায়॥
গায়ের ভূষণ গেল, মুকুট মাথার।
রক্ত মাংস নাহি গায়, অস্থি চূরমার॥
অস্থি বিন্ধি রঘুনাথ করিলা জর্জ্জর।
তবু যুঝে দশানন সংগ্রাম-ভিতর॥
বিভীষণ বলে, রাম, ধর্ম্ম-অস্ত্র এড়।
রাবণের স্বর্ণপাটা ভূমে কাটি পাড়॥
কক্ষপাটা গেল কাটা রাবণ চিন্তিত।
মনে ভাবে ভগবতী ছাড়িলা নিশ্চিত॥
বিশেষ জানিনু রাম বিষ্ণু-অবতার।
জন্মিলে মরণ আছে চিন্তা কি তাহার॥
সফল জীবন মম রাম যদি মারে।
রামের সম্মুখে আজি ত্যজি কলেবরে॥
জনম সফল হবে যাব স্বর্গবাস (১)।
রামের শ্রীমুখ দেখি রাবণের হাস॥
রাবণ কহে প্রীতি-বাক্য না কব রামেরে।
দয়া উপজিলে নাহি মারিবে আমারে॥
রাবণ রামেরে বলে, ছাড় অহঙ্কার।
আজিকার রণে তোরে করিব সংহার॥
খর দূষণ নহি আমি, লঙ্কার রাবণ।
এখনি পাঠাব তোরে যমের সদন॥
শ্রীরাম বলেন, তোর কঠিন জীবন।
মম বাণ খেয়ে বেঁচে আছিস্ এখন॥
আরবার বাজে যুদ্ধ শ্রীরাম-রাবণে।
বাণের আগুন গিয়া উঠিল গগনে॥
ঘোর অন্ধকার নিশি বাণে দীপ্ত করে।
চিকুর চমকে যেন সংগ্রাম-ভিতরে॥
এড়িল শঙ্কর-বাণ রাম রঘুবর।
বুকেতে বাজিয়া রাজা হইল কাতর॥
বাণ খেয়ে দশানন অন্তরেতে কাঁপে।
পার্ব্বতীর মহাশূল এড়িলেক কোপে॥
শূল ফুটে রঘুনাথ হৈলা অচেতন।
চেতন পাইয়া করে বাণ বরিষণ॥
সহস্রাক্ষ-বাণ রামের চলে ঊর্দ্ধমুখে।
অবিলম্বে পড়ে গিয়া রাবণের বুকে॥
বাণাঘাতে মহাত্রাস পাইল রাবণ।
বিষ্ণু-মন্ত্রে গদা রাম মারেন তখন॥
কাল-চক্রে কাটে গদা রাজা দশানন।
গদা ব্যর্থ গেল, ভাবে কমল-লোচন॥
অতি ক্রোধে এড়িলেন বাণ মহাকাল।
রাবণের বুকে বিন্ধি প্রবেশে পাতাল॥

(১) রাবণের এইরূপ উক্তি বঙ্গীয় কবির বৈষ্ণবী ভক্তির স্বতঃপ্রকাশ বলিয়া মনে হয়।

পাশুপত-বাণ মারে রাজা দশানন।
বিষ্ণুচক্রে কাটিলেন শ্রীরাম তখন ॥
বাণ খেয়ে দশানন ভাবে মনে-মন।
জোড়-হাতে স্তব করে শ্রীরামে তখন ॥
হাতের ধনুক-বাণ ফেলে ভূমিতলে।
কর জুড়ি করে স্তব বস্ত্র দিয়ে গলে ॥
বিশ্বের আরাধ্য তুমি অগতির গতি।
নিদানে সৃজিতে সৃষ্টি তুমি প্রজাপতি ॥
তুমি সৃষ্টি, তুমি স্থিতি, তোমাতে প্রলয়।
কালে মহাকাল, বিশ্ব কালে কর লয় ॥
তুমি চন্দ্র, তুমি সূর্য্য, তুমি চরাচর।
কুবের বরুণ তুমি, যম পুরন্দর ॥
নিরাকার সাকার সকল রূপ তুমি।
তব মহিমার সীমা কি জানিব আমি ॥
না জানি ভকতি স্তুতি, জাতি নিশাচর।
শ্রীচরণে স্থান দান কর গদাধর ॥
তুমি হে অনাদ্য আদ্য অসাধ্য সাধন।
কটাক্ষে ব্রহ্মাণ্ড নবখণ্ড বিনাশন ॥
আখণ্ডল চঞ্চল চিন্তিয়া শ্রীচরণ।
কটাক্ষে করুণা কর কৌশল্যা-নন্দন ॥
জন্মিয়া ভারত-ভূমে আমি দুরাচার (১)।
ক'রেছি পাতক কত, সংখ্যা নাহি তার ॥
অপরাধ মার্জ্জনা কর হে দয়াময়।
কুড়ি হস্ত জুড়ি রাজা এক-দৃষ্টে রয় ॥
কুড়ি-চক্ষে বারিধারা বহে অনিবার।
রাম বলে, না হইল সীতার উদ্ধার ॥
কার্য্য নাই রাজপাটে পুনঃ যাই বনে।
রাবণ পরম ভক্ত মারিব কেমনে ॥
কেমনে এমন ভক্তে করিব সংহার।
বিশ্বে কেহ রাম-নাম না করিবে আর ॥
কেমনে মারিব বাণ ভক্তের উপর।
এত বলি ত্যজেন হাতের ধনুঃশর ॥
বিমুখ হইয়া রাম বসিলেন রথে।
ইন্দ্র আদি দেবগণ লাগিল চিন্তিতে ॥
স্তবে তুষ্ট হৈলা যদি কমল-লোচন।
তবে ত মজিল সৃষ্টি, না মৈল রাবণ ॥
এত বলি দেবগণ করিয়া যুকতি।
উত্তরিলা গিয়া যথা দেবী সরস্বতী ॥
দেবগণ বলে, মাতা, করি নিবেদন।
প্রমাদ ঘটিল বড়, না মৈল রাবণ ॥
শ্রীরামে করিল স্তব দুষ্ট নিশাচর।
স্তবে তুষ্ট হয়ে রাম ত্যজিলা সমর ॥
তুমি বৈস রাবণের কণ্ঠের উপর।
রিপুভাবে শ্রীরামে বলাও কটুস্বর ॥
এত শুনি বাগ্বাদিনী (২) চলিলা সত্বর।
বসিলেন রাবণের কণ্ঠের উপর ॥
ডাক দিয়া বলে রাবণ, শুন রঘুপতি।
প্রাণের ভয়েতে তোমা নাহি করি স্তুতি ॥
অবশ্য যুঝিব আমি, আইস সত্বর।
এক বাণে ভণ্ড বেটা, যাবি যম-ঘর ॥
শ্রীরাম বলেন, মৃত্যু ইচ্ছিলি রাবণ।
এখনি পাঠাব তোরে যমের সদন ॥
এত বলি কোপেতে কম্পিত রঘুবর।
পুনর্ব্বার তুলিয়া নিলেন ধনুঃশর ॥
পুনর্ব্বার লাগে যুদ্ধ শ্রীরাম-রাবণে।
বাণে বাণে কাটাকাটি উঠিল গগনে ॥

---

(১) লঙ্কাবাসী রাবণ "ভারত-ভূমে জন্মিয়া" কথা কেন বলিল বুঝিতে পারা যায় না। বোধ হয়, মুমুক্ষু ভারতবাসী কবির অন্তরের মুক্তি-কামনার প্রতিধ্বনি। (২) বাগ্বাদিনী—সরস্বতী।

সিংহে সিংহে পর্ব্বতে যেমন বাজে রণ।
সেইরূপ যুদ্ধ বাজে শ্রীরাম-রাবণ ॥
পঞ্চ বাণ জুড়ে রাম ধনুকের গুণে।
সে বাণ রাবণ কাটে অগ্নিমুখ-বাণে ॥
গন্ধর্ব্বাস্ত্র মারে রাম রাবণের গায়।
দশানন মোহ গেল সেই অস্ত্র-ঘায় ॥
হেনকালে যুক্তি দিলা মিত্র বিভীষণ।
ব্রহ্ম কবচ কাটি পাড়, মরুক রাবণ ॥
ব্রহ্ম-মন্ত্র পড়ি রাম ব্রহ্ম-অস্ত্র হানে।
কবচ (১) কাটিয়া পাড়ে শ্রীরামের বাণে ॥
ব্রহ্ম-কবচ কাটি রাম তীক্ষ্ণ অস্ত্র হানে।
তবু যুঝে দশানন শ্রীরামের সনে ॥
ডাক দিয়া শ্রীরামেরে বলিছে রাবণ।
কি করিতে পার রাম অতি অভাজন ॥
রাবণের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
অবশ্য রাবণ তোরে করিব বিনাশ ॥
যত বাণ মারে রাম না মরে রাবণ।
রাবণ মরিবে কিসে ভাবে নারায়ণ ॥
সন্ধান পূরিয়া রাম কালচক্র এড়ে।
রাবণের মাথা কাটি ভূমিতলে পাড়ে ॥
এক মাথা কাটা গেল দেখে দেবগণ।
আর মাথা সেই খানে উঠে ততক্ষণ ॥
আরবার রঘুনাথ অর্দ্ধচন্দ্র-বাণে।
দুই মাথা কাটিয়া পাড়িলা সেইখানে ॥
রণস্থলে রাবণের উঠে দুই মাথা।
দেখি চমৎকার হৈল সকল দেবতা ॥
আরবার রঘুনাথ এড়ি ব্রহ্মজাল।
তিন মাথা কাটি বাণ সান্ধায় পাতাল ॥
তিন মাথা কাটা গেল দেখে দেবগণ।
পুনঃ তার তিন মাথা উঠে সেইক্ষণ ॥
আরবার সন্ধান পূরিয়া রঘুবীর।
ঐষিক বাণেতে তার কাটিলেন শির ॥
চারি মাথা কাটা গেল, অতি চমৎকার।
ব্রহ্ম-বরে চারি মাথা উঠে আরবার ॥
মাথা কাটা গেল নাহি মরে লঙ্কেশ্বর।
ব্রহ্ম-অস্ত্রে পঞ্চমাথা কাটেন সত্বর ॥
পাঁচ মাথা কাটি রাম মনে আনন্দিত।
সেই পাঁচ মাথা তবে উঠে আচম্বিত ॥
আর বার রামচন্দ্র এড়ি যমদণ্ড।
মুকুট সহিত কাটে ছয়গোটা (২) মুণ্ড ॥
মাথা কাটা গেল তবু রণে নাহি টুটে।
সেইক্ষণে রাবণের ছয় মাথা উঠে ॥
ধর্ম্মচক্র বাণ রাম জুড়েন ধনুকে।
সাত মাথা কাটা গেল সর্ব্বজন দেখে ॥
সাত মাথা কাটা, তবু যুঝিছে রাবণ।
সপ্তমুণ্ড রাবণের উঠে ততক্ষণ ॥
সপ্তসার বাণে রাম অষ্টমুণ্ড কাটে।
ব্রহ্মার বরেতে তার অষ্টমুণ্ড উঠে ॥
নয় মাথা কাটিলেন রঘুনাথ কোপে।
সেইক্ষণে নয় মাথা উঠে একচাপে ॥
দশ মাথা কাটা গেল, দশ মাথা উঠে।
তথাপি রাবণ যুঝে রামের নিকটে ॥
শ্রীরাম বলেন, বেটা, বড়ই দুর্ব্বার (৩)।
মাথা কাটা গেল, তবু যুঝে আরবার ॥
অর্দ্ধচন্দ্র-বাণে রাম পূরিলা সন্ধান।
রাবণের মধ্য কাটি করে দুইখান ॥
অর্দ্ধ অঙ্গ পড়ে যেন পর্ব্বতের চূড়া।
ব্রহ্ম-বরে অর্দ্ধ-অঙ্গ অঙ্গে লাগে জোড়া ॥
তবু নাহি পড়ে রাবণ বড়ই দুর্ব্বার।
রামের উপরে করে বাণ-অবতার ॥

---

১ কবচ—বর্ম্ম, সাঁজোয়া। (২) ছয়গোটা—ছয়টা। (৩) দুর্ব্বার—দুর্জ্জয়।

রাবণের বাণে রাম জর্জ্জর-শরীর।
তথাপি সুতীক্ষ্ণ শর এড়ে রঘুবীর ॥
শতবার কাটিলেন রাবণের মাথা।
কাটিবা-মাত্রেতে উঠে, তিল নাহি ব্যথা (১) ॥
না মরে কাটিলে মাথা, যুঝয়ে রাবণ।
কৃত্তিবাস রচিলেন গীত রামায়ণ ॥

রাবণের অম্বিকা স্তব।

এত দেখি কোপে কাঁপে বীর দশানন।
চাপে (২) চড়াইয়া বাণ করে বরিষণ ॥
আচ্ছন্ন হইল রবি, নাহি চলে দৃষ্টি।
বাণ বর্ষে, যেন মেঘে বরিষয়ে বৃষ্টি ॥
বাণে বাণে ক্ষত-অঙ্গ যতেক বানর।
তাহা দেখি হনুমান্ ক্রোধিত-অন্তর ॥
লাফ দিয়া রাবণের সম্মুখে পড়িল।
বজ্রের সমান কিল রাবণে মারিল ॥
মার খেয়ে দশানন হারায় চেতন।
ধূলায় লোটায়ে করে রুধির বমন ॥
চেতন পাইয়া কীল হনুমানে মারে।
'রাম জয়' বলিয়া মারুতি বীর সারে (৩) ॥
এইরূপে কতক্ষণ হইল সংগ্রাম।
পরেতে সংগ্রাম আসি করেন শ্রীরাম ॥
বাণে বাণে ক্ষত-দেহ হৈল দু-জনার।
দশানন সমর সহিতে নারে আর ॥
অচৈতন্য হৈয়ে রাজা ধূলায় ধূসর।
অম্বিকার স্তব করে হইয়া কাতর ॥
কোথা মা তারিণী, মাতা হওগো সদয়।
দেখা দিয়া রক্ষা কর মোরে অসময় ॥
পতিত-পাবনি পাপ-হারিণি কালিকে।
দীন-জন-জননী মা জগৎ-পালিকে ॥
করুণা-নয়নে চাও কাতর কিঙ্করে।
ঠেকিয়াছি ঘোর দায় রামের সমরে ॥
আর কেহ নাহি মোর ভরসা সংসারে।
শঙ্কর ত্যজিল, তেঁই ডাকি মা তোমারে ॥
তুমি দয়াময়ী মাতা শুনেছি পুরাণে।
তুমি শক্তি, তুমি তৃপ্তি, ব্যাপ্ত সর্ব্ব-স্থানে ॥
নাম গুণ ব্যক্ত আছে এ তিন ভুবনে।
রূপ গুণ অব্যক্ত নাহিক নিরূপণে ॥
যে তব শরণ লয়, না থাকে আপদ্।
প্রমাণ ইন্দ্রের যাতে অক্ষয় সম্পদ্ ॥
আমার নাহিক আর ডাকিবার লোক।
কৃপাবলোকন করি নিবারহ শোক ॥
এইরূপে স্তব যদি করিল রাবণ।
আর্দ্র হৈল হৈমবতী, (৪) মন উচাটন ॥
অম্বিকার স্তব করে শোকার্ত্ত রাবণ।
কৃত্তিবাস গাহিলেন গীত রামায়ণ ॥

রাবণকে অম্বিকার অভয় দান।

স্তবে তুষ্টা হয়ে মাতা দিলা দরশন ॥
বসিলেন রথে কোলে করিয়া রাবণ ॥
আশ্বাস করিয়া কন, না কর রোদন।
ভয় নাই, ভয় নাই, রাজা দশানন ॥

(১) বিশ্রবা মুনি নিকষাকে বলিয়াছিলেন, এই বালকের (রাবণের) নাভিমণ্ডলে সুধাভাণ্ড আছে। যতদিন এই সুধাভাণ্ড অমৃত-পূর্ণ থাকিবে ততদিন কিছুতেই ইহার মৃত্যু হইবে না। নাভিমণ্ডলস্থ অমৃত-সংযোগে তাই রাবণের কাটা অংশ জোড়া লাগিত। (২) চাপে—ধনুকে। (৩) সারে—সবল হয়। (৪) হৈমবতী—ভগবতী।

আসিয়াছি আমি, আর কারে কর ডর।
আপনি যুঝিব যদি আসেন শঙ্কর ॥
অসিত-বরণা কালী, কোলে দশানন।
রূপের ছটার ঘটা তিমির-নাশন ॥
অলকা ঝলকা উচ্চ কাদম্বিনী কেশ।
তাহে শ্যামা রূপে নীল-সৌদামিনী বেশ ॥
কর-পদ-নখে শশী অনল প্রকাশে।
বিম্বফল-তুলিত অধরে মন্দ হাসে ॥
শোক-ভয় রাবণের গেল সেইক্ষণে।
হইল আহ্লাদ-চিত্ত দেবী-দরশনে ॥
নয়নে গলিত ধারা, সবিনয়ে কয়।
বলে, দয়াময়ী বিনে সদয়া কে হয় ॥
সাক্ষাতে করিয়া স্তব রাজা লঙ্কেশ্বর।
রাম সনে সংগ্রামে চলিল অতঃপর ॥
ছাড়ে ঘন হুহুঙ্কার গভীর গর্জ্জনে।
বাণ বরিষণ করে ভীষণ তর্জ্জনে ॥
আগুসরি যুদ্ধে এল রাম রঘুপতি।
দেখিলেন রাবণের রথে হৈমবতী ॥
বিস্ময় হইলা রাম ফেলি' ধনুর্ব্বাণ।
প্রণাম করিলা তাঁরে করি মাতৃ-জ্ঞান ॥
বিভীষণে কন তবে ত্রিলোকের নাথ।
রাবণ-বিনাশে মিতা হইল ব্যাঘাত ॥
কার সাধ্য বিনাশিতে পারে দশাননে।
রক্ষিছে রাবণে আজি হর-বরাঙ্গনে (১) ॥
ওই দেখ রাবণের রথে বিভীষণ।
জলদ-বরণী-কোলে রাজা দশানন ॥
দেখিয়া ধার্ম্মিক বিভীষণ সবিস্ময়।
প্রমাদ ঘটিল কি হইবে দয়াময় ॥

বিষণ্ণ হইয়া রাম বসিলা ভূতলে।
হইয়া বিমর্ষ সবে, ভাবিত সকলে ॥
তারা যদি করিলেন এমন ব্যাঘাত।
তবে আর কে করিবে দশাস্যে (২) নিপাত ॥
উপায় নাহিক আর, করিব কেমন।
দেখিয়া রামের চিন্তা চিন্তে দেবগণ ॥
এ সময়ে হৈমবতী কি করিলা আর।
দেবারিষ্ট-বিনাশে (৩) ব্যাঘাত চণ্ডিকার ॥
বিধাতারে কহিলেন সহস্র-লোচন।
উপায় করহ বিধি, যা হয় এখন ॥
বিধি, কন, বিধি আছে চণ্ডি-আরাধনে।
হইবে রাবণ-বধ অকাল-বোধনে ॥
ইন্দ্র-কন, কর তাই দেব পদ্মাকর।
ইন্দ্রের আদেশে ব্রহ্মা হইলা তৎপর ॥
রাবণ-বধের জন্য বিধাতা তখন।
আর শ্রীরামেরে অনুগ্রহের কারণ ॥
এই দুই কর্ম্ম ব্রহ্মা করিতে সাধন।
অকালে শরতে কৈলা চণ্ডীর বোধন ॥
দেবগণ সহিতে পূজিলা মহামায়।
এখানে চিন্তিত রাম কি করি উপায় ॥
আমা হৈতে নাহি হৈল রাবণ সংহার।
জনক-নন্দিনী সীতা না হৈল উদ্ধার ॥
মিথ্যা পরিশ্রম কৈনু সকয় বানর।
মিথ্যা কষ্টে করিলাম বন্ধন সাগর ॥
মিথ্যা করিলাম যত রাক্ষস-সংহার।
লক্ষ্মণের শক্তিশেল ক্লেশমাত্র সার ॥
অনুপায় (৪) সকলি হইল এইবার।
বিভীষণে কহেন, কি হবে মিতা আর ॥

---

(১) হর-বরাঙ্গনে—ভগবতী। (২) দশাস্যে—দশানন রাবণকে। (৩) দেবারিষ্ট-বিনাশে—দেবতাগণের অমঙ্গল দূর করিতে। (৪) অনুপায়—বৃথা।

নয়নেতে বহে জল, শুকাইল মুখ।
তাহা দেখি বিভীষণের দুঃখে ফাটে বুক॥
বলে, প্রভু, আমার নাহিক সাধ্য আর।
আমা হৈতে হৈলে হৈত উপায় ইহার॥
এত শুনি কান্দেন আপনি রঘুরায়।
ধূলায় লোটায় ছিন্ন নীলোৎপল প্রায়॥
লক্ষ্মণ কান্দিছে আর বীর হনুমান্।
সুগ্রীব অঙ্গদ নল নীল জাম্ববান্॥
রোদন করিছে সবে ছাড়িয়ে সমর।
দেখিয়া রামের দুঃখ কাতর অমর॥
ইন্দ্ররাজ বিধাতারে সবিনয়ে কয়।
শ্রীরামের দুঃখ আর প্রাণে নাহি সয়॥
অভয়া-অকৃপা হেরি শ্রীরামের ত্রাস।
লঙ্কাকণ্ডে গাহে গীত কবি কৃত্তিবাস॥

দেবীর অকাল-বোধন।

ইন্দ্রের শুনিয়া বাণী, কন কমণ্ডলু-পাণি, (১)
উপায় কেবল দেবীপূজা।
তুমি পূজি যে চরণ, জিনিলে অসুর-গণ
বোধিয়া শরতে দশভূজা॥
পূজা রাম কৈলে তার, হবে রাবণ-সংহার,
শুন সার সহস্র-লোচন (২)।
শুনি কহে সুরপতি, যাহ তুমি শীঘ্রগতি,
জানাও শ্রীরামে বিবরণ॥
প্রেমে পুলকিত-চিত, পদ্মযোনি (৩) আনন্দিত,
শ্রীরাম নিকটে উপনীত।
বিনয় করিয়া কয়, শুন প্রভু দয়াময়,
রাবণ-বধের যে বিহিত॥
ব্রহ্মার বচন শুনি, কন রাম গুণমণি,
কহ বিধি, কি উপায় করি।
মিথ্যা শ্রম করিলাম, অনুপায়ে ঠেকিলাম,
রক্ষিলা রাবণে মহেশ্বরী॥
বিধাতা কহেন, প্রভু, এক কর্ম্ম কর বিভু,
তবে হবে রাবণ-সংহার।
অকালে বোধন করি, পূজ দেবী মহেশ্বরী,
তরিবে হে এ দুঃখ-পাথার॥
শ্রীরাম কহেন তবে, কিরূপে পূজিতে হবে,
অনুক্রম (৪) কহ শুনি তার।
শ্রীরাম আপনি কয়, বসন্তে প্রশস্ত হয়,
শরৎ অকাল এ পূজায়॥
বিধি আছে নিরূপণ, নিদ্রা ভাঙ্গিতে বোধন,
কৃষ্ণা নবমীর দিনে তাঁর।
সেদিন হয়েছে গত, প্রতিপদে আছে মত,
কল্পারম্ভে সুরথ-রাজার॥
সেদিন নাহিক আর, পূজা হবে কি প্রকার,
শুক্লা ষষ্ঠী মিলিবে প্রভাতে।
কন্যারাশি মাস (৫) বটে, কিন্তু পূজা নাই ঘটে,
অত্রযোগ (৬) সব হৈল যাতে॥
বিধাতা কহেন সার, শুন বিধি দিই তার,
কর ষষ্ঠি-কল্পেতে বোধন।
ব্যাঘাত না হবে তায়, বিধি খণ্ডি পুনরায়,
কল্প-খণ্ডে সুরথ-রাজন॥
এই উপদেশ কন শুনে রাম সুখি-মন
বিধাতা গেলেন নিজ ধাম।

---

(১) কমণ্ডলু-পাণি—ব্রহ্মা। (২) সহস্র লোচন—ইন্দ্র; গুরু বৃহস্পতির অভিশাপে ইন্দ্র সহস্র কুৎসিৎ চিহ্নযুক্ত হন। পরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করায় সেই কুৎসিৎ চিহ্ন সকল চক্ষুরূপ হয়। (৩) পদ্মযোনি—ব্রহ্মা; বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি বলিয়া ব্রহ্মার এই নাম। (৪) অনুক্রম—যথাক্রম (৫) কন্যারাশি মাস—আশ্বিন মাস। (৬) অত্রযোগ—অভাব।

প্রভাতা হইল নিশা, প্রকাশ পাইল দিশা,
স্নান-দান করিলা শ্রীরাম ॥
বনপুষ্প-ফল-মূলে, গিয়া সাগরের কূলে,
কল্প কৈলা বিধির বিধান।
পূজি দুর্গা রঘুপতি, করিলেন স্তুতি নতি,
বিরচিলা চণ্ডি পূজা গান ॥
ব্রহ্মার বচন ধরি, অম্বিকার পূজা করি,
রামচন্দ্র পাইলা আশ্বাস।
ভাবি রাম-শ্রীচরণ, সুললিত রামায়ণ,
গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব

চণ্ডীপাঠ করি রাম করিলা উৎসব।
গীত নাট করে, জয় দেয় কপি সব ॥
প্রেমানন্দে নাচে আর দেবী-গুণ গায়।
চণ্ডীর অর্চ্চনে দিবাকর অস্ত যায় ॥
সায়াহ্ন-কালেতে রাম করিলা বোধন।
আমন্ত্রণ অভয়ারে বিল্বাধিবাসন (১) ॥
আপনি গড়িলা রাম প্রতিমা মৃন্ময়ী।
হইতে সংগ্রামে দুষ্ট-রাবণ-বিজয়ী ॥
আচারেতে আরতি করিলা অধিবাস।
বান্ধিলা পত্রিকা নব-বৃক্ষের বিলাস (২) ॥
এইরূপে উদ্‌যোগ করিলা দ্রব্য যত।
পদ্ধতি-প্রমাণে আছে নিয়ম যে মত ॥
অসাধ্য সুসাধ্য তাহে নাহি অনুমান।
ত্রিভুবন ভ্রমিয়া আনিল হনুমান্ ॥

গত হৈল ষষ্ঠীনিশা দিবা সুপ্রভাত।
উদয় হইল পূর্ব্বে দিবসের নাথ ॥
স্নান করি আসি প্রভু পূজা আরম্ভিলা।
বেদ-বিধি-মতে পূজা সমাপ্ত করিলা ॥
শুদ্ধ-সত্ত্ব ভাবে পূজা সাত্ত্বিকী আখ্যান।
গীত-নাট-চণ্ডীপাঠে দিবা অবসান ॥
সপ্তমী হইল সাঙ্গ, অষ্টমী আইল।
পুনর্ব্বার রঘুনাথ অর্চ্চনা করিল ॥
নিশাকালে সন্ধিপূজা (৩) কৈলা রঘুনাথ।
নৃত্য-গীত-বিভাবরী হইল প্রভাত ॥
ভক্তিভাবে দুই দিন পূজা হৈল সায়।
লঙ্কাকাণ্ডে কৃত্তিবাস রাম-গুণ গায় ॥

নবমী পূজা।

নবমীতে পূজে রাম দেবীর চরণে।
নৃত্য গীত নানামতে নিশি জাগরণে।
নবমীতে রঘুপতি, পূজিবারে ভগবতী,
উদ্‌যোগ করিলা ফল-মূল।
বেদ-বিধি-শাস্ত্র-মত, আনিলা সামগ্রী কত,
কপিগণ যোগাইছে ফুল ॥
অশোক কাঞ্চন জবা, মল্লিকা মালতী ধবা, (৪)
পলাশ পাটলি (৫) ও বকুল।
গন্ধরাজ আদি যত, বনপুষ্প নানামত,
স্থলপদ্ম কাদম্ব পারুল ॥
রক্তোৎপল শতদল, কুমুদ কহ্লার নীল, (৬)
আমলকী-পত্র পারিজাত।

---

(১) বিল্বাধিবাসন—আশ্বিনের শুক্লা ষষ্ঠী তিথির সায়ংকালে বিল্ববৃক্ষমূলে দেবীর অর্চ্চনা। (২) বিলাস-শোভা বা প্রকাশ। (৩) আশ্বিনের শুক্লা অষ্টমীর শেষ এক দণ্ড ও নবমীর প্রথম এক দণ্ডে সমাপ্য পূজা বিশেষ। (৪) ধবা—ধবামধ্যাস্ত বৃক্ষের ফুল। (৫) পাটলি—পীতবর্ণ পারুল। (৬) কহ্লার নীল—নীল সুঁদি। কোকনদ—রাঙা সুঁদি।

শেফালী করবী আর, কনক-চম্পক সার,
কোকনদ (১) সহস্রেক-পাত ॥
অতসী অপরাজিতা, যাতে দুর্গা হরষিতা,
ঝম্পক চম্পক নাগেশ্বর।
কাষ্ঠমল্লিকা দুপাটি, যাতি যূথী আচি ঝাঁটি,
দ্রোণপুষ্প মাধবী টগর ॥
তুলসী তিসী(২)ধাতকী,(৩)ভূমি-চম্পক কেতকী,
পদ্মবক কৃষ্ণকলি আর।
স্বর্ণ-যূথিকা বাঁধুলী, শীর্ষ-শিউলী আঁধুলী,
কুরুচি গোলাপ-পুষ্প সার ॥
কৃষ্ণচূড়া চমৎকার, পুষ্প রাখে ভারে-ভার,
সচন্দন কদলীর দলে।
নৈবেদ্যের আয়োজন, করিল বানরগণ,
অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব বন-ফলে ॥
শ্রদ্ধায় রামের পূজা, নৈলা দেবী দশভুজা,
কিন্তু দেবী রহিলা গোপনে।
দেখিয়া রামের ত্রাস, গায় কবি কৃত্তিবাস,
লঙ্কাকাণ্ডে গীত রামায়ণে ॥

নীলপদ্ম আনয়নের পরামর্শ।

পরম আনন্দে রাম পূজেন শঙ্করী।
সাত্ত্বিক ভাবের ভাব-বিধান (৪) আচরি ॥
তন্ত্র-মন্ত্র-মতে পূজা করে রঘুনাথ।
একাসনে সভক্তিতে লক্ষ্মণের সাথ ॥
অর্চ্চনা করিলা যদি দেব ভগবান।
থাকিতে নারিলা দেবী ঘটে অধিষ্ঠান ॥
কপটে করুণাময়ী রহিলা গোপন।
শ্রদ্ধায় রামের পূজা করিলা গ্রহণ ॥
বিধিমতে পূজা সাঙ্গ করিলা শ্রীহরি।
কিন্তু হৈল সন্দেহ, না দেখি মহেশ্বরী ॥
বিভীষণে কন রাম কি হইবে আর।
আমা প্রতি দয়া বুঝি না হইল দুর্গার ॥
বঞ্চনা করিলা দেবী, বুঝি অভিপ্রায়।
সীতার উদ্ধারে আর নাহিক উপায় ॥
নয়নে বহিছে ধারা, সশোক-অন্তর।
কান্দেন করুণাময় প্রভু পরাৎপর ॥
কাতর হইয়া তবে কন বিভীষণ।
এক কর্ম্ম কর প্রভু নিস্তার-কারণ ॥
তুষিতে চণ্ডীরে এই করহ বিধান।
অষ্টোত্তর-শত (৫) নীলোৎপল কর দান ॥
দেবের দুর্লভ পুষ্প, যথা তথা নাই।
তুষ্ট হবে ভগবতী শুনহ গোঁসাই ॥
শুনিয়া তাহার বাক্য রঘুনাথ কন।
কোথা পাব নীলপদ্ম, আনিব এখন ॥
দেবের দুর্লভ যাহা, কোথা পাবে নর।
সকলি আমার ভাগ্যে বিধান দুষ্কর ॥
কাতর দেখিয়া রামে হনূমান কয়।
স্থির হও, চিন্তা দূর কর মহাশয় ॥
দাস আছে, কেন প্রভু, চিন্তা কর মনে।
থাকে যদি নীলপদ্ম, আনিব এক্ষণে ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভ্রমিয়া ভূমণ্ডল।
এনে দিব অষ্টোত্তর-শত নীলোৎপল ॥
বিভীষণ বলে, বীর হনূমান-কাছে।
অবনীতে দেবীদহে নীলপদ্ম আছে ॥

---

(১) ঝম্পক—ঝাঁপিফুল; পাঁচটা পাবড়িযুক্ত সাদা ফুল। (২) তিসী—মসুনে ফুল। (৩) ধাতকী—ধাই ফুল। (৪) ভাব-বিধান; অনুরাগ ও শাস্ত্র-বিহিত নিয়ম। (৫) অষ্টোত্তর-শত—১০৮।

দশ বৎসরের পথ হইবে নিশ্চয়।
বীর কহে, আনি দিব নাহিক সংশয় ॥
রামচন্দ্রে প্রণমিয়া বীর হনুমান।
দেবীদহ-উদ্দেশেতে করিল পয়ান ॥
হনুর বিক্রম দেখি রামের আশ্বাস।
লঙ্কাকাণ্ড গাহিলেন কবি কৃত্তিবাস ॥

শ্রীরামের দেবীস্তব ও হনুমানের নীলপদ্ম আনয়ন।

হনুমানে পাঠাইয়া পদ্ম আনিবারে।
শ্রীরাম করেন স্তব দেবী চণ্ডিকারে ॥
দুর্গে দুঃখহরা তারা দুর্গতিনাশিনী।
দুর্গমে শরণি বিন্ধ্যগিরি নিবাসিনী ॥
দুরারাধ্যা ধ্যানসাধ্যা শক্তি সনাতনী।
পরাৎপরা (১) পরমা প্রকৃতি পুরাতনী (২) ॥
নীলকণ্ঠ-প্রিয়া নারায়ণী নিরাকারা।
সারাৎসারা মূলশক্তি সচ্চিতা (৩) সাকারা ॥
মহিষমর্দ্দিনী মহামায়া মহোদরী (৪)।
শিব-সীমন্তিনী শ্যামা শর্ব্বাণী (৫) শঙ্করী ॥
বিরূপাক্ষী (৬) শতাক্ষী শারদা শাকম্ভরী (৭) ॥
ভ্রামরী (৮) ভবানী ভীমা ধূমা (৯) ক্ষেমঙ্করী ॥
কালী কালহারা কালাকালে কর পার।
কুলকুণ্ডলিনী (১০) কর কাতরে নিস্তার ॥
লম্বোদরী দিগম্বরী কলুষনাশিনী।
কৃতান্তদলনী কাল-উরোবিলাসিনী (১১) ॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করিলা শ্রীহরি।
তুষ্টা হৈলা হৈমবতী অমর-ঈশ্বরী ॥
কিন্তু রৈলা অদৃশ্যেতে নীলপদ্ম-আশে।
রামের কমল আঁখি অশ্রুজলে ভাসে ॥
এইরূপে কতক্ষণ রহে ভগবান্।
হেথা নীলোৎপল তুলে বীর হনুমান্ ॥
অষ্টোত্তর-শত পদ্ম করি উত্তোলন।
পবন-বেগেতে বীর করে আগমন ॥
রামচন্দ্র-নিকটে আসিয়া উত্তরিল।
গণনা করিয়া রামে নীলোৎপল দিল ॥
আনন্দিত হৈলা রাম পেয়ে নীলপদ্ম।
দেবী-ভাবে বিচিত্র করিল চিত্ত-সদ্ম (১২) ॥
সঙ্কল্প করিল পদ্ম করিতে অর্পণ।
কৃত্তিবাস রচিলেন গীত-রামায়ণ ॥

---

(১) পরাৎপরা—শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ; অতি-মহতী। (২) পুরাতনী—যাঁর আদি নাই। (৩) সচ্চিতা—নিত্যচৈতন্যস্বরূপা। (৪) মহোদরী—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার উদরে আছে। (৫) শর্ব্বাণী—যিনি অবসানে সংহার করেন এমন মহাদেবের স্ত্রী; পার্ব্বতী। (৬) বিরূপাক্ষী—ত্রিনয়না। (৭) শাকম্ভরী—শাক (খাদ্য) পোষণ করেন বলিয়া দুর্গার এই নাম। (৮) ভ্রামরী—দুর্গা ভ্রমররূপ ধারণ করিয়া মহাসুরকে ছলনা করিয়াছিলেন বলিয়া দুর্গার এই নাম। (৯) ধূমা—ধূম্রবর্ণা। (১০) কুল-কুণ্ডলিনী—মূলাধার পদ্মে সর্পের মত মণ্ডলাকারে স্থিতা সার্দ্ধত্রিবৃত্তবিশিষ্টা শিবশক্তি বিশেষ; এই শক্তি নিশ্বাস-প্রশ্বাস রূপে জাগতিক জীবগণের জীবনধারিণী শক্তিরূপে বিরাজিতা আছেন। (১১) কাল-উরো-বিলাসিনী—কাল (শিব) উরঃ (বক্ষ) বিলাসিনী—দুর্গা। (১২) চিত্ত-সদ্ম—চিত্তরূপ গৃহ।

দেবী কর্ত্তৃক এক পদ্ম হরণ।

পুলকিত চিত, বিধান রচিত,
মূল-মন্ত্র-উচ্চারণে।
ক্রমে নীলোৎপল, সহস্রেক দল,
সঁপে শঙ্করী-চরণে॥
করিলেন ছল, বুঝিতে সকল,
দেবী হর-মনোহরা।
হরিলেন আর, এক পদ্ম তার,
মহেশ্বরী পরাৎপরা॥
ক্রমে পদ্ম সব, দিলেন রাঘব,
রাম জগৎ গোঁসাই।
শেষেতে বিয়োগ, হৈল অত্রযোগ,
এক পদ্ম মিলে নাই॥
হইলা বিস্মিত, চিত্ত চমকিত,
সঙ্কল্প ভঙ্গেতে ভয়।
হনুমানে কন, ব্রহ্ম সনাতন,
এ কি পবন তনয়॥
সঙ্কল্প করিয়া, বিধান রচিয়া,
শতাষ্ট আছে সংখ্যায়।
এক পদ্ম তায়, পাওয়া নাহি যায়,
ঠেকিলাম ঘোর দায়॥
যাহ পুনর্ব্বার, এক পদ্ম আর,
আন গিয়া বাছাধন।
হনুমান্ কয়, শুন মহাশয়,
শতাই আছে গণন॥
শুন হে গোঁসাই, আর পদ্ম নাই,
দেবীদহে বনমালী।
হেন লয় চিত্তে, তোমারে ছলিতে
পঙ্কজ (১) হরিলা কালী॥
আমার বিস্ময়, অন্যথা না হয়,
দেখেছি গণনাক্রমে।
নিশ্চয় তারিণী, হরিলা নলিনী,
না ভুলিও প্রভু ভ্রমে॥
পবন-নন্দন, কহিল তখন,
শুনিয়া বিস্মিত রাম।
আঁখি ছল ছল, বহে অশ্রুজল,
কান্দেন ত্রিলোক-ধাম॥
বুঝিলাম সার, কপালে আমার,
আছে কতেক যন্ত্রণা।
কৃত্তিবাস গায়, এ হেতু আমায়,
অভয়ার বিড়ম্বনা॥

শ্রীরামের পুনরায় দেবীস্তুতি।

নমস্তে সর্ব্বাণী, (২) ঈশানী ইন্দ্রাণী, (৩)
ঈশ্বরী ঈশ্বর-জায়া।
অপর্ণা (৪) অভয়া, অন্নপূর্ণা জয়া
মহেশ্বরী মহামায়া॥
উগ্রচণ্ডা উমা, আশুতোষ-রমা,
অপরাজিতা উর্ব্বশী (৫)।
রাজ-রাজেশ্বরী, রমা রণকরি,
শঙ্করী শিবা ষোড়শী॥
মাতঙ্গী বগলা, কল্যাণী কমলা,
ভবানী ভুবনেশ্বরী।
সর্ব্ব-বিশ্বোদরী, (৬) শুভা শুভঙ্করী,
ক্ষিতি-ক্ষেত্র-ক্ষেমঙ্করী (৭)॥

---

(১) পঙ্কজ—পদ্ম। (২) সর্ব্বাণী—সর্ব্ব (শিব) পত্নী দুর্গা। (৩) ইন্দ্রানী—দুর্গা। (৪) অপর্ণা—সতী শিবকে পতীরূপে পাইবার জন্য যখন তপস্যা করেন তখন তিনি পর্ণ (বৃক্ষ-পত্র) ভোজন করেন নাই; এই জন্য দুর্গার নাম অপর্ণা। (৫) উর্ব্বশী—অপরূপ রূপবিশিষ্টা। সর্ব্ব-বিশ্বোদরী—সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহার উদরে। (৭) ক্ষিতি-ক্ষেত্র ক্ষেমঙ্করী—পৃথিবী-রূপ কর্ম্মক্ষেত্রের মঙ্গলকারিণী।

সহস্র সুহস্তা, ভীমা ছিন্নমস্তা,
মাতা মহিষ-মর্দ্দিনী।
নিস্তার-কারিণী, নরক-বারিণী,
নিশুম্ভ-শুম্ভ-ঘাতিনী॥
দৈত্য-নিকৃন্তিনী (১) শিব-সীমন্তিনী,
শৈলসুতা সুবদনী।
বিরিঞ্চি-বন্দিনী, দুষ্ট-নিকন্দিনী (২)
দিগম্বরের ঘরণী॥
দেবী দিগম্বরী, দুর্গে দুর্গ-অরি,
কালিকা করাল-বেশী।
শিবা শবারূঢ়া, চণ্ডী চন্দ্রচূড়া,
ঘোররূপা এলোকেশী॥
সর্ব্ব-সুশোভিনী, ত্রৈলোক্য-মোহিনী,
নমস্তে লোল রসনা।
দিগ্বিদিগ্বসনা, (৩) সর্ব্বা শবাসনা,
বিশ্ব-বিকট-দশনা॥
শারদা বরদা, সুভদ্রা সুখদা,
অন্নদা মোক্ষদা শ্যামা।
মৃগেশ-বাহিনী, মহেশ-ভাবিনী,
সুরেশ-বন্দিনী বামা॥
কামাখ্যা রুদ্রাণী, হরা হররাণী,
হর-রমা কাত্যায়নী।
শমন-ত্রাশিনী, অরিষ্ট-নাশিনী,
দয়াময়ী দাক্ষায়ণী॥
হের মা পার্ব্বতী, আমি দীন অতি,
আপদে পড়েছি বড়।
সর্ব্বদা চঞ্চল, পদ্ম-পত্র-জল,
ভয়ে ভীত জড়সড়॥
বিপদে আমার, না হয় তোমার,
বিড়ম্বনা করা আর।
মম প্রতি দয়া, কর গো অভয়া,
ভবার্ণবে কর পার॥
প্রসীদ (৪) ভবানী, অভয়া ঈশানী,
মাগি তব শ্রীচরণ।
কৃত্তিবাস কবি, রাম পদ ভাবি,
গাহে গীত রামায়ণ॥

দেবীর প্রতি রামের স্তব।

কাতরে কহেন রাম দেবী-পদতলে।
আর্দ্রচিত্ত লোমাঞ্চিত ভাসে অশ্রুজলে॥
কৃতাঞ্জলি হৈয়ে হরি স্তুতিবাক্য কয়।
হের গো নয়নে কালী মোর অসময়॥
পরাৎপরা সারাৎসারা বিপদ্-ছেদিনী।
মহামায়া-রূপে ত্রিজগৎ আচ্ছাদিনী॥
তুমি কর্ম্ম, তুমি মূল, কর্ম্মের কারণ।
তুমি কীর্ত্তি বৃত্তি দয়া লজ্জা নিবারণ॥
সর্ব্বময়ী সর্ব্ব-আত্মা তুমি সর্ব্বশক্তি।
তোমাতে আশ্রিত জীব সংসারানুরক্তি॥
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ মা তুমি।
সজীব অজীব ব্যাপ্তি স্বর্গ সুরভূমি॥
সকলি কর মা তুমি শুভাশুভ যত।
আপদ্-সম্পদ্-ধর্ম্মাধর্ম্ম-অনুগত॥
তুমি কর্ম্মাকর্ম্ম ভোগ-মোক্ষ প্রদায়িনী।
স্ত্রী পুরুষ নপুংসক জীবসহায়িনী॥
যোগমায়া যোগে মোরে আনিলে ভূতলে॥
বিড়ম্বনা করিয়া ভাসালে শোক-জলে॥

---

(১) দৈত্য-নিকৃন্তিনী—দৈত্য-বিনাশকারিণী। (২) দুষ্ট-নিকন্দিনী—দুষ্ট দলনী। (৩) দিগ্বিদিগ্বসনা—দিক্ (পূর্ব্বাদি) বিদিক্ (ঈশানাদি কোণ) বসন যাঁহার। (৪) প্রসীদ—প্রসন্ন হও।

চিন্তামণি (১) নাম দিয়া চিন্তা সমর্পণ।
তুমি কর্ম্মে প্রয়োজক, প্রযোজ্য গণন॥
সর্ব্বভূতে সর্ব্বরূপে ভিন্ন কর দেহ।
তুমি শক্তি সর্ব্বাধারা, ছাড়া নহে কেহ॥
সংসার তোমার মায়া ছায়াবাজী-প্রায়।
তোমার এ নাট্য-খেলা পুত্তলিকা-প্রায়॥
কারে কর রাজা, কারে মন্ত্রী কর তার।
কেহ গজবাহী, কেহ গজরক্ষা কার (২)॥
কেহ দীর্ঘজীবী, কেহ অল্প দিনে পাত।
কারো শিরে ছত্র, কারো শিরে বজ্রাঘাত॥
কেহ যায় শিবিকায়, কেহ তারে বয়।
কেহ সুখী মহাভোগী, কেহ কষ্টে রয়॥
কারো স্বর্ণপাত্রে অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
কারো অন্ন নাহি মিলে, ভিক্ষায় ভক্ষণ॥
কেহ রোগী, কেহ রাগী, কেহ বলান্বিত।
কেহ সাধু, কেহ চোর, ধর্ম্মে ধর্ম্মাতীত॥
এইরূপ সংসারের কর মা স্থাপন।
আমারে ক'রেছ মাত্র দুঃখের ভাজন॥
ত্রিভুবনের দুঃখ-তাপে স্থাপিছ আমায়।
আর দুঃখ দিওনা মা, বলি গো তোমায়॥
সুখভাণ্ড (৩) অল্প হ'লো, দুঃখ তাহে ভারি।
তথাপি রাখিছ দুঃখ পূর্ব্ব না বিচারি॥
নিষেধ করি গো তাই যদি ভেঙ্গে যায়।
এ দুঃখ রাখিতে স্থান পাইবে কোথায়॥
বলে অবসন্ন আমি, যা জান তা কর।
হইয়াছি অতি জীর্ণ-শীর্ণ-কলেবর॥
শ্রীরাম-চরণাশ্রিত কবি কৃত্তিবাস।
অন্তিমে জননি, পূর্ণ করো মন-আশ॥

দেবীর প্রতি শ্রীরামের নিবেদন।

জন্মাবধি দুঃখ মোর কি কহিব আর।
তবু দুঃখ দাও, দয়া না হয় তোমার॥
ক্লেশে অবসন্ন তনু, শুন গো তারিণি।
দয়া কর দয়াময়ি পতিতোদ্ধারিণি॥
কত দুঃখ দিলে মাতা, ভেবে দেখ মনে।
রাজ্য বিনাশিয়া শেষে আনিলে কাননে॥
তথাপি নাহিক ক্ষমা অরণ্যে আনিলে।
রাবণ-দ্বারায় শেষে জানকী হরালে॥
কত কষ্টে কটক সঞ্চয় কপিগণে।
শিলা-বৃক্ষে সেতু বান্ধি সমুদ্র-তরণে॥
সীতার উদ্ধারে তারা হইনু তৎপর।
রাক্ষস নাশিনু, শেষ আছে লঙ্কেশ্বর॥
কষ্টে রণ করিলাম, হরের অঙ্গনা।
তথাপি আপনি কালী করিছ বঞ্চনা॥
করিলাম অর্চ্চনা মা অকাল-বোধনে।
তবু না হইল কৃপা মোর আরাধনে॥
শেষে শ্যামা নীলপদ্মে পূজিব চরণ।
শত-অষ্ট সঙ্কল্পেতে করিনু রচন॥
তার মধ্যে কৃপণতা করিলে মোহিনী।
হরিলে গো হর-রাণী সঙ্কল্প-নলিনী (৪)॥
আমি দীন হীন ক্ষীণ অতি অভাজন।
হের মা নয়ন-কোণে মানস পূরণ॥
নীলপদ্ম দেখাইয়া পূর্ণ কর ফল।
না সয় যাতনা আর জীবন বিকল॥
এইরূপে রামচন্দ্র করেন বিনয়।
তথাপি তারার তাহে সাক্ষাৎ না হয়॥
কান্দিয়া শ্রীরঘুনাথ হইলা অস্থির।
বক্ষ মুখ বহিয়া পড়িছে অশ্রুনীর॥

---

(১) চিন্তামণি—অভীষ্ট ধন। (২) গজরক্ষা-কার—গজরক্ষাকারী; মাহুত। (৩) সুখভাণ্ড—সুখের পাত্র। (৪) সঙ্কল্প-নলিনী—সঙ্কল্প-পদ্ম; যে পদ্ম সঙ্কল্প করিয়া দেবতার উদ্দেশে দেওয়া হয়।

লক্ষ্মণ কান্দেন আর বীর হনূমান্।
সুগ্রীব সুষেণ বিভীষণ জাম্ববান্॥
শ্রীরাম কহেন, সবে কিবা দেখ আর।
বুঝিনু নিশ্চয় সীতা না হবে উদ্ধার॥
যাহ মিতা সুগ্রীব, স্ব-গণে ল'য়ে যাও।
মিছে আর কেন কাঁদ, মিছে মুখ চাও॥
বিভীষণে রাজ্য দিব অযোধ্যা-ভুবনে।
রাখিব যতনে তাকে সত্যের পালনে॥
ঝাঁপ দিব জলে আমি সমুদ্র-ভিতর।
এত বলি কান্দে রাম সশোক-অন্তর॥
আকুল হইয়া রামে সকলে বুঝায়।
কৃত্তিবাস বিরচিল মধুর ভাষায়॥

দেবীর নিকট শ্রীরামের বর-প্রার্থনা।

শ্রীরামে কাতর দেখি কহে হনূমান্।
কেন এত ব্যাকুলতা হেরি ভগবান্॥
সাধিব সকল কর্ম্ম আমি আপনার।
মারিয়া রাবণে সীতা করিব উদ্ধার॥
এইরূপে সকলেতে বুঝায় তখন।
না শুনি কাহারো কথা করেন রোদন॥
শিরে করাঘাত করি করেন হুতাশ।
বলেন কেবল, মোর সকলি নিরাশ॥
ভাবিতে ভাবিতে রাম করিলেন মনে।
'নীল-কমলাক্ষ' মোরে বলে সর্ব্বজনে॥
নয়ন-যুগল মোর ফুল্ল (১) নীলোৎপল।
সঙ্কল্প করিব পূর্ণ বুঝিয়ে সকল॥
এক চক্ষু দিব আমি দেবীর চরণে।
এত বলি কহে রাম অনুজ লক্ষ্মণে॥
আর কিবা দেখ ভাই, করি কি এখন।
না হৈল দুর্গার কৃপা, বিফল জীবন॥
কমল-লোচন মোরে বলে সর্ব্বজনে।
এক চক্ষু দিব আমি সঙ্কল্প পূরণে॥
এত বলি তূণ (২) হৈতে লইলেন বাণ।
উপাড়িতে যান চক্ষু, করিতে প্রদান॥
কান্দিতে কান্দিতে রাম করেন স্তবন।
দেবীর হইল দুঃখ দেখিয়া রোদন॥
চক্ষু উপাড়িতে রাম বসিলা সাক্ষাতে।
হেনকালে কাত্যায়নী ধরিলেন হাতে॥
কি কর কি কর প্রভু, জগৎ-গোঁসাই।
সঙ্কল্প তোমার পূর্ণ, চক্ষু নাহি চাই॥
কাতরে শ্রীরাম কন দেবীরে তখন।
অবিরত জল-ধারে ভাসিছে নয়ন॥
ভাল দুঃখ দিলে মাতা পেয়ে অসময়।
কিন্তু জননীর মত কাজ এ ত নয়॥
পুত্র প্রতি মাতৃস্নেহ সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
মোর পক্ষে মীন-ভুজঙ্গের মাতা (৩) প্রায়॥
ঠেকেছি বিষম দায় জানকী-উদ্ধারে।
অনুমতি কর মাতা রাবণ-সংহারে॥
যা করিলে সে ভাল, বারেক ফিরে চাও।
শবে অস্ত্রাঘাত, মিথ্যা আক্ষেপ বাড়াও॥
ভরসা তোমার আর না কর নিরাশ।
আশা আছে, আশ্বাসেতে দাও মা আশ্বাস॥
কাল-নিবারিণী কালী কালের মোহিনী।
প্রকৃতি পরমেশ্বরী পরমশোভিনী॥

---

(১) ফুল্ল—বিকাশিত। (২) তূণ—বাণ রাখিবার পাত্র। (৩) মীন ভুজঙ্গের মাতা- মৎস্য ও সর্পের মাতা ডিম্ব প্রসব করিয়া ডিম্বের বা ডিম্ব-প্রসূত বাচ্চার কোনো সংবাদ রাখে না; অপিচ সদ্যোজাত বাচ্চাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। এস্থলে রামচন্দ্র জগজ্জননী দুর্গার উপর অভিমান করিয়া এইরূপ অনুযোগ করিয়াছেন।

অশন বিহনে তনু অতি শীর্ণ মোর।
কৃত্তিবাস কহে, মা, দুঃখের নাহি ওর ॥

দেবীর নিকটে শ্রীরামের বরলাভ ও দশমী-পূজান্তে দেবী-বিসর্জ্জন।

রামের বচন শুনি, বিষাদে হরিষ গণি,
স্তুতিবাক্যে কাত্যায়নী কন।
শুন প্রভু দয়াময়, অখিল-ব্রহ্মাণ্ড-চয়-
পতি তুমি ব্রহ্ম-সনাতন ॥
তুমি আদি ভগবান্, অখণ্ড-কাল-সমান,
বিশ্ব রহে তব লোমকূপে।
তুমি চরাচর-গতি, অচ্যুত অব্যয় অতি,
ব্যাপকতা পরমাণু-রূপে ॥
মায়ায় মনুষ্য তুমি, চতুর্ব্বাহু আসি ভূমি,
নাশিতে রাক্ষস দুরাচার।
ভব-ভাব্য (১) প্রভু হও, কভু কোন্ ভাবে রও,
শুদ্ধ-তত্ত্ব কে জানে তোমার ॥
তোমার জানকী যিনি, পরমা প্রকৃতি তিনি,
রাবণের কি সাধ্য হরিতে।
সীতা-হরণের ছলে, সেতু বান্ধি সিন্ধুজলে,
রাক্ষসেরে বিনাশ করিতে ॥
দেখহ মনে বিচারি, রাবণ তোমার দ্বারী,
পূর্ব্বে ছিল বৈকুণ্ঠ-নগরে।
ব্রহ্ম-শাপে ধরা এল, শত্রু-ভাবেতে পাইল,
তেঁই প্রভু তুমি ধরা' পরে (২) ॥
অকালে-বোধনে পূজা, কৈলে তুমি দশভুজা,
বিধিমতে করিলা বিন্যাস।
লোকে জানাবার জন্য, আমারে করিতে ধন্য,
অবনীতে করিলে প্রকাশ ॥
রাবণে ছাড়িনু আমি, বিনাশ করহ তুমি,
এত বলি হৈলা অন্তর্দ্ধান।
নাচে গায় কপিগণ, প্রেমানন্দে নারায়ণ,
নবমী করিলা সমাধান ॥
দশমীতে পূজা করি, বিসর্জ্জিয়া মহেশ্বরী,
সংগ্রামে চলিলা রঘুপতি।
আদেশ পাইয়া রাম, সিদ্ধ হৈল মনস্কাম,
চণ্ডী-লীলা মধুর ভারতী ॥

বৃহস্পতির চণ্ডীপাঠ ও হনুমান্ কর্ত্তৃক চণ্ডীর শ্লোক লোপকরণ।

সংগ্রাম করিতে হরি, চলিলা ধনুক ধরি,
তাহা দেখি যত দেবগণ।
ইন্দ্রেরে কহিয়া সবে, পবনেরে কহি তবে,
পাঠাইলা রামের সদন ॥

---

(১) ভব-ভাব্য—শিবের চিন্তনীয়। (২) জয়-বিজয় নামক ভগবানের দুই সহচর নিঃশ্রেয়স্ নামক উদ্যানে প্রহরীর কাজ করিত। একদিন ব্রহ্মার মানস-পুত্রগণ ভগবানের দর্শনার্থী হইয়া ঐ উদ্যানে সমাগত হইলে তাঁহাদের নগ্নবেশ দেখিয়া উক্ত জয়-বিজয় তাঁহাদিগকে বাধা দেয়। তজ্জন্য উক্ত মুনিগণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া অভিশাপ দেন—"তোমরা কাম, ক্রোধ, লোভের বশীভূত হইয়া পাপ-যোনিতে জন্মগ্রহণ কর।" ইহাতে জয়-বিজয় অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া মুনিগণের প্রসন্নতার জন্য স্তব করিতে থাকে এবং জিজ্ঞাসা করে কখন্ তাহাদের মুক্তি হইবে? মুনিগণ বলেন,—"যদি তোমরা ভগবানের মিত্রভাবে জন্মগ্রহণ কর, তবে সাত জন্মের পর তোমাদের মুক্তি হইবে; আর যদি শত্রুভাবে জন্মগ্রহণ কর, তবে তিন জন্মের পর তোমরা শাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে।" এই কথা শুনিয়া জয়-বিজয় সত্বর মুক্তি পাইবার আশায় শত্রুভাবে জন্মিবার বর প্রার্থনা করে। এই শাপ-ফলে জয়-বিজয় জন্মান্তরে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ভাগবত।

বিশেষ কহিলা দণ্ডী, (১) অশুদ্ধ করিতে চণ্ডী,
পরামর্শ দিলা রঘুবরে।
শুনিয়া দৈব-বচন, (২) বিভীষণে রাম কন,
পাঠাইতে পবন-কুমারে ॥
শ্রীরামের আজ্ঞা পায়, বীর হনূমান্ ধায়,
উত্তরে নিমিষে হাঁটি বাট।
যথা গুরু বৃহস্পতি, হয়ে অতি শুদ্ধমতি,
এক-মনে করে চণ্ডীপাঠ ॥
মক্ষিকার রূপ ধ'রে, চাটিলেক দ্বি-অক্ষরে,
দেখিতে না পায় বৃহস্পতি।
অভ্যাস আছিল তায়, পড়িল অবহেলায়,
হনূমান্ সচিন্তিত অতি ॥
ছাড়ি মক্ষি-কলেবরে, আপনি বিক্রম ধরে,
দেখি গুরু পাইলেন ভয়।
রঙ্গে ভঙ্গ দেয় পাঠ, চক্ষে নাহি দেখে বাট,
হনূমান্ পুঁথি কেড়ে লয় ॥
প্রথম মাহাত্ম্য স্তোক(৩) পুছে ফেলে তিন শ্লোক
চণ্ডী হৈল অশুদ্ধ তখন।
রাবণে নিরাশ করি, রণ ছাড়ি মহেশ্বরী,
কৈলাসেতে করিলা গমন ॥
স্তব করি দশানন, কান্দে কত শোক-মন,
ফিরে না চাহিল মহেশ্বরী।
হেথা রাম এল রণে, ইন্দ্র-রথ-আরোহণে,
বিজয়-কোদণ্ড করে ধরি ॥

হনূমান্ কর্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ।

রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব ধার্ম্মিক বিভীষণে।
চারিজনে যুক্তি করে, রাবণ না জানে ॥
দশানন ভাবে, রাম বুঝিতে না পারে।
পলাইয়া যাবে বুঝি ত্যজিয়া সীতারে ॥
এতেক ভাবিয়া রাজা সুস্থ কৈল বুক।
এখনো পাইলে সীতা দুঃখোপরি সুখ ॥
মরিয়াছে ইন্দ্রজিৎ সে মহীরাবণ।
সীতা পেলে সব দুঃখ হয় নিবারণ ॥
এত ভাবি দশানন হরষিত রহে।
শ্রীরামের উপদেশে বিভীষণ কহে ॥
পূর্ব্ব কথা এক প্রভু হইল স্মরণ।
তপস্যা করিনু যবে ভাই তিন জন ॥
বর দিতে পদ্মযোনি আইলা যখন।
চাহিল অমর বর রাজা দশানন ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, শুন ওহে নিশাচর।
না মাগ অমর বর, চাহ অন্য বর ॥
দশানন বলে, অন্য বর নাহি চাই।
অতুল ঐশ্বর্য্য ধনে কিছু কার্য্য নাই ॥
ব্রহ্মা বলে, দশানন, দুঃখ কেন ভাব।
প্রবন্ধেতে (৪) দিয়া বর অমর করিব ॥
দশমুণ্ড কুড়ি হস্ত কাটা যদি যায়।
তথাপি তোমার মৃত্যু নাহি হবে তায় ॥
খণ্ড খণ্ড করি যদি কাটে কলেবর।
তাহে তুমি না মরিবে, শুন নিশাচর ॥
সংগ্রামের রীতি এই শুন দশানন।
আকিঞ্চন করে মাথা করিতে ছেদন ॥
হস্তপদ কাটি ফেলে মারি তীক্ষ্ণশর।
অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করে কলেবর ॥
অতএব তোরে বলি শুন দশানন।
কর-পদ-মুণ্ডচ্ছেদে না হবে মরণ ॥
কাটা মুণ্ড জোড়া লাগিবেক তব স্কন্ধে।
সহজে অমর হবে বরের প্রবন্ধে ॥
মর্ম্মে যবে ব্রহ্ম-অস্ত্র পশিবে তোমার।
তখন রাবণ তব হইবে সংহার ॥

(১) দণ্ডী—যম। (২) দৈব বচন—দেবতার কথা। (৩) স্তোক—স্তুতি। (৪) প্রবন্ধেতে—কৌশলক্রমে।

অন্য অস্ত্র না হইবে প্রবিষ্ট শরীরে।
তোমার যে মৃত্যু-অস্ত্র র'বে তব ঘরে॥
সৃজন করেছি আমি সেই ব্রহ্ম-বাণ।
ধর ধর দশানন, রাখ তব স্থান॥
বিপক্ষে এ অস্ত্র যদি পায় কোনমতে।
প্রহার করয়ে যদি তোমার মর্ম্মেতে॥
তখনি মরিবে তুমি সন্দ (১) তাহে নাই।
তোমার এ মৃত্যু-অস্ত্র রাখ তব ঠাঁই॥
বর শুনে অস্ত্র পেয়ে তুষ্ট দশানন।
স্বস্থানে রাবণ গেল, বাল্মীকিতে কন॥
সেই বাণ রাখিয়াছে মন্দোদরী রাণী।
কোথায় রেখেছে অস্ত্র কিছুই না জানি॥
এই কথা বিভীষণ কহে শ্রীরামেরে।
আর এক মত কথা কহে মতান্তরে॥
সেই অস্ত্রে নাভিদেশ ভেদিবে যখন।
তখন সে রাবণের হইবে পতন॥
কোন মতান্তরে বলে, শিব দিলা বর।
রাবণে রাখিবে শিব সংগ্রাম-ভিতর॥
হস্ত পদ দেহ মুণ্ড কাটা যাবে যবে।
কুড়ায়ে শঙ্কর ল'য়ে অঙ্গ জোড়া দিবে॥
পুরাণ অনেক মত কে পারে কহিতে।
বিস্তারিয়া কহি শুন বাল্মীকির মতে (২)॥
বিভীষণ কহিলেন রামের গোচরে।
রাবণের মৃত্যু-বাণ রাবণের ঘরে॥
সে অস্ত্র আনিতে কারো নাহিক শকতি।
রাম বলে, না মরিবে লঙ্কা-অধিপতি॥
যে বাণ আনিতে যোগ্য কে আছে এমন।
কোথা আছে সে বাণ না জানে বিভীষণ॥
মন্দোদরী-নিকটেতে আছয়ে নির্ঘাস (৩)।
সে বাণ আনিলে হয় রাবণ-বিনাশ॥
মন্দোদরী-অন্তঃপুর ভয়ঙ্কর স্থান।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ নিকটে না যান॥
রাবণের ভয়ে তথা না বহে পবন।
সে স্থান হইতে বাণ আনে কোন্ জন॥
এত যদি কহিল রাক্ষস বিভীষণ।
হেনকালে উপনীত পবন-নন্দন॥
হনুমান্ বলে, কেন ভাব রঘুমণি।
আমি গিয়া মৃত্যুবাণ আনিব এখনি॥
রাম বলে, বহু শ্রম কৈলে বারংবার।
না হ'ল রাবণ-বধ, সকলি অসার॥
হনুমান্ বলে, প্রভু, কর আশীর্ব্বাদ।
এখনি আনিব বাণ কিসের প্রমাদ॥
এত বলি রঘুনাথে প্রণাম করিয়া।
জাম্ববান্-সুগ্রীবের পদধূলি লৈয়া॥
ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে করিল প্রবেশ।
মায়া করি হৈল বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণের বেশ॥
কক্ষতলে পাঁজি-পুঁথি, ডান হস্তে বাড়ি।
কপালেতে দীর্ঘ ফোঁটা যায় গুড়ি গুড়ি॥
লোলিত চক্ষের মাংস, পাকা সব কেশ।
মলিন হ'য়েছে মাংস ছাড়ি গণ্ডদেশ॥
কুশমুষ্টি কুশাঙ্গুরী যজ্ঞসূত্র গলে।
'রাবণ রাজার জয়' ঘন ঘন বলে॥
জ্যোতিষ-গণনে আমি বড়ই পণ্ডিত।
এই বলি রাণীর অগ্রেতে উপস্থিত॥
পার্ব্বতীর আরাধনে ছিল মহারাণী।
চারিদিকে বেড়ি দশ হাজার সতিনী॥
বৃদ্ধ দ্বিজ দেখি রাণীর পুলকিত মন।
বৈস বৈস বলি দিল রত্ন-সিংহাসন॥
রাণী দিল সিংহাসন, তাহে না বসিয়ে।
কক্ষে ছিল কুশাসন বসিল বিছায়ে॥

(১) সন্দ—সন্দেহ। (২) বাল্মীকি রামায়ণে এ প্রসঙ্গের উল্লেখ নাই। (৩) নির্ঘাস—ঠিক।

দ্বিজ বলে, আমি বড় জ্যোতিষে পণ্ডিত।
চিরকাল চিন্তা করি রাবণের হিত ॥
নর-বানরেতে আসি পাড়িল প্রমাদ।
রাজার হউক জয়, করি আশীর্ব্বাদ ॥
প্রত্যহ জ্যোতিষ গ'ণে দেখি পূর্ব্বাপর।
কি করিতে পারিবেক নর ও বানর ॥
যেই ধন মন্দোদরি, আছে তব ঘরে।
শত রামে রাবণের কি করিতে পারে ॥
মন্দোদরী বলে, হেন আছয়ে কি ধন।
দ্বিজ বলে, দেখিলাম করিয়া গণন ॥
জ্যোতিষ-গণনে জানি যত সমাচার।
রাজার জীবন-মৃত্যু গৃহেতে তোমার ॥
প্রবন্ধে রাবণ রাজা হয়েছে অমর।
প্রকাশিয়া না কহিবে কাহারও গোচর ॥
এতেক কহিয়া উঠে চলে দ্বিজবর।
কহে রাণী মন্দোদরী করি জোড়কর ॥
কি ধন গৃহেতে মম আছয়ে এমন।
জ্যোতিষেতে কি দেখিলে করিয়া গণন ॥
দ্বিজ বলে, মন্দোদরি, কোরোনা ছলনা।
বড় অসম্ভব বিদ্যা আমার গণনা ॥
লঙ্কাপুরে যে দ্রব্য আছয়ে যেখানেতে।
ব'লে দিতে পারি, যদি গণি খড়ি পেতে ॥
সে সকল কথায় নাহিক প্রয়োজন।
কহিলাম যেখানে গোপনে সেই ধন ॥
ব্রহ্মা আসি কহে যদি তোমার সাক্ষাতে।
প্রকাশিয়ে সে কথা না বল কোনমতে ॥
বিপ্রের বচনে রাণী হইল বিস্ময়।
সামান্য গণক এই দ্বিজবর নয় ॥
এত ভাবি মন্দোদরী কহে দ্বিজবরে।
লুকায়ে রেখেছি তাহা পরম আদরে ॥
দ্বিজ বলে, তুষ্ট হ'লেম তোমার বচনে।
সাবধানে রেখ যেন কেহ নাহি শুনে ॥
এত বলি দ্বিজবর চলিল সত্বরে।
পাদ দুই গিয়া পুনঃ দাণ্ডাইল ফিরে ॥
দ্বিজবর কহে শুন রাণী মন্দোদরি।
যত কহ, তবু তুমি হীনবুদ্ধি নারী ॥
রেখেছ গোপনে সত্য, মিথ্যা কথা নয়।
তথাপি তোমার বাক্য না হয় প্রত্যয় ॥
ঘরভেদী বিভীষণ যে দারুণ বৈরী।
প্রমাদ ঘটাতে পারে কুমন্ত্রণা করি ॥
বিভীষণ-অজ্ঞাত লঙ্কাতে নাহি স্থান।
কিরূপে রাবণ রাজা পাবে পরিত্রাণ ॥
মন্দোদরী বলে, দ্বিজ, না ভাব অন্তরে।
বিভীষণের সাধ্য হৈত থাকিলে বাহিরে ॥
পরমহিতৈষী তুমি রাজার পক্ষেতে।
বিশেষ না কব কেন তোমার সাক্ষাতে ॥
তব আশীর্ব্বাদে তাহা কে লইতে পারে।
রেখেছি জড়িত এই স্তম্ভের ভিতরে।
বিশেষ নারীর মুখে শুনিয়া মারুতি।
ভাঙ্গিল স্ফটিক-স্তম্ভ মারি এক লাথি ॥
ভাঙ্গিতে স্ফটিক-স্তম্ভ দৃষ্ট হৈল বাণ।
বাণ ল'য়ে লাফ দিল বীর হনুমান্ ॥
নিজ মূর্ত্তি ধরি গিয়া বসিল প্রাচীরে।
আর এক লাফে গেল রামের গোচরে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুন্দর।
দিল হনূ রামে রাবণের মৃত্যুশর ॥

রাবণ-বধ।

বাণ দিয়ে রঘুনাথে করিল প্রণাম।
মহানন্দে হনুমানে কোল দেন রাম ॥

'রাম-জয়' শব্দ করি ডাকিছে বানর।
কেহ বলে মার মার, কেহ বলে ধর ॥
শ্রীরাম বলেন, রাবণ কি ভাবিছ বসে।
মরণ নিকটে তোর যুদ্ধ দেহ এসে ॥
এত বলি দিলা রাম ধনুকে টঙ্কার।
শ্রীরাম-রাবণে যুদ্ধ বাজে আরবার ॥
হইল বিষম যুদ্ধ না যায় গণন।
মহাকোপে বাণবৃষ্টি করিছে রাবণ ॥
মাতলি সারথি বাণে হইল অস্থির।
বাণে বাণ নিবারণ কৈলা রঘুবীর ॥
শূন্যপথে থাকিয়া অমরগণ দেখে।
মৃত্যুবাণ রঘুনাথ জুড়িলা ধনুকে ॥
হংসাকৃতি বাণের যে মুখের আকার।
বাণ দেখে' দেবগণে লাগে চমৎকার ॥
কনক-রচিত বাণ ভুবন প্রকাশে।
বাণের মুখেতে অগ্নি রহে গুপ্ত-বেশে ॥
পশুপতি বৈসেন বাণের মধ্যখানে।
চালনা করেন উন-পঞ্চাশ পবনে ॥
ধরাধর গোড়াতে বিরাজে নিরন্তর।
অলক্ষিতে যম রহে বাণের উপর ॥
বাণের গর্জ্জনে ত্রিভুবনে লাগে ডর।
পর্ব্বত উপাড়ি পড়ে, উথলে সাগর ॥
কৃষ্ণবর্ণ বাণের সকল অঙ্গজ্যোতি।
তিলেকেতে বিনাশিতে পারে বসুমতী ॥
নানা পুষ্পমাল্য দিয়া বাণগোটা সাজি।
মন্ত্র পড়ি রঘুনাথ বাণ-ব্রহ্ম পূজি ॥
মৃত্যু-অস্ত্র রঘুনাথ জুড়ে মন্ত্রবলে।
ধূম উঠে বাণ-মুখে ব্রহ্ম-অগ্নি জ্বলে ॥

মহাশব্দ করিয়া সঘনে গর্জ্জে বাণ।
দেখিয়া যে রাবণের উড়িল পরাণ ॥
চিনিল রাবণরাজা দেখি মৃত্যুবাণ।
জানিল যে এই বাণে বাহিরিবে প্রাণ ॥
বিশ্বামিত্র স্মরি বাণ ছাড়ে রঘুবীর (১)।
রাবণের বুকে বিন্ধি কৈল দুই চির ॥
ছট্‌ফট্ ক'রে রাজা পড়ে ভূমিতলে।
ব্রহ্মাদি দেবতা দেখে গগনমণ্ডলে ॥
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের বরুণ পুরন্দর।
দেবতা তেত্রিশ কোটি হ'য়ে একত্তর ॥
কাণাকাণি যুক্তি করে যত দেবগণ।
কেহ বলে, এইবারে মরিল রাবণ ॥
হস্ত পদ নাহি নড়ে, মরিল নিশ্চয়।
কেহ বলে, রাবণের নাহিক প্রত্যয় ॥
কতবার মরে বেটা আরবার বাঁচে।
মনে করি কপট-ভাবেতে (২) প'ড়ে আছে।
কি জানি এবার যদি না মরে রাবণ।
তবে রাবণের হাতে না র'বে জীবন ॥
অরি-ভাবে কার্য্য নাহি, না যাব নিকটে।
রাবণের চিতাধূম যাবৎ না উঠে ॥
শিব-দূত বিষ্ণু-দূত সন্দ করি চায়।
বেঁচে আছে ব'লে কেহ নিকটে না যায় ॥
ম'রেছে রাবণ ব'লে কেহ কেহ হাসে।
বেঁচে আছে ব'লে কেহ পলায় তরাসে ॥
কেহ বলে, রাবণ পড়িল কতবার।
দশ মাথা কাটা গেল না হ'ল সংহার ॥
রামায়ণে বাল্মীকি লিখিল পূর্ব্বকালে।
'মহাশয়ন' (৩) করিবে রাবণ রণস্থলে ॥

(১) বিশ্বামিত্র রামের অস্ত্র-গুরু। রাবণের প্রতি মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করিবার কালে গুরু স্মরণ স্বাভাবিক। (২) কপট-ভাবে—ছল করিয়া। (৩) মহাশয়ন—মৃত্যু। শঙ্খ তৈল মাংস বৈদ্য জ্যোতিষী দ্বিজ যাত্রা পথ নিদ্রা শয়ন প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের পূর্ব্বে মহৎ শব্দের প্রয়োগে প্রকৃষ্টার্থ না বুঝাইয়া বিশেষার্থ বুঝায়। এই জন্যই 'মহাশয়ন' শব্দের অর্থ মৃত্যু।

কি কর কি কর প্রভু, জগৎ-গোসাই।
সংকল্প তোমার পূর্ণ, চক্ষু নাহি চাই॥—৫১৯ পৃঃ

শূন্যপথে পবন ও ইন্দ্র—৫২৪ পৃঃ

রাবণ মরিবে হেন নাহিক পুরাণে।
অতএব না মরিবে ভাবি হেন মনে॥
কোন দেব বলে, রাবণের মৃত্যু আছে।
অমর হইতে বর পাইল কার কাছে॥
জানিল বাল্মীকি মুনি পুরাণানুসারে।
রাবণ দুর্জ্জয় হবে বিখ্যাত সংসারে॥
ভয়ে মুনি রাবণের মৃত্যু নাহি লেখে।
কি জানি রাবণ রুষ্ট হয় পাছে দেখে'॥
মনে মুনি জানে রাবণ হইবে দুর্জ্জয়।
প্রকাশিয়ে মৃত্যু লেখা উপযুক্ত নয়॥
রাবণের মৃত্যু মুনি লিখিলা সঙ্কেতে।
এবার ম'রেছে রাবণ সন্দ নাই তাতে॥
নির্ণয় করিতে নারে যত দেবগণে।
হেনকালে রঘুনাথ ভাবিলেন মনে॥
আমার পরম ভক্ত রাজা দশানন।
শাপেতে রাক্ষস-যোনি হয়েছে এখন॥
শরাঘাতে জর জর পড়ে রণস্থলে।
একবার দরশন দিব এই কালে॥
এখনি মরিবে রাবণ নাহিক সন্দেহ।
মৃত্যুকালে দেখা দিয়া মুক্ত করি দেহ॥
লক্ষ্মণেরে পাঠাইয়া জানিব সন্ধান।
সেই রূপ আছে, কি হ'য়েছে দিব্যজ্ঞান॥

রাবণের নিকট শ্রীরামের রাজনীতি-শিক্ষা।

এত ভাবি রঘুনাথ কহেন লক্ষ্মণে।
কহি এক উপদেশ শুন সাবধানে॥
রাজার বংশেতে জন্ম লভি দুই ভাই।
চির দিন বনবাসে ভ্রমিয়া বেড়াই॥
কতদিন বঞ্চিলাম মুনিগণ সনে।
রাজনীতি কিছু না শিখিনু পিতৃস্থানে॥
অরণ্যেতে বধিলাম তাড়কা রাক্ষসী।
বিবাহ করিয়া দোঁহে অযোধ্যায় আসি॥
রাজনীতি শিখিবার সাধ ছিল মনে।
সে আশা নিরাশ হ'ল বিধি-বিড়ম্বনে॥
পিতৃসত্য পালিতে আসিতে হৈল বনে।
বনে বনে চৌদ্দবর্ষ ফিরি দুই জনে॥
ভল্লুক বানর ল'য়ে বনে বনে ফিরি।
কে শিখাবে রাজনীতি, কোথা শিক্ষা করি॥
অযোধ্যা নগরে গিয়া পাব রাজ্য-ভার।
নাহি জানি ধর্ম্মাধর্ম্ম রাজ-ব্যবহার॥
কে শিখাবে রাজধর্ম্ম, যাব কার কাছে।
অযোধ্যা-নগরে লোক নিন্দা করে পাছে॥
রাবণ প্রবীণ (১) রাজা, ব্যাখ্যা করে সবে।
ক'রেছে অধর্ম্ম-কর্ম্ম রাক্ষস স্বভাবে॥
রাজ-কীর্ত্তি-কর্ম্মে রাবণ পরম পণ্ডিত।
রাজনীতি রাবণেরে জিজ্ঞাস কিঞ্চিৎ॥
এখনি যাইবে রাজা দেহ পরিহরি।
জিজ্ঞাসহ নীতিবাক্য গোটা দুই চারি॥
অমূল্য রতন যদি অস্থানেতে রয়।
গ্রহণ করিতে পারে, শাস্ত্রে হেন কয়॥
শ্রীরামের আজ্ঞা পেয়ে লক্ষ্মণ সত্বর।
উপনীত হৈল যথা লঙ্কার ঈশ্বর॥
ব্রহ্ম-অস্ত্রে আকুল লঙ্কার অধিপতি।
লক্ষ্মণে দেখিয়া করে সকরুণ স্তুতি॥
দশানন বলে, শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
এ সময়ে একবার দেহ শ্রীচরণ॥
বহু যুদ্ধ করিলাম হইয়া বিবাদী।
শত শত অপরাধে আমি অপরাধী॥

---

(১) প্রবীণ—বহুদর্শী।

অপরাধ মার্জ্জনা করহ মহাশয়।
উপস্থিত এই মোর আসন্ন সময় ॥
লক্ষ্মণ বলেন, দোষ নাহিক তোমার।
যোগাযোগ (১) যত দেখ, লিপি বিধাতার ॥
লঙ্কার ঈশ্বর তুমি, পরম পণ্ডিত।
পাঠালেন রাম মোরে সুধাইতে নীত (২) ॥
লক্ষ্মণের বাক্যে কহে রাজা লঙ্কেশ্বর।
কোন্ নীতি সংসারেতে রাম-অগোচর ॥
রাজনীতি আমি বল কি কব রামেরে।
তবে যদি আজ্ঞা দেন কহিতে আমারে ॥
সেবকের মুখে যদি করেন শ্রবণ।
দয়া ক'রে একবার দেন দরশন ॥
ভক্তিহীন হইয়াছি, বাহিরায় প্রাণ।
যাইতে না পারি আমি প্রভু-বিদ্যমান ॥
দয়া ক'রে যদি রাম আসেন এখানে।
যাহা জানি রাজনীতি নিবেদি চরণে ॥
এতেক শুনিয়া তবে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
শ্রীরামের অগ্রে আসি সবিশেষ কন ॥
রাজনীতি আমারে না কহে দশানন।
বাঞ্ছা আছে তোমারে করিতে দরশন ॥
করিয়া অনেক স্তুতি কহিল আমারে।
উঠিতে না পারে রাবণ বিষম-প্রহারে ॥
স্তুতিবাক্যে কহিলেক আমার সাক্ষাতে।
একবার আনিয়া দেখাও রঘুনাথে ॥
রাবণের সাক্ষাতে আইলা রঘুপতি।
বুঝি রাবণের মন উঠি শীঘ্রগতি ॥
উঠিতে শকতি নাই রাজা দশাননে।
ভক্তিভাবে প্রণাম করিল মনে মনে ॥
আঘাতে আকুল অঙ্গ, বাক্য নাহি সরে।
বিনয় করিয়া কথা কয় ধীরে ধীরে ॥
রামের সর্ব্বাঙ্গ রাজা করে নিরীক্ষণ।
সাক্ষাৎ বিরাট-মূর্ত্তি ব্রহ্ম-সনাতন ॥
মায়াতে মানব-দেহ বিশ্বময় তুমি।
তোমার মহিমা প্রভু, কি জানিব আমি ॥
অনাথের নাথ তুমি পতিত-পাবন।
দয়া ক'রে মস্তকেতে দেহ শ্রীচরণ ॥
চিরদিন আমি দাস চরণে তোমার।
শাপেতে রাক্ষস-কুলে জনম আমার ॥
মহীতলে ভ্রমিতে হয়েছে তিন জন্ম।
আসুরিক বুদ্ধে নাহি জানি ধর্ম্মাধর্ম্ম ॥
অপরাধ ক্ষমা কর গোলোকের পতি।
অনাদি পুরুষ তুমি আপনা-বিস্মৃতি (৩) ॥
রাজনীতি তোমারে কি কব রঘুবর।
সংসারেতে যত নীতি তোমার গোচর ॥
রাম বলে, যে কহিলে সকলি প্রমাণ।
তথাপি শুনিতে হয় আছয়ে বিধান ॥
প্রাচীন ভূপতি তুমি অতি বিচক্ষণ।
বাহুবলে জিনেছ সকল ত্রিভুবন ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম রাজকর্ম্ম তোমার বিদিত।
তব মুখে কিঞ্চিৎ শুনিব রাজ-নীত ॥
দশানন বলে, মম সংশয় জীবন।
কহিতে বদনে নাহি নিঃসরে বচন ॥
যতক্ষণ বাঁচি প্রাণে আছি সচেতন।
কহিব কিঞ্চিৎ নীতি করহ শ্রবণ ॥
করিতে উত্তম কর্ম্ম বাঞ্ছা যবে হবে।
আলস্য ত্যজিয়া তাহা তখনি করিবে ॥
অলসে রাখিলে কর্ম্ম পুনঃ হওয়া ভার।
কহি শুন রঘুনাথ প্রমাণ তাহার ॥
একদিন আসি আমি স্বর্গপুর হৈতে।
যমপুরী দৃষ্ট হৈল থাকি নিজ রথে ॥

(১) যোগাযোগ—মিলন ও মিলনাভাব। (২) নীত—নীতি; উপদেশ। (৩) ৩৬১ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

শূন্য হৈতে দেখিলাম যমের ভুবন।
তিন দ্বারে নানা স্থানে আছে সাধুজন॥
দেখিলাম দক্ষিণেতে পাতকীর থানা।
দিবা কিবা রাত্রি, কিছু নাহি যায় জানা॥
অন্ধকারে চৌরাশীটা নরকের কুণ্ড।
তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড॥
পরিত্রাহি ডাকে পাপী বিষম-প্রহারে।
না দেয় তুলিতে মাথা, যমদূত মারে॥
তাহা দেখি বড় দয়া হইল মনেতে।
ঘুচাব পাপীর দুঃখ শমনের হাতে॥
পাপীর দুর্গতি আর দেখা নাহি যায়।
এত ভাবি সেই দিন এলেম লঙ্কায়॥
পুরাব নরক-কুণ্ড নিত্য করি মনে।
আজি-কালি করিয়া রহিল বহু দিনে॥
হেলায় রহিল প'ড়ে, না হয় পূরণ।
তার পর তব সঙ্গে বাজিল এ রণ॥
কুণ্ড পুরাইতে যবে করিনু মনন।
তখনি পুরালে পূর্ণ হইত সে পণ॥
হেলায় রাখিনু ফেলে, না হইল আর।
মনের সে দুঃখ মনে রহিল আমার॥
আর এক কথা শুন নিবেদন করি।
লবণ-সমুদ্র-মাঝে স্বর্ণ-লঙ্কা-পুরী॥
এক দিন মনেতে হইল এই কথা।
সপ্তটি সমুদ্র সৃষ্টি ক'রেছেন ধাতা॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত আদি সমুদ্র থাকিতে।
কেন আছি লবণ-সমুদ্র-সলিলেতে॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আমার করতল।
সিঞ্চিয়া ফেলিব লবণ-সমুদ্রের জল॥
ক্ষীরোদ-সমুদ্র এনে রাখিব এখানে।
এই কথা চিরদিন আছে মোর মনে॥
যখন মনেতে হয় মনে করি করি।
অন্য কর্ম্মে থাকি, সিন্ধু সিঞ্চিতে পাসরি॥
এইরূপে হেলাতে অনেক দিন গেল।
তদন্তরে তব সঙ্গে সংগ্রাম বাজিল॥
সমুদ্র সেচন করা না হইল আর।
মনের সে দুঃখ মনে রহিল আমার॥
অতএব এই কথা শুন রঘুমণি।
মনে হ'লে শুভকর্ম্ম করিবে তখনি॥
হেলায় রাখিলে কোন কার্য্য নাহি হয়।
আর এক কথা কহি শুন মহাশয়॥
নাগ নর ভূচর খেচর আদি সর্ব্ব।
ভূত প্রেত পিশাচাদি আছয়ে গন্ধর্ব্ব॥
ব্রহ্মার সৃষ্টিতে আছে দেবগণ যত।
যাইতে অমর-পুরে সকলে বাঞ্ছিত॥
সকলের শক্তি নাই যাইতে সেথায়।
কেহ কেহ দৈব-শক্তি-অনুসারে যায়॥
এ শক্তিবিহীন যারা আছে পৃথিবীতে।
স্বর্গপুরে যাইতে না পারে কদাচিতে॥
মনে মনে সাধ করে যাইতে অমরে।
দৈব-শক্তি-হীন তারা যাইতে না পারে॥
দেখি দুঃখ তাহাদের, ভাবিনু অন্তরে।
কিরূপে যাইতে জীব পারে স্বর্গপুরে॥
অনায়াসে যেতে সব পারে দেবলোকে।
নির্ম্মাব স্বর্গের পথ বিশ্বকর্ম্মা ডেকে॥
করিব এমন পথ সব যেন উঠে।
পৃথিবী অবধি স্বর্গে ক'রে দিব পৈঠে॥
থাকিবে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি ব্যাপিয়া সংসার।
ত্রিভুবনে সবে যশ ঘুষিবে আমার॥
তখনি করিতাম যদি হৈল যবে মনে।
কোন্‌কালে কার্য্যসিদ্ধি হৈত এত দিনে॥

হেলায় রাখিতে, হৈল বহুদিন গত।
তার পর তব সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত ॥
অতএব শুভকর্ম্ম শীঘ্র করা ভাল।
হেলায় রাখিয়া যে বাসনা বৃথা হ'লো ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন লঙ্কা অধিপতি।
শুভ কর্ম্ম শীঘ্র করা এই সে যুকতি ॥
সুকৃত কর্ম্মের কথা কহিলে বিস্তর।
পাপকর্ম্ম পক্ষে কিছু কহ অতঃপর ॥
পাপকর্ম্ম হেলা ক'রে রাখা যে জন্যেতে।
বলহ তাহার নীতি আমার সাক্ষাতে ॥
শীঘ্র কৈলে পাপকর্ম্ম কি হবে দুর্গতি।
বিস্তার করিয়া কহ সেই রাজ-নীতি ॥
দশানন বলে, তাহা কহিতে বিস্তর।
কত আর বিস্তারিয়ে কব রঘুবর ॥
পাপকর্ম্ম অনেক ক'রেছি চিরদিন।
কহিতে না পারি তনু প্রহারেতে ক্ষীণ ॥
আছয়ে অনেক কথা আমার মনেতে।
কত কব রঘুনাথ তোমার সাক্ষাতে ॥
এক কথা কহি, রাম, দেখ বিদ্যমান।
লক্ষ্মণ কাটিল সূর্পণখার নাক-কাণ ॥
সে-ই এসে উপদেশ কহিল আমারে।
তাহার বুদ্ধিতে আমি সীতা আনি হ'রে ॥
সূর্পণখা কান্দিলেক চরণেতে ধ'রে।
মন হৈল সীতারে হরিয়া আনিবারে ॥
একবার ভাবিলাম আপন মনেতে।
আজি নহে, কালি সীতা আনিব পশ্চাতে ॥
আবার বিচার করি দেখিলাম ভেবে।
হেলায় রাখিলে পাছে আনা নাহি হবে ॥
সীতা হরি আনি, এই যুক্তি করি সার।
সীতা হেতু সর্ব্বনাশ হইল আমার ॥
এক লক্ষ পুত্র মোর সওয়া লক্ষ নাতি।
আপনি মরিনু শেষে লঙ্কা-অধিপতি ॥
যদি সীতা আনিতাম ভেবে-চিন্তে মনে।
তবে কেন সবংশে মরিব তব বাণে ॥
হেলাতে না হরি সীতা রাখিতাম ফেলে।
তবে মোর সংহার না হৈত কোনকালে ॥
যাহা জানি কহিলাম কিছু নীতি-কথা।
কহিতে কহিতে জিহ্বা হইল জড়তা ॥
রাবণের প্রাণ তবে হইল বাহির।
আকুল বিংশতি-আঁখি-তারা হ'ল স্থির ॥
শ্রীচরণ দৃষ্টি করি প্রাণ ত্যাগ কৈল।
জয় জয় শব্দ হেন সুরপুরে হৈল ॥

বিভীষণের বিলাপ।

আমার আর কেহ নাহি ভবে।
(ওরে দয়াল রামের চরণ বিনে।)
দারা পুত্র পরিবার, কেবা কোথা রবে,
আসিয়ে শমন-দূত যখন বাঁধিবে।
ছেড়ে সংসার-মায়া ভাব মন রাঘবে ॥ ধ্রু ॥

রাবণ পড়িল, দেবগণ হরষিত।
নৃত্য করে অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব গায় গীত ॥
রাবণ পড়িল, রাম কপি-পানে চান।
পলাইয়া ছিল কপি এল বিদ্যমান ॥
রথখান কাড়ি লৈল বীর হনূমান্।
অঙ্গদ লইল গদা দিয়ে এক টান ॥
কর্ণের কুণ্ডল লৈল নীল সেনাপতি।
হাতের বলয় লয় নল মহামতি ॥
কেহ কেহ কাড়ি লয় মুকুটের ফুল।
কেহ উপাড়য়ে দাড়ি গোঁপ আর চুল ॥

রাবণে দেখিতে সবে করে মারামারি ।
পড়িল রাবণ-রাজা জগতের বৈরী ॥
রাম বলে, কপিগণ, হও একপাশ ।
রাবণে দেখিব আমি,আছে অভিলাষ ॥
রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব সঙ্গেতে বিভীষণ ।
রাবণ নিকটে তবে গেলা ততক্ষণ ॥
পর্ব্বত জিনিয়া অঙ্গ ধরণী লোটায় ।
দেখিয়া দয়াল রাম করে হায় হায় ॥
তাহা দেখি বিভীষণ রাবণে কৈল কোলে ।
কান্দিতে কান্দিতে শোকে বিভীষণ বলে ॥
ত্রিভুবন জিনিলে ভাই নিজ বাহুবলে ।
সেই অহঙ্কারে ভাই রামে না চিনিলে ॥
না বুঝিয়া সীতাদেবী লঙ্কাতে আনিলে ।
লক্ষ্মীরে করিয়া চুরি সবংশে মজিলে ॥
মরণ করিলে সার, নাহি দিলে সীতা ।
পায়ে ধ'রে সাধিলাম, না শুনিলে কথা ॥
সবংশে আপনি এবে হারাইলে প্রাণ ।
না শুনিলে মম বাক্য হ'য়ে হতজ্ঞান ॥
আপনার দোষে মৈলে, কলঙ্ক আমার ।
কার পরে দিয়া যাহ লঙ্কা-অধিকার ॥
বিভীষণ বলে, রাম, যুক্তি বল সার ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তোমার অধিকার ॥
ধার্ম্মিক হইয়া ভাই ধর্ম্ম নষ্ট করে ।
মৃত্যু লাগি সীতা আনে লঙ্কার ভিতরে ॥
চিরদিন ভাই মোর পূজিল শিবেরে ।
মরণ-সময়ে শিব না চাহিল ফিরে ॥
হিত বুঝাইতে মোরে ভাই মারে লাথি ।
তখনি জানিনু ভাইয়ের ঘটিল দুর্গতি ॥
পুরী শূন্য করি ভাই ত্যজিল জীবন ।
তোমা বিনা গতি আর নাহি নারায়ণ ॥
বিভীষণের রোদনে শ্রীরাম দুঃখ-মন ।
রাম বলে, না কান্দ ধার্ম্মিক বিভীষণ ॥
ভুবন জিনিয়া সুখ ভুঞ্জিল অপার ।
পড়িয়া আমার বাণে গেল স্বর্গদ্বার ॥
রাম-বাক্যে বিভীষণ সম্বরে ক্রন্দন ।
কৃত্তিবাস বিরচিল গীত রামায়ণ ॥

মন্দোদরীর বিলাপ ।

একবার বদন তুলে ফিরে হে চাও,
উঠ উঠ লঙ্কার অধিকারী ।
আমার শূন্য হ'লো লঙ্কা-পুরী ॥
ওহে ত্যজে শয্যা মনোহর,
কেন ধূলায় ধূসর কলেবর ॥ ধ্রু ॥

অন্তঃপুরে জানাইল পড়িল রাবণ ।
দেখিবারে ধাইল যতেক নারীগণ ॥
রকত উৎপল জিনি কোমল চরণ ।
রণস্থলে ছুটে যায় হ'য়ে অচেতন ॥
রাবণে বেড়িয়া কান্দে চৌদ্দ হাজার নারী ।
শশধরে যেন তারাগণ আছে ঘেরি ॥
সোণার কমল অঙ্গ ধূলাতে মগন ।
মন্দোদরী কান্দে ধরি স্বামীর চরণ ॥
আমারে ছাড়িয়া প্রভু, যাহ কোন্ স্থানে ।
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে ॥
কেন বা আনিলে সীতা এ কাল-সাপিনী ।
স্বর্ণলঙ্কা-পুরে না রহিল এক প্রাণী ॥
কি কাজ করিল তব শঙ্কর-শঙ্করী ।
রাম-লক্ষ্মণ সংহারিল স্বর্ণ-লঙ্কা-পুরী ॥

আপদ্ পড়িলে দেখ কেহ কার নয়।
সীতার কারণে হ'ল এতেক প্রলয় ॥
সূর্পণখা ভগ্নী তব হইল শমন।
তার বাক্যে আনি সীতা হারালে জীবন ॥
ভুবনের বীর প্রভু পড়ে তব বাণে।
প্রাণ হারাইলে নর-বানরের রণে ॥
কারে দিয়া গেলে এ কনক-লঙ্কা-পুরী।
কারে দিয়া যাহ প্রভু রাণী মন্দোদরী ॥
অতুল বৈভব তব গেল অকারণে।
সব ছারখার হৈল তোমার বিহনে ॥
পতি পুত্র মরিল, কেমনে প্রাণ ধরি।
ধরণী লোটায়ে কান্দে রাণী মন্দোদরী ॥
বিভীষণ বলে, শুন রাণী মন্দোদরি।
আর না বিলাপ কর, চল অন্তঃপুরী ॥
এত বলি বিভীষণ রাণী নমস্কারে।
আপনি সকল জ্ঞাত, দৈবে যত করে ॥
সীতা দিতে কহিলাম করিয়া মিনতি।
সভা-বিদ্যমানে মোরে মারিলেন লাথি ॥
পদাঘাতে হইলাম জলনিধি পার।
সকল বৃত্তান্ত তুমি জানহ আমার ॥
এতেক বচন যদি কহে বিভীষণ।
জুড়িল সে মন্দোদরী দ্বিগুণ ক্রন্দন ॥

শ্রীরামের নিকটে মন্দোদরীর অবৈধব্য বরলাভ।

রাবণের মুণ্ড কোলে কান্দে মন্দোদরী।
দশ হাজার সতিনীতে প্রবোধিতে নারি ॥
না কান্দ না কান্দ রাণী, মন কর স্থির।
তোমার ক্রন্দনে সবার বুক হয় চির ॥
মন্দোদরী বলে, রাজা মারিল যে জনে।
সেই জনে একবার দেখিব নয়নে ॥
মনুষ্য নহেন রাম দেব নারায়ণ।
অবশ্য দেখিব আমি তাঁহার চরণ ॥
বস্ত্র না সম্বরে রাণী আউদর-চুলী (১)।
শ্রীরামে দেখিতে যায় হ'য়ে উতরোলী (২) ॥
কটক-বেষ্টিত ব'সে আছেন শ্রীরাম।
হেনকালে মন্দোদরী করিল প্রণাম ॥
সীতা-জ্ঞানে রামচন্দ্র রাণী মন্দোদরী।
'জন্মায়তী (৩) হও' বলি আশীর্ব্বাদ করি ॥
রামের চরণে রাণী বলে ততক্ষণ।
হেন বর দিলে কেন কমল-লোচন ॥
চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী সমুদ্র যদি ছাড়ে।
তবু রঘুনাথ তব বাক্য নাহি নড়ে ॥
শ্রীরামেরে মন্দোদরী পরিচয় দিল।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিরচিল ॥

মন্দোদরীর আত্মপরিচয় দান ও অবৈধব্য-বিষয়ক ব্যবস্থা।

সংসারে অসীমা, যাঁহার মহিমা,
শুনেছ ময়দানব।

---

(১) আউদর-চুলী—অসংবৃত-কুন্তলা। অত্যন্ত শোকে যে স্ত্রীর চুলগুলি উদর পর্য্যন্ত এলাইয়া পড়িয়াছে। (২) উতরোলী—ব্যাকুলা। (৩) জন্মায়তী—চির-সধবা।

যাঁর মহাশেলে, ত্রিভুবন টলে,
লক্ষ্মণের পরাভব ॥
তাঁহার নন্দিনী, রাবণ-ঘরণী,
নাম মম মন্দোদরী।
এলেম চরণ, করিতে দর্শন,
ত্যজিয়া যে অন্তঃপুরী ॥
শুন মহাশয়, জানিমু নিশ্চয়,
তুমি ত্রিদিবের নাথ।
লঙ্কার ঈশ্বরী, নাম মন্দোদরী,
কহি করি জোড়হাত ॥
দেবের ঈশ্বর, দেব পুরন্দর,
পরাভব হাতে যার।
সেই ইন্দ্রজিৎ, দেবে মানে ভীত,
আমি যে জননী তার ॥
'জন্মায়তী' করি বর দিলে হরি,
এ বচন নহে আন (১)।
স্বামী মোর হত, আমার আয়ত, (২)
কিরূপে কর বিধান ॥
তুমি সত্যবাদী, ওহে গুণনিধি,
মিথ্যা নহে তব বাণী।
দারুণ প্রহারে, মারিয়ে পতিরে,
কি কথা কহ আপনি ॥
সূর্য্য-বংশ-জাত, প্রভু রঘুনাথ,
কহেন লজ্জিত অতি।
সত্য মোর কথা, রাবণের চিতা,
জ্বালিয়ে রাখ আয়তী ॥
শুন মন্দোদরী, যাহ নিজ পুরী,
মনে না কর বিলাপ।
মোর হাতে ম'রে, গেল সুরপুরে,
খণ্ডিল সকল পাপ ॥
শুন মোর বাণী, গৃহে যাও রাণী,
দুঃখ না ভাবিহ সতী।
রাবণের চিতা, রহিবে সর্ব্বথা,
চিরকাল রবে আয়তী ॥
রহিবেক চিতা, মিথ্যা নহে কথা,
শুন মন্দোদরী-রাণী।
আয়তী স্বভাবে, সর্ব্বকাল রবে,
মিথ্যা না হইবে বাণী ॥
রামের বচনে, প্রবোধিয়া মনে,
রাণী যায় ততক্ষণ।
লঙ্কাকাণ্ড গীত, ভাষা সুললিত,
কৃত্তিবাস-বিরচন ॥

রাবণের মুক্তি।

রামের স্থানেতে বর পেয়ে মন্দোদরী।
প্রণতি করিয়া রামে গেল নিজ পুরী ॥
রাবণে বধিয়া দুঃখ পাইমু অপার।
না ধরিব ধনু রাম কৈলা অঙ্গীকার ॥
রাম বলে, বিভীষণ, না ভাবিহ মনে।
আপনার দোষে মৈল রাজা দশাননে ॥
রাবণের অগ্নিকার্য্য কর বিভীষণ।
আর কেহ নাহি তার করিতে তর্পণ ॥
ক্রন্দন সম্বর মিতা, শুন মম বাণী।
রাবণ-তর্পণ তুমি করহ এখনি ॥
রামের আজ্ঞায় যায় সৎকার করিতে।
নানা দ্রব্য বস্ত্র আনে ভাণ্ডার হইতে ॥
বিশদ চন্দন কাষ্ঠ আনে ভারে-ভার।
অগুরু চন্দন আনে, নানা গন্ধসার ॥

---

(১) আন—বৃথা। (২) আয়ত—অবৈধব্য।

পর্ব্বত সমান বীর দুর্জ্জয় শরীর।
রাবণে বহিতে এল সহস্রেক বীর ॥
সকল রাক্ষস এসে রাবণেরে ধরে।
পর্ব্বত-সমান বীর তুলিবারে নারে ॥
দুর্জ্জয়-প্রতাপ হনূমান্ মহাবীর।
কোলে করি ল'য়ে গেল সাগরের তীর ॥
রাবণেরে স্নান করাইল সিন্ধুজলে।
সুগন্ধি চন্দন লেপে কণ্ঠ-বাহুমূলে ॥
দিব্যবস্ত্র পরাইল সোণার পইতা।
সাগরের কূলে থুলে রাবণের চিতা ॥
হাতে অগ্নি করিয়া কান্দেন বিভীষণ।
দশ-মুখে অগ্নি দিয়া পোড়ায় রাবণ ॥
রাবণের চিতা-ধূম উঠে ততক্ষণ।
মুক্ত হ'য়ে গেল রাবণ বৈকুণ্ঠ-ভুবন ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুসার।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন রাবণ-উদ্ধার ॥

বিভীষণের রাজ্যাভিষেক।

একবার ডাক মন রাম-নাম বলিয়ে রে।
দেখ এ তিন ভুবনে, সীতানাথ বিনে,
কে আর তারিবে তোমারে ॥ ধ্রু ॥

রণে অবসর পেয়ে কমল-লোচন।
লক্ষ্মণ সহিত গিয়া বসিল তখন ॥
ইন্দ্রের মাতলি আসি মাগিল মেলানি।
মাতলিরে কহিলেন সুমধুর বাণী ॥
দেবরাজে কহিবে আমার পরিহার (১)।
তাঁর শত্রু রাবণেরে করিনু সংহার ॥
রামেরে প্রণাম করি মাতলি চলিল।
রামের বচন গিয়া ইন্দ্রেরে কহিল ॥
সুগ্রীবে দেখিয়া রাম হরষিত-মন।
বাহু পসারিয়া তারে দিলা আলিঙ্গন ॥
তুমি হেন মিতা হও জন্মজন্মান্তরে।
ভুবন জিনিতে পারি পাইলে তোমারে ॥
তোমার প্রসাদে হইলাম সিন্ধু পার।
তোমার প্রসাদে সীতা করিনু উদ্ধার ॥
এক ধার আমার র'য়েছে শুধিবার।
বিভীষণে না দিলাম লঙ্কা-অধিকার ॥
এবে বিভীষণে করি লঙ্কা-অধিপতি।
চারিযুগে থাকিবেক আমার সুখ্যাতি ॥
আমার বচন মিত্র, কর আগুসার।
বিভীষণে দেহ শীঘ্র লঙ্কা-অধিকার ॥
হনূমান্ অঙ্গদ প্রভৃতি কপিবর।
সবে কর বিভীষণে লঙ্কার ঈশ্বর ॥
শ্রীরামের আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক কোন্ জনা।
বিভীষণ রাজা হবে করিল ঘোষণা ॥
নানাবিধ রত্নধন যেখানে আছিল।
রাক্ষস-বানরে সব বহিয়া আনিল ॥
গন্ধর্ব্বে ওষধি দিল, নানা তীর্থজল।
লঙ্কামাঝে স্ত্রী-পুরুষে গাইল মঙ্গল ॥
গায়কেতে গীত গায় নটে করে নাট।
শুভক্ষণে বিভীষণে দেন রাজ্যপাট ॥
আপনি মাথায় জল ঢালেন লক্ষ্মণ।
'রাম-জয়' শব্দ করে যত কপিগণ ॥
নানাশব্দ বাদ্য বাজে শুনিতে সুন্দর।
আনন্দেতে নৃত্য করে সকল বানর ॥
এক লক্ষ দগড়, ত্রিলক্ষ করতাল।
দুই লক্ষ ঘণ্টা বাজে শুনিতে বিশাল ॥

(১) পরিহার—প্রার্থনা, নিবেদন।

ভেউরি ঝাঁঝরি বাজে, তিন লক্ষ কাড়া।
চারি লক্ষ জয়ঢাক, ছয় লক্ষ পড়া ॥
বাজিল চৌরাশী লক্ষ শঙ্খ আর বীণা।
তিন লক্ষ তাসা বাজে দামামার সানা (১) ॥
ঢেমচা খেমচা বাজে তিন লক্ষ ঢোল।
তিন লক্ষ পাখোয়াজ বিস্তর মাদল ॥
জয়ঢাক রামকাড়া বাজে জগঝম্প।
শুনিয়া বাছের শব্দ ত্রিভুবন কম্প ॥
বাজিল রাক্ষসী-ঢাক পঞ্চাশ হাজার।
দুন্দুভি ডমরু শিঙ্গা সংখ্যা করা ভার ॥
তুরী ভেরী খঞ্জনী খমক আর বাঁশী।
দগড়ে রগড় (২) দিতে লক্ষ লক্ষ কাঁশী ॥
টিকারা টঙ্কার আর চৌতারা মোচঙ্গ।
বাছ শুনি বানরের বেড়ে গেল রঙ্গ ॥
'রাম-জয়' শব্দ করে যত কপিগণ।
বিভীষণে অভিষেক কৈলা নারায়ণ ॥
ছত্র-দণ্ড দিলা আর স্বর্ণ-লঙ্কা-পুরী।
অভিষেক করি দিল রাণী মন্দোদরী ॥
বিভীষণ রাজা হৈল, রাজ্যখণ্ড সুখী।
রহিল রামের কীর্ত্তি, বিভীষণ সাক্ষী ॥
পুনর্ব্বার শ্রীরাম কহিলা বিভীষণে।
মন্দোদরী লাগি কিছু না ভাবিহ মনে ॥
মন্দোদরী দিব তোমার মম অঙ্গীকার।
রাজ-স্ত্রী রাজাতে লয় আছে ব্যবহার ॥
অতএব না ভাবিও মিত্র বিভীষণ।
রাণী মন্দোদরী তোমায় দিলাম এখন ॥
লঙ্কাপুরে ভূপতি হইল বিভীষণ।
কৃত্তিবাস বিরচিল গীত রামায়ণ ॥

হনুমান কর্ত্তৃক সীতা-সমীপে রাবণ-বধ-বার্ত্তা জ্ঞাপন।

পাত্র মিত্র ল'য়ে রাম বসিল দেওয়ানে।
সীতারে আনিতে পাঠাইল হনুমানে ॥
সীতারে আনিতে যায় পবন-নন্দন।
হনুরে প্রণাম করে নিশাচরগণ ॥
সবে বলে আচম্বিতে এল হনুমান্।
না জানি কাহার এবে লইবে পরাণ ॥
এই কথা নিশাচর ভাবে মনে-মন।
হনুমান্ প্রবেশিল অশোকের বন ॥
সীতারে দেখিয়া হনু নোঙাইল মাথা।
জোড়হাতে কহে বীর শ্রীরামের কথা ॥
দুষ্ট নিশাচর দিল তোমারে এ তাপ।
সবান্ধবে পড়িল রাবণ মহাপাপ ॥
রাম পাঠাইয়া দিলা মোরে তব পাশ।
সমাচার কহিবারে মনেতে উল্লাস ॥
হনুর নিকটে শুনি এতেক কাহিনী।
আনন্দ-সাগরে ভাসে সীতা-ঠাকুরাণী ॥
হনুমান্ বলে, মাতা, কি ভাবিছ মনে।
শুভ কথার উত্তর না দেহ কি কারণে ॥
সীতা বলে, যে বার্ত্তা কহিলে হনুমান্।
নাহি ধন তাহার সদৃশ দিতে দান ॥
যদ্যপি তোমারে করি রাজ্য-অধিকারী।
তথাপি তোমার ধার শুধিবারে নারি ॥
হনু বলে, রাজ্য-ধনে নাহি প্রয়োজন।
রাজ্য-ধন সব মাতা তব শ্রীচরণ ॥
তবু যদি দান দিবে সীতা ঠাকুরাণী।
এই দান তব স্থানে মাগি গো জননি ॥

---

(১) সানা—শব্দ। (২) রগড়—ঘর্ষণ বা কৌতুক ; এখানে সুর-তালের সমন্বয় করা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

তোমার রক্ষক আছে রাবণের চেড়ী।
আমার সাক্ষাতে তোমা উঠাইত বাড়ি ॥
করিয়াছে তোমার দুর্গতি অপমান।
এ সবার প্রাণ লব, মাগি এই দান ॥
দন্ত উপাড়িয়া চুল ছিঁড়ি গোছে গোছে।
আছাড়িয়া প্রাণ লব বড় বড় গাছে ॥
সমুদ্রের তীরে আছে বালি খরশান।
তাতে মুখ ঘসাড়িয়া লইব পরান ॥
শুনিয়া হনূর বাক্য যত চেড়ীগণ।
ভয়ে সব চেড়ী ধরে সীতার চরণ ॥
চেড়ী সব বলে, শুন, সীতা ঠাকুরাণী।
হনূমান্ প্রাণ লয় রাখ গো আপনি ॥
জানকী বলেন, তুমি বিচারে পণ্ডিত।
যত দুঃখ পাই আমি কপালে লিখিত ॥
মহাবীর হনূ তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি।
স্ত্রীবধ করিয়া কেন রাখিবে অখ্যাতি ॥
যত দিন ছিল চেড়ী রাবণ অধীন।
ততদিন মোরে দুঃখ দেছে নিশিদিন ॥
এখন সে সবংশেতে মরেছে রাবণ।
চেড়ীগণ করে এবে আমার সেবন ॥
কহিবে আমার দুঃখ শ্রীরামের স্থানে।
প্রণাম করিব গিয়া রামের চরণে ॥
চলিলেন হনূমান্ সীতার বচনে।
কহিল সকল কথা শ্রীরামের স্থানে ॥
যে সীতার লাগিয়া করিলা মহামার।
সে সীতার হইয়াছে অস্থি চর্ম্ম সার ॥
চেড়ীর তাড়নে সীতার কণ্ঠাগত প্রাণ।
তবু রাম বিনা তাঁর মনে নাহি আন ॥
এত যদি কহিলেক পবন-নন্দন।
শ্রীরাম বলেন, সীতা আনে কোন্ জন ॥
সীতারে আনিতে তবে চলে বিভীষণ।
কৃত্তিবাস মন-সুখে গাহে রামায়ণ ॥

সীতার রাম-সম্ভাষণে যাত্রা ও সীতাকে মন্দোদরীর অভিশাপ দান।

এত ভাবি রঘুনাথ বিচারিয়া মনে।
সীতারে আনিতে পাঠাইলা বিভীষণে ॥
চলিলেন বিভীষণ রামের বচনে।
মাথা নোঙাইল গিয়া সীতার চরণে ॥
বিভীষণ বলে, মাতা, নিবেদি চরণে।
তোমারে যাইতে হৈল রাম-দরশনে ॥
আনিল সুবর্ণ-দোলা রতনে মণ্ডিত।
সীতার সম্মুখে আনি কৈল উপস্থিত ॥
বিভীষণ বলে, শুন জনক-নন্দিনী।
সুবর্ণ-দোলাতে আসি' উঠহ আপনি ॥
পর রত্ন-আভরণ, যেবা লয় চিতে।
রাম-দরশনে মাতা, চলহ ত্বরিতে ॥
মরিল রাবণ, তব দুঃখ হৈল শেষ।
রাম-সম্ভাষণে চল করিয়া সুবেশ ॥
স্নান করি পর দেবী বিচিত্র বসনে।
সোণার দোলায় চল রাম-সম্ভাষণে ॥
সীতা বলে, কিবা স্নান, কিবা মোর বেশ।
অশোকের বনে কাটাইনু দুঃখ-শেষ ॥
বিভীষণ বলে, কথা কহিলে প্রমাণ।
কেমনে এ বেশে যাবে আমা-বিদ্যমান্ ॥
বিভীষণের পরিবার (১) সরমা সুন্দরী।
স্নান-দ্রব্য ল'য়ে তবে এলো ত্বরা করি ॥
সিংহাসনে বসাইল সীতা চন্দ্রমুখী।
কেহ তৈল দেয় গায়, কেহ আমলকী ॥

---

(১) পরিবার—স্ত্রী।

পিঠালি মাথায় কেহ, অঙ্গে তুলে মলি।
রত্নের কলসে কেহ শিরে জল ঢালি॥
নেতের বসনে কেহ মুছাইছে বারি।
যতনে পরায় বস্ত্র যতেক সুন্দরী॥
জানকীর রূপে তথা পড়িছে বিজুলি।
কনক-রচিত সীতা পরেন পাশুলি (১)॥
রত্নেতে জড়িত বান্ধে বিচিত্র কবরী।
নানা চিত্র লেখা তাহে আছে সারি সারি॥
নয়নে অঞ্জন দিল অতি সুশোভিত।
নানা অলঙ্কার বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত॥
অঙ্গরাগে সিন্দুর দিলেক ভালে অঙ্গে।
গলেতে বিচিত্র হার মরকত সঙ্গে॥
বিচিত্র-নির্ম্মাণ দিল শঙ্খ দুই বাই (২)।
যেন পূর্ণ শশধর দেখিবারে পাই॥
লুকাতে চাহেন রূপ, না হয় গোপন।
জানকীর রূপে আলো করে ত্রিভুবন॥
রত্নময় চতুর্দ্দোল জোগাইল আনি।
সানন্দে বসিলা তাহে জনক-নন্দিনী॥
ঘেরিলেক চতুর্দ্দোল নেতের বসনে।
যাত্রা কৈলা সীতাদেবী রাম-সম্ভাষণে॥
যতনে পাড়িল পথে নেতের পাছড়া (৩)।
রাক্ষসেতে দেয় পথে চন্দনের ছড়া॥
মল্লিকা মালতী পারিজাত রাশি রাশি।
পথেতে বিস্তার কৈল রাক্ষসেতে আসি॥
রাক্ষস-বানরেতে বেষ্টিত চারিভিতে।
বিভীষণ অগ্রেতে সুবর্ণ-বেত হাতে॥
যতেক বানর-সেনা চারিভিতে ঘোরে।
পরস্পর দ্বন্দ্ব, সীতা দেখিবার তরে॥

দেখিতে না পায় কেহ, চক্ষে বহে নীর।
যতেক লঙ্কার নারী হইল বাহির॥
বাল বৃদ্ধ যুবতী লঙ্কায় যত ছিল।
সীতারে দেখিতে সবে ধাইয়া চলিল॥
না সম্বরে অম্বর (৪) ধাইয়া যায় রড়ে।
বৃদ্ধা নারী দ্রুত যেতে উছটিয়া (৫) পড়ে॥
শোক-নীরে মগ্ন যত রাক্ষসের নারী।
বেগে ধায় দ্রুতগতি লজ্জা পরিহরি॥
মন্দোদরী প্রণাম করিল হেন কালে।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ আলুলিত চুলে॥
মন্দোদরী বলে, শোন জনক-নন্দিনি।
তোমা লাগি হইলাম আমি অনাথিনী॥
পুরী সহ বিনাশ করিয়া কোপাগুনে।
আনন্দে চলেছ তুমি রাম-সম্ভাষণে॥
এ আনন্দে নিরানন্দ হবে অকস্মাৎ।
বিষ-দৃষ্টে তোমারে দেখিবে রঘুনাথ॥
যদি সতী হই, থাকে পতি-প্রতি মন।
কখনো আমার শাপ না হবে খণ্ডন॥
এত বলি অন্তঃপুরে গেল মন্দোদরী।
সীতা ল'য়ে বিভীষণ গেল ত্বরা করি॥
কিছু দূর থাকিতে না যায় চতুর্দ্দোল।
সীতা দেখিবারে বেড়ে বানর সকল॥
কনক-রচিত সীতার শ্রবণ-কুণ্ডল।
লেগেছে তাহার ছায়া গগন-মণ্ডল॥
নানাবর্ণ পুষ্পমালা আমোদিত গন্ধে।
কনক-রচিত দোলা করি আনে স্কন্ধে॥
চলিলেন সীতাদেবী রাম-সম্ভাষণে।
লঙ্কার রমণী কান্দে সীতার গমনে॥

---

(১) পাশুলি—পদাঙ্গুলির অলঙ্কার। (২) বাই—জোড়া। (৩) নেতের পাছড়া—রেশমী চাদর। (৪) অম্বর—কাপড়। (৫) উছটিয়া—ঠোকর খাইয়া।

রাক্ষসের নারী সব দুঃখে অঙ্গ দহে।
রোদন করিয়া সবে জানকীরে কহে ॥
সুখেতে চলেছ তুমি রাম-সম্ভাষণে।
এককালে বিধবা হইনু সর্ব্বজনে ॥
তোমারে দেখিবে রাম অশুভ-নয়নে।
আমাদের বাক্য কভু না হবে খণ্ডনে ॥
কান্দিতে কান্দিতে সবে নিজ ঘরে চলে।
রাম-সম্ভাষণে সীতা যান চতুর্দ্দোলে ॥
বাহির হইল দোলা লঙ্কাপুর-গড়ে।
নেতের বসনে দোলা ল'য়েছেন বেড়ে ॥
দুই ঠাটে হুড়াহুড়ি হৈল ঠেলাঠেলি।
বহিতে না পারে বাট যত চতুর্দ্দোলী (১) ॥
রাজা হ'য়ে বিভীষণ ভূমে বাহে বাট (২)।
কটকের চাপ দেখে' হাতে নিল ছাট (৩) ॥
ছাট হাতে লইল বানর কোটি কোটি।
চারিদিকে পড়ে ছাট লাগে চটচটি ॥
ফুটিয়া গায়ের মাংস রক্ত পড়ে ধারে।
তবু দেখিবারে যায় আপনা পাসরে ॥
পরিশ্রমে বিভীষণের ঘন বহে শ্বাস।
বহু কষ্টে গেল দোলা শ্রীরামের পাশ ॥
বসিয়া আছেন রাম গুণের সাগর।
দক্ষিণে বসিয়া মিত্র সুগ্রীব বানর ॥
বামভিতে বসিয়াছে অনুজ লক্ষ্মণ।
নিকটেতে জাম্ববান্ জোড়-হস্তে রন ॥
পথ বাহি যাইতে কটকে ঠেলাঠেলি।
ছাট মারি বিভীষণ মধ্যে করে গলি ॥
কটকের দুঃখে রামের কোপ হৈল মনে।
কোপে রাম কহিলেন রাজা বিভীষণে ॥
রাজার গৃহিণী হয়, প্রজার জননী।
মাতাকে দেখিবে পুত্র, ইহাতে কি হানি ॥
কেন বা ঘেরেছ দোলা, আমি ত না জানি।
কেন বা করিছ তুমি এত হানাহানি ॥
ঘুচাও দোলার বস্ত্র, ছাড় ছাড় ছাট।
দেখুক সকলে সীতা, ঘুচাও ঝঞ্ঝাট ॥
যারে উদ্ধারিলাম দেখুক সর্ব্বলোকে।
সতী যে হইবে, সে রাখিবে আপনাকে ॥
বুঝিলেন হনূমান্ শ্রীরামের মন।
সীতার পরীক্ষা-হেতু হয়েছে মনন ॥
দেখিয়া রামের ক্রোধ ভীত বিভীষণ।
পরীক্ষা করেন কিংবা দেন বিসর্জ্জন ॥
ঘুচান দোলার বস্ত্র রাজা বিভীষণ।
করিলেন জানকী ভূমিতে পদার্পণ ॥
দোলা ছাড়ি জানকী নামেন ভূমিতলে।
বিদ্যুতের ছটা যেন অবনীমণ্ডলে ॥
সীমন্তে সিন্দুর-চিহ্ন রঙ্গ বড় লাগে।
চন্দন-তিলক শোভে কপালের ভাগে ॥
দেখিতে সুন্দর অতি সীতার অধর।
পক্ক-বিম্ব-ফল জিনি অতি শোভাকর ॥
নানা রত্ন পরিধান, রূপে নাহি সীমা।
চরাচরে নাহি দেখি সীতার প্রতিমা ॥
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় গগনে।
মূর্চ্ছিত হইল সবে সীতা-দরশনে ॥
জানকীরে দেখে যেই, সে হয় মূর্চ্ছিত।
অন্যের কি কব কথা, দেবতা বিস্মিত ॥
কেহ ভাবে আইলেন আপনি শঙ্করী।
শ্রীরামেরে দেখিতে কৈলাস পরিহরি ॥

(১) চতুর্দ্দোলী—দোলাবাহক। (২) বাট—রাস্তা। (৩) ছাট—ছড়ি, বেত।

অন্যে বলে, ত্যজিয়া বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল।
লক্ষ্মী অবতীর্ণা বুঝি দেখিতে ভূতল।।
কেহ বলে, আপনি সাবিত্রী (১) মূর্ত্তিমতী।
কেহ বলে, বশিষ্ঠ-গৃহিণী অরুন্ধতী।।
দেখিয়াছে সীতারে যে, সে-ই সীতা বলে।
অন্য লোকে কত তর্ক করে নানা স্থলে।।
পাদস্পর্শে পবিত্র করেন বসুন্ধরা।
বসুন্ধরা-সুতা সীতা কৃশ-কলেবরা।।
উপস্থিত হইলেন সভা বিদ্যমান।
হেরিয়া হরিষে সবে হয় হতজ্ঞান।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর ভারতী (২)।
হরষে রামের পাশে আসে সীতা-সতী।।

সীতা দেবীর অগ্নি-পরীক্ষা।

রামের চরণে সীতা করে নমস্কার।
করিলেন লক্ষ্মণে বাৎসল্য ব্যবহার।।
করপুটে সীতা রহিলেন সভাস্থানে।
লক্ষ্মণ প্রণাম করে তাঁহার চরণে।।
শ্রীরাম ব্যাকুল অতি হরিষ-বিষাদে।
সতী-স্ত্রী ছাড়িতে চান লোক-অপবাদে।।
কারে কিছু না বলেন জানকী সভায়।
মনে মনে ভাবিছেন কি হবে উপায়।।
বহিছে চক্ষুর জল, শ্রীরাম কাতর।
সীতারে বলেন কিছু নিষ্ঠুর উত্তর।।
আমার না ছিল কেহ, সীতা, তব পাশ।
ব্যবহার তোমার না জানি দশমাস।।
সূর্য্য-বংশে জন্ম, দশরথের নন্দন।
তোমা হেন নারীতে নাহিক প্রয়োজন।।
তোমারে লইতে পুনঃ শঙ্কা হয় মনে।
যথা তথা যাও তুমি থাক অন্য স্থানে।।
এই দেখ সুগ্রীব বানর-অধিপতি।
ইহার নিকটে থাক যদি লয় মতি।।
লঙ্কার ভূপতি এই দেখ বিভীষণ।
ইহার নিকটে থাক যদি লয় মন।।
ভরত শত্রুঘ্ন মম দেশে দুই ভাই।
ইচ্ছা হয় থাক গিয়া সে সবার ঠাঁই।।
যথা তথা যাও তুমি আপনার সুখে।
কেন দাঁড়াইয়া কান্দ আমার সম্মুখে।।
থাকিতে রাক্ষস-ঘরে, না হৈত উদ্ধার।
ত্রিভুবনে অপযশ গাইল আমার।।
ঘটিল সে অপযশ তোমার উদ্ধারে।
মেলানি দিলাম এবে সবার ভিতরে।।
যতেক বলেন প্রভু রাম রুক্ষ বাণী।
রোদন করেন তত শ্রীরাম-ঘরণী।।
কেহ কিছু নাহি বলে স্তব্ধ সর্ব্বজন।
ধীরে ধীরে কন সীতা মুছিয়া নয়ন।।
জনক রাজার বংশে আমার উৎপত্তি।
দশরথ শ্বশুর যে, তোমা হেন পতি।।
ভালমতে জান প্রভু, আমার প্রকৃতি।
জানিয়া শুনিয়া কেন করিছ দুর্গতি।।
বাল্যকালে খেলিতাম বালক মিশালে।
স্পর্শ নাহি করিতাম পুরুষ ছাওয়ালে।।

---

(১) সাবিত্রী—সূর্য্য মণ্ডলাসীনা অক্ষমালাধারিণী সতী-শিরোমণি দেবী। (২) ভারতী—কথা ; বাণী।

সবেমাত্র ছুঁইয়াছে পাপিষ্ঠ রাবণ।
ইতর নারীর (১) মত ভাব কি কারণ॥
হনুকে আমার কাছে পাঠালে যখন।
আমারে বর্জ্জন কেন না কৈলে তখন॥
বিষ খাইতাম, অগ্নি করিতাম প্রবেশ।
লঙ্কার ভিতরে এত না পাইতাম ক্লেশ॥
কটক পাইল দুঃখ সাগর-বন্ধনে।
আপনি বিস্তর দুঃখ পাইলে সে রণে॥
এতেক করিয়া কর আমারে বর্জ্জন।
তুমি হেন স্বামী বর্জ্জ বৃথায় জীবন॥
ঋষিকুলে জন্মিয়া পড়িনু সূর্য্যকুলে।
আমার কি এই ছিল লিখন কপালে॥
কুলটা নহিক আমি, পরে কর দান।
সভা-বিদ্যমানে কর এত অপমান॥
কৃপা কর লক্ষ্মণ, করহ এ প্রসাদ।
অগ্নিকুণ্ড সাজাও, ঘুচুক অপবাদ॥
লক্ষ্মণ রামের স্থানে চাহেন সম্মতি।
শ্রীরাম বলেন, কুণ্ড সাজাও সম্প্রতি॥
সীতার জীবনে ভাই কিছু নাহি কাজ।
অগ্নিতে পুড়ুক সীতা, দূরে যাক্ লাজ॥
লক্ষ্মণ রামের বাক্যে সাজাইল কুণ্ড।
বানর কটক বহু আনিল শ্রীখণ্ড (২)॥
কাষ্ঠ পুড়ি উঠিল জ্বলন্ত অগ্নিরাশি।
প্রবেশ করেন তাহে শ্রীরাম-মহিষী॥
সাতবার রামের চরণে প্রদক্ষিণ।
প্রদক্ষিণ অগ্নিতে করেন বার তিন॥

কনক-অঞ্জলি (৩) দিয়া অগ্নির উপরে।
জোড়-হাতে জানকী বলেন ধীরে ধীরে॥
শুন বৈশ্বানর (৪) দেব, তুমি সর্ব্ব-আগে।
পাপ-পুণ্য লোকের জানহ যুগে যুগে॥
কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
তবে অগ্নি তব কাছে পাব অব্যাহতি॥
শিরে হাত দিয়া কান্দে সবে সবিশেষ।
সীতা-সতী অগ্নিমধ্যে করেন প্রবেশ॥
অগ্নিতে প্রবেশ মাত্র রামের মহিষী।
ঢালিয়া দিলেক তাতে ঘৃতের কলসী॥
অগ্নি ঘৃত পাইলে অধিক উঠে জ্ব'লে।
কুণ্ডের ভিতরে রাম সীতারে নেহালে॥
কুণ্ড মধ্যে চান রাম সীতারে না দেখি।
শ্রীরামের ঝরিতে লাগিল দুটি আঁখি॥
দেখেন সংসার শূন্য যেমন পাগল।
ভূমে গড়াগড়ি যান হইয়া বিকল॥
কি করি লক্ষ্মণ ভাই, সীতা কি হইল।
সাগর তরিয়া নৌকা তীরেতে ডুবিল॥
সীতার বিহনে মোর সকলি অসার।
অযোধ্যায় ছত্র-দণ্ড না ধরিব আর॥
অগ্নি হৈতে উঠ সীতা জনক-কুমারি।
তোমার বিহনে প্রাণ ধরিতে না পারি॥
তোমার মরণে আমি বড় পাই দুঃখ।
অগ্নি হইতে উঠ প্রিয়ে দেখি চাঁদমুখ॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ ভ্রমিলাম নানা দেশে।
সব দুঃখ ঘুচিত থাকিতে যদি পাশে॥

---

(১) ইতর নারী—নীচ কুলজাতা অসতী স্ত্রী। (২) শ্রীখণ্ড – চন্দন কাষ্ঠ। (৩) কনক-অঞ্জলী—প্রতিমা বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে তণ্ডুলাদির সহিত স্বর্ণখণ্ড মিশ্রিত করিয়া প্রতিমার উদ্দেশে প্রদান করার নাম কনকাঞ্জলী। এখানে অগ্নি-প্রবেশের পূর্ব্বে অগ্নির প্রীতির জন্য ঐ রূপ দান অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। (৪) বৈশ্বানর—বিশ্বনরের কুক্ষিতে অবস্থিত বলিয়া অগ্নির নাম বৈশ্বানর।

এ আনন্দে নিরানন্দ হবে অকস্মাৎ।
বিষ-দৃষ্টে তোমারে দেখিবে রঘুনাথ ॥—৫৩৫ পৃঃ

তৃতীয় অবতারে বরাহ রূপ ধরি।
বসুন্ধরা ধরিলে হে দশন-উপরি ॥—৫৩৯ পৃঃ

লঙ্কার রাবণ-রাজা দশ-মুণ্ড-ধর।
কুড়ি হাতে যুঝে যেন যমের দোসর॥
তাহারে মারিয়া তোমা করিনু উদ্ধার।
অগ্নিতে পুড়িয়া সীতা হৈলা ছারখার॥
রামের ক্রন্দনে কান্দে সর্ব্ব দেবগণ।
কান্দিছে বরুণ দেব শমন পবন॥
যত লোকপাল কান্দে দেব পুরন্দর।
জলের ভিতরে থাকি কান্দেন সাগর॥
নল নীল কান্দে আর সুগ্রীব বানর।
জাম্ববান্ সুষেণ ও বালির কোঙর॥
হনূমান্ বলে, কেন কাঁদ হে লক্ষ্মণ।
আমি জানি জানকীর নাহিক মরণ॥
শ্রীরামেরে ডাকিয়া বলেন দেবগণ।
না কান্দ, না কান্দ, সীতা পাইবে এখন॥
কান্দিতে কান্দিতে রাম ছাড়েন নিশ্বাস।
সীতার পরীক্ষা-গীত গায় কৃত্তিবাস॥

শ্রীরামের সীতা গ্রহণ।

কান্দিয়া শ্রীরামচন্দ্র হন অচেতন।
ধাইয়া আইল ব্রহ্মা-আদি দেবগণ॥
কুবের বরুণ যম আইল পুরন্দর।
যতেক দেবতা সব আইল সত্বর॥
দুই হাত তুলি ব্রহ্মা শ্রীরামেরে ডাকি।
কার বাক্যে অগ্নিমধ্যে রাখিলা জানকী॥
সীতাদেবী না মরেন অগ্নিতে পুড়িয়া।
এখনি পাইবা সীতা, কাঁদ কি লাগিয়া॥
দেবের ঠাকুর তুমি, সংসারের সার।
সামান্য মনুষ্য হেন কর ব্যবহার॥
তোমার গায়ের লোমাবলী দেবগণ।
সীতাদেবী লক্ষ্মী, তুমি স্বয়ং নারায়ণ॥
শ্রীরাম বলেন, মম মানুষেতে জন্ম।
মানুষ হইয়া করি মানুষের কর্ম্ম॥
বিরিঞ্চি বলেন, রাম, বলি সারোদ্ধার।
তব অবতারে প্রভু কৌতুক অপার॥
মৎস্য-অবতারে কৈলে বেদের উদ্ধার।
কূর্ম্ম-অবতারে তুমি স্থাপিলা সংসার॥
তৃতীয় অবতারে বরাহ-রূপ ধরি।
বসুন্ধরা ধরিলে হে দশন-উপরি॥
হিরণ্য-কশিপু রিপু, দৈত্য মহাবল।
স্বর্গ আদি ত্রিভুবন জিনিল সকল॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তাহার ভয়ে কাঁপে।
তারে সংহারিলা তুমি নরসিংহ-রূপে॥
ধরিয়া বামন-বেশ পঞ্চমাবতারে।
বলিকে ছলিয়া দ্বারী হইলে তার দ্বারে॥
হলধর রূপে রাম হল ধরি হাতে।
দহিলা অসুরগণ তাহার আঘাতে॥
ষষ্ঠেতে পরশুরাম হৈলা ভৃগুপতি।
ভুজবলে নিঃক্ষত্রিয়া কৈলে বসুমতী॥
সপ্তমেতে রাম-রূপ ধরি নারায়ণ।
বধিয়া রাক্ষস, রক্ষা কৈলে ত্রিভুবন॥
আর যত অবতার অংশরূপ ধরি।
রাম অবতার তুমি আপনি শ্রীহরি॥
আপনি শ্রীরাম তুমি পূর্ণ অবতার।
সবংশে রাবণে তুমি করিলা সংহার॥
যত যত ক্ষত্রিয় আছিল ভূমণ্ডল।
সবার অধিক রাম তুমি ধর বল॥
না মরিত দশানন অন্য কারো বাণে।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িলা রাম সেই সে কারণে॥

তুমি ব্রহ্মা, তুমি শিব, তুমি নারায়ণ।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তুমি সে কারণ ॥
যেই জন শুনে প্রভু তব অবতার (১)।
ইহ-পরলোক তার হইবে উদ্ধার ॥
কে বুঝে তোমার মায়া, তুমি লোকপতি।
তুমি নারায়ণ, সীতা লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী ॥
হেন লক্ষ্মী অগ্নিমধ্যে রাখ কি কারণ।
মনুষ্যের কর্ম্ম কর কেন নারায়ণ ॥
না শুনেন ব্রহ্মার এ প্রবোধ-বচন।
সীতা সীতা বলি রাম হন অচেতন ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, অগ্নি উঠহ সত্বর।
সমর্পণ কর সীতা রামের গোচর ॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় অগ্নি উঠিয়া সত্বর।
আপনি প্রবেশে অগ্নি-কুণ্ডের ভিতর ॥
আকাশ পাতাল জুড়ে অগ্নিশিখা জ্বলে।
আপনি উঠিলা অগ্নি সীতা ল'য়ে কোলে ॥
অগ্নি হৈতে উঠিলেন সীতা ঠাকুরাণী।
যেমন তেমনি আছে গাত্র-বস্ত্রখানি ॥
মস্তকেতে পঞ্চফুল (২) সেহ না আওরে (৩)।
জোড়হাতে রহিলেন রামের গোচরে ॥
অগ্নি বলিলেন, আমি পাপ-পুণ্য-সাক্ষী।
লুকাইয়া পাপ করে তাহা আমি দেখি ॥
ভাণ্ডাইতে আমারে না পারে কোন জন।
না দেখি সীতার কোন পাপের কারণ ॥
আজি হৈতে রাম, মোর সফল জীবন।
করিলাম আজি সতী সীতা পরশন।
বলি রাম, সীতারে না দিও মনস্তাপ।
রাজ্য দগ্ধ হইবে, জানকী দিলে শাপ ॥
যেই নারী শুনিবেক সীতার চরিত্র।
সর্ব্ব পাপ খণ্ডিয়া সে হইবে পবিত্র ॥
শ্রীরামের হাতে সীতা করি সমর্পণ।
স্বস্থানে প্রস্থান অগ্নি করেন তখন ॥

দশরথের শ্রীরাম-সম্ভাষণ ও ভরতকে বরদান।

বিরিঞ্চি বলেন, রাম যে করিলে কাজ।
তাহাতে পাইল রক্ষা দেবের সমাজ ॥
তোমা লাগি আছে অযোধ্যার প্রজাগণ।
দেশে গিয়া সবাকার করহ পালন ॥
তোমা লাগি ভরত শত্রুঘ্ন প্রাণ ধরে।
চারি ভাই মিলি রাজ্য করহ সংসারে ॥
নানা যজ্ঞ করহ, করহ নানা দান।
বংশে রাজা করিয়া আইস নিজ স্থান ॥
দশরথ মরিলেন তোমা-অদর্শনে।
মৃত-পিতা আসিয়াছে তোমা সম্ভাষণে ॥
পিতা দেখ রামচন্দ্র অপূর্ব্ব-দর্শন।
দুই ভাই কর পিতৃ-চরণ-বন্দন ॥
দেবরথারূঢ় রাজা দেব-বেশধারী।
করিলেন প্রণাম লক্ষ্মণ রাবণারি (৪) ॥
পুত্রবধূ শ্বশুরের বন্দেন চরণ।
রাজা দশরথ কিছু কহেন বচন ॥

---

(১) অবতার—পৃথিবীতে পাপের প্রাবল্য হেতু আদর্শ হীন ও প্রাণিগণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে ভগবান্ মনুষ্যাদি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সত্য প্রতিষ্ঠা ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। ভগবানের এই মূর্ত্তি ধারণের নাম অবতার গ্রহণ। যুগে যুগে ভগবান্ নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র ভগবানের সপ্তম অবতার। (২) পঞ্চফুল—সাদা লাল হলুদে নীল ও নানা প্রকার বর্ণ-বিচিত্র ফুল। (৩) আওরে—ম্লান হইয়া পড়ে। (৪) রাবণারি—রাবণের শত্রু অর্থাৎ রামচন্দ্র।

দগ্ধ হইলাম আমি কৈকেয়ী-বচনে।
প্রাণ ছাড়িলাম রাম তোমা-অদর্শনে ॥
পিতা উদ্ধারিল যেন অষ্টাবক্র ঋষি (১)।
তোমার প্রসাদে রাম স্বর্গে আমি বসি ॥
দেবগণ যুক্তি করে, সব আমি শুনি।
দশরথ-গৃহে অবতীর্ণ চক্রপাণি ॥
লক্ষ্মণের গুণ ব্যাখ্যা করে দেবগণ।
রামের যেমন সেবা ক'রেছে লক্ষ্মণ ॥
সফল হইবে অযোধ্যার পুরীজন।
তুমি রাজা হবে, সবার করিবে পালন ॥
জানকীর চরিত্রে আমার চমৎকার।
শুদ্ধা হ'য়ে করিলেন কুলের উদ্ধার ॥
ভরত কনিষ্ঠ ভাই, প্রাণের সোসর।
আমা তুল্য তাহাকে পালিবে বহুতর ॥
বলিল তোমারে যে কৈকেয়ী কুবচন।
মাতা পুত্রে দুইজনে ক'রেছি বর্জ্জন ॥
এতেক বলেন যদি রাজা দশরথ।
কৃতাঞ্জলি শ্রীরাম কহেন তার মত ॥
মম দুঃখে ভরত যে হয়েছে দুঃখিত।
তারে তব আর বর্জ্জা (২) না হয় উচিৎ ॥
ভরতেরে বর দেহ দেব-বিদ্যমান।
তাহাতে হইব তৃপ্ত জুড়াইবে প্রাণ ॥
রামের বচনে রাজা করেন বিধান।
ভরতের শ্রাদ্ধ মম অমৃত-সমান ॥
ভরতের বরদান দেবগণ শুনে।
আলিঙ্গনে তুষিলেন আত্মজ (৩) লক্ষ্মণে ॥

করিয়া রামের সেবা হইলে উদ্ধার।
ঘুষিবে তোমার যশ সকল সংসার ॥
বলেন সীতার প্রতি প্রবোধ-বচন।
আমার বচনে তুমি সম্বর ক্রন্দন ॥
দশমাস ছিলে মাতা রাক্ষসের ঘরে।
তেঁই সে তোমারে রাম দেশে নিতে নারে ॥
হইলা গো অগ্নি-শুদ্ধা দেবলোকে জানে।
শ্রীরামের সহ যাও আপনার স্থানে ॥
যে কামিনী শুনিবেক তোমার চরিত্র।
সর্ব্বপাপ ঘুচিবেক, হইবে পবিত্র ॥
দেব-রথে চড়ে রাজা দেব-বেশ ধরি।
পুত্রবধূ সান্ত্বাইয়া যান স্বর্গপুরী ॥

ইন্দ্র-কর্ত্তৃক বানরগণের জীবন দান।

হইল রাক্ষস-ক্ষয় হৃষ্ট পুরন্দর।
বলিলেন রামচন্দ্রে তুমি মাগ বর ॥
দেবে রক্ষা করিলা মারিয়া দশানন।
বর মাগ, ব্যর্থ রাম না হবে বচন ॥
শ্রীরাম বলেন, ইন্দ্র, যদি দিবে বর।
তব বরে জীয়ে উঠুক মৃত যে বানর ॥
ধন জন না দিলাম, নহে ভূমি গাঁথি (৪)।
এড়িয়া স্ত্রী-পুত্র এল আমার সংহতি ॥
হৃতা সীতা পাইলাম, হইলাম সুখী।
বানরের ভার্য্যা-পুত্র কেন হবে দুখী ॥
এত যদি ইন্দ্রেরে বলেন রঘুনাথ।
বলিছেন পুরন্দর জোড় করি হাত ॥

---

(১) ঋষি অষ্টাবক্র কাহোড় মুনির পুত্র ছিলেন। জনকের সভাপণ্ডিত বন্দীর নিকট বিচারে পরাস্ত হইলে বন্দী কাহোড়কে সমুদ্রে ডুবাইয়া রাখেন। অষ্টাবক্র দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে একদিন মাতা সুজাতার নিকট হইতে বন্দী কর্ত্তৃক পিতার দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া পিতাকে উদ্ধার করিবার জন্য বন্দীর সহিত বেদ বিচার করিবার অভিলাষে জনক রাজার সভায় গমন করেন। অষ্টাবক্র বিচারে বন্দীকে পরাজিত করিয়া সমুদ্রগর্ভ হইতে পিতার উদ্ধার করিয়াছিলেন। (২) বর্জ্জা—বর্জ্জন করা; ত্যাগ করা। (৩) আত্মজ—পুত্র; আত্মা হইতে জাত বলিয়া। (৪) গাঁথি—দান করি।

ভুবনের নাথ তুমি স্বয়ং নারায়ণ।
মারিয়া জীয়াতে পার এ তিন ভুবন॥
তুমি জান আপনা, তোমারে জানে কে।
মরিয়া না মরে তব নাম জপে যে॥
আপনি চাহিলে বর কে করিবে আন।
রূপে বেশে সবে হোক দেবতা সমান॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় মেঘ অমৃত সঞ্চারে (১)।
সুধাবৃষ্টি হয় মৃত বানর উপরে॥
কাটা হাত, কাটা পা, সব লাগে জোড়া।
চারি দ্বারে সৈন্য উঠে দিয়ে গাত্র-মোড়া॥
যে বানর পড়িয়াছে রাক্ষসের বাণে।
মার মার করি উঠে যুদ্ধ করি মনে॥
কুম্ভকর্ণে মার বলি, কেহ ডাক ছাড়ে॥
ইন্দ্রজিতে মার বলি, কেহ ডাক পাড়ে॥
দেবান্তক নরান্তক আর যে ত্রিশিরা।
রাবণেরে মার কাট পরনারী-চোরা॥
উন্মত্ত পাগল (২) সবে হৈল রণস্থলে।
ইষ্ট মিত্র বুঝায় চাপিয়া ধরি কোলে॥
কারে মার কারে কাট কিসের সংগ্রাম।
হইল রাক্ষস-নাশ শত্রুজয়ী রাম॥
শ্রীরামের বামে দেখ জানকী সুন্দরী।
দেবগণ দেখ হেথা এই স্বর্গপুরী॥
হরিষের কথা যদি শুনিল বানর।
মাথা নোয়াইলা গিয়া রামের গোচর॥
ত্রিভুবনে নাহি দেখি তোমার সমান।
মরিলে, প্রসাদে তব পায় প্রাণদান॥
তোমা হেন প্রভু যেন পাই যুগে যুগে।
সেবা করি থাকি যেন রাখি আগে আগে॥

মরিল বানর যত পেলে প্রাণদান।
জিজ্ঞাসা করেন রাম দেব-বিদ্যমান॥
রাম বলে, দেবরাজ, জিজ্ঞাসি তোমারে।
এক কথা সন্দ বড় আমার অন্তরে॥
উভয় দলেতে যুদ্ধ হইল বিস্তর।
পড়িল উভয় সৈন্য রাক্ষস বানর॥
সুধাবৃষ্টি কৈলে তুমি সবার উপর।
প্রাণদান পেয়ে উঠে অসংখ্য বানর॥
উভয় সৈন্যেতে হৈল সুধা-বরিষণ।
বানরের মৃতদেহ পাইল জীবন॥
অতএব জিজ্ঞাসা করি যে তব স্থানে।
প্রাণদান রাক্ষসে না পায় কি কারণে॥
ইন্দ্র বলে, রাক্ষস না পাইল জীবন।
ইহার বৃত্তান্ত শুন কমল-লোচন॥
রাবণেরে মার বলি কপিগণ মরে।
উদ্ধার হইবে বল কি নামের জোরে॥
রাম রাম শব্দ ক'রে ম'রেছে রাক্ষসে।
রাম নাম ক'রে ম'রে গেছে স্বর্গবাসে॥
শ্রীরাম বলিয়া প্রাণ বাহিরায় যার।
অনা'সে (৩) বৈকুণ্ঠে যায় হইয়া উদ্ধার।
মুক্তিপদ পাইয়াছে রাম-নাম গুণে।
উদ্ধার হইয়া গেছে বাঁচিবে কেমনে॥
ইন্দ্র বলিলেন, যাহ সবে নিজ বাস।
এতদিনে সবাকার পূর্ণ অভিলাষ॥
চৌদ্দ-বর্ষ বনে দশমাস উপবাস।
শ্রীরাম জানকী দোঁহে হউক সম্ভাষ॥
অবিরাম সংগ্রামেতে না ছিল বিশ্রাম।
বিশ্রাম করহ রাম, যাই স্বর্গধাম॥

---

(১) অমৃত সঞ্চারে—সুধা বর্ষণ করে, এখানে সুধারূপ জল বর্ষণ করে। (২) উন্মত্ত পাগল—একার্থক।
(৩) অনা'সে—অক্লেশে। ছন্দের অনুরোধে অনায়াস শব্দ অনা'স হইয়াছে।

শ্রীরামকে সীতারে করিয়া সমর্পণ।
দেবগণ চলিলেন আপন ভবন॥
যখন যে কর্ম্ম, বিভীষণ তাহা জানে।
এগার-শ বৃহন্দে নেতের কাপড় টানে॥
কাঞ্চন-নির্ম্মিত ঘর অপূর্ব্ব গঠন।
রত্ন-সিংহাসনে পাতে নেতের বসন॥
উপরে চাঁদোয়া ঢুলে খাটে শোভে তূলী (১)।
ঘর শোভা ক'রে যেন পড়িছে বিজলি॥
স্বর্ণময় প্রদীপ জ্বলিছে চারি ভিত।
পারিজাত পুষ্প পাতে গন্ধে আমোদিত॥
বিশ্ব ব্যাপ্ত করে গন্ধে এক পারিজাতে।
এক লক্ষ পারিজাত সিংহাসনে পাতে॥
বিভীষণ আপনি যে রহিল প্রহরি।
আবাসের বাহিরে বানর সারি সারি॥
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া লক্ষ্মী হৈল অবতার।
সীতাসহ রাম প্রবেশেন সে আগার॥
শ্রীরামের পাশে বসিলেন ঠাকুরাণী।
শ্রীপতির পাশে লক্ষ্মী যেমন তেমনি॥
রাম সীতা দুই জনে বসি সিংহাসনে।
পূর্ব্ব দুঃখ স্মরিয়া বিস্ময় দুই মনে॥
শ্রীরাম বলেন, প্রিয়ে, তোমার বিচ্ছেদে।
যে দুঃখ পেয়েছি সে কহিতে মরি খেদে॥
তুমি প্রাণ তুমি ধন তুমি সে জীবন।
তোমার বিরহে দেখি শূন্য ত্রিভুবন॥
দশ মাস তোমার বদন-অদর্শনে।
অন্ধকারে ডুবিয়াছিলাম মানি মনে॥
সুধাকরে জ্ঞান করিতাম দিবাকর।
তাপভয়ে তাহার না হৈতাম গোচর॥
ভ্রমর-ঝঙ্কার আর কোকিলের ধ্বনি।
শুনিলে হইত জ্ঞান, দংশে যেন ফণী॥
সাগর বন্ধন করি পাইব জানকী।
এ আশায় প্রাণ আছে, থাকে নতুবা কি॥
পূর্ব্বে যত দুঃখ পাইলেন দেবী সীতা।
রামেরে কহেন তাহা হ'য়ে হর্ষান্বিতা॥
উভয়ের মনেতে বেদনা যত ছিল।
পরস্পর আলাপে সকল দুঃখ গেল॥

বানর-গণের সন্তোষ-বিধান।

প্রভাত হইল নিশা, উদিত ভাস্কর।
একে একে সবে গেল রামের গোচর॥
চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইল শাখামৃগগণ (২)।
জোড়হাত করি বলে রাজা বিভীষণ॥
বহুকাল অনাহার, বহু পর্য্যটন।
করিয়া হয়েছে শ্রান্ত শ্রীরঘু-নন্দন॥
করুক তোমার পরিচর্য্যা (৩) দাসীগণ।
আনুক কস্তুরী আর সুগন্ধি চন্দন॥
দূর্ব্বাদল-শ্যাম তনু হ'য়েছে সমল (৪)।
সে মল করিয়া দূর করুক নির্ম্মল।
সহস্র যুবতী কন্যা আছে মম পাশ।
করিয়া তোমার সেবা পুরাউক আশ॥
শ্রীরাম বলেন, ওহে রাক্ষসাধিপতি।
আমার বচন তুমি কর অবগতি॥
লোকে বলে, তুমি ধর্ম্মময় বিভীষণ।
কেমনে এমন কথা কহিলে এখন॥
পরপত্নী নাহি দেখি নয়নের কোণে।
স্পর্শসুখ দূরে থাক, না চাই নয়নে॥

---

(১) তূলী—তোষক। (২) শাখামৃগগণ—বানরসকল। (৩) পরিচর্য্যা—সেবা। (৪) সমল মলিন।

কোটি কোটি দেবকন্যা এক ঠাঁই করি।
সীতা তুল্য তারা কেহ না হয় সুন্দরী ॥
রাজকুলে জন্মিয়া ভরত ভাই সুখী।
কেবল আমার দুঃখে হ'য়ে আছে দুঃখী ॥
হেন ভরতেরে যদি করি আলিঙ্গন।
তবে সে পরিব বস্ত্র সুগন্ধি চন্দন ॥
চৌদ্দবর্ষ ভ্রমিলাম পথে বহুতর।
তরিলাম বহু নদ নদী ও সাগর ॥
চৌদ্দবর্ষ ভ্রমিলাম পথে বহু ক্লেশে।
হেন যুক্তি কর যেন ঝাট যাই দেশে ॥
বিভীষণ বলে, প্রভু, পেলে বড় ক্লেশ।
এক দিন-মধ্যে তুমি যাবে নিজ দেশ ॥
কুবেরের রথ যে পুষ্পক তার নাম।
এক দিনে তোমারে লইবে নিজ ধাম ॥
এক দান চাহি আমি বিতর সম্প্রতি।
কিছুদিন লঙ্কাপুরে করহ বসতি ॥
সকল সৈন্যের প্রভু করিব সেবন।
লঙ্কামধ্যে ভোগ ভুঞ্জি করহ গমন ॥
শ্রীরাম বলেন, প্রীত হইনু তোমারে।
বিলম্ব না কর তুমি আমা রাখিবারে ॥
আহার না করে যারা, মরণ না গণে।
হেন বানরের প্রীতি ভালবাসি মনে ॥
সুগন্ধি চন্দন বানরেরে দেহ দান।
ভুঞ্জাইয়া নানা ভোগ করহ সম্মান ॥
বানর প্রসাদে তুমি লঙ্কাপুরে রাজা।
ভালমতে কর তুমি বানরের পূজা ॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা রাজা বিভীষণ।
নানা সুখে স্নান করাইল কপিগণ ॥
স্বর্ণখাটে বানর বসিল সারি সারি।
স্নানদ্রব্য লইয়া আইল বিদ্যাধরী ॥
দেব-দানবের কন্যা গন্ধর্ব্ব-রূপসী।
দেখিয়া সবার মুখে নাহি ধরে হাসি ॥
কঙ্কণ-ঝঙ্কার আর গায়ের সুগন্ধ।
পাইয়া বানরগণ সকলে সানন্দ ॥
দিব্য নারায়ণ-তৈল সুগন্ধি চন্দন।
হাতাহাতি মাখে সবে আনন্দে মগন ॥
স্নান করি পরে সবে বিচিত্র বসন।
গলায় পুষ্পের মালা, নানা আভরণ ॥
লঙ্কার সামগ্রী যত ভুবনের সার।
রাজার আজ্ঞায় দ্রব্য আনে ভারে-ভার ॥
অপূর্ব্ব ভক্ষণ-দ্রব্য, দিব্য নারী তায়।
স্বর্ণথালে পরিবেষে, বানরেরা খায় ॥
ক্ষীরলাড়ু পাঁপড় মোদক রাশি রাশি।
পাকা কাঁঠালের কোষ সবে খায় চুষি ॥
মধু পিয়ে কপিগণ ভরি স্বর্ণগাড়ু।
গাল ভরি কপিগণ খায় ঝাল লাড়ু ॥
ঝাল লাড়ু খাইতে চক্ষেতে পড়ে লোহ (১)।
বাপ-মা মরিলে যেন পাইলেক মোহ (২) ॥
গলা আঁচড়ায় কেহ, করে থো থো।
বুড়া বুড়া কপি বলে, হাত বাড়িয়ে থো ॥
সোনার ডাবরে তারা করে আচমন।
রতন-বাটায় করে তাম্বুল ভক্ষণ ॥
রত্ন-সিংহাসনে তারা করিল শয়ন।
পদসেবা করিতে আইল কন্যাগণ ॥
স্বর্ণখাটে শুইল তবে যতেক বানরে।
সুবেশা সুন্দরী কন্যা পদসেবা করে ॥
রাবণ হরিয়াছিল যত কন্যাগণ।
কালবশে করে তারা বানরে সেবন ॥
সুখেতে বঞ্চিল নিশা নিশাচর-পুরে।
নিশা না প্রভাত হয়, ভাবিছে অন্তরে ॥

(১) লোহ—চোখের জল। (২) মোহ—দুঃখ।

সে আশায় নিরাশ হইল কপিগণ।
পূর্ব্বদিকে চেয়ে দেখে উদিত তপন ॥
আইল বানরগণ শ্রীরাম-গোচর।
প্রণাম করিয়া কহে, শুন রঘুবর ॥
তুমি হেন ঠাকুর হইও যুগে যুগে।
সদা সেবা করি যেন তব পদযুগে ॥
যে সুখে ছিলাম কল্য করি নিবেদন।
বড় প্রীত করাইল রাজা বিভীষণ ॥
স্বর্ণহার ল'য়ে করি দেশেতে গমন।
এই আজ্ঞা কর প্রভু কমল-লোচন ॥
আজ্ঞা কর লঙ্কামাঝে থাকি দুই মাস।
বানরের কৌতুকেতে শ্রীরামের হাস।
শ্রীরাম বলেন, শুন বলি বিভীষণ।
ধন রত্ন দিয়া তুমি তোষ কপিগণ ॥
বানরের প্রসাদে বাড়িল তব মান।
ভালমতে কর তুমি বানরে সম্মান ॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা দাতা বিভীষণ।
নানা রত্ন দিল আর মুকুতা কাঞ্চন ॥
বসন ভূষণ কত দিলেক মাণিক।
কুবেরের ধন বুঝি না হবে অধিক ॥
নানা দ্রব্যে করাইল বানরে সম্মান।
নানা উপহারে কৈল সন্তোষবিধান ॥
অন্য দানে নাহি মানে আনন্দ তেমন।
মুক্তাহারে যেমন হরিষ কপিগণ ॥
একেক বানর পেয়ে স্বর্ণ সাতনীর (১)।
বলে, প্রভু চল এবে দেশে যাত্রা করি ॥

—

শ্রীরামের স্বদেশে গমন।

আসিল পুষ্পক-রথ দেব-অধিষ্ঠান।
তদুপরি আওয়াস কুঠারি স্থানে-স্থান ॥
রথ দশ যোজন কাঁপায়ে (২) সর্ব্বক্ষণ।
বাড়িতে চাহিলে হয় সে কোটী যোজন ॥
পুষ্পক রথেতে বহু রাজহংস জোড়ে।
চক্ষুর নিমিষে রথ যোজনেক পড়ে ॥
চড়েন পুষ্পকে রাম-সীতা কুতূহলে।
মুখ ঢাকিলেন সীতা নেতের আঁচলে ॥
সুমিত্রা-নন্দন বীর চড়িলেন তাতে।
একপাশে রহিলেন ধনুর্ব্বাণ হাতে ॥
রথোপরি শ্রীরাম, ভূমিতে সৈন্যগণ।
প্রসন্নবদনে রাম কহেন বচন ॥
সুগ্রীবের শক্তি আর বানরের হানি (৩)।
গুণে বিভীষণের দুর্জ্জয় লঙ্কা জিনি ॥
সর্ব্ব সেনাপতির করিব গুণগান।
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি যে করিল হনূমান্ ॥
আপনার দেশে গিয়া কর অধিকার।
মেলানি মাগিনু আমি করি পরিহার ॥
রাক্ষসে-বানরে রাম দিলেন মেলানি।
ছল ছল করিয়া পড়িছে চক্ষে পানী ॥
জোড়হাতে বলে নিশাচর কপিগণে।
শ্রীরাম হইবে রাজা দেখিব নয়নে ॥
কৌশল্যার চরণে করিব প্রণিপাত।
চারি ভাই তোমরা দেখিব এক সাথ ॥
এ চক্ষে না দেখিলাম তোমার সমান।
বিদায় করিলে নাহি যাব নিজ স্থান ॥

---

(১) স্বর্ণ সাতনরী—সোনার সাত-নর হার। (২) কাঁপয়ে—কাঁপিয়া থাকে; জুড়িয়া থাকে।
(৩) হানি—প্রাণহানি; যুদ্ধে অনেক বানর নিহত হইয়াছিল বলিয়া।

শ্রীরাম বলেন, শুন এ বড় আনন্দ।
অযোধ্যায় যাবে যদি চলহ আনন্দ স্বচ্ছন্দ ॥
দেশে তোমা সবার যাইতে নাহি চিতে।
যে যাবে সে চড় এসে এ পুষ্পক রথে ॥
পাইলে রামের আজ্ঞা রাক্ষস বানর।
লাফে লাফে চড়ে গিয়া রথের উপর ॥
রথোপরে আওয়াস দিব্য বাড়ী বেড়া।
একেক বানর করে দশ বাড়ী জোড়া ॥
যেই লাফা (১) পাইয়াছে রত্ন ধন যত।
সেই লাফা চড়ে গিয়া সে পুষ্পক রথ ॥
বনে ডালে বেড়াইত যারা যূথে যূথে।
মুক্তা-হার পরি সবে চড়ে গিয়া রথে ॥
তিন কোটি রাক্ষসে চলিল বিভীষণ।
রথের এক কোণে গিয়া বসিল তখন ॥
চড়িল ছত্রিশ কোটি রাক্ষস বানর।
উড়িল আকাশপথে পুষ্পক সুন্দর ॥
সীতা উদ্ধারিয়া রাম যান নিজ-দেশে।
লঙ্কাকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥

—

লক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক সেতু-ভঙ্গ।

নেতের কানাৎ (২) দিয়া ঘেরিল চৌউরি (৩)।
তার মধ্যে রহিলেন শ্রীরাম-সুন্দরী ॥
শ্বেতবর্ণ রাজহংস পবনের গতি।
রথ বাহে কল শব্দে উল্লসিত-মতি ॥
লইয়া পুষ্পক রথ রাজহংস উড়ে।
চক্ষের নিমিষে রথ যোজনেকে পড়ে ॥
পবন-গমনে রথ যায় যথা-তথা।
সীতারে কহেন রাম সংগ্রামের কথা ॥
উঠিল পুষ্পক রথ গগনমণ্ডল।
সীতারে দেখান রাম সংগ্রামের স্থল ॥
রণস্থলী সীতা তুমি দেখ ভাল মতে।
রাঙ্গা হৈল বানর ও রাক্ষস-শোণিতে ॥
এখানে পড়িল কুম্ভকর্ণ দুষ্ট জন।
ইন্দ্রজিৎ এখানে পড়িল করি রণ ॥
হেথা পড়িলাম নাগ-পাশের বন্ধনে।
নাগ-পাশে মুক্ত হৈনু গরুড়-দর্শনে ॥
পড়িল লক্ষ্মণ হেথা রাবণের শেলে।
ঔষধ আনিল হনূ সুষেণের বোলে (৪) ॥
পড়িল রাবণ হেথা জগতের বৈরী।
এই স্থানে কান্দিল সে রাণী মন্দোদরী ॥
শোন সীতা, সাগরের কল্লোল ভীষণ।
মম পূর্ব্ব-পুরুষের সাগর খনন (৫) ॥

---

(১) লাফা—লম্ফনপটু বানর। (২) নেতের কানাৎ—রেশম-নির্ম্মিত কাপড়ের পরদা। (৩) চৌরি—ঘর। (৪) বোলে—কথায়। (৫) সূর্য্য-বংশীয় সগর রাজা ইন্দ্রত্ব কামনায় এক শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার সংকল্প করেন। শততম যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সময়ে ইন্দ্রদেব ভীত হইয়া সগরের যজ্ঞীয় অশ্ব চুরি করিয়া পাতালে উগ্রতপা কপিল মুনির নিকটে সেই যজ্ঞীয় অশ্ব বন্ধন করিয়া আসেন। সগরের ষাট হাজার পুত্র ঐ অশ্ব অন্বেষণের জন্য পৃথিবী খুঁড়িয়া পাতালে উপস্থিত হয় ও অশ্বকে দেখিতে পায়। তাহারা কপিলকে অশ্বচোর মনে করিয়া প্রহার করিতে থাকে। এই প্রহারে কপিলের রোষানলে তাহারা পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়। ঐ খননে সাগরের উৎপত্তি হয়। এই জন্যই "মম পূর্ব্ব-পুরুষের সাগর খনন" বলা হইয়াছে।

তোমার লাগিয়া সীতা বান্ধিনু জাঙ্গাল।
উপরে পাথর, হেঁটে (১) তমাল পিয়াল॥
জানকী বলেন প্রভু কমল-লোচন।
সাগর বান্ধিয়া দেশে করিলা গমন॥
রাবণ আনিল মোরে ললাট-লিখন।
বিনা দোষে সাগরের হইল বন্ধন॥
জাঙ্গাল বাহিয়া যে রাক্ষস হবে পার।
পৃথিবীতে না থাকিবে জীবের সঞ্চার॥
কহেন এ-কথা রাম-সীতা দুইজনে।
পাতালে থাকিয়া তাহা সাগর-দেব শুনে॥
উঠিয়া কহেন জোড় করি দুই হাত।
আমার বচন শুন প্রভু রঘুনাথ॥
আমারে বান্ধিয়া কৈলা সীতারে উদ্ধার।
শ্রীরাম বন্ধন কেন রহিল আমার॥
তুমি যদি না ঘুচাও আমার বন্ধন।
তিন যুগে ঘুচায় এমন কোন্ জন॥
সাগরের বোলে রাম লক্ষ্মণে নেহালে।
লক্ষ্মণ লইয়া ধনু নামিল জাঙ্গালে॥
ধনু-হুলে তিনখান পাথর খসায়।
করি দশ যোজন একেক পথ হয়॥
জাঙ্গাল ভাঙ্গিল জল বহে খরস্রোতে।
লাফ দিয়া লক্ষ্মণ উঠিল গিয়া রথে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের লঙ্কা-কাণ্ড সার।
অনায়াসে সকলে সাগর হৈল পার॥

—

শ্রীরামের শিবপূজা ও ভরদ্বাজাশ্রমে গমন।

শ্রীরাম বলেন, শুন জানকি এখন।
শিবপূজা করি দেশে করিব গমন॥
শিবপূজা করিতে রামের লাগে মন।
বুঝিয়া পুষ্পক-রথ নামিল তখন॥
গড়িয়া বালির শিব দিলেন লক্ষ্মণ।
হনুমান্ আনিলেক কুসুম চন্দন।
স্নান করি বসিলেন সীতা ঠাকুরাণী।
জাঙ্গালের উপরে পূজেন শূলপাণি॥
জাঙ্গাল উপরে শিব স্থাপিলেন রাম।
সেকারণে সেতুবন্ধ-রামেশ্বর নাম॥
পুনঃ চড়িলেন রথে রাম কুতূহলে।
রাম-সীতা দুই জনে স্বর্ণ-চতুর্দ্দোলে॥
চতুর্দ্দোলে দ্বারী মাত্র রহেন লক্ষ্মণ।
রাম সীতা দোঁহে হয় কথোপকথন॥
দেখ দেখ জানকি, সমুদ্রতীরে হেথা।
ঘর সাজাইনু মোরা দিয়া লতা-পাতা॥
লতার বন্ধন ঘর পাতার ছাউনি।
এক যোজনের পথ ঘর একখানি॥
এইখানে বিভীষণ সহিত মিলন।
এইখানে সাগর দিলেন দরশন॥
কিষ্কিন্ধ্যায় দেখ এই গাছেরময়ালি (২)।
সুগ্রীব হইল মিত্র, হেথা মারি বালি॥
ঋষ্যমূক পর্ব্বত যে অত্যুচ্চ শিখর।
সুগ্রীব মিতার ঘর উহার উপর॥
সীতা বলিলেন, রাম কমল-লোচন।
এ পর্ব্বতে দেখিনু বানর পঞ্চ জন॥
বস্ত্র ছিঁড়ি ফেলিলাম গাত্র-আভরণ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বলি করিনু ক্রন্দন॥

(১) হেঁটে—নীচে। (২) ময়ালি—শ্রেণী; সার।

লতা পাতা ধরি আমি রহিবার মনে।
ছাড় ছাড় বলি দুষ্ট চুলে ধরি টানে॥
শ্রীরাম বলেন, নাহি কহ সে বচন।
তোমারে হরিয়া তার হইল মরণ॥
চৌদ্দ-যুগ ছিল রাবণের পরমায়ু।
তব চুল ধরিয়া সে হইল অল্পায়ু॥
পম্পা-সরোবর (১) সীতা কর নিরীক্ষণ।
ছিলেন ইহার কূলে মতঙ্গ ব্রাহ্মণ॥
স্নান-বস্ত্র রাখিলেন মুনি বৃক্ষ-ডালে।
হইল সহস্র বর্ষ তবু নাহি গলে (২)॥
মরিল কবন্ধ (৩) হেথা ঘোর দরশন।
যাহার একেক হাত একেক যোজন॥
জটায়ু পক্ষীর (৪) স্থান দেখহ জানকি।
তোমা লাগি যুদ্ধ করি প্রাণ দিল পাখী॥
প্রমোদিয়া (৫) ঘর দেখ করিল লক্ষ্মণ।
এই ঘর হৈতে তোমা হরিল রাবণ॥
তোমা হারাইয়া মোর হইল হুতাশ (৬)।
এই ঘরে করিলাম দুই উপবাস॥
হের ওই রণস্থলী দেখহ সুন্দরি।
সহস্র রাক্ষসে খর-দূষণেরে মারি॥
অগস্ত্য (৭) মুনির দেখ স্থান পঞ্চবটী।
যথা সূর্পণখার নাসিকা কাণ কাটি॥
ওই দেখ মুনি-পাড়া শরভঙ্গ-ঘর।
যথা ধনুর্ব্বাণ মোরে দিলা পুরন্দর॥

অত্রি মুনির (৮) বাড়ী সীতা নহে দূর।
যেখানে পরিলা তুমি সুন্দর সিন্দূর॥
কুন্তী নদীতীর (৯) এই কর প্রণিধান।
করিলাম যেখানে পিতার পিণ্ডদান॥
হাতে পিণ্ড নিতে পিতা এলেন গোচরে।
শাস্ত্রমত থুইলাম কুশের উপরে॥
চিত্রকূট গিরি সীতা ওই দেখা যায়।
ভরত আইল যথা লইতে আমায়॥
নারদ বশিষ্ঠ আইলা কুল-পুরোহিত।
ভরত বিনয় করিলেক যথোচিত॥
শুনিলে ভরত-বাক্য পিতৃ-সত্য নড়ে।
কার্য্য সিদ্ধ হইল, সকল মনে পড়ে॥
শৃঙ্গবের পুর ওই গাছের ময়াল (১০)।
যাতে মিত্র আছে মোর গুহক চণ্ডাল॥
নন্দিগ্রাম দেখ সীতা গাছের ময়ালি।
যেখানে ভরত ভাই আছে মহাবলী॥
নন্দিগ্রাম নাম শুনি বানর কৌতুকী।
রথে চড়ি দেখে তারা দিয়া উঁকি-ঝুঁকি॥
নন্দিগ্রাম নামে সবে হরিষ বিশেষ।
সবে বলে, প্রভু, আজি বুঝি যাব দেশ॥
শ্রীরাম বলেন, হেথা মুনি ভরদ্বাজ।
তাঁর সহ সম্ভাষিতে হইবেক ব্যাজ (১১)॥
বন্দিতে মুনির পদ শ্রীরামের মন।
বুঝিয়া আপনি রথ নামিল তখন॥

---

(১) পম্প-সরোবর—ঋষ্যমূক পর্ব্বতের পাদদেশে পম্পাসরোবর ও পম্পানদী প্রবাহিত। সরোবরের জল ক্ষুদ্র নদীরূপে তুঙ্গভদ্রা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। (২) গলে—নষ্ট হয়। (৩) কবন্ধ—১৯১ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য। (৪) জটায়ু পক্ষী—১৭০ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য। (৫) প্রমোদিয়া ঘর—প্রমোদ ভবন। (৬) হুতাশ—আক্ষেপ; খেদ; শোক। (৭) অগস্ত্যমুনি—উর্ব্বশী দর্শনে মিত্রাবরুণের শক্তি স্খলিত হইলে ঐ তেজঃ কুম্ভমধ্যে রক্ষিত হয়। সেই কুম্ভে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল। ইনি বিন্ধ্য পর্ব্বতের গুরু ছিলেন। (৮) অত্রিমুনি—ব্রহ্মার নেত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। মনুসৃষ্ট প্রজাপতি-বিশেষ। সপ্তর্ষিগণের অন্যতম ঋষি। ইনি দত্ত, দুর্ব্বাসা ও চন্দ্রের পিতা। ইনি অনেক বেদমন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। (৯) কুন্তী-নদীতীর—গয়ার অপর পারে ফল্গুতীরে পর্ব্বত-পাদমূলে ই মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। (১০) ময়াল—শ্রেণী। (১১) ব্যাজ—বিলম্ব; দেরি।

মুনি-তপোবনে রাম করিয়া প্রবেশ।
দেখিলেন সর্ব্বত্র সকল সন্নিবেশ (১) ॥
মুনির চরণে রাম করি নমস্কার।
জিজ্ঞাসেন, কহ মুনি, শুভ সমাচার ॥
বহুকাল বনবাসী, না জানি কুশল।
কহ আগে ভরতের রাজ্য-বলাবল ॥
মাতা কি বিমাতা কি পিতার যত রাণী।
কে কেমন আছে তাহা কিছু নাহি জানি ॥
মুনি বলে, রাম, তুমি না হও উতরোল।
সকলে আছেন ভাল, এসে দেহ কোল ॥
মাতা কি বিমাতা তব কেহ নাহি মরে।
দেশে গিয়া সবারে দেখিবে ঘরে ঘরে ॥
রাজকর্ম্মে ভরতের অপূর্ব্ব কাহিনী।
চারি যুগে ত্রিভুবনে কোথাও না শুনি ॥
চতুর্দ্দোল সিংহাসন ছাড়ে খাট পাট (২)।
হস্তী ঘোড়া আছে তবু ভূমে বাহে বাট (৩) ॥
গাছের বাকল পরে জটা ধরে শিরে।
অগুরু চন্দন চুয়া না মাখে শরীরে ॥
ভরত হইয়া রাজা নহে রাজ-ভোগী।
মুনি-ব্যবহার করে যেন মহাযোগী ॥
রত্ন-সিংহাসনেতে নেতের বস্ত্র পাতি।
তোমার পাদুকা থুয়ে ধরে দণ্ড-ছাতি ॥
পাদুকার হেঁটে বৈসে কৃষ্ণসার-চর্ম্মে।
বশিষ্ঠ নারদে ল'য়ে থাকে রাজকর্ম্মে ॥
দেওয়ান (৪) সারিয়া যবে ভরত ঘরে যায়।
তব পাদুকার ঠাঁই মাগয়ে বিদায় ॥
শুনিয়া মুনির কথা রামের উল্লাস।
আগ্রহ হইল তাঁর করিতে সম্ভাষ ॥
মুনি বলে, শ্রীরাম আইলা নিকেতন।
তব দরশনে মম সফল জীবন ॥
মুনিগণ যজ্ঞ করে বিষ্ণুপ্রীতিফলে।
সেই বিষ্ণু আসিয়াছে কি তপের বলে ॥
রামরূপে শ্রীহরি আইলা মম পাশ।
কি করিব প্রার্থনা এথাই স্বর্গবাস ॥
যত দুঃখ পেলে রাম দণ্ডক-কাননে।
ততোধিক দুঃখ রাম সীতার হরণে ॥
পাইলা বিস্তর দুঃখ রাক্ষসের রণে।
সর্ব্ব দুঃখ পাসরিলা মারিয়া রাবণে ॥
তুমি রাম উদ্ধারিলা পৃথিবীর ভার।
যে কর্ম্মের কারণে তোমার অবতার ॥
সে সকল জানিয়াছি রাম আমি ধ্যানে।
এক ভিক্ষা দেহ রাম চাহি তব স্থানে ॥
যদি আসিয়াছ রাম আমার আগারে।
ভুঞ্জাইব সবাকারে অতিথি আচারে ॥
তোমার প্রসাদে দুঃখী নহে এই মুনি।
আজ্ঞা কর ভুঞ্জাইব সত্তর অক্ষৌহিণী ॥
দিব্য আওয়াস দিব, দিব দিব্য বাসা।
ভালমতে করিব যে সৈন্যেরে সম্ভাষা ॥
আলাপে তোমার সঙ্গে বঞ্চিব রজনী।
রজনী প্রান্তে দিব তোমারে মেলানি ॥
শ্রীরাম বলেন, তব অলঙ্ঘ্য বচন।
আজি হেথা থাকি, কালি করিব গমন ॥
বানরের ভক্ষ্য বস্তু ফল সে কেবল।
তপোবনে তোমার ফলয়ে নানা ফল ॥
এই দেশে যত আছে কাঁটাল রসাল।
অকালে ধরুক ফল ফুল ডালে-ডাল ॥

(১) সন্নিবেশ—সংস্থান। (২) পাট—পট্ট বস্ত্র; বহুমূল্য রাজ-পোশাক। (৩) ভূমে বাহে বাট—হাঁটিয়া চলে; অর্থাৎ কোনো যান-বাহন ব্যবহার করে না। (৪) দেওয়ান—দরবার; রাজকার্য্য।

শুষ্ক বৃক্ষ মুঞ্জরুক ফল ফুল পাতে।
লাগুক মধুর চাক ডালে চারিভিতে॥
নন্দিগ্রাম ছাড়িয়া যাইতে অযোধ্যায়।
পথে যেন বানরেরা ফল খেতে পায়॥
যত বর চান রাম তত দেন ঋষি॥
আলাপে উভয় মন উভয়ের তুষি॥
যজ্ঞশালে ভরদ্বাজ করিলেন ধ্যান।
সর্ব্ব-অগ্রে বিশ্বকর্ম্মা হন আগুয়ান॥
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইল সোণার চউরি।
স্বর্ণঘাট বান্ধিলেন দীঘল পুখরী॥
আশী যোজনের পথ করি আয়তন।
দ্বিতীয় অমরাবতী করিল গঠন॥
সংসার আনিতে মুনি পারেন ধেয়ানে।
দেবকন্যাগণে মুনি আনিল সেখানে॥
ঠাঁই ঠাঁই বিরচিল স্বর্ণনাট্যশালা।
দেবতা গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধরাদির মেলা॥
মুনির তপের ফলে ত্রিভুবন মোহে।
জাহ্নবী যমুনা নদী সেইখানে বহে॥
আরবার ভরদ্বাজ জুড়িলেন ধ্যান।
আপনি কমলা দেবী হন অধিষ্ঠান।
লক্ষ্মীদেবী যজ্ঞে গিয়া করেন রন্ধন।
দেবকন্যাগণে করে সে পরিবেষণ॥
স্বর্ণ-থাল সোণার ডাবর ঝারি পীঁড়ি।
আশী যোজনের পথ বসে সারি সারি॥
স্বর্ণথালে পরিবেষে সবে বসি খায়।
কেবা অন্ন দিয়া যায় দেখিতে না পায়॥
অন্নের কি কব কথা কোথা কোমল মধুর।
খাইলে মনেতে হয় কি রস মধুর॥
কি মনোরঞ্জন সে ব্যঞ্জন নানাবিধ।
চর্ব্ব চূষ্য লেহ্য পেয় ভক্ষ্য চতুর্ব্বিধ॥
যথেষ্ট মিষ্টান্ন সে প্রচুর মতিচুর।
যাহা নিরখিবা মাত্র হয় মতি চুর॥
নিখুঁত নিখুঁত মণ্ডা আর রসকরা।
দৃষ্টিমাত্র মনোহরা দিব্য মনোহরা॥
সরুচাকুলির রাশি লবণ-ঠিকরি।
গুড়পিঠা রুটি লুচি খুরমা কচুরি॥
ক্ষীর ক্ষীরসা ক্ষীরলাড়ু মুগের সাউলি।
অমৃত চিতুই পুলি নারিকেল-পুলি॥
কলাবড়া তালবড়া আর ছানাবড়া।
ছানাভাজা খাজা গজা জিলেপি পাঁপড়া॥
সুগন্ধি কোমল অন্ন পায়স পিষ্টক।
ভোজন করিল সুখে রামের কটক॥
দেবভোগ্য ভক্ষ্য ভোগ রসাল সুমৃদু।
যত পায় তত খায় খাইতে সুস্বাদু॥
আকণ্ঠ পূরিয়া খায় যত ধরে পেটে।
নড়িতে চড়িতে নারে পেট পাছে ফাটে॥
উলটিয়া ডাবরে করিল আচমন।
স্বর্ণখাটে শুয়ে করে তাম্বুল ভক্ষণ॥
উর্দ্ধদৃষ্টে রহে সবে নাহি চায় হেঁটে।
কোনরূপে চিত হয়ে শুইলেক খাটে॥
কোমল শয্যায় সবে নিদ্রা যায় সুখে।
সুখে রাত্রি বঞ্চে সবে মনের কৌতুকে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা করেন আহার।
ভরদ্বাজ-মুনির যে ফল তপস্যার॥
নানা সুখে হইল নিশার অবসান।
শ্রীরাম শ্রীরাম বলি করে গাত্রোত্থান॥

শ্রীরামের স্বদেশ-গমন ও স্বজন-সম্ভাষণ।

হনুমানে শ্রীরাম করেন আজ্ঞা-দান।
ভরতেরে সমাচার দেহ হনুমান্ ॥
নন্দিগ্রামে যাহ হনূ ভরত উদ্দেশে।
কহিবে সকল কথা অশেষ-বিশেষে (১) ॥
শৃঙ্গবের-পুরে তুমি যাবে আগুয়ান।
চণ্ডাল মিতারে মম জানাবে কল্যাণ ॥
চক্ষের নিমিষে হনূ উঠিল গগন।
ভরত সম্ভাষিতে যায় ত্বরিত গমন ॥
মনে মনে চিন্তে বীর পবন-নন্দন।
কিরূপে গুহের আগে দিব দরশন ॥
স্বভাবে চণ্ডাল জাতি বড়ই চঞ্চল।
বানর দেখিয়া মোরে করিবেক বল ॥
ভেটিব মনুষ্য-রূপে তার বিদ্যমান।
এই যুক্তি মনে মনে করে হনুমান্ ॥
চক্ষের নিমিষে গেল শৃঙ্গবের-পুরে।
নিজ রূপ ত্যজিয়া মনুষ্য-রূপ ধ'রে ॥
গজমুখী (২) ঘর সে ছাউনি সব নাড়া (৩)।
হনুমান বলে এই চণ্ডালের পাড়া ॥
বসিয়াছে গুহক সে আপন দেওয়ানে।
নররূপে হনুমান্ গেল বিদ্যমানে ॥
গুহক চণ্ডাল তার গলে পুষ্পমাল।
হনুমান্ বার্ত্তা কহে শোন হে চণ্ডাল ॥
শ্রীরাম তোমায় জানাইলেন কল্যাণ।
মিত্র-সম্ভাষণে চল, ত্যজহ দেওয়ান ॥
হরিষে চণ্ডাল পুছে গদগদ ভাষে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা কত দূরে আসে ॥

নররূপী হনূ বলে, শুনহে গুহক।
স্মরিয়া শ্রীরামে মোর জাগিছে পুলক ॥
শ্রীরাম ছিলেন কল্য ভরদ্বাজ-পুরে।
পথে দেখা পাবে তাঁর, চলহ সত্বরে ॥
শ্রীরাম আইসে দেশে প'ড়ে গেল সাড়া।
ঝাঁগুড়গুড় বাদ্য বাজে নাচে চণ্ডাল-পাড়া ॥
উভ করি ঝুঁটি বান্ধে টানি পরে ধড়া।
নানা অস্ত্রে সাজে জাতি শেল ঝকড়া ॥
চতুর্দ্দিকে হাত তুলি বাজায় চামুচে (৪)।
উফর ধাফর (৫) করি চণ্ডাল ফৌজ নাচে ॥
নাচয়ে চণ্ডাল সব আনন্দ করিয়ে।
দেখিয়া আনন্দে নাচে চণ্ডালের মেয়ে ॥
গুহ বলে, ধনা মনা দাসী যে সকল।
মিত্র-সম্ভাষণে লবে শালুকের ফল (৬) ॥
ওড়া (৭) ভরা মৎস্য লবে কৈ আর উৎপল।
পদ্মের মৃণাল লবে আর পানিফল ॥
চলিল গুহের ফৌজ দগড়ে দিয়া শাণ।
সাত কোটি চণ্ডাল হইল আগুয়ান ॥
একেক চণ্ডাল যায় দেখিতে পর্ব্বত।
জুড়িয়া চলিল সাত প্রহরের পথ ॥
নানা দ্রব্য গুহক রামের কাছে এড়ে।
রামের ইঙ্গিত পেয়ে বানরেরা নড়ে ॥
শ্রীরাম বলেন, মিত্র, আছ ত কুশলে।
গুহ বলে, রাম তুই আইলি ভালে ভালে ॥
শুনিয়া গুহের কথা রামের সন্তোষ।
ভক্তি-মাত্র লন রাম, নাহি লন দোষ ॥
শ্রীরাম গুহের মনস্তুষ্টির কারণ।
রথ হৈতে উলিয়া দিলেন আলিঙ্গন ॥

---

(১) অশেষ-বিশেষে—সবিস্তারে। (২) গজমুখী—যে ঘরের প্রবেশ-দ্বার প্রস্থের দিকে; গজদুয়ারী। (৩) নাড়া—খড়। (৪) চামুচে—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। (৫) উফর ধাফর—দ্রুত ও বিশৃঙ্খলা ভাবে। (৬) শালুকের ফল—ভেঁট। (৭) ওড়া—ঝাঁকা।

জগতে শ্রীরামের এমন ঠাকুরালি।
চণ্ডালে বানরে আর রাক্ষসে মিতালি॥
সাতকোটি চণ্ডালে দেখিল রাম-রূপ।
অনায়াসে উত্তীর্ণ হইল ভব-কূপ॥
রাম-সম্ভাষণেতে হইল দিব্যজ্ঞান।
সর্ব্ব লোক স্বর্গে গেল চড়িয়া বিমান॥
'রাম রাম' বলিয়া পরাণ যায় যার।
চরমে (১) সে স্বর্গে যায়, জন্ম নাহি আর॥
নিজ রূপে হনূমান্ উঠিল গগনে।
ভরতের কাছে যায় ত্বরিত-গমনে॥
নানা তীর্থ এড়াইল নদী নানাস্থানী (২)।
হইল গোমতী পার পরম-সন্ধানী (৩)॥
হেঁটে শালগাছ এড়ে ত্রিশত যোজন।
নন্দিগ্রামে উত্তরিল পবন-নন্দন॥
গগন-মণ্ডলে বীর রহে অন্তরীক্ষে।
তথায় থাকিয়া বীর নন্দিগ্রাম দেখে॥
গড়ের প্রাচীর দেখে পর্ব্বতের সার।
হস্তী ঘোড়া দেখে বীর পর্ব্বত-আকার॥
সিংহাসনে পাদুকা বেষ্টিত শুভ্র নেতে।
শ্বেত চামরের বায়ু পড়ে চারিভিতে॥
ত্রিযোজন প্রশস্ত প্রাচীর সুনির্ম্মাণ।
গড়ের দুয়ার শোভে বিচিত্র-বিধান॥
পৃথিবীতে রাজা লক্ষ অযুত নিযুত।
অষ্ট-আশী কোটী রাজা দ্বারেতে মজুত॥
বিচিত্র নির্ম্মাণ ঘর বিচিত্র আওয়াস।
অত্যুচ্চ একেক ঘর লেগেছে আকাশ॥
মরকত-স্তম্ভে লাগে মাণিক রতন।
হস্তী ঘোড়া সংখ্যা নাই কে করে গণন॥
ঠাঁই ঠাঁই বিচিত্র সোনার নাট্য-শালা।
দেব-দৈত্য-গন্ধর্ব্ব আদির যত মেলা॥
রত্ন-সিংহাসনোপরি নেতবস্ত্র পাতি।
তদুপরে পাদুকা রাখিয়া ধরে ছাতি॥
ভরত তাহার নীচে কৃষ্ণসার-চর্ম্মে।
বশিষ্ঠ নারদ ল'য়ে থাকে রাজকর্ম্মে॥
ভরত সাক্ষাৎ বিষ্ণু স্বয়ং অধিষ্ঠান।
অনুমানে ভরতে চিনিল হনূমান্॥
উলিয়া তথায় বীর করিল প্রণাম।
জোড়-হাত করি বলে আপনার নাম॥
হনূমান্ নাম মোর, জাতিতে বানর।
সুগ্রীবের পাত্র আমি পবন-কোঙর॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ আমি তাঁর দাস।
এই পুণ্যে পাইলাম তোমায় সম্ভাষ॥
রঘুবংশে ভরত আপনি নারায়ণ।
তোমা দরশনে হয় পাপ-বিমোচন॥
কেকয়-রাজার কন্যা তোমার জননী।
দশরথ ভূপতির মধ্যমা গৃহিণী॥
রাজার মহিষী তিনি রাজার নন্দিনী।
সৌভাগ্যে তাঁহার সমা নহে অন্য রাণী॥
করিলা রাজার সেবা বরেণ্যা (৪) মহিষী।
জন্মিলা যাঁহার গর্ভে তুমি পূর্ণশশী॥
বর মাগিলেন তিনি সে অতি অনার্য্য।
শ্রীরামের বনবাস, ভরতের রাজ্য॥
সে দুর্নাম গেল তাঁর তোমা পুত্রগণে।
তোমার চরিত্রে চমৎকার ত্রিভুবনে॥
হস্তী ঘোড়া রথ এড়ি ভূমে বাট বাহ।
রাজা হৈয়া ভ্রাতৃভক্ত হেন নহে কেহ॥

---

(১) চরমে—অন্তিমে। (২) নানাস্থানী—নানা স্থান দিয়া প্রবাহিতা। (৩) পরম-সন্ধানী—সুকৌশলী। (৪) বরেণ্যা—পূজনীয়া।

ভরত ভূপাল হ'য়ে নহে রাজ্যভোগী।
মুনি-ব্যবহার কর যেন মহাযোগী ॥
যাঁহারে আনিতে গেলে ল'য়ে রাজ্যখণ্ড।
যাঁহার পাদুকা' পরি ধর ছত্র-দণ্ড ॥
বহুকাল দুঃখী আছ যাঁহার আশ্বাসে।
সেই রাম পাঠাইলা তোমার উদ্দেশে ॥
শুভবার্ত্তা কহে যদি পবন-নন্দন।
উঠিয়া ভরত তারে দেন আলিঙ্গন ॥
হনুমানে কোল দিয়া ছাড়িবারে নারে।
মুক্তার গাঁথনি (১) যেন চক্ষে জল ঝরে ॥
ভরতের নেত্র-জলে হনুমান্ তিতে।
ভরত প্রসাদ দিতে ভাবিছেন চিতে ॥
তিন শত গাভী দিল বাছি ভাল ভাল।
দুই শত গাছ দিল রসাল কাঁটাল ॥
অগ্নিবর্ণ স্বর্ণ দিল আশী লক্ষ তোলা।
মণিমুক্তা দিল কত মধ্যে গাঁথা পলা ॥
রূপে গুণে কুলে শীলে যাহার বাখান।
এমন এগার শত কন্যা দিল দান ॥
কন্যাগণে দেখি হাসে পবন-নন্দন।
পশু আমি, কন্যায় কি মোর প্রয়োজন ॥
ভরত যে দান দেহ কিছুই না মানি।
রামের মঙ্গল যাহে তাহে আমি গণি ॥
এত যদি হনুমান্ বলিল বচন।
পুনশ্চ ভরত তারে দিলা আলিঙ্গন ॥
বহু দিনে শুনিলাম অপূর্ব্ব কাহিনী।
তুমি নহ বানর, দেবের মধ্যে গণি ॥
ভরত বলেন, বীর, জিজ্ঞাসি তোমায়।
কি কার্য্যে বানরগণ রামের সহায় ॥
কোন্ কোন্ সেনাপতি কি তার বাখান।
দেশে এলে সবাকার করিব সম্মান ॥

এত যদি পূর্ব্বকথা জিজ্ঞাসে ভরত।
যথাক্রমে হনুমান্ কহিছে তাবৎ ॥
রাজ্য ছাড়ি রাম যান পঞ্চবটী বন।
সূর্পণখার নাক কাণ কাটেন লক্ষ্মণ ॥
মারিলেন তথা খর ত্রিশিরা দূষণ।
মায়ামৃগ-ছলে সীতা হরিল রাবণ ॥
সুগ্রীবের সহ সখ্য, সীতা-অন্বেষণ।
বালিরে মারিয়া রাজ্য সুগ্রীবে অর্পণ ॥
সমস্ত বানর জড় সুগ্রীব-আদেশে।
সীতা-অন্বেষিতে সবে যাই দেশে দেশে ॥
এক মাস কাল রাজা করিল নিশ্চয়।
মাসের অধিক হৈল প্রাণের সংশয় ॥
পাতালে প্রবেশ করি মহা-অন্ধকার।
মরিব বানর-সৈন্য যুক্তি করি সার ॥
অন্ধকার পাতালেতে করিনু প্রবেশ।
চাহিয়া পাতাল সপ্ত না পাই উদ্দেশ ॥
বিন্ধ্যাচলে সম্পাতির সহ হয় দেখা।
রাম-নাম বলিতে উঠিল তার পাখা ॥
জটায়ুর জ্যেষ্ঠ পক্ষিশ্রেষ্ঠ সে সম্পাতি।
তার বাক্যে ভরত ডিঙ্গাই সরিৎপতি (২) ॥
সাগরের কূলে গেলাম সকল বানর।
একাকী ভরত ডিঙ্গাইলাম সাগর ॥
একাকী লঙ্কার মধ্যে করিনু প্রবেশ।
অন্তঃপুরে সীতার না পাইনু উদ্দেশ ॥
গৃহে গৃহে চাহি আমি সীতা নাই দেখি।
প্রাচীরে বসিয়া কান্দি হৈয়া বড় দুঃখী ॥
দু-প্রহর রাত্রি গেল, তৃতীয় প্রহরে।
সীতারে দেখিনু অশোক-কানন ভিতরে ॥
কোথা হৈতে আইলে জিজ্ঞাসেন বৈদেহী।
রামের বৃত্তান্ত যত তাহা আমি কহি ॥

(১) মুক্তার গাঁথনি—মুক্তার মালা। (২) সরিৎপতি—সাগর।

রামের অঙ্গুরী যে দিলাম নিদর্শন (১)।
অঙ্গুরী পাইয়া সীতা করিলা ক্রন্দন ॥
দিলেন রামের তরে মস্তকের মণি।
কহিলেন জানাইতে রামেরে কাহিনী ॥
সে মণি আনিয়া দিনু রাম-বিদ্যমানে।
মণি পাইয়া কান্দিলেন ভাই দুই জনে ॥
বানরের সহকারে করি সেতু বন্ধ।
মারিলেন শ্রীরাম সবংশে দশস্কন্ধ ॥
প্রহস্ত মরিল নীল-বানরের তেজে।
নাগ-পাশে মুক্ত করিলেন পক্ষিরাজে ॥
ইন্দ্রজিতে অতিকায়ে মারেন লক্ষ্মণ।
শ্রীরামের হাতে হত হইল রাবণ ॥
শত্রুক্ষয় করিলেন রাম বাহুবলে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা আসেন কুশলে ॥
আইলেন রাক্ষস সুগ্রীব বিভীষণে।
পাত্র মিত্র লয়ে চল রাম-সম্ভাষণে ॥
ছিলেন শ্রীরাম কল্য ভরদ্বাজ-ঘরে।
পথেতে হইবে দেখা, চলহ সত্বরে ॥
শুভবার্ত্তা কহে যদি বীর হনুমান্।
শত্রুঘ্নেরে ভরত করেন সংবিধান ॥
সুদিন হৈল ভাই, দুঃখ হৈল শেষ।
বহু দিবসেতে রাম আইলেন দেশ ॥
প্রস্তর-প্রতিমা যত আছে স্থানে-স্থান।
সুগন্ধি চন্দনে সে-সবারে করাও স্নান ॥
দেবতার স্থানে বাদ্য বাজাক বাইতি (২)।
দেহ ধূপ নৈবেদ্য, ঘৃতের জ্বাল বাতি ॥
ফল মূল নৈবেদ্য ভরিয়া দেহ ডালা।
সুগন্ধি চন্দন-কাষ্ঠে জ্বালহ পাঁজালা (৩) ॥
উচ্চ নীচ স্থান কর একই সোসর।
পথ পরিষ্কার কর, বাছহ কঙ্কর ॥
প্রতিপুরে দ্বারে দ্বারে পোত বৃক্ষ-কলা।
গাছে গাছে পতাকা বান্ধহ পুষ্পমালা ॥
আলগোছে টাঙ্গা বান্ধ নেতের উয়াড়ে (৪)।
পুরনারী দেখে যেন থাকি তার আড়ে ॥
রামের চরণ যে করিবে নিরীক্ষণ।
কোটি-কোটি জন্ম-পাপ হইবে মোচন ॥
যা বলিল ভরত করিল শত্রুঘন।
নন্দিগ্রাম হৈল যেন অমর-ভুবন ॥
রামের পাদুকা শিরে করিয়া ভরত।
চলিলেন সামন্ত (৫) সহিত শত শত ॥
পাদুকার উপরে ধরিল ছত্র-দণ্ড।
চামর ঢুলায় তার আনন্দ অখণ্ড (৬) ॥
প্রতি পদক্ষেপেতে করেন নমস্কার।
ভরত আনিতে রামে আনন্দ অপার ॥
বশিষ্ঠ নারদ চলে কুল-পুরোহিত।
সংসারের লোক চলে হয়ে আনন্দিত ॥
মুদ্রিত (৭) হইল দোলা নেতের উয়াড়ে।
সাত শত সতীনে কৌশল্যাদেবী নড়ে ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি বর্ণ।
শ্রীরামে দেখিতে লোক চলিল অগণ্য ॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাইয়া চলিল গর্ভবতী।
লজ্জা ভয় ত্যজে যায় কুলের যুবতী।
কাণা খোঁড়া শিশু বুড়া ল'য়ে অন্য জনে।
অন্ধ-জন চক্ষু পায় শ্রীরাম-দর্শনে ॥
অনেক ব্রাহ্মণ চলে অনেক ব্রাহ্মণী।
তাহাদের ঘরে নাহি রহে এক প্রাণী ॥

(১) নিদর্শন—চিহ্ন। (২) বাইতি—বাদ্যকর। (৩) পাঁজালা—অগ্নি; অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিবার জন্য খড়ের বিনুনী। এখানে অগ্নি অর্থে ব্যবহৃত। (৪) আলগোছে টাঙ্গা বান্ধ নেতের উয়াড়ে—দূর হইতে রেশমী কাপড়ের চিক্ টাঙ্গাইয়া দাও। (৫) সামন্ত—অধীন রাজা। (৬) অখণ্ড—অসীম। (৭) মুদ্রিত—ঢাকা।

অবধূত (১) সন্ন্যাসী চলিল ঊর্দ্ধমুখে।
নপুংসক (২) চলিল, যে অন্তঃপুর রাখে॥
গাছে পক্ষী না রহে, না রহে পশু বনে।
স্থাবর জঙ্গম কীট চলিল সঘনে (৩)॥
ভূত প্রেত পিশাচ যে থাকে অন্তরীক্ষে।
রামেরে দেখিতে যায়, কেহ নাহি থাকে॥
তের শত বৃহন্দে বাহির হৈল পথে।
ভরত শ্রীরামচন্দ্রে না পান দেখিতে॥
ভরত বলেন, হে চঞ্চল (৪) হনুমান্।
যত কিছু বলিলে হইল সহ আন॥
হনূমান্ বলিল, না হও উতরোল।
গোমতীর (৫) পারে শুন কটকের রোল॥
ভরদ্বাজ মুনির বরেতে বিদ্যমান।
শুষ্ক গাছে ফল মূল সহ এই দান॥
ওই দেখ রথখান গিয়াছে আকাশে।
ব্রহ্মার রচিত রথ বাহে (৬) রাজহংসে॥
কি কব রথের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী।
উহার উপরে সৈন্য সত্তর অক্ষৌহিণী॥
তিন কোটি রাক্ষস সহিত বিভীষণ।
এক কোণে রথের রয়েছে তুষ্ট-মন॥
রথখান দেখ সবে ঢাকিছে গগন।
ঢাকিল সূর্য্যের তেজ রথের কিরণ॥
এমত উভয়ে হয় কথোপকথন।
হেনকালে রথ লৈয়া আইল পবন॥
ভরতে দেখিয়া রাম হলেন কাতর।
অস্থি-চর্ম্ম-সার অতি ক্ষীণ-কলেবর॥
চলিয়া আসিতে পদ উথড়িয়া পড়ে।
হনূমান্ কোলে করি রথে গিয়া চড়ে॥

রথোপরি চারি ভাই হৈল দরশন।
চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে দেন আলিঙ্গন॥
প্রেমে পূর্ণ, আনন্দে বহিছে অশ্রুধার।
ভরত করেন শ্রীরামেরে নমস্কার।
জানকীরে প্রণিপাত করেন ভরত।
আশীর্ব্বাদ জানকী করেন শত শত॥
জ্যেষ্ঠ-জ্ঞানে ভরত লক্ষ্মণে নাহি বন্দে।
পরস্পর কোলাকুলি পরম আনন্দে॥
তিনের অনুজ বটে বীর শত্রুঘন।
চারি ভাই একেবারে কৈলা আলিঙ্গন॥
এক বিষ্ণু চারি অংশ মায়ার কারণ।
দেবগণ বলে, পাছে হয় বা মিলন॥
একঠাঁই চারি ভাই হইল মিলন।
আনন্দে অমর করে পুষ্প বরিষণ॥
শ্রীরাম বশিষ্ঠ-গুরু করেন বন্দন।
সবারে বন্দেন রাম কুলের ব্রাহ্মণ॥
পুত্র-শোকে কৌশল্যার অস্থিচর্ম্ম সার।
রাম-নাম বিনা তাঁর মুখে নাহি আর॥
সুমিত্রার নেত্রে বারি ঝরে ঝর-ঝর।
সর্ব্বদা কান্দিছে বলি রাম রঘুবর॥
হেনকালে সীতা সহ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রথ হৈতে নামি এল জননী-সদন॥
মাতা বিমাতারে রাম করেন প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ করে, চিরজীবী হও রাম॥
অন্ধের নয়ন যেন হয় পুনর্ব্বার।
সেইরূপ আনন্দ সতিনী দুজনার॥
পুলকে পূর্ণিত হ'য়ে কান্দে দুই রাণী।
দুইজনে প্রণমিলা সীতা ঠাকুরাণী॥

(১) অবধূত—সংসার-মায়া-মুক্ত পুরুষ। (২) নপুংসক—ক্লীব; স্ত্রী-পুরুষ-চিহ্নহীন প্রাণী। (৩) সঘনে—দলে দলে। (৪) চঞ্চল—চপল। (৫) গোমতী—গঙ্গার এক উপনদী। গো (স্বর্গ) আছে যাতে, অর্থাৎ ইহার জলে স্নান করিলে স্বর্গ লাভ হয়। (৬) বাহে—টানে।

কান্দেন সুমিত্রা রাণী সীতা ল'য়ে কোলে।
তিনজনে তিতিলেক নয়নের জলে ॥
সুমিত্রার আগে রাম জোড়হাতে কন।
এই লহ মাতা, তব প্রাণের লক্ষ্মণ ॥
বনেতে গমন আমি কৈনু যেই কালে।
হাতে হাতে লক্ষ্মণেরে স'পে দিয়াছিলে ॥
প্রাণের দোসর মম লক্ষ্মণ যে ভাই।
লক্ষ্মণের গুণে বনে দুঃখ জানি নাই ॥
পিতৃসত্য পালিয়া আইনু দেশে ফিরে।
তোমার লক্ষ্মণে এনে দিলাম তোমারে ॥
সুমিত্রা বলেন, রাম, কত কহ আর।
আমার লক্ষ্মণ নহে, জানিও তোমার ॥
এক কথা রাম, আমি জিজ্ঞাসি তোমাকে।
কেন এ শেলের চিহ্ন লক্ষ্মণের বুকে ॥
শ্রীরাম বলেন, মাতা, করি নিবেদন।
লঙ্কাপুরী মধ্যে হ'য়েছিল মহারণ ॥
রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ নাম ধরে।
মহাধনুর্দ্ধর সেই ভুবন ভিতরে ॥
তাহারে লক্ষ্মণ ভাই করে বিনাশন।
মহাক্রোধে সমরে আইল দশানন ॥
মহারণে লক্ষ্মণেরে শক্তি প্রহারিল।
সেই শক্তি লক্ষ্মণের বুকেতে বাজিল ॥
অচেতন হ'য়ে ভাই পড়ে রণ-স্থলে।
হইয়া ব্যাকুল আমি করিলাম কোলে ॥
হনুমান্ ঔষধ আনিয়া তার পর।
লক্ষ্মণের প্রাণদান দিল বীরবর ॥
অতএব এই চিহ্ন শক্তির প্রহার।
সে সব কহিতে দুঃখ বাড়য়ে অপার ॥
সুমিত্রা বলেন, রাম, শুনহ বচন।
শেল-চিহ্ন' পরে কেন না দিলে চরণ ॥
যে পদ-স্পর্শনে স্বর্ণ হৈল কাষ্ঠ-তরী।
কেন লক্ষ্মণের বুকে নাহি দিলে হরি ॥
লক্ষ্মণের বর্ণে স্বর্ণ হইত মিলন।
তবে শেল-চিহ্ন না থাকিত কদাচন ॥
হেঁট মুখে রহে রাম হইয়া লজ্জিত।
ভরত পাদুকা আনি জোগায় ত্বরিত ॥
সম্মুখেতে রাখিল পাদুকা দুই পাট।
রথ ত্যজি রঘুনাথ ভূমে বাহে বাট ॥
ভরত বলেন, গোঁসাই, করি নিবেদন।
মহাব্রত ক'রেছিনু পাদুকা-সেবন ॥
ব্রত সাঙ্গ হৈল মম, তোমা-আগমনে।
বারেক পাদুকা দেহ ও রাঙ্গা চরণে ॥
প্রজারা নোওয়ায় মাথা পাদুকা দেখিয়ে।
পাদুকা দিলেন পায়ে হরষিত হ'য়ে ॥
রাজ্যখণ্ডে যান রাম পরম হরষে।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥

শ্রীরামের কৈকেয়ী-সম্ভাষণ।

আইল দেশেতে রাম আনন্দ সবার।
শুনিলা কৈকেয়ী রাণী শুভ সমাচার ॥
অভিমানে কৈকেয়ীর বারিপূর্ণ আঁখি।
কথা কি কবেন রাম মা বলিয়া ডাকি ॥
যদি রাম পূর্ব্বমত করে সম্ভাষণ।
রাখিব এ দেহ, নহে ত্যজিব জীবন ॥

এতেক ভাবিয়া রাণী হৈল অধোমুখ।
করেতে রাখিল এক বিষের লড্ডুক (১) ॥
যদি রাম মা বলিয়া না ডাকে আমারে।
ত্যজিব এ পাপ প্রাণ বিষপান ক'রে ॥
এত বলি অভিমানে রহিলেন রাণী।
অন্তরে জানিলা তাহা রাম রঘুমণি ॥
হইল ব্যথিত প্রাণ বিমাতার তরে।
আগেতে চলিলা, রাম কৈকেয়ীর ঘরে ॥
ধূলায় বসিয়া রাণী বিরস-বদন।
হেনকালে রাম গিয়া বন্দিলা চরণ ॥
কৈকেয়ীরে শ্রীরাম কহেন জোড়-করে।
দেশেতে আইনু মাতা চৌদ্দবর্ষ পরে ॥
অরণ্যে পড়িয়াছিনু অনেক প্রমাদে।
উদ্ধার হ'য়েছি সবে তব আশীর্ব্বাদে ॥
লজ্জা পেয়ে কৈকেয়ী কহিছে রঘুনাথে।
কোন্ দোষে দোষী আমি তোমার অগ্রেতে ॥
বনে গেলে দেবতার কার্য্য-সিদ্ধি লাগি'।
আম'কে করিলে কেন নিমিত্তের ভাগী (২) ॥
তুমি গোলোকের পতি জানে এ সংসার।
অবতার হ'য়েছ হরিতে ক্ষিতি-ভার ॥
সংসারের সার তুমি, কে চিনিতে পারে।
সূর্য্যবংশ পবিত্র তোমার অবতারে ॥
অরি মারি দেবতার বাঞ্ছা পুরাইলি।
আমার মাথায় দিয়ে কলঙ্কের ডালি ॥
বাছা রাম, বলি তোরে আর এক কথা।
এত যে দিতেছ দুঃখ জানিয়া বিমাতা ॥
চিরকাল ভরত-অধিক স্নেহ করি।
কু-কথা বলিনু মুখে, তোমার চাতুরী ॥
সর্ব্ব ঘটে স্থায়ী তুমি, সুখ-দুঃখ-দাতা।
এতেক দুর্গতি কৈলে জানিয়া বিমাতা ॥
লজ্জিত হইয়া রাম হেঁট কৈলা মাথা।
জোড় হাত করি রাম কহিছেন কথা ॥
কৈকেয়ীরে তোষে রাম বিনয় বচনে।
তব দোষ নাহি মাতা, দৈব বিড়ম্বনে ॥
কালেতে সকলি হয় বিধির নির্ব্বন্ধ।
তোমার প্রসাদে বধিলাম দশস্কন্ধ ॥
তোমা হৈতে পাইলাম সুগ্রীব সুমিত (৩)।
সঙ্কটেতে সুগ্রীব করিল বড় হিত ॥
তোমার প্রসাদে করি সাগর-বন্ধন।
রাবণে মারিয়া তুষিলাম দেবগণ ॥
জানিলাম লক্ষ্মণের যতেক ভকতি।
জানিলাম সীতাদেবী পতিব্রতা সতী ॥
তোমা হৈতে ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিলাম মাতা।
ছলবাক্যে কৈকেয়ী দ্বিগুণ পাইল ব্যথা ॥
সবার আনন্দ হৈল রাম-দরশনে।
আনন্দে রহিলা রাম মাতার ভবনে ॥
কেহ নাচে, কেহ গায় মনের হরষে।
লঙ্কাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥

---

(১) লড্ডুক—লাড়ু। (২) চন্দ্রজিত রাজ-কন্যা হৈমবতী দাসীর সহিত হিমালয়ে তপস্যা করিতেন। নিকটে অগস্ত্য মুনি তপঃনিরত ছিলেন। একদিন অগস্ত্য দারুণ শীত-বায়ুতে পীড়িত হইয়া হৈমবতীর নিকট বস্ত্র ভিক্ষা করেন। হৈমবতীর নিকট বস্ত্র না থাকায় তিনি নিজ পরিধেয় বস্ত্রের অর্দ্ধাংশ অগস্ত্যকে দান করিবার ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাঁহার দাসী হৈমবতীকে বস্ত্র দান করিতে দিল না; অধিকন্তু মুনিকে নানা কথা শুনাইয়া দিল। এই জন্য অগস্ত্য কুপিত হইয়া হৈমবতীকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, পরজন্মে তুমি রাজকন্যা ও রাজরাণী হইয়াও বিষ্ণুদ্বেষিণী হইয়া কলঙ্কভাগিনী হইবে ও এই দাসী কুব্জ-দেহা ও কুৎসিৎ প্রকৃতি হইবে—এবং এই দাসীর জন্যই তোমার কলঙ্ক রটনা হইবে। অগস্ত্যের অভিশাপে হৈমবতী পর-জন্মে কৈকেয়ী ও দাসী মন্থরা নামে জন্মগ্রহণ করে। (৩) সুমিত—বন্ধুশ্রেষ্ঠ।

শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক।

বাহির চৌতারায় (১) রাম করেন দেওয়ান (২)।
ছত্রিশ কোটি সেনাপতি দাণ্ডায় প্রধান ॥
সবাকারে আসন জোগায় শীঘ্রগতি।
বসিল ছত্রিশ কোটি শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ॥
ভরতে করান রাম সৈন্য-পরিচয়।
দেখহ সুগ্রীব-রাজা সূর্য্যের তনয় ॥
যুবরাজ অঙ্গদ যে বালির কুমার।
সুগ্রীব দিলেন যারে সর্ব্ব-অধিকার ॥
দেখ গয় গবাক্ষ এই গন্ধমাদন।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দেখ সুষেণ-নন্দন ॥
ঋষভ কুমুদ দেখ পনস সম্পাতি।
নল নীল দেখ এই মুখ্য (৩) সেনাপতি ॥
ঐ দেখ সুষেণ আর মন্ত্রী জাম্ববান্।
ঔষধে ও মন্ত্রণাতে দোঁহে সাবধান ॥
এই দেখ হনুমান্ পবন-নন্দন।
যাহার বিক্রমে মারিলাম দশানন ॥
ইহার গুণের কথা কি কব বিশেষ।
হনুমান্ করিয়াছে সীতার উদ্দেশ ॥
হনুমান্ আমার সকল কার্য্যে দড় (৪)।
চারি ভাই হৈতে মম হনুমান্ বড় ॥
ওই দেখ লঙ্কেশ্বর মন্ত্রী বিভীষণ।
যাহার মন্ত্রণা-গুণে মরিল রাবণ ॥
কহিলেন রঘুনাথ যার যত গুণ।
সর্ব্বলোক তাঁর পানে চাহে পুনঃপুনঃ ॥
রাক্ষস বানর সব নানা মায়া ধরে।
রামের ইঙ্গিতে তারা নর-রূপ ধরে ॥
ভরত বলেন, সাক্ষী হও সর্ব্বজন।
প্রভুর চরণে আমি করি নিবেদন ॥
ভরত প্রণাম করি রামের চরণে।
জোড়হাতে বলেন সবার বিদ্যমানে ॥
স্থাপ্যধন মম ঠাঁই আছে পিতৃরাজ্য।
তোমার অজ্ঞাতে করিয়াছি রাজকার্য্য ॥
আজ্ঞা কর, রাজ্য লহ, বৈস সিংহাসনে।
সেবা ক'রে থাকি রাম-সীতার চরণে ॥
মহারাজ্য রাখিতে আমার শক্তি নহে।
কেশরীর বিক্রম শৃগালে কোথা বহে ॥
সবলের বোঝা কি দুর্ব্বলে নিতে পারে।
মম রাজ্য মহাবীর পারে রাখিবারে ॥
অদ্য হৈতে রাজ্যভার আমাকে না লাগে।
ক্রমাগত রাজ্য রাম ভুঞ্জ যুগে যুগে ॥
ভরতের কথা শুনি শ্রীরাম হাসিয়া।
ভরতে করেন কোলে বাহু পসারিয়া ॥
বলেন ভরত পুনঃ বিনয়-বচন।
ভরতের প্রতি রাম কহেন তখন ॥
তব ব্যবহারে ভাই হইলাম বশ।
পৃথিবী জুড়িয়া তব ঘুষিবেক যশ ॥
জানাইল গণকে উত্তম তিথি বার।
কাটিতে মাথার জটা হইল সবার ॥
চারি ভাই বসিলেন কাঞ্চনের খাটে।
শুভক্ষণে নাপিত শিরের জটা কাটে ॥
জটাজুট মুণ্ডন করিয়া সুবিধান।
সুবাসিত গঙ্গাজলে করাইল স্নান ॥
অতঃপর করিয়া বল্কল বিসর্জ্জন।
পরিধান করিলেন বিচিত্র বসন ॥
জানকীরে স্নান করাইলা যত রাণী।
বৈকুণ্ঠ হইতে লক্ষ্মী আইলা আপনি ॥
শ্রীরাম করিয়াছেন যেমন আচার।
বল্কল পরিয়া সব আছিল সংসার ॥

(১) চৌতারায়—চাতালে। (২) দেওয়ান—সভা। (৩) মুখ্য—প্রধান। (৪) দড়—নিপুণ।

আকাশ পাতাল জুড়ে অগ্নিশিখা জ্বলে।
আপনি উঠিলা অগ্নি সীতা লয়ে কোলে।—৫৪০ পৃঃ

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক—৫[illegible]

অযোধ্যার মনুষ্য তপস্বি-বেশধারী।
পরিল বসন সবে বল্কল পরিহরি॥
শ্রীরামের দুঃখে লোক ছিল সব দুঃখী।
তাঁহার সুখেতে লোক হইলেক সুখী॥
আনন্দে কৌশল্যাদেবী করিলা রন্ধন।
চারি ভাই করিলেন অমৃত ভোজন॥
যজ্ঞস্থানে সীতাদেবী গেলেন আপনি।
ভোজন করিল সৈন্য সত্তর-অক্ষৌহিণী॥
সুখে গেল বিভাবরী, হইল প্রভাত।
আইল সকল লোক রামের সাক্ষাৎ॥
শ্রীরাম ভূপতি হন গিয়া অযোধ্যায়।
বাসনা করিয়া সবে চলিল তথায়॥
চলিল রামের সঙ্গে হস্তী ঘোড়া চড়ি।
দেখিবারে স্ত্রী-পুরুষ আইল রড়ারড়ি (১)॥
যে যেমন ভাবে ছিল, সেই ভাবে ধায়।
বৃদ্ধ কাণা খোঁড়া শিশু কেহ নাহি রয়॥
কাণা খোঁড়া ধরিয়া ত আনে অন্য জনে।
সর্ব্ব দুঃখ ঘুচে তার রাম-দরশনে॥
ঊর্দ্ধ-শ্বাসে ধাইয়া আইসে গর্ভবতী।
লজ্জা-ভয় পরিহরি আইসে যুবতী॥
কি করিবে স্বামী, কি করিবে ধনে জনে।
সর্ব্ব-পাপ ঘুচিবেক রাম-দরশনে॥
চল সবে দেখি গিয়া রামের বদন।
জুড়াইবে নয়ন, সুতৃপ্ত হবে মন॥
মাতঙ্গ ছত্রিশ কোটি আইল দন্তাল (২)।
বানর ছত্রিশ কোটি বিক্রমে বিশাল॥
ঘোড়া হস্তী চড়ি সবে অযোধ্যায় যায়।
শুষ্ক গাছে ফল ফুল ছিঁড়ি সবে খায়॥

সুমন্ত্র জোগায় রথ জয় জয় নাদে।
রথোপরি চারি ভাই দিব্য পরিচ্ছদে॥
ধরেন ভরত যে ঘোড়ার কড়িয়ালী (৩)।
চামর ঢুলান শ্রীলক্ষ্মণ মহাবলী॥
শত্রুঘ্ন রামের গাত্রে করেন ব্যজন।
বিরাজিত চারি অংশে রথে নারায়ণ॥
দুই দিকে সর্ব্বলোক রাম পানে চাহে।
শ্রীরামের যত গুণ শত মুখে কহে॥
বহু পুণ্যে পাই প্রভু তোমা হেন রাজা।
জন্মে জন্মে রঘুনাথ করি তব পূজা॥
সর্ব্বলোক মুগ্ধ হয় করিয়া দর্শন।
সর্ব্বক্ষণ দেখি যে তোমার চন্দ্রানন॥
দেখিয়া রামের রূপ ভুবনমোহন।
পুরবাসী সকলের তৃপ্ত হইল মন॥
শ্রীরামের মন নহে অন্যের যেমন।
যে মন সীতার প্রতি, কে পায় সে মন॥
যথা রাম তথা সীতা শোভে দুই জন।
অন্য পানে শ্রীরাম না চান কদাচন॥
সীতার সৌভাগ্য তারা বলিয়া অন্তরে।
আপনা নিন্দিয়া সবে গেল ঘরে ঘরে॥
ঘরে গিয়া স্ত্রীলোকের প্রাণ নহে স্থির।
অযোধ্যায় প্রবেশ করেন রঘুবীর॥
ভরতের প্রতি রাম করেন আদেশ।
কটক রহিতে স্থান করহ উদ্দেশ (৪)॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা ভরত সত্বর।
করিলেন নির্দ্দিষ্ট ছত্রিশ কোটি ঘর॥
এক বৃদ্ধ আওয়াস সে দেখিতে রূপস।
চালে শোভা করিতেছে রত্নের কলস॥

---

(১) রড়ারড়ি—দ্রুতবেগে। (২) দন্তাল—দন্তবিশিষ্ট। (১) কড়িয়ালি—লাগাম। (২) উদ্দেশ—স্থির; নির্দ্দিষ্ট।

রত্নময় ঘরখান ধরে নানা জ্যোতি।
এই ঘরে রহুন সুগ্রীব মহামতি ॥
আর যে আওয়াস দেখ নির্ম্মল কাঞ্চন।
তিন কোটি রাক্ষসে রহুন বিভীষণ ॥
দেখ এই ঘরে মণি মাণিক্য উজলে।
রহুন অঙ্গদ বীর সহ সৈন্যদলে ॥
আর যে আবাস দেখ মুকুতা-গঠনি।
এই খানে হনুমান্ থাকুন আপনি ॥
সিন্ধু-নদ-তীরে আর সরযূর তীরে।
এত দূর চাপি বৈসে রাক্ষস-বানরে ॥
সিন্ধু-নদ সরযূতে চল্লিশ যোজন।
এত দূর ব্যাপিয়া রহিল সৈন্যগণ ॥
স্বর্ণখাটে শুইল বানর শয্যাতলে।
আমোদ-প্রমোদ কাল কাটে কুতুহলে ॥
কহেন ভরত গিয়া সুগ্রীবের ঘর।
কালি ছত্র-দণ্ড ধরিবেন রঘুবর ॥
পুনর্ব্বসু নক্ষত্র ও পূর্ণ চৈত্র-মাস।
শ্রীরাম হবেন রাজা, আজি অধিবাস ॥
অন্য দ্রব্য আনিব সে কোন্ কার্য্য গণি।
আনিতে নারিব চারি সাগরের পানি ॥
দিলাম চারিটি রত্ন-নির্ম্মিত কলসী।
চারি সাগরের জল আন, নহে বাসী ॥ (১)
সাত শত নদী আছে পৃথিবীমণ্ডলে।
শ্রীরামের অভিষেক হবে সেই জলে ॥
সাত শত স্বর্ণকুম্ভ দিলাম তব ঠাঁই।
সকল নদীর জল যেন কালি পাই ॥
সুগ্রীব বানর পানে চাহে কটাক্ষেতে।
ধাইয়া বানর-সৈন্য কুম্ভ নিল হাতে ॥
রাজা বলে, সাগরের জলে চিহ্ন আছে।
খালি-জুলির জল আনি ভাণ্ডাও হে পাছে ॥
পাঠাইলা সুগ্রীব বানর চতুর্ভিত।
অধিবাস রামের করেন পুরোহিত ॥
বশিষ্ঠ নারদ মুনি করে বেদধ্বনি।
অখিল ভুবনে শব্দ 'রাম-জয়' শুনি ॥
রাম-সীতা উপবাসে রহেন দুজনে।
পুরী-শুদ্ধ সকলে রহিল জাগরণে ॥
রাম-সীতা দুইজনে কহেন কাহিনী।
আর একদিন প্রভু ছিলাম এমনি ॥
শুনিয়া সীতার কথা শ্রীরামের হাস।
মধুর বচনে তাঁরে করেন সম্ভাষ ॥
পূর্ব্বদিনে রাম-সীতা ছিলেন সংযত।
পরদিন রাম রাজা হন শাস্ত্রমত ॥
প্রভাত হইল পূর্ব্ব-দিকের প্রকাশ।
বানর কলসী হাতে উঠিল আকাশ ॥
অগ্নি হেন উড়ি যায় নীল যে বানর।
চক্ষুর নিমিষে গেল সে পূর্ব্ব-সাগর ॥
অযোধ্যা পূর্ব্ব-সাগর চারিশ যোজন।
রামের তেজে নীল বীর গেল ততক্ষণ ॥
কলসী ভরিয়া রাখে সাগরের ঘাটে।
চিহ্ন চাহি নীল বীর ভ্রমে তার তটে ॥
রক্ত-চন্দনের ডাল দিলেক ঢাকনি।
সুগ্রীবের কাছে আনে প্রভাতা রজনী ॥
জাম্ববান্ তার বাক্যে সাহসে করি ভর।
চক্ষুর নিমিষে গেল পশ্চিম সাগর ॥
অযোধ্যা পশ্চিম-সিন্ধু অষ্টাশী যোজন।
শ্রীরামের তেজেতে সে গেল ততক্ষণ ॥
রাখিল কলসী ভরি সাগরের পাড়ে।
চিহ্ন অম্বেষিয়া বুড়া ভ্রমে উভরড়ে (২) ॥
দেবদারু-ডাল ভাঙ্গি আচ্ছাদিল পানী।
সুগ্রীবের কাছে আনে প্রভাতা রজনী ॥

(১) বাসী—পূর্ব্বদিনের আনা। (২) উভরড়ে—খুব জোরে; দ্রুত।

দক্ষিণ-সাগরে গেল নল মহাবীর।
যেখানে সে বান্ধিয়াছে সমুদ্র গভীর॥
দক্ষিণ-সাগর পাঁচ শত যে যোজন।
শ্রীরামের তেজে নল গেল ততক্ষণ॥
নলে দেখে' সাগরের উড়িল জীবন।
আরবার নল বীর এলো কি কারণ॥
সাগরের ত্রাস দেখি নল হাস্য করে।
আশ্বাস করিয়া তবে কহিছে সাগরে॥
ছিলাম রামের সঙ্গে, তেঁই মম বল।
কার শক্তি বান্ধিবারে পারে তব জল॥
শ্রীরাম হবেন রাজা অযোধ্যা-নগরে।
জল লৈতে আসিয়াছি তোমার গোচরে॥
মনে তোলা পাড়া ক'রে নল মহাবল।
রত্নকুম্ভে ভরিলেন সাগরের জল॥
কলসী ভরিয়া রাখে সেতুর উপরে।
চিহ্ন চাহি নল-বীর ভ্রমে তীরে তীরে॥
সম্মুখে দেখিল গাছ ধবল চন্দন।
ডাল ভাঙ্গি জলোপরি দিল আচ্ছাদন॥
শ্বেতচন্দনের ডালে আচ্ছাদিল পানী।
সুগ্রীবের কাছে আনে প্রভাতা রজনী॥
উত্তর-সাগর পথ হাজার যোজন।
কোন্ বীর যাইবে ভাবিছে মনে-মন॥
শ্রীরাম সুগ্রীবে দোঁহে করে অনুমান।
হাতে-কুম্ভ আকাশে উঠিল হনুমান্॥
হু হু শব্দে যায় বীর বায়ু করি ভর।
লেজের টানে উপাড়য়ে পাদপ-পাথর॥
আকাশে থাকিয়া গাছ জলে স্থলে পড়ে।
বন্ধু অনুবর্জ্জি যেন বান্ধব বাহড়ে (১)॥
পবন-গমনে যায় পবন-নন্দন।
মুহূর্ত্তের মধ্যে গেল হাজার যোজন॥
কলসী ভরিয়া রাখে সাগরের পাড়ে।
চিহ্ন চাহি হনুমান্ ভ্রমে উভরড়ে॥
চন্দনের ডাল তাহে দিলেক ঢাকনি।
সুগ্রীবের কাছে আনে প্রভাতা রজনী॥
সবাকার পাছে গেল বীর হনুমান্।
আইল লইয়া জল সর্ব্ব আগুয়ান॥
গয় গবাক্ষ শরভ ও গন্ধমাদন।
কেশরী কুমুদ আর সুষেণ-নন্দন॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র, আর বানর পনস।
আনিল তীর্থের জল হাজার কলস॥
সীতাসহ শ্রীরাম বসেন সিংহাসনে।
অভিষেক করিল সুগ্রীব বিভীষণে॥
স্বর্গমর্ত্ত্য পাতালেতে দু-রাজা সঞ্চারে।
দুই রাজা ছত্র ধরে রামের উপরে॥
পৃথিবীতে যত রাজা আছে চতুর্ভিত।
শ্রীরামের অভিষেকে দ্বারে উপস্থিত॥
স্বর্গলোক মর্ত্ত্যলোক আইল পাতাল।
অযোধ্যায় ত্রিভুবন হইল মিশাল॥
রহিবার স্থান নাহি, সৈন্য-কলকলি।
নানা শব্দে বাদ্য বাজে আর করতালি॥
চারিভিতে চামর ঢুলায় রাজগণ।
রামের সম্মুখে স্থিত ভাই তিন জন॥
বিরিঞ্চি বলেন, নাহি যাব রাম-স্থান।
দেবকন্যাগণে গিয়া করুক কল্যাণ॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি রহে অন্তরীক্ষে।
দেবকন্যাগণ গেল রামের সম্মুখে॥

(১) বন্ধু অনুবর্জ্জি যেন বান্ধব বাহড়ে—বন্ধুকে বিদায় দিয়া যেমন বান্ধব সকল ফিরিয়া আসে। হনুমান্ সমুদ্রের জল আনিবার জন্য যখন আকাশে উঠিল, তখন হনুমানের লেজের টানে জড়াইয়া অনেক গাছ-পাথর উপাড়িয়া তাহার সঙ্গে আকাশে উঠিল; ক্ষণেক পরে সেই গাছ-পাথর জলে-স্থলে পড়িতে লাগিল। হনুমানের অঙ্গ-সংলগ্ন ছিল বলিয়া গাছ-পাথরকে হনুমানের বান্ধব-স্বরূপ বলা হইয়াছে।

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুধাভাণ্ড।
রাম-রাজা গাইলেন গীত লঙ্কাকাণ্ড ॥

দেবকন্যাগণের আশীর্ব্বচন।

রতি সতী হৈমবতী, লীলাবতী ভানুমতী,
ইত্যাদি অনেক দেবরামা।
আইলেন অযোধ্যায়, দাসদাসী সঙ্গে যায়,
বসন-ভূষণে নিরুপমা ॥
হাতে ল'য়ে দূর্ব্বাধান, রামের সম্মুখে যান,
শ্রীরামেরে করিতে কল্যাণ।
জয় জয় রঘুবীর, পতি হও পৃথিবীর,
পৃথিবীতে তব গুণগান ॥
পৃথিবীতে জন্ম নিলা, নরলীলা প্রকাশিলা,
তুমি লক্ষ্মীপতি নারায়ণ।
কি করিব আশীর্ব্বাদ, পূরিল মনের সাধ,
করিলাম তব দরশন ॥
আসিয়া কিন্নরীগণে, অভিষেক-নিমন্ত্রণে,
করিল রামের গুণগান।
বিদ্যাধর বিদ্যাধরী, আসিয়া অযোধ্যাপুরী,
করে নৃত্য-গীতের বিধান ॥
যত রাজা প্রজাগণ, সকলে আনন্দ মন,
শ্রীরামের অভিষেক-দিনে।
নানা অর্থ বিতরণে, সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণগণে,
অভিষেক কৃত্তিবাস ভণে ॥

বানরগণকে পুরস্কার প্রদান।

ফেলিয়া দিলেন ব্রহ্মা স্বর্ণপদ্মমালা।
অলক্ষ্যে করিল শোভা শ্রীরামের গলা ॥
স্বর্ণ-মণি-মাণিক্যে নির্ম্মিত দিব্য হার।
ইন্দ্র পাঠাইয়া দিলা আরো অলঙ্কার ॥
নানাবিধ মণি মুক্তা পরশ পাথর।
কুবেরের হার শোভে কণ্ঠের উপর ॥
দেব-দত্ত ভূষণেতে হয়ে বিভূষিত।
রাম রাজা হইলেন জগতে পূজিত ॥
শ্রীরামের অভিষেক শুনে যেই নরে।
ঐহিক সম্পদ বাড়ে, পরলোকে তরে ॥
কোটি কোটি দ্বিজ যায় শ্রীরামের স্থান।
যাহার যে অভিলাষ তাহা পায় দান ॥
গ্রাম-ভূমি-স্বর্ণদান করেন শ্রীরাম।
বিমুখ না হয় কেহ, সবে পূর্ণকাম ॥
পূর্ণ চৈত্রমাস পুনর্ব্বসু যে নক্ষত্র।
শুভক্ষণে শ্রীরাম ধরেন দণ্ডছত্র ॥
স্বর্ণ-পদ্মমালা গলে সূর্য্য হেন জ্বলে।
সে মালা দিলেন রাম সুগ্রীবের গলে ॥
অঙ্গদের কাছে রাম ছিলেন লজ্জিত।
অপূর্ব্ব ভূষণে তারে করেন ভূষিত ॥
ছত্রিশ কোটি সেনা পায় শ্রীরামের দান।
অভিমানে নীরব রহিল হনূমান্ ॥
শ্রীরামের দানেতে সকলে হৈল সুখী।
হনূমান্ কেবল মুদিল দুই আঁখি ॥
অপরাধ কি করিনু প্রভুর চরণে।
সবায় তোষেন, মোরে না তোষেন কেনে ॥
বাহির করেন সীতা আপনার হার।
কি কব তাহার মূল্য ভুবনের সার ॥

সে হার দেখিয়া সবে চাহে পরস্পর।
জড়িত বিবিধ মণি রতন পাথর ॥
বড় বড় সেনাপতি পরস্পর চায়।
না জানি সীতার হার কোন জন পায় ॥
হাতে হার করি সীতা রাম-পানে চান।
অভিপ্রায় মনে এই, কারে দেন দান ॥
বুঝিয়া শ্রীরাম তার করেন বিধান।
যারে তব ইচ্ছা যায় তারে কর দান ॥
অমুদ্দেশ সময়েতে উদ্দেশ যে করে।
মরিয়াছিলাম প্রাণ দিল বারে বারে ॥
এমত বুঝিয়া সীতা হার কর দান।
কোন জন না করিবে ইথে অভিমান ॥
জানকী হনূর পানে চান বারে বারে।
খেয়ে গিয়া হনুমান্ গলে হার পরে ॥
মারুতির গলে শোভে জানকীর হার।
হনুমান্ প্রণমিল চরণে সীতার ॥
সীতা বলে, যত কাল থাকিবে পৃথিবী।
রোগ-পীড়া-হীন বাপু, হও চিরজীবী ॥
যাবৎ থাকিবে চন্দ্র-সূর্য্যের প্রচার।
যাবৎ রামের নাম ঘুষিবে সংসার ॥
তত কাল হইও তুমি অক্ষয় অমর।
হনুমান্ পাইল অমর এই বর ॥
রাম-নাম প্রসঙ্গ হইবে যেই স্থানে।
যথা তথা থাক তুমি আসিবে সেখানে ॥

হনুমান্ কর্তৃক বক্ষঃ বিদীর্ণ করণ ও তন্মধ্যে রাম-নাম প্রদর্শন।

হাসিতে হাসিতে হনূ হার ল'য়ে হাতে।
ছিন্ন-ভিন্ন করে হার চিবাইয়া দাঁতে ॥
হনূর দেখিয়া কর্ম্ম হাসেন লক্ষ্মণ।
কুপিত রহস্য-ভাবে বলেন তখন ॥
লক্ষ্মণ বলেন, প্রভু করি নিবেদন।
মারুতির গলে হার দিলে কি কারণ ॥
সহজে বানর, পশু পশুর মিশালে।
রত্নহার দিলে কেন বানরের গলে ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন প্রাণের লক্ষ্মণ।
কি হেতু ছিঁড়িল হার পবন-নন্দন ॥
ইহার বৃত্তান্ত হনুমান্ ভাল জানে।
জিজ্ঞাসহ হনুমানে সভা-বিদ্যমানে ॥
হনুমান্ বলে, শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বহুমূল্য বলি হার করিনু গ্রহণ ॥
দেখিলাম বিচার করিয়া তার পরে।
রাম-নাম নাহি এই হারের ভিতরে ॥
রাম-নাম-হীন যাহা, এমন যে ধন।
পরিত্যাগ করা ভাল, নাহি প্রয়োজন ॥
লক্ষ্মণ বলেন, শুন পবন-কুমার।
রাম-নাম চিহ্ন নাহি দেহেতে তোমার ॥
তবে কেন মিথ্যা দেহ করেছ ধারণ।
কলেবর ত্যাগ কর পবন-নন্দন ॥
এতেক শুনিয়া তবে পবন-কুমার।
চিরি নখে বক্ষঃস্থল করিল বিদার ॥
সভামধ্যে দেখাইল বিদারিয়া বক্ষ।
অস্থিময় রাম-নাম লিখা লক্ষ লক্ষ ॥
দেখিয়া সভার লোক হৈল চমকিত।
অধোমুখ হইলেন লক্ষ্মণ লজ্জিত ॥
লক্ষ্মণ বলেন, শুন বীর হনুমান্।
শ্রীরামের ভক্ত নাই তোমার সমান ॥
তোমারে জানেন রাম, রামে জান তুমি।
তব মহিমার সীমা কি জানিব আমি ॥

হনুমান্ বলে, আমি বনের বানর।
রামের দাসানুদাস, তোমার নফর॥
হনুমানের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
লঙ্কাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

বানর-ভোজন ও বিভীষণাদির স্বদেশ যাত্রা।

বিভীষণে কন রাম করিয়া আদর।
আজি হইতে তুমি মম ভাই সহোদর॥
চারি ভাই ছিলাম হৈলাম পঞ্চজন।
পঞ্চ-জন মিলি রাজ্য করিব পালন॥
দান ভিক্ষা দিয়া সবে করি পরিহার।
দানে শূন্য কৈলা রাম ধনের ভাণ্ডার॥
সীতা-ঠাকুরাণী গিয়া করিলা রন্ধন।
চারি ভাই এক ঠাঁই করিলা ভোজন॥
বানরেরে অন্ন দেন যতেক রমণী।
অন্ন দেন হনুমানে সীতা-ঠাকুরাণী॥
অন্ন দিয়া যান সীতা আনিতে ব্যঞ্জন।
শুধু অন্ন খায় সব পবন-নন্দন॥
শূন্য পাত্রে ব্যঞ্জন কেমনে দিব পাতে।
ব্যঞ্জন লইয়া ফিরে যান দেবী সীতে॥
পুনর্ব্বার দেন অন্ন আনিয়ে হনুকে।
ব্যঞ্জন আনিতে অন্ন খেয়ে বসে থাকে॥
এইরূপে যাতায়াত তিন চারিবার।
দেখিয়া সীতার মনে লাগে চমৎকার॥
সীতা বলে, আমি কিছু বুঝিতে না পারি।
বিশ্বের পালনে অন্নপূর্ণা নাম ধরি॥
দৃষ্টিমাত্রে সৃষ্টি পূর্ণ করি উপহারে।
অন্ন দিতে হারিলাম বনের বানরে॥
বুঝিতে না পারি আমি এই কোন্ জন।
স্বর্ণ-থাল ফেলি কৈলা হস্ত প্রক্ষালন॥
ধ্যানযোগে মা জানকী দেখিলা সত্বর।
বানর-রূপেতে অবতীর্ণ গঙ্গাধর (১)॥
কপি-রূপে বসেছেন কৈলাসের পতি।
উদর পূরাতে পারে কাহার শকতি॥
ঊর্দ্ধমুখে অর্ঘ্য বিনা না পূরে উদর।
এতেক ভাবিয়া সীতা চলিলা সত্বর॥
গোপনেতে গিয়া মাতা হনুর পশ্চাতে।
'নমঃ শিবায়' বলি অন্ন দিলা মাথে॥
হাসিয়া সম্মুখে আসি কহেন বচন।
কত অন্ন হনুমান্ করিলা ভোজন॥
মস্তক ফুটিয়া অন্ন উপরে উঠিল।
হনুমান্ বলে, মাতা, পরিপূর্ণ হৈল॥
আচমন কৈল গিয়া পবন-কুমার।
সীতার চরণে হনু কৈল পরিহার॥
আমি কি জানিব মাতা তোমার মহিমা।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে দিতে নারে সীমা॥
তোমার মহিমা মাতা কি বলিতে জানি।
বিষ্ণুর প্রকৃতি তুমি লক্ষ্মী ঠাকুরাণী॥
এতেক শুনিয়া সীতা হরষিত মন।
সবারে বিদায় রাম দিলেন তখন॥
রাক্ষস-বানরে রাম দিলেন মেলানি।
গাইয়া রামের গুণ চলিল তখনি॥

---

(১) গঙ্গাধর—শিব।—ভগীরথের প্রার্থনায় মহাদেব ব্রহ্মকমণ্ডলুবাসিনী গঙ্গার স্রোতধারা ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম গঙ্গাধর।

লতা পাতা খেতে কপি পরিত কাছুটি।
শ্রীরামের প্রসাদে কোঁচার পরিপাটী ॥
পাসরিব কেমনে শ্রীরাম গুণাধার।
আর কবে দেখিব রাম চরণ তোমার ॥
এইরূপ সর্ব্বত্র করিয়া সুবিহিত।
চারি ভাই রাজ্য করে জগতে পূজিত ॥
করেন অযুত বর্ষ লোকের পালন।
জ্যেষ্ঠ-সত্ত্বে কনিষ্ঠের নাহিক মরণ ॥
রাম-রাজ্যে কেহ কারে নাহি করে হিংসা।
যত রাজগণ করে রামের প্রশংসা ॥
রাম-রাজ্যে শোক নাহি জানে কোন জনা।
রাম রাজ্য বলি লোকে হইল ঘোষণা ॥
পাত্র মিত্র সহ রাম যুক্তি অনুমানি।
পুষ্পক রথেরে তবে দিলেন মেলানি ॥
কুবেরের রথ তুমি জানে সর্ব্বজন।
কুবেরে জিনিয়া তোমা নিলেক রাবণ ॥
তাহাকে মারিয়া তোমা করিনু উদ্ধার।
কুবেরেরে জানাইও এই পরিহার ॥
চলিল সে রথখান শ্রীরাম-আদেশে।
চক্ষুর নিমিষে গেল পর্ব্বত কৈলাসে ॥
কুবের বলেন, রথ, কে দিল বিদায়।
রাবণ লইল তোরে জিনিয়া আমায় ॥
শুন বলি রথ, তোরে নিল লঙ্কেশ্বর।
করিল কুকর্ম্ম কত তোমার উপর ॥
রাম সহ একাদশ সহস্র বৎসর।
রামের সেবায় কর শুদ্ধ কলেবর ॥
শ্রীরাম করিলে পরে বৈকুণ্ঠে গমন।
ফিরিয়া আমার কাছে আসিও তখন ॥
রথখান চলিল যে কুবের-আদেশে।
আইল রামের কাছে চক্ষুর নিমিষে ॥
রথ বলে, রঘুনাথ, কর অবধান।
কিছুকাল চরণ-নিকটে দেহ স্থান ॥
রামের আজ্ঞায় রথ রহিল তথায়।
সর্ব্বক্ষণ শ্রীরামের দর্শন সে পায় ॥
যে দুঃখ পাইয়াছিল রাম গেলে বনে।
প্রজালোক পাসরিল সদা দরশনে ॥
এইরূপে শ্রীরাম হইয়া আনন্দিত।
রাজত্ব করেন তিন ভ্রাতার সহিত ॥
কৃত্তিবাস কবির কবিত্ব সুধাভাণ্ড।
এত দূরে সমাপ্ত হইল লঙ্কা-কাণ্ড ॥

সচিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ

উত্তরাকাণ্ড

——:o:——

শ্রীরাঘবং দশরথাত্মজমপ্রমেয়ং সীতাপতিং রঘুকুলান্বয়রত্নদীপম্।
আজানুবাহুমরবিন্দদলায়তাক্ষং রামং নিশাচরবিনাশকং নমামি ॥
বৈদেহীসহিতং সুরদ্রুমতলে হৈমে মহামণ্ডপে
মধ্যে পুষ্পক-আসনে মণিময়ে বীরাসনে সংস্থিতম্।
অগ্রে বাচয়তি প্রভঞ্জনসুতে তত্ত্বং মুনীন্দ্রৈঃ পরম্
ব্যাখ্যাতং ভরতাদিভিঃ পরিবৃতং রামং ভজে শ্যামলম্ ॥

রাজ সভায় মুনিগণের আগমন ও শ্রীরাম-সম্ভাষণ।

আজিকালিকায় যেন বৈকুণ্ঠনগরী।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-দিব্য-শার্ঙ্গধারী ॥
নীলোৎপল সমান শ্যামল কলেবর।
পীতাম্বর সতড়িৎ যেন জলধর (১) ॥
বনমালা গলে দোলে আর হেম-হার।
কপালে লম্বিত মণি শোভা কত তার ॥
মকর-কুণ্ডল ভাল শ্রবণেতে দোলে।
তাহার উজ্জ্বল আভা লেগেছে কপোলে ॥
আজানুলম্বিত বাহু নাভি সুগভীর।
চন্দনে চর্চ্চিত অতি সুঠাম শরীর ॥
শ্রীবৎস-শোভিত (২) বক্ষে অতি মনোহর।
গগন-উপরে যেন শোভে শশধর ॥
চরণে নূপুর বাজে রুণু রুণু শুনি।
নীল-পদ্ম-কোলে যেন হংস করে ধ্বনি ॥
অঙ্গদ সহিত রাম মন্ত্রী বন্ধুজন।
ভরত শত্রুঘ্ন আর যত মুনিগণ ॥
নারদাদি গান করে সনক প্রভৃতি।
বিভীষণ হনূমান্ সুগ্রীব সংহতি ॥
কি কব রামের গুণ কহিতে অপার।
রাক্ষস বনের পশু গুণে বদ্ধ যাঁর ॥

---

(১) নীলপদ্মের মত শ্যামদেহ পীতবস্ত্রে বিদ্যুৎ-শোভিত নব মেঘের মত বোধ হইতেছে।
(২) শ্রীবৎস-শোভিত—বক্ষঃস্থলের দক্ষিণাবর্ত্ত লোমাবলি পরিশোভিত।

ত্রিভুবনে নাহি দেখি রামের উপমা।
চতুর্ম্মুখ (১) চতুর্ম্মুখে দিতে নারে সীমা॥
হেন রাম দেখি মুনি আনন্দিত-চিত।
স্বয়ং নারায়ণ রাম সংসারে পূজিত॥
লক্ষ্মী সরস্বতী সদা করে আরাধন।
অযোধ্যায় অবতীর্ণ বৈকুণ্ঠের ধন॥
চারিভিতে স্তুতি করে বহু পারিষদ।
সনক সনাতন ও বাল্মীকি নারদ॥
ব্রহ্মা আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
কুবের বরুণ উনপঞ্চাশ পবন॥
গরুড় উপরে যেন বসি নারায়ণ।
বিষ্ণু-রূপ রামেরে দেখিল মুনিগণ॥
মুনি সকলের ছিল যতেক বাসনা।
সেইরূপ রামেরে দেখিল সর্ব্বজনা॥
বৈকুণ্ঠ-সম্পদ্ রাম দশরথ-ঘরে।
জন্মিলেন রাবণ-বধার্থ এ সংসারে॥
সেই রূপ সকল দেখিল চক্রপাণি।
বিশ্বরূপ (২) দেখি ত্রাস পায় সব মুনি॥
আপনার মূর্ত্তি রাম জানেন আপনি।
বিষ্ণু-অবতার রাম জানে সর্ব্ব মুনি॥
মুনিগণে আগত (৩) দেখিয়া নিজ ধাম।
গাত্রোত্থান করিলেন তখনি শ্রীরাম॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া দিলেন অর্ঘ্য-জল।
জিজ্ঞাসেন মুনিগণে সবার কুশল॥
মুনিরা বলেন, রাম, সমস্ত কুশল।
আপনার অনাময় (৪) এবে তুমি বল॥
তুমি আর লক্ষ্মণ জানকী-ঠাকুরাণী।
কুশলে আইলে দেশে বড় ভাগ্য মানি॥
রাক্ষস দুর্জ্জয় বড় বিধাতার বরে।
রাক্ষস-মায়ায় রাম কোন্ জন তরে॥
ইন্দ্রজিৎ দুর্জ্জয় সে ত্রিভুবনে জানি।
লক্ষ্মণ মারেন তারে অপূর্ব্ব কাহিনী॥
মারিলে ত্রিশিরা খর দূষণ কবন্ধ।
মারীচেরে বিনাশিলে মায়ার প্রবন্ধ॥
দেবান্তক নরান্তক অতিকায় বীর।
মারিলে নিকুম্ভ কুম্ভ দুর্জ্জয়-শরীর॥
কুম্ভকর্ণে বিনাশিলে বড়ই বিষম।
পালায় যাহার নামে আপনি শমন॥
রাবণের সহ রণ কে করিতে পারে।
করিলে দেবের ত্রাণ মারিয়া তাহারে॥
মারিলে এ সব বীর তাহা নাহি গণি।
ইন্দ্রজিতে যে মারিল তাহারে বাখানি॥
ইন্দ্রজিৎ মায়াধারী যুঝে অন্তরীক্ষে।
না দেখেন দেবরাজ সহস্রেক চক্ষে॥
ইন্দ্রে বান্ধি লয়েছিল লঙ্কার ভিতরে।
আনিলেন মাগিয়া বিরিঞ্চি পুরন্দরে॥
সেই ইন্দ্রজিতে ধ্বংস করি এলে ঘর।
শুনিয়া এ সব কথা বিস্ময় অন্তর॥
মারিলে যে সব বীর যুদ্ধে যমদূত।
মারিল লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতে সে অদ্ভুত॥
শ্রীরাম বলেন, কি রাক্ষসের বিক্রম।
এক এক রাক্ষস সাক্ষাৎ যেন যম॥
রাবণের সেনাপতি কেবা কারে চেনে।
রণে প্রবেশিলে তারা যম ইন্দ্র জিনে॥
রাবণের ভ্রাতা ডরে কেহ নহে স্থির।
ত্রিভুবন জিনে কুম্ভকর্ণের শরীর॥

(১) চতুর্ম্মুখ—ব্রহ্মা। (২) বিশ্বরূপ—বিরাট্ মূর্ত্তি। (৩) আগত—উপস্থিত। (৪) অনাময়—মঙ্গল; কুশল। ক্ষত্রিয় ও বন্ধু সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে হইলে অনাময় জিজ্ঞাসা করা বিধি। "ব্রাহ্মণং কুশলং পৃচ্ছেৎ, ক্ষত্রবন্ধুমনাময়ং।"

কাটিলে না মরে সে, না ধরে কেহ টান।
কুম্ভকর্ণে এড়ি ইন্দ্রজিতের বাখান ॥
দশ মুণ্ড কাটিয়া পাইয়াছিল বর (১)।
তারে ছাড়ি বাখান কি তাঁহার কোঙর ॥
অগস্ত্য নামেতে মুনি দক্ষিণেতে বাস।
রাক্ষসের সকল জানেন ইতিহাস ॥
রাক্ষসের বৃত্তান্ত কহেন মহামুনি।
শ্রীরাম কহেন, মুনি, কহ তাহা শুনি ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালি।
গাইল উত্তরাকাণ্ডে প্রথম শিকলি ॥

লক্ষ্মণের চতুর্দ্দশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য, নিদ্রাজয়
ও উপবাস-বিবরণ।

মহামুনি অগস্ত্য যে বৈসেন দক্ষিণে।
রাক্ষসের বৃত্তান্ত সকল মুনি জানে ॥
রাক্ষসের কথা কহে সে অগস্ত্য মুনি।
সভাখণ্ড শুনিছেন সহ রঘুমণি ॥
অগস্ত্য বলেন, রাম, জিজ্ঞাসি তোমারে।
কিরূপে করিলে যুদ্ধ লঙ্কার ভিতরে ॥
ধনুর্দ্ধারী তুমি আর ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কোন্ কোন্ বীরে বধ কৈলে কোন্ জন ॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি, নিবেদি চরণে।
করিলাম বহু যুদ্ধ ভাই দুই জনে ॥
বধেছি রাক্ষস কত না যায় গণন।
শমন-সমান-পরাক্রম সর্ব্বজন ॥
রাবণ-কুম্ভকর্ণে আমি করেছি নিধন।
অতিকায়-ইন্দ্রজিতে বধেছে লক্ষ্মণ ॥
মুনি বলে, শুন রাম, নিবেদি তোমারে।
ইন্দ্রজিৎ বড় বীর লঙ্কার ভিতরে ॥
ইন্দ্রে বেন্ধে এনেছিল লঙ্কার ভিতরে (২)।
ব্রহ্মা আসি মাগিয়া লইল পুরন্দরে ॥
থাকিয়া মেঘের আড়ে যুঝে অন্তরীক্ষে।
মেঘনাদ সমান বাণের নাহি শিক্ষে ॥
তাহারে করেন বধ ঠাকুর লক্ষ্মণে।
লক্ষ্মণ-সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে ॥
রাম কন, কি কহিলে মুনি মহাশয়।
মহাবীর কুম্ভকর্ণ রাবণ দুর্জ্জয় ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব রণে নাহি ধরে টান।
হেন রাবণ ছেড়ে ইন্দ্রজিতের বাখান ॥
মুনি বলে, রঘুনাথ, কহি তব ঠাঁই।
ইন্দ্রজিৎ সম বীর ত্রিভুবনে নাই ॥
চৌদ্দ-বর্ষ নিদ্রা নাহি যায় যেই জন।
চৌদ্দ-বর্ষ স্ত্রীমুখ না করে দরশন ॥
চৌদ্দ-বর্ষ যেই বীর থাকে অনাহারে।
ইন্দ্রজিতে বধিবারে সেই জন পারে ॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি, কি কহিলে তুমি।
চৌদ্দবর্ষ লক্ষ্মণেরে ফল দিছি আমি ॥
সীতা সঙ্গে চৌদ্দ-বর্ষ করেছে ভ্রমণ।
কেমনে সীতার মুখ না দেখে লক্ষ্মণ ॥
কুটীরেতে বসিতাম সীতার সহিতে।
থাকিত লক্ষ্মণ ভাই ভিন্ন কুটীরেতে ॥
চৌদ্দ-বর্ষ কিরূপেতে নিদ্রা নাহি যায়।
কেমনে এমন কথা করিব প্রত্যয় ॥
মুনি বলে, সভামধ্যে আনহ লক্ষ্মণ।
হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ নারায়ণ ॥

---

(১) রাবণ মৃত্যুঞ্জয়ী হইবার জন্ত নিজের দশমুণ্ড কাটিয়া অগ্নিতে আহুতি দিয়াছিল। (২) ইন্দ্র অহল্যার অপমান করিলে গৌতম ইন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করেন। এই অভিশাপে ইন্দ্র মেঘনাদ কর্ত্তৃক বন্দী হইয়াছিলেন।

রাম বলে, শীঘ্র যাহ সুমন্ত্র সারথি।
সভামধ্যে লক্ষ্মণেরে আন শীঘ্রগতি॥
চলিলা সুমন্ত্র তবে শ্রীরামের বোলে।
লক্ষ্মণ বসিয়া আছে সুমিত্রার কোলে॥
সুমন্ত্র সারথি গিয়া নোঙাইল মাথা।
জোড় হাত করি বলে শ্রীরামের কথা॥
সুমন্ত্রের কথা শুনি কহেন লক্ষ্মণ।
বন-দুঃখ বুঝি সুধাবেন নারায়ণ॥
আগেতে লক্ষ্মণ পিছে সুমন্ত্র সারথি।
প্রণাম করিল গিয়া যথা রঘুপতি॥
লক্ষ্মণে বলেন রাম মোর দিব্য লাগে।
যে কথা জিজ্ঞাসি আমি কহ সভা-আগে॥
চৌদ্দবর্ষ একত্র ছিলাম তিন জন।
কেমনে সীতার মুখ না দেখ লক্ষ্মণ॥
তুমি ফল আনিতে থাকিতাম আমি ঘরে।
ফল দিয়া আপনি কি ছিলে অনাহারে॥
বন মধ্যে তুমি ভিন্ন কুটীরেতে ছিলে।
চৌদ্দবর্ষ কিরূপেতে নিদ্রা নাহি গেলে॥
লক্ষ্মণ বলেন, শুন রাজীব-লোচন।
পাপিষ্ঠ রাবণ সীতা হরিল যখন॥
দুই জন ভ্রমি বনে করিয়া রোদন।
ঋষ্যমূকে মা সীতার পাই আভরণ॥
সুগ্রীবের অগ্রে তুমি সুধালে যখন।
সীতার আভরণ কি না চিনহ লক্ষ্মণ॥
আমি না চিনিনু প্রভু হার কি কেয়ূর।
সবে মাত্র চিনিলাম চরণ-নূপুর॥
সত্য প্রভু একত্র ছিলাম তিন জন।
শ্রীচরণ বিনা তাঁর না দেখি বদন॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ নিদ্রা না যাই কেমনে।
শুন শুন রঘুনাথ কহি তব স্থানে॥
তুমি আর মা জানকী কুটীরে থাকিতে।
আমি দ্বার রাখিতাম ধনুঃশর হাতে॥
আচ্ছন্ন করিল নিদ্রা আমার নয়নে।
ক্রোধ করি নিদ্রারে বিন্ধিনু এক বাণে॥
কহি শুন নিদ্রা-দেবি, আমার উত্তর।
এসো না আমার কাছে এ চৌদ্দ-বৎসর॥
রাম যবে রাজা হবে অযোধ্যা-পুরেতে।
বসিবেন মা জানকী রামের বামেতে॥
ছত্র-দণ্ড ধ'রে আমি দাঁড়াব দক্ষিণে।
সেই কালে এস নিদ্রা আমার নয়নে॥
তাহার প্রমাণ প্রভু কহি তব স্থানে।
তব বামে মা জানকী বৈসে সিংহাসনে॥
আমি দাণ্ডাইনু ছত্র করিয়া ধারণ।
হাত হৈতে ট'লে ছত্র পড়িল তখন॥
সে কালে আসিয়া নিদ্রা করিল ব্যাপিত।
ঈষৎ হাসিয়া আমি হইনু লজ্জিত॥
অনাহারে চতুর্দ্দশ বর্ষ ছিনু বনে।
তাহার প্রমাণ প্রভু কহি তব স্থানে॥
আমি গিয়া কাননেতে আনিতাম ফল।
তুমি প্রভু তিন অংশ করিতে সকল॥
পড়ে কি না পড়ে মনে রাজীবলোচন।
আমারে কহিতে, ফল ধর রে লক্ষ্মণ॥
আমি ধ'রে রাখিতাম কুটীরেতে আনি।
খাইতে কখনো নাহি বল রঘুমণি॥
আজ্ঞা বিনা কেমনেতে করিব আহার।
চৌদ্দ বৎসরের ফল আছয়ে তোমার॥
শ্রীরাম বলেন, ফল রেখেছ কেমন।
সভামধ্যে আনি দেহ প্রাণের লক্ষ্মণ॥
হনুমানে আদেশিল ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বন হৈতে ফল আন পবন-নন্দন॥

হনুমান্ গিয়া তবে দেখিল কাননে।
চৌদ্দ বৎসরের ফল আছে পূর্ণ তূণে ॥
দেখিয়া ফলের তূণ হনুমান্ বলে।
এই কোন্ কার্য্য হেতু আমারে পাঠালে ॥
ক্ষুদ্র এক বানরেতে ল'য়ে যেতে পারে।
আমারে পাঠালে প্রভু অবিচার ক'রে ॥
এত যদি হনুর হইল অহঙ্কার।
হইল ফলের তূণ লক্ষ-গুণ ভার ॥
নাড়িতে নারিল তূণ পবন-নন্দন।
সভামধ্যে উত্তরিল বিরস-বদন ॥
হনু বলে, প্রভু, আমি না পারি বুঝিতে।
না পারি নাড়িতে তূণ আমার শক্তিতে ॥
লক্ষ্মণের পানে চাহে রাজীব-লোচন।
হাসিয়া বলেন, তূণ আনহ লক্ষ্মণ ॥
নিমিষে লক্ষ্মণ গিয়া ধরি বাম হাতে।
আনিয়া রাখিল তূণ সবার সাক্ষাতে ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন প্রাণের লক্ষ্মণ।
চৌদ্দ বৎসরের ফল করহ গণন ॥
প্রত্যেক লক্ষ্মণ বীর দিলেন সকল।
সবে মাত্র না মিলিল সপ্ত দিনের ফল ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন প্রাণের লক্ষ্মণ।
সপ্তদিনের ফল তুমি করেছ ভক্ষণ ॥
লক্ষ্মণ বলেন, শুন দেব নারায়ণ।
সপ্তদিন কে ক'রেছে ফল আহরণ ॥
যেই দিন পিতার বিয়োগ সমাচার।
বিশ্বামিত্র-আশ্রমে ছিলাম অনাহার ॥
সেই দিন ফল নাহি করি আহরণ।
আর ছ' দিনের কথা শুন নারায়ণ ॥
যেদিন হরিল সীতা পাপিষ্ঠ রাবণ।
শোকেতে আকুল, ফল আনে কোন্ জন ॥
ইন্দ্রজিৎ যেদিন বান্ধিল নাগপাশে।
অচৈতন্যে গেল দিবা, ফল না আইসে।
চতুর্থ দিনের কথা নিবেদি চরণে।
ইন্দ্রজিৎ মায়াসীতা কাটিল যেদিনে ॥
সেই দিন শোকানলে দগ্ধ দুই ভাই।
মনে ক'রে দেখ প্রভু, ফল আনি নাই ॥
আর দিন দেখ প্রভু পড়ে কি না মনে।
পাতালে মহীর ঘরে বন্দী যেই দিনে ॥
জিজ্ঞাসহ সাক্ষী তার পবন-নন্দন।
সেই দিন ফল নাহি করি আহরণ ॥
শক্তিশেল যেদিন মারিল দশানন।
অধৈর্য্য হইলা মম শোকে নারায়ণ ॥
নিত্য নিত্য আমি ফল আনিতাম গোঁসাই।
নফর পড়িল, ফল আনা হ'লো নাই ॥
সপ্ত দিনের কথা প্রভু কি কহিব আর।
যেদিন রাবণ-বধ, আনন্দ অপার ॥
আনন্দ-উৎসবে সবে হইল চঞ্চল।
পুলকেতে পাসরিনু আনিবারে ফল ॥
বিচার করিয়া দেখ জগৎ-গোঁসাই।
চতুর্দ্দশ বর্ষ আমি কিছু নাহি খাই ॥
তব মনে, নিত্য ফল খাইত লক্ষ্মণ।
পূর্ব্ব কথা কেন প্রভু হ'লে বিস্মরণ ॥
বিশ্বামিত্র-স্থানে মন্ত্র পাই দুই জনে।
তুমি ভুলিয়াছ প্রভু আছে মোর মনে ॥
উপদেশ দিয়াছেন বিশ্বামিত্র-ঋষি।
এ কারণ চতুর্দ্দশ বর্ষ উপবাসী (১) ॥

---

(১) বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে অযোধ্যা হইতে লইয়া আসিবার সময় পথিমধ্যে ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারক এবং সর্ব্বসিদ্ধিকারী এক মহামন্ত্র (বলা ও অতিবলা মন্ত্র) দান করিয়াছিলেন।

পালিয়া মুনির আজ্ঞা ভ্রমিতাম বনে।
এই হেতু ইন্দ্রজিৎ পড়ে মোর বাণে॥
এত যদি বলিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণেরে কোলে করি রামের রোদন॥

লক্ষ্মণ-ভোজন

এইরূপে সবাকারে বিদায় করিয়া।
অন্তঃপুরে গেলা রাম তিন ভাই লৈয়া॥
রামের অন্দরে গিয়া চারি ভাই বসি।
বনবাস-দুঃখ রাম কন হাসি হাসি॥
জনক-নন্দিনী বৈসে প্রভু-মুখ হেরি।
আসিলা কৌশল্যা শ্রীরামের অন্তঃপুরী॥
কোথায় আমার বাছা কমল-লোচন।
চাঁদ-মুখ হেরি বাছা, জুড়াক জীবন॥
এই কথা বলি মাতা বসিলা আসনে।
প্রণমিলা চারি ভাই মায়ের চরণে॥
তখন জানকী দেবী বাহির হইয়া।
প্রণাম করিলা আসি ক্ষিতি লোটাইয়া॥
বিচিত্র আসন আনি আঙ্গিনাতে দিল।
চারি ভাই সঙ্গে সীতা কৌশল্যা বসিল॥
চাহিয়া রামের পানে কৌশল্যা জননী।
কি কথা কহিলে বাপু রাম রঘুমণি॥
রাম কন, চৌদ্দ-বর্ষ বনবাস-কথা।
ভরত শত্রুঘ্নে কহিতেছিলাম মাতা॥
কৌশল্যা বলেন, বাছা, এ কথা না শুনি।
শুনিলে বনের নাম ফাটয়ে পরাণী॥
শ্রীরাম বলেন, মাতা, কর অবধান।
ভক্ষণ-সামগ্রী যত কর সাবধান॥
পা তোল জননী মোর, ত্যজ অন্য কথা।
চৌদ্দ বৎসরের আজি অন্ন দেহ মাতা॥
শুনেছ কি লক্ষ্মণের প্রতিজ্ঞা কাহিনী।
অনাহারে চৌদ্দ-বর্ষ আছে গুণমণি॥
ইন্দ্রজিৎ অতিকায় রাবণ-কোঙর।
করিল কঠোর তপ, ব্রহ্মা দিলা বর॥
যেই বীর চৌদ্দ-বর্ষ নিদ্রা নাহি যাবে।
অন্ন-জল ফল-মূল কিছুই না খাবে॥
নিদ্রাত্যাগী, নারীমুখ না দেখিবে যে।
তোমা দোঁহাকারে রণে নিপাতিবে সে॥
সে সব প্রতিজ্ঞা ভাই লক্ষ্মণ পুরিল।
যমের সমান দোঁহে লক্ষ্মণ মারিল॥
ফল-মূল খেয়ে আমি পোহাইনু নিশি।
চৌদ্দ বর্ষ লক্ষ্মণ যে আছে উপবাসী॥
জন্মে জন্মে তার ধার শোধিতে নারিব।
পরজন্মে জ্যেষ্ঠ করি কনিষ্ঠ হইব॥
কৌশল্যার চমৎকার শুনি রামের কথা।
লক্ষ্মণে করিলা কোলে চুমি তার মাথা॥
তোমার এমন গুণ বাছা রে লক্ষ্মণ।
সাগরে কামনা করি পেয়েছি রতন॥
চৌদ্দ-বর্ষ আছি আমি লোচন-বিহীন।
পোহাইল কাল রাত্রি, হৈল শুভদিন॥
আজি মোর সুপ্রভাত, সফল জীবন।
লক্ষ্মী করিবেন পাক অন্ন ও ব্যঞ্জন॥

এ কথা কহিয়া মাতা চলিলা অন্দরে।
রামের বচন গিয়া জানান সবারে॥
শুনি যত রাণীগণ আনন্দ বিস্তর।
সবে মিলি আসিলেন রামের অন্দর॥
সাতশত-ঊনপঞ্চাশ দশরথের রাণী।
নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য নানা-মতে আনি॥
প্রজালোক আনে যত সংখ্যা কিবা তার।
অযোধ্যা নগরে দ্রব্য আনে ভারে-ভার॥
পাত্র মিত্র রড়ারড়ি কত দ্রব্য আনে।
পুঞ্জ পুঞ্জ রাশি রাশি ভূরি ভূরি মানে॥
রাণীগণ দিল নানা আয়োজন আনি।
লক্ষ্মী-বধূ রাঁধিবেন জনক-নন্দিনী॥
বিশাখা রেবতী আর সীতার যত দাসী।
গন্ধ আমলকী আনি সীতার গায়ে ঘসি॥
সুবর্ণ পাটালি আনি দূর কৈল মলি।
রূপবতী সীতাদেবী হাসিলা বিজলী॥
দামিনী জিনিয়া সীতার হইল সুবেশ।
সোনার চিরুণী দিয়া আঁচড়িলা কেশ॥
সীতা-কুণ্ডে স্নান কৈলা সীতা ঠাকুরাণী।
পরিলা অমূল্য বস্ত্র মূল্য নাহি জানি॥
করিবর জিনি সীতা করিলা গমন।
হিঙ্গুল-জড়িত যেন দুখানি চরণ॥
কৌশল্যা বলেন, শুন যত রাণীগণ।
লক্ষ্মী-বধূ সীতা মোর করিবে রন্ধন॥
শাশুড়ীর পদে সীতা প্রণাম করিয়া।
রন্ধনের হেতু শীঘ্র বসিলেন গিয়া॥
বসিলেন বিধুমুখী রসুইশালেতে।
শাক সুপ আদি যত লাগিলা রাঁধিতে॥
তখন শ্রীরামচন্দ্র ভরতেরে কন।
পাত্র মিত্র পুরজনে কর নিমন্ত্রণ॥
চৌদ্দ-বর্ষ আছে মোর ভাই অনাহারে।
প্রথমে ভোজন ভাই করাও বিপ্রেরে॥
অযোধ্যায় বাস করে যতেক ব্রাহ্মণ।
সবাকার বাসে বাসে (১) দেও আয়োজন॥
দেব দ্বিজে সন্তুষ্ট করাও আগে ভাই।
পশ্চাতে ভোজন মোরা করিব সবাই॥
আজ্ঞামাত্র ভরত চলিলা দ্রুতগতি।
বিলাইলা বহু ধন ব্রাহ্মণের প্রতি॥
ঘরে ঘরে বিস্তর সামগ্রী আনি দিল।
রাম নারায়ণ জানি সবাই লইল॥
ধ্যানে জ্ঞানে মুনিগণ রাম নারায়ণ।
এ হেতু সামগ্রী সব করিলা গ্রহণ॥
অপর যতেক ছিল ক্ষত্রী আদি করি।
সবাকারে নিমন্ত্রণ দিলা ত্বরাত্বরি॥
সুগ্রীব অঙ্গদ বিভীষণ আদি ক'রে।
সবাই প্রস্থান কৈলা রামের মন্দিরে॥
কটাক্ষে (২) রাঁধেন লক্ষ্মী পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
ভাজা তোলা আদি যত না যায় গণন॥
পিষ্টক পায়েস রান্ধি সমাপন কৈলা।
রন্ধন প্রস্তুত বলি রামে জানাইলা॥
রাম কন, ভরত, ডাকহ সর্ব্বজনে।
স্নান করি পঙ্‌ক্তি মত বসাও অঙ্গনে॥
ভরত ভাষেন রামে জুড়ি দুই হাত।
আসিতে অপেক্ষা মাত্র প্রভু রঘুনাথ॥
বসিবারে আজ্ঞা তবে রাম করিলেন।
ভবনে থাকিয়া তাহা ব্রহ্মা জানিলেন॥

(১) বাসে বাসে—গৃহে গৃহে। (২) কটাক্ষে—ইঙ্গিতে; অতি অল্প সময়ের মধ্যে।

মনে চিন্তি প্রজাপতি শিব প্রতি কন।
রসুই করেন সীতা শুন ত্রিলোচন (১) ॥
তোমায় আমায় চল প্রসাদ পাইব।
লক্ষ্মীর রসুই অন্ন পূর্ণ করি খাব ॥
ইহা শুনি মহেশের আনন্দ হইল।
প্রেমভাব দেখি ব্রহ্মা শিবে কোল দিল ॥
এত যুক্তি করি দোঁহে করিলা দুইজন।
মুহূর্ত্তেকে অযোধ্যায় আইলা গমন ॥
ছল করি দুই দেব হইলা ব্রাহ্মণ।
মহল নিকটে গিয়া দিলা দরশন ॥
মহল নিকটে এক রম্য স্থান ছিল।
তাহার নিকটে গিয়া দুজনে বসিল ॥
এখানে সকল লোক বৈসে সারি সারি।
রাক্ষস বানর বৈসে চণ্ডালাদি করি ॥
দেখ ভাই শ্রীরামের লীলা অসম্ভব।
রাক্ষসে না করে শঙ্কা দেখিয়া মানব ॥
হাসি হাসি হনূমানে বলেন শ্রীরাম।
দ্বারী হয়ে দ্বার রাখ বাপু হনূমান্ ॥
পশ্চাতে প্রসাদ পাবে ভোজনান্তে মোর।
সরম ভরম হনূ, সব বাছা তোর ॥
যে আজ্ঞা বলিয়া দ্বারে রহে হনূমান্।
অহো ভাগ্য, প্রসাদ দিলেন প্রভু রাম ॥
অন্তর্য্যামী রামচন্দ্র জানেন সকল।
শিব ব্রহ্মা দুইজনে আইলা মহীতল ॥
আপনি অনন্তদেব সুমিত্রা-নন্দন (২)।
ব্রহ্মা শিব বসি দ্বারে জানিলা তখন ॥
কৃতাঞ্জলি হয়ে তবে রাম-প্রতি কন।
অতিথি থাকিতে মোর না হবে ভোজন ॥
অপূর্ব্ব অতিথি যদি পার আনিবারে।
তবে ত খাইব অন্ন কহিনু তোমারে ॥
তখন ডাকিলা রাম পবনের সুতে।
অপূর্ব্ব অতিথি এক আনহ ত্বরিতে ॥
অতিথি বিনা লক্ষ্মণের ভোজন নাহি হয়।
ত্বরায় আনহ বাপু পবন-তনয় ॥
এত শুনি হনূমান্ করিল গমন।
চৌতারায় আসি দেখে দুইটি ব্রাহ্মণ ॥
হনূমান্ বলে, তোমরা কোন্ দুইজন।
ব্রহ্মা বলিলেন, মোরা অতিথি ব্রাহ্মণ ॥
হনূ বলে, একজন চল মোর সাথে।
ভোজন করিবা গিয়া রামের অতিথে ॥
বিপ্র বলেন, হনূমান্ একা নাহি যাব।
দু-জনে যাইয়া মোরা, প্রসাদ পাইব ॥
হনূ বলে, আজ্ঞা নাই যেতে দুইজনে।
একজন চল গিয়া জানাব শ্রীরামে ॥
শ্রীরাম কহিলে পুনঃ অন্য জন যাবে।
আজ্ঞা ল'য়ে আসি আমি ল'য়ে যাব তবে ॥
এত বলি হনূমান্ ধরে দ্বিজ-হাতে।
উঠ উঠ দ্বিজবর, ডাকে বিধিমতে ॥

---

(১) ত্রিলোচন—মহাদেব বলদৃপ্ত কাশীরাজকে অমর বর দিলে কাশীরাজ বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধার্থী হইল। তখন বিষ্ণু ক্রোধান্ধ হইয়া মহাদেবের উপর সুদর্শন অস্ত্র ত্যাগ করিলেন। মন্ত্রপূত সুদর্শন শিবসংহারে অসমর্থ বিবেচনা করিয়া নিজের গৌরব রক্ষার জন্য শিবের ঊর্দ্ধমুণ্ডমাত্র ছেদন করিল। এজন্য মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া নারায়ণের প্রতি শূল নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিলেন। সেই সময়ে ভগবান, শূলধারী মহাদেবের স্তুতি করিতে লাগিলেন ও এক সহস্র পদ্মদানের সংকল্প করিলেন। মহাদেব কৌতূহল ক্রমে নারায়ণের সংকল্পিত সহস্র পদ্মের একটি হরণ করিয়া লইলেন। এজন্য বিষ্ণু সংকল্প নাশের আশঙ্কায় স্বীয় কপালের চক্ষু দিয়া শিবের পূজা করিলেন। সেই সময় হইতে শিব বিষ্ণু-প্রদত্ত ঐ চক্ষু পাইয়া ত্রিলোচন নামে অখ্যাত হইতে লাগিলেন।—বৃহৎ শাবাবলি। (২) শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করিবার জন্য অনন্তদেব লক্ষ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

শিব-হস্ত ধরি টানে সে হনূ বানর।
উঠাতে না পারে হনূ কাঁপে থর থর ॥
ক্রোধ করি হনুমান্ ধরিল ব্রাহ্মণে।
টানাটানি হুড়াহুড়ি করে দুই জনে ॥
ঠেলাঠেলি পেলাপেলি (১) করে দুই বীর।
শেষে দুজনের ধূলি-ভূষিত শরীর ॥
ব্রহ্মা কন, হনূমান্, দ্বন্দ্ব কর কেনে।
দুইজনে যাব মোরা জানাও শ্রীরামে ॥
একজনে ল'য়ে যেতে নারিবে নিশ্চয়।
শ্রীরামে জানাও গিয়া এই সমুদয় ॥
বলিলে যাইব, নহে যাব ঘরে ফিরে।
এত শুনি হনূমান্ চলে ধীরে ধীরে ॥
ব্রাহ্মণের বিবরণ রাঘবে কহিলা।
শুনিয়া হরির (২) সঙ্গে হরি (৩) পা তুলিলা ॥
ব্রাহ্মণেরা যথা রন, তথা গেলা রাম।
বিপ্র-প্রিয় (৪) বিপ্রে দেখি করিলা প্রণাম ॥
মনে মনে শিব ব্রহ্মা প্রণমিলা রামে।
দূর্ব্বাদল-শ্যাম দেখি তুষ্ট হৈলা মনে ॥
রাম কন, দুইজন গা তোল সত্বরে।
আমার অতিথি হৈয়া চল মোর ঘরে ॥
শুনিয়া রামের কথা উঠে দুইজন।
দুই বিপ্রে ল'য়ে রাম করিলা গমন ॥
হনূমান অনুমান করে মনে মনে।
বিষম দরিদ্র এই দ্বিজ দুইজনে ॥
খাইবে সকল অন্ন অনুমানে পাই।
শেষ কালে মোর ভাগ্যে দেখি অন্ন নাই ॥
ব্রাহ্মণে লইয়া রাম স্নান করাইলা।
সুবর্ণের পিঁড়ি আনি দোঁহে বসাইলা ॥
বসিল যতেক লোক যথা যোগ্য স্থানে।
অপূর্ব্ব অতিথি দেখি ভাবে মনে মনে ॥
রসুইশালায় রাম গিয়া দাণ্ডাইলা।
ভরত শত্রুঘ্ন ভাইয়ে কহিতে লাগিলা ॥
সবাকারে অন্ন দেহ কহিলেন হরি।
জানকী কহেন, রামে জোড়-হাত করি ॥
অনুমতি দেহ যদি অনাথ-বান্ধব।
অন্ন-আদি সবাকারে দিই আমি সব ॥
'ভাল ভাল' বলি রাম দিয়া গেলা সায়।
সবে ল'য়ে ভোজনে বসিলা রঘুরায় ॥
দুই দ্বিজে বসাইলা মহা সমাদরে।
তিন ভা'য়ে বসিলেন রামের গোচরে ॥
হাতে অন্ন-থালা ল'য়ে আসিলেন সীতা।
আগে দুই দ্বিজে দেন জনক-দুহিতা ॥
শ্রীরাম প্রভৃতি দিলা ভাই চারি জনে।
তখন অপরে অন্ন দেন ক্রমে ক্রমে ॥
ক্ষণমাত্রে সবাকারে অন্ন দিলা মাতা।
সবে কন, মানুষ নয়, স্বয়ং লক্ষ্মী সীতা ॥
ব'সেছে অনেক লোক পাত্র মিত্র যতী (৫)।
বানর, রাক্ষস বিভীষণ মহামতি ॥
সবাকারে অন্ন দেন শাক সূপ আদি।
শিব ব্রহ্মা বসিলেন লক্ষ্মণ অবধি ॥
লক্ষ্মণে কহেন রাম, অন্ন খাও ভাই।
মোর দিব্য আছে, অন্ন ধ'রে রেখ নাই ॥
লক্ষ্মণ যে-আজ্ঞা বলি পাতিলেন হাত।
প্রসাদান্ন তাহারে দিলেন রঘুনাথ ॥
এ চৌদ্দ বৎসর পরে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
রাম-প্রসাদান্ন পেয়ে করিলা ভক্ষণ ॥

---

(১) পেলাপেলি—ধ্বস্তাধ্বস্তি। (২) হরি—বানর; এখানে হনূমান্। (৩) হরি—রামচন্দ্র। (৪) বিপ্র-প্রিয়—রামচন্দ্র। (৫) যতী—সন্ন্যাসী।

'জয় জয় প্রসাদ' বলি সকলে বসিল।
'আন আন দাও দাও' এই শব্দ হৈল॥
প্রথমেতে শাক দিয়া আরম্ভ ভোজন।
তার পর সূপ আদি দিলেন তখন॥
ভাজা ঝোল আদি করি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
ক্রমে ক্রমে সবাকারে কৈলা বিতরণ॥
শেষে অম্বলান্ত হ'লে ব্যঞ্জন সমাপ্ত।
দধি পরে পরমান্ন পিষ্টকাদি যত॥
লক্ষ্মীর হাতের অন্ন সুধার সমাস।
এ হেন অমৃত তাঁরা কভু নাহি খান॥
সবে কয়, এ আশ্চর্য্য কভু দেখি নাই।
একা সীতা সবাকারে অন্ন দিলা ভাই॥
এত জনে পরোষিতে (১) একা কেবা পারে।
কমলা কৃতার্থ কৈলা আমা সবাকারে॥
রাম নারায়ণ, সীতা লক্ষ্মী চন্দ্রমুখী।
মোরা অতি ভাগ্যবান, রাম-সীতা দেখি॥
শিব ব্রহ্মা আপনাকে মেনেছেন ধন্য।
পবিত্র হইনু মোরা, বাঞ্ছা হৈল পূর্ণ॥
এরূপে ভোজন যেই সমাপ্ত হইল।
হেন কালে হনুমান্ তথায় আসিল॥
হনুমানে কন রাম বৈস মোর থালে।
রেখেছি প্রসাদ বাপু, খাও যথাকালে॥
'যে আজ্ঞা' বলিয়া হনু পেতে দিল হাত।
'হাতে কেন' বলি জিজ্ঞাসিলা রঘুনাথ॥
হনু কয়, অন্ন প্রসাদ আছে প্রভু পাতে।
হাতে দাও, খেয়ে হাত মুছিব মাথাতে॥
কাজ নাই সীতানাথ কাঞ্চন-থালাতে।
তোমার প্রসাদ সুধা দেহ মোর হাতে॥
হনুর কথায় রাম কহিলেন হাসি।
যত খাবে তত দিব, খাও তুমি বসি॥
জানকী দিবেন অন্ন অভাব কিসের।
বসিয়া প্রসাদ খাও পাবে বাপু ঢের॥
হনু কয় খান কত পত্র আনি তবে।
সুবর্ণে (২) ভোজন মোর কদাপি না হবে॥
এত বলি চলে হনু হাতে ল'য়ে ছুরি।
কদলী বাগানে বীর গেল শীঘ্র করি॥
ভাল ভাল পত্র লয় দীঘল দীঘল।
শ দুই আকুটের বোঝা বান্ধে মহাবল॥
পত্র বোঝা হাতে করি হনুমান্ এল।
পাকশালার নিকটে উঠানে বসে গেল॥
সারি সারি সকল বিছাল আড়ে আড়ে।
একেক আকুট মেলে, কাঠা জুড়ে পড়ে॥
একুনেতে বিঘা পাঁচ জুড়ি গেল পাতে।
বলে, মাতা, অন্ন দেহ ঢালিয়া ইহাতে॥
পূর্ণ ক'রে পত্র পূরে অন্ন দেহ মাতা।
শুনি অল্প অল্প হাসি গা তুলিলা সীতা॥
থালে থালে অন্ন সীতা বহিলা বিস্তর।
প্রফুল্ল হইয়া গেল হনুর অন্তর॥
দৃষ্টমাত্র পূরে পত্র, অন্ন হৈল রাশি।
তাহা দেখি হনুমান্ মনে বড় খুসি॥
ভাজা তোলা আদি যত ব্যঞ্জন আছিল।
চৌদিকে বেষ্টন করি সীতা মাতা দিল॥
শ্রীরামে চাহিয়া তবে কহে হনুমান্।
আজ্ঞা পেলে ভোজনে বসিব ভগবান্॥
'ব স ব'স' বলি রাম বলেন হনুরে।
লক্ষ্মণ ভরত আজ্ঞা দিলেন তাহারে॥
প্রসাদের থালা হনু মাথে করি নিল।
অন্নরাশি উপরেতে প্রসাদে ঢালিল॥
'জয় জয় প্রসাদ' বলি তুলে নিল হাতে।
গ্রাস দুই খেয়ে ভাত, হাত তুলে মাথে॥

(১) পরিবেষিতে—পরিবেষণ করিতে। (২) সুবর্ণে—সোনার থালায়।

গ্রাস দুই খাইতেই অন্ন ফুরাইল।
দেখি এক দৃষ্টে সবে চাহিয়া রহিল॥
একরাশি অন্ন দেখ পর্ব্বতের প্রায়।
দণ্ডেকের মধ্যে হনূ সারা কৈল তায়॥
আনিয়া প্রচুর অন্ন পুনঃ দেন মাতা।
খাও বাছা হনুমান্, কহিলেন সীতা॥
ডাকিয়া কহেন রাম হনূমানে চেয়ে।
লজ্জা ত্যজি খাও বাপু উদর ভরিয়ে॥
হনূ কহে, হেন আজ্ঞা না কর গোঁসাই।
পূরিতে উদর মোর বহু অন্ন চাই॥
হেঁট মাথা কৈলা সীতা হেন বাক্য শুনি।
আন তবে জননী গো, দেহ কত গুণি॥
আহ্লাদ মানিয়া সীতা অন্ন দেন আনি।
হেঁট মাথে খায় বীর রাম-বাক্য শুনি॥
পুনঃপুনঃ দেন সীতা অন্ন ও ব্যঞ্জন।
যত দেন তত খায় পবন-নন্দন॥
পুনঃ পরোবেশণ সীতা কটি করে ব্যথা।
ভোজন সংবর (১) হনূ, সীতার মন-কথা॥
চিনি নবাত দধি দুগ্ধ ভুঞ্জি সুধাখণ্ডে।
ছলে ভাত দিল সীতা হনূমানের মুণ্ডে॥
সীতা বলে, দধি দুগ্ধ খাও চিনি নবাত।
অন্ন না খাইয়ো, মাথা ফুটে এল ভাত॥
সীতা বলে, হনূমান, মাথে বুলাও হাত।
লজ্জিত হইল হনূ মাথে দেখি ভাত॥
দেখিয়া মাথায় ভাত পবন-নন্দন।
ভোজন সংবরি বীর কৈল আচমন॥
আচমন করি সবে বসিয়া আসনে।
কর্পূর তাম্বুল দিল মুখের শোধনে॥
প্রসাদ পাইয়া মহানন্দ হৈলা হর।
প্রেমভরে সদাশিব বৈলা দিগম্বর॥
প্রসাদ পাইয়া ব্রহ্মা মনে আনন্দিত।
শিবের ডম্বুরে গায় রাম-নাম গীত॥
সম্মুখে দেখেন রাম ব্রহ্মা ত্রিলোচন।
দুই হাতে আলিঙ্গিলা কমল-লোচন॥
ব্রহ্মা বলে, বিষ্ণু-প্রসাদ পরম পবিত্র।
দর্শন করিয়া রামে পূত হইল নেত্র॥
প্রেমভরে তিন ভাই কৈলা আলিঙ্গন।
বিদায় হইয়া গেলা ব্রহ্মা-ত্রিলোচন॥
বানর রাক্ষস বাসে গেল সর্ব্বজন।
পাত্র-মিত্র প্রজাগণ, আপন ভবন॥
লক্ষ্মণ-ভোজনে চৌদ্দ ভুবনে উল্লাস।
লক্ষ্মণ-ভোজন বিরচিল কৃত্তিবাস॥

শঙ্করের বিবাহ-সম্বন্ধ

শ্রীরাম বলেন, তুমি মহা তপোধন।
কার তরে কৈল ব্রহ্মা লঙ্কার সৃজন॥
মুনি বলিলেন, শুন পুরান উত্তর।
লঙ্কার সৃজন-হেতু কন মুনিবর॥
সুমেরু পবনে বাদ অযুত বৎসর।
পবন লঙ্ঘিতে নারে সুমেরু-শিখর॥
তিন শৃঙ্গে পর্ব্বত যে জুড়িল গগন।
সুমেরুতে চন্দ্র-সূর্য্যের নাহিক গমন॥
সকল পর্ব্বত জিনি উচ্চে ত প্রবীণ (২)।
নিত্য নিত্য সূর্য্য যান করি প্রদক্ষিণ॥
হিমালয়-নন্দিনী সে জন্মিলা পার্ব্বতী।
তাঁহাকে করিতে বিভা গেলা পশুপতি॥

---

(১) সংবর—সম্বরণ কর। (২) উচ্চে ত প্রবীণ—সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ।

শঙ্কর আরাধি তপ কৈল তপোবনে।
হর-পার্ব্বতীর হৈল শুভ দরশনে॥
কাহার দুহিতা তুমি কাহার বা নারী।
এ বিষম স্থানে তুমি কেন একেশ্বরী (১)॥
হস্তী সিংহ ব্যাঘ্র আর মহিষ শূকর।
হেন স্থানে কেন তুমি এলে একেশ্বর॥
মহেশের কথা শুনি কন ততক্ষণ।
নিবেদন করি, কথা শুন দিয়া মন॥
হেমন্ত-নন্দিনী (২) আমি শুন মহাশয়।
হর তরে তপ করি, কারে মোর ভয়॥
এ বচন শুনি হাসে দেব শূলপাণি।
মিলিল শঙ্কর বর শুনহ ভবানি॥
অধিষ্ঠান হয়ে বর আপনি দিলা হর।
শিব গেলা নিজ পুরে, দেবী আইলা ঘর॥
ব্রহ্মাকে কহিলা শিব এ-সব উত্তর (৩)।
মোর কাজে যাহ তুমি হেমন্তের ঘর॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু চলে আর কুবের বরুণ।
অষ্ট ঋষি চলে আর যত দেবগণ॥
একত্র হইয়া গেলা হিমালয়-ঘর।
বাহিরিলা হিমালয় হরিষ অন্তর॥
বসিতে আসন দিলা পাদ্য অর্ঘ্য জল।
জোড়হাতে দেবগণে পুছেন কুশল॥
বলেন, কি হেতু তোমা-সবা আগমন।
বড় ভাগ্য মানি, আজি সফল জীবন॥
ব্রহ্মাকে বলেন গিরি এতেক উত্তর।
শুনিয়া হইলা বড় সানন্দ অন্তর॥
ব্রহ্মা বলে, শুন মোর কথার প্রবন্ধ (৪)।
শিবে কর গিরি তব কন্যার সম্বন্ধ॥
বিলম্ব না কর, দেখ বেলা শুভক্ষণ।
অঙ্গীকার করি তুষ্ট কর দেবগণ॥
হেমন্ত বলেন, মোর জীবন সফল।
মহাদেবে কন্যা দিব বড়ই মঙ্গল॥
বিনয় বচনে গিরি করে পরিহার (৫)।
শিবে কন্যা দিব আমি কইনু অঙ্গীকার॥
রবি সোম মঙ্গল আর বুধ বৃহস্পতি।
শুক্র শনি রাহু কেতু নবগ্রহ-পতি।
যবে গৌরী কৈল তপ ঘোর তপোবনে।
ভবানী শঙ্করে বিভা জানে গ্রহগণে॥
শুভক্ষণে গ্রহগণ হয়ে সমবায় (৬)।
কেহ বিঘ্ন না হইব গৌরীর বিভায়॥
এত বাক্য হিমালয় কহে দেব-পাশে।
বর আইলে বিভা দিব লগ্ন তার কিসে॥
অঙ্গীকার কৈলা গিরি আপনার মুখে।
দেবগণ গেলা ঘর তবে মনোসুখে॥
কন্যা দেখি দেবগণ হৈলা আগুসার।
ত্রিভুবনে হরিধ্বনি জয়-জয়-কার॥
সব কথা কহে গিয়া মহেশ্বর ঠাঁই।
বিবাহের কার্য্যে তুমি থাকহ শিবাই (৭)॥
কালি বিভা হবে তব আজি অধিবাস।
শঙ্করের অধিবাস গাহে কৃত্তিবাস॥

পার্ব্বতীর অধিবাস।

অধিবাস-দ্রব্য সব পাঠাইল শঙ্কর।
নারদের সঙ্গে দিলা ভীমা যে নফর (৮)॥
অধিবাস-দ্রব্য দিলা সহস্রেক ভার।
রসাল কাঁঠাল গুড় নারিকেল আর॥

---

(১) একেশ্বরী—একাকিনী। (২) হেমন্ত-নন্দিনী—হিমালয়-কন্যা। (৩) উত্তর—কথা। (৪) কথার প্রবন্ধ—বক্তব্য। (৫) পরিহার—প্রার্থনা। (৬) সমবায়—মিলিত। (৭) শিবাই—শিব। (৮) নফর—দাস।

খদি (১) দধি কলা দিলা পাট পাটাম্বর (২)।
লেখা-জোখা নাই, দ্রব্য চলিল বিস্তর ॥
পাঠাইল অধিবাস নারদেরে দিয়া।
সব দ্রব্য নিয়োজিল ভীমে আজ্ঞা দিয়া ॥
গেলেন নারদ আগে হিমালয়-ঘরে।
সব দ্রব্য ল'য়ে ভীমা যায় তার পরে ॥
পৌঁছিল নারদ তবে হিমালয়-ঘর।
হেমন্ত বাহির হৈলা সানন্দ অন্তর ॥
ভারির সঙ্গেতে যায় শিবের নফর।
ভীমার পশ্চাতে যায় যত অনুচর ॥
সন্দেশ দেখিয়া ভীমা ধরিতে নারে মন।
মুদ্রা (৩) ভেঙ্গে ভাল দ্রব্য করিল ভক্ষণ ॥
অনেক সন্দেশ কলা করিল আহার।
খাইল কাঁঠাল আম্র সহস্রেক ভার ॥
যাইতে যাইতে পথে খায় হৃষ্ট হৈয়া।
অর্দ্ধেক খাইয়া হাড়ী পুরে বালি দিয়া ॥
নদীতে দেখয়ে যত নিরমল বালী।
শুখানা (৪) বালীতে সব পুরিল পাতিলী (৫) ॥
শুখানা বালীতে সব পাতিলী পুরিয়া।
ভারিদের পাছু ভীমা আইল ধাইয়া ॥
নারদ বলেন, কেন বিলম্ব এমন।
ভীমা বলে, মাঠে পেনু ঝড় বরিষণ ॥
বহুদুঃখ পেনু আমি ঝড় বরিষণে।
পলাল আমাকে ফেলি যত ভারীগণে ॥
তপোবন মধ্যে আমি প্রবেশিনু ধেয়ে।
সব ভারী পলাইল ভার ফেলি দিয়ে ॥
নারদ বলেন, কার্য্যে উপেক্ষা না কর।
শিব-কার্য্য সুসম্পন্ন করহ সত্বর ॥
নারদের বাক্যে হেমন্তের নাই হেলা।
আঙ্গিনাতে টাঙাইল পাটের ছাঁওলা (৬) ॥
চাঁদোয়া টাঙাল তাহে মুকুতা-ঝালর।
আঙ্গিনার থামে বান্ধা সোনার চাদর ॥
মধ্যখানে ঘট তার করিল স্থাপন।
অধিবাস-দ্রব্য সব আনাল তখন ॥
শুক্ল ধুতি শুক্ল পাটা অতি পরিপাটী।
হাতে-কুশ বৈসে গিরি ল'য়ে তাম্রবাটী ॥
হেমন্ত সঙ্কল্প করে বেলা শুভক্ষণ।
বেদধ্বনি করে তবে যত মুনিগণ ॥
ততক্ষণে বাহির হইলা চন্দ্রমুখী।
দেবীকে দেখিয়া সব দেব হৈলা সুখী ॥
হাতে পুষ্প কৈলা দেবী পূজা দেবতার।
গন্ধ দিয়া কৈলা মুনি জয়-জয়-কার ॥
মঙ্গল উচ্চারি গন্ধ দিলেন কন্যাতে।
মঙ্গলবিহিত কর্ম্ম সূত্র বান্ধে হাতে ॥
তবে শঙ্খ পরাইলা চারু রূপ দেখি।
কন্যাকে উঠাতে তবে এল যত সখী ॥
অধিবাস-দ্রব্য আনে সখীগণ মেলি।
কন্যা-অধিবাস করে দিয়া-হুলাহুলি ॥
অধিবাস সঙ্গে হৈল সিদ্ধ সব কাজ।
হেমন্তে মেলানি করি চলে মুনিরাজ ॥
এয়োগণে মিষ্ট দিতে ভাঙ্গিল পাতিলা।
পাতিলী ভিতরে তবে দেখে সব বালী ॥
পাতিলীতে বালী দেখি সকলের হাস।
পার্ব্বতীর অধিবাস গায় কৃত্তিবাস ॥

---

(১) খদি—খই। (২) পাটাম্বর—পাটের কাপড়। (৩) মুদ্রা—ঢাকনি। (৪) শুখানা—শুষ্ক।
(৫) পাতিলী—ভিজেল হাঁড়ি। (৬) ছাঁওলা—ছায়ামণ্ডপ।

শঙ্করের বিবাহার্থ যাত্রা।

প্রভাত হইল রাত্রি প্রত্যুষ বিহানে (১)।
দেশে দেশ কুটুম্বাদি পাঠাল জানানে (২) ॥
চারিদিকে গিরিগণে দিল আমন্ত্রণ।
আনন্দিত দেবগণ এ তিন ভুবন ॥
আজি গিয়া কালি এস, না কর বিলম্ব।
চারিদিকে ধেয়ে আন সকল কুটুম্ব ॥
সবাকে জানান দেহ গৃহ-ব্যবহার (৩)।
আমন্ত্রণ পেলে সবে হবে আগুসার ॥
উদয়-গিরি অস্তগিরি এল দুইজন।
নীলাগরী ময়ভঙ্গ আইল নারায়ণ ॥
অজয়মুখ গিরি এল কলিঙ্গ কেশরী।
রুইদাস ধর্ম্মদাস মহীদাস গিরি ॥
বিন্দুমেঘ এল আর কৈলাস শিখর।
শরাসন অঞ্জন ও পর্ব্বত শ্রীধর ॥
বর্দ্ধমান কুমুদ্বান ও গন্ধমাদন।
ঋষ্যমুক গিরি আর মলয় চন্দন ॥
ত্রিকূট পর্ব্বত আর আইল হেমকূট।
চন্দ্রকূট সূর্যকূট আইল বজ্রকূট ॥
ধবল গিরি গোবর্দ্ধন বরাহ বাসত।
বসন্ত শ্রীমন্ত আইল মৈনাক পর্ব্বত ॥
পৃথিবীর পর্ব্বতের হৈল আগুসার।
পর্ব্বত চলিতে হৈল সংসার আঁধার ॥
আইল পর্ব্বত যত পরম হরিষে।
আপনার কার্য্য বুঝি সুমেরু না আসে ॥
আপনি মেনকা আর হেমন্ত-নন্দন।
সুমেরুকে আনে গিয়া করিয়া যতন ॥
সুমেরু হেমন্ত-পদে কৈল নমস্কার।
বসিতে আসন দিল কৈল পুরস্কার ॥
মনোগামী পর্ব্বত মুনির ধরে বেশ।
করিল নগরে ঘরে বিচিত্র সুবেশ ॥
বসিতে আসন দিল পাদ্য অর্ঘ্য জল।
স্নানাহার করি সবে হৈল সুশীতল ॥
নৃত্য-গীত দেখি শুনি অতি কুতূহল।
কেহ পড়ে বেদ, কেহ পড়য়ে মঙ্গল ॥
নানাবিধ নৃত্য-গীত হিমালয়-ঘরে।
পরম আনন্দে লোক আপনা পাসরে ॥

ঋষিরাজ-ঘরে (৪) বাদ্য বাজয়ে বাজন।
তথা মহা রঙ্গে আছে যত দেবগণ ॥
গঙ্গায় আনিতে গেলা সুমন্তের ঘরে।
গঙ্গার রন্ধন সব দেবে ভোগ করে ॥
গঙ্গাকে লইয়া আসে যতন করিয়া।
রন্ধন করিলে গঙ্গা রাখিহ আসিয়া ॥
দেবের বচন আমি করিতে নারি আন।
বেলাবেলি গঙ্গাদেবী আন মোর স্থান ॥
এতেক শুনিয়া হর বলেন বচন।
গঙ্গা রন্ধন কৈলে সব দেবের ভোজন ॥
রন্ধনে বিগত বেলা, হৈল অন্ধকার।
গঙ্গা নিয়া যান হর করুণা-আধার ॥
গঙ্গা নিয়া গেল হর সুমন্তের স্থান।
সুমন্ত বলেন, কেন বেলা অবসান ॥
সুমন্ত গঙ্গাকে দেখি রহে কোপমনে।
এতেক বিলম্ব হৈল বল কি কারণে ॥
তোর রূপ দেখে যত দেবের সমাজ।
দেবের রাঁধুনি হৈতে না করিলি লাজ ॥

---

(১) বিহানে- সকাল বেলা। (২) জানানে—জানাইবার জন্য। (৩) গৃহ-ব্যবহার—কোনো শুভকর্ম্মে আত্মীয়-কুটুম্ব যাহাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেই হয়। (৪) ঋষিরাজ-ঘরে—শিবের ঘরে; যিনি স্বয়ং উৎপন্ন হন তিনি ঋষি; সুতরাং মহাদেব স্বয়ম্ভু বলিয়া ঋষি।

কেমনে দেবের যত করিলি রন্ধন।
দেখিল যে তোর রূপ যত দেবগণ ॥
কেহ বা দেখিল তোর সুন্দর বদন।
কেহ বা দেখিল তোর যুগল নয়ন ॥
অন্ন দিতে গেলি তুই যার যার পাশ।
সকলে যে তোরে দেখি করে অভিলাষ ॥
অপবিত্রা তুই কেন এলি মোর স্থান।
আমার গৌরবে কেন দিলি অপমান ॥
কোপে মুনি করিলা যে গঙ্গায় বর্জ্জন।
হাসিয়া গঙ্গাকে শিরে ধরে ত্রিলোচন ॥
মহাদেব-শিরে রহে গঙ্গা সুরধুনি।
গঙ্গা শিরে ধরিয়া হাসেন শূলপাণি ॥
সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি শোভে, শিরে গঙ্গা ধরে।
গলাতে বাসুকি নাগ ভালে শশধরে ॥
গঙ্গা মহাদেব-শিরে কখনো বিরাজে।
কখনো থাকেন ব্রহ্মা-কমণ্ডলু মাঝে ॥
স্বর্গ হতে আইলা যে গঙ্গা মর্ত্ত্যলোকে।
গঙ্গার মহিমা জানে লোক দুঃখশোকে ॥
যথা তথা পাপ লোক করে মহীতলে।
সর্ব্ব পাপ হ'রে যায় স্নানে গঙ্গাজলে ॥
মহাদেবে অধিবাস করায় দেবগণ।
ব্রহ্মার বচনে বৈসে দেব নারায়ণ ॥
প্রাতে সব দেবলোকে আমন্ত্রণ করি।
স্নান সন্ধ্যা নান্দীমুখ (১) কৈলা ত্রিপুরারি ॥
স্নান করি প্রবেশিলা রন্ধন-শালেতে।
দেবগণ একঠাঁই বসে ভোজনেতে ॥
মধুর অমৃতোপম গঙ্গার রন্ধন।
মহাসুখে দেবলোক করিলা ভোজন ॥
সেই পুণ্য স্থানে বাজে বিবিধ বাজন।
নানা বেশে নৃত্য করে সর্ব্ব দেবগণ ॥
করেন শিবের বেশ স্বয়ং নারায়ণ।
কৌতুকে দিলেন তবে কপালে চন্দন ॥
অপরূপ ধরে রূপ বৃষভ-বাহন।
সুবর্ণ মুকুট শিরে বাহুতে কঙ্কণ ॥
ললাটে শশাঙ্ক শোভে শিরে সুরেশ্বরী।
বৃষে চাপি চলিলেন দেব ত্রিপুরারি ॥
রাজহংস-রথে চাপি চলে প্রজাপতি।
ঐরাবতে চাপি গেলা দেব সুরপতি ॥
মকরে বরুণ চড়ে মহিষে শমন।
ছাগলে চড়েন অগ্নি হরিণে পবন ॥
গরুড়ে চড়িয়া চলে দেব নারায়ণ।
যার যে বাহনে চড়ি যান দেবগণ ॥
সন্ন্যাসী তাপসী যারা সিদ্ধ যোগবলে।
ব্রহ্মচারী নিরাহারী চলিলা সকলে ॥
সর্ব্বাগ্রে নারদ যান কলহ লইয়া।
খোকড়ি (২) কম্বল যত কাঁখেতে করিয়া ॥
নারদে দেখিয়া হৃষ্ট হৈলা হিমাচল।
হরিষ বচনে পুছে তাঁহার কুশল ॥
আইলা নারদ আগে কোন্দল খোকড়ি।
শঙ্করের যথা আছে শ্বশুর-শাশুড়ী ॥
দেখিয়া তোমার কন্যা লাগে মনে ব্যথা।
অবধান হ'য়ে শোন জামাতার কথা ॥
ঘরে ভাত নাহি তার চালে নাহি খড়।
শুইতে নাহিক শয্যা পরিতে কাপড় ॥
অমঙ্গল চিতা-ভস্ম লেপে সর্ব্ব গায়।
গলেতে হাড়ের মালা সাপিনী কোঁপায় ॥

---

(১) নান্দীমুখ—বিবাহাদি শুভকর্ম্মের প্রারম্ভে পরলোকগত পূর্ব্বপুরুষগণের তৃপ্তির জন্য আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ। (২) খোকড়ি—ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডের পুঁটুলি।

তিন নেত্রে অগ্নি জ্বলে শিরে শোভে গঙ্গ্‌।
ভাঙ্গড় (১) উন্মত্ত বেশ খায় ধুতুরা ভাঙ্গ্‌॥
ঘরের নফর নন্দী, কাল ভীমা ভায়া।
ঘরে ঘরে বুলে তারা ভাতের লাগিয়া॥
ঘরে ঘরে মাগি আনে চাল আর ডাল।
রন্ধনের কালে ভাবে হাতে দিয়া গাল॥
বলদ রাখিয়া যবে ভীমা আসে ঘর।
আধেক তণ্ডুল দেয় পেটের ভিতর॥
এতেক শুনিয়া রাণী স্বামীরে পাড়ে গালি।
কোপেতে হেমন্ত ধরে মেনকার চুলি॥
সাত পাঁচ দশ বিশ করে মারামারি।
কাহাকে কে মারে, নারদে দেয় টিটকারী॥
নারদ বলে, তোমরা কেন কর মারামারি।
এ তিন ভুবনে রাজা দেব ত্রিপুরারি॥
কোন্ জনে বোঝে বল মহাদেবের কাজে।
মহাধনী মহাদেব দেবের সমাজে।
কোন্দল ঘুচায়ে নারদ গেলা দেব-পাশ॥
রচিলা উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥

শিব-বিবাহ।

দেবগণে আইলা যদি হিমালয়-ঘর।
বাহিরিলা রাজা, দেখি যতেক অমর॥
বর বেড়ি রহিলা সকল দেবগণ।
বসিতে আসন দিলা করিতে বরণ॥
দধি দুগ্ধ গঙ্গাজল অগুরু চন্দন।
গুয়া নারকেল দিলা উত্তম বসন॥
বরের বরণ কৈলা বেলা শুভক্ষণে।
চারিদিকে বেদধ্বনি হয় ঘনে-ঘনে॥
বর বরি হিমালয় প্রবেশিলা ঘর।
মেনকা আইলা তবে দেখিবারে বর॥
বর-পাশে গেলা রাণী বরণডালা লৈয়া।
মোহিত হইলা রাণী বরেরে দেখিয়া॥
পদ যুগে দধি দিলা শিরে দূর্ব্বা-ধান।
মাথায় নিছিয়া রাণী ফেলিলেন পান॥
দুই চক্ষু ঢাকি রাণী হেঁট মাথা করি।
নারদ মুনি তবে দিলা তাঁরে টিটকারী॥
লজ্জায় পালায় যত লহরী ঝিয়ারী॥
হুড়াহুড়ি করি যায় হাতে করি ঝারি (২)॥
এতেক দেখিয়া তবে ক্রুদ্ধ নারায়ণ।
ঝাট কন্যা আনহ, যায় যে শুভক্ষণ॥
মনোহর বেশধারী উঠে দেবগণ।
ধরিলা মোহন মূর্ত্তি দেব ত্রিলোচন॥
ত্রিভুবন মোহিলেন দেব ত্রিপুরারী।
মোহিনী মূরতী ধরে পার্ব্বতী-সুন্দরী॥
ত্রিভুবন মুগ্ধ করে, রূপে বিদ্যাধরী।
রূপ দেখি লজ্জা পেল যতেক অপ্সরী॥
বদন জিনিল তার পূর্ণচন্দ্রকলা।
বাহিরিলা পার্ব্বতী যে হাতে পুষ্পমালা॥
জটাতে লুকাল দেবী গঙ্গা সুরধুনী।
মুকুট উপরে শোভে কাল-ভুজঙ্গিনী॥
ভালে চন্দ্রকলা শোভে ভস্ম সর্ব্ব গায়।
হৃদয়েতে হাড়মালা নাগিনী ফোঁপায়॥
ত্রাসে লুকাইল সাপ নিভিল আগুনি।
বরের নিকটে গেলা আপনি ভবানি॥
শিরে পারিজাত-মালা ঘোরে শত অলি।
বিশ্বকর্ম্মা জোগালেন অশোকের ডালি॥

---

(১) ভাঙ্গড়—সিদ্ধিখোর। (২) ঝারি—ভৃঙ্গার; গাড়ু।

সপ্ত সাগরের জল যোগাইল আনি।
শুভক্ষণে হরগৌরীর হইল মেলানি ॥
দুন্দুভির বাদ্য বাজে মৃদু তাল শুনি।
সুবেশে নাচয়ে তথা ইন্দ্রের নাচুনী ॥
কন্যা লুকাইল ল'য়ে অন্ধকার ঘরে।
কন্যায় আনিতে হর দাঁড়াল দুয়ারে ॥
পার্ব্বতীর করে করে কঙ্কণ-রণন (১)।
হাতে ধরি কন্যা আনে দেব ত্রিলোচন ॥
কন্যা ল'য়ে হর বৈসে মণ্ডপেতে আসি।
চৌদিক্ বেড়িল যত দেব মুনি ঋষি ॥
চৌদিকে বসিলা দেব ছাড়িয়া বিমান (২)।
নানা দান দিয়া ঋষি করে কন্যাদান ॥
মুনিগণ বেদ পড়ে প্রফুল্ল-বদন।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ অর্ঘ্য ও চন্দন ॥
সম্প্রদান করে ঋষি হরষিত-মন।
সর্ব্বকাল কোরো কন্যার ভরণ-পোষণ ॥
জোড়হাতে বলি শুন যত দেবগণ।
আমার কন্যায় রক্ষা কোরো সর্ব্বক্ষণ ॥
এ বোল শুনিয়া হাসে ব্রহ্মা নারায়ণ।
তব কন্যা দেবগণে করিবে রক্ষণ ॥
কুশণ্ডিকা লাজ হোম কৈলা সাবধানে।
নানা দান করে সব দেব-সন্নিধানে ॥
শ্বশুর শাশুড়ী সব করি অনুমান।
বিবিধ পকান্ন দিল আর গুয়া পাণ ॥
নানা রঙ্গে ভাসি করে সবে নৃত্য-গীত।
গাইল উত্তরাকাণ্ড ফুলিয়া-পণ্ডিত ॥

——

হরগৌরীর ভোজন ও ফুলশয্যা।

মহাদেবী (৩) বলে, রাজা তুমি অগেয়ান (৪)।
কন্যা-জামাতায় এবে দাও ভোজ্য পান (৫) ॥
জামাতা লজ্জিত হয় শাশুড়ী দেখিয়া।
একবারে দেহ ভাত ব্যঞ্জন আনিয়া ॥
স্বর্ণ থাল ঘুচাইয়া পাত বড় পাত।
পিষ্টক পায়স সহ দেহ তাতে ভাত ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত দিতে না করিও হেলা।
ঘনাবর্ত্ত (৬) দুগ্ধ দিও মর্ত্তমান কলা ॥
জল ল'য়ে দুইজনে করে পঞ্চগ্রাসী (৭)।
হরের নিকটে বৈসে দেবরাজ ঋষি ॥
ভোজন করেন মহাদেব ত্রিপুরারি (৮)।
হরের নিকটে বৈসে বধূবেশে গৌরী ॥
গোময়-প্রলিপ্ত ঘরে তাহাতে আলিপনা।
দুই পাশে করিল যে সূতার মেলনা ॥
কতক ভোজন কৈল দেব ত্রিলোচন।
নারদ বলে, ছোঁওয়া গেছে, না কর ভোজন ॥
আলিপনা দেখি ভীমা দিল নখ-রেখ (৯)।
সূতাটি দেখায়ে বলে দেখ পরতেক ॥
উভয়ে ছোঁয়াছি পড়ি কৈলা আচমন।
দোঁহার প্রসাদ ভীমা করিল ভোজন ॥
সমস্ত খাইয়া ভীমা পেটে বুলায় হাত।
হাসিয়া বলিছে ভীমা আন পিঠা ভাত ॥
রাণী বলে, তোর পেটে লাগিল আগুনি।
ভীমার পাতে রাণী দিল হাঁড়ীর ফেলানি(১০) ॥
ভীমার কথা শুনি যত দেবতার হাস।
অধিক কি হাসিলেন স্বয়ং কৃত্তিবাস ॥

---

(১) কঙ্কণ-রণন—কঙ্কণের শব্দ। (২) বিমান—শূন্যমার্গগামী রথ। (৩) মহাদেবী—মেনকা। (৪) অগেয়ান—অজ্ঞান। (৫) ভোজ্য পান—ভোজন ও পানীয়। (৬) ঘনাবর্ত্ত—ঘন; বেশি জ্বাল দেওয়া। (৭) পঞ্চগ্রাসী—প্রাণ, অপান সমান, উদান, ব্যান,—দেহস্থ এই পঞ্চ বায়ুর তৃপ্তির জন্য খাদ্য দান। (৮) ত্রিপুরারি—ত্রিপুর অসুরকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া মহাদেবের এই নাম। (৯) নখ-রেখ—নখের দাগ। (১০) ফেলানি হাঁড়ি-ধোয়া জল।

করিল কুসুম-শয্যা গন্ধে মনোহর।
সোনার চৌখণ্ডী (১) তাতে নির্ম্মাল বাসর॥
পাড়িল সোনার খাটে নেত-পাট-তুলী।
এয়োগণে মিলি সব দিল হুলাহুলি॥
চারিদিকে রত্নদীপ নারীগণ-মেলা।
বরের মোহনরূপ রাণী নেহারিলা॥
শুইলা সোনার খাটে দেব পশুপতি।
ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে মধুগন্ধী (২) বাতি॥
হরপাশে পার্ব্বতীর রূপের বিকাশ।
হরগৌরী-ফুল-শয্যা গাহে কৃত্তিবাস॥

পরম হরিষে চলে যত দেবগণ।
যে যার বাহনে চড়ি করিলা গমন॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু চলিলেন দেব পুরন্দর।
মহেশে মেলানি করি সবে গেলা ঘর॥
স্বগণ লইয়া হর গেলা নিজ পুরী।
নানা রঙ্গে গেলা হর কৈলাস-নগরী॥
যত লোক তাঁকে দিল বিবিধ মেলানি।
ঘরের সেবক ভীমা ডাক দিয়া আনি॥
হরের বচনে ভীমা আইল ধাইয়া।
ক্ষুধায় শরীর দহে খাদ্য আন গিয়া॥
গৌরীর সহিত হর সুখে করে বাস।
গাইল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥

হরগৌরীর বিদায়।

স্নান সন্ধ্যা করে হর প্রত্যুষ বিহানে।
দেবগণ ল'য়ে হর বসিলা দেয়ানে॥
ব্রহ্মা বলে, গিরিরাজ, দেহ ত মেলানি।
বসিলা ছায়ামণ্ডপে (৩) দেব শূলপাণি॥
নানারত্ন নানাধন দিলা ব্যবহার।
দেবগণ-আগে গিরি মাগে পরিহার॥
চলিলা দেবতাগণ পরম আনন্দে।
গৌরীকে করিয়া কোলে রাজা-রাণী কান্দে॥
বৃষেতে চাপিয়া তবে চলে শূলপাণি।
সিংহে চড়ি চলিলেন আপনি ভবানী॥

লঙ্কার উৎপত্তি।

অগস্ত্য বলেন, রাম, শুন দিয়া মন।
তবে যে রহিল ঘরে দেব পঞ্চানন॥
সকলে বিদায় দিলা দেব ত্রিলোচন।
ঘরেতে রহিলা তবে দেব পঞ্চানন॥
হেথায় হেমন্ত ঋষি কহিলা কাহিনী।
বসিলা হেমন্ত ঋষি ও মেনকা রাণী॥
হেন কালে গিরিগণ মাগিল মেলানি।
রহিতে পর্ব্বতগণে বলে প্রিয় বাণী॥

(১) চৌখণ্ডী—চার চালা। (২) মধুগন্ধী—মৃদু সুগন্ধ যাহা হইতে বাহির হইতেছে। (৩) ছায়ামণ্ডপে—ছাদ্‌লাতলায়।

স্নান সন্ধ্যা করি সবে করিয়া ভোজন।
তবে ত তোমরা সব করিহ গমন ।।
গিরিগণ স্নান করে ভাগীরথী-জলে।
এক ঠাঁই হৈল সবে ভোজনের কালে ।।
সুবর্ণের থালে অন্ন দিল পরিপাটী।
সারি দিয়া বসিলেক গিরি তিন কোটী ।।
মধ্যেতে সুমেরু বসে করিতে ভোজন।
অদূরে থাকিয়া তাহা দেখিল পবন ।।
সম্বর্ত্ত আবর্ত্ত দ্রোণ মেঘ ও পুষ্কর।
চারি মেঘ হাঁকারিয়া আনে পুরন্দর ।।
আগে বায়ু মাঝে ইন্দ্র পশ্চাতে বরুণ।
সুমেরুর শৃঙ্গ দেখি করিল বর্ষণ ।।
সুমেরু কাঞ্চনশৃঙ্গ শতেক যোজন।
সে শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া ফেলে দেবতা পবন ।।
শৃঙ্গ ল'য়ে ধাইল যে পবন-কুমার।
মাথায় কাঞ্চনশৃঙ্গ সিন্ধু হৈল পার ।।
সুমেরু চড়িল তবে ত্রিকুটের চূড়ে।
উভয় পর্ব্বত-চূড়া সাগরেতে এড়ে ।।
বিশ্বকর্ম্মা ল'য়ে গেল দেব পুরন্দর।
মধ্যে পুরী নির্ম্মাইল চৌদিকে সাগর ।।
সাতটা প্রাচীর তাতে করিল সৃজন।
লোহাতে প্রাচীর গড়ে, উপরে কাঞ্চন ।।
শত যোজন পরিখা যে লঙ্ঘিতে না পারি।
দশ যোজন প্রসর হৈল বিশাল চউরী ।।
সুবর্ণে গড়িল আর অষ্টাদশ পুরী।
নাটশাল পাঠশাল বিচিত্র চউরী ।।
খাট পাট নির্ম্মাইল সোনার আওয়াস।
স্বর্ণ-পুরী নির্ম্মাইল, ব্রহ্মার উঠে হাস ।।
সুবর্ণে বাঁধিল ঘাট দীঘী ও পোখরী।
রাজার ঘর প্রজার ঘর গড়ে সারি সারি ।।
যতন করিয়া গড়ে রাজ-অন্তঃপুর।
সোনার বিভায় করে অন্ধকার দূর ।।
চিত্রে নির্ম্মাইল ঘর বিদ্যুতের ছটা।
অন্তঃপুর নির্ম্মাইল দশ হাজার কোঠা ।।
শত স্তম্ভে নির্ম্মাইল দেয়ান চৌতারা।
নানা রত্ন লাগে তথি মণি রত্ন হীরা ।।
ঘরের উপর শোভে সোনার বাহারা (১)।
চারিভিতে নামে গজ মুকুতার ঝারা ।।
সুবর্ণের আয়তন (৩) গড়ে সিংহাসন।
চতুর্দ্দোল যেন হেরি রবির কিরণ ।।
রত্নে নির্ম্মাইল ঘর করে ঝলমলি।
নির্ম্মাইল সুবর্ণের পাখী-পাখীয়ালি (৪) ।।
বড় বড় বৃক্ষ-কাণ্ড সুবর্ণে বান্ধিল।
অযুত প্রশস্ত ঘর স্বর্ণে নির্ম্মাইল ।।
সোনার পতাকা উড়ে দেখিতে রূপস।
ঘরের উপরে শোভে সুবর্ণ কলস ।।
সোনায় বান্ধিল তবে পুষ্করিণীর ঘাট।
সুবর্ণের নির্ম্মাইল ঘরের কপাট ।।
স্বর্ণ দিয়া নির্ম্মাইল স্বর্ণ লঙ্কাপুরী।
সোনায় সৃজিল যত দীঘী ও পোখরী ।।
অদ্ভুত সে পুরীখানি দেখিতে সুন্দর।
সপ্তকোটি আছে তাহে ইষ্টকের ঘর ।।
নব কোটি কৈল তাতে আশ্রয় আলয়।
চারি লক্ষ কৈল তাতে পর্ব্বত দুর্জ্জয় ।।
হেন মতে নির্ম্মাইল স্বর্ণ লঙ্কাপুরী।
গন্ধর্ব্ব দানব দেব লঙ্ঘিতে না পারি ।।

(১) বাহারা—সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক ঝালর ইত্যাদি ; অথবা মটকায় স্বর্ণ-নির্ম্মিত কারুকার্য্য বিশেষ। (২) ঝারা—ঝালর। (৩) আয়তন—দেবমন্দির। (৪) পাখী-পাখীআলী—রেলিংএর মধ্যস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠ ও তাহাদের আধারস্বরূপ কাষ্ঠ।

সমুদ্রের মাঝে পুরী করিল নির্ম্মাণ।
জিনিয়া অমরাবতী তাহার বাখান ॥
স্বর্ণময় পুরীখান দিব্য পরকাশ।
গাইল উত্তরাকাণ্ডে কবি কৃত্তিবাস॥

রাক্ষসগণের জন্ম-বৃত্তান্ত কথন।

শ্রীরাম বলেন, মুনি, তুমি অন্তর্য্যামী।
সংসারের বিবরণ সব জান তুমি ॥
রাবণের জন্ম-কথা কহ দেখি শুনি।
পরম আনন্দ তবে হয় মহামুনি (১) ॥
ব্রহ্মা-অংশে জন্ম তার সর্ব্বলোকে জানে।
রাক্ষস হইল তবে কিসের কারণে ॥
মুনি বলে, রঘুনাথ, কহি তব স্থানে।
রাক্ষসের জন্ম-কথা শুনহ এক্ষণে ॥
যেমতে রাবণ জন্মে শুন রঘুমণি।
সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা আগে সৃজিলেন প্রাণী ॥
প্রাণিগণ বলে, ব্রহ্মা, করি নিবেদন।
কোন্ কার্য্যে আমা সবে করিলা সৃজন ॥
ব্রহ্মা বলে, যত প্রাণী করিব উৎপত্তি।
তোমরা করিবে রক্ষা, প্রাণের শকতি ॥
যে যে প্রাণী সৃষ্টি আমি করিব সংসারে।
তোমরা প্রধান হ'য়ে পালিবে সবারে ॥
প্রাণিগণ বলে, ব্রহ্মা, সে বড় দুষ্কর।
না চাহি প্রভুত্ব মোরা সবার উপর ॥
ব্রহ্মা শাপ দিলা বেটা হওরে রাক্ষস।
হেতি নামে রাক্ষস সে হইল কর্কশ (২) ॥
বিদ্যুৎ-কেশরী নামে ব্রহ্মার কুমারী।
তারে বিভা করিল রাক্ষস দুরাচারী ॥
মন্দর পর্ব্বতে দুইজনে কেলি করে।
জন্মিল সন্তান এক কত দিন পরে ॥
পর্ব্বতের উপরেতে ফেলিয়া সন্তানে।
মনের আনন্দে কেলি করে দুইজনে ॥
পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ নাই সন্তান-উপর।
কাতর হইয়া শিশু কান্দিল বিস্তর ॥
অশ্রুজলে শ্রমজলে কলেবর ভাসে।
ক্ষুধাতে আকুল প্রাণ ঘন বহে শ্বাসে ॥
বৃষভ বাহনে যান পার্ব্বতী-শঙ্কর।
শূন্য হৈতে দেখিতে পাইলা গঙ্গাধর ॥
শিব কন, পার্ব্বতি, দেখহ অতি দূরে।
একাকী কান্দিছে শিশু পর্ব্বত-উপরে ॥
মহেশের দয়া হৈল সন্তান-উপর।
প্রসন্ন হইয়া শিব তারে দিলা বর ॥
শিব কন, শুন ওহে অনাথ-সন্তান।
মম বরে পিতৃ-তুল্য হও বলবান্ ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ হও, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর।
আজ্ঞামাত্র হৈল শিশু বাপের সোসর (৩) ॥
বিদ্যুৎ-কেশরী-পুত্র সুকেশ নাম ধরে।
মহা-বলবান্ হৈল ধূর্জ্জটির বরে ॥
তবে সুকেশেরে বর দিলেন পার্ব্বতী।
তাহা হৈতে হৈল যত রাক্ষস-উৎপত্তি ॥
পার্ব্বতীর বরে তার বাড়িল সম্মান।
তাহারে গন্ধর্ব্ব এক কন্যা দিল দান ॥
স্ত্রী-পুরুষে রহিলেক পৃথিবী ভিতরে।
তিন পুত্র হৈল তার কত দিন পরে ॥
পুত্র দেখি সুকেশ পরম কুতূহলী।
নাম রাখে মাল্যবান্ মালী ও সুমালী ॥

(১) মহামুনি—এখানে অগস্ত্য মুনি। (২) কর্কশ—নিষ্ঠুর। (৩) সোসর—সমান।

তিন ভাই মিলি তপ করিল বিস্তর।
ব্রহ্মা বলে, কিবা বর চাহ নিশাচর॥
মন্ত্রণা করিয়া বর মাগে তিন জন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিব ত্রিভুবন॥
সংগ্রামেতে কোথাও না হই অপমান।
এই বর দিতে ব্রহ্মা, করহ বিধান॥
ব্রহ্মা বলে, ত্রিভুবন-জয়ী হবে সবে।
সংগ্রামে বিষ্ণুর ঠাঁই পরাভব হবে॥
ব্রহ্মার বরেতে তারা ত্রিভুবন জিনে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব ধরি বেঁধে বেঁধে আনে॥
আছিল গন্ধর্ব্ব রাজা শৈব সদাচারী।
তিন কন্যা ভূপতির পরম-সুন্দরী॥
বিভা কৈল মালী ও সুমালী মাল্যবান।
দুই নারীর গর্ভে জন্মে এগার সন্তান॥
বীরবসু সুচিক আর যজ্ঞ ও কোপন।
তালভঙ্গ সিংহনাদ মাধব নন্দন॥
প্রহস্ত অকম্পন হয় ধর্ম্মেতে বিকট।
শোণিতাক্ষ বিড়ালাক্ষ রণেতে উৎকট (১)॥
সত্রাজিত নামে পুত্র প্রবল প্রখর।
দু-জনার পুত্র হৈল বিষম দুষ্কর॥
অবশেষে কন্যা হৈল দুষ্কর কর্কশা (২)।
সেই রাবণের মাতা নামটি নিকষা॥
সুমালী-রাক্ষস-নারী পরম যুবতী।
চারি পুত্র হৈল তার ধর্ম্মশীল অতি॥
বীর ও অনল ভীম রাক্ষস সম্পাতি।
রহিয়াছে আসি বিভীষণের সংহতি॥
তিন ভায়ের পরিবার বাড়িল বিস্তর।
সেই সব নিশাচর অবনীভিতর॥
সকল রাক্ষস মিলি করিল যুকতি।
এত রাক্ষস হৈল কোথা করিব বসতি॥
ব্রহ্মার বরেতে তারা ত্রিভুবন জিনে।
হাতে গলে বান্ধিয়া যে বিশ্বকর্ম্মা আনে॥
নিশাচর বলে, বিশ্বকর্ম্মা লহ পাণ।
রাক্ষসের পুরী তুমি করহ নির্ম্মাণ॥
এত শুনি বিশ্বকর্ম্মা হইলা চিন্তিত।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত মনে পড়ে আচম্বিত॥
গরুড়-পবনে যুদ্ধ হৈল যেই কালে।
সুমেরুর শৃঙ্গ পড়ে সমুদ্রের জলে॥
ত্রিকূট পর্ব্বতের প্রধান দুই চূড়া।
সত্তরি যোজন পরিমাণ তার গোড়া॥
সত্তরি যোজন উর্দ্ধে লেগেছে আকাশে।
সোনার প্রাচীর বেড়া ভিতর আওয়াসে॥
বাহিরে চৌয়ারি তার মনোহর অতি।
অতি ভয়ঙ্কর, নাহি পবনের গতি॥
দেব দৈত্য যেতে নারে লঙ্কার ভিতর।
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইলা পুরী মনোহর॥
কত শত পুষ্পবন কত সরোবর।
কত শত বৃন্দ মহাপদ্ম কোটী ঘর॥
সোনার কপাট খিল শোভে চারি দ্বারে।
ভয়ঙ্কর পুরী, হেন নাহিক সংসারে॥
চারিদিকে বেষ্টিত সমুদ্র আছে ঘিরে।
ভুবনের (৩) শক্তিতে তা লঙ্ঘিতে না পারে॥
যাইতে দেবতা যক্ষ না করে সাহস।
নেতের পতাকা উড়ে সোনার কলস॥
স্বর্গ-মর্ত্ত্য পাতালে এমন নাহি স্থান॥
এক মাসে বিশ্বকর্ম্মা করিল নির্ম্মাণ॥
পুরী দেখে রাক্ষসের হর্ষ হৈল অতি।
লঙ্কাতে রাক্ষসগণ করিল বসতি॥
আগেতে করিল রাজ্য মালী ও সুমালী।
তার পরে ভূপতি কুবের মহাবলী॥

(১) উৎকট—ভয়ানক। (২) দুষ্কর কর্কশা—অতি নিষ্ঠুরা। (৩) ভুবনের—জগতের সকল প্রাণীর।

তাহার পশ্চাতে রাজ্য করিল রাবণ।
অবশেষে ভূপতি হইল বিভীষণ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ বলি রাম করিলা প্রকাশ॥

গজ-কচ্ছপের বিবরণ ও গরুড়-পবনের যুদ্ধ।

শ্রীরাম বলেন, মুনি, কহ বিবরণ।
ভাঙ্গিল সুমেরু-শৃঙ্গ কিসের কারণ॥
কি লাগিয়া বিসংবাদ গরুড়-পবনে।
বিস্তারিয়া কহ মুনি, শুনি তব স্থানে॥
মুনি বলে, শুন রাম, অপূর্ব্ব কথন।
গরুড়-পবনে যুদ্ধ হৈল যে কারণ॥
সন্তাপন নামে বিপ্র ছিল পূর্ব্বকালে।
তিন কোটি ধন রাখি স্বর্গবাসে চলে॥
সন্তাপনের দুই পুত্র পরম সুন্দর।
সুপ্রতাপ বিভাস এ দুই সহোদর॥
জ্যেষ্ঠপুত্র-স্থানে ধন থুয়ে গেল বাপে।
কনিষ্ঠ করেন দ্বন্দ্ব ধনের সন্তাপে॥
ধন-শোকে কনিষ্ঠ যে হইল দুঃখিত।
জ্যেষ্ঠেরে কহেন, ভাগ দেহ সমুচিত॥
জ্যেষ্ঠ বলে, পিতা ভাগ না করিল ধন।
মম স্থানে ভাগ তুমি চাহ কি কারণ॥
ধন না পাইয়া কহে বশিষ্ঠের ঠাঁই।
পিতৃ-ধন-অংশ নাহি দেয় জ্যেষ্ঠ ভাই॥
কত অংশ পাই আমি বলহ এখন।
সেই দাওয়া করিয়া লইব পিতৃ-ধন॥
বশিষ্ঠ বলেন, আছে বেদের বিহিত।
পঞ্চ অংশের দুই অংশ তোমার উচিত॥
কনিষ্ঠ কহিল গিয়া জ্যেষ্ঠ-বিদ্যমান।
পিতৃ-ধন দুই অংশ মোরে দেহ দান॥
আমি গিয়াছিনু ভাই, বশিষ্ঠের স্থানে।
বশিষ্ঠ বলিলা, ভাগ নাহি দেয় কেনে॥
জ্যেষ্ঠ বলে, কনিষ্ঠ, করিলে হেন কেনে।
জাতি নাশ করিলে, কহিয়া অন্য স্থানে॥
হীনজন জ্ঞান বুঝি কৈলা মুনিবর।
ধনের লাগিয়া এত হইলে কাতর॥
বারে বারে নিবেধিনু, না শুনিলে কাণে।
গজ হ'য়ে পাপিষ্ঠ, প্রবেশ কর বনে॥
কনিষ্ঠ দিলেন শাপ জ্যেষ্ঠের উপরে।
কচ্ছপ হইয়া তুমি থাক সরোবরে॥
দুয়ের শাপেতে জন্তু হয় দুই-জন।
কনিষ্ঠ গজের দেহ করিল ধারণ॥
দশ যোজন গজ-দেহ কনিষ্ঠ ধরিল।
গর্জ্জন করিয়া গজ বনে প্রবেশিল॥
কচ্ছপ সলিলে গেল, গজ গেল বন।
শুণ্ডের ভিতরে গজ রাখে যত ধন॥
যতন করিয়া ধন যেই জন রাখে।
খাইতে না পায় ধন, যায় ত বিপাকে॥
ধন পেয়ে যে জন না করে বিতরণ।
যথাকার ধন তথা যায় অকারণ॥
ধনেতে বিরোধ বাধে শুন মহাশয়।
যত ব্যয় করে তত পরলোকে হয়॥
বশিষ্ঠের শাপে ধন নাহি পায় রক্ষা।
গজ-কচ্ছপের শুন ধনের পরীক্ষা॥
কহিলাম ধনের বৃত্তান্ত তব স্থানে।
গজ-কচ্ছপের কথা শুন সাবধানে॥

জলেতে কচ্ছপ আছে যেই সরোবরে।
দৈবযোগে গজ গেল জল খাইবারে ॥
প্রখর রৌদ্রেতে গজ তৃষ্ণায় বিকল।
সরোবর দেখি গজ খেতে গেল জল ॥
গজ দেখে' কচ্ছপের প'ড়ে গেল মনে।
পূর্ব্বশোকে কচ্ছপ সে শুণ্ডে ধ'রে টানে ॥
গজ টানে বনেতে, কচ্ছপ টানে জলে।
গজ আর কচ্ছপ উভয়ে তুল্য বলে ॥
কেহ কারে নাহি পারে উভয়ে সোসর।
দুই জনে টানাটানি একই বৎসর ॥
বিনতা-নন্দন গরুড় উড়ে অন্তরীক্ষে।
অন্তরীক্ষে থাকিয়া গরুড় তাহা দেখে ॥
এক বর্ষ যুদ্ধ হৈল অতি ভয়ঙ্কর।
কেহ কারে নাহি পারে উভয়ে সোসর ॥
কাতর হইয়া গজ স্মরে নারায়ণ।
পাপ-দেহ নারায়ণ, কর বিমোচন ॥
গজেরে কাতর দেখি গরুড়ে দয়া হৈল।
বাম পায়ের নখ দিয়া দোঁহারে তুলিল ॥
গজ-কূর্ম্ম ল'য়ে পক্ষী উড়িল তখন।
মনে করে কোথা ল'য়ে করিব ভক্ষণ ॥
শ্যামবর্ণ বটবৃক্ষ শত যোজন ডাল।
অশীতি যোজন মূল নেমেছে পাতাল ॥
চারিগোটা ডাল তার পর্ব্বতের চূড়া।
সত্তর যোজন জুড়ি আছে তার গোড়া ॥
গজ-কচ্ছপ ল'য়ে বৈসে গাছের উপর।
সহিতে না পারে বৃক্ষ এ তিনের ভর ॥
ভর নাহি সহে ডাল মড় মড় করে।
ডাল ভাঙ্গি পড়ে যদি মুনিগণ মরে ॥
দক্ষিণ পায়ের নখে গরুড় ধরে ডালে।
মুনিগণ এড়াইল থাকি বৃক্ষতলে ॥
ফেলিল সে ডাল ল'য়ে চণ্ডালের দেশে।
ডালের চাপনে মরে স্ত্রী ও পুরুষে ॥
বহু পাপে হয়েছিল চণ্ডাল-জনম।
গরুড়ের হাতে পাপ হইল মোচন ॥
গজ-কচ্ছপ ল'য়ে গেল ব্রহ্মার সদন।
বল ব্রহ্মা, কোথা ল'য়ে করিব ভক্ষণ ॥
ব্রহ্মা বলে, কোথা সহিবেক এত ভর।
গজ-কচ্ছপ ল'য়ে যাহ সুমেরু-শিখর ॥
তথা গজ-কচ্ছপেরে করহ ভক্ষণ।
ব্রহ্মার বচনে পক্ষী চলে ততক্ষণ ॥
পর্ব্বত উপরে বৈসে করিতে ভক্ষণ।
হেন কালে এল তথা দেবতা পবন ॥
পবন বলেন, পক্ষি, তুমি কেন হেথা।
মোর ঠাঁই পড়িলে ছিণ্ডিব তব মাথা ॥
যাবৎ তোমার নাহি করি অপমান।
আপনা জানিয়া বেটা, যাহ নিজ স্থান ॥
গরুড় কহেন, তুমি গালি কেন পাড়।
উপযুক্ত শাস্তি দিব, অহঙ্কার ছাড় ॥
গরুড়ের বচনে পবন ক্রোধে বলে।
ফেলিব পর্ব্বত ঠেলি সমুদ্রের জলে ॥
গরুড় বলেন, বায়ু, বড়াই না কর।
সুমেরু পর্ব্বত তুমি নাড়িতে কি পার ॥
গরুড়ের বচনে পবনে ক্রোধ বাড়ে।
পর্ব্বত সমেত চাহে উড়াইতে ঝড়ে ॥
প্রলয় হইল যেন পর্ব্বত-উপরে।
দুই পাখে গিরি ঢাকে বিনতা-কুমারে ॥
বাড়াইয়া কৈল পাখা সহস্র যোজন।
পাখা দেখি পবন ভাবেন মনে-মন ॥
গরুড়ের পাখা যেন বজ্রের সোসর।
সাত দিন শিলাবৃষ্টি পাখার উপর ॥

মেঘের গর্জ্জন আর পড়িছে ঝঞ্ঝনা।
পর্ব্বতের তবু নাহি নড়ে এক কণা॥
প্রলয় কালেতে যেন সৃষ্টি হয় নাশ।
দেখি যত দেবগণ গণিলা তরাস॥
ব্রহ্মারে জিজ্ঞাসা করে যত দেবগণ।
আচম্বিতে সৃষ্টিনাশ হয় কি কারণ॥
দেবতার এই বাক্য শুনি প্রজাপতি।
দেবগণে ল'য়ে তবে যান শীঘ্রগতি॥
ব্রহ্মা বলিলেন, শুন দেবতা পবন।
আচম্বিতে প্রলয় করহ কি কারণ॥
সৃষ্টি সৃজিলাম আমি অতিশয় ক্লেশে।
হেন সৃষ্টি নষ্ট কর, যুক্তি না আইসে॥
না শুনি ব্রহ্মার বাক্য কহিছে পবন।
প্রলয় যাহাতে হয় করিব সে রণ॥
পবনের কাছে ব্রহ্মা শুনি সে উত্তর।
বিরস হইয়া তবে চলিলা সত্বর॥
পবনে এড়িয়া যায় গরুড়-গোচরে।
বিরিঞ্চি বলেন, পক্ষি, বলি হে তোমারে॥
আমি সৃষ্টি করিলাম, তুমি কর রক্ষা।
এক দিক্ হৈতে তুমি তুলি লহ পাখা॥
ব্রহ্মার বচনে গরুড়ে হইল হাস।
তোমার বচনে পাখা করিব প্রকাশ॥
ব্রহ্মা বলে, তোমারে যে আমি ভাল জানি।
শত যুগে পবন তোমারে নাহি জিনি॥
ব্রহ্মার বচনেতে গরুড় পক্ষী হাসে।
তবে ত গরুড় পাখা করিল প্রকাশে॥
গরুড় তুলিলে পাখা গিরিবর নড়ে।
ঝড়েতে সে পর্ব্বতের এক শৃঙ্গ পড়ে॥
ত্রিকূট পর্ব্বত আছে সাগর ভিতরে।
সুমেরুর শৃঙ্গ পড়ে তাহার উপরে॥
লঙ্কা নামে পুরী, তাহে কৈল বিশ্বকর্ম্ম।
এইরূপে শ্রীরাম, লঙ্কার শুন জন্ম॥

মালীর মৃত্যু এবং সুমালী ও মাল্যবানের পাতালে প্রবেশ।

মাল্যবান্ রাক্ষস লঙ্কায় রাজ্য করে।
ত্রিভুবন জিনিল সে পিতামহ-বরে॥
মনে করে আমি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর।
সকল দেবতা মেরে ঘুচাইব ডর॥
তবে দেবগণ গেল শিবের গোচর।
কহিল বৃত্তান্ত যত শিব-বরাবর (১)॥
সুকেশের সন্তান দুরন্ত নিশাচর।
বড়ই দৌরাত্ম্য করে স্বর্গের উপর॥
বিশ্বনাথ বলেন, শুনহ দেবগণ।
মারিতে আমার সাধ্য নহে কদাচন॥
হইয়াছে দুর্জ্জয় ব্রহ্মার পেয়ে বর।
মরিবে আপন দোষে দুষ্ট নিশাচর॥
দেব-দেবী-বিপ্র-হিংসা করে যেই জন।
আপনার দোষে মরে বেদের লিখন।
এক উপদেশ বলি শুন দেবগণ।
রাক্ষস মারিতে পারে দেব নারায়ণ॥
রাক্ষসের কথা গিয়া কহ নারায়ণে।
অবশ্য বিহিত হবে, শুন দেবগণে॥
মহেশের আজ্ঞা পেয়ে যতেক অমর।
উপনীত হৈল গিয়া বৈকুণ্ঠ-নগর॥
সম্ভ্রমে দেবতাগণ করি প্রণিপাত।
রাক্ষসের কথা কহে, করি জোড়হাত॥

(১) শিব-বরাবর—শিবের নিকটে।

সুকেশ রাক্ষস এক ছিল অবনীতে।
তিন পুত্র হৈল তার বুদ্ধি বিপরীতে ॥
দেব-দ্বিজ-হিংসা করি ফিরে অনুক্ষণ।
স্বর্গপুরে থাকিতে না পারে দেবগণ ॥
মারে শেল শূল জাঠা, লুঠে সব নারী।
ছিন্ন-ভিন্ন করিয়াছে অমর-নগরী ॥
ব্রহ্মার বরেতে তারা কারে নাহি মানে।
যক্ষ রক্ষ কিন্নরাদি (১) নাহি আঁটে রণে ॥
সংসারের কর্ত্তা তুমি দেব গদাধর।
রাক্ষস মারিয়া রক্ষা করহ অমর ॥
দেবতার ত্রাস দেখি শ্রীহরির হাস।
সুখেতে অমর-পুরে কর গিয়া বাস ॥
তোমা সবে হিংসে যদি দুষ্ট নিশাচর।
সেইক্ষণে রাক্ষসে পাঠাব যম-ঘর ॥
আশ্বাস করিল যদি দেব নারায়ণ।
নির্ভয়ে অমর-পুরে গেলা দেবগণ ॥
জানিয়া নারদ মুনি এ সব সংবাদে।
চলিলেন লঙ্কাপুরে পরম আহ্লাদে ॥
বসিয়াছে তিন ভাই রত্ন-সিংহাসনে।
মুনি দেখি সমাদর কৈল তিনজনে ॥
প্রণাম করিয়া দিল রত্ন-সিংহাসন।
জিজ্ঞাসিল, কহ মুনি, শুন বিবরণ ॥
লঙ্কাপুরে আগমন কিসের কারণ।
বলহ হেথায় তব কোন্ প্রয়োজন ॥
মুনি বলে, তোমার যে হিত চিন্তা করি।
অমঙ্গল শুনিয়া আইনু লঙ্কাপুরী ॥
এক ঠাঁই মিলিয়াছে যত দেবগণ।
যুক্তি করি গিয়াছিল বিষ্ণুর সদন ॥
তোমাদের কথা কহিয়াছে নারায়ণে।
শ্রীহরি করিবে যুদ্ধ তোমাদের সনে ॥
হ'য়েছে মন্ত্রণা এই বৈকুণ্ঠ-ভুবনে।
শুনিয়া আমার বড় দুঃখ হৈল মনে ॥
আমার পিতার ভক্ত যত নিশাচর।
বিশেষ অধিক স্নেহ তোমার উপর ॥
এ কারণে আইলাম দিতে সমাচার।
মঙ্গলের পথ চিন্তা কর আপনার ॥
এত বলি মুনিবর হইল বিদায়।
নিশাচরগণ ভাবে কি হবে উপায় ॥
একত্র বসিয়া যুক্তি করে তিন জন।
হেনকালে ব্রহ্মা আইলা রাক্ষস-সদন ॥
রাক্ষস-পুরেতে এই শুনি সমাচার।
মনেতে অধিক দুঃখ উপজে ব্রহ্মার ॥
যত নিশাচর সব ব্রহ্মার আশ্রিত।
রাক্ষসের মঙ্গল চিন্তেন অবিরত ॥
শুনি অমঙ্গল-বাক্য বুঝাইতে হিত।
ক্রোধভরে লঙ্কাপুরে হৈলা উপনীত ॥
ব্রহ্মা দেখি সম্ভ্রমে উঠিল তিনজন।
প্রণাম করিয়া করে চরণ-বন্দন ॥
ভক্তিভাবে বসাইল রত্ন-সিংহাসনে।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিল চরণে ॥
জোড়-হাতে জিজ্ঞাসা করিল তিন জন।
আজ্ঞা কর কি হেতু লঙ্কাতে আগমন ॥
এত দিনে পবিত্র হইল লঙ্কাপুরী।
যা মনে বাসনা কর, সেই কর্ম্ম করি ॥
ব্রহ্মা বলে, সর্ব্বদা বাসনা করি মনে।
লঙ্কাতে করহ রাজ্য পরম-কল্যাণে ॥
থাকিলে আমার বাঞ্ছা হইবে কি কর্ম্ম।
ছাড়িতে নারিবি তোরা স্বজাতীয় ধর্ম্ম ॥
দেব-দ্বিজ হিংসা কর পাপ-কর্ম্মে মতি।
দুরাচার স্বভাবেতে ঘটিবে দুর্গতি ॥

(১) কিন্নর—অশ্বমুখাকৃতি গন্ধর্ব্বজাতিবিশেষ। ইহারা সঙ্গীতে বিশেষ পটু।

তিন লোক উপরেতে অমরের পুরী।
দেবতাগণের বাস তাহার উপরি ॥
হোম-যজ্ঞ-ভাগ দিয়া যে অর্চ্চনা করে।
লইতে যজ্ঞের ভাগ যান তার ঘরে ॥
কারো মন্দকারী নহে দেবগণ যত।
ভক্তিভাবে যেই ডাকে তার অনুগত ॥
মুনিগণ ঋষিগণ থাকে তপস্যাতে।
দেখ মন্দকারী কেহ নহে কোনমতে ॥
দেব দ্বিজ দুই তুল্য, ধর্ম্মপথে মন।
তার হিংসা যে করে সে দুর্ম্মতি দুর্জ্জন ॥
অতি অল্প-আয়ু তোরা, ধর্ম্মেতে বিহীন।
দেব-হিংসা করিয়া বাঁচিবি কত দিন ॥
হইয়াছে এক যুক্তি যত দেবগণ।
দেবতার সহায় হ'য়েছে নারায়ণ ॥
বিষ্ণু সনে যুঝিবেক কাহার সকতি।
একজন না থাকিবে বংশে দিতে বাতি ॥
এত বলি কোপ-মনে ব্রহ্মার গমন।
বিরলে বসিয়া যুক্তি করে তিন জন ॥
মাল্যবান্ বলে, ভাই, শঙ্কা ত্যজ মনে।
তিন জনে যুদ্ধ করি মার নারায়ণে।
মাল্যবান্-কথা শুনি কহিছে সুমালী।
শুনিয়াছি নারায়ণ বলে মহাবলী ॥
হিরণ্যকশিপু আদি ক'রেছে সংহার।
হেন বিষ্ণু মারে বল শক্তি আছে কার ॥
মালী বলে, সংগ্রামেতে বিনাশিব তারে।
আর যেন দেবগণ যুদ্ধ নাহি করে ॥
বিষ্ণু বড় কুচক্রী, কুযুক্তি যত তার।
সে মরিলে দেবগণের টুটে অহঙ্কার ॥
তিন ভাই মিলে আগে মারি নারায়ণ।
পশ্চাতে মারিব, আছে যত দেবগণ ॥
মুনি ঋষি মারিব, মারিব সিদ্ধ যতী।
ঘুচাইব দেবতার স্বর্গের বসতি ॥
এত বলি তিন জনে যুক্তি কৈল সার।
ঘোড়া হাতী রথ রথী সাজিল অপার ॥
তুলিল কটক-ঠাট রথের উপরে।
বৈকুণ্ঠে চলিল তারা বিষ্ণু জিনিবারে ॥
সিংহনাদে ঘোর শব্দ করে ঘনে-ঘন।
বৈকুণ্ঠের দ্বারে গিয়া দিল দরশন ॥
গরুড়-বাহনে চড়ি আইলা নারায়ণ।
নারায়ণ-সম্মুখেতে বাজে মহারণ ॥
মহাকোপে নানা অস্ত্র মারে নিশাচর।
বাণবৃষ্টি করিতেছে বিষ্ণুর উপর ॥
ছাইল গগন-পথ দিগ্-দিগন্তর।
পড়িছে অসংখ্য বাণ পট্টিশ তোমর ॥
জাঠা জাঠি শেল শূল মুষল মুদ্গর।
লেখাজোখা নাহি বাণ পড়িছে বিস্তর ॥
নারায়ণ বীরদাপে ত্রিভুবন নড়ে।
রাক্ষসের সৈন্য সব মূর্চ্ছা হৈয়ে পড়ে ॥
কুপিল সুমালী মালী রণে আগুসরে।
দুহাতিয়া বাড়ি মারে গরুড়ের শিরে ॥
ঝঞ্ঝনা চিকুর সম গদা-বাড়ি পড়ে।
বিষ্ণু ল'য়ে গরুড় পলায় উভরড়ে ॥
গরুড়ের ভঙ্গ দেখি মাল্যবান্ হাসে।
শ্রীহরি ফিরান তারে করিয়া আশ্বাসে ॥
বিষ্ণু বলেন, গরুড়, তিলেক থাক রণে।
পাঠাব রাক্ষসগণে যমের সদনে ॥
তোমার সংগ্রামে ত্রিভুবনে লাগে ভয়।
রাক্ষসের রণে পলাও উচিত না হয় ॥
উলটিয়া গরুড় আইল মহারণে।
চক্রবাণ (১) বিষ্ণু এড়িলেন ততক্ষণে ॥

(১) চক্রবাণ—সুদর্শন চক্র। বিশ্বকর্ম্মা-পুত্রী সংজ্ঞার সহিত সূর্য্যের পরিণয় হয়। কিছুদিন পরে

চক্রবাণে মালীর মস্তক কাটি পাড়ে।
মাল্যবান্ সুমালী পলায় উভরড়ে ॥
পুনঃ ফিরে নিশাচর, নাহি দেয় ভঙ্গ।
লোহার মুদ্গর হানে, ভয়ে কাঁপে অঙ্গ ॥
মাল্যবান্ বলে, তুমি থাকহ শ্রীহরি।
আজি রণে তোমারে পাঠাব যম-পুরী ॥
শ্রীহরি বলেন, বেটা, শুন মাল্যবান্।
প্রতিজ্ঞা ক'রেছি আমি দেবতার স্থান ॥
অভয় লভিয়া গেছে যতেক অমর।
তোরে মেরে ঘুচাইব দেবতার ডর ॥
অবনীতে থাকিলে বধিব সবাকারে।
প্রাণ লয়ে, যাহ বেটা, পাতাল ভিতরে ॥
মাল্যবান্ বলে, বিষ্ণু, কথা বড় টান।
রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ—হারাইবি প্রাণ ॥
মালসাট দিয়া তবে গেল মাল্যবান্।
যত শক্তি আছে তোর তত শক্তি হান্ ॥
বিক্রম করিয়া রহে হরির সম্মুখে।
অগ্নিবাণ শ্রীহরি মারেন তার বুকে ॥
অগ্নিবাণে রাক্ষসের সর্ব্ব অঙ্গ পোড়ে।
সহিতে না পারে বীর ধায় উভরড়ে ॥
শ্রীহরির কোপেতে রাক্ষসে লাগে ডর।
পলায়ে রাক্ষস গেল পাতাল ভিতর ॥
হরির ভয়েতে সবে প্রবেশে পাতাল।
কুবের লঙ্কায় বসি করে ঠাকুরাল ॥
প্রথমে লঙ্কাতে রাজা মালী ও সুমালী।
পরে রাজ্য করিল কুবের মহাবলী ॥
চৌদ্দযুগ রাজ্য করে লঙ্কার রাবণ।
তোমার প্রসাদে রাজা এবে বিভীষণ ॥
রাবণে বধিলা তুমি শক্তি অতিশয়।
রাবণ হইয়াছিল রাক্ষস দুর্জ্জয় ॥
অগস্তের কথা শুনি রামের উল্লাস।
কহ কহ বলি রাম করিলা প্রকাশ ॥

কুবেরের জন্ম, তপস্যা, বরলাভ ও
লঙ্কায় রাজত্ব।

শ্রীরাম বলেন, মুনি, করি নিবেদন।
ব্রহ্ম-অংশে রাক্ষস জন্মিল কি কারণ ॥
যেমন জনক হয় সন্তান তেমন।
ব্রহ্ম-তেজে কেন তার রাক্ষস-জনম ॥

সংজ্ঞার গর্ভে শমন নামে এক পুত্র জন্মে। কিন্তু সংজ্ঞা সূর্য্যতেজ সহ্য করিতে না পারিয়া স্বশক্তিতে ছায়া নাম্নী কন্যা সৃষ্টি করিয়া স্বস্থানে নিয়োগ করতঃ সূর্য্যের অগোচরে পিতা বিশ্বকর্ম্মার আবাসে গমন করেন। কিছুদিনের পর ছায়ার গর্ভে শনির জন্ম হয়। এক দিন ছায়া সপত্নী-পুত্র শমনকে অনাদর করায় শমন বিমাতা ছায়াকে পদাঘাত করেন। এই জন্য ছায়ার অভিশাপে শমনের পায়ে গোদ হয়। সূর্য্য তখন ভাবিলেন, মাতার অভিশাপ ত পুত্রকে লাগে না, তবে কি এই রমণী সংজ্ঞা নয়। তখন তিনি যোগ-প্রভাবে সকলি অবগত হইয়া সংজ্ঞাকে বিশ্বকর্ম্মার গৃহ হইতে আনিতে গেলেন। বিশ্বকর্ম্মা কন্যার মুখে সমস্ত কথা অবগত হইয়াছিলেন। এজন্য সূর্য্যকে বলিলেন, আপনার তেজঃ সহ্য করিতে না পারিয়া আমার কন্যা এই ব্যাপার করিয়াছে। অতএব আপনি কিছু তেজঃ সংবরণ করুন। এই বলিয়া বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যকে কুঁদে বসাইয়া বার অংশে বিভক্ত করিলেন। (১২৬ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য) এই কুঁদে সূর্য্য-অঙ্গ-ঘর্ষণে যে চূর্ণ নিঃসৃত হইয়াছিল তাহা একত্র করিয়া বিশ্বকর্ম্মা এক চক্র নির্ম্মাণ করেন, তাহারই নাম সুদর্শন চক্র। ইহা সূর্য্য অধিকার করেন। কিছু দিন পরে সংজ্ঞা-গর্ভে সূর্য্যদেবের এক কন্যা জন্মে। তাঁহার নাম হয় যমুনা। সূর্য্য কন্যা যমুনাকে নারায়ণের হস্তে সমর্পণ করেন। এই সময় নারায়ণ ঐ সুদর্শন চক্র যৌতুকরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।—বৃহৎ সারাবলি।

বিশ্রবার পুত্র যে কুবের দশানন।
দুই ভাই দুই জাতি হৈল কি কারণ ॥
কুবের হইল যক্ষ, রাক্ষস রাবণ।
পিতা এক, তবু হেন হ'ল কি কারণ ॥
বিশ্রবার দুই পুত্র সর্ব্বলোকে জানি।
রাবণ রাক্ষস কেন কহ মহামুনি ॥
অগস্ত্য বলেন, রাম, কর অবধান।
রাবণের জন্ম-কথা কহি তব স্থান ॥
মহামুনি পুলস্ত্য যে ব্রহ্মার নন্দন।
ব্রহ্মার সমান মহাতপে তপোধন ॥
সুমেরু পর্ব্বতে থাকি যোগাসন করি।
কেলি করিবারে আইল অনেক সুন্দরী ॥
দেবতা-গন্ধর্ব্ব-কন্যা আইল বিস্তর।
সখী সখী মিলি কেলি করে নিরন্তর ॥
তৃণবিন্দু-মুনিকন্যা রূপেতে অপ্সরা।
ত্রৈলোক্যমোহিনী সে যে নাম স্বয়ংবরা ॥
মুনি থাকে তপস্যাতে মুদি দুই আঁখি।
সেইখানে নিত্য আসে কন্যা শশিমুখী ॥
নাচে গায় মুনির নিকটে করে রঙ্গ।
প্রতিদিন মুনির তপস্যা করে ভঙ্গ ॥
কোপেতে পুলস্ত্য মুনি শাপ দিলা তায়।
তবু নাহি শুনে কন্যা, সুখে নাচে গায় ॥
কোপেতে পুলস্ত্য মুনি পুনঃ দেন শাপ।
না শুন আমার কথা, কিসের প্রতাপ ॥
হেন কদাচার তোর বাপের আদরে।
সন্তানের মাতা তুই হইবি অচিরে ॥
মুনি-শাপে কন্যার যে যৌবন-সঞ্চার।
তা দেখি চিন্তিত প্রাণ হইল তাঁহার ॥
অপমান পেয়ে গেল বাপের আলয়।
অকপটে (১) সব কথা বিবরিয়া কয় ॥
তৃণবিন্দু শুনিয়া সকল বিবরণ।
পুলস্ত্য নিকটে গেল মলিন বদন ॥
প্রণাম করিল গিয়া পুলস্ত্যের পায়।
জিজ্ঞাসা করিলা মুনি, বসতি কোথায় ॥
তৃণবিন্দু বলে, থাকি এই গিরিপুরে।
দিয়াছ দারুণ শাপ আমার কন্যারে ॥
অনূঢ়া (২) তনয়া মোর সন্তান-জননী।
তব শাপে বিঘোষিত হইবে অবনী ॥
মুনি বলে, তব কন্যা বড়ই চঞ্চলা।
ভাঙ্গিল তপস্যা মোর করি অবহেলা ॥
রূপের গরবে সে যে অতীব চঞ্চল।
দিয়াছি তাহারে তার মত প্রতিফল ॥
তৃণবিন্দু বলে, দোষ ক্ষম মহাশয়।
তুমি না করিলে দয়া জাতি-নাশ হয় ॥
মুনি বলিলেন, আর কি আছে উপায়।
বলেছি যে কথা, তাহা খণ্ডন না যায় ॥
তৃণবিন্দু বলে, মুনি, কর অবধান।
পরম তপস্বী তুমি ব্রহ্মার সমান ॥
তোমার অসাধ্য কিছু নাহিক সংসারে।
ইহাতে সকল তুমি পার করিবারে ॥
বালিকা আমার কন্যা, বিবাহ না হয়।
সন্তান-সম্ভবা সে যে, শুনে লাগে ভয় ॥
শাপেতে হইল হেন, কেহ না বুঝিবে।
বলহ কেমনে মুনি সম্ভ্রম বাঁচিবে ॥
মুনি বলে, তৃণবিন্দু, কি আছে যুকতি।
কেমনে হইবে তব কন্যার নিষ্কৃতি ॥
তৃণবিন্দু বলে, যদি হইলে সদয়।
সেই কন্যা বিভা (৩) তুমি কর মহাশয় ॥
মুনির হইল মন বিভা করিবারে।
তৃণবিন্দু কন্যাদান করিল মুনিরে ॥

(১) অকপটে—সরলভাবে। (২) অনূঢ়া—অবিবাহিতা ; কুমারী। (৩) বিভা—বিবাহ।

করিল মুনির সেবা কন্যা গুণবতী।
মুনি তারে দিলা বর হ'য়ে হৃষ্টমতি ॥
মম শাপে হয় তব হেন অপমান।
মম বরে প্রসবিবে উত্তম সন্তান ॥
সেই গর্ভে জন্মেন বিশ্রবা মহামুনি।
ভরদ্বাজ-কন্যা বিভা করিলেন তিনি ॥
ভরদ্বাজ-মুনিকন্যা নাম তার লতা।
তার গর্ভে জন্মিলা কুবের মহারথা ॥
বিশ্রবার ঔরসেতে কুবেরের জন্ম।
কুবের করিল তপ আরাধিয়া ধর্ম্ম ॥
কুবের করিল তপ সহস্র-বৎসর।
তার তপ দেখিয়া ব্রহ্মার লাগে ডর ॥
কুবের ব্রহ্মার বরে হইল অমর।
অমর হইল, আর হৈল ধনেশ্বর ॥
পবন বরুণ যম অগ্নি পুরন্দর।
সবে মিলি কুবেরেরে দিলা বহু বর ॥
পাইল পুষ্পক রথ, কি কব বাখান।
আপনার হাতে ব্রহ্মা করিলা নির্ম্মাণ ॥
রথসজ্জা করি দিল রথের সারথি।
রাজহংস বাহে রথ পবনের গতি ॥
দশ যোজন রথখান অতি সুচিকণ।
পৃথিবী ভ্রমিতে পারে যদি করে মন ॥
বর পেয়ে কুবের প্রফুল্ল হৈল মনে।
প্রণাম করিল গিয়া বাপের চরণে ॥
অতুল ঐশ্বর্য্য ব্রহ্মা দিল বর দান।
সবে মাত্র নাহি দিল থাকিবার স্থান ॥
পিতার নিকটে যক্ষ করিল মিনতি।
আজ্ঞা কর কোথা পিতা করিব বসতি ॥
বিশ্রবা বলেন, তুমি ধন-অধিকারী।
তোমার বসতি-যোগ্য স্বর্ণ-লঙ্কা-পুরী ॥
রাক্ষসের রাজ্য সেই পুরী মনোহর।
রাক্ষস পলায়ে গেছে পাতাল ভিতর ॥
কুবের বলেন, পিতা, করি নিবেদন।
রাক্ষস পলায়ে গেছে কিসের কারণ ॥
বিশ্রবা বলেন, দুষ্ট নিশাচরগণ।
দুষ্ট দেখি রিপু হইলেন নারায়ণ ॥
বিষ্ণুর সঙ্গেতে যুদ্ধ করিল বিস্তর।
বিষ্ণুচক্রে মরিল অনেক নিশাচর ॥
কোপেতে করিল আজ্ঞা দেব শ্রীনিবাস।
পৃথিবীতে থাকিলে করিব সর্ব্বনাশ ॥
বিষ্ণু-ভয়ে ভঙ্গ দিল যত নিশাচর।
লুকাইয়া রহে গিয়া পাতাল ভিতর ॥
সে অবধি শূন্য প'ড়ে আছে লঙ্কাপুরী।
তথা গিয়া থাক পুত্র ধন-অধিকারী ॥
পিতৃ-আজ্ঞা পেয়ে সে কুবের হৃষ্টমতি।
লঙ্কার ভিতরে গিয়া করেন বসতি ॥

—

রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের জন্ম, তপস্যা ও বরলাভ।

পুষ্পক বিমানে কুবের বেড়ায় অন্তরীক্ষে।
পাতালে থাকিয়া তাহা রাক্ষসেরা দেখে ॥
দেখিয়া দ্বিগুণ খেদ বাড়িল অন্তরে।
রাক্ষসের স্বর্ণলঙ্কা লইল কুবেরে ॥
বসিয়া মন্ত্রণা করে ল'য়ে মন্ত্রিগণে।
কুবেরের স্থানে লঙ্কা লইব কেমনে ॥
বিশ্রবার অধিকার হ'য়েছে লঙ্কার।
পিতৃধন কুবের ক'রেছে অধিকার ॥
পুনঃ যদি বিশ্রবার পুত্র এক হয়।
পিতৃধন বলি সে লঙ্কার অংশ লয় ॥

যদ্যপি দৌহিত্র হয় বিশ্রবা-নন্দন (১)।
দুই দিকে অধিকারী হবে হেন জন ॥
এতেক মন্ত্রণা করি ভাবিল মনেতে।
বিশ্রবারে দান দিব আপন দুহিতে ॥
খলের স্বভাব খল ছাড়িতে না পারে।
কোপে ডাকে মাল্যবান্ আপন কন্যারে ॥
নিকষা তাহার নাম নবীন-যৌবনী।
অকলঙ্ক-শশিমুখি মরাল-গামিনী ॥ (২)
মৃগেন্দ্র জিনিয়া কটি (৩) রামরম্ভা উরু।
হরিণাক্ষী কামের সমান যুগ্ম ভুরু ॥
জিনি রম্ভা তিলোত্তমা নিরুপমা নারী।
তিলফুল জিনি নাসা নিকষা সুন্দরী ॥
যৌবন-তরঙ্গ বক্ষে ভঙ্গিমা (৪) সুঠাম।
পিতার চরণে আসি করিল প্রণাম ॥
মাল্যবান্ বলে, এস প্রাণের কুমারী।
সাবিত্রী সমান হও আশীর্ব্বাদ করি ॥
মাল্যবান্ বলে কন্যা রূপেতে রূপসী।
তাহাতে মায়াবী বড় জাতিতে রাক্ষসী ॥
এই উপরোধ করি তোমার গোচর।
বিশ্রবার কাছে গিয়া মাগ পুত্র-বর ॥
তাহার রমণী হ'য়ে থাক তার ঘরে।
অচিরে জন্মিবে পুত্র তোমার উদরে ॥
পিতার বচনে অতি হইয়া লজ্জিত।
'যে আজ্ঞা' বলিয়া চলে হইয়া ত্বরিত ॥
এতেক রূপসী শশী ভুবনমোহিনী।
করিয়া বিচিত্র সাজ চলে সুবদনী ॥
মহামুনি বিশ্রবা আছেন তপস্যায়।
নিকষা বিচিত্র বেশে সম্মুখে দাঁড়ায় ॥

বিশ্রবা জিজ্ঞাসে তারে কে তুমি রূপসী।
নিকষা কহিল, আমি পুত্র-অভিলাষী ॥
পত্নীভাবে আলয়েতে থাকিব তোমার।
মুনি বলে, থাক প্রিয়ে গৃহেতে আমার ॥
সর্ব্বমতে আদরিণী হবে মম বরে।
এক কন্যা তিন পুত্র ধরিবে উদরে ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র হবে অতি বিকৃত আকার।
বাহুবলে শাসিবেক এ তিন সংসার ॥
হইবে মধ্যম পুত্র সে অতি দুর্জ্জন।
অদ্ভুত ধরিবে বল অদ্ভুত ভক্ষণ ॥
করিবেক অনাচার দেব-দ্বিজ-হিংসে (৫)।
আপনার দোষে তারা মরিবে সবংশে ॥
কন্যা হবে দুরন্ত দুঃশীলা অতি-লোভা।
সে-ই মজাইবে সৃষ্টি হইয়া বিধবা ॥
কুলের উচিত পুত্র হইবে কনিষ্ঠ।
দেব-দ্বিজ-গুরুভক্ত ধর্ম্মশীল শ্রেষ্ঠ ॥
এতেক কহিলা যদি মুনি মহাশয়।
নিকষার দুই চক্ষে বারিধারা বয় ॥
জোড়হাতে কহে তবে মুনির গোচর।
আমারে কেমন আজ্ঞা কৈলে মুনিবর ॥
তোমার বরেতে পুত্র জন্মিবে যে জন।
ধর্ম্মশীল না হইবে একথা কেমন ॥
মুনি বলে, বিষাদিত না হও সুন্দরি।
দৈবের ঘটনা আমি খণ্ডাইতে নারি ॥
অগ্নির পতন-কালে (৬) চাহিয়াছ বর।
অগ্নি হেন দুই পুত্র হইবে দুর্দ্ধর ॥
বিশ্রবা এতেক বলি, তপস্যাতে যান।
নিকষা প্রসব কৈল চারিটি সন্তান ॥

(১) বিশ্রবার পুত্র যদি রাক্ষসদের দৌহিত্র হয়। (২) মরালগামিনী—রাজহংসের মত চলন যে স্ত্রীর। (৩) কটি—কোমর। (৪) ভঙ্গিমা—সৌন্দর্য্য, শোভা। (৫) অনাচার দেব-দ্বিজ-হিংসে—অসদাচার ও দেব-দ্বিজের প্রতি হিংসা। (৬) অগ্নির পতন কাল—জল, বায়ু হইতে উৎপন্ন বিদ্যুৎ, উল্কা, বজ্র প্রভৃতিকে দিব্য অগ্নি বলে। যে-সময়ে নিকষা বিশ্রবা মুনির

প্রথম সন্তান হয় অপূর্ব্ব গঠন।
দশ মুণ্ড কুড়ি বাহু বিংশতি লোচন॥
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাবণ ভুবন কাঁপে ডরে।
কুম্ভকর্ণ প্রসব করিল তার পরে॥
বিকট আকার দেহ বিষম লক্ষণ।
তারে দেখে অন্তরে কাঁপিল দেবগণ॥
সূতিকা-গৃহেতে এসেছিল যত নারী।
মুখে পূরে একেবারে সাপটিয়া ধরি॥
কন্যারত্ন ভূমিষ্ঠ হইল তার পরে।
মুখের গঠন দেখি সবে কাঁপে ডরে॥
লিহ লিহ করে জিহ্বা, বিপরীত মাথা।
নাকের নিশ্বাস তার কামারের জাঁতা॥
অঙ্গুলিতে নখ যেন কুলার আকার।
সূর্পণখা নাম তার বিখ্যাত সংসার॥
কন্যা দেখি নিকষার পুলকিত মন।
অবশেষে ভূমিষ্ঠ ধার্ম্মিক বিভীষণ॥
তিন পুত্র এক কন্যা হইল প্রসব।
শুভ সমাচার পায় রাক্ষসেরা সব॥
অনেক রাক্ষস সঙ্গে আইল মাল্যবান্।
বহু ধন-রত্ন দিয়া করিল কল্যাণ॥
ক্ষণমাত্র দেখিয়া সুস্থির কৈল মন।
বিষ্ণুর ভয়েতে করে পাতালে গমন (১)॥
বিশ্রবার আশ্রমেতে নিকষা রহিল।
মনুষ্য আচারে তথা কতদিন গেল॥
দশানন বসিয়াছে নিকষার কোলে।
পিতা সম্ভাষিতে কুবের(২) আইল হেনকালে॥
কুবের প্রণাম করে পিতার চরণে।
সঙ্কেতে নিকষা তারে দেখায় রাবণে॥

নিকট পুত্রবর প্রার্থনা করে, সেই সময়ে বিশ্রবা মুনি যজ্ঞানলে ঘৃতাহুতি দিতেছিলেন ও সম্ভবতঃ আকাশে বিদ্যুৎ স্ফুরণ ও বজ্রনাদ হইতেছিল। এজন্য পুত্রবর প্রার্থনার সময়কে 'অগ্নির পতন-কাল বলা হইয়াছে।

(১) ব্রহ্মা প্রাণী সৃষ্টি করিয়া প্রাণীকে জল রক্ষা করিতে বলেন। প্রাণী জল রক্ষা করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিলে ব্রহ্মা প্রাণীকে 'রাক্ষস হও' বলিয়া অভিশাপ দিলেন। এই রাক্ষসের নাম হয় হেতি। হেতির পুত্র বিদ্যুৎকেশ। বিদ্যুৎকেশ অসঙ্কটা নাম্নী গন্ধর্ব্ব-কন্যাকে বিবাহ করে। ঐ কন্যার গর্ভে সুকেশ জন্মগ্রহণ করে। এই সুকেশের ঔরসে এক গন্ধর্ব্ব-কন্যার গর্ভে মাল্যবান, সুমালী ও মালী নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই তিন ভ্রাতা সুমেরু পর্ব্বতে তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে "ত্রিভুবন জয়ী" হওয়ার বর প্রাপ্ত হয়। মাল্যবান্ এক গন্ধর্ব্ব-কন্যাকে বিবাহ করে। তাহার গর্ভে মাল্যবানের সাত পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সুমালীর মহাক্রোধবতী পত্নীর গর্ভে দশটী পুত্র ও নিকষা নাম্নী কন্যার জন্ম হয়। তার পর মালীর চারি পুত্র হয়। তিন ভ্রাতার এই একুশ পুত্র ও এক কন্যার বসতিযোগ্য স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে তাহারা একদিন দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মাকে ধরিয়া আনিয়া পুরী নির্ম্মাণ করিতে বলে। বিশ্বকর্ম্মা সমুদ্রমধ্যে লঙ্কাদ্বীপ তৈরী করেন। এই মাল্যবান্, সুমালী ও মালী লঙ্কায় রাজ্য করিতে করিতে পুত্রগণসহ বিষ্ণুদ্বেষী হইয়া পড়ে। বিষ্ণু চক্রবাণে মালীকে বধ করিলে মাল্যবান্ ও সুমালী পুত্রকন্যা সহ পাতালে পলাইয়া যায়।

(২) কুবের—ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্য—পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্রবা (মতান্তরে বিশ্বশ্রবা)। বিশ্বশ্রবা মুনির ঔরসে ভরদ্বাজ মুনির কন্যা লতার (মতান্তরে লোতার) গর্ভে কুবেরের জন্ম হয়। কুবের পঁচিশ হাজার বর্ষ তপ করেন। এই জন্য ব্রহ্মা কুবেরের উপর সন্তুষ্ট হইয়া অষ্টলোকপালের মধ্যে অন্যতম ও ধনাধিপতি করিয়া দেন। ব্রহ্মা কুবেরকে অমর বর ও পুষ্পক নামক রথ দান করিয়াছিলেন এবং পিতা বিশ্বশ্রবার নির্দেশে কুবের সমুদ্র মধ্যবর্ত্তী লঙ্কাপুরে রাজত্ব করিতে থাকেন।

আসিয়াছে কুবের দেখহ বিদ্যমান।
বৈমাত্রেয় ভাই (১) তোর যক্ষের প্রধান॥
বিধাতা দিয়াছে করি ধন-অধিকারী।
সেই অহঙ্কারে ভোগ করে লঙ্কাপুরী॥
তোর মাতামহ-সৃষ্ট এই স্বর্ণ লঙ্কা।
পেয়ে রাক্ষসের রাজ্য নাহি করে শঙ্কা॥
উহারে জিনিয়া লঙ্কা পার যদি নিতে।
তবে ত আমার ব্যথা ঘুচিবে মনেতে॥
দশানন বলে, মাতা, না ভাব বিষাদে।
কেড়ে লব লঙ্কাপুরী তোমার প্রসাদে॥
কঠোর তপস্যা যদি করিবারে পারি।
কুবেরে জিনিয়া তবে লব লঙ্কাপুরী॥
শুনিয়া মায়ের খেদ হইল কাতর।
তপস্যা করিতে যায় হিমাদ্রিশিখর॥
কুম্ভকর্ণ দশানন আর বিভীষণ।
গোকর্ণ-বনেতে তপ করে তিন জন॥
কুম্ভকর্ণ করে তপ বড়ই দুষ্কর।
ঊর্দ্ধপদে হেঁট মাথে থাকে নিরন্তর॥
গ্রীষ্মকালে অগ্নিকুণ্ড জ্বালি চারি পাশে।
সে অগ্নির শিখা গিয়া লাগিল আকাশে॥
শীতকালে জলে থাকে দিবস-রজনী।
নাহিক আহার নিদ্রা শ্বাসগত প্রাণী॥
কতদিন ফল-মূল করিল আহার।
রাক্ষসের তপ দেখি দেবে চমৎকার॥
কঠোর তপস্যা তারা করে তিন জন।
বৃক্ষের গলিত পত্র করয়ে ভক্ষণ॥
অনাহারে নিরন্তর বায়ু আহারেতে।
তিন ভাই তপস্যা করিল হেনমতে॥
নাহিক শিশির উষ্ণ (২) নাহিক বরিষে (৩)।
করয়ে কঠোর তপ রাজ্য-অভিলাষে॥
মাথায় পিঙ্গল (৪) জটা বাকল পরিধান।
আচরিল তপস্যার যেমত বিধান॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ছাড়ি ছয় রিপু।
অস্থিচর্ম্মসার মাত্র জীর্ণতম বপু (৫)॥
তপস্যা করিল পাঁচ সহস্র বৎসর।
রাক্ষসের তপস্যাতে ত্রিভুবনে ডর॥
যতেক দেবতাগণ চিন্তিত-অন্তর।
কাহার সম্পদ্ লবে দুষ্ট নিশাচর॥
ইন্দ্র বলে, আমার ইন্দ্রত্ব পাছে লয়।
চন্দ্র সূর্য্য ভাবে সদা, কি জানি কি হয়॥
যম বলে, লইবেক মম অধিকার।
পাতালে বাসুকি ভাবে কি হবে আমার॥
না জানি কি বর চাহে দুষ্ট নিশাচর।
সকল দেবতা গেলা ব্রহ্মার গোচর॥
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া কহিলা তখন।
রাক্ষস তপস্যা করে অতীব ভীষণ॥
কি জানি কাহার পদ লইবে কাড়িয়া।
নিশাচরে সান্ত্বনা করহ তুমি গিয়া॥
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা গেলেন সত্বর।
ব্রহ্মা বলিলেন, বর মাগ নিশাচর॥
রাবণ বলে, বর যদি দিবে মহাশয়।
আমারে অমর বর দিতে আজ্ঞা হয়॥
ব্রহ্মা বলিলেন, তুমি চাহ অন্য বর।
আমি না পারিব তোমা করিতে অমর॥
নহ যে ধর্ম্মিষ্ঠ জাতি, দুষ্ট নিশাচর।
সৃষ্টি মজাইবে, হৈলে তোমরা অমর॥

(১) ভরদ্বাজ-মুনিকন্যা লতার (লোতার) গর্ভে কুবের জন্মগ্রহণ করেন। এজন্য কুবেরকে রাবণের বৈমাত্রেয় ভাই বলা হইয়াছে। (২) শিশির উষ্ণ—শীত গ্রীষ্ম। (৩) বরিষে—বর্ষা ঋতু। (৪) পিঙ্গল—পীতবর্ণের আভাযুক্ত গাঢ় নীলবর্ণ। (৫) বপু—শরীর।

রাবণ বলিল, যদি না কর অমর।
তব স্থানে আমি নাহি চাই অন্য বর॥
যথা ইচ্ছা তথা ব্রহ্মা করহ গমন।
এত বলি পুনঃ তপ করয়ে রাবণ॥
রাক্ষসের তপ দেখি কাঁপে ত্রিভুবন।
বিষম উৎকট (১) তপ করে তিন জন॥
কুম্ভকর্ণ করে তপ দেখিতে দুষ্কর।
হেঁটমাথা করি রহে দুই পা উপর॥
গ্রীষ্মকালে অগ্নিকুণ্ড জ্বালি চারি পাশে।
উপরেতে খরতর ভাস্কর প্রকাশে॥
বরিষাতে চারি মাস থাকে পদ্মাসনে (২)।
শিলা বরিষণ ধারা বহে রাত্রি-দিনে॥
শীতকালে স্নিগ্ধজলে থাকে নিরন্তর।
এইরূপ তপ করে অযুত বৎসর॥
অযুত বৎসর তপ তপনের স্থানে।
ঊর্দ্ধ করে দুই বাহু ঠেকেছে গগনে॥
অযুত বৎসর তপ করে বিভীষণ।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ॥
অযুত বৎসর তপ করিল রাবণ।
অনেক কঠোর তপ করে দশানন॥
এক মাথা কাটে এক হাজার বৎসরে।
ব্রহ্মারে আহুতি দেয় আগুন উপরে॥
নয় মাথা কাটে নয় হাজার বৎসরে।
শেষ মুণ্ড কাটিবারে ভাবিল অন্তরে॥
খড়্গ ধরি শেষ মুণ্ড করিতে ছেদন।
ব্রহ্মা আসি উপনীত রাবণ-সদন॥
ব্রহ্মা বলিলেন, তপ না করিহ আর।
যত চাহ তত দিব ধন-অধিকার॥
দশানন বলে, যদি মোরে দিবে বর।
তব বরে সংসারেতে হইব অমর॥
ব্রহ্মা বলেন, অমর বর বড়ই দুষ্কর।
ছাড়িয়া অমর বর চাহ অন্য বর॥
রাবণ বলিল, যদি না কর অমর।
সদয় হইয়া দেহ চাহি যেই বর॥
যক্ষ রক্ষ দেবতা কি গন্ধর্ব্ব অপ্সর (৩)।
চরাচর খেচর পিশাচ (৪) বিষধর॥
কারো রণে না মরিব এই বর দেহ।
সকলে জিনিব আমি, না পারিবে কেহ॥
ব্রহ্মা বলেন, যে বর চাহিলে নিজ মুখে।
তুষ্ট হ'য়ে সেই বর দিলাম তোমাকে॥
যত যত জাতি বীর আছয়ে সংসারে।
নিজ বাহুবলে তুমি জিনিবে সবারে॥
বাকী আছে দুই জাতি নর ও বানর।
দশানন বলে, মোর তাহে নাহি ডর॥
বাকী যে বানর-নর ধরি ভক্ষ্য মধ্যে।
নর আর বানরে কি জিনিবেক যুদ্ধে॥
রাবণ বলিছে পুনঃ করি জোড়কর।
কাটা মুণ্ড জোড়া যাবে দেহ এই বর॥
ব্রহ্মা কন, দিই বর শুন হে রাবণ।
মুণ্ড কাটা গেলে তবে না হবে মরণ॥
কাটামুণ্ড জোড়া তব লাগিবেক স্কন্ধে।
রাবণ প্রণাম কৈল মনের আনন্দে॥
তবে ব্রহ্মা উপনীত বিভীষণ-স্থানে।
বর মাগ বিভীষণ, যাহা লয় মনে॥
বিভীষণ প্রণমিল জুড়ি দুই কর।
ধর্ম্মেতে হউক মতি মাগি এই বর॥

---

(১) উৎকট—উগ্র; ভয়ানক। (২) পদ্মাসন—যোগাসন বিশেষ। ... ১০ পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য (৩) অপ্সর—জলবিহারপ্রিয় দেবযোনি বিশেষ। (৪) পিশাচ—সদ্য রক্তমাংসাহারী দেবযোনি বিশেষ।

ব্রহ্মা বলিলেন, তুষ্ট হইলাম মনে।
অক্ষয় অমর হও আমার বচনে ॥
বিনা শ্রমে সর্ব্বশাস্ত্রে হইবে নিপুণ।
ত্রিভুবনে সকলে ঘুষিবে তব গুণ ॥
তার পরে কুম্ভকর্ণে গেলা বর দিতে।
দেখিয়া ত দেবগণ লাগিলা কাঁপিতে ॥
দেবগণ বলে, ভাগ্যে না জানি কি হয়।
বিনা বরে কুম্ভকর্ণে দেখে লাগে ভয় ॥
বিধির নিকটে বর পেলে কুম্ভকর্ণ।
ধরিয়া দেবতাগণে করিবেক চূর্ণ ॥
এত ভাবি দেবগণ করিয়া যুকতি।
ডাক দিয়া আনাইলা দেবী সরস্বতী ॥
দেবীরে কহিলা তবে যত দেবগণে।
এই নিবেদন মাতা তোমার চরণে ॥
বিধি গিয়াছেন কুম্ভকর্ণে দিতে বর।
বৈস গিয়া রাক্ষসের কণ্ঠের উপর ॥
বর দিতে প্রজাপতি চাহিবে যখন।
তুমি ব'লো নিদ্রা আমি যাব অনুক্ষণ ॥
পাঠাইলা যুক্তি করি যতেক অমর।
দেবী বসিলেন তার কণ্ঠের উপর ॥
বিধি কন, কি বর মাগহ নিশাচর।
কুম্ভকর্ণ বলে, নিদ্রা যাব নিরন্তর ॥
বিরিঞ্চি বলেন, বর চাহিলে যেমন।
দিবা-নিশি নিদ্রা যাও হ'য়ে অচেতন ॥
সরস্বতী চলিলেন আপন ভবন।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ হয়ে অচেতন ॥
বর শুনি দশানন আইল শীঘ্রগতি।
ব্রহ্মার চরণে ধরি করয়ে মিনতি ॥
দশানন বলে, সৃষ্টি আপনি সৃজিলে।
ফল সহ বৃক্ষ কেন কাট ডালে-মূলে ॥
কুম্ভকর্ণ তোমার সম্বন্ধে পর-নাতি (১)।
এমন দারুণ শাপ না হয় যুকতি ॥
নিদ্রা যাবে, তব বাক্যে না হইবে আন।
নিদ্রা-জাগরণ প্রভু, করহ বিধান ॥
কাতর হইয়া ধরে ব্রহ্মার চরণে।
কুম্ভকর্ণ-বর শুনি হাসে দেবগণে ॥
সদয় হইয়া ব্রহ্মা বলিলা বচন।
ছয় মাস নিদ্রা, এক দিন জাগরণ ॥
অদ্ভুত ধরিবে বল অদ্ভুত ভক্ষণ।
একেশ্বর (২) সমরে জিনিবে ত্রিভুবন ॥
যুদ্ধে কেহ না আঁটিবে কুম্ভকর্ণ বীরে।
কাঁচা নিদ্রা ভাঙ্গিলে যাইবে যম-ঘরে ॥
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা গেলা নিজ স্থানে।
দুই ভাই কুম্ভকর্ণে স্কন্ধে করি আনে ॥
বিশ্রবার ঘরেতে আইলা তিন জন।
রাবণ পাইল বর কাঁপে ত্রিভুবন ॥

রাবণ কর্ত্তৃক লঙ্কারাজ্য গ্রহণ।

সুমালী শুনিয়া তাহা অতি হরষিত।
পাতাল হইতে তারা উঠিল ত্বরিত ॥
সুমালী রাক্ষস উঠে লয়ে পরিজন।
মহোদর মারীচ প্রহস্ত অকম্পন ॥
নিজ পরিবার লয়ে উঠে মাল্যবান্।
বজ্রমুষ্টি বিরূপাক্ষ ধূম্র খরশাণ ॥
ছিল মাল্যবানের তনয় চারিজন।
ধার্ম্মিক সে চারিজনে নিলা বিভীষণ ॥

---

(১) পর-নাতি—প্রপৌত্র। (২) একেশ্বর—একাকী।

মাল্যবান্ কোল দিয়া কহে দশাননে।
পুনঃ উঠিলাম সবে তোমার কল্যাণে (১) ॥
যে কালে তোমার বাপে দিনু কন্যাদান (২)।
সেই দিন ভাবি দুঃখে পাব পরিত্রাণ ॥
বিষ্ণুভয়ে হ'য়েছিনু পাতাল নিবাসী (৩)।
তোমার ভরসা পেয়ে পৃথিবীতে আসি ॥
রাক্ষসের রাজ্য সে কনক লঙ্কাপুরী।
হ'য়েছে সে লঙ্কার কুবের অধিকারী ॥
কুবের নিকটে দূত পাঠাও একজন।
লঙ্কাপুরী ছেড়ে যাক্, নহে দিক্ রণ ॥
অনাবাসে (৪) এরূপ রহিব কতকাল।
লঙ্কাপুরী কেড়ে ল'য়ে কর ঠাকুরাল ॥
রাবণ বলে, মাতামহ, কি বল আপনি।
জ্যেষ্ঠ ভাই মহাগুরু পিতৃতুল্য জানি ॥
জ্যেষ্ঠ সঙ্গে বিসংবাদ কোন্ জন করে।
হেন বাক্য না বলিহ সভার ভিতরে ॥
রাবণ এতেক যদি বলে মাল্যবানে।
প্রহস্ত ডাকিয়া বলে সবাবিদ্যমানে ॥
কুবেরের মান্য রাখ, জ্ঞাতিগণ দুঃখী।
ত্রিভুবনে কে আছে ভ্রাতার সুখে সুখী ॥
দেখ দেব দানব গন্ধর্ব্ব দৈত্যগণ।
ভ্রাতারে মারিয়া রাজ্য লয় কত জন ॥
তাহার প্রমাণ দেখ কহি তব স্থান।
মন দিয়া শুন তবে তাহার বিধান ॥
বৈমাত্রেয় ভাই মারে দেব পুরন্দর (৫)।
ভাই মারি স্বর্গেতে হইল দণ্ডধর ॥
গরুড়ের ভাই নাগ সর্ব্বলোকে জানে।
গরুড় পাইলে খায় হেন সর্পগণে (৬) ॥
সর্ব্বজন ভাই মেরে করে ঠাকুরাল।
ভাইয়ের গৌরব কে রেখেছে কতকাল ॥
গুরু বলি মান কিন্তু জ্ঞাতি-মনোদুঃখ (৭)।
কুবের প্রভুত্ব করে তোমার কি সুখ ॥
পূর্ব্বে জননীকে তুমি দিয়াছ আশ্বাস।
জিনিয়া লইব লঙ্কা কুবেরের পাশ ॥
ভুলিলে সে সব কথা তুমি কি কারণ।
ইহা শুনি উদ্‌যোগী হইল দশানন ॥
তখনি ডাকিয়া দূতে কহিছে রাবণ।
দূত তুমি যাহ শীঘ্র কহ বিবরণ ॥
রাবণের দূত গিয়া নোঙাইল মাথা।
জোড়হাতে কুবেরের স্থানে কহে কথা ॥
রাক্ষসের রাজ্য এই কনক লঙ্কাপুরী।
এ স্থানে কেমনে র'বে ধন-অধিকারী ॥
আপন গৌরব রাখ রাবণ-সম্মান।
ছাড়িয়া কনক লঙ্কা যাহ অন্য স্থান ॥

---

(১) রাবণ অতিশয় বলদর্পী হইলে মাল্যবান্ (রাবণের জ্যেষ্ঠ মাতামহ) দৌহিত্রের সহায়তায় পাতাল হইতে বহির্গত হয়। (২) রাবণের মাতা নিকষা সুমালীর কন্যা। (৩) ৫৮৬ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য। (৪) অনাবাসে—থাকিবার স্থানের অভাবে। (৫) কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে ইন্দ্রের জন্ম হয়। অদিতির, দিতি, দনু প্রভৃতি সপত্নী ছিল। দিতি ও দনুর গর্ভে দৈত্য ও দানবগণ জন্মগ্রহণ করে। দেবতাগণের চিরশত্রু অসুরগণ ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করিলে এবং বাহুবলে স্বর্গরাজ্য অধিকার করিলে ইন্দ্র তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিয়া অসুর সকল বিনাশ করিয়া স্বর্গে আপন প্রভুত্ব বিস্তার করেন। ইন্দ্র বাহুবলে বৃত্র, নমুচি প্রভৃতি দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন। (৬)—মাতার দাসীত্ব মোচন জন্য সুধা আনিতে গিয়া গরুড়ের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ হয়। গরুড়ের শক্তি দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র গরুড়ের প্রার্থনানুসারে নাগগণ গরুড়ের ভক্ষ হইবে এই বর দেন—মহাভারত। (৭) জ্ঞাতি মনোদুঃখ—জ্ঞাতিদের মনের কষ্ট।

দুরন্ত রাক্ষসজাতি বুদ্ধি বিপরীত।
লঙ্কা দিয়া রাবণেরে করহ পিরীত॥
মাতামহ রাজ্য (১) তাই অধিকার করে।
কি সম্পর্কে আছ তুমি লঙ্কার ভিতরে॥
রাবণ-গৌরব রাখ শুন ধনেশ্বর।
ছাড়িয়া কনক-লঙ্কা যাহ স্থানান্তর॥
রাবণের দূত যদি এতেক কহিল।
কুবের পিতার কাছে সব জানাইল॥
বিশ্রবা বলেন, শুন ধন-অধিকারী।
দুরন্ত রাক্ষস আমি কি করিতে পারি॥
ব্রহ্মার বরেতে নাহি মানে বাপ-ভাই।
থাক গিয়া স্থানান্তরে দ্বন্দ্বে কাজ নাই॥
কৈলাস পর্ব্বতে যাহ যথা ভাগীরথী।
সেইখানে গিয়া তুমি করহ বসতি॥
বিশ্রবার বচনে কুবের পুলকিত।
রাবণের দূত গেল ফিরিয়া ত্বরিত॥
কুবের পাঠায় দূত করিয়া মিনতি।
মম আশীর্ব্বাদ বল রাবণের প্রতি॥
ছাড়িয়া কনক লঙ্কা যাব স্থানান্তর।
কিন্তু নাই অংশাঅংশি ধনের উপর॥
ত্রিশ কোটি যক্ষে বহে কুবেরের ধন।
লঙ্কা ছাড়ি কৈলাসেতে করিল গমন॥
লঙ্কা পেয়ে রাক্ষসের পরম পিরীতি।
লঙ্কাতে করিল রাজ্য রাক্ষস দুর্ম্মতি॥
সুমন্ত্রণা করিয়া সকল নিশাচরে।
রাবণে করিল রাজা লঙ্কার ভিতরে॥

রাবণাদির বিবাহ

মৃগয়া করিতে গেল ভাই তিন জন।
ময়-দানবের সনে হৈল দরশন॥
কন্যারত্ন আছে তার সর্ব্বলোকে জানি।
ত্রিভুবন জিনি কন্যা রূপেতে মোহিনী॥
কন্যা দেখি পিতা-মাতা বড়ই ভাবিত।
কারে কন্যা বিভা দিব না জানি বিহিত॥
রাবণ বলে, কন্যা ল'য়ে কেন আছ বনে।
দানব আপন কথা কহে রাজা শুনে॥
দানব বলিল, অবধান মহাশয়।
কোন্ কুলে জন্ম তব দেহ পরিচয়॥
দশানন বলে, আমি বিশ্রবানন্দন।
রাক্ষসের রাজা আমি, নাম দশানন॥
ময় বলে, আমি বিশ্রবারে ভাল জানি।
বিবাহ করহ কন্যা আমার আপনি॥
কন্যাদান করে ময় পাইয়া কৌতুক।
শক্তি নামে শেলপাট দিলেন যৌতুক॥
শমনের ভগ্নী শেল জগতে বিদিত (২)।
সেই শেলে হইলেন লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত॥
রাবণের ব্রহ্মশাপ দানব না জানে (৩)।
কন্যাদান করিয়া বিস্ময় হৈল মনে (৪)॥

---

(১) লঙ্কাতে পূর্ব্বে মাল্যবান্, সুমালী ও মালী রাজত্ব করিত বলিয়া লঙ্কাকে রাবণের মাতামহ-রাজ্য বলা হইয়াছে। (২) ৪৬৩ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য। (৩) সত্যযুগে সনক, সনাতন, সনন্দ ও সনৎকুমার নামক চারিজন মুনি শ্রীভগবানের সহিত সাক্ষাৎকার লাভের জন্য বৈকুণ্ঠের দ্বারে উপস্থিত হন। সেই সময় জয় বিজয় তাঁহাদিগকে বাধা দিলে মুনিগণ ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাদিগকে বারবার মর্ত্ত্যে জন্মিবার অভিশাপ প্রদান করেন। ঐ অভিশাপে তাহারা ত্রেতাবতারে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ রূপে জন্ম গ্রহণ করে। (৪) নিজ দুহিতার প্রতি অসৎভাব পোষণ করিলেই রাবণের মৃত্যু হইবে কন্যাদানের পর ময়দানব ইহা অবগত হয়। এইজন্য তাহার বিস্ময়।

বিরোচন-রাজকন্যা রূপেতে উজ্জ্বলা।
কুম্ভকর্ণ বিভা কৈল রূপে চন্দ্রকলা ॥
সাত যোজন দীর্ঘ অঙ্গ কুম্ভকর্ণ বীর।
তিন যোজন দীর্ঘাকার কন্যার শরীর ॥
বর কন্যা উভয়ে হইল সুশোভন।
কি রাজযোটক (১) ব্রহ্মা করিল সৃজন (২) ॥
সরমা (৩) নামেতে ছিল গন্ধর্ব্বকুমারী।
বিভীষণ বিভা কৈলা পরমা সুন্দরী ॥
মৃগয়াতে গিয়া বিভা কৈল তপোবনে।
বিবাহ করিয়া ঘরে আইল তিনজনে ॥
মন্দোদরী-গর্ভে জন্মে পুত্র মেঘনাদ।
তারে দেখি দেবগণে গণয়ে প্রমাদ।
মেঘের গর্জ্জন গর্জ্জে লঙ্কার ভিতরে।
দেব দানব ত্রিভুবন কাঁপে যার ডরে ॥
কৌতুকে রাবণ রাজা আছে লঙ্কাপুরে।
দেব-দানবের কন্যা ল'য়ে আসে ঘরে ॥
লঙ্কাপুরে কুম্ভকর্ণ ঘুমে অচেতন।
ত্রিংশৎ যোজন ঘর বান্ধিল রাবণ ॥
পরিখা যোজন দশ আড়ে পরিসর।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় তাহার ভিতর ॥
ত্রিশকোটি রাক্ষসে নিদ্রার দ্বার রাখে (৪)।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় আপনার সুখে ॥
চারি চারি ক্রোশ জুড়ে ঘরের দুয়ার।
রতন পালঙ্কে শুয়ে বীর অবতার ॥
শূন্য হৈতে দৃষ্ট হয় অর্দ্ধ কলেবর।
কুম্ভকর্ণে দেখে কাঁপে যতেক অমর ॥
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা ভাঙ্গি উঠিবে যেদিনে।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালে সকলে তাহা জানে ॥
সেই দিন সকলেতে সাবধানে ফিরে।
দেবগণ কম্পমান অমর-নগরে ॥
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় ঘরের ভিতরে।
দেখি সদা পুরন্দর চিন্তিত অন্তরে ॥
বিধির বরেতে রাবণ কারে নাহি মানে।
দেব-দানবের কন্যা ধ'রে ধ'রেআনে ॥
ইন্দ্রের নন্দনবন আনে উপাড়িয়া।
কার সাধ্য নিবারণ করিবে আসিয়া ॥
মুনি ঋষি দেবতার হিংসা ক'রে ফিরে।
যম নাহি নিদ্রা যায় রাবণের ডরে ॥

রাবণের দিগ্‌বিজয়ার্থ যাত্রা।

কুবের শুনিল যত রাবণের কর্ম্ম।
দূত পাঠাইয়া দিল জানাইতে ধর্ম্ম ॥
রাবণে নোডায় মাথা কুবেরের চর।
কুবেরের কথা কহে করি জোড়কর ॥
দূত বলে, মহারাজ, তব হিত চাই।
তোমারে বুঝা'তে পাঠাইল তব ভাই ॥
বিশ্রবার পুত্র তুমি কুলে অবতার।
তোমারে করিতে হয় উত্তম আচার ॥
দেবতার হিংসা কর দুঃখী দেবগণ।
ঋষি-মুনির হিংসা কোন্ শাস্ত্রের লিখন ॥
দেবতা-ঋষির কোপে বিপরীত ঘটে।
সাধুজনে হিংসা করি পড়ে ত সঙ্কটে ॥
দেবতার শাপে দুঃখ পায় নিরন্তর।
আমার ঠাকুর যক্ষরাজ ধনেশ্বর ॥

---

(১) বর ও কন্যার একরাশি বা সম-সপ্তম বা চতুর্থ-দশম কিম্বা তৃতীয়-একাদশ হইলে তাহাকে রাজযোটক বলে। (২) বিরোচন-রাজকন্যা (মতান্তরে বলিরাজ-দৌহিত্রী) বজ্রজ্বালার (মতান্তরে বৃত্রজ্বালা) সহিত কুম্ভকর্ণের বিবাহ হয়। (৩) গন্ধর্ব্বরাজ 'শৈলুষ'-এর ধর্ম্মশীলা কন্যা সরমা। (৪) নিদ্রার দ্বার রাখে—কুম্ভকর্ণ যে ঘরে ঘুমায়, সেই গৃহের দ্বার রক্ষা করে।

করিলেন উগ্র তপ মলয়-শিখরে।
সর্ব্বদা বিরাজে তথা পার্ব্বতী-শঙ্করে॥
ছলরূপে ভ্রমেন চিনিতে কেহ নারে।
দুজনে রহেন সুখে মলয়-শিখরে॥
ক্রীড়া-রসে কৌতুকে ছিলেন দুইজনে।
কুবের চাহিয়াছিল বাম চক্ষু-কোণে॥
কুপিলেন ভবানী কুবের দরশনে।
কুবেরের বাম চক্ষু পুড়ে সেই ক্ষণে॥
এক চক্ষু পুড়ে গেল শুন লঙ্কেশ্বর।
এক চক্ষে তপ করে সহস্র বৎসর॥
তথাপি না ঘুচিল দেবীর কোপানল।
কুবেরের আঁখি আছে হইয়া পিঙ্গল॥
দেবতার শাপ কভু না যায় খণ্ডন।
দেবতাগণের হিংসা কর কি কারণ॥
তব অমঙ্গল দেব চিন্তিবে সদাই।
তোমা বুঝাইতে পাঠাইল তব ভাই॥
এত যদি কহে দূত রাবণ-গোচরে।
শুনিয়া রাবণ রাজা কুপিল অন্তরে॥
আমারে পাঠায় দূত আপনা না জানে।
তোরে কাটি আজি তার বধিব জীবনে॥
জ্যেষ্ঠ ভাই বলি তাই এতদিন সহি।
নিকট মরণ তার, শুন তোরে কহি॥
কোন্ অহঙ্কারে এত কহিলি কুকথা।
হাতে খাণ্ডা করিয়া দূতের কাটে মাথা॥
দূতে কাটি সাজিল কুবেরে কাটিবারে।
দিগ্বিজয় করিতে সাজিল লঙ্কেশ্বরে॥
ত্রিভুবন জিনিতে সাজিল দশানন।
রাবণের সাজনে কাঁপিল দেবগণ॥
শত অক্ষৌহিণী সাজে মুখ্য সেনাপতি।
সাজিয়া রাবণ সঙ্গে চলে শীঘ্রগতি॥
শত অক্ষৌহিণী নিল জাঠি আর কাড়া।
তিন কোটি সাজিয়া চলিল তাজা ঘোড়া॥
তিন কোটি বৃন্দ রথ করিল সাজন।
মাণিক্যের চাকা, রথ সোনার গঠন॥
রাহুত (১) মাহুত হস্তী সাজিল অপার।
আছুক অন্যের কাজ—দেখে চমৎকার॥
সেনাপতিগণ নড়ে, বড় বড় বীর।
যার বাণ-আঘাতে পর্ব্বত হয় চির (২)॥
অকম্পন প্রহস্ত চলে শঠ ও নিশঠ।
শোণিতাক্ষ বিরূপাক্ষ রণেতে উৎকট॥
ধূম্রাক্ষ ভাস্কর আদি তপন পনস।
বড় বড় বীর সাজে অনেক রাক্ষস॥
মারীচ রাক্ষস চলে নানা-মায়া ধরে।
যত যত বীর ছিল লঙ্কার ভিতরে॥
রাক্ষস মহাপাত্র চলে খর ও দূষণ।
বাঁকামুখ ওষ্ঠবক্র ঘোর দরশন॥
শুক সারণ শার্দ্দূল চলিল জম্বুমালী।
বজ্রদন্ত বিদ্যুজ্জিহ্ব বলে মহাবলী॥
মহাপাশ মহোদর দুই সহোদর।
মকরাক্ষ চলিল যে মহা ধনুর্দ্ধর॥
ত্রিভুবন জিনিতে রাবণ রাজা সাজে।
ঢাক ঢোল আদি করি নানা বাদ্য বাজে॥
লঙ্কায় রহিল মেঘনাদ বিভীষণ।
কুম্ভকর্ণ রহিল নিদ্রায় অচেতন॥
খাণ্ডা খরশাণ টাঙ্গি অতি ভয়ঙ্কর।
নানা অস্ত্রে সাজিয়া চলিল লঙ্কেশ্বর॥
নানা আভরণ প'রে দশানন সাজে।
নাহিক এমন রূপ ত্রিভুবন মাঝে॥

---

(১) রাহুত—অশ্বারোহী সৈন্য; ঘোড়-সওয়ার। (২) চির—বিদীর্ণ।

রাবণ ও কুবেরের মহাসমর।

সসৈন্যেতে রাবণ সাগর হৈল পার।
কৈলাস পর্ব্বতে উঠি করে মার মার॥
দূত গিয়া কহিল কুবের-বরাবর।
যুঝিবারে আইল রাবণ নিশাচর॥
ত্রিশ কোটি যক্ষে কুবের পাঠাইল রোষে।
লাগিল বিষম যুদ্ধ যক্ষ ও রাক্ষসে॥
রাক্ষস বরিষে বাণ যক্ষের উপর।
জাঠা জাঠি শেল শূল মুষল মুদ্গর॥
পলায় সকল যক্ষ রাক্ষসের ডরে।
রাবণের যুদ্ধ কেহ সহিতে না পারে॥
যক্ষের উপরে করে বাণ বরিষণ।
পলায় সকল যক্ষ নাহি সহে রণ॥
যোগবৃদ্ধ নামে কুবেরের সেনাপতি।
যুঝিতে কুবের তারে দিলা অনুমতি॥
বিষ্ণুচক্র সমান তাহার চক্রে ধার।
রাক্ষস উপরে করে বাণ অবতার॥
চক্রাঘাতে কাতর হইল মহোদর।
রুষিল রাবণ রাজা লঙ্কার ঈশ্বর॥
কোপেতে রাবণ করে বাণ বরিষণ।
ভঙ্গ দিল যোগবৃদ্ধ নাহি সহে রণ॥
পলাইয়া যায় তবে আওয়াসের গড়ে।
দ্বারীর নিকটে রহে কপাটের আড়ে॥
রথ হৈতে রাবণ পড়িল দিয়া লম্ফ।
সর্পেরে ধরিতে যেন গরুড়ের ঝম্প॥
দ্বারপালস্বরূপে সূর্য্য আছেন দুয়ারে।
রাখিল কপাট দিয়া রাবণের ডরে॥
কুপিল রাবণ রাজা বলে মহাবলী।
বাড়ীর ভিতরে যায় করে ঠেলাঠেলি॥
পাথরের কপাট তুলিয়া এক টানে।
কোপে দ্বারপাল রাবণের শিরে হানে॥
রক্তে রাঙ্গা হ'য়ে পড়ে রাজা দশানন।
ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ না হ'ল মরণ॥
সে পাথর তুলে রাবণ দ্বারপালে হানে।
পড়িল সে দ্বারপাল পাথর চাপানে॥
দ্বারপাল অচেতন, কুবের চিন্তিত।
মণিভদ্র সেনাপতি ডাকিল ত্বরিত॥
মণিভদ্র শুনহ প্রধান সেনাপতি।
আজিকার যুদ্ধে তুমি হও গিয়া ব্রতী॥
বাছিয়া কটক কর সত্বরে সাজন।
হাতে গলে বান্ধি আন লঙ্কার রাবণ॥
দিলেক দানব যক্ষ বহু সেনাপতি।
চব্বিশ কোটি সেনা দিল তাহার সংহতি॥
লইয়া বিকট সৈন্য মণিভদ্র নড়ে।
গর্জ্জিয়া কটক চলে, মহাশব্দ পড়ে॥
মণিভদ্র এসে করে বাণ বরিষণ।
চারিদিকে ভঙ্গ দিল নিশাচরগণ॥
রাবণের সেনাপতি যতেক প্রধান।
যক্ষ কটক বিন্ধিয়া করে খান খান॥
নানা অস্ত্র রাক্ষস ফেলায় চারিভিতে।
ভঙ্গদিল যক্ষগণ না পারে সহিতে॥
উভরড়ে পালাইল আউদ চুলী।
দেখিয়া রুষিল মণিভদ্র মহাবলী॥
মণিভদ্রে দেখিয়া রাক্ষস ভাগে ডরে।
দেখিয়া রুষিল রাবণ লঙ্কার ঈশ্বরে॥
মণিভদ্র দশানন দুই জনে রণ।
গদা হাতে মণিভদ্র ধায় ততক্ষণ॥

দশ যোজন পর্ব্বত আনিল বায়ু ভরে।
গর্জ্জিয়া পর্ব্বত হানে রাবণ উপরে॥
রাবণ মারিল বাণ উঠিয়া আকাশে।
সেই বাণ মণিভদ্র গিলিলেক গ্রাসে॥
মণিভদ্র-মুখ দেখি রুষিল রাবণ।
কুড়ি হাতে চাপি তার বধিল জীবন॥
মণিভদ্র পড়িল রাক্ষসগণ হাসে।
কুবেরের ভগ্নদূত (১) কহে ঊর্দ্ধশ্বাসে॥
মণিভদ্র পড়ে রণে কুবের চিন্তিত।
আপনি আইল রণে পাত্রেতে বেষ্টিত॥
ডাক দিয়া বলে, শুন ভাইরে রাবণ।
আমার সহিত তব যুদ্ধ কি কারণ॥
মণিভদ্রে পাঠালাম যুঝিবার তরে।
কুড়ি হাতে চাপি তুমি বধিলে তাহারে॥
অপার্য্যপক্ষেতে (২) আমি এসেছি যুদ্ধেতে।
বধিতে নারিবে আর চেপে কুড়ি হাতে॥
করেছ অনেক তপ অস্থিচর্ম্মসার।
নারিলে অমর হৈতে কেন অহঙ্কার॥
অমর হইনু আমি তপের প্রসাদে।
কুকর্ম্ম করিয়া ভাই পড়িবে প্রমাদে॥
যথা তথা যুদ্ধ কর অবশ্য মরণ।
মৃত্যুকালে মনে ক'রো আমার বচন॥
অমর হ'য়েছি কিসে লইবে পরাণ।
হারি যদি রণেতে করিবে অপমান॥
এত যদি কহিল কুবের যক্ষরাজে (৩)।
রাবণের পাত্র মিত্র সবে পড়ে লাজে॥
কুবুদ্ধি ঘটিল রাজা দুষ্ট নিশাচরে।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে কুবের উপরে॥
ছি ছি বলি কুবের দিলেক টিট্‌কারী।
এই মুখে যাবে ভাই স্বর্ণ লঙ্কাপুরী॥
দুই কটকেতে যুদ্ধ হইল বিস্তর।
কুবেরের বাণে রাজা হইল জর্জ্জর॥
জর্জ্জর রাবণ রাজা কুবেরের বাণে।
কেমনে জিনিব রণ ভাবে মনে মনে॥
সংসারের মায়া জানে পাপিষ্ঠ রাবণ।
মায়া রূপে করে কুবেরের সনে রণ॥
শার্দ্দূল হইয়া কেহ কামড়াইয়া মারে।
বরাহ হইয়া কেহ দন্ত দিয়া চিরে॥
মেঘ হৈয়া পড়ে কেহ অঙ্গের উপরে।
ঝঞ্ঝনা পড়য়ে যেন গদার প্রহারে॥
শেল শূল মারে কেহ গজের গর্জ্জনে।
কুবেরে প্রহার করে রাজা দশাননে॥
রক্তারক্তি কুবের পড়িল ভূমিতলে।
উপড়িয়ে বৃক্ষ যেন পড়য়ে সমূলে॥
কুবেরে ধরিয়া লয় যত অনুচরে।
ধরিয়া রাখিল ল'য়ে পুরীর ভিতরে॥
কুবেরের ভাণ্ডার লুটিল দশানন।
বিশেষ পুষ্পক রথ আর অন্য ধন॥
প্রবেশিল রাবণ তাহার অন্তঃপুরী।
দেখিয়া পলায় সবে ছিল যত নারী॥
কুবেরের অন্তঃপুরে হৈল হাহাকার।
রাবণ লুটিয়া সব করে ছারখার॥

---

(১) ভগ্নদূত—যে দূত যুদ্ধের সংবাদ প্রভুকে আসিয়া বলে। (২) অপার্য্যপক্ষেতে—নিরুপায় হইয়া। (৩) যক্ষরাজে—যক্ষ-শ্রেষ্ঠ।

রাবণের প্রতি নন্দীর অভিশাপ ও রাবণের কৈলাস পর্ব্বত উত্তোলনের প্রয়াস।

কুবেরে জিনিয়া যায় শঙ্করের পুরী।
মহাদেব সহ সম্ভাষিতে ত্বরা করি॥
কার্ত্তিকের জন্মস্থান স্বর্ণ শরবন।
ঠেকিয়া তাহাতে রথ রহিল রাবণ॥
বনেতে ঠেকিল রথ নহে আগুসার।
রাবণ পাত্রের সহ যুক্তি করে সার॥
মারীচ রাক্ষস কহে রাবণের কানে।
কুবেরের এই রথ রাক্ষসে না মানে॥
সারথি চালায় রথ, রথ নাহি নড়ে।
দেখিতে দেখিতে শিব-দূত আসি পড়ে॥
না চালাও রথ এই কৈলাস-শিখর।
গৌরী সহ বাস করিছেন মহেশ্বর॥
হেথা দেব দানব গন্ধর্ব্ব নাহি আইসে।
এ পর্ব্বতে আসিতেছ কাহার সাহসে॥
কুপিল রাবণ রাজা দূতের বচনে।
রথ হৈতে নামিয়া আইল শিবস্থানে॥
নন্দী নামে দ্বারী ছিল রাবণ তা দেখে।
হাতে জাঠা করি নন্দী সেই দ্বার রাখে॥
বানরের মত মুখ দেখিয়া নন্দীর।
উপহাস করিল রাবণ মহাবীর॥
নন্দী বলে, আমি শঙ্করের দ্বারপাল।
আমার সম্মুখে কেন কর ঠাকুরাল॥
দেখিয়া আমার মুখ কর উপহাস।
এ বানর তোমার করিবে সর্ব্বনাশ॥
দুরাচার, তোরে মারি কোন্ প্রয়োজন।
নিজ দোষে সবংশে মরিবি দশানন॥
রাবণ নন্দীর শাপ নাহি শুনে কানে।
কুড়িহাত সাপটিয়া সে কৈলাস টানে॥
কৈলাস ধরিয়া দশানন দিল নাড়া।
সত্তরি যোজন নড়ে কৈলাসের গোড়া॥
টলমল করে গিরি, দেব কাঁপে ডরে।
পর্ব্বতনিবাসী গেল ধূর্জ্জটির আড়ে॥
সবে বলে, মহাদেব, কর পরিত্রাণ।
কোন্ বীর আসিয়া পর্ব্বতে দিল টান॥
রাবণের ক্রিয়া দেখি হাসে কৃত্তিবাস।
বাম চরণের নখে চাপেন কৈলাস॥
ব্যথাতে রাবণ ছাড়ে মহা চীৎকার।
শিবের নিকটে কি তাহার অহঙ্কার॥
হইল পুষ্পক মুক্ত ধূর্জ্জটির বরে।
সেই রথ চড়িয়া রাবণ জয় করে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণে।
গাইল উত্তরাকাণ্ড গীত রামায়ণে॥

বেদবতী-উপাখ্যান।

অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ মুনিবর করিয়া প্রকাশ॥
কৈলাস এড়িয়া কোথা গেল দশানন।
কহ দেখি শুনি মুনি পুরান-কথন॥
অগস্ত্য বলেন, রাম, কর অবধান।
কহি কিছু রাবণের আরো উপাখ্যান॥
বেদবতী নামে কন্যা পরম শোভনা।
তপস্যা করেন বনে হিমাংশুবদনা (১)॥
পবিত্র আকৃতি তাঁর পবিত্র প্রকৃতি।
শুদ্ধসত্ত্বা (২) শুদ্ধমতি সূর্য্যসম দ্যুতি॥
দৈবযোগে রাবণ তথায় উপনীত।
কন্যাকে দেখিয়া দুষ্ট হইল মোহিত॥

---

(১) হিমাংশুবদনা—চন্দ্রমুখী। (২) শুদ্ধসত্ত্বা—পবিত্র-আত্মা।

হাতে খাড় ধরে সীতা দৈবের নির্ব্বন্ধ।
দশমুণ্ড কুড়ি হস্ত লেখে দশস্কন্ধ ॥ ৬৬০ পৃঃ

অতিথি আচারে কন্যা দিলেন আসন।
রূপে মুগ্ধ দশানন জিজ্ঞাসে তখন ॥
কে তুমি কাহার কন্যা কাহার কামিনী।
কি জন্যে এ মহারণ্যে থাক একাকিনী ॥
এ রূপ-যৌবন ধন, না কর বিলাস।
কি হেতু কঠোর তপ কর উপবাস ॥
কন্যা বলে, মোর কথা কহিতে বিস্তর।
যেহেতু তপস্যা করি শুন লঙ্কেশ্বর ॥
কুশধ্বজ পিতা পিতামহ বৃহস্পতি।
সে কুশধ্বজের কন্যা আমি বেদবতী ॥
পিতা বেদ পড়িতেছিলেন যেই ক্ষণে।
জন্মিলাম সেই ক্ষণে তাঁহার বদনে ॥
এই হেতু পিতা নাম রাখে বেদবতী।
পিতার পরম স্নেহ হৈল আমা প্রতি ॥
দিবেন উত্তম পাত্রে এই তাঁর পণ।
কে আছে উত্তম পাত্র বিনা নারায়ণ ॥
অতএব বিষ্ণু সহ বিবাহ আমার।
দিবেন এ বাঞ্ছা ছিল নিতান্ত পিতার ॥
ইতিমধ্যে শুম্ভ নামে দৈত্য-হস্তে পিতা।
মরিলেন, মাতা হইলেন অনুমৃতা (১) ॥
আজন্ম তপস্যা করি এই অভিলাষে।
কত দিনে পাইব সে শ্যাম পীতবাসে ॥
শুনিয়া কন্যার কথা দশানন হাসে।
রথ হইতে নামিয়া কহিছে মৃদুভাষে ॥
ত্রৈলোক্যে জিনিয়া রূপ-গুণ তুমি ধর।
সুন্দরি, কেন সে বৃদ্ধ বর ইচ্ছা কর ॥
কুটিল সে কালোরূপ কোথা নারায়ণ।
নাগাল (২) পাইলে তার বধিব জীবন ॥
কন্যা বলে, হেন বাক্য না আন বদনে।
নারায়ণ বিনা কেবা আছে এ ভুবনে ॥
শুনিয়া কন্যার কথা দুষ্ট যাতুধান (৩)।
ধরিয়া কন্যার কেশে করে অপমান ॥
দৌরাত্ম্য করিয়া শেষে ছাড়িল রাবণ।
কন্যা বলে, অপমান কর কি কারণ ॥
প্রবেশ করিব আমি জ্বলন্ত আগুনে।
অপবিত্র শরীর রাখিব কি কারণে ॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর হৈলি পাপকারী।
অল্পপ্রাণী নারী হই, কি করিতে পারি ॥
তপস্যার ফলে যদি তোকে নষ্ট করি।
বিফল হইল এত তপস্যা আমারি ॥
অগ্নিকুণ্ড জ্বালিল আনিয়া কাষ্ঠরাশি।
প্রবেশ করিতে যায় সে কন্যা রূপসী ॥
অগ্নিকে প্রার্থনা করে করি বহু সেবা।
শ্রেষ্ঠ কুলে জন্মি যেন অনারীসম্ভবা ॥
নারায়ণ স্বামী হবে জন্ম-জন্মান্তরে।
মোর লাগি রাবণ সবংশে যেন মরে ॥
রাবণ লাগিয়া মরি সর্ব্বলোকে দুঃখী।
মোর লাগি রাবণ মরিবে লোক সাক্ষী ॥
প্রবেশ করিল কন্যা মহা বৈশ্বানরে (৪)।
পুষ্পবৃষ্টি আকাশেতে দেবগণ করে ॥
জনক রাজার কন্যা নাম ধরে সীতা।
পতিব্রতা অবতীর্ণা সেই শুভান্বিতা (৫) ॥
পতিব্রতা-শাপ কভু নহে অন্যমত।
সীতা লাগি মরিল রাবণ-আদি যত ॥
ত্রেতাযুগে রঘুনাথ তুমি তার পতি।
অনারীসম্ভবা সীতা সেই বেদবতী ॥

---

(১) অনুমৃতা—সহমৃতা; যে রমণী স্বামীর সহিত জ্বলন্ত চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। (২) নাগাল—ধরা। (৩) যাতুধান—রাক্ষস। (৪) বৈশ্বানরে—অগ্নিতে। (৫) শুভান্বিতা—শুভশালিনী; মঙ্গলময়ী।

অহঙ্কারে দশানন সবংশেতে মজে।
অধর্ম্মী হইলে সুখী নাহি কোন কাজে॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ॥

মরুত্ত-পরাভব

শ্রীরাম বলেন, মুনি কহ বিবরণ।
কোথা গেল বেদবতী লাঞ্ছিয়া রাবণ॥
কি কর্ম্ম করিল রক্ষ বীর মহাবল।
কহ শুনি মুনিবর পুরাণ সকল॥
অগস্ত্য বলেন, কারে রাবণ না মানে।
শাপ গালি দেয় যত কিছু নাহি শুনে॥
যত যত রাজা আছে পৃথিবীমণ্ডলে।
সবারে জিনিল দশানন বাহুবলে॥
যজ্ঞ করে মরুত্ত ভূপতি মহাধনী।
সমস্ত ব্রাহ্মণ যজ্ঞে করে বেদধ্বনি॥
যজ্ঞভাগ লইতে আইলা দেবগণ।
রথে চড়ি সেইখানে চলিল রাবণ॥
ত্রাস পাইলা দেবগণ রাবণেরে দেখি।
সর্প যেন মাথা নোয়ায় দেখে তার্ক্ষ্যপাখী (১)॥
না দেখিয়া উপায় সকল দেবগণ।
পক্ষীরূপ হইয়া হইলা অদর্শন॥
ইন্দ্র হন ময়ূর কুবের কাঁকলাস।
যম কাকরূপ হন বরুণ সে হাঁস॥
যজ্ঞ করে মরুত্ত ভূপতি মহাসুখে।
'রণ দেহ' বলিয়া রাবণ তারে ডাকে॥
মরুত্ত বলেন, আমি তোমারে না চিনি।
পরিচয় দেহ মোরে তবে আমি জানি॥
দশানন বলে, আমি ভুবনে বিদিত।
রাবণ আমার নাম সংসারে পূজিত॥
কুবের আমার জ্যেষ্ঠ ধন-অধিকারী।
লইলাম তাহার কনক লঙ্কাপুরী॥
আপন বড়াই করে রাবণ সে স্থলে।
শুনিয়া মরুত্ত রাজা অগ্নি হেন জ্বলে॥
জ্যেষ্ঠের হরিলে মান কহিছ আপনি।
হেন কথা লোক-মুখে কখনো না শুনি॥
ধার্ম্মিকের অপমান অধার্ম্মিকে করে।
ধার্ম্মিক তাহার নিন্দা সহিতে না পারে॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর কারে নাহি ডর।
মানুষের হাতে আজি যাবি যম-ঘর॥
অস্ত্র ল'য়ে রাজা যায় যুঝিবার মনে।
হাত পসারিয়া (২) রাখে সমস্ত ব্রাহ্মণে॥
মহেশের যজ্ঞে রাজা অনুচিত কোপ।
আপনি হইবে দুষ্ট সবংশেতে লোপ॥
যজ্ঞ পূর্ণ না হইলে অতি-বড় দোষ।
পরাজয় মান, রাজা, হউক সন্তোষ॥
ব্রাহ্মণের বাক্যে রাজা কোপ করে দূর।
কহিল পাপিষ্ঠ বেটা বড়ই নিষ্ঠুর॥
পরাজয় মানিল মরুত্ত যজ্ঞস্থানে।
যজ্ঞের ব্রাহ্মণ সব ডাক দিয়া আনে॥
দশ বিশ ব্রাহ্মণেরে সাপটিয়া ধরে।
দুষ্ট দশানন সবাকারে ফেলে দূরে॥
করিয়া সংগ্রাম জয় রাবণ চলিল।
দেবগণ পক্ষী হ'তে বাহির হইল॥
পক্ষী হ'তে দেবতা পাইলা পরিত্রাণ।
পক্ষিগণে দেবগণ করিলা কল্যাণ॥
ইন্দ্র বলে, ময়ূর, তোমারে দিলাম বর।
হউক সহস্র চক্ষু লেজের উপর॥
পূর্ব্বেতে ময়ূর ছিল সামান্য আকার।
ইন্দ্র-বরে সহস্র লোচন হইল তার॥

(১) তার্ক্ষ্যপাখী—গরুড়-পাখী। (২) পসারিয়া—বিস্তৃত করিয়া।

যখন আকাশে মেঘ করিবে গর্জ্জন।
পেখম ধরিয়া তুমি করিবে নর্ত্তন॥
বর কাঁকলাসেরে দিলেন ধনেশ্বর (১)।
স্বর্ণবর্ণ তোমার হউক কলেবর॥
কুবেরের বরে তার নিজ বর্ণ খণ্ডে।
স্বর্ণবর্ণ হইল মুকুট ধরে মুণ্ডে॥
বরুণ বলেন, হংস, দিলাম এ বর।
চন্দ্র হেন হউক তোমার কলেবর॥
আমি এক লোকপাল (২) সলিলের পতি।
তোমার চরিতে জলে হইবে পিরীতি॥
যম বলে, কাক, আমি দিলাম এ বর।
তোমার নাহিক র'বে মরণের ডর॥
রোগ-পীড়া তোমার না হইবে সংসারে।
তব মৃত্যু হয় যদি মানুষেতে মারে॥
যেই জন জোগাইবে তোমার আহার।
যমলোকে তৃপ্তি তার হইবে অপার॥
পক্ষীরা আপন স্থানে চলিল যে-যার।
বর দিয়া দেবগণ গেলা স্বর্গদ্বার॥
মরুত্তের যজ্ঞ-কথা অতি চমৎকার।
তাহাতে সোনার পাত্র পর্ব্বত আকার॥
স্বর্ণ পাত্রে ভুঞ্জি নিত্য করেন বর্জ্জন।
সেই সোনা ভরিয়াছে ত্রিলক্ষ যোজন॥
কুবেরের ধন জিনি মরুত্তের ধন।
মরুত্ত সমান আর নাহি কোন জন॥
মরুত্ত রাজার ধন সংসারেতে ঘোষে।
এমন ভূপাল ছিল চন্দ্রমার বংশে॥
মরুত্ত রাজার যজ্ঞ সংসার-বিদিত।
রচিল উত্তরাকাণ্ড ফুলিয়া-পণ্ডিত॥

—

অনরণ্য-বধ।

অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ॥
মরুত্তে জিনিয়া কোথা গেল সে রাবণ।
কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ কথন॥
মুনি বলে, যদি শুনে বীর তথা আছে।
তখনি রাবণ যায় দ্রুত তার কাছে॥
কহে গিয়া আমারে সত্বরে দেহ রণ।
পরাজয় মানিলে না মারে দশানন॥
পরাজয় যে না মানে, করে অহঙ্কার।
রাবণের ঠাঁই তার নাহিক নিস্তার॥
পুরন্দর নিজ মুখে মাগে পরাজয়।
পরাজয় মানিলে সংগ্রাম নাহি হয়॥
এরূপে রাবণ ভ্রমে পৃথিবীমণ্ডলে।
অযোধ্যা জিনিতে যায় জয় জয় বলে॥
অনরণ্য নামে রাজা ছিলা অযোধ্যায়।
বার্ত্তা পেয়ে দশানন তাঁর কাছে যায়॥
তব পূর্ব্ব-পুরুষ সে অনরণ্য নাম।
রাবণ তাঁহার কাছে চাহিল সংগ্রাম॥
লঙ্কার রাবণ আমি শুন অনরণ্য।
রণ দেহ আমারে, না চাহি কিছু অন্য॥
শুনি অনরণ্য কোপে করে অহঙ্কার।
কটকেতে মিলামিশি হৈল মার মার॥
প্রাচীন বয়সে রাজা মাংসে চক্ষু ঢাকে।
ভ্রূদ্বয় তুলিয়া বান্ধি রাজা সব দেখে॥
বহুকালজীবী রাজা পৃথিবী ভিতর।
রাজার বয়স বাইশ হাজার বৎসর॥
আইল রাজার সৈন্য হস্তী ঘোড়া যত।
অস্ত্র শস্ত্র আনিল যাহার ছিল যত॥

(১) ধনেশ্বর—কুবের। (২) লোকপাল—লোক (স্থান) পালনকারী।

সৈন্য দুই কটক রাজার মহাবল।
রাক্ষসে মানুষে যুদ্ধ হইল প্রবল॥
অনরণ্য রাজা করে বাণ বরিষণ।
রাবণের সেনাপতি করে পলায়ন॥
সেনাপতি ভঙ্গ দেখি রাবণ কাঁফর।
অনরণ্য সহ যুঝে ক্রোধে লঙ্কেশ্বর॥
রাবণ অসখ্য বাণ করে বরিষণ।
বুড়া রাজা সমরে হইল অচেতন॥
আপনা সারিয়া (১) করে বাণ বরিষণ।
বাণেতে জর্জ্জর-দেহ হইল রাবণ॥
রাবণের গা বহিয়া রক্ত পড়ে ধারে।
যেমন গঙ্গার ধারা পর্ব্বত-শিখরে॥
কেহ না জিনিতে পারে নাহি পায় আশ।
উভয়ে বরিষে বাণ নাহি ফেলে শ্বাস॥
দশানন বাণ এড়ে শূন্য হৈল তূণ।
তখন বুড়ার বাণ আছয়ে দ্বিগুণ॥
আর বাণ যাবৎ না যোগায় সারথি।
তাবৎ রাবণ মনে করিল যুকতি॥
রাবণ রাজার বুকে মারিল চাপড়।
ভূমিতে পড়িয়া রাজা করে ধড়ফড়॥
মৃত্যুকালে বুড়া রাজা করে ছটফট।
ধাইয়া রাবণ গেল বুড়ার নিকট॥
রাজভোগে বুড়া কভু নাহি জান রণ।
আমার সহিত যুদ্ধ অবশ্য মরণ॥
জগৎ জিনিয়া ভ্রমি আপনার তেজে।
অবশ্য মরণ যে আমার সনে যুঝে॥
গর্ব্ব ক'রে বলে রাজা মরণের কালে।
শাপ বর দিব যারে তক্ষণ ফলে॥
অনরণ্য বলে, কিবা কর অহঙ্কার।
কভু হারি কভু জিনি রণ-ব্যবহার (২)॥
বহু যুদ্ধ করি তুষিলাম দেবগণে।
নানারত্ন দানে তুষিলাম দ্বিজগণে॥
রাজা হ'য়ে করিলাম প্রজার পালন।
তিন লক্ষ দ্বিজে নিত্য করাই ভোজন॥
এ সব আমার পুণ্য জান সব ভালে (৩)।
তোরে যে বধিবে সে জন্মিবে মোর কুলে॥
সংগ্রামে পড়িয়া রাজা গেল স্বর্গপুর।
দিগ্বিজয় ক'রে ভ্রমে লঙ্কার ঠাকুর॥
তব পূর্ব্বপুরুষেরে জিনিল যে রণে।
সে রাবণ পড়িল শ্রীরাম তব বাণে॥
শ্রীরাম বলেন, বৃদ্ধ ছিলেন দুর্ব্বল।
তেকারণে হ'য়েছিল রাবণ প্রবল॥
বীরশূন্যা পৃথিবী ছিলেন সে সময়।
তেঁই রাবণের বৃদ্ধি ছিল অতিশয়॥
সেকালের রাজা ব্রহ্ম-অস্ত্র নাহি জানে।
রাবণের পরাজয় নহে তেকারণে॥
পূর্ব্ব-কথা শুনিয়া শ্রীরামের উল্লাস।
গাইল উত্তরাকাণ্ড গীত কৃত্তিবাস॥

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের জল-বিহার ও রাবণের সহিত যুদ্ধ।

মুনি বলে দশানন নানা মায়া ধরে।
রাক্ষসে করিলে মায়া কোন্ জন তরে॥
মায়া-রণে (৪) দেখা-রণে (৫) অনেক অন্তর।
তেকারণে পরাজিত নহে লঙ্কেশ্বর॥

---

(১) সারিয়া—সাম্‌লাইয়া লইয়া। (২) রণ-ব্যবহার—যুদ্ধ-নীতি। (৩) ভালে—ভালরূপে। (৪) মায়া-রণ—গুপ্ত যুদ্ধ। (৫) দেখা-রণ—সম্মুখ যুদ্ধ।

মানুষ হইয়া যিনি বিষ্ণু অধিষ্ঠান।
তাঁর ঠাঁই রাবণ যে পায় অপমান॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজা ছিল চন্দ্রবংশে।
সে সহস্র হাত ধরে, জন্ম বিষ্ণু-অংশে॥
নানা বুদ্ধি ধরিয়া সে রাজা রাজ্য রাখে।
যার নামে হারা ধন (১) আসিত সম্মুখে॥
শত শত কামিনী লইয়া কুতূহলে।
অর্জ্জুন করিত খেলা নর্ম্মদার জলে॥
মাহিষ্মতী নগরে তাঁহার ছিল ঘর।
তথা গিয়া বার্ত্তা পুছে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
লঙ্কার রাবণ আমি চাহি আজি রণ।
কার্ত্ত্যবীর্য্যার্জ্জুন কি করিল পলায়ন॥
রাক্ষস কটক চাপ অতি ভয়ঙ্কর।
অর্জ্জুন রাজার কাছে কারো নাহি ডর॥
লোক বলে, কিবা চাহ তুমি এই স্থলে।
করেন ভূপতি ক্রীড়া নর্ম্মদার জলে॥
নর্ম্মদায় যায় বীর অর্জ্জুন-উদ্দেশে।
পথে যেতে বিন্ধ্যগিরি দেখিল হরিষে॥
নানা ফুল ফল দেখে অতি মনোহর।
নানা পক্ষী কেলী করে, শোভে সরোবর॥
নৃত্য করে ময়ূর ঝঙ্কারে মধুকর।
নানা হংস কেলি করে দেখিতে সুন্দর॥
দানব গন্ধর্ব্ব দেব যক্ষ বিদ্যাধর।
কামিনী লইয়া ক্রীড়া করে নিরন্তর॥
রাবণেরে দেখিয়া দেবতা কাঁপে ডরে।
পলায় ছাড়িয়া কেলি পর্ব্বত-উপরে॥
উভরড়ে দেবগণ পলাইলা ত্রাসে।
দেবতা পলায় দেখি দশানন হাসে॥
নির্ম্মল নদীর জল পর্ব্বতেতে বয়।
নানাবিধ লোক তথা করয়ে আলয়॥
বিন্ধ্যগিরি এড়ি গেল নর্ম্মদার কূলে।
জলকেলি করে তথা কেশরী-শার্দ্দূলে॥
সহ শুক সারণ প্রভৃতি পরিজন।
রথ হৈতে সেইখানে উলিল (২) রাবণ॥
মধ্যাহ্নকালের রৌদ্রে তাপিত পৃথিবী।
রাবণে দেখিয়া মন্দতেজ হৈল রবি॥
দুই কূলে বালি সে স্ফটিক হেন দেখি।
বহু জন্তু কেলি করে নানাবিধ পাখী॥
নর্ম্মদার জল সেই অতি সুশীতল।
ধীরে ধীরে বায়ু বহে অতি সুকোমল॥
সৈন্য সঙ্গে উলিয়া রাবণ যায় জলে।
ধুইল গায়ের রক্ত নদী রণস্থলে॥
সাঁতারে রাবণ রাজা নর্ম্মদার জলে।
আনন্দে করিয়া স্নান উঠিলেক কূলে॥
দেবদেব মহাদেব জগতের রাজা।
নানা উপহারেতে রাবণ করে পূজা॥
স্বর্ণ-শিবলিঙ্গ তাহে কাঞ্চন-মেখলা (৩)।
ভক্তিতে রাবণ পূজে দেবার্চ্চন-বেলা॥
শত সুবর্ণের পাত্র, লাগে পূজা সাজে।
শঙ্খ ঘণ্টা দুন্দুভি যে চারিদিকে বাজে॥
করাইল শিবলিঙ্গ স্নান সেই জলে।
কলস করিয়া গন্ধ তদুপরি ঢালে॥
মন্ত্রজপ করিল লইয়া জপ-মালা।
মৌন নাহি ভাঙ্গে তার দেবার্চ্চন-বেলা॥
কুড়ি হাত পসারিয়া নাচে রঙ্গে ভঙ্গে।
রাবণ প্রণাম করে সেই শিবলিঙ্গে॥

---

(১) হারা ধন—যে জিনিষ হারাইয়া গিয়াছে। (২) উলিল—নামিল। (৩) কাঞ্চন-মেখলা—সোনার চন্দ্রহার পরিহিত।

এদিকে অর্জ্জুন রাজা অতি হৃষ্ট মনে।
জলক্রীড়া করে সঙ্গে লয়ে রাণীগণে ॥
প্রসারি নদীর মাঝে হস্ত সে দীঘল (১)।
হাতেতে জাঙ্গাল বান্ধি রাখে তার জল ॥
ছিল সে কাঁকালি জল হইল পাথার।
শত শত কন্যা দিতে লাগিল সাঁতার ॥
হাত সম্বরিয়া রাজা এড়ি দিল পানি।
আকুল হইয়া থাকে যতেক রমণী ॥
হাতেতে জাঙ্গাল বান্ধে, রাণী সব ভাসে।
দেখিয়া অর্জ্জুন রাজা কৌতুকেতে হাসে ॥
তাহার উপরে হাত দেয় কাতে-কাতে (২)।
সে জল উজান বহে, কূল ভাঙ্গে স্রোতে ॥
শিব-পূজা করিছে রাবণ সেই কূলে।
স্রোতে তার ফল-ফুল ভাসাইল জলে ॥
রাবণ আপনি গায় আপনি সে নাচে।
বার্ত্তা জানিবারে শুক-সারণেরে পুছে ॥
না ডাকে রাবণ মৌন হাতে তুড়ি (৩) দিল।
বৃত্তান্ত জানিতে শুক-সারণ চলিল ॥
নিষ্ঠা বার্ত্তা (৪) জানিয়া যে তাহারা জানায়।
তোমারে ভেটিতে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন চায় ॥
সুন্দর অর্জ্জুন রাজা যেন দেব পতি।
জলক্রীড়া করে সব লইয়া যুবতী ॥
নদীতে সহস্র হস্ত পসারে দীঘল।
সহস্র হাতেতে তার বন্ধ রাখে জল ॥
সহস্র হাতেতে সেতু বান্ধি রাখে জল।
ভাটা জল উজান বয় সে অপূর্ব্ব কল (৫) ॥
জাঙ্গাল সহস্র হাতে বান্ধি রাখে নদী।
তেকারণে ভাসিতেছে কল ফুল আদি ॥
যে কার্ত্তবীর্য্যের হেতু হেথা আগমন।
নর্ম্মদার জলে তাঁরে কর দরশন ॥
অর্জ্জুনের বার্ত্তা পেয়ে চলে দশানন।
দুই ক্রোশ পথ গিয়া করে নিরীক্ষণ ॥
অর্জ্জুন সহস্র করে করে জল-খেলা।
চৌদিকে বেষ্টিত তাঁর সহস্র মহিলা ॥
তাঁহার পাত্রের স্থানে কহিছে রাবণ।
অর্জ্জুনেরে কহ গিয়া মম আগমন ॥
স্ত্রী লইয়া তোর রাজা সুখে করে স্নান।
বল গিয়া রাজারে, রাবণ রণ চান ॥
এত যদি রাবণ পাত্রের প্রতি বলে।
কুপিল সে রাজ-পাত্র রাবণের বোলে ॥
রাণীগণ সহ রাজা জল-ক্রীড়া করে।
এ সময় কোন্ জন বলে যুঝিবারে ॥
রণের সময় না জানিস্ নিশাচর।
অর্জ্জুনের হাতে আজি যাবি যম-ঘর ॥
রাণী সহ রাজা করে হাস্য-পরিহাস।
তোর বাক্যে কেন আমি যাব তাঁর পাশ ॥
কুড়িখান হাতে তোর এত অহঙ্কার।
সহস্র হস্তেতে কার্ত্তবীর্য্য অবতার ॥
বীর হেন দেখিস্ কি তুই আপনারে।
করিতে আইলি যুদ্ধ বিধাতার বরে ॥
অর্জ্জুন পাইলে তোরে মারিবে আছাড়।
দশমুণ্ড ভাঙ্গিয়া করিবে চূর্ণ হাড় ॥
দেব দৈত্য জিনিয়া বেড়াস্ যেন সর্প।
তেঁই সে কারণ তোর বাড়িয়াছে দর্প ॥
অর্জ্জুন রাজার কাছে কর অহঙ্কার।
মানুষ হইয়া তিনি দেব-অবতার ॥

---

(১) দীঘল—লম্বা। (২) কাতে-কাতে—হেলে,বেঁকে অথবা সারি সারি। (৩) তুড়ি—চুটকি ; অঙ্গুষ্ঠের সহিত মধ্যমা অথবা তর্জ্জনীর সংযোগে শব্দ করা। (৪) নিষ্ঠাবার্ত্তা—সঠিক সংবাদ। (৫) কল—শব্দ।

জন্মিলি রাক্ষস-কুলে নানা মায়া-ধর।
হের দেখ রাজা মম মায়ার সাগর ॥
আকাশে থাকিয়া যুঝে কভু নাহি দেখি।
মেঘরূপে জল বর্ষে উড়িলে সে পাখী ॥
সরলে সরল তিনি, বাঁকা প্রতি বাঁকা।
পড়িলে তাঁহার ঠাঁই তবে যায় দেখা ॥
অর্জ্জুনেরে না পারিবি, এলি মরিবারে।
প্রাণরক্ষা কর গিয়া, ঝাট যাহ ঘরে ॥
আমার সমরে যদি পাইস্ অব্যাহতি।
তবে গিয়া ঘাঁটাইস্ অর্জ্জুন নৃপতি ॥
কুপিল রাবণ রাজা মহা ভয়ঙ্কর।
রাক্ষস-মানুষে যুদ্ধ বাধিল বিস্তর ॥
শুক সারণ মারিচ রাক্ষস মহাবীর।
রাক্ষসের মায়া-রণে নর নহে স্থির ॥
রাক্ষসের সংগ্রামে মানুষ-সৈন্য নড়ে।
অর্জ্জুনের কাছে গিয়া দূত কহে রড়ে ॥
মারিয়া তোমার সৈন্য ফেলিল রাবণ।
অগ্নি হেন কোপে জ্বলে শুনিয়া অর্জ্জুন ॥
যুঝিবারে অর্জ্জুন চলিল মহাবীর।
ভয়ে রাজ-নিতম্বিনী (১) কেহ নহে স্থির ॥
স্ত্রীলোকের কলরব উঠিল গভীর।
সবাকে অভয়দানে রাজা করে স্থির ॥
পাত্রসহ অন্তঃপুরে স্ত্রীগণ পাঠায়।
স্বর্ণ গদা হাতে করি যুদ্ধক্ষেত্রে ধায় ॥
গভীর গর্জ্জনে আইসে পর্ব্বত-আকার।
গদা হাতে রাক্ষসেরে করে মার মার ॥
দুর্জ্জয় শরীর রাজা অতি ভয়ঙ্কর।
তিন শত যোজন জুড়িয়া পরিসর ॥
ছয় শত যোজন শরীর দীর্ঘতর।
সহস্র হস্তেতে ধরে সহস্র ভূধর ॥
দেখিয়া কুপিল সে প্রহস্ত মহাবল।
অর্জ্জুনের শিরে মারে লোহার মুষল ॥
পড়িল মুষল যেন ঝঞ্চনা চিকুর (২)।
অর্জ্জুনের গদায় ঠেকিয়া হৈল চূর ॥
অর্জ্জুন সহস্র হাতে গদা এক চাপে।
প্রহস্তের মাথায় মারিল মহাকোপে ॥
মোহ গেল প্রহস্ত সে অত্যন্ত কাতর।
দেখিয়া কাতর তারে রোষে লঙ্কেশ্বর ॥
কুড়ি হাতে অস্ত্র ফেলে রাক্ষস রাবণ।
সহস্র হস্তেতে লোফে অর্জ্জুন রাজন্ ॥
দুই গিরি ঠেকাঠেকি শুনি ঠন্‌ঠনি।
ত্রিভুবনে জল স্থল কম্পিত মেদিনী ॥
উভয় হস্তীর যুদ্ধ দন্তে হানাহানি।
দুই সূর্য্য যুদ্ধ করে মনে হেন মানি ॥
বনে দুই সিংহ যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
দুই বীর রণে তেন করে সিংহনাদ ॥
উভয়ে বরিষে বাণ দোঁহে ধনুর্দ্ধর।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধিয়া করিল জরজর ॥
কেহ কারে নাহি পারে তুল্য দুই জন।
দেবতা অসুরে যেন পূর্ব্বে হৈল রণ ॥
রাবণ মুষলাঘাত করিল নিষ্ঠুর।
অর্জ্জুনের বুকেতে ঠেকিয়া হৈল চুর ॥
ধরিল দুর্জ্জয় গদা অর্জ্জুন নৃপতি।
রাবণের বুকেতে মারিল শীঘ্রগতি ॥
মোহ গেল রাবণ সে গদার আঘাতে ॥
এড়িয়া ধনুক-বাণ লাগিল কাঁপিতে ॥
লাফ দিয়া অর্জ্জুন ধরিল লঙ্কেশ্বরে।
গরুড় ধরিয়া যেন নিল অজগরে ॥
ধরিয়া সহস্র হাতে থুইল কল-তলি।
পাতালে যেমন হরি বান্ধিলেন বলি (৩) ॥

(১) রাজ-নিতম্বিনী—রাজার স্ত্রী। (২) চিকুর—বিদ্যুৎ। (৩) বলি—প্রহ্লাদের পৌত্র ও

বান্ধিল সহস্র হস্তে তার কুড়ি হাত।
রাবণ ভাবিছে, একি হইল উৎপাত ॥
সাধু সাধু আকাশে ডাকিছে দেবগণ।
অৰ্জ্জুন উপরে করে পুষ্প বরিষণ ॥
হস্তী মারি সিংহ যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
মৃগ মারি ব্যাধ যেন পাসরে বিষাদ (১) ॥
নানা অস্ত্র রাক্ষস ফেলিল চারিভিতে।
রাক্ষসের অস্ত্র সব রাজা লোফে হাতে ॥
কত হাতে ধরিয়াছে দুষ্ট দশাননে।
কত হাতে খেদাড়ে (২) সে নিশাচরগণে ॥
মারীচ খর দূষণ প্রহস্ত মহাবল।
অৰ্জ্জুনেরে স্তুতি করে রাক্ষস সকল ॥
রাক্ষসের স্তুতিতে অৰ্জ্জুন রাজা হাসে।
কক্ষে রাবণেরে চাপি চলিল আবাসে ॥
রাবণে লইয়া রাজা পদব্রজে যায়।
রাবণের দুর্দ্দশা দেখিতে সবে পায় ॥
অৰ্জ্জুনেরে ডাক দিয়া বলে দেবগণে।
চিরকাল বন্দী করি রাখহ রাবণে ॥
অৰ্জ্জুনেরে দেবগণ করেন বাখান।
তোমার প্রসাদে আজি পাইলাম ত্রাণ ॥
কুতূহলে দেবগণ করে হুলাহুলি (৩)।
রাবণেরে ল'য়ে পুরে সান্ধাইল (৪) বলী ॥
বন্দিশালে নিয়ে ফেলে মড়ার আকার।
রাবণের টুটিল যে সব অহঙ্কার ॥
কুড়ি হাতে ফুঁড়িলেন তার দশ গলা।
দৃঢ় বান্ধিলেন দিয়া লোহার শৃঙ্খলা (৫) ॥
বন্ধনের টানে দুষ্ট হইল কাতর।
বুকেতে তুলিয়া দিল দারুণ পাথর ॥
পাথর তুলিয়া দিল সত্তরি যোজন।
পাশ উলটিতে নারে দুরন্ত রাবণ ॥
রাবণেরে বন্ধ করি রাখি কারাগারে।
অৰ্জ্জুন সানন্দ চিত্তে গেল অন্তঃপুরে ॥
রাণীগণ হৃষ্টচিত্তে করিল আরতি।
মনঃসুখে কেলি করে অৰ্জ্জুন নৃপতি ॥
অৰ্জ্জুনের নামে হয় পাপ-বিমোচন।
অৰ্জ্জুনের নামে পাই হারাইলে ধন ॥
বিষ্ণু-অবতার রাজা বলে মহাবলী।
কৃত্তিবাস রচে অৰ্জ্জুনের জলকেলি (৬) ॥

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহিত রাবণের সখ্য-স্থাপন।

অৰ্জ্জুন করিল বন্দী রাজা দশাননে।
ঘরে ঘরে বার্ত্তা কহে যত দেবগণে ॥
পুলস্ত্য সে মহামুনি স্বর্গলোকে বৈসে।
শুনিয়া নাতির বার্ত্তা মর্ত্ত্যলোকে আইসে ॥
দশ দিক আলো করে মুনির কিরণ।
অৰ্জ্জুনের ঘরে আসি দিলা দরশন ॥

বিরোচনের পুত্র। বলি অশ্বমেধ যজ্ঞকালে প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হন। এজন্য ভগবান হরি বামন রূপ ধারণ করিয়া বলির নিকট ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি প্রার্থনা করেন। বলি স্বীকার করিলে ভগবান দুই পদে বলি অধিকৃত সমস্ত স্থান ব্যাপৃত করিয়া ফেলিলেন। তৃতীয় পাদের স্থান নাই এবং বলি তাহা দিতে অসমর্থ জানিয়া ভগবানের আদেশে গরুড় বরুণ পাশে বলিকে বন্ধন করেন। এই সময়ে বলির জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া যায়। তখন বলি ভগবানের তৃতীয় চরণ রক্ষার জন্য মাথা পাতিয়া দেন। ইহা দেখিয়া ভগবান সন্তুষ্ট হইয়া বলিকে পাতাল প্রদেশস্থ 'সুতল' নামক স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন —ভাগবত।

(১) মৃগ বধের আনন্দে ব্যাধ শিকার-শ্রম ভুলিয়া যায়। (২) খেদাড়ে—তাড়ায়। (৩) হুলাহুলি—আনন্দধ্বনি। (৪) সান্ধাইল—প্রবেশ করিল। (৫) শৃঙ্খলা—শিকল। (৬) জলকেলি—জল-বিহার।

পাত্র-মিত্র সহ রাজা আইল সত্বরে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া সে মুনির পূজা করে॥
সহস্র হস্তেতে পঞ্চ-শত পুটাঞ্জলি (১)।
ভূমে পড়ি নতি করে রাজা কুতূহলী॥
ছাড়িয়া অমরাবতী কেন আগমন।
কি আছে আমার কাছে প্রভু প্রয়োজন॥
আজি হৈতে বংশ মোর হইল নির্ম্মল।
আজি হৈতে রাজ্য মোর হইল উজ্জ্বল (২)॥
দেবগণ বন্দে সদা যাঁহার চরণ।
আমার আলয়ে আজি তাঁর আগমন॥
পুত্র পৌত্র আছে প্রভু, তোমা বিদ্যমান।
কি কার্য্য করিব, মুনি, কর সংবিধান (৩)॥
মুনি বলে, বৎস, তব সফল জীবন।
তোমার সদৃশ প্রিয় আছে কোন্ জন॥
ঘুষিবে তোমার যশ এ তিন ভুবনে।
আমার গৌরব রাখ ছাড়িয়া রাবণে॥
রাবণ আমার হয় সম্বন্ধেতে নাতি।
নাতি দান দিলে তবে পাই অব্যাহতি (৪)॥
রাখিয়াছ বন্দী করি শুনি বন্দিশালে।
হস্তপদ বদ্ধ নাকি লোহার শিকলে॥
আমার গৌরব রাখ, করহ সম্মান।
তাহারে করিয়া ক্ষমা, দেহ নাতি দান॥
এতেক শুনিয়া রাজা মুনির বচন।
পাত্রেরে বলিল, ঝাট আনহ রাবণ॥
দুই পাত্র কারাগারে গেল দিয়া রড় (৫)।
খসাইল রাবণের গলার নিগড় (৬)॥
কুড়ি হাত রাবণের বদ্ধ জোড়ে জোড়ে।
রাজার আজ্ঞায় সে সমস্ত বদ্ধ কাড়ে (৭)॥

খসাইল পায়ের দাঁড়াকু (৮) দৃঢ়তর।
ঘুচাইল রাবণের বুকের পাথর॥
কুড়ি হাত জুড়িয়া বাঁধিয়াছিল চামে।
করিল বন্ধন মুক্ত সে সকল ক্রমে॥
রাবণে আনিয়া দিল মুনি-বিদ্যমানে।
মাথা তুলি না চাহে রাবণ অপমানে॥
স্নান করাইয়া পরাইল দিব্য বাস।
দিব্য অলঙ্কার দিল মাণিক-প্রকাশ॥
সুগন্ধি চন্দন পুষ্প দিল বিভূষণ।
পুলস্ত্য মুনির করে করে সমর্পণ॥
মুনির বচনে তথা ধর্ম্ম-অগ্নি জ্বালি।
অর্জ্জুন রাবণ সনে করেন মিতালি॥
পুলস্ত্য গেলেন স্বর্গে, দশানন লঙ্কা।
মুনির প্রসাদে দূরে গেল তার শঙ্কা॥
অগস্ত্য বলেন, পুনঃ শুন রঘুবর।
অর্জ্জুনের পিতা তপ করিল বিস্তর॥
আপনি দিলেন বর তাঁরে নারায়ণ।
অর্জ্জুন-স্বরূপ আমি তোমার নন্দন॥
তোমার অর্জ্জুন যে সহস্র হাত ধরে।
হেন অর্জ্জুনেরে কেহ জিনিতে না পারে॥
বলাবল নাহি তথা, নাহি ডাকা চুরি।
রাজ্যেতে কোটাল নাহি আপনি প্রহরী॥
হারাইলে ধন পায় অর্জ্জুন-স্মরণে।
চন্দ্রবংশে রাজা নাই সম তাঁর গুণে॥
চরাচরে মহাবীর বিষ্ণু-অংশধর।
সে অর্জ্জুন রাজারে মারেন ভৃগুবর (৯)॥
অনিত্য শরীর নিত্য বলি মান বৃথা।
অর্জ্জুনের এই দশা, অন্যে কিবা কথা॥

---

(১) পুটাঞ্জলি—যোড়কর। (২) উজ্জ্বল—(এখানে) পবিত্র। (৩) সংবিধান—আদেশ। (৪) অব্যাহতি—নিস্তার (৫) রড়—দৌড়; ছুট। (৬) নিগড়—শিকল। (৭) বদ্ধ কাড়ে—বাঁধন কাটিয়া দেয়। (৮) দাঁড়াকু—বেড়ি। (৯) ভৃগুবর—পরশুরাম।

অর্জ্জুনের কীর্ত্তিগানে পূরিত সংসার।
কৃত্তিবাস রচিল অর্জ্জুন অবতার ॥

বালির সহিত রাবণের যুদ্ধ।

শুনিয়া মুনির বাক্য রামের উল্লাস।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ ॥
সেথা হৈতে আর কোথা গেল দশানন।
কহ কহ শুনি প্রভু অপূর্ব্ব কথন ॥
মুনি বলে, সদা দুষ্ট যুদ্ধ চিন্তা করে।
বালির নিকটে গেল কিষ্কিন্ধ্যা নগরে ॥
ভুবন জিনিয়া ভ্রমে নাহি অবসাদ (১)।
বালির দুয়ারে গিয়া ছাড়ে সিংহনাদ ॥
বালির দুয়ারে দেখে অনেক বানর।
আপনার পরিচয় কহে লঙ্কেশ্বর ॥
লঙ্কার রাবণ আমি দশমুণ্ড ধরি।
বাঞ্ছা করি বালির সহিত যুদ্ধ করি ॥
বলিল বানরগণ ওরে দুরাচার।
এমন বচন মুখে না আনিস্ আর ॥
হইলে বালির সনে তোর দরশন।
দশমুণ্ড খণ্ড করি বধিবে জীবন ॥
যে বীর করিয়া দর্প যুদ্ধ চাহে আসি।
হেথা দেখ তা সবার হাড় রাশি রাশি ॥
সন্ধ্যা করিতেছে বালি দক্ষিণ-সাগরে।
কিছুকাল থাক যদি, যাবি যম-ঘরে ॥
মহাপরাক্রম বালি খ্যাত ত্রিভুবনে।
তৃণ-জ্ঞান নাহি করে সহস্র রাবণে ॥
বালির বিক্রম-কথা শুন নিশাচর।
দুর্জ্জয় শরীর বালি, বলের সাগর ॥
প্রভাতে উঠিয়া বালি অরুণ-উদয়।
চারি সাগরেতে সন্ধ্যা করে মহাশয় ॥
আকাশে উপাড়ি ফেলে পর্ব্বত-শিখর।
পুনঃ হাত পাসরিয়া লুফে সে সত্বর ॥
সপ্ত-দ্বীপ ভ্রমে বালি এক নিমেষেতে।
কি কব অন্যেরে বায়ু না পারে ছুঁইতে ॥
অমর হয়েছ, কেন কর অহঙ্কার।
পড়িলে বালির হাতে যাবে যমাগার ॥
কুপিল রাবণ রাজা দুয়ারীর পরে।
উত্তরিল শীঘ্র গিয়া দক্ষিণ-সাগরে ॥
সুমেরু পর্ব্বত হেন সাগরের কূলে।
সূর্য্যের কিরণ যেন রাঙ্গা মুখে জ্বলে ॥
সপ্তরি যোজন দেহ উভেতে দীঘল।
উভ লেজ স্পর্শ করে গগনমণ্ডল ॥
দূরে থাকি রাবণ নেহালে আছে বালি।
সজারুর দৃষ্টে যেন সিংহ মহাবলী ॥
নিঃশব্দে বালির কাছে চলিল রাবণ।
সিংহের নিকটে যায় শৃগাল যেমন ॥
অকস্মাৎ বালি রাজা মেলিল নয়ন।
দেখিল নিকটে আসে দুষ্ট দশানন ॥
মনে মনে হাসিল বুঝিয়া অভিপ্রায়।
আসিতেছে আশা করি জিনিবে আমায় ॥
বালি বলে, দশানন, মরিবি নিশ্চয়।
মরিবার আশে এস প্রাণে নাহি ভয় ॥
ব্রহ্মার বরেতে হইয়াছে অহঙ্কার।
আজি যে রাবণ তোরে করিব সংহার ॥
কেমনে ফিরিয়া যাবি ঘরে আপনার।
পড়িলি আমার হাতে রক্ষা নাহি আর ॥
মারিতে আইসে যেই তাঁরে আমি মারি।
যে জন সমর চাহে সেই জন অরি ॥

---

(১) অবসাদ—শ্রান্তি।

আমায় জিনিতে আইস মরিবার আশে।
হেন সাধ কর বেটা, পুনঃ যাবি দেশে ॥
নির্জ্জীব (১) করিব আজি পাপী লঙ্কেশ্বরে।
লেজে বান্ধি ডুবাইব চারিটা সাগরে ॥
লেজেতে বান্ধিব আজি দুষ্ট দশাননে।
কৌতুক দেখুক আজি এ তিন ভুবনে ॥
সর্প-দরশনে যেন বিনতা-নন্দন (২)।
রাবণেরে দেখে বালি করিল গর্জ্জন ॥
পাছু দিয়া দশানন ধরিল কাঁকালি।
লেজে বান্ধি রাবণে গগনে উঠে বালি।
দশ মুণ্ড কুড়ি হাত করে নড়বড়।
ভুজঙ্গ ধরিয়া যেন গরুড়ের রড় ॥
ফাঁফর রাক্ষসগণ চায় চারিভিতে।
মেঘ যেন ধেয়ে যায় সূর্য্য আচ্ছাদিতে ॥
অতি শীঘ্র ধায় বালি পবনের বেগে।
রাক্ষস না পায় লাগ, অবসাদে ভাগে (৩) ॥
পূর্ব্বদিকে সাগর যোজন চারি শত।
তথা গিয়া সন্ধ্যা করে বালি শাস্ত্রমত ॥
সেই স্থানে সন্ধ্যা করি উঠিল আকাশে।
লেজেতে রাবণ নড়ে, সর্ব্বলোকে হাসে ॥
লেজের বন্ধন হেতু রাবণ মূর্চ্ছিত।
ঝলকে ঝলকে মুখে উঠিল শোণিত ॥
লেজের সহিত তারে থুয়ে কক্ষতলি।
উত্তর-সাগরে সন্ধ্যা করে রাজা বালি ॥
তথায় করিয়া সন্ধ্যা উঠিল গগনে।
লেজে-বান্ধা রাবণেরে দেখে সর্ব্বজনে ॥
রাবণের দুর্গতিতে সবে হাস্ত করে।
পশ্চিম-সাগরে বালি গেল তার পরে ॥
ডুবায় বান্ধিয়া লেজে বালি লঙ্কেশ্বরে।
এত জল খাইল যে পেটে নাহি ধরে ॥
আকট-বিকট (৪) করে পড়িয়া তরাসে।
রাবণ জলের মধ্যে বালি ত আকাশে ॥
চারি সাগরেতে সন্ধ্যা ক'রে মন্ত্র পড়ে।
রাবণে লইয়া বালি কিষ্কিন্ধায় নড়ে ॥
দেশে গিয়া বালি রাজা রাবণেরে এড়ে (৫)।
বালি বলে, কোথা হতে আইলে এধারে ॥
রাবণ বলিছে আমি বীরকে পরখি (৬)।
তোমা হেন বীর আমি কোথাও না দেখি ॥
অর্জ্জুন বরুণ বায়ু তুমি যে বানর।
চারিজনে দেখিলাম একই সোসর ॥
দেখাইলা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অন্ত।
তোমায় আমায় সিংহ-শৃগাল-বৃত্তান্ত (৭) ॥
আমা হেন বীর তুমি বান্ধিলে লেজুড়ে।
চারি সাগরের সন্ধ্যা ধ্যান নাহি নড়ে ॥
বলে টুটা পাই যদি আছাড়িয়া মারি।
আমা হৈতে অধিক পাইলে মিতা করি ॥
আজি হৈতে তুমি মোর ভাই সহোদর।
মোর লঙ্কা তোমার সে ভাগের ভিতর ॥
উভয়ে মিতালি করে অগ্নি সাক্ষী করি।
উভয় হইল সুখী উভয় উপরি ॥
শ্রীরাম! সে দুই বীর পড়ে তব বাণে।
যে জানে তোমার তত্ত্ব সেই সব জানে ॥

(১) নির্জ্জীব—মৃত। (২) বিনতা-নন্দন—গরুড়। (৩) অবসাদে ভাগে—রণক্লান্ত হইয়া পলায়ন করে। (৪) আকট-বিকট—হাঁস ফাঁস করা। ছট্ ফট্ করা। (৫) এড়ে—ছাড়িয়া দেয়। (৬) পরখি—পরখ করি; পরীক্ষা করি। (৭) সিংহ-শৃগাল-বৃত্তান্ত—সিংহ ও শৃগালের বিবরণ। অর্থাৎ সিংহের নিকট শৃগালের মত—বালির নিকট রাবণের স্থান; বালি বিক্রমে সিংহের ন্যায়, রাবণ বালির তুলনায় শৃগালবৎ অর্থাৎ অতি তুচ্ছ।

শুনিয়া মুনির কথা শ্রীরামের হাস।
গাইল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥

যমের সহিত রাবণের যুদ্ধ

কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ।
আর কিছু কহ ত পুরান ইতিহাস ॥
সেখানে ছাড়িয়া কোথা গেল সে রাবণ।
কহ কহ শুনি মুনি অপূর্ব্ব কথন ॥
মুনি বলে, যুদ্ধ চাহি বেড়ায় রাবণ।
নারদের সনে পথে হৈল দরশন ॥
নারদেরে প্রণাম করিল দশানন।
আশীর্ব্বাদ করিয়া কহেন তপোধন ॥
রাবণ ব্রহ্মার বর পাইলা বহু তপে।
দেব দৈত্য স্থির নহে তোমার প্রতাপে ॥
রোগে শোকে লোক সব জরায় পীড়িত।
কেহ হাসে, কেহ কান্দে, কেহ আনন্দিত ॥
অবশ্য মরণ-পথ কেহ নাহি দেখি।
বন্ধু বান্ধবের শোকে সর্ব্বলোকে দুঃখী ॥
যম-মুখে পড়িয়াছে সকল সংসার।
যমেরে এড়িয়া অন্যে মার কি আচার ॥
তোমার সংগ্রামে যম পাবে পরাজয়।
যমেরে মারিয়া লোকে করহ নির্ভয় ॥
বিষ্ণু দৈত্য মারি লোকে করিলেন সুখী।
লোকের হিতার্থে সর্প খায় গরুড় পাখী ॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর জিনিলে ভুবন।
তোমার বাণেতে স্থির নহে দেবগণ ॥
যমেরে মারিয়া নাশ' (১) লোকের তরাস।
যম হেতু লোক মরে, লোকে উপহাস ॥
যমেরে মারিয়া বীর কর উপকার।
চিরকাল তব কীর্ত্তি ঘুষিবে সংসার ॥
রাখ এই উপরোধ কি কহিব আর।
রাবণ তাহার কথা করিল স্বীকার ॥
শুনিয়া মুনির কথা কহিছে রাবণ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিব ত্রিভুবন ॥
প্রথমে জিনিব মর্ত্ত্য তৎপরে পাতাল।
তবে সে জিনিব গিয়া অষ্ট লোকপাল ॥
ছোট জিনে বড় জিনি এই পরিপাটী। (২)।
বড় জিনে ছোট জিনি পৌরুষে যে ঘাটী (৩)॥
মুনি বলে, যমে যদি না কর দমন।
তবে ত রহিবে সর্ব্বলোকের মরণ ॥
কুড়ি পাটি দশনে সে দশমুখে হাসে।
চতুর্দ্দিকে কেয়া যেন ফুটে ভাদ্র মাসে ॥
ভুবন জিনিব আমি কৌতুকের তরে।
তোমার আজ্ঞায় যাব যমে জিনিবারে ॥
মুনির বচনে যায় রাবণ দক্ষিণে।
সে গেলে নারদ-মুনি ভাবে মনে মনে ॥
হেন জন নাহি যে যমের নাহি বশ।
যমেরে জিনিতে যায় বড়ই সাহস ॥
যত প্রাণী আছে, যম সবার ঈশ্বর।
ভুবন-বৃত্তান্ত যত তাহার গোচর ॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর দুর্জ্জয় রাবণ।
শমনের সহ যুদ্ধে জিনে কোন্ জন ॥
উভয়ের কে জিনিবে জানিতে না পারি।
নারদ দেখিতে যুদ্ধ চলে যমপুরী ॥

---

(১) নাশ'—নাশ কর। (২) পরিপাটী—রীতি। (৩) ঘাটী—কম; ন্যূন।

অবিবাদে বিসংবাদ ঘটায় নারদ (১)।
নারদ যাহাতে যায় ঘটায় আপদ ॥
হইলে শনির দৃষ্টি পুড়ে সর্ব্বলোকে।
রাবণে ঠেকায়ে গেল যমের সম্মুখে ॥
না যাইতে রাবণ মুনির আগুসার (২)।
যেখানে করেন যম ধর্ম্মের বিচার ॥
নারদে দেখিয়া যম উঠিয়া সম্ভ্রমে।
জিজ্ঞাসেন প্রণাম করিয়া ভক্তি-ক্রমে (৩)॥
ত্রিদিব ছাড়িয়া কেন হেথা আগমন।
আমার নিকটে তব কোন্ প্রয়োজন ॥
নারদ বলেন, যম, ছিলা নিরুদ্বেগে।
তোমা সহ যুঝিতে রাবণ আসে বেগে ॥
দণ্ড হস্তে সমর করিও দণ্ডধর।
দেখিবারে আইলাম দোঁহার সমর।
নারদের বাক্যে যম চাহে বহু দূর।
রাক্ষস-কটক-চাপ দেখিল প্রচুর ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ।
দশানন যমলোকে প্রবেশে তখন ॥

রাবণের যমলোক পরিদর্শন।

চড়িয়া পুষ্পক-রথে আইসে রাবণ।
বহু সৈন্য সাজাইল যমের ভুবন ॥
আগে থানা সাজাইল তার পূর্ব্বদ্বার।
দেখে তথা সর্ব্বলোকে ধর্ম্ম-অবতার ॥
দেব পিতৃভক্ত সত্যবাদী যেই জন।
তাহার সম্পদ্ দেখি বিস্মিত রাবণ ॥
গোদান করিয়া যেই তুষেছে ব্রাহ্মণ।
ঘৃত-দুগ্ধে দেখি তার অপূর্ব্ব ভোজন ॥
দুঃখীকে দেখিয়া যে করয়ে অন্নদান।
সুবর্ণের থালেতে সে করে সুধাপান ॥
বস্ত্রহীনে বস্ত্র দেয় পিপাসায় জল।
রাবণ তাহার দেখে সম্পদ্ সকল ॥
ব্রাহ্মণেরে ভূমিদান করে যেই জন।
যমপুরে দেখে তারে রাজ্যের ভাজন ॥
অন্যকে তুষিল যে বলিয়া প্রিয়বাণী।
তার সুখ দেখিয়া রাবণ অভিমানী ॥
যে করে-অতিথি সেবা দিয়া বাসা-ঘর।
সোনার আবাস তার দেখে লঙ্কেশ্বর ॥
স্বর্ণ দান করিয়া যে তুষেছে ব্রাহ্মণ।
স্বর্ণখাটে শুয়ে আছে, দেখিল রাবণ ॥
ব্রাহ্মণের সেবা যে করেছে একমনে।
তাহার সম্পদ্ দেখি রাবণ বাখানে ॥
যে উত্তম পাত্রে করিয়াছে কন্যাদান।
সবা হইতে দেখে রাবণ তাহার সম্মান ॥
যে বিষ্ণু কীর্ত্তন করিয়াছে নিরন্তর।
তাঁহার সম্পদ্ দেখি হৃষ্ট লঙ্কেশ্বর ॥
চতুর্ভুজ যম তারে করিয়া স্তবন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তারে দিলেন আসন ॥
বৈকুণ্ঠে না যায় সেই যায় স্বর্গবাস।
দিব্য দেহ ধরি তারে দিলেন প্রকাশ ॥
চতুর্ভুজ-রূপে তারে সম্ভাষ করিল।
নানাবিধ সমাদরে তাহারে তুষিল ॥
সে লোক পুণ্যের তেজে এত সুখ করে।
আপনা ভাবিয়া দশানন পুড়ে মরে ॥

---

(১) নারদ অত্যন্তকলহ প্রিয় ছিলেন। যেখানে কোনো ঝগড়া বিবাদ নাই, সেইখানে ঝগড়া বাধাইয়া আমোদ উপভোগ করা তাঁহার স্বভাব ছিল। (২) মুনির আগুসার—মুনির অগ্রগমন; অর্থাৎ রাবণ যাইতে না যাইতে মুনি তথায় পৌঁছিলেন। (৩) ভক্তি-ক্রমে—ভক্তির সহিত।

দেখিয়া লোকের সুখ হৃষ্ট লঙ্কেশ্বর।
পূর্ব্ব-দ্বার এড়ি গেল পশ্চিম দুয়ার ॥
বহু তপ পুণ্য করিয়াছে যেই জন।
তাহার সম্পদ্ দেখি হরিষ রাবণ ॥
রাবণ উত্তর-দ্বারে করিল গমন।
তথা পুণ্যবান্ লোক করে দরশন ॥
আগম পুরাণ শুনিয়াছে যেই রাজা।
পুত্র হেন পালিয়াছে যেবা নিজ প্রজা ॥
পরহিংসা পরদার না করে যে জন।
মহা-মহৈশ্বর্য্য তার দেখিল রাবণ ॥
পূর্ব্ব আর পশ্চিম দুয়ার যে উত্তর।
তিন দ্বারে ধার্ম্মিক সে দেখিল বিস্তর ॥
যমের দক্ষিণ দ্বার ঘোর অন্ধকার।
রাত্রি দিন নাহি তথা সব একাকার ॥
যত যত পাপি-লোক সেই দ্বারে থাকে।
একত্র থাকিয়া কেহ কারে নাহি দেখে ॥
চৌরাশী সহস্র কুণ্ড দক্ষিণ দুয়ারে।
নরকে ডুবায়ে সব যমদূতে মারে ॥
যমের প্রহারে লোক হয়েছে কাতর।
কলরব শুনি তথা গেল লঙ্কেশ্বর ॥
প্রবেশিল দক্ষিণ দ্বারেতে দশানন।
প্রথম প্রহারে তথা দেখিছে তখন ॥
যত যত পাপ করিয়াছে যত জন।
যমদূতে প্রহারিছে যাহার যেমন ॥
পরনারী হরিয়াছে যেই দুষ্ট জন।
ডুবিতেছে কুম্ভীপাক (১) নরকে সে জন ॥
সুতপ্ত তৈলের কুণ্ড অগ্নির উথাল (২)।
তাহাতে ধরিয়া ফেলে, যায় গাত্র-ছাল (৩) ॥
অসৎসংসর্গ করে, যে হয়ে ব্রাহ্মণী।
তার প্রহারের কথা শুনহ কাহিনী ॥
লোহার ডাঙ্গস দূত মারে গোটা গোটা।
রুষিয়া ডাঙ্গস মারে, যাহে লৌহ-কাঁটা ॥
সর্ব্বাঙ্গ ছেদনে তার মাংস পচে' যায়।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ পোকা পচা মাংস খায় ॥
হাতে গলে বান্ধে তার দিয়া চর্ম্ম-দড়ি।
মাথার উপরে তুলি মারে লৌহ-বাড়ি ॥
মস্তক ফাটিয়া যায়, রক্ত পড়ে ধারে।
'পরিত্রাহি' ডাকে তারা দারুণ প্রহারে ॥
গদাঘাতে মাথা চিরে রক্ত পড়ে স্রোতে।
বিষম প্রহার তারে করে যমদূতে ॥
নরকে ধরিয়া ফেলে পাপী সকলেরে।
বিষ্ঠা খেয়ে পাপী লোক ফাঁফরিয়া (৪) মরে ॥
গৃধিনী শকুনি মাংস টানে চারিভিতে।
উপাড়ে সাঁড়াসি দিয়া চক্ষু যমদূতে ॥
হস্ত পদ নাসা কর্ণ নয়ন জিহ্বায়।
লোহার মুদ্গর মারে, অসহ্য সে দায় ॥
পাপ-পুণ্য-ভাগী হয় যে ইন্দ্রিয়গণ।
বিষম প্রহারে ভুঞ্জে যমের তাড়ন ॥
পর-নারী যেই জন করেছে হরণ।
তাহার উপরে শুন যমের তাড়ন ॥
লৌহময়ী এক নারী আনে যমদূতে।
অগ্নিমধ্যে তাহাকে তাতায় ভালমতে ॥
সেই লোহা অগ্নিসম জলন্ত ভীষণ।
বাধ্য করে পাপিগণে দিতে আলিঙ্গন ॥
গাত্র-মাংস জলে, পরিত্রাহি ডাকে পাপী।
তাহা দেখি রাবণ হইল অতি তাপী ॥

---

(১) কুম্ভীপাক—নরকবিশেষ, এখানে পাপীকে তপ্ত তৈলে ভাজা বা পাক করা হয়। (২) উথাল—শিখা। (৩) গাত্র-ছাল—গায়ের চামড়া। (৪) ফাঁফরিয়া—ফাঁফর হইয়া; অতিশয় কাতর হইয়া।

পরিত্রাহি ডাকে পাপী সকরুণ স্বরে।
জ্বালায় জ্বালায় পাপী ধড়ফড় করে॥
পরদার হরিয়াছে রাবণ বিস্তর।
বিষম প্রহার দেখি আকুল অন্তর॥
পরস্ত্রী দর্শন যেই করে এক চিতে।
দুই চক্ষু তাহার উপাড়ে যমদূতে॥
বিষম যমের দূত করিছে তাড়না।
হরিলে পরের নারী এতেক যন্ত্রণা॥
যেই দুষ্ট জন করে পর-স্ত্রী হরণ।
চিরকালাবধি ভোগে নরক সে জন॥
তাহাতে সন্ততি হয়, বাড়ে পরিবার।
কোটিকল্পে না হয় সে নরকে উদ্ধার॥
তথাপি নরের মনে নাহি জ্ঞানোদয়।
পরধন পরদারে সদা মন রয়॥
শরণ লইলে তার, যে হরে পরাণ।
করাতে চিরিয়া তারে করে খান খান॥
নিদারুণ পিপাসায় তালু তার শোষে।
পানীয় চাহিলে যমদূত মারে রোষে॥
ব্রাহ্মণ দেবের বস্তু হরে যেই জন।
তার প্রহারের কথা করি নিবেদন॥
হস্ত পদ বান্ধে তার দিয়া চর্ম্ম-দড়ি।
মাথার উপরে মারে ডাঙ্গসের বাড়ি॥
বুকে শূল মারে, কেহ চক্ষু টানি ধরে।
পরিত্রাহি ডাকে পাপী দারুণ-প্রহারে॥
দেবতা স্থাপিয়া যেবা না করে পূজন।
তাহার উপরে শুন যমের তাড়ন॥
হাত পা বান্ধিয়া ফেলে দিয়া চাম-দড়ি।
তাহার উপরে মারে দোহাতিয়া বাড়ি॥
ঘাড়ে মুড়ে বান্ধি ফেলে অগ্নির ভিতর।
বিষম প্রহার ভুঞ্জে সহস্র বৎসর॥
পরধন যেই জন করে ডাকা-চুরি।
ক্ষুরধারে কাটে তারে খণ্ড খণ্ড করি॥
পরহিংসা পরদ্বেষ করেছে যে জন।
তার প্রহারের কথা অকথ্য কথন॥
মিথ্যা শাপ দেয়, আর বলে মিথ্যা বাণী।
তার প্রহারের কত কহিব কাহিনী॥
প্রতপ্ত সাঁড়াসি দিয়া জিহ্বা লয় কাড়ি।
মাথার উপরে মারে ডাঙ্গসের বাড়ি॥
যে হরে গচ্ছিত আর হরে প্রাপ্য-ধন।
নরকে ডুবায় তারে যমদূতগণ॥
ব্রাহ্মণেরে মন্দ বলে, মারে জ্যেষ্ঠ ভাই।
মুষলে তাহারে মারে কারো রক্ষা নাই॥
পরহিংসা করে, বলে অসত্য বচন।
বিষম তাহার হয় যমের তাড়ন॥
অপাত্রেতে কন্যা দেয় আর লয় কড়ি।
তাহার মাথায় দেয় মাংসের চুপড়ি॥
মাংস লহ লহ বলি সদা ডাক ছাড়ে।
মাংসের রসান (১) তার বুক ব'য়ে পড়ে॥
মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় যেই সভামধ্যে বসি।
তার জিহ্বা টানে দিয়া জলন্ত সাঁড়াসি॥
তার পূর্ব্বপুরুষেরা ভুঞ্জে সেই পাপ।
চিরকাল পাপ ভুঞ্জে পায় বড় তাপ॥
অতিথি পাইয়া যেই না করে জিজ্ঞাসা।
অপার দুর্গতি তার নরকেতে বাসা॥
একজন দান করে অন্যে হয় হাঁতা (২)।
তার বুকে দেয় যম জগদ্দল (৩) জাঁতা॥

---

(১) রসান রস। (২) হাঁতা—হন্তারক; বাধাদানকারী। (৩) জগদ্দল—জগৎ দলনকারী অর্থাৎ খুব গুরুভার।

সীমা হরে যে জন, পোড়ায় পর-ঘর।
বিষম প্রহার করে যমের কিঙ্কর॥
উভয়ের ন্যায়ে (১) যেই করে পক্ষপাত।
কুম্ভীপাকে ফেলে তারে করিয়া আঘাত॥
হারানে (২) জিনায় (৩) যেই হইয়া সাপক্ষ।
যমদূতে মারে তারে কহিতে অশক্য॥
চুরি ডাকা করে যে, না করে লোকহিত।
যমদূতে তাহারে প্রহারে বিপরীত॥
লোকপীড়া দিয়া যেই তুষেছে ঈশ্বর।
পায় সে কুক্কুর-জন্ম সহস্র বৎসর॥
লোক রক্ষা না করি যে রাজা করে নাশ।
হইয়া শৃগাল-জন্ম খায় মৃত-মাস॥
না চিন্তিয়া রাজ-হিত চিন্তে প্রজা-হিত।
বিষম প্রহার তার হয় সমুচিত॥
ব্রহ্মহত্যা সুরাপান করে যেই জন।
বিষম যাতনা ভোগ করে অনুক্ষণ॥
গুরুপত্নী-হরণেতে যত পাপ হয়।
তাহার উচিত দণ্ড শরীরে না সয়॥
মরণে মরণ নাহি দুঃখ মাত্র সার।
কর্ম্ম-ভোগে ভুঞ্জে লোক না দেখে নিস্তার॥
ব্রাহ্মণ হইয়া করে শূদ্রাণী গমন।
সে সবার পাপে হয় স্বধর্ম্মে পতন॥
চণ্ডাল-জনম হয় তার পাপাচারে।
সর্ব্বকর্ম্ম নষ্ট হয় দরশনে তারে॥
দেবকার্য্য পিতৃকার্য্য সব পণ্ড হয়।
শূদ্রাণী-সংসর্গী (৪) বিপ্র যেই নেহারয়॥
সেই পাপিজন সহ যে জন সম্ভাষে।
তার যত ধর্ম্ম লোপ হয় সেই দোষে॥
রাজা হ'য়ে প্রজা যেই না করে পালন।
পরলোকে নরক তাহার অখণ্ডন॥
পুত্র-পালনেতে যদি রাজা পালে প্রজা।
কোটিকল্প (৫) স্বর্গ-সুখ ভুঞ্জে সেই রাজা॥
অর্থের লোভেতে হয় দেবল (৬) ব্রাহ্মণ।
শুদ্ধমতি যে জন সে না করে পূজন॥
যেবা হরে দেবস্ব (৭) বা করে দুরাচার।
দেবলিয়া ব্রাহ্মণের নাহিক নিস্তার॥
হাতে করি ঘৃত দেয় নৈবেদ্য উপরে।
সেই ঘৃত উঠে তার নখের ভিতরে॥
সে ঘৃত অন্নের তাপে উনাইয়া (৮) পড়ে।
অন্ন সহ ঘৃত যায় শরীর ভিতরে॥
শাস্ত্রে আছে সঘৃত নৈবেদ্যে করে পূজা।
সে পাপে ব্রাহ্মণ হয় কালিঞ্জরের (৯) রাজা॥
এ সকল কথা শুনি হৈল চমৎকার।
দেবল ব্রাহ্মণের যে নাহিক নিস্তার॥
শূদ্র হয়ে যেই জন হরেছে ব্রাহ্মণী।
তাহার বিষম রোল বড় ডাক শুনি॥
দারুণ সাঁড়াসি দিয়া গাত্র-মাংস টানে।
ছিঁড়ে খায় গাত্র-মাংস সহস্র সঞ্চানে (১০)॥

---

(১) ন্যায়ে—বিচারে। (২) হারানে—পরাজিতকে। (৩) জিনায়—জয় লাভ করায়। (৪) শূদ্রাণী-সংসর্গী—যে শূদ্র-পত্নীর সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত। (৫) কোটিকল্প—ব্রহ্মার এক অহোরাত্র—অর্থাৎ ৪৩২০,০০০০০০ বৎসরের কোটিগুণ সময়—অর্থাৎ অনন্তকাল। (৬) দেবল—গাজুনে বামুন; যে ব্রাহ্মণে সর্ব্বজাতির পৌরহিত্য করে। (৭) দেবস্ব—দেব-সেবার জন্য প্রদত্ত অর্থ বা সম্পত্তি। (৮) উনাইয়া—গলিয়া বা চুয়াইয়া পড়া। (৯) কালিঞ্জর—বুঁদেলখণ্ডস্থ এক পর্ব্বত ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ। (১০) সঞ্চান—শ্যেন পাখী; শিকরে পাখী।

ডাঙ্গসের বাড়ি মারে, হয় খান খান।
কোটিকল্প পাপ ভুঞ্জে, নাহিক এড়ান ॥
যে জন করিয়া ঋণ না করে শোধন।
তার পিতৃ-লোকের যে যমের তাড়ন ॥
বিঘত-প্রমাণ পোকা পুরীষের কুণ্ডে।
তথির উপরি ফেলে ধরি তার মুণ্ডে ॥
প্রতপ্ত তৈলের কুণ্ডে অগ্নির উথাল।
তথির উপরে ফেলে, যায় গাত্র ছাল ॥
অগ্নি-মধ্যে সাঁড়াসি তাতায় ভালমতে।
তাহা দিয়া গাত্র-মাংস কাটে যম-দূতে ॥
ইত্যাদি অনেক ভোগ করে বহুবার।
ব্রহ্মস্ব (১) হরণ-পাপে নাহিক নিস্তার ॥
পর-হিংসা করে যেবা সুজনেরে নিন্দে।
চাম-দড়ি (২) দিয়া তারে যমদূতে বান্ধে ॥
গলায় বঁড়শী দিয়া করে টানাটানি।
খাণ্ডা দিয়া তাহার মাথায় হানাহানি ॥
ছোট কাঁটা দিয়া তারে বড় কাঁটায় লয়।
গলায় গলগণ্ড তার বড়ই সংশয় ॥
দেখিল রাবণ পুরুষের যে যন্ত্রণা।
ইহা হইতে বাইশ গুণ নারীর যাতনা ॥
ছোট করুক বড় করুক যত করে পাপ।
পাপানুসারেতে ভুঞ্জে শমনের তাপ ॥
পাপীর যাতনা দেখি দুঃখী দশানন।
কেমনে করিব মুক্ত ভাবে মনে-মন ॥

—

রাবণের নিকট যমের পরাজয়।

লোকের যাতনা ভাবি দশানন চিতে।
বন্দিমুক্ত করিল সে মারি যমদূতে ॥
শরাঘাতে রাবণ করিছে চুরমার।
যমদূত মারি করে বন্দীর উদ্ধার ॥
যত পাপ করে লোক ভুঞ্জিবে সে তারি।
পাপেতে বান্ধিয়া আনে গলে দিয়া দড়ি ॥
পাপের কারণে পাপী চক্ষে নাহি দেখে।
পাপ-দোষে আরবার পড়িল নরকে ॥
দশানন বলে, বন্দী করিনু উদ্ধার।
আরবার কেন তারে করিছ প্রহার ॥
দূত বলে, রাবণ, আমারে কেন গঞ্জে (৩)।
আপনার পাপ লোক আপনি সে ভুঞ্জে ॥
ইহলোকে রাবণ তুমি যত কর পাপ।
পরলোকে এমনি ভুঞ্জিবে পরিতাপ ॥
পরলোকে তব সনে হেথা হবে দেখা।
তখন তোমার সহ হবে লেখাজোখা (৪) ॥
কুপিল রাবণ রাজা দূতের বচনে।
সন্ধান পূরিয়া বাণ যমদূতে হানে ॥
যমের কিঙ্কর যত নানা অস্ত্র ধরে।
শেল জাঠি মুদ্গর ফেলিছে তদুপরে ॥
যমদূত সকল সহজে ভয়ঙ্কর।
রাবণের সনে যুদ্ধ করিল বিস্তর ॥
বড় বড় শালগাছ ফেলিছে পাথর।
ভাঙ্গিল রথের চাকা রাবণ ফাঁফর ॥
ব্রহ্মার বরেতে রথ অক্ষয় অব্যয়।
যত ভাঙ্গে তত হয়, নাহি অপচয় ॥

---

(১) ব্রহ্মস্ব—ব্রাহ্মণের অর্থ বা সম্পত্তি। (২) চাম-দড়ি—চামড়ার তৈরি দড়ি। (৩) গঞ্জে—গঞ্জনা দাও।
(৪) লেখাজোখা—পরিচয়।

নানা শিক্ষা জানে সেই ব্রহ্মার কারণ।
বিচক্ষণ শেলে (১) রাবণ করিছে তাড়ন ॥
তিতিল রাবণ-অঙ্গ আপন শোণিতে।
রাবণের গা বহিয়া রক্ত পড়ে স্রোতে ॥
যমের কিঙ্কর সব বড়ই চতুর।
রাবণের সনে রণ করিল প্রচুর ॥
নীল হরিতাল বাণ যমদূতে মারে।
মূর্চ্ছিত হইয়া রাবণ রথ হইতে পড়ে ॥
ছট্‌ফট্ করিতেছে বাণের জ্বালায়।
কুড়ি চক্ষু রাঙ্গা করি দূত-পানে চায় ॥
থাক্ থাক্ করি তারে গর্জ্জিছে রাবণ।
পাশুপাত বাণ এড়ে রুষিয়া তখন ॥
আলো করি আসে বাণ অগ্নি-অবতার।
যমদূত পুড়ি সব হইল সংহার ॥
পুড়িয়া মরিল যমদূত অগ্নি-তেজে।
রাবণের রথোপরি জয়ঢাক বাজে ॥
রথোপরি সিংহনাদ ছাড়িছে রাবণ।
বাহির হইল রথে রবির নন্দন (২) ॥
রাঙ্গা-মুখ রথখান অষ্ট-ঘোড়া বহে।
ত্বরিতে আসিয়া রাবণের আগে রহে ॥
যে মূর্ত্তিতে যমরাজ পৃথিবী সংহারে।
সে মূর্ত্তিতে মহারাজ আইল সমরে ॥
কালদণ্ড মহা অস্ত্র যমের প্রধান।
যুঝিবার বেলা আসি হৈল অধিষ্ঠান ॥
যমেরে কহিছে, প্রভু, কর আজ্ঞাদান।
পরশিয়া রাবণেরে করি খান খান ॥
পরশনে কিবা কাজ দরশনে মরে।
আজ্ঞা কর আমি গিয়া মারি লঙ্কেশ্বরে ॥
যম বলে, মৃত্যু, দেই সংগ্রাম সরস (৩)।
দণ্ড হাতে মারি পাড়ি রাবণ রাক্ষস ॥
তোমার সংগ্রাম আজি ক্ষণেক থাকুক।
মারি পাড়ি রাবণেরে, দেখহ কৌতুক ॥
কালদণ্ড-মুখে উঠে অগ্নি খরশাণ।
যার দরশনে লোক হারায় পরাণ ॥
চারি ভীতে অস্ত্র যায় সর্পের আকার।
কালদণ্ড-অস্ত্রে কারো নাহিক নিস্তার ॥
হেন কালদণ্ড যম তুলে নিল হাতে।
তাহা হতে সর্প বাহিরায় চারিভিতে ॥
অজগর কালসর্প শঙ্খিনী চিত্রাণী।
মুখে বিষ-অগ্নি তার, শিরে জ্বলে মণি ॥
সর্পের বিকট দন্ত স্পর্শমাত্র মরি।
দণ্ড দেখি ত্রিভুবন কাঁপে থরহরি ॥
সর্ব্বলোকে দেখে দশাননের বিনাশ।
বাণ-মুখে অগ্নি জ্বলে লোকের তরাস ॥
ডাক দিয়া যমে সবে করিছে বাখান।
রাবণ মরিলে দেবগণ পাবে ত্রাণ ॥
আজি যদি যম তুমি মারহ রাবণে।
তোমার প্রসাদে এড়াইব (৪) দেবগণে ॥
দেবতা সহিত ব্রহ্মা আছে অন্তরীক্ষে।
যম-হাতে দণ্ড দেখে' আইল সমক্ষে ॥
শমনেরে চতুর্ম্মুখ কহেন বচন।
ক্ষান্ত হও যমরাজা, না করিও রণ ॥
রাবণ পাইল বর, নাহি তব মনে।
রাবণে হঠাৎ তুমি মারিবে কেমনে ॥
দণ্ড সৃজিলাম আমি মৃত্যুর কারণ।
যাহার আঘাতে লুপ্ত হয় ত্রিভুবন ॥

(১) বিচক্ষণ শেলে—শেল অস্ত্র প্রয়োগে বিচক্ষণ, অথবা বিচক্ষণ নামক শেল দ্বারা। (২) রবির নন্দন—যম। (৩) সরস—শ্রেষ্ঠ; অতি ভীষণ। (৪) এড়াইব—পরিত্রাণ পাইব; নিশ্চিন্ত হইব।

যাহার দর্শনে মরে, স্পর্শে কিবা কথা।
হেন দণ্ড রাবণে মারিবে কেন বৃথা ॥
দণ্ড ব্যর্থ যাবে, নাহি মরিবে রাবণ।
আমার বচন শুন, না করিহ রণ ॥
দণ্ড রাখ, দণ্ড রাখ, শুন দণ্ডধর।
রাবণেরে জয় দিয়া তুমি যাহ ঘর ॥
যম বলে, তব বরে সবার ঠাকুরাল।
লঙ্ঘিয়া তোমার বাক্য যাবে সে পাতাল ॥
যমরাজ কালদণ্ড মৃত্যু তিন জন।
এ তিনের মূর্ত্তি দেখি কাঁপে ত্রিভুবন ॥
যম কালদণ্ড মৃত্যু এ তিনের গন্ধে।
পলায় রাক্ষস-সৈন্য চুল নাহি বান্ধে (১) ॥
প্রসিদ্ধ রাক্ষস যত রাবণ-সোসর।
এ তিনের মূর্ত্তি দেখি হইল ফাঁফর ॥
এ তিনের বিক্রম সহিবে কার প্রাণে।
পলায় রাক্ষস সব এড়িয়া রাবণে ॥
অমাত্য পলায় সব ফেলিয়া রাবণে।
একেশ্বর রাবণ রহিল মাত্র রণে ॥
যুঝিবার কাজ থাক্, দেখি যমরাজে।
হেন বীর নাহি যে সম্মুখ হ'য়ে যুঝে ॥
নির্ভয় রাবণ রাজা বিধাতার বরে।
যমের সম্মুখে যুঝে শঙ্কা নাহি করে ॥
দশদিক দশানন ছাইলেক বাণে।
রাবণের বাণ যম কিছুই না জানে ॥
এড়িল ঝকড়া শেল রবির নন্দন।
রাবণ জর্জ্জর হয়, তবু করে রণ ॥
ছাইল যমের রথ রাবণের বাণে।
দশ বাণে সারথি বিন্ধিল দশাননে ॥
সন্ধান পূরিয়া সে ধনুকে জোড়ে শর।
সহস্রেক বাণ এড়ে যমের উপর ॥
মৃত্যুর উপরে করে বাণ বরিষণ।
বাণ ব্যর্থ হয় দেখি চিন্তিত রাবণ ॥
অতিমত্ত রাবণ সে বিধাতার বরে।
মৃত্যুর উপরে বাণ বরিষণ করে ॥
মৃত্যুর যে নাহি মৃত্যু, কি করিবে বাণে।
অবোধ রাবণ তবু যুঝে তার সনে ॥
বাণ খেয়ে তবে মৃত্যু অধিক কোপে জ্বলে।
জোড়-হাত করিয়া যমের আগে বলে ॥
নিবেদন করি, প্রভু, কর অবধান।
তোমার অস্ত্রের মধ্যে আমি সে প্রধান ॥
মধুকৈটভাদি যত ছিল দৈত্যগণ।
বালি বলি মান্ধাতা করিয়াছিল রণ ॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর রাবণ দুর্জ্জয়।
তাঁর সহ যুদ্ধ করা উপযুক্ত নয় ॥
তোমার বচন প্রভু, করি আমি দড়।
রণ ছাড়ি তব বাক্যে দিলাম আমি রড় ॥
রথ হৈতে যমরাজ হৈল অদর্শন।
ধর ধর বলিয়া ডাকিছে দশানন ॥
মন্দ মন্দ হাসিয়া রাবণ রাজা ভাবে।
যম পালাইয়া যায় আমার তরাসে ॥
যম যদি পলাইল, দেখিল রাবণ।
আমি যমজয়ী বলি ভাবে দশানন ॥
কৃত্তিবাসের কবিত্ব শুনিতে চমৎকার।
সর্ব্ব-লোকে রামায়ণ হইল প্রচার ॥

---

(১) চুল নাহি বান্ধে—এই বর্ণনা হইতে মনে হয়, প্রাচীন কালে দীর্ঘকেশ রাখা পুরুষদের মধ্যে প্রথা ছিল।

79

রাবণের পাতাল-পুরী গমন ও বাসুকি প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ।

শ্রীরাম বলেন, মুনি, জিজ্ঞাসি কারণ।
বিষম শুনিনু আমি যমের তাড়ন॥
পাপীর প্রহার শুনি লাগে চমৎকার।
পাতক করিলে কি না হয় প্রতিকার॥
মুনি বলে, রাম, তুমি কর অবধান।
তব অবতারেতে পাপীর পরিত্রাণ॥
যেই জন শুনিবেক শুদ্ধ রামায়ণ।
যমের সহিত তার নাহি দরশন॥
ইহা বিনা পাপীর নাহিক পরিত্রাণ।
রাম-নাম শুনিবেক পাপী সাবধান॥
চারি বেদ অধ্যয়নে যত পুণ্য হয়।
একবার রাম-নামে যত ফলোদয়॥
শুনিয়া মুনির কথা রামের উল্লাস।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ॥
এথা হৈতে কোথা গেল দুষ্ট দশানন।
কহ কহ শুনি মুনি অপূর্ব্ব কথন॥
মুনি বলে, রাবণ জিনিল সর্ব্ব দেশ।
পাতাল জিনিতে শেষে করিল প্রবেশ॥
বাসুকির বিষে দগ্ধ হয় ত্রিভুবন।
তাহাকে জিনিতে যায় পাতাল-ভুবন॥
চলিল রাবণ রাজা অদ্ভুত সাজনি।
আইল তিরাশী কোটি কাল-ভুজঙ্গিনী॥
এক এক ভুজঙ্গের বিষে বিশ্ব পোড়ে।
নাগিনী তিরাশী কোটি রাবণেরে বেড়ে॥
চারিভিতে বেড়ে সর্প, রাবণ ফাঁপর।
রাবণে এড়িয়া সেনাপতি দিল রড়॥
রাবণ মুদ্গর ঘোর ফেলে চারিভিতে।
পলায় নাগিনী সব না পারে সহিতে॥
বাসুকিরে এড়িয়া পলায় উভরড়ে।
আসিয়া রাবণ রাজা বাসুকিরে বেড়ে॥
বাসুকি করিল বিষবাণ অবতার।
ব্রহ্মজাল-বাণে করে রাবণ সংহার॥
বিষজাল মহাবিষ বাসুকি যে এড়ে।
রাবণ সে বিষজাল সহিতে না পারে॥
মায়াধারী রাবণ সে জানে নানা সন্ধি।
বাসুকিরে মহাজাল-বাণে করে বন্দী॥
বাসুকিরে বন্দী করি তার পুরী লোটে।
বিচিত্র আবাস ঘর নাগ-পুরে বটে॥
বন্দী হ'য়ে বাসুকি মানিল পরাজয়।
রাবণ তাহার প্রতি দিলেক অভয়॥
সহস্র মস্তক শত মুণ্ড যেই ধরে।
যার বিষাগ্নিতে সর্ব্ব চরাচর পুড়ে॥
মুখে জ্বলে অগ্নি, যার শিরে জ্বলে মণি।
হেন সব সর্পেরে পাতালে গিয়া জিনি॥
জিনিয়া সর্পের দেশ নামে ভোগবতী।
নিপাতের রাজ্যেতে চলিল শীঘ্রগতি॥
নিপাতের রাজ্যে তার নাহি কোন ডর।
পাইয়া ব্রহ্মার বর রাবণ দুর্দ্ধর॥
রাবণ ডাকিয়া বলে, নিপাতের ঠাঁই।
লঙ্কার রাবণ আমি আজি যুদ্ধ চাই॥
নিপাতক রাজা সেই যম-দরশন।
ধাইয়া আইল শীঘ্র করিবারে রণ॥
শেল জাঠি ঝকড়া সে অস্ত্র খরশাণ।
খাঁড়া আর ডাঙ্গস বিচিত্র ধনুর্ব্বাণ॥
নানা অস্ত্র লইয়া উভয়ে করে রণ।
উভয়ের অস্ত্র গিয়া ছাইল গগন॥
দুই হস্তী রণে যেন দন্ত হানাহানি।
দুই সূর্য্য তেজে যেন ছাইল মেদিনী॥

দুই সিংহ রণে যেন ছাড়ে ঘোরনাদ।
দুই জনে যুদ্ধ করে, নাহি অবসাদ ॥
উভয়ের যুদ্ধেতে হইল মহামার।
সকল পাতাল-পুরী হৈল অন্ধকার ॥
কেহ কারে নাহি পারে, দুজনে সোসর।
দুজনে মাসেক যুদ্ধ করে নিরন্তর ॥
এত দিন যুদ্ধ করে কেহ কারে নারে।
দেবগণে ল'য়ে ব্রহ্মা আইল সত্বরে ॥
ব্রহ্মা বলে, নিপাতক, শুনহ বচন।
তোমারে জিনিতে নাহি পারিবে রাবণ ॥
নিপাতকে প্রবোধিয়া বিরিঞ্চি তখন।
রাবণের প্রতি কিছু কহেন বচন ॥
রাবণ, তোমারে বলি শুনহ বচন।
নিপাতকে জিনিতে না পারিবে কখন ॥
মম বরে দুই জন হ'য়েছ দুর্জ্জয়।
দুই জনে প্রীতি করি থাকহ নির্ভয় ॥
কেবা লঙ্ঘিবারে পারে ব্রহ্মার বচন।
দুই জনে প্রীতি করে ছাড়ি অস্ত্রগণ।
নানা ভোগে রাবণেরে রাখিল সম্মানে।
এক বর্ষ রাবণ রহিল সেই স্থানে ॥
লঙ্কার অধিক ভোগ ভুঞ্জি তার ঘর।
বরুণেরে জিনিবারে চলে লঙ্কেশ্বর ॥
রত্নেতে নির্ম্মিত পুরী দিক্ আলো করে।
সুরভি (১) আছেন সেই বরুণ নগরে ॥
রাবণ করিল সুরভিরে দরশন।
ক্ষীরধারা যার স্তনে ঝরে অনুক্ষণ ॥
যার ক্ষীরে ভাসিয়াছে ক্ষীরোদ সাগর।
হেন ধেনু প্রদক্ষিণ (২) করে লঙ্কেশ্বর ॥
সুরভিকে দেখিয়া রাবণ মনে ভাবে।
যে যা চায় তাই পায়, আমি চাই তবে ॥
বরুণে জিনিয়া যেন আসি শীঘ্রগতি।
গমন সময়ে তোমা লইব সংহতি ॥
বরুণ জিনিতে করে রাবণ পয়াণ।
হেন কালে সুরভি হৈল অন্তর্দ্ধান ॥
বরুণের দ্বারে গিয়া ডাকিল রাবণ।
কোথা গেলে বরুণ, আসিয়া দেহ রণ ॥
বরুণের পাত্র বলে, তিনি নাই ঘরে।
কার ঠাঁই যুদ্ধ চাও এ শূন্য নগরে ॥
বরুণ গিয়াছে কোথা, জিজ্ঞাসে রাবণ।
তথা গিয়া আজি আমি করি মহারণ ॥
বরুণের পুত্রগণ সবে মহাবীর।
লইয়া সামন্ত সৈন্য হইল বাহির ॥
তা-সবারে রাবণ যে আকাশে নিরখে।
রাবণ চড়িয়া রথে যায় অন্তরীক্ষে ॥
বরুণের পুত্র করে বাণ বরিষণ।
বাণে বিদ্ধ রাবণ হইল অচেতন ॥
দারুণ বাণের ঘায়ে রাবণ কাতর।
তাহা দেখি রুষিল রাক্ষস মহোদর ॥
মহোদর বীর যেন মদমত্ত হাতী।
বাণেতে বিন্ধিয়া পাড়ে রথের সারথি ॥
পড়িল সারথি তার বাণ বিন্ধে বুকে।
তিন ভাই পলাইয়া যায় অন্তরীক্ষে ॥
অন্তরীক্ষে থাকি করে বাণ বরিষণ।
বাণে বিদ্ধ মহোদর হৈল অচেতন ॥
অচেতন মহোদরে দেখি লঙ্কেশ্বর।
সন্ধান পূরিয়া বাণ এড়িছে বিস্তর ॥

---

(১) সুরভি—গো-মাতা; কামধেনু। (২) প্রদক্ষিণ—মান্য বা পূজনীয়কে দক্ষিণ দিকে রাখিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে পরিক্রমণ।

আকাশে রহিতে নারে তিন সহোদর।
ভূমিতে পড়িল দোঁহে ধূলায় ধূসর ॥
দুই ভায়ে ধরিল রাবণ-অনুচর।
ধরিয়া আনিল তারে পুরীর ভিতর ॥
রণ জিনি রাবণের হরিষ অন্তর।
বরুণের অন্বেষণ করে লঙ্কেশ্বর ॥
বরুণের পুত্র জিনি বরুণেরে চাহে।
প্রভাস-নামেতে পাত্র রাবণেরে কহে ॥
ব্রহ্মলোকে গীত গায় শুনিতে সুন্দর।
গিয়াছেন সেখানে বরুণ জলেশ্বর ॥
এত শুনি গেল রাবণ ভিতর আবাস।
পালঙ্কে পাইল বরুণের নাগপাশ ॥
নাগপাশ পাইয়া সে সিংহনাদ ছাড়ে।
বিদায় হইয়া রাবণ তথা হৈতে নড়ে ॥

বলি কর্ত্তৃক রাবণের লাঞ্ছনা।

অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ ॥
হেথা হৈতে আর কোথা গেল সে রাবণ।
কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ-কথন ॥
মুনি বলে, বলি রাজা পাতালেতে বৈসে।
দশানন গেল তথা জিনিবার আশে ॥
পাতালে আবাস-ঘর অতি সুনির্ম্মিত।
দেখিয়া রাবণ রাজা হৈল চমকিত ॥
সোনার প্রাচীর, ঘর পর্ব্বত-প্রমাণ।
বিষ্ণুর আজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ ॥
প্রহস্তকে পাঠায় রাবণ জানিবারে।
রাজ-আজ্ঞা পাইয়া প্রহস্ত গেল দ্বারে ॥
বলির দুয়ারে দ্বারী স্বয়ং নারায়ণ (১)।
শরীরের জ্যোতিঃ কোটি সূর্য্যের কিরণ ॥
আছেন বসিয়া দ্বারে রত্ন-সিংহাসনে।
শ্বেত চামরের বায়ু পড়ে ঘনে ঘনে ॥
প্রহস্ত বিস্মিত হ'য়ে আসিয়ে সত্বর।
নিবেদন করিছে, শুন হে লঙ্কেশ্বর ॥
দেখিতেছি মহারাজ দুয়ারে বলির।
পরম পুরুষ এক সুন্দর শরীর ॥
আজানুলম্বিত তাঁর ভুজ চতুষ্টয়।
শঙ্খ চক্র গদা শার্ঙ্গ তথি শোভা পায় ॥
শ্যামল কোমল তনু সুপীত বসন।
তড়িৎ জড়িত যেন দেখি নবঘন ॥
বক্ষঃস্থল কৌস্তুভে শোভিত অতিশয়।
বনমালা (২) তদুপরি করেছে আশ্রয় ॥
শুনিয়া রাবণ যায় পুরুষের পাশে।
রাবণেরে দেখিয়া পুরুষ মৃদু হাসে ॥
রূপে আলো করিয়াছে বলির দুয়ার।
নিরখিয়া রাবণের লাগে চমৎকার ॥
রাবণ বলিছে দ্বারী পালাবে কোথায়।
লঙ্কার রাবণ আমি যুদ্ধ দে' আমায় ॥
শুনিয়া পুরুষ মৃদু হাসিয়া সম্ভাষে।
বলি সহ যুঝ গিয়া ভিতর-আবাসে ॥
বীর মধ্যে বীর আমি, মুনি মধ্যে মুনি।
ত্রিভুবন সব আমি, দিবস রজনী ॥

---

(১) বামনরূপী নারায়ণ বলিকে সুতল পাতালে পাঠাইয়া দ্বারে দ্বারী হইয়া থাকিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।—ভাগবত। (২) বনমালা—পত্রপুষ্পরচিত মালা।

আমা সহ যুঝিবে শুনিতে উপহাস।
কারো সনে যুঝিতে না করি অভিলাষ ॥
সমানে সমান যুদ্ধ হয় ত উচিত।
তোমার আমার সনে যুদ্ধ অনুচিত ॥
আমি বলি তোমারে শুনহ দশানন।
বলিকে জিজ্ঞাসা কর আমি কোন্ জন ॥
এতেক শুনিয়া দশানন রাজা হাসে।
বলির নিকটে গেল ভিতর-আবাসে ॥
পাদ্য-অর্ঘ্য দিল বলি বসিতে আসন।
জিজ্ঞাসিল পাতালেতে এলে কি কারণ ॥
সে বলে, পাতালে বিষ্ণু রাখিল তোমারে।
সাজিয়া আইনু আমি বিষ্ণু জিনিবারে ॥
বলি বলে, হেন বাক্য নাহি বল তুণ্ডে।
ত্রিভুবন আইলে বন্ধন নাহি খণ্ডে ॥
দুয়ারে যাঁহার সনে হৈল দরশন।
সেপুরুষ সৃজিলেন এই ত্রিভুবন ॥
যাঁহার উপরে কারো নাহি অধিকার।
সকল সৃজিয়া তিনি করেন সংহার ॥
রাবণ বলিছে, যম মৃত্যু কালদণ্ড।
ইহা হৈতে কোন্ জন আছে হে প্রচণ্ড ॥
বলি বলে, ভাই, কি করিবে যমরাজ।
ত্রিভুবনে কেহ নাহি পুরুষ-সমাজ ॥
যম ইন্দ্র বরুণ যতেক লোকপাল (১)।
পুরুষের প্রসাদেতে সকলে বিশাল (২) ॥
ইহার প্রসাদে দেব হয়েছে অমর।
তাঁর বড় বীর নাই ত্রৈলোক্য-ভিতর ॥
দানব রাক্ষস আদি বড় বড় বীর।
পুরুষ-দর্শনে তাই কেহ নহে স্থির ॥
সেই সে পুরুষবর স্বয়ং নারায়ণ।
তোমায় কিঞ্চিৎ কহি শুনহে রাবণ ॥
সেই দেব নারায়ণ মধুকৈটভারি (৩)।
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ॥
রাবণ শুনিয়া ইহা হইল বাহির।
পুরুষের দেখা নাই অদৃশ্য শরীর ॥
রাবণ বলিছে, ত্রাসে হৈল অদর্শন।
পাইলে চাপড়ে তার বধিতাম জীবন ॥
রাবণ আবার গেল পুরুষ-উদ্দেশে।
উপস্থিত হইল সে ভিতর-আবাসে ॥
বলি বলে, রাবণের নাহি পাই মন।
পুনঃপুনঃ আবাসে আইসে কি কারণ ॥
পাত্র ল'য়ে বলি তবে করে অনুমান।
বিনা যুদ্ধে রাবণে করিব অপমান ॥
বলিরে ধরিতে যায় রাবণ সেখানে।
আপন বন্ধন বলি দিল ততক্ষণে ॥
বন্ধনে পড়িল দুষ্ট আপনার দোষে।
রাবণ পড়িল বন্দী, বলিরাজ হাসে ॥
রাবণেরে বন্দী দেখি তুষ্ট দেবগণ।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে, পুষ্প-বরিষণ ॥
যত দেবকন্যা তারা করে হুলাহুলি।
বলির উপরে ফেলে পুষ্পের অঞ্জলি ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ আর দেব-ঋষি।
স্বর্গেতে বেড়ায় নাচি যত স্বর্গবাসী ॥
আজি হৈতে দেবগণ পাইল নিস্তার।
দেখিয়া রাক্ষস সব করে হাহাকার ॥
এই মত বন্দিশালে আছে ত রাবণ।
কৌতুকে বেড়ায় নাচি যত দেবগণ ॥

(১) লোকপাল—শিব, কুবের, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, বায়ু, যম ও নৈর্ঋৎ। (২) বিশাল—উচ্চ; শ্রেষ্ঠ।
(৩) মধুকৈটভারি নামক অসুরদ্বয় বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উৎপন্ন হয়। বিষ্ণু ইহাদিগকে বধ করেন। এই জন্য ভগবানের নাম মধুসূদন; মধুকৈটভারি। এই মধুকৈটভের মেদে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়।

বলি ভূপতির কাছে সাত শত দাসী।
দেখিলে মোহিত অন্য পরম রূপসী॥
উচ্ছিষ্ট ব্যঞ্জন-অন্ন- পূর্ণ স্বর্ণ-থালে।
পাখালিতে (১) যায় তারা সাগরের জলে॥
রাবণ বলে, কন্যাগণ, শুনহ বচন।
একমুষ্টি অন্ন দিয়া রাখহ জীবন॥
চেড়ী সব বলে, শুন, রাজা লঙ্কেশ্বর।
দিতেছি তুলিয়া অন্ন, মেল ত অধর॥
দয়া করি চেড়ী অন্ন দিল ততক্ষণ।
মুখ প্রসারিয়া অন্ন খাইল রাবণ॥
রাবণ বলিল, চেড়ী শুনহ বচন।
বন্ধন খুলিয়া দিয়া বাঁচাও জীবন॥
এতেক বলিল যদি রাজা দশানন।
হাসিয়া পলায়ে যায় যত চেড়ীগণ॥
কুঁজি বলে, রাবণ, তুমি হে মহারাজ।
উচ্ছিষ্ট খাইতে তুমি নাহি বাস লাজ॥
দশাননে লজ্জা দিয়া চিন্তে মনে মনে।
আপন বন্ধন বলি লন ততক্ষণ॥
লজ্জা পেয়ে রাবণ করিল হেঁট মাথা।
রাবণ বন্ধন ছাড়ি পলাইল কোথা॥
যথায় যথায় আছে বিষ্ণু-অধিষ্ঠান।
তথা তথা রাবণ পাইল অপমান॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরাম কৌতুকী।
পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করেন হ'য়ে সুখী॥
সেথা হতে আর কোথা গেল ত রাবণ।
কহ দেখি শুনি মুনি অপূর্ব্ব কথন॥

মান্ধাতার সহিত রাবণের যুদ্ধ।

মুনি বলে, রাবণ আছয়ে রথোপর।
দিব্য রথে চড়ি যায় এক নরবর॥
সুবর্ণের রথখান বহে রাজহংসে।
শত দেবকন্যা সেই পুরুষের পাশে॥
কেহ হাসে, কেহ নাচে, কারো মুখে বাঁশী।
সে পুরুষ স্ত্রীগণ-বেষ্টিত স্বর্গবাসী॥
রথের উপরে যায় পরম কৌতুকে।
আপনার রথে থাকি রাবণ তা দেখে॥
রাবণ কহিছে, কোথা পুরুষ পলাও।
লঙ্কার রাবণ আমি যুদ্ধ মোরে দাও॥
দেখিয়া তোমার সুখ ব্যাকুলিত প্রাণ।
কতগুলি দাসী মোরে দিয়া যাও দান॥
পুরুষ ডাকিয়া বলে, শুন লঙ্কেশ্বর।
বহুদিন করিলাম তপস্যা বিস্তর॥
পৃথিবীতে রাজা আমি ছিলাম প্রধান।
তোমা হেন অনেকের লইয়াছি প্রাণ॥
না করিল কেহ মোরে যুদ্ধে পরাজয়।
স্বর্গবাসে যাই আমি একথা নিশ্চয়॥
আমারে জিনিতে কেহ নারিল সংগ্রামে।
পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি পূর্ব্বমুনি নামে॥
স্ত্রী-গণ-বেষ্টিত আমি যাই স্বর্গ-বাসে।
এমন সময় যুদ্ধ যুক্তি না আইসে॥
রাবণ বলিল, তুমি মোর ধর্ম্ম-বাপ।
পূর্ব্বে মোর পিতৃ সহ তোমার আলাপ॥
দিগ্বিজয় করি আমি ত্রিভুবন জিনি।
কার সনে যুদ্ধ করি মনে অনুমানি॥

---

(১) পাখালিতে—ধুইতে।

দিনেক রহিতে নারি আমি বিনা রণে।
তুমি যুক্তি বল, আমি যুঝি কার সনে॥
পূর্ব্বমুনি বলে, আছে মান্ধাতা নৃপতি।
তার সনে যুঝহ, সে সপ্তদ্বীপপতি (১)
উত্তর দিকেতে গেল সে দেশ ভ্রমিতে।
থাক আজি বাসা করি রম্য এ পর্ব্বতে॥
এ পর্ব্বতে তার সনে হবে দরশন।
মান্ধাতা আইলে যুদ্ধ করিও তখন॥
এত বলি পূর্ব্বমুনি গেল স্বর্গবাসে।
হেনকালে মান্ধাতা কটক শুদ্ধ আইসে॥
মান্ধাতাকে দেখিয়া যে রুষিল রাবণ।
মান্ধাতা রাবণে দোঁহে বাজে ঘোর রণ॥
দিগ্বিজয় করিয়া বেড়ায় দুই জন।
নানা অস্ত্র দুই রাজা করে বরিষণ॥
দুই রাজা নানা অস্ত্র করে অবতার।
উভয় রাজার সেনা পলায় অপার॥
মান্ধাতা হীরার টাঙ্গী পাক দিয়া এড়ে।
রাবণ খাইয়া টাঙ্গী রথ হৈতে পড়ে॥
পড়িল রাবণ-রাজা বেড়ে সেনাপতি।
হর্ষে সিংহনাদ ছাড়ে মান্ধাতা নৃপতি॥
চক্ষুর নিমিষে পায় রাবণ সংবিৎ (২)।
ধনুক পাতিয়া যুঝে, মান্ধাতা চিন্তিত॥
অগ্নিবাণ এড়িলেক রাক্ষস রাবণ।
জ্বলিয়া আগ্নেয় বাণ উঠিল গগন॥
দেখিয়া ত্রিদশগণে (৩) লাগে চমৎকার।
মান্ধাতা পড়িল, সৈন্য করে হাহাকার॥
সংবিৎ পাইয়া উঠে চক্ষুর নিমিষে।
উঠি সিংহনাদ করে মান্ধাতা হরিষে॥
উভয়ের সিংহনাদে পৃথিবী উলটে।
দুই রাজা বাণ এড়ে, দুই রাজা কাটে॥
দুই রাজা ক্রোধে বাণ এড়িছে বিস্তর।
মহাশব্দ করে বাণ তূণের ভিতর॥
কেহ কারে জিনিবারে নাহি পায় আশ।
উভয়ে সমান, যুদ্ধ করে দশমাস॥
মান্ধাতা এড়িল বাণ নামে পাশুপত।
স্থাবর জঙ্গম কাঁপে পৃথিবী পর্ব্বত॥
সপ্ত স্বর্গ (৪) কাঁপে আর সে সপ্ত সাগর (৫)।
শুনিয়া বাণের শব্দ স্বর্গে লাগে ডর॥
ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিল ভার্গব মহর্ষি (৬)।
অবিলম্বে কহিছেন সেইখানে আসি॥
সমর সংবর, ক্রোধ না কর মান্ধাতা।
পাঠায়ে দিলেন ব্রহ্মা শুন তাঁর কথা॥
আছে যে ব্রহ্মার বর রাবণ না মরে।
তব বাণে রাবণের কি করিতে পারে॥
তব বংশে যে পুরুষ জন্মিবেন শেষে।
তাঁর ঠাঁই দশানন মরিবে সবংশে॥
তব বাণে না মরিবে লঙ্কার রাবণ।
অস্ত্র সম্বরিয়া প্রীতি কর দুই জন॥
মুনির বচন রাজা না করিল আন।
সম্প্রীতি করিয়া দোঁহে গেল নিজ স্থান॥
মান্ধাতা রাবণ সম দুই জন রণে।
জয় পরাজয় কারো নহিল সেক্ষণে॥

---

(১) সপ্তদ্বীপপতি—সপ্তদ্বীপের রাজা। সসাগরা পৃথিবীকে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ সাতভাগে ভাগ করিয়াছিলেন। তাহারাই সপ্তদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ যথা:—জম্বু, কুশ, প্লক্ষ, শাল্মলী, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর। (২) সংবিৎ—চেতনা। (৩) ত্রিদশগণে—দেবতাগণে। যাঁহারা জীবের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ভাগ নষ্ট করেন, অথবা যাঁহাদের বাল্য, কৈশোর ও যৌবন অবস্থা পর্য্যন্ত আছে—বার্দ্ধক্য অবস্থা নাই। (৪) সপ্তস্বর্গ—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য এই সপ্তস্বর্গ। (৫) সপ্তসাগর—লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পিঃ (ঘৃত) দধি, দুগ্ধ, জল—এই সপ্তসাগর। (৬) ভার্গব মহর্ষি—বাল্মীকি রামায়ণে পুলস্ত্য ও গালব নামক ঋষিদ্বয় মান্ধাতা ও রাবণকে যুদ্ধশান্ত করে।

অগস্ত্যের কথা শুনি রাম উল্লসিত।
কহ বলি মুনিকে করেন উৎসাহিত॥
মান্ধাতা ছাড়িয়া কোথা গেল দশানন।
কহ দেখি শুনি মুনি অপূর্ব্ব কথন॥

রাবণের চন্দ্রলোক যাত্রা।

মুনি বলে, একদিন ঘটিল এমন।
রথোপরি চড়িয়া ভ্রমিছে দশানন॥
হেন কালে গগনে হইল চন্দ্রোদয়।
দেখিয়া হইল রুষ্ট, দুষ্ট স্পষ্ট কয়॥
আমার বাণেতে মেরু (১) নাহি ধরে টান।
আমার উপর দিয়া করিছে পয়াণ (২)॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কম্পিত যার ডরে।
লঙ্কার রাবণ আমি, গ্রাহ্য নাহি করে॥
দেখিব কেমন চন্দ্র কত তার বল।
তাহারে জিনিব আর হরিব সকল॥
এই মত ভাবিয়া সে উঠিল আকাশে।
চন্দ্রলোকে গেল চন্দ্র জিনিবার আশে।
চন্দ্রলোক দুই লক্ষ যোজনের পথ।
সপ্ত স্বর্গ জিনিয়া যাইবে চড়ি রথ॥
উঠিল প্রথম স্বর্গে রাজা দশানন।
পর্ব্বত এড়িয়া উঠে সহস্র যোজন॥
উঠিল দ্বিতীয় স্বর্গে যাইতে যাইতে।
সহস্র যোজন উঠে পর্ব্বত হইতে॥
উঠিল তৃতীয় স্বর্গে সেই মহারথী।
সেই স্বর্গে বিরাজিতা গঙ্গা ভাগীরথী॥
রাজহংস-আদি পক্ষী চরে গঙ্গা-নীরে।
রাবণ কটক সহ গঙ্গাস্নান করে॥
গঙ্গাতটে নিত্যকর্ম্ম করি সমাপন।
সকল কটক রথে করিল গমন॥
আছেন শঙ্কর-গৌরী তাহার উপর।
রথে চড়ি সেই স্বর্গে গেল লঙ্কেশ্বর॥
গৌরীভক্ত যেই জন পূজেছে পার্ব্বতী।
সে স্থানে রাবণ দেখে তাহার বসতি॥
তদুপরি শিবলোকে উঠিল রাবণ।
দেখে যক্ষ পিশাচ সে শঙ্করের গণ (৩)॥
তিন কোটি দেব ছিল ধূর্জ্জটির পাশে।
রাবণে দেখিয়া তারা পলায় তরাসে॥
তদুপরি বৈকুণ্ঠেতে উঠিল রাবণ।
পুরী-প্রদক্ষিণ করি করিল গমন॥
ব্রহ্মলোকে গেল সে ব্রহ্মার নিজ স্থান।
আড়ে দীঘে তার দশ সহস্র প্রমাণ॥
তাহাতে সহস্র স্বর্গ দেখিল নির্ম্মাণ।
বিশ্বকর্ম্মকৃত পুরী অদ্ভুত-বিধান॥
সপ্ত স্বর্গ জিনিয়া সে উঠিল রাবণ।
চন্দ্রের সহিত পরে হইল মিলন॥
রাবণে দেখিয়া চন্দ্রদেব বড় রোষে।
সহস্র সহস্র গুণ তুষার বরষে॥
হিম-বরষণে কটকের হৈল জাড়।
কটকের হস্তপদ হিমেতে অসাড়॥
হস্তপদ নাহি সরে বদ্ধ হৈয়ে জাড়ে (৪)।
তথাপি রাবণ রাজা রণ নাহি ছাড়ে॥
প্রহস্ত বলিছে জাড়ে জোর নাহি হাতে।
পলাইয়া চল যাই বাঁচি কোনমতে॥

---

(১) মেরু—পৃথিবী-প্রান্ত। (২) পয়াণ—গমন। (৩) শঙ্করের গণ—শিবানুচর সকল; প্রমথগণ, ভূতগণ, ভৈরবগণ। (৪) জাড়ে—শৈত্যে; ঠাণ্ডায়।

রাবণ কাতর হৈল যুঝিতে না পারে।
প্রাণ যায়, তথাপি সংগ্রাম নাহি ছাড়ে ॥
রাবণ করিল তবে উপায় প্রধান।
বাহির করিল অগ্নিময় মহাবাণ ॥
ব্রহ্ম-অগ্নি জ্বলে সে বাণের অগ্রভাগে।
সে বাণের প্রতাপে সবার জাড় ভাঙ্গে ॥
অগ্নিবাণ এড়িলেক রাজা লঙ্কেশ্বর।
বাণে বিদ্ধ চন্দ্রমা হইল জরজর ॥
বাণাঘাতে চন্দ্রমা হইল অচেতন।
পাইয়া চেতন পুনঃ উঠে তৎক্ষণ ॥
উভরড়ে চন্দ্রমা পলায় ত্যজি রণ।
পলায় চীৎকার ছাড়ি যত তারাগণ ॥
প্রাণ ল'য়ে গেল চন্দ্র গণিয়া প্রমাদ।
ব্রহ্মলোকে গিয়া চন্দ্র করেন বিষাদ ॥
ক্রন্দন করেন চন্দ্র, ব্রহ্মা পান দুঃখ।
ত্বরিতে গেলেন ব্রহ্মা রাবণ-সম্মুখ ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, শুন অবোধ রাবণ।
চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ কর কি কারণ ॥
সর্ব্বলোকে বন্দে দেখ দ্বিতীয়ার চন্দ্র।
পূর্ণিমার চন্দ্র করে জগৎ আনন্দ ॥
সর্ব্বলোকে তৃপ্ত, দেখি ধবল রজনী।
চন্দ্রের সহিত কেন কর হানাহানি ॥
কারো মন্দ না করে, সবার করে হিত।
হেন চন্দ্রে মারিতে তোমার অনুচিত ॥
শুন রে রাবণ, মন্ত্র কহি তোর কাণে।
পরেরে মারিতে পাছে নিজে মর প্রাণে ॥
দুই জনে যুদ্ধ হৈলে মরে এক জন।
অতঃপর ক্ষমা দেহ অবোধ রাবণ ॥
বিধাতার বচন লঙ্ঘিবে কোন্ জন।
রাবণ প্রবোধ মানি করিল গমন ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি হৃষ্ট রঘুমণি।
পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করেন কহ মুনি ॥
চন্দ্রকে জিনিয়া কোথা গেল দশানন।
কহ দেখি শুনি মুনি অপূর্ব্ব কথন ॥

রাবণের কুশ-দ্বীপে গমন ও মহাপুরুষের সহিত যুদ্ধ।

অগস্ত্য বলেন, শুন জানকীবল্লভ।
রাবণের দিগ্বিজয় আমি কহি সব ॥
জম্বুদ্বীপ-পারে গেল রাজা লঙ্কেশ্বর।
কুশদ্বীপে দেখে এক পুরুষ-প্রবর ॥
সুমেরু-পর্ব্বত যেন দেহের আকার।
দেবের দেবতা যেন দেবতার সার ॥
বারো যোজনের পথ আড়ে পরিসর।
বারো শত যোজন শরীর দীর্ঘতর ॥
রাবণ বলিছে, হে পুরুষ, কেবা তুমি।
দেহ রণ, সংগ্রাম চাহিয়া আমি ভ্রমি ॥
পুরুষের কাছে গিয়া দশানন তর্জ্জে।
অজগর-সর্প যেন সে পুরুষ গর্জ্জে ॥
পুরুষ বলেন, আজি ঘুচাই বিষাদ।
কত দিন আর তোর স'ব অপরাধ ॥
কুড়ি হাতে রাবণ সে নানা অস্ত্র এড়ে।
পুরুষের গায়ে ঠেকি উখাড়িয়া (১) পড়ে ॥
নর নহে পুরুষ আপনি নারায়ণ।
বাণ ব্যর্থ যায় দেখি চিন্তিত রাবণ।
পর্ব্বত যুগল যেন উরু দুই খণ্ড।
আজানু-লম্বিত দুই মহা-বাহুদণ্ড ॥

---

(১) উখাড়িয়া—ঠিক্‌রাইয়া।

অষ্টবসু (১) আছে সেই পুরুষ-শরীরে।
বহিছে সাগর সপ্ত পুরুষ-উদরে ॥
দশদিক্‌পাল (২) আছে পুরুষের পাশে।
উনপঞ্চাশৎ বায়ু সহ বায়ু বৈসে ॥
হৃৎপদ্মে পুরুষের ব্রহ্মার বসতি।
নাভিপদ্ম-আসনে বৈসেন হৈমবতী ॥
তাঁহার ললাটে সন্ধ্যা গায়ত্রী লিখন।
অদ্ভুত দেখিল যেন মেঘের পতন ॥
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব দানব বিদ্যাধর।
তিন কোটি দেব-কন্যা তাঁহার দোসর ॥
করণ (৩) নক্ষত্র যোগ গ্রহ তিথি বার।
গাত্রে লোমাবলীরূপে আছে অবতার ॥
বাসুকির বিষজ্বালে বিশ্ব দগ্ধ করে।
সে বাসুকি পুরুষের মস্তক উপরে ॥
রসনায় সরস্বতী সদা স্ফূর্ত্তিমতী।
চন্দ্র সূর্য্য দুই চক্ষু সদা করে দ্যুতি (৪) ॥
রাবণেরে চারি হাতে ধরেন তৎক্ষণ।
বিশ-হাত রাবণ হইল অচেতন (৫) ॥
অচেতন হৈয়ে ভূমে লোটায় রাবণ।
পুরুষ গেলেন পরে পাতাল ভুবন ॥

উলটিয়া চাহিতে লাগিল লঙ্কেশ্বর।
দেখিতে না পায় কিছু হইল কাতর ॥
শরীর ঝাড়িয়া শুক-সারণেরে পুছে।
পুরুষ আমারে মারি গেল কার কাছে ॥
বলে শুক-সারণ শুনহ লঙ্কেশ্বর।
তোমারে মারিয়া গেল পাতাল ভিতর ॥
রাবণ পাতালে গেল পুরুষ-উদ্দেশে।
কোটি চতুর্ভুজ দেখে পুরুষের পাশে ॥
সকল পাতাল-পুরী করে নিরীক্ষণ।
মায়ারূপী তিনি, তাঁরে না চিনে রাবণ ॥
ত্রাস পেয়ে মনে মনে চিন্তিত রাবণ।
পুরুষ রাবণে দেখা দেন তৎক্ষণ ॥
পুরুষ সুবর্ণ-খাটে হরিষ-অন্তরে।
তিন কোটি দেবকন্যা পরিচর্য্যা করে ॥
বসিয়াছে দেবকন্যাগণ কুতূহলে।
পাপিষ্ঠ রাবণ ধরিবারে যায় বলে ॥
কোপদৃষ্টে পুরুষ রাবণ পানে চায়।
অগ্নিতে পড়িয়া ভূমে রাবণ লোটায় ॥
উঠ উঠ বলিয়া পুরুষ ডাকে তারে।
উঠিয়া রাবণ সে গায়ের ধূলা ঝাড়ে ॥

---

(১) অষ্টবসু—ধর, ধ্রুব, সোম, সাবিত্র, অনল, অনিল, প্রত্যূষ ও প্রভাস। মতান্তরে সাবিত্র ও প্রভাস স্থলে আপ ও প্রভব (প্রভাব), মতান্তরে ভব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভব। (২) দশদিকপাল—৬১৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য। (৩) করণ—বব, বালব, কৌলব, তৈতিল, গর, বণিজ, বিষ্টি এই সাতটি ববকরণ এবং শকুনি, চতুষ্পাদ, নাগ ও কিন্তুঘ্ন এই চারিটি ধ্রুব করণ। এক একটি তিথির অর্দ্ধ পরিমাণে এক এক করণ হয়। (৪) মূল বাল্মীকি রামায়ণে এই মহাপুরুষের নিম্নলিখিত রূপ-বর্ণনা আছে :—স গর্জ্জবিবিধৈর্নাদৈ-লম্বহস্তং ভয়ানকং। দংষ্ট্রালং বিকটং চৈব কম্বুগ্রীবং মহোরসম্॥ মণ্ডুককুক্ষিং সিংহাস্যং কৈলাস-শিখরোপমম্। পদ্মপাদতলং ভীমং রক্ততাম্রকরাম্বুজম্॥ মহানাদং মহাকায়ং মনোনিলসমং জবে। ভীমমাবদ্ধতূণীরং সঘণ্টাবদ্ধচামরম্॥ জ্বালামালাপরিক্ষিপ্তং কিঙ্কিণীজালনিঃস্বনম্। মালয়া স্বর্ণপদ্মানাং কণ্ঠদেশেঽবলম্বয়া॥ ঋগ্বেদমিব শোভন্তং পদ্মমালাবিভূষিতং। সোঽঞ্জনাচলসঙ্কাশং কাঞ্চনাচলসন্নিভম্। (৫) চতুর্ভুজ মহাপুরুষ তাঁর চারিটি হাত দিয়া রাবণকে ধরিলেন ; কিন্তু কুড়ি হস্ত যুক্ত রাবণ তাহাতে অচেতন হইয়া পড়িল। অর্থাৎ কুড়ি হাত হইলেও রাবণ চতুর্ভুজ মহাপুরুষ হইতে অতিশয় দুর্ব্বল।

রাবণ বলিছে, তুমি কোন্ অবতার।
পরিচয় দেহ তুমি, ভুবনের সার ॥
পুরুষ ডাকিয়া বলে, শুনরে রাবণ।
তোরে পরিচয় দিয়া কোন্ প্রয়োজন ॥
জোড়-হাত করিয়া বলিছে লঙ্কেশ্বর।
ব্রহ্মার প্রসাদে মোর কারে নাহি ডর ॥
তুমি হে আমারে মার, তবে সে মরণ।
তোমা বিনা অন্য হাতে না মরে রাবণ ॥
রাবণের কথা শুনি পুরুষের হাস।
নিতান্ত আমার হাতে হইবে বিনাশ ॥
পরিচয় দিলেন পুরুষ রাবণেরে।
রাবণ বিদায় হৈয়া তথা হৈতে সরে ॥
শ্রীরাম বলেন, কহ মুনি মহাশয়।
সে পুরুষ কোন্ জন দেহ পরিচয় ॥
অগস্ত্য বলেন, তিনি ভুবনের সার।
চতুর্ভুজ, তিন কোটি তাঁর পরিবার ॥
জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ কৌশল্যানন্দন।
তথা হৈতে আর কোথা গেল সে রাবণ ॥

রাবণ-কর্ত্তৃক রম্ভাবতীর অপমান ও রাবণের প্রতি নলকূবরের অভিশাপ।

অগস্ত্য বলেন, রাম, কর অবধান।
রাবণের পূর্ব্ব-কথা কহি তব স্থান ॥
কৈলাস-পর্ব্বতে গেল বেলা-অবসানে।
বাসা করি রাবণ রহিল সেই স্থানে ॥
দ্বিতীয়-প্রহর রাত্রে জাগে দশানন।
চন্দ্রের উদয় হেতু নির্ম্মল গগন ॥
সুশীতল রাত্রি, বহে বায়ু মনোহর।
ধবল রজনী শোভা করে সুধাকর ॥
সুরভি কুসুমগুচ্ছ ফোটে চারি পাশে।
হেন কালে রম্ভা যায় উপর আকাশে ॥
রম্ভা-নামে অপ্সরা সে পরম-সুন্দরী।
কপালে তিলক তার কিবা শোভা মরি ॥
রূপেতে করিল আলো যেন চন্দ্র-কলা।
দেখিয়া রাবণ রাজা হইল বিভোলা ॥
রম্ভা রম্ভা বলিয়া রাবণ ধরে হাতে।
কোথা যাও, সত্য বল, তুমি এত রাতে ॥
কোন্ সে প্রণয়ি-পাশে করিছ গমন।
তাহারে এড়িয়া মোরে করহ বরণ ॥
সপ্তদ্বীপা ধরণীর আমি অধিকারী।
সর্ব্বোপায়ে সুখী তোমা করিবারে পারি ॥
লাজে হেঁট মাথা রম্ভা, বলে জোড়-হাত।
আমার শ্বশুর তুমি, রাক্ষসের নাথ ॥
শ্বশুর হইয়া কর হেন অবিচার।
জগৎ করিবে নিন্দা নিশ্চয় তোমার ॥
রাবণ বলিল, তুমি কাহার সুন্দরী।
কি সম্বন্ধে তুমি সে আমার বহুয়ারী ॥
রম্ভা বলে, যদি কর সম্বন্ধ-বিচার।
আমাকে-ছাড়িয়া দেহ করি পরিহার ॥
শ্রীনলকূবর নামে কুবের-কুমার।
পতিব্রতা হই আমি রমণী তাঁহার ॥
কুবের তোমার জ্যেষ্ঠ ধন অধিকারী।
তাঁর পুত্রবধূ আমি, তব বহুয়ারী ॥
শ্বশুর হইয়া বল হেন কুবচন।
আমার অপেক্ষি আছে কুবের-নন্দন ॥
ধর্ম্মে মতি দেহ রাজা, ছাড় পরিহাস।
হাত ছাড়ি দেহ, যাই পতির সকাশ ॥

আজিকার মত মোরে ছাড়হ রাবণ।
কালি মোর তব সঙ্গে হবে দরশন॥
শুনিয়া রম্ভার কথা কহিল রাবণ।
পুরুষ রমণী দুটি বিধির সৃজন॥
পুরুষ রমণী সনে হয়ে তৃপ্ত-প্রাণ।
এ পৃথিবী প্রেমে ধন্য বিধির বিধান॥
মনেতে ভাবিয়া রম্ভা দেখহ আপন।
দেবরাজ অহল্যার হইল মিলন॥
এতেক কহিল যদি রাজা লঙ্কেশ্বর।
মনে মনে ডাকে রম্ভা, তরাও ঈশ্বর॥
দশানন বলে, তুমি কি ভাবিছ আর।
কালি হতে ভ্রাতৃ-বধূ হইও আমার॥
রম্ভা বলে, পাপ-কথা ছাড় দশানন।
কালি মোর তব সঙ্গে হইবে দর্শন॥
রম্ভার বচন শুনি দশানন হাসে।
আজি বহুয়ারী, কালি ঘুচিবেক কিসে॥
রম্ভা বলে, আমার নিয়ম বলি শুন।
যে দিন যাহার পাশে করিব গমন॥
সেই দিন পতি সেই জানিহ নিশ্চয়।
এ কথা অন্যথা নাহি কদাচিৎ হয়॥
বিধির নির্ব্বন্ধ শুন রাক্ষসের পতি।
চিরদিন ধর্ম্ম রাখি এইরূপে সতী॥
নলকুবরের লাগি চলিয়াছি আমি।
আজি ছাড়ি দেহ মোরে ওগো লঙ্কাস্বামী॥
ধর্ম্ম রাখ, করি প্রভু, এই অনুরোধ।
বিলম্ব দেখিলে স্বামী করিবেন ক্রোধ॥
আজি রাজা ছাড়ি দেহ তুমি মোর আশ।
দশ দিন থাকিব আসিয়া তব পাশ॥
বিশ্রবার পুত্র তুমি, সুবুদ্ধি সুধীর।
পণ্ডিত হইয়া কেন এতই অস্থির॥

রাবণ বলে, ও কথা আমারে নাহি লাগে।
আর দিন তব দয়া বল কেবা মাগে॥
তোমার সহিত দেখা দৈবের ঘটন।
পুরাও বাসনা, মোরে করিয়া বরণ॥
ভোগ-সুখ হেতু হয় নারীর সৃজন।
পাইলে না ছাড়ি আমি তার এক-ক্ষণ॥
এত যদি বলিলেক রাজা দশানন।
নাকে হাত দিয়া রম্ভা ভাবে মনে-মন॥
বুঝি রাবণের হাতে পরিত্রাণ নাই।
রাখ মোর জাতি-ধর্ম্ম জগৎ-গোঁসাই॥
এত ভাবি মৌন-ভাবে থাকে রম্ভাবতী।
রাবণ বুঝিল ইথে রম্ভার সম্মতি॥
অনুমানে রাবণ বুঝিয়া তার মন।
পরম প্রফুল্লচিত্ত হইল তখন॥
একে ত রাবণ, তাহে রম্ভা সুদর্শনা।
নিকটে রম্ভারে দেখি অতি ফুল্লমনা॥
রম্ভা পেয়ে দশানন প্রেম-ফুল্ল প্রাণ।
সাত দিন রহে সুখে রম্ভা-বিদ্যমান॥
চতুর রাবণ রাজা শাস্ত্রে বিচক্ষণ।
মন্দোদরী আর রম্ভা তুল্য দুইজন॥
পুরুষ রমণী দুটি বিধির সৃজন।
রমণীর বক্ষে পাতা প্রেম সিংহাসন॥
রমণী পুরুষ হ'তে স্নেহ-পরায়ণা।
রমণীর প্রাণে বহে প্রেমের ঝরণা॥
যতেক বেদনা রাখে হৃদয়ে গোপন।
তিন লোকে নারীর বুঝিতে নারে মন॥
প্রকাশ না করে মুখে হৃদয়-বেদনা।
নির্ব্বিকারে সহে প্রাণে সুতীব্র যাতনা॥
কঠিন রমণীজাতি সৃজিলেন ধাতা।
অন্তরে পুড়িয়া মরে, নাহি কহে কথা॥

পুরুষ অধিক নারী প্রেমময় প্রাণ।
তথাচ পুরুষ মন্দ ভাগ্যের বিধান ॥
রমণী চঞ্চল হয় কদাচ না শুনি।
রমণীরে নেহারিয়া ভুলে যায় মুনি ॥
লোভ মোহ ক্রোধ আশা ছেড়েছে সকল।
হেন মুনি নারী হেরি হয়েন পাগল ॥
কেহ না বুঝিতে পারে স্ত্রীলোকের ছল।
পুরুষ নারীর তরে সতত চঞ্চল ॥
শাস্ত্রমুখে জানি রাম সর্ব্ব বিবরণ।
নারীতে মজিলে যশঃ-গৌরব নিধন ॥
রাম বলেন, যত বল সকলি স্বরূপ।
বিশেষ পুরুষ নহে নারী-অনুরূপ ॥
মুনি বলিলেন, যার বড় ভাগ্যোদয়।
সাক্ষাৎ কমলা সম তার নারী হয় ॥
পুরুষ সংসার-প্রেমে করে অভিলাষ।
জনম অবধি তার নাহি পূরে আশ ॥
দিনে দিনে বাড়ে লোভ, নহে সংবরণ।
সম্বরিতে পারে যদি নারী করে মন ॥
যে রমণী পাপ কর্ম্মে নাহি করে মতি।
উত্তমা রমণী জান সেই গুণবতী ॥
সতীর অনেক গুণ শুন রঘুপতি।
অনেক খুঁজিলে নাহি মিলে এক সতী ॥
এক গুণ নহে সতী অনেক লক্ষণ।
সর্ব্বগুণ ধরে দেহে সতী যেই জন ॥
সতীর দেহেতে মহালক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
পূজা কৈলে খণ্ডে তার অশেষ দুর্গতি ॥
এক সহস্রেতে নারী মিলয়ে একটি।
সতী পাওয়া দুর্ল্লভ, অসতী কোটি কোটি ॥

আপনা উদ্ধার করে কুলের প্রতিকার।
অসতী হইলে কভু নাহিক নিস্তার ॥
সতীর প্রশংসা রাম সকল পুরাণে।
অসতীর অপমান দেখ ত্রিভুবনে ॥
অসতী অসত্যবাদী, শুনহ লক্ষণ।
এক বড় দোষ তার অধিক ভোজন ॥
যাহা দেখে তাহা খেতে মনে করে সাধ।
রাত্রি দিন খায়, তবু করয়ে বিবাদ ॥
যত খায় ক্রমে ক্রমে তত বাড়ে আশ।
যার ঘরে হেন নারী তার সর্ব্বনাশ।
তাহার উদরে যত সন্তান সন্ততি।
মাতৃ-দোষে তারা সব হয় ত কুমতি ॥
যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় করে অনাচার (১)।
অনাচার ব্রহ্মশাপে বংশের সংহার ॥
বিপরীত (২) ব্রহ্ম-শাপ হয় তার কুলে।
ব্রহ্ম-শাপে সবংশেতে পড়ে ডালে-মূলে (৩) ॥
পাপমতি স্ত্রী-পুরুষ যেই কুলে থাকে।
পাপে মজি তার বংশ যায় ত নরকে ॥
অপকীর্ত্তি গায় তার সকল সংসার।
মরিলে নরকে যায়, নাহিক নিস্তার ॥
অসতী দেখিলে পাপ বাড়য়ে বিস্তর।
সতীরে দেখিলে পাপ পলায় সত্বর ॥
সত্যের পালন করে, মিথ্যা পরিত্যাগ (৪)।
দিনে দিনে ধর্ম্মপথে বাড়ে অনুরাগ ॥
ধাম্মিকের বংশে জন্মি করে অনাচার।
আপনার দোষে হয় সবংশে সংহার ॥
মুনি-পুত্র দশানন জন্ম ব্রহ্ম-অংশে।
অনাচার অপকর্ম্মে সর্ব্বলোকে হিংসে ॥

---

(১) অনাচার—অসৎ ব্যবহার। (২) বিপরীত—ভয়ানক। (৩) ডালে-মূলে—(এখানে) সপরিবারে।
(৪) পরিত্যাগ—বর্জ্জন।

সৃষ্টিরে সৃজিয়া ব্রহ্মা করেন পালন।
বিশ্রবা করেন দেখ ধর্ম্ম-উপাসন (১)॥
হেন বংশে জন্মি রাবণ করে কোন্ কর্ম্ম।
ধর্ম্মের নাহিক লেশ, সকলি অধর্ম্ম॥
শ্রীরাম বলেন, তব নাহি অগোচর।
রম্ভার বৃত্তান্ত কিছু কহ তার পর॥
মুনি বলিলেন, শুন পুরাণ-কথন।
তদন্তরে রম্ভাবতী করিল গমন॥
ধীরে ধীরে পতি-পাশে উপনীত হৈল।
স্বামীর চরণ ধরি অনেক কান্দিল॥
বলয়ে নলকূবর বেশ কেন আন (২)।
কার ঠাঁই পাইয়াছ এত অপমান॥
কান্দিতে কান্দিতে রম্ভা তার পায়ে পড়ে।
তব কোপানলে প্রভু ত্রিভুবন পুড়ে॥
এত দিন ভ্রমি আমি ত্রিভুবনময়।
হেন অপমান মম কভু নাহি হয়॥
কোথাকার কার্য্য কোথা বিধাতা ঘটায়।
আচম্বিতে রাবণ আমার দেখা পায়॥
যেদিন যা হইবে বিধাতা সব জানে।
দৈবের ঘটন হেন, বুঝি অনুমানে॥
এমন বিপত্তি নাহি দেখি কোন কালে।
একাকিনী অবলারে ফেলে মায়াজালে॥
শক্তিহীনা নারী আমি, তার কাছে হারি।
অসহায়া তাহে, আমি কি করিতে পারি॥
দেবতা না পারে তারে আমি নারী-জাতি।
রাবণের হাতে কিসে পাব অব্যাহতি॥
যতেক মিনতি করি তত কোপ বাড়ে।
সপ্তদিন বন্দী রাখি তবে মোরে ছাড়ে॥
শ্রীনলকূবর বলে, জানি তুমি সতী।
তব দোষ নাহি, রাবণ রাক্ষস দুর্ম্মতি॥
বিবরণ শুনি নলকূবরের রোষ।
ধ্যানেতে সে জানিল রম্ভার নাহি দোষ॥
ক্রোধে নলকূবর সে জ্বলিতে লাগিল।
রাবণেরে শাপ দিতে জল হাতে নিল॥
আজি হৈতে শাপ দিই আমি সে পাপীরে।
উৎপীড়ন করিবেক যবে রমণীরে॥
সেই ক্ষণে খসিবেক তার দশমাথা।
নলকূবরের শাপ না হবে অন্যথা॥
রাবণের শাপ হৈল, হৃষ্ট দেবগণ।
সীতার সতীত্ব রক্ষা এই সে কারণ॥
নিদ্রাভঙ্গে রাবণের বাড়ে অবসাদ (৩)।
শাপ শুনি অমনি সে গণিল প্রমাদ॥
শুনিয়া রাবণ-রাজা দুঃখ ভাবে চিতে।
কেন আইলাম আমি হেন ছার পথে॥
ঘোর শাপ দিল মোরে কুবের-নন্দন।
নারীরে বেদনা দিতে নারিব কখন॥
আর যদি শাপ দিত তাহা প্রাণে সয়।
ঘোর শাপ দিল মোরে, পুড়িছে হৃদয়॥
এই সে রহিল মোর মনে অনুতাপ।
ভাইপো হইয়া মোরে দিল হেন শাপ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি রামের উল্লাস।
মুনি, আর কিছু তার কহ ইতিহাস॥
রম্ভারে পীড়িয়া কোথা গেল সে রাবণ।
কহ কহ শুনি মুনি অপূর্ব্ব কথন॥

শূর্পণখার বৈধব্য-বিবরণ।

মুনি বলে, দশানন দেশে দেশে চলে।
একদিন উঠিল সে গগন-মণ্ডলে॥

---

(১) ধর্ম্ম-উপাসন—ধর্ম্ম-চর্চ্চা। (২) আন—বিপর্য্যস্ত; এলোমেলো। (৩) অবসাদ—উৎসাহ-হীনতা।

তিন কোটি দৈত্য তথা কালকুল-পতি (১)।
রাবণেরে বেড়ে তারা সব সেনাপতি॥
তিন কোটি দৈত্য তারা যমের দোসর।
রাবণেরে বাণ বিন্ধি করিল জর্জ্জর॥
জিনিতে না পারি দৈত্য চিন্তিত রাবণ।
অগ্নিবাণ ধনুকেতে জুড়িল তখন॥
অগ্নিবাণ জুড়িলেক অগ্নি-অবতার (২)।
অগ্নিবাণে দৈত্য সব হইল সংহার॥
এক বাণে তিন কোটি করিল সংহার।
রাবণ বলিল লুঠ' দৈত্যের ভাণ্ডার (৩)॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা ভাণ্ডার দাঁড়ুড়ি (৪)।
বাছিয়া বাছিয়া লুঠে পরমা সুন্দরী॥
সে সবার রূপ দেখি কাতর রাবণ।
শাপ-ভয়ে নারীগণে করিল বন্ধন॥
রাবণ প্রস্থান করে দেশে কুতুহলে।
লুঠিয়া সুন্দরীগণে রথে নিল তুলে॥
সে সবার নেত্র-জলে রথখান তিতে।
শ্রাবণ মাসের ধারা বহে যেন স্রোতে॥
কন্যাগণে প্রবোধে, প্রবোধ নাহি মানে।
কান্দিতেছে কেবল রাবণ-বিদ্যমানে॥
সান্ত্বনা প্রদান করে রাজা দশানন।
কন্যাগণ পিতৃ-মাতৃ-শোকে অচেতন॥
রাবণ ভাবিছে, যদি না হইত শাপ।
তবে এতক্ষণ কেবা সহে এত তাপ॥
ঘোর শাপ দিল মোরে কুবের-নন্দন।
অত্যাচার নাহি করি আমি সে কারণ॥
কঠিনা কামিনীজাতি সৃজিলা বিধাতা।
অন্তরে পুড়িয়া মরে, তবু নাহি কথা॥
মহোদর বলে, রাজা, করহ শ্রবণ।
লজ্জা-ভয়ে তোমারে না ভজে কন্যাগণ॥
একে কুল-বালা, (৫) তাহে মনে ভয় বাসে।
সব কন্যা ভজিবেক তোমার আবাসে॥
লঙ্কায় তোমার দশ সহস্র যে রাণী।
রূপে গুণে কুলে শীলে ত্রিভুবন জিনি॥
এত স্ত্রী থাকিতে তবু না পূরিল সাধ।
রম্ভারে পীড়িয়া কেন পাড়িলে প্রমাদ॥
মহোদর কহে যত রাবণ লজ্জিত।
দেশেতে প্রস্থান করে হ'য়ে ত্বরান্বিত॥
দিগ্বিজয় করিলেক শতেক বৎসর।
উপস্থিত হইল লঙ্কাতে লঙ্কেশ্বর॥
সঙ্গে ছিল দৈত্য-কন্যা পরমা সুন্দরী।
লইয়া সে সব কন্যা গেল অন্তঃপুরী॥
রাবণ যাহার পায় অঙ্গীকার-বাণী।
অন্তঃপুরে ল'য়ে তারে করে মুখ্যরাণী (৬)॥
যে কন্যার রাবণ না পায় অঙ্গীকার।
থুইয়া অশোক বনে করয়ে প্রহার॥
রাবণ প্রতাপী (৭) অতি স্বর্ণলঙ্কাপুরে।
দশ হাজার পত্নী সহ সুখে বাস করে॥
শূর্পণখা নামে ছিল রাবণ-ভগিনী।
রাবণের কাছে কান্দে, চক্ষে পড়ে পানী॥
শূর্পণখা বলে, ভাই, তুমি মোর অরি।
বিধবা করিলে মোরে মোর পতি মারি॥
তিন কোটি দৈত্য যে মারিলে তুমি বলে।
মারিলে আমার স্বামী তাহার মিশালে (৮)॥
পাত্র মিত্র আদি করি বিভীষণ ভাই।
সকলে বিবাহ দিল দানবের ঠাঁই (৯)॥

(১) কালকুল-পতি—কালকের পতি? (২) অগ্নি-অবতার—সাক্ষাৎ অগ্নিস্বরূপ। (৩) লুঠ'—লুণ্ঠন কর। (৪) ভাণ্ডার দাঁড়ুড়ি—ভাণ্ডার খুব ভাল করিয়া খুঁজিয়া। (৫) কুল-বালা—কুল-কামিনী। (৬) মুখ্যরাণী—প্রধানা রাণী, পাটরাণী, মহিষী। (৭) প্রতাপী—বিক্রমশালী। (৮) মিশালে—সঙ্গে। (৯) দানবের ঠাঁই—দানবের সহিত।

যে দিন বিবাহ সেই দিন হৈনু রাঁড়ী।
সাগরে প্রবেশ করি আমি প্রাণ ছাড়ি ॥
শূর্পণখার হাতে ধরি বলে মহারাজ।
অজ্ঞাতে হইল কর্ম্ম কত দেহ লাজ ॥
দুই ভাই আছে খর আর যে দূষণ।
তাহারা তোমারে সদা করিবে পালন ॥
স্বতন্ত্রা (১) হইয়া তুমি থাক জন স্থানে।
স্বতন্ত্রের নামে রাঁড়ী হৃষ্ট হয় মনে ॥
আর যত রাণ্ডী ঘরে রহে ক্ষুন্ন মনে।
স্বতন্ত্রা করিল তারে কুবুদ্ধি রাবণে ॥
শূর্পণখা চলিল যে রাবণ-আদেশে।
সবংশে রাবণ মরে সে রাণ্ডীর দোষে ॥
সে রাণ্ডীর নাক-কাণ কাটিলা লক্ষ্মণ।
তাহা হৈতে সবংশেতে মরিল রাবণ ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ বলি রাম করিলা প্রকাশ ॥

রাবণের স্বর্গ বিজয়ার্থ যাত্রা।

অগস্ত্য বলেন, রাম, কর অবধান।
ইন্দ্র-রাবণের যুদ্ধ কহি তব স্থান ॥
কৌতুকে রাবণ-রাজা আছে লঙ্কাপুরে।
দেব-দানবের কন্যা ল'য়ে বাস করে ॥
পরনারী ল'য়ে বাস করে দশানন।
হেনকালে রাবণেরে বলে বিভীষণ ॥
তুমি বলে হ'রে আন পরের সুন্দরী।
মধুদৈত্য আসি তব ভগ্নী কৈল চুরি ॥
যত পাপ কর তুমি তোমারে সে ফলে।
কুম্ভনসী ভগ্নী দৈত্য হ'রে নিল বলে ॥
প্রহস্ত মামার কন্যা নামে কুম্ভনসী।
রাত্রিতে করিল চুরি মধুদৈত্য আসি ॥
অপমান শুনি রাজা কহিছে বিষাদে।
লঙ্কাপুরে কি করিতে আছে মেঘনাদে ॥
সুমেরু কাটিয়া পড়ে মেঘনাদ-বাণে।
এত অপমান করে তার বিদ্যমানে ॥
তুমি আছ বিভীষণ ভাই সহোদর।
এত বীর সবে আছে লঙ্কার ভিতর ॥
কারো শক্তি নাহি যুদ্ধ করে দৈত্য সনে।
তোমা সবাকারে ধিক্ কি ফল জীবনে ॥
কুম্ভকর্ণ বীর যদি লঙ্কাপুরে জাগে।
ভুবনের শত্রু নাহি আইসে তার আগে ॥
দিগ্বিজয় ক'রে আইলাম ত্রিভুবন।
থাকুক দৈত্যের কাজ, ভীত দেবগণ ॥
ত্রিভুবন জিনিয়া আইনু একেশ্বর।
ভগিনী রাখিতে নার ঘরের ভিতর ॥
কুম্ভকর্ণ আর আমি আছি দুইজন।
মেঘনাদ প্রভৃতির শক্তি অকারণ ॥
লজ্জা পেয়ে রাবণেরে বলে বিভীষণ।
কারো দোষ নাহি, দোষ দেহ অকারণ ॥
মেঘনাদ যজ্ঞ করে হইয়া তপস্বী।
ফল-মূল খাই আমি থাকি উপবাসী ॥
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় হৈয়া অচেতন।
সন্ধান পাইয়া হানা দিল দৈত্যগণ ॥
রাবণ বলে, যজ্ঞ কেন করে মেঘনাদ।
যজ্ঞ লাগি লঙ্কাপুরে এতেক প্রমাদ ॥
মেঘনাদ-কথা যত কহে বিভীষণ।
বিচিত্র যজ্ঞের কথা শুনিছে রাবণ ॥
বিচিত্র যজ্ঞের স্থান বট-বৃক্ষ-তলা।
মেঘনাদ যজ্ঞ করে নামে নিকুম্ভিলা (২) ॥

(১) স্বতন্ত্রা—স্বেচ্ছাচারিণী। (২) নিকুম্ভিলা—সহস্র যূপকাষ্ঠ-শোভিত লঙ্কামধ্যস্থ যজ্ঞক্ষেত্র ও দেবালয়।

অনাহারে যজ্ঞশালে রাত্রিদিন থাকে।
দ্বাদশ বৎসর স্ত্রীর মুখ নাহি দেখে ॥
স্বর্ণ-নামে আছিল প্রধান পুরোহিত।
তাহারে লইয়া যাগ করয়ে ত্বরিত ॥
ন্যাস (১) করি পুরোহিত অগ্নি-কুণ্ড পূজে।
অগ্নি আসি অধিষ্ঠান হন মন্ত্র-তেজে ॥
অধিষ্ঠান হৈয়ে অগ্নি রহিলা সম্মুখে।
মেঘনাদ পূজা দেয়, দশানন দেখে ॥
যজ্ঞের আহুতি (২) খেয়ে অগ্নির সন্তোষ।
মেঘনাদে বর দেন হয়ে পরিতোষ ॥
অগ্নি বলে, মেঘনাদ, বর দিনু তোরে।
যজ্ঞ করি যথা তথা যাহ যুঝিবারে ॥
পরাজয় না হইবে, আমি দিনু বর।
অন্তরীক্ষে যুঝিবে হে রিপুর (৩) অগোচর ॥
যজ্ঞে আসি বর দিনু তব বিদ্যমানে।
এতেক বলিয়া অগ্নি গেল নিজস্থানে ॥
চমৎকার লাগিল যে দেখিয়া রাবণে।
রাবণ বলে, মেঘনাদ, চল মোর সনে ॥
ত্রিভুবন জিনিলাম আমি একেশ্বর।
তোমারে লইয়া আজি জিনি পুরন্দর ॥
ত্রিভুবন উপরেতে ইন্দ্র হন রাজা।
ইন্দ্রেরে জিনিলে সবে করে মোর পূজা ॥
সাক্ষাতে দেখিব তোর যজ্ঞের পরীক্ষে।
ইন্দ্র সনে কেমনেতে যুঝ অন্তরীক্ষে ॥
আপন কটক ল'য়ে চলহ সত্বর।
শীঘ্রগতি উঠ গিয়া রথের উপর ॥
চৌদ্দবর্ষ অনাহারে আছে মেঘনাদ।
মধুপান করিয়া ঘুচিল অবসাদ ॥
নয় হাজার নারী তার পরমা সুন্দরী।
দেব-দানবের কন্যা রূপে বিদ্যাধরী ॥
অন্তঃপুরে নাহি যায় সে চৌদ্দবৎসর।
প্রকাশ না করে লাজে রাজার গোচর ॥
নারী-সম্ভাষণে পুত্র নাহি গেল লাজে।
যজ্ঞস্থল হৈতে বীর যুঝিবারে সাজে ॥
শতকোটি হস্তী নড়ে, লক্ষকোটি ঘোড়া।
তের অক্ষৌহিণী সাজে জাঠি ও ঝকড়া ॥
সারথি জানিল আজি সংগ্রামে গমন।
সংগ্রামের রথখান করিল সাজন ॥
সাজায়ে আনিল রথ অতি মনোহর।
রাশি রাশি অস্ত্র তুলে রথের উপর ॥
বীর-দাপে মেঘনাদ রথে গিয়া চড়ে।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটক নড়ে মুড়ে মুড়ে (৪) ॥
নিজ ঠাটে মেঘনাদ করিছে সাজনি।
মেঘনাদের বাদ্যভাণ্ড তিন অক্ষৌহিণী ॥
রাজার ছত্রিশকোটি মুখ্য সেনাপতি।
সাজিয়া রাবণ সঙ্গে চলে শীঘ্রগতি ॥
মহোদর মহাপাশ খর ও দূষণ।
তালভঙ্গ সিংহবর ঘোর-দরশন ॥
মহাবাহু শুকরাহু আর যজ্ঞ-ধূম।
বাঁকা-মুখ মেঘমালী দুর্জ্জয় বিক্রম ॥
শুক সারণ শার্দ্দূল চলিল বিদ্যুন্মালী।
শোণিতাক্ষ বিড়ালাক্ষ বলে মহাবলী ॥
চলে শঠ নিশঠ সে বিক্রমকেশরী (৫)।
রাবণের সৈন্য যত কহিতে না পারি ॥
রথে গজে অশ্বেতে কুমারভাগে নড়ে।
শিক্ষামত যে যাহার বাহনেতে চড়ে ॥

---

(১) ন্যাস—শ্বাস পূরণ, ধারণ ও রেচন পূর্ব্বক মন্ত্র জপ করা। (২) আহুতি—দেবলোকের তৃপ্তির জন্য অগ্নিমধ্যে ঘৃত-ধারা ও হবনযোগ্য সামগ্রী প্রদান করা। (৩) রিপু—শত্রু। (৪) নড়ে মুড়ে মুড়ে—মাথায় মাথায় চলে। (৫) বিক্রমকেশরী—বিক্রমে কেশরী (সিংহ) তুল্য।

অক্ষয়কুমার আদি চলে দেবান্তক।
ত্রিশিরা ও অতিকায় চলে নরান্তক ॥
নানা অস্ত্রে সাজি চলে কুমার ত্রিশিরা।
রথের সাজন কত মাণিক্যাদি হীরা ॥
কুম্ভকর্ণ-পুত্র কুম্ভ-নিকুম্ভ দুজন।
যাহাদের ভয়েতে কম্পিত ত্রিভুবন ॥
কনক-রচিত রথ প্রভাকর-জ্যোতি (৩)।
চড়ে তাহে প্রধান যতেক সেনাপতি ॥
তিন কোটি সাজায়ে চলিল তেজী ঘোড়া।
শত অক্ষৌহিণী ঠাট জাঠি ও ঝকড়া ॥
মুদ্গর মুষল টাঙ্গি খাণ্ডা খরশাণ।
বাছিয়া বাছিয়া তোলে খরতর বাণ ॥
মকরাক্ষ চলিল দুর্জ্জয় ধনুর্দ্ধর।
তার সম বীর নাই লঙ্কার ভিতর ॥
কুম্ভকর্ণ নিদ্রাভঙ্গ হইল সেই দিনে।
ইন্দ্রে জিনিবারে চলে রাবণের সনে ॥
একদিন জাগে ছয় মাসের অন্তর।
নিদ্রাভঙ্গ হ'য়ে উঠে ক্ষুধায় কাতর ॥
ছয়মাস ক্ষুধাতে না খায় অন্ন-জল।
নিদ্রাভাঙ্গি উঠে বীর ক্ষুধায় বিকল ॥
সাত শত খাইলেক মদের কলসী।
পর্ব্বত-প্রমাণ মাংস খায় রাশি রাশি ॥
অর্দ্ধেক লঙ্কার ভোগ করিল ভক্ষণ।
সাজিল যে কুম্ভকর্ণ করিবারে রণ ॥
ভূমিকম্প হয় যেন দেখি ভয় করে।
টলমল করে লঙ্কা কটকের ভরে ॥
রাবণের রথ ল'য়ে জোগায় সারথি।
রাজহংস বহে রথ পবনের গতি ॥

হস্তী ঘোড়া নড়ে ঠাট কটক অপার।
সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে লাগে চমৎকার ॥
ইন্দ্রে জিনিবারে করে এতেক সাজনী।
নিজ ঠাট রাবণের শত অক্ষৌহিণী ॥
ইন্দ্রে জিনিবারে সবে করিল গমন।
চারি দিকে নানা শব্দে বাজিছে বাজন ॥
শত লক্ষ কাঁসী তিন লক্ষ করতাল।
সহস্রেক ঘণ্টা বাজে শুনিতে রসাল (৪) ॥
ভেরী ও ঝাঁঝরী বাজে তিন কোটি কাড়া।
আগে চলে লক্ষ লক্ষ দামামা দগড়া ॥
খঞ্জনী খমক বাজে লক্ষ লক্ষ বীণা।
অসংখ্য রাক্ষসী ঢাক না হয় গণনা ॥
ঢেমচা খেমচা বাজে ঝম্প কোটি কোটি।
সাত লক্ষ দগড়েতে ঘন পড়ে কাঠি ॥
বিরানব্বই লক্ষ বীণা তিন কোটি শঙ্খ।
দোহারী মোহারী শাণী গণিতে অসংখ ॥
পাখোয়াজ সেতারা ঢোল তিন লক্ষ কাঁসী।
খঞ্জনীতে মিলাইতে দুই লক্ষ বাঁশী ॥
গম্ভীর শব্দেতে বাজে অসংখ্য মাদল।
প্রলয়-কালেতে (১) যেন হয় গণ্ডগোল ॥
রাবণের সাজনে দেবতা চমৎকার।
মহাশব্দে রথেতে সাগর হৈল পার ॥

মধুদৈত্যের সহিত রাবণের মিত্রতা।

মনেতে ভাবিয়া তবে বলে লঙ্কেশ্বর।
আগে মধুদৈত্য জিনি, পিছে পুরন্দর ॥
সাগর হইয়া পার সৈন্য দিল ত্বরা।
চক্ষুর নিমিষে গেল নগর মথুরা ॥

---

(৩) প্রভাকর-জ্যোতি—সূর্য্যের মত দীপ্তিমান। (৪) রসাল—সুশ্রাব্য ; শুনিতে মিষ্ট। (১) প্রলয় কালেতে—প্রলয়ের সময়ে। পৃথিবী জলে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ প্রকৃতিতে, এবং প্রকৃতি সূক্ষ্মতমরূপে ব্রহ্মে লীন হওয়ার নাম প্রলয়।

ঘেরিল মথুরা-পুরী রাক্ষস সকল।
সুখে নিদ্রা যায় মধু-দৈত্য মহাবল॥
নিদ্রায় কাতর দৈত্য খাটের উপরি।
কুম্ভনসী বাহির হইল একেশ্বরী (১)॥
রাবণ বলে, কহ ভগ্নি দৈত্য গেল কোথা।
আজি দেখা পাইলে কাটিব তার মাথা॥
আমি যদি থাকিতাম লঙ্কার ভিতর।
সেই দিন পাঠাতাম তারে যম-ঘর॥
রাবণের কথা শুনি কুম্ভনসী ভাষে।
পলাইয়া গেল দৈত্য তোমার তরাসে॥
তোমার বাণেতে ভাই কারো নাহি রক্ষা।
সহোদরা ভগ্নি রাঁড়ী কৈলে শূর্পণখা॥
তার স্বামী মারিলে হইয়া মহারাজ।
মোরে রাঁড়ী করি ভাই সাধিবে কি কাজ॥
ধর্ম্মপথে রহিয়াছে পতি সে আমার।
সম্মুখে দাঁড়ায়ে এই ভাগিনা তোমার॥
আপনার কথা ভাই আপনি বাখানি।
চৌদ্দ হাজার জায়া তব, বিভা (২) কয় রাণী॥
তুমি বলে ধ'রে আন পরের সুন্দরী।
সবে মাত্র বিভা তব রাণী মন্দোদরী॥
হইলে তোমার ক্রোধ কম্পে দেবগণ।
অনন্ত বাসুকি পলায় দৈত্য কোন্ জন॥
কোপ ছাড় মোর তরে স্বামী দেহ দান।
লবণ নামেতে পুত্র দেখ বিদ্যমান॥
কুড়ি-পাটি দন্ত মেলি দশানন হাসে।
কেতকী কুসুম যেন ফুটে ভাদ্রমাসে॥
দশানন বলে, আমি না মারিব প্রাণে।
ইন্দ্রে জিনিবারে যাব, আসুক মোর সনে॥
কুম্ভনসী চলিল রাবণ-আজ্ঞা পেয়ে।
শুয়েছিল মধুদৈত্য তথা গেল ধেয়ে॥
কুম্ভনসী ধেয়ে যায় আলুলিত কেশ।
নিদ্রা ভাঙ্গি উঠে মধুদৈত্য মথুরেশ॥
ঘূর্ণিত লোচনে দৈত্য শয্যাপরি বসে।
কুম্ভনসী ত্রাস দেখি তাহারে জিজ্ঞাসে॥
আচম্বিতে মথুরায় কেন গণ্ডগোল।
গড়ের বাহিরে কেন কটকের রোল॥
কুম্ভনসী বলে, তুমি না জান কারণ।
তোমায় বধিতে আইল লঙ্কার রাবণ॥
লঙ্কা হৈতে তুমি বলে আনিলে আমারে।
সেই কোপে আইল তোমায় কাটিবারে॥
দৈত্য বলে, শীঘ্র আন শঙ্করের শূল।
সবংশে রাবণে আজি করিব নির্ম্মূল॥
শুনিয়া দৈত্যের কথা কুম্ভনসী কয়।
রাবণের সনে বাদ মরণ নিশ্চয়॥
থাকুক তোমার কার্য্য না পারে বিধাতা।
রাবণের সঙ্গে বাদ, ভয়ানক কথা॥
রাবণের দোষ নাই, তুমি সর্ব্ব-দোষী।
আমারে আনিলে হ'রে তিন প্রহর নিশি॥
অবিচার কর্ম্ম কেন করিলে আপনে।
আপনি করহ কোপ কিসের কারণে॥
রাবণের কাছে আমি গিয়াছিনু আগে।
তুষ্ট করে আসিয়াছি মিষ্ট অনুযোগে (৩)॥
তুষ্ট হ'য়ে কহিল আমার বিদ্যমানে।
সম্ভাব (৪) করুক দৈত্য আগে মোর সনে॥
প্রধান কুটুম্ব তব হয় মম ভ্রাতা।
আদরে বাটীতে আন ক'য়ে মিষ্ট কথা॥

---

(১) একেশ্বরী—একাকিনী (২) বিভা—বিবাহিতা। (৩) অনুযোগে—দোষারোপে ; তিরস্কারে। (৪) সম্ভাব—আলাপ।

পূর্ব্ব-কোপে যদি কিছু কহে মোর ভাই।
সহ্য সমাবেশ (১) কর, তাহে ক্ষতি নাই॥
কুম্ভনসীর কথা শুনি মধুদৈত্য হাসে।
জোড়হাত করি গেল রাবণের পাশে॥
রাবণ বলে, করেছিলে বড়ই প্রমাদ।
আমার ভগিনী আন এত বড় সাধ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে আমারে করে ডর।
যম নাহি যায় ভয়ে লঙ্কার ভিতর॥
কত বল ধর তুমি, কত আছে সেনা।
কোন্ সাহসেতে দেহ লঙ্কাপুরে হানা (২)॥
তোমা বান্ধি লইতাম সাগরের পার।
ভস্মরাশি করিতাম মথুরা তোমার॥
ভগ্নী আসি বিস্তর কাঁদিল পায়ে ধরে।
ভগ্নীরে কাতর দেখি ক্ষমিলাম তোরে॥
মধুদৈত্য রাবণের বন্দিল চরণ।
জোড়-হাত করি বলে, শুনহ রাবণ॥
সংগ্রামে তোমারে হরি-হর (৩) করে ভয়।
আমারে করহ কোপে উপযুক্ত নয়॥
হীনবীর্য্য (৪) দৈত্য আমি, তুমি মহাবল।
অপরাধ ক্ষমা কর আমার সকল॥
পরম-পণ্ডিত তুমি, লঙ্কার ঈশ্বর।
আমার মথুরা তব ভোগের (৫) ভিতর॥
অবোধ জনার দোষ মার্জ্জনা করহ।
আমার আশ্রমে আসি পদ-ধূলি দেহ॥
হাসি হাসি রথ হৈতে নামিয়া রাবণ।
মধুদৈত্য-আশ্রমেতে করিল গমন॥
আগে আগে মধুদৈত্য, পশ্চাতে রাবণ।
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল দুইজন॥
সিংহাসনে বসাইল রাজা দশাননে।
যথাযোগ্য স্থানে বসায় অনুচরগণে॥
দৈত্যের আদরে তুষ্ট লঙ্কার ঈশ্বর।
দশানন বলে, তব চরিত সুন্দর॥
মধুদৈত্য বলে, আজি থাক এইখানে।
কালি গিয়া যুদ্ধ কর পুরন্দর সনে॥
রাবণ বলে, কালি কুম্ভকর্ণের শয়ন।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা গেলে যুঝে কোন্ জন॥
নানা ভোগে রাবণেরে ভুঞ্জায় দানব।
তথা হৈতে চলে রাবণ পাইয়া গৌরব॥
রাবণ বলিছে, দৈত্য শুন মোর বাণী।
আরম্ভ করিব যুদ্ধ থাকিতে রজনী॥
কত অস্ত্র আছে তব জাঠি ও ঝকড়া।
কত সেনা আছে তব হাতী আর ঘোড়া॥
আপন কটক ল'য়ে চলহ সত্বর।
লুঠিব অমরাবতী রাত্রির ভিতর॥
রাত্রির ভিতর স্বর্গে করিব সংগ্রাম।
আসিবার কালে হেথা করিব বিশ্রাম॥
মধুদৈত্যের হাতী ঘোড়া কটক বিস্তর।
সাজিয়া রাবণ সঙ্গে চলিল সত্বর॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের অপূর্ব্ব ভারতী (৬)।
রাবণের সঙ্গে চলে মধু দৈত্যপতি॥

রাবণ কর্ত্তৃক অমরাবতী আক্রমণ।

অন্তরীক্ষে যত ঠাট চলে মুড়ে মুড়ে।
রাত্রি দুই প্রহরে অমরাবতী বেড়ে॥
বিষম অমরাবতী না পারে লঙ্ঘিতে।
অসংখ্য বেড়িয়া ঠাট রহে চারিভিতে॥

---

(১) সহ্য সমাবেশ—স্বীকারও মনঃসংযোগ করা। (২) হানা—আক্রমণ। (৩) হরি-হর—বিষ্ণু ও শিব। (৪) হীনবীর্য্য—দুর্ব্বল; বলহীন। (৫) ভোগের—অধিকারের। (৬) ভারতী—কথা।

ত্রিভুবন জিনি স্থান অমর-নগরী।
প্রবাল মাণিক্য মণি শোভে সারি সারি ॥
সুবর্ণ নির্ম্মিত পুরী বিচিত্র গঠন।
উভেতে (১) প্রাচীর তিন শতেক যোজন ॥
শত যোজন সুরপুর আড়ে পরিসর।
দীর্ঘ ওর (২) নাহি তার, বায়ু-অগোচর ॥
একৈক যোজন এক দুয়ার গঠন।
বহু অক্ষৌহিণী ঠাট দ্বারের রক্ষণ ॥
সোনার কপাট খিল পর্ব্বত চূড়া।
সোনার হুড়কা তায় নবরত্ন বেড়া ॥
শত অক্ষৌহিণী ঠাট ইন্দ্রের গণনা।
চারি-অংশ করি সেনা চারি-দ্বারে থানা ॥
ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা (৩) থাকে চারি দ্বারে।
কাহার নাহিক শক্তি পথ লঙ্ঘিবারে ॥
শত বৃন্দে ভিতরেতে আছে অন্তঃপুরী।
শচী দেবকন্যা তথা পরমা সুন্দরী ॥
পরমা সুন্দরী শচী তিনি মুখ্যরাণী।
ত্রিভুবন জিনি রূপ দেবতামোহিণী ॥
পদ্ম কোটি ঘর আছে পুরীর ভিতর।
নানারত্নে পরিপূর্ণ পরম সুন্দর।
রত্নেতে নির্ম্মিত ঘর সোনার চৌতারা।
দেবকন্যাগণ তাহে রূপে মনোহরা ॥
স্থানে স্থানে শোভিত বিচিত্র নাট্যশালা।
দেবগণে ল'য়ে ইন্দ্র করে তাতে খেলা ॥
নাহি শোক-দুঃখ, নাহি অকাল-মরণ।
ত্রিভুবন জিনি স্থান ভুবনমোহন ॥
সদানন্দময় সে অমরাবতী নাম।
যত দেব আসি তথা করয়ে বিশ্রাম ॥
নানা রঙ্গে নৃত্য করে পশু-পক্ষিগণ।
কুসুম-সুগন্ধে সবে আনন্দে মগন ॥
প্রমাদ পড়িল, তাহা ইন্দ্র নাহি জানে।
অমর-নগরী গিয়া বেড়িল রাবণে ॥
রাবণ বেড়িল স্বর্গ শুনি পুরন্দর।
দেবগণ ল'য়ে গেল বিষ্ণুর গোচর ॥
বিষ্ণুর নিকটে ইন্দ্র করেন স্তবন।
রাবণে মারিয়া রক্ষা কর দেবগণ ॥
দেখিয়া ইন্দ্রের ত্রাস হাসে নারায়ণ।
দেবগণে আশ্বাসিয়া বলেন বচন ॥
নারায়ণ বলেন, শুনহ পুরন্দর।
এ শরীরে আমি না মারিব লঙ্কেশ্বর ॥
তোমারে কহি যে ইন্দ্র, শুনহ কারণ।
আমা বিনা কারো হাতে না মরে রাবণ ॥
ব্রহ্মা বর দিয়াছেন তপে হ'য়ে তুষ্ট।
বিনা নর-বানরেতে না মরিবে দুষ্ট ॥
পৃথিবী-মণ্ডলে আমি হব অবতার।
সবংশেতে রাবণেরে করিব সংহার ॥
দেবতার হাতে কভু না মরে রাবণ।
যুদ্ধ করি খেদাড়িয়া দেহ দেবগণ ॥
বিষ্ণুর আজ্ঞায় ইন্দ্র যায় শীঘ্রগতি।
যুঝিবারে সাজিলেন অমরের পতি ॥
ত্রিভুবন-উপরেতে ইন্দ্র-অধিকার।
দশদিক-পাল আসি হৈল আগুসার ॥
দক্ষিণে কুবের আর কৈলাস উত্তরে।
যক্ষ রক্ষ ল'য়ে আইলা যুঝিবার তরে ॥
বারেক রাবণ সহ যুদ্ধে পাইল লাজ।
আরবার আইল কুবের যক্ষরাজ ॥

---

(১) উভেতে—উচ্চে। (২) ওর—সীমা। (৩) সমুদ্র-মন্থনে সমুদ্র-গর্ভ হইতে হস্তী ঐরাবত ও ঘোটক উচ্চৈঃশ্রবার উৎপত্তি হয়। দেবরাজ ইন্দ্র ইহা অধিকার করেন।

যম মৃত্যু সংগ্রামে আইল দুই জন।
একবার যুদ্ধে দোঁহে জিনিল রাবণ॥
রাবণের যুদ্ধে ভাগে তারা দুই যোধে।
আরবার আইল ইন্দ্রের অনুরোধে॥
পাতালেতে বাসুকিরে জিনিল রাবণ।
সেই কোপে যুঝিতে আইল নাগগণ॥
আইল তিরাশী কোটি চিত্রিণী শঙ্খিনী।
যাহার বিষের জ্বালে কাঁপয়ে মেদিনী॥
একবার বরুণেরে জিনেছে রাবণ।
সে কোপে বরুণ যুদ্ধে আইল তখন॥
মরুৎ অসুর আর আইল বিদ্যাধর।
ভূত প্রেত পিশাচাদি আইল বিস্তর॥
চন্দ্র সূর্য্য আইল, নক্ষত্র আর বার।
রাবণের রণেতে হইল আগুসার॥
শনি রাহু কেতু-আদি যত গ্রহগণ।
রাত্রি-দিবা ঝড়-বৃষ্টি আইল তখন॥
সমর দেখিতে আইলেন মহেশ্বরী।
চৌষট্টি যোগিনী তাঁর সঙ্গে সহচরী॥
দেবীর অসীম মূর্ত্তি ষোড়শী (১) বগলা (২)।
ইন্দ্রাণী রুদ্রাণী দেবী ব্রহ্মাণী কমলা॥
নারসিংহী(৩) বারাহী(৪) ধরেন নানা কলা(৫)।
কাত্যায়নী চামুণ্ডা (৬) গলেতে মুণ্ডমালা॥
রণে আইলেন দেবী বেশ ভয়ঙ্কর।
আছুক অন্যের কাজ দেবে লাগে ডর॥
রক্তবীজ আদি করি মারিলা কটাক্ষে।
রাবণের তরে রহিলেন অন্তরীক্ষে॥
স্বর্গলোক মর্ত্ত্যলোক আইল পাতাল।
চারিদিকে পড়ে অস্ত্র অগ্নির উথাল॥
নানা অস্ত্র পড়ে, নাহি যায় সংখ্যা করা।
অমরাবতীতে যেন বরিষয়ে ধারা॥
নানা অস্ত্র রাক্ষস করিছে অবতার।
সুরপুরী বাণেতে হইল অন্ধকার॥
জাঠা জাঠি শেল শূল মুষল মুদগর।
খাণ্ডা খরশাণ বাণ অতি ভয়ঙ্কর॥
পড়ে গদা শাবল নাহিক লেখা-জোখা।
চারি দিকে ফেলে বাণ, যার যত শিক্ষা॥
রথে রথে ঠেকাঠেকি ভাঙ্গি পড়ে কত।
হস্তী ঘোড়া চাপনেতে হস্তী ঘোড়া হত॥
নড়ে দেব দানব গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর।
লেখা-জোখা নাহি, বাণ পড়িছে বিস্তর॥
দেব-অস্ত্র রাক্ষসাস্ত্র করে অবতার।
সকল অমরাবতী বাণে অন্ধকার॥
দুই সৈন্য যুদ্ধে পড়ে রক্তে হৈয়া রাঙ্গা।
রক্তে নদী বহে, যেন ভাদ্রমাসের গঙ্গা॥
হস্তী ঘোড়া ঠাট কত রক্তোপরি ভাসে।
হরিষে পিশাচগুলা মনে মনে হাসে॥
বিম্বকে বিম্বকে (৭) রক্ত বান্ধি উঠে ফেনা।
শকুনি গৃধিনী তাহে করিছে পারণা॥
ইন্দ্র বলে, রাবণ, কি করিস্ যুদ্ধ-ছল।
জনে জনে যুঝ দেখি কার কত বল॥
শুনিয়া ইন্দ্রের কথা হাসিল রাবণ (৮)।
মোর সনে যুঝেছে সকল দেবগণ॥

---

(১) ষোড়শী—দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত তৃতীয় মহাবিদ্যা। (২) বগলা—দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত অষ্টম মহাবিদ্যা। (৩) নারসিংহী—অর্দ্ধ-নারী অর্দ্ধ সিংহরূপা শক্তি। (৪) বারাহী—বরাহরূপিণী শক্তি। (৫) কলা—বিভূতি। (৬) চামুণ্ডা—চণ্ড ও মুণ্ড নামক অসুরদ্বয়কে বধ করেন বলিয়া দুর্গার এই নাম। (৭) বিম্বকে বিম্বকে—বুদ্‌বুদে বুদ্‌বুদে; অর্থাৎ রক্তের স্রোতের মধ্যে বুদ্‌বুদ উঠিয়া তাহা ফেনরূপে পরিণত হইতেছে। (৮) পারণা—উপবাসের পর ভোজন।

বরুণ কুবের যম জিনেছি মান্ধাতা।
যুঝিবে আমার সনে কে আছে দেবতা॥
হেনকালে শনি গেল রাবণের পাশে।
দশ মাথা খসে' পড়ে, দেবগণ হাসে॥
বিকৃত-আকার রাবণ সংগ্রাম-ভিতরে।
দেখি যত দেবগণ উপহাস করে॥
দশমাথা খসে' পড়ে বল নাহি টুটে।
ব্রহ্মার বরেতে তার দশ মাথা উঠে॥
একবার ভিন্ন শনির আর নাহি রণ।
উড়িল শনির প্রাণ দেখিয়া রাবণ॥
ব্রহ্মার বরেতে মাথা খসিলে না মরে।
শনি পলাইয়া গেল রাবণের ডরে॥
শনি পলাইল সে রাক্ষস-গণ হাসে।
হেনকালে যম গেল রাবণের পাশে॥
যমেরে দেখিয়া তবে হাসে দশানন।
মোর সহ যম তুই কি করিবি রণ॥
যম বলে, রাক্ষস, কি করিস্ অহঙ্কার।
সেই দিন আমি তোরে করিতাম সংহার॥
ভাগ্যেতে বাঁচিলি প্রাণে ব্রহ্মার কারণ।
ব্রহ্মা আজি নাহি হেথা, জীবে (১) কতক্ষণ॥
আছয়ে চৌষট্টি রোগ যমের সংহতি।
রাবণের অঙ্গে প্রবেশিল শীঘ্রগতি॥
ত্রিভুবনের মায়া জানে রাজা দশানন।
ব্রহ্ম-অগ্নি সলিলেতে জ্বালিল তখন॥
পরিত্রাহি ডাকি, সব রোগ পুড়ে মরে।
সহিতে না পারি গেল যমের গোচরে॥
রোগ পীড়া পলাইল, রক্ষোরাজ হাসে।
মোর কাছে যম, তুমি দর্প কর কিসে॥
যম বলে, রাবণ, কি করিস্ অহঙ্কার।
আমার হাতেতে তোর সবংশে সংহার॥
রোগ পীড়া পলাইল মনে পাইলি আশ।
আমার দণ্ডেতে তোর সবংশে বিনাশ॥
করিলি বিস্তর তপ হইতে অমর।
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিলা বর॥
অবশ্য মরণ হবে—যাবি মোর ঘর।
চক্ষু পাকাইয়া গর্জ্জে যমের কিঙ্কর॥
যমরাজ রাবণ দু'জনে গালাগালি।
দূর হৈতে শুনে কুম্ভকর্ণ মহাবলী॥
ধেয়ে যায় কুম্ভকর্ণ যমে গিলিবারে।
কুম্ভকর্ণে দেখি যায় পলাইয়া ডরে॥
পলাইয়া রহে যম ইন্দ্রের গোচর।
দেখিয়া যমের ভঙ্গ কহে পুরন্দর॥
সর্ব্বজন মরে যম তোমা-দরশনে।
যম তুমি ভঙ্গ দিলে যুঝে কোন্ জনে॥
হেনকালে পবন বহিল মহা-ঝড়।
উড়াইয়া রাক্ষসে একত্র কৈল জড়॥
রাবণের যত ঠাঠ ঝড়ে উড়াইল।
ভয়েতে রাবণ রাজা চিন্তিত হইল॥
কুম্ভকর্ণ বীরে ঝড়ে উড়াইতে নারে।
কুম্ভকর্ণ চলিল পবনে গিলিবারে॥
কুম্ভকর্ণে দেখিয়া পবন দিল রড়।
পলাইল পবন, ঘুচিল সব ঝড়॥
পবন পলায়ে গেল মনে পেয়ে ডর।
বরুণ প্রবেশ করে রণের ভিতর॥
বরুণের মায়াতে সকল জলময়।
জল দেখি রাবণের বড় লাগে ভয়॥
কুম্ভকর্ণের নাহি ভয় দুর্জ্জয় শরীর।
আর যত সেনা সব হইল অস্থির॥
বরুণের মায়া চূর্ণ করিতে রাবণ।
অগ্নিবাণ ধনুকেতে জুড়িল তখন॥

(১) জীবে—বাঁচিবে।

অগ্নিবাণ রাবণের অগ্নি-অবতার।
অগ্নিবাণে সব জল করিল সংহার ॥
বরুণের মায়া যদি ভাঙ্গিল রাবণ।
রণেতে প্রবেশ করে যত গ্রহগণ ॥
একাদশ রুদ্র আইল দ্বাদশ ভাস্কর।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল হইল দীপ্তিকর ॥
একেবারে হইল দ্বাদশ সূর্য্যোদয়।
ভয়েতে রাক্ষসগণ গণিল সংশয় ॥
ধনুকেতে রাজা জোড়ে বাণ ব্রহ্ম-জাল।
বাণ হতে বরিষয়ে অগ্নির উথাল ॥
রাবণের বাণে দেবগণ ডরে কাঁপে।
সূর্য্য-তেজ নিভাইল রাবণ প্রতাপে ॥
সকল দেবতাগণে জিনিল রাবণ।
মেঘনাদ জয়ন্ত দুজনে বাজে রণ ॥
দুই রাজ-পুত্র যুঝে, দু-জনে প্রধান।
কেহ কারে নাহি জিনে দুজনে সমান ॥
মেঘনাদ-বাণেতে জয়ন্ত পায় ডর।
জয়ন্ত পলায়ে গেল পাতাল ভিতর ॥
পুলোম দানব তার মাতামহ হয়।
পাতালে লুকায়ে রহে তাহার আলয় ॥
ইন্দ্রস্থানে বার্ত্তা কহে যত দেবগণ।
আচম্বিতে জয়ন্তে না দেখি কি কারণ ॥
মেঘনাদের বাণ বুঝি না পারি সহিতে।
আছে কি না আছে বেঁচে, না পারি বলিতে ॥
অন্তঃপুরে নারীগণ জুড়িল ক্রন্দন।
যম গিয়া ইন্দ্রে কহে প্রবোধ বচন ॥
পরলোকে গেলে মোর সঙ্গে হ'ত দেখা।
মরে নাই জয়ন্ত সে পাইয়াছে রক্ষা ॥
পুলোম দানোব তার পাতালে নিবাস।
লুকাইয়া জয়ন্ত র'য়েছে তার পাশ ॥
যমের প্রবোধে ইন্দ্র সংবরে ক্রন্দন।
তবে ইন্দ্ররাজা গেল চণ্ডীর সদন ॥
তোমা বিদ্যমানে দেব-গণের সংহার।
রাবণে মারিয়া, মাতা, কর প্রতিকার ॥
চৌষট্টি যোগিনী ছিল দেবীর সংহতী।
যুঝিতে যোগিনীগণ চলে শীঘ্রগতি ॥
যুঝিতে যোগিনীগণ চলে নেচে নেচে।
রক্ত মাংস খাইয়া যোগিনী সব নাচে ॥
দেখিতে যোগিনী সব মহা ভয়ঙ্করে।
এক এক যোগিনী শত রাক্ষসে সংহারে ॥
দশানন বলে, মাতা, কর অবধান।
যুদ্ধ সংবরিয়া তুমি যাহ নিজ স্থান ॥
রাবণ যোগিনী-যুদ্ধ দেখি ভয়ঙ্কর।
জোড়হাতে স্তুতি করে দেবীর গোচর ॥
মোর সনে মাতা, তব কিসের বিবাদ।
তোমার চরণে কিছু নাই অপরাধ ॥
শঙ্কর-সেবক আমি, তুমি মা শঙ্করী।
এ কারণে তব সনে যুদ্ধ নাহি করি ॥
আমারে জিনিয়া তব হইবে কি কাজ।
তুমি যদি হার, মাতা, পাবে বড় লাজ ॥
রাবণের বচনে চণ্ডীর হৈল হাস।
চৌষট্টি যোগিনী ল'য়ে চলিলা কৈলাস ॥
একে একে দেবগণে জিনিল রাবণ।
ইন্দ্র আর রাবণ দুজনে বাজে রণ ॥
ঐরাবতে চড়ে ইন্দ্র, বজ্র অস্ত্র হাতে।
সাজিয়া রাবণ রাজা আইল দিব্য রথে ॥
ইন্দ্রের সে বজ্র অস্ত্র করিছে গর্জ্জন।
বজ্রের গর্জ্জন শুনি চিন্তিত রাবণ ॥
হেনকালে কুম্ভকর্ণ আইল ধাইয়ে।
ইন্দ্রের সম্মুখে আসি রহিল দাঁড়ায়ে ॥

কুম্ভকর্ণ বলে, ইন্দ্র, আর যাবি কোথা।
স্বর্গপুরী নি-বসতি (১) করিব দেবতা ॥
বজ্র বিনা ইন্দ্র তোর আর নাহি বাড়া (২)।
দন্তে চিবাইয়া বজ্র করে যাব গুঁড়া ॥
ইন্দ্র বলে, কুম্ভকর্ণ, ছাড় অহঙ্কার।
বজ্র অস্ত্রে আমি তোকে করিব সংহার ॥
মহামন্ত্র পড়ে' ইন্দ্র বজ্র বাণ ফেলে।
লাফ দিয়া কুম্ভকর্ণ বজ্র-অস্ত্র গিলে ॥
বজ্র-অস্ত্র গিলে বীর ছাড়ে সিংহনাদ।
দেখি যত দেবগণ গণিল প্রমাদ ॥
চলিল সে কুম্ভকর্ণ দেবতা গিলিতে।
ভয়েতে দেবতাগণ পলায় চারিভিতে ॥
সৃষ্টিনাশ হেতু তারে সৃজিলা বিধাতা।
চারিভিতে লাফ দিয়া গিলিছে দেবতা ॥
অমর দেবতা-গণ, নাহিক মরণ।
নাসিকা কর্ণের পথে পলায় তখন ॥
শ্রবণ-নাসিকা-পথ ঘরের দুয়ার।
তাহা দিয়া দেবগণ পলায় অপার (৩) ॥
স্বর্গ হৈতে দেবগণে আছাড়িয়া ফেলে।
হাত পা ভাঙ্গিয়া যায়, পড়ে ভূমিতলে ॥
কুম্ভকর্ণ-রণে কারো নাহি অব্যাহতি।
হইল সমর স্বর্গে সমুদয় রাতি ॥
এক দিবারাত্রি মাত্র কুম্ভকর্ণ জাগে।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা গেল, সুখী দেবভাগে ॥
জাগে কুম্ভকর্ণ এক দিন ছয় মাসে।
রজনী প্রভাত হ'লে সবারে আশ্বাসে ॥
রাত্রি পোহাইল বীর নিদ্রায় বিকল।
এতক্ষণে রক্ষা পাইল দেবতা সকল ॥

কুম্ভকর্ণ নিদ্রা গেলে রাবণ চিন্তিত।
রথে তুলি লঙ্কাপুরে পাঠায় ত্বরিত ॥
ইন্দ্র সহ রাবণের বাজে মহা রণ।
দুই জনে নানা বাণ করে বরিষণ ॥
দুই জনে বাণ মারে নাহি লেখা-জোখা।
চারি দিকে বাণ ফেলে যার যত শিক্ষা ॥
দুই জন সম, কেহ না পারে জিনিতে।
প্রস্বাপন (৪) বাণ ইন্দ্রের পড়িল মনেতে ॥
ইন্দ্র বলে, কৌতুক দেখহ দেবগণ।
প্রস্বাপন-বাণে বন্দী করিব রাবণ।
ব্রহ্ম-মন্ত্র পড়ি ইন্দ্র প্রস্বাপন এড়ে।
ব্রহ্ম-অস্ত্র রাবণের গায়ে গিয়া পড়ে ॥
ছুঁলে মাত্র নিদ্রা যায় হেন প্রস্বাপন।
রথোপরি রাবণ নিদ্রায় অচেতন ॥
অচেতন হ'য়ে পড়ে রথের উপরে।
সকল দেবতা আসি বেড়ে রাবণেরে ॥
লোহার শিকলে বান্ধে হাতে ও গলায়।
রাবণে বাঁধিয়া দিল ঐরাবত-পায় ॥
ধরায় লোটায় রাবণের দশ মাথা।
তাহার অবস্থা দেখে হাসেন দেবতা ॥
হিঁচড়িয়া ল'য়ে যায় বুক ছ'ড়ে যায়।
ঐরাবত-দন্ত ঠেকে রাবণের গায় ॥
খান খান হয় অঙ্গ দন্ত দিয়া চিরে।
পরিত্রাহি ডাকে রক্ষ বিষম প্রহারে ॥
হরিষ দেবতাগণ জিনিয়া রাবণ।
শিরে হাত, কান্দে যত নিশাচর-গণ ॥
রাবণ হইল বন্দী মেঘনাদ দেখে।
রথে চড়ি মেঘনাদ উঠে অন্তরীক্ষে ॥

(১) নি-বসতি—বাস-হীন। (২) বাড়া—বেশীর ভাগ। (৩) অপার—যাহার শেষ নাই; অনেক।
(৪) প্রস্বাপন—যে অস্ত্রের প্রয়োগে নিদ্রার আকর্ষণ হয়।

মেঘনাদ গর্জ্জে যেন মেঘের গর্জ্জন।
ঘরে না আসিও ইন্দ্র ফিরে দেহ রণ॥
রাবণ-কুমার আমি, নাম মেঘনাদ।
আজিকার যুদ্ধে তোর পড়িল প্রমাদ॥
পিতারে করিলি বন্দী মোর-বিদ্যমানে।
বিনাশিব স্বর্গপুরী আজিকার রণে॥
গর্জ্জিতেছে মেঘনাদ থাকিয়া আকাশে।
মেঘনাদ-গর্জ্জনেতে দেবরাজ হাসে॥
তোর ঠাঁই শুনিলাম অপূর্ব্ব কাহিনী।
পিতা হৈতে পুত্র বড় কোথাও না শুনি॥
এত যদি দুই জনে হৈল গালাগালি।
দুই জনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী॥
অন্তরীক্ষে মেঘনাদ মেঘে হ'য়ে লুকি॥
মেঘের আড়েতে যুঝে রাবণি (১) ধানুকী (২)॥
নানা অস্ত্র মেঘনাদ ফেলে চারিভিতে।
ফাঁফর হইল ইন্দ্র না পারে সহিতে॥
অন্তরীক্ষে থাকি বাণ ফেলে ঝাঁকে ঝাঁকে।
কোথা হৈতে পড়ে বাণ কেহ নাহি দেখে॥
খাণ্ডা খরশাণ শেল শূল একধারা।
চারিভিতে পড়ে যেন আকাশের তারা॥
নানা অস্ত্র মেঘনাদ করে বরিষণ।
জর্জ্জর হইল বাণে যত দেবগণ॥
ইন্দ্রে ছাড়ি দেবগণ পলায় তখন।
একেশ্বর থাকি ইন্দ্র করে মহারণ॥
সন্ধান পূরিয়া ইন্দ্র ঊর্দ্ধদৃষ্টে চায়।
কোথা হ'তে আসে বাণ, দেখিতে না পায়॥
সহস্র চক্ষেতে ইন্দ্র না পায় দেখিতে।
দেখিতে না পায়, আর না পারে সহিতে॥
মেঘনাদ জুড়িলেক বন্ধ নাগপাশ।
তাহা দেখি দেবগণে লাগিল তরাস॥
মেঘনাদ জানে বাণ, বড় বড় শিক্ষা।
যজ্ঞেতে পাইল বাণ, কারো নাহি রক্ষা॥
এক বাণে ভুজঙ্গম অনেক জন্মিল।
হাতে গলে দেবরাজে বান্ধিয়া পাড়িল॥
বিষের জ্বালাতে ইন্দ্র হইল মূর্চ্ছিত।
ইন্দ্র ছাড়ি দেবগণ পলায় ত্বরিত॥
স্বর্গ ছাড়ি পলায় যতেক দেবগণ।
রাক্ষসেতে রাবণের ছাড়ায় বন্ধন॥
ইন্দ্রে বান্ধে মেঘনাদ পিতৃ-বিদ্যমান।
মেঘনাদে রাবণ সে করিছে বাখান॥
আমারে বান্ধিয়াছিল ইন্দ্র দেবরাজ।
হেন ইন্দ্রে বান্ধিয়া করিলে পুত্র-কাজ॥
ইন্দ্রকে বান্ধিয়া পুত্র লহ লঙ্কাপুরী।
তবে আমি লুটিব এ অমর-নগরী॥
মেঘনাদ বলে, পিতা, আজ্ঞা কর তুমি।
ইন্দ্রকে বান্ধিয়া আগে ল'য়ে যাই আমি॥
শুনি মেঘনাদের বচন দশানন।
আজ্ঞা দিল, কর তাহা—যাহে তব মন॥
আজ্ঞা পেয়ে মেঘনাদ ইন্দ্রকে ধরিল।
রথের নিকটে ল'য়ে কহিতে লাগিলে॥
পিতারে বান্ধিয়াছিলি ঐরাবত-পায়।
বান্ধিব তোমারে ইন্দ্র রথের চাকায়॥
ইন্দ্রে বান্ধি পাঠাইল লঙ্কার ভিতর।
অমর-নগরী লুটে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
একে দশানন, তাহে অমর-নগরী॥
বাছিয়া বাছিয়া লুটে স্বর্গ-বিদ্যাধরী॥
নানা রত্ন-মাণিক্য ভাণ্ডার হৈতে নিল।
স্বর্গ-বিদ্যাধরী তথা অনেক পাইল॥
শচীরে চাহিয়া ভ্রমে রাজা দশানন।
শচী ল'য়ে দেবগণ হৈল অদর্শন॥

(১) রাবণি—রাবণ পুত্র মেঘনাদ। (২) ধানুকী—ধনুর্দ্ধারী।

শচী জন্য রাবণের ছিল বড় আশ।
শচী না পাইয়া রাজা হইল নিরাশ ॥
ইন্দ্রের নন্দন-বন দেখে মনোহর।
প্রবেশে নন্দন-বনে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
পারিজাত-বৃক্ষ উপাড়িল ডালে-মূলে।
লুটিয়া অমরাবতী চলে কুতূহলে ॥
লঙ্কার ভিতরে গিয়া করিল দে'য়ান।
কটক ছত্রিশ কোটি সম্মুখে প্রধান ॥
মেঘনাদ গেল তবে বাপের গোচর।
রাবণ বলে, কোথায় রেখেছ পুরন্দর ॥
ইন্দ্ররাজ করিয়াছে আমার অবস্থা।
হেন ইন্দ্রে বান্ধি পুত্র রাখিয়াছ কোথা ॥
মেঘনাদ বলে, তব বাপের গোচর।
বান্ধিয়া রেখেছি ইন্দ্রে লঙ্কার ভিতর ॥
লোহার শৃঙ্খলে বান্ধিয়াছি হাতে-গলে।
বুকে শিলা চাপায়ে রেখেছি যজ্ঞ স্থলে ॥
এত যদি কহে মেঘনাদ বীরবর।
প্রসাদ পাইল বহু বাপের গোচর ॥
মেঘনাদে তবে রাজা করিছে বাখান।
ধন্য ধন্য পুত্র মোর বীরের প্রধান ॥
নানা অলঙ্কার দিল মাথে দিল মণি।
দশ হাজার বিদ্যাধরী দিলেক নাচনী ॥
বাপের প্রসাদ পেয়ে হরষ অন্তরে।
কুতূহলে দেব-কন্যা ল'য়ে খেলা করে ॥
বহু ধন পায় লুটি অমর-নগরী।
দিগ্বিজয়-দ্রব্য রাজা আনে লঙ্কাপুরী ॥
দেব-দানবের কন্যা ল'য়ে খেলা করে।
ত্রিভুবন জিনিল সে রাজা লঙ্কেশ্বরে ॥
কৌতুকেতে লঙ্কাপুরে আছে লঙ্কেশ্বর।
সকল দেবতা গেল ব্রহ্মার গোচর ॥
আচম্বিতে ব্রহ্মা, তব সৃষ্টি হয় নাশ।
দিবা রাত্রি গেল, চন্দ্র-সূর্য্যের প্রকাশ ॥
আচম্বিতে স্বর্গ আসি বেড়ে লঙ্কেশ্বর।
ইন্দ্রকে বান্ধিয়া নিল লঙ্কার ভিতর ॥
দেবগণ ছাড়িয়াছে স্বর্গের বসতি।
কি প্রকারে দেবরাজ পাবে অব্যাহতি।
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা ভাবেন বিষাদ।
রাবণেরে বর দিয়ে পড়িনু প্রমাদ ॥
দেবগণে রাখি ব্রহ্মা চলিলা সত্বর।
একেশ্বর ব্রহ্মা গেলা লঙ্কার ভিতর ॥
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিল রাবণ।
ভক্তি-ভরে পূজে রাবণ ব্রহ্মার চরণ ॥
আচম্বিতে ব্রহ্মা, কেন হেথা আগমন।
আজ্ঞা কর আছে তব কোন্ প্রয়োজন ॥
বিরিঞ্চি বলেন দুষ্ট কৈলি সৃষ্টি নাশ।
রাত্রি দিবা গেল, চন্দ্র-সূর্য্যের প্রকাশ ॥
ইন্দ্রে বান্ধি লঙ্কাতে আনিলি কি কারণ।
স্বর্গপুরে নাহি রহে যত দেবগণ ॥
জোড়-হাতে বলে রাবণ ব্রহ্মার গোচর।
ত্রিভুবন জিনিলাম পেয়ে তব বর ॥
সকল জিনিনু আমি তোমার প্রসাদে।
ইন্দ্রে বান্ধিয়াছে মোর পুত্র মেঘনাদে ॥
যজ্ঞশালে রাখিয়াছে দেব পুরন্দরে।
আজ্ঞা কর, আনি আমি তোমার গোচরে ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, রাজা, চল যজ্ঞশালা।
দেখাইবে মেঘনাদের যজ্ঞ নিকুম্ভিলা ॥
আগে আগে ব্রহ্মা যান, পশ্চাতে রাবণ।
তার পাছে চলিল রাক্ষস বিভীষণ ॥
মেঘনাদের যজ্ঞ দেখি ব্রহ্মার হৈল হাস।
মেঘনাদে ব্রহ্মা বলেন করিয়া প্রকাশ ॥

তোর বাপ ইন্দ্র-রণে পাইল পরাজয়।
হেন ইন্দ্রে জিন তুমি সংগ্রামে দুর্জ্জয় ॥
তোর বাণে ত্রিভুবন হইল কম্পিত।
আজি হৈতে নাম তোর হৈল ইন্দ্রজিত ॥
বর মাগ ইন্দ্রজিৎ, তুষ্ট হইনু আমি।
সৃষ্টি রক্ষা কর, ইন্দ্রে ছাড়ি দেহ তুমি ॥
ইন্দ্রজিৎ বলে, আগে দেহ তুমি বর।
তবে আমি ছাড়িব এ রাজা পুরন্দর ॥
অমর বর দেহ মোরে, কর সংবিধান।
অন্য বর আমি নাহি চাহি তব স্থান ॥
ইন্দ্রজিতের কথা শুনি ব্রহ্মার হৈল হাস।
তুমি অমর হইলে আমার সর্ব্বনাশ ॥
ব্রহ্মা বলেন, দিনু বর, শুন ভালমতে।
ত্রিভুবন জিনিলে যে যজ্ঞের ফলেতে ॥
এই যজ্ঞ ভঙ্গ তোর করিবে যে জন।
সেই জন হয় তোর বধের ভাজন ॥
শুনেছিল এ সন্ধি রাক্ষস বিভীষণ।
তারি জন্যে ইন্দ্রজিতে বধিলা লক্ষ্মণ ॥
ইন্দ্রে এনে দিল তবে ব্রহ্মা-বিদ্যমান।
অধোমুখে রহে ইন্দ্র পেয়ে অপমান ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, ইন্দ্র, কিবা ভাব মনে।
এ দুঃখ পাইলে তুমি শাপের কারণে ॥
তোমার শাপের কথা পড়ে মোর মনে।
পূর্ব্ব-কথা কহি ইন্দ্র শুন সাবধানে ॥
কৌতুকেতে এক কন্যা সৃজিলাম আমি।
রাজ্য-ভোগে পূর্ব্ব-কথা পাসরিলে তুমি ॥
অহল্যা কন্যার নাম রাখিনু যতনে।
আইল গৌতম মুনি আমা-দরশনে ॥
অহল্যার রূপ দেখি মুনি অচেতন।
লাজে মুনি প্রকাশ না করে কদাচন ॥
বুঝিয়া মুনির মন কন্যা দিনু দান।
কন্যা ল'য়ে কৈল মুনি স্বস্থানে প্রস্থান ॥
তপস্যাতে গেল মুনি তমসার কূলে।
হেনকালে গেলা তুমি পড়িবার ছলে ॥
অহল্যা গৌতম-পত্নী পরমা-সুন্দরী।
গৌতমের রূপে তুমি গেলে তার পুরী ॥
সতী কন্যা অহল্যা সে সর্ব্ব লোকে জানে।
জলাসন দিল সে তোমারে স্বামী জ্ঞানে ॥
নারী জাতি নাহি জানে মায়া-ব্যবহার।
বলে ধরি তুমি তারে কৈলে অনাচার ॥
হেন কালে তপ করি মুনি আইলা ঘরে।
সর্ব্বজ্ঞ গৌতম মুনি চিনিলা তোমারে ॥
অহল্যারে শাপ আগে দিলা মুনিবর।
পাষাণ হইয়া থাক অনেক বৎসর ॥
আপনি হবেন প্রভু রাম-অবতার।
তিনি পদধূলি দিলে তোমার নিস্তার ॥
অহল্যা পাষাণী হৈল যে মুনির শাপে।
তোমারে সে মুনি শাপ দিলা মহাকোপে ॥
তোর অনাচার ইন্দ্র রহিল ঘোষণা।
তোরে পড়াইয়া পাইলাম এ দক্ষিণা ॥
হতভাগা ইন্দ্র, কর কুকর্ম্ম সাধন।
মোর শাপে হবে তুমি সহস্র-লোচন ॥
শাপ দিলা মহামুনি, খণ্ডন না যায়।
হইল সহস্র নেত্র ইন্দ্র তব গায় ॥
ধরিয়া মুনির পায়ে করিলা ক্রন্দন।
এ দারুণ পাপ মোর করহ খণ্ডন ॥
মুনি বলে, খণ্ডন না যায় এই পাপ।
এই পাপে তুমি পরে পাবে বড় তাপ ॥
মুনির বচন কভু না যায় খণ্ডন।
এত দুঃখ পাইলে ব্রহ্ম-শাপের কারণ।

বিরিঞ্চি বলেন, ইন্দ্র, কহি তব স্থানে।
রাম-নাম মন্ত্র তুমি জপ রাত্রি-দিনে ॥
ইহা বিনা তোমার নাহিক প্রতিকার।
রাম-নামে হয় সর্ব্ব পাপের সংহার ॥
এক নামে সহস্র নামের ফল হয়।
রাম-নাম তুল্য নাহি, চারি বেদে কয় ॥
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা গেলেন স্বস্থান।
ইন্দ্র গেলা স্বর্গপুরে, পেয়ে প্রাণদান ॥
ব্রহ্মার কারণে ইন্দ্র পেয়ে অব্যাহতি।
আইল অমরাবতী আপন বসতি ॥
রাম-নাম দেবরাজ রাত্রি-দিন জপে।
পরিত্রাণ পান ইন্দ্র সেই মহাপাপে ॥
দিগ্বিজয় করি রাবণ আইল নিজ-ঘর।
চৌদ্দ-যুগ রাজ্য করে লঙ্কার ঈশ্বর ॥
আর চৌদ্দ-যুগ ছিল রাবণের আয়ু।
সীতার চুলেতে ধরি হইল অল্পায়ু ॥
লঙ্কাতে করিল রাজ্য মালী ও সুমালী।
পরে রাজ্য করিল কুবের মহাবলী ॥
তৎপরে লঙ্কায় রাজ্য করিল রাবণ।
তোমার এ ঘোষণা রহিল ত্রিভুবন ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ বলি রাম করিলা প্রকাশ ॥
রাবণের দিগ্বিজয় কহিলা হে মুনি।
রাবণ অধিক হনুমানের বাখানি ॥
বহুস্থানে শুনি রাবণের পরাজয়।
হনুমান্-পরাজয় কোথাও না হয় ॥
গন্ধমাদন-পর্ব্বত রাত্রি মধ্যে আনে।
হনুমান্ সম বীর নাহি ত্রিভুবনে ॥
শুনিতে বাসনা মোর হনূর চরিত্র।
শুনিয়াছি শিবরূপী পরম পবিত্র ॥
গাহিল উত্তরাকাণ্ডে প্রাণের উল্লাসে।
রাবণের দিগ্বিজয় কবি কৃত্তিবাসে ॥

হনুমানের জন্ম-বিবরণ।

অগস্ত্য বলেন, কি কহিব তার কথা।
হনুমানের কত গুণ না জানে দেবতা ॥
তাহার যতেক গুণ কহিতে না জানি।
সংক্ষেপেতে কহি কিছু শুন রঘুমণি ॥
জননী অঞ্জনা তার, পিতা সে পবন।
হনুমানের জন্মকথা কহি বিবরণ ॥
অঞ্জনা বানরী ছিল পরমা-সুন্দরী।
তারে বিভা করিলেক বানর কেশরী ॥
বানরীর রূপ-গুণ বড়ই অদ্ভুত।
রূপে আলো করে, যেন পড়িছে বিদ্যুৎ ॥
মলয় পর্ব্বতোপরি কেশরীর ঘর।
অঞ্জনার সহ বাস করে নিরন্তর ॥
প্রবেশিল চৈত্রমাস বসন্ত-সময়।
আইল পবন-দেব পর্ব্বত মলয় ॥
অঞ্জনার রূপে বায়ু আকুল-হৃদয়।
কহিতে না পারে কিছু কেশরী দুর্জ্জয় ॥
পুত্র দান বর দিয়া দেবতা পবন।
নানা ভাবে তুষিলেন অঞ্জনার মন ॥
অঞ্জনা বলেন, বায়ু, বরে তৃপ্ত-প্রাণ।
মহাবীর হয় যেন আমার সন্তান ॥
বায়ু বলে, পুত্র, তব মহাবীর হবে।
শৌর্য্যে বীর্য্যে পরাক্রমে অদ্বিতীয় ভবে ॥
প্রফুল্ল অন্তরে তুমি যাহ নিজ ঘরে।
জন্মিবে দুর্জ্জয় বীর তোমার উদরে ॥

এতেক বলিয়া বায়ু গেল নিজস্থান।
আঠার মাসেতে জন্ম নিল হনুমান্॥
অমাবস্যা দিনে হৈল হনুর জনম।
জন্মমাত্র সেই দিন বিশাল-বিক্রম॥
জন্মিয়া মায়ের কোলে করে স্তন্যপান।
রক্তবর্ণ উদয় হইল ভানুমান (১)॥
ফল-জ্ঞানে কৌতুকে সে ধরিবার আশে।
অঞ্জনার কোল হৈতে উঠিল আকাশে॥
পর্ব্বত সূর্য্যেতে হয় লক্ষেক যোজন।
এক লাফে উঠে তথা পবন-নন্দন॥
জন্মমাত্র বালক সে উঠিল আকাশে।
সূর্য্যকে ধরিতে যায় অসীম সাহসে॥
সূর্য্যেতে গ্রহণ লাগিবেক সে দিবসে।
ধাইয়াছে রাহু সূর্য্যে গিলিবার আশে॥
হনুমানে দেখে' রাহু পলাইল ডরে।
কহিল সকল কথা ইন্দ্রের গোচরে॥
মম অধিকার ইন্দ্র, দিলে তুমি কারে।
না জানি কে আসিয়াছে সূর্য্যে গিলিবারে॥
শুনিয়া রাহুর কথা ইন্দ্রের তরাস।
সূর্য্যকে গিলিতে কেটা করিয়াছে আশ॥
ঐরাবতে চড়ি ইন্দ্র বজ্র হাতে ল'য়ে।
সূর্য্যের নিকটে হনু দেখিল আসিয়ে॥
হনুমানে দেখি ইন্দ্র ভয়েতে অস্থির।
সুমেরু পর্ব্বত জিনি প্রকাণ্ড শরীর॥
ঐরাবতের মাথা রাঙ্গা হিঙ্গুলে মণ্ডিত।
তাহা দেখি হনুমান্ হৈল হরষিত॥
সূর্য্য এড়ি যায় ঐরাবতেরে ধরিতে।
কোপেতে উঠিল ইন্দ্র বজ্র ল'য়ে হাতে॥
ক্রোধ হৈলে দেবরাজ আপনা পাসরে।
বিনা দোষে বজ্রাঘাত করে তার শিরে॥
হনুমান্ পীড়িত হইল বজ্রাঘাতে।
অচেতন হ'য়ে পড়ে মলয়-পর্ব্বতে॥
নিরখিয়া অঞ্জনার উড়িল পরাণ।
ব্যাকুল হইয়া কান্দে কোলে হনুমান্॥
'পুত্র পুত্র' বলি করে অঞ্জনা ক্রন্দন।
হেনকালে আইলেন দেবতা পবন॥
অঞ্জনা বলেন, দেব, তব বর দানে।
জন্মিল যে পুত্র, সেই মরে ইন্দ্র-বাণে॥
অঞ্জনার বচনে পবন পড়ে লাজে।
জগতের প্রাণ আমি ধরি কোন্ কাজে॥
জগতে ত হই আমি জীবনের নিধি।
পুত্র মরে আমার, কৌতুক দেখে বিধি॥
বিধাতা সৃজিল সৃষ্টি বড় করি আশ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য আদি আজ করিব বিনাশ॥
বহে শ্বাস পবন সে লোকের জীবন।
পবন ছাড়িল, অচেতন ত্রিভুবন॥
স্থাবর জঙ্গম আদি মরে যত জীবী (২)।
মুনি সব অচেতন সকল পৃথিবী॥
ইন্দ্র আদি অচেতন সকল দেবতা।
সৃষ্টিনাশ হয় দেখি চিন্তিত বিধাতা॥
মলয়-পর্ব্বতে ব্রহ্মা আসিয়া সত্বর।
বলেন, পবন, শুন আমার উত্তর (৩)॥
সৃষ্টি সৃজিলাম আমি বহুতর ক্লেশে।
হেন সৃষ্টি নাশ কর, যুক্তি না আইসে॥
পবনে সৃজিনু আমি লোকের জীবন।
শ্বাসেতে পবন বহে এই সে কারণ॥
হেন বায়ু রোধ করি মারিলা জগৎ।
আপনি মরিবে বুঝি কর সেই মত॥
আত্মা রাখ, সৃষ্টি রাখ, শুনহ উত্তর।
চারি যুগে হনুমান্ হইবে অমর॥

---

(১) ভানুমান—সূর্য্য। (২) জীবী—প্রাণী; জীবনধারী। (৩) উত্তর—কথা।

শুনিয়া ব্রহ্মার কথা পবনের হাস।
রুদ্ধ ছিল সে পবন করিল প্রকাশ ॥
আপনা প্রকাশ যদি করিল পবন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল উঠিল ত্রিভুবন ॥
বিধাতা বলেন, শুন, কহি দেবগণ।
হনুমানে আশীর্ব্বাদ করহ এখন ॥
সর্ব্ব-অগ্রে যম বলে, আমি দিনু বর।
আমা হৈতে নাহি তব মরণের ডর ॥
দেবতা বরুণ বর দিলেন তখন।
তোমার আমার জলে না হবে মরণ ॥
অগ্নি বলে, হনুমান, দিলাম এ বর।
অগ্নিতে না পুড়িবে তোমার কলেবর ॥
যত যত দেবতা যতেক বল ধরে।
আপন আপন বর দিলেন তাহারে ॥
ইন্দ্র বলে, হনুমান্ পবন-নন্দন।
বড় লজ্জা পাইলাম তোমার কারণ ॥
যেই বজ্রাঘাতে তুমি হইলা অস্থির।
সে বজ্র সমান হৌক তোমার শরীর ॥
ব্রহ্মা বলে, মারুতি, আমার এ বর।
এই বরে হও তুমি অজর অমর ॥
আগে বর দিয়া ব্রহ্মা জানিলেন ধ্যানে।
ব্রহ্ম শাপ হবে শেষে বীর হনুমানে ॥
বর দিয়া দেবগণ গেল নিজ স্থান।
মলয়-পর্ব্বতে রহিলেক হনুমান্ ॥
পিতৃ-ঘরে আছে বীর পর্ব্বত-শিখর।
নানা বিদ্যা মল্লযুদ্ধ শিখিল বিস্তর ॥
পড়িবারে গেল বীর ভার্গবের স্থানে।
চারিবেদ মল্লযুদ্ধ শিখে চারি দিনে ॥
গুরু পড়াইতে নারে, তারে ঘৃণা করে।
কুপিয়া ভার্গব মুনি শাপ দিলা তারে ॥
বানর হইয়া যে গুরুকে কর ঘৃণা।
বল বুদ্ধি বিক্রম সে পাসর আপনা ॥
সেই শাপে হনুমান্ আপনা পাসরে।
পলাইয়াছিল তেঁই সে বালীর ডরে ॥
হনুমান বীর যদি আপনারে জানে।
ভুবন জিনিতে পারে এক দিন রণে ॥
অযুত বৎসর যদি করি পরিশ্রম।
বলিতে না পারি হনুমানের বিক্রম ॥
রাম তুমি আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ।
তোমার সেবক তার কি কব কথন ॥
যত গুণ ধরে বীর কি কহিতে পারি।
শ্রীরাম, বিদায় দেহ দেশে গতি করি ॥
সে দুই বৎসর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কহিয়া।
স্বদেশে গেলেন মুনি বিদায় হইয়া ॥
নানা ধনে রাম পূজা করেন তাঁহার।
মহাহৃষ্ট অগস্ত্য পাইয়া পুরস্কার ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বাক্য সুধা-ভাণ্ড।
বাল্মীকি-আদেশে গায় গীত উত্তরাকাণ্ড ॥

বিশ্বকর্ম্মার প্রমোদ-বন নির্ম্মাণ ও তন্মধ্যে রাম-সীতার অবস্থান।

শ্রীরাম করেন রাজ্য ধর্ম্ম-পরায়ণ।
রাজ্যে নাই দুর্ভিক্ষ কি অকাল মরণ ॥
শ্রীরাম বলেন, ভরত, শুনহ বচন।
করহ রাজ্যের চর্চ্চা ল'য়ে সভাজন ॥
যুদ্ধ ক'রে অবসাদ হ'য়েছে আমার।
অন্তঃপুরে র'ব আমি দিয়া রাজ্যভার ॥
কিছু দিন বিশ্রাম করিব আছে মন।
তিন ভাই মিলে কর প্রজার পালন ॥

মন দিয়া শুন ভাই বচন আমার।
সাবধানে থাকিয়া পালিবে রাজ্যভার ॥
অন্তঃপুরে র'ব আমি করিয়াছি মনে।
সদা সাবধানেতে পালিবে প্রজাগণে ॥
জোড়-হাতে ভরত করেন নিবেদন।
সেবক হইয়া রাজ্য করেছি পালন ॥
চৌদ্দ-বর্ষ রাজ্য ছাড়ি করিলে গমন।
পাদুকা করিয়া রাজা পালি প্রজাগণ ॥
সাক্ষাতে আপনি আছ রাজ্যের ঈশ্বর।
ত্রিভুবন-ভিতরেতে কারে করি ডর ॥
সুখে অন্তঃপুরে থাক যথা মনোরথ।
সেবক হইয়া রাজ্য পালিবে ভরত ॥
ভরতের বাক্যে তুষ্ট হৈলা রঘুনাথ।
আলিঙ্গন দিলা রাম পসারিয়া হাত ॥
তিন ভাই শ্রীরামে করিল প্রণিপাত।
অন্তঃপুরে চলিলেন প্রভু রঘুনাথ ॥
অন্তঃপুরে গেলা রাম হরষিত-মন।
সীতা করিলেন রাম-চরণ-বন্দন ॥
রাম বলে, শুন সীতা, আমার বচন।
লঙ্কাপুরে যেমন সোনার অশোক-বন ॥
দেবকন্যা ল'য়ে রহে তথা লঙ্কেশ্বর।
তাহার অধিক পুরী রচিব সুন্দর ॥
তুমি আমি তাহে বাস করিব দু'জন।
নানাবর্ণে বহু পুষ্প করিব রোপণ ॥
শ্রীরামের আনন্দেতে ব্রহ্মা পুলকিত।
ডাক দিয়া বিশ্বকর্ম্মে আনিলা ত্বরিত ॥
ব্রহ্মা বলে, বিশ্বকর্ম্মা, কর অবধান।
রামের অশোক-বন করহ নির্ম্মাণ ॥
ব্রহ্মার বচনে বিশ্বকর্ম্মা হরষিত।
অযোধ্যা-নগরে আসি হৈলা উপনীত ॥
বসিয়াছে রঘুনাথ হরষিত-মন।
হেনকালে বিশ্বকর্ম্মা বন্দিলা চরণ ॥
ব্রহ্মা পাঠাইয়া মোরে দিলা তব স্থান।
সোনার অশোক-বন করিতে নির্ম্মাণ ॥
মনে মনে বিশ্বকর্ম্মা করেন যুকতি।
নির্ম্মায়ে অশোক-বন জন্মাব পিরীতি ॥
সোনার অশোক-বন করিলা নির্ম্মাণ।
দেখিতে সুন্দর বড় হৈল সেই স্থান ॥
সুবর্ণের বৃক্ষ সব ফল-ফুল ধরে।
ময়ূর ময়ূরী নাচে, ভ্রমর গুঞ্জরে ॥
সুললিত পক্ষি-নাদ শুনিতে মধুর।
নানাবর্ণ পক্ষী ডাকে, আনন্দ প্রচুর ॥
বিকশিত পদ্মবন শোভে সরোবরে।
রাজহংসগণ তথা আসি কেলি করে ॥
সরোবর-চারিপাশে সুবর্ণের গাছ।
জলজন্তু খেলা করে, নানাবর্ণ মাছ ॥
মণি-মাণিক্যেতে বান্ধা যত গাছের গুঁড়ি।
স্থানে স্থানে পাতিয়াছে রত্নময় পীঁড়ি ॥
চন্দ্রোদয় হয় যেন আকাশ-উপরে।
তেমনি উদ্যান বন পুরীর ভিতরে ॥
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিল অশোক-বন।
ত্রিভুবন জিনি স্থান অতি সুশোভন ॥
অশোক-বন দেখি রাম হইলেন সুখী।
প্রবেশ করেন তাহে লইয়া জানকী ॥
অশোকের বৃক্ষতলে চলিলেন রঙ্গে।
জানকী লইয়া তথা বসাইলা সঙ্গে ॥
শত শত বিদ্যাধরী সীতার যে দাসী।
নানা রূপে সেবা করে রঘুনাথে তুষি ॥
সীতা-রূপ দেখি রাম হরষিত-মনে।
সীতারে তোষেন প্রিয় মধুর বচনে ॥

বিদ্যাধরীগণ আইল অপ্সরা বিমলা।
প্রথম-যৌবনী (১) তারা জিনি শশিকলা॥
শ্রীরামের পাশে আসে বিদ্যাধরীগণ (২)।
সীতার নিকটে তারা অসিত-বরণ (৩)॥
প্রথম যৌবনী সীতা লক্ষ্মী-স্বরূপিণী।
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ ভুবনমোহিনী॥
এত রূপ দিয়া সীতায় সৃজিলা বিধাতা।
কাঁচা সোনার বর্ণ, রূপে আলো করে সীতা॥
দেখিয়া সীতার রূপ জুড়ায় যে আঁখি।
চন্দ্রবদন রামচন্দ্র সীতা চন্দ্রমুখী॥
পূর্ণ অবতার রাম সীতা মনোহরা।
চন্দ্রের পাশেতে যেন শোভা পায় তারা॥
আনন্দে আছেন রাম সীতা সম্ভাষণে।
রাজকর্ম্ম এড়ি রাম রহে রাত্রি-দিনে॥
রামের সেবাতে সীতার পরম ভকতি।
শচীর সেবাতে যেন তুষ্ট শচীপতি॥
একেক দিবসে সীতা একেক মূর্ত্তি ধরে।
একদিন অন্যরূপ কিছু ভাণ্ডিবারে॥
সাত হাজার বর্ষ রাম সীতাদেবী সঙ্গে।
ষড়ঋতু বঞ্চন করেন নানা রঙ্গে॥
নিদাঘ-কালেতে চৈত্র-বৈশাখ যে মাসে।
আনন্দে ডুবেন রাম হাস্য-পরিহাসে॥
বিকসিত পদ্ম শোভে চারি সরোবরে।
মধুলোভে নলিনীতে ভ্রমর গুঞ্জরে॥
রৌদ্রেতে পৃথিবী পুড়ে রবি যে প্রবল।
সীতার সঙ্গেতে রাম সদা সুশীতল॥
বরিষা দেখিয়া রাম পরম-কৌতুকী।
জলজন্তু কলরব তৃষিত চাতকী॥
প্রমত্ত ময়ূর নাচে ময়ূরীর সঙ্গে।
অশোক-বনেতে রাম বঞ্চিলেন রঙ্গে॥
সীতার সঙ্গেতে রাম পরম উল্লাস।
বরিষা হইল গত, শরৎ প্রকাশ॥
আসিয়া শরৎ-ঋতু প্রকাশ হইল।
নির্ম্মল চন্দ্রমা আর কুমুদ ফুটিল॥
ফুটিল কেতকী দেখি অতি সুশোভন।
ছাড়িল বরিষা ডাক শরৎ গর্জ্জন॥
মন্দ মন্দ বরিষণ বায়ু বহে ধীরে।
আনন্দেতে শরৎ বঞ্চিলা রঘুবীরে॥
কার্ত্তিক হেমন্ত-ঋতু বরিষে সঘনে।
হিমময় বরিষণ অশোকের বনে॥
সুরঙ্গ নারঙ্গ ফল বিস্তর সুন্দর।
নারিকেল সমুদয় ফল বহুতর॥
পরম হরিষে রাম সুখের বিশেষ।
এইরূপে শ্রীরামের হেমন্ত হৈল শেষ॥
শিশির-উদয়ে যে প্রবল হৈল শীত।
শীতকাল পেয়ে রাম অতিশয় প্রীত॥
দিনে দিনে হইল মলিন শশধর।
রজনী প্রবল হৈল অতি ভয়ঙ্কর॥
দেখি কোটী সূর্য্যতেজ ধরেন রঘুবীর।
দূরে গেল শীত, রাম বঞ্চিলা শিশির॥
উদয় বসন্ত ঋতু সর্ব্ব-ঋতু-সার।
কৌতুক-সাগরে রাম করেন বিহার॥
ফুটিল অশোক যে মাধবী নাগেশ্বর।
প্রমত্ত ময়ূর নাচে গুঞ্জরে ভ্রমর॥
পরম কৌতুক রাম দেখি ঋতুরাজ।
সীতা সহ কাটে কাল নাহি অন্য কাজ॥

(১) প্রথম-যৌবনী—নব-যৌবনা; নবীনা যুবতী। (২) বিদ্যাধরী—বিদ্যাধর-রমণী; যাহারা ইন্দ্রজালাদি বা গান্ধর্ব্ব শাস্ত্র-প্রভাবে লোকের বিস্ময় জন্মাইতে পারে তাহারা বিদ্যাধর। ইহারা স্বর্গীয় গায়ক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদের স্ত্রীগণকে বিদ্যাধরী বলে। অসিত-বরণ—কৃষ্ণবর্ণ।

এইরূপে দোঁহে সাত হাজার বৎসর।
অতিক্রম করিলেন সুখে নিরন্তর॥
পঞ্চমাস গর্ভ হৈল সীতার উদরে।
কৌতুকে শ্রীরাম কিছু জিজ্ঞাসে সীতারে॥
গর্ভবতী হৈলে কিবা খেতে অভিলাষ।
কোন্ দ্রব্য খাবে সীতা, করহ প্রকাশ॥
লাজে হেঁট মাথা করে সীতা চন্দ্রমুখী।
দ্রব্যে অভিলাষ নাহি সংসারেতে দেখি॥
এক দ্রব্য খেতে মোর হইয়াছে মন।
একদিন আজ্ঞা পেলে যাই তপোবন॥
যমুনার কূলে শ্রাদ্ধ করে মুনিগণে।
খাইতাম সে তণ্ডুল মুনি-কন্যা সনে॥
মুনিপত্নী সঙ্গে যেয়ে স্নান করিবারে।
হংস খেদাড়িয়া পিণ্ড খাইতাম তীরে॥
বলি ঋষ্যমুনি তথা করে পিণ্ডদান।
হংসেতে ভাঙ্গিয়া ডিম্ব করে খান খান॥
সত্য করিয়াছি আমি মুনিপত্নী-স্থানে।
দেশে গেলে সম্ভাষ করিব তব সনে॥
এই সত্য পালিবারে দেহ ত মেলানি।
নানা ধনে তুষিব সে মুনির রমণী॥
সীতার কথায় রাম অতি প্রীত-মন।
কালি দিব মেলানি যাইতে তপোবন॥

শ্রীরামের ভদ্র-মন্ত্রীর নিকট সীতা-বিষয়ক জনাপবাদ শ্রবণ।

এতেক আশ্বাস রাম দিলেন সীতারে।
সাত হাজার বৎসরান্তে আইলা বাহিরে॥
সহস্র বৃহন্দ বাহির আইলা যখন।
পাত্রমিত্র কাণাকাণি করিছে তখন॥
রাবণের ঘরে সীতা ছিলা দশ মাস।
হেন সীতা ল'য়ে রাম করিছেন বাস॥
হেনকালে আইলা রাম বাহির চৌতারা।
দে'য়ানে বসিলা রাম, সভাখণ্ড পূরা॥
পাত্রমিত্র ভয় পেয়ে করে কাণাকাণি।
সীতা-নিন্দা রঘুনাথ শুনিলা আপনি॥
সীতা-নিন্দা শুনি রাম ত্রাসিত অন্তরে।
সীতাদেবী না জানেন, থাকে অন্তঃপুরে॥
ধর্ম্মে রাজ্য কৈল বড় দশরথ বাপ।
নানা সুখ ভুঞ্জে লোক না জানে সন্তাপ॥
আমি রাজা হইতে হে কে আছে কেমন।
রাজ্য-ব্যবহার কিছু কহ পাত্রগণ॥
এতেক জিজ্ঞাসে রাম সভার ভিতর।
নিঃশব্দ হইল লোক, না দেয় উত্তর॥
ভদ্র নামে মহাপাত্র উঠে আচম্বিতে।
রামের সম্মুখে কথা কহে জোড়হাতে॥
পাত্র সে দুর্ম্মুখ বড় কারে নাহি ভয়।
নিষ্ঠুর হইয়া কথা রাম-আগে কয়॥
পাত্র বলে, রঘুনাথ, কর অবধান।
রঘুবংশে আমি আছি পাত্রের প্রধান॥
সর্ব্বলোকে চিন্তে প্রভু তোমার কল্যাণ।
তোমার প্রসাদে রাজ্যে নাহি অসম্মান॥
দশরথ রাজার রাজত্ব যেই কালে।
সুবর্ণের পাত্র প্রজা নিত্য নিত্য ফেলে॥
এখন ফেলিছে পাত্র দিনেক অন্তর।
নির্ধন হ'তেছে রাজ্য শুন রঘুবর॥
শ্রীরাম বলেন, কেন নির্ধন সংসার।
রাজা হ'য়ে করিলাম কোন্ অবিচার॥
রাজার পুণ্যেতে প্রজা থাকে অতি সুখে।
রাজা পাপ করিলে দুঃখেতে প্রজা থাকে॥

ভদ্র বলে, রঘুনাথ, কহিতে যে নারি।
পাত্র হ'য়ে অধিক কহিতে ভয় করি ॥
শ্রীরাম বলেন, ভদ্র, না হও চিন্তিত।
পাত্র যে নির্ভয়ে কহে সেই সে উচিত ॥
জোড়হাতে কহে ভদ্র করিয়া প্রণাম।
মোর এক নিবেদন শুন প্রভু, রাম ॥
ভদ্র বলে, রঘুনাথ, যাই যথা-তথা।
সর্ব্বলোকে কহে প্রভু সীতার বারতা ॥
দেবাসুর-যুদ্ধ-মত হইয়াছে রণ।
সীতা উদ্ধারিলা রাম মারিয়া রাবণ ॥
দোষ না বুঝিয়া সীতা আনিয়াছে ঘরে।
নির্ম্মল কুলেতে কালি দিলা রঘুবরে ॥
এই অপযশ তব সর্ব্বলোকে ঘোষে।
যে নারী হরণ করি লইল রাক্ষসে ॥
রাখিয়াছ সেই নারী নিজ গৃহবাসে।
তোমার সম্মুখে কেহ নাহি কয় ত্রাসে ॥
এত যদি কহে ভদ্র পাত্র সে দুর্ম্মুখ।
বজ্রাঘাত পড়ে যেন রামের সম্মুখ ॥
রামের নিকটে ছিল যত পাত্রগণ।
শ্রীরাম বলেন, কহ যথার্থ বচন ॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা বলে পাত্রগণ।
যে বলিল ভদ্র, প্রভু, সে সত্য বচন ॥
শুনিয়া শ্রীরঘুনাথ ছাড়েন নিশ্বাস।
গাইল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥

সীতার বনবাস।

পাত্র মিত্র সবাকারে দিলেন মেলানি।
অভিমানে শ্রীরামের চক্ষে পড়ে পানী ॥
নিদাঘ সময় অতি রবি খরতর।
সরোবরে স্নান হেতু যান রঘুবর ॥
একেশ্বর যান, কেহ নাহিক সহিত।
সরোবর-কূলে গিয়া হৈলা উপনীত ॥
পর্ব্বত জিনিয়া সেই সরোবর-পাড়।
চারিধারে শোভিতেছে নানা ফুল-ঝাড় ॥
দক্ষিণে রজক বস্ত্র কাচে স্বর্ণ-পাটে।
স্নান হেতু চলে রাম উত্তরের ঘাটে ॥
অঙ্গ ডুবাইয়া রাম শিরে ঢালে পানী।
দ্বন্দ্ব হয় রজকের শুনহ কাহিনী ॥
দুই জনে কথা কহে শ্বশুর-জামাই।
এই দুই জন বিনা আর কেহ নাই ॥
শ্বশুর বলিছে, তুমি কুলেতে কুলীন।
সর্ব্ব-গুণ-ধর তুমি ধোপেতে ধুপিন (১) ॥
নিজ গোত্র-প্রধান আছিল তব পিতা।
ধনী মানী দেখে তোরে দিলাম দুহিতা ॥
কোন্ দোষ করে কন্যা মারো কোন্ ছলে।
আমার গৃহেতে একা এল রাত্রিকালে ॥
একেশ্বরী আইল কন্যা, বড় পাই ভয়।
পিতৃগৃহে যুবাকন্যা শোভা নাহি পায় ॥
জামাতারে এত যদি বলিল শ্বশুর।
বাক্‌ছলে (২) জামাতা সে বলিছে প্রচুর ॥
যে বাক্য কহিলে তুমি কহিতে না পারি।
থাকুক তোমার গৃহে তোমার ঝিয়ারী ॥
দ্বিতীয় প্রহর নিশি, কেহ নাই সাথী।
কাহার আশ্রমে কালি বঞ্চিলেক রাতি ॥

(১) ধোপেতে ধুপিন—বস্ত্র পরিষ্কার করিতে ধোপা। (২) বাক্‌ছলে—কথায় চালাকী করিয়া।

পৃথিবীর রাজা রাম সম্বরিতে পারে।
রাবণ হরিল সীতা ফিরে আনে ঘরে॥
রাম হেন নহি আমি পৃথিবীর পতি।
জ্ঞাতি বন্ধু খোঁটা(১) দিবে, আমি হীন-জাতি॥
শ্বশুর ঘরেতে গেল শুনিয়া বচন।
থাকিয়া উত্তর ঘাটে শুনে নারায়ণ॥
ভদ্র যত বলিল, রামের মনে লয়।
শ্রীরাম বলেন, ভদ্র-বাক্য মিথ্যা নয়॥
রজকের মুখে শুনি নিষ্ঠুর বচন।
ঘরে চলিলেন রাম বিরস-বদন॥
মনেতে ভাবেন রাম অনেক বিষাদ।
সীতা ল'য়ে পড়ে হেথা ঘোর পরমাদ॥
পঞ্চমাস আছে গর্ভ সীতার উদরে।
জায়ে জায়ে এক ঠাঁই ব'সেছেন ঘরে॥
সীতার মাথায় কেহ দিতেছে চিরুণী।
সীতারে জিজ্ঞাসা করে যতেক রমণী॥
সীতারে চাহিয়া বলে যত নারীগণ।
দশমুণ্ড কুড়িহস্ত কেমন রাবণ॥
তোমা ল'য়ে লঙ্কাপুরে ক'রেছে দুর্গতি।
ভূমিতে লিখহ তার মুণ্ডে মারি লাথি॥
সীতা বলে, সে ছারে না দেখি কোনকালে।
ছায়ামাত্র দেখিয়াছি সাগরের জলে॥
তথাপি জিজ্ঞাসা করে যত নারীগণ।
জলেতে দেখেছ ছায়া কেমন রাবণ॥
রাবণ লিখিতে সীতার মনে হৈল সাধ।
বিধির নির্ব্বন্ধ হেথা পড়িল প্রমাদ॥
হাতে খড়ি ধরে সীতা দৈবের নির্ব্বন্ধ।
দশমুণ্ড কুড়ি হস্ত লিখে দশস্কন্ধ॥
গর্ভবতী নারী, হাই উঠে সর্ব্বক্ষণ।
সদাই অলস সীতা ভূমিতে শয়ন॥
সুখের সাগরে দুঃখ ঘটায় বিধাতা।
নেতের আঁচল পাতি শুইলেন সীতা॥
ভাবিতে ভাবিতে রাম যান অন্তঃপুরী।
রামে দেখি বাহির হইল যত নারী॥
সীতার পাশে দেখি রাম লিখিত রাবণ।
সত্য অপযশ মম করে সর্ব্বজন॥
পড়িয়া আমার হাতে জন্ম গেল দুঃখে।
তবু উচ্চ কথা কভু নাহি সীতা-মুখে॥
সাধে কি সীতার জন্য লোকে করে বাদ।
সীতাত্যাগী হব আমি, আর নাহি সাধ॥
সীতারে দেখিয়া রাম আসেন বাহিরে।
মনোদুঃখে তাঁহার নয়নে অশ্রু ঝরে॥
সত্য হেতু মম পিতা বর্জ্জেন আমারে।
সত্য কার্য্য করি যদি লোকে না বিচারে॥
সীতা সম রূপ-গুণ কারো নাহি শুনি।
দেখিয়া সীতার রূপ চির-ধন্য মানি॥
সীতা লাগি বলিলেন পিতা দশরথে।
আপনি আসিয়া ব্রহ্মা দিলা হাতে-হাতে॥
দেশে আনিলাম সীতা করিয়া আশ্বাস।
হেন সীতা লাগি লোক করে উপহাস॥
উপহাস করে লোক সহিতে না পারি।
ডাক দিয়া রঘুনাথ আনিল দুয়ারী॥
দুয়ারী ডাকিয়া রাম বলেন বচন।
ভরত লক্ষ্মণ আর আন শত্রুঘন॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা সে দ্বারী সত্বর।
তিন জনে আনি দিল রামের গোচর॥
তিন ভাই আসিয়া বন্দিল শ্রীচরণ।
তিন ভাইয়ে ল'য়ে যুক্তি করেন তখন॥
যে কার্য্য করিলে লজ্জা পায় সভা-ভাগ।
আমা সবাকার যুক্তি করি পরিত্যাগ॥

(১) খোঁটা—কৃতকার্য্যের উল্লেখ করিয়া লজ্জা দেওয়া বা তিরস্কার করা।

শ্রীরাম বলেন, আর না বল উত্তর।
সীতা লাগি লজ্জা পাই সভার ভিতর ॥
অপযশ করে সব নারীর কারণ।
অকীর্ত্তি হইলে বর্জ্জি তোমা তিন জন ॥
আমার বচন শুন ভাই রে লক্ষ্মণ।
সীতা ল'য়ে রাখ গিয়া মুনি-তপোবন ॥
বাল্মীকির তপোবন খ্যাত চরাচরে।
দেশের বাহিরে সীতা এড় নিয়া দূরে ॥
কালি সীতা বলিলেন আমারে আপনি।
নানা রত্নে তুষিব সে মুনির ব্রাহ্মণী ॥
এই কথা কহ গিয়া প্রাণের লক্ষ্মণ।
রামের আজ্ঞায় তুমি চল তপোবন ॥
একথা কহিলে তার পড়িবেক মনে।
সীতা যাবে আপনি মুনির তপোবনে ॥
শীঘ্র যাহ লক্ষ্মণ, আমার কর হিত।
রথে তুলি ল'য়ে যাহ সুমন্ত্র সহিত ॥
তুমি আর সীতাদেবী সুমন্ত্র সারথি।
আর যেন কোন জন না যায় সংহতি ॥
এত যদি নিষ্ঠুর বলিলা রঘুনাথ।
তিন ভাইয়ের মুণ্ডে যেন পড়ে বজ্রাঘাত ॥
হাহাকার করি লক্ষ্মণ ছাড়য়ে নিশ্বাস।
কি দোষেতে জানকীরে দিবে বনবাস ॥
তুমি স্বামী থাকিতে হইবে অনাথিনী।
কেমনে বঞ্চিবে বনে হ'য়ে রাজ-রাণী ॥
বিনা দোষে সীতারে না দিও মনস্তাপ।
রঘুবংশ নষ্ট হবে সীতা দিলে শাপ ॥
দেশের বাহির নাহি করিহ সীতায়।
সীতা ছাড়া দেখাইবে হতশ্রী তোমায় ॥
যদি রঘুনাথ সীতা করিবে বর্জ্জন।
ভিন্ন গৃহে রাখ সীতা এই নিবেদন ॥

শ্রীরাম বলেন, ভাই না কর বিষাদ।
সীতা গৃহে থাকিলে হইবে অপবাদ ॥
দিলাম আমার দিব্য, কর পরিহার।
সীতার লাগিয়া কেন কহ বার বার ॥
শ্রীরামের কথাতে লক্ষ্মণে লাগে ভয়।
সুমন্ত্রে আনিয়া তবে কথাবার্ত্তা কয় ॥
রথ সহ সুমন্ত্রেরে রাখিয়া দুয়ারে।
লক্ষ্মণ প্রবেশ করে সীতার আগারে ॥
অশ্রুজলে লক্ষ্মণের সর্ব্ব অঙ্গ তিতে।
লক্ষ্মণে দেখিয়া পরিহাস করে সীতে ॥
আইস দেবর, আজি হৈল শুভ দিন।
এবে হে দেবর তুমি হ'য়েছ প্রবীণ ॥
চৌদ্দ বর্ষ একত্রেতে বঞ্চিলাম বনে।
রাজ-শ্রী পাইয়া তুমি পাসরিলে মনে ॥
কহিয়াছি কত মন্দ-কথা অবিনয়।
তে-কারণে দেবর হে, হয়েছ নির্দ্দয় ॥
বৈসহ বৈসহ লক্ষ্মণ সীতাদেবী বলে।
বার্ত্তা কহ, দেবর হে আছ ত কুশলে ॥
তোমারে দেখিয়া মম সদা পড়ে মনে।
উত্তর না দাও কেন বিরস বদনে ॥
লক্ষ্মণ বলেন, যত বল অনুচিত।
তোমা দরশনে মন আছয়ে নিশ্চিত ॥
রাজার মহিষী তুমি থাক অন্তঃপুরে।
সেবকেতে আজ্ঞা বিনা আসিতে না পারে ॥
সীতারে প্রণাম করি বন্দিলা চরণ।
ভাগ্যফলে পাইলাম তোমার দর্শন ॥
সীতা ঠাকুরাণী তবে আশীষ করিলা।
কি কারণে অন্তঃপুরে লক্ষ্মণ আইলা ॥
অকস্মাৎ দেবর হে কেন আগমন।
মনেতে বিস্ময় হৈনু না জানি কারণ ॥

লক্ষ্মণ বলেন, মাতা, কর অবধান।
শ্রীরামের আজ্ঞাতে আইনু তব স্থান ॥
কালি তুমি কহিয়াছ রাম-বিদ্যমানে।
সাক্ষাৎ করিতে যাবে মুনিপত্নী সনে ॥
আইলাম তব স্থানে এই সে কারণ।
মম সঙ্গে চল, বাল্মীকির তপোবন ॥
মণি রত্ন ধন লহ যেবা লয় চিতে।
নানারত্ন ল'য়ে আসি উঠ দিব্যরথে ॥
এত শুনি সীতাদেবী হইল উল্লাস।
স্বরূপ কহিলে তুমি, কিবা উপহাস ॥
লক্ষ্মণ বলেন, দেবি, বুঝহ আপনি।
তোমা দু'জনার কথা আমি কিসে জানি ॥
কহিতে এমন কথা কে সাহস করে।
পরিহাস করিতে তোমারে কেবা পারে ॥
ইহা শুনি সীতাদেবি চলিলা ভাণ্ডারে।
নানা রত্ন আনিলেন অতি যত্ন করে ॥
হীরা-মণি মাণিক্যের আভরণ জানি।
লইলা চন্দন-গন্ধ সীতা ঠাকুরাণী ॥
নানা রত্ন-অলঙ্কার সীতাদেবী ল'য়ে।
পট্ট-বস্ত্র বান্ধিলেন আনন্দিত হ'য়ে ॥
বহুমূল্য ধন ল'য়ে সীতাদেবী নড়ে।
পরম-কৌতুকে সীতা রথে গিয়া চড়ে ॥
হেনকালে জানকীরে বলেন লক্ষ্মণ।
তুমি আমি সুমন্ত্র-সারথি তিন জন ॥
রামের আছয়ে আজ্ঞা যাব গুপ্ত বেশে।
বাল বৃদ্ধ যুবা কেহ নাহি জানে দেশে ॥
সীতা সঙ্গে যেতে চাহে অনেক রমণী।
সবারে আশ্বাস দেন সীতা ঠাকুরাণী ॥
মায়া সংবরিয়া সবে থাক নিজ ঘরে।
মুনিপত্নী প্রণমিয়া আসিব সত্বরে ॥
রথেতে চড়িলা সীতা পরম-হরিষে।
সবে ঘরে চলি গেল সীতার আশ্বাসে ॥
সীতা-রূপে আলো করে দ্বাদশ যোজন।
সীতা বিনা অন্ধকার রামের ভবন ॥
দুর্ভাগ্য হইলে লোক ছাড়ে রাজলক্ষ্মী।
রাজ্যখণ্ডে অমঙ্গল হইতেছে লক্ষ্যি' (১) ॥
নদী-স্রোত ছাড়ে, লোক ছাড়িল আহার।
দিবস-দুপুরে হৈল ঘোর অন্ধকার ॥
সূর্য্যের কিরণ ছাড়ে, পৃথিবী-মণ্ডল।
সীতার বিদায় দেখি বৃক্ষ ছাড়ে ফল ॥
ভরত-শত্রুঘ্ন আছে রামের নিকট।
সীতা ল'য়ে যান লক্ষ্মণ করিয়া কপট ॥
সীতা বলে, আজি কেন দেখি অমঙ্গল।
নাহি জানি আমি রঘুনাথের কুশল ॥
শাশুড়ীরে না কহিনু আসিবার কালে।
বুঝি তাঁর মনোদুঃখ হৈল সেই ফলে ॥
বামেতে দেখেন সর্প শৃগাল দক্ষিণে (২)।
অমঙ্গল দেখি সীতা কহেন লক্ষ্মণে ॥
নানা অমঙ্গল আজি কেন দেখি পথে।
না যাব অযোধ্যা ফিরে হেন লয় চিতে ॥
লক্ষ্মণ সীতার বাক্যে হেঁট কৈলা মাথা।
রামের ভয়েতে কিছু না কহিলা কথা ॥
নীরবে লক্ষ্মণ কান্দে চক্ষে পড়ে পানী।
অধোমুখে রহে বীর সীতা-বাক্য শুনি ॥
জানকী বলেন, কেন বিরস বদন।
দেশে ফিরে যাব, রথ চালাহ লক্ষ্মণ ॥
আপনি বিদায় হ'ব প্রভুর চরণে।
তবে সে যাইব বাল্মীকির তপোবনে ॥
লক্ষ্মণ বলেন, দেবি, না হও ব্যাকুল।
হের দেখ আইলাম যমুনার কূল ॥

(১) লক্ষ্যি—লক্ষ্য করিয়া, দেখিয়া। (২) বামে সর্প ও দক্ষিণে শৃগাল দেখা অশুভের পরিচায়ক।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ

লক্ষ্মণ বিদায় মাগি করি জোড় হাত।—২৬৩ পৃঃ

C SOCIETY

চারি ভাই তোমরা, আমরা দুই ভাই।
আজি ঘোড়া ল'য়ে যাও মোরা তাই চাই॥—৬৯৩ পৃঃ

বিধির নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম খণ্ডন না যায়।
এ কূলে রাখিয়া রথ দোঁহে চলি যায়॥
পার হৈয়া যান বাল্মীকির তপোবন।
আগে সীতাদেবী যান, পশ্চাতে লক্ষ্মণ॥
কান্দিতেছে লক্ষ্মণ মনেতে পেয়ে ভয়।
লক্ষ্মণের ক্রন্দনেতে সীতা ভীতা হয়॥
কি দুঃখ হইল মনে দেবর লক্ষ্মণ।
কি কারণে উচ্চৈঃস্বরে করিছ রোদন॥
লক্ষ্মণ কহেন, কব কেমন সাহসে।
রামের আজ্ঞায় তোমা আনি বনবাসে॥
মহাত্রাস পাইলা সীতা, শুনিয়া কাহিনী।
শ্রাবণের ধারা সীতার চক্ষে পড়ে পানী॥
এত দূরে আসি মোরে বলিলে লক্ষ্মণ।
কপটে আনিলে বাল্মীকির তপোবন॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাম, (১) সংসারে প্রশংসা।
দেশে রেখে নাহি কেন করিলে জিজ্ঞাসা॥
না দিবেন দেশের মধ্যেতে যদি স্থান।
পরীক্ষা করিয়া কেন কৈলা অপমান॥
যমুনায় ত্যজি প্রাণ তোমার সম্মুখে।
রঘুবংশে কলঙ্ক ঘুচুক সর্ব্বলোকে॥
পাঁচ মাস গর্ভ মোর দেখ বিদ্যমান।
আমি মৈলে মরিবেক রামের সন্তান॥
আমা লাগি প্রভু লজ্জা পাইলা সভায়।
বিনা অপরাধে ত্যাগ করিলা আমায়॥
রাম হেন স্বামী হৌক জন্ম-জন্মান্তরে।
আমি মৈলে কোটি নারী মিলিবে তাঁহারে॥
সীতার ক্রন্দন শুনি ঠাকুর লক্ষ্মণ।
দুই জনে বসিয়া বাল্মীকি-তপোবন॥
লক্ষ্মণ বিদায় মাগে করি জোড়-হাত।
কান্দিয়া বলেন সীতা কোথা রঘুনাথ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ।
উত্তরাকাণ্ডেতে গান সীতার রোদন॥

সোনার সীতা-নির্ম্মাণ।

সীতাদেবী রাখিয়া লক্ষ্মণ বীর নড়ে।
কান্দিতে কান্দিতে বীর নায়ে গিয়া চড়ে॥
নৌকায় হইয়া পার চড়িলেন রথে।
'কোথা রাম' বলি সীতা লাগিলা কান্দিতে॥
কান্দিতে লাগিলা সীতা হইয়া কাঁফর।
হেনকালে চতুর্দ্দিকে দেখে ভয়ঙ্কর॥
চারিদিকে চান সীতা, দেখে বনময়।
শার্দ্দূল ভল্লুক দেখে' পান বড় ভয়॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে সীতা বনের ভিতর।
শিষ্য সঙ্গে আইলা বাল্মীকি মুনিবর॥
সীতা-বনবাস পূর্ব্বে র'চেছেন মুনি।
আসিয়া সীতার স্থানে জিজ্ঞাসে আপনি॥
জনকের কন্যা তুমি রামের গৃহিণী।
দশরথের বহুয়ারী, মেদিনী-নন্দিনী॥
লোক-অপবাদে রাম পাইয়া তরাস।
বিনা-অপরাধে তোমা দিলা বনবাস॥
ত্রিভুবনে সাধ্বী নাহি তোমার সমান।
তোমার জীবনে আছে তাহার প্রমাণ॥
পরম-আদরে সীতা ল'য়ে যান মুনি।
সীতারে রাখিলা ল'য়ে যথায় ব্রাহ্মণী॥
সীতার রূপেতে তপোবন আলো করে।
মুনিপত্নী বলে, লক্ষ্মী, আইলা মোর ঘরে॥
জানকীরে মুনিপত্নী দিলা আলিঙ্গন।
সীতা প্রশংসিয়া বলে মধুর বচন॥

---

(১) ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক—অত্যন্ত পুণ্যবান্।

শুভদিন হৈল মাতা, আইলা মোর ঘর।
তোমা দরশনে মোর হরিষ অন্তর ॥
সীতা বলে, কর্ম্মদোষে আমার বর্জ্জন।
তোমা দরশনে মোর সফল জীবন ॥
মুনিপত্নী সহিত রহেন তপোবন।
কান্দিয়া লক্ষ্মণ তবে চলিলা তখন ॥
সুমন্ত্র বলেন, শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
পূর্ব্বের কাহিনী মোর হইল স্মরণ ॥
বুড়া রাজার কথা এক পড়িয়াছে মনে।
রঘুবংশে সারথি আমি যবে অনরণ্যে ॥
বাল্মীকি-কবিতা মোর কিছু পড়ে মনে।
বুড়া রাজার যজ্ঞ-কথা শুন সাবধানে ॥
সপ্তদ্বীপের যত মুনি এল সেই স্থানে।
দশরথ রাজার যজ্ঞের নিমন্ত্রণে ॥
যজ্ঞশালে আসিবারে মুনিগণ মেলা।
সবে মেলি রাজারে নিলেন যজ্ঞশালা ॥
যজ্ঞের ফলেতে রাজার চারি পুত্র হবে।
সুরাসুর অমরাদি সকলে কাঁপিবে ॥
সর্ব্বগুণ ধরিবেক তোমার কুমার।
এক অংশে চারি পুত্র বিষ্ণু-অবতার ॥
চারি পুত্রের পিতা তুমি শুন গুণধাম।
শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ ভরত আর যে শ্রীরাম ॥
পিতৃসত্য পালিতে শ্রীরাম যাবে বন।
শূন্য ঘর পেয়ে সীতা হরিবে রাবণ ॥
বান্ধিয়া সাগর রাম সৈন্য করি পার।
রাবণে বধিয়া সীতা করিবে উদ্ধার ॥
এগার হাজার বর্ষ প্রজার পালন।
সাত হাজার বর্ষ পরে সীতার বর্জ্জন ॥
দুর্ব্বাসা আসিয়া দ্বারে রহিবেন কোপে।
তোমারে বর্জ্জিবে রাম সে মুনির শাপে ॥
এত শুনি মহারাজ হেঁট কৈল মাথা।
আমারে কহিল ব্যক্ত না কর এ কথা ॥
আমারে নিষেধি রাজা গেল স্বর্গবাস।
তোমার নিকটে আমি করিয়ে প্রকাশ ॥
সীতার লাগিয়া তুমি করহ ক্রন্দন।
তোমা হেন ভাই রাম করিবে বর্জ্জন ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই কহিনু লক্ষ্মণ।
শুনিয়া লক্ষ্মণ বীর বিরস-বদন ॥
লক্ষ্মণ বলেন, তুমি কহিলে বৃত্তান্ত।
দেখিতে সীতার দুঃখ না পারি সুমন্ত্র ॥
আগে কেন রাম মোরে না কৈলা বর্জ্জন।
এড়াতাম এই দুঃখ দেখিতে এখন ॥
আপনার দুঃখ আমি সহিবারে পারি।
সীতার যন্ত্রণা আর দেখিতে যে নারি ॥
কহিতে কহিতে এই কথা দুইজন।
অযোধ্যায় রাম-কাছে গেলেন তখন ॥
কান্দিতে কান্দিতে বীর নোয়াইলা মাথা।
শ্রীরাম বলেন, সীতা থুয়ে এলে কোথা ॥
চঞ্চল হৃদয় মোর ঘোর বেদনায়।
বর্জ্জিলাম সীতা সতী লোকের কথায় ॥
মোরে ছাড়ি সীতা নাহি থাকে এক রাতি।
একেলা থাকিবে বনে কাহার সংহতি ॥
রাজ্য ধন সিংহাসন বিফল আমার।
সীতার বিহনে মোর সব অন্ধকার ॥
কোন বনে রহিলেন জানকী রূপসী।
কি বলিবে শুনিলে জনক মহা-ঋষি ॥
কার মুখ চেয়ে সীতা রহে কার পাশ।
সিংহ ব্যাঘ্র দেখি সীতার লাগিবে তরাস ॥
কহ কহ কহ ভাই, শুনি আরবার।
কোন্ বনে থুয়ে এলে জানকী আমার ॥

লক্ষ্মণ বলেন, তুমি করিলে বর্জ্জন।
আপনি বর্জ্জিয়া কেন করহ রোদন ॥
ক্রন্দন সংবর প্রভু, ক্ষমা দেহ মনে।
সীতা থুয়ে আইলাম বাল্মীকির বনে ॥
যদি রঘুনাথ মোরে কর সংবিধান।
রাত্রির ভিতরে সীতা আনি তব স্থান ॥
শ্রীরাম বলেন, সীতা থুয়েছি বাহিরে।
বড় লজ্জা হবে পুনঃ আনিলে সীতারে ॥
সীতা না দেখিয়া ভাই না পারি রহিতে।
কেমনে সীতার শোক পাসরিব চিতে ॥
আমার বচন শুন ভাই তিন জন।
রাত্রিতে সোনার সীতা করহ গঠন ॥
জানকী আনিলে নিন্দা করিবে যে লোক।
দেখিয়া সোনার সীতা পাসরিব শোক ॥
এতেক বলিয়া রাম করেন ক্রন্দন।
বিশ্বকর্ম্মা এল তথা বুঝি তাঁর মন ॥
শত মণ সোনা ল'য়ে দিল তার স্থান।
স্বর্ণ-সীতা বিশ্বকর্ম্মা করিল নির্ম্মাণ ॥
যেমন সীতার রূপ কিছু নাহি নড়ে।
সবে মাত্র এই চিহ্ন, বাক্য নাহি সরে ॥
সোনার সীতারে পরায় বস্ত্র-আভরণ।
সুগন্ধি পুষ্পের মালা, সুগন্ধি চন্দন ॥
সীতা সীতা বলি রাম ডাকেন নিরন্তর।
সীতা নহে, রঘুনাথে কে দিবে উত্তর ॥
এক-দৃষ্টে চাহেন সোনার সীতা-মুখ।
উত্তর না পেয়ে রামের বড় হয় দুঃখ ॥
সাত হাজার বৎসর যে সীতার সংহতি।
দেখিয়া সোনার সীতা বঞ্চিলা সাত রাতি ॥
সাত রাত্রি বঞ্চি রাম আইলা বাহির।
শ্রাবণের ধারা যেন চক্ষে বহে নীর ॥
ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন তিন জনে।
বাহির চৌতারে রাম বসিলা দেওয়ানে ॥
পাত্র মিত্র বন্ধুবর্গ আইলা রামস্থানে।
আঁধার দেখেন রাম সীতার বিহনে ॥
বিবাহ করিতে রামের নাহি লয় মন।
সম্মুখে সোনার সীতা রাখে সর্ব্বক্ষণ ॥
পাত্র মিত্র বন্ধুবর্গ বুঝায় সকলে।
বিবাহ করহ রাম সকলেতে বলে ॥
যথা যত রাজকন্যা আছে স্থানে-স্থান।
শুনিয়া রামের গুণ করে অনুমান ॥
সীতা হেন নারী যার না লাগিল মনে।
সে জনার মনোনীত হইবে কেমনে ॥
কন্যাগণ এই যুক্তি করে নিরন্তর।
আর বিভা না করিবেন রাম রঘুবর ॥
সীতা সীতা বলি রাম ছাড়িলা নিশ্বাস।
গাইল উত্তরাকাণ্ডে কবি কৃত্তিবাস ॥

কুক্কুর-সন্ন্যাসী-সংবাদ।

লক্ষ্মণ বলেন, প্রভু, উচিত এ নয়।
সাত দিন হৈল রাজ-কার্য্য নাহি হয় ॥
সাত দিন হইয়াছে সীতার বর্জ্জন।
সীতার শোকেতে কর্ম্মে কিছু নাহি মন ॥
রাজা হৈয়া রাজকর্ম্ম না করে জিজ্ঞাসা।
পরিণামে নরক-ভিতরে হয় বাসা ॥
রাজ্যচর্চ্চা ছাড়িলেন পূর্ব্বে রাজা নৃগে।
সেই পাপে নরক ভুঞ্জিল চারি যুগে ॥
পুষ্কর দেশের রাজা নাম নৃগেশ্বর।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাজা গুণের সাগর ॥

প্রভাসের (১) তীরে রাজা করিলা গমন।
এক লক্ষ ধেনু-দানে তুষিলা ব্রাহ্মণ॥
অগ্নিবেশ্যের এক ধেনু ছিল তার পালে।
নৃগরাজা দান কৈলা ধেনুর মিশালে॥
অগ্নিবেশ্য ব্রাহ্মণেরে জগতে বাখানি।
তপে জপে ব্রহ্মচর্য্যে দ্বিজ মহাজ্ঞানী॥
ধেনুর শোকেতে দ্বিজ জর-জর তনু।
নানা দেশে তত্ত্ব ক'রে না পাইল ধেনু॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল প্রভাসের তীরে।
আপনার ধেনু দেখে' পালের ভিতরে॥
ধেনু দেখি ব্রাহ্মণের হরষিত মন।
জীব-বৎসা বলি মুনি ডাকিল তখন॥
হাম্বা রবে এল ধেনু অগ্নিবেশ্য-পাশে।
ধেনু ল'য়ে দ্বিজবর চলিল হরিষে॥
যারে দান দিয়াছিল নৃগ-মহীপালে।
সেই দ্বিজ ধাইয়া আইল হেনকালে॥
অগ্নিবেশ্য ধেনু ল'য়ে করিছে গমন।
গো-চোর বলিয়া তাঁরে ধরিল ব্রাহ্মণ॥
ধেনু লাগি বিসম্বাদ হৈল দুই জনে।
রাজদ্বারে ঘোরযুদ্ধ ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে॥
দ্বারী গিয়া ভূপতিরে কহিল সংবাদ।
ধেনু লাগি দুই জনে হতেছে বিবাদ॥
লক্ষ ধেনু দান তুমি কৈলে যেই কালে।
অগ্নিবেশ্যের ধেনু এক ছিল সেই পালে॥
এতেক শুনিয়া রাজা ভাবয়ে বিষাদ।
অবিচারে দান ক'রে পড়িল প্রমাদ॥
এতেক ভাবিয়া রাজা না দিল দর্শন।
রাজদ্বারে হুড়াহুড়ি বিপ্র দুই জন॥
দুই বিপ্র কোন্দল করয়ে রাজদ্বারে।
দুই প্রহর হৈল দেখা না পায় রাজারে॥
ভূপে দেখা না পাইল দোঁহে হৈল তাপ।
ক্রোধভরে দুই বিপ্র ভূপে দিল শাপ॥
পরধন দান করে এ কোন্ বিচার।
বিচারে প্রবৃত্তি তবু না হ'ল রাজার॥
এত বলি তারা ভূপে বলে কটূত্তর।
কাঁকলাস হয়ে থাক নরক-ভিতর॥
উভয়ে মিলিয়া ঘরে গেলেন ব্রাহ্মণ।
প্রমাদ পড়িল এত দিয়া পরধন॥
ব্রহ্মশাপ নৃগ-রাজা ভুঞ্জে চিরকাল।
না ক'রে রাজ্যের চর্চ্চা এতেক জঞ্জাল॥
রাম বলে, জানি শাস্ত্রে কহে মুনি-ঋষি।
অবিচারে ধর্ম্ম-কার্য্য কৈলে পাপরাশি॥
চিরদিন তোমরা করহ রাজ্যখণ্ড।
ক'রেছ ভূপতি মোরে দিয়া ছত্রদণ্ড॥
এত বলি শ্রীরাম বসিলা সভা করি।
রাজদ্বারে লক্ষ্মণ বসেন হ'য়ে দ্বারী॥
আইলেন বশিষ্ঠ মুনি কুল-পুরোহিত।
কশ্যপ নারদ আদি হৈল উপনীত॥
পাত্র মিত্র ল'য়ে চর্চ্চা করেন ভরতে।
দ্বারে আছেন লক্ষ্মণ সুবর্ণ-ছড়ি হাতে॥
মুনিগণ কহিছেন শুনহ লক্ষ্মণ।
রঘুনাথ সঙ্গেতে করাহ দরশন॥
প্রজা সব বলে, শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
রামের পালনে সুখী আছে প্রজাগণ॥
রাম হেন রাজা নাহি দেখি কোন যুগে।
পুত্র-পৌত্রেতে লোক আছে নানা ভোগে॥

---

(১) প্রভাস—ভারতবর্ষের পশ্চিমস্থ তীর্থবিশেষ। চন্দ্র যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়া এই তীর্থে স্নান করতঃ পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় প্রভাশালী হইয়াছিলেন; এইজন্য এই তীর্থের নাম হইয়াছে প্রভাস।

এত শুনি হরষিত লক্ষ্মণ ঠাকুর।
হেন কালে তথা এক আইল কুকুর॥
রক্ত-আঁখি কুকুরের সর্ব্বাঙ্গ ধবল।
পথশ্রান্তে উপবাসে হয়েছে বিকল॥
তিন পদে চলে, এক পদ খঞ্জ তার।
দণ্ডের আঘাতে শিরে বহে রক্ত-ধার॥
তিন পদে চলিয়া আইল ধীরে ধীরে।
লক্ষ্মণে প্রণাম ক'রে ভাসে অশ্রুনীরে॥
কুকুরে জিজ্ঞাসা করে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কি কারণে কুকুর, হেথায় আগমন॥
কুকুর কহিছে, শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কহিব আমার দুঃখ রামের সদন (১)॥
যদি আজ্ঞা দেন রাম ঘৃণা না করিয়া।
কহিব আমার দুঃখ সভামধ্যে গিয়া॥
লক্ষ্মণ গেলেন তবে রামের নিকটে।
কুকুরের বৃত্তান্ত কহেন করপুটে॥
দ্বারেতে কুকুর এক হৈল আগুসার।
সভাতে আসিতে চাহে কি আজ্ঞা তোমার॥
কুকুরে আনিতে রাম কহেন সত্বর।
কুকুরে আনিল তবে রামের গোচর॥
কুকুর নোওায় মাথা রাজ-ব্যবহারে।
ব'লে নীতি-কথা স্তব করে জোড়-করে॥
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর।
কুবের বরুণ তুমি যম পুরন্দর॥
তুমি চন্দ্র, তুমি সূর্য্য, তুমি দিক্‌পাল।
তোমার সকল সৃষ্টি, তুমি পরকাল॥
তুমি বিষ্ণু-অবতার পতিত-পাবন।
সফল কুকুর-দেহ লভি দরশন॥
রাম বলেন, কত স্তুতি কর বারে বারে।
কোন্ কার্য্যে আসিয়াছ কহ তা আমারে॥
কান্দিয়া কুকুর বলে, অশ্রুজলে ভাসি।
বিনা অপরাধে মোরে মেরেছে সন্ন্যাসী॥
সন্ন্যাসীর দণ্ডাঘাতে হইয়া কাতর।
তিন উপবাসে আসি তোমার গোচর॥
কোন্ অপরাধে দণ্ডে (২) মোরে কর দণ্ড।
সন্ন্যাসীরে জিজ্ঞাসা কর সভাখণ্ড (৩)॥
রাম বলেন, সভাখণ্ড, শুনিলে সত্বর।
সন্ন্যাসীরে শীঘ্র আন আমার গোচর॥
ভাল মন্দ বিচার করহ সর্ব্বজনে।
সন্ন্যাসী হইয়া জীব হিংসে কি কারণে॥
রামের আজ্ঞাতে দূত চলিল সত্বরে।
কুকুর আসিয়া দেখাইল সন্ন্যাসীরে॥
হাতে কমণ্ডলু স্কন্ধে মৃগছাল তার।
সন্ন্যাসীরে দেখে দূত করে নমস্কার॥
সন্ন্যাসীরে ল'য়ে গেল যথায় লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ আনিয়া দিল রামের সদন॥
সন্ন্যাসীরে রঘুনাথ করেন জিজ্ঞাসা।
স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া কেন কর জীব হিংসা॥
অধর্ম্ম করিলে হয় নরকে নিবাস।
ক্রোধে অঙ্গ পরিপূর্ণ কিসের সন্ন্যাস॥
পরনিন্দা পরহিংসা পরম-পাতক।
হিংস্রক সন্ন্যাসী হইলে বিষম নরক॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ যেবা ত্যাগ করে।
এমন সন্ন্যাসী পূজ্য সংসার ভিতরে॥
সন্ন্যাসী হইয়া ক্রোধ কর অকস্মাৎ।
কি দোষেতে কুকুরে করিলে দণ্ডাঘাত॥
জোড়হাতে কহে তবে সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ।
দোষাদোষ আমার শুনহ নারায়ণ॥
সারাদিন সন্ধ্যা জপ করি গঙ্গা তীরে।
সন্ধ্যাকালে ভিক্ষা আশে যেতেম নগরে॥

---

(১) রামের সদন—রামের নিকটে। (২) দণ্ডে—লাঠিতে। (৩) সভাখণ্ড—সভাস্থ সমস্ত লোক।

ক্ষুধানলে পুড়ে অঙ্গ মেগে ফিরি ভিক্ষে।
পথ জুড়ে শুয়ে আছে কুক্কুর সম্মুখে ॥
পথ ছাড় ব'লে ডাক দিই উচ্চৈঃস্বরে।
কপটে রহিল পথ না ছাড়িল মোরে ॥
এক চক্ষে নিদ্রা যায়, আর চক্ষে চায়।
ক্রোধে জ্ব'লে দণ্ডাঘাত ক'রেছি মাথায় ॥
এই কহিলাম আমি সভার ভিতরে।
যে হয় উচিত দণ্ড করহ আমারে ॥
রাম বলেন, সভাখণ্ড, করহ বিচার।
কাহার করিব দণ্ড, অপরাধ কার ॥
জোড়হাত করি তবে সভাখণ্ড কয়।
আমাদের বুদ্ধি সাধ্য এইমত হয় ॥
কারো নহে রাজ-পথ রাজ-অধিকার।
উত্তম অধম পথে চলে ত সংসার ॥
যদি শীঘ্র কাজ থাকে যাবে এক পাশে।
সন্ন্যাসী হইল দোষী আপনার দোষে ॥
শ্রীরাম বলেন, তবে শুন সভাখণ্ড।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সন্ন্যাসীর করিব কি দণ্ড ॥
জোড়হাতে রঘুনাথে কহে সভাখণ্ড।
গঙ্গাস্নান মানা করা সন্ন্যাসীর দণ্ড ॥
কুক্কুর উঠিয়া বলে, সভার ভিতরে।
কদাচিৎ দণ্ড না করিহ সন্ন্যাসীরে ॥
আমার বচনে কিছু কর পুরস্কার।
কালিঞ্জরে সন্ন্যাসীরে দেহ রাজ্যভার ॥
কুক্কুরের কথা শুনি সভাজন হাসে।
সন্ন্যাসীরে রাজা করে কালিঞ্জর-দেশে ॥
রাজ্য পেয়ে সন্ন্যাসী মাতঙ্গ-পৃষ্ঠে চড়ে।
রাজদণ্ডে সন্ন্যাসীর ঐশ্বর্য্য সে বাড়ে ॥
আনন্দে সন্ন্যাসী যায় কালিঞ্জর-দেশে।
সন্ন্যাসীর বেশ দেখে সর্ব্বলোকে হাসে ॥
পরিধান কৌপীন, মস্তকে ছত্র-দণ্ড।
রঘুনাথে জিজ্ঞাসা করেন সভাখণ্ড ॥
আনিল সন্ন্যাসী ধরে দণ্ড করিবারে।
কি কারণে রাজ্যপদ দিলে সন্ন্যাসীরে ॥
রাম বলে, রাজ্য দিনু কুক্কুর-বচনে।
ইহার যে বৃত্তান্ত কুক্কুর ভাল জানে ॥
ইহা শুনি সভাখণ্ড জিজ্ঞাসে কুক্কুরে।
কুক্কুর বিনয় করি কহিছে সত্বরে ॥
পূর্ব্বজন্মে কালিঞ্জরে আমি ছিনু রাজা।
নিত্য নিত্য করিতাম সদাশিব-পূজা ॥
নীলবর্ণ শিবলিঙ্গ তথা অধিষ্ঠান।
রাজা বিনে অন্য জনে পুজিতে না পান ॥
বিশেষ প্রকারে পূজা করিয়া শঙ্করে।
প্রসাদ খাইতে হয় প্রত্যহ রাজারে ॥
রাজারে শিবের শাপ আছয়ে এমন।
মরিলে কুক্কুর-যোনী না হয় খণ্ডন ॥
কালিঞ্জর দেশে শিব বড়ই নিষ্ঠুর।
রাজা ছিলাম এবে আমি হয়েছি কুক্কুর ॥
পাইয়া কুক্কুর-দেহ এতেক দুর্গতি।
তোমা-দরশনে এবে হইবে নিষ্কৃতি ॥
সবে বলে, সন্ন্যাসীর বাড়িল বিষয়।
বিষয় এ নহে প্রভু, বড়ই সংশয় ॥
কালিঞ্জরে যেই জন হয় ত রাজন।
লোকান্তরে কুক্কুর হবে, না হবে খণ্ডন ॥
কুক্কুর এতেক বলি রামে নমস্কারি।
বারাণসী ধামে তবে চলে ধীরি ধীরি ॥
প্রাণ ত্যজে কুক্কুর করিয়া উপবাস।
রাম-দরশনে লাভ হৈল স্বর্গবাস ॥
কুক্কুর-সন্ন্যাসী-কথা পরম উল্লাস (১)।
গাহিল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥

(১) উল্লাস—হর্ষ—বিজয়লাভের আনন্দের নাম উল্লাস। এখানে হর্ষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

লবণাসুর বধ।

সভাসনে রঘুনাথ বসিলা দেওয়ানে।
পাত্র মিত্র সভাজন আছে বিদ্যমানে ॥
উপনীত লক্ষ্মণ রামের বিদ্যমান।
প্রণিপাত করি কহে শ্রীরামের স্থান ॥
মহামুনি ভার্গব বৈসেন গঙ্গাতীরে।
তোমা-দরশনে মুনি আইলেন দ্বারে ॥
রাম কহে, ঝাট আন, দ্বারে কি কারণে।
বড় ভাগ্য আজি মম মুনি-দরশনে ॥
শ্রীরামের আজ্ঞা পেয়ে লক্ষ্মণ সত্বরে।
শিষ্যসহ মুনি আনে রামের গোচরে ॥
নমস্কার করি রাম বন্দিলা চরণ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিলা রাম বসিতে আসন ॥
ভার্গব বলেন, রাম, কর অবধান।
মহাদুঃখ নিবেদিতে আসি তব স্থান ॥
পূর্ব্বে রাজগণে দিনু যত যত ভার।
রাজগণ পালিল আমার অঙ্গীকার ॥
ত্রিভুবন রাখিলে হে মারিয়া রাবণ।
রাবণ হইতে এক আছে ত দুর্জ্জন ॥
সত্যযুগে ছিল মধু দৈত্যের প্রধান।
হিরণ্যকশিপু-পুত্র বড় বলবান্ ॥
সদাশিব-প্রিয়ভক্ত দৈত্য মহাবল।
শিবের বরেতে সে জিনেছে ভূমণ্ডল ॥
জাঠা এক শিব তারে দিয়াছেন দান।
জাঠার তেজের কথা কি কব বাখান ॥
মন্ত্র পড়ি মধু-দৈত্য জাঠা যদি এড়ে।
জাঠা-মুখে ত্রিভুবন ভস্ম হ'য়ে উড়ে ॥
হইল মধুর পুত্র লবণ মহাবল।
জিনিল জাঠার তেজে পৃথিবী-মণ্ডল ॥
কুম্ভনসী-গর্ভে জন্ম রাবণ-ভাগিনে।
তাহার সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে ॥
মহাদুষ্ট লবণ সে মথুরাতে ঘর।
জন্মাবধি মহাপাপ করে নিরন্তর ॥
মধুদৈত্য মহাবীর হইল পতন।
তাহার সে জাঠাগাছ পাইল লবণ ॥
লবণ জাঠার তেজে জিনে ত্রিভুবন।
লবণ মারিতে যুক্তি করহ এখন ॥
লবণ লইয়া জাঠা যদি আসে রণে।
তাহার রণেতে জিনে নাহি ত্রিভুবনে ॥
লবণের সঙ্গে হবে দুর্জ্জয় সংগ্রাম।
তার কথা কহি কিছু শুনহ শ্রীরাম ॥
মান্ধাতা নামেতে-রাজা জন্ম সূর্য্যবংশে।
অযোধ্যাতে রাজ্য করে ত্রিভুবন শাসে ॥
ইন্দ্রে জিনিবারে গেল অমর-ভুবন।
ভয়ে ইন্দ্র পলাইয়া হৈল অদর্শন ॥
মান্ধাতার প্রতি তবে কহে দেবগণে।
অর্দ্ধ-রাজ্য ভোগ কর পুরন্দর সনে ॥
ধনেতে অর্দ্ধেক লহ এ অমরাবতী।
ইন্দ্রের সহিত যাও করিয়া পিরীতি ॥
মান্ধাতা আছেন চাহি করিবারে রণ।
ইন্দ্রে জিনি স্বর্গ লব শুন দেবগণ ॥
রাখিব পৌরুষ আমি পুরন্দরে জিনি।
ত্রিভুবনে ঘুষিবেক এ যশঃ-কাহিনী ॥
দেবগণ ল'য়ে ইন্দ্ররাজা যুক্তি করে।
বিনাযুদ্ধে পাঠাইব যমের দুয়ারে ॥
ইন্দ্র বলে, শুনহ মান্ধাতা মহারাজ।
পৃথিবী জিনিতে নার বীরের সমাজ ॥
পৃথিবী জিনিতে যেই রাজা নাহি পারে।
লজ্জা নাই আসিয়াছ স্বর্গ জিনিবারে ॥

আছয়ে লবণ-দৈত্য সে বড় কর্কশ।
রাক্ষসী-গর্ভেতে জন্ম, জাতিতে রাক্ষস ॥
নিষ্কণ্টকে রাজ্য করে মথুরার দেশে।
তারে জিনে তবে স্বর্গ জিন আসি শেষে ॥
ইন্দ্রের বচনে লাজ পাইয়া মান্ধাতা।
মনোদুঃখে ম্রিয়মাণ, করে হেঁট মাথা ॥
স্বর্গ ছাড়ি আইল লবণে জিনিবারে।
দূত পাঠাইল সে লবণে জানাবারে ॥
ত্বরা করি গেল দূত লবণ-গোচরে।
মান্ধাতা রাজন আসে তোমা জিনিবারে ॥
লবণ শুনিয়া এত ক্রোধিত হইল।
লবণের ক্রোধ দেখি দূত চ'লে গেল ॥
দূতের অপেক্ষা দেখি মান্ধাতা ভূপতি।
যুঝিবারে গেল বীর কটক সংহতি ॥
মান্ধাতার তেজ যেন সূর্য্যের কিরণ।
মান্ধাতার তেজ দেখি রুষিল লবণ ॥
মান্ধাতার সেনাপতি যতেক যুঝার (১)।
লবণ উপরে করে বাণ অবতার ॥
জাঠা হাতে করিয়া লবণ বীর রোষে।
এড়িলেক জাঠাগাছ মান্ধাতা উদ্দেশে ॥
রথ অশ্ব কটক জাঠার তেজে পুড়ে।
মান্ধাতা জাঠার তেজে ভস্ম হ'য়ে উড়ে ॥
লবণের হাতে গেল জাঠা পুনরায়।
পড়িল মান্ধাতা, যত রাজা ভয় পায় ॥
পূর্ব্বপুরুষ তোমার সে মান্ধাতা ভূপতি।
লবণ মান্ধাতা মারি রাখিল খেয়াতি ॥
কত শত রাজগণে করিল সংহার।
লবণে মারিয়া রাম কর প্রতিকার ॥
শুনিয়া মুনির কথা ভাই তিন জন।
জোড়হাতে দাণ্ডাইল রামের সদন ॥

জোড়হাতে কহিছেন বীর শত্রুঘন।
তুমি ভাই লক্ষ্মণ ক'রেছ বহু রণ ॥
আমারে করহ আজ্ঞা মারিতে লবণ।
লবণে মারিলে যশ ঘোষে ত্রিভুবন ॥
শত্রুঘ্নের বচনে রামের হৈল হাস।
লবণে মারিতে রাম করিলা আশ্বাস ॥
শত্রুঘন চলিলেন মারিতে লবণ।
কহেন ভার্গব মুনি শুন শত্রুঘন ॥
কুড়ি হাজার মত্ত হস্তী মেরে খায় দিনে।
লবণের সঙ্গে যুদ্ধে থেকো সাবধানে ॥
এত বলি ভার্গব গেলেন নিজ স্থান।
ভাইগণ ল'য়ে রাম করেন অনুমান ॥
রাম বলে, শত্রুঘনে করিলাম রাজা।
লবণে মারিয়া পাল মথুরার প্রজা ॥
লবণে মারিয়া তুমি হ'য়ে অধিকারী।
প্রজার পালন কর মথুরানগরী ॥
শত্রুঘ্ন বলেন, প্রভু, কর অবধান।
জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের নহে এ বিধান ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন ভাই শত্রুঘন।
তোমাতে আমাতে নহে প্রভেদ দু'জন ॥
চলিলেন শত্রুঘন মারিতে লবণ।
রামে প্রদক্ষিণ করি বন্দিলা চরণ ॥
বিষ্ণু-অস্ত্র ছিল তাঁর অস্ত্রের প্রধান।
লবণে মারিতে শত্রুঘনে দিলা দান ॥
এক লক্ষ রথ নড়ে, এক লক্ষ হাতী।
এক লক্ষ ঘোড়া নড়ে পবনের গতি ॥
লবণে মারিতে বীর করিলা সাজনি।
শত্রুঘ্নের নিজ বাদ্য সাত অক্ষৌহিণী ॥
লিখনে না যায় ঠাট, কটক অপার।
শুনিয়া বাদ্যের শব্দ লাগে চমৎকার ॥

(১) যুঝার—রণকুশল; যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী।

হইল আষাঢ় গত, শ্রাবণ প্রবেশে।
গেলেন যমুনা-পার বাল্মীকির দেশে॥
শত্রুঘন বন্দিলেন মুনির চরণ।
শত্রুঘনে দেখে' মুনি হরষিত মন॥
শত্রুঘন বলে, মুনি, করি নিবেদন।
রামের আদেশে যাই বধিতে লবণ॥
কটক সহিত আমি আইনু এদেশে।
অদ্য রাত্রি তবাশ্রমে বঞ্চিব হরিষে॥
এতেক শুনিয়া মুনি হরষিত-মন।
ব্রহ্মমন্ত্র বেদধ্বনি করিলা তখন॥
শত্রুঘনে করাইলা উত্তম ভোজন।
জানিলা লবণ আজি হইবে নিধন॥
মুনি আর শত্রুঘন দোঁহে কন কথা।
হেন কালে দুই পুত্র প্রসবিলা সীতা॥
শিষ্যগণ কহে আসি মুনির সাক্ষাতে।
দুই পুত্র যমজ প্রসব কৈল সীতে॥
মুনি বলেন, গোপনেতে রাখ শিষ্যগণ।
এই কথা যেন নাহি শুনে শত্রুঘন॥
মতান্তরে আছে ইহা শুন সর্ব্বজন।
যমুনার তীরে মুনি করেন তর্পণ॥
মুনিকে সংবাদ দেয় শিষ্য একজন।
প্রসব করিলা সীতা যমজ নন্দন॥
আনন্দিত হয়ে মুনি কহিলেন শিষ্যে।
শিশুকে মাখাতে লব (১) আর কুশে॥
শুনিয়া মুনির কথা কহিল সীতায়।
হরিষ হইয়া সীতা পুত্রেরে মাখায়॥
স্নান করি মুনিরাজ আসিলেন ঘরে।
হাসি কহে, তব পুত্রে দেখাও আমারে॥
লব আর কুশ নাম মুনিবর রাখে।
লব মেখে লব হৈল, কুশে কুশ মাখে॥
দিনে দিনে বাড়ে দুই শিশু মহারথা।
এখন কহিব যে লবণ-বধ কথা॥
এতেক বলিয়া মুনি সানন্দ-হৃদয়।
শত্রুঘন মুনি দোঁহে কথাবার্ত্তা কয়॥
কথোপকথনে দোঁহে বঞ্চিলা রজনী।
প্রভাতে উঠিয়া যায় করিয়া সাজনী॥
মুনি প্রণমিয়া চলে শত্রুঘন বীর।
ভার্গবের বাটী গেল যমুনার তীর॥
মুনি প্রণমিয়া করে যুক্তি সমুচিত।
মুনি বলে, সুমন্ত্রণা করিব বিহিত॥
লবণ-নামেতে দৈত্য সংগ্রামে দুর্জ্জয়।
কিরূপে মারিব তারে শত্রুঘন কয়॥
মুনি বলে, অতিশয় দুষ্ট সে লবণ।
কহি হিত-উপদেশ শুন শত্রুঘন॥
রজনী-প্রভাতে যাবে মৃগের উদ্দেশে।
আপনা পাসরে বেটা ভক্ষণের আশে॥
জাঠাগাছ থুয়ে যায় শিব-পূজার ঘরে।
ফিরে আসে নিবাসে দিবস দু-প্রহরে॥
হিত উপদেশ বলি শুনহ সত্বর।
মৃগয়ার ছলে বেড়ে রহ তার ঘর॥
কোনমতে জাঠাগাছ না পায় রাক্ষস।
লবণ মারিতে তবে করহ সাহস॥
জাঠা বন্দী করিতে না পার শত্রুঘন।
না হবে তোমার শক্তি মারিতে লবণ॥
শত্রুঘন পাইয়া এতেক উপদেশ।
লবণে মারিতে যায় মথুরার দেশ॥

(১) লব—গো-পুচ্ছের লোম।

প্রভাতে লবণ গেল করিতে আহার।
শত্রুঘন সসৈন্যে যমুনা হৈলা পার॥
কাঠাগাছের ঘর গিয়া কটকেতে বেড়ে।
মৃগভার (১) স্কন্ধেতে লবণ আসে গড়ে (২)॥
সৈন্যেতে সকল পথ রহিল আগুলি।
কুপিল লবণ বীর মৃগভার ফেলি॥
মধুদৈত্য-পুত্র সেই মথুরাতে থানা (৩)।
বিক্রমে নাহিক অন্ত, রাবণ-ভাগিনা॥
লবণ বলিল, মিছা জুড়ি ধনুর্ব্বাণ।
তোর মত কত বেটার লয়েছি পরাণ॥
কহিছেন শত্রুঘন লবণ-বচনে।
কাটিব তোমার মুণ্ড এই ধনুর্ব্বাণে॥
মামা তোর বীর ছিল সেই অহঙ্কার।
আমার ভ্রাতার হাতে তাহার সংহার॥
সেই রামের ভাই আমি তোর তত্ত্বে বুলি (৪)।
তোর মাথা কাটিয়া রামেরে দিব ডালি॥
খাইয়া মানুষ গরু পূর্ণ হৈল কাল।
তোরে মেরে মথুরার ঘুচাব জঞ্জাল॥
লবণ বলিছে ক্রোধে, শুন শত্রুঘন।
তোরে মারি ঘুচাইব মায়ের ক্রন্দন॥
মামারে মারিল তোর জ্যেষ্ঠ সহোদর।
মায়ের ক্রন্দন শুনি জ্বলি নিরন্তর॥
সেই তাপে আজি তোরে করিব বিনাশ।
মরিতে মানুষ বেটা এলি মোর পাশ॥
তোর বংশে যত রাজা তৃণ হেন বাসি।
মান্ধাতারে পোড়ায়ে করেছি ভস্মরাশি॥
শত্রুঘন কহেন, এসেছি সেই কোপে।
তোর মাথা কাটিব' রাখিবে কার্ বাপে॥
মারিয়াছ সূর্য্যবংশে মান্ধাতা ভূপতি।
তার শোধে পাঠাইব যমের বসতি॥
রামের কনিষ্ঠ আমি বীর-অবতার।
তোরে মেরে শোধিব বংশের যত ধার॥
শত্রুঘ্নের বচনেতে রুষিল লবণ।
মানুষ বেটার কথা স'ব কতক্ষণ॥
হাতে হাতে চাপয়ে দন্তের কড়মড়ি।
শীঘ্রগতি চলিল আনিতে কাঠা-বাড়ি॥
লবণের মন বুঝে শত্রুঘন হাসে।
মনে কি করেছ বেটা ফিরে যাবে বাসে॥
আস্ফালন করি বীর সিংহ যেন গর্জ্জে।
তা শুনি লবণ বীর ঘন ঘন তর্জ্জে॥
গাছ পাথর মারে লবণ সঘনে উপাড়ি।
শত্রুঘ্নের মাথে মারে দোহাতিয়া বাড়ি॥
সেই ঘায়ে শত্রুঘন হৈলা অচেতন।
ভয়ঙ্কর শব্দে লবণ করিছে গর্জ্জন॥
শত্রুঘন পড়ে, সৈন্য করে হাহাকার।
ঘরে যায় লবণ লইয়া মৃগভার॥
হেন কালে উঠিলা সে শত্রুঘ্ন দুর্জ্জয়।
ধনুক পাতিয়া যুঝে, নাহি করে ভয়॥
বিষ্ণু-বাণ শত্রুঘন ধনুকে জুড়িল।
স্থাবর জঙ্গম মেরু কাঁপিতে লাগিল॥
উল্কাপাত হয় যেন সেই বিষ্ণু-বাণে।
প্রলয় হইল দেখে' ভাবে দেবগণে॥
আচম্বিতে সৃষ্টিনাশ হয় কি কারণ।
শুনিয়া প্রলয়-শব্দ কাঁপে দেবগণ॥
কোন যুগে এমত যে শব্দ নাহি শুনি।
কি প্রলয় হইল, নিশ্চয় নাহি জানি॥

---

(১) মৃগভার—শিকারে নিহত পশু সকলের বোঝা। (২) গড়ে—শিবিরে; এখানে রাজপ্রাসাদে।
(৩) থানা—নিবাস। (৪) তোর তত্ত্বে বুলি—তোর সংবাদ লইবার জন্য বেড়াই।

ব্রহ্মা বলে, দেবগণ, না করিহ ডর।
লবণ বধিতে গর্ব্বে শত্রুঘ্নের শর॥
সৃজিলেন বাণ বিষ্ণু আপনার হাতে।
মৈল মধুকৈটভাদি সেই বাণাঘাতে॥
বাণের উপরে বিষ্ণু হন অধিষ্ঠান।
সেই বাণাঘাতে কারো নাহি রহে প্রাণ॥
বিষ্ণুবাণ-উপরেতে ব্রহ্ম-অগ্নি জ্বলে।
সে বাণ নাহিক ব্যর্থ হয় কোন কালে॥
বিষ্ণুবাণ শত্রুঘন এড়িল লবণে।
শূন্যমার্গে থাকিয়া দেখেন দেবগণে॥
সিংহনাদ করি ডাকে বীর শত্রুঘন।
কোথা আছ ওরে বেটা, দেহ আসি রণ॥
বাণের গর্জ্জন শুনি লবণের ডর।
কহিতেছে শত্রুঘনে ত্রাসিত-অন্তর॥
ক্ষণেক ক্ষমহ মোরে খাই ভক্ষ্য পানী।
বাহুড়িয়া (১) আমি যুদ্ধ করিব এখনি॥
মনে ভাবে, জাঠা আছে দেবতার ঘরে।
লইব সবার প্রাণ জাঠার প্রহারে॥
তাহার মনের কথা জানি শত্রুঘন।
কহিতে লাগিল বীর করিয়া তর্জ্জন॥
করিবি ভোজন তুই, আমি উপবাসি।
দোঁহে উপবাসে যুদ্ধ আমি ভালবাসি॥
এখন ভোজন আর উচিত না হয়।
ভোজন করিবি বেটা গিয়া যমালয়॥
কুপিল লবণ-বীর দুর্জ্জয়-প্রতাপ।
আহার করিতে নাহি দিলি মহাপাপ (২)॥
রঘুবংশে জন্ম তোর সর্ব্বলোকে জানে।
রঘুকুল উজ্জ্বল করিলি এত দিনে॥
শত্রুঘ্নেরে মারিবারে আইল লবণ।
সন্ধান পূরিয়া বাণ এড়ে শত্রুঘন॥
মহাশব্দে বায় বাণ জ্বলন্ত আগুনি।
লবণের বুকে বিন্ধি সান্ধায় মেদিনী॥
বিষ্ণু-বাণ বুকে ঠেকি পড়িল লবণ।
দেবতার জাঠাগাছ গেল ততক্ষণ॥
শক্তিমান্ জাঠাগাছ গেল অন্তরীক্ষে।
পড়িল লবণ-বীর সর্ব্বলোকে দেখে॥
জয় জয় শব্দ করে যত দেবগণ।
শত্রুঘ্ন উপরে করে পুষ্প বরিষণ॥
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে নাচে বিদ্যাধরী।
আনন্দে হইল মগ্ন যত সুরপুরী॥
শত্রুঘ্নেরে তবে ব্রহ্মা কহিলা তখন।
বর মাগ মহাবীর, যাহা লয় মন॥
নিজ বাহুবলে বীর লবণে মারিলে।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালের শঙ্কা নিবারিলে॥
যে বর মাগিবে তুমি দেবতার স্থানে।
সে বর তোমারে দিবে সর্ব্ব দেবগণে॥
কহিছেন রামানুজ জুড়ি দুই পাণি।
মথুরাতে বসতি হউক পদ্ম-যোনি॥
"তথাস্তু" বলিয়া বর দিলা ততক্ষণ।
বর দিয়া স্বর্গে গেল যত দেবগণ॥
দেশ বসাইতে দিল পাত্রে সংবিধান (৩)।
করিল মথুরা-পুরী অদ্ভুত নির্ম্মাণ॥
বাড়ী-ঘর নির্ম্মাইল আর সরোবর।
মৎস্য আদি নির্ম্মাইল নানা জলচর॥
বন উপবন ভাঙ্গি করিল বসতি।
বসাইল প্রজা যে মনুষ্য নানাজাতি॥

(১) বাহুড়িয়া—ফিরিয়া। (২) মহাপাপ—ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ব্রহ্মস্ব-হরণ, গুরুপত্নী-গমন ও এই সকল পাপকারী সংসর্গ যে ব্যক্তি করে। (৩) সংবিধান—আদেশ।

বৃক্ষোপরি পক্ষী সব করে কলধ্বনি।
মুনি-মন হরে হেরে ময়ূর-নাচনী ॥
রাজবাটী নির্ম্মাইল দেখিতে সুন্দর।
শত্রুঘন রহিলেন তাহার ভিতর ॥
নগরের মধ্যে যত সাধুলোক বৈসে।
অন্য দেশ হৈতে লোক মথুরায় আইসে ॥
পদ্মকোটি ঘর কৈল সুবর্ণ-গঠন।
ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র আসি বসিল ব্রাহ্মণ ॥
দ্বাদশ বৎসর থাকেন মথুরা-নগরে।
পালন করেন প্রজা হরিষ অন্তরে ॥
মথুরা-নগরী আনি আপন শাসনে।
অযোধ্যায় চলিলেন রাম-সম্ভাষণে ॥
কটক সহিত গেলা বাল্মীকির দেশ।
সৈন্যসহ তপোবনে করিলা প্রবেশ ॥
শত্রুঘ্নে দেখেন মুনি হরষিত-মন।
শত্রুঘ্ন করিল তাঁর চরণ বন্দন ॥
মুনি বলে, মহাবীর, তুমি শত্রুঘন।
লবণে মারিয়া রক্ষা কৈলে ত্রিভুবন ॥
অনেক কষ্টেতে রাম বধিলা রাবণে।
লবণে মারিলে তুমি এক দিনের রণে ॥
মনুষ্য খাইয়া বেটা দেশ কৈল বন।
লবণে মারিয়া কৈলে নগর পত্তন ॥
আলিঙ্গন দিলা মুনি পরম আদরে।
রাখিলা সকল সৈন্য অতিথি-ব্যভারে ॥
সুগন্ধি কোমল অন্ন পায়স পিষ্টক।
নানা উপহারে ভুঞ্জে সকল কটক ॥
সোনার পালঙ্কে বীর করিলা শয়ন।
মুনির বাটীতে শুনে গীত রামায়ণ ॥
বীণার স্বরেতে নাদ হৈল আচম্বিত।
মধুস্বরে গান হয় রামায়ণ-গীত ॥
দেশ ছাড়ি সীতা আর শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
গাছের বাকল পড়ি প্রবেশিলা বন ॥
শ্রীরাম যাইতে বনে কান্দে সর্ব্বলোক।
দশরথ মরিলেন পেয়ে পুত্র-শোক ॥
রাজার মরণে যত রাজরাণীগণ।
যেমতে করিলা রাজার শ্রাদ্ধাদি তর্পণ ॥
রাম গেলা বনে, ভরত মাতুলের পাড়া।
চারি পুত্র থাকিতে রাজা হৈল বাসি মড়া ॥
চৌদ্দবৎসর রহিলেন পঞ্চবটী বনে।
সীতা হরি লইলেক লঙ্কার রাবণে ॥
সবংশে রাবণে রাম করিলা সংহার।
বহু যুদ্ধে করিলেন সীতার উদ্ধার ॥
সুমধুর স্বরে গীত করিলা যে ক্ষণ।
সর্ব্বলোক মোহিত শুনিয়া রামায়ণ ॥
দুই শিশু গীত গায়, বাজাইয়া বীণা।
সর্ব্বলোকে শুনে যেন অমৃতের কণা ॥
শত্রুঘ্ন চক্ষের জল নারেন রাখিতে।
দুই চক্ষে বারিধারা পোছেন দুহাতে ॥
শ্রীরামের দুঃখ শুনে শত্রুঘ্ন বিকল।
মোহ সম্বরিতে নারে, চক্ষে পড়ে জল ॥
পাত্র মিত্র সবে বলে, শুন মহামুনি।
এমত অমৃত গান কভু নাহি শুনি ॥
চারি প্রহর রজনী মধুর গীতি শুনে।
সর্ব্বলোক নিদ্রা যায় নিশি জাগরণে ॥
শত্রুঘ্ন বলেন, মুনি, করি নিবেদন।
কোথাকার দুই শিশু গায় রামায়ণ ॥
শুনি যে সে রামায়ণ মধুর সঙ্গীত।
কহ মুনি' এই গীত কাহার রচিত ॥
মুনি বলে, বার্ত্তা জিজ্ঞাসিলে শত্রুঘন।
দুই শিশু গান করে শিষ্য দুই জন ॥

আমি রচিয়াছি রামায়ণ সপ্ত কাণ্ড।
শুনে লোক মোক্ষ পায় অমৃতের ভাণ্ড॥
কহিতে এ কথা-বার্ত্তা প্রভাতা রজনী।
প্রভাতে চলিলা বীর বন্দি মহামুনি॥
শত্রুঘন সসৈন্যে যমুনা হৈলা পার।
শত্রুঘ্নের সনে বাদ্য বাজিছে অপার॥
তিন দিনে গেলা বীর অযোধ্যা নগর।
জোড়হাতে রহিলেন রামের গোচর॥
শত্রুঘ্ন রামের কৈলা চরণ বন্দন।
তোমার প্রসাদে প্রভু মারিনু লবণ॥
মারিনু লবণে যুদ্ধ করিয়া ভীষণ।
মথুরাতে প্রজা বসাইনু অগণন॥
বার বর্ষ না দেখিয়া তোমার চরণ।
ধরিতে না পারি প্রাণ হৈল উচাটন॥
তব অদর্শনে প্রভু জীবনে কি কার্য্য।
কি করিবে সুখভোগ মথুরার রাজ্য॥
শত্রুঘ্নেরে তবে রাম দিলা আলিঙ্গন।
রাম বলে, ভাই, তব মধুর বচন॥
সবার কনিষ্ঠ ভাই গুণের সাগর।
তোমারে দেখিলে দুঃখ পাসরি বিস্তর॥
পঞ্চ দিন চারি ভাই বঞ্চিব হরিষে।
পঞ্চ দিন পরে যেও মথুরার দেশে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘন।
চারি ভাই একত্রে হইল সম্ভাষণ॥
চারি ভাই পঞ্চ দিন একত্রে রহিলা।
শত্রুঘ্নেরে মথুরায় বিদায় করিলা॥
মথুরায় হইলেন শত্রুঘন রাজা।
অযোধ্যায় শ্রীরাম পালেন সব প্রজা॥
রাম-রাজ্যে প্রজা রহে হাস্য-পরিহাসে।
গাইল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে॥

বিপ্র-পুত্রের অকাল-মৃত্যু ও শূদ্র-তপস্বি-বধ।

অযোধ্যায় রাজা রাম ধর্ম্মেতে তৎপর।
অকাল-মরণ নাই রাজ্যের ভিতর॥
অকস্মাৎ এক বিপ্র আইল কান্দিয়া।
মৃত এক শিশু পুত্র কোলেতে করিয়া॥
পঞ্চ বৎসরের মৃত পুত্র তার কোলে।
শ্রীরামের দ্বারে আসি কান্দে উচ্চরোলে॥
ধর্ম্মের সংসার মোর, পাপ নাহি করি।
অকস্মাৎ পুত্রশোকে কেন পুড়ে মরি॥
না করেন রাজ্যচর্চ্চা রাম রঘুবর।
ব্রহ্মশাপ দিব আজি রামের উপর॥
কি পাপে মরিল পুত্র কিছুই না জানি।
পুত্র কোলে করি কান্দে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী॥
বৃথা গর্ভে ধরি পুত্র পঞ্চ বর্ষ পুষি।
অকালে মরিল পুত্র রাম-রাজ্যে বসি॥
পিতা মাতা রাখি পুত্র ছাড়ি গেল কোথা।
কোন্ দোষে মৈল পুত্র প্রাণে দিয়া ব্যথা॥
অধর্ম্মীর রাজ্যে হয় দুর্ভিক্ষ মড়ক।
কর্ম্মদোষে সেই রাজা ভুঞ্জয়ে নরক॥
শ্রীরামের রাজ্যে পুত্র অকালেতে মরে।
এই রাজ্য ত্যজে যাব মোরা দেশান্তরে॥
এত বলি স্ত্রী-পুরুষে ভাসে অশ্রুনীরে।
লক্ষ্মণ সত্বর যান রামের গোচরে॥
অকস্মাৎ প্রমাদ পড়িল রঘুমণি।
মৃত পুত্র ল'য়ে আইল ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী॥
বয়সেতে বৃদ্ধ দোঁহে, পুত্র নাহি আর।
ক্রন্দনেতে ব্যাকুল করিছে রাজদ্বার॥
দ্বিজ বলে, পাপ নাহি মোর কলেবরে।
তবে অকালেতে মোর পুত্র কেন মরে।

এত বলি স্ত্রী-পুরুষে করয়ে রোদন।
শ্রীরাম শুনিয়া হৈলা বিরস-বদন ॥
ত্রাস পাইলা রঘুনাথ শুনিয়া বচন।
অকালে দ্বিজের পুত্র মরে কি কারণ ॥
পাত্র মিত্র সভাসদ্ করে হাহাকার।
রামের আজ্ঞাতে সবে হৈল আগুসার ॥
আইলা অগস্ত্য মুনি কুল-পুরোহিত।
কশ্যপ নারদ আদি হৈলা উপনীত ॥
পাত্রমিত্র ল'য়ে রাম বসিলা দে'য়ানে।
ব্রাহ্মণের কথা রাম কহে সভা-স্থানে ॥
তোমা স'বে ল'য়ে আমি করি রাজ-কাজ।
অকালে ব্রাহ্মণ-পুত্র মরে, পাই লাজ ॥
শুনি রাম-কথা সবে গণিছে বিপদ।
শ্রীরামের পানে চাহি কহেন নারদ ॥
মুনি বলে, রঘুনাথ শাস্ত্রের বিচার।
সত্যযুগে তপস্যা দ্বিজের অধিকার ॥
ত্রেতাযুগে তপস্যা ক্ষত্রিয়-অধিকার।
দ্বাপরেতে তপ করে বৈশ্যের বিচার ॥
কলিযুগে তপস্যা করিবে শূদ্রজাতি।
তপস্যার রীতি এই শুন রঘুপতি ॥
অকালে অনধিকারে শূদ্র তপ করে।
সেই হেতু অকালে দ্বিজের পুত্র মরে ॥
কলিকালে শূদ্র আর পতিহীনা নারী।
তপস্যা করিলে সৃষ্টি নাশিবারে পারি ॥
অকালে করিলে তপ ঘটায় উৎপাত।
অকাল-মরণ রীতি শুন রঘুনাথ ॥
না মরে তোমার পাপে দ্বিজের কুমার।
তপস্যা করিছে কোথা শূদ্র দুরাচার ॥
এই হেতু মিথ্যা দোষী করয়ে তোমাকে।
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী দ্বারে কান্দে পুত্রশোকে ॥
নারদের বচন রামের লয় মনে।
ডাক দিয়া সভামধ্যে আনেন লক্ষ্মণে ॥
পাত্র মিত্র ল'য়ে ভাই বৈসহ বিচারে।
প্রিয় ভাষে ব্রাহ্মণেরে রাখহ দুয়ারে ॥
যাবৎ না আসি আমি করিয়া বিচার।
তাবৎ রাখিহ দ্বিজে, না ছাড়িহ দ্বার ॥
নারায়ণ-তৈলে ফেলি রাখ দ্বিজ-সুতে।
দেহ তার নষ্ট যেন না হয় কোন মতে ॥
এত বলি কৈলা রাম রথে আরোহণ।
পশ্চিম-দিকেতে তবে করিলা গমন ॥
পশ্চিমের যত দেশ করিয়া বিচার।
উত্তর দিকেতে রাম কৈলা আগুসার ॥
উত্তরের যত দেশ করি অন্বেষণ।
পূর্ব্ব-দিকে রঘুনাথ করেন গমন ॥
পূর্ব্বদিক্ বিচারিয়া গেলেন দক্ষিণে।
এক শূদ্র তপ করে মহা ঘোর বনে ॥
করয়ে কঠোর তপ বড়ই দুষ্কর।
অধোমুখে ঊর্দ্ধপদে আছে নিরন্তর ॥
বিপরীত অগ্নিকুণ্ড জ্বলিছে সম্মুখে।
ব্যাপিল বহ্নির ধূম সুবর্ণ-রাশিকে ॥
দেখিয়া কঠোর তপ শ্রীরামের ত্রাস।
ধন্য ধন্য বলি রাম যান তার পাশ ॥
জিজ্ঞাসা করেন তারে কমল-লোচন।
কোন্ জাতি, তপ কর, কোন্ প্রয়োজন ॥
তপস্বী বলেন, আমি হই শূদ্র-জাতি।
শম্বুক-নাম ধরি আমি শুন মহামতি ॥
করিব কঠোর তপ দুর্ল্লভ সংসারে।
তপস্যার ফলে যাব বৈকুণ্ঠ-নগরে ॥
তপস্বীর বাক্যে কোপে কাঁপে রাম-তুণ্ড।
খড়্গাঘাতে কাটিলেন তপস্বীর মুণ্ড ॥

সাধু সাধু শব্দ করে যত দেবগণ।
রামের উপরে করে পুষ্প-বরিষণ ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, রাম, কৈলে বড় কাজ।
শূদ্র হ'য়ে তপ করে, পাই বড় লাজ ॥
রামে তুষ্ট হ'য়ে ব্রহ্মা কহেন তখন।
মনোনীত বর মাগি লহ যে এখন ॥
শ্রীরাম বলেন, যদি দিবে বরদান।
তব বরে জীয়ে যেন ব্রাহ্মণ-সন্তান ॥
ব্রহ্মা বলে, এ বর না চাহ রঘুমণি।
শূদ্র কাটা গেল, দ্বিজ বাঁচিল আপনি ॥
আপনা-বিস্মৃত তুমি দেব নারায়ণ।
মারিয়া বাঁচাতে পার এ তিন ভুবন ॥
দৃষ্টে সৃষ্টি নাশ কর, নিমিষে সৃজন।
তোমার আশ্চর্য্য মায়া বুঝে কোনজন ॥
এত বলি বিরিঞ্চি করেন অন্তর্দ্ধান।
শুনিয়া শ্রীরাম অতি উল্লসিত-প্রাণ ॥
এখানে বাঁচিয়া উঠে দ্বিজের কুমার।
দেখি সভাসদ্ লোকে লাগে চমৎকার ॥
ভরত-লক্ষ্মণে কহি দ্বিজ গেল ঘর।
রঘুনাথে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিস্তর ॥
হইল রামের হাতে তপস্বি-বিনাশ।
স্বর্ণ-বিমানেতে (১) চড়ি গেল স্বর্গবাস ॥
দ্বিজ-পুত্র প্রাণলাভে রামের উল্লাস।
রচিল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥

গৃধিনী ও পেচকের দ্বন্দ্ব-বৃত্তান্ত।

অযোধ্যাতে রঘুনাথ যান শীঘ্রগতি।
পাত্রমিত্র রাজ্যখণ্ড রামের সংহতি ॥
মহামুনি অগস্ত্যের বাটী দক্ষিণেতে।
শ্রীরাম বলেন, সবে চল সেই পথে ॥
অগস্ত্যের বাটী রাম যান দিব্যরথে।
পক্ষীর কোন্দল রাম শুনিলেন পথে ॥
গৃধিনী পেচকে দ্বন্দ্ব বাসার লাগিয়া।
আসিয়াছে বহু পক্ষী দুই পক্ষ হৈয়া ॥
অনেক পক্ষীর ঘর বনের ভিতর।
নানা জাতী পক্ষী সব আছে একত্তর ॥
সারস সারসী ডাকে কাক কাদাখোঁচা।
গৃধিনী কোকিল চিল আর কাল-পেঁচা ॥
সারী শুক কাকাতুয়া চড়া মৎস্যরঙ্ক (২)।
খঞ্জন খঞ্জনী ফিঙ্গে ধকড়িয়া (৩) কঙ্ক (৪) ॥
বাবুই পাউই (৫) শিখী পক্ষী হরিতাল (৬)।
পায়রা প্রবাজ (৭) আর শিকরা(৮) সঞ্চাল(৯) ॥
বক বকী বাদুড় বাদুড়ী সুরি (১০) টিয়া।
ঝাঁকে ঝাঁকে চামচিকে কাষ্ঠ-ঠোকরিয়া (১১)॥
জলে স্থলে আছিল যেখানে যত পক্ষ (১২)।
করিয়েছে মহাদ্বন্দ্ব হৈয়া দুই পক্ষ (১৩) ॥
গৃধিনী কহিছে, পেঁচা, ছাড় মোর বাসা।
পর-ঘরে রহিবে, কেমনে কর আশা ॥
পেঁচা বলে, কোথা হৈতে আইলি গৃধিনী।
এতকাল বাসা মোর, তোরে নাহি চিনি ॥

(১) স্বর্ণ-বিমানেতে—দেবতাদের শূন্যমার্গগামী সোণার রথে। (২) মৎস্যরঙ্ক—মাছ রাঙা। (৩) ধকড়িয়া—পক্ষিবিশেষ। (৪) কঙ্ক—হাড়গিলে পাখী। (৫) পাউই—পক্ষিবিশেষ। (৬) হরিতাল—খুব ছোট পাখী; ইহারা সরিষা ফুলের মধু খাইতে ভালবাসে। (৭) প্রবাজ—খুব বড় বাজ-পাখী। (৮) শিকরা—শিকারী পাখী। (৯) সঞ্চাল (সঞ্চান)—শ্যেন পাখী। (১০) সুরি—তোতা জাতীয় পক্ষিবিশেষ। (১১) কাষ্ঠ-ঠোকরিয়া—কাঠ-ঠোকরা। (১২) পক্ষ—পাখী। পক্ষ—দল।

কোন্দল উভয়ে মিলি, করে মারামারি।
শ্রীরামে দেখিয়া সবে কহে ধীরি ধীরি ॥
গৃধিনী বলিছে, রাম, কর অবধান।
বিচারে পণ্ডিত নাহি তোমার সমান ॥
যুদ্ধেতে জিনিলে তুমি দেব সুরপতি।
শশধর জিনি তব শ্রীঅঙ্গের জ্যোতি ॥
দিবাকর জিনি তেজ বিশাল তোমার।
সাগর জিনিয়া বুদ্ধি গভীর অপার ॥
পবন জিনিয়া তব ত্বরিত গমন।
অমৃত জিনিয়া তব মধুর বচন ॥
পৃথিবী পালিতে তুমি দয়াল শরীর।
গুণের সাগর তুমি রণে মহাবীর ॥
স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতালে তোমার করে পূজা।
ত্রিভুবন-মধ্যে রাম তুমি মহারাজা ॥
রজোগুণ ধর তুমি সৃষ্টির কারণ।
সত্ত্বগুণে সবাকার করহ পালন ॥
সংসার নাশিতে তুমি তমোগুণ ধর।
আত্মনিবেদন (১) করি তোমার গোচর ॥
সৃজিলাম বাসা আমি বহু করি আশা।
বলেতে পেচক মোর কাড়ি লয় বাসা ॥
পেঁচা বলে, রাম, তুমি বিষ্ণু-অবতার।
রজোগুণে সৃষ্টি কৈলে সকল সংসার ॥
তুমি চন্দ্র, তুমি সূর্য্য, তুমি দিবা-রাতি।
অনাথের নাথ, তুমি অগতির গতি ॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি পরম শীতল।
বিপক্ষ নাশিতে তুমি জ্বলন্ত অনল ॥
আদি অন্ত মধ্য তুমি, নির্দ্ধনের ধন।
সেবক-বৎসল তুমি, দেব নারায়ণ ॥
অন্ধের নয়ন তুমি, দুর্ব্বলের বল।
অপরাধী হই যদি দেহ প্রতিফল ॥
সভা কৈলা রঘুনাথ বসি বৃক্ষতলে।
পাত্র মিত্র সভাসদ বসিল সকলে ॥
বশিষ্ঠ নারদ আদি আইলা মুনিগণ।
সুমন্ত্র কশ্যপ মুনি আইলা দুইজন ॥
শ্রীরাম কহেন, কথা সভাসদ শুনে।
হেনকালে দেবগণ আইলা সেখানে ॥
গৃধিনীরে কন রাম সভার ভিতর।
কতকাল হইতে তোর এই বাসা-ঘর ॥
গৃধিনী কহিছে, শুন বচন আমার।
মহা-প্রলয়েতে যবে হৈল নিরাকার ॥
বিষ্ণু-নাভি-পদ্ম-মূলে ব্রহ্মার উৎপত্তি।
দেব দানব বিধাতা সৃজিল নানা জাতি ॥
তখন অবধি বাসা এ ডালে আমার।
কোন্ লাজে পেঁচা বেটা করে অধিকার ॥
ঈষৎ হাসেন রাম গৃধিনী-বচনে।
পেঁচারে জিজ্ঞাসে রাম বিচার-বিধানে (২)।
পেঁচা বলে, নিবেদন শুন রঘুবর।
বৃক্ষের উৎপত্তি হৈল ধরণী-উপর ॥
তারপরে উৎপত্তি হইল যত ডাল।
এইরূপে বনমধ্যে যায় কতকাল ॥
উড়িতে অশক্ত হৈনু, হৈল বৃদ্ধদশা।
তারপরে এই ডালে করিলাম বাসা ॥
রাম বলে, সভাখণ্ড, করহ বিচার।
মিথ্যা দ্বন্দ্ব করে কেন এই বাসা কার ॥
সভাতে বসিয়া যেবা সত্য নাহি কয়।
কোটিকল্প বৎসর নরক মাঝে রয় ॥

(১) আত্ম-নিবেদন—আপনাকে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া; আত্মদান। (২) বিচার বিধানে—বিচার করিবার জন্য।

এক এক বৎসরে বন্ধন নাহি খসে।
তিন কুল নষ্ট হয় মিথ্যা-সাক্ষী-দোষে ॥
শ্রীরামের বচনেতে কহে রাজ্যখণ্ড।
গৃধিনীর উপরে উচিত রাজদণ্ড ॥
চারিবেদ সর্ব্বশাস্ত্র তোমার গোচর।
সাক্ষাতে শুনিলে প্রভু গৃধিনী-উত্তর ॥
প্রলয় হইল যবে সৃষ্টির সংহারে।
স্থাবর জঙ্গম (১) কিছু না ছিল সংসারে ॥
ত্রিভুবন শূন্য যবে একা নিরঞ্জন।
সেই নিরঞ্জন হৈল সৃষ্টির কারণ ॥
জলেতে পৃথিবী ছিল, করিয়া উদ্ধার।
পৃথিবী সৃজিয়া কৈল জীবের সঞ্চার ॥
বিষ্ণু-নাভি-পদ্মে হৈল ব্রহ্মার উৎপত্তি।
দেবাদি নরাদি সৃষ্টি কৈলা নানাজাতি ॥
আগে জীব সৃজিলেন বৃক্ষ হৈল পিছে।
কিরূপে গৃধিনী আসি বাসা কৈল গাছে ॥
গৃধিনী অন্যায় বলে সভার ভিতর।
রাজদণ্ড অর্শে (২) প্রভু গৃধিনী উপর ॥
সভামধ্যে মিথ্যা কহে, নাহি ধর্ম্ম-ভয়।
গৃধিনীর প্রাণদণ্ড উপযুক্ত হয় ॥
দেবগণ কহে, রাম, করি নিবেদন।
স্বাভাবিক গৃধিনী যে নহে এই জন ॥
রয়েছে গৃধিনী পক্ষী হ'য়ে ব্রহ্মশাপে।
শাপমুক্ত কর পক্ষী, না মারিহ কোপে ॥
শ্রীরাম বলেন, কহ এ বা কোন্ জন।
ব্রহ্মশাপ ভোগ করে কিসের কারণ ॥
দেবগণ কহে, এই ছিল যে রাজন।
প্রত্যহ করা'ত লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন ॥
দৈবে এক বিপ্র চুল পাইল অন্নেতে।
নৃপতিরে শাপ দ্বিজ দিলেক ক্রোধেতে ॥
ব্রাহ্মণেরে মাংস দিয়া করিলে অনীত (৩)।
গৃধিনী হইয়া খাও মাংস ও শোণিত ॥
শাপ শুনি ভূপতির বিরস-বদন।
দ্বিজের চরণ ধরি করিল ক্রন্দন ॥
শাপ বিমোচন, প্রভু, করহ এখন।
কত দিনে হবে মোর শাপ-বিমোচন ॥
স্তবে তুষ্ট হ'য়ে বিপ্র কহিতে লাগিল।
শাপে মুক্ত হবে, বলি আশ্বাস করিল ॥
রঘুবংশে জন্মিবেন বিষ্ণু যেই কালে।
শাপে মুক্ত হবে তুমি তাঁরে পরশিলে ॥
ব্রহ্মশাপে পক্ষীযোনি হইল ভূপতি।
গৃধিনীর বৃত্তান্ত শুনহ রঘুপতি ॥
বহু দুঃখ পায় রাজা এতেক দুর্গতি।
তুমি পরশিলে হয় পক্ষীর সদ্গতি ॥
দেবতার বাক্য শুনি রাম রঘুমণি।
গৃধিনীরে স্পর্শ রাম করেন তখনি ॥
পক্ষিদেহ পরিহরি নিজ দেহ ধরি।
বিমানেতে ভূপতি চলিল স্বর্গপুরী ॥
দিব্যরথে চড়ি রাজা গেল স্বর্গবাস।
গাইল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥

শ্রীরামের অগস্ত্যাশ্রমে গমন ও দৈত্য-রাজের উপাখ্যান।

শ্রীরামেরে সম্ভাষিয়া যত দেবগণ।
সকলে চলিয়া গেল অমর-ভুবন ॥
সৈন্য সহ রামচন্দ্র যান ততক্ষণ।
অগস্ত্যের বাটীতে দিলেন দরশন ॥
অগস্ত্য-চরণ রাম করেন বন্দন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিলা বসিতে আসন ॥

---

(১) স্থাবর জঙ্গম—স্থিতিশীল ও গতিশীল। (২) অর্শে—বর্ত্তে ; প্রাপ্ত হয়। (৩) অনীত—অন্যায় ব্যবহার।

রত্ন-অলঙ্কার বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ।
সেই অলঙ্কার মুনি রামে দিলা দান ॥
রাম বলেন, শুন মুনি, না হয় বিধান।
ক্ষত্র হ'য়ে নাহি লয় ব্রাহ্মণের দান ॥
অগস্ত্য বলেন, রাম, শুন মোর বাণী।
অবধান কর, কহি ইহার কাহিনী ॥
সত্যযুগে বিধি এই ব্রাহ্মণের পূজা।
ব্রাহ্মণের পূজা করে যত ক্ষত্র রাজা ॥
স্বর্গে ইন্দ্ররাজ করে দেবের পালন।
পৃথিবীতে ক্ষত্র রাজা পালেন ব্রাহ্মণ।
লোকপাল (১) স্থানে ক্ষেত্র নামে ক্ষত্র রাজা।
ল'য়ে গেল যত্ন করি ব্রাহ্মণের পূজা ॥
ইন্দ্ররাজার পুরে ক্ষত্রিয়ে দিতে দান।
লোকপাল মধ্যে রাম তুমি সে প্রধান ॥
ক্ষত্রকুলে জন্ম তব, বিষ্ণু অবতার।
তোমারে করিতে দান উচিত আমার ॥
তোমার শরীর-যোগ্য এই অলঙ্কার।
অলঙ্কার দিয়া মুনি কৈলা পুরস্কার ॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি জিজ্ঞাসি কারণ।
কোথায় পাইলে তুমি এই আভরণ ॥
হেন অলঙ্কার নাহি সংসার-ভিতরে।
এ রত্ন পাইলে কোথা, কহিবে আমারে ॥
অগস্ত্য বলেন, তবে শুন রঘুবর।
সত্যযুগে তপ করি বনের ভিতর ॥
একেশ্বর তপ করি হরিষ অন্তর।
অঘোর কাননে (২) একা থাকি নিরন্তর ॥
সে বনের গুণ কত কহিতে না পারি।
চারি ক্রোশ পথ জুড়ি আছে এক পুরী ॥
পুরীখান দেখি তথা অতি মনোহর।
অনাহারে তপ আমি করি নিরন্তর ॥
মনোহর সরোবর বনের ভিতরে।
নিত্য নিত্য স্নান করি সেই সরোবরে ॥
একদিন প্রত্যুষেতে করি গাত্রোত্থান।
সরোবর-তীরে যাই করিবারে স্নান ॥
আশ্চর্য্য দেখিনু অতি গিয়া সেই ঘাটে।
শব এক প'ড়ে আছে সরোবর-তটে ॥
মড়া হ'য়ে ক্ষয় নাহি, অতি মনোহর।
বিষ্ণু-অধিষ্ঠান যেন পরম-সুন্দর ॥
চন্দ্রের কিরণ গায়, সূর্য্য হেন জ্যোতি।
অতি মনোহর মড়া সুন্দর-মূরতি ॥
হেন জন নাহি তথা জিজ্ঞাসি কারণ।
মড়ারূপ দেখিয়া বিস্ময় হৈল মন ॥
সেই মড়া-রূপ আমি করি নিরীক্ষণ।
হেন কালে অমর আইলা একজন ॥
সুবর্ণের রথখান বহে রাজহংসে।
সাত শত দেবকন্যা পুরুষের পাশে ॥
কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ বাজায় বাঁশী।
আইলেন অবনীতে অমর-নিবাসী ॥
সেই সরোবর-জলে অঙ্গ পাখালিল।
সুগন্ধ চন্দন দিয়া অঙ্গ-শোভা কৈল ॥
সেই মড়া ল'য়ে তিনি করিয়া ভক্ষণ।
হরষেতে রথে গিয়া কৈলা আরোহণ ॥
রথে আরোহণ করি স্বর্গবাসে যায়।
হেনকালে জোড়-হাতে জিজ্ঞাসিনু তাঁয় ॥
দেবরথে চড়ি আছ দেব-অবতার।
দেবতা হইয়া মড়া করিলে আহার ॥

---

(১) লোকপাল—শিব, কুবের, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, বায়ু, যম ও নৈর্ঋত। (২) অঘোর কাননে—অতিশয় ভয়ানক বনে।

ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ দেখি শুনি।
কহিতে লাগিল মোরে করি জোড়-পাণি ॥
স্বর্গ-রাজার পুত্র আমি দৈত্য নাম ধরি।
পিতা বিদ্যমানে আমি স্বর্গে রাজ্য করি ॥
পিতা স্বর্গবাসে গেল কতদিন পরে।
রাজ্যভার দিয়া আমি কনিষ্ঠ সোদরে ॥
নীরাহারে (১) তপ আমি করিনু বিস্তর।
স্বর্গ-প্রাপ্তি হৈল মোর ত্যজি কলেবর ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা হৈলে আমি সহিতে না পারি।
জিজ্ঞাসিনু বিরিঞ্চিরে কর-জোড় করি ॥
স্বর্গপুরে আইলাম তপস্যার ফলে।
ক্ষুধানলে সতত আমার অঙ্গ জ্বলে ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, ভুঞ্জ আপনার ফল।
ক্ষুধার্ত্তেরে নাহি তুমি দিলে অন্ন-জল ॥
যাহা দেয়, তাহা পায়, বেদের লিখন।
আপনি ভাবিয়া রাজা বুঝহ এখন ॥
আপনা করিলে তুষ্ট ভোজনের আশে।
নিজ অঙ্গ খাও তুমি মনের হরিষে ॥
না পচিবে, না গলিবে, মধুর সুস্বাদ।
সে শরীর খাইলে ঘুচিবে অবসাদ ॥
ব্রহ্মার মুখেতে শুনি এতেক বচন।
এতেক দুর্গতি মোর খণ্ডন কারণ ॥
কাতরে কহিনু ধরি ব্রহ্মার চরণে।
এই দুঃখ অবসান হবে কতদিনে ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, কথা শুনহ রাজন।
যেমতে হইবে তব পাপ বিমোচন ॥
তপ করিবারে যাবে অগস্ত্য মুনিবর।
নিদাঘেতে (২) তপ করিবেন একেশ্বর ॥
তোমার সহিত তাঁর হবে দরশন।
তাঁরে দান দিলে তব পাপ-বিমোচন ॥
বহু তপ করিয়াছ, না করিলে দান।
অগস্ত্যেরে দান দিলে হবে পরিত্রাণ ॥
সে অবধি মড়ার শরীর খাই আমি।
এ হেন পাপেতে যদি রক্ষা কর তুমি ॥
চারি যুগে মড়া খাই বিধির বচনে।
আজি শুভদিন মম তব দরশনে ॥
তোমা বিনা আমার নাহিক অন্য গতি।
তুমি ত্রাণ করিলে আমার অব্যাহতি ॥
কৃপা কর মুনিবর, করি পরিহার (৩)।
তুমি দান নিলে হয় আমার উদ্ধার ॥
স্তুতিবশে দান আমি করিনু গ্রহণ।
অঙ্গ হৈতে খসাইয়া দিল আভরণ ॥
তার দান লইলাম এই সে কারণ।
মৃত-দেহ নষ্ট তার হইল তখন ॥
অনাথের নাথ তুমি অগতির গতি।
তোমারে এ দান দিলে আমার মুকতি ॥
মোরে দান দিয়া পাইয়াছে পরিত্রাণ।
মম পরিত্রাণ হয় তুমি নিলে দান ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ ॥

দণ্ডারণ্যের বৃত্তান্ত।

বিদর্ভ-দেশেতে রাজা শ্বেত নরেশ্বর।
বন মধ্যে তপ রাজা করে নিরন্তর ॥
সে বনেতে জন্তু নাই কিসের কারণ।
এমন আশ্চর্য্য বন শতেক যোজন ॥
মুনি বলিলেন, রাম, তব পূর্ব্ববংশে।
নল-নামে রাজা ছিল বিদর্ভের দেশে ॥
পৃথিবী-বিখ্যাত রাজা ধর্ম্মে রাজ্য করে।
তার পুত্র হইল, ইক্ষ্বাকু নাম ধরে ॥

---

(১) নীরাহারে—কেবলমাত্র জল পান করিয়া। (২) নিদাঘেতে—গ্রীষ্মকালে। (৩) পরিহার—প্রার্থনা।

ইক্ষাকু হইতে সূর্য্যবংশের প্রচার।
পৃথিবী ভিতরে কারো নাহি অধিকার ॥
সত্য করাইয়া রাজা পাত্রে রাজ্য দিল।
তপস্যা করিয়া রাজা স্বর্গবাসে গেল ॥
ইক্ষ্বাকু-কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাম খ্যাত দণ্ড।
ইক্ষ্বাকু জিনিয়া সেই নিল ছত্র-দণ্ড ॥
সূর্য্যবংশে জন্মিয়া সে করে অনাচার।
পরাস্ত হইয়া তারে দিল রাজ্য-ভার ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ-পর্ব্বতে ভূপতি রাজ্য করে।
মধু-নামে পুরী তথা বসাইল পরে ॥
এক পুরী কৈল তথা দণ্ড নরেশ্বর।
ইন্দ্রের অধিক সুখ ভুঞ্জে নিরন্তর ॥
সুখেতে থাকিতে তার দেবতা পাষণ্ড (১)।
শুক্রের বাটীতে এক দিন গেল দণ্ড ॥
অরজা-নামেতে এক শুক্রের কুমারী।
পুষ্প তুলিবারে আইল পরমা-সুন্দরী ॥
রূপে আলো করে কন্যা, সুখে তুলে ফুল।
কন্যারে দেখিয়া রাজা হইল ব্যাকুল ॥
দেখিয়া কন্যার রূপ অতি প্রীতমন।
বিনয় করিয়া কহে মধুর বচন ॥
কাহার প্রেয়সী তুমি, কন্যা বল কার।
অবশ্য কহিবে মোরে সত্য সমাচার ॥
কন্যা বলে, শুন রাজা, নিবেদন করি।
শুক্র-মুনি-কন্যা আমি অরজা নাম ধরি ॥
মোর পিতা হয় তব কুল-পুরোহিত।
আমার সহিত ব্যঙ্গ না হয় উচিত ॥
রাজা বলে, তোমা হেরি প্রাণ নাহি ধরি।
প্রাণ রক্ষা কর মোর, শুন গো সুন্দরী ॥
আমার রমণী হৈলে, হব তব দাস।
মন-সুখে র'ব আমি সদা তব পাশ ॥
শত শত দেবকন্যা ক'রে দিব দাসী।
সর্ব্ব নারী জিনি হবে আমার মহিষী ॥
যদি নাহি শুন কন্যা বচন আমার।
বলে অপমান আমি করিব তোমার ॥
রাজার বচন শুনি বলিল অরজা।
অপমান করিলে মরিবে দণ্ড-রাজা ॥
তব কার্য্যে পিতা যদি পান মনস্তাপ।
সবংশে মরিবে রাজা, পিতা দিলে শাপ ॥
অগ্রে পিতৃ-অনুমতি করহ গ্রহণ।
তবে মোর তব সনে হইবে মিলন ॥
রাজা বলে, তব পিতা আসিবে কখন।
ততবধি স্থির নাহি হয় মোর মন ॥
তোমা বিনা আর মোর মনে নাহি আন।
আমারে সদয়া হয়ে কর প্রাণদান ॥
প্রাণ-রক্ষা কর মোরে করিয়া বরণ।
তোমা বিনা জেনো মোর না র'বে জীবন ॥
জোড়হাত করি রাজা পড়ে কন্যা-পা'য়।
উত্তর না দিয়া কন্যা, রাজারে বুঝায় ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ, কন্যা নৃপে দেয় গালি।
রুষ্ট হয়ে অপমান করে মহাবলী ॥
রোদন করয়ে কন্যা, আলুয়িত কেশ।
অপমানে অরজার বিগলিত বেশ ॥
নিদারুণ অপমানে অরজা কাতর।
এতেক দেখিয়া রাজা পলায় সত্বর ॥
কন্যারে পীড়িয়া দণ্ডরাজা গেল ঘর।
'কোথা পিতা' বলি কন্যা কান্দিল বিস্তর।

(১) পাষণ্ড—পা (ধর্ম্মে) খণ্ডের ন্যায় ব্যবহার যে করে—অর্থাৎ বিধর্মী; এখানে প্রতিকূলঅর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

আইলেন শুক্রমুনি ল'য়ে শিষ্যগণ।
হেঁট মাথা করি কন্যা করিছে রোদন ॥
কাঁদিছে অবজা কন্যা, সম্মুখে দেখিল।
ধ্যানস্থ হইয়া মুনি সকল জানিল ॥
ক্রোধান্বিত হৈল মুনি অগ্নি-শিখা-প্রায়।
গুরুকন্যা অপমান—সহ্য নাহি যায় ॥
অভিশাপ দিলা মুনি সহ শিষ্যগণে।
পুড়িয়া মরুক রাজা অগ্নি-বরিষণে ॥
অগ্নিবৃষ্টি রাজ্যেতে করিল সাত রাতি।
সবংশে পুড়িয়া মরে দণ্ড-নরপতি ॥
ঘোড়া হাতী পুড়ে আর যতেক ভাণ্ডার।
শতেক যোজন পুড়ে হইল অঙ্গার ॥
সবংশেতে দণ্ড-রাজা হইল বিনাশ।
শুক্রমুনি বসিলেন, ছাড়িয়া নিশ্বাস ॥
ব্রহ্মশাপে শত যোজন না হয় বসতি।
দণ্ডারণ্য বলিয়া সে বনের খেয়াতি ॥
ব্রহ্মশাপে পশু-পক্ষী নাহি মুনিগণ।
বনের বৃত্তান্ত শুন রাজীবলোচন ॥
বেলা অবসান হৈল উপনীত সন্ধ্যা।
সেই-স্থানে দুই জন করিলেন সন্ধ্যা ॥
মিষ্টান্ন ভোজন মুনি করাইলা রামে।
সেই দিন বঞ্চিলেন মুনির আশ্রমে ॥
রজনী প্রভাতে রাম মাগিয়া মেলানী।
মুনিরে প্রণমি কহে সুমধুর বাণী ॥
তোমা দরশনে মোর সকল জীবন।
আরবার দেখি যেন তোমার চরণ ॥
মুনি বলে, রাম, তব মধুর বচন।
তোমার বচনে তুষ্ট যত দেবগণ ॥
অনাথের নাথ তুমি ত্রিদশের পতি।
তোমা দরশনে বড় পাইলাম প্রীতি ॥
মুনির চরণে রাম নমস্কার করি।
উপনীত হৈল গিয়া অযোধ্যা-নগরী ॥
শুনিলে রামের গুণ সিদ্ধ অভিলাষ।
গাইল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥

বৃত্রাসুর-বধ বিবরণ।

সভা করি বসিলেন কমল-লোচন।
ভরত শত্রুঘ্ন আসি বন্দিল চরণ ॥
রাম বলেন, ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘন।
একমনে শুন সবে আমার বচন ॥
ব্রহ্মবধ করিয়া করেছি মহাপাপ (১)।
সে-কারণে পাই আমি বড় মনস্তাপ ॥
রাজসূয়-যজ্ঞ আমি করিব এখন।
তাহার উদ্‌যোগ কর, ভাই তিন জন ॥
এত শুনি তিন ভাই করে হাহাকার।
রাজসূয়-যজ্ঞে হয় সবংশে সংহার ॥
পূর্ব্বে রাজসূয় কৈল রাজা শশধর।
গৃহে পক্ষী পুড়ি লোক মরিল বিস্তর ॥
রাজসূয়-যজ্ঞ কৈল দেবতা বরুণে।
মরিল মকর মৎস্য পুড়িয়া আগুনে ॥
রাজসূয়-যজ্ঞ কৈল দেব পুরন্দর।
সুরাসুর-যুদ্ধ তাহে হইল বিস্তর ॥
সগর-নৃপতি পূর্ব্ব বংশেতে তোমার।
পৃথিবীর যত রাজা গুণে বশ যাঁর ॥
রাজসূয়-যজ্ঞ কৈল সেই মহাশয়।
বংশ মজাইল, শেষে আপনি সংশয় (২) ॥

---

(১) বিশ্রবা মুনির পুত্র রাবণ। রাবণকে বধ করায় রামচন্দ্রের ব্রহ্মবধ পাপ ঘটিয়াছিল। (২) সংশয় —বিপদগ্রস্ত।

ভরতের কথা রামে লাগে চমৎকার।
ভরত রামের প্রতি কহে আরবার ॥
হরিশ্চন্দ্র-নামে রাজা তব পূর্ব্ব-বংশে।
রাজসূয়-যজ্ঞ করি দুঃখ পাইল শেষে ॥
হরিশ্চন্দ্র রাজা দান করিয়া পৃথিবী।
পুত্র-আদি বিক্রয় করিল মহাদেবী ॥
রাজ্য ছাড়ি হরিশ্চন্দ্র যায় বারাণসী।
দক্ষিণা চাহিল তারে বিশ্বামিত্র ঋষি ॥
দণ্ডের আঘাতে মুনি করিল তাড়না।
স্ত্রী-পুত্র বেচিয়া রাজা দিলেক দক্ষিণা ॥
এত দুঃখ, তবু না পাইল স্বর্গবাস।
রাজসূয়-যজ্ঞে রাজার হেন সর্ব্বনাশ ॥
অন্তরীক্ষে ফিরে রাজা কর্ম্মের দোষেতে।
স্থান না পাইল স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালেতে (১) ॥
হেন রাজসূয়-যজ্ঞে কেন কর মন।
রাজসূয়-যজ্ঞ কৈলে সবংশে মরণ ॥
অনাথের নাথ তুমি ত্রিজগৎপতি।
রাজসূয়-যজ্ঞ কৈলে ঘটিবে দুর্গতি ॥
রাজসূয় না হইল ভরত কারণ।
ভরতের বাক্যে শ্রীরামের অন্য মন ॥
ভরতের বাক্য যদি হৈল অবসান।
লক্ষ্মণ কহেন, তবে রাম-বিদ্যমান ॥
জোড়-হাতে কহিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
অশ্বমেধ-যজ্ঞ কর কমল লোচন ॥
পূর্ব্বে ব্রহ্ম বধ কৈল দেব-পুরন্দরে।
ব্রহ্মহত্যা এড়াইল অশ্বমেধ ক'রে ॥
বৃত্র নামে অসুর সে বিপ্রের নন্দন (২)।
আপনার বাহুবলে জিনে ত্রিভুবন ॥
বৃত্রাসুর-প্রতাপেতে কাঁপে আখণ্ডল (৩)।
ঠেকয়ে তাহার মাথা আকাশ-মণ্ডল ॥
ধার্ম্মিক যে বৃত্রাসুর, ধর্ম্মে রাজ্য পালে।
বিনা বৃষ্টি-বরিষণে নানা শস্য ফলে ॥
পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল তপস্যা কারণ।
অসুরের তপস্যাতে কাঁপে দেবগণ ॥
দেবগণ ল'য়ে গেল বিষ্ণুর গোচর।
বৃত্রাসুর-তপ-কথা কহে পুরন্দর ॥
ধার্ম্মিক যে বৃত্রাসুর মহাবল বলে।
তার সম রাজা নাই অবনী-মণ্ডলে ॥
বহু তপ করে সে, পুণ্যের নাহি সংখ্যা।
যাহা চাবে, তাহা পাবে, কারো নাহি রক্ষা ॥
বিষ্ণুর চরণ সবে করেন স্তবন।
বৃত্রাসুরে মারি রক্ষা কর দেবগণ ॥
বিষ্ণু কহে, বৃত্রাসুর বড়ই চতুর।
আমার সেবাতে মান বেড়েছে প্রচুর ॥

---

(১) বশিষ্ঠ ও তৎপুত্রগণ হরিশ্চন্দ্র রাজার পিতা ত্রিশঙ্কুর সশরীরে স্বর্গগমনের পথ রোধ করিলে বিশ্বামিত্র স্বীয় তপোবলে ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে প্রেরণ করিবার ইচ্ছা করেন। স্বর্গে উঠিবার সময় ত্রিশঙ্কু নিজের কীর্ত্তিকাহিনী প্রকাশ করিতে থাকায় তাঁহার অধোগতি হয়। ইহা দেখিয়া বিশ্বামিত্র ঋষি স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যে নূতন এক নক্ষত্র-লোক সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে স্থাপিত করেন। ইহাই পুরাণ-সম্মত কথা। কিন্তু কৃত্তিবাস হরিশ্চন্দ্র সম্বন্ধে এই কথা কোথায় পাইলেন—আমরা অবগত নহি। বোধ হয়, কোনো অশিক্ষিত গায়ক কর্ত্তৃক এই অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। (২) ত্বষ্টা মুনির পুত্র বিশ্বরূপ দেব-পুরোহিত হইয়াছিলেন। বিশ্বরূপ গোপনে অসুরদিগকে হবির্ভাগ দিতেন জানিতে পারিয়া ইন্দ্র বিশ্বরূপকে বধ করেন। এই বিশ্বরূপের পিতা ত্বষ্টা ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রের বিনাশের জন্য যজ্ঞে আহুতি দিতে লাগিলেন। আহুতি দিবার সময়ে সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে বৃত্রাসুরের উৎপত্তি হয়। (৩) আখণ্ডল—ইন্দ্র।

স্বহস্তে মারিতে কভু যুক্তি নাহি হয়।
প্রকারে (১) বধিয়া তারে, ঘুচাইব ভয় ॥
তিন অংশ হইব অসুরে মারিবারে।
এক অংশ র'ব গিয়া পাতাল-ভিতরে ॥
আর এক অংশ আমি র'ব মর্ত্ত্য-পুরে।
আর এক অংশ র'ব তোমার শরীরে ॥
তোমার শরীরে আমি হইনু দোসর।
বৃত্রাসুরে মারিবারে চলহ সত্বর ॥
যুদ্ধেতে চলিল ইন্দ্র বিষ্ণুর বচনে।
প্রবেশ করিল গিয়া বৃত্রাসুর-রণে ॥
বৃত্রাসুর দেখি দেবে লাগে চমৎকার।
ইন্দ্রেরে বলিল, হব সহায় তোমার ॥
বিষ্ণুতেজে পুরন্দর বহু শক্তি ধরে।
বজ্র হানিলেক বৃত্রাসুরের উপরে ॥
বজ্র-অস্ত্র-আঘাতেতে বৃত্রাসুর মরে।
ব্রহ্মবধ প্রবেশিল ইন্দ্রের শরীরে ॥
ব্রহ্মহত্যা-ভয়ে ইন্দ্র ত্রাসিত অন্তরে।
বৃত্রাসুরে মারি ইন্দ্রে মহাপাপে ঘেরে ॥
পাপে পূর্ণ হ'য়ে ইন্দ্র ভাবেন বিষাদে।
বৃত্রাসুরে মারি আমি পড়িনু প্রমাদে ॥
সকল দেবতা গেলা বিষ্ণু-সন্নিধান।
ব্রহ্মহত্যা-পাপে ইন্দ্রে কর পরিত্রাণ ॥
বৃত্রাসুরে বধ ইন্দ্র কৈল তব তেজে।
ব্রহ্মহত্যা-পাপে রক্ষা কর দেবরাজে ॥
বিষ্ণু বলিলেন, হ'য়ে হরষিত-মতি।
অশ্বমেধ-যজ্ঞ করুক ইন্দ্র সুরপতি ॥
ব্রহ্মহত্যা-পাপে ইন্দ্র হৈল অচেতন।
তপ জপ যজ্ঞ হোম ছাড়ে ত্রিভুবন ॥
নদী স্রোত ছাড়ে, আর যোগী ছাড়ে যোগ।
রাজ্যচর্চ্চা ছাড়ে রাজা, ছাড়ে উপভোগ (২) ॥
ব্রহ্মহত্যা-পাপে ইন্দ্র হৈল সকাতর।
ইন্দ্র তরে যজ্ঞ করে যতেক অমর ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভিল দেবরাজা।
নানা ভোগ দিয়া সবে করে বিষ্ণুপূজা ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ যদি হৈল অবসান।
ব্রহ্মহত্যা-পাপ নাহি থাকে সেই স্থান ॥
এক অংশ ব্রহ্মবধ জলোপরি ভাসে।
আর অংশ ব্রহ্মবধ বৃক্ষোপরি বৈসে ॥
আর অংশ ব্রহ্মবধ নারী রজঃস্বলা।
অগ্নিরূপে ভূমিতে লাক্ষায় এক কলা (৩) ॥
চারি ভাগ ব্রহ্মবধ রহে চারি স্থান।
ব্রহ্মহত্যা-পাপে ইন্দ্র পাইলেন ত্রাণ ॥
ব্রহ্মহত্যা-পাপ নাশে অশ্বমেধ-তেজে।
রাজসূয় যজ্ঞ কৈলে সবংশেতে মজে ॥
সংসারের কর্ত্তা তুমি, পালিছ সংসার।
রাজসূয় যজ্ঞ কৈলে সকল সংহার ॥
রাজসূয়-যজ্ঞে ছিল শ্রীরামের মন।
অশ্বমেধ যজ্ঞে মতি দিল সর্ব্বজন ॥
রাম বলে, রাজসূয় যজ্ঞে ছিল মন।
তোমাদের বাক্যে তাহা করিনু বর্জ্জন ॥
ভাল যুক্তি সভামধ্যে কহিল লক্ষ্মণ।
অশ্বমেধ করিতে হইল মোর মন ॥

---

(১) প্রকারে—কৌশলক্রমে। (২) উপভোগ—ভোগ-বিলাস। (৩) জলের ফেন ও বুদ্বুদ, বৃক্ষের নির্য্যাস, স্ত্রীজাতির রজঃ ও ভূমির উষর-রূপ, ঐ ব্রহ্মহত্যা-পাপের অংশ। জল, দুগ্ধাদি পদার্থের সহিত মিশিতে পারিবে, বৃক্ষ, ত্বক্ ছেদ হইলে সেই ত্বক্ পুনরায় গজাইবে, স্ত্রীজাতি, সর্ব্বদা সম্ভোগ করিতে পারিবে এবং ভূমি, আপনা হইতেই খাত (গর্ত্ত) পূরণ হইবে, এই বর পাইয়া ঐ ব্রহ্মশাপের এক-চতুর্থাংশ করিয়া গ্রহণ করে—ভাগবত।

ইলা-রাজার উপাখ্যান।

প্রজাপতি নৃপতির পুত্র গুণধর।
ইলা নাম ধরে সেই রাজ্যের ঈশ্বর॥
সর্ব্ব গুণ ধরিয়া সে প্রজাগণে পালে।
সর্ব্ব-লোক-সমপূজ্য পৃথিবীমণ্ডলে॥
সুদিন প্রবেশে যবে আইল মধুমাস।
মৃগ মারিবারে গেল পর্ব্বত কৈলাস॥
কৈলাসের প্রান্তভাগে বন মনোহর।
পার্ব্বতী লইয়া কেলি করেন শঙ্কর॥
পার্ব্বতী সহিত শিব নারীরূপ ধ'রে।
মনের আনন্দে দোঁহে জলকেলি করে॥
মহেশের শাপ তথা আছয়ে এমনি।
জলজন্তু বনজন্তু হয়েছে রমণী॥
পুরুষ মাত্রেতে কেহ নাহি সেই বনে।
পার্ব্বতী শঙ্কর কেলি করেন দু'জনে॥
জলকেলি দু'জনে করেন কুতূহলে।
ইলা রাজা সেই বনে গেল হেনকালে॥
ইলা রাজা উপনীত তাঁহার সমীপে।
গতমাত্রে স্ত্রী হইল শঙ্করের শাপে॥
দেখিয়া রমণীরূপ তাপিত অন্তরে।
লজ্জা পেয়ে ইলা রাজা আপনা পাসরে॥
সর্ব্বাঙ্গ বসনে ঢাকে হইয়া স্ত্রীজাতি।
শঙ্করের চরণেতে কৈল বহু স্তুতি॥
উঠ উঠ বলি তবে ডাকেন শঙ্কর।
পুরুষ করিতে নারি, চাহ অন্য বর॥
পার্ব্বতি লইয়া আমি করি জলকেলি।
মোরে লজ্জা দিতে কেন এখানে আইলি॥
তব সঙ্গে এসেছিল যত অনুচর।
এ বনে না আসি সবে চলি গেল ঘর॥
তোমা ছাড়ি সবে চলি গেল নিজ দেশে।
তুমি থাক নারী হ'য়ে আপনার দোষে॥
শুনি রাজা মহেশের নিষ্ঠুর বচন।
পার্ব্বতীর পায়ে ধরি করিল রোদন॥
পার্ব্বতী বলেন, হেন করিবারে পারি।
মাসেক পুরুষ হবে, মাসেক যে নারী॥
আমার বচন কভু না হবে অন্যথা।
মন দিয়া শুন তবে বলি এক কথা॥
যে মাসে পুরুষ হবে র'বে সেই খানে।
নারী হ'লে সে-কথা বিস্মৃত হবে মনে॥
যে যে মাসে পুরুষ হইবে নরপতি।
রমণী-মাসেতে তাহা হইবে বিস্মৃতি॥
পুরুষ হইয়া রাজা গেল নিজ দেশে।
নারী হ'য়ে আরবার বনেতে প্রবেশে॥
পুরুষ হইয়া থাকে সহ অনুচর।
রমণী হইয়া রাজা ভ্রমে একেশ্বর॥
এতেক শুনিয়া যত সভাজন হাসে।
নারী হ'য়ে কেমনে বঞ্চয়ে এক মাসে॥
পুরুষ হইয়া পুনঃ কিরূপ বিধান।
এমন দারুণ শাপ কিসে অবসান॥
রাম বলেন, রাজা নারী হৈল যেই মাসে।
লজ্জিত হইয়া গিয়া কাননে প্রবেশে॥
বনের ভিতরে আছে ব্রহ্ম-জলাশয়।
বুধ তথা তপ করে চন্দ্রের তনয়॥
করেন কঠোর তপ বুধ মহাশয়।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন হয়েছে উদয়॥
দৈবে ইলা সেইখানে আসিয়া পৌঁছিল।
দেখি সেই রূপ বুধের তপোভঙ্গ হৈল॥
ইলারে সম্ভাষে বুধ চন্দ্রের কুমার।
কার কন্যা, একাকিনী করিছ বিহার॥

চন্দ্রের কুমার আমি বুধ নাম ধরি।
তোমা হেরি প্রাণ আমি ধরিতে না পারি॥
বুধের বচন শুনি ইলার হৈল হাস।
বুধের সহিত বনে বঞ্চে এক মাস।
বুধের সহিত তবে নারীরূপে ইলা।
ভোগ-সুখে এক মাস কাল কাটাইলা॥
ক্রমে ক্রমে এক মাস হৈল অবশেষ।
হইল পুরুষ-মাস রাজার প্রবেশ॥
না জানে এ-সব তত্ত্ব চন্দ্রের কুমার।
সরোবর-তীরে তপ করে আরবার॥
আপনার রাজ্য রাজার হইল স্মরণ।
পুত্র কন্যা জায়া ভেবে করিছে রোদন॥
বনবিন্ধ্য-নামে পুত্র আছয়ে আমার।
শিশু হয়ে কেমনে পালিছে রাজ্যভার॥
ভাবিতে ভাবিতে তার গত এক মাস।
তপ ছাড়ি বুধ যে আইল নৃপ-পাশ॥
পরমাসুন্দরী ইলা হয়েছে যুবতী।
রাত্রিদিন সুখে বঞ্চে বুধের সংহতি॥
দিবানিশি মন-সুখে দোঁহে কেলি করে।
সন্তান-সম্ভবা ইলা কত দিন পরে॥
এক মাসে স্ত্রী হয়, পুরুষ আর মাসে।
পুরুষ-মাসেতে নাহি যায় বুধ-পাশে॥
ইলা সনে, বুধ গেল আপন ভবনে।
দেখিয়া ইলার রূপ সুখী মনে মনে॥
হইল পুরুষ-মাস আর মাসে নারী।
ইলা ল'য়ে গেল বুধ আপনার পুরী॥
মন-সুখে ভূপতির কাটে এক মাস।
পুরুষ-মাসেতে তার স্থানান্তরে বাস॥
নব-মাসে এক পুত্র প্রসবিল ইলা।
পরম-সুন্দর পুত্র রূপে শশিকলা॥
পুরূরবা নাম তার হৈল মহাতেজা।
শ্রাদ্ধকালে বিপ্র-ভাগে করে যাঁর পূজা।
আরবার পুরুষ হইল দশ-মাসে।
এ সকল কথা বুধ না জানে বিশেষে॥
একাদশ মাসে পুনঃ রমণী হইল।
বুধের সহিত ইলা সুখেতে রহিল॥
আর মাসে পুরুষ হইল আরবার।
পুরুষ দেখিয়া বুধে লাগে চমৎকার॥
জিজ্ঞাসিতে ইলা-রাজা দিলা পরিচয়।
পুরুষ জানিয়া বুধে ঘৃণা বড় হয়॥
পুরুষে রমণী-জ্ঞানে করেছি ব্যভার।
উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত কি করি ইহার॥
দ্বিজরাজ চন্দ্র, বুধ তাঁহার নন্দন।
আদেশেতে আইল যতেক মুনিগণ॥
মুনিগণ লৈয়া বুধ করিলা যুকতি।
কিরূপেতে ইলা রাজা পাইবে নিষ্কৃতি॥
আমি কিসে পরিত্রাণ পাব এই পাপে।
বিবরিয়া মুনিগণ, কহ ত স্বরূপে॥
মুনিগণ কহে, শুন চন্দ্রের কুমার।
অজ্ঞানে ক'রেছ কর্ম্ম, কি পাপ তোমার॥
অশ্বমেধ-যাগে তুষ্ট অমর সকল।
অশ্বমেধ-যাগ কর, হইবে মঙ্গল॥
ইলার শঙ্কর-শাপে এতেক দুর্গতি।
মহাদেব তুষ্ট হৈলে পাবে অব্যাহতি॥
বুধ বলে, যুক্তি বটে, আর নাহি খেদ।
বুধের আশ্রমে ইলা করে অশ্বমেধ॥
আপনি আইলা শিব যজ্ঞ দেখিবারে।
পুরুষ হইল ইলা শঙ্করের বরে॥
যজ্ঞ সাঙ্গ করি স্তব করেন বিস্তর।
তুষ্ট হ'য়ে ইলারে মহেশ দিলা বর॥

পুরুষ হইয়া গেল রাজ্যে আপনার।
আনন্দে আপন রাজ্য করে আরবার॥
শঙ্করের বরে তার বাড়িল সম্পদ্।
যজ্ঞ-ফলে ভূপতি হইল নিরাপদ্॥
শ্রীরামের মুখে শুনি ইলার চরিত।
ভরত লক্ষ্মণ দোঁহে হর্ষে বিমোহিত॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের অমৃত-বচন।
গাইল উত্তরাকাণ্ডে গীত রামায়ণ॥

শ্রীরামের অশ্বমেধ-যজ্ঞারম্ভ।

রাম বলে, অশ্বমেধ করিলাম সার।
অশ্বমেধ-যজ্ঞ-সম ফল নাহি আর॥
এত যদি কহিলেন কমল-লোচন।
শুনিয়া হরিষ হৈল ভরত লক্ষ্মণ॥
রাম যজ্ঞ করিবেন, ব্রহ্মা হরষিত।
ডাক দিয়া বিশ্বকর্ম্মে আনিলা ত্বরিত॥
ব্রহ্মা বলে, বিশ্বকর্ম্মা, কর সংবিধান (১)।
শ্রীরামের যজ্ঞ-স্থান করহ নির্ম্মাণ॥
চলিলেন বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মার বচনে।
ভরত লক্ষ্মণ দোঁহে আছেন যেখানে॥
সেইখানে বিশ্বকর্ম্মা করিলা গমন।
বিশ্বকর্ম্মে দেখি হরষিত দুই জন॥
নানা রত্ন আনি দিলা বিশাইয়ের স্থান।
যজ্ঞশালা বিশ্বকর্ম্মা করেন নির্ম্মাণ॥
ভরত-লক্ষ্মণ-ঠাট দুই অক্ষৌহিণী।
ভাণ্ডার হইতে রত্ন বহিয়া যে আনি॥
ধাতু প্রবালাদি রত্ন শুনে যেই দেশে।
সর্ব্ব ধন বহি আনে চক্ষুর নিমিষে॥
দিল মণি-মাণিক্যাদি প্রবাল বিস্তর।
বিশ্বকর্ম্মা যজ্ঞকুণ্ড নির্ম্মায় সত্বর॥
কুণ্ড চারি যোজন সে আড়ে পরিসর।
করিল যোজন ছয় উভে দীর্ঘতর॥
করিল যে ছয় যোজন কুণ্ডের মেখলা (২)।
দ্বাদশ যোজন ঘর বান্ধে যজ্ঞশালা॥
দধি দুগ্ধ ঘৃতের করিল সরোবর।
তিল যব ধান্য মুগের তিন কোটি ঘর॥
সোনার প্রাচীর ঘর স্বর্ণ-আওয়ারী (৩)।
স্বর্ণ-নাট্য-শালা, বান্ধে স্তম্ভ সারি সারি॥
ইন্দ্র আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
যজ্ঞ-ঘর দেখিতে করিবে আগমন॥
দেখিতে আসিবে যজ্ঞ পৃথিবীর রাজা।
ব্রহ্মা আদি করিয়া যতেক আছে প্রজা॥
দেখিতে আসিবে যজ্ঞ পৃথিবীর মুনি।
তা সবার ঘর করে মুকুতা-গাঁথনি॥
আশী যোজনের পথ করে আয়তন (৪)।
তাহাতে বিচিত্র কুণ্ড (৫) করিলা গঠন॥
এক মাসে পুরীখান করিয়া নির্ম্মাণ।
বিশ্বকর্ম্মা চলিয়া গেলেন নিজস্থান॥
ইন্দ্র যম বরুণ যজ্ঞের হৈল হোতা (৬)।
হইল যজ্ঞের অগ্নি আপনি বিধাতা॥
বড় বড় যত মুনি আছেন ভুবনে।
একে একে সব মুনি আইলা সে স্থানে॥
জমদগ্নি আইল, ভার্গব পরাশর।
সাবর্ণ কশ্যপ আর আইল মুনিবর॥

(১) সংবিধান—ব্যবস্থা। (২) মেখলা—যজ্ঞকুণ্ডের উপরিস্থিত মৃন্ময় বেষ্টনীবিশেষ। (৩) স্বর্ণ-আওয়ারী—সোনার আবাস-গৃহ। (৪) আয়তন—যজ্ঞ বেদী। (৫) কুণ্ড—অগ্নি রাখিবার গর্ত্ত। (৬) হোতা—যজ্ঞকর্ত্তা; ঋক্-বেদজ্ঞ পুরোহিত।

ভরদ্বাজ হস্তদীর্ঘ আইল শীঘ্রগতি।
আইল দুর্ব্বাসা মুনি বড় ক্রোধমতি ॥
আইল আস্তিক মুনি, গৌতম ব্রাহ্মণ।
মৎস্যকর্ণ মুনি আইল, ঋষি সঙ্গোপন ॥
পর্ব্বত হইতে আইল দক্ষ মহামুনি।
আইল ঐশিক কুশধ্বজ মহাজ্ঞানী ॥
বিষ্ণুপদ মুনি আইল ঔর্ব্ব ও চ্যবন।
সনাতন সনক আইল দুইজন ॥
করিল শাণ্ডিল্য গর্গ মুনি আগুসার।
আইল কপিল-মুনি বিষ্ণু-অবতার ॥
জৈমিনি দধীচি মুনি আইল শরভঙ্গ।
চৈত্রবিক কৌশিক যে আইল মাতঙ্গ ॥
আইল দেবর্ষি যত পরম-আনন্দ।
বিভাণ্ডক ঋষ্যশৃঙ্গ আর শতানন্দ ॥
বিশ্রবা আইল আরো সেই জহ্নু মুনি।
পৃথিবীর মুনি আইল অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
যত মুনি আইলেন নাম নাহি জানি।
আইলেন আদিকবি বাল্মীকি আপনি ॥
মুনিগণ সকলে করিল বেদ-ধ্বনি।
যজ্ঞ করিবারে রাম বৈসেন আপনি ॥
সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্ম করে এই স্থানে।
স্বর্ণ-সীতা আনিলা সে শাস্ত্রের বিধানে ॥
সর্ব্বত্র হইল সে যজ্ঞের নিমন্ত্রণ।
পাত্রাপাত্র আইল সে যজ্ঞে সর্ব্বজন ॥
সুগ্রীব অঙ্গদ আদি শাখামৃগ-গণ (১)।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর সুষেণ-নন্দন ॥
শরভ কুমুদ আর মন্ত্রী জাম্ববান্।
নল নীল আইলেন বীর হনুমান্ ॥
সাগরের পার গেল এই নিমন্ত্রণ।
তিন কোটি জ্ঞাতি সহ আইল বিভীষণ ॥
দেশে দেশে চলিল যজ্ঞের নিমন্ত্রণ।
নিমন্ত্রণ পাইয়া আইল রাজগণ ॥
মিথিলা হইতে আইল জনক রাজর্ষি।
মহারাজ শাম্ব আইল রাঢ়-দেশবাসী ॥
নেপালের রাজা আইল দুর্জ্জয় দুর্দ্ধর।
রাজ-গিরি-রাজ্যের আইল ধুরন্ধর ॥
অঙ্গের অধিপ আইল লোমপাদ নাম।
বেহারের রাজা আইল নাদগিরি ধাম ॥
বিজয়-নগর কাঞ্চী কলিঙ্গ কর্ণাট।
চৌদিকের রাজা আইল সঙ্গে কত ঠাট ॥
সদা রাজগণ থাকে শ্রীরামের কাছে।
আরো কত নৃপগণ আইল যত আছে ॥
হেলঙ্গ তৈলঙ্গ দেশ কলিঙ্গ গান্ধার।
আটাইশ কোটি আইল পশ্চিমের সার ॥
সিংহল সিদ্ধান্ত দেশে মনু নামে পুরী।
আইল সাতাশ লক্ষ অযোধ্যা-নগরী ॥
যতেক ভূপতি সে উত্তর দেশে বৈসে।
আইল সত্তরি লক্ষ শ্রীরামের পাশে ॥
যত যত রাজা আছে ভারত-ভিতর।
রাজচক্রবর্ত্তী রাম সবার উপর ॥
আইল অনেক রাজা রামের নিকটে।
রামের আজ্ঞায় তারা ভৃত্যবৎ খাটে ॥
পৃথিবীতে রাজা আছে অযুত অযুত।
শ্রীরামের দ্বারে আসি হইল মজুত ॥
অবধূত (২) সন্ন্যাসী (৩) আইল দেশান্তরী।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর আইল স্বর্গ-বিদ্যাধরী ॥

---

(১) শাখামৃগ-গণ—বানর সকল। (২) অবধূত—ষট্‌কর্ম্ম ও অন্যান্য বৃত্তিধারী সন্ন্যাসী।
(৩) সন্ন্যাসী—সংসারাশ্রমত্যাগী ভিক্ষু।

পৃথিবীতে যত ছিল দুঃখিত ব্রাহ্মণ।
যজ্ঞের দক্ষিণা নিতে করিল গমন ॥
স্বর্গলোক মর্ত্ত্যলোক আইল পাতাল।
দেবলোক নরলোক হইল মিশাল ॥
ত্রিভুবনে যত লোক আইল অপার।
শত্রুঘ্ন মথুরা হৈতে হৈল আগুসার ॥
বশিষ্ঠ বিশিষ্ট আর সুমন্ত্র-সারথি।
যজ্ঞের যতেক দ্রব্য করিল সঙ্গতি (১) ॥
যব ধান গোধূম যে আতপ-তণ্ডুল।
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু আনিল বহুল ॥
সূর্য্য যেন বসিল সভায় সব ঋষি।
পর্ব্বত-প্রমাণ চাহে তিল রাশি রাশি ॥
তিনকোটি বৃন্দ চাহে শ্রীফলের কাঠ।
আইল সকল দ্রব্য যথা যজ্ঞ-বাট (২) ॥
বংশের প্রধান পাত্র সুমন্ত্র-সারথি।
ইঙ্গিতে সকল দ্রব্য আনে শীঘ্রগতি ॥
যখন ভরত রাজা যেই আজ্ঞা করে।
সেই দ্রব্য শত্রুঘ্ন জোগায় আনিবারে (৩) ॥
শত্রুঘ্নের কটক যে দুই অক্ষৌহিণী।
যজ্ঞের যতেক দ্রব্য বহিল আপনি ॥
যে রাক্ষস দেখিয়া পলায় মুনিগণ।
সে রাক্ষস মুনির যে পাখালে চরণ ॥
নৃত্য-গীত মঙ্গল যে নানা বাদ্য শুনি।
অখিল ভুবনে হয় রাম-জয় ধ্বনি ॥
বহু যজ্ঞ করিল ভূপতি কোটি কোটি।
কাহারো না হইল এমত পরিপাটী ॥

যজ্ঞাশ্ব-রক্ষণে শত্রুঘ্নের যাত্রা ও শত্রুঘ্নের দিগ্বিজয়।

তুরঙ্গ নগর হৈতে আইল তুরঙ্গ।
তুরঙ্গ সওয়ার তার কত শত সঙ্গ ॥
শ্যামবর্ণ অশ্ব, শ্বেতবর্ণ চারি খুর।
নানা অলঙ্কার শোভে সুহার কেয়ূর ॥
লেজ শোভা করে যেন ধবল চামর।
কপালে চামর তার অতি শোভাকর।
সর্ব্ব গায় আস্তরণ সুবর্ণ অদ্ভুত।
জলদ-মণ্ডলে যেন খেলিছে বিদ্যুৎ ॥
স্বর্ণ-বর্ণ কর্ণ তার ধরে নানা জ্যোতি।
দুই চক্ষু জ্বলে যেন রতনের বাতি ॥
গলে লোমাবলী যেন মুকুতার ঝারা।
রাঙ্গা জিহ্বা মিলে যেন আকাশের তারা।
জয়পত্র তুরঙ্গের কপালে লিখন।
দিলেন শত্রুঘ্ন বীরে ঘোড়ার রক্ষণ ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন শত্রুঘন ভাই।
যজ্ঞ-পূর্ণ-কালে যেন এই ঘোড়া পাই ॥
দুই অক্ষৌহিণী ঠাটে যান শত্রুঘন।
রঙ্গেতে সঙ্গেতে চলে শত শত জন ॥
বসিলেন রাম যজ্ঞস্থানে মুনিবেশে।
ছাড়িয়া দিলেন ঘোড়া, ভ্রমে দেশে দেশে ॥
পূর্ব্বদেশে গেল ঘোড়া বহুদূর পথ।
নদী নদ এড়াইল, উঠিল পর্ব্বত ॥
ঘোড়ার পশ্চাতে যান বীর শত্রুঘন।
পর্ব্বত-উপরে ভ্রমে, স্বেচ্ছায় গমন ॥
সেই পর্ব্বতের নাম বিরূপাক্ষ-গিরি।
মহাবল সেই রাজা পর্ব্বত-নাম-ধারী ॥
রাজপুরে অগ্নিগড় জ্বলে চারিভিতে।
ঘোড়া অগ্নিগড় লঙ্ঘি পশিল গড়েতে ॥

---

(১) সঙ্গতি—সংস্থান; জোগাড়। (২) যজ্ঞ-বাট—যজ্ঞ-ভূমি। (৩) আনিবারে—বার বার।

গড়ের ভিতরে ঘোড়া করিল প্রবেশ।
হেনকালে শত্রুঘ্ন গেলেন সেই দেশ॥
সকল কটকে ঘোড়া চারিদিকে ঘেরে।
শত্রুঘ্ন কটক ল'য়ে রহিল বাহিরে॥
শত্রুঘ্নের কটক যে দুই অক্ষৌহিণী।
নিভাইল সে সকল গড়ের আগুনি॥
গড়-মধ্যে প্রবেশ করেন শত্রুঘন।
শত্রুঘ্নের সহিত রাজার বাজে রণ॥
রাম-সম শত্রুঘন বীর-অবতার।
শত্রুঘ্নের বাণেতে রাজার চমৎকার॥
মহাবল শত্রুঘ্ন বাণের জানে সন্ধি।
হাতে গলে সে রাজারে করিলেন বন্দী॥
বান্ধিয়া পাঠায় তারে বীর শত্রুঘন।
রাম-দরশনে তার বন্ধন-মোচন॥
পূর্ব্বদিক্ জয় করি আইল শত্রুঘন।
উত্তর দিকেতে ঘোড়া করিল গমন॥
উত্তর দিকেতে গেল ঘোড়া বায়ুগতি।
শত্রুঘ্ন কটক ল'য়ে তাহার সংহতি॥
দিগ্ দিগন্তরে (১) ঘোড়া যায় দেশে দেশে।
ছয় মাসের পথ যায় চক্ষুর নিমিষে॥
জয়-পত্র তুরঙ্গের কপালে লিখন।
ঘোড়া দেখি প্রাণ উড়ে যত রাজগণ॥
মিলিল সকল রাজা আসিয়া তথাই।
পরাজয় মানিলেক শত্রুঘ্নের ঠাঁই॥
ঘোড়া গেল হিমালয় পর্ব্বতের পার।
সেই দেশী রাজা যেই বিক্রমে বিশাল॥
ঘোড়া দেখি রাজার ধরিতে গেল সাধ।
শত্রুঘ্ন রাজার সহ লাগিল বিবাদ॥
কেহ কারে নাহি পারে তুল্য দুই জন।
দোঁহাকার বাণ গিয়া ছাইল গগন॥
বাছিয়া বাছিয়া বাণ এড়ে শত্রুঘন।
সে বাণ ফুটিয়া রাজা হয় অচেতন॥
না পারে কহিতে কথা অত্যন্ত কাতর।
তারে বান্ধি পাঠাইল অযোধ্যা-নগর॥
দর্শন দিলেন তারে কমল-লোচন।
তাহাতে হইল তার বন্ধন-মোচন॥
সে ঘোটক আটক না হয় কোন কোটে (২)।
পশ্চিম-দিকেতে অশ্ব তারা যেন ছোটে॥
এক দিকে ঘোটক না যায় দুইবার।
পশ্চিম-দিকেতে গেল সিন্ধুনদী-পার॥
শত্রুঘ্ন ফাঁফর (৩) হৈল ঘোড়া নাহি দেখে।
সিন্ধুনদী-পার গেল সকল কটকে॥
বিকৃত আকার তারা, হাতে চেরা বাঁশ।
হস্তী ঘোড়া মারি খায় যত রক্ত-মাস॥
পিশাচ-ভোজন করে পিশাচ-আচার।
জীব-জন্তু মারি করে তাহারা আহার॥
সকল ব্যাধেতে ঘোড়া বেড়ে চারিভিতে।
কুপিল শত্রুঘ্ন বীর ধনুর্ব্বাণ-হাতে॥
মহাবল শত্রুঘন বীর-অবতার।
এক বাণে সব ব্যাধ করিল সংহার॥
তিন দিক্ শত্রুঘন করি অধিকার।
ঘোড়া ল'য়ে প্রবেশিল যজ্ঞের দুয়ার॥

---

(১) দিগ্ দিগন্তরে—দিক্ (পূর্ব্বাদি দিক্) দিগন্তর (ঈশানাদি কোণ) অর্থাৎ দশ দিকে।
(২) কোটে—সীমান্ত স্থানে; সীমানায়। (৩) ফাঁফর—অস্থির; ব্যাকুল।

লব-কুশ কর্ত্তৃক যজ্ঞাশ্ব বন্ধন।

ত্রৈলোক্য-বিজয় যজ্ঞ বড় পরিপাটী।
আতপ-তণ্ডুলে হোম করে দ্বিজ কোটি॥
লক্ষ লক্ষ শুভ্র বস্ত্র ব্রাহ্মণের হাতে।
ইন্দ্র যম বরুণ যজ্ঞের চারিভিতে॥
প্রায় যজ্ঞ সমাপন হয় এইক্ষণে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ ঘোড়া গেল সে দক্ষিণে॥
তুরগ (১) পবন-বেগে করিল প্রয়াণ।
উপস্থিত হইল বাল্মীকিমুনি-স্থান॥
যে দিন যা হবে, তাহা মুনি সব জানে।
লব-কুশ দুই ভাইয়ে ডাক দিয়া আনে॥
মুনি বলে, লব--কুশ, শুনহ বিশেষ।
তপস্যা করিতে যাই চিত্রকূট-দেশ॥
দুই ভাই তপোবন রক্ষণ করিবে।
তথা মম বহুদিন বিলম্ব হইবে॥
কারো সঙ্গে না করিহ বাদ-বিসংবাদ।
মুনি সব জানে যত পড়িবে প্রমাদ (২)॥
দুই ভাই প্রণাম করিল কর-পুটে।
শিষ্যগণ সহ মুনি গেলা চিত্রকূটে॥
বার শত শিষ্য সহ গেলা মুনিবরে।
তপোবনে দুই ভাই সুখে খেলা করে॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে দুই ভাই খেলা খেলে।
মৃগ-পক্ষী সব বিন্ধে বসি বৃক্ষতলে॥
সন্ধান পূরিয়া দুই ভাই এড়ে বাণ।
দেশ-দেশান্তরে বাণ ভ্রমে স্থানে-স্থান॥
নদ-নদী বিন্ধে আর বিন্ধে যে পর্ব্বত।
এক দিনে যায় বাণ ছয় দিনের পথ॥
ষট্‌চক্র বাণ যে বেড়ায় দেশে দেশে।
লক্ষ লক্ষ মৃগ মারি পুনঃ তূণে (৩) আসে॥
এমন বাণের শিক্ষা নাহি ত্রিভুবনে।
কেবা শিখাইল বাণ, কোথা হৈতে আনে॥
দুই ভাই বৃক্ষতলে নানা খেলা খেলে।
হেনকালে অশ্ব এল সে গাছের তলে॥
ঘোড়া দেখি হরিষ হইল দুই জন।
হেম-পত্র (৪) তার ভালে দেখিল লিখন॥
জন্মিলেন দশরথ রাজা সূর্য্যবংশে।
তিনি সত্য পালিয়া গেলেন স্বর্গবাসে॥
তাঁর পুত্র রঘুনাথ ভুবন-ভিতরে।
অযোধ্যায় রাজ্য করে চারি সহোদরে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শ্রীভরত শত্রুঘন।
অশ্বমেধ শ্রীরাম করেন আরম্ভন॥
সে অশ্বমেধের অশ্ব রাখে শত্রুঘন।
দুই অক্ষৌহিণী ঠাট তাহার ভিড়ন (৫)॥
জয়পত্র দেখি দুই ভাই কোপে জ্বলে।
সাহস করিয়া ঘোড়া বান্ধে বৃক্ষমূলে॥
দুই অক্ষৌহিণী ঘোড়া না পারে রাখিতে।
হেন ঘোড়া দুই ভাই বান্ধে ভালমতে॥
ঘোড়া বান্ধি মায়ের কাছে গেল দুই জন।
মিষ্টান্ন প্রভৃতি দোঁহে করিল ভোজন॥

লব-কুশের সহিত যুদ্ধে শত্রুঘ্ন, ভরত
ও লক্ষ্মণের পতন।

শ্রীরাম বলেন, ঘোড়া আন শত্রুঘন।
যজ্ঞ সাঙ্গ, পূর্ণাহুতি দিব ত এখন॥

---

(১) তুরগ—ঘোড়া। (২) প্রমাদ—বিপদ; মহা অনিষ্ট। (৩) তূণে—বাণ রাখিবার পাত্রে। (৪) হেম-পত্র—সোনার পাতে লেখা বিজয়-পত্র। (৫) ভিড়ন—অধীন।

সৌমিত্রির আগে দূত কহে বারে-বার।
মহারাজ, ঘোড়া বন্দী হইল তোমার ॥
শুনিয়া সৌমিত্রি বীর করেন বিষাদ।
বিধির নির্ব্বন্ধ কি বা পড়িল প্রমাদ ॥
বিষম দক্ষিণ-দিক্ বড়ই সঙ্কট।
কোন্ বীর যাবে আজি তাহার নিকট ॥
অনেক শক্তিতে আমি মারিনু লবণ।
না জানি কাহার সনে পুনঃ হবে রণ ॥
এতেক চিন্তিয়া তবে বীর শক্রঘন।
ঘোড়ার উদ্দেশ হেতু করিল গমন ॥
ঘোড়া ল'য়ে দুই ভাই খেলে বারে-বার।
লব-কুশে দেখিয়া তাঁহার চমৎকার ॥
লব-কুশ খেলা করে দেখি শক্রঘন।
জিজ্ঞাসা করয়ে, ঘোড়া বান্ধে কোন্ জন ॥
কোন্ বেটা করিয়াছে মরিবার সাধ।
সবংশে মরিতে শ্রীরামের সঙ্গে বাদ ॥
শক্রঘ্নের কথা শুনি দুই ভাই হাসে।
কি নাম ধরহ তুমি, থাক কোন্ দেশে ॥
শক্রঘ্ন বলেন, মম জন্ম সূর্য্য-বংশে।
চারি ভাই থাকি মোরা অযোধ্যা-প্রদেশে ॥
দাশরথি আমরা যে ভাই চারি জন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শ্রীভরত শক্রঘন ॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ ত্রিলোক-বিজয়ী।
রামের বিক্রম-কথা শুন তবে কই ॥
রামের বাণেতে মরে লঙ্কার রাবণ।
মরিল আমার বাণে দুর্জ্জয় লবণ ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই আমার যে রণেতে পণ্ডিত।
তাঁর বাণে মরে অতিকায় ইন্দ্রজিৎ ॥
যে সব মরিল বীর ত্রিভুবন জিনে।
আর কোন্ বীর যুঝে মো-সবার সনে ॥
এতেক বড়াই করে বীর শক্রঘন।
রুষিয়া সে লব-কুশ করিছে তর্জ্জন ॥
চারি ভাই তোমরা, আমরা দুই ভাই।
আজি ঘোড়া ল'য়ে যাও মোরা তাই চাই ॥
মরিবারে কেন এলে মোদের নিকটে।
কেমনে লইবে ঘোড়া, পড়িলে সঙ্কটে ॥
খুড়া-ভাইপোতে গালি, কেহ নাহি চিনে।
গালাগালি মহাযুদ্ধ বাজে তিন জনে ॥
নানা অস্ত্র দুই ভাই ফেলে চারিভিতে।
শক্রঘ্ন কাতর অতি না পারে সহিতে ॥
শক্রঘন বলে, সৈন্য, কোন্ কর্ম্ম কর।
সকল কটক বেড়ি দুই শিশু মার ॥
দুই অক্ষৌহিণী ছিল শক্রঘ্নের ঠাট।
লব-কুশে বেড়িয়া করিল বন্ধ বাট ॥
লব-কুশ বলে, বীর, না হও বিমুখ।
সকল কটকে মারি, দেখহ কৌতুক ॥
শক্রঘ্ন বলেন, দেখি তোমরা বালক।
বালকের সনে যুদ্ধ, হাসিবেক লোক ॥
কটক থাকিতে কেন যুঝিব আপনি।
আমার সহিত ঠাট দুই অক্ষৌহিণী ॥
কটকের সহ যদি জয়ী হও রণে।
তবে সে যুদ্ধের যোগ্য হও মম সনে ॥
শক্রঘ্নের কথা শুনি দুই ভাই হাসে।
আগে মারি কটক, তোমারে মারি শেষে ॥
কুশ বলে, লব, তুমি এইখানে থাক।
কটক সংহারি আমি, তুমি মাত্র দেখ ॥
লবের আগেতে কুশ পাতিল ধনুক।
ভ্রাতার সমরে লব দেখিছে কৌতুক ॥
কুশের প্রধান বাণ, বেড়াপাক নাম।
বেড়াপাক-বাণে কুশ পূরিল সন্ধান ॥

পৃথিবীতে ফিরে বাণ কুমারের চাক।
সকল কটকে বেড়ি মারে বেড়াপাক ॥
বেড়াপাক-বাণে কারো নাহিক নিস্তার।
বেড়াপাক-বাণে সব করিল সংহার ॥
পড়িল সকল ঠাট, নাহি এক জন।
সবে মাত্র একাকী রহিল শত্রুঘন ॥
ঠাঁই ঠাঁই কটক পড়িল গাদি গাদি।
সংগ্রামের স্থানে বহে শোণিতের নদী ॥
ডাক দিয়া বলে কুশ, শুন শত্রুঘন।
কোথা গেল সৈন্য তব, নাহি এক জন ॥
লবের কনিষ্ঠ আমি, রণ নাহি টুটে।
লব ভাই যুঝিলে পৃথিবী নাহি আঁটে ॥
কুশের বচন শুনি বলে শত্রুঘন।
পলাইয়া যাব, কি তোমারে দিব রণ ॥
পলাইয়া গেলে পরে থাকিবে অখ্যাতি।
যদি যুদ্ধ করি, তবে নাহি অব্যাহতি ॥
কুশ বলে, শত্রুঘন, যুক্তি কর দৃঢ়।
যেই ইচ্ছা লয় তব সেই যুক্তি কর ॥
শত্রুঘ্ন বলেন, কুশ, কিছু মিথ্যা নয়।
যত কিছু বল তুমি সব সত্য হয় ॥
তোমার সহিত যুদ্ধে অবশ্য সংহার।
বুঝিতে না পারি তুমি কোন্ অবতার ॥
তোমার সংগ্রামে কুশ কার বাপে তরি।
একবার যুদ্ধ করি, মারি কিবা মরি ॥
কুশ বলে, শত্রুঘ্ন, মরণ দৃঢ় কর।
এই আমি বাণ এড়ি, যাও যম-ঘর ॥
লব বলে, কুশ, শুন আমার বচন।
সৈন্য মার তুমি, আমি মারি শত্রুঘন ॥
কুশ বাণ জুড়িল লবেরে করি পাছে।
সন্ধান পূরিয়া গেল সৌমিত্রির কাছে ॥
কুশ বলে, সৌমিত্রি হে, এই বাণ ফেলি।
এ বাণ সহিতে পার তবে বীর বলি ॥
সৌমিত্রি বলেন, আগে আমি বাণ মারি।
সহিতে পারিলে তোমা বীর জ্ঞান করি ॥
তিন লক্ষ বাণ বীর শত্রুঘন এড়ে।
আকাশ-গমনে বাণ উখড়িয়া পড়ে ॥
দুই জনে বাণ-বৃষ্টি করে ধনুর্দ্ধর।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধিয়া করিল জর-জর ॥
উভয়ের বাণ গিয়া গগনেতে উঠে।
উভয়ে বরিষে বাণ, উভয়েতে কাটে ॥
নানা অস্ত্র দুই জন করে অবতার।
চারিদিকে পড়ে বাণ অগ্নির সঞ্চার ॥
সৌমিত্রি এড়েন তবে মহাপাশ বাণ।
অর্দ্ধচন্দ্র-বাণে কুশ করে খান খান ॥
এড়িল সকল বাণ সৌমিত্রি নিপুণ।
ফুরাইল সব বাণ শূন্য হৈল তূণ ॥
বিষ্ণু-অস্ত্র শত্রুঘ্ন বীরের মনে পড়ে।
তূণ হৈতে তাহা নিয়া ধনুকেতে জোড়ে ॥
নিরখিয়া কুশ বীর চিন্তি মনে-মন।
মহাবিষ্ণু-বাণ জুড়ে ধনুকে তখন ॥
বাণ দেখি শত্রুঘ্নের লাগে চমৎকার।
মহাবিষ্ণু-বাণে বিষ্ণু-বাণের সংহার ॥
কুশ বলে, শত্রুঘন, আর বাণ আছে।
ফুরাহ তোমার অস্ত্র, আমি এড়ি পাছে ॥
কুশেরে ডাকিয়া বলে বীর শত্রুঘন।
তোমায় আমায় এই হইল যে রণ ॥
কারো পরাজয় নহে, উভয়ে সোসর।
রণে ক্ষমা দিয়া যাহ দুই জনে ঘর ॥
সৌমিত্রির কথা শুনি কুশ বীর হাসে।
অবশ্য মারিব তোমা, না যাইবে দেশে ॥

মহাপাশ-বাণ কুশ জুড়িল ধনুকে।
সিংহের গর্জ্জনে বাণ উঠে অন্তরীক্ষে॥
সকল পৃথিবী হৈল অন্ধকারময়।
নিরখিয়া শত্রুঘ্নের লাগিল সংশয়॥
অন্ধকারে বুঝিতে না পারে শত্রুঘন।
বুঝিতে না পারে হয়, মৃত্যু-দরশন॥
এক দৃষ্টে রহিল সে ধনুর্ব্বান হাতে।
শত্রুঘ্নে মারিতে বাণ চলিল ত্বরিতে॥
মহাপাশ-বাণ তবে যায় নানা ছন্দে।
হাতে গলে শত্রুঘনে অবশেষে বান্ধে॥
গলায় লাগিল পাশ, মৃত্যু-দরশন।
মহাপাশ-বাণাঘাতে পড়ে শত্রুঘন॥
শত্রুঘ্ন পড়িয়া রহে রণের ভিতর।
মহানন্দে দুই ভাই চলিলেক ঘর॥
কহিতে লাগিল গিয়া মায়ের গোচর।
দুই ভাই খেলিলাম এ দুই প্রহর॥
যত যত ভূপতি আইসে তপোবনে।
কৌতুকে খেলাই মাতা তা সবার সনে॥
দুই শিশু ল'য়ে সীতা করাইলা স্নান।
অগুরু-চন্দনে অঙ্গ করিলা সুঘ্রাণ॥
মিষ্ট-অন্ন করাইলা দোঁহারে ভোজন।
বিচিত্র পালঙ্কে দোঁহে করিল শয়ন॥
দুই শিশু ল'য়ে সীতা রহিলা সন্তোষে।
শত্রুঘ্নের বার্ত্তা ল'য়ে দূত গেল দেশে॥
এত সৈন্য মাঝে এড়াইল সাত জন।
দেশেতে গমন করে করিয়া ক্রন্দন॥
পাত্র মিত্র সহ রাম আছে যজ্ঞস্থানে।
হেন কালে সাতজন গেল সেইখানে॥
সাত জন বার্ত্তা কহে গিয়া উর্দ্ধশ্বাসে।
দুই শিশু যুদ্ধ করে বাল্মীকির দেশে॥
লব-কুশ নামে যে যমজ দুই ভাই।
ত্রিভুবন পরাজিত সে দোঁহার ঠাঁই॥
ভয় বাসি প্রভু, বলিবারে বিবরণ।
সৈন্য-সহ যুদ্ধেতে পড়িল শত্রুঘন॥
শুনিয়া শ্রীরাম অতি চিন্তিত হইয়া।
জিজ্ঞাসা করেন তারে, প্রমাদ ভাবিয়া॥
কহ দূত, কার সঙ্গে ঘটিল এ রণ।
কি আশ্চর্য্য, শত্রুঘ্নের সমরে পতন॥
দূত কহে, মহারাজ, দুই মুনি-সুত।
যুদ্ধ করে সমরে সাক্ষাৎ যমদূত॥
তারা যদি যুদ্ধ করে তোমার সহিতে।
জিনিতে নারিবে প্রভু হেন লয় চিতে॥
ঘোড়া বন্দী করিয়া তাহারা দুই জন।
এতেক প্রমাদ পড়ে ঘোড়ার কারণ॥
সে কথা শুনিয়া রাম করেন চিন্তন।
প্রমাদ পড়িল, দৈবে না যায় খণ্ডন॥
সূর্য্যবংশে জন্মিল যতেক মহারাজ।
সমরে পড়িয়া কেহ না পাইল লাজ॥
অনরণ্য মহারাজে মারিল রাবণে।
সে রাবণ সবংশে পড়িল মোর রণে॥
দুর্জ্জয় লবণ ছিল রাবণ-ভাগিনে।
দেব দৈত্য আদি যত কাঁপে সর্ব্ব জনে॥
রাবণ হইতে কত বড় সে লবণ।
তাহারে মারিল মোর ভাই শত্রুঘন॥
রামেরে প্রবোধ দেয় ভরত-লক্ষ্মণ।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই যুদ্ধেতে মরণ॥
বিলাপ সংবর প্রভু, না কর বিষাদ।
কারো দোষ নাহি, দৈবে পাড়িল প্রমাদ॥
পতিব্রতা সীতা তুমি বর্জ্জিলে যখন।
জেনেছি তখনি হবে বিধি বিড়ম্বন॥

দেবতা জানেন যে সীতার নাহি পাপ।
বিনা দোষে বর্জ্জিলে যে তাই পাই তাপ ॥
আজি যদি শ্রীরাম তোমার আজ্ঞা পাই।
শিশু ধরিবারে মোরা যাই দুই ভাই ॥
এতেক বলিল যদি ভরত লক্ষ্মণ।
শ্রীরাম দিলেন আজ্ঞা উভয়ে তখন ॥
যাও ভাই, কল্যাণ করুন ত্রিলোচন।
সাবধানে দুই ভাই কর গিয়া রণ ॥
শত্রুঘ্ন ভ্রাতার শোক সান্ধাইল বুকে।
পাছে পাই আর শোক মরি সেই দুঃখে ॥
দুই ভাই কর যুদ্ধ, যদি যুদ্ধ ঘটে।
দুই শিশু ধরি আন আমার নিকটে ॥
বিদায় হইয়া যান ভরত লক্ষ্মণ।
চার অক্ষৌহিণী সৈন্য হইল সাজন ॥
মুখ্য সেনাপতি গিয়া চড়িলেক রথে।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কত চলে তার সাথে ॥
জাঠা জাঠি শেল শূল মুষল মুদগর।
খাণ্ডা আর ডাঙ্গস দেখিতে ভয়ঙ্কর ॥
দুর্জ্জয়-নামেতে হস্তী আরোহে ভরত।
ধনুর্ব্বাণ পূর্ণ লক্ষ্মণের মহারথ ॥
হস্তী ঘোড়া রথ সব চলিল অশেষ।
বাল্মীকির তপোবনে করিল প্রবেশ ॥
কটক সমেত পড়ি আছে সত্রুঘন।
সেইখানে গেলেন শ্রীভরত-লক্ষ্মণ ॥
শৃগাল কুক্কুর আর শকুনী গৃধিনী।
কটকের মাংস নিয়া করে টানাটানি ॥
ভরত-লক্ষ্মণ দোঁহে করে অনুমান।
মহাযুদ্ধে আসিয়া হইনু অধিষ্ঠান ॥
রণস্থলে দেখিলেন ভরত-লক্ষ্মণ।
হাতে-ধনু পড়িয়া আছেন শত্রুঘন ॥
সৌমিত্রিরে দুই ভাই কোলে করি কান্দে।
প্রাণ হারাইলে ভাই শিশুর বিরোধে ॥
যমুনার কূলে ভাই মারিলে লবণ।
এখানে আসিয়া ভাই হারালে জীবন ॥
রণস্থলে কান্দিছেন ভরত-লক্ষ্মণ।
পাত্র-মিত্র দেন তাঁরে প্রবোধ বচন ॥
শোক করিবার বেলা নহে ত এখন।
সমরে আসিয়া শোক কর কি কারণ ॥
সেই দুই শিশু মার পূরিয়া সন্ধান।
যুদ্ধ-স্থলে আসি শোক নহে ত বিধান ॥
এতেক বচন শুনি ভরত-লক্ষ্মণ।
ক্রন্দন সংবরে দোঁহে স্থির করি মন ॥
যুদ্ধার্থে কটক রহে পূরিয়া সন্ধান।
লক্ষ্মণ ভরত দোঁহে হৈলা আগুয়ান ॥
চারিদিকে রাম-সেনা রহে সাবধানে।
কটকের মহারোল সীতাদেবী শুনে ॥
সীতা বলিলেন, লব-কুশ রে কেমন।
কি প্রমাদ পাড়িয়াছ ভাই দুই জন ॥
কার সনে করিয়াছ বাদ-বিসংবাদ।
লব-কুশ না জানি পাড়িলি প্রমাদ ॥
শুনিয়া মায়ের কথা দুই ভাই হাসে।
মায়েরে প্রবোধ করে অশেষ বিশেষে ॥
লব-কুশ বলে, মাতা, না জান কারণ।
মৃগয়া করিতে রাজা আসে তপোবন ॥
যত যত রাজা আছে চন্দ্র-সূর্য্য-কুলে।
মৃগয়া করিতে আসে সবে এই স্থলে ॥
অবশ্য রাজার সহ আইসে সামন্ত।
রাজার সৈন্যের রোলে তুমি কেন চিন্ত ॥
আমা দুই ভাই মুনি থুয়ে গেলা দেশে।
কোন্ রাজা আসিয়াছে না জানি বিশেষে ॥

মুনির আজ্ঞায় মোরা রাখি তপোবন।
নাহি জানি আসিয়াছে কোন্ মহাজন॥
আশ্রম হইলে নষ্ট মুনি দিবে দোষ।
বড় ভয় মানি মা করিলে মুনি রোষ॥
প্রবোধিয়া মায়েরে তখন বাক্‌ছলে।
শীঘ্রগতি দুই ভাই যুঝিবারে চলে।
তূণ-পূর্ণ বাণ নিল, ধনু নিল হাতে।
মহাহ্লাদে দুই ভাই যায় সমরেতে॥
দুই ভাই গেল যথা ভরত-লক্ষ্মণ।
তৃণ জ্ঞান করে, দেখি যত সেনাগণ॥
লব-কুশ দেখি সেনা-কম্পিত অন্তর।
গরুড়ে দেখিয়া যেন ভুজঙ্গের ডর॥
মনোহর দুই ভাই দূর্ব্বা-দল-শ্যাম।
সকল কটক বলে, আইল দুই রাম॥
রাম যদি আসিতেন এখানে এখন।
তিন রাম এক স্থানে হইত মিলন॥
সেই তেজ, সেই বল, সেই ধনুর্ব্বাণ।
আকৃতি-প্রকৃতি দেখি রামের সমান॥
এক রামে জিনিতে না পারে ত্রিভুবন।
দুই রাম ইহারা, জিনিবে কোন্ জন॥
ভরত-লক্ষ্মণ দোঁহে হইল বিস্ময়।
কে তোমরা দুই ভাই, দেহ পরিচয়॥
হাসিয়া উত্তর করে ভাই দুই জন।
জাতি কুলে আমাদের কিবা প্রয়োজন॥
বার শত শিষ্য পড়ে বাল্মীকির ঠাঞি।
তাঁর শিষ্য আমরা, যমজ দুই ভাই॥
সব শিষ্য ল'য়ে মুনি গেলা পরবাসে।
আমা দুই ভাইকে থুইয়া গেলা দেশে॥
দশরথ-নৃপতির পুত্র শত্রুঘন।
দেখ সৈন্য সহ তার সমরে পতন॥
দুই ভাই যুঝিলে পৃথিবী নাহি আঁটে।
কোন্ কার্য্যে আসিয়াছ মোদের নিকটে॥
কটক লইয়া কেন এলে তপোবন।
পরিচয় দেহ, এলে কিসের কারণ॥
তাহা শুনি শ্রীভরত-লক্ষ্মণের হাস।
মুখেতে তর্জ্জন মাত্র, অন্তরে ত্রাস॥
চারি ভাই আমরা, সবার জ্যেষ্ঠ রাম।
তিনের কনিষ্ঠ ভাই শত্রুঘন নাম॥
মধ্যম আমরা দুই ভরত-লক্ষ্মণ।
শত্রুঘ্নকে মারিয়া কি রাখিবে জীবন॥
এত যদি চারি জনে হৈল গালাগালি।
চারিজনে যুদ্ধ বাজে চারি মহাবলী॥
কুশে আর ভরতে বাজিল মহারণ।
মহাযুদ্ধ করে লব সহিত লক্ষ্মণ॥
ভরত লক্ষ্মণ সহ দুই অক্ষৌহিণী।
ভরত ডাকিয়া সৈন্যে বলেন আপনি॥
শিশু জ্ঞানে তোমরা না হও অন্যমন।
দুই ভাগ হ'য়ে যুদ্ধ কর সেনাগণ॥
দুই অক্ষৌহিণী যুঝে ভরতের কাছে।
আর দুই অক্ষৌহিণী লক্ষ্মণের পিছে॥
মধ্যে দুই শিশু যে কটক চারিভিতে।
হস্তিস্কন্ধে ভরত লক্ষ্মণ মহারথে॥
লবের বাণের শিক্ষা বড় চমৎকার।
ধূমবাণ এড়ে দশদিক্ অন্ধকার॥
জগৎ হইল সব অন্ধকারময়।
পলায় সকল ঠাট গণিয়া সংশয়॥
তিমির হইল যেন চক্ষে নাহি দেখে।
পর্ব্বত-গুহার মধ্যে কেহ গিয়া ঢোকে॥
পলায়ে যাইতে কারো কারে পা পিছলে।
ঝম্প দিয়া পড়ে কেহ নদ-নদী-জলে॥

কেহ কারে নাহি দেখে কেবা কোথা যায়।
লক্ষ্মণে এড়িয়া যত কটক পলায়॥
পলাইল সব ঠাট নাহিক দোসর।
সবে মাত্র লক্ষ্মণ রহেন একেশ্বর॥
এমন বাণের শিক্ষা নাহি কোন স্থানে।
কেবা শিখাইল, কোথা হইতে বা জানে॥
রাবণের কুমার সে বীর ইন্দ্রজিৎ।
ত্রিভুবন যার বাণে হইত কম্পিত॥
তাহারে মারিতে আমি না করিনু ভয়।
হইল শিশুর যুদ্ধে জীবন সংশয়॥
যে হোক সে হোক আমি আজি রণ করি।
না করি প্রাণের ভয়, মারি কিবা মরি॥
সাহসে করিয়া ভর যুঝেন লক্ষ্মণ।
ধনুকে ব্রহ্মাগ্নি বাণ জুড়েন তখন॥
জ্বলিয়া ব্রহ্মাগ্নি বাণ উঠিল আকাশে।
অন্ধকার দূর হৈল, পৃথিবী প্রকাশে॥
অন্ধকার দূর হৈল, ঠাট দূরে দেখে।
সকল কটক এল লক্ষ্মণ-সম্মুখে॥
লক্ষ্মণের বাণ শিক্ষা বড় চমৎকার।
পলাইল যত সৈন্য, এল আরবার॥
লক্ষ্মণের বাণ দেখি লব পান ত্রাস।
তার ত্রাস দেখিয়া লক্ষ্মণ পান আশ॥
লব বলে, লক্ষ্মণ, কি কর অহঙ্কার।
মোর ঠাক্রি পড়িলে, নিস্তার নাহি আর॥
আছয়ে অক্ষয় বাণ তূণের ভিতর।
ওর (১) নাহি, এড়ি (২) বাণ শতেক বৎসর॥
তোমার কটক আছে এই যে ভরসা।
জল হেন শুষিব যে, না রাখিব আশা॥
সংহারিব সকল তোমার বিদ্যমানে।
অবশেষে তোমারে যে মারিব পরাণে॥
এতেক বলিয়া লব জোড়ে ধনুর্ব্বাণ।
সকল সামন্ত (৩) কাটি করে খান খান॥
ষট্‌চক্র বাণ লব জুড়িল ধনুকে।
সিংহের গর্জ্জনে বাণ উঠে অন্তরীক্ষে॥
মহাশব্দে যায় বাণ তারা হেন ছুটে।
এক বাণে লক্ষ্মণের সব সৈন্য কাটে॥
ষট্‌চক্র বাণেতে এড়ায় যেই সব।
সে সকল সৈন্য নাহি মারিলেন লব॥
রক্তময় হইল সকল যুদ্ধস্থল।
ভাদ্রমাসে গঙ্গা যেন করে টলমল॥
ডাকিয়া বলেন লব, শুন হে লক্ষ্মণ।
কোথা গেল সৈন্য তব, নাহি এক জন॥
মারিলে যে ইন্দ্রজিৎ রাবণ-কুমারে।
তোমারে মারিয়া যশ রাখিব সংসারে॥
তোমারে মারিলে পরে মোর যশ রহে।
বলিয়া লক্ষ্মণজিৎ (৪) সর্ব্বলোকে কহে॥
লক্ষ্মণ বলেন, লব, এ কি অহঙ্কার।
মোর সনে যুদ্ধ তব নাহিক নিস্তার॥
কুপিল লক্ষ্মণ বীর, এড়ে ব্রহ্মজাল।
সংহার করিল আলো অগ্নির উথাল (৫)॥
লব বীর বিষণ্ণ ভাবিছে মনে-মন।
ধনুকে বরুণ-বাণ জুড়িল তখন॥
সন্ধান পূরিয়া বীর সে বাণ এড়িল।
সমুদ্র-তরঙ্গ যেন গগনে লাগিল॥
ব্রহ্মজাল ব্যর্থ গেল, চিন্তিত লক্ষ্মণ।
কি হবে আমার, বুঝি সংশয় জীবন॥

---

(১) ওর—সীমা; শেষ। (২) এড়ি—ত্যাগ করি। (৩) সামন্ত—অধীন রাজা; এখানে সৈন্য অর্থে ব্যবহৃত। (৪) লক্ষ্মণজিৎ—লব। (৫) অগ্নির উথাল—আগুনের শিখা।

শ্রীলক্ষ্মণ যত শিক্ষা, যত অস্ত্র জানে।
সন্ধান পূরিয়া বাণ এড়ে ততক্ষণে ॥
সকল পৃথিবী হৈল বাণে অন্ধকার।
লক্ষ্মণের বাণ দেখি লাগে চমৎকার ॥
চিন্তিত হইয়া বীর ভাবে মনে-মন।
অক্ষয় অজিত বাণ জুড়িল তখন ॥
সন্ধান পূরিয়া এড়ে, তারা যেন ছুটে।
সেই বাণে লক্ষ্মণের মহাবাণ কাটে ॥
এই বাণ ব্যর্থ গেল, চিন্তিত লক্ষ্মণ।
মনে ভাবে, শিশু নহে, সাক্ষাৎ এ যম ॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বাণ লক্ষ্মণ যে এড়ে।
কতদূর গিয়া বাণ উখড়িয়া পড়ে ॥
দেখিয়া ত লক্ষ্মণের লাগে চমৎকার।
ফুরাইল সব বাণ তূণে নাহি আর ॥
শূন্য হৈল তূণ, ফুরাইল অস্ত্রগণ।
দেখিয়া উদ্বিগ্ন বড় হইল লক্ষ্মণ ॥
বলেন লক্ষ্মণ, পরে লব-বিদ্যমান।
এত দূরে মোর যুদ্ধ হৈল অবসান ॥
সর্ব্ব শাস্ত্র জান তুমি, বিচারে পণ্ডিত।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যে হয় উচিত ॥
শুনিয়া তাহার কথা লব বীর ভাষে।
অবশ্য মারিব তোমা, না যাইবে দেশে ॥
এক বাণ এড়ি আমি, না ভাবিহ মন্দ।
যা হোক্ তা হোক্ সব থাকে যে নির্ব্বন্ধ ॥
এই বাণে যদি তুমি পাও পরিত্রাণ।
লক্ষ্মণ, তোমার তবে না লইব প্রাণ ॥
এ প্রতিজ্ঞা করিলাম, শুনহ বচন।
এই বাণ ব্যর্থ গেলে না করিব রণ ॥
পাশুপত বাণ সে লবের মনে পড়ে।
তূণ হৈতে বাণ নিয়া ধনুকেতে জোড়ে ॥
বাসুকি (১) তক্ষক (২) হেন বাণের গর্জ্জন।
পাশুপত বাণে বিদ্ধি পড়িল লক্ষ্মণ ॥
লক্ষ্মণ জিনিয়া যায় ভাইয়ের উদ্দেশে।
হেথা যুদ্ধ বাজিল ভরতে আর কুশে ॥
কুশের সহিত লব নাহি করে দেখা।
লুকাইয়া দেখে যে কুশের অস্ত্র-শিক্ষা ॥
শত্রুঘ্নে মারিয়া কুশের বাড়িয়াছে আশ।
ভরতের সনে যুঝে নাহি করে ত্রাস ॥
একা ভাই যদ্যপি জিনিতে নারে রণ।
নির্ম্মূল করিব যে, না রহে একজন ॥
এতেক ভাবিয়া লব লুকাইয়া থাকে।
ভরতের সহিত কুশের যুদ্ধ দেখে ॥
ভরতের সনে ঠাট কটক বিস্তর।
চারিভিতে যুদ্ধ করে কুশ একেশ্বর (৩) ॥
বেড়াপাক নামেতে কুশের এক বাণ।
সেই বাণ কুশ বীর পূরিল সন্ধান ॥
বেড়াপাক বাণ সে প্রবেশে পাকে পাকে।
হস্ত পদ কাটে কারো, কারো কাটে নাকে ॥
এক ঠাঁই মুণ্ড পড়ে, স্কন্ধ আর ঠাঁই।
ভরতের ঠাট পড়ে, লেখাজোখা (৪) নাই ॥
এক বাণে অরি-সৈন্য করিল সংহার।
পর্ব্বত-প্রমাণ ঠাট পড়িল অপার ॥

---

(১) বাসুকি—সর্পরাজ; ইনি সহস্র শীর্ষে পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন। (২) তক্ষক—কশ্যপের ঔরসে কদ্রু-গর্ভে ইহার জন্ম। বাসুকির ভ্রাতা। খাণ্ডববন ইহার বাসভূমি ছিল। রাজা পরীক্ষিৎ ইহার দংশনে প্রাণত্যাগ করেন। রাজা জন্মেজয় সর্পকুল বিনষ্ট করিবার জন্য যে সময়ে যজ্ঞ আরম্ভ করেন সেই সময়ে আস্তীক মুনির চেষ্টায় ইহার প্রাণ রক্ষা হয়।—মহাভারত।
(৩) একেশ্বর—একলা। (৪) লেখাজোখা—হিসাব।

রক্ত-নদী বহিল যে সংগ্রামের স্থানে।
এত সৈন্য পড়ে, এড়াইল সাত জনে ॥
উচ্চৈঃস্বর করি তারা ভরতেরে ডাকে।
পলাইয়া যায় কেহ, ফিরে ফিরে দেখে ॥
ভাবে তারা, পরিত্রাণ পাইবে কেমনে।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে ভঙ্গ দিতে রণে ॥
ভরত বলেন, কুশ, ক্ষান্ত কর রণ।
দেশে পলাইয়া যাই এই অষ্ট জন ॥
কুশ বলে, ভরত, না বল এ বচন।
কেমনে যাইবে দেশে এই অষ্ট জন ॥
সাত জন যাক্ দেশে রামের গোচর।
বার্ত্তা পেয়ে রাম যেন আসেন সত্বর ॥
শুনহ ভরত বীর, আমার উত্তর।
ক্ষত্রিয় হইয়া কেন হইলা কাতর ॥
মনে ভাব পলাইয়া পাবে অব্যাহতি।
যত কাল জীবে, (১) তব থাকিবে অখ্যাতি ॥
পলাইয়া গেলে যে থাকিবে অপযশ।
যুঝিয়া মরিলে থাকে অনন্ত পৌরুষ ॥
ভরত বলেন, কুশ, ইহা মিথ্যা নয়।
শ্রীরামের রূপ দেখি তেঁই বাসি ভয় ॥
শ্রীরামের তেজ বল তাঁরি ধনুর্ব্বাণ।
হারিলে তোমার ঠাঁই নাহি অপমান ॥
কুশ বলে, রাম বলি কত গর্ব্ব কর।
রাম কি করিবে, যদি আজি তুমি মর ॥
তুমি আজি পড়িবে যে আমার সংগ্রামে।
অতঃপর আসিয়া কি করিবেন রামে ॥
আমার সমরে যদি জয়ী হন রাম।
তবে ব্যর্থ ধরি মোরা লব-কুশ নাম ॥
তোমারে ছাড়িয়া দিলে লব পাছে হাসে।
বলিবেন, ভরতে কি না মারিল ত্রাসে ॥
কোন্ কালে ভাই মোর মারিল লক্ষ্মণ।
তোমারে মারিতে যে বিলম্ব এতক্ষণ ॥
এক বাণ বিনা না এড়িব আর বাণ।
এক বাণে ভরত, লইব তব প্রাণ ॥
ভরত বলেন, তব বুদ্ধি ভাল নয়।
শ্রীরামের রূপ দেখি, তেঁই বাসি ভয় ॥
কুশ বলে, রাম হেন কোটি যদি আসে।
বাহুড়িয়া এক জন নাহি যাবে দেশে ॥
ভরত বলেন, কুশ, দিলে গালাগালি।
শ্রীরামের নিন্দা কর সহিতে না পারি ॥
শিশু হ'য়ে কুশ, তব এতেক বড়াই (২)।
আছুক রামের কার্য্য, জিন মোর ঠাঁই ॥
লব লব বলিয়া যে কর অহঙ্কার।
লক্ষ্মণের সমরে তাহার বাঁচা ভার ॥
লক্ষ্মণের বাণে কারো নাহিক নিস্তার।
অবশ্য লক্ষ্মণ প্রাণ ল'য়েছে তাহার ॥
লক্ষ্মণের বাণে লব যদ্যপি বাঁচিত।
আসিয়া তোমারে সে অবশ্য দেখা দিত ॥
ভরতের কথা শুনি কুশ বীর কয়।
কোন্ কালে লক্ষ্মণের হইয়াছে ক্ষয় ॥
লক্ষ্মণ লবের বাণে পাইলে নিস্তার।
ভরত না হবে তবে তোমার সংহার ॥
এত যদি দুইজনে হৈল গালাগালি (৩)।
দুই জনে যুদ্ধ বাজে, দোঁহে মহাবলী ॥
আশী কোটি বাণ তবে এড়িল ভরত।
দশ দিক, জল স্থল, ঢাকিল পর্ব্বত ॥
ভরতের বাণেতে হইল অন্ধকার।
দেখিয়া কুশের মনে লাগে চমৎকার ॥
কুশ বীর বাণ এড়ে ভরত-সম্মুখে।
ভরতের যত বাণ কাটে একে একে ॥

(১) জীবে—বাঁচিবে। (২) বড়াই—গৌরব। (৩) গালাগালি—এখানে বাগ্‌যুদ্ধ।

সব বাণ ব্যর্থ গেল, ভরত চিন্তিত।
ভরত গন্ধর্ব্ব অস্ত্র এড়িল ত্বরিত ॥
তিন কোটি গন্ধর্ব্ব জন্মিল এক বাণে।
কুশ সহ যুদ্ধ করে অতি সাবধানে ॥
গন্ধর্ব্বের বিক্রমে কুশের লাগে ডর।
এড়িল অক্ষয়জিৎ বাণ সে সত্বর ॥
গন্ধর্ব্ব কুশের বাণে হইল সংহার।
দেখি ভরতের মনে লাগে চমৎকার ॥
কুশ বলে, ভরত, আর কত বাণ এড়।
এই আমি বাণ এড়ি যম-ঘরে নড় (৩) ॥
জুড়িল ঐষিক বাণ কুশ শরাসনে।
অন্তরীক্ষে উঠিল সে সিংহের গর্জ্জনে ॥
মহাশব্দ করি বাণ উঠিল আকাশে।
দেখিয়া ভরত ব্যস্ত হইলেন ত্রাসে ॥
ভরত কাতর হ'য়ে ঊর্দ্ধপানে চায়।
বায়ুবেগে পড়ে বাণ ভরতের গায় ॥
ফুটিয়া ঐষিক বাণ পড়িল ভরত।
পৃথিবীতে ধারা বহে রক্তস্রোত-শত ॥
ভরত কটক সহ পড়িলেন রণে।
ধেয়ে গেল লব সে কুশের বিদ্যমানে ॥
রক্তে রাঙ্গা দুই ভাই করে কোলাকুলি।
জলে গিয়া যুদ্ধ রক্ত ফেলিল পাখালি ॥
সংগ্রামের বেশ থুয়ে বৃক্ষের কোটরে।
শূন্য-হস্তে গেল দোঁহে মায়ের গোচরে ॥
জানকী বলেন রে বিলম্ব কি কারণ।
কোন্ কার্য্যে লব-কুশ ব্যাজ (১) এতক্ষণ ॥
লব-কুশ বলে, মাতা, না জানি বিশেষ।
মৃগয়া করিয়া রাজা গেল নিজ দেশ ॥
এতেক প্রমাদ সীতা কিছু নাহি জানে।
মিথ্যা কহি মায়েরে প্রতারে (২) দুই জনে ॥
কোন চিন্তা নাহি, মাগো তোমার প্রসাদে।
তপোবন রাখি মোরা মুনি-আশীর্ব্বাদে ॥
মিষ্ট অন্ন পান দোঁহে করিল ভোজন।
সুগন্ধি চন্দন মাল্য পরিল তখন ॥
পরম হরিষে ঘরে রহে দুই ভাই।
সাত জন পলাইয়া গেল রামের ঠাঁই ॥

লব কুশের সহিত শ্রীরামের যুদ্ধের আয়োজন।

রাম মুনি-বেষ্টিত আছেন যজ্ঞস্থানে।
হেন কালে সাত জন গেল সেই-খানে ॥
সাত জনে দেখি রামচন্দ্র চিন্তাবান্।
জিজ্ঞাসেন ভরত-লক্ষ্মণের কল্যাণ ॥
কৃতাঞ্জলি সাত জন করে নিবেদন।
কি কহিব রঘুনাথ, দৈবের ঘটন ॥
প্রমাদ পড়িল প্রভু, ভয়ে নাহি কহি।
সাত জন আইলাম, আর কেহ নাহি ॥
চারি অক্ষৌহিণী পড়ে, ভরত-লক্ষ্মণ।
সবে মাত্র এড়াইয়া আইনু সাত জন ॥
দুই শিশু নর নহে, বিষ্ণু-অবতার।
তোমার যতেক সেনা করিল সংহার ॥
আপনি যদ্যপি রাম যুঝ তার সনে।
জিনিতে নারিবে প্রভু, হেন লয় মনে ॥
ত্রিলোকের নাথ তুমি জগত-পূজিত।
জিনিতে নারিবে রণ, কহিনু নিশ্চিত ॥
শুনিয়া মূর্চ্ছিত রাম কমল-লোচন।
চৈতন্য পাইয়া রাম করেন ক্রন্দন ॥
কোথাকারে গেলে ভাই ভরত-লক্ষ্মণ।
আমারে এড়িয়া কোথা গেলে তিন জন ॥

(১) নড়—চল; যাও। (২) ব্যাজ—বিলম্ব। (৩) প্রতারে—প্রতারণা করে।

পূর্ব্বেতে আমার প্রতি আছিলা সদয়।
রণস্থলে গিয়া ভাই হইলা নির্দ্দয় ॥
শ্রীরামের সর্ব্বাঙ্গ তিতিল নেত্র-নীরে।
ভাগীরথী বহে যেন হিমালয়োপরে ॥
তিন ভাই স্মরণ করিয়া বহুতর।
হায় হায় বিলাপ করেন রঘুবর ॥
আমা লাগি লক্ষ্মণ যে রাজ্য পরিহরি।
বনবাসে গেলা, সে গাছের ছাল পরি ॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ দুঃখ পাইলে তপোবনে।
ইন্দ্রজিৎ পড়িল তোমার তীক্ষ্ণ বাণে ॥
লক্ষ্মণের তুল্য ভাই নাহি ত্রিভুবনে।
হেন ভাই মোর পড়ে ছাওয়ালের রণে ॥
ভরতের যত গুণ কহিতে না পারি।
আমি বনে গেলে হয়েছিল ব্রহ্মচারী ॥
চৌদ্দবর্ষ দুঃখ পেয়ে পরিল বাকল।
রাজভোগ এড়িল, খাইল বৃক্ষ-ফল ॥
শিশুর বিরোধে ভাই গেলা রসাতল।
এতেক ভাবিয়া রাম হলেন বিকল ॥
ভাই মোর শত্রুঘন প্রাণের সোসর।
তব তুল্য বীর নাহি পৃথিবী ভিতর ॥
বহুদিন যুদ্ধে আমি মারিনু রাবণ।
এক দিনের যুদ্ধে তুমি মারিলে লবণ ॥
হেন ভাই পড়িল যে শিশুর সংগ্রামে।
যা থাকে কপালে, তাহা ঘটে ক্রমে ক্রমে ॥
নেত্র-নীরে শ্রীরামের তিতিল বসন।
সুগ্রীব প্রভৃতি দেন প্রবোধ-বচন ॥
আপনি শ্রীরাম তুমি বিচারে পণ্ডিত।
তোমার ক্রন্দন কভু নহে ত উচিত ॥
ক্রন্দন সম্বর রাম, স্থির কর মতি।
দুই শিশু ধরি গিয়া চল শীঘ্রগতি ॥
শ্রীরাম বলেন, যাই ভাইয়ের উদ্দেশে।
তিন ভাই গেল যদি, আমি আছি কিসে ॥
দুই শিশু মারিয়া শুধিব ভাইয়ের ধার।
অযোধ্যায় তবে সে গমন করি আর ॥
শুনিয়া রামের কথা সুগ্রীব রাজন।
শ্রীরামের প্রতি কহে প্রবোধ বচন ॥
রাক্ষস বানর আর যত আছে সেনা।
সাজন করিয়া মারি শিশু দুই জনা ॥
সুমন্ত্রেরে তবে রাম করেন জ্ঞাপন।
বাছিয়া সাজাও রথ অপূর্ব্ব দর্শন ॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা সুমন্ত্র সারথি।
কনকে রচিত রথ আনে শীঘ্রগতি ॥
চড়েন পুষ্পক-রথে শ্রীরাম প্রবীণ (১)।
শুভ যাত্রা করি রাম চলেন দক্ষিণ ॥
চলিল ছাপ্পান্ন কোটি মুখ্য সেনাপতি।
তিন কোটি চলে তাহে মদমত্ত (২) হাতী ॥
চলিল তিরাশী কোটি শ্রেষ্ঠ তাজী (৩) ঘোড়া।
অক্ষৌহিণী সত্তরি চলিল ভূমি জোড়া ॥
তিন কোটি মহারথী চলিল প্রধান।
সর্ব্বক্ষণ থাকে তারা রাম-বিদ্যমান ॥
মহারথী চলিল যতেক রাজধানী।
পাত্রমিত্র চলে সব করিয়া সাজনি ॥
শ্রীরামের সেনা ঠাট কটক অপার।
দেখিলে যমের লাগে চিত্তে চমৎকার ॥
সুগ্রীব অঙ্গদ চলে, চলে কপিগণ।
গবাক্ষ শরভ গয় সে গন্ধমাদন ॥

(১) প্রবীণ—রণকুশল। (২) মদমত্ত—মদে (হস্তীর গণ্ড হইতে নিঃসৃত পাটলবর্ণের উৎকটগন্ধ জল বিশেষ) মত্ত,—অর্থাৎ যে হস্তীর গণ্ড ফাটিয়া মদস্রাব হইতেছে। (৩) তাজী—আরবদেশীয় ঘোড়া ; উৎকৃষ্ট অশ্ব।

মহেন্দ্র দেবেন্দ্র চলে বানর সম্পাতি।
চলিল ছত্রিশ কোটি মুখ্য সেনাপতি ॥
সত্তর কোটি বীর চলে পবন-নন্দন।
তিন কোটি রাক্ষসে চলিল বিভীষণ ॥
মহাশব্দ করি যায় রাক্ষস কপিগণ।
আর যত সেনা যায় কে করে গণন ॥
বিজয় সুমন্ত্র নড়ে কশ্যপ পিঙ্গল।
শত্রুজিৎ মহাবল চলিল সকল ॥
রুদ্রমুখ চলে আর সুরক্ত-লোচন।
রক্তবর্ণ মহাকায় ঘোর-দরশন ॥
রথের উপরে রাম চড়েন সত্বর।
মহাশব্দ করি যায় রাক্ষস বানর ॥
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী।
শ্রীরামের বাদ্য বাজে তিন অক্ষৌহিণী ॥
কৃত্তিবাস কবি কহে অমৃত-কাহিনী।
দুই বালকের রণে এতেক সাজনি ॥

লব-কুশের সহিত শ্রীরামের যুদ্ধ।

কটক হইল পার নদ-নদী-নীরে।
জল শুকাইল কটকের পদভরে ॥
নদী শুকাইয়া মাটী হৈল গুঁড়া গুঁড়া।
গগন-মণ্ডলে লাগে কটকের ধূলা ॥
সমরে গেলেন রাম কমল-লোচন।
ভরত লক্ষ্মণ পড়িয়াছে শত্রুঘন ॥
আর পড়িয়াছে ঠাট ছয় অক্ষৌহিণী।
দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন রঘুমণি ॥
লব কুশ দুই ভাই করে অনুমান।
এই বুঝি সৈন্য ল'য়ে আইলেন রাম ॥
সংগ্রামে পণ্ডিত অতি বিখ্যাত শ্রীরাম।
ইহাকে মারিতে পারি তবে থাকে নাম ॥
এই যুক্তি দুই ভাই করে কাণাকাণি।
হেনকালে আইলেন সীতা ঠাকুরাণী ॥
জানকী বলেন, কি বা কর দুই ভাই।
কটকের মহারোল শুনিতে যে পাই ॥
কার সনে করিয়াছ বাদ-বিসম্বাদ।
কোন্ দিনে লব-কুশ পড়িবে প্রমাদ ॥
উভয়ে করেন সীতাদেবী সাবধান।
শত শত আশীর্ব্বাদ করেন কল্যাণ ॥
অভাগীর পুত্র তোরা, নির্ধনের ধন।
অন্ধের নয়ন তোরা, মায়ের জীবন ॥
কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
তো-সবার যুদ্ধে কারো নাহি অব্যাহতি ॥
তো-সবার সনে যে আসিয়া করে রণ।
বাহুড়িয়া দেশেতে না যাবে এক জন ॥
অব্যর্থ সীতার বাক্য নহে অন্য মত।
যা বলেন যাহারে সে ফলে সেই মত ॥
এতেক বলিয়া সীতা চলিলেন ঘর।
চরণ বন্দিয়া চলে দুই সহোদর ॥
রামের সহিত যুদ্ধ করে এই মন।
সেইমত বেশ করিলেন দুই জন ॥
তূণ-পূর্ণ বাণ নিল, ধনু নিল হাতে।
যুঝিবারে দুই ভাই চলে আনন্দেতে ॥
যেখানে শ্রীরাম, তথা গেল দুই জন।
তিন রাম এক ঠাঁই দেখে সর্ব্ব-জন ॥
এক বল এক রূপ একই সুঠাম।
একই বিক্রম, সবে দেখে তিন রাম ॥
রাক্ষস বানর আদি যত সেনাপতি।
অনুমান করে তাহা বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥

পঞ্চমাস গর্ভবতী জানকী যখন।
সেকালে তাহারে রাম করেন বর্জ্জন ॥
লক্ষ্মণ আনিয়া তাঁরে রাখে এই বনে।
ইহারা সীতার পুত্র হেন লয় মনে ॥
সেই গর্ভে হইল যমজ সহোদর।
ত্রিভুবন-জয়ী দুই বীর ধনুর্দ্ধর ॥
এই কথা রঘুনাথ করি অনুমান।
নতুবা ইহারা কেন তোমার সমান ॥
এ দুয়ের যুদ্ধে রাম, না দেখি নিস্তার।
প্রাণ ল'য়ে দেশ প্রতি কর আগুসার ॥
এই যুক্তি শ্রীরামেরে বলে সেনাপতি।
হেন কালে নিবেদয় সুমন্ত্র সারথি ॥
পঞ্চমাস যখন জানকী গর্ভবতী।
হেনকালে তাঁহারে বর্জ্জিলা রঘুপতি ॥
থুইলাম তাঁহারে যে এই বনবাসে।
আমি আর লক্ষ্মণ যে চলিলাম দেশে ॥
অতএব রঘুনাথ, সেই এই বন।
সীতার এই দুই পুত্র হেন লয় মন ॥
যমজ দুই সহোদর বুঝি এ প্রকার।
পরিচয় লও প্রভু, তোমার কুমার ॥
সুমন্ত্রের কথা শুনি রামের বিস্ময়।
উভয়ের কাছে গিয়া দেন পরিচয় ॥
রাজা দশরথের তনয় আমি রাম।
তোমরা আমারি মত ধর রূপ শ্যাম ॥
তেজ ধর আমারি, আমারি ধনুর্ব্বাণ।
আকৃতি-প্রকৃতি দেখি আমারি সমান ॥
পরাক্রম আমারি, না হয় অন্য জ্ঞান।
অতএব কহি আমি, বলহ বিধান ॥
তেঁই সে কারণে আমি পরিচয় চাই।
পরিচয় দেহ, কে তোমরা দুই ভাই ॥
পরিচয় দেহ কি বা আমার নন্দন।
এমন হইলে আমি না করিব রণ ॥
না জানিয়া মারিব কি আপন তনয়।
যাবৎ না লই প্রাণ, দেহ পরিচয় ॥
শুনিয়া সে কথা দোঁহে করে কাণাকাণি।
কেমনে বলিব নাম, বাপ নাহি চিনি ॥
আজি গিয়া জিজ্ঞাসিব জননীর ঠাঁঞি।
কার পুত্র আমরা, যমজ দুই ভাই ॥
দুই ভাই যুক্তি করে কেহ নাহি শুনে।
ডাকিয়া রামেরে বলে তর্জ্জন-গর্জ্জনে ॥
এতদিনে অবোধের সনে দরশন।
পরিচয় দিলে হবে কোন্ প্রয়োজন ॥
পুত্র হ'য়ে পিতৃ-সনে কে বা করে রণ।
আপনার পুত্র বলি ভাব মনে-মন ॥
আমা দোঁহে দেখিয়া যে কাঁপিলে অন্তরে।
পরিচয় তে-কারণে চাহ বারে বারে ॥
তোমারে কহিব শুন অবোধ শ্রীরাম।
বড় ভয় পাও তুমি করিতে সংগ্রাম ॥
দুই ভাই চতুর, না জানে পিতৃ-নাম।
ভাণ্ডাইল ছল করি, বুঝিলেন রাম ॥
পরিচয় নহিল, হইল গালাগালি।
সর্ব্ব সৈন্য বেড়ে লব-কুশ মহাবলী ॥
শ্রীরাম বলেন, নাহি দিলে পরিচয়।
সাবধানে যুঝ, সৈন্য, না করিহ ভয় ॥
আমার ছাপ্পান্ন কোটি মুখ্য সেনাপতি।
তিন কোটি আমার যে মদমত্ত হাতী ॥
উত্তম তিরাশী কোটি পার্ব্বতীয় ঘোড়া।
অক্ষৌহিণী সপ্তরি যাহাতে পৃথ্বী জোড়া ॥
সুগ্রীব অঙ্গদের আছে কোটি সেনা।
যার যুদ্ধে দেব দৈত্য কাঁপে সর্ব্বজনা ॥

ভল্লুক অসংখ্য আছে, রাক্ষস বানর।
আমার অনেক ঠাট কটক বিস্তর ॥
এতেক কটক পড়ে যদি আজি রণে।
তবে অপযশ মোর ঘুষিবে ভুবনে ॥
বাছিয়া বাছিয়া বীর দেহ চারিভিতে।
বেড়া, যেন দুই ভাই নারে পলাইতে ॥
মন্ত্রিগণ সহ রাম করেন মন্ত্রণা।
বাছিয়া কটক দিল চারিভিতে থানা ॥
হস্তী ঘোড়া চালাইল প্রথমতঃ রণে।
বিপক্ষ মরুক, ঘোড়া হাতীর চাপনে ॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা কটকের ত্বরা।
চালায় প্রথম রণে হাতী আর ঘোড়া ॥
রাহুত মাহুত ধায় শিশু ধরিবারে।
দুই ভাই দুই ভিতে ধনুর্ব্বাণ জোড়ে ॥
লব বলে, কুশ ভাই, যুক্তি কর সার।
রাম-সৈন্য কাটিয়া করিব চূরমার ॥
দুই ভাই কুপিয়া ধনুকে বাণ জোড়ে।
হস্তী ঘোড়া কাটিয়া গগনে বাণ উড়ে ॥
লব এড়িলেন বাণ নামেতে আহুতি।
এক বাণে কাটিয়া পাড়িল কোটি হাতী ॥
কুশ বাণ এড়িল নামেতে অশ্বকলা।
কাটিল তিরাশী কোটি তুরঙ্গের গলা ॥
চারিভিতে সৈন্য যুঝে লব-কুশ মাঝে।
নানা অস্ত্র লইয়া সে দুই ভাই যুঝে ॥
সৈন্য দেখি দুই ভাই ভাবিত অন্তর।
কেমনে মারিব ঠাট, কটক বিস্তর ॥
এত সৈন্য লইয়া যুঝিতে এল রাম।
ইহাকে মারিতে পারি তবে রহে নাম ॥
সতী-পুত্র হই যদি, মুনির থাকে বর।
এখনি মারিয়া পাঠাইব যম-ঘর ॥
মুনির আশীষে হয় সর্ব্বত্র কল্যাণ।
সন্ধান পূরিয়া লব-কুশ এড়ে বাণ ॥
ষট্‌চক্র বাণ লব পূরিল সন্ধান।
ত্রিভুবন যুঝে যদি নাহি ধরে টান ॥
কুশের প্রধান বাণ বেড়াপাক নাম।
বেড়াপাক বাণে কুশ পূরিল সন্ধান ॥
হেন বাণ দুই ভাই জোড়ে শরাসনে।
সন্ধান পূরিয়া এড়ে, উঠিল গগনে ॥
সিংহের গর্জ্জনে বাণ তারা হেন ছুটে।
সত্তর অক্ষৌহিণী সেনা দুই ভাই কাটে ॥
সমরে আসিয়াছিল ভল্লুক বানর।
হাতে করি কেহ গাছ কেহ বা পাথর ॥
সুগ্রীব অঙ্গদ যুঝে বীর হনুমান্।
কোটি কোটি সেনাপতি যুঝে সাবধান ॥
রাক্ষস ভল্লুক কপি রূপে ভয়ঙ্কর।
নানা অস্ত্র এড়ে তারা পাদপ পাথর ॥
রাক্ষস বানর আর যতেক ভল্লুক।
নিরখিয়া লব-কুশ করিছে কৌতুক ॥
লব বলে, কুশ ভাই, শুনহ বচন।
হের দেখ কটকের বিকট বদন ॥
হেন সব মুখ কভু নাহি দেখি আর।
দেখিতে শরীর যেন পর্ব্বত-আকার ॥
বানর ভল্লুক বীর যুঝিছে বিস্তর।
নানা অস্ত্র এড়ে তারা পাদপ পাথর ॥
রাক্ষসেরা বাণ এড়ে পূরিয়া সন্ধান।
লব কুশ দেখিয়া না হয় আগুয়ান ॥
লব বলে, কুশ ভাই, কার মুখ চাই।
বিকট কটক মারি পাড়ি দুই ভাই ॥
সেই দিকে দুই ভাই পূরিল সন্ধান।
সন্ধান পূরিয়া এড়ে চোখ-চোখ বাণ ॥

বাণে বিন্ধ রাক্ষস বানর যত পড়ে।
যেমন কদলী বৃক্ষ পড়ে মহাঝড়ে ॥
লব বলে, কুশের কি শিক্ষা চমৎকার।
রাক্ষস বানর আদি পড়িল অপার ॥
পরে যুদ্ধে আইলেক সুগ্রীব বানর।
দ্বাদশ যোজন আনে পাথর সত্বর ॥
ক্রোধভরে পর্ব্বতে উপাড়ে দুই হাতে।
ইচ্ছা করে মারে লব-কুশের শিরেতে ॥
বাণে কাটি লব-কুশ করে খান্ খান্।
আর বাণে সুগ্রীবের লইল পরাণ ॥
তবে ত অঙ্গদ বীর আইল সত্বরে।
ধরিবারে চাহে দোঁহে আপনার জোরে ॥
এতেক ভাবিয়া বীর লাফ দিয়া যায়।
লব-কুশের বাণ পড়ি তার পুড়ে গায় ॥
পড়িল অঙ্গদ বীর সেই বাণ খাইয়া।
হনুমান্ আইলেন হাতে গদা লৈয়া ॥
পর্ব্বত এড়িল লব-কুশের উদ্দেশে।
বাণে কাটি লব-কুশ ফেলায় আকাশে ॥
কুশ বাণ মারে হনুমানের উপরে।
হনুমান্ মূর্চ্ছাগত পড়ে সে সমরে ॥
দেখিয়া হনুর দশা অপর বানর।
ত্রাসে পলাইয়া যায় হইয়া কাতর ॥
বেড়াপাক বাণ কুশ পূরিল সন্ধান।
বেড়াপাকে সবাকার লইল পরাণ ॥
রাক্ষস ভল্লুক যে পড়িল কপিগণ।
ইহার মধ্যেতে এড়াইল তিন জন ॥
অমর কারণে এড়াইল তিন বীর।
দুই কটকের রক্তে বহে যেন নীর ॥
রক্তেতে ভাসিয়া নদী হইল পাথার।
দেখিয়া রামের মনে লাগে চমৎকার ॥
আছিল ছায়ান্ন কোটি শ্রীরামের সেনা।
হস্তী ঘোড়া ঠাট তার নাহি এক জনা ॥
শ্রীরামের সেনাপতি বীর মহামতি।
গিয়াছিল রণস্থলে সৈন্যের সংহতি ॥
শ্রীরামের আগে কহে করি জোড় হাত।
প্রাণ ল'য়ে দেশেতে চলহ রঘুনাথ ॥
যদি রঘুনাথ, দেশে করহ গমন।
তবে ত সবার রক্ষা, নতুবা মরণ ॥
শিশু নহে দুই জন সাক্ষাৎ যে যম।
ত্রিভুবনে বীর নাই এ দোঁহার সম ॥
শ্রীরাম বলেন, আইলাম সৈন্যসাথে।
সব সৈন্য মজাইয়া যাইব কি মতে ॥
মজাইয়া সর্ব্বস্ব কেমনে যাব ঘর।
সাবধানে যুঝ, সৈন্য, না করিহ ডর ॥
সেনাপতি সকলে রামের আজ্ঞা পায়।
ধনুর্ব্বাণ হাতে করি যুঝিবারে যায় ॥
একবারে সব সৈন্য পূরিল সন্ধান।
সন্ধান পূরিয়া এড়ে চোখ চোখ বাণ ॥
কোটি কোটি চোখ বাণ সেনাপতি এড়ে।
লব-কুশে নিরখিয়া আগু নাহি সরে ॥
সেনাপতি সকলে লাগিল চমৎকার।
পলাইয়া সব সৈন্য, হৈল চক্রাকার ॥
সেনাপতি ভঙ্গ দিল, লব-কুশ হাসে।
ডাক দিয়া শ্রীরামেরে বলে লব-কুশে ॥
যুদ্ধে ভঙ্গ দিলেক তোমার সেনাপতি।
হেন ঠাট কেন রাম, করহ সংহতি ॥
পাইয়া শ্রীরাম লজ্জা, করেন উত্তর।
যায় যাউক ঠাট আমি আছি একেশ্বর ॥
আমি আছি একাকী তোমরা দুইজন।
এক বাণে পাঠাইব যমের সদন ॥

তিন জনে এত যদি বচন কহিল।
সে সকল সেনাপতি আবার আসিল ॥
চারিদিকে ছেয়ে লব-কুশেরে বেড়িল।
লব কুশ নিরখিয়া জ্বলিয়া উঠিল ॥
সেনাপতিগণ আসি যবে জোড়ে বাণ।
লব-কুশে দেখিয়া না হয় আগুয়ান ॥
সেনাপতিদের কাছে যত অস্ত্র ছিল।
ফুরাইল সব বাণ, তূণ শূন্য হৈল ॥
সেনাপতিগণে রণে করিল বিরথী (১)।
বলে লব-কুশ, সেনা সকলের প্রতি ॥
তোমা সবাকার যুদ্ধ হৈল অবসান।
মোরা দুই ভাই পুরি এখন সন্ধান ॥
এড়িলেক বাণ গোটা তারা যেন ছুটে।
সেনাপতি ছাপান্ন কোটির মাথা কাটে ॥
বাসুকী তক্ষক যেন বাণের গর্জ্জন।
পড়িল সকল সৈন্য নাহি একজন।
　পড়িল সকল সৈন্য নাহিক দোসর (২)।
সবে মাত্র শ্রীরাম আছেন একেশ্বর ॥
চিন্তা করিলেন রাম হইয়া উদাস।
ডাক দিয়া লব-কুশ করে উপহাস ॥
সর্ব্বলোকে বলে তোমা ধার্ম্মিক শ্রীরাম।
অলক্ষিতে যত তুমি করিলা সংগ্রাম ॥
দুইজনের প্রতি যদি তিন জন রোষে।
ধর্ম্মনাশ হয়, মরে আপনার দোষে ॥
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটকের নাহি সংখ্যা।
সতী-পুত্র আমরা যে তেঁই পাই রক্ষা ॥
　কহেন শ্রীরাম কিছু হইয়া লজ্জিত।
তোমরা যে কিছু বল নহে অনুচিত ॥
পৃথিবী-মণ্ডলে আমি রাজ-চক্রবর্ত্তী।
না জানি কতেক ঠাট আইল সংহতি ॥
আমারে জিনিতে কেবা পারে ত্রিভুবনে।
পুত্র বিনা আমাকে নাহিক কেহ জিনে ॥
আমার পুত্রের স্থানে আছে পরাজয় (৩)।
পিতাকে জিনিতে পুত্র পারে শাস্ত্রে কয় ॥
আমার আকৃতি দেখি তোমরা দুজন।
মম পুত্র হও যদি না করিব রণ ॥
পরিচয় দেহ কি বা আমার নন্দন।
লব-কুশ বলিয়া তোমরা দুই জন ॥
রাবণ দুর্জ্জয় বীর ছিল লঙ্কা-দেশে।
আমার সহিত রণে মরিল সবংশে ॥
　শুনিয়া রামের কথা দুই ভাই হাসে।
ডাক দিয়া রামেরে বলিছে অবশেষে ॥
শুনহ তোমারে বলি অবোধ শ্রীরাম।
বড় ভয় পেলে তুমি করিতে সংগ্রাম ॥
পুত্র পুত্র বলিয়া চাহিছ পরিচয়।
হেন বুঝি সমর করিতে ভয় হয় ॥
কোথা শুনিয়াছ তুমি পিতা-পুত্রে রণ।
আপনার পুত্র বলি ভাব মনে-মন ॥
রণেতে পণ্ডিত তুমি নিজে মহারাজ।
বারে বাঁরে পুত্র বল, নাহি বাস লাজ ॥
রাবণে মারিয়া কত আপনা বাখান'।
পড়িলে বীরের হাতে ভাল মতে জান ॥
অধিক কি কব, রাম, শুনহ উত্তর।
ক্ষত্রিয় হইয়া কেন হইলে কাতর ॥
আমরা মুনির পুত্র সেই মত বল।
তুমি ত ধরণীপতি কেন কর ছল (৪) ॥

---

(১) বিরথী—হীন যোদ্ধা। (২) দোসর—সহচর ; সঙ্গী। (৩) নিকষার অভিশাপ। ৬১৪ পৃষ্ঠার পাদটীকায় বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য। (৪) মুনির পুত্র আমরা, সুতরাং আমরা দুর্ব্বল হইতে পারি ; কিন্তু তুমি রাজা হইয়া এত ভীত হইলে কেন? লব-কুশের ইহাই বলিবার উদ্দেশ্য।

শ্রীরাম বলেন, শুন বলি লব-কুশ।
বালকের সহ যুদ্ধে কি হবে পৌরুষ ॥
তোমা দোঁহা দেখি যেন আমার আকৃতি।
পরিচয় না দিলে তোমরা অল্পমতি ॥
কটক পড়িল, আমি না যাইব দেশে।
অবশ্য করিব রণ যেবা হয় শেষে ॥
আমার সহিত যুদ্ধে কারো নাহি রক্ষা।
এখনি দেখাই যত অস্ত্রের পরীক্ষা ॥
পিতা-পুত্রে গালাগালি কেহ নাহি চিনে।
গালাগালি মহাযুদ্ধ বাজে এই তিনে ॥
মহাক্রোধে রঘুনাথ পূরেন সন্ধান।
দুই শিশু উপরে এড়েন মহাবাণ ॥
নানা অস্ত্র এড়েন শ্রীরাম কোপান্বিত।
মহাব্যস্ত লব-কুশ পলায় ত্বরিত ॥
দুই ভাই পলাইল, রাম পান আশ।
তাঁহার বাণেতে গিয়া ছাইল আকাশ ॥
অন্ধকার হইল সংসার সেই বাণে।
আগু হৈয়া যুঝিতে না পারে দুই জনে ॥
এই মত দুই ভাই গেল পলাইয়া।
বিলাপ করেন রাম রথেতে বসিয়া (২) ॥

শ্রীরামের বিলাপ

হরি হরি, (৩) ক্ষুণ্ণ মন, দেখিয়া অদ্ভুত রণ,
ভূমিতে বসিয়া রঘুনাথ।
ভ্রাতৃ-মৃত্যু সৈন্য-ধ্বংস, পরাভূত রঘুবংশ,
হেরি রাম করে অশ্রুপাত ॥
দৈব যদি হয় বাম, সিদ্ধ নহে কোন কাম,
যজ্ঞ হৈল সংহার-কারণ।
তখনি জানিল মন, জিনিতে নারিব রণ,
যখন পড়িল শত্রুঘন ॥
সুদিন কুদিন, দুই, বিধাতার সৃষ্টি এই,
এবে সেই বীর হনূমান্।
যে গন্ধমাদন আনে, কুম্ভকর্ণে জিনে রণে,
লোটায় শিশুর খেয়ে বাণ ॥
সুগ্রীব প্রভৃতি বলে, সাঁতায় সাগর-জলে,
মহাযুদ্ধ কৈল লঙ্কাপুরে।
হেন জনে শিশু মারে, অঙ্গদ দেবেন্দ্র মরে,
এত করাইল দৈবে মোরে ॥
কত ব্রহ্মবধ কৈনু, যজ্ঞ মধ্যে ভস্ম দিনু,
পাতক করিনু কত আর।
কত বড় নাম ছিল, দণ্ড মধ্যে ভস্ম হৈল,
পরাভব হইল আমার ॥
যে বংশে সগর রাজা, রঘুবীর মহাতেজা,
ভগীরথ বেণ (১) মহাশয়।
হেন বংশে জনমিয়া, না করি বংশের ক্রিয়া,
জিনে মোরে মুনির তনয় ॥
মরিল যে তিন ভাই, মিত্রবর্গ কেহ নাই,
যে সবারে আনিলাম রণে।

---

(১) ভ্রাতৃগণের মৃত্যু ও সৈন্যগণের বিনাশ, এজন্য শ্রীরামের বিলাপ—ইহা স্বাভাবিক; কিন্তু যে লব-কুশকে তিনি স্বীয় পুত্র বলিয়া অনুমান করিতে ছিলেন সেই লব-কুশ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল—এজন্য তাহাদের বীরত্বে সন্দেহও রামচন্দ্রের বিলাপের কারণ হইতে পারে। (২) হরি হরি—খেদ-প্রকাশের উক্তি। (১) বেণ—ধ্রুবের অধস্তন সপ্তম পুরুষের নাম অঙ্গ। অঙ্গের পত্নী সুনীথা। এই সুনীথার গর্ভে 'বেণ'-এর উৎপত্তি হয়। বেণ অতিশয় উগ্রস্বভাব ছিলেন। এই জন্য রাজর্ষি অঙ্গ বিরক্ত হইয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলে রাজ্য অরাজক হইবার আশঙ্কায় মুনিগণ বেণকেই সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। কিন্তু বেণ সিংহাসনে বসিয়া বিশেষ অত্যাচার আরম্ভ করিলে মুনিগণ অভিশাপ

মরিল যাহার পতি,　　অনাথ হইল সতী,
অকীর্ত্তি রহিল এ ভুবনে ॥

বিধাতা নির্দ্দয় হ'য়ে,　　এত বড় বাড়াইয়ে,
সর্ব্বনাশ করিলেক শেষে ।

হায় হায় কি হইল,　　বংশে কেহ না থাকিল,
পৃথিবী পুরিল অপযশে ॥

মাতৃগণ আছে ঘরে,　　প্রাণ দিবে অনাহারে,
শক্রগণে নাশিবেক পুরী ।

অযোধ্যা কিষ্কিন্ধ্যা লঙ্কা,　　হইল জীবন শঙ্কা,
পতিহীনা হৈল সর্ব্বনারী ॥

সূর্য্য বিনা দিবা নহে,　　জল বিনা মৎস্য নহে,
অরাজক পুরীর সংহার ।

এই সে থাকিল দুখ,　　না দেখি বন্ধুর মুখ,
কোথায় রহিল পরিবার ॥

বিদরিয়া যায় বুক,　　না দেখি সীতার মুখ,
মজিল যে অযোধ্যার রাজ্য ।

চারি ভাই এক মাসে,　　মরিলাম এক দেশে,
প্রতিকূল বিধির এ কার্য্য ॥

দুই শিশু যম সম,　　নর বলি করি ভ্রম,
কুম্ভকর্ণ কিম্বা দশানন ।

জাতিস্মর (১) দুই জন,　　করিতে আইল রণ,
পূর্ব্ব বৈর (২) করিতে সাধন ॥

কিংবা সে লবণ খর,　　হইয়া আইল নর,
পূর্ব্ব বৈরী (৩) করিতে সংহার ।

মারিল সকল জনে,　　সুগ্রীব শ্রীবিভীষণে,
যত সব সুহৃদ্ আমার ॥

সুহৃদ্ আছিল যারা,　　প্রায় গতপ্রাণ (৪) তারা,
আর কারে করিব সহায় ।

আজি দুই শিশু মারি,　　কিম্বা যে আপনি মরি,
তবে ক্ষত্রধর্ম্ম রক্ষা পায় ॥

আজি দুই শিশু মারি,　　সে রক্তে তর্পণ করি,
তবে আমি রঘুবংশ (৫) হই ।

যুঝিব শিশুর সনে,　　এই দাঁড়াইনু রণে,
নাহি দেখি গতি ইহা বই ॥

এতেক ভাবিয়া মনে,　　শ্রীরাম চলেন রণে,
জীবনেতে হইয়া হতাশ ।

রামায়ণ সুধাভাণ্ড,　　তাহার উত্তরাকাণ্ড,
গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

লব-কুশের সহিত যুদ্ধে শ্রীরামের পরাজয় ।

কুশ বলে, লব, তুমি মোর জ্যেষ্ঠ ভাই ।
হারিয়া চলিল রাম আমা দোঁহার ঠাঁই ॥
একেবারে দুই ভাই করিব সংগ্রাম ।
চল ঝাট মারি গিয়া আমরা শ্রীরাম ॥
কুশ হৈতে অস্ত্র-শিক্ষা লব ভাল ধরে ।
এড়িয়া চিকুর বাণ দিক্ আলো করে ॥

দিয়াছিলেন। এই অভিশাপে বেণের মৃত্যু হয়। কিন্তু সুনীথা বিদ্যা প্রভাবে পুত্রের কলেবর প্রতিপালন করিতে থাকেন। বেণের মৃত্যুতে দেশ অরাজক হইলে ব্রাহ্মণগণ সুনীথা কর্ত্তৃক রক্ষিত বেণের মৃত দেহের বাহুদ্বয় মন্থন করিতে থাকেন। সেই মন্থনে এক পুরুষ ও এক স্ত্রীর উৎপত্তি হয়। পুরুষের নাম পৃথু ও স্ত্রীর নাম অর্চ্চি। পরে ব্রাহ্মণগণ সদয় হইয়া মৃত বেণের জীবন দান করেন ও নানা সদুপদেশ দিতে থাকেন। ব্রাহ্মণগণের উপদেশে বেণ অসৎবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর উপাসনা করেন ও পরিশেষে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।—ভাগবত।

(১) জাতিস্মর—যাহার পূর্ব্ব জন্মের বিবরণ মনে থাকে। (২) বৈর—শত্রুতা। (৩) বৈরী—শত্রু। (৪) গতপ্রাণ—মৃত। (৫) রঘুবংশ—রঘুবংশোদ্ভব।

লবের বাণেতে ব্যর্থ শ্রীরামের বাণ।
আকাশেতে অগ্নি জ্বলে পর্ব্বত-সমান ॥
লবের বাণেতে সব অন্ধকার ঘুচে।
সন্ধান পূরিয়া গেল শ্রীরামের কাছে ॥
একেবারে দুই ভাই পূরিল সন্ধান।
বাণের প্রতাপ দেখি পাছু হন রাম ॥
ক্ষণে রাম আগু হন, ক্ষণে দুই ভাই।
বাণের ঠন্‌ঠনি শুনি, লেখা-জোখা নাই ॥
হইল রামের বাণে ক্লান্ত দুই জন।
শঙ্কান্বিত লব-কুশ ভাবে মনে-মন ॥
যে অস্ত্র জোড়েন রাম করিয়া শৃঙ্খলা (১)।
সে লব-কুশের গলে হয় পুষ্পমালা ॥
লব-কুশ দুই ভাই যে যে অস্ত্র ফেলে।
রামের চরণ বন্দি প্রবেশে পাতালে ॥
এইরূপে পিতা-পুত্রে বাজিল সমর।
স্বর্গেতে কৌতুক দেখে যতেক অমর ॥
কেহ কারে নাহি পারে সমান উভয়।
পিতার সদৃশ পুত্র, কেহ ছোট নয় ॥
দুই দিকে দুই ভাই, রাম একেশ্বর।
বাণে বিদ্ধ রামচন্দ্র হলেন কাতর ॥
নানা অস্ত্র দুই ভাই এড়ে দুই ভিত।
কোন্ দিক্ রাখিবেন, শ্রীরাম চিন্তিত ॥
চাহিতে লবের পানে কুশ এড়ে বাণ।
লব বিন্ধে যদ্যপি কুশের পানে চান ॥

একেবারে দুই ভাই পূরিল সন্ধান।
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়েন শ্রীরাম ॥
পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ যেই আছে এক শাপ (২)।
সমরে পুত্রের হাতে হারিবেন বাপ ॥
লব এড়িলেন বাণ নামে অস্ত্রকলা।
ধনুর্ব্বাণ সহিত রামের বান্ধে গলা ॥
কুশ বাণ এড়িলেন অক্ষয়জিৎ নাম।
বুকেতে বাজিয়া ভূমে পড়িলেন রাম ॥
করেন ছট্‌ফট রাম প্রাণমাত্র আছে।
শীঘ্র গেল দুই ভাই ভাই শ্রীরামের কাছে ॥
নড়িতে নারেন রাম বাণে অচেতন।
লব-কুশ কাড়ি লয় গাত্র আভরণ ॥
কাণের কুণ্ডল নিল মাথার টোপর।
নিল হার কেয়ুর হাতের ধনুঃশর ॥
সংগ্রামের বেশ কাড়ি লয় দুই ভাই।
অস্ত্র-শস্ত্র ধনুর্ব্বাণ কিছু ছাড়ে নাই ॥
হনুমান্ জাম্ববান্ উভয় অমর।
দুই জন নাহি মরে শত মন্বন্তর (৩) ॥
উঠিবার শক্তি নাই, বাণে অচেতন।
সেই পথ দিয়া লব-কুশের গমন ॥
যাইতে দেখিল পথে বানর ভল্লুক।
মুখ দেখি উভয়ের বাড়িল কৌতুক ॥
সাঙ্গি (৪) বান্ধি উভয়কে লইলেক স্কন্ধে।
রণ-জয়ী দুই ভাই চলিল আনন্দে ॥

---

(১) শৃঙ্খলা—নিয়ম। (২) রাবণ-বধান্তে রামচন্দ্র বানর-সেনা ও হনুমানাদির সহিত সাগর-কূলে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে রাবণ-জননী নিকষা সেইখানে উপস্থিত হইল। রামচন্দ্র তাহার শোক-কাতর রূপ দেখিয়া মানবের অবস্থান্তরের পরিচয়ে একটু হাস্য করেন। রামের হাসি দেখিয়া নিকষার অত্যন্ত ক্রোধ হয়। এই জন্য নিকষা রামচন্দ্রকে অভিশাপ দেন যে, 'পুত্রের সহিত যুদ্ধে তোমার পরাজয় হইবে।' (৩) মন্বন্তর—দেবতাদের ৭১ যুগ। স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষ-সাবর্ণি, ব্রহ্ম-সাবর্ণি, ধর্ম্ম সাবর্ণি, রুদ্র-সাবর্ণি, দেব-সাবর্ণি ও ইন্দ্র সাবর্ণি—এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্ম মানস-পুত্রের রাজত্বকাল এক এক মন্বন্তর নামে কথিত। (৪) সাঙ্গি—চারিজনে বহিয়া লইয়া যাইতে পারে এইরূপ ভারবহবিশেষ।

সীতা-বিলাপ।

সত্তর দিবসে দুই ভাই গেল ঘর।
কান্দিয়া জানকী দেবী অত্যন্ত কাতর ॥
হনুমান্ জাম্ববান্ দুর্জ্জয় শরীর।
দ্বারে না সান্ধায়, (১) তেঁই থুইল বাহির ॥
এক-দৃষ্টে চাহেন জানকী করি ধ্যান।
হেনকালে দুই ভাই গেল সেই স্থান ॥
দেখিয়া জানকী হইলেন উত্তরোলী (২)।
দুই ভাই লইল মায়ের পদধূলি ॥
দুই ভাই বসিল মায়ের বিদ্যমান।
যুদ্ধ-কথা কহিতে লাগিল তাঁর স্থান ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ যে ভরত শত্রুঘন।
এ সবার সহিত করিলাম বহু রণ ॥
বহু অক্ষৌহিণী সেনা, ভাই চারি-জন।
বাহুড়িয়া দেশেতে না করিল গমন ॥
এসেছিল যত সেনা, কেহ তার নাই।
কহি যে অপূর্ব্ব কথা, শুন মাতা তাই ॥
দুর্জ্জয় দুইটা জন্তু এনেছি বান্ধিয়া।
দ্বারে না প্রবেশে মাগো দেখহ আসিয়া ॥
ধনুর্ব্বাণ আনিয়াছি রথের সাজন।
এই দেখ এনেছি রামের আভরণ ॥
দেখিয়া জানকী দেবী চিনিয়া তখন।
শিরে করি করাঘাত করেন রোদন ॥
হায় হায় কি করিলি ওরে লব-কুশ।
পিতৃহত্যা করিয়া কি রাখিলি পৌরুষ ॥
কোন্খানে মারিলি সে কমল-লোচনে।
চল ঝাট পড়ি গিয়া প্রভুর চরণে ॥
কেমনে দেখিব গিয়া শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
কেমনে দেখিব সে ভরত-শত্রুঘন ॥
কোন্খানে হয়েছিল সমর-প্রসঙ্গ।
শৃগাল কুকুর পাছে স্পর্শে প্রভু-অঙ্গ ॥
ধেয়ে যান সীতা-দেবী কেশ নাহি বান্ধে।
তাঁর পিছে শিরে-হাত দুই ভাই কান্দে ॥
সীতা আসি বাহিরে দেখেন বিদ্যমান।
হস্ত-পদ-বান্ধা হনুমান্ জাম্ববান্ ॥
মৃতপ্রায় অচেতন, বহে মাত্র শ্বাস।
দেখিয়া সীতার মনে হইল তরাস ॥
জানকী বলেন, লব, কি করিলি কর্ম্ম।
তোরা বিদ্যা শিখিয়া নাশিলি জাতি-ধর্ম্ম ॥
তোমা হইতে জ্যেষ্ঠ পুত্র হয় হনুমান্।
এই হনুমান্ মোর দিল প্রাণদান ॥
বানর হইয়া গেল সাগরের পার।
হনুমান্ পুত্র মোর ক'রেছে উদ্ধার ॥
ইহারে করিলি বধ অবোধ বালক।
শুনিলে এ সব কথা কি কহিবে লোক ॥
পিতা-পিতৃব্যের তোরা বধিলি জীবন।
বিষপান করি প্রাণ ত্যজিব এখন ॥
এখনি মরিব আমি প্রভুর সাক্ষাৎ।
কলঙ্ক না লুকাইবে হইবে বিখ্যাত ॥
কোথায় মারিলি তাঁরে ঝাট চল দেখি।
এতক্ষণ প্রাণ আর কার তরে রাখি ॥
অশ্রুজলে জানকীর তিতিল বসন।
লব-কুশ প্রতি কত করেন ভর্ৎসন ॥
লব কুশ, শীঘ্র এই ঘুচাও বন্ধন।
হনুমান্-জাম্ববানে করহ মোচন ॥
পাইয়া মায়ের আজ্ঞা ভাই দুই জন।
খসাইল উভয়ের সে দৃঢ় বন্ধন ॥
উঠিয়া বসিল জাম্ববান্ হনুমান্।
কহিলেন সীতাদেবী আসি বিদ্যমান ॥

(১) সান্ধায়—ঢোকে। (২) উত্তরোলী—ব্যাকুলা।

এক সত্য হনূমান্ করিহ পালন।
কারো ঠাঁই না কহিও এ সব বচন॥
তোমার রামের পুত্র এই দুই ভাই।
না চিনি করিল যুদ্ধ ক্রোধ ক'রো নাই॥
যান সীতা মণিহারা ভুজঙ্গিনী-প্রায়।
ক্রন্দন করিয়া তাঁর পিছে দোঁহে যায়॥
শ্রীরাম-উদ্দেশেতে চলেন তিন জন।
উপস্থিত হইলেন যথা হৈল রণ॥
দেখিলেন সংগ্রামে পড়িয়া চারি জন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শ্রীভরত শত্রুঘন॥
হস্তী ঘোড়া ঠাট কত পড়েছে অপার (১)।
দেখিয়া ত জানকী করেন হাহাকার॥
কাতর হইয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
রামের চরণ ধরি কহেন তখন॥
হইয়া তোমার পুত্র মারিল তোমারে।
এ কেবল ঘটে সে আমার কর্ম্ম-ফেরে॥
মন্দর (২) তোমার বাণে নাহি ধরে টান।
ছাওয়ালের বাণে প্রভু, হারাইলে প্রাণ॥
সর্ব্বলোকে বলিতেন অবিধবা সীতা।
আমারে বিধবা করে কেমন বিধাতা॥
অগ্নিতে প্রবেশ করি ত্যজিব জীবন।
জন্মে জন্মে পাই যেন তোমার চরণ॥
শিরে-হাত লব-কুশ করিছে ক্রন্দন।
মায়ের চরণ ধরি বলিছে বচন॥
ক্ষমা কর জননী গো, না কর ক্রন্দন।
মজিলাম তব দোষে মোরা তিন জন॥
তুমি না বলিলে মা শ্রীরাম মম পিতা।
আপনার দোষে এত হইলে তাপিতা॥
পিতৃবধ করিয়া বড়ই পাই লাজ।
অগ্নিতে পুড়িয়া মরি, প্রাণে নাই কাজ॥
এই মহাপাপে আর নাহিক নিস্তার।
অগ্নিতে পুড়িয়া আজি হইব অঙ্গার॥
সীতা বলে, আগে অগ্নি করিব প্রবেশ।
যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবা অবশেষ॥
তিন জন গেল তারা যমুনার তীরে।
তিন কুণ্ড কাটিলেক দুই সহোদরে॥
তাহাতে আনিয়া কাষ্ঠ জ্বালিল অনল।
জ্বলিয়া উঠিল অগ্নি গগনমণ্ডল॥
স্নান করি পরিলেন পবিত্র বসন।
অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন তিন জন॥

বাল্মীকি-সমাগম ও সসৈন্য রাম-
লক্ষ্মণাদির প্রাণলাভ।

চিত্রকূট-পর্ব্বতে বাল্মীকি তপোধন।
দেখিয়া অগ্নির ধূম বিচলিত-মন॥
রক্তেতে তর্পণ ক'রে মুনির বিস্ময়।
তর্পণ করেন সব যেন রক্তময়॥
মুনি বলে, লব-কুশ পাড়িল প্রমাদ।
দেশেতে চলেন মুনি করিয়া বিষাদ॥
ছ'মাসের পথ এল চক্ষুর নিমেষ।
দেখে তিনজনে অগ্নি করিছে প্রবেশ॥
অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়াছে, মহামুনি দেখে।
হেনকালে গেলা মুনি সীতার সম্মুখে॥
গৃধিনী শকুনি আর শৃগালের রোল।
কলকল ধ্বনি আর জলের হিল্লোল॥

(১) অপার—অসংখ্য। (২) মন্দর—পর্ব্বত-বিশেষ; সমুদ্র-মন্থন-কালে এই পর্ব্বতকে দেবাসুরগণ মন্থন-দণ্ডরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। বৈদ্যনাথের নিকটস্থ স্বনামখ্যাত পর্ব্বত-বিশেষ।

বাল্মীকি বলেন, সীতা, প্রাণ ত্যজ নাই।
বাঁচিবেন এখনি রাঘব চারি ভাই ॥—৭১৩ পৃঃ

THE ASIATIC SOCIETY
700 016

নাহি চাহিলেন সীতা উভয় ছাওয়ালে।
শ্রীরামেরে নিরখিয়া প্রবেশে পাতালে ॥— ৭২০ পৃঃ

দেখিয়া সীতার প্রতি জিজ্ঞাসেন মুনি।
প্রমাদ পড়িল কিবা, সীতা, কহ শুনি ॥
জানকী বলেন, প্রভু, না জান কারণ।
লব-কুশ তোমার করিল মহারণ ॥
পড়িলেন তাহাতে রাঘব চারি জন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শ্রীভরত শত্রুঘন ॥
কেমনে কহিব কথা, মুখে না আইসে।
পিতৃবধ করিলেক লব আর কুশে ॥
এতদিন ভাল ছিনু তোমার প্রসাদে।
শিখাইয়া ধনুর্ব্বিদ্যা পড়িনু প্রমাদে ॥
তুমি শিখাইলে মুনি নানা অস্ত্রশিক্ষা।
ত্রিভুবন যুঝে যদি কারো নাই রক্ষা ॥
আপনি শ্রীরঘুনাথ ত্রিভুবন জিনে।
শিশু হৈয়ে সে রামেরে জিনে দুই জনে ॥
রঘুনাথ বিনা মোর না র'বে জীবন।
অগ্নিতে প্রবেশ করি এই তিন জন ॥
বাল্মীকি বলেন, সীতা, প্রাণ ত্যজ নাই।
বাঁচিবেন এখনি রাঘব চারি ভাই ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শ্রীভরত শত্রুঘন।
উঠিবেন, পড়িয়াছে আর যত জন ॥
ক্ষমা দেহ জানকী, তোমারে বলি আমি।
দুই পুত্র লইয়া আশ্রমে চল তুমি ॥
জানকী বলেন, দেখি প্রভুর চরণ।
তবে ত আশ্রমে আমি করিব গমন ॥
এতেক শুনিয়া মুনি বসিলেন ধ্যানে।
জগতের যত কথা মুনি সব জানে ॥
তপোবনে কুণ্ড আছে মৃতজীবী জল।
মুনি ধ্যান করিয়া জানিল সে সকল ॥
মুনি বলে, শিষ্য, শুন আমার বচনে।
এই জল ছড়াইয়া দেহ তপোবনে ॥
মৃত সৈন্য পড়িয়াছে যত যত দূরে।
তত দূরে ছড়াইয়া দেহ এই নীরে ॥
এক মন্ত্র পড়ি জল দিলা মহামুনি।
তপোবনে ছড়াইয়া দিলেন তখনি ॥
কটকের গায়েতে যতেক লাগে ছড়া।
অসংখ্য কটক উঠে দিয়া অঙ্গ-ঝাড়া ॥
মৃত্যুজীবী জল যদি হৈল পরশন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আদি উঠিল তখন ॥
উঠিল হাজার কোটি মুখ্য সেনাপতি।
তিন কোটি উঠিলেক মদমত্ত হাতী ॥
উঠিল তিরাশি কোটি শ্রেষ্ঠ তাজী ঘোড়া।
সত্তরি অক্ষৌহিণী সেনা দেয় গাত্র-মোড়া ॥
সুগ্রীব অঙ্গদ উঠে ল'য়ে কপিগণ।
ভল্লুক রাক্ষস যত উঠে ততক্ষণ ॥
কটকের কোলাহল হৈল গণ্ডগোল।
মুনি বলে, শুন সীতা, কটকের রোল ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আদি যত যত বীর।
উঠে সৈন্য-সামন্ত যত অক্ষত শরীর ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শ্রীভরত শত্রুঘন।
দূর হৈতে দেখি সীতা পাইল জীবন ॥
রাম-জয় করিয়া ডাকিছে কপিগণ।
মুনি বলে, শুন সীতা, আমার বচন ॥
আমি হেথা থাকিলে না হইত এমন।
দুই পুত্র লৈয়া ঘরে করহ গমন ॥
লব কুশ সীতা তিনে মুনি নমস্কারি।
লুকাইয়া রহিলেন বাল্মীকির পুরী ॥
সীতারে চিনিয়াছিল পবন-নন্দন।
বাল্মীকির মায়াজালে পাসরে তখন ॥
শ্রীরামের সঙ্গে মুনি করে সম্ভাষণ।
চারি ভাই করিলেক মুনিকে বন্দন ॥

শ্রীরাম বলেন, মুনি, তোমার প্রসাদে।
রক্ষা পাইলাম সবে পড়িয়া প্রমাদে॥
কিন্তু মুনি, জানিতে বাসনা মনে হয়।
কাহার তনয় দুটি দেহ পরিচয়॥
মুনি বলে, রাম, আমি না ছিলাম দেশে।
কাহার তনয় সেই না জানি বিশেষে॥
এখন সে বালকের না পাবে দর্শন।
দেশে লৈয়া আমি তারে করাব মিলন॥
অশ্ব লৈয়া রঘুনাথ যাও তব দেশে।
যজ্ঞপূর্ণ কর গিয়া অশেষ-বিশেষে॥
সকল সহিত রাম চলিলেন দেশে।
রচিল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে॥

—

লব কুশ কর্তৃক রামায়ণ-গান।

এ সব গাইল গীত জৈমিনী ভারতে।
সম্প্রতি যে কিছু গাই বাল্মীকির মতে॥
ঘোড়া আনি করি রাম যজ্ঞ-সমাপন।
নানা দেশী দ্বিজগণে দিলা বহু ধন॥
বড় পরিপাটী যজ্ঞ করেন দুষ্কর।
শিষ্য সহ আইল বাল্মীকি মুনিবর॥
মুনিরে দেখিয়া রাম সম্ভ্রমে উঠিয়া।
বসিতে আসন দেন পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া॥
বার শত শিষ্য আইল মুনির সংহতি।
লব-কুশ দুই ভাই মিশাইল তথি॥
মুনির মিশালে আছে, নাহি পরিচয়।
বিষ্ণু-অবতার দোঁহে রামের তনয়॥
শ্রীরাম বলেন, শুন ভরত এখন।
মুনি রহিবারে দেহ দিব্য আয়োজন॥
লব-কুশ দুই ভাই মুনির সংহতি।
দুই ভাই লৈয়া মুনি করেন যুকতি॥
মুনি বলে, লব-কুশ, শুন সাবধানে।
ধনুক-সঙ্গীত-বিদ্যা পেলে মোর স্থানে॥
ধনুর্ব্বিদ্যা দেখাইলা আমার গোচর।
বিক্রমে দুর্জ্জয় হও দুই সহোদর॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ ত্রিভুবন জিনে।
শিশু হৈয়ে তাঁহারে জিনিলা দুই জনে॥
ধনুর্ব্বিদ্যা তোমরা যে করিলা সুশিক্ষা।
সাক্ষাতে পেলাম আমি তাহার পরীক্ষা॥
গীত-বাদ্য রামায়ণ শিখিলে দু'জন।
শ্রীরামের আগে কালি গেয়ো রামায়ণ॥
অনেক দ্বীপের রাজা আইল এ স্থানে।
রামায়ণ-গীত কালি গাইবে দু'জনে॥
দুই ভাই কর মোর কবিত্ব প্রচার।
ঘুষিবারে থাকে যেন সকল সংসার॥
যাহারে প্রসন্না হন সরস্বতী দেবী।
আমি আদি করিয়া সকলে তাঁরে সেবি॥
সভা করি বসিবেন শ্রীরাম যখন।
সাবধানে গাইবে তোমরা রামায়ণ॥
পরে জিজ্ঞাসিবে রাম সভার ভিতর।
বাল্মীকির শিষ্য, হেন কহিও উত্তর॥
আর যুক্তি বলি শুন তোমা দুই জন।
মিষ্ট-স্বরে উভয়েতে গাহ রামায়ণ॥
যখন গাইবে গীত সীতার বর্জ্জন।
না বলিও শ্রীরামেরে কোন কুবচন॥
জগতের নাথ রাম পরম-পূজিত।
কুকথা কহিতে তাঁরে না হয় উচিত॥
যখন যাইবে শুন রামের সভায়।
তখন করিবে বেশ তপস্বীর প্রায়॥

বীর-বেশ দেখি রাম পাইবেন ত্রাস।
আরবার এড়েন কি জীবনের আশ ॥
বিভাবরী প্রভাত, উদিত ভানুমান্ (১)।
দুই ভাই করেন বাকল পরিধান ॥
শিরে জটা বান্ধিলেন দেখিতে সুঠাম।
পূর্ণ-চন্দ্র মুখ, বর্ণ দূর্ব্বা-দল-শ্যাম ॥
হাতে বীণা করি দোঁহে করেন গমন।
মধুর ধ্বনিতে গান (২) বেদ রামায়ণ ॥
হাটে মাঠে গীত গান নগরে বাজারে।
শুনিয়া সুস্বর সবে আপনা পাসরে ॥
কহিছে অমাত্যগণ রামেরে ত্বরিত।
শিশুমুখে মিষ্ট গীত শুনিতে উচিত ॥
আনিতে তাদের রাম করেন আদেশ।
যজ্ঞ-স্থানে দুই ভাই করিল প্রবেশ ॥
বীণা হাতে করি তারা বসিল সভায়।
রামায়ণ শুনিতে সকল লোক যায় ॥
অবসর পাইয়া যজ্ঞের অবশেষে।
বসিলেন শ্রীরাম সভায় শুদ্ধবেশ ॥
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল-নিবাসী যত জন।
আগমন করিল শুনিতে রামায়ণ ॥
আসিল পণ্ডিতগণ সর্ব্বত্র পূজিত।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ রক্ষ চারিভিত ॥
দুই ভাই গীত গায় বাজাইয়া বীণা।
সর্ব্বলোক গীত শুনে অমৃতের কণা ॥
বীণা যন্ত্র বাজে, গীত গায় মধু স্বরে।
শুনিয়া সকল লোক আপন পাসরে ॥
চারি ভাই রঘুনাথ গীতে দেন মন।
মোহিত হইল লোক শুনে রামায়ণ ॥
সর্ব্বলোক সভায় করিছে কানাকানি।
রামের আকৃতি দুই শিশু কি না জানি ॥
জটা আর বাকল যে এই মাত্র আন (৩)।
আকৃতি প্রকৃতি দেখি রামের সমান ॥
এই দুই শিশু সহ করিলেন রণ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন ॥
যুদ্ধ করে ত্রিভুবন না পারে সহিতে।
সংসার মোহিত করে রামায়ণ-গীতে ॥
তপস্বীর বেশ দোঁহে ধরিল এখন।
শিশু নহে, দুই জন সাক্ষাৎ শমন ॥
শ্রীরাম হইতে দুই বালক দুর্জ্জয়।
শ্রীরামেরে ইহারা করিল পরাজয় ॥
কোন্ বিধি নির্ম্মাণ করিল দুই জনে।
এত গুণ ধরে, কোথা আছে ত্রিভুবনে ॥
এই যুক্তি তারা সব করে সর্ব্বক্ষণ।
ভুবন মোহিত হৈল শুনে রামায়ণ ॥
যতেক সভার লোক অনুমান করে।
শ্রীরামের দুই পুত্র, কভু নাহি নড়ে ॥
গাইল প্রথম দিনে বিংশতি শিকলি।
সুরস সুচ্ছন্দ সুপ্রসন্ন পদাবলী (৪) ॥

---

(১) ভানুমান—সূর্য্য। (২) গান—গান করেন। (৩) আন—তফাৎ। (৪) সুরস সুচ্ছন্দ সুপ্রসন্ন পদাবলী—কোনো বিষয় দর্শন শ্রবণ পাঠ বা চিন্তা করিলে হৃদয়ে যে অনির্ব্বচনীয় চিত্ত-বিকার-জনিত আনন্দ অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, উৎসাহ, ক্রোধ, অনুরাগ, বিস্ময়, বৈরাগ্য প্রভৃতি ভাবের উদয় হয় এবং তাহা স্থায়ী হইয়া অন্তঃকরণকে রবীভূত করে তাহাকে 'রস' কহে। এই রস যাহাতে আছে তাহা সুরস। যে গুণে কোনো রচনা জমাট বাঁধে ও মাধুর্য্যপূর্ণ হয় তাহার নাম ছন্দঃ। এই ছন্দঃ যে রচনায় আছে তাহা সুচ্ছন্দ। রচনায় যে গুণ থাকিলে তাহা শ্রবণমাত্রেই অর্থবোধ হয় তাহা প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট অর্থাৎ সুপ্রসন্ন। বাল্মীকি কৃত এই রামায়ণ-পদাবলী কাব্যালঙ্কারের এই সকল গুণ বিশিষ্ট হওয়ায় সুরস, সুচ্ছন্দ ও সুপ্রসন্ন অর্থাৎ অতি মধুর।

দুই ভাইয়ের গীত যদি হৈল অবসান।
শ্রীরাম বলেন, কর গায়কের মান॥
লক্ষ্মণ শুনিয়া তবে রামের বচন।
অশীতি-সহস্র তোলা আনেন কাঞ্চন॥
গায়কেরে দিলেন পূরিয়া স্বর্ণথালা।
পীতাম্বর অলঙ্কার আর পুষ্পমালা॥
উভয় গায়ক বলে, শ্রীরঘু-নন্দন।
বস্ত্র-অলঙ্কার মোর নাহি প্রয়োজন॥
কি করিবে ধনে বস্ত্রে আর অলঙ্কারে।
বস্ত্র-অলঙ্কার রাখ আপন ভাণ্ডারে॥
শ্রীরাম বলেন, হে জিজ্ঞাসি এক বাণী।
কাহার কবিত্ব রামায়ণ কহ শুনি॥
ইহা যদি শুনে লোকে কিবা হয় ফল।
বিশেষ জানহ যদি কহ এসকল॥
এত যদি জিজ্ঞাসা করেন রঘুনাথ।
উঠে দুই গায়ক যে জোড় করি হাত॥
দুই শিশু বলে, শুন শ্রীরঘুনন্দন।
জিজ্ঞাসিলা যত কিছু কহি বিবরণ॥
চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোক যে নির্ম্মাণ।
তাহাতে এগার শত কাব্যের বাখান॥
শ্রীরামের উপাখ্যান এ কাব্য ভিতরে।
হেন কাব্য রচিলা বাল্মীকি মুনিবরে॥
যেই নর শুনিবারে করে অভিলাষ।
সর্ব্ব পাপ ঘুচে, তার স্বর্গে হয় বাস॥
অপুত্রক শুনিলে সে পায় পুত্রবর।
যে যাহা বাসনা করে পূরয়ে সত্বর॥
অশ্বমেধ করিলেন যে শ্রীরাম এখন।
এই ফল পায় সে, যে শুনে রামায়ণ॥
রাম না জন্মিতে ষাটি হাজার বৎসর।
অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর॥
অবতার না হইতে বাল্মীকির গাথা।
আদ্যকাণ্ডে শ্রীরাম তোমার জন্ম-কথা॥
শ্রীরাম, অযোধ্যা-কাণ্ডে পেলে ছত্রদণ্ড।
রাজ্য হারাইলা, তাহে কৈকেয়ী পাষণ্ড॥
তব পিতা দশরথ স্ত্রীর অতি বাধ্য।
পাঠায় তোমায় বনে অতি সে দুঃসাধ্য॥
অযোধ্যা ছাড়িয়া গেলা তুমি বনবাসে।
শিরে হাতে কান্দে রাম, স্ত্রী আর পুরুষে॥
সংসার দেখিয়া শূন্য কান্দে সর্ব্বলোক।
মরিলেন দশরথ পেয়ে তব শোক॥
তুমি বনে গেলে ভরত মাতুলের পাড়া।
চারি পুত্র থাকিতে রাজা হৈল বাসি-মড়া॥
বাসি মড়া তৈলের ভিতরে দশরথ।
অগ্নিকার্য্য কৈলা দেশে আসিয়া ভরত॥
অরণ্য কাণ্ডেতে সীতা হরে লঙ্কেশ্বর।
বধিলা রাক্ষস বহু দূষণ ও খর॥
দুই শোকে শ্রীরাম পাইল বড় তাপ॥
কিষ্কিন্ধ্যায় বালি মারি সুগ্রীবের লাভ॥
সুন্দরেতে শ্রীরাম সাগর হৈলা পার।
লঙ্কায় রাবণ-বীরে করিলা সংহার॥
সীতার পরীক্ষা আর রাজা বিভীষণ।
স্বর্গ-পিতা সম্ভাষিয়া দেশেতে গমন॥
আসিয়া হইলে তুমি পৃথিবীর রাজা।
অযোধ্যায় থাকিয়া পালিলে তুমি প্রজা॥
দশ হাজার বর্ষ তব প্রজার পালন।
নয় হাজার বৎসরে বৃদ্ধ রাজার মরণ॥
হাজার বৎসর ছিল পিতৃ-পরমাই।
পরমায়ু পিতার পাইলে চারি ভাই॥
এগার হাজার বর্ষ করিবে পালন।
সাত হাজার বর্ষে কর সীতার বর্জ্জন॥

গীত গায় যখন মায়ের বনবাস।
তখন দোঁহার হয় গদ্‌গদ ভাষ॥
তাহারা শিখিল গীত বাল্মীকির স্থানে।
সংসার মোহিত হয় সে গীতের তানে॥
শ্রীরাম শুনিয়া সেই রামায়ণ-গান।
নিজ পুত্র বলিয়া করেন অনুমান॥
লব কুশ সঙ্গীত গাইল এক মাস।
রচিল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥

সীতাদেবীর পাতাল-প্রবেশ।

এক মাসে গীত যদি হইল বিরাম।
জিজ্ঞাসা করেন তবে দোঁহারে শ্রীরাম॥
আমি তোমা সবাকে জিজ্ঞাসি বিবরণ।
কোন্ বংশে জন্মিলা, বা কাহার নন্দন।
লব-কুশ তখন শ্রীরামের সাক্ষাতে।
ছলে পরিচয় দেন দোঁহে হেঁট-মাথে॥
না জানি, পিতার নাম মাতৃ-নাম সীতা।
বাল্মীকির শিষ্য মোরা, নাহি চিনি পিতা॥
এই পরিচয় পেয়ে শ্রীরঘু-নন্দন।
দুই পুত্র কোলে করি করেন ক্রন্দন॥
আর পত্নী না করিলাম, নহিল সন্ততি।
কোন্ দোষে বর্জিলাম সীতা গর্ভবতী॥
শ্রীরাম বলেন, হে বাল্মীকি জ্ঞানবান্।
জান ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্ত্তমান॥
এতেক জানিয়া তুমি না কহ আমারে।
পরীক্ষা লইয়া সীতা আন মম ঘরে॥
যত লোক আসিয়াছে, যেবা না আইসে।
শুনিয়া সীতার কথা আইল হরিষে॥
স্ত্রী-পুরুষ আসিলেক সকল সংসার।
বৃদ্ধ শিশু কাণা খোঁড়া হৈল আগুসার॥
কুলবধূ যত আছে রাজার কুমারী।
সীতার পরীক্ষা শুনি এল সারি সারি॥
আসিয়া সকল নারী কহে পরস্পর।
শ্রীরাম জানেন না কি সীতার অন্তর॥
তবে কেন সীতারে দিলেন বনবাস।
কেন বা পরীক্ষা লন, একি সর্ব্বনাশ॥
এইরূপে রামাগণ করে কাণাকাণি।
হেনকালে আইলেন বৃদ্ধা তিন রাণী॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা সতিনী।
রামেরে বুঝান তিন রাজার গৃহিণী॥
লইলা পরীক্ষা এক সাগরের পার।
কি হেতু পরীক্ষা নিতে চাহ আরবার॥
ধন্য জনকেরে, মান্য জানকীর বাপ।
হেন জনকেরে আর নাহি দিও তাপ॥
সীতাকে জানিহ তিনি কমলা আপনি।
নাহিক সীতার পাপ জানে সর্ব্বপ্রাণী॥
সীতারে লইয়া তুমি থাক গৃহবাসে।
জনক সন্তুষ্ট হয়ে যান নিজ দেশে॥
শ্রীরাম বলেন, মাতা, না কর বিষাদ।
পরীক্ষা না নিলে দিবে লোকে অপবাদ॥
মহারাজ জনকের নাহি উপরোধ।
পরীক্ষা লইলে সবে পাইবে প্রবোধ॥
রাজা হয়ে স্ত্রীর যদি না করে বিচার।
স্ত্রীর অনাচারে নষ্ট হইবে সংসার॥
এত বলি রঘুনাথ হলেন নিষ্ঠুর।
কান্দিতে কান্দিতে রাণী গেলা অন্তঃপুর॥
শ্রীরাম বলেন, হে বাল্মীকি তপোধন।
আপনি আপন দেশে করুন গমন॥
সঙ্গে রথ ল'য়ে যাক সুমন্ত্র সারথি।
রথে করি আনহ সীতারে শীঘ্রগতি॥

মহামুনি শ্রীরামের অনুজ্ঞা পাইয়া।
স্বদেশে গেলেন মুনি সুমন্ত্রে লইয়া॥
মুনির চরণে সীতা করি নমস্কার।
মুনিকে জিজ্ঞাসা করে, কহ সারোদ্ধার॥
পিতা-পুত্রে কেমনে হইল পরিচয়।
সে সব কহেন মুনি সীতার আলয়॥
শুনহ আমার বাক্য জনক-দুহিতে।
পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ যাহা কে পারে খণ্ডিতে॥
রামের আজ্ঞায় দেশে করহ গমন।
পরীক্ষা দেখিতে এল যত দেবগণ॥
প্রথমে পরীক্ষা দিলে সংসারে বিদিত।
আবার পরীক্ষা তব ললাটে লিখিত॥
এক ঠাঁই হইয়াছে সর্ব্ব দেবগণ।
কারো বাক্য না মানেন শ্রীরঘু-নন্দন॥
জানকীরে কহিলেন এইমত মুনি।
সীতার নয়ন-জল ঝরিল অমনি॥
মুনির তনয়া বধূ তাপেতে আকুলি।
সে সবার সঙ্গে সীতা করে কোলাকুলি॥
বিদায় চাহেন সীতা করি নমস্কার।
মেলানি দেহ মা, দেখা নাহি হবে আর॥
মুনিপত্নী বলে, লক্ষ্মী, ছাড়ি যাহ কোথা।
বুকে শেল রহিল, থাকিল মর্ম্মব্যথা॥
জানকী বলিয়া মোরা না ডাকিব আর।
না শুনিব সুমধুর বচন তোমার॥
রথেতে চড়িয়া সীতা করিলা গমন।
বাল্মীকির তপোবনে উঠিল ক্রন্দন॥
মুনি-স্থান ছাড়ি যান জানকী সুন্দরী।
যেই দেশে যান তিনি, আলো সেই পুরী॥
নিজ দেশ অযোধ্যায় করিলা গমন।
জয় জয় হুলাহুলি লক্ষ্মী-আগমন॥
জগতের যত লোক অযোধ্যা-নগরে।
হেন কালে সীতা গেলা সভার ভিতরে॥
ভূমিতে আছেন সীতা রথ হৈতে উলি।
রূপে পুরী আলো করে, ঢাকিছে বিজলি॥
কি কব অন্যের কথা, যত মুনিগণ।
দেখিয়া সীতার রূপ সবে অচেতন॥
শ্রীরাম-চরণ সীতা করিলা বন্দন।
বাল্মীকি রামের প্রতি কহেন বচন॥
চ্যবনের পুত্র যে বাল্মীকি নাম ধরি।
মন দিয়া শুন রাম নিবেদন করি॥
বহু তপ করিলাম ত্যজি ভক্ষ্য পানি।
সীতার শরীরে পাপ আমি নাহি জানি॥
আমি জানি পাপ নাই সীতার শরীরে।
মহাসতী সীতা আমি জানিনু অন্তরে॥
সীতা যে পরম-সতী জানে এ সংসার।
সীতার চরিত্রে রাম মম চমৎকার॥
পাপমতি নহে সীতা পরম পবিত্র।
ধ্যানে জানিলাম আমি সীতার চরিত্র॥
ঘরে লহ, সীতার কি করহ বিচার।
লব-কুশ দুই পুত্র সীতার কুমার॥
আমার বচন রাম না করহ আন।
দুই পুত্র ল'য়ে রাখ আপনার স্থান॥
এতেক বলিয়া মুনি কাঁপে বার-বার।
শাপে পুড়ে মরে পাছে সকল সংসার॥
মুনি প্রতি শ্রীরাম কহেন জোড় হাতে।
সীতার চরিত্র আমি জানি ভালমতে॥
অগ্নিশুদ্ধা হইলেক দেব-বিদ্যমানে।
জানকীরে দেশে আনিলাম সেকারণে॥
আমি জানি সীতার শরীরে নাহি পাপ।
বিধির নির্ব্বন্ধ এই ঘটিল সন্তাপ॥

আর কিছু মহামুনি না বলিহ মোরে।
সীতার পরীক্ষা ল'ব সভার ভিতরে ॥
শ্রীরাম বলেন, সীতা, শুন এ বচন।
দেখ ত্রিলোকের যে আইল সর্ব্বজন ॥
প্রথম পরীক্ষা দিলে সাগরের পার।
দেবগণ জানে তাহা, না জানে সংসার ॥
পুনশ্চ পরীক্ষা দিবে সবাকার আগে।
দেখিয়া লোকের যেন চমৎকার লাগে ॥
এত যদি শ্রীরাম বলিলেন সীতারে।
জোড়-হাতে জানকী বলেন ধীরে ধীরে ॥
কি কার্য্য আমার রঘুনাথ এ জীবনে।
প্রবেশ করিব অগ্নি তোমার বচনে ॥
পরীক্ষা দিলাম পূর্ব্বে দেব-বিদ্যমানে।
দেবেরা বলিলা যাহা শুনিলে আপনে ॥
দেশেতে আনিলা তুমি দিয়া যে আশ্বাস।
অকস্মাৎ মোরে কেন দিলা বনবাস ॥
মহাদেবী হইয়া মুনির ঘরে বসি।
ফল মূল খাই আমি নিত্য উপবাসী ॥
পতিকুলে পিতৃকুলে নাহি পাই স্থান।
অগ্নিতে পরীক্ষা দিয়া কর অপমান ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, যত শুনিলে আপনি।
মৃত পিতা তোমা কত বুঝাল কাহিনী ॥
সাক্ষাতে শুনিলে তুমি পিতার বচন।
তবে সে আমারে লৈয়া দেশে আগমন ॥
কুলবধূ যত নারী সেই থাকে ঘরে।
সভাতে পরীক্ষা দিতে আসি বারে বারে ॥
সর্ব্বগুণ ধর তুমি বিচারে পণ্ডিত।
বুঝিয়া পরীক্ষা নিতে হয় ত উচিত ॥
অকেশা হইব প্রভু, ঘুচাব জঞ্জাল।
সংসারের সাধ নাহি, যাইব পাতাল ॥
আজি হইতে ঘুচুক তোমার লাজ দুখ।
আর যেন নাহি দেখ জানকীর মুখ ॥
নিরবধি অপবাদ দিতেছ আমারে।
সভায় পরীক্ষা দিতে আসি বারে বারে ॥
জন্মে জন্মে প্রভু মোর তুমি হও পতি।
আর কোন জন্মে মোর ক'রোনা দুর্গতি ॥
ইহা কহিলেন সীতা সভা-বিদ্যমানে।
মেলানি মাগিনু প্রভু তোমার চরণে ॥
সীতার বচন যে শুনিল সর্ব্বলোকে।
লজ্জায় কাতর সীতা পৃথিবীকে ডাকে ॥
মা হইয়া পৃথিবী, মায়ের কর কাজ।
এ ঝিয়ের লাজ হৈলে তোমার যে লাজ ॥
কত দুঃখ সহে মাগো আমার পরাণে।
সেবা করি থাকি সদা তোমার চরণে ॥
উদরে ধরিলে মোরে তা কি মনে নাই।
তোমার চরণে সীতা কিছু মাগি ঠাঁই ॥
করিলেন পৃথিবীকে সীতা এই স্তুতি।
সপ্ত পাতালেতে থাকি শুনে বসুমতী ॥
সীতা নিতে পৃথিবী করিলা আগুসার।
সপ্ত পাতাল হইতে হৈল এক দ্বার ॥
অকস্মাৎ উঠিল সুবর্ণ-সিংহাসন।
দশদিক্ আলো করে এ মর্ত্ত-ভুবন ॥
নানাবিধ বসন ভূষণ পরিধান।
মূর্ত্তিমতী পৃথিবী রহিলা বিদ্যমান ॥
ঝি বলিয়া পৃথিবী সীতারে ডাকে ঘনে।
কোলে করি সীতারে তুলিলা সিংহাসনে ॥
পরীক্ষা লইতে চান লোকের কথায়।
লোক লইয়া সুখ রাম করুন হেথায় ॥
মায়ে-ঝিয়ে দুই জনে থাকিব পাতালে।
সর্ব্বলোকে শুনিল পৃথিবী যত বলে ॥

নাহি চাহিলেন সীতা উভয় ছাওয়ালে।
শ্রীরামেরে নিরখিয়া প্রবেশে পাতালে॥
পাতালে যাইতে রাম সীতার ধরে চুলে।
হস্তে চুল মুঠা রৈল, সীতা গেল তলে॥
পাতালেতে প্রবেশিয়া তিলেক না থাকি।
স্বমূর্ত্তি ধরিয়া স্বর্গে গেলেন জানকী॥
লক্ষ্মী স্বর্গে গেলেন, হরিষ দেবগণ।
অযোধ্যা নগরে হেথা উঠিল ক্রন্দন॥
শ্রীরামের ক্রন্দন হইল অনিবার।
হাহাকার শব্দ করে সকল সংসার॥
সীতার চরিত্র কথা শুনে সেই লোকে।
পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য হয়, পাপ নাহি থাকে॥
কৃত্তিবাস রচিল কবিত্ব চমৎকার।
গাইল উত্তরাকাণ্ডে চরিত্র সীতার॥

লব-কুশের বিলাপ।

লব-কুশ শুনিয়া হাতের ফেলে বীণা।
ভূমে লোটাইয়া কান্দে ভাই দুই জনা॥
কোথা গেলে জননী গো জনক-দুহিতে।
আমরা তোমার শোক না পারি সহিতে॥
তোমা বিনা মাতা গো অন্যকে নাহি জানি।
তুমি বিনা আর কেবা দিবে অন্ন-পানি॥
ক্ষুধা হৈলে অন্ন দেহ, জল পিপাসায়।
সংসারে দুর্ল্লভ গুণ সে গুণ তোমায়॥
দশমাস আমা দোঁহে ধরিলে উদরে।
যে দুঃখ পাইলে তাহা কে কহিতে পারে॥
ছোটকে করিলে বড় লালিয়া পালিয়া।
পলাইলে হেন পুত্র মাতা কারে দিয়া॥
জনক-ঝিয়ারী তুমি শ্রীরাম-ঘরণী।
অযোনিসম্ভবা লব-কুশের জননী॥
মাতৃহীন বালক সে সর্ব্বদা অস্থির।
যার মাতা আছে, তার সফল শরীর॥
আজি হৈতে অনাথ হইনু দুই জন।
এই দুই পুত্রে মাতা হৈলা নিদারুণ॥
পাইয়া বিস্তর দুঃখ গেলে মা পাতালে।
অনাথ করিয়া গেলা এ দুই ছাওয়ালে॥
লব-কুশ কাঁদিতেছে লোটাইয়া ধূলি।
ধূলার ধূসর অঙ্গ ননীর পুতলী॥
পুত্রের ক্রন্দনে রাম হইয়া কাতর।
অন্তঃপুরে পাঠালেন মায়ের গোচর॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা এ তিনে।
যতেক প্রবোধ দেন, প্রবোধ না মানে॥
মা হইয়া পুত্রেরে যে নিদারুণ হেন।
সে মায়ের জন্য ক্রন্দন কর কেন॥
মাতৃ সহ দেখা নাই, গেল দূর দেশে।
পিতামহী আমরা যে আছি কি বিশেষে॥
দুই নাতী প্রবোধিতে নারে তিন বুড়ী।
প্রবোধ করিতে তবে গেল তিন খুড়ী॥
বিধির নির্ব্বন্ধ বাপু আর কর্ম্মফলে।
এ সুখ এড়িয়া সীতা পশিল পাতালে॥
লব-কুশ উঠ বাপু, কান্দ কি কারণ।
সীতার সমান যে আমরা তিন জন॥
মাতৃ সঙ্গে তোমাদের না হবে দর্শন।
আমা সবা দেখি বাপু সম্বর ক্রন্দন॥
দুই ভাইয়ের নেত্র-জলে তিতিল মেদিনী।
প্রবোধ করিতে নারে কোন ঠাকুরাণী॥

ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘন তিনজন।
চলিলেন অন্তঃপুরে প্রবোধ কারণ ॥
দুই ভাইয়ে বসাইয়া রত্ন-সিংহাসনে।
তিন খুড়া প্রবোধেন মধুর বচনে ॥
শুন লব, শুন কুশ, আমার বচন।
অস্থির না হও, বাপু স্থির কর মন ॥
পিতা মাতা ভ্রাতা কারো থাকে নিরন্তর।
অনিত্য লাগিয়া কেন হইলা কাতর ॥
কালি বা পরশু বাপু হইবে যে রাজা।
অস্থির হইলে বাপু কে পালিবে প্রজা ॥
গঙ্গা আনিলেন রাজা নাম ভগীরথ।
তাঁর নাম গায় সদা সকল জগৎ ॥
তোমা সবা বর্জ্জিলেন জানকী নিশ্চিত।
সর্ব্বলোকে গাইবেক সীতার চরিত ॥
তিন খুড়া প্রবোধেন, প্রবোধ না মানে।
দুই বালকেরে দিলা রাম-বিদ্যমানে ॥
দুয়ের ক্রন্দনে রাম কান্দেন আপনি।
উভয়ের নেত্র-জলে তিতিল মেদিনী ॥
দুয়েরে বাল্মীকি মুনি দেন পাত্তিয়ান (১)।
সীতা হেতু কান্দিয়া শ্রীরাম হত-জ্ঞান ॥
সীতার সমান নারী না হেরি নয়নে।
কি করিব রাজা হৈয়া সীতার বিহনে ॥
মোর অগোচরে সীতা লইল রাবণে।
সবংশেতে মরিল সে জানকী-কারণে।
আমার সাক্ষাতে সীতা হরিলেন ধরা।
তাহারে খুঁড়িয়া নিব সীতা মনোহরা ॥
যজ্ঞেতে জনক-রাজা যজ্ঞভূমে চষে।
পৃথিবীর মধ্যে সীতা উঠিলেন চাষে ॥
চাষ-ভূমি সীতার জন্মের অনুবন্ধ (২)।
সেকারণে বসুমতী শাশুড়ী সম্বন্ধ ॥
আর যত স্ত্রী জন্মিল ভারত ভুবনে।
সীতা হেন নারী নাহি আমার নয়নে ॥
কৃতাঞ্জলী শুন বলি শাশুড়ী গর্ব্বিতা।
না দেহ আমারে দুঃখ, আনি দেহ সীতা ॥
কাতর হইয়া রাম বলিলেন যত।
উত্তর না পাইয়া জ্বলিলেন তত ॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই, আন ধনুর্ব্বাণ।
পৃথিবী কাটিয়া আজি করি খান্ খান্ ॥
শাশুড়ী না দিলা, তবে এই বাণ জুড়ি।
কেমনে বাঁচিবে তুমি, কাহার শাশুড়ী ॥
সীতা নিতে যখন করিলা আগুসার।
তখনি পাঠাইতাম যমের দুয়ার ॥
পৃথিবী কাটিতে রাম পূরেন সন্ধান।
ত্রাস পাইয়া পৃথিবী হৈলেন আগুয়ান্ ॥
দেখিয়া রামের কোপ ব্রহ্মা চিন্তে মনে।
সত্বর আসিয়া ব্রহ্মা রাম-বিদ্যমানে ॥
বলিলেন, রাম, তুমি বিষ্ণু-অবতার।
সংসারে হইল তব গুণের প্রচার ॥
জন্ম না হইতে রাম তোমার চরিত।
অবতার না হইতে হৈল তব গীত ॥
ভূত ভবিষ্যৎ যে সকল মুনি জানে।
সর্ব্ব দুঃখ খণ্ডে, যেই রামায়ণ শুনে ॥
আদিকবি বাল্মীকি রচিল রামায়ণ।
শুনিলে পাপের ক্ষয়, দুঃখ-বিমোচন ॥
আপনি শ্রীরাম যে সাক্ষাৎ নারায়ণ।
পৃথিবীতে হৈল তব মহিমা কীর্ত্তন ॥
অনাথের নাথ তুমি সকলের গতি।
পৃথিবী কাটিয়া তুমি রাখিবে অখ্যাতি ॥
তোমার স্মরণে পাপীর পাপ নাহি থাকে।
বিকল হইলে রাম জানকীর শোকে ॥

(১) পাত্তিয়ান—প্রত্যয়; বিশ্বাস। (২) অনুবন্ধ—উপলক্ষ; অবতারণা।

ইন্দ্র-আদি করিয়া দেবতা আর ঋষি।
তব সঙ্গে রামায়ণ শুনে ভালবাসি (১) ॥
দেবগণ মুনিগণ বসিয়া কৌতুকে।
মহাসুখে রামায়ণ শুনে সর্ব্বলোকে ॥
বাল্মীকি করিলা যে অদ্ভুত নিরমাণ।
শুনিলে পাপের ক্ষয়, দুঃখ-অবসান ॥

শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন ও লব-কুশ-
কর্তৃক রামায়ণ গান।

এইরূপে ব্রহ্মা প্রবোধেন নানা ছলে।
বলেন পৃথিবী শ্রীরামেরে হেনকালে ॥
শ্রীরাম, আমারে কোপ কর অনুচিত।
অবশ্য ভুগিতে হয় ললাটে লিখিত ॥
কোন্ দোষে মম কন্যা দিলে বনবাস।
বনবাস দিয়া কেন আন নিজ বাস ॥
আমার নিকটে কন্যা তিলেক না থাকে।
স্বমূর্ত্তি ধরিয়া তিনি গেলেন গোলোকে ॥
বিষ্ণু-স্থানে হইলেন আপনি কমলা।
নাগলোকে সীতা সঞ্চারিলা এক কলা ॥
মর্ত্ত্যে আছেন যত লোক পূজেন দেবতা।
এক কলা তথায় সে সঞ্চারিলা সীতা ॥
দৈবযোগে সীতা সঞ্চারিলা তিন লোক।
সীতার লাগিয়া রাম কেন কর শোক ॥
এই লোকে সীতা সনে নাহি দরশন।
বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর সনে হবে সম্ভাষণ ॥
সে সীতা স্পর্শিল যেবা, হইলেক সতী।
তাঁহার সমান নহে লক্ষ্মী ভগবতী ॥
অসতী যতেক নারী করে অনাচার।
সেই অনাচারে নষ্ট হয় ত সংসার ॥

এত যদি পৃথিবী রামেরে বলে বাণী।
হেনকালে শ্রীরামেরে প্রবোধেন মুনি ॥
সীতার লাগিয়া কেন করহ রোদন।
ভালমতে প্রভাতে শুনিহ রামায়ণ ॥
অনন্তর প্রাতঃকৃত্য করি সমাপন।
বসিলেন শ্রীরাম শুনিতে রামায়ণ ॥
সঙ্গীত শুনিতে রাম বসেন সভায়।
রামের তনয় দুটি রামায়ণ গায় ॥
হাতে বীণা করিয়া ললিত গীত গায়।
শুনিয়া সকল লোক মোহিত সভায় ॥
যজ্ঞ-অবসানে গীত ছিল অবশেষ।
গাইতে লাগিল গীত তাহার বিশেষ ॥
কাল-পুরুষের সনে রামের দর্শন।
সংসার ছাড়িয়া রাম করেন গমন ॥
দুর্ব্বাসা আসিয়া দ্বারে রহিবেন কোপে।
লক্ষ্মণেরে বর্জ্জিবেন সে মুনির শাপে ॥
স্বর্গবাসে যাইবেন লইয়া সংসার।
ইহা বিনা বাল্মীকি না লিখিলেন আর ॥
এই গীত শুনি রাম দুঃখিত অন্তরে।
বিদায় করেন সর্ব্বলোকে যজ্ঞ-পরে ॥
বিপ্র সব তুষ্ট হৈল শ্রীরামের দানে।
ধনী হ'য়ে মুনিগণ গেল নিজ স্থানে ॥
মেলানি করিয়া দেশে যায় বিভীষণ।
সুগ্রীব অঙ্গদ চলে ল'য়ে কপিগণ ॥
বিদায় হইয়া চলে পৃথিবীর রাজা।
নানা ধনে শ্রীরাম করেন সবে পূজা ॥
জনক রাজারে রাম করেন স্তবন।
যজ্ঞের দক্ষিণা দেন বহুমূল্য ধন ॥
বাল্মীকি প্রভৃতি করি যত মহামুনি।
নিজ স্থানে গেলা সবে করিয়া মেলানি ॥

---

(১) ভালবাসি—ভালবাসিয়া ; সমাদরে।

ব্রহ্মা-আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
চলিলেন নিজ ধামে, অপূর্ব্ব কথন ॥
এ উত্তরাকাণ্ডে লব-কুশের বাখান।
কৃত্তিবাস গায় গীত অমৃত সমান ॥

শ্রীরামের খেদ।

শ্রীরাম দেখেন শূন্য সীতার বিহনে।
নেত্র-নীর শ্রীরামের বহে রাত্রি-দিনে ॥
পাত্র মিত্র মাতা যে বিমাতা সহোদর।
বিবাহ করিতে রামে বুঝায় বিস্তর ॥
কত স্থানে আছে কত রাজার কুমারী।
অনুমান করিছে দিবস বিভাবরী ॥
শ্রীরাম বিবাহ করিবেন এ নিশ্চয়।
না জানি কে ভাগ্যবতী রাম-পত্নী হয় ॥
এই যুক্তি তারা সবে করে সর্ব্বক্ষণ।
বিবাহে বিমুখ কিন্তু শ্রীরামের মন ॥
সীতা সীতা বলি রাম করেন ক্রন্দন।
সীতা বিনা শ্রীরামের অন্যে নাহি মন ॥
সীতা সীতা বলি রাম ডাকেন বিস্তর।
সীতা নাই, শ্রীরামেরে কে দিবে উত্তর ॥
স্বর্ণ-সীতা পানে রাম এক-দৃষ্টে চান।
উত্তর না পেয়ে তাঁর, আরো দুঃখ পান ॥
জগতের নাথ রাম এমন বিকল।
তাঁহার ক্রন্দনে লোক কান্দিল সকল ॥
সীতারে ভাবিয়া রাম ছাড়েন নিশ্বাস।
রচিল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥

ভরত-কর্ত্তৃক তিনকোটী গন্ধর্ব্ব-বধ
ও শ্রীরামাদির অষ্টপুত্রের
রাজ্যাভিষেক।

এগার হাজার বর্ষ লোকের পালন।
পাত্র-মিত্র সুখে আছে আরো প্রজাগণ ॥
রামের রাজত্ব-কাল হৈল অবসান।
ভাণ্ডার খুলিয়া রাম করে নানা দান ॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা সুন্দরী।
দশরথ নৃপতির প্রিয় সহচরী ॥
ক্রমে মরিলেন আর সাতশত রাণী।
নিজালয়ে আনিলেন ক্রমে দণ্ডপাণি (১) ॥
সুরপুরে কেলি করে চড়ি দিব্যরথে।
দশরথ ভূপতির সঙ্গে নানামতে ॥
যাঁর পুত্র ভগবান্ রাম মহামতি।
স্বর্গে বাস তাঁহার কে করে অব্যাহতি (২) ॥
ত্রেতা যুগে হইলা শ্রীরাম অবতার।
উপযুক্ত ভক্ত প্রতি মুক্ত স্বর্গ-দ্বার ॥
পাত্রমিত্র সহ রাম রত রাজকার্য্যে।
কেকয় দেশের দ্বিজ আইল সে রাজ্যে ॥
দধি দুগ্ধ আর মধু কলসী কলসী।
সন্দেশ অমৃত-তুল্য আনে রাশি রাশি ॥
মৃত পক্ষী জীব জন্তু আনে যত পারে।
অন্য অন্য দ্রব্য যত আনে ভারে ভারে ॥
বসন ভূষণ আদি নানা বস্ত্র আনে।
রাখিল সকল দ্রব্য রাম-বিদ্যমানে ॥
লোমশ গন্ধর্ব্ব রাজা সর্ব্বলোকে জানে।
দৌরাত্ম্য আমার রাজ্যে করে রাত্রি-দিনে ॥

---

(১) দণ্ডপাণি—যম। পাপীর শাস্তি প্রদানের জন্য দণ্ড ধারণ করিয়া আছেন বলিয়া যমের নাম দণ্ডপাণি। (২) অব্যাহতি—এখানে বাধাদান অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

আপনি আসিয়া কর বিধান তাহার।
অথবা পাঠাও রাম, নন্দন তোমার॥
মামার সংবাদ পেয়ে রাম হরষিত।
ডাক দিয়া ভরতেরে কহেন ত্বরিত॥
শত্রুজিৎ মামা মোর কে না তাঁরে জানে।
পাঠালেন বার্ত্তা এই দ্বিজবর-স্থানে॥
তিন কোটি গন্ধর্ব্ব সে বড়ই দুর্জ্জয়।
তাঁর রাজ্য নিতে চাহে, বড় পাই ভয়॥
দুই পুত্র তোমার যে সমরে প্রখর।
বিক্রমে দুর্জ্জয় তারা দোঁহে ধনুর্দ্ধর॥
গন্ধর্ব্ব মারিয়া দুই পুত্রে ক'রে রাজা।
রাজ্য বসাইয়া যে পালহ সুখে প্রজা॥
গন্ধর্ব্ব সু-অস্ত্র ছিল রামের প্রধান।
সেই সে গন্ধর্ব্ব-অস্ত্র তাঁরে দেন দান॥
দুই পুত্র লইয়া ভরত তথা যান।
ধায় প্রেত পিশাচ করিতে রক্ত পান॥
সসৈন্যে ভরত যান মাতুলের ঘরে।
রহিল সামন্ত সৈন্য বাটীর বাহিরে॥
ভাগিনেয় দেখিয়া হরিষ শত্রুজিৎ।
ভোজন করিয়া দোঁহে বসিল সহিত॥
এইরূপে প্রভাত হইল বিভাবরী।
তিন কোটি গন্ধর্ব্ব আইল ত্বরা করি॥
চারিভিতে মারে শেল জাঠি ও ঝকড়া।
অস্ত্র বিন্ধে পড়ে ভরতের হাতী ঘোড়া॥
সাতদিন যুদ্ধ হৈল, কারো নাহি জয়।
দেখিয়া অমর-গণে লাগিল বিস্ময়॥
গন্ধর্ব্ব না মারা যায় অতি ভয়ঙ্কর।
ভরত গন্ধর্ব্ব অস্ত্র ছাড়েন সত্বর॥
এক বাণে জন্মিল গন্ধর্ব্ব তিন কোটি।
ছয় কোটি গন্ধর্ব্বে লাগিল কাটাকাটি॥

সহজে গন্ধর্ব্ব জাতি বড়ই দুর্নীত (১)।
তাহাতে অধিক যুদ্ধ জাতির সহিত॥
ছয় কোটি গন্ধর্ব্বে উঠিল মহামার।
গন্ধর্ব্ব-অস্ত্রেতে হয় গন্ধর্ব্ব সংহার॥
গন্ধর্ব্ব মারিয়া বসাইলা দেশ এক।
দুই পুত্রে ভরত করিলা অভিষেক॥
পুষ্করের জন্যে রাম দিলেন সেই পুরী।
পুষ্কর দেশের সে পুষ্কর অধিকারী॥
দ্বাদশ বৎসরে বসাইয়া সেই পুরী।
আইলেন শ্রীভরত অযোধ্যা-নগরী॥
মহাহ্লাদে শ্রীরাম করেন সম্ভাষণ।
শুনিয়া গন্ধর্ব্ব-বধ হরষিত-মন॥
শ্রীরাম বলেন, যোগ্য ভরত-কুমার।
দুই ভাইপোয় দেন রাজ্য অলঙ্কার॥
চন্দ্রকেতু অঙ্গদ এ দুই সহোদর।
রামের আজ্ঞায় দোঁহে হৈল দণ্ডধর॥
অঙ্গদ পাইল মল্লদেশ অধিকার।
অশ্বদেশ-অধিপতি চন্দ্রকেতু আর॥
লক্ষ্মণের দুই পুত্র হইলেক রাজা।
রাজ্য বসাইয়া পালে বিধিমতে প্রজা॥
শত্রুঘ্নের দুই পুত্র পরম সুন্দর।
শত্রুঘাতী সুবাহু এ দুই সহোদর॥
চারি ভায়ের অষ্ট পুত্র হৈল মহামতি।
শত্রুঘ্নের দুই পুত্র মথুরাধিপতি॥
লব কুশ পাইলেন অযোধ্যা নন্দিগ্রাম।
অষ্ট জনে অষ্ট রাজ্য দিলেন শ্রীরাম॥
এগার হাজার বর্ষ রামের পালনে।
পাত্র-মিত্র-আদি সুখে আছে সর্ব্বজনে॥
কৃত্তিবাস-কবিত্ব অমৃতে আমোদিত।
গাইল উত্তরাকাণ্ডে রামের চরিত॥

(১) দুর্নীতি—অসৎ।

কাল-পুরুষ-সমাগম ও লক্ষ্মণ বর্জ্জন।

পরে কাল-পুরুষ (১) সে সংসার-বিনাশী।
অযোধ্যায় প্রবেশিল হইয়া সন্ন্যাসী॥
সভাতে বসিয়া রাম, দুয়ারী লক্ষ্মণ।
রীতিমত বসিয়াছে পাত্র-মিত্র-গণ॥
হেনকালে আসি কাল-পুরুষ বলিল।
আমি দূত ব্রহ্মার, যে ব্রহ্মা পাঠাইল॥
লক্ষ্মণ, রামের কাছে কর নিবেদন।
তাঁহার সহিত আছে কথোপকথন॥
শ্রীরামের কাছে গিয়া লক্ষ্মণ সম্ভ্রমে।
জোড়হাত করি তবে জানান শ্রীরামে॥
আইল ব্রহ্মার দূত দ্বারে আচম্বিতে।
আজ্ঞা কর রঘুনাথ, উচিত আনিতে॥
শ্রীরাম বলেন, আন করি পুরস্কার।
কি হেতু আইল দূত জানি সমাচার॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা লক্ষ্মণ সত্বর।
কাল-পুরুষেরে নিল রামের গোচর॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাম দিলেন আসন।
জোড়হস্তে জিজ্ঞাসেন, কহ প্রয়োজন॥
সে কাল-পুরুষ বলে, শুনহ বচন।
যে কথা কহিব পাছে শুনে অন্য জন॥
এ সময়ে যে করিবে হেথা আগমন।
ব্রহ্মার বচনে তারে করিবে বর্জ্জন (২)॥
এই সত্য ব্রহ্মার যে করিবে পালন।
দ্বার-রক্ষা হেতু তবে রাখ এক জন॥
শ্রীরাম বলেন, শুন প্রাণের লক্ষ্মণ।
সাবধানে থাক, না আইসে কোন জন॥
অধিক কি কহিব, যে যার পানে চায়।
নিশ্চয়ে জানিহ আমি ত্যজিব তাহায়॥
এই সত্য করিলাম দূতের গোচরে।
সাবধানে লক্ষ্মণ, রহিবা তুমি দ্বারে॥
বিধাতার নির্ব্বন্ধ যে না যায় খণ্ডন।
কাল-পুরুষের সনে হয় সম্ভাষণ॥
সে কাল-পুরুষ বলে পরিচয় করি।
মর্ত্ত্যেতে রহিলে, শূন্য বৈকুণ্ঠ-নগরী॥
সংসারের লোক নাশি মোর দূতে আনে।
তোমারে লইতে আমি আইনু আপনে॥
ব্রহ্মার বচন রাম, কর অবধান।
সংসার ছাড়িয়া তুমি চল নিজ স্থান॥
এগার হাজার বর্ষ অবতার করি।
ভুলিয়া রহিলা প্রভু-যেমন সংসারী॥
রহিবার যোগ্য নহে মর্ত্ত্যের ভিতর।
আমারে কি আজ্ঞা, রাম, বলহ সত্বর॥
শ্রীরাম বলেন, যম, যে কহ এখন।
সংসার ছাড়িয়া আমি করিব গমন॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ আছে না যায় খণ্ডন।
ব্রহ্মার মায়াতে দুর্ব্বাসার আগমন॥
সভা করি দ্বারে বসিয়াছেন লক্ষ্মণ।
মুনি বলে, গিয়া করি রাম সম্ভাষণ॥
লক্ষ্মণ বলেন, কৃপা কর দাস ব'লে।
ব্রহ্মার দূতের সনে আছেন বিরলে॥
যে কর্ম্ম সাধিবে করি রাম-সম্ভাষণ।
আজ্ঞা কর, করি আমি সেই প্রয়োজন॥
কুপিল দুর্ব্বাসা মুনি লক্ষ্মণের প্রতি।
লক্ষ্মণের পানে চাহি কহে কোপমতি॥

(১) কাল-পুরুষ—অতিবল-নামক মুনির দূত; সংকল্পের পুত্র। (২) মূল বাল্মীকি রামায়ণে 'বর্জ্জন' করার স্থলে বধ করার কথা আছে। যথা—ন মে বধ্যঃ খলু ভবেদ্বাচং মৎসমযীরিতম্। অবেক্ষেত চ সৌমিত্রে পশ্যেদ্বা শৃণুয়াচ্চ যঃ। পরিশেষে কুলগুরু বশিষ্ঠের পরামর্শে 'বধ' ও 'বর্জ্জন' একই প্রকার বলিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। ত্যাগো বধো বা বিহিতঃ সাধূনাং হ্যুভয়ং সমম্।

লক্ষ্মণ, আমার শাপে কার বাপে তরি।
শাপ দিয়া পোড়াইব অযোধ্যা-নগরী ॥
যত রাজ্যখণ্ড আজি করিব সংহার।
পোড়াইয়া অযোধ্যা করিব ছারখার ॥
বালক বনিতা বৃদ্ধ আজি করি ধ্বংস।
দশরথ ভূপতিরে করিব নির্ব্বংশ ॥
দেখিয়া মুনির কোপ লক্ষ্মণের ত্রাস।
ভাবেন আমার লাগি হয় সর্ব্বনাশ ॥
বুঝি রাম করিবেন আমারে বর্জ্জন।
এড়াইতে নারি আমি ললাট-লিখন ॥
বর্জ্জন মরণ দুই একই প্রকার।
আমা হেতু বংশ কেন হইবে সংহার ॥
আমারে বর্জ্জিলে আমি মরি এক জন।
পিতৃবংশ নাশ করি কিসের কারণ ॥
পূর্ব্বকথা লক্ষ্মণের পড়িলেক মনে।
এ বর্জ্জন সুমন্ত্র কহিল তপোবনে (১) ॥
কাল-পুরুষের সঙ্গে রামের কথন।
মুনিকে লইয়া তথা গেলেন লক্ষ্মণ ॥
কাল-পুরুষেরে রাম করিয়া বিদায়।
প্রণাম করেন রাম মুনি দুর্ব্বাসায় ॥
বিনয়ে বলেন রাম, কোন্ প্রয়োজন।
দুর্ব্বাসা বলেন, চাহি উচিত ভোজন ॥
এক বর্ষ করিয়াছি আমি অনাহার।
দেহ অন্ন ব্যঞ্জন সে অমৃত-সুসার (২) ॥
দুর্ব্বাসার কথাতে রামের হৈল হাস।
একবর্ষ কেমনে করেছ উপবাস ॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি, এ নহে কারণ।
অনুমানে বুঝি হে মজিল পুরী-জন ॥
ভোজন দিলেন রাম অমৃত-সুসার।
ভোজন করিয়া মুনি গেল নিজ ঘর ॥

শ্রীরাম বলেন, মুনি, পাড়িল প্রমাদ।
কেমনে বর্জ্জিব ভাই, করেন বিষাদ ॥
কাল-পুরুষের সঙ্গে আলাপ যখন।
দুর্ব্বাসার সঙ্গে গেল লক্ষ্মণ তখন ॥
সত্য যদি লঙ্ঘি, তবে ব্যর্থ এ জীবন।
সত্য পালি যদি, হয় লক্ষ্মণ-বর্জ্জন ॥
লক্ষ্মণে বর্জ্জিতে রাম অত্যন্ত বিকল।
বশিষ্ঠ নারদ আদি ডাকেন সকল ॥
কেমনে করেন রাম সত্যের পালন।
সভা-মধ্যে শ্রীরাম কহেন বিবরণ ॥
শ্রীরাম বলেন, সীতা আর রাজ্য ধন।
ইহার অধিক মোর ভাই যে লক্ষ্মণ ॥
সকলি ত্যজিতে পারি, জানকী সুন্দরী।
লক্ষ্মণ বিহনে আমি রহিতে না পারি ॥
মুনিরা বলেন, রাম, কি ভাবিছ মনে।
সত্য যদি পাল, তবে বর্জ্জহ লক্ষ্মণে ॥
যদি সত্য লঙ্ঘ হয় ব্যর্থ এ জীবন।
লক্ষ্মণে বর্জ্জিয়া কর সত্যের পালন ॥
সত্য হেতু তব পিতা তোমা পুত্র বর্জ্জে।
সত্য পালি মরিয়া গেলেন স্বর্গরাজ্যে ॥
ছত্র-দণ্ড-ধর তুমি, হৈল অধিবাস।
পিতৃ-সত্য পালিতে যে গেলে বনবাস ॥
অগ্নিশুদ্ধা এড় (৩) তুমি পরম-সুন্দরী।
সীতা এড়, রাজ্য এড়, হ'য়ে ব্রহ্মচারী ॥
এ সব বর্জ্জিতে রাম না কর মন্ত্রণা।
লক্ষ্মণে বর্জ্জিতে কেন এত আলোচনা ॥
হেন কালে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ।
আমারে বর্জ্জিয়া কর সত্যের পালন ॥
যদি সত্য লঙ্ঘ তবে বড় অনাচার।
তুমি সত্য লঙ্ঘিলে মজিবে এ সংসার ॥

(১) ৬৭৪ পৃষ্ঠা প্রথম কলম দ্রষ্টব্য। (২) অমৃত-সুসার—অমৃত তুল্য মধুর। (৩) এড়—ত্যাগ কর।

যত কিছু আজি রাম আমার কারণ।
তোমার যে মায়া বুঝিবেক কোন্ জন॥
সংসার ছাড়িলে রাম ঘোচে মায়ামোহ।
দুই ভাই কোলাকুলি চক্ষে বহে লোহ (৩)॥
সভায় বলেন রাম বর্জ্জিনু লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ-পশ্চাতে আমি করিব গমন॥
শুনি সর্ব্বলোকের চক্ষেতে পড়ে পানী।
চলিল লক্ষ্মণ বীর করিয়া মেলানি॥
এড়েন হাতের বেত্র গাত্র-আভরণ।
রামে প্রদক্ষিণ করিলেন শ্রীলক্ষ্মণ॥
বন্দিলেন শ্রীবশিষ্ঠ-নারদ-চরণ।
আর যত বন্দিলেন কুলের ব্রাহ্মণ॥
ভরতের পদদ্বয় করেন বন্দন।
ভরত কাতর অতি, করেন ক্রন্দন॥
প্রজা-সমূহের প্রতি কহেন লক্ষ্মণ।
সম্প্রীতিতে বিদায় করহ প্রজাগণ॥
প্রজাগণ বলে, শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
তোমা বিনা কেমনে ধরিব এ জীবন॥
লক্ষ্মণ শ্রীরাম-পদে করেন প্রণতি।
জন্মে জন্মে থাকে যেন ভক্তি তোমা প্রতি (১)॥
লক্ষ্মণের বাক্যে রাম হইয়া কাতর।
অচেতন হইলেন, নাহিক উত্তর॥
পাত্র মিত্র প্রতি বীর করিয়া মেলানী।
চাহিয়া সবার পানে চক্ষে পড়ে পানী॥
রাজ্যখণ্ড আদি করি সহ সর্ব্বজন।
সরযূ নদীর তীরে করেন গমন॥
প্রার্থনা করেন তবে করিয়া প্রণাম।
আমাতে প্রসন্ন যেন থাকেন শ্রীরাম॥

সরযূর স্রোত বহে অতি-খরশাণ।
লক্ষ্মণ নামিয়া স্রোতে ত্যজিলেন প্রাণ॥
নরদেহ পরিহরি গেলেন গোলোকে।
অযোধ্যানগরে যে বাড়িল মহাশোক॥
হাহাকার রোদন উঠিল চতুর্দ্দিক্।
বিলাপ করেন রাম বর্ণিতে অধিক॥
আমারে এড়িয়া গেলা কোথায় লক্ষ্মণ।
তোমা বিনা বিফল না রাখিব জীবন॥
সীতা বর্জ্জিলাম আমি লোক-অপবাদে।
তোমা বর্জ্জিলাম ভাই কোন্ অপরাধে॥
লক্ষ্মণ-বর্জ্জনে মোর মিথ্যা এ সংসার।
লক্ষ্মণ সমান ভাই না পাইব আর॥
লক্ষ্মণ বিহনে আমি থাকি কি কুশলে।
যে জলে নামিল ভাই নামিব সে জলে॥
যে দিকে লক্ষ্মণ গেল উত্তর সে দিক।
লক্ষ্মণ বিহনে প্রাণ রাখাই সে ধিক্॥
করিলা বিস্তর সেবা হইয়া সদয় (২)।
তোমা বর্জ্জিলাম আমি হইয়া নির্দ্দয়॥
লক্ষ্মণের মরণে কাতর রাম অতি।
ছত্র-দণ্ড ধরিতে না চান রঘুপতি॥
ভরতে করিতে রাজা শ্রীরামের মতি।
ভরত কহেন কিছু শ্রীরামের প্রতি॥
এতকাল নানাসুখ করিলাম রাম।
তব সঙ্গে যাইতে এখন মনস্কাম॥
ভরতের কথা শুনি রামের উদাস।
হেঁট-মাথা করি রাম ছাড়েন নিশ্বাস॥
শ্রীরাম বলেন, শুন আমার উত্তর।
শত্রুঘ্নে আনিতে দূত পাঠাও সত্বর॥

---

(১) লোহ—অশ্রু; চোখের জল। (১) বাল্মীকি লক্ষ্মণকে দিয়া বলাইয়াছেন :—ন সন্তাপং মহাবাহো মদর্থং কর্ত্তু মর্হসি। পূর্ব্ব-নির্মাণবদ্ধা হি কালস্য গতিরীদৃশী।—ইত্যাদি। (২) সদয়—এখানে প্রীতিবশে।

রামের আজ্ঞায় দূত পাঠাইল ত্বরা।
তিন দিবসেতে গেল নগর মথুরা॥
শত্রুঘ্নের ঠাঁই দূত কহে কানে কানে।
চলিল সকল লোক শ্রীরামের সনে॥
ভরতাদি করিয়া যতেক পুর-জন।
শ্রীরামের সঙ্গে স্বর্গে করিবে গমন॥
রামের বর্জ্জনে ছাড়ে লক্ষ্মণ শরীর।
লক্ষ্মণ বর্জ্জনে রাম হলেন অস্থির॥
মহারাজ শত্রুঘন, না ভাবিহ মনে।
সত্বরে চলহ তুমি রাম-সম্ভাষণে॥
এত শুনি শত্রুঘন করে হেঁট-মাথা।
পাত্র-মিত্রে আনিয়া কহেন সব কথা॥
সুবাহু পুত্রেরে করেন মথুরায় রাজা।
সাবধানে পালিতে কহেন সব প্রজা॥
দুই পুত্র প্রতি রাজ্য করি সমর্পণ।
অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন শত্রুঘন॥
তিন দিবসেতে আসি অযোধ্যা-নগরী।
প্রণাম করেন শ্রীরামের পদ ধরি॥
শত্রুঘ্নে দেখিয়া রাম হরষিত মন।
পুনশ্চ রামের পদ বন্দে শত্রুঘন॥
তোমার চরণ বিনা আর নাহি গতি।
স্বর্গবাসে যাব প্রভু তোমার সংহতি॥
জোড়-হস্তে শ্রীরামেরে কহে সর্ব্বলোকে।
তোমার প্রসাদে রাম স্বর্গে যাব সুখে॥
তোমার মরণে প্রভু সবার মরণ।
তোমার জীবনে রাম সবার জীবন॥
শুনিয়া শ্রীরাম করিলেন অঙ্গীকার।
আমার সহিত চল বাঞ্ছা থাকে যার॥
জীবনের আশা ছাড়ি সবার এ আশ।
শ্রীরামের সঙ্গে গিয়া করে স্বর্গবাস॥
তিন কোটি রাক্ষসে আইল বিভীষণ।
সুগ্রীব অঙ্গদ আইল সহ কপিগণ॥
নল নীল আইল সে মন্ত্রী জাম্ববান্।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আইল বীর হনুমান্॥
আর যত লোক ছিল অযোধ্যা-নগরে।
যত যত লোক ছিল পৃথিবী ভিতরে॥
স্ত্রী পুরুষ আইল সবে অযোধ্যা-নগরে।
বাল-বৃদ্ধ আদি কেহ নাহি রহে ঘরে॥
রামের নিকটে আইল সবে শীঘ্রগতি।
জোড়হাত করি সবে রামে করে স্তুতি॥
কতবার দেখিলাম দেব ত্রিলোচন।
কত শত দেখিলাম সিদ্ধ-ঋষি-গণ॥
গন্ধর্ব্বের গীত শুনিলাম মনোহর।
বিদ্যাধরী নৃত্য করে, দেখিনু বিস্তর॥
তোমার বিহনে রাম থাকি কোন্ সুখে।
তোমার পাছেতে মোরা যাব স্বর্গলোকে॥
পৃথিবীর যত লোক করে জোড়হাত।
একে একে সবারে বলেন রঘুনাথ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন রাজা বিভীষণ।
মম সঙ্গে নহে তব স্বর্গেতে গমন॥
হইয়া লঙ্কার রাজা থাক চারি যুগে।
আর কিছু না বলহ আজি মোর আগে॥
শুন বলি তোমারে যে পবন-নন্দন।
মম সঙ্গে নহে তব স্বর্গেতে গমন॥
যাবৎ আমার নাম থাকিবে সংসারে।
চন্দ্র-সূর্য্য যতকাল জগতে প্রচারে॥
তাবৎ থাকহ তুমি হইয়া অমর।
তোমার প্রসাদে মুক্ত হয় চরাচর॥
হনুমান্ বলে, নাহি চাহি স্বর্গবাস।
তোমার যে গুণ শুনি এই অভিলাষ॥

শ্রীরাম, তোমার নাম হইবে যেখানে।
সেই খানে সুস্থির থাকিব রাত্রি-দিনে ॥
হনূ প্রতি বলেন, শ্রীকমল-লোচন।
তুমি আমি এক দেহ করিবা গণন ॥
আমা ভক্ত কপি তুমি পরম সুস্থির।
যেই তুমি সেই আমি একই শরীর ॥
ব্রহ্মার বরেতে চারিযুগে চিরজীবী (১)।
আমার বদলে তুমি পালহ পৃথিবী ॥
শুন বলি মহাজ্ঞানী মন্ত্রী জাম্ববান্।
চারিযুগে অমর তুমি ব্রহ্মার কল্যাণ ॥
আরবার হউক তোমার প্রথম যৌবন।
তোমারে জিনিতে না পারিবে কোন-জন ॥
আরবার আমি যদি হই অবতার।
তোমা সঙ্গে দেখা তবে হইবে আমার ॥
আর যত মনুষ্য আসুক মোর সনে।
স্বর্গবাসে যাইতে যাহার থাকে মনে ॥
দিলেন শ্রীরাম লব-কুশে ছত্র-দণ্ড।
হাতে হাতে সমর্পেন যত রাজ্য খণ্ড।
হনূমান্ জাম্ববান্ মহেন্দ্র বানর।
লব-কুশের সনে দেন করিয়া দোসর ॥
বিভীষণে আনি রাম করেন অর্পণ।
লব-কুশে রাজা করি করেন গমন ॥

শ্রীরাম, ভরত ও শত্রুঘ্নের স্বর্গারোহণ।

সুযাত্রা করিয়া রাম ছাড়েন সংসার।
রাম গেলা, পৃথিবী হইল অন্ধকার ॥
অযোধ্যা ছাড়িয়া রাম করেন গমন।
বশিষ্ঠ নারদ আদি সঙ্গে মুনিগণ ॥
অবধূত সন্ন্যাসী চলিল সারি সারি।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বর্ণ চারি ॥
হাতে নড়ি করিয়া চলিল খোঁড়া কাণা।
শ্রীরামের সঙ্গে যায় না মানিল মানা ॥
স্থাবর জঙ্গম চলে শ্রীরামের সনে।
গাছে পক্ষী না রহে, না রহে পশু বনে ॥
ভূত প্রেত পিশাচ চলিল অন্তরীক্ষে।
হরিষ হইয়া সব যায় উত্তর-মুখে ॥
রাজ্যখণ্ড সব গেল হিমালয়-পর্ব্বতে।
এক চাপে যায় লোক ছয় মাসের পথে ॥
সংসার ছাড়িয়া রাজা যায় লক্ষ লক্ষ।
নপুংসক (২) চলিল যে অন্তঃপুর-রক্ষ (৩) ॥
চলিল সুগ্রীব-রাজা শ্রীরামের মিত।
ছত্রিশ কোটি সেনাপতি চলিল ত্বরিত ॥
ব্রহ্মা আনিলেন রথ আমাকে লইতে।
বৈকুণ্ঠে আনিবেন প্রভু জগৎ (৪) সহিতে ॥

---

(১) পবনের ঔরসে অঞ্জনা বানরীর গর্ভে হনূমানের জন্ম হয়। হনূমান্ জন্মগ্রহণ করিয়া নবোদিত সূর্য্যকে দেখিয়া পক্ব বিম্বফল মনে করিয়া মাতৃ-ক্রোড় হইতে আকাশে উঠিল। সেই দিন অমাবস্যা—সূর্য্যগ্রহণ হইবে, এজন্য রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করিতে আসিতেছিল। সে হনূমানের ভয়ানক মূর্ত্তি দেখিয়া সভয়ে ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া সকল বিবরণ জানাইল। ইন্দ্র কুপিত হইয়া হনূমান্কে বজ্রাঘাত করিলেন। এই বজ্রাঘাতে হনূমানের হনূ ভগ্ন হইয়া পড়িল। ইহাতে অঞ্জনা অতিশয় শোকার্ত্তা হইলেন। এই সময়ে হনূমানের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া পবন গতিহীন হইয়া পড়িলেন। পবনের এইরূপ গতিহীনতায় জগতের শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইলে সৃষ্টিরক্ষার্থ ব্রহ্মা ভূপতিত হনূমানের নিকট আসিয়া হনূমান্কে সচেতন করেন ও এই বর দেন যে, তুমি "চারিযুগে চিরজীবী হইবে।" (২) নপুংসক—স্ত্রী-পুরুষ চিহ্ন রহিত। (৩) অন্তঃপুর-রক্ষ—ভিতর বাড়ীর প্রহরী। (৪) জগৎ—এখানে পৃথিবীর সকল লোক।

তিন কোটি রথ এল দেবলোক দেখে ।
আকাশ জুড়িয়া রথ রহে অন্তরীক্ষে ।।
জাহ্নবী সরযূ নদী এক ঠাঁই বহে ।
গঙ্গা এড়ি রঘুনাথ সরযূতে রহে ।।
মুক্ত পূর্ব্ব-পুরুষ যে সরযূর জলে ।
গঙ্গা এড়ি রঘুনাথ সরযূতে উলে ।।
সরযূর স্রোত বহে অতি-খরশাণ ।
স্রোতে নামি তিন ভাই ত্যজিলেন প্রাণ ।।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ ।
সরযূতে তিন ভাই ত্যজেন জীবন ।।
নরদেহ ছাড়িয়া গেলেন তিন জন ।
বৈকুণ্ঠে শ্রীবিষ্ণু গিয়া দেন দরশন ।।
শ্রীরাম ভরত আর লক্ষ্মণ শত্রুঘন ।
মিলি হইলেন একদেহ নারায়ণ ।।
সীতাদেবী আইলেন শ্রীরামের পাশে ।
লক্ষ্মীরূপা হইলেন সীতা অবশেষে ।।
অংশীভূত নারায়ণ হৈলা সুপ্রকাশ ।
সমাপ্ত উত্তরাকাণ্ড গাহে কৃত্তিবাস ।।

ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক রামায়ণের ফলশ্রুতি কীর্ত্তন ।

বৈকুণ্ঠের নাথ যদি আইলা ভগবান ।
ব্রহ্মারে ডাকিয়া কিছু কহেন বিধান (১) ।।
আমার সহিত যত আসিয়াছে প্রাণী ।
কোথায় থাকিবে তারা, কিছুই না জানি ।।
বিরিঞ্চি বলেন, শুন রাজীব-লোচন ।
সন্তানক নামে স্বর্গ ক'রেছি সৃজন ।।
সেইখানে আসিয়া রহিবে সর্ব্বজন ।
বাঞ্ছা করে যেখানে থাকিতে দেবগণ ।।
যেই জন রামায়ণ করিবে শ্রবণ ।
পরলোকে এই স্বর্গে করিবে গমন ।।
ভক্ত অনুরূপ স্বর্গ অনেক প্রকার ।
গোবিন্দ ভাবিয়া লোক পায় ত নিস্তার ।।
শ্রীরামের ভক্ত যে পাইল স্বর্গবাস ।
ইহা দেখি ব্রহ্মার মনেতে হৈল ত্রাস ।।
চতুর্ম্মুখ চতুর্ম্মুখে করিছেন স্তুতি ।
তোমা দরশনে নাথ পাইনু অব্যাহতি ।।
আগম পুরাণ যত মীমাংসা বেদান্ত ।
তোমার মহিমা রাম কে পাইবে অন্ত ।।
আমা হেন কোটি ব্রহ্মা নাহি পায় সীমা ।
এমনি অনন্ত তুমি অনন্ত-মহিমা ।।
পুণ্য বৃদ্ধি হয় যাঁর করিলে স্মরণ ।
পাপ মুক্ত হয় যে শুনিলে রামায়ণ ।।
চারি বেদ সহস্র নামে যত ফল হয় ।
রাম-নামে তার কোটিগুণ ফল হয় ।।
রাম-নাম লইতে যে করে অভিলাষ ।
সর্ব্বপাপে মুক্ত সে বৈকুণ্ঠে করে বাস ।।
অপুত্র শুনিলে লোক পায় পুত্র-ফল ।
সপ্তকাণ্ড শুনিলে অশ্বমেধের ফল ।।
সপ্তকাণ্ড রামায়ণ অমৃতের খণ্ড ।
এত দূরে সমাপ্ত হইল সপ্তকাণ্ড ।।

সপ্তকাণ্ড রামায়ণ সম্পূর্ণ ।

(১) বিধান—নিয়ম ।

উপসংহার

এতাবদেতদাখ্যানং সোত্তরং ব্রহ্মপূজিতম্।
রামায়ণমিতি খ্যাতং মুখ্যং বাল্মীকিনা কৃতম্॥
ততঃ প্রতিষ্ঠিতো বিষ্ণুঃ স্বর্গলোক যথা পুরা।
যেন ব্যাপ্তমিদং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
নিত্যং শৃণ্বন্তি সংহৃষ্টাঃ কাব্যং রামায়ণং দিবি॥
ইদমাখ্যানমায়ুষ্যং সৌভাগ্যং পাপনাশনং।
রামায়ণং বেদসমং শ্রাদ্ধেষু শ্রাবয়েদ্বুধঃ॥
অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো লভতে ধনম্।
সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত পাদমপ্যস্য যঃ পঠেৎ॥
পাপান্যপি চ যঃ কুর্য্যাদহন্যহনি মানবঃ।
পঠত্যেকমপি শ্লোকং পাপাৎ স পরিমুচ্যতে॥

"এ আখ্যান উত্তরাকাণ্ডেতে এতদূর।
বাল্মীকির কৃত ইহা, অতি সুমধুর॥
ব্রহ্মার পূজিত এই আখ্যান সুন্দর।
সকল কাব্যের শ্রেষ্ঠ ভুবন ভিতর॥
পুণ্যময় রামায়ণ, রাম-গরিমায়।
এ কাব্যের সম কাব্য নাহিক কোথায়॥
চরাচরে ব্যাপ্ত যিনি তেজে আপনার।
অনন্ত গৌরবে পূর্ণ বিশ্বের মাঝার॥
পুনঃ যিনি সগৌরবে স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত।
সেই বিষ্ণু-কথা এই কাব্যেতে কীর্ত্তিত॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ আর ঋষিগণ।
দেবলোকে এই কাব্য করেন শ্রবণ॥
আয়ুষ্কর পাপহর সৌভাগ্যের মূল।
বেদসম রামায়ণ ভুবনে অতুল॥
বুধগণ শ্রাদ্ধকালে এই রামায়ণ।
সযতনে পূতমনে করাবে শ্রবণ॥
অপুত্রের পুত্র হয় এ গ্রন্থ শ্রবণে।
লভয়ে বিপুল ধন ধনহীন জনে॥
এ কাব্যের পাদমাত্র পড়ে যেই জন।
সে জনের সর্ব্বপাপ হয় বিমোচন॥
যেই জন প্রতিদিন নানা পাপ করে।
শ্লোকমাত্র পাঠে তার সর্ব্ব পাপ হরে॥
রামায়ণ পড়ে যেই ভক্তিযুত মনে।
জগতে পূজিত হয় পুত্র-পৌত্র সনে॥"

—৺রাজকৃষ্ণ রায়।

মহর্ষি বাল্মীকি এই পুণ্য রামায়ণ।
সংস্কৃত ভাষায় শ্লোকে করিলা রচন॥
বাঙ্গালীর হিত তরে কবি কৃত্তিবাস।
কাব্যাকারে ভাষান্তর করিলা প্রকাশ॥
বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে শ্রীরাম-কাহিনী।
যাঁহার কৃপায় ঘোষে দিবস-যামিনী॥
সেই কৃত্তিবাস-পদ করিয়া বন্দন।
প্রকাশিত হৈল **কৃত্তিবাসী রামায়ণ**॥

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট (ক)

রামায়ণোল্লিখিত স্থানাদির ভৌগোলিক সংস্থান।

বর্ণানুক্রমিক

অগস্ত্যাশ্রম—দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত বেণগঙ্গার উৎপত্তি-স্থানের মহাদেও পর্ব্বতের ২০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। শ্রীরামচন্দ্র বনবাসের দশবর্ষ পরে এই আশ্রমে গমন করিয়াছিলেন।

অঙ্গদেশ—বর্ত্তমান ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলা। শক্তি-সঙ্গমতন্ত্রে বৈদ্যনাথ হইতে শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত স্থান। মতান্তরে গঙ্গা-সরযূ সঙ্গম-স্থলস্থ দেশ। বেহার প্রদেশ।

অঞ্জন শৈল—কিষ্কিন্ধ্যার মধ্যস্থ পর্ব্বত।

অত্রি মুনির আশ্রম—এলাহাবাদ হইতে প্রায় সত্তর মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকূট পর্ব্বত অবস্থিত। এই চিত্রকূট হইতে নিঃসৃতা এক নদীর নাম মন্দাকিনী। ("বর্ত্তমান নাম মন্দাকিন্) রামচন্দ্র এই মন্দাকিনীর তীরে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া যেখানে বাস করিতেন সেই স্থান হইতে অত্রি মুনির আশ্রম প্রায় ১২ মাইল দূরে অবস্থিত।

অযোধ্যা—সরযূর তীরে অবস্থিত। অতি-প্রাচীন নগরী। ইহা শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রাচীন অযোধ্যা ৪৮ ক্রোশ দীর্ঘ ছিল।

অরিষ্ট—লঙ্কার উপান্তস্থিত পর্ব্বত।

অর্ব্বুদ পর্ব্বত—আবু পাহাড়।

অলকা—হিমালয়ের উত্তরস্থ পর্ব্বত।

অম্বদেশ—পঞ্জাবের অন্তর্গত ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রাচীন দেশ। ইহা পূর্ব্বকালে মদ্রদেশ নামে কথিত হইত।

অশ্বমুখ পর্ব্বত—হিমালয় ও হেমকূটের অন্তর্গত বর্ষ বিশেষ।

অসি—কাশীর দক্ষিণে গঙ্গার সহিত মিলিত স্বনামখ্যাত নদী।

অস্তগিরি—সূর্য্যের অস্তগমন স্থান। যে পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে সূর্য্য গমন করিলে দৃষ্ট হয় না। সুমেরুর ১০০০০ ক্রোশ পশ্চিমস্থ পর্ব্বত।

অহল্যা উদ্ধারের স্থান—বি, এন, ডব্লিউ, আর, লাইনের অন্তর্গত কমতৌল রেল-ষ্টেশনের নিকটে ও মজঃফরপুর হইতে ৩২ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে। এখানে এখনো অহল্যার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কৃত্তিবাসের বর্ণনানুসারে তাড়কার বনের নিকটেই অনুমিত হয়। ডুমরাঁওন রেল ষ্টেশন হইতে ৯ মাইল উত্তরে গঙ্গাতটে অহল্যা পাষাণীর স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

উৎকল্—বালেশ্বর হইতে বিশাখাপত্তনম্ দেশ পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ।

উদয় গিরি—পূর্ব্বাচল। কটকের দশ ক্রোশ দক্ষিণে এই পর্ব্বত।

ঋষভ - পূর্ব্ব সাগরস্থ ধবল বর্ণ পর্ব্বত-বিশেষ। রামায়ণ মতে দক্ষিণ সাগরস্থ পর্ব্বত-বিশেষ। অন্য মতে হিমালয়ের শৃঙ্গ, স্বর্ণময় পর্ব্বত।

ঋক্ষ—গণ্ডোয়ানা রাজ্যের অন্তর্গত শৈল-শ্রেণী।

ঋক্ষবান—নর্ম্মদা নদীর নিকটস্থ পর্ব্বত। ছিন্দওয়াড়া বিলাসপুর বালাঘাট জেলার অন্তর্গত পর্ব্বত।

ঋষ্যমূক—পূর্ব্বঘাট ও নীলগিরির মধ্যস্থ পর্ব্বত। এইখানে মতঙ্গ মুনির আশ্রম ছিল। ভীমা ও মঞ্জীরার মধ্যবর্ত্তী মলক্রগের নিকটস্থ পর্ব্বতশ্রেণী।

কম্বয—আরা প্রদেশ।

কর্ণাট—কানাড়ার পূর্ব্ব নাম। এই কানাড়া রাজ্য মহীশূর রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। পৌরাণিক যুগে কর্ণাট বলিতে সাতপুরা পর্ব্বতমালা হইতে সমগ্র দক্ষিণাপথ প্রদেশকে বুঝাইত।

কলিঙ্গ—উড়িষ্যা প্রদেশের বৈতরণী নদীর দক্ষিণ হইতে বিশাখাপত্তনম্ অর্থাৎ দ্রাবিড় দেশের উত্তর সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেশ।

কাবেরী—দক্ষিণ ভারতের এক পুণ্যতোয়া নদী। ইহা কুর্গ দেশস্থ ব্রহ্মগিরি হইতে উৎপন্ন হইয়া মান্দ্রাজ প্রদেশের মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে।

কালোদর পর্ব্বত—হিমালয়ের উত্তরে সোমাশ্রমের সন্নিহিত স্বর্ণপ্রভ 'কাল' পর্ব্বত বলিয়া মনে হয়।

কালিন্দী—কলিন্দ পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত নদী। যমুনার অপর নাম। হিমালয়ের অন্তর্গত গড়বাল প্রদেশের পর্ব্বত-বিশেষের নাম কলিন্দ। এই স্থান হইতে যমুনা অবতরণ করিয়াছে। গঙ্গোত্রীর পশ্চিমস্থ পর্ব্বত।

কাশী—উত্তর পশ্চিম-অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত বেদ-বেদান্ত চর্চার জন্য প্রসিদ্ধ স্থান। হিন্দুর প্রাচীনতম মহাতীর্থ।

কিষ্কিন্ধ্যা - বেলারীর ৩০ ক্রোশ দূরে বিজয়নগরের (বর্ত্তমান নাম হাম্পি) নিকটস্থ স্থান।

কুঞ্জর পর্ব্বত—দক্ষিণ সমুদ্রের অপর পারে অবস্থিত। মহামুনি অগস্ত্য এখানে বাস করিতেন।

কুরুজাঙ্গল—কুরু-রাজ্যের অন্তর্গত অরণ্যময় প্রদেশ। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থ দোয়াবের উত্তরস্থ বনভূমি। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বর্ত্তমান বেলুচিস্থানকে কুরুজাঙ্গল বলিয়া অনুমান করেন।

কুশাবতী—বিন্ধ্যপর্ব্বতের উপবিস্থ নগরীবিশেষ। কুশ এইখানে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। অন্য নাম কুশস্থলী (বর্ত্তমান কান্যকুব্জ)।

কৃষ্ণবেণী—বর্ত্তমান নাম বেণগঙ্গা। এই নদী গোদাবরীর শাখা।

কেকয়—পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিমস্থ দেশ। শতদ্রু ও বিপাশার মধ্যবর্ত্তী এবং বাহ্লীক নামক জনপদের দক্ষিণস্থ প্রদেশ।

কেরল—মালাবার উপকূল। সহ্য পর্ব্বত হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেশ।

কোকনদ—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মধ্যে গোদাবরী নদীর মোহানার উত্তরে সমুদ্রতীরস্থ স্থান।

কৈলাস—হিমালয়ের উত্তরে তিব্বত দেশে অবস্থিত পর্ব্বত বিশেষ।

কোশল—কাশীর উত্তর হইতে অযোধ্যা প্রদেশের সমগ্র ভূভাগ। ইহা উত্তর-কোশল ও দক্ষিণ-কোশল নামে দুই অংশে বিভক্ত। শ্রীরামচন্দ্রের রাজধানী অযোধ্যা দক্ষিণ-কোশলের অন্তর্গত।

কৌশিকী—বেহারের অন্তর্গত এক নদী। পুরাণ-মতে বিশ্বামিত্রের জ্যেষ্ঠা ভগিনী।

ক্রিমিজীবদেশ—আসাম প্রদেশ বলিয়া অনুমিত হয়।

ক্রৌঞ্চাচল—মঞ্জীরা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্ত্তী বালাঘাট পর্ব্বতের একাংশ। মতান্তরে কৈলাসের উত্তরস্থ পর্ব্বতশৃঙ্গ

ক্রৌঞ্চারণ্য—দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত এবং জনস্থান ও মতঙ্গাশ্রমের মধ্যস্থিত অরণ্য।

গঙ্গা—হিমালয় পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত, ভারতের প্রাচীনতম পুণ্যতোয়া নদী।

গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম—প্রয়াগ; আধুনিক নাম এলাহাবাদ।

গন্ধমাদন—ইলাবৃত ও ভদ্রাশ্ব বর্ষের মধ্যে অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন, ইহা মানসসরোবরের নিকট তিব্বতদেশে অবস্থিত। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, ইহা সুমেরুর দক্ষিণে।

গয়া—বেহারের অন্তর্গত প্রাচীনতম তীর্থস্থান। ফল্গুনদীর তীরে অবস্থিত।

গান্ধার—বর্ত্তমান কান্দাহার অঞ্চল। মতান্তরে সিন্ধুনদের উভয় পার্শ্বস্থ উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তপ্রদেশের এক অংশ। প্রাচীন পুরুষপুর (পেশোয়ার) ও তক্ষশিলা ইহার অন্তর্গত ছিল। প্রাচীন রাজধানী পুষ্কলাবতী।

গিরিব্রজ—কেকয় দেশের রাজধানী। পাঞ্জাবের অন্তর্গত জালালপুর সহরকে কেহ কেহ গিরিব্রজ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। গিরিব্রজ-এর অপর নাম রাজগৃহ। রাজগৃহ গঙ্গা ও শোণ নদের সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত। জরাসন্ধের সময়ে ইহা মগধের রাজধানী ছিল। বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈত্যক এই পঞ্চ-পর্ব্বত-বেষ্টিত। ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রদেশের নাম ধর্ম্মারণ্য।

গোকর্ণ—কেরল দেশের অন্তর্গত এক স্থান। এই স্থানের সন্নিহিত পর্ব্বত বিশেষ। মানস সরোবরের পশ্চিমে হিমালয় পর্ব্বতের উপর অবস্থিত পর্ব্বত ও প্রসিদ্ধ তীর্থ বিশেষ।

গোদাবরী—দক্ষিণাপথের প্রসিদ্ধ নদী। নাসিক-এর নিকটস্থ সহ্যপর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে প্রবাহিত হইয়া ভারত মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। গোদাবরীর তীরে শ্রীরামচন্দ্র বনবাসের অনেক সময় বাস করিয়াছিলেন। গোদাবরীর তীরস্থ পর্ণকুটীর হইতেই রাবণ সীতাদেবীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়।

গোমতী—অযোধ্যার মধ্যস্থ এক প্রসিদ্ধ নদী। সুপ্রসিদ্ধ লক্ষ্ণৌ সহর এই গোমতীর তীরে অবস্থিত।

গৌড়—বঙ্গদেশ। মালদহের নিকটে প্রাচীন 'গৌড়'-এর ধ্বংসাবশেষ আছে। বরেন্দ্র, বঙ্গ, মিথিলা, রাঢ় ও বঙ্গদ্বীপ—এই সমগ্রভূমি পঞ্চগৌড় নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

গৌতমের আশ্রম—গঙ্গা ও সরযূর মিলনস্থানের দক্ষিণে বিহারের অন্তর্গত সাহাবাদ জেলার স্থান-বিশেষ পূর্ব্বকালে তাড়কার বন নামে কথিত হইত। মহর্ষি গৌতমের আশ্রম এই তাড়কার বনের নিকটেই ছিল। মূল বাল্মীকি রামায়ণে মিথিলার নিকটেই গৌতমের আশ্রম বলিয়া উল্লিখিত। যথা:—

উষ্য তত্র নিশামেকাং জগ্মতুর্মিথিলাং ততঃ ॥ (শ্রীরাম-লক্ষ্মণ)

... ...

মিথিলোপবনে তত্র আশ্রমং দৃশ্য রাঘবঃ।
পুরাণং নির্জ্জনং রম্যং পপ্রচ্ছ মুনিপুঙ্গবং ॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন :—গৌতমস্য নরশ্রেষ্ঠ পূর্ব্বমাসীন্মহাত্মনঃ।
আশ্রমো দিব্যসঙ্কাশঃ সুরৈরপি সুপূজিতঃ ॥ বালকাণ্ড

চক্রবাণ পর্ব্বত বা চক্রবাণ পর্ব্বত—পশ্চিম সমুদ্রের চতুর্থাংশের পর অবস্থিত পৌরাণিক কালের পর্ব্বত-বিশেষ। বিশ্বকর্ম্মা এখানে সহস্র অরযুক্ত চক্র নির্ম্মাণ করেন। এই স্থানে শ্রীভগবান পাঞ্চজন্য শঙ্খ ও উক্ত চক্র প্রাপ্ত হন।

চন্দ্রগিরি—সিন্ধু-সাগর-সঙ্গমে অবস্থিত শতশৃঙ্গ পর্ব্বত।

চিত্রকূট—ইংরাজী নাম Chitarkot; এলাহাবাদ হইতে প্রায় ৬০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। বান্দা-জেলার অন্তর্গত। প্রয়াগের গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম হইতে দশ ক্রোশ গমন করিলে চিত্রকূট পর্ব্বত দৃষ্ট হয়।

জটায়ু বধের স্থান—মহীশূরের অন্তর্গত চিত্তলদুর্গ জেলার মধ্যে জটিঙ্গ রামেশ্বর নামক স্থান।

জনকপুরী—মিথিলা। অন্য নাম বিদেহ ও তীরভুক্তি। তীরভুক্তির আধুনিক নাম ত্রিহুত। এই রাজ্যের পূর্ব্বদিকে কৌশিকী, দক্ষিণে গঙ্গা, পশ্চিমে ছোট গণ্ডকী, (সদানীরা) উত্তরে হিমালয়। মজঃফরপুর ও দারবঙ্গ জেলার মিলন স্থানের উত্তরাংশে নেপালের সীমানায় এই প্রাচীন দেশ অবস্থিত। দারবঙ্গের ৩৫ মাইল উত্তরে এই স্থান।

জনস্থান—(অগস্ত্য আশ্রম দ্রষ্টব্য) অগস্ত্য আশ্রমের পরেই জনস্থান। দণ্ডকারণ্যের একাংশ।

তক্ষশিলা—ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে কালকা সরাইয়ের সন্নিহিত শাহদেরীর ধ্বংসাবশেষ মধ্যে স্থিত প্রাচীন নগরী। গান্ধারের রাজধানী। এইস্থান রাওলপিণ্ডি হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে।

তমসা—সরযূ ও গোমতীর মধ্যস্থ গঙ্গার উপনদী। ইহার তীরে বাল্মীকির আশ্রম ছিল।

তাড়কার বন—বিহারের অন্তর্গত সাহাবাদ জেলা। প্রাচীন নাম মলজ ও করূষ।

তৈলঙ্গ—প্রাচীন অন্ধ্র ও বর্ত্তমান তেলগুদেশ অর্থাৎ উত্তর সরকার ও নিজাম রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব্ব ও তৎসন্নিহিত মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর একাংশ।

ত্রিকূট—লঙ্কামধ্যস্থ পর্ব্বত। ইহার অপর নাম লম্ব।

ত্রিবেণী—এলাহাবাদ অথবা হুগলী জেলার অন্তর্গত গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর মুক্তবেণী তীর্থ।

ত্রিশৃঙ্গ—ত্রিকূট পর্ব্বতের নামান্তর।

দণ্ডকারণ্য—বুন্দেলখণ্ড হইতে কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ আরণ্য ভূমি। রামায়ণের সময়ে ইহা গঙ্গার দক্ষিণ হইতে সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল।

ধর্ম্মারণ্য—পাঞ্চাল ও উত্তর কোশলের মধ্যবর্ত্তী অরণ্য। পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় "গিরিব্রজ" দ্রষ্টব্য। প্রাচীন ভূগোল মতে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর (আসাম প্রদেশ)।

নন্দিগ্রাম—অযোধ্যা হইতে পূর্ব্বদিকে অবস্থিত বর্ত্তমান নন্দগাঁও।

নর্ম্মদা—দাক্ষিণাত্যের এক প্রসিদ্ধ নদী। অন্য নাম রেবা।

নিকুম্ভিলা—সিংহলের কলম্বো হইতে ৮০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

নৈমিষারণ্য—লক্ষ্ণৌএর উত্তর পশ্চিম কোণে ৪৫ মাইল দূরে খয়েরাবাদ সন্নিহিত অরণ্য। বর্ত্তমান নাম নিমখার। রামচন্দ্র এইস্থানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

পঞ্চবটী—মধ্যভারতের গোদাবরী-তীরস্থ জনস্থান-মধ্যবর্ত্তী স্থান। বর্ত্তমান নাসিক।

পদ্মা—গঙ্গার শাখানদী। ইহা পূর্ব্ব বঙ্গের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে।

পম্পা—দক্ষিণ ভারতের ঋষ্যমূক পর্ব্বতস্থ নদী। রামায়ণী যুগে ইহাও দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত ছিল। ইহার জল স্থির বলিয়া ইহা পম্পা সরোবর নামেও প্রসিদ্ধ আছে।

পিপ্পলের বন—অগস্ত্যাশ্রমের নিকটস্থ মধুক বনের উত্তরে অবস্থিত।

পুষ্কলাবতী—বর্ত্তমান পেশোয়ারের নিকট। ইহা গান্ধারের প্রাচীন রাজধানী। ভরতের পুত্র পুষ্কল এই রাজ্য স্থাপন করেন।

প্রয়াগ—বর্ত্তমান এলাহাবাদ।

প্রস্রবণ পর্ব্বত—জনস্থানের মধ্যবর্ত্তী গোদাবরী নদী-সন্নিহিত পর্ব্বত।

ফুলিয়া—নদীয়া জেলার অন্তর্গত। রাণাঘাটের নিকটস্থ স্থান। মহাকবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান।

বরাহ—পশ্চিম সমুদ্রপারে স্থিত পর্ব্বত। এই স্থানে প্রাগজ্যোতিষ নামে এক নগর আছে। কাশ্মীর রাজ্যের পশ্চিম সীমায় অবস্থিত বরামুল পর্ব্বতকে কেহ কেহ প্রাচীন বরাহ পর্ব্বত বলিয়া থাকেন।

বারাণসী—বরুণা ও অসি নাম্নী নদীদ্বয়ের মধ্যস্থ স্থানকে বারাণসী বা কাশী কহে।

বাল্মীকির আশ্রম—কানপুরের নিকটস্থ বর্ত্তমান বিঠুরের নিকটস্থ স্থান।

বাহ্লীক—আফগানিস্থানের উত্তর-পশ্চিমস্থ দেশ। বলখ হইতে হিরাত পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

বিন্ধ্যপর্ব্বত—কিষ্কিন্ধ্যার দক্ষিণস্থ সহস্র শৃঙ্গ পর্ব্বত বলিয়া উক্ত। (রামায়ণ)। আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণা পথের মধ্যস্থ পর্ব্বতের নামও বিন্ধ্য পর্ব্বত।

বিদিশা—জব্বলপুরের পশ্চিমে বেত্রবতী নদী তীরে বর্ত্তমান নাম ভিলসা।

বিপাসা—পাঞ্জাবস্থ নদী-বিশেষ। বর্ত্তমান নাম বিয়াস্। পুত্রশোকাতুর হস্তপদ-বদ্ধ বশিষ্ঠদেবের বন্ধনপাশ মুক্ত করিয়া দিয়াছিল বলিয়া এই নদীর নাম হইয়াছিল বিপাশা।

বিশালা—অপর নাম বসাড়। পাটনা হইতে প্রায় ১৪ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে। সিদ্ধাশ্রম হইতে মিথিলা যাইবার পথে গঙ্গার পরপারে অবস্থিত। (২) শিপ্রা-তীরস্থ উজ্জয়িনীর অন্য নাম।

বিশ্বামিত্রের আশ্রম—বক্সরের প্রায় দুই মাইল পূর্ব্বে এই আশ্রম।

ভরদ্বাজ আশ্রম—প্রয়াগের গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলস্থ আশ্রম। এখন এই স্থান হইতে গঙ্গা অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে।

মগধ—আরা ও পাটনা জেলার দক্ষিণস্থ ভূভাগ মগধ বলিয়া পরিচিত হইত। ঋগ্বেদে এই প্রদেশের নাম কিকটা। অন্য নাম, পলাশ দেশ।

মতঙ্গ মুনির আশ্রম—ঋষ্যমূক দ্রষ্টব্য।

মথুরা—(মধুরা) সংযুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত, যমুনা তীরে অবস্থিত।

মধুকবন—অগস্ত্যাশ্রম ও পঞ্চবটীর মধ্যস্থ অরণ্য।

মন্দর পর্ব্বত—বৈদ্যনাথের নিকটে (Mandar Hill) অবস্থিত। ভাগলপুর হইতে ৩১ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে এই পর্ব্বত অবস্থিত।

মন্দাকিনী—স্বর্গ গঙ্গার নাম। চিত্রকূট পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত নদী বিশেষ।

মলয়—বর্ত্তমান পশ্চিমঘাট পর্ব্বত শ্রেণীর দক্ষিণাংশ, নীলগিরি পর্ব্বত। এখানে অগস্ত্যের আশ্রম ছিল।

মলদ—বর্ত্তমান আরা অঞ্চল।

মহেন্দ্র পর্ব্বত—এই পর্ব্বত শ্রেণী উড়িষ্যা ও উত্তর সরকার প্রদেশ হইতে গঞ্জামের নিকটবর্ত্তী গণ্ডোয়ানার কিয়দংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

মানস সরোবর—হিমালয়ের উত্তরস্থ হ্রদ।

মাণ্ডকর্ণির আশ্রম—পঞ্চাপ্সরঃ—সর্গুজা রাজ্যের অন্তর্গত রামগড় পর্ব্বত।

মালিনী নদী—চিত্রকূট-প্রবাহিণী পৈশানী নদী।

মল্লদেশ—বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর অঞ্চল।

মাল্যবতী—মালিনী নদীর অপর নাম।

মাল্যবান—কিষ্কিন্ধ্যার নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত।

মিথিলা—বিশালার উত্তরে মিথিলারাজ্য। জনকপুর দ্রষ্টব্য।

মৈনাক পর্ব্বত—ভারতবর্ষ ও লঙ্কার মধ্যস্থ সাগরগর্ভস্থ পর্ব্বত।

যমুনা—সূর্য্য-কন্যা ও যমের ভগিনী। হিমালয় হইতে বহির্গত হইয়া প্রয়াগে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।

রাজগৃহ—গিরিব্রজ দ্রষ্টব্য।

লঙ্কা—ভারতবর্ষের দক্ষিণস্থ দ্বীপ। রাক্ষসরাজ রাবণের বাসভূমি।
লোহিত পর্ব্বত - ব্রহ্মপুত্রনদের উৎপত্তি স্থান।
লোহিত সাগর—লোহিত পর্ব্বতের উপত্যকা প্রদেশস্থ হ্রদ।
শতদ্রু—পাঞ্জাবের অন্তর্গত এক নদী। বর্ত্তমান নাম Sutleg (সতলেজ) পুত্র শোকাতুর বশিষ্ঠদেব প্রাণ-বিসর্জ্জনার্থ এই নদীতে ঝম্প প্রদান করিলে এত বড় মহর্ষির প্রাণ নষ্ট হইবে ভাবিয়া এই নদী শত পথে প্রবাহিত হইয়াছিল। এই জন্য এই নদীর নাম হইয়াছে শতদ্রু।
শবরীর আশ্রম—ঋষ্যমূক দ্রষ্টব্য।
শরভঙ্গ মুনির আশ্রম—ভূপালরাজ্যের অন্তর্গত প্রাচীন নলপুরের নিকটস্থ স্থান।
শাকদ্বীপ –ভারতের উত্তর পশ্চিমস্থ প্রাচীন দেশ। অনেকে ইহা সাইথিয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মতান্তরে পারস্যদেশ। প্রকৃতিবাদ অভিধানে কাশ্মীরের উত্তরস্থ পুণ্যভূমি।
শৃঙ্গবেরপুর—কোশলরাজ্যের সীমার বাহিরে গঙ্গাতীরবর্ত্তী নগর। নিষাদরাজ গুহকের রাজধানী। প্রয়াগ হইতে ২২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গাতীরস্থ আধুনিক সাঙ্গার।
শোণ—বিহারের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ নদী। ইহা অমরকণ্টক পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া পাটনার কিছু উত্তরে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। রামায়ণ মতে পূর্ব্ব-সমুদ্রপারে, খরস্রোত, রক্তবর্ণ-জল, সিদ্ধচারণ-সেবিত নদ।
শ্রাবস্তী—ধর্ম্মপত্তন নামক পুরীর নামান্তর। উত্তর-কোশলস্থ ; লবের পুরী। অযোধ্যা-প্রদেশের গোণ্ডা ও ব্যারাইচ জেলার সীমান্তস্থিত। বর্ত্তমান সহেটমহেট নামক স্থান।
শ্বেতগিরি—হিমালয়ের অন্তর্গত ধবলাগিরি।
সরযূ—অযোধ্যা-প্রদেশস্থ নদী। ইহার তীরে অযোধ্যানগরী অবস্থিত।
সরস্বতী—ব্রহ্মাবর্ত্তের পুণ্যতোয়া নদী। প্রয়াগে অন্তর্হিতা। বঙ্গদেশেও হুগলী জেলার মধ্য দিয়া সরস্বতী নদী প্রবাহিত। মগরার নিকটে ত্রিবেণীর দক্ষিণে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।
সহ্য পর্ব্বত –রামায়ণের বর্ণনানুসারে পশ্চিমঘাট পর্ব্বত। বিন্ধ্য পর্ব্বতের অন্য নাম সহ্য পর্ব্বত।
সাংকাশ্যা—সংযুক্তপ্রদেশের মইনপুরীর সন্নিহিত ইক্ষুমতী (বর্ত্তমান কালী নদী) নদী তীরস্থ বর্ত্তমান সংকিশা নামক জনপদ।
সিদ্ধাশ্রম—বিশ্বামিত্রের আশ্রম দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান বক্‌সরের নিকটস্থ স্থান।
সিন্ধুদেশ – সিন্ধুনদ যে দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।
সুদর্শন –হিমালয়-সন্নিহিত পর্ব্বত।
সুবেল পর্ব্বত—লঙ্কাদ্বীপে অবস্থিত পর্ব্বত।
সেতুবন্ধ রামেশ্বর—ভারতের দক্ষিণ-প্রান্তস্থ মদুরা হইতে ৩০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এইখানে রামচন্দ্র এক শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রামেশ্বর দ্বীপ রামকর্ত্তৃক বদ্ধ সেতুর ভগ্নাংশের একাংশ।
হরিদ্বার—হিমালয়ের পাদমূলে অবস্থিত এক প্রসিদ্ধ নগরী। হিন্দুদিগের তীর্থস্থান।
হস্তিনাপুর—বর্ত্তমান দিল্লীর প্রায় ১৬ মাইল পূর্ব্বে, গঙ্গার দক্ষিণ তটে অবস্থিত।
হিঙ্গুলিয়া গিরি—করাচীর ৯০ মাইল উত্তরে বেলুচিস্তানস্থিত তীর্থ।
হেম গিরি—হিমালয়ের উত্তরস্থ পর্ব্বত-বিশেষ। কাঞ্চনজঙ্ঘা বলিয়া মনে হয়।

এতদ্ভিন্ন—কৃত্তিবাসী রামায়ণে অজয়, শঙ্খধ্বনি ঘাট, ইন্দ্রেশ্বর, মেড়াতলা, নদীয়া সপ্তগ্রাম আকনা, মাহেশ, বিহারোদর (ব্যাণ্ডোড়) প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এগুলির সংস্থান অনেকেই অবগত আছেন। বাহুল্য ভয়ে তাহাদের সংস্থান লিখিত হইল না।

পরিশিষ্ট (খ)

পাদটীকায় অনুল্লিখিত বিষয়ের পরিচয়।

৪০ পৃষ্ঠা—চক্রবর্ত্তী—চক্র (দেশসমূহ) বৃত্ (বর্ত্তমান থাকা)+ইন্=চক্রবর্ত্তী। যিনি দেশসমূহে স্বামিরূপে বর্ত্তমান থাকেন, তিনি চক্রবর্ত্তী। বিস্তৃত রাজ্যের যিনি অধীশ্বর।

৪৪ পৃষ্ঠা— মম পিতামহ যেই রঘু নাম ধরে।
ইন্দ্রে আনি খাটাইল অযোধ্যানগরে॥

মহারাজ দিলীপ শততম অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিয়া যজ্ঞীয় অশ্বরক্ষার ভার রঘুর উপর প্রদান করিলেন। রঘু অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছিলেন। সহসা অশ্বকে দেখিতে না পাইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই অশ্ব কে হরণ করিল। এমন সময়ে বশিষ্ঠের হোমধেনু নন্দিনী তথায় উপস্থিত হইয়া মূত্রত্যাগ করিল। রঘু সেই নন্দিনীর মূত্র চক্ষে লাগাইয়া দেখিতে পাইলেন, ইন্দ্র সেই যজ্ঞীয় অশ্ব লইয়া পূর্ব্বদিকে পলাইতেছেন। ইহা দেখিয়া রঘু ইন্দ্রের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধার্থী হইলেন। এই যুদ্ধে ইন্দ্র রঘুকে বজ্রাঘাত করেন। রঘু বজ্রাঘাতে অধীর হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেও অল্পক্ষণের মধ্যে সুস্থ হইয়া উঠিলেন এবং বাণদ্বারা ইন্দ্রের ধনুকের ছিলা কাটিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্র রঘুর বীরত্ব দর্শনে অতিশয় প্রীত হইয়া বরদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এজন্য রঘু বলিয়াছিলেন, 'যদি আমার পিতার যজ্ঞীয় অশ্ব প্রদান করা অসম্ভব হয়, তবে আমার পিতাকে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রদান করুন এবং যজ্ঞ যাহাতে পূর্ণ হয় তাহার উপায় বিধান করুন। আরো এক কথা যে, আমার যজ্ঞে ব্রতী পিতাকে আপনি এই সংবাদ পাঠাইয়া দিন।' ইন্দ্র রঘুকে এই বর দান করেন এবং স্বীয় দূত দ্বারা যজ্ঞে-ব্রতী দিলীপকে এই সংবাদ প্রদান করেন—রঘুবংশ।

১১৮ পৃষ্ঠা— ব্রহ্মশাপ কৈকেয়ীর না যায় খণ্ডন।
সেই হেতু ঘটিলেক এহেন ঘটন॥

৫৪৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১২৫ পৃষ্ঠা— দেখহ পরশুরাম পিতার কথায়।
অস্ত্রাঘাত করিলেন মায়ের মাথায়॥ (১)
পিতার আজ্ঞায় অষ্টাবক্রের গোবধ। (২)
সগর আজ্ঞায় পুত্রগণের আপদ॥ (৩)
বাপের আদেশে মুনি বরুণ-আলয়ে
পশি কত কাল কাটে বিবাহিত হয়ে। (৪)

(১) অষ্টাবক্রের গোবধের কথা আমরা অবগত নই। তবে পিতার স্বর্গকামনায় তিনি জ্যোতিষ্টোম, অগ্নিহোত্র, গোমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া নানাপুরাণে

উল্লিখিত আছে। গোমেধ যজ্ঞে, বিশেষ লক্ষণযুক্ত গো বধ করিয়া যজ্ঞে আহুতি দিতে হয়। এই গোমেধ যজ্ঞ পূর্ণ করিবার জন্য গো-বধ করিতে হইয়াছিল—ইহাই যদি কবির লক্ষ্য হয়—সে কথা স্বতন্ত্র।

(২) একদা জমদগ্নি-পত্নী রেণুকা গঙ্গায় গমন করিয়া দেখিলেন, গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ পদ্ম মাল্য ধারণ করিয়া অপ্সরাদিগের সহিত জলক্রীড়া করিতেছেন। ইহা দেখিয়া রেণুকা গন্ধর্ব্বরাজের প্রতি ঈষৎ স্পৃহাবতী হইয়াছিলেন। এদিকে হোম সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে দেখিয়া রেণুকা সত্বর আশ্রমে আসিয়া জলপূর্ণ কলস জমদগ্নির সম্মুখে স্থাপন করিলেন। জমদগ্নি যোগবলে পত্নীর ব্যভিচার অবগত হইয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া পুত্রগণকে আদেশ করিলেন, তোমরা তোমাদের জননীর শিরশ্ছেদ কর। কিন্তু তাহারা কেহই পিতার আদেশ প্রতিপালন করিল না দেখিয়া অবশেষে পরশুরামকে আদেশ করিলেন, তুমি তোমার মাতার ও ভ্রাতৃগণের শিরশ্ছেদ কর। পিতৃ-আদেশে পরশুরাম মাতার শিরচ্ছেদ করিলেন।—ভাগবত

(৩) সগর রাজা শততম অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ করিবার জন্য যজ্ঞীয় অশ্ব ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার ষাট হাজার পুত্রকে সেই অশ্ব রক্ষার ভার দেন। সহসা ইন্দ্র সেই অশ্ব চুরি করিয়া পাতালে মহর্ষি কপিলের নিকট বাঁধিয়া রাখেন। সগর-পুত্রেরা স্বর্গ, মর্ত্ত্য খুঁজিয়া অবশেষে পাতালে উপস্থিত হইয়া যোগমগ্ন কপিলের নিকটে অশ্ব দেখিয়া কপিলকে অশ্ব-চোর মনে করিয়া প্রহার করিতে থাকে। এই প্রহারে কপিলের ধ্যানভঙ্গ হয় ও তাঁহার রোষানলে সগরের ষাট হাজার পুত্র ভস্মীভূত হয়।

(৪) ক— পূর্ব্বকালে প্রাচীনবর্হিরাজার দশটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা দশ প্রচেতা নামে বিখ্যাত হন। প্রাচীনবর্হিসন্তানগণ দেখিতে একরূপ ছিলেন এবং সকলের শক্তিও সমান ছিল। প্রাচীনবর্হিরাজ পুত্রগণকে বলিয়াছিলেন "তোমরা সমুদ্র-গর্ভে প্রবেশ করিয়া রুদ্রগীত জপ, যজ্ঞ ও তপস্যা দ্বারা হরিকে পরিতুষ্ট কর।" পিতার আদেশে ঐ দশ প্রচেতা সমুদ্র-গর্ভে দশ হাজার বর্ষ তপস্যা করিয়া ভগবানকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন।—ভাগবত, চতুর্থস্কন্ধ।

৪ (খ) - বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানস-পুত্র। নিমি রাজা দীর্ঘসত্র নামক যজ্ঞাভিলাষী হইয়া কুলগুরু বশিষ্ঠের নিকট উপস্থিত হন। বশিষ্ঠদেব ইতঃপূর্ব্বেই ইন্দ্রের যজ্ঞের পৌরোহিত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া নিমিরাজের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু নিমিরাজ গৌতমের পৌরোহিত্যে যজ্ঞপূর্ণ করিয়াছেন জানিয়া বশিষ্ঠ কুপিত হইয়া নিমিরাজকে "বিদেহ হও" বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন। এই সময়ে নিমিরাজ নিদ্রিত ছিলেন। নিদ্রিত ব্যক্তিকে অভিশাপ প্রদান করা অন্যায় মনে করিয়া নিমিরাজও বশিষ্ঠকে অভিশাপ প্রদান করিলেন "আপনিও বিদেহ হউন"। নিমিরাজের এই অভিশাপে বশিষ্ঠ কাতর হইয়া পিতা ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"পিতঃ, দেহহীনের বিশেষ কষ্ট। দেহহীন ব্যক্তির কোন কাজ সম্পূর্ণ হয় না এই জন্য প্রার্থনা করি,

আপনি আমাকে অন্য দেহ দান করুন।" বশিষ্ঠদেবের এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, "তুমি এখন বরুণ আলয়ে প্রবেশ করিয়া মিত্রাবরুণের রেতে জন্মগ্রহণ কর।"

সেই সময়ে মিত্র ও বরুণ ক্ষীরোদ সাগরে ইন্দ্র পূজা করিতেছিলেন। সহসা অপ্সরী উর্ব্বশী তথায় উপস্থিত হইল। উর্ব্বশী দর্শনে মিত্র ও বরুণের শক্তি স্খলিত হয়। ঐ শক্তি এক কুম্ভে রক্ষিত হয়। তাহা হইতে বশিষ্ঠ ও অগস্ত্যের জন্ম হয়।

১৪১ পৃষ্ঠা— গিরিরাজ দেশ—ভৌগোলিক পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

১৮৭ পৃষ্ঠা— ঋষ্যমূক পর্ব্বত ঐ

১৯৪ পৃষ্ঠা -

যে কথা বলেছি তার না হয় খণ্ডন।
দ্বাপর যুগেতে হবে তাহার মোচন॥

ভাগবতে দশমস্কন্ধে লিখিত আছে, শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ বিনাশের জন্য এক দৈত্য চক্রবাকের রূপ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া আকাশপথে উড্ডীন হয়। শ্রীকৃষ্ণ কৌশলক্রমে তাহাকে এক বৃহৎ শিলাতলে নিক্ষেপ করিয়া বধ করেন। ইহাতে ঐ চক্রবাকরূপী দৈত্যের উদ্ধার হয়। ইহা ব্যতীত ঐ চক্রবাকের ব্যাধহস্তে বন্দী হওয়ার কথা উল্লিখিত নাই।

২২৫ পৃষ্ঠা— নল, নীল, সম্পাতি, হনুমান—ইহাদের জন্ম বিবরণ "পৌরাণিক প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

২২৮ পৃষ্ঠা— মলয়, কোকনদ, শাকদ্বীপ, কালোদর পর্ব্বত, সিন্ধুদেশ—ভৌগোলিক পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

২৩০ পৃষ্ঠা— মলয় ও সিন্ধুদেশ—ভৌগোলিক পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৩৪২ পৃষ্ঠা— কোন্ বাপ তোর জন্ম দৈল জামদগ্নের তেজে?

প্রচলিত পুরাণে পরশুরামের সহিত রাবণের সংঘর্ষের বিশেষ উল্লেখ নাই। তবে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে,—কৈলাসে শিব-পার্ব্বতীর কেলি-গৃহে অবস্থিতির সময়ে গণেশ সেই গৃহের প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এমন সময়ে পরশুরাম আসিয়া শিবকে প্রণাম করিতে চাহিলেন। গণেশ তাহাতে বাধা দিলে পরশুরামের সহিত গণেশের সংঘর্ষ হয়। এই সময়ে মদগর্ব্বী রাবণ কৈলাস পর্ব্বত উত্তোলন করে। পর্ব্বতের বিচলনে পার্ব্বতী অতিশয় ভয় পাইয়াছেন দেখিয়া শিব বিপুল চাপ দেন। তাহার পর আর রাবণ কৈলাস পর্ব্বত ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। অতঃপর রাবণ শিবের সন্তোষ বিধানের জন্য কৈলাসে গিয়া মহাদেবের উপাসনা করে ও গণেশের ঐরূপ অবস্থা দর্শন করে। এই সময়ে পরশুরামও যে শিবের একজন প্রধান ভক্ত, রাবণ ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হয়। শিবের প্রধান শিষ্য বলিয়া রাবণের যে অভিমান ছিল, পরশুরামের সহিত পরিচয়ে রাবণের সেই অভিমান নষ্ট হয়।

৪১১ পৃষ্ঠা— (১) শ্রীরাম শিবের গুরু (২) শিব রাম অভেদ—

শ্রীরামচন্দ্র যখন সেতুবন্ধে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া শিব-পূজা করিতে থাকেন, তখন সেই লিঙ্গমধ্য হইতে শিব বহির্গত হইয়া বলেন, "হে রামচন্দ্র! তুমি এই পূজা সম্বরণ কর তুমি আমার গুরু।" এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র বলেন, "হে মহেশ্বর! তুমি

আমার গুরু।" ইহা হইতেই "শিবের গুরু রাম, রামের গুরু শিব"—এই প্রবাদ-বাক্যের উৎপত্তি হইয়াছে।

(২) শিব-রাম অভেদ :—মাল্যবান্ পর্ব্বতে রামচন্দ্র বর্ষাযাপন করিতেছিলেন। এই সময় একদিন লক্ষ্মণ ফল আহরণের জন্য বনের মধ্যে গমন করিয়াছেন—এমন সময় সীতা-শোক রামচন্দ্রের চিত্তকে পীড়া দিতে লাগিল। সহসা তাহার স্বরূপ জাগিয়া উঠিল। এই সময়ে তিনি সীতা বিরহে কাতর হইয়া সূর্য্যমণ্ডলে উপস্থিত হইলেন ও সূর্য্যকে সমভিব্যাহারে লইয়া ইন্দ্রের ভবনে পৌঁছিলেন। পরে ইন্দ্র ও সূর্য্যকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরামচন্দ্র কৈলাসে শিবের নিকটে গমন করিয়া মহাদেবকে প্রণাম করিয়া সব কথা জানাইলেন। তখন—

উভয়ে দোঁহারে স্তুতি করে দুইজনে।
রামে নমস্কারে শিব, রাম ত্রিলোচনে॥

এই সময়ে শিব ও রাম পরস্পর গুরু বলিয়া সম্ভাষণ করেন ও অভেদাত্মা বলিয়া স্বীকার করেন।—সারাবলি।

মহাকবি তুলসীদাস লঙ্কাকাণ্ডে লিখিয়াছেন :—

... ...

শিবসমান প্রিয় মোহি ন দূজা॥
শিবদ্রোহী মম ভগত কহাবা।
সো নর সপনেহু মোহি ন পাবা॥
শঙ্করবিমুখ ভগতি চহ মোরী।
সো নারকী মূঢ় মতি থোরী॥
শঙ্করপ্রিয় মম দ্রোহী শিবদ্রোহী মম দাস।
তে নর করহিঁ কলপ ভরি ঘোর নরক মহঁ বাস॥

—লঙ্কাকাণ্ড

... ...

অন্য কেহ নহে প্রিয় মম শিব সম॥
শিবদ্রোহি হয়ে যদি মম দাস বলে।
স্বপ্নেও পাবেনা মোরে কেহ কোন কালে॥
শঙ্কর-বিমুখ, চাহে আমাতে ভকতি।
সেই সে নারকী মূঢ় অতি মন্দমতি॥
আমার করিয়া দ্রোহ হয় শিব-দাস।
মোর দাস—শিবদ্রোহ করিয়া প্রকাশ॥
এক কল্প কাল সেই মূঢ়মতি নর।
ভোগিবে দারুণ ক্লেশে নরক দুস্তর॥

শ্রীরামচন্দ্রের এত নির্ভরতা মহাদেবের প্রতি। নানা পুরাণে শিব-রামের সৌহার্দ্দ্য ও একাত্মভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

পরিশিষ্ট (গ)

পৌরাণিক-প্রসঙ্গ

বর্ণানুক্রমিক

অকম্পন—রাবণের একজন সেনাপতি।

অগস্ত্য— অগস্ত্য পূর্ব্বে 'দক্ষিণা' নামক অগ্নি ছিলেন। একদিন দক্ষিণা অগ্নি নিজ ভার্য্যাসহ বিহার করিতেছিলেন, এমন সময়ে হর-পার্ব্বতী সেই দিকে গমন করিতেছিলেন। কামোন্মত্ত অগ্নি হর-পার্ব্বতীকে সম্মান না করায় মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া 'পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কর' বলিয়া অভিশাপ দেন। দক্ষিণা অগ্নি মহাদেবের অভিশাপ-বাণী শ্রবণ করিয়া বলেন, "হে দেবাদিদেব! আমি ত্রিলোকে যজ্ঞভুক্ বলিয়া প্রসিদ্ধ। আপনার অভিশাপে যদি আমাকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় তবে ব্রহ্মার সৃষ্টি যে লোপ পাইবে।" মহাদেব এই কথা শুনিয়া বলেন, "তুমি পৃথিবীতে অগ্নি অংশে জন্মগ্রহণ কর। ব্রহ্মকুলে তোমার জন্ম হইবে। তুমি অতিশয় যোগী হইবে।" মহাদেবের এই শাপে এবং দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক সমুদ্র শোষণের আদেশ লঙ্ঘন জন্য অগ্নি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উর্ব্বশীকে দেখিয়া মিত্র ও বরুণের শক্তি স্খলণ হয়। ঐ শক্তি কুম্ভমধ্যে রক্ষিত হইলে ইন্দ্র কর্ত্তৃক অভিশপ্ত অগ্নি ও বায়ু, অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ রূপে জন্মগ্রহণ করেন। কুম্ভের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া অগস্ত্যের অন্য নাম কুম্ভযোনি। অগস্ত্য সমুদ্র-গর্ভে লুক্কায়িত কালকেয়গণকে বাহির করিবার জন্য দেবতার হিতার্থে সমুদ্র পান করেন। সৃষ্টি রক্ষার জন্য ক্রমবর্দ্ধনশীল বিন্ধ্যপর্ব্বত এবং দুরাত্মা ইল্বল ও বাতাপির দর্পনাশ করেন। এখন অগস্ত্য আকাশে নক্ষত্ররূপে বিরাজিত আছেন।

অঙ্গদ—কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি বালির পুত্র। তারার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। (৫৭৩।৭৪ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।)

অঙ্গদ—লক্ষ্মণের পুত্রের নাম। ইনি মদ্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হন।

অজ—রঘুবংশীয় রাজা। শ্রীরামচন্দ্রের পিতামহ।

অঞ্জনা—রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের অভিশাপে কুঞ্জরতনয়া-নাম্নী বিদ্যাধরী বানরীরূপ পরিগ্রহণ করে। তাহার গর্ভে অঞ্জনার উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মার মানসসৃষ্ট সপ্ত বানরীর মধ্যে অঞ্জনা অন্যতমা ও প্রধানা। শিব-অংশ-সংভূত কেশরী বানরের সহিত অঞ্জনার বিবাহ হয়। অঞ্জনা পতির সহিত মলয় পর্ব্বতে বাস করিত। একদা দৈবযোগে পবন তথায় ঋতু-স্নানার্থিনী অঞ্জনাকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করেন। পবনের শক্তিতে অঞ্জনার গর্ভে হনুমানের উৎপত্তি হয়। অঞ্জনা বানরী হইয়াও অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিল। রামচন্দ্র লঙ্কা-সমরের পর দেশাগমনের পূর্ব্বে অঞ্জনার সহিত দেখা করিবার জন্য মলয় পর্ব্বতে গমন

করেন। সেই সময়ে অঞ্জনা, রাম ও স্বীয় পুত্র হনুমানের প্রতি অনেক দোষারোপ করিয়া লক্ষ্মণের বিশেষ প্রশংসা করে।

অতিকায়—রাবণের পুত্র ও সেনাপতি। ধান্যমালিনী নাম্নী রাক্ষসীর গর্ভে রাবণের ঔরসে ইহার জন্ম হয়। এই রাক্ষস অতি-বলশালী ও বিপুল-দেহ ছিল বলিয়া ইহার নাম হয় অতিকায়। লক্ষ্মণ এই অতিকায়কে বধ করেন। অতিকায় স্বজাতি রাক্ষসগণের অতিপ্রিয় ও শাস্ত্রজ্ঞ ছিল। সাম, দান ভেদ, দণ্ড এই চারি প্রকার রাজনীতি তাহার আয়ত্ত ছিল। অতিকায় ধর্ম্ম শাস্ত্রজ্ঞ ও নানা প্রকার যুদ্ধ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিল। অতিকায় দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া বিধাতার অনুগ্রহ লাভ করিয়া এক দিব্যযান ও নানাপ্রকার যুদ্ধাস্ত্র এবং এক অভেদ্য কবচ প্রাপ্ত হয়। বিভীষণ-পুত্র তরণীসেনের সহিত অতিকায়ের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে লিখিত আছে—অতিকায়ের ছায়ামূর্ত্তি একদিন তরণীসেনকে জগতের পরপারে মোক্ষধামের কথা বিজ্ঞাপিত করে। এই জন্যই ভক্ত তরণীসেন রামচন্দ্রের হস্তে নিহত হইবার আশায় রাবণের সৈনাপত্য গ্রহণ করে।

অত্রিমুনি—ব্রহ্মার নেত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। মনু যে সকল প্রজাপতি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অত্রিমুনি তাঁহাদের অন্যতম। সপ্তর্ষির মধ্যে দ্বিতীয় ঋষি। ইঁহার নেত্র হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি হয়। রামচন্দ্র বনবাসে গমন করিবার সময়ে অত্রিমুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। এইখানে অত্রিমুনির সহধর্ম্মিণী অনসূয়া দেবী সীতাদেবীর ললাটে সিন্দুর বিন্দু দান করিয়াছিলেন।

অনসূয়া—কর্দ্দমের ঔরসে দেবহূতির গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। সাংখ্যদেবপ্রবর্ত্তক কপিলের ভগিনী। অত্রিমুনির সহিত ইঁহার বিবাহ হয়।

অনিল—পবন। ৩৬৫ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

অন্ধমুনি—শ্রীফল বনবাসী তপস্যানিরত মুনিবিশেষ। একদিন ত্রিজট মুনি ভিক্ষার্থ অন্ধকের পিতৃগৃহে আগমন করেন। কিন্তু অন্ধক পত্নীসহ, মুনির গোদা পা দেখিয়া চক্ষু মুদিয়া প্রণাম করেন। ত্রিজট ইহা বুঝিয়া "এবমস্তু" বলিয়া অভিশাপ দেন। তদনুসারে এই দম্পতি অন্ধ হইয়া শ্রীফলের বনে তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হন। একমাত্র পুত্র সিন্ধু তাঁহাদের সেবা করিতেন। রাজা দশরথ মৃগভ্রমে এই সিন্ধুকে বধ করেন। পুত্রশোকে অন্ধক দশরথকে এই বলিয়া অভিশাপ দান করেন, 'পুত্রশোকে যেন তোমার মৃত্যু হয়।' পুত্রশোকাতুর অন্ধ দম্পতি নারায়ণ মন্ত্র স্মরণ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

অপ্সরা—জলবিহারকারিণী দেবযোনি বিশেষ। স্বর্গবেশ্যা। ইহাদের মধ্যে উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, অলম্বুষা, বিদ্যুৎপর্ণা, হেমা ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, মিশ্রকেশী প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ বলিয়া বর্ণিত আছে। নানা পুরাণে ইহাদের বর্ণনা আছে।

অবজা—শুক্রাচার্য্যের কন্যা। দণ্ডরাজা একদিন পুষ্পচয়ন-নিরতা এই রূপবতী কন্যার উপর বলাৎকার করে। এই অপরাধে শুক্রাচার্য্যের শাপে তাহার বিশাল রাজ্য ঘোর বনে পরিণত হয়। বাল্মীকি এই কন্যার নাম 'অরজা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অরুণ—শুক ও সনাতন নামে দুই ব্যক্তি বৈকুণ্ঠের দ্বারী ছিল। একদিন সনৎকুমার লক্ষ্মীনারায়ণকে দর্শন করিবার অভিলাষে বৈকুণ্ঠে গমন করেন। উক্ত দুই দ্বারী সনৎকুমারকে বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিতে বাধা দেওয়ায় তাহারা "পক্ষিযোনিতে জন্ম হউক" এই অভিশাপ প্রাপ্ত হয়। তখন ঐ দুই দ্বারী ভগবানের নিকট এই অভিশাপের কথা নিবেদন করিলে ভগবান বলেন, ব্রহ্মশাপ অখণ্ডনীয়। তবে তোমরা পৃথিবীতে কশ্যপ-ঔরসে বিনতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে। বিনতা গর্ভধারণ করিয়া যথাকালে দুইটি ডিম্ব প্রসব করেন। বিনতা কৌতূহল ক্রমে একটি ডিম্ব অকালে ভঙ্গ করেন। তাহা হইতে রক্তবর্ণ অরুণের জন্ম হয়। অকালে ডিম্ব হইতে নির্গত হওয়ায় অরুণ অতিশয় শীতার্ত হইয়া শীত হইতে পরিত্রাণের জন্য সূর্য্যমণ্ডলে গমন করিয়া সূর্য্যের সারথ্য গ্রহণ করেন।

অশ্বিনীকুমার—একদা উত্তর কুরুবর্ষে সূর্য্য অশ্বরূপ ধারণ করিয়া এবং বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞা অশ্বিনী-রূপ ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন। তাঁহাদের মিলনে সংজ্ঞার গর্ভে আশ্বিন ও রেবন্ত নামে দুই যমজ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা পরম রূপবান ও চিকিৎসা শাস্ত্রে অদ্বিতীয় ছিলেন।

অষ্টাবক্র—মহর্ষি উদ্দালকের কাহোড় নামে এক শিষ্য ছিলেন। মহর্ষি উদ্দালক শিষ্যকে অশেষ গুণবান দেখিয়া কন্যা সুজাতাকে (মতান্তরে সুমতি) তাঁহার করে সমর্পণ করেন। কিছুদিনের পরে সুজাতার গর্ভসঞ্চার হয়। প্রাক্তন সংস্কারের প্রভাবে মাতৃজঠরে অবস্থান কালেই সুজাতার গর্ভস্থ বালকের সম্পূর্ণ শাস্ত্রজ্ঞান জন্মে। একদিন কাহোড় শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেছিলেন। সেই সময়ে গর্ভস্থ বালক কাহোড়ের শাস্ত্রাধ্যয়নের ভুল ধরেন। এজন্য মহর্ষি কাহোড় রোষভরে গর্ভস্থ বালককে অভিশাপ প্রদান করেন, 'গর্ভে থাকিয়া যেমন তুমি আমার অবমাননা করিলে, অতএব তুমি এমনভাবে জন্মগ্রহণ করিবে যে, লোকে দেখিলেই তোমাকে উপহাস করিবে।' পিতৃ-অভিশাপে অষ্টাবক্রের দেহের অষ্টস্থান বক্র হয়।

একদা কাহোড় কিঞ্চিৎ ধনলাভের আশায় রাজর্ষি জনকের রাজসভায় গমন করেন। জনকের সভাপণ্ডিত বন্দী অসাধারণ পণ্ডিত ও তার্কিক ছিলেন। বন্দী বিচারে কাহোড়কে পরাজিত করিয়া জলে নিমগ্ন করিয়া রাখেন।

অষ্টাবক্র মাতামহ উদ্দালকের আশ্রমে মাতৃস্নেহে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। তিনি মাতামহকে পিতা ও মাতুল শ্বেতকেতুকে ভ্রাতার ন্যায় মনে করিতেন। একদিন অষ্টাবক্র মাতামহের কোলে বসিয়া আছেন এমন সময়ে শ্বেতকেতু আসিয়া তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া বলিল, 'ইহা তোমার পিতৃক্রোড় নহে। ইহা আমার পিতৃক্রোড়।' শ্বেতকেতুর কথা শুনিয়া অষ্টাবক্র অতিশয় দুঃখিত চিত্তে মাতার নিকট গমন করিলেন এবং মাতাকে বলিলেন, 'মা, আমার বাবা কোথায়?' সুজাতা সমস্ত জানাইলে অষ্টাবক্র বলিলেন, 'মা, আমি আগামী কল্য জনক-রাজসভায় গমন করিয়া পিতার উদ্ধারের চেষ্টা করিব।' অষ্টাবক্রের মাতুল শ্বেতকেতুও রাজর্ষি জনকের যজ্ঞবাটিকায় গমন করিয়া

বন্দীর সহিত বিচার করেন ও বিচারে বন্দীকে পরাজিত করিয়া জলমগ্ন পিতার উদ্ধার করেন। পিতার আশীর্ব্বাদে অষ্টাবক্রের দেহ পুনরায় সুদর্শন হইয়াছিল। অষ্টাবক্র উগ্রতপা মুনি ছিলেন। ইঁহার বরে বিকলাঙ্গ ভগীরথ দিব্যদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবং দ্বাপর যুগাবসানে কৃষ্ণমহিষীগণ দস্যুহস্তে নিপতিত হইয়া দারুণ দুর্গতি ভোগ করিয়াছিলেন। ইনি এক সংহিতা রচনা করেন। তাহার নাম অষ্টাবক্রসংহিতা।

অহল্যা—বিধাতা সহস্র সুন্দরী রমণী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ সুন্দরী রমণীগণের সৌন্দর্য্যের অংশ গ্রহণ করিয়া অহল্যার সৃষ্টি হয়। এই অহল্যার সহিত গৌতমের বিবাহ হয়। গৌতমের অনেক শিষ্য ছিল। ইন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। ইন্দ্র অপরূপ রূপবতী অহল্যাকে দেখিয়া চলচিত্ত হন ও একদিন গৌতমের অনুপস্থিতিতে তাঁহার রূপধারণ করিয়া অহল্যার ধর্ম্মলোপ করেন।

গৌতম আশ্রমে আসিয়া সব জানিতে পারেন ও ইন্দ্রকে 'সহস্র কুৎসিত চিহ্নযুক্ত হও' বলিয়া অভিশাপ দেন। অহল্যাও গৌতমের অভিশাপে প্রস্তররূপে পরিণত হইয়া সেই আশ্রমের একদেশে পড়িয়া থাকেন। রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে অহল্যার মুক্তি হয়।

অহীরাবণ—অহীরাবণ রাবণ-পুত্র মহীরাবণের পুত্র। যে সময় মহীরাবণের পত্নী হনুমানের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল, সেই সময়ে মহীরাবণের পত্নী চারিমুণ্ড ও অষ্টবাহু সমন্বিত এক বালক প্রসব করে। ঐ বালকের নাম অহীরাবণ। সেই বালক প্রসূত হইয়াই হনুমানের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করে। সদ্য-প্রসূত বালকের দেহ গর্ভক্লেদে পিচ্ছিল থাকায় শিশুকে দৃঢ়রূপে ধরিতে না পারিয়া হনুমান্ পিতা পবনদেবকে বলেন, ঝটিকাদ্বারা এই শিশুগাত্র ধূলি-ধূসরিত করিয়া দিন্। পুত্রের প্রার্থনায় পবন ঐ শিশুর গাত্র ধূলি-ধূসরিত করিলে হনুমান্ ঐ শিশুকে স্বচ্ছন্দে ধারণ করিয়া নিহত করে।

আর্য্যাবর্ত্ত—সূর্য্যবংশীয় রাজা শতাবর্ত্তের পুত্র।

ইক্ষ্বাকু—বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। ইঁহা হইতেই সূর্য্যবংশের উৎপত্তি হয়।

ইন্দুমতী—বিদর্ভ-রাজকুমারী। সূর্য্যবংশীয় রাজা অজের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইন্দুমতীর গর্ভে দশরথ জন্মগ্রহণ করেন। ইন্দুমতী পূর্ব্বজন্মে স্বর্গপুরে নর্ত্তকী ছিলেন। শাপভ্রষ্ট হইয়া বিদর্ভ-রাজ-গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। মহর্ষি নারদ-নিক্ষিপ্ত পারিজাত স্পর্শে তাঁহার দেহাবসান হয়।

ইন্দ্র—দেবতাগণের রাজা। পুরাণমতে ইনি অদিতির গর্ভজাত। বেদে ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া কথিত আছেন। প্রত্যেক পুরাণে দেখা যায়, ইনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিন প্রধান শক্তির অধীন। একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ করিয়া ইনি স্বর্গের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—এই জন্যই কেহ কোনো উগ্রতপ আরম্ভ করিলে স্বীয় ঐশ্বর্য্য-চ্যুতির আশঙ্কায় ইন্দ্র তাঁহার তপোবিঘ্ন করিয়া থাকেন। ইন্দ্র পত্নীর নাম শচী। পুত্রের নাম জয়ন্ত। ইন্দ্র অসুরদিগের চির-শত্রু। অসুর সকল দেবতাগণের প্রতি বৈরিতা পোষণ করিয়া থাকে। এজন্য সময়ে সময়ে অসুর সকল বলদর্পে দর্পিত হইয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া

বসিলে ইন্দ্রদেবকেই প্রথমে যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া অসুর বিনাশ করিতে হয়। এই কারণে নানা অসুরের সহিত তাঁহার সংগ্রাম হইয়াছিল। ইন্দ্রের পুরীর নাম অমরাবতী। রাজ প্রাসাদের নাম বৈজয়ন্ত। উপবনের নাম নন্দন ; বাহন ঐরাবত ; উচ্চৈঃশ্রবা।

ইল্বল—ইল্বল ও বাতাপি উভয়ে রাহুর পুত্র। তাহারা মণিমতি নানক পুরে বাস করিত। ইহারা ঘোর ব্রাহ্মণ-দ্বেষী ছিল। মায়া-প্রভাবে ইহারা নানারূপ রূপ ধারণ করিতে পারিত। বাতাপি মায়াবশে মেষরূপ ধারণ করিত। ইল্বল গৃহাগত ব্রাহ্মণ অতিথিগণকে ঐ মেষমাংস ভোজন করাইত। তারপর মৃতসঞ্জিবনী মন্ত্র প্রভাবে ইল্বল "বাতাপি" "বাতাপি" বলিয়া চীৎকার করিলে বাতাপি মুনির উদর ভেদ করিয়া বাহির হইত এবং এই রূপে বাতাপির বহিরাগমনে ঐ মুনির প্রাণত্যাগ ঘটিত। এইরূপে দুই ভ্রাতায় বহু ব্রাহ্মণের প্রাণ বধ করিয়াছিল। মহাতেজস্বী অগস্ত্যমুনি বাতাপিকে ভক্ষণ করিয়া তপোবলে উদরে জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এইজন্য ইল্বল ভ্রাতৃশোকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইল্বলের বাসস্থানকে কেহ কেহ এখন Caves of Ellora বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

ঈশান—মহাদেব। একাদশ রুদ্রের মধ্যে অষ্টম রুদ্র। মহাদেবের যে অষ্টমূর্ত্তির কথা বর্ণিত আছে, তাহার মধ্যে ঈশান সূর্য্য মূর্ত্তি বলিয়া বিখ্যাত।

উর্ব্বশী—স্বর্গ-বেশ্যা। ভগবানের উরু হইতে ইহার উৎপত্তি হয়। উর্ব্বশী অত্যন্ত রূপ যৌবন-শালিনী ছিল। যখনি কেহ উগ্রতপ আরম্ভ করিয়াছেন, তখনি দেবরাজ এই অপরূপ রূপ-যৌবন-শালিনী উর্ব্বশীকে তথায় প্রেরণ করিয়া তাঁহার তপোবিঘ্ন করিয়াছেন। উর্ব্বশী চির-যৌবনা বলিয়া প্রসিদ্ধ। মিত্র ও বরুণের অভিশাপে এই উর্ব্বশী স্বর্গভ্রষ্টা ও মনুষ্যভোগ্যা হইয়া চন্দ্রপুত্র পুরূরবার অঙ্কশায়িনী হইয়াছিল। যথাকালে তাহার শাপ মোচন হয়।

উর্ম্মিলা—রাজর্ষি জনকের কনিষ্ঠা কন্যা। মহাবীর লক্ষ্মণের সহধর্ম্মিণী। বাল্মীকি রামায়ণে ইহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে স্বর্গীয় কবি রাধামাধব ঘোষ মহাশয় তাঁহার সারাবলি নামক পুস্তকে বনবাস-প্রত্যাগত লক্ষ্মণের শয়নকক্ষে স্বামি পদ-সেবা-পরায়ণা উর্ম্মিলার ক্ষীণোজ্জল যে ছবি আঁকিয়াছেন রামায়ণের পটভূমিকায় তাহাই মাত্র তাঁহার দাঁড়াইবার জায়গা।

ঋক্ষরাজ—কোনো সময়ে ব্রহ্মা মেরু পর্ব্বতের এক শৃঙ্গদেশে বসিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার চক্ষু হইতে একবিন্দু অশ্রু বিগলিত হইয়া এক বানরের উৎপত্তি হয়। একদা ঐ ঋক্ষরাজ পর্ব্বতের উপর ভ্রমণ করিতে করিতে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ঐ পর্ব্বতের উত্তর শৃঙ্গে এক রমণীয় সরোবর তীরে উপস্থিত হয়। ঋক্ষরাজ সরোবরে জল পান করিবার সময়ে জলমধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া শত্রু মনে করিয়া তাহাকে বধ করিবার ইচ্ছায় জলে লাফাইয়া পড়ে। জলে পড়িবামাত্র ঋক্ষরাজ এক পরম সুন্দরী রমণী-মূর্ত্তিতে পরিণত হয়।

দেবরাজ ইন্দ্র ও সূর্য্য ঐ অপরূপ রূপ-যৌবন-শালিনী রমণীকে দেখিয়া স্খলিত-বীর্য্য হন। ইন্দ্রের বীর্য্য ঐ কন্যার বালে (কেশে) ও সূর্য্যের বীর্য্য ঐ কন্যার গ্রীবাদেশে নিপতিত হইয়াছিল। এই জন্য ইন্দ্র-পুত্রের নাম বালী ও সূর্য্য-পুত্রের নাম সুগ্রীব হয়।

ঋষভ—বানরবিশেষ।

ঋষ্যশৃঙ্গ—বিভাণ্ডক মুনির পুত্র। (৫১ পৃষ্ঠার পাদ-টিকা দ্রষ্টব্য।)

ঐরাবত—সমুদ্র মন্থন হইতে ঐরাবতের উৎপত্তি হয়। ইন্দ্রদেবের বাহন। ভগীরথের তপস্যায় যখন গঙ্গা পৃথিবীতে আসিতে সম্মত হন তখন গঙ্গা সুমেরু পর্ব্বতে অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন। পর্ব্বত বিদীর্ণ করিবার জন্য ভগীরথ ঐরাবতের আরাধনা করেন। ঐরাবৎ এক অসৎ প্রস্তাব .করে। গঙ্গাদেবী ইহা অবগত হইয়া প্রচণ্ড স্রোতধারায় ঐরাবতকে বিশেষ লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন।

কন্দক—যুবনাশ্ব রাজার শ্বশুর। কন্দক-কন্যা কালনিমিকে যুবনাশ্ব আদর করিতেন না। কন্দক ইহা অবগত হইয়া যুবনাশ্বকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি আমার কন্যাকে আদর-যত্ন কর না এই জন্য আমি অভিশাপ দিতেছি—তোমার গর্ভেই তোমার পুত্র উৎপত্তি হইবে।" যথাকালে পুংসবন জলপান করিয়া রাজার গর্ভ সঞ্চার হয়। কুক্ষিদেশ বিদীর্ণ করিয়া ঐ পুত্র জন্মলাভ করে। এই পুত্রের নাম হয় মান্ধাতা।

কন্দলী—ঔর্ব্ব মুনির কন্যা। তিনি অতিশয় কলহপ্রিয়া ছিলেন এই জন্যই তাঁহর নাম হয় কন্দলী। মহর্ষি দুর্ব্বাসার সহিত ইঁহার পরিণয় হয়। দুর্ব্বাসা ইঁহার শত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তৎপরে শাপ দিয়া ভস্ম করিয়া ফেলেন। এই জন্য ঔর্ব্বমুনি ইঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। এই অভিশাপে তিনি অম্বরীষের নিকট হতদর্প হন।

কন্দিনী—আদিপুরুষ নিরঞ্জনের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর নামক তিন পুত্র ও কন্দিনী নাম্নী এক কন্যা হয়। এই কন্দিনীর সহিত জরৎকারুর বিবাহ হয়।

কপিল—স্বায়ম্ভুব মনু কন্যা দেবহূতির গর্ভে কর্দ্দম মুনির ঔরসে ইঁহার জন্ম হয়; সাংখ্য দর্শন-প্রণেতা। ইঁহারই রোষানলে সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র ভস্মীভূত হয়। নারায়ণের অবতার-বিশেষ বলিয়াও নানাগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে।

কবন্ধ—পূর্ব্বজন্মে কুবের নামক দৈত্য ছিল। সে তাহার ভুবন-মোহন রূপের অত্যন্ত গর্ব্ব করিত, এই জন্য অষ্টবক্র ঋষির অভিশাপে রাক্ষসরূপে জন্মগ্রহণ করে। তার পর কোনো কারণে ইন্দ্রদেব কুপিত হইয়া তাহার উপর বজ্রাঘাত করেন। এই বজ্রাঘাতে তাহার মস্তক দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহার উদ্ধার হয়। লক্ষ্মণ অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া কবন্ধের দেহ ভস্মীভূত করেন। অগ্নি-গর্ভ হইতে এক দেবমূর্ত্তি পুরুষ উঠিয়া রামচন্দ্রকে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গিয়া সুগ্রীবের সহিত সখ্যবন্ধন করিতে বলেন। মতান্তরে কবন্ধ বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্বের পুত্র ছিল।

কর্দ্দম—বিন্দু সরোবরতীরবাসী মুনি। ইনি স্বায়ম্ভুবমনু-কন্যা দেবহূতির পাণিগ্রহণ করেন। সাংখ্য-বেদ-প্রবর্ত্তক মহাত্মা কপিল ইঁহার পুত্র ছিলেন। সতীশিরোমণি অরুন্ধতী ইঁহার কন্যা।

কশ্যপ—কশ্য (মদ্য) পান করিতেন বলিয়া ইঁহার নাম কশ্যপ। মরীচির পুত্র। দেবতা ও অসুরগণের পিতা। পৃথিবী ইঁহার কন্যা।

কাণ্ডার মুনি—অসৎ-সংসর্গী এক মুনি। একদিন এই মুনি এক পতিতা রমণীর পরামর্শে বনে কাষ্ঠ কাটিবার জন্য গিয়া ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়। দৈবযোগে ঐ মুনির অস্থি এক কাক কর্ত্তৃক গঙ্গা জলে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় ঐ মুনি উদ্ধার লাভ করে।

কালনিমি—কন্দক রাজার কন্যা। যুবনাশ্বের পত্নী। (কন্দক দ্রষ্টব্য)

কালনেমি—রাবণের মাতুল। শক্তিশেলে লক্ষ্মণ ভূপতিত হইলে হনুমান ঔষধ আনিবার জন্য গন্ধমাদন পর্ব্বতে যাত্রা করে। সেই সময়ে লঙ্কা রাজ্যের অর্দ্ধেক পাইবার প্রলোভনে কালনেমি তপস্বিরূপ ধারণ করিয়া হনুমানকে সম্মুখস্থ সরোবরে স্নান করিয়া আসিতে বলে। হনুমান সেই সরোবরে স্নানার্থ অবতরণ করিলে এক কুম্ভীরিণী তাহাকে আক্রমণ করে। হনুমান সেই কুম্ভীরিণীকে জল হইতে টানিয়া তুলিলে শাপভ্রষ্টা কুম্ভীরিণীর উদ্ধার হয়। পরে হনুমান ঐ শাপভ্রষ্টা গন্ধকালী অপ্সরার নির্দ্দেশক্রমে ঐ ভণ্ড সন্ন্যাসীর পরিচয় পাইয়া কালনেমিকে বধ করে। কালনেমির চারিটা মাথা, আটটা হাত ও আটটা চক্ষু ছিল।

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন—ইনি হৈহয়দেশের অধিপতি ছিলেন। ইঁহার সহস্রবাহু ছিল। লঙ্কারাজ রাবণ ইঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিল। (৩৪১ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য) ইনি উগ্রতপা জমদগ্নিকে বধ করিয়াছিলেন। মহাবীর পরশুরাম পিতৃহত্যার উপযুক্ত দণ্ড বিধানার্থ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করেন ও অবশেষে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন পরশুরাম কর্ত্তৃক নিহত হন। দত্তাত্রেয়রূপী ভগবানের বরে ইঁহার বাহুদ্বয় সংগ্রামকালে সহস্র সংখ্যা ধারণ করিত।

কালপুরুষ—যমের ভৃত্য। কৃত্তিবাসী রামায়ণে তাঁহাকে ব্রহ্মার দূত বলিয়া লিখিত হইয়াছে। একদিন কালপুরুষ আসিয়া নিভৃতে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত কথা-বার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে কোপনস্বভাব দুর্ব্বাসা আসিয়া রামচন্দ্রের দর্শন-প্রার্থী হন। লক্ষ্মণ একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেন। ইহাতে দুর্ব্বাসা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলে লক্ষ্মণ নিভৃত কক্ষে গিয়া কালপুরুষের সহিত রামচন্দ্রের দেখা করাইয়া দেন। কালপুরুষের সহিত সত্যাবদ্ধ রামচন্দ্র এই জন্য লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন।

কুঁজী—কুব্জা মন্থরা। মহর্ষি অগস্ত্যের অভিশাপে চন্দ্রাজিত রাজকন্যা হৈমবতীর দাসী কুব্জদেহা, কুৎসিত-প্রকৃতি ও বিষ্ণু-দ্বেষিণী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। (৫৭৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য)

কুবের—কুৎসিত শরীর বিশিষ্ট বলিয়া ইহার নাম কুবের হয়। ইহার তিনটি পা, আটটি দাঁত ছিল। রাবণের জ্যেষ্ঠ সহোদর। ধনের অধিপতি। রাবণ ইহাকে পরাজিত করিয়া পুষ্পক রথ অধিকার করে।

কুব্জা—কুঁজী দ্রষ্টব্য।

কুম্ভ—কুম্ভকর্ণের পুত্র। হনুমান্ পুনর্ব্বার লঙ্কাদাহ করিলে রাবণ ভয় পাইয়া কুম্ভকর্ণ-পুত্র কুম্ভকে সেনাপতি করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করে।

কুম্ভকর্ণ—বিশ্রবা মুনির ঔরসে নিকষার গর্ভে জাত দ্বিতীয় পুত্র। ইহার কর্ণদ্বয় কুম্ভের (কলসের) ন্যায় বলিয়া এই নাম হয়। (৩৭৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।)

কুম্ভীনসী—রাবণের জ্যেষ্ঠ মাতামহ মাল্যবানের কন্যা অনলার গর্ভে কুম্ভীনসী জন্মগ্রহণ করে। (৩৪২ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।)

কুশ—প্রবাদ আছে, সীতাদেবী একমাত্র সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। কিন্তু একদিন বাল্মীকি সীতাদেবীর শিশুপুত্রকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় ভীত হইয়া কুশ দ্বারা এক শিশু-মূর্ত্তি গঠন করিয়া তাহাতে জীবন সঞ্চার করেন। এমন সময় পুত্রক্রোড়া সীতা সহসা সেইস্থানে সমাগতা হইয়া সমরূপ অপর শিশু বাল্মীকির নিকটে ক্রীড়াপর দেখিতে পান এবং অতীব আনন্দিত হইয়া তাহাকে পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন। লব ও কুশ উভয়ে বাল্মীকির শিষ্য ও রামায়ণ গায়ক ছিলেন। রামায়ণ উত্তরকাণ্ডে ইহাদের বিশেষ পরিচয় আছে। কুশ নির্ম্মিত বলিয়া এই পুত্রের নাম কুশ। কোন কোন গ্রন্থমতে কুশ রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কুশ, পিতৃদত্ত কুশাবতী রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। কুমুদ-নাগকন্যা কুমুদ্বতীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার এক পুত্র হয়—তাঁহার নাম অতিথি।

কুশধ্বজ—রাজর্ষি জনকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইঁহার কন্যা উর্ম্মিলার সহিত লক্ষ্মণের বিবাহ হয়।

কেকয়ী—অগস্ত্যের অভিশাপে চন্দ্রাজিত রাজকন্যা হৈমবতী (৫৪৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য) কেকয় রাজার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ দশরথের মধ্যমা স্ত্রী।

কৌশল্যা—কোশল-রাজকন্যা; রামচন্দ্রের জননী।

খর—লঙ্কাপতি রাবণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। শূর্পণখার রক্ষার জন্য ইহারা রাবণের আদেশে পঞ্চবটী বনে অবস্থান করিত।

খাণ্ড—দণ্ডরাজার পিতা। মূল পুস্তকের ১০।১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। শুক্রমুনির রোষারুণ দৃষ্টিপাতে ইনি ও ইঁহার রাজ্য ভস্মশেষ হইয়া যায়।

গঙ্গা—ব্রহ্ম কমণ্ডলুবাসিনী ব্রহ্মময়ী দেবী। সগরসন্তানগণের মুক্তিকামনায় ভগীরথ গঙ্গাদেবীর আরাধনা করিয়া তাঁহাকে ব্রহ্ম কমণ্ডলু হইতে পৃথিবীতে আনয়ন করেন। ইনি ভীষ্মদেবের জননী ছিলেন। গঙ্গা হিন্দুগণের পবিত্র তীর্থ।

গঙ্গাধর—বিষ্ণুর অপর নাম। গঙ্গা ধারণ করেন বলিয়া এই নাম।

গবয়, গবাক্ষ, গয়—বানর বিশেষ। ইহারা লঙ্কাযুদ্ধে শ্রীরামের অনেক সাহায্য করিয়াছিল।

গয়াসুর—সত্যযুগে গয়াসুর নামে এক অসুর জন্মগ্রহণ করিয়া দেবদেবী হয়। ব্রহ্মা ও শিব আসিয়া গয়াসুরের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করেন। তথাপি তাঁহারা গয়াসুরকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। শেষে ব্রহ্মা ও শিব গয়াসুরের প্রকাণ্ড দেহের উপর যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা করিয়া পৃথিবীর যত পর্ব্বত গয়াসুরের উপর চাপাইয়া দেন এবং দেবগণ বিষ্ণুর মূর্ত্তি

ধারণ করিয়া গয়াসুরের উপর বসিয়া থাকেন। এ-অবস্থায় শিব ও ব্রহ্মা অগ্নি জালিয়া যজ্ঞ পূর্ণ করেন। ইহাতেও গয়াসুরের প্রাণ নষ্ট হয় নাই। শেষে বিষ্ণু আসিয়া গয়াসুরের প্রাণনাশ করেন।

গরুড়—অরুণের জন্মবিবরণ দ্রষ্টব্য। বিনতাপ্রসূত দ্বিতীয় ডিম্ব হইতে গরুড়ের উৎপত্তি হয়। গরুড় বিষ্ণুর বাহন হইয়াছিল। (৩৬১ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।)

গাধি—কান্যকুব্জের রাজা ছিলেন। ইনি অতিশয় ধর্মশীল রাজা ছিলেন। গাধি তাঁহার কন্যা সত্যবতীকে মহর্ষি ঋচীকের হস্তে সমর্পণ করেন। একদিন সত্যবতী স্বামীকে বলিলেন, "স্বামিন্! আমি পুত্রার্থিনী, যাহাতে আমার গর্ভে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে আপনি তাহার উপায় করুন; আর আমার পিতাও পুত্র-ধনে বঞ্চিত। অতএব আপনি দয়া করিয়া তাহার উপায় বিধান করুন।" সত্যবতীর প্রার্থনায় মহর্ষি ঋচীক দুইটি দিব্য চরু প্রস্তুত করিয়া একটিতে ব্রহ্মতেজ ও অপরটিতে ক্ষাত্রতেজের আরোপ করিয়া বলিলেন, "ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন চরু তুমি ভক্ষণ করিবে ও এই ক্ষাত্রতেজঃসম্পন্ন চরু তোমার মাতাকে দিবে।" সত্যবতী মাতার নিকট উভয় চরু প্রদান করিলে সত্যবতীর মাতা তনয়ার সম্মতি অনুসারে ব্রহ্মতেজঃপূর্ণ চরু ভক্ষণ করিয়া ক্ষাত্রতেজপূর্ণ চরু সত্যবতীকে প্রদান করিলেন। সত্যবতী সেই ক্ষাত্রতেজঃপূর্ণ চরু ভক্ষণ করিয়া স্বামীকে সমস্ত কথা আনুপূর্বিক নিবেদন করিলেন। পত্নীর মুখ হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া মহর্ষি ঋচীক বলিলেন, "সত্যবতি! তোমার গর্ভে ক্ষাত্রতেজঃসম্পন্ন মহাবীর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে।" সত্যবতী স্বামীর মুখ হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "স্বামিন্! আমি ক্ষাত্রতেজঃ-সম্পন্ন পুত্র চাই না। আপনি তপোবলে আমার গর্ভস্থ সন্তানে ব্রহ্মতেজ আরোপ করুন।" পত্নীর প্রার্থনায় ঋচীক বলিলেন, "আচ্ছা, এই ক্ষাত্রতেজঃ তোমার পৌত্রে আরোপিত হইল; তোমার ব্রহ্মতেজঃপূর্ণ পুত্রই হইবে।" মহর্ষি-প্রদত্ত ঐ চরু হইতে সত্যবতীর মাতৃগর্ভে বিশ্বামিত্র ও সত্যবতীর গর্ভে জমদগ্নি জন্মগ্রহণ করেন। জমদগ্নি-তনয় পরশুরাম ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়াও ঋচীকের প্রভাবে ক্ষাত্রতেজঃপূর্ণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

গাধি-নন্দন—বিশ্বামিত্র। (গাধি দ্রষ্টব্য)

গালব—স্বনাম-প্রসিদ্ধ ঋষি। রাবণের সহিত মান্ধাতার যুদ্ধের উপক্রম হইলে মহর্ষি গালব মধ্যস্থ হইয়া রাবণকে যুদ্ধ-ক্ষান্ত করেন। কোনো কোনো গ্রন্থমতে ইনি বিশ্বামিত্রের মধ্যম পুত্র। মতান্তরে বিশ্বামিত্রের শিষ্য। মহাভারতে ইঁহাকে ভীষ্মের পিতামহ প্রতীপ-এর সম-সাময়িক ব্রহ্মদত্তের প্রিয়বন্ধু যোগাচার্য্য বলিয়া উল্লিখিত আছে। কোনো কোনো গ্রন্থে বৈয়াকরণ ও স্মৃতিকাররূপেও গালবের নামোল্লেখ আছে।

গুহক—রাজা দশরথ মৃগভ্রমে সিন্ধুমুনিকে হত্যা করিয়া পাপগ্রস্ত হন। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য একদা দশরথ বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। দৈবযোগে বশিষ্ঠ আশ্রমে ছিলেন না। একারণ তদীয় পুত্র বামদেব রাজাকে মুনি-হত্যা পাপ হইতে

উদ্ধার পাইবার জন্য তিন বার রাম-নাম করিতে বলেন। রাজা রাম-নাম করিয়া ঐ পাপ হইতে মুক্ত হন।

বশিষ্ঠ আশ্রমে আসিয়া অবগত হইলেন, বামদেব রাজার প্রায়শ্চিত্তের জন্য তিনবার রাম-নামের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; ইহা অবগত হইয়া বশিষ্ঠ বামদেবকে বলেন, "যে রাম-নামে কোটি ব্রহ্মহত্যা পাপ দূর হয়, সেই রাম-নাম তিনবার রাজাকে বলানো হইয়াছে! আমার পুত্র হইয়া তোমার এত অল্প বুদ্ধি! এজন্য আমি তোমায় অভিশাপ প্রদান করিতেছি যে, 'তুমি চণ্ডাল হইয়া জন্মগ্রহণ কর'।" বশিষ্ঠের অভিশাপে বশিষ্ঠ-পুত্র বামদেব গুহক চণ্ডাল রূপে জন্মগ্রহণ করে।

গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় গুহকের সহিত রামচন্দ্রের বন্ধুত্ব হয়। মতান্তরে, মহারাজ দিলীপ ব্রহ্মবধ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য কুলগুরু বশিষ্ঠদেবের আশ্রমে উপস্থিত হন। কিন্তু বশিষ্ঠদেব আশ্রমে না থাকায় বশিষ্ঠ-পুত্র শক্তি র রাজা দিলীপকে তিনবার রাম-নাম করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ শক্তি র অল্পবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাহাকে ঐরূপ অভিশাপ দিয়াছিলেন।

গৃৎসমদ—দণ্ডকারণ্য-নিবাসী গৃৎসমদ ঋষির কোনো কন্যা ছিল না। এজন্য তিনি লক্ষ্মীদেবীকে কন্যারূপে কামনা করিয়া প্রতিদিন যজ্ঞীয় হবি কুশাগ্রে লইয়া মন্ত্রপূত কলস-মধ্যে রক্ষা করিতেন।

গৌতম—অহল্যার স্বামী। বিস্তারিত বিবরণ মূল পুস্তকের ৯০।৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গৌরী—হিমালয়-কন্যা। অত্যুজ্জ্বল গৌরবর্ণা ছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম গৌরী হয়।

ঘৃতাচী—অপ্সরা বিশেষ।

চণ্ডিকা—উগ্রচণ্ডার মূর্তিভেদ অষ্টনায়িকার অন্যতম। উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা। চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা॥

চন্দ্র—সৃষ্টি-প্রারম্ভে সমস্ত অন্ধকার ভেদ করিয়া চন্দ্র উদিত হন।

চন্দ্রকেতু—লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম। ইঁহার ধ্বজে চন্দ্রচিহ্নিত ছিল বলিয়া ইঁহার এই নাম হয়। ইনি চন্দ্রকান্ত রাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন। (কৃত্তিবাস-মতে অশ্বমেধ)

চন্দ্রচূড়—মহাদেব। দক্ষ চন্দ্রের সহিত স্বীয় কন্যাগণের বিবাহ দিয়াছিলেন। কোনো সময়ে দক্ষ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া জামাতা চন্দ্রদেবকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেদিন পূর্ণিমা; সুতরাং চন্দ্রদেব শ্বশুরের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারেন নাই। এই কারণে দক্ষ চন্দ্রের উপর অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন।

এদিকে দেবতাগণ দক্ষের রোষ দেখিয়া চন্দ্রদেবকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে ষোল কলায় বিভক্ত করিয়া এক কলা শিবের নিকটে ও চৌদ্দ কলা সূর্য্যের নিকটে রাখিয়া দিলেন। অবশিষ্ট এক কলা ক্ষীণ মূর্তি ধারণ করিয়া থাকেন। এমন সময়ে দক্ষ আসিয়া ক্ষীণমূর্তি চন্দ্রদেবের সেই কলা ও জ্যোতি নাশ করিলেন। পরে কন্যাগণের রোদনে ভগবান্ বিষ্ণু সদয় হইয়া দক্ষের সহিত সূর্য্যমণ্ডলে গিয়া চন্দ্রের চতুর্দ্দশ কলা আনয়ন করিলেন। শিব সেই

চন্দ্র-কলা প্রত্যর্পণ না করিয়া তাহা মস্তকে ধারণ করিয়া রহিলেন। তদবধি মহাদেব চন্দ্রচূড় নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন।

চামুণ্ডা—চণ্ড ও মুণ্ড নামক অসুরদ্বয়কে বিনাশ করিয়াছিলেন বলিয়া আদ্যাশক্তি ভগবতীর নাম চামুণ্ডা হইয়াছিল।

চিত্রাঙ্গদা—রাবণের পত্নী। চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বীরবাহুর জন্ম হয়।

চ্যবন—ভৃগুমুনির ঔরসে পুলোমার গর্ভে ইঁহার উৎপত্তি। যে সময়ে ইনি মাতৃগর্ভে ছিলেন সেই সময়ে এক রাক্ষস তাঁহার মাতা পুলোমাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। এই জন্য চ্যবন মাতৃগর্ভ হইতে চ্যুত হইয়া দুষ্ট রাক্ষসকে দমন করেন। এই জন্য ইঁহার নাম চ্যবন হয়। ইনি কোনো সময়ে কাশ-রোগাক্রান্ত হইয়া একপ্রকার প্রাশ (সেব্য) প্রস্তুত করেন। সেই ঔষধ অদ্যাপি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে চ্যবন-প্রাশ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া রহিয়াছে। চ্যবন শর্য্যাতি রাজ-কন্যা সুকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি জরাজীর্ণ হইয়াছিলেন। নবীনা রাজকুমারীর মনোরঞ্জনের জন্য ইনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অনুগ্রহে নবযৌবন লাভ করিয়াছিলেন। এই উপকারের প্রত্যুপকারের জন্য মহর্ষি চ্যবন শর্য্যাতির যজ্ঞে ইন্দ্রদেবের বজ্র ব্যর্থ করিয়া ইন্দ্রের প্রতিবাদ উপেক্ষা করতঃ অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমরস দান করিয়াছিলেন।

জগন্নাথ—জগতের প্রভু অর্থাৎ নিয়ামক বলিয়া ভগবানের এই নাম।

জটায়ু—গরুড় বংশোদ্ভব প্রসিদ্ধ পক্ষী। জটায়ু অরুণের পুত্র; ইঁহার ভ্রাতার নাম ছিল সম্পাতি।

জনক—মিথিলার রাজা। যজ্ঞক্ষেত্র কর্ষণ করিবার সময় ইনি লাঙ্গলের মুখ হইতে এক পরমা-সুন্দরী কন্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ কন্যার নাম রাখিয়াছিলেন সীতা। জনক তাঁহার কুলোপাধি ছিল। ইনি রাজা হইয়াও মহাযোগী ও নিষ্কাম ছিলেন। এই জন্য তিনি রাজর্ষি জনক নামে প্রসিদ্ধ হন। পূর্ব্ব নাম সীরধ্বজ। পিতার নাম ছিল হ্রস্বরোমা।

জমদগ্নি—ঋচীকের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে জমদগ্নির উৎপত্তি হয়। জমদগ্নি রেণুকন্যা রেণুকার পাণিগ্রহণ করেন। এই রেণুকার গর্ভে তাঁহার বসুনাম প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। এই পুত্রগণের সর্ব্ব-কনিষ্ঠের নাম রাম; ইনি পরশু ধারণ করিতেন বলিয়া ইঁহার নাম পরশুরাম।

একদিন হৈহয়-বংশীয় রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন মৃগয়ার্থ বনে আগমন করিয়া জমদগ্নির আতিথ্য গ্রহণ করে। জমদগ্নি হোম-ধেনুর প্রসাদে সদলবল রাজার আতিথ্য রাজোচিত রূপে সম্পন্ন করেন। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ইহা অবগত হইয়া জমদগ্নির হোমধেনু বলপূর্ব্বক লইয়া যায়। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সদলবলে চলিয়া গেলে পরশুরাম আশ্রমে আসিয়া সমস্ত অবগত হইলেন এবং ক্রোধান্ধ হইয়া কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। এই যুদ্ধে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নিহত হয়।

একদিন রেণুকা গঙ্গায় জল আনিবার জন্য গমন করিয়া দেখিলেন, গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ পদ্মমাল্য ধারণ করিয়া স্ত্রীগণের সহিত জল-ক্রীড়া করিতেছে। এই ঘটনা দেখিয়া রেণুকার

চিত্ত একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। এজন্য জল আনিতে তাঁহার একটু দেরী হইয়া যায়। এই অপরাধে জমদগ্নি, বসুমান প্রভৃতি পুত্রগণকে মাতার শিরশ্ছেদ করিতে আদেশ করেন। কিন্তু তাঁহারা অসম্মত হইলে পরশুরামকে বলেন, "তুমি তোমার মাতার ও ভ্রাতাদের শিরশ্ছেদ কর।" পিতার আদেশে পরশুরাম মাতার ও ভ্রাতাদের শিরশ্ছেদ করেন। এই ব্যাপারে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া জমদগ্নি পরশুরামকে বর দিতে ইচ্ছা করেন। পরশুরাম এই বর প্রার্থনা করেন যে, তাঁহার মাতা ও ভ্রাতৃগণ যেন জীবন লাভ করেন। জমদগ্নির বরে রেণুকা ও বসুমান প্রভৃতি পুত্রগণ পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছিলেন।

একদিন পরশুরাম আশ্রম হইতে অন্যত্র গমন করিলে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুত্রগণ বৈর-সাধন-মানসে জমদগ্নির আশ্রমে আসিয়া দেখিল, প্রজ্বলিত অগ্নিসমূহের মধ্যে জমদগ্নি তপস্যা করিতেছেন। তাহারা জমদগ্নিকে ভগবানে চিত্ত-নিবেশ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার শিরশ্ছেদ করিল। সেই সময়ে পরশুরাম কৈলাস পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। মাতার ক্রন্দনে পরশুরাম আশ্রমে আসিয়া সমস্ত জানিতে পারিলেন। অবিলম্বে তিনি মাহিষ্মতী নগরীতে প্রবেশ করিয়া অর্জ্জুনের পুত্রগণকে নিহত করিলেন। এই ক্রোধে তিনি পৃথিবীকে একবিংশতি বার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন।

জম্বুমালী—রাবণের সেনাপতি। জম্বুমালী প্রহস্তের পুত্র ছিল। হনুমান্ অশোকবন নষ্ট করিয়া যে সময়ে রাক্ষসকুল দেবতার মন্দির চূর্ণ করে, সেই সময়ে রাবণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া জম্বুমালী হনুমানের সম্মুখীন হয়। হনুমানের সহিত যুদ্ধে জম্বুমালী পরাস্ত ও নিহত হয়।

জয়ন্ত—ইন্দ্রের পুত্র। যে সময়ে রাবণ ইন্দ্রকে জয় করিবার জন্য ইন্দ্রলোকে গমন করে, সেই সময়ে দেবগণ ইন্দ্রপক্ষ অবলম্বন করিয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন। সেই যুদ্ধে বসুগণের নিক্ষিপ্ত শরজালে রাবণের মাতামহ সুমালী নিহত হয়। মাতামহ নিহত হইলে রাবণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তকে দেখিতে পায়। রাবণের সহিত যুদ্ধে জয়ন্ত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। শচীদেবীর পিতা পুলোমা দৌহিত্রের এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া তাহাকে মহাসাগর মধ্যে রাখিয়া দিয়া রাবণের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হয় এবং রাবণকে পরাজিত ও বন্দী করেন।

মতান্তরে—ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত বায়স (কাক)-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাম-লক্ষ্মণাদির চিত্রকূট বাসকালে জানকীর বক্ষে আচড়াইয়া দেয়। ইহাতে সীতাদেবী বেদনা প্রাপ্ত হইলে শ্রীরামচন্দ্র বায়সকে শাস্তি দিবার জন্য ঐষিক বাণ নিক্ষেপ করেন। প্রাণভয়ে জয়ন্ত প্রথমতঃ কৈলাসে গমন করে, সেখান হইতে ইন্দ্রের অমরাবতীতে উপস্থিত হয়। রামচন্দ্রের ঐষিক বাণ তখন ব্রাহ্মণের বেশে ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত

হয় ও জয়ন্তকে প্রার্থনা করে। ইন্দ্র জয়ন্তকে আনিয়া দিলে ব্রাহ্মণরূপী ঐষিক বাণ জয়ন্তের এক চক্ষু কাণা করিয়া দেয়। সেই দিন হইতে কাক পক্ষী একচোখ কাণা বলিয়া কথিত হইতেছে।

জরৎকারু—(কৃত্তিবাস-মতে) আদিপুরুষ নিরঞ্জনের কন্দিনী নাম্নী কন্যার সহিত জরৎকারু মুনিপুত্রের বিবাহ হয়। ইনি তপস্যা দ্বারা শরীরকে অতিশয় ক্ষীণ করিয়াছিলেন। (মহাভারতে) যাযাবর বংশে জরৎকারু মুনির উৎপত্তি হয়। ইনি অতিশয় উগ্রতপা যোগী ছিলেন। একদিন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পান, এক গর্ত্ত মধ্যে কতকগুলি মনুষ্য এক বেনামূল ধারণ করিয়া পরস্পরকে ধরিয়া রহিয়াছেন। জরৎকারু পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন তাঁহারা তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষ। পিণ্ডলোপের আশঙ্কায় তাঁহারা ঐ বেনামূল ধারণ করিয়া আছেন। জরৎকারুর মৃত্যুর সহিত তাঁহাদের বংশ লোপ হইবে জানিয়া জরৎকারু বিবাহ করিতে সম্মত হইয়া বলেন, আমার নামধারিণী কন্যা যদি কেহ যাচিয়া আমাকে দান করে তবেই আমি বিবাহ করিব। নাগরাজ বাসুকি এই কথা অবগত হইয়া স্বীয় জরৎকারী ভগিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ দেন।

জহ্নু—ইঁহার পিতার নাম ছিল সুহোত্র। ইনি রাজপুত্র হইয়াও ঋষির মত ছিলেন বলিয়া ইনি রাজর্ষি জহ্নু নামে পরিচিত ছিলেন। ভগীরথ গঙ্গাদেবীকে ভূতলে আনিবার সময় গঙ্গার স্রোতে পর্ণকুটীর ভাসিয়া যায় দেখিয়া তিনি গণ্ডূষ করিয়া গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন; পরিশেষে ভগীরথের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দক্ষিণ জানু ভেদ করিয়া গঙ্গাধারাকে বাহির করিয়া দেন।

বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নল বাল্যকালে রাজর্ষি জহ্নুর আশ্রমে প্রতিপালিত হয়। বালক-স্বভাব-সুলভ চাপল্য বশতঃ নল প্রত্যহ জহ্নুমুনির দণ্ড-কমণ্ডলু প্রভৃতি নদীর জলে ফেলিয়া দিত। এজন্য জহ্নুমুনি বর দিয়াছিলেন, নলপৃষ্ট যে-কোনো দ্রব্য জলে নিপতিত হইলে তাহা ভাসিতে থাকিবে।

জানকী—জনক-রাজার কন্যা বলিয়া সীতাদেবীর নাম জানকী।

জাবালি—জনৈক প্রসিদ্ধ মুনি। যে সময়ে রামচন্দ্র চিত্রকূটে অবস্থান করিতেছিলেম, সেই সময়ে ভরতের সহিত বশিষ্ঠ জাবালি প্রভৃতি মুনিগণ রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য চিত্রকূটে গমন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রকে সর্ব্বপাপক্ষয়কারী অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার জন্য ইনি পরামর্শ দিয়াছিলেন।

জাম্ববান্—ব্রহ্মার জৃম্ভন হইতে জাম্ববান্ নামক ঋক্ষ (ভল্লুক) জন্মগ্রহণ করে। জাম্ববান্ রামচন্দ্রের বানর-সেনার একজন পরিচালক ছিল।

তরণীসেন—বিভীষণের পুত্র। তরণীসেন অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিল। তরণীসেন রাবণের সৈনাপত্য গ্রহণ করিয়া অপূর্ব্ব শৌর্য্যবলে লক্ষ্মণকে আহত করে। বিভীষণ, তরণীসেন রাবণের ভ্রাতুষ্পুত্র এইমাত্র পরিচয় দিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে তাহার প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিতে বলেন। রামচন্দ্র ব্রহ্মাস্ত্র প্রহারে তরণীসেনকে বধ করিয়াছিলেন।

তাড়কা—সুকেতু যক্ষের কন্যা। ব্রহ্মার বরে সুকেতু বিপুলবলশালিনী তাড়কাকে কন্যারূপে প্রাপ্ত হয়। ঐ কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে সুকেতু ধুম্রপুত্র সুন্দকে ঐ কন্যা দান করে। সুন্দের ঔরসে তাড়কার গর্ভে মারীচ জন্মগ্রহণ করে। কিছুদিনের পর সুন্দের মৃত্যু হইলে তাড়কা পুত্র মারীচের সহিত বাস করিতে থাকে।

একদা তাড়কা, পুত্রসহ বনে ভ্রমণ করিতে করিতে মহামুনি অগস্ত্যকে যোগমগ্ন দেখিতে পায় ও সপুত্র তাড়কা মুখ বিস্তার করিয়া ব্যঙ্গ করে। এই জন্য অগস্ত্য, তাড়কা ও মারীচকে "রাক্ষস হও" বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন। পরিশেষে তাড়কার ও মারীচের অনুনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া অগস্ত্য বলেন যে, রামচন্দ্রের হাতে তোমার উদ্ধার হইবে।

বিশ্বামিত্র স্বীয় যজ্ঞ পূর্ণ করিবার জন্য যে-সময়ে রাম-লক্ষ্মণকে লইয়া যান, সেই সময়ে পথে তাড়কা রাক্ষসীর সহিত তাঁহাদের দেখা হয়। রামচন্দ্র বজ্রবাণ প্রহারে তাড়কাকে বধ করিয়াছিলেন।

তারা—সুষেণ বানরের কন্যা। মতান্তরে—যে-সময়ে রাবণ ময়দানবের কন্যা মন্দোদরীকে বিবাহ করিয়া লঙ্কায় আসিতেছিল, (মন্দোদরীর উৎপত্তি বিবরণ ৪৬৩। ৪৬৪ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য) সেই সময়ে পথিমধ্যে বালি রূপবতী মন্দোদরীকে হরণ করিবার জন্য আক্রমণ করে। তখন রাবণ ও বালি উভয়েই মন্দোদরীর দুই হাতে ধরিয়া টানাটানি করিতে থাকে। এই টানাটানিতে মন্দোদরীর শরীর দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। ময়দানব এই সংবাদ পাইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হয় এবং শিবের প্রসাদে কন্যার শরীরের উভয় খণ্ডকে সঞ্জীবিত করিয়া এক অংশ (মন্দোদরী) রাবণকে ও অপর অংশ (তারা) বালিকে দান করে। এই তারার গর্ভে অঙ্গদের জন্ম হয়।

অন্যায় যুদ্ধে রামচন্দ্র বালিকে বধ করিলে তারা রামচন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করে—সীতাকে তুমি উদ্ধার করিবে বটে, কিন্তু সীতা তোমাকে কাঁদাইয়া স্বর্গে গমন করিবেন।

তিলোত্তমা—সুন্দ ও উপসুন্দ নামক অসুরদ্বয় ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করিলে তাহাদের বধার্থে ব্রহ্মা জগতের সমুদয় রত্নের সৌন্দর্য্যের তিল তিল সংগ্রহ করিয়া এই অপরূপ রূপবতী রমণীর সৃষ্টি করেন। এই জন্য ইহার নাম তিলোত্তমা।

তুম্বুরু—সঙ্গীত-বিদ্যাবিশারদ গন্ধর্ব্ব বিশেষ। এই তুম্বুরু অপ্সরী রম্ভার প্রতি আশক্তি নিবন্ধন কুবের-শাপে রাক্ষসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বিরাধ নাম প্রাপ্ত হয়। পরিশেষে শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে নিহত হইয়া শাপ-মুক্ত হইয়াছিল।

ত্রিজট—জনৈক ব্রাহ্মণ। ইঁহার দুই পায়ে গোদ ছিল। পূর্ব্বে অন্ধক মুনির পিতৃ-গৃহে এই ত্রিজট ব্রাহ্মণ একদিন অতিথি হন। অন্ধকের পিতা অতিথি সৎকার করিয়া যখন অতিথিকে বিদায় দিবেন সেই সময়ে পুত্রকে মুনির চরণে প্রণাম করিতে বলিলেন। পুত্র মুনির গোদা পা দেখিয়া ঘৃণার সহিত চক্ষু মুদিয়া প্রণাম করিলেন। ত্রিজটের অভিশাপে ইঁহার দুই চক্ষু অন্ধ হয়। একজন্য তিনি পরিশেষে অন্ধক নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনটি জটা ছিল বলিয়া বোধ হয় এই মুনির নাম ত্রিজট হইয়াছিল।

ত্রিজটা—রাবণের কিঙ্করী রাক্ষসী। এই ত্রিজটা রাক্ষসী সীতার বিশেষ পক্ষপাতিনী ছিল। ত্রিজটা রাক্ষসী স্বপ্নে লঙ্কাপুরীর ও রাবণের পরিণাম দেখিয়া সহচরী রাক্ষসী সকলকে সেই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত জানাইয়াছিল।

ত্রিলোচন—মহাদেব। তিন চক্ষু বলিয়া মহাদেবের নাম ত্রিলোচন হয়। বিস্তারিত বিবরণ ৫৬৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিশঙ্কু—সূর্য্যবংশীয় নৃপতি-বিশেষ। বৈবস্বত মনু হইতে অধস্তন ৭ম পুরুষ। ইনি সশরীরে স্বর্গে যাইবার জন্য বিশ্বামিত্রকে পৌরোহিত্যে প্রদান করেন। বিশ্বামিত্রের পৌরোহিত্যে ইনি স্বর্গে উঠিতে উঠিতে নিজ কীর্ত্তি-কাহিনী প্রকাশ করিতে থাকেন। এজন্য তাঁহার অধঃপতন ঘটে। বিশ্বামিত্র তপঃপ্রভাবে তাঁহাকে আকাশ মণ্ডলে স্থাপিত করিয়াছিলেন।

ত্রিশিরা—(১) রাবণের সেনাপতি বিশেষ। (২) খরেরও এক সেনাপতির নাম ত্রিশিরা ছিল। (৩) তিন মস্তক ছিল বলিয়া কুবেরেরও নাম ত্রিশিরা ছিল। (৪) বাণাসুর যুদ্ধে ত্রিশির বিশিষ্ট জ্বর পুরুষের উৎপত্তি হয়। ইহার তিনটি শির ও তিনটি পদ ছিল। এজন্য ইহারও নাম হয় ত্রিশিরা ও ত্রিপদ।

দণ্ড—ইক্ষাকুর কনিষ্ঠ পুত্র। বিস্তারিত বিবরণ মূল পুস্তকের ১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দধিমুখ—সুগ্রীবের মাতুল। শ্রীরামচন্দ্রের এক বানর সেনাপতি।

দশরথ—শ্রীরামচন্দ্রের পিতা। শৈশবে ইনি পরশুরামের পাদুকা বহন করিতেন। এই জন্য পরশুরাম তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। কশ্যপের অংশে ইঁহার জন্ম হয়।

দশানন—রাবণের দশ মাথা ছিল বলিয়া এই নাম।

দিতি—হিরণ্য-কশিপুর ভগিনী। কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে দৈত্যদের জন্ম হয়। দিতি রাহু-গ্রহের জননী।

দুর্গা—আদ্যাশক্তি, শিব-পত্নী, হিমালয়-পুত্রী। মেনকার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। দুর্গ নামক অসুর বিনাশ করিয়া ইঁহার নাম দুর্গা হয়। রাজা সুরথ ইঁহার পূজা ধরাধামে প্রবর্ত্তিত করেন। শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য অকালে বোধন করিয়া ইঁহার পূজা করিয়াছিলেন।

দুন্দুভি—বালি যে সময়ে কিষ্কিন্ধ্যায় রাজত্ব করে, সেই সময়ে কশ্যপের বংশে দনুর দুন্দুভি নামক এক অসুরের জন্ম হয়। সে মহিষের রূপ ধারণ করিয়া বেড়াইত। সে প্রথমতঃ বরুণের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করে। কিন্তু বরুণ বলেন, হিমালয় পর্ব্বতের সহিত যুদ্ধ করিলে তোমার বলের পরীক্ষা হইবে। হিমালয় বলে, তুমি বালির সহিত যুদ্ধ কর। বালির সহিত দুন্দুভির ঘোর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে দুন্দুভি পরাজিত ও নিহত হয়। বালি সেই দুন্দুভির মাথাটা ঋষ্যমূক পর্ব্বতে মতঙ্গ মুনির আশ্রমে ফেলিয়া দেয়। ইহা দেখিয়া মতঙ্গ মুনি অতিশয় ক্রোধান্ধ হন ও বালিকে এই অভিশাপ দেন যে, বালি ঋষ্যমূকে আসিলেই মৃত্যু-মুখে পতিত হইবে। এই জন্য বালি ঋষ্যমূকে আসিত না।

দুর্ব্বাসা—অত্রিমুনির পুত্র। শঙ্করের অংশে ইঁহার জন্ম। ইনি অতিশয় ক্রোধী মুনি ছিলেন। দুর্ব্বাসা শাপ দ্বারা স্বীয় পত্নী কন্দলীকে ভস্ম করেন। এই জন্য শ্বশুর ঔর্ব্ব ইঁহাকে অভিশাপ দেন। এই অভিশাপে তিনি অম্বরীষের নিকট অপমানিত হন। রামচন্দ্র যখন কালপুরুষের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, সেই সময়ে দুর্ব্বাসা মুনি আসিয়া শ্রীরামচন্দ্রের নিকট এক বর্ষ উপবাসের পর পারণের জন্য আহার চাহেন। দুর্ব্বাসার প্রার্থনায় রামচন্দ্র তাঁহাকে আহারীয় প্রদান করিয়াছিলেন। দুর্ব্বাসা মুনি ইন্দ্রকে অভিশাপ দিয়া তাঁহার রাজ্যকে লক্ষ্মীভ্রষ্ট করেন। ইঁহার শাপে শকুন্তলা মহারাজ দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়াছিলেন। ইঁহারই শাপে শাম্ব যদুবংশ-নাশকারী মুষল প্রসব করিয়াছিলেন।

দুর্ম্মুখ—শ্রীরামচন্দ্রের অন্তঃপুর-চারী বিশ্বস্ত ভৃত্য। অন্যমতে ইহার নাম ছিল ভদ্র। এই ভদ্র মন্ত্রীই সীতাদেবী সম্বন্ধে জনাপবাদ রামচন্দ্রের গোচর করে।

দূষণ—রাবণের ভ্রাতা। শূর্পণখার রক্ষক। লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাক-কাণ কাটিয়া দিলে রামচন্দ্রাদির সহিত তাহার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে দূষণ নিহত হইয়াছিল।

দেবান্তক—রাবণের এক সেনাপতি।

দ্বিবিদ্—অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে বানরীর গর্ভে মৈন্দ ও দ্বিবিদ্ নামক বানরদ্বয়ের উৎপত্তি হয়।

ধর্ম্মরাজ—যমরাজের অন্য নাম। বলদর্পী রাবণের সহিত যমরাজের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে স্বয়ং ব্রহ্মা আসিয়া যমরাজকে নিরস্ত করেন।

ধান্যমালী—ধান্যমালী (গন্ধকালী) নামক অপ্সরী কুবেরের গৃহে নৃত্য করিবার সময়ে দক্ষমুনির অভিশাপে গন্ধমাদন পর্ব্বতে কুম্ভীরিণী হইয়া থাকিত।

ধূর্জ্জটি—শিবের অপর নাম। ধূম্রবর্ণ জটাধারী বলিয়া।—মহাভারত।

ধূম্রলোচন—ধূম্রাক্ষ রাবণের একজন সেনাপতি।

নন্দী—মহাদেবের প্রধান অনুচর। রাবণ পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া কৈলাস পর্ব্বতে বিচরণ করিতে অভিলাষী হইলে সহসা নন্দীকর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়। রাবণ নন্দীর বানরের মত মুখ দেখিয়া উপহাস করিলে নন্দী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া "বানরের হাতে সবংশে নিধনপ্রাপ্ত হইবে" বলিয়া অভিশাপ প্রদান করে। দক্ষ-যজ্ঞ-ভঙ্গ ব্যাপারেও নন্দীর অনেক বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

নরান্তক—রাবণের সেনাপতি বিশেষ।

নল—বিশ্বকর্ম্মার পুত্র। রামচন্দ্রের সেনাপতি-বিশেষ। নল সমুদ্র বন্ধন করিয়া লঙ্কায় বানর-সৈন্য যাইবার রাস্তা করিয়া দিয়াছিল। বিস্তারিত 'জহ্নু' অংশে দ্রষ্টব্য।

নলকূবর—কুবেরের পুত্র। অপ্সরী রম্ভা একদিন নলকূবরের নিকট যাইতেছিল। রাবণ সহসা ঐ রম্ভার অপমান করায় নলকূবর ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণকে অভিশাপ দেয় যে, বলপূর্ব্বক কোনো রমণীর উপর অত্যাচার করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার মুণ্ডপাত হইবে।" এই অভিশাপে রাবণ দুর্ব্বলা নিঃসহায়া কামিনীর উপর অত্যাচার করিতে বিরত হয়।

নারদ—ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মা স্বীয় মানস-পুত্রগণকে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতে বলেন; অন্যান্য সকলেই ব্রহ্মার আদেশ পালন করিলেন, কিন্তু নারদ সেই আদেশ পালন না করায় ব্রহ্মাকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া গন্ধর্ব্বকুলে জন্মগ্রহণ করেন। এই গন্ধর্ব জন্মে তাঁহার নাম হয় উপবর্হণ; এই সময়ে অভিশপ্ত নারদ চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের পঞ্চাশৎ কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

একদা ব্রহ্মা অন্যান্য দেবতা ও ঋষিগণ সমভিব্যাহারে পুষ্কর তীর্থে উপস্থিত হইয়া নৃত্যগীত করিবার জন্য উপবর্হণকে আহ্বান করেন। উপবর্হণ কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গীত আরম্ভ করিয়া ভাবাবেশে তাল ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। এজন্য দেবতা ও ঋষিগণের মুখ হইতে কোপাগ্নি বাহির হইল। উপবর্হণের স্তবে ভগবান্ সেইস্থানে আবির্ভূত হইয়া অভয় দান করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মার অভিশাপের ফলে তিনি দাসী-গর্ভে উৎপন্ন হইয়া পাঁচ বৎসর বয়সে এক ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণের নিকট দীক্ষালাভ করিয়া আরো দশ বৎসর পরে শূদ্র-দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেবর্ষিত্ব লাভ করেন ও ভগবানের পার্ষদ হন। অতঃপর তিনি মহাদেবের নিকট ভক্তি ও উপাসনা তত্ত্ব সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশ গ্রহণ করেন। এই সকল উপদেশ "নারদ পঞ্চরাত্র" পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ ও ধ্রুবকে ইনি দীক্ষাদান করিয়াছিলেন।

দক্ষপ্রজাপতির অনেকগুলি পুত্রকে ইনি মোক্ষ-ধর্ম্মের উপদেশ দিয়া নিবৃত্তি-পথের পথিক করিয়াছিলেন। এইজন্য দক্ষ নারদকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। এই অভিশাপে নারদ 'আশ্রয়হীন' হইয়াছেন।

একদা যক্ষরাজ কুবেরের নলকূবর ও মণিগ্রীব নামক পুত্রদ্বয় কৈলাস পর্ব্বতে রমণীগণ সহ ক্রীড়াপরায়ণ ছিলেন। এমন সময়ে নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু নলকূবর ও মণিগ্রীব নারদকে গ্রাহ্য না করায় নারদ তাঁহাদিগকে অভিশাপ দেন। এই অভিশাপে তাঁহারা ব্রজধামে দুই অর্জ্জুন বৃক্ষে পরিণত হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যমলার্জ্জুন ভঙ্গ করিয়া তাহাদের উদ্ধার সাধন করেন।

নারদের উপদেশে সৌভ্রাত্র রক্ষা করিবার জন্য পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীর নিকট অবস্থানের জন্য নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক পাণ্ডবগণের নির্য্যাতন ও দ্রৌপদীর অপমান দর্শনে নারদ ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্য্যোধনকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। এই অভিশাপে দুর্য্যোধন ভীমের হস্তে নিহত হয়।

প্রায় সমস্ত পুরাণে ভক্তপ্রবর নারদের উল্লেখ আছে। বেদব্যাস ইঁহারই প্রেরণায় শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন।

নারায়ণ—নার—(জল) অয়ন (আশ্রয়)—ক্ষীরোদ সমুদ্রে শয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া, অথবা নার (নর-নারী) অয়ন—নর-নারীর আশ্রয় বলিয়া ইঁহার নাম হইয়াছিল নারায়ণ।

নিকষা—সুমালী রাক্ষসের কন্যা। বিশ্রবা মুনির সহিত বিবাহ হয়। ইহার গর্ভে রাবণ কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের জন্ম হইয়াছিল।

নিকুম্ভ—কুম্ভকর্ণের পুত্র। রাবণের একজন সেনাপতি।

নিমি—রাজর্ষি জনকের ঊর্দ্ধতন ত্রয়োবিংশ পুরুষ। মতান্তরে ইক্ষ্বাকুর পুত্র। (ভাগবত—নবম স্কন্ধ)

নীল—অগ্নিপুত্র; বানরীর গর্ভজাত। সুগ্রীবের অনৈক অনুচর।

নৃসিংহ—ভগবানের চতুর্থ অবতার। ভগবান্ নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হিরণ্য-কশিপুকে বধ করিয়াছিলেন।

পঞ্চানন—পাঁচটি মুখ ছিল বলিয়া মহাদেবের এই নাম।

পবন—বায়ু; উনপঞ্চাশৎ পবন; ৩৬৫ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

পবন-নন্দন—হনুমান। অঞ্জনা বানরীর গর্ভে পবনের ঔরসে ইঁহার জন্ম হয়। শিবাবতার। রামায়ণে সর্ব্বত্রই হনুমানের বীর্য্যবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কৃত্তিবাস-প্রণীত 'শিবরামের যুদ্ধ' পুস্তকে লিখিত আছে, মহাদেব শ্রীরামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া নিজাংশ-সম্ভূত হনুমান্‌কে রামচন্দ্রকে দান করিয়াছিলেন।

পরশুরাম—ভগবানের ষষ্ঠ অবতার। যমদগ্নি দ্রষ্টব্য।

পর্ব্বত—প্রসিদ্ধ দেবর্ষিবিশেষ। সূর্য্যবংশীয় ত্রিশঙ্কুর পুত্র অম্বরীষের পরম-সুন্দরী কন্যা 'শ্রীমতী'কে বিবাহ করিবার জন্য নারদ ও পর্ব্বত উপস্থিত হন। অম্বরীষ অনন্যোপায় হইয়া স্বামী নির্ব্বাচনের ভার কন্যার উপর দান করেন। তার পর, নারায়ণের বর প্রভাবে উভয় মুনি শ্রীমতী কর্ত্তৃক বানর-মুখ বিশিষ্ট বলিয়া প্রতীত হন। এই সময়ে নারায়ণ নবদূর্ব্বাদলশ্যাম দ্বিভুজ ধনুর্দ্ধারিরূপে কন্যাকে হরণ করেন। নারদ ও পর্ব্বত মুনি এই সংবাদ অবগত হইয়া রাক্ষসের মত ব্যবহার করার জন্য ভগবান বিষ্ণুকে অভিশাপ প্রদান করেন। এই রূপে ভগবান্ বিষ্ণু, মুনিদ্বয় কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া অম্বরীষের বংশে দশরথের পুত্রভাবে রামরূপে জন্মগ্রহণ করেন ও রাক্ষস কর্ত্তৃক অপহৃতা ভার্য্যার জন্য ক্লেশ ভোগ স্বীকার করিয়াছিলেন।

যে সময়ে রাবণ দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিল, সেই সময়ে দেবর্ষি পর্ব্বত রাবণের সমকক্ষ বীর বলিয়া রাবণকে মান্ধাতার সহিত যুদ্ধ করিতে বলিয়াছিলেন।

পশুপতি—মহাদেবের অপর নাম। পশু (ষাঁড়) পতি (স্বামী) বলিয়া মহাদেবের এই নাম।

পার্ব্বতী—পর্ব্বত রাজ হিমালয়ের পুত্রী বলিয়া আদ্যাশক্তির এই নাম।

পিতামহ—সুরজ্যেষ্ঠ বলিয়া ব্রহ্মার নাম পিতামহ।

পুরন্দর—ইন্দ্র। পুর নামক অসুরকে বজ্রাঘাতে নাশ করিয়াছিলেন বলিয়া ইন্দ্রের এই নাম।

পুরূরবা—চন্দ্রবংশীয় বুধের পুত্র। ইঁহার জ্যা নির্ঘোষ বা যশঃ দেবলোকেও বিঘোষিত হইত বলিয়া ইঁহার নাম হয় পুরূরবা। মিত্র ও বরুণের অভিশাপে উর্ব্বশী স্বর্গভ্রষ্টা হইয়া পুরূরবার পত্নীরূপে বাস করিয়াছিল।

পুরুষোত্তম—পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভগবানের এই নাম।

পুলস্ত্য—ব্রহ্মার মানস-পুত্রগণের অন্যতম। ব্রহ্মার কর্ণ হইতে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অগস্ত্য ও বিশ্রবার পিতা। কর্দ্দম মুনির কন্যা হবির্ভূবার সহিত ইঁহার পরিণয় হয়। দিগ্বিজয়ার্থী রাবণ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে বন্দী হইলে পুলস্ত্য আসিয়া রাবণের বন্দীত্ব মোচন

করিয়া দিয়াছিলেন। মান্ধাতার সহিত যুদ্ধেও পুলস্ত্য, রাবণ ও মান্ধাতার বিবাদ মিটাইয়া দিয়াছিলেন।

পুলস্ত—সপ্তর্ষি-মধ্যগত মহাপ্রভাবশালী ব্রহ্মর্ষি। ব্রহ্ম-সৃষ্ট দশ প্রজাপতির একতম।

পৃথু—বেণ রাজার পুত্র। ৬৯৩ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য। ইঁহার যশে পৃথিবী পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া ইঁহার নাম হয় পৃথু।

পুষ্কল—ভরতের পুত্র। ইনি পুষ্কলাবতী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রচেতা—জলাধিপ বরুণের অন্য নাম।

প্রজাপতি—সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার অন্য নাম। ব্রহ্মার দশ মানসপুত্রও দশ প্রজাপতির নামে প্রসিদ্ধ।

প্রতীপ—মহারাজ শান্তনুর পিতা।

প্রসন্ন—রাবণের সেনাপতি বিশেষ।

প্রহস্ত—রাবণের এক সেনাপতি। জম্বুমালী ইহার পুত্র ছিল।

প্রহ্লাদ—হিরণ্যকশিপুর পুত্র। মাতার নাম কয়াধু। ইনি শিশুকাল হইতেই হরিভক্ত ছিলেন দেবর্ষি নারদ ইঁহাকে দীক্ষাদান করেন। প্রহ্লাদের একান্ত বিশ্বাসের ফলে ভগবান্ স্তম্ভমধ্য হইতে নৃসিংহ মূর্তি ধারণ করিয়া বহির্গত হন ও পরে প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন।

বজ্রদংষ্ট্র—রাবণের নিয়োজিত এক চর। একদা সে গোপনে রামশিবিরে গিয়া রামচন্দ্রের বলাবল পরীক্ষা করিতেছিল। বিভীষণ চিনিতে পারিয়া তাহাকে বন্দী করে। রামচন্দ্র দয়া করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেন। অগস্ত্যের অভিশাপে বজ্রদংষ্ট্র রাক্ষস যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। রামচন্দ্রকে দেখিয়া তাহার মুক্তি হয়।

বজ্রবালা—বলিরাজ দৌহিত্রী বজ্রবালা। ইহার সহিত কুম্ভকর্ণের বিবাহ হয়। ইহার গর্ভে কুম্ভ ও নিকুম্ভ জন্মগ্রহণ করে। কেহ কেহ বলেন, ইহার অন্য নাম বৃত্রজ্বালা ছিল।

বনমালী—পত্রপুষ্প-গ্রথিত মাল্য-পরিধায়ী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম বনমালী।

বন্দী—বরুণের পুত্রের নাম। অষ্টাবক্রের পিতা কাহোড় এই বন্দীর নিকটে বেদ-বিচারে পরাজিত সমুদ্র-গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন।

বন্দীকৃত দেবরাজ—গৌতম-পত্নী অহল্যার অপমান করায় গৌতমের অভিশাপে দেবরাজ ইন্দ্র দুর্দ্ধর্ষ মেঘনাদ কর্তৃক বন্দীকৃত হইয়াছিলেন। সহস্র কুৎসিত চিহ্নযুক্ত হওয়াও ঐ অভিশাপের ফল।

বলিরাজ—বিরোচনের পুত্র বলি প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। পিতৃ-শত্রু দেবরাজের সহিত যুদ্ধে আহত ও মুমূর্ষ অবস্থায় গুরু শুক্রাচার্য্যের অনুগ্রহে জীবনলাভ করেন। পরে কঠোর সাধনায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া অমর বর লাভ করতঃ এক মহাযজ্ঞ করেন। ইন্দ্রের ভয় দূর করিবার জন্য দেবতাগণের জননী অদিতির স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া নারায়ণ অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে দানশীল বলিরাজের নিকট গমন করিয়া তিন পদ ভূমি প্রার্থনা করেন। বলি সম্মত হইলে বামন দুই পদে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য অধিকার করেন। তৃতীয় পদের জন্য স্থান চাহিলে বলি পদ-রক্ষার্থ মাথা পাতিয়া দেন। বামনরূপী

ভগবান; বলির মস্তক অধিকার করিয়া তাঁহাকে পাতালে বন্দী করিয়া রাখিয়া দেন এবং নিজে ঐ কারাগৃহের প্রহরিরূপে নিযুক্ত হন।

বশিষ্ঠ—ব্রহ্ম-মানসপুত্র বিশেষ। জনৈক প্রসিদ্ধ প্রজাপতি। রঘুবংশীয়গণের কুলগুরু। বশিষ্ঠ-দেব মহারাজ রামচন্দ্রকে যে-সব উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা যোগবাশিষ্ঠ নামে প্রসিদ্ধ আছে। ইনি মাতৃপিতৃহীন একবর্ষ বালক দশরথকে প্রতিপালিত ও সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন।

বসু—৬৭৪ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য। বশিষ্ঠের কামধেনু গাভী দেখিয়া বসু-পত্নীগণের সেই গাভী-প্রাপ্তির ইচ্ছা হয়। তাহাতে অষ্টবসুর একজন ঐ গাভী অপহরণ করেন। এজন্য বশিষ্ঠ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বসুগণকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, "তোমরা পৃথিবীতে গিয়া জন্মগ্রহণ কর।" এই অভিশাপে বসুগণ গঙ্গাগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।—মহাভারত

বরাহ—ভগবানের তৃতীয় অবতার। ভগবান্ বরাহ রূপ ধারণ করিয়া দুর্দ্দান্ত হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছিলেন।

বরুণ—অষ্টলোকপালের ষষ্ঠ স্থানীয়। বরুণ বানরী-গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাহার নাম সুষেণ।

বাগ্‌দেবী—বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া সরস্বতীর এই নাম।

বাতাপি—রাহুর পুত্র। ইল্বল দ্রষ্টব্য।

বামন—বলিরাজ দ্রষ্টব্য।

বামদেব—বশিষ্ঠ পুত্র। অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধুকে বধ করিয়া দশরথের মুনিহত্যা পাপের সঞ্চার হয়। রাজার সেই পাপ নাশের জন্য বশিষ্ঠ-পুত্র বামদেব তিনবার রাম-নাম বলাইয়াছিলেন। একবার রাম-নামে কোটি ব্রহ্মহত্যা-পাপ নষ্ট হয় কিন্তু সামান্য মুনি-পুত্র-হত্যার জন্য রাজাকে তিনবার রাম-নাম বলানো হইয়াছে জানিয়া বশিষ্ঠ বামদেবকে "চণ্ডাল হও" বলিয়া অভিশাপ দেন। সেই অভিশাপের ফলে বামদেব গুহক চণ্ডালরূপে জন্মগ্রহণ করেন। মূল পুস্তকের ৮২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

বায়ু—পবন দ্রষ্টব্য।

বাসব—ইন্দ্রের অপর নাম।

বাসুকি—কশ্যপের পুত্র। ইনি সহস্র শিরে পৃথিবীকে ধরিয়া আছেন। দেবাসুর কর্ত্তৃক সমুদ্রমন্থন-কালে বাসুকি সর্প মন্থনরজ্জু হইয়াছিল। ইনি জরৎকারু মুনিকে জরৎকারী ভগিনী সম্প্রদান করিয়াছিলেন। জরৎকারু দ্রষ্টব্য।

বালি—ব্রহ্মার চক্ষু হইতে কোন সময়ে একবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়ে। তাহাতে এক বানরের উৎপত্তি হয়। একদা ঐ বানর তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া হিমালয়ের উত্তর শৃঙ্গে এক সরোবরে জলপান করিতে গিয়া নির্ম্মল জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া শত্রুবোধে তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া ঐ জলে প্রবিষ্ট হয়। জলে অবগাহন মাত্র ঐ বানর এক পরমাসুন্দরী রমণীরূপে পরিণত হয়। ইন্দ্র ও সূর্য্য ঐ পরমাসুন্দরী কন্যাকে দেখিয়া স্খলিতবীর্য্য হন। ইন্দ্রের শক্তি ঐ কন্যার বালে (কেশে) ও সূর্য্য-শক্তি ঐ কন্যার

গ্রীবায় পড়ে। ঐ দুই শক্তি হইতে দুই বানরের উৎপত্তি হয়। বাল অর্থাৎ কেশে উৎপন্ন বলিয়া ঐ পুত্রের নাম বালি এবং গ্রীবা হইতে উৎপন্ন বলিয়া অন্য পুত্রের নাম হয় সুগ্রীব। বালি ও সুগ্রীব অতিশয় বীর ছিল।

বাল্মীকি—রামায়ণ-রচয়িতা স্বনামখ্যাত মুনি। চ্যবন মুনির পুত্র। মতান্তরে বরুণ-পুত্র। কোনো কোনো মতে ব্রাহ্মণকুলজাত বাল্মীকি ব্যাধ-বালকদের সহিত দস্যুবৃত্তি করিতেন। শূদ্রাগর্ভে তাঁহার কতকগুলি সন্তান উৎপত্তিরও প্রমাণ পাওয়া যায়। বিস্তারিত বিবরণ মূল পুস্তকের ৩।৪ ৫।৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিদ্যুজ্জিহ্ব—কালখঞ্জবংশীয় এক প্রসিদ্ধ দানব। ইহার সহিত শূর্পণখার বিবাহ হইয়াছিল। রাবণ কালকেয়গণকে নিধন করিবার সময়ে বিদ্যুজ্জিহ্বকেও বিনাশ করিয়াছিল।

বিদ্যুজ্জিহ্ব—জনৈক মায়াবী রাক্ষস। এই রাক্ষস মায়ানির্ম্মিত রামের ছিন্ন মস্তক ও রক্তাক্ত শরাসন হস্তে লইয়া অশোক বনে সীতার নিকটে গমন করিয়া সীতাদেবীকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

বিধাতা—বিশিষ্টরূপে ভূ-ভার ধারণ করিয়া আছেন বলিয়া ভগবানের নাম বিধাতা। ব্রহ্মার অপর নাম।

বিনত—সুগ্রীবের সেনাপতি বিশেষ। সীতা অন্বেষণের জন্য সুগ্রীব এই বানরকে একলক্ষ বানর-সেনা সহ পূর্ব্বদিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বিনতা—কশ্যপ মুনির পত্নী। ইঁহার গর্ভে গরুড়াদি জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্য গরুড়ের নাম বৈনতেয় বা বিনতানন্দন।

বিভাণ্ডক-জনৈক প্রসিদ্ধ মুনি। একদা বিভাণ্ডক মুনি নর্ম্মদার তীরে বসিয়া উগ্রতপ করিতেছিলেন। এমন সময়ে উর্ব্বশীকে দেখিয়া মুনির শক্তি ক্ষরণ হয়। স্বর্ণমুখী নাম্নী এক হরিণী পিপাসার্ত্তা হইয়া জলপান করিবার সময়ে নর্ম্মদার জলে ভাসমান সেই শক্তি পান করিয়া গর্ভবতী হয় এবং ছয় মাসে এক পুত্র সন্তান প্রসব করে। এই সন্তানের দেহ মানুষের মত কিন্তু মাথাটি হরিণের ন্যায় হয়। বিভাণ্ডক সমস্ত অবগত হইয়া ঐ শিশুর নাম রাখেন ঋষ্যশৃঙ্গ। তিনি অপত্যনির্ব্বিশেষে তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। মূল পুস্তকের ৫৬।৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিভীষণ—বিশ্রবা মুনির ঔরসে নিকষার (মতান্তরে কৈকষীর) গর্ভে বিভীষণ জন্মগ্রহণ করেন। রাক্ষসকুলে জন্ম হইলেও ইনি পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ শৈলূষের কন্যা পুণ্যবতী সরমাকে ইনি বিবাহ করেন। সরমার গর্ভে একমাত্র পুত্র হয়—তাহার নাম তরণীসেন।

বিরাধ—পূর্ব্বজন্মে তুম্বুরু নামক গন্ধর্ব্ব ছিল। কৃত্তিবাস-মতে কিশোর নামক কুবেরের চর অপ্সরা রম্ভার প্রতি আসক্তির জন্য কুবেরের শাপে রাক্ষসরূপে জন্মগ্রহণ করে। রামচন্দ্রের হাতে নিহত হইয়া উদ্ধার প্রাপ্ত হয়।

বিরিঞ্চি—ব্রহ্মার অপর নাম।

বিরূপাক্ষ—বিরূপ অস্বাভাবিক অক্ষি অর্থাৎ কপালে এক চক্ষু আছে বলিয়া মহাদেবের নাম বিরূপাক্ষ।

বিরোচন—প্রহ্লাদের পুত্র ; ইঁহার পুত্রের নাম বলি।

বিশ্বকর্ম্মা—দেব-শিল্পী। পুরাণ-মতে ইনি অষ্টম বসু প্রভবের ঔরসে যোগসিদ্ধার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্বকর্ম্মা লঙ্কা ও কিষ্কিন্ধ্যা নগরী নির্ম্মাণ ক রয়াছিলেন।

বিশ্বামিত্র—চন্দ্রবংশীয় কান্যকুব্জাধিপতি কুশিকের ভার্য্যা পৌরকুৎসীর গর্ভে ইন্দ্রাংশে জাত মহাত্মা গাধিরাজের পুত্র। একদা বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ-আশ্রমে আগমন করিয়া বশিষ্ঠের পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বশিষ্ঠের শবলা নাম্নী হোমধেনু বলপ্রয়োগ করিয়া লইয়া যাইতে সঙ্গীগণকে আদেশ করেন। ইহাতে বশিষ্ঠের হোমধেনু কুপিত হইয়া হুঙ্কার ছাড়ে। সহসা শবলা-শরীর হইতে অসংখ্য সৈন্য বাহির হইয়া বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্য নিধন করে। তখন বশিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের সংঘর্ষ হয়। ফলে, বশিষ্ঠ-হস্তধৃত ব্রহ্মদণ্ড প্রজ্বলিত হইয়া বিশ্বামিত্রের শতপুত্রকে ভস্মসাৎ করে। ব্রহ্মতেজ দর্শনে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইবার আশায় ব্রহ্মার আরাধনা করিতে থাকেন। এই সাধনার সময়ে ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রেরিত অপ্সরা সকল তাঁহার তপোভঙ্গ করিবার অনেক চেষ্টা করে। পরিশেষে বিশ্বামিত্র সাধনার দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।

বিশ্রবা—মেরু পর্ব্বত দেশে রাজর্ষি তৃণবিন্দুর আশ্রমে ব্রহ্মার মানসপুত্র মহর্ষি পুলস্ত্য যে সময়ে তপস্যা করিতেছিলেন, সেই সময়ে রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা সঙ্গিনীগণ সহ গীতবাদ্য করিয়া পুলস্ত্যের তপস্যায় বাধা দেন। এইজন্য মুনির শাপে ঐ কন্যা কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী হন। তৃণবিন্দু এই সংবাদ অবগত হইয়া পুলস্ত্য মুনির বহু স্তব করিতে থাকেন। এই স্তবে পুলস্ত্য প্রসন্ন হইলে তৃণবিন্দু ঐ অভিশপ্তা গর্ভবতী কন্যার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য মহ ষ পুলস্ত্যকে সম্মত করেন। ঐ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে বেদপাঠ শুনিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্রবা নামে বিখ্যাত হন। এই বিশ্রবা হইতে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ ও শূর্পণখার জন্মগ্রহণ করে।

বিষ্ণু—পঞ্চভূতময় এই বিশ্ব ভগবানের শরীরে প্রবেশ করে বলিয়া ভগবানের অন্য নাম বিষ্ণু।

বীরবাহু—রাবণের মহিষী চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত সন্তান। রামের সহিত যুদ্ধে নিহত হয়।

বুধ—চন্দ্রের পুত্র।

বৃহস্পতি—সুরগুরু। অঙ্গিরার পুত্র। ইনিই বৌদ্ধধর্ম্মাত্মক মোহন শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন করেন। জিন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকেরও নাম ছিল বৃহস্পতি।

বেণ—ধ্রুবের অধস্তন সপ্তম পুরুষের নাম অঙ্গ। এই অঙ্গের ঔরসে সুনীথার গর্ভে বেণের উৎপত্তি হয়। বিস্তারিত বিবরণ ৭০৮।৯ পৃষ্ঠার পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

বেদবতী—দিগ্বিজয়ার্থী রাবণ হিমালয়ের নিকটস্থ এক বনে প্রবেশ করিয়া বৃহস্পতি-পুত্র কুশধ্বজের বেদাধ্যয়ন কালে জাতা তপোরতা বেদবতীর রূপে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু বেদবতী এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন, এইজন্য রাবণ কুপিত হইয়া তাঁহার কেশাকর্ষণ করে। এই হেতু বেদবতী অতিশয় সন্তপ্তা হইয়া

অযোনিজারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া নারায়ণকে স্বামিভাবে কামনা করতঃ রাবণ বধের হেতুস্বরূপা হইবার বাসনায় জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করেন। পরজন্মে তিনিই সীতারূপে জনকের যজ্ঞভূমি হইতে উত্থিতা হইয়াছিলেন।

বৈদেহী—বিদেহ-রাজ জনকের কন্যা বলিয়া সীতার নাম বৈদেহী।

বৈশ্রবণ—কুবেরের অন্য নাম। ভরদ্বাজ-কন্যা দেববর্ণিনীর (মতান্তরে লতা বা লোভা) গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়।

ব্যাস—মৎস্যগন্ধা-নাম্নী ধীবর কন্যা সত্যবতীর গর্ভে পরাশরের ঔরসে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি বেদের বিভাগ করিয়াছিলেন, এইজন্য ইঁহার নাম হয় বেদব্যাস।

ব্রহ্মা—সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতির অন্য নাম।

ভদ্র—অন্য নাম দুর্মুখ। এই ব্যক্তি সীতা সংক্রান্ত জনাপবাদ রামচন্দ্রকে বিজ্ঞাপিত করে।

ভগীরথ—মহাদেবের বরে সূর্য্যবংশীয় রাজা দিলীপের দুই স্ত্রীর মধ্যে এক স্ত্রীর গর্ভে ভগীরথের জন্ম হয়। ভগীরথ যখন জন্ম গ্রহণ করেন তখন তিনি মাংসপিণ্ড মাত্র ছিলেন। বশিষ্ঠের পরামর্শে সেই সচেতন মাংসপিণ্ড এক পথের ধারে রক্ষিত হয়। সহসা অষ্টাবক্র মুনি সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। বিকৃত-আকার ঐ মাংসপিণ্ডকে দেখিয়া তিনি দয়া-পরবশ হইয়া বরদান করেন। ঐ বরপ্রভাবে তিনি দিব্যকান্তি লাভ করিয়াছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ মূল পুস্তকের ২২।২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভরত—দশরথের কৈকেয়ী-গর্ভ-জাত পুত্র। ইনি অতিশয় ভ্রাতৃভক্ত ছিলেন।

ভরদ্বাজ—মহর্ষি অঙ্গিরার জ্যেষ্ঠপুত্র উতথ্য। তাঁহার পত্নীর নাম মমতা। এই মমতার গর্ভে মহর্ষি অঙ্গিরার কনিষ্ঠ পুত্র সুরাচার্য্য বৃহস্পতির ঔরসে ভরদ্বাজের জন্ম হয়। ইনি মহারাজ ভরত কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে ইঁহার আশ্রম ছিল।

ভস্মলোচন—রাবণের এক সেনাপতি। ব্রহ্মার নিকটে সে বর পাইয়াছিল যে, যে-কোনো ব্যক্তি তাহার সম্মুখে পড়িবে, সে-ই ভস্ম হইয়া যাইবে। বিভীষণের পরামর্শে রামচন্দ্র দর্পণ বাণ প্রয়োগ করিলেন। রামচন্দ্র যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছেন এই কথা শুনিয়াই ভস্মলোচন নিজের চক্ষুর আবরণ খুলিতেই সম্মুখস্থ দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে পায় ও ভস্মীভূত হইয়া যায়।

ভানু—কদ্রুনীর গর্ভে জরৎকারুর ভানু নাম্নী কন্যা জন্ম গ্রহণ করে।

ভার্গব—পরশুরামের নামান্তর।

ভূতনাথ—ভূত, (প্রাণী বা দেবযোনি বিশেষ) ইহাদের নাথ (প্রভু) বলিয়া মহাদেবের এই নাম।

ভৃগুমুনি—ব্রহ্মপুত্র; স্বনামখ্যাত মুনিবিশেষ। শুক্রাচার্য্য দৈত্যগুরু। পুরাকালে দেবাসুরের যুদ্ধে অসুরগণ দেবতাদের ভয়ে শুক্রপত্নীর শরণাপন্ন হয়। ভৃগু পত্নী আশ্রয় দিয়াছেন জানিয়া ভগবান্ বিষ্ণু ক্রোধান্ধ হইয়া চক্রাঘাতে ভৃগু-পত্নীর শিরশ্ছেদ করেন। এইজন্য ভৃগুমুনি ক্রুদ্ধ হইয়া নারায়ণকে অভিশাপ প্রদান করেন। নারায়ণ দশরথ-গৃহে জন্ম কালে সেই অভিশাপ-ভোগ নির্দ্ধারণ করেন।

ভৃগুরাম—পরশুরাম।

ভোলানাথ—ভোলা প্রমথ (শিবানুচর) গণের নাথ (প্রভু) বলিয়া মহাদেবের এই নাম।

মকরাক্ষ—রাবণের সেনাপতি। খর নামক রাক্ষসের পুত্র ছিল। রামচন্দ্রের হস্তে নিহত হয়।

মতঙ্গমুনি—ঋষ্যমূক পর্ব্বতে মতঙ্গমুনির আশ্রম ছিল। বালি মহিষরূপী দুন্দুভিকে নিহত করিয়া তাহার মস্তক যোজনান্তরে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে মতঙ্গ মুনির আশ্রমে ফেলিয়া দেয়। ইহাতে মতঙ্গ ক্রুদ্ধ হইয়া বালিকে এই অভিশাপ দান করেন যে, 'ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আসিলেই বালির মৃত্যু হইবে।' এই জন্য বালি ঋষ্যমূক পর্ব্বতে কখনও গমন করিত না। এই কারণেই বালির ভয়ে ভীত হইয়া সুগ্রীব ঋষ্যমূকে আসিয়া অবস্থান করে।

মদন—ব্রহ্মার মন হইতে ইঁহার উৎপত্তি হয়।

মধুদৈত্য—দৈত্যবিশেষ। রাবণের ভগিনীস্থানীয়া কুম্ভীনসীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। ইহার গর্ভে লবণ নামক বিখ্যাত অসুরের জন্ম হয়।

মনু—ব্রহ্মার পুত্র। ইহারা সংখ্যায় চতুর্দ্দশ। ১১০ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য। বৈবস্বত মনু হইতে জগতে মানবগণের উৎপত্তি হইয়াছে।

মন্থরা—কৈকেয়ীর পিতৃ-গৃহাগতা দাসী। ৫৫৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

মন্দোদরী - রাবণের মহিষী। 'তারা'র পরিচয়ও ৪৬৮।৬৯ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

ময়—দানবপতি—কৌণ্ডিল্যমুনির অন্তরঙ্গ বন্ধু। ৪৬৮।৬৯ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য। 'তারা'র পরিচয় দ্রষ্টব্য।

মহাদেব, মহেশ, মহেশ্বর—শিবের নামান্তর।

মরীচ—ব্রহ্মার পুত্র।

মরুত্ত—চন্দ্রবংশীয় নৃপতি বিশেষ। ইনি শিব-যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবতা উপস্থিত হইয়াছিলেন। এমন সময়ে দিগ্বিজয়ার্থী রাবণ তথায় উপস্থিত হইলে ইন্দ্র ময়ূর, কুবের কাঁকলাস, যম কাক ও বরুণ হংসরূপ ধারণ করিয়া প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকেন।

মহীরাবণ—রাবণের পুত্র। ৪৮৬ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

মহোদর—রাবণের ভ্রাতৃস্থানীয়। সুগ্রীবের হস্তে নিহত হয়।

মাণ্ডবী—জনক-ভ্রাতা কুশধ্বজের জ্যেষ্ঠা কন্যা। ভরতের স্ত্রী।

মান্ধাতা—মহারাজ যুবনাশ্বের পুত্র। ইঁহার উৎপত্তি বিবরণ ৯ম পৃষ্ঠার পাদটীকায় দ্রষ্টব্য। দিগ্বিজয়ার্থী রাবণের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পুলস্ত্য ও গালব আসিয়া ইঁহাদের বিবাদ মিটাইয়া দেন।

মায়াসীতা—মায়া-নির্ম্মিত সীতা মূর্ত্তি। ইন্দ্রজিৎ এই মায়া-সীতা বধ করিয়া রামচন্দ্রকে শোকার্ত্ত করিয়াছিল।

মারীচ—তাড়কার পুত্র। অত্যন্ত মায়াবী ছিল। মায়া প্রভাবে যখনই যে মূর্ত্তি ধরিবার প্রয়োজন হইত, সে তৎক্ষণাৎ সেই মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারিত।

মারুতি—হনুমান। ইহার মারুতি নাম কেন, ৩৬৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

মার্কণ্ডেয়—প্রসিদ্ধ মুনি। ইঁহার পিতার নাম ছিল মৃকণ্ডু। ইনি অতি স্বল্পায়ুঃ হইলেও সপ্তর্ষিগণের আশীর্ব্বাদে দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিয়া পিতার অনুমতি অনুসারে ব্রহ্মার উপাসনার জন্য পুষ্কর তীর্থে গমন করেন। এই স্থানে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। মার্কণ্ডেয় এক পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন। তাহা মার্কণ্ডেয় পুরাণ নামে প্রসিদ্ধ।

মাল্যবান—নিশাচর সুকেশের পুত্র। মাল্যবান্ তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া শত্রু-বিজয়ী হয়। ইহারা তিন ভ্রাতায় লঙ্কায় বাস করিত। কালক্রমে গর্ব্বান্ধ ভ্রাতৃত্রয় দেব-দ্বেষী হইয়া পড়িলে বিষ্ণু কনিষ্ঠ মালীকে বধ করেন। ইহাতে ভয় পাইয়া সুমালী ও মাল্যবান পাতালে পলায়ন করে।

মিত্রাবরুণ—সমুদ্র মধ্যে আশ্রয় লইয়া অসুরেরা ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করিলে দেবরাজ অগ্নি ও বরুণকে সমুদ্র শোষণ করিবার জন্য আদেশ করেন। কিন্তু অগ্নি ও বরুণ সেই আদেশ পালন না করায় ইন্দ্র তাঁহাদিগকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। সেই অভিশাপে তাঁহারা মিত্রাবরুণ নামে জন্ম গ্রহণ করেন। অপ্সরা উর্ব্বশীকে দেখিয়া ইঁহাদের শক্তি ক্ষরিত হইলে সেই শক্তি এক কুম্ভ মধ্যে রক্ষিত হয়। তাহা হইতে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠের উৎপত্তি হয়।

মিথি—নিমি রাজার পুত্র। অপুত্রক নিমি রাজার অঙ্গ মন্থনে এই পুত্রের উৎপত্তি হয় বলিয়া ইঁহার নাম হয় মিথি। ইনি যে রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন তাহার নাম হয় মিথিলা।

মুচুকুন্দ—মান্ধাতার পুত্রের নাম মুচুকুন্দ। ইনি অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন।

মেঘনাদ—মন্দোদরী গর্ভজাত; রাবণের পুত্র। ঐ পুত্রের রোদন-শব্দ মেঘ গর্জ্জনের মত ছিল বলিয়া তাহার নাম হয় মেঘনাদ। প্রসিদ্ধ বীর। লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধে ইহার মৃত্যু হয়। মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ পূর্ণ করিয়া শিব-বরে অনেক দিব্যাস্ত্র ও মেঘের অন্তরালে যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। কথিত আছে, ব্রহ্মার নিকট হইতে অমর বর না পাইয়া মেঘনাদ এই বর পাইয়াছিল যে, যে ব্যক্তি চৌদ্দবৎসর অনাহারী, অনিদ্র এবং স্ত্রী-মুখ-দর্শনে-বিরত থাকিবে তাঁহার হস্তে তাহার মৃত্যু হইবে।

মেনকা—স্বর্গ-বেশ্যা। বিশ্বামিত্রের তপোবিঘ্ন করে। ফলে শকুন্তলার জন্ম হয়।

মৈন্দ—বানরীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে মৈন্দ ও দ্বিবিদ্ জন্ম গ্রহণ করে। ইহারা ব্রহ্মার বরে সর্ব্ব জীবের অবধ্য এই বর প্রাপ্ত হয়। রামচন্দ্র মৈন্দ ও দ্বিবিদ্‌কে কলির আবির্ভাব কাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে থাকিবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

যমদগ্নি—ঋচীকের পুত্র। গাধিরাজকন্যা সত্যবতীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। গাধির পুত্র ছিল না। রাজ-কুমারী সত্যবতী, স্বামী ঋচীকের নিকট আপনার ও মাতার জন্য পুত্রবর প্রার্থনা করেন। এজন্য ঋচীক দুইটি চরু প্রস্তুত করিয়া একটিতে ব্রহ্মতেজ, অপরটিতে ক্ষাত্রতেজ নিহিত করিয়া, ব্রহ্ম-তেজ-যুক্ত চরু সত্যবতীকে ও ক্ষাত্র-তেজ-যুক্ত চরু গাধিরাজপত্নীকে দিবার জন্য আদেশ করেন। কিন্তু চরু ভোজনের কালে চরু পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ঋষি ঋচীক ইহা অবগত হইয়া সত্যবতীকে বলেন, 'চরু পরিবর্ত্তিত হওয়ায় তোমার গর্ভে

ক্ষাত্রতেজসম্পন্ন পুত্র জন্মিবে।' এই জন্য সত্যবতী প্রার্থনা করেন—'আমাদের পৌত্রে ঐ ক্ষাত্রতেজ সংক্রামিত হউক।' তদনুসারে তাঁহাদের পৌত্র ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম গ্রহণ করিলেও ক্ষাত্রতেজ সম্পন্ন হইয়া পরশুরাম নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

যমরাজ—অষ্ট-লোকপালের অন্যতম। দিগ্বিজয়ার্থী রাবণের সহিত ইহার যুদ্ধ হয়। ব্রহ্মার আদেশে যম দণ্ডাস্ত্র সংবরণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সূর্য্যের পুত্র।

যামদগ্ন্য—যমদগ্নির পুত্র পরশুরাম। বিস্তৃত বিবরণ, যমদগ্নি ও পরশুরাম অংশে দ্রষ্টব্য।

যুবনাশ্ব—সূর্য্যবংশীয় সুষেণ রাজার পুত্র "প্রসন্ন" এর পুত্র। কন্দক রাজার কালনিমি নাম্নী কন্যার সহিত 'যুবনাশ্ব'-এর বিবাহ হয়। বিস্তারিত বিবরণ 'কন্দক' ও 'কালনিমি' অংশে দ্রষ্টব্য।

রঘু—দশরথের পিতামহ। 'দিলীপ'-এর পুত্র। (খ) পরিশিষ্টের ১ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রত্নাকর—বাল্মীকির পূর্ব্ব নাম। 'বল্মীকি' দ্রষ্টব্য।

রবি—সূর্য্যের অন্য নাম

রম্ভা—স্বর্গীয়া অপ্সরী। মূল পুস্তকের ৬৩৫।৩৬।৩৭।৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রাবণ—বিশ্রবার ঔরসে কৈকেষীর (নিকষার) গর্ভে ইহার জন্ম হইয়াছিল। রাবণ শিবভক্ত ছিল। কথিত আছে, রাবণ অনেক স্তব ও সাধনায় লঙ্কাপুরী রক্ষা করিবার জন্য এক শিবলিঙ্গ লইয়া আসিতেছিল। মহাদেব বলিয়াছিলেন, এই লিঙ্গ যেখানে নামাইবে, আমি সেইখানেই রহিয়া যাইব। ব্রহ্মা ইহাতে অত্যন্ত ভয় পাইয়া বরুণকে আদেশ করেন, তুমি অবিলম্বে গিয়া রাবণের উদরে প্রবেশ কর। বরুণ রাবণের উদরে প্রবেশ করিবামাত্র রাবণের মূত্রপীড়া উপস্থিত হইল। রাবণ দেখিল, এক ব্রাহ্মণ আসিতেছেন। রাবণ ঐ ব্রাহ্মণের মস্তকে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া মূত্র ত্যাগ করিতে কিছুদূরে গমন করে। বহু বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণ ঐ শিবলিঙ্গ সেই স্থানে রাখিয়া চলিয়া যান। রাবণ অনেক চেষ্টা করিয়াও ঐ শিবলিঙ্গ তুলিতে না পারিয়া ক্রোধে ঐ লিঙ্গের মাথায় একটা কিল মারিয়া চলিয়া যান। ঐ শিবলিঙ্গ বৈদ্যনাথ শিব নামে প্রসিদ্ধ। এখনো ঐ শিবলিঙ্গের মাথায় রাবণের মুষ্ট্যাঘাতের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। রাবণের মূত্র হইতে এক নদীর উৎপত্তি হয়। ঐ নদীর নাম কর্ম্মনাশা। রাবণ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ মূল পুস্তকের আদ্যোপান্তে দ্রষ্টব্য।

রাম—সূর্য্যবংশীয় রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র। অম্বরীষ রাজ-কন্যা শ্রীমতীর পাণিগ্রহণের জন্য যখন নারদ ও পর্ব্বত দেবর্ষিদ্বয় উপস্থিত হন, সেই সময়ে নারায়ণ কৌশলক্রমে ঐ কন্যাকে হরণ করেন। নারদ ও পর্ব্বত ইহা জানিতে পারিয়া নারায়ণকে অম্বরীষের বংশে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম বিভুজধনুর্দ্ধারী রামরূপে জন্মগ্রহণ ও রাক্ষস কর্ত্তৃক অপহৃতা পত্নীর জন্য শোক-ভোগ এই দুই অভিশাপ প্রদান করেন। তান্ত্রিকগণ বলেন, রামচন্দ্র বনবাসের সময়ে চিত্রকূটে সপ্তরাত্রি মহারাস করিয়াছিলেন। অন্যান্য সংবাদ রামায়ণের আদ্যোপান্তে দ্রষ্টব্য।

রাহু—সিংহিকার পুত্র।

রুমা—সুগ্রীবের স্ত্রী। বালি ইহাকে সুগ্রীবের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া যায়। রামচন্দ্র বালি বধ করিয়া রুমাকে সুগ্রীবের নিকট আনিয়া দেন।

রোমপাদ (লোমপাদ)—দশরথের বন্ধু। অঙ্গদেশের (আধুনিক ভাগলপুর ও বিহারের কিয়দংশের) রাজা ছিলেন। দশরথ স্বীয় শান্তা নাম্নী কন্যাকে অপত্যকৃত্রিকা রূপে ইঁহাকে দান করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মী—ক্ষীরোদ সমুদ্রে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধন সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

লব—সীতাদেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র; কোনো কোনো মতে কনিষ্ঠ পুত্র।

লক্ষ্মণ—দশরথের সুমিত্রানাম্নী রাণীর গর্ভ-জাত পুত্র। ইনি অত্যন্ত ভ্রাতৃভক্ত ছিলেন। লঙ্কাযুদ্ধে অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়া মেঘনাদ প্রভৃতি বীরকে বধ করিয়াছিলেন। তান্ত্রিকগণ বলেন, রাম ও রাবণের মধ্যে দিবাভাগে শত্রুভাব থাকিত ও তজ্জন্য যুদ্ধবিগ্রহ হইত। কিন্তু রাত্রিকালে উভয়ে মিলিয়া চক্রানুষ্ঠান করিতেন। সেই সময়ে মন্দোদরীও তথায় উপস্থিত থাকিতেন। দৈবযোগে এক রজনীতে লক্ষ্মণ সেই চক্রানুষ্ঠান-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পান, রাবণের মহিষী মন্দোদরী চক্রমধ্যে বসিয়া আছেন। লক্ষ্মণকে দেখিয়া মন্দোদরীর মনোবিকার হয়। কিন্তু লক্ষ্মণ মন্দোদরীকে উপেক্ষা করেন। এজন্য মন্দোদরী লক্ষ্মণকে শক্তিশেলাঘাত-রূপ অভিশাপ দিয়াছিলেন।

লবণ—কুম্ভীনসীর গর্ভে মধু দৈত্যের ঔরসে লবণের উৎপত্তি হয়। রাবণের ভাগিনেয়। মহাবীর শত্রুঘ্ন ইহাকে বধ করেন।

শতানন্দ—জনকের পুরোহিত। গৌতমের পুত্র।

শতাবর্ত্ত—চন্দ্রবংশীয় পুরূরবার পুত্র।

শত্রুঘ্ন—মহারাজ দশরথের কনিষ্ঠপুত্র।

শত্রুধন্বু—(মতান্তরে শত্রুধন্বু) ৪৮৬ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

শঙ্কর—মঙ্গলরূপী বলিয়া মহাদেবের নাম শঙ্কর।

শচী—পুলোম-নন্দিনী। ইন্দ্রের স্ত্রী।

শনি—ছায়াগর্ভ-জাত সূর্য্য-পুত্র। অযোধ্যায় অনাবৃষ্টির জন্য দশরথের সহিত শনির যুদ্ধ হয়। এই সময়ে শনির দৃষ্টিতে দশরথ রথ-ভ্রষ্ট হইয়া শূন্য হইতে পড়িতেছেন দেখিয়া পক্ষিরাজ জটায়ু পক্ষ বিস্তার করিয়া দশরথকে ধারণ করেন। পরে দশরথ শনির স্তব করিলে শনি প্রসন্ন হন ও অনাবৃষ্টি দূর হয়। শনির দৃষ্টিতে গণেশের মাথা উড়িয়া গেলে পার্ব্বতী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শূল নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে অন্যান্য দেবতাগণ পার্ব্বতীর স্তব করিতে থাকেন। শেষে ঐরাবতের মুণ্ড আনিয়া গণেশের স্কন্ধে আরোপ করেন। এই সব বিবরণ মূল পুস্তকের ৪৩।৪৭।৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শবরী—মতঙ্গ মুনির আশ্রমে শবরী বাস করিত। পূর্ব্বগত মহর্ষিগণের বরে রাম-লক্ষ্মণের নিকটে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করে। শবরী তপস্যার প্রভাবে ত্রিকালদর্শিনী হইয়াছিল।

শরভঙ্গ—এক প্রতাপশালী মুনি; ইনি তপের প্রভাবে দেবগণ-পরিবৃত ইন্দ্রের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেন। ইঁহারই আশ্রমে ঐষিক (মতান্তরে জয়ন্ত) নামক কাক নখর দ্বারা সীতার স্তন ক্ষত করে।

শান্তা—দশরথের কন্যা। সখা রোমপাদ (লোমপাদ)-এর কোনো সন্তান-সন্ততি ছিল না। এ জন্য দশরথ স্বীয় শান্তা নাম্নী কন্যাকে, পুত্রিকারূপে লোমপাদকে দান করেন। রাজা লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত এই শান্তার বিবাহ দেন।

শার্দ্দূল—রাবণের চর-বিশেষ। বানর-সৈন্য সহ রামচন্দ্র লঙ্কায় পৌঁছিলে এই শার্দ্দূল রাক্ষস, রাবণের নিকট এই সংবাদ জানাইয়াছিল। এই শার্দ্দূল নামক চর গিয়া রামের বলাবল পরীক্ষার জন্য রাবণ কর্ত্তৃক রাম-শিবিরে প্রেরিত হয়। বিভীষণ তাহাকে চিনিতে পারিয়া ধরিয়া ফেলেন। রাম তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

শিব—মঙ্গলময় মহাদেব।

শুক—পূর্ব্ব জন্মে পরম ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ছিল। শুকের এক বিপক্ষ রাক্ষস ছিল। একদা অগস্ত্যমুনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া শুকের আশ্রমে আগমন করেন। ঐ বিপক্ষ রাক্ষস কৌশলক্রমে অগস্ত্যের ভোজন-পাত্রে মনুষ্য-মাংস রাখিয়া দেয়। সহসা ভোজন-পাত্রে মনুষ্য-মাংস দেখিয়া অগস্ত্য ক্রুদ্ধ হইয়া শুককে অভিশাপ দেন। এই অভিশাপে শুক রাক্ষস-কুলে জন্মগ্রহণ করে। অগস্ত্য পরে জানিতে পারিয়াছিলেন, শুকের বিপক্ষ রাক্ষসের এই কাজ, এজন্য তিনি সন্তুষ্ট হইয়া এই বর দেন যে, রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তাহার মুক্তি হইবে। রাবণ এই শুক রাক্ষসকে দূত-পদে বরণ করিয়া রামচন্দ্রের শিবিরে প্রেরণ করিয়াছিল। সেইখানে রামচন্দ্রের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় ও পরিশেষে সে মুক্তি লাভ করে।

শুক্রাচার্য্য—ভৃগুমুনি দ্রষ্টব্য।

শূর্পণখা—প্রাচীন কালে এক রাজ-তনয়ার বিবাহ উপলক্ষ্যে এক পাত্র আনীত হয়। কিন্তু ঐ কন্যা ঐ পাত্রকে প্রত্যাখ্যান করে। এই জন্য ঐ পাত্র ঐ রাজকন্যাকে 'কামচারিণী রাক্ষসী হও' বলিয়া অভিশাপ দান করে। এই অভিশাপে ভীষণাকৃতি নিকষার গর্ভে শূর্পণখার উৎপত্তি হয়।

শ্রীকৃষ্ণ—দ্বাপর যুগে নারায়ণের অবতার।

শ্বেত—চন্দ্রবংশীয় স্বর্গ নামক রাজার পুত্র।

শ্রুতকীর্ত্তি—জনক-ভ্রাতা কুশধ্বজের কনিষ্ঠা কন্যা। ইহার সহিত শত্রুঘ্নের বিবাহ হয়।

সগর—সূর্য্যবংশীয় বাহুরাজার—কৃত্তিবাস-মতে রোহিতাশ্বের—বাল্মীকি-মতে অসিতের পুত্র সগর। অপুত্রক রোহিতাশ্ব পুত্র কামনায় শিবের পূজা করিতে থাকেন। শিব-বরে রোহিতাশ্বের কেশিনী ও সুমতী নাম্নী রাণীদ্বয় গর্ভবতী হইল। কেশিনীর গর্ভে এক পুত্র জন্মে। কেশিনী সপত্নীর গর্ভ নাশ করিবার জন্য সপত্নীকে বিষদান করিয়াছিলেন। ঐ গরের (বিষের) সহিত জন্মগ্রহণ করায় পুত্রের নাম হয় সগর।

সনক, সনৎকুমার, সনন্দ, সনাতন—ব্রহ্মার মানস-পুত্রগণ। ইঁহাদের অভিশাপে বিষ্ণুর দ্বারী জয়-বিজয় অভিশপ্ত হইয়া বিষ্ণুদ্রোহী হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

সম্পাতি—গরুড়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। কনিষ্ঠের নাম জটায়ু। পূর্ব্বকালে সম্পাতি, জটায়ুর সহিত সূর্য্যমণ্ডলে গমন করিয়াছিলেন। সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণে জটায়ু অত্যন্ত কাতর হইলে সম্পাতি পক্ষ বিস্তার করিয়া সূর্য্য-তেজ সংবরণ করেন। ইহাতে সম্পাতি দগ্ধপক্ষ হইয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতে পড়িয়া যান। নিশাকর নামক তেজস্বী ঋষির আশ্রমে সীতার অনুসন্ধানকারী বানরগণের মুখে রাম-নাম শুনিয়া তাঁহার নূতন পক্ষোদ্গম হয়। এই সম্পাতিই সমুদ্রপার হইয়া সীতাকে উদ্ধার করিবার জন্য বানরগণকে অনুরোধ করে।

সম্বর—পরাক্রান্ত অসুর বিশেষ। ইহার সহিত যুদ্ধে রাজা দশরথের শরীরে বিস্ফোটক হইয়াছিল।

সরমা—গন্ধর্ব্বরাজ 'শৈলূষ'-এর কন্যা সরমা। বিভীষণ ইঁহার পাণিগ্রহণ করেন। এই পুণ্যবতী রমণী অশোকবনে সীতাদেবীকে নানাপ্রকারে আশ্বস্ত করিতেন। ইঁহার গর্ভে পরমভক্ত তরণীসেন নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

সরস্বতী—বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

সহস্রবাহু—দত্তাত্রেয়রূপী ভগবানের বরে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের বাহুদ্বয় যুদ্ধকালে সহস্রসংখ্যক হইয়া পড়িত। এই জন্য কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের অন্য নাম সহস্রবাহু। বিস্তারিত বিবরণ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন দ্রষ্টব্য।

সহস্রস্কন্ধ রাবণ—দশাননের অগ্রজ। সহস্রস্কন্ধ রাবণ পুষ্কর দ্বীপে বাস করিত। সীতাদেবীর মুখে ইহার পরিচয় পাইয়া রামচন্দ্র পুষ্কর দ্বীপে গমন করেন ও যুদ্ধার্থী হন। সহস্রস্কন্ধ রাবণ বায়ব্যাস্ত্রে রাম সীতা ব্যতিরেকে রাম-সৈন্যদলকে স্ব স্ব দেশে পাঠাইয়া দেয়। পরে রামচন্দ্রকে ক্ষুরপ্র অস্ত্রে নিপাতিত করিলে সীতাদেবী ভয়ঙ্করী রণচণ্ডীর বেশ ধারণ করিয়া সহস্রস্কন্ধ রাবণকে বধ করেন।

সাগর—সগর-পুত্রগণের খননে উৎপন্ন বলিয়া সাগর নাম হয়। সাগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম সাগর। রামচন্দ্র সেতুবন্ধের পূর্ব্বে সমুদ্রকূলে সাগরের তিন দিন উপাসনা করিয়াছিলেন।

সারণ—রাবণের মন্ত্রী। শুক ও সারণ বানরের আকৃতি ধারণ করিয়া রাম-শিবিরে গিয়া বিভীষণ কর্ত্তৃক ধৃত হয়। মিষ্টভাষী রামচন্দ্র তাহাদের আগমন কারণ জানিয়া আপনার সৈন্যবল তাহাদিগকে দেখাইয়া বিদায় দিয়াছিলেন।

সিংহিকা—রাহুগ্রহের মাতা। কশ্যপ-পত্নী দিতির গর্ভে ইহার জন্ম হইয়াছিল। হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ ইহার সহোদর ছিল। এই রাক্ষসী সমুদ্র মধ্যে বাস করিত ও ছায়া আকর্ষণ করিয়া উড্ডীয়মান প্রাণিগণকে ভক্ষণ করিত। হনুমান্ যখন লাফ দিয়া সমুদ্র পার হইতেছিল সেই সময়ে ছায়াকর্ষণকারিণী সিংহিকার মুখগহ্বরে প্রবেশ করিয়া নখাঘাতে উদর ভেদ করতঃ সিংহিকাকে নিহত করে। কোনো কোনো গ্রন্থে ইহা লিখিত আছে যে, হনুমান সমুদ্র মধ্যে পতিত হইয়া পদাঘাতে সিংহিকাকে বধ করিয়াছিল।

সীরধ্বজ—রাজর্ষি জনকের পূর্ব্বনাম।

সুকেতু—তাড়কার পিতার নাম।

সুকেশ—রাবণের প্রমাতামহ।

সুগ্রীব—বালি ও মতঙ্গ মুনি দ্রষ্টব্য।

সুতীক্ষ্ণ—জনৈক প্রসিদ্ধ ঋষি। রামচন্দ্র বনবাসকালে ইঁহার আশ্রমে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন।

সুবাহু—তাড়কার কনিষ্ঠ পুত্র। শত্রুঘ্নের জ্যেষ্ঠ পুত্রেরও নাম সুবাহু। ইনি মথুরা পুরীতে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

সুমন্ত্র—দশরথের বৃদ্ধ সারথি।

সুমালী—নিশাচর সুকেশের পুত্র।

সুমিত্রা—দশরথের কনিষ্ঠা মহারাণী। লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নের মাতা। কেহ কেহ বলেন, তিনি মগধ-রাজনন্দিনী। আবার কেহ কেহ বলেন, তিনি সিংহল-রাজনন্দিনী।

সুরসা—নাগমাতা সুরসা হনুমানের শক্তি ও বুদ্ধি পরীক্ষার জন্য দেবগণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিল। হনুমান্ আকাশ-পথে আসিতে আসিতে সুরসা সাপিনীর সম্মুখে উপস্থিত হয়। সুরসা হনুমান্‌কে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়া মুখ বিস্তার করিল। হনুমান্ নিজের দেহ খুব বাড়াইয়া দিল। সুরসাও তদুপযুক্ত হাঁ করিল। শেষে হনুমান্ অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত ক্ষুদ্র হইয়া সুরসার মুখে প্রবিষ্ট হয় ও তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইয়া সুরসাকে সন্তুষ্ট করিয়া নিজের গন্তব্য পথে চলিয়া যায়।

সুষেণ—বরুণের ঔরসে বানরীর গর্ভজাত।

স্বর্গ—অদিতির গর্ভে কশ্যপের ঔরস জাত। এইজন্য সূর্য্যের নাম আদিত্য, কাশ্যপেয়, ইত্যাদি।

স্বর্গ—চন্দ্রবংশীয় প্রসিদ্ধ রাজা পুরূরবার পৌত্র। ইঁহার পিতার নাম ছিল শতাবর্ত্ত।

হনুমান্—কেশরী বানরের পত্নী অঞ্জনার গর্ভে পবন দেবের ঔরসে মহাবীর হনুমানের জন্ম হয়। রামায়ণের প্রধান নায়কগণের অন্যতম।

হর্য্যশ্ব—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় জনৈক রাজা।

হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু—অভিশপ্ত জয়-বিজয় সত্যযুগে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুরূপে জন্মগ্রহণ করে। ভগবান্ বরাহ ও নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ইহাদিগকে বধ করেন। হিরণ্যকশিপুর পুত্র ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ।

পরিশিষ্ট (খ)

পৌরাণিক তথ্য

১। **পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতি বার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। তথাপি পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি কিরূপে হইল? এবং দশরথই বা পরশুরামের হাত হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইলেন?**

পরশুরাম ক্ষত্রিয় পুরুষগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন কিন্তু ক্ষত্রিয় রমণী বধ করেন নাই। যে সকল রমণী গর্ভবতী ছিলেন, তাঁহাদের গর্ভস্থ সন্তানগণ হইতে পুনরায় ক্ষত্রিয় বংশের বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল।

পরশুরাম রাজা দশরথের অস্ত্রগুরু ছিলেন। যে সময়ে পরশুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিতেন, সেই সময়ে দশরথ পরশুরামের ধনুঃশর এবং কুঠার বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া তপস্যার্থ মহেন্দ্র পর্ব্বতে প্রস্থান করিবার সময়ে দশরথকে বিদায় দান করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ, কশ্যপের অংশে দশরথের জন্ম ও স্বয়ং ভগবান্ দশরথের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন জানিয়া পরশুরাম দশরথকে বিনাশ করেন নাই।

২। **শ্রীরামচন্দ্র ভগবানের অবতার হইয়াও প্রাকৃত মানুষের মত ব্যবহার করিয়াছিলেন কেন?**

যে সময়ে ভগবান্ নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঘন ঘন গর্জ্জন করিতেছিলেন, সেই সময়ে সেই ভীম গর্জ্জনে এক উগ্রতপা মুনির পূর্ণগর্ভা পত্নীর গর্ভপাত হয়। ইহাতে ঐ মুনি অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইয়া ভগবান্‌কে অভিশাপ প্রদান করেন যে, অন্য অবতারে তোমার আত্মবিস্মৃতি ঘটিবে। এইজন্য রামাবতারে শ্রীরামচন্দ্র যে স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ ইহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এইরূপ বিস্মৃতিবশতঃ তাঁহার ব্যবহার মানবীয় প্রকৃতির অনুরূপ হইয়াছিল।—ভাগবত। মতান্তরে মহর্ষি সনৎকুমারের অভিশাপে রামচন্দ্রের আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছিল।

৩। **কৈকেয়ী রামচন্দ্রকে বনবাসে পাঠাইতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন কেন? এবং তিনি ও মন্থরা রামচন্দ্রের প্রতি এত দ্বেষবতী হইয়াছিলেন কেন?**

কৈকেয়ী পূর্ব্বজন্মে চন্দ্রাজিত রাজার কন্যা ছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার নাম ছিল হৈমবতী। হৈমবতী স্বীয় দাসীর সহিত হিমালয় পর্ব্বতে তপস্যা করিতেন। একদা অগস্ত্য মুনি হিমালয়-শৃঙ্গে তপস্যা করিতে করিতে শীত-বায়ুতে অতিশয় পীড়িত হইয়া রাজকুমারীর

নিকট একখানি বস্ত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হৈমবতীর নিকটে সেই সময়ে অন্য বস্ত্র না থাকায় তিনি স্বীয় পরিধেয় বস্ত্রের অর্দ্ধাংশ দিতে চাহিয়াছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার দাসী আসিয়া তাঁহাকে বস্ত্রার্দ্ধ দান করিতে দিল না, অধিকন্তু রাজকুমারী হৈমবতী দাসীর কথায় মহামুনি অগস্ত্যকে নানা অপমানসূচক কথা বলিয়া বলিয়াছিলেন, 'যে মহাপুরুষের দেহ শীতাতপে কাতর হয় না, যিনি রিপুজয়ী, যিনি আত্মসুখাভিলাষী নহেন তিনিই সাধু। সুতরাং শীতাতপে যিনি পীড়িত হইয়া পড়েন—যাঁহার হৃদয়ে রাগ রোষ, সুখদুঃখানুভূতি বিদ্যমান, যিনি স্বার্থান্বেষী, তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিতে পারি না।" হৈমবতীর এই কথা শুনিয়া মহামুনি অগস্ত্য তাঁহাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। এই অভিশাপে তিনি রাজ-নন্দিনী, রাজপত্নী হইয়াও বিষ্ণুদ্বেষিণী হইয়াছিলেন। পরিশেষে হৈমবতীর অনুনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া অগস্ত্য বলিয়াছিলেন, "তোমার উদরে এক পরম বিষ্ণুভক্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন, তদ্দত্ত পিণ্ড প্রাপ্ত হইলে তোমার উদ্ধার হইবে "

হৈমবতীর দাসী মন্থরাও অগস্ত্যের অভিশাপে কুব্জদেহা কুৎসিৎ-প্রকৃতি ও বিষ্ণুদ্বেষিণী হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

রামচন্দ্র বনে গমন না করিলে সীতাহরণ হয় না এবং রাবণেরও নিধন হয় না। এদিকে পাপের অত্যন্ত প্রাবল্যে পৃথিবী বিশেষ পীড়িতা হইতেছেন জানিয়া দেবগণের পরামর্শে কৈকেয়ীর জীহ্বাগ্রে দুষ্টা সরস্বতীর আবির্ভাববশতঃ কৈকেয়ী রামচন্দ্রকে বনবাসে পাঠাইতে এতদূর ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

৪। **রামচন্দ্র সেতুবন্ধে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন কেন ?**

নল প্রথম দিনে দশ যোজন সমুদ্র বন্ধন করে। সংবাদ পাইয়া রাবণ সেই বন্ধন ভাঙ্গিয়া দেয়। রাবণ অত্যন্ত শিবভক্ত ছিল। প্রতিদিন যে বাঁধ প্রস্তুত হইত তাহার প্রান্ত-সীমায় রামচন্দ্র বিভীষণের পরামর্শে এক এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করিতেন। রাবণ শিবলিঙ্গ দেখিয়া তাহা আর ভাঙ্গিতে পারিত না। বলদৃপ্ত রাবণের হাত হইতে সেতুর রক্ষার্থ রামচন্দ্র এইরূপে কয়েকটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন।

৫। **রাম লক্ষ্মণের নাগপাশে বন্ধন স্বীকারের কারণ কি ?**

এই নাগপাশ অস্ত্র ময় দানবের ছিল। কন্যা মন্দোদরী মেঘনাদকে প্রসব করিলে ময় দানব দৌহিত্রের মুখ দেখিবার সময় এই নাগপাশ অস্ত্র দিয়াছিলেন। এই নাগপাশ প্রয়োগ করিলে একবারে চুরাশি লক্ষ সাপ সেই ব্যক্তিকে জড়াইয়া ধরিত। মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া রণে অগ্রসর হইলে সেদিন তাহার সহিত যুদ্ধে সকলকেই পরাজিত হইতে হইত। সেদিন মেঘনাদ যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া অগ্নির নিকট বিষ্ণু-পরাজয় বর পাইয়া যুদ্ধে আসিয়াছিল ; তজ্জন্য অগ্নির সম্মানরক্ষার্থ রামচন্দ্রকে নাগপাশ বন্ধনের কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল। রামচন্দ্র গরুড়কে বলিয়াছিলেন—ব্রহ্ম-অংশে

নাগগণের জন্ম। সুতরাং নাগগণকে নিহত করিলে ব্রহ্ম-বধ পাপের সম্ভাবনা। এই জন্য রামচন্দ্রকে নাগপাশের যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল।

৬। সীতাদেবীর বিবাহে রাজর্ষি জনক ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়াছিলেন কেন? হরধনুর পূর্ব্ব ইতিহাস কি?

ব্রহ্ম-যজ্ঞে সার্দ্ধ-চতুর্বিংশতি পর্ব্ব এক বেণু দণ্ড (বাঁশ) উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মা সেই বেণু-দণ্ডের নয় পর্ব্ব লইয়া সারঙ্গ ধনু নির্ম্মাণ করেন। সেই ধনু বিষ্ণু ধারণ করেন। তার পরে সপ্ত পর্ব্বে জয়ন্ত ধনু নির্ম্মিত হয়। শিব ঐ ধনু গ্রহণ করেন। তার পরে পঞ্চ পর্ব্বে আর এক ধনু নির্ম্মিত হয়, তাহার নাম হয় কোদণ্ড। তাহা ইন্দ্রের ধনু হইয়াছিল। তৎপরে তিন পর্ব্বে গাণ্ডীব ধনুর উৎপত্তি হয়। ইহা অর্জ্জুন ধারণ করিতেন। বাকি অর্দ্ধ পর্ব্বে ব্রহ্মা মুরলী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করেন, তখন ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে ঐ মুরলী প্রদান করিয়াছিলেন।

পরশুরাম মহাদেবের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। মহাদেব ঐ জয়ন্ত ধনু প্রিয় শিষ্য পরশুরামকে প্রদান করেন। একদা পরশুরাম জানকীকে দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য জনক রাজার বাড়ীতে উপস্থিত হন। রাজর্ষি জনক বলিয়াছিলেন, আমার কন্যা এখনো বালিকা; এখনো তাহার পৌগণ্ড (পৌগণ্ডং দশমাবধি) অবস্থা হয় নাই। সুতরাং এমন সময়ে কিরূপে বিবাহ দিতে পারি। তবে আপনাকে কন্যাদান করিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। বরং ইহা আমি অতি শ্লাঘ্য বলিয়া বিবেচনা করি। জনকের এই কথা শুনিয়া পরশুরাম বলিয়াছিলেন, আমি তপস্যার জন্য মহেন্দ্র পর্ব্বতে চলিলাম। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তোমার কন্যাকে বিবাহ করিব। তপস্যায় যদি বহুদিন অতীত হইয়া যায় এবং এই কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হয় তবে এই কথাও বলিয়া যাইতেছি যে, যে বীর আমার এই ধনুক ভঙ্গ করিতে পারিবে তাহার সহিত এই কন্যার বিবাহ দিবে। তদবধি এই ধনুক রাজর্ষি জনকের বাড়ীতে রক্ষিত ছিল। শ্রীরামচন্দ্র ঐ হরধনু ভঙ্গ করিয়া জানকীকে বিবাহ করেন।—বৃহৎ সারাবলি।

মতান্তরে – মহাবল শূলপাণি দক্ষযজ্ঞ বিনাশার্থ গমন করিয়া তাঁহার জয়ন্ত নামক ধনুকে শিঞ্জিনী যোজনা করতঃ দেবগণকে বলিয়াছিলেন, তোমরা আমার অপমান করিয়া দক্ষের যজ্ঞে আগমন করিয়াছ, এজন্য আমি তোমাদিগকে বধ করিব। দেবগণ মহাদেবের রুদ্রবেশ দেখিয়া ভীত হইলেন এবং নানাপ্রকারে মহাদেবের স্তুতি করিতে লাগিলেন। দেবগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব সেই ধনু দেবগণকে প্রদান করেন। দেবতাগণ সেই ধনু রাজা জনকের পূর্ব্বপুরুষ দেবরাতকে অর্পণ করিয়াছিলেন। তদবধি সেই ধনু মিথিলার রাজভবনে রক্ষিত ছিল। জানকীর অসামান্য রূপ-লাবণ্য দেখিয়া রাজা জনক প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে বীর এই হর-ধনু ভঙ্গ করিতে পারিবেন, তাঁহারই সহিত সীতাদেবীর বিবাহ দিবেন।—বাল্মীকি রামায়ণ।

৭। লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাক-কাণ কাটিয়াছিলেন কেন ?

ইন্দ্রসভায় সাহ্নবিদ্ধ্যা নাম্নী অপ্সরী নৃত্যগীত করিত। একদা ইন্দ্রসভায় মহাতপা কশ্যপ আগমন করেন। কশ্যপকে দেখিয়া ঐ রূপযৌবন-গর্ব্বিতা সাহ্নবিদ্ধ্যা মুখ বিস্তার করিয়া নানারূপ অঙ্গভঙ্গী করিতে করিতে মুনির সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। ইহা দর্শনে মহামতি কশ্যপ আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া সাহ্নবিদ্ধ্যকে অভিশাপদান করেন যে, পরজন্মে তুমি রাক্ষসকুলে জন্মগ্রহণ করিবে ও তোমার নাক এবং কাণ কাটা যাইবে। পরজন্মে ঐ সাহ্নবিদ্ধ্যা শূর্পণখা রাক্ষসীরূপে জন্মগ্রহণ করে ও লক্ষ্মণ তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করেন।

৮। লক্ষ্মণের শক্তিশেলে পতনের কারণ কি ?

তান্ত্রিকগণ বলেন, রাম ও রাবণের শত্রুভাব দিবাভাগেই থাকিত। রাত্রিকালে তাঁহারা বন্ধুভাবে চক্রানুষ্ঠান করিতেন। সেই চক্রে মন্দোদরীও উপস্থিত থাকিতেন। সহসা এক রজনীতে লক্ষ্মণ সেই চক্রানুষ্ঠানক্ষেত্রে উপস্থিত হন। সেই সময়ে মন্দোদরী চক্রমধ্যে উপবিষ্টা ছিলেন। সুরূপ সুন্দর তরুণ লক্ষ্মণকে দেখিয়া মন্দোদরীর চিত্তবিকার হয়। ব্রহ্মচারী লক্ষ্মণ তাহা বুঝিয়াও মন্দোদরীকে উপেক্ষা করেন। এইজন্য মন্দোদরী অত্যন্ত রোষাবিষ্টা হইয়া শক্তিশেলে নিপতিত হইবে' বলিয়া লক্ষ্মণকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। মন্দোদরীর এই অভিশাপে লক্ষ্মণ শক্তিশেলাহত হইয়াছিলেন।

৯। সীতাদেবীর বনবাস কেন ঘটে ?

কেহ কেহ বলেন, সীতাদেবী মধুর রাম-নাম শুনিবার জন্য বালিকা বয়সে এক শুক পক্ষীকে ধরিয়া স্বর্ণ পিঞ্জরে পুরিয়া রাখিয়াছিলেন। শুকপত্নী সারিকা এই জন্য দারুণ মনোবেদনা পাইয়া সীতাদেবীকে অভিশাপ দেয়। এই অভিশাপে সীতাদেবীর বনবাস ঘটে।

ঐ পিঞ্জরাবদ্ধ শুকপক্ষী মৃত্যুর পরে সীতা-রাম-চরিত্রে কলঙ্কারোপকারী রজক-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

১০। রাবণ বধের পর সীতাদেবীর উপর রামচন্দ্রের দৃষ্টি তত অনুকূল ছিল না কেন ?

রাবণ বধের পর সীতাদেবীর হর্ষাতিশয্য দেখিয়া মন্দোদরী সীতাদেবীকে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, তুমি স্বামীর বিষদৃষ্টিতে পতিত হইবে।

১১। রাবণ, রমণীগণের অসম্মতিতে তাহাদের সতীত্ব অপহরণ করিতে পারিত না কেন ?

একদা রাবণ রম্ভার অপমান করায় কুবের-পুত্র নলকুবরের নিকট অভিশপ্ত হয় যে, বলপূর্ব্বক কোনো রমণীর সতীত্ব নাশ করিলেই তৎক্ষণাৎ তাহার দশমুণ্ড খসিয়া পড়িবে। এই জন্য রাবণ বিনা সম্মতিতে কোনো রমণীর উপর অত্যাচার করিতে পারিত না।

১২। রাবণের দশমুণ্ড হওয়ার কারণ কি ?

আসুরিক সময়ে নিকষা, মুনি বিশ্রবার নিকট পুত্রবর প্রার্থনা করে। মুনি দশবার নিষেধ করিয়াছিলেন ; কিন্তু নিকষা দশবারই মুনির নিষেধ না শুনিয়া পুত্র বর প্রার্থনা করে। এইজন্য রাবণের দশমুণ্ড হয়।—বৃহৎ সারাবলি।

১৩। **লব-কুশের সহিত যুদ্ধে রামচন্দ্রাদির পরাজয় হইয়াছিল কেন?**

রাবণকে সবংশে বিনাশ করিয়া রামচন্দ্র অতিশয় আনন্দিত হইলে নিকষা অভিশাপ দিয়াছিল যে, সদলে তুমি পুত্রের নিকট পরাজিত হইবে। এই অভিশাপে রামচন্দ্রাদির লব-কুশের সহিত যুদ্ধে পরাজয় ঘটে।

১৪। **হনুমানের আত্মবিস্মৃতির কারণ কি?**

হনুমান্ সূর্য্যের নিকট বেদ পাঠ করিতে যায়। সূর্য্যদেব অস্বীকার করিলে হনুমান্ উদয় ও অস্ত গিরির মধ্যে দাঁড়াইয়া সূর্য্যের গতিরোধ করে। অগত্যা সূর্য্যদেব হনুমানকে বেদপাঠ করাইতে থাকেন। হনুমান্ নিজের অপূর্ব্ব প্রতিভায় সমস্ত বেদ আয়ত্ত করিয়া লয় ও আরও শিক্ষা দিবার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু সূর্য্যদেব হনুমানকে আর পাঠ দিতে পারিলেন না। এই জন্য হনুমান্ নিজেই এক টোল খুলিয়া বসিল। ইহা দেখিয়া সূর্য্যদেব নিজেকে অপমানিত মনে করিয়া হনুমানকে অভিশাপ দেন যে, আজ হইতে তোমার আত্ম-বিস্মৃতি ঘটিবে। এই আত্মবিস্মৃতি নিবন্ধন হনুমান্ সাগর লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইতে পারে, ইহা বিস্মৃত হইয়াছিল।

১৫। **বানরেরা চিরদিন গৃহহীন কেন?**

হনুমান্ লঙ্কাপুরী পোড়াইয়া ভস্মশেষ করিলে নিকষা অত্যন্ত কাতর হইয়া হনুমানকে অভিশাপ দিয়াছিল যে, তুমি লঙ্কাপুরী পোড়াইয়া সকলকে নিরাশ্রয় করিয়াছ। এই জন্য আমি শাপ দিতেছি যে, তোমার বংশোদ্ভব সকলেই চিরদিনের জন্য গৃহহীন হইয়া থাকিবে। নিকষার এই শাপে বানরগণ গৃহহীন হইয়াছে।

১৬। **দণ্ডকারণ্য রাক্ষসদের বাসভূমি হইয়াছিল কেন?**

দণ্ডরাজ শুক্রকন্যা অজার (বাল্মীকি-মতে অরজা) অপমান করিলে শুক্র-শাপে দণ্ডের বিশাল রাজ্য নষ্ট হইয়া যায়। ঐ রাজ্যে যে সকল ঋষি বাস করিতেন, তাঁহারা রাজা দণ্ডের রাজ্য ত্যাগ করিয়া অন্য একস্থানে গিয়া বাস করেন। ঐ ঋষিগণ যে স্থানে বাস করিয়াছিলেন তাহার নাম হয় জনস্থান। দণ্ডের ঐ রাজ্য নষ্ট হইয়া ঘোর অরণ্যে পরিণত হয়। এজন্য ঐ অরণ্যের নাম হয় দণ্ডকারণ্য। এই দণ্ডকারণ্যের মধ্যেই পঞ্চবটী নামক বিখ্যাত অরণ্য। এই পঞ্চবটীতে এক সময় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সময়ে পঞ্চবটী-বনবাসী মুনিগণ গৌতমের নিকট উপস্থিত হইয়া অন্ন ভিক্ষা করেন। গৌতম অন্ন-পানীয় প্রদান করিয়া অনেক দিন ঐ মুনিগণকে পালন করিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে ঐ মুনিগণ জনস্থানে ফিরিয়া যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু গৌতমের ভয়ে কেহই সাহস করিয়া বলিতে পারেন নাই। তখন মুনিগণ মায়া-প্রভাবে এক গাভীমূর্ত্তি গঠন করিয়া গৌতমের শস্যাগারে ছাড়িয়া দিলেন। গৌতম ঐ গাভীকে তাড়াইতে গিয়া যেমন ঐ গাভীকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেন, অমনি সেই মায়াসৃষ্ট গাভী-মূর্ত্তি বিনষ্ট হইয়া গেল। এই ব্যাপারে উক্ত মুনিগণ গো-হত্যার দোষ দেখাইয়া ঐ বন পরিত্যাগ করিয়া জনস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। মুনি গৌতম মুনিগণের এরূপ ছলনা জানিতে পারিয়া এই অভিশাপ দান করেন যে, "যেখানে এই রূপ ছলনা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই স্থান রাক্ষসদের বাস-ভূমি হউক।" এই অভিশাপে দণ্ডকারণ্য, বিশেষতঃ পঞ্চবটী রাক্ষসগণের বাস-ভূমি হইয়াছিল।—তুলসীদাস-রামায়ণ।

পরিশিষ্ট (ঙ)

কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাঙ্গালীর সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিচয় ঃ

প্রায় পাঁচ শত বর্ষ পূর্ব্বে অমর কবি কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পুস্তকে বাঙ্গালীর সামাজিক আচার-ব্যবহারের বিস্তারিত উল্লেখ না করিলেও, প্রসঙ্গতঃ যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে তৎকালীন বঙ্গ-সমাজের গৃহস্থালীর কথা সমাজ-বিন্যাসের কথা, ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনের অভিব্যক্তি যাহা জানিতে পারা যায়, তাহাই এস্থলে লিপিবদ্ধ করিব। আশা করি আমাদের এই আলোচনা পাঠকের বিরক্তিকর হইবে না।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িয়া আমরা জানিতে পারি যে, তৎকালীন বাঙ্গালী জাতির গার্হস্থ্য ও সমাজিক জীবন সুনিয়ন্ত্রিত ধর্ম্মপ্রবণ ছিল। তখন বাঙ্গালীদিগের বিবাহাদি শুভকর্ম্মের প্রারম্ভে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিতে হইত। তাহার পর বর-কন্যা উভয়ে মিলিয়া বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতেন। বিবাহান্তে ফুলশয্যার ব্যবস্থা ছিল। বিবাহের পরদিন 'বাসি বিয়া' কন্যার পিতার বাটীতে সমাহিত হইত। বিবাহে কন্যার পিতা বরকে অনেক যৌতুক দিতেন। তখন কালরাত্রি বলিয়া একটা বিশেষ রজনীকে বুঝাইত। সাধারণতঃ তাহা 'বাসি বিয়ার' পরদিনের রাত্রিকে বুঝাইত। সেদিন বর-কন্যা একসঙ্গে থাকিতেন না। কালরাত্রিতে বর, স্ত্রীর অঙ্গস্পর্শ করিতেন না। ঐ কালরাত্রিতে যিনি স্ত্রীর অঙ্গস্পর্শ করিতেন, তাঁহার স্ত্রী চির-দুর্ভাগা হইতেন বলিয়া সকলে বিশ্বাস করিত। বিবাহের পূর্ব্বে বর ও কন্যার অধিবাস হইত। কন্যার অধিবাস-দ্রব্য বরের বাড়ী হইতে ও বরের অধিবাস-দ্রব্য কন্যার বাড়ী হইতে প্রেরিত হইত এবং সেই অধিবাস-দ্রব্য লইয়া ভার-বাহকদের সহিত একজন ব্রাহ্মণ বর ও কন্যার গৃহে গমন করিতেন। অধিবাসের পূর্ব্বে অধিবাসের স্থানে মঙ্গল-ঘট স্থাপনা করা হইত এবং সেই ঘটের উপরে আম্রশাখা ও নীচে দূর্ব্বা-ধান দেওয়া হইত এবং বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া বর কন্যার-ললাটে চন্দন লেপন করা হইত। এই সময়ে বর-কন্যাকে নানাপ্রকার বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিবার রীতি ছিল এবং বিবাহান্তে বর কন্যাকে জলধারা দিয়া এক সুসজ্জিত গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া যাওয়া হইত।

কৃত্তিবাসের বর্ণনা হইতে ইহা অনুমিত হয় যে, তখন ক্ষত্রিয়গণের বিবাহে প্রথমে বরপক্ষ কন্যার অধিবাস-দ্রব্য প্রেরণ করিতেন। বর ও কন্যাপক্ষ প্রাপ্ত অধিবাস-দ্রব্য সকল প্রতিবেশীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন।

ক্ষত্রিয়গণের উপনয়ন প্রায়ই বিবাহের সময়ে সম্পন্ন হইত। অধিবাসের পর নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ হইতে এবং নান্দীমুখ-উপলক্ষ্যে বহু দান দিবার প্রথা ছিল। বিবাহের পূর্ব্বে বর ও কন্যাকে হরিদ্রা মাখানো হইত এবং সখী ও রহস্তপাত্রী রমণীগণ বর-কন্যার অঙ্গে পিঠালি মাখাইয়া দিতেন। বর ও কন্যার হস্তে মঙ্গল-সূত্র বাঁধিয়া তাহাদিগকে "সুবর্ণের পাটে" বসাইয়া নানারূপ বস্ত্রালঙ্কারে সাজানো হইত।

ক্ষত্রিয় ও ধনী ব্যক্তিগণ চতুর্দ্দোলে চড়িয়া বিবাহ করিতে যাত্রা করিতেন। সেই চতুর্দ্দোল সুন্দররূপে সজ্জিত হইত। বর বসিবার পূর্ব্বে সেই চতুর্দ্দোলে স্বর্ণনির্ম্মিত মঙ্গল-কলস স্থাপনা করা হইত। চতুর্দ্দোলের উপর চিত্রবিচিত্র চাঁদোয়া টাঙানো হইত। সেই চাঁদোয়ার চারিদিকে গজমুক্তার ঝারা ঝলমল করিত। সুন্দর সুবেশ বালক বা কুমারী কন্যাগণ বরকে গঙ্গাজলী চামর ঢুলাইয়া ব্যজন করিত। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগণ সুন্দর বেশে সজ্জিত হইয়া ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া রথের উপর বসিতেন। সেই সময়ে ভাটগণ রায়বার পড়িত। নর্ত্তকেরা নর্ত্তন করিত। দামামা দগড় ইত্যাদি নানাপ্রকার বাদ্য বাজিত। বিবাহ-সভার সম্মুখে সুবেশ-সুন্দর পুরুষের নৃত্য হইত।

কন্যার পিতৃগৃহে বিবাহ হইত। বর ও বরযাত্রিগণ কন্যার পিতৃগৃহে গমন করিতেন। বরযাত্রিগণ কন্যার পিতৃগৃহে অপরের প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিতেন না। তাঁহারা স্বয়ং পাক করিয়া ভোজন করিতেন। ছায়ামণ্ডপের নীচে কন্যা সম্প্রদান করা হইত। বিবাহ সভায় সর্ব্বপ্রথমে বরের বরণ হইত ও অন্তঃপুরিকা রমণীগণ পায়ে দধি ও মাথায় দূর্ব্বা-ধান দিয়া বরকে বরণ করিতেন। বরপক্ষের পুরোহিত ও কন্যাপক্ষের পুরোহিত বর ও কন্যাপক্ষের বংশ-পরিচয় প্রদান করিতেন, পরে বিনয় প্রকাশার্থ বরের পিতা ও কন্যার পিতা অজ্ঞোন্তশবংশ্যের কথা বিজ্ঞাপিত করিতেন। সেই সময়ে মাথায় আমলকী দিয়া কন্যাকে তোলা জলে স্নান করান হইত। প্রসাধনের জন্য সখীরা কন্যার কেশ চিরুণী দ্বারা আঁচড়াইয়া কবরী রচনা করিয়া দিত এবং তারপরে কপালে সিন্দুর বিন্দু দিয়া নাসিকায় মুক্তাগ্রথিত বেসর, সর্ব্বশরীরে পাটের পাছড়া, গলায় ঝিলিমিলি হার, বক্ষে স্বর্ণময় কাঁচুলি, বাহুতে স্বর্ণতাড়, কর্ণে সোনার কর্ণফুল, মণিবন্ধে দুইজোড়া শঙ্খ, তদুপরি স্বর্ণকঙ্কণ ও চরণ যুগলে বাজন নূপুর পরানো হইত। কন্যা ছায়ামণ্ডপে গিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়া বরকে নমস্কার করিত।

কন্যা, বরকে স্বয়ং সাতবার প্রদক্ষিণ করিত এবং বন্ধুগণ অন্তঃপটের (লজ্জাবস্ত্রের) আবরণ দিয়া বর-কন্যার শুভদৃষ্টি করাইতেন। শুভদৃষ্টির পর জলধারা দিয়া বর-কন্যাকে ঘরে তোলা হইত ও পরে কন্যাকে অন্ধকার ঘরে শোয়ানো হইত। কন্যাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বরকে বলা হইত। সেই সময়ে রহস্তপাত্রী রমণীগণ বরকে ষষ্ঠিপূজা করিতে বলিতেন। বিবাহের সময় পঞ্চ হরীতকী দিয়া কন্যা দান করিবার প্রথা ছিল। বিবাহের পর বর-কন্যাকে একত্র বসাইয়া স্বর্ণথালে পায়স পিষ্টক অন্ন দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ সহ বর্ত্তমান কলা প্রভৃতি ভোজন করানো হইত। কন্যার পিতা জামাতাকে গ্রাম গজ অশ্ব গাভী প্রভৃতি নানারূপ যৌতুক প্রদান করিতেন। বিবাহের পর বর ও বরযাত্রিগণ ছায়ামণ্ডপে বসিয়া কন্যার পিতার নিকটে

বিদায়-প্রার্থনা করিতেন। কন্যার পিতা সেই সময়ে বর ও বরযাত্রিগণকে নানাপ্রকার উপহার প্রদান করিতেন। বিবাহের সময়ে বরকে স্বর্ণাঙ্গুরী প্রদানের নিয়ম ছিল। বিবাহের জন্য বর আসিলে দধি দুগ্ধ গঙ্গাজল অগুরু চন্দন গুয়া নারিকেল উত্তম বসন ইত্যাদি দিয়া বরকে বরণ করা হইত। সেই সময়ে বেদপাঠও হইত। শাশুড়ী বরকে বরণ-ডালা লইয়া বরণ করিতেন। শাশুড়ী বরের পায়ে দধি ও শিরে দূর্ব্বা-ধান দিতেন এবং মস্তকে নিছিয়া পাণ ফেলিয়া দিতেন। বিবাহের পর বাসর-ঘরের পালা ছিল। বাসর-ঘরে কন্যার সখীরা বরকে নানাপ্রকার পরিহাস করিত। বিবাহের পর দিনেই বর কন্যার বিদায় হইত। বিবাহের পর দিন কন্যা কর্ত্তা অনুরোধ করিলে বরপক্ষীয় লোকেরা সে-দিন কন্যার পিতৃগৃহে অবস্থান করিতেন এবং পঞ্চাশ ব্যঞ্জন সহ অন্ন ভোজন করিতেন। ভোজনের শেষে দধি দুগ্ধ দিবার প্রথা ছিল এবং আচমনান্তে কর্পূর-তাম্বুলে মুখের শোধন হইত।

কন্যা শ্বশুর-গৃহে আসিলে কন্যার কক্ষে পূর্ণ কুম্ভ এবং মাথায় খই-কলাপূর্ণ ডালা দেওয়া হইত। ও সেই ডালা হইতে খই-কলা ছড়ানো হইত। বধূকে নানাপ্রকার যৌতুক দেওয়া হইত। শাশুড়ী সোনার কঙ্কণ দিয়া নব-বধূর মুখ দেখিতেন এবং জলধারা দিয়া পুত্র ও বধূকে ঘরে তুলিয়া পীঁড়ি পাতিয়া বসাইয়া নানাপ্রকার যৌতুক দিতেন এবং পরে বধূর আগমনের জন্য স্বজাতীয়গণকে ভোজ দেওয়া হইত। বরকন্যা আসিবার সময় দীন দুঃখী ও দ্বিজগণকে ধন দান করা হইত। কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইবার সময় কন্যার পিতা-মাতা কন্যাকে নানারূপ সদুপদেশ দিতেন।

পূর্ব্বে নয় মাস গর্ভের সময়ে পঞ্চামৃত দিয়া গর্ভের শোধন করা হইত। সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে গণক (জ্যোতিষী) আসিয়া নবজাত কুমারের জন্ম-নক্ষত্রাদি নিরূপণ করিতেন এবং পিতা ব্রাহ্মণকে ধন দান করিতেন। নবকুমার জন্মগ্রহণ করিলে পুরস্ত্রীগণ গৃহেরত্নদীপ জ্বালিতেন ও নবকুমারের মঙ্গলার্থে তৈল-হরিদ্রা বিতরণ করা হইত। নবকুমারের জন্মের পর পাঁচ দিনে পাঁচুটি, ছয় দিনে ষষ্ঠীপূজা, আটদিনে আট-কলাই হইত ও বালকগণকে ডাকিয়া আনিয়া আট কলাই দেওয়া হইত। সেই সময়ে স্বর্ণ দান করার প্রথাও ছিল। ক্ষত্রিয় রাজাদের তের দিনে শুভ-অশৌচের অন্ত হইত। কুমার ছয় মাসের হইলে তাহার অন্নপ্রাশন হইত ও তদুপলক্ষে স্বজাতীয়গণের মধ্যে ভোজের অনুষ্ঠান হইত এবং পুরোহিত জাতকের মুখে অন্ন প্রদান করিতেন। অন্নপ্রাশনের পর জাতককে নানাপ্রকার যৌতুক দান করার প্রথা ছিল। অন্নপ্রাশনের পর জাতকের নামকরণ হইত। নামকরণের পর পুরোহিতকে গাভী দানের প্রথা ছিল। ছোট ছোট ছেলেরা মাথায় পঞ্চ ঝুঁটি রাখিত এবং গলায় নানা প্রকার অলঙ্কার পরিত। শিশুগণকে পীত ধড়া, স্বর্ণ কাঠি, স্বর্ণ কিঙ্কিণী, নূপুর প্রভৃতি পুরানো হইত। শিশুরা পাঁচ বৎসরের হইলে তাহাদিগকে গুরুগৃহে পাঠানো হইত। সেখানে তাহাদের বর্ণপরিচয় হইলে আঠার ফলা পড়ানো হইত। তার পর যথাক্রমে ব্যাকরণ, কাব্যশাস্ত্র, স্মৃতি পড়িয়া শেষে চারি বেদ পাঠ করিয়া পাঠ সমাপন হইত। ক্ষত্রিয় বালকগণের

বিদ্যাশিক্ষার পর অস্ত্রশিক্ষা হইত। বালকেরা প্রাতঃকালে ব্যায়ামশালায় ব্যায়াম করিত এবং অন্যান্য খেলার মধ্যে বালকদের মধ্যে দাণ্ডাগুলি খেলার ব্যবহার ছিল।

পূর্ব্বকালে অগ্নি সাক্ষী করিয়া মিত্রতা-বন্ধন হইত। গুরু নিন্দা করা পাপজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। সকলে ত্রিসন্ধ্যা করিত ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করিত। লোকের মন্ত্র-শক্তির উপর বিশ্বাস ছিল। লোকে অপুত্রের মুখ দেখিয়া শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম করিত না। ইহাতে শ্রাদ্ধ ক্রিয়া ব্যর্থ হইত বলিয়া বিশ্বাস করিত। অপুত্রককে পাপী বলিয়া মনে করা হইত। অধিকবয়স্কা কুমারী কন্যা থাকিলে রাজার পাপ বলিয়া বিবেচিত হইত। নারীগণ প্রসাধনে কবরীতে কুসুম-মাল্য জড়িত করিতেন। শুভকার্য্যে রমণীগণ জয় জয় দিয়া হুলাহুলি দিতেন ও নানাপ্রকার বেশ-ভূষা করিতেন।

শুভকর্ম্মে বা কোনো উৎসবে রাজারা গুরুর সম্মান সর্ব্বাগ্রে করিতেন। সামন্ত রাজগণ এই সময়ে সম্রাট্কে বার্ষিক কর প্রদান করিতেন। প্রিয়-সংবাদবাহিনী দাসীকে অঙ্গ অলঙ্কার দিবার প্রথা ছিল। অমঙ্গল নষ্ট করিবার জন্য লোকে তীর্থোদকে স্নান করিত এবং দীন-দুঃখী ব্রাহ্মণকে ধেনুদান, স্বর্ণদান, শিলাদান প্রভৃতি করা হইত। ব্রাহ্মণ বাটীতে আগমন করিলে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসন ও পাদ্য-অর্ঘ্য দানের রীতি ছিল। পূর্ব্বকালে বিবাহ-যোগ্যা রাজকুমারীগণ বীর্য্যশুল্কা হইতেন। বরকে কোনো বীরত্বপূর্ণ কার্য্য দেখাইয়া ঐ কন্যাকে বিবাহ করিতে হইত। তৎকালে সাধারণতঃ পুরুষগণের পোষাক কিছু ঢিলা রকমের থাকিত। কোনো শ্রমসাধ্য কার্য্য করিবার সময় আঁটিয়া কাপড় পরিতে হইত। তখন লোকে পুণ্যতিথিতে গঙ্গা স্নানে যাইত। সদ্‌গুণ থাকিলে চণ্ডালও উচ্চবর্ণের সহিত মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ হইতে পারিত। তখন সকলে সংসার অসার বলিয়া মনে করিত। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে সকলই হইতে পারে বলিয়া সকলের বিশ্বাস ছিল। যে কোনো শুভ কর্ম্মে অগ্রে ব্রাহ্মণের সমাদর করা হইত। শুভকর্ম্মে ভাটগণ রায়বার পড়িত ও ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ করিতেন।

মাননীয় বা সম্মানের পাত্রকে বাড়ীতে আহ্বান করিতে হইলে ব্রাহ্মণ দ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করা হইত। তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্গমন করা হইত। কোন শুভকার্য্যে গৃহের প্রবেশ-দ্বারে ঘৃত-প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিবার প্রথা ছিল এবং দ্বারদেশে আম্রশাখা দিয়া পূর্ণকুম্ভ রাখা হইত। তখন লোকে আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্য পুষ্পবর্ষণ করিত। উৎসব উপলক্ষ্যে নগরীর নানাপ্রকার সাজসজ্জা হইত। পূর্ব্বকালে সকল কার্য্যেই ভগবানের কর্তৃত্ব স্বীকার করা হইত। সুখ-দুঃখ কর্ম্মফল বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত।

ব্রাহ্মণগণের মধ্যে দুগ্ধের ব্যবসায় ছিল। ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ করিতেন এবং সকলেই নিত্য নিয়মিত যজ্ঞ করিতেন। ব্রাহ্মণগণ রাজাদের নিকট ব্রহ্মোত্তর ভূমি পাইতেন।

নারীহত্যা মহাপাপ বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রজাপীড়ন, গুরুপরীবাদ, দক্ষিণা না দেওয়া আত্মপ্রশংসা করা, পরনিন্দা করা, বিশ্বাসঘাতকতা এইসব মহাপাপ বলিয়া বিবেচিত হইত। অতিথি প্রত্যাখ্যান পাপ বলিয়া গণ্য হইত। প্রতিগ্রহ করা তখন মহাপাপ বলিয়া পরিগণিত হইত। দূত-হত্যা রাজধর্ম্মের অন্তরায় স্বরূপ বলিয়া গণ্য হইত। পূর্ব্বে লোকে শাস্ত্রবাক্যে গভীর বিশ্বাস করিত। এইজন্য তাহারা অন্যায় হইতে জাত

দ্রব্যাদিরও আদর করিত। অগ্নিপূজা বা প্রতিমা বিসর্জ্জনের সময় কনকাঞ্জলি দিবার প্রথা ছিল। অগ্নিকে পাপপুণ্য-সাক্ষী বলিয়া মনে করা হইত। অন্যায় কর্ম্ম করিলে মানুষ পাপভাগী হয় ও এজন্য মৃত্যুর পরে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল।

বৃদ্ধ রাজা রাজপুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার সময়ে যুবরাজকে নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া রাজনীতি শিক্ষা দিতেন। জ্যেষ্ঠ বিদ্যমান থাকিতে কনিষ্ঠ রাজপদ প্রাপ্ত হইতেন না। ধনী ব্যক্তিগণ স্বর্ণপীঠে বসিয়া সোনার থালায় ও সোনার বাটিতে ভোজন করিয়া স্বর্ণ ভৃঙ্গারে জল ভরিয়া সোনার ডাবরে আচমন করিতেন। আর্য্যগণ প্রভাতে উঠিয়া স্নান-তর্পণ করিতেন। কোনো প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে ফল-পুষ্প লইয়া দেখা করিবার রীতি ছিল। রাজারা বর্ষাকালে যুদ্ধযাত্রা করিতেন না। ধনীদের গৃহ ময়ূর-পাখায় ছাওয়া হইত। ধনী লোকেরা নারায়ণ তৈল মাখিতেন। ধনিগণের উদ্যানে প্রিয় বৃক্ষসকলের মূলদেশ মণিকুট্টিমে শোভা পাইত।

সম্মানাস্পদ ব্যক্তির সম্মান বর্দ্ধনার্থ পুষ্পের মাল্য সম্প্রদানের রীতি ছিল। বিনয় প্রকাশের জন্য লোকে তখন গলায় কাপড় দিয়া এবং বুকে হাত জোড় করিয়া কথা বলিত। কেহ কোনো অন্যায় কার্য্য করিলে কেশ মুড়াইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। যুদ্ধের প্রথমে গালাগালি হইত। যুদ্ধ সংবাদ প্রদান করিবার জন্য ভগ্ন-পাইক থাকিত। সে রাজাকে যুদ্ধের সংবাদ জানাইত। কোনো স্থানে যাত্রা করিবার সময়ে দক্ষিণে সবৎসা ধেনু, হরিণ, ব্রাহ্মণ দর্শন শুভ বলিয়া ও বামে শব শিবা পূর্ণ কুম্ভ দর্শন বলিয়া অনুমিত হইত। বামে সর্প ও দক্ষিণে শৃগাল দেখা অমঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া বিশ্বাস করিত। ঘোর বিপৎপাতে নানাপ্রকার অশুভ দর্শন ঘটিত বলিয়া লোকে মনে করিত। জ্ঞাতিদের মধ্যে বিবাদ প্রাচীনকাল হইতেই ছিল। কাহাকেও সম্মান করিবার জন্য বাটা ভরিয়া পান দিবার রীতি ছিল। পুরুষেরা তখন স্ত্রীলোকদের মত লম্বা চুল রাখিত। বীরগণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রমণীগণের সহিত পাশা-সারি খেলিতেন।

পূর্ব্বকালে পুরুষেরা নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন এবং প্রয়োজনের সময় শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া স্বীয় বক্তব্য বিষয়ের সমর্থন করিতেন। দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলে দেবপূজা ও দরিদ্রকে ধনদান করিবার জন্য লোকে পরামর্শ দিত। ত্রেতায় শূদ্রের তপস্যায় অধিকার ছিল না। রাজনীতির প্রধান শিক্ষণীয় ছিল সাম, দান, ভেদ, দণ্ড। মৃত্যুর পূর্ব্বে লোকে অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখিতে পায় না, প্রদীপ নির্ব্বাণ গন্ধ টের পায় না, নিজের ছায়া দেখিতে পায় না, বন্ধু-বাক্য গ্রাহ্য করে না—ইত্যাদিতে বিশ্বাস করিত। ক্ষতমুখ চুষিয়া রক্ত মোক্ষণ করিলে ক্ষত আরাম হইত বলিয়া তখনকার লোকের জানা ছিল।

পূর্ব্বে সমাজের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন ছিল। উচ্চশ্রেণীর রমণীগণ নানা শাস্ত্র পুরাণ পাঠ করিতেন এবং প্রয়োজনের সময় শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধার করিয়া নিজ বক্তব্যের সমর্থন করিতে পারিতেন। সপত্নী-সন্তানের উপর বিমাতার ঈর্ষ্যা স্বাভাবিক ছিল এবং বিমাতা শত্রুর মধ্যে গণ্য হইত। সন্তানের কোন বিপদ ঘটিলে মাতা সন্তানের মঙ্গল কামনা করিয়া সন্তানকে মঙ্গলস্নান দান এবং নানা দেবতার নিকট সন্তানের মঙ্গল

কামনা করিতেন। স্বামী পরম দেবতা, গুরু, বন্ধু, মন্ত্রদাতা বলিয়া একান্ত নির্ভরতা ছিল। পুরনারীগণ গৃহের বাহিরে আসিতেন না। স্বামী যুদ্ধ-যাত্রা করিলে স্ত্রী নানাপ্রকার মঙ্গল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন। স্বামী-সেবা স্ত্রীলোকের পরম কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত।

রমণীগণের যুগ্মভ্রূ সৌন্দর্য্যের চিহ্ন বলিয়া অনুমিত হইত। পূর্ব্বকালে ধনী রমণীগণের প্রসাধনের জন্য ললাটে সিন্দুরের টিপ, নয়নে কজ্জল, কপালে গোরোচনা চর্চ্চা, অলকা-তিলকা রচনা, পাদাঙ্গুলিতে রত্নভূষা, করে শঙ্খ কঙ্কণ, কটিতে কিঙ্কিণী, পায়ে রত্ননূপুর পৃষ্ঠে বেণী-প্রান্তে লম্বমান প্রবালের ঝাঁপা, গন্ধরাজ ও চাঁপা ফুলের সৌগন্ধে অঙ্গরাগ, হস্তে বাজুবন্ধ ও পায়ে মল পরিবার রীতি ছিল। জ্যেষ্ঠাগ্রজের পত্নী মাতৃতুল্য ও জ্যেষ্ঠাগ্রজ পিতৃতুল্য বলিয়া বিবেচিত হইতেন। স্বামী যুদ্ধ-যাত্রা করিলে স্ত্রীগণ আসিয়া স্বামীকে প্রদক্ষিণ করিয়া মঙ্গল পাঠ করিতেন। রমণীগণের কেশ-সংস্কারে ও প্রসাধনে আমলকী প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। কোথাও যাইতে হইলে পুরস্ত্রীগণ দোলায় চড়িয়া যাইতেন ও তাহা নেতার বসনে আবৃত থাকিত।

বড় ভাইয়ের স্ত্রী ইচ্ছা করিলে কনিষ্ঠের নিকট থাকিতে পারিতেন। নারীগণ সাগরের নিকট পুত্র কামনা করিতেন। অন্তঃপুরে নপুংসক প্রহরী থাকিত।

পূর্ব্বে মৃত ব্যক্তিকে চিতার উপর উত্তর শিয়রে শয়ন করানো হইত এবং মুখাগ্নি করিবার লোক না থাকিলে বেড়া আগুন দেওয়া হইত। মৃত ব্যক্তির অগ্নিকার্য্য শ্রাদ্ধ-তর্পণ কর্ত্তব্য ছিল। রাজা-মহারাজগণের মৃতদেহ সংকার করিবার সময়ে অগ্নি জ্বালিবার জন্য চন্দন কাষ্ঠের ব্যবহার করা হইত এবং চিতাগ্নিতে অগুরু, ঘৃত, মধু, মুক্তা, প্রবাল, পুষ্পমালা প্রদান করা হইত। মৃত ব্যক্তিকে স্নান করাইয়া শুক্লবস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করানো হইত। তার পর নানা সুগন্ধি দ্রব্য ও পুষ্পমালা দেওয়া হইত। চিতায় মৃতদেহ চড়াইবার সময়ে মৃতের স্বর্গ কামনা করিয়া ধেনু দান করা হইত। দাহশেষে তর্পণ করিয়া পিণ্ডদান করা হইত। সদ্য দাহ করা অসম্ভব হইলে মৃত ব্যক্তিকে তৈলের ভিতর রাখা হইত। মৃত্যুর পর পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস ছিল। ক্ষত্রিয়ের ত্রয়োদশ দিবসে শ্রাদ্ধ এবং শ্রাদ্ধের সময় হাতী, ঘোড়া, বাড়ী, গ্রাম, বসন-ভূষণ, শাল, শালগ্রামশিলা, স্বর্ণ, ধেনু প্রভৃতি দান করা হইত।

গয়ায় পিণ্ডদান করিলে মৃত ব্যক্তির উদ্ধার হইত বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত। মৃতাশৌচ শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে অবগত হইতে না পারিলে শুনিবার পর তিন দিন অশৌচ গ্রহণ করিতে হইত। 'শনিবারের মড়া সঙ্গী চায়' বলিয়া লোকে মনে করিত। জ্যেষ্ঠভ্রাতা মৃত্যুমুখে পতিত হইলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাহার অগ্নিকার্য্য করিত।

কৃত্তিবাসের রামায়ণের নানাস্থানে এইরূপ বঙ্গীয় সামাজিক রীতিনীতি খুঁটি-নাটি অনেক বিষয়ের ইঙ্গিত আছে। বাহুল্য ভয়ে বিস্তারিত আলোচনা হইতে বিরত হইলাম।

পরিশিষ্ট (চ)

অগ্নিবেশ-মুনি-সম্মত শ্রীরামচন্দ্রের তিথি-মাস-বর্ষ-গত জীবনী।

[বম্বের প্রসিদ্ধ মুদ্রাযন্ত্র শ্রীবেঙ্কটেশ্বর প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত তুলসীদাস-রামায়ণের শেষাংশে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জ্বালাপ্রসাদ মিশ্র মহাশয় অগ্নিবেশমুনি-সম্মত শ্রীরামচন্দ্রের তিথি-মাস-বর্ষ-গত জীবনী যাহা মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহা হইতে সার সঙ্কলন করিয়া নিম্নাংশ লিখিত হইল। প্রচলিত রামায়ণ হইতে যেখানে যে পার্থক্য দেখা গিয়াছে পাদটীকায় তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

সীতা-রাম পদযুগ করিয়া বন্দন।
করিব এখন রাম-চরিত বর্ণন ॥
অগ্নিবেশ মুনি ইহা কৈলা প্রকাশিত।
তিথি-মাস-বর্ষ-গত শ্রীরাম-চরিত ॥
চৈত্র শুক্লা নবমীতে শ্রীরঘুনন্দন।
অযোধ্যায় করিলেন জনম গ্রহণ ॥
চৌদ্দ-বর্ষ রঘুনাথ চারি-ভ্রাতা সনে।
বঞ্চিলেন অযোধ্যায় পুলকিত মনে ॥
পঞ্চদশ বৎসরের প্রভু রাম যবে।
অযোধ্যায় আসিলেন বিশ্বামিত্র তবে ॥
চলিলেন মুনি সনে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
তাড়কা রাক্ষসী পথে দিল দরশন ॥
রামচন্দ্র তাড়কারে মারি তীক্ষ্ণ শরে।
মারীচ ও সুবাহুরে বধিলেন পরে ॥
অতঃপর উদ্ধারিলা অহল্যা পাষাণী।
মুনির আদেশে দিয়া রাঙ্গা পাদুখানি ॥
পরে মুনি সনে আসি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
জনকের পুরমাঝে দিলা দরশন ॥
সুবেশ সুন্দর রূপ করিয়া দর্শন।
অতিশয় পুলকিত **জনক রাজন ॥**
মুনির আদেশে তবে রাম নীলতনু।
অবহেলে ভাঙ্গিলেন ভীম হরধনু ॥
পাইলেন পুরস্কার জানকী সুন্দরী।
ফিরিলা পক্ষান্তে রাম অযোধ্যানগরী ॥
পবিত্র অগ্রহায়ণে শুক্লা পঞ্চমীতে।
মীন লগ্নে সূর্য্যদেব বৃশ্চিক রাশিতে ॥
জ্যোতিষের মতে অতি শুভ লগ্নোদয়।
সীতাসহ শ্রীরামের শুভ পরিণয় ॥
রামের পনর বর্ষ তখন বয়েস।
সীতাদেবী ছ বছরের কহে অগ্নিবেশ ॥ *
দ্বাদশ বরষ রাম ভাসি সুখ-সরে।
কাটালেন মনঃ-সুখে অযোধ্যা নগরে ॥
সাতাশ বছরে যবে পড়ে রঘুনাথ।
সহসা অযোধ্যা মাঝে হৈল বজ্রপাত ॥
অষ্টাদশ বৎসরের জানকী তখন।
চলিলেন বনে সীতা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
তিন দিন নীরাহার—পরে নিরাহার।
কত দুঃখে কাটে কাল শ্রীরাম সীতার ॥

---

* পরিণয় কালে সীতাদেবীর বয়স ছয় বৎসর অগ্নিবেশ মুনি বলিয়াছেন। প্রচলিত রামায়ণে, এমন কি বাল্মীকি রামায়ণেও ইহার বিরুদ্ধ কথা দেখা যায়। বিবাহ সময়ে সীতাদেবীর যৌবনসীমায় পদার্পণ করার কথা উল্লিখিত না থাকিলেও তিনি যে কৈশোর-সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহার নানা প্রমাণ আছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামচন্দ্র চারি ভাই এক বাটীতে বিবাহ করিব বলিয়া প্রকাশ করায় সীতাদেবী মনে মনে যাহা চিন্তা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন (৯৭ পৃষ্ঠা) তাহা সত্য হইলে তাহাকে সেই সময়ে ছয় বৎসরের বালিকা বলিয়া কখনই মনে করা যায় না।

বৈশাখের কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথি আসে যবে।
জানকী-লক্ষ্মণ-রাম বনে যান তবে ॥
শৃঙ্গবের পুরে গিয়া **চতুর্থ দিবসে**।
আলিঙ্গন গুহকেরে দিলেন হরষে ॥
পঞ্চম দিবসে রাম দয়ার আধার।
জানকী লক্ষ্মণ সহ হৈলা গঙ্গাপার ॥
ভরদ্বাজ আশ্রমেতে করিয়া বিশ্রাম।
বাল্মীকি-আশ্রমে তবে চলিলেন রাম ॥
মুনির আদেশে রাম চিত্রকূট পরে।
কুটীর নির্ম্মিয়া তথা সুখে বাস করে ॥
সেখানে জয়ন্ত কাক সুতীক্ষ্ণ নখরে।
সীতার কোমল দেহ ছিন্ন-ভিন্ন করে ॥
শ্রীরাম তাহার করি শাস্তি যথোচিত।
চিত্রকূট পরিহরি চলিলা ত্বরিত ॥
পথিমধ্যে বিরাধেরে করিয়া সংহার।
সুতীক্ষ্ণ ও শরভঙ্গে করেন সৎকার ॥
অশীর্ব্বাদ লভি রাম মহর্ষিগণের।
চরণ বন্দনে চলে মুনি অগস্ত্যের ॥
এরূপে দ্বাদশ বর্ষ করি অতিপাত।
পঞ্চবটী পৌঁছিলেন প্রভু রঘুনাথ ॥
ত্রয়োদশ বর্ষারম্ভে অরণ্যবাসের।
দেখা দিল শূর্পণখা ভগ্নী রাবণের ॥
অসৎ প্রস্তাবে রুষ্ট হইয়া তখন।
ক্রোধে নাক-কান তার কাটেন লক্ষ্মণ ॥
ত্বরিতে রণাশে আসে খর ও দূষণ।
বধিলা তাদের রাম কমল-লোচন ॥
মার্গশীর্ষ মাসে শুক্লা অষ্টমী তিথিতে।
মধ্যাহ্ন সময়ে রাম সীতার সহিতে ॥
রয়েছেন পর্ণবাসে ; মারীচ তখন।
স্বর্গ-মৃগ রূপ ধরি দিল দরশন ॥
কহিলেন সীতাদেবী, নাথ! দয়াকরি।
স্বর্ণবর্ণ মৃগটিরে মোরে দাও ধরি
মারীচের ছলে ভুলে রাম রঘুবর।
চলিলা বনের মাঝে লয়ে ধনুঃশর ॥
হেন কালে যোগিবেশে আসিয়া রাবণ।
মায়াজাল পাতি করে সীতার হরণ ॥

তখন ব্যাকুল হ'য়ে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
বনমাঝে জানকীরে করে অন্বেষণ ॥
হেন কালে মৃতকল্প জটায়ুর সনে।
তাঁদের হইল দেখা সেই ঘোর বনে ॥
জটায়ুর মুখ হ'তে শুনি কথা সব।
অতিশয় শোকাকুল হইলা রাঘব ॥
অকস্মাৎ জটায়ুর বাহিরিল প্রাণ।
কহেন শ্রীরাম তার সৎকার-বিধান ॥
অত:পর কবন্ধেরে করিলা সংহার।
রামচন্দ্র করিলেন শবরী উদ্ধার ॥
অরণ্য বাসের ত্রয়োদশ বর্ষ গতে।
আষাঢ়ে মেঘের ঘটা পঞ্চম মাসেতে ॥
করেন সুগ্রীব সহ মিত্রতা বন্ধন।
আচণ্ডালে কোল দেন জানকী-জীবন ॥
সুগ্রীবে করিতে রাজা রাম বধি বালি।
পবিত্র চরিতে তাঁর অর্পিলেন কালি ॥
বালিরে বধিয়া তবে প্রস্রবন' পরে।
চারিমাস রামচন্দ্র তথা বাস করে ॥
সেখানে বানরগণ সীতা-অন্বেষণে।
খুঁজিয়া খুঁজিয়া ভ্রমে গিরি-দরী বনে ॥
মার্গশীর্ষ মাসে কৃষ্ণা একাদশী তিথি।
মহাবীর হনুমান গাহি রাম-গীতি ॥
আনন্দে আকাশ-পথে করিয়া গমন।
মহাবেগে করিলেক সাগর লঙ্ঘন ॥
দ্বাদশীর দিন-রাত্রি পবন-নন্দন।
লঙ্কার প্রত্যেক স্থান করে অন্বেষণ ॥
কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি অশোক কাননে।
পাইয়া সীতার দেখা, হনু ফুল্ল মনে ॥
রামের অঙ্গুরী হনু দিল জানকীরে।
ভাসিল সীতার প্রাণ সুখ-সিন্ধু-নীরে ॥
সীতার নির্দ্দেশমত অমৃত কাননে।
প্রবেশ করিল হনু আনন্দিত মনে ॥
ফল খেয়ে ডাল ভেঙে শ্রীহীন করিয়া।
জননী সীতার পাসে উত্তরিল গিয়া ॥
কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথি হইলে প্রকাশ।
অক্ষয়কুমারে হনু করিল বিনাশ ॥

লঙ্কাপুরী পোড়াইয়া পবন কুমার।
আনন্দে জানকী পাশে হৈল আগুসার ॥
সীতাদেবী-চূড়ামণি লইয়া তখন।
সোৎসাহে করিল হনূ সাগর লঙ্ঘন ॥
লঙ্কা হ'তে ফিরি হনূ পাঁচ দিন পরে।
ভেটিলেক বনবাসী রাম রঘুবরে ॥
পথ ক্লেশ ভুলিবারে করি মধু পান।
কাটাইল চারিদিন পথে হনুমান ॥
শ্রীরাম-চরণে হনূ করিয়া প্রণাম।
কহিল, দাসের নাথ! পূর্ণ মনস্কাম ॥
দেখিনু অশোক-বনে বিরহ-মলিনা।
কনক-কমলরূপা সীতা অতি-ক্ষীণা ॥
অগ্রহায়ণের শুক্লা ষষ্ঠীর সন্ধ্যায়।
কপিসৈন্য সহ রাম আসে কিষ্কিন্ধ্যায় ॥
ভার্গবে সপ্তমী শুক্লা পুণ্যদ প্রভাতে।
সীতার সংবাদ হনূ দিল রঘুনাথে ॥
পর দিন **শুক্লাষ্টমী উত্তর ফাল্গুনী।**
সসৈন্যে চলিলা রাম বন্দি যত মুনি ॥
জানকী উদ্ধার তরে লঙ্কা অভিমুখে।
মাতিল বানর সেনা, সমর-কৌতুকে ॥
আসিতে পথেতে তাঁর লাগে সাত দিন।
সীতার বিহনে রাম আছেন শ্রীহীন ॥
পূর্ণিমার দিনে রাম সাগর-বেলায়।
উপনীত হইলেন বানর-সহায় ॥
পৌষ কৃষ্ণা তৃতীয়ায় তিন দিন গত।
রহিলেন সিন্ধুতীরে রাম মর্ম্মাহত ॥
পৌষ কৃষ্ণা চতুর্থীতে আসি বিভীষণ।
শ্রীরামের পদযুগে লইল শরণ ॥
পৌষ কৃষ্ণাষ্টমী তিথি—পূর্ণ পঞ্চ দিন।
সাগরোপাসনা করে রাম শোক-ক্ষীণ ॥
পর দিন **নবমীতে** সাগর তখন।
বিপ্ররূপে শ্রীরামের লইল শরণ ॥
দশমী তিথিতে তবে লয়ে কপি-দল।
বাঁধিল যোজন দশ বীরবর নল ॥
একাদশী দিনে কুড়ি দ্বাদশীতে ত্রিশ।
ত্রয়োদশী তিথি যোগে যোজন-চল্লিশ ॥
এইরূপে চারি দিনে শতেক যোজন।
মহাবীর নল করে সাগর বন্ধন ॥ *
কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী হ'তে শুক্লা দ্বিতীয়ার।
শ্রীরামের সৈন্যদল পৌঁছিল লঙ্কায় ॥
তৎপরে **অষ্টাহ লঙ্কা** অবরোধ করি।
সাগর-বেলায় রহে জাগি বিভাবরী ॥
পৌষ শুক্লা একাদশী তিথির উদয়ে ॥
রাবণের মন্ত্রী শুক সারণ উভয়ে ॥
শ্রীরামের সৈন্যদলে দিল দরশন।
মায়ারূপী তাহাদের চিনে বিভীষণ ॥
কপি-সৈন্য করিলেক বন্দী উভয়েরে।
লইয়া চলিল তবে শ্রীরাম-গোচরে ॥
বিচার করিয়া রাম দয়ার আধার।
ছাড়ি দিয়া উভয়েরে লঙ্কার দুয়ার ॥
অবরোধ করিলেন সৈন্য রক্ষা করি।
হনুমান্ নিয়োজিত সতর্ক প্রহরী ॥
সিংহাসন 'পরি আছে রাবণ বসিয়া।
সহসা মুকুট ছত্র পড়িল খসিয়া ॥
তা দেখি রাবণ অ'তি সচিন্তিত মন।
তিন দিন মধ্যে হৈল সৈন্যের গঠন ॥
মাঘ কৃষ্ণা প্রতিপদ অঙ্গদ কুমার।
রাবণের সভাতলে হৈল আগুসার ॥
পর দিন **কৃষ্ণপক্ষ দ্বিতীয়া** হইতে।
অষ্টাহ উভয় দলে সমর-ভূমিতে ॥
মারামারি হানাহানি করিতে লাগিল।
রাবণের রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল ॥
মাঘ কৃষ্ণা দশমীতে রাবণ-নন্দন।
নাগ-পাশে বাঁধিলেক শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
রামচন্দ্র করিলেন গরুড়ে স্মরণ।
গরুড় আসিয়া পাশ করিল ছেদন ॥
দ্বাদশী তিথিতে আসি সে ধূম্র-লোচন।
ঘোর যুদ্ধে রণমাঝে হইল নিধন ॥

* মহর্ষি বাল্মীকি মতে ১০, ২০, ২১, ২২, ২৩, যোজন করিয়া ৫ দিনে ও কৃত্তিবাস মতে একমাসে সেতু প্রস্তুত হইয়াছিল।—৩২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অমাবস্যা তিথি-তক কপি-সৈন্যগণ।
অগণ্য রাক্ষস-সৈন্য করিল নিধন॥
মাঘের চতুর্থী শুক্লা অবধি রাবণ।
শ্রীরামের সৈন্য সহ করে মহারণ॥
অৎপরে **পঞ্চমী হ'তে অষ্টমী অবধি**।
কুম্ভকর্ণে জাগাইতে চেষ্টা নিরবধি॥
নবমী হইতে তবে পূর্ণ ছয় দিন।
কুম্ভকর্ণ যুদ্ধ করে সংগ্রাম-প্রবীণ॥
চতুর্দ্দশী তিথি-যোগে কুম্ভকর্ণ বীর।
রণাঙ্গনে বিসর্জ্জন করিল শরীর॥
মাঘের পূর্ণিমা তিথি শোকার্ত্ত রাবণ।
যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া কাল করেন যাপন॥
ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী অবধি।
রাম-সৈন্য নাশ করে নরান্তক আদি॥
তার পর আট দিন রাম রঘুবর।
তীক্ষ্ণবাণে বিনাশেন রাক্ষসনিকর॥
ফাল্গুনের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি যবে।
কুম্ভ ও নিকুম্ভে রাম বধিলেন তবে॥
ফাল্গুনের শুক্ল পক্ষ দ্বিতীয়া তিথিতে।
জম্বুক রাক্ষসে রাম যান বিনাশিতে॥
তার পর দশ দিন ভীষণ সমরে।
নিহত করেন রাম বহু নিশাচরে॥
শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি ইন্দ্রজিৎ বীর।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ত্যজিল শরীর॥
ইন্দ্রজিৎ মৃত্যু কথা শুনি দেবগণ।
আনন্দ-সাগরে সবে হৈলা নিমগন॥
পরদিন চতুর্দ্দশী শোকার্ত্ত রাবণ।
যুদ্ধ ক্ষান্ত হ'য়ে করে অশ্রু বরিষণ॥
ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি নিকষা-নন্দন।
চলিলেন বিনাশিতে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
চৈত্র কৃষ্ণা সপ্তমীর মধ্যে রঘুবর।
বধিলেন রাবণের সৈন্য বহুতর॥
পরদিন কৃষ্ণাষ্টমী শোকার্ত্ত রাবণ।
শক্তি-শেলে নিপাতিত করিল লক্ষ্মণ॥

গিরি গন্ধমাদনেতে গিয়া হনুমান্।
বিশল্যাকরণী আনি লক্ষ্মণে বাঁচান॥
দশমীর দিনে হয় ভীষণ সংগ্রাম।
অনেক রাক্ষস বধ করেন শ্রীরাম॥
একাদশী তিথি-যোগে মাতলি আসিয়া।
ইন্দ্রের নিকট হ'তে বিমান আনিয়া॥
রামচন্দ্রে রথখান করিল অর্পণ।
ইন্দ্রদত্ত রথ রাম করিলা গ্রহণ॥
দ্বাদশী তিথিতে তবে রথারূঢ় রাম।
করেন রাবণ সহ ভীষণ সংগ্রাম॥
অষ্টাদশ দিন-ব্যাপী ভীষণ সমরে।
নিহত করেন রাম বহু নিশাচরে॥
চৈত্র শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে রাবণ।
শ্রীরামের ব্রহ্ম-অস্ত্রে হইল নিধন॥
পরদিন পূর্ণিমায় দুঃখী বিভীষণ।
রাবণের অগ্নি-ক্রিয়া করে সমাপন॥
বৈশাখের কৃষ্ণা প্রতিপদ তিথি যোগে।
বর্ষি সুধা ইন্দ্র মৃত রাম সৈন্য-ভাগে॥
করিলা জীবন দান মৃত কপিগণে।
ভাসিল রাম শিবির আনন্দ-প্লাবনে॥
দ্বিতীয়া তিথিতে রাম সাধু বিভীষণে।
অভিষেক করিলেন লঙ্কা-সিংহাসনে॥
বৈশাখী তৃতীয়া তিথি লঙ্কার মাঝার।
করিলা অগ্নি-পরীক্ষা শ্রীরাম সীতার॥
অগ্নি-বহির্ভূতা সীতা দেখি কপিগণ।
বিপুল বিস্ময়-রসে হৈলা নিমগন॥
এইরূপে **চৌদ্দমাস দশ দিন আর**।
দুঃখে লঙ্কামাঝে কাল কাটিল সীতার॥
পরদিন **চতুর্থীতে** সহ কপিগণ।
অযোধ্যাভিমুখে রাম করে আগমন॥
পুণ্যদা পঞ্চমী তিথি ত্রিবেণী-ধারায়।
স্নান করি রামচন্দ্র চলিলা ত্বরায়॥
পরদিন **কৃষ্ণা ষষ্ঠী** ভরত মিলন।
হেরি পূর্ণকাম যত পুরবাসি-জন॥
এইরূপে কাটাইলা চৌদ্দ বর্ষ রাম।
পুরবাসী হেরি রামে পূর্ণ-মনস্কাম॥

বনবাস হ'তে রাম ফিরিলেন যবে।
এক-চত্বারিংশ বর্ষ প্রভু রাম তবে॥
জানকী দেবীর বয়ঃ হইল বত্রিশ।
সীতা-রামে দেখি সবে হইল হরিষ॥
অযোধ্যা-নিবাসিগণ শ্রীরামে হেরিয়া।
বিপুল উৎসব করে আমোদে মাতিয়া॥
বৈশাখের কৃষ্ণপক্ষ সপ্তমী সঞ্চারে।
রাম রাজা হইলেন অযোধ্যা মাঝারে॥
রাম-রাজ্য-অভিষেক হেরি পুরবাসী।
পূর্ণকাম হইলেক, সুখ-সরে ভাসি॥

ভাদ্রের নবমী তিথি হইলে সঞ্চার।
গর্ভের লক্ষণ দৃষ্ট হইল সীতার॥
চৈত্র শুক্লা দ্বাদশীতে সুমতী লক্ষ্মণ।
বাল্মীকি-আশ্রমে সীতা করিলা বর্জ্জন॥
আষাঢ় নবমী তিথি অতি শুভক্ষণে।
সীতাদেবী প্রসবিলা দুইটি নন্দনে॥
রাখিলেন মুনিবর লব কুশ নাম।
নেহারিয়া পুত্র-মুখ সীতা পূর্ণকাম॥
সকুমার সীতাদেবী বাল্মীকি-আশ্রমে।
কাটালেন মনোদুখে কাল কোনক্রমে॥
করেন শ্রীরামচন্দ্র অশ্বমেধ যবে।
বাল্মীকি-আশ্রমে ঘোড়া উপনীত তবে॥

মহাবীর লব-কুশ সীতার নন্দন।
জয়পত্র দেখি ঘোড়া করিল বন্ধন॥
হইল তুমুল যুদ্ধ রামাদির সনে।
অচেতন চারি ভাই লব-কুশ-রণে॥
কৌশলে বাল্মীকিমুনি দিলা পরিচয়।
এদুটি কুমার রাম! তোমারই তনয়॥
মূর্ত্তিমান্ ধনুর্ব্বেদ যুগল নন্দন।
নেহারি শ্রীরামচন্দ্র পুলকিত-মন॥
সাদরে করিলা কোলে লব-কুশে রাম।
সীতার তনয় হেরি সবে পূর্ণকাম॥
সীতা-পুনর্পরিগ্রহ প্রস্তাব হইল।
দারুণ বেদনা রাম হৃদয়ে জাগিল॥
আবার পরীক্ষা সীতা দিন্ সভাতলে।
করিব গ্রহণ তবে রামচন্দ্র বলে॥
সীতাদেবী এই কথা করিয়া শ্রবণ।
অবিলম্বে করিলেন পাতালে গমন॥
এগার হাজার বর্ষ করি রাজ কাজ।
স্বর্গে চলিলেন রামচন্দ্র মহারাজ॥
কুশে দিয়া কুশাবতী লবপুর লবে।
স্বর্গে পশিলেন রাম অপূর্ব্ব গৌরবে॥
অগ্নিবেশ মুনি-মতে রামের চরিত।
তিথিমাস-বর্ষ-গত হইল লিখিত॥
শুনিলে এ রামায়ণ বাড়ে পুণ্য-বল।
প্রাণের বিষাদ ঘোচে, জাগে কৌতুহল॥

—

পরিশিষ্ট (ছ)

পৌরাণিক প্রসঙ্গে অনুল্লিখিত বিষয়

১। **শবরী** (১২৭ পৃষ্ঠা) এক বৃদ্ধা ব্যাধপত্নী। শবরী মতঙ্গ মুনির আশ্রমের নিকট বাস করিত। এই আশ্রমের মুনিগণ যে পথে স্রোতস্বিনীর জলে স্নান করিবার জন্য গমন করিতেন, এই শবরী প্রতিদিন অতি-প্রত্যুষে উঠিয়া সেই বন-পথের কণ্টক ও কঙ্করগুলি পরিষ্কার করিয়া রাখিত। এই বন পথ কে এইরূপ প্রতিদিন পরিষ্কার করিয়া রাখে, মুনিগণ তাহা অনেক দিন জানিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহারা স্নান করিবার জন্য ঐ বন-পথ দিয়া যাইবার সময়ে বন-পথ বেশ পরিষ্কার করা হইয়াছে দেখিয়া অতিশয় চমকৃত হইতেন।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণের পক্ষে শবরী-দর্শন পাপজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। এই জন্য শবরী ইচ্ছা করিয়াই মুনিগণের অলক্ষ্যে এইরূপে বন-পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিত। শবরী তাহার গুপ্ত আরাধনার সহিত মুনিগণের এই গমন-পথ পরিষ্কার করাও আপনার একটি প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিত। একদিন এক মুনি অতি-প্রত্যুষে স্রোতস্বিনীর জলে স্নান করিবার জন্য যাইতেছিলেন। তিনি হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, এক শবরী বন-পথ পরিষ্কার করিতেছে। ইহা দেখিয়া ঐ মুনি অতিশয় রাগিয়া গেলেন। কেননা, তাঁহার বিশ্বাস ছিল সকাল বেলায় শবরীকে দেখিলে তাঁহার সমস্ত দিনটা নানা অশান্তিতে কাটিবে ও পাপ-স্পর্শ হইবে। এইজন্য তিনি ঐ শবরীকে নানা প্রকার তিরস্কার করিলেন।

সহসা সেই স্রোতস্বিনীর জল রক্তময় হইয়া গেল। সেই স্রোতস্বিনীর রক্তময় জলে কেমন করিয়া স্নান-তর্পণ হইবে, মুনিগণ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে আকাশবাণী হইল যে, হে মুনিগণ! আপনারা শবরীকে তিরস্কার করিয়াছেন, এইজন্য এই স্রোতস্বিনীর জল রক্তময় হইয়াছে। এই শবরী শবর-কন্যা হইলেও তাহার হৃদয় অতি-পবিত্র। সুতরাং আপনারা যদি এই স্রোতস্বিনীর জল পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় দেখিতে চান, তাহা হইলে এই শবরীকে আপনাদের স্নানের পূর্ব্বে একদিন তাহাতে স্নান করিতে আদেশ করুন। তাহার পবিত্র দেহের স্পর্শে স্রোতস্বিনীর জলের অপবিত্রতা দূর হইয়া যাইবে এবং তাহার জল পূর্ব্বের মত স্বচ্ছ হইয়া উঠিবে। বলা বাহুল্য, শবরী সেই স্রোতস্বিনীর জলে স্নান না করিলে তাহা এইরূপ রক্তময়ই থাকিয়া যাইবে। অগত্যা মুনিগণ শবরীকে সেই স্রোতস্বিনীর জলে স্নান করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শবরী স্নান করিবামাত্র সেই স্রোতস্বিনীর জল পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। স্রোতস্বিনীর জল পুনর্ব্বার পূর্ব্বের মত হওয়ায় মুনিগণ অতিশয় বিস্মিত হইলেন। শবরীর উপর তাঁহাদের যে ঘৃণা ছিল, এইরূপ অসম্ভব ব্যাপার দেখিয়া তাহা দূর হইয়া গেল। তাঁহারা শবরীকে একটু সম্মান করিতে লাগিলেন।

মতঙ্গ মুনির আদেশে শবরী প্রতিদিন রাম-নাম জপ করিত এবং শ্রীরামচন্দ্র তথায় সত্বর আগমন করিবেন, মনে করিয়া নানা প্রকার বন-ফল সংগ্রহ করিয়া রাখিত। কেহ কেহ বলেন, যে-সকল বনফল খাইতে মিষ্ট বোধ হইত, শবরী সেই আস্বাদিত-পূর্ব্ব বনফলগুলি শ্রীরামচন্দ্রের জন্য রাখিয়া দিত; আবার কেহ কেহ বলেন, যে সকল বনফল খাইতে মিষ্ট বোধ হইত, শবরী সেই সকল বনফল বাছিয়া বাছিয়া শ্রীরামচন্দ্রের জন্য সংগ্রহ করিয়া আনিত। যাহাই হউক, যদি অর্দ্ধভুক্ত সুমিষ্ট বনফলগুলি শবরী শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদান করিয়া থাকে, তবে তাহা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তাহার একান্ত নির্ভরতা ও একাত্ম্য-ভাবেরই পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

২। জয়ন্ত কাক সীতার স্তন বিদীর্ণ করিয়া বিড়ম্বিত হইয়াছিল কেন? ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের এইরূপ দুর্ম্মতির কারণ কি?

শ্রীরামচন্দ্র বাল্যকালে একদিন অযোধ্যার রাজপ্রাসাদের ছাদে দাঁড়াইয়া ঘুড়ি উড়াইতেছিলেন। ক্রমে ক্রমে সেই ঘুড়ি ইন্দ্রের অমরাবতী স্পর্শ করিল। ইন্দ্রের পুত্রবধূ সহসা সেই স্থানে একটা ঘুড়ি দেখিয়া কৌতূহলের বশবর্ত্তিনী হইয়া সেই ঘুড়ি ধরিলেন। ঘুড়ি কে ধরিল, ইহা জানিবার জন্য রামচন্দ্র চিন্তা করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার পূর্ব্বজ্ঞান জাগিয়া উঠিল। কিজন্য তিনি রাজা দশরথের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই অবতারে তাঁহার কি কি কাজ করিতে হইবে, সমস্তই তাঁহার মনে পড়িল। কিছুদিন পূর্ব্বে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা সুগ্রীব এক বানরওয়ালার দ্বারা রামচন্দ্রের নিকট একটি বানর পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। রামচন্দ্র জানিতেন, সেই বানরটিই তাঁহার এই অবতারে প্রধান সহায় এবং এই বানর শিবরূপী সাক্ষাৎ হনুমান্। রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ ঐ বানরকে বলিলেন, বানর, তুমি কে, আমি তাহা জানি। তবে আমাকে নরলীলার জন্য এখন কিছুদিন তোমার বিবরণ গুপ্ত রাখিতে হইবে। তুমি গোপনে এক কাজ কর। একবার দেখিয়া আইস ত আমার ঘুড়ি কে ধরিয়াছে। হনুমান্ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া আকাশে উঠিলেন এবং সত্বর অমরাবতীতে গিয়া দেখিলেন, ইন্দ্রের পুত্রবধূ (জয়ন্তের স্ত্রী) সেই ঘুড়ি ধরিয়াছেন। হনুমান্ তাঁহার সম্মুখে গিয়া বলিলেন, আপনি দয়া করিয়া আমার প্রভু রামচন্দ্রের এই ঘুড়ি ছাড়িয়া দিন্। জয়ন্ত-পত্নী উত্তর দিলেন, প্রভু রামচন্দ্র কৃপাপূর্ব্বক আমাকে একবার দর্শন না দিলে আমি কিছুতেই এই ঘুড়ি ছাড়িব না। হনুমান্ অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া রামচন্দ্রের নিকট এই কথা জানাইলেন। রামচন্দ্র বলিলেন, বৎস হনুমান্! তুমি আর একবার অমরাবতীতে গিয়া জয়ন্ত পত্নীকে বলিয়া আইস, এখন আপনি ঘুড়ি ছাড়িয়া দিন্, যথাসময়ে চিত্রকূট পর্ব্বতে আমার সহিত তাঁহার দেখা হইবে।

জয়ন্ত-পত্নী ইহা শুনিয়া ঘুড়ি ছাড়িয়া দিলেন।......বনবাস-কালে যে-সময়ে রামচন্দ্র চিত্রকূটে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময়ে একদিন জয়ন্ত পত্নী সখীগণসহ সেই স্থানে আসিয়া রামচন্দ্রকে প্রণাম করিলেন। রামচন্দ্র জয়ন্ত-পত্নীকে নানাপ্রকার সদুপদেশ দিলেন। সেই সময়ে জয়ন্তের স্ত্রী সীতাদেবীর অপরূপ রূপ-লাবণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হয়। যথাসময়ে জয়ন্ত-পত্নী শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে অমরাবতীতে ফিরিয়া আসিলেন।

একদিন জয়ন্ত তাঁহার পত্নীসহ সুরোদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে এক জলাশয়ের তীরে উপবেশন করিলেন। পার্শ্বে রূপবতী পত্নীকে দেখিয়া তিনি তাঁহার রূপের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। প্রশংসা শুনিয়া জয়ন্তের স্ত্রী বলিলেন, নাথ! আপনি আমাতে কি সৌন্দর্য্য দেখিতেছেন! যতদিন পর্য্যন্ত আমি সীতাদেবীকে দেখিনাই ততদিন আমার রূপের গর্ব্ব ছিল বটে; কিন্তু সীতাদেবীর অপরূপ রূপলাবণ্য দেখিয়া আমি আমাকে তাঁহার দাসীর যোগ্যা বলিয়াও মনে করি না।

রূপ-পিপাসিত জয়ন্ত, পত্নীর মুখে সীতাদেবীর অপরূপ রূপের কথা শুনিয়া আকুল হইয়া তৎক্ষণাৎ চিত্রকূটে গমন করিলেন। জয়ন্ত আসিয়া দেখিলেন, সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে মস্তক রাখিয়া নিদ্রিতা হইয়া পড়িয়াছেন। স্থির বিদ্যুল্লতার মত সীতাদেবীর অপরূপ রূপ দেখিয়া জয়ন্ত আত্মহারা হইলেন এবং কাকরূপ ধারণ করিয়া এক বৃক্ষের শাখায় বসিয়া সীতাদেবীর অপরূপ রূপ দেখিতে লাগিলেন। জয়ন্ত দেখিলেন, নিদ্রিতা সীতাদেবীর বক্ষোবাস শিথিল হইয়া পড়িয়াছে এবং সেই শিথিল বস্ত্রের প্রান্ত দিয়া তাঁহার স্তন-শোভা দেখা যাইতেছে। ইহা দেখিয়া কাকরূপী জয়ন্ত কামান্ধ হইয়া সীতাদেবীর স্তনে চঞ্চু আঘাত করিলেন। সীতাদেবী ইহাতে অত্যন্ত বেদনা পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। শ্রীরামচন্দ্র ঐ কাককে শাস্তি দিবার জন্য এক কুশপত্র বাণ নিক্ষেপ করেন। পরবর্ত্তী ঘটনা মূল পুস্তকের ১৩৭।১৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

—তুলসীদাস রামায়ণ। পণ্ডিত জ্বালাপ্রসাদ মিশ্র সম্পাদিত, বেঙ্কটেশ্বর প্রেস বম্বে।

THE ASIATIC SOCIETY

Kolkata
THE ASIATIC SOCIETY